



বাহ্মণীর গান

[প্রত্যেক শ্রুত রচরিতার জীবনী
বা পরিচয় সহ।]

ভূতপূর্ব “অমুসন্ধান”-সম্পাদক,
শ্রীদুর্গাদাস নাহিড়ী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১২ ভবানীচরণ গুপ্তের ষ্ট্রীট,—“বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেসে”

ক্রীমটম্বর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।



মূল্য ৫/- পাঁচ টাকা মাত্র



Banga
784 7195414
B 216 d

SL. No. C 66 C 64

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-700016

Acc. No. B 65 72,

Date. 29.10.92,

ভূমিকা ।

সঙ্গীতের স্বরনির্মাণে সংসার প্রতিধ্বনিত । অনন্ত ভরসা, আকাশ
হৃদি ও
সঙ্গীত ।

আর কি বলিব ? বিহঙ্গের কুঞ্জে, ভ্রমরের গুপ্তানে, বায়ুর নিঃশ্বনে,
তরুণরসের মধুর স্বরে, মেঘের গভীর নিধোষে, নির্ঝরিত কুলুকুলু-ধ্বনিতে,—সঙ্গীতের
স্বলিলিত তান কোথায় নাই ? সিংহের গর্জনে, হস্তীর নিবান-স্বরে, অশ্বের হ্রোমঃ
রামভের যড়জ-চাঁৎকারে, গাড়ীর হাওয়াস্বরে, ছাপের পাখার-ধ্বনিতে, রুবের ঝংঝং-শব্দে,
মার্জারের মিউমিউ হুরে,—সঙ্গীতের তান বিদ্যমান নাই কি ?* অক্ষুট শৈশব-কণ্ঠে
যে অক্ষুট স্বর-লহরী উখিত হয়, ভাষাহীন অসভ্য বস্ত্রজাতির অসম্বদ্ধ-স্বরে যে ভাব
ব্যক্ত হয়,—সঙ্গীতের তান তাহারও মধ্যে শুনিতে পাই না কি ?

হৃষ্টির আদি হইতেই সংসারে সঙ্গীত বিরাজমান । সেই যে প্রথম-ধ্বনি—
ভগবদধিষ্ঠান, সঙ্গীত ব্যতীত তাহাকে আর কি বলিব ? ঋষি-মহর্ষিগণ বেদগানে
ভগবদ্বিহীমা কীর্তন করিতেন ; তখন হইতেই সঙ্গীতের হৃষ্টি বলিতে হয় । রামায়ণ,
মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিও সঙ্গীতের হুরে সংগ্রথিত : “গীতা” + গান-
করণেই গীত হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন হয় । জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস
প্রভৃতির বৈষ্ণব-পদলহরী,—এমন কি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত
পর্যন্ত, এক সময়ে এদেশে সঙ্গীত-রূপে প্রচারিত ও গীত হইত । সেদিন পর্য্যন্ত

* স-রি-গ-ম-পা-ধা-নি,—সঙ্গীতের এই সপ্ত স্বর পঞ্চাদির কঠিনঃস্বত স্বর
হইতে সংগৃহীত । যথা :—

“সম্বরো যঃ ক্রতিহানে বনং হৃদয়রজকঃ ।

যড়জ্বত পাখারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ।

ধৈবতন্ত নিবানন্ত স্বরা সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ ।

ময়ুর যুগলচ্ছায়া ক্রৌঞ্চ কোকিল বাজিনঃ ।

নাতঙ্গকরমোহঃ স্বরানেতান্ মুহূর্থাবান্ ।”

কোন জন্তুর ধ্বনি হইতে কোন্ স্বর গৃহীত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সতর্কতাবশত হয় । অন্ততঃ, যথা,—

“যড়জঃ রোতি ময়ুরঃ পাখো মর্দন্তি চর্বিভঃ ।

অজো রোতি তু গাঃস্বারঃ ক্রৌঞ্চঃ কণ্ঠতি মধ্যমঃ ।

পুষ্পাধারণে কালে কোকিলা রোতি পঞ্চমঃ ।

বৈষভঃ কুলরো রোতি নিবানঃ হেযতে হমঃ ।”

যে ধ্বনি হইতেই যে স্বর গৃহীত হউক, হুব সিন্ধাত বিষয়ে কোথাও সত্যদেয় নাই ।

৭. “গীতা” — “গান করা” — “ত (ক) গী” — “গীত অর্থেই প্রযুক্ত হয় ।

ডংপন্ন হইয়া এদেশে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্যান্য ছয় শত বৎসর পূর্বে তাঁহারা পদাবলী রচনা করিয়া ছিলেন *। ডংপরে, বঙ্গভাষা কিরূপ উন্নতির পথে গিয়াছিল। অগ্রসর হইতেছে, তাহা ইতিহাসের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই ভাষা দেশ মধ্যে উপস্থিত।

প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল। উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষাই আধ্যাত্মিকতার শাস্ত্রীয় ও লিখিত ভাষা, এবং প্রাকৃত ভাষা র্তাহাদিগের কথিত ভাষা ছিল। ব্রাহ্মবর্ষ পরিত্যক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক যখন বিভিন্ন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন র্তাহাদের ভাষা ও বর্ণ, প্রাদেশিক ভাষার সংমিশ্রণে নূতন আকার ধারণ করিয়া নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি করিল। বঙ্গদেশ-প্রচলিত গোড়ীয় ভাষা, † তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রাদেশিক মিশ্রণে গোড়ীয় ভাষার এই উপস্থিতি মূলে, পাশী, মাগধী, মৈথিলী, ব্রজবুলি, হিন্দী, উড়িয়া, উর্দু, পাশী প্রভৃতি ভাষার সংযোগে, আদি ভাষা-সমূহের প্রভাব লোপ পাইয়া, ক্রমে এই আধুনিক বঙ্গভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান বাক্সালা ভাষার সহিত গোড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য গোড়ীয় কয়েকটা জাতীয় ভাষার সামান্ত নমুনা ‡ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাক্সালা ভাষা।	গোড়ীয় বাক্সালা ভাষা।	চাক্রী ও গান্ধক প্রভৃতি জাতীয় ভাষা।	মুসলমান প্রভৃতির খোটাভাষা।
প্রভাকালে আসিব,	বিহানে আসবো,	বিগি আবো,	পোহাতে আমবে।
আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে,	খাবার হ'লছে,	খাল ভেলহো,	খানেকা হুয়া হ্যার।
ভাজা ভাজিয়াছে,	ভাজা ভাজেছে,	লাহীরা ভুজ লেছেন,	ভুণা ভুগিন্খা।
হান পরিষ্কার হইয়াছে,	চোকা হ'লছে,	হ্যারোয়া নেল ছেন,	কুটা ঠা উঠায়া হো।
স্থান করিতে বাবে না?	লাহিতে না থাকে?	লাহাবেব লা কাবিন?	লাহালে বাগা দেহি?
বেহাইন। এমিকে এস,	বেহাইন এখারে আস,	লম্বিন ইবির আবো,	লম্বিন ইবির আভে।
পিপিলিকার কামড়াইয়াছে,	পিপ ডা কামড়ালছে,	চুটি কাটি নেল কে,	খোটা কাটি মিহিরা।
নিষ্টি হইয়াছিল,	কাড় হল ছিল,	কাড়ি ভেলছোল,	গান ভিরা থা।
আনি বালক,	হানি চান্ধা আহি	হায়েত চান্ধা আহি,	হান্ ল্যাডকা হো।
বেড়াইতে বাইবা?	বেড়ানে বাবি?	হুলেন বাবে?	হুলেনে বাগা?
লাপড় কাচিয়া লই,	কাপড় বি'তেলি,	ভেটিয়া সিলাই করলি,	কাপড়া খ'জকে লেই।

* ১০০০ সালের ১৫ই মার্চের “অনুসন্ধান” এই বিবরণের বিবৃত আলোচনা আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের “বঙ্গদর্শনে” দেখাইয়াছেন যে,—“মিথিলায় পল্লী নামে একখানি বৃহৎ গ্রাম আছে। তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাবিপত্তি হইলি হের রাজক-সময়ে উক্ত গ্রামের রচনা আরম্ভ হয়। এই পল্লীগ্রামে বিদ্যাপতির পরিচর্য আছে।” ১২৪৮ শক অর্থাৎ খ্রীঃ ১৭১১ বৎসর পূর্বের কথা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম-সাময়িক ছিলেন।

† গোড়ীয় ভাষা অর্থে বঙ্গ ভাষাকেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সৌন্দ, বঙ্গদেশের রাজধানী। ‡ গোড়ীয় ভাষাকে বঙ্গদেশের ভাষা কতকটা আর কি বলিব?

১০০০ সালের ১৫ এ মার্চের “অনুসন্ধান” সৌন্দ বা লক্ষণাবতী গ্রামের কথা।

অজ্ঞপ্ত সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সাহস দেখাইবারও
একটু চো করিতেছি ;—

সংস্কৃত।	প্রাকৃত।	বাঙ্গালা।	মৈথিলী।
অন্য	অজ্ঞ	আজ	আজু।
তুমি	তুএ	তুই	তুইঁ।
সখি	সহি	সখি, সই	সই, সখি।
বিদ্যা	বিজ্ঞানী	বিজ্ঞানী	বিজুরি
হানিম	ঠান	ঠাই	ঠাঞি।
অহং	আমি	আমি	হাম।
চন্দ	চন্দ	চাঁদ	চন্দা।

ফলতঃ ভাষার পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তা
উৎপত্তি পঠনের আভাস ইহার দ্বারা রহস্যে।

রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম-বিপ্লব বা কুচি-বিপ্লবে ভাষার বিপ্লব
ভাষা-বিপ্লব সাধিত হয়। একবিধ বিপ্লবেই রক্ষা নাই; এই চতুর্বিধ বিপ্লব, বঙ্গ-
ও ভাষা বিকাশ দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশের ভাষার যে পরি-
বর্তন ঘটবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ
ও বিস্তার,—সেই বিপ্লবেরই প্রতিক্রিয়া। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল হইতে শান্তিতে রাজত্ব
করিতেছিল; সহসা বৌদ্ধ যুগের আবির্ভাবে পালি ভাষা আসিয়া তাহার উপর প্রথম
উপদ্রব আরম্ভ করিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের আচার,
ব্যবহার, শাস্ত্র, ভাব, ভাষা পরিবর্তিত হইল। বুদ্ধদেব পালি ভাষায়
আবির্ভাব, ধর্মপ্রচার করিতেন; তাঁহার দেহত্যাগকালে, তিন শিষ্যমণ্ডলকেও
তথ্য-পরিবর্তন। সেই পালি ভাষায় ধর্মপ্রচার করিতে উপদেশ দিয়া যান। সে প্রায়
২৬৮২ বৎসর পূর্বের কথা। জৈমিনি ও ভট্টপাণ্ড, বুদ্ধদেবের পন্থা অনুসরণ করেন।
পালিভাষার দাতাবংশ, ধর্মপাল, সুভানিপাত প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। পালি
ভাষায় সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ-বিষয়ে হুই একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। তাহাতে
বঙ্গ-ভাষার সহিতও তাহার সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। বলা,—

সংস্কৃত।—অভিধর্ম, অমৃত, মার্গ, অব, জ্ঞতি।

পালি।—অভিধম্ম, অমত্ত, মার্গগো, অসো, সুত্তি।

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের পরিবর্তে পালি ভাষায় প্রবর্তনার ভাষায় মিষ্টত সাধিত
হইয়াছিল; আবার অনেকে বলেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার তেজ-পার্জ্বাল্য নষ্ট হইয়াছিল
বাহাই হউক, বৌদ্ধ-যুগের অবসানে, হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশে পুন-
রায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইলেও, পালি ভাষা বর্তমান বঙ্গভাষার একটা মূল ভিত্তি
পাতিত করিয়া গেল। এই সময় পৌত্তপাল, মহাপাল ও বোদী পাল পাল রচনা করিয়া-

ছিলেন বলিয়া চৈতন্য-ভাণ্ডারে উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ গান তাঁহার কোন ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। অনুমান হয়, বিমিশ্র পালি ভাষাতেই ইহা রচিত হইয়াছিল।

- মধ্যে কিছু দিন, ধর্মবিপ্লবের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতে, সাম্প্রদায়িক মত লইয়া, শাক্ত, শৈব, জৈন প্রভৃতির স্বন্দে, বঙ্গদেশে আন্দোলিত ছিল। তৎকালে সাহিত্যের ও ভাষার যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। নতুন বঙ্গভাষা সংগঠনের বাস্তব, এই সময়ই
- অলক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঔৎসাময়িক বৃত্তান্ত বিশেষ বিছু

রাজহুগু বঙ্গভাষার পুষ্টিপক্ষে উদ্যোগী ছিলেন, কেহ কেহ এরূপ কহিয়া থাকেন। গোড়ের লক্ষণ সেনের রচিত কয়েকটি পদ, পদসমূহে স্থান পাইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে

লরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্টির পথ একটু
জাণা উৎপত্তির সরল করিয়া রাখিয়াছিল। জয়দেব গোস্বামী আবির্ভূত হইয়া, ললিত-
মধুর 'গীতগোবিন্দ' রচনায় বঙ্গভাষা সৃষ্টির আদিস্তর সংগঠন করেন।

তিনি গোড়ের লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন; প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে এই বঙ্গভূমে তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁহার পর, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বঙ্গভাষার ত্রিবিধসাধন, করেন। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং সম-সাময়িক পদ-

মূলমান অবি-
ভাষে ও চৈতন্য কর্তৃগণ তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই যুগ, বাঙ্গালা
দেবের সময়ে ভাষার—অন্ততঃ লিপিবদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার—আদিযুগ বলিয়া জানা যায়।
বঙ্গভাষা। জয়দেব যদিও বিদ্যাপতি প্রভৃতির পূর্বে গীতগোবিন্দ রচনা করেন,

কিন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া তাঁহাকেও বঙ্গভাষার আদি-কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তবে তিনি যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বান, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পরবর্তী কবিগণ তদুপরি সৌধ নির্মাণ করেন,—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ৭৩৩ সালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইতঃপূর্বে এদেশে প্রাকৃত ভাষার যে প্রাধান্য ছিল, ২০৭ সাল হইতে ৮০৭ সাল মধ্যে তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হয়। বঙ্গভাষার এবং বৈষ্ণব উন্নতির কাল, মুসলমান-রাজত্বের অন্তর্গত।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গভাষার আদি রচনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, বিদ্যাপতির রচনায় মেথিলী ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা অপেক্ষাকৃত অবিমিশ্র। দুই কবির দুইটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

বিদ্যাপতি;—

অরুণ পূর্ব দিল, বহল সগর নিশ,
পগল মগন তেল চন্দা।
হুনি পেল কুমুদিনী, ওইও তোহারি যদি,
মুদল মুখ অরবিন্দা ॥

কমল বুকল, কুবলর দুই লোচন,
অথর মাধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুহুম তুঅ সিরজিল,
কিঅ বসি হৃদয় পথানে ॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নাহি মুকসি,
অপনুব তুঅ ব্যবহারে ॥
অবশুণ পরিহরি হরথি হরুধনি,
মানক অবধি বিহানে
রাজা শিবসিংহ রূপ নাগায়ণ,
বিদ্যাপতি-কবি ভাণে ॥

চণ্ডীদাস ; ———

সই, কেবল শুনাইল শ্রাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পুশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্রাম নামে আকৈ গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
অপিতে অপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে বার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
বেথানে বসতি তার, নরনে দেখিয়া গো,
সুবতী-ধরম কৈসে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল-নাশে,
আপনার বৌল বাচার ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। ১২২ সালে (১৪০৭ খৃস্টাব্দে) জন্ম অবতীর্ণ হন। এই সময় বঙ্গভাষার ত্রীবিজির যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই যুগের লোচন দাস (১৩০ সালে), জ্ঞানদাস (১৩৭ সালে), গোবিন্দদাস (১৪৪ সালে), বহুলদাস (১৪৪ সালে), বাবা আউল মনোহর দাস, বল্লভদাস, কৃষ্ণদাস, প্রেমদাস, রায় শেখর

বনশ্রাম, নিত্যানন্দ দাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অন্যান্য চুই শব্দ প্রসিদ্ধ পদকর্তা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন*। অব্যমিশ্র বাঙ্গালা ভাষার বাহার্য্য প্রবর্তক, সেই কৃষ্ণিবাস (১৭৫ সালে), কবিরঞ্জন (১৫৪ সালে) এবং কালীরাম দাস (১৬৫ সালে) প্রভৃতি এই সময় জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য নয় জন মুসলমান-পদকর্তারও পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে কেবল প্রেমের বর্ণনা ছিল; কিন্তু এই চৈতন্য-যুগের বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সহিত ভক্তিতাব মিশ্রিত হয়; এবং তাঁহাদিগের পদাবলীতে জীবনচরিত বর্ণনা প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণিবাস ও কালীরাম দাস, তাঁহাদের মহাকাব্যে প্রকারান্তরে বঙ্গভাষায় পুরাণেতিহাসই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ‘হিন্দী ব্রজ বুলি, উর্দু, সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি ভাষা, এই সময় বঙ্গভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; এবং সেই সকল ভাষার সংমিশ্রনে বঙ্গভাষা নতন ভাষায় সম্ভিত হইতেছিল।

এ দেশের মুসলমান-নৃপতিগণেরও কেহ কেহ বঙ্গভাষার উৎসাহদাতা ছিলেন। হুসেন সাহের রাজত্ব-সময়ে (১০১ হইতে ১৩২ সাল) তৎপুত্র নসরৎ সাহ ‘ভারত-পাঞ্চালী’ রচনা করাইয়া ছিলেন; সনাতন ও পূর্বম্বর খাঁ, হুসেন সার সভাসদরূপে হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। ছোটী খাঁর মহাভারত এই সময়ই রচিত হয়। এই মুসলমান নৃপতিগণের অধিকার-কালে মাধবাচার্য্য, অখোধ্যারাম, কমানন্দ কেতকীদাস, কবিত্তল, বনরাম প্রভৃতিও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বঙ্গভাষার আর এক নূতন রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং সংগঠিত হয়। ১১১৭ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এই যুগের চুইটা উজ্জ্বল রত্ন। এই সময় হইতে এবং ইহার পরবর্তী কালে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, তাহাই এই ‘বাঙ্গালীর গান’ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা ও গান, এই সময় বঙ্গসাহিত্যের সমূহ শোভাসংবর্ধন করে। ভাষার শ্রীরুজির পরিচয়ও এই হইতেই পাওয়া যায়। তৎপরে ভাষার-ক্রেম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীতের যে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, তাহা স্বতঃ-প্রকটিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ও গদ্য ভাষায় যে কোনও পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; তবে বাঙ্গালা গদ্য ভাষার চিহ্নিত লেখা যে এই সময় প্রচলিত ছিল, মহারাজ নন্দ কুমারের পত্রাদিতে † তাহা জানাতে পারা যায়।

* খরীর রামগণ সেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দগোহন বিদ্যাবিনোদবারিচি মহাপরমহংস তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে বহু বৈকল্পিকপদকর্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত ঐহুক হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৈকল্পিকপদকর্তার যে তালিকা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ১১৪ জন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়; ঐহুক দীপেনচন্দ্র সেন, ভদ্রবিদ্য আরও ৩৪ জনের পরিচয় দিয়াছেন।

† ‘ভাস্কর্য্যাদি’ মাসিক পত্রে ইহা প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীতই প্রথম
রচনা।

সঙ্গীতের স্রষ্টার আদি হুগি, এ বিষয় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি-
য়াছি। সঙ্গীত ও কবিতা, জাতিকে প্রকৃষ্ট করিবার প্রথম মৌলিক। আজ
আমরা দেখিতে পাই, এ সংসারে বাহ্যিক কবি বা লেখক বলিয়া প্রভিষ্ঠা-
বিত, কবিতা কিম্বা সঙ্গীতই তাঁহাদের প্রথম রচনা। সেই সঙ্গীত বা কবিতার মধ্য
দিয়াই বঙ্গভাষা বর্তমান উন্নতির পথে উন্নত হইয়াছে। সে বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলো-
চনার স্থান ইহা নহে; পরন্তু আজিকালি বিবিধ প্রকারে এতৎপ্রসঙ্গের অবতারণাও দেখিতে
পাই; সুতরাং 'বঙ্গালীর গানের' প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত
বর্ণনায় আমরা ক্রান্ত হইলাম।

সঙ্গীতের দুঃ
বিভাগ।

সঙ্গীতের স্রষ্টি হইতে বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত বহু সঙ্গীত প্রকাশিত
হইয়াছে, তৎসমুদায়কে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই
সাত ভাগের সঙ্গীতকে আমরা সাত যুগের বা সাত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত
প্রধান করিলাম।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগের সঙ্গীত-রচয়িতা,—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি।
বৈষ্ণব কবিগণ। তাঁহাদের পদ্যক অমূল্যরূপে আজিও যে সকল সঙ্গীত
রচিত হইতেছে, তৎসমুদায়কে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় যুগ।

দ্বিতীয় যুগের প্রবর্তক—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। তাঁহার অমূল্যরূপে
আজিও যাহারা সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে রামপ্রসাদের
সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য করি। আজ গোঁসাই, রামদুলাল প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রথম

তৃতীয় যুগ।

দলভুক্ত। তৃতীয় যুগ—কবিগীতির স্রষ্টি। রঘুনাথ, হরপ্রসাদ, রাম
বনু প্রভৃতি এই সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগীতি-রচয়িতা। ইহারা যে

চতুর্থ যুগ।

অমূল্য ভূষণে বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করেন, তাহা চিরদিন সমুজ্জ্বল
বিরাজ করিবে। বঙ্গালী সঙ্গীতের চতুর্থ যুগ—টপ্পা। ভারতচন্দ্রের পর
নিধু বাবুই সর্ব প্রথম সরল বঙ্গালী ভাষায় বিশুদ্ধ ভাববাঞ্ছক টপ্পা

সঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গালীকে মোহিত করেন। শ্রীধর কথক প্রভৃতি নিধু বাবুর
পরবর্তী টপ্পা-গীতি-রচয়িতাগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। কীর্তন ও পাঁচালী
পঞ্চম যুগ। রচয়িতাগণ—পঞ্চম যুগের প্রবর্তক। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী

ভাস্কর্য্য কীর্তনের স্রষ্টি; পাঁচালী—কবি গীতিরই রূপান্তর মাত্র। মধুকান কীর্তনের এবং
দাশরথী রায় পাঁচালীর প্রবর্তক। তাহার পর, বঙ্গালীর গানে আর এক নূতন যুগের
স্রষ্টি হয়। তাহাই ষষ্ঠ যুগ। রাজা রামমোহন রায় এই যুগের প্রথম

ষষ্ঠ যুগ

পথ-প্রদর্শক। ইনিই প্রথমতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তৎপরবর্তী
ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতাগণ ইহারই অনুকরণ করিতেছেন। বর্তমান যুগকে আমরা সঙ্গীতের

সপ্তম যুগে অভিহিত করিতে পারি। এ যুগের কিছুই নূতনত্ব নাই।
 এ যুগে নামে বাহ্য কিছু হইয়াছে, সকলই পূর্ববর্তী গীত-রচয়িতাগণের
 অনুসরণ মাত্র। যাত্রা, থিয়েটার এবং ধর্মসঙ্গীত প্রভৃতিতে রচনার নূতন পন্থা আর
 প্রদর্শিত হইতেছে না। অনুকরণে নানারূপ গানই রচিত হইতেছে বটে; কিন্তু
 তাহাতে সকল যুগেরগানেরই সখিমিশ্রণ দেখিতে পাই। হুজুরা বর্তমান যুগকে
 ‘মিশ্র-যুগ’ নামে অভিহিত করিলেও করিতে পারা যায়।

এতোক যুগের গান-রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাহানে সম্মিষ্ট হইয়াছে।
 তাঁহাদের রচিত গান-সম্বন্ধেও আমাদের মন্তব্য অনেক স্থলে প্রকাশ করা হইয়াছে।
 হুজুরা বিস্তৃতি-ভরে এখানে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন বলিয়া মনে করি।”

* * * * *

বঙ্গসাহিত্যের হ্রস্ব উদ্যানে অসংখ্য সঙ্গীত-কুসুম প্রফুল্লিত আছে। বেলা, মল্লিকা,
 সুই, জাতি, সুবী, গোলাপ, পঙ্করাজ,—সৌরভে সে উদ্যান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে ;
 অস্ত্রত, শলাশ, কিংসুক, অপরাধিতা, জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি,—উদ্যান আলো করিয়া
 রহিয়াছে ; আবার, উদ্যান-রূতি-পার্শ্বে, বেঁটু, আকন্দ, চিতা, কালিকা প্রভৃতিরও অভাব
 নাই। “বাস্তবালী গান” মাণ্য-রচনা-ব্যুৎপাদে এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমরা
 বহুপুশ্প চরন করিয়াছি। আমাদের অসংখ্যত নির্বাচন-দোষে যদি গোলাপের পার্শ্বে,
 বেঁটু গ্রন্থন করিয়া থাকি, সে ত্রেটি সহস্রগণ মার্জনা করিলে।

—

সম্পাদকের নিবেদন।

“বঙ্গালীর গান”,—এই হৃৎকণ্ঠে এই সঙ্কলনে, সম্পাদনে ও মুদ্রাক্ষরে কত সময় আবণ্ডক, তাহা সহজেই অনুমেয়; বিশেষতঃ, প্রত্যেক গীত-রচয়িতার জীবনী বা পরিচয় সহ এদেশে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করা কিরূপ দুঃসহ ও সময়-সাপেক্ষ কার্য, তাহা ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অন্ততঃ, দুই বৎসরের কম এতাদৃশ গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া অনাধ্য। সেই অসাধ্য কার্য আমরা দুই মাসের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছি। সুতরাং নানা প্রকারের ভ্রম ত্রুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রধানতঃ বাহাদুর সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠাংশ-স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবিত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান প্রমথনাথ সাত্তাল ও শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী,—ইহারাও এই সম্বন্ধে বধেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত “সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ” ও “বঙ্গভাষার লেখক” গ্রন্থদ্বয় হইতেও আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সেই অগ্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্যবাদার্থ। পরিশেষে, যে সকল সঙ্গীত-রচয়িতার সঙ্গীত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের ত্রিকটেও আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

●“বঙ্গবাসীর” প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহোদয় বড় সাথ করিয়া তাঁহার এই “বঙ্গালীর গান” গ্রন্থ সম্পাদনের ভার আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সেই বড়সাহায্যে “বঙ্গালীর গান”, তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারিলাম না,—এ ক্ষোভ আমার সারাজীবনে বহিয়া গেল।

“বঙ্গবাসী”-কার্যালয়,
২রা আদিল, সোমবার,
১৩১২ সাল।

} বিদীত
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সঙ্গীত-রচয়িতাগণের নাম :-

(বর্ণানুক্রমিক হুঁচী ।)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ।	১৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১১৭
অক্ষয়কুমার বড়াল	১০২৪	কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি	২২২
অজ্ঞাত	১৭৭	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)	৮১০
অধিকাচরণ গুপ্ত	১০২০	কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য	২০৩
অতুলকৃষ্ণ মিত্র	৮৮১	কৃষ্ণেন্দ্র রায়	২১৩
অমৃতলাল গুপ্ত	৭০৮	কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী	৮৭১
অমৃতলাল বসু	৮৭৮	কৃষ্ণমোহন মজুমদার	৭০৮
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০১	কেষ্টা মুচি	১৮৪
অযোধ্যানাথ পাকড়ানী	৭৬০	কেশব সাঁই	৭৬৮
অখিনৌকুমার দত্ত	৬৭১	কেনাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭৩
আজু গোস্বামী	৫৩	ক রোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৮৭৭
আনুটনী সাহেব	১১৪	গদাধর মুখোপাধ্যায়	১১৭
আনন্দময় মৈত্র	৮১৬	গঙ্গাচন্দ্রকুমার সরকার	৪১৩ ১৬৬
অনন্দচন্দ্র মিত্র	৫৩৮	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০১
আনন্দচন্দ্র শিরোমণি	১৫৭	গদাধর চট্টোপাধ্যায়	৮৬৭
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩৪	গিরিশচন্দ্র বোষ	৫৪৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৭১	গৌড়লা গুপ্ত	১৮৪
গুয়াজিল আলি	১০০৩	গৌরকনাথ	১১৬
কবির	১০০০	গোবিন্দ অধিকারী	৩২১
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৫১	গোপাল উড়ে	৩৬০
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	১০৩০	গোপাল নাথক	১১৩
কালীপ্রসন্ন বোষ	৭৬১	গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি	১৫৩
কামাল কিকিরচান (হরিনাথ)	৫০৮	চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৬৩
কালীনারায়ণ গুপ্ত	৮৬১	চাক্রচন্দ্র রায়	২৭১
কালীনাথ রায় চৌধুরী	৮৬১	ছোট মিঞা	১০০২
কালীপ্রসন্ন ভাট্টা	১৫১	অগ্নিপ্রসাদ বসু-মল্লিক	৪৪০
কালী মিস্ত্রী	৩০১	অন্ননারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪৩
কালীপ্রসাদ বোষ	৪৩৭	অন্নকুমার বর্দন রায়	১০২৪
কীর্তন	১৪৮	অগ্নিহু ভদ্র	১০১২
কৃষ্ণচাঁদ্রী দেব	৫৪৭	অগ্নিহু তর্কবাগীশ	১৪৭
কুমার শূচন্দ্র	৪৫৬	অ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭৩
কুমার নরচন্দ্র	৫	ঠাকুরদাস দত্ত	৪২১
কুমারকান্ত বসু	৮১৬	ঠাকুরদাস চন্দ্রবর্তী	২০২
কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী	২৩৫	তানসেন	১০০৩
কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর	৮৫২	ভানুবাঈ কাশ্যপী	১০২৭
কৃষ্ণচন্দ্র বসু	১৭৭	ভানুপ্রসাদ কবিরাজ	১০১৭

তুলসীদাস	১১৮	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৭৪১
ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ	১৫৪	নীলম্বর মুখোপাধ্যায়	৭০৯
ত্রৈলোক্যনাথ সাত্তাল (চি জীব শর্মা)	৮৩৯	নীলু ঠাকুর	১৮৫
কালচাঁদ মিত্র	৮৭৭	নীলমণি পাটনি	১৯৫
কাশরথী রায়	২০৭	নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য	১০০৯
কারকানাথ গাঙ্গুলি	৯০৭	পকানন ওরফে	২০৫
কামোদক মুখোপাধ্যায়	১০১৪	পাঙ্গলা কানাই	৭৬৬
দিগম্বর ভট্টাচার্য	৫৫৩	পারভ ভাষার গীত	১০৪৫
দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২	পীতাম্বর পাইল	৮৬০
দীননাথ ধর	১০১৯	পুলীন বিহারীলাল হাওে .	৯১৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০৭	প্যারিচাঁদ মিত্র	৪৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৮১৫	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	৭১৭
দীন বাউল	৮৫২	প্যারামোহন কবির	৪৪২
দীনবন্ধু মিত্র	৪২৬	প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী	৮৫৮
দীনেশচরণ বসু	৭১২	প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৮৩০
দুর্গাদাস লাহিড়ী	১০৩৫	প্রমথনাথ সাত্তাল	৯৪৯
দুর্গাদাস দে	১৪২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৯৭
দুন্দী বাঁ	১০০২	বদন অধিকারী	৬২৩
দেওয়ান মহাশয়	১২৪	বঙ্কজ বাঙরা	৯৯২
দেওয়ান ব্রজকিশোর	১৩৮	বাগানী মেয়ের তরঙ্গ ও বুঝের গীত	১০৪১
দেওয়ান নন্দকুমার	১৩৯	বাহাদুর শা	১০০২
দেওয়ান রামদুলাল	১৪৫	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৬০২
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	৪৬০	বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৯৭
দেবেশনাথ ঠাকুর	৬০৩	বিহারীলাল চক্রবর্তী	৭১০
ধর্মালয় মহাভারতী	৭১৮	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১০১৮
বীরাজ	৮৫০	বিহারীলাল সরকার	৭৯২
নগল কিশোর	১০০১	শে.রাম চট্টোপাধ্যায়	৭৬০
নবীনচন্দ্র সেন	৮৪৯	বৈকুণ্ঠনাথ বসু	৯৩৭
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	৭৬২	ব্রজমোহন রায়	৭২৬
নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	৭১৪	ভবানী বেনে	২৮৬
নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৫২	ভারতচন্দ্র	৫৩
নালক	৯৬৭	ভোলা মজরা	১৮৫
নিভ্যানন্দ বৈরাগী	১৮৭	মতিলাল রায়	৬৭৭
নিখিলনাথ রায়	৮০২	মদন মাস্টার	৭২৪
নিরঞ্জনমোহন লাহিড়ী	৯৪০	মদনমোহন ওরফে	৪৩৭
সিধু বাবু	৪৪	মু. কাল	৩৩২
সিংহাইচরণ মিত্র	৮৯০	মদনমোহন বসু	৪২৪
সিরাজ কবির-গুণ	৮৯০	মু. কাল	৩৩২

মহারাজ নন্দকুমার	৪৫৯	রামজয় বাগচি	৮১৯
মহারাজ মহাপাণ্ডব	৪৬৩	গাথদাস সেন	৮৭২
মহারাজ বতীন্দ্রমোহন	৪৭০	রামনারায়ণ তর্করত্ন	৪০৯
মহারাজ রামকৃষ্ণ	৪৬০	গাথ এসাদ	১
মহারাজ শিবচন্দ্র	৪৫৩	রামজু চট্টোপাধ্যায়	১১৫
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র	৪৬০	রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	৮৫০
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ	৪৬১	রামলাল দাস দত্ত	১৪৫
মহীরাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র	৪৮৫	বাস বিহারী মুখোপাধ্যায়	৭১৪
মাইকেল মধুসূদন	৪৯১	রাম ও নৃসিংহ	১৮১
মৌর্য বাই	১০০১	রাম বহু	১৪৮
মুকুন্দদাস	১০০৯	রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫১০
মুন্সী বোনারত্ন হোসেন	১২০	রাম চাঁদ পাল	৩১১
মৃত্যঞ্জয় বহু	১২৯	গোবিন্দীহার বিদ্যাভূষণ	১৪৮
মুক্তেশ্বরী	১৮৬	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	১৭২
মুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০	অগতিমোহন সিংহ রায়	১০২০
মহনাথ বোম	৫৪৬	লালন সাঁই	৭৭০
মহনাথ চক্রবর্তী	১৫৬	লক্ষ্মীন্দ্রনাথ	১৮৪
মোহনচন্দ্র বহু	১০০১	লোকা গোপা	৭২৭
মোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬০	নিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	৫১৮
মহনাথ দাস	১৭৭	শশিধরকুমার বোম	১০১০
মহনাথ দে	১০২৪	শিবনারায়ণ অম্বিহোত্রী	১০০২
মজলী রাস্তা সেন	১০২৪	শিবচন্দ্র সরকার	৮৭৪
মহীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১৭	শিবনাথ শাস্ত্রী	৮৫০
মহাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২১	শেখারী মিত্র	১১৫
মহাপতি রায়	১১০	শেখার বর্ধক	২৭৭
মসিকলাল চক্রবর্তী	৭৪৭	মতোশ্রনাথ ঠাকুর	৬০৮
মসিকচন্দ্র রায়	৪২০	মতোশ্রনাথ বহু	১০৬
মাসকুমার রায়	৬৮৯	সীতালাল দাস	১০৪২
মাসকুমার আশুচন্দ্র	৭৬৬	মসীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৭২
মাসা মহিয়ারঞ্জন রায়	৪৮২	মসীকুমারী দেবী	৬৭৮
মাসা মহেন্দ্রলাল দাস	৪৮০	মাসু বাবু	৪০০
মাসা কামমোহন রায়	১৪০	মাসু রায়	১১১
মাসা শশিধরবর্ধক রায়	৪৮১	মসু দাস	১১১
মাসা শেখারমোহন রায়	৪৭৯	মসীচন্দ্র মিত্র	১০১১
মাসা শেখারমোহন রায়	১০০	মসীমোহন মুখোপাধ্যায়	৮৪৮
মাসা শেখারমোহন রায়	৩১১	মসীমোহন রায়	১১১
মাসা শেখারমোহন রায়	১৭৬	মসীমোহন রায়	১১০
মাসা শেখারমোহন রায়	১১৭	মসীমোহন রায়	১১০

কাননের সূচী ।

অ ।

অকলঙ্ক শশিমুখী	৩৭	অনেকের প্রাণ তুমি রে	১১
অকারণ কৃধা ভ্রমে ভ্রমি	৪৬০	অনর্থ চিন্তাৰ্ণবে ডুবিলে	১১
অকুল-পাশ্বারে রাখ রাখ অবলারে	৪৮০	অনেক দিবস পর মিলন হইল	১২
অকুলের কাণ্ডারী কৃষ্ণ	৪২৪	অধিনী জনে প্রাণনাথ নিদর	১২
অক্ষি মন গেল গেল চল	৩১৬	অহঙ্কার কারোপর	১৭
অখিল তারণ বল একবার	৫০৩	অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর	১৮
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি	৬০৭	অনেকের প্রিয় সে	১০০
অগস্তি পতি তুমি	৭৮১	অরণ্য বরণ আঁধি, বিধুমুখী কেন	১০১
অধিময়ী মাগো আজি	৬৮০	অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল	১০৪
অঙ্গ কর না দাছ	৩৪৭	অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগ-নরনী	১০৭
অচল ঘন গহন গুণ	৬১০	অজ্ঞান ভাবেতে দিন ত গেল বহিরে	১৩১
অচেনার চিনিরে দিয়ে	৬৯৬	অজ্ঞান-ভিমিরাক হইয়ে ভ্রমি অবনী	১৩২
অভয় পদে সব নৃত্যালে	৬	অভয়ার অভয় পদ কর মন সার	১৩৪
অপার-সংসার অছি পারাবার	৮	অবিদ্যা বদে করিল নিবিড় অন্ধকার	১৩৬
অসকালে বাব কোথা	১৪	অবোধানপরে কিবা রত্নসিংহাসনোপরে	১৩৭
অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি	১৮	অব্যক্ত নির্গুণ, ব্রহ্মবস্ত্র নিরঞ্জন	১৩৮
অপূর্ণা অগ্ৰহরা জননী	৫২	অভরে ব্রহ্মময়ী ভবনে ভবানী	১৩৮
অমরপূর্ণার ধন্ত বশিষ্ঠ	৪৭	অনিভা বিবর কর সর্বদা চিন্তন	১৪২
অভয়া কবী কর আমারে গো	৬০	অহঙ্কারে মত্ত সলা অপার বাসনা	১৪২
অমরপূর্ণা অর অর, দুয় কর ভবভয়	৫৬	অবাক মুখে বাক সেরে না কথা কব কি	৩৮৭
অরুণ সহিত করিয়া অরুণ আঁধি	৬৬	অভিমান তাজ মানিনি লো	৩৯৩
অনেক বতনে তোমারে পেরেছি	৬৮	অভিমান তাজ ও খিনোখোনি	৩৯৫
অলাভ জানিলে কেহ	৬৮	অমল্যর হারে আজি পাতকী পেতেছি	৪৩০
অথরে না থরে থরে না	৬১	অতিশয় নিদারুণ বিরহ-ব্যতিক-ব্যাধি	৪৩২
অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন	৬১	অনেক সাধের ঘন তুমি প্রাণ আমার	৪৩৮
অলিরাজ বেখানে বিদ্রাজ	৭১	অন্তরে ভালবাস না বাস মুখে বদল	৪৪২
অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ	৭৬	অতি হুরাখা তারা ত্রিগুণা রত্নরূপিণী	৪৫৪
অনিমিষে হারে নিরখি	৮২	অদ্যাসে বা হয় মন তাই তুমি কর রে	৪৫৬
অনেক সাধের মুখে প্রাণ দুখ	৮৫	অর যে মা অমরপূর্ণা অর যে মা অরুণ	৪৫৬
অবলা সন্ন্যাসী অতি প্রাণ, শঠতা কি লবে	৮৭	অপকুপা কে ললনা	৪৬৩
অবর করেছ যে প্রাণ প্রেমস্বধাধিন	৮৭	অপকুপা কামিনী নিরতবরনী	৪৬৩
অতি সাধ ছিল হে প্রাণ	৮৮	অরুণাঙ্গি প্রেতা ভোমা কেও খাশাবাসিনী	৪৬৬
অমরপূর্ণা দেবী হলে আর মোহ দাখি	৮৮	অপকুপা বাবা রক্তাশ্রয়পরিধান	৪৬৬
		অকলঙ্ক দিবস হয় রে	৪৭২
		অপকুপা আজিগুর রক্তাশ্রয় পোড়িল	৪৭২

২০৩ ৭৭ দিনমান রাস্তাকার আকাশে ৪৮৭
 অলিত্য সাংসার ছেড়ে মজা হরিপদে মন ৪৮৭
 অনেক রণির ধনি আহ্নে অবনৌ ভিতর ৭২১
 অশ্বী ভ্রমর দলে ৪৯৩
 অরুণের রূপের কঁদে, পড়ে কাঁদে ৫১০
 অন্নক মত্ত মাভজ, মন-মন ভজ ২৮০
 অশেষ কণ্টক প্রেম বনে ২৮১
 অপমান প্রাণ আলাতন ২৮২
 অর্ধেক হইলে প্রিয়ে ৩০০
 অনেক মায়ী জানে ৩০১
 অসাধ্য সাধনা তার লুকিয়ে অসা ৩৭৪
 অধর অকল কাঁদিয়ে আন কেন হে প্রিয়ে ৩৮৩
 অপরূপ দেখ ললিত ২২০
 অপরূপ রূপ, কি কালো রূপ ২২৪
 অহর-বন বল-হারিণী ৩০৩
 অথরে যে অমন—হে মনোরঞ্জন ৩১৬
 অনলে সলিলে প্রাণ নহে সমাধান ৩১৬
 অরুণে কলক হবে, হইল ঘটন ৩
 অভিমানে ক্ষীত হয়ে, রে কঠিন ৭৭৩
 অবসান হল দিন দেখরে নয়ন ৭৭৭
 অরুণ উগরে উঠা গঙ্গা ৭২১
 অরুণ কিরণ ভাতি ৭২২
 অবাধ : নরে আহার ৮৩০
 অলস কল সাগরে সন্ধ্যাসর ৮৪২
 অস্তর অথরে অন্ত সাগরে ৮৪৮
 অলসে কেনা তার উঠ শয্যা ৮৫১
 অতি লক্ষী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে ৮৫৪
 অহঙ্কারে তুমি কর ৮৬৫
 অভাবিনী জেলখানা ৮৯২
 অলি বায় বায় কিরে বায় ৬৫১
 অলিমের আঁখি সেই ফে নেখেছে ৬৫৮
 অরি দুকলমসোমোহিনি ৬৬২
 অস্তরে আগ্নিহ অন্তর্যামি ৬৬৪
 অলস শব্দ, হের মারামণ ৬৯১
 অলস হাতলা তুলিতে হবে না ৬৯৩
 অলসায় চিনিয়ে দিয়ে ৬৯৬
 অলস প্রেমের কুল কেন হও প্রবলিত ৭১১
 অলস প্রেমের কুল কেন হও প্রবলিত ৭১৮

অল্পম গল্পের রূপ কৌশল জন ৭৫১
 অভয়ের নিধি তুমি কেনে পলে অভয়ে ৫৪৬
 অবতলে ছিল এ রতন ৫৭৫
 অন্তে তব কিছরে দেখো জ্যোতির্দর ৫৭৬
 অবাধ্যা নগরে আজ ৫৩০
 অভিমান তার সাথে যে রাখতে জানে ৫৮২
 অতুল রূপ হেরিয়ে ৫৯৬
 অমৃত খনে কে জানে রে ৬০২
 অন্তরতর অন্তরতর ৬১০
 অতুল জ্যোতির জ্যোতি ৬১২
 অনেক দিগেছ মাধ ৬১৬
 অরি বিবাহিনি বীণা ৬৩১
 অকজনে দেহ আলো ৬৩২
 অনন্ত সাগর মাঝে ৬৩৪
 অবাধ সন্ধান ভূই ৬৭৫
 অমর কেনরে ৬৭২
 অন্নদার অন্ন দায় বলিলে ৬৭৫
 অরি পরম পুজিত চরণ ৬৭৬
 অমল ধবল কমল ৬৮৯
 অচল ছত্রপতি ১০০৫
 অচল বিরাজিত ১০০৮
 আই বে অগ্নি আগ্নে ১০৪৭

আ।

৫

আই আই ছি ছি তার মানে মন ৩২৫
 আই একোন্ ভালবাসা ৩৭৯
 আই এমন করে বায়ে বায়ে ৩৭৮
 আই কও দেখি আমারে ৩৭৩
 আই কথেক সরুর কর ৩৭৫
 আই গো আর হাড় জেলো না ৩৯০
 আই গো কি হবে বল ৩৭৭
 আই ধর ধর আমার চিত্রকাব্য ধর ৩৭৫
 আই দিত্য কও ঐ কথা ৩৮০
 আই বল দেখি মনোপত্ত মত কি তোমার ৩৮৫
 আইল বসন্ত প্রিয়ে বিরলে তব শরীরে ৩৯৯
 আসে না মেসে কুলে মনে ৩৮৬
 আসে প্রেম না হতে কলক হলো ১৭২
 আসে মন জেতে দেখ মন ১৬০

আগে মনে করে দিলে বদলি নই	১৮৭	আমার কি বল দিবি, তোর কি বল আছে	২৬
আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ	১৮৮	আরে ঐ আইল কেবের ঘন বনশী	৩৫
আজ ক্রি চিন্তায় মগন।	৩৮৩	আমার মনে বাসনা জননী	৪৫
আছে খত নে পথে বসে	১৫০	আমার উমা সাধাক্তা ঘেরে নয়	৪৭
আজ আমি মালকে বাই বাহুরাণ	৩৬৮	আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার	৪৯
আজ আমি রূপসী আমি আসবো	৩৮৯	আজ তোর আসামী নইরে শমন	৫০
আজ কুণ্ড চলছে নিরুদ্ভব বনে	২০৩	আর বাণিজ্যে কি বাসনা	৫২
আজ কেন এত রাগত আমার প্রতি	৩৭২	আমার শব্দ করণা কর মা	৫৫
আজ কেন বসনার গেলাম	২৯৫	আমারে শব্দ দয়া কর হে	৫৯
আজকের মত রেখে যা বলাই	১১১	আমারে ছাড়িওনা ভবানী	৫৯
আজ প্রিয়ে বিধি প্রণয়ের প্রতিবাদী	৩৮৮	আলো আঁধার প্রাণ কেমন লো করে	৬৩
আজ বাঁধবো তোমার বনমালী	১২২	আজি ধরা ফেল টেঁচরুডামনি	৬৩
আজ সখা কেন হেন	১৫৮	আমার এ বাতলা কেবা চেতারে	৬৭
আজি কেন মালকে বেতে উদাস	৩৮৮	আর কি দিব তোমারে	৬৯
আজি স্বচ্ছ সলিল	২৫১	আমি হে তোমার প্রাণ	৭২
আমায় দেও মা তবিলকারী	৩	আইস আইস আইস হে প্রাণ	৭২
আর কাজ কি আমার কাশী	৪	আমার মনোমোহিনী তুমি প্রাণ	৭২
আমায় কপাল গো তারা	৫	আসিতে এখানে কে বাগ করিল	৭৪
আমি এত দোষী কিসে	৬	আর কারে তর আমার প্রাণ	৭৫
আমি কি দুঃখেরে ডরাই	৮	আইল বসন্তমাখ কি হৃৎ শের না	৭৭
আর বাণিজ্যে কি বাসনা	৮	আগে কি জানি প্রাণ বিরহে বাবে	৭৮
আমি জাই অভিমান করি	১০	আমি কি তরে তাজিতে পারি	৭৮
আর ঘেঁষি মন চুরি করি	১১	আর আমারে এত সাধিছ কেন	৭৯
আমি ফেমার খাস তালুকের প্রজা	১৩	আর আমি কাছারে কহিব আপন	৮৪
আমি মই আটসে বেলে	১৩	আগে কি জানি মই এমন হবে	৮৫
আমায় মলম লেখে বারে	১৫	আমি কি কখন তোমারে	৮৭
আর মন বেড়াতে যাবি	১৯	আর এলেনা প্রাণ মাল করে	৮৭
আর তুলসে তুলস মা গো	২০	আমায় নয়ন লয়ে বেয়ে বদি	৮৮
আছি তেঁই তরুড়লে বসে	২০	আমি হুঁসী হলে বদি	৮৮
আমার হুঁসেবারে শমন আমার ভাত	২০	আর আমারে কেন কর আশাতন	৮৯
আর ঘেঁষি মন তুমি আমি	২১	আমায় কি হ'ল মই ওলো	৮৯
আমি ঐ খেদে খেদ করি	২৩	আমায় কি অবতন প্রাণ	৮৯
আমায় অন্তরে আনন্দময়ী	২৪	আমি হে তোমার প্রাণ	৯০
আমি মই পলাতক আসামী	২৪	আপনার মত বিদে	৯০
আর তোমার জাকজা কালি	২৭	আমায় মনের হৃৎ আমি	৯০
আমি কি এমতি দ্বন্দ্ব (মা তারা)	২৭	আমারে কিছু বণো না মই	৯০
আপনি মন মন হলে মা	২৮	আগে তরে দিওনার মন	৯০
আমি কবে কাঁদামসী মন	৩০	আমারে কি তার আঁখির মন	৯০

আর কি প্রাণনাথ ঘাইতে পারে লো সখি	১৬	আর যে বিচ্ছেদ রাখি তোরে	২৮৫
আইলে হে অধিনী জন সদনে	১৭	আর করিনে প্রেমের অনুরোধে	ঐ
আমি কি তোমার কেনা	১৬	আমি ব্রজতে লিখিতে পেলাম ক	৩২৫
আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ	১৮	আর কি গুরুভর আছে	৩৩৩
আর কার নহি প্রাণ তোরি তরে	১৯	আর কি পাব সে নীলমণি	৩৩৫
আমি ও তাহার সই সে জানে	১০১	আমি কেমনে বুঝাই মনকে	৩৩৬
আমার মন তোমার কারণে বেমন	১০১	আর মালা গাঁথ কি কারণ	ঐ
আমি জানি তোমার বতন	১০৩	আর না গো রথ দেখতে ঘাইগো প্যারী	৩৩৮
আসিব না বলিলে কেন প্রাণ	১০৩	আন্তর এসেছি মোরে রবাহত কণ্ড করে	৩৩৯
আমি কিলা তাহারে সাধিতে	১০৪	আর কৃষ্ণ দন আমার অকলের দন	৩৪১
আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে	১০৫	আমি করে কি বলি কি বলে	ঐ
আজ কি হুদিন হুদীন জনে	১০৫	আর কি হবে সে কপাল	৩৫৩
আমি আর পারিনে সাধিতে	১০৫	আর কি আমার রাজা বল	ঐ
আমার নয়ন মানে না	১০৬	আমি কংকালিনী নই দ্বারা শোন রে কই	৩৫৬
আর কি অতন প্রাণ তোমারে	১০৬	আর রে গোপাল আরের কোলে	৩৫৭
আর আমারে প্রাণ তুমি কেন	১০৮	আমার যে কেশব চিনিস নে তোরা	ঐ
অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি	১০৯	আমি নই ঋষা প্যারী	৩৫৯
অন্তরে অন্তর অন্তর হবে কেন	১০৯	আমরা কুলের কুলনারী	৩৬৩
অধরে মধুর হাসি বচনে হৃদা বরিষে	১০৯	আমি আজ মালকোতে ঘাই	৩৬৪
অপকূপ শশবর প্রকাশে দামিনী	১০৯	আমরি কি হেরি নয়নে	ঐ
আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত হুঃখী	১০৯	আমার যে আশাতে আসা	৩৬৪
আইলে হে বিরহিনীর প্রাণপ্রিয়ে	১০৯	আমার যে আশা বিদ্যা-লাভ আশা	৩৬৫
আমারে বলে সই মোহিনী	১০৯	আমি নিত্য নিত্য রাজবাটীর	৩৭১
আমার যদি জেতে তুলে যেতে পারিস	২৪৩	আমি খাই মানে মানে	ঐ
আমি আছি নো তারিণি স্বপী ওষ পায়	২৪৬	আলো ধনি গোপনে স্বটে কি না স্বটে	৩৭৪
আপদের আপদ তারিণী পদ	২৪৬	আর কেন গো ঠাকুরাণী	৩৭৬
আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী	২৫৫	আলো নাড়িনী যদি দেখবি গুণমণি	৩৭৭
আর কিছু নাই শ্রামা মা তোমার	২৫৬	আমি এমন করে বারে বারে পারব না ক	৩৭৮
আমার মন তুল না	২৫৬	আনন্দময়ী হয়ে যাগো	৩৮৮
আপনারে আপনি দেখে যেওনা মন	২৫৭	আর কত হুঃখ দিবে ওগো	ঐ
আপুয়ে পড়েছে বেণী জিনিসব,	২৬০	আমায় তার শঙ্কর	৩৯০
আমার মনে ইচ্ছা আছে	ঐ	আলোয় আলোয় ভালয়	৩৯৭
আর কিছু নাই সংসারের মাঝে	২৬১	আর রে শিশু আর রে কোলে	৩৯৭
আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে	২৬২	আহা কি হৃদয় শোভা	৩৯৯
আমার মন ভাব ভোলারে	২৬৪	আর কি হৃদয়ের সাধ	৩৯৩
আমার পৌরীর লয়ে ধার	ঐ	(আর) চিত্তা করে মন	৩৯৪
আর আর দেখে দেখি গো	২৬৮	আমার অবাধ মন	৩৯৮
আর কেন ব্যারে ব্যারে	২৬৮	আনন্দমন বিরলে বসি	৩৯৯

আর কত দুঃখ দিবে	১২০	আমরা আছি রে অন্ধুর	২১০
আয়রে গোপাল মা মা বলে	১২১	অম্ব আয় কোলে ডাক মা বলে রে	২২৫
আশুর্ধ্য হইলাম হেরে	১২৪	আসি দেখি ছ উদ্ধব ছিন্ন-ভিন্ন ব্রজ	২২৬
আসা যাওয়া যে	১২৬	আয় রে, প্রাণ ঘাও রে	২৩১
আয়রে অম্ব গুগাই	১২৯	আমি জানি নে গো আর, মা তোমার	২৩২
আরে ও ব্রজের বালক	১৩২	আয় তেরা খেউ দেখবি	২৩৩
আমি আপনি মজে	১৪১	আমার কি কলের অভাব	২৩৪
আমি সদাই হেসে	ঐ	অদৌতবংগী মনের উজ্জাসে	২৪০
আমি কিছুই নইরে	ঐ	আমার আমার আর বলোনা	২৪১
আর কবে দেখা দিবি	১৪৬	আর গৃহে কি হবে, সখী বল বল	২৪২
আর স্বপ্নও	১৫৮	আমি ত ভুলিতে চাই গো	ঐ
আমরি শ্রাম বড়	১৫৯	আমার ভার এবড় কি ভার তোমার	৩০২
আমার বংলীবদন	১৬০	আমি ঐ ভয়ে মৃদনে আঁধি	৩০৩
আমি ঘারে চাহি সে না রাখে মান	১১০	আমার কালা আলম্ব অলো এলোকেশি	৩০৪
অচিন্তা চিত্তাকর্ণিণী, চিত্তামগ্নী সনাতনী	১১০	আমার মনের কথা স্তন ওলো	ঐ
অপারা মহিমা তব উপমা কেমনে দিব	১১০	আমার মন কেমন করে	৩০৬
আমারে সখী ধরধর	১১৫	আর কি তারে কভু পারিবে ভাজিতে	৩০৯
আর রাধার অভিমান কে সবে,	১১৫	আমারে দাঁহিতে লাগিল সই	৩১২
আম্ব দোশরি বনে নিয়ে হেরি	১২০	আমার এ তনুয য়ে বোল বোল বলিরা	৩১৫
আমারে কি রাধানাথ হেরিবে নয়নে	১২৭	আনিয়া কাননে, শ্রামা অবেষণে	৩১৮
আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী	১৪৭	আমি নারী হর নাহি স্তন হে মদন	ঐ
আমার যৌবন কিসে লয় প্রেমবন দ্বয়	১৭০	আর বলোনা ও নাতিনি	৩৮৫
আর নারীর করিলে প্রত্যয়	১৭১	আর স্তনেছ গুণধর	৩৮৬
আমায় পর ভেবে সই পর সকলি	১৭৫	আমার গতি কি হবে বল চাদবদনি	৩৮৭
অনেক দিনের পর, সখা তোমারে	১৮৬	আমার গতি কি হবে বল রসবতি	ঐ
আমি তো সজনি জানি এই	১৭৮	আহামরি প্রেমদায় হলো একি দায়	৩৮৯
আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান	ঐ	আজ আসি রূপসি, আমি আসবো	ঐ
আমি যে তাহারে না হেরিলে মরি	১৯০	আমার মন কিরে দাও মানে মানে	ঐ
আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পার	২৭৩	আসি রাজবালা গো	ঐ
আয়রে কানাই আয়রে গোষ্ঠে	২০৯	আমা বলে নয় গো আই	৩৯১
আমার এই কথাটা পাল	২১০	আই মিথো আমার বলা	ঐ
আয় রে গোষ্ঠে ঘাইরে কানাই	ঐ	আমি কি মন রাখতে পারি	৩৯৫
আর কি করি করি, বলো গো বৃন্দে	২১৩	আর স্তনেছ মহারাজা	৩৯৭
অপরূপ বিপরূপ, হেরে হয় মন মোহিত	ঐ	আজি কেন প্রাণনাথ এখন ছিলে না	৩৯৮
আমি তব আশ্রিত, প্যারি	২১৪	আমি কাঁচা মেয়ে নই	৩৯৯
আমার আশা আর কেন গো বৃন্দে	২১৭	আমারে অত করে	৪০৬
আর কি থাকে কুল, এসেছে গে কুল	২১৮	আমারি কি নাকাল, কস্তার বিবাহ	৪০৬
অপরূপ রূপ কেমনে কে সবে	ঐ	আর্য্য জাতি'র উন্নতি আর দেখিনা	৪০৭

আপন দোষে যাচ্ছে টেনে ভারতী	৪০৮	আমরি সখা রে ঠুাম সাজান মুন্দরী	৫০৬
স্বার্থ জাতি হুণীতি বোঝেনা হয়	৪০৯	আজি আমার কিবা শুভাদৃষ্ট	৫৪৫
আছেন এক জন কন্ঠের কারণ	৪২০	আমি হে যেই জন বিবরণ করহে শ্রবণ	ঐ
আমার মূল্যধার শ্রেয় স্ত্রীরাধার	৪২৪	আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো	৫৪৮
আমার ভরসা হরি	৪২৫	আয় রে আয় হরিবোলে, বাহুতুলে নেচে	৫৬৯
আয় মা সাধন সময়ে	৪২৭	আমার এ সাধের তরী	৫৫২
আয় গো ভুবনেশ্বরী জগৎজননি	৪২৯	আমি রসাই ঋষির মন	ঐ
আমি কি আমাতে আছি	৫৩৪	আর ঘুমাওনা মন	৫৫৪
আমার মন যে বুঝে না আমি কি করি	ঐ	আজ ধরবো লো সেই মনচোরা আমার	৫৫৫
আঁখির মিলনে প্রাণ, কেবল যাতনা	৫৩৮	আদর করে ডাকুরে গৌর হরি	৫৫৯
আজি কি হৃদয় হৃদীনে তব দরশনে	ঐ	আমি আপনি চিকণ কালো	ঐ
আমার মনের কথা তুমি কি জাননা	ঐ	আমি রয়েছি সাথে, চল কানন পথে	৫৬০
আপন ভাবিয়ে যারে সে ভাবে আপন	৪৩১	আমার এ সাধের বোণা, যত্নে গাঁথা	৫৬১
আমার আশায় বুঝি, থাকেনা জীবন আর	৪৪২	আপে কি জানি বল	৫৬২
আর কত কাল ভুগবো কালী হয়ে আমি	৪৪৬	আমায় পাগল বাবা পাগলী আমার মা	৫৬৪
আর কেন হও বিমোহিত মনে পতিত	৪৫২	আমায় নিয়ে বেড়াই হাত ধরে	ঐ
আপন ভয়ে দয়া না করিলে ত্রিষগত	৪৬৯	আমায় দেখে বড় দাগা	ঐ
আঁহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে	৪৭০	আমি বৃন্দাবনে বনে বনে খেচু চরাব	৫৬৫
আঁখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তার	ঐ	আমি ফুলকাটা রসের নাপতিনী	৫৬৫
আজ কি আনন্দ সখি সব দুখ মিটল	৪৭১	আমরা চার রকমের চার বিরহিণী	৫৬৬
আমায় বুঝাও কি সেই বলনা	৪৭২	আররে আর ডাকছে দয়াল রাম	৫৬৯
আর কি কব তোমারে	৪৭৩	আমায় বিলিয়ে দিতে চাওকি প্রাণসই	৫৭০
আমার জীবন বুঝা যায় জননি	৪৭৬	আঁচোরা না গায়ে দিব চলে গরমী হাওয়া	ঐ
আর কি গোফুলে আছি গো স্বকুলে	৪৮০	আয় জবা আনি, নইলে কি দিব পায়	৫৭২
আর কি অতুল শোভা আজিরে গিরি	৪৮১	আমোদ করে দেখলে পরে, আমাদের	৫৭৬
আমার নিকট মরণ	৪৮২	আমায় উমা যান কৈলাসে	৫১৪
আমার প্রাণের সীতে না	৪৮০	আহা কি হেরি হরি শীলাকারী	ঐ
আর ইয়ারেঁ ছুনিরামে সব দাগাদারী	৪৮৬	আপে ভাই আপন, খলে দেখে খলে	৫১৬
আজি নিশি শশিহীনা, বেন মসী	৪৮৭	আমি বখা তখা বাই, বিড় ভবজ্ঞান গাই	৫২৫
আইল বরষাকাল ছাইরা আকাশভাল	৪৮৮	আর এখন কি মানে বিগমে রব সই	৫৩১
আমি ভাবি যার ভাবে সেত তা ভাবে না	৪৯২	আমায় প্রাণবধু সই মত্ত মধু	৫৩৪
আরে পরবশ মন	৪৯৩	আজি শুভ দিনে মরি কি	৫৪০
আর কি কব তোমারে	৪৯৪	আজি এ আনন্দ দিনে মিলে	ঐ
আশ্চর্য তোমার কার্য হর বাক্যমন	৪৯৫	আহা রে এ কি হলো আমার	৫৪১
আজি গিরিবাসে সাজি বর	ঐ	আররে ভাই সবে মিলে সবাঙ্গবে	৫৪৭
আমায় মন ভুললে যে কোথায় আছে	৪৯৭	আছে এক রক্তভূমি এ সংসারে	ঐ
আপে আপনায় মনকে বুঝা	৫০১	আমায় বাকল বসন	৫৭৯
আয় রে বাপে, বিগমে গাই কিশোরী	৫০৫	আমায় সোঁতান রসের সোঁতান মন	৫৭১

আছে যার নয়ন	৫৮০	আজি বহিছে বসন্ত-পবন	৬৪১
আশা তোরে রাখি যতনে	ঐ	আমার যা আছে আমি সকল	৬৪২
আমি ভয় মাখি জটা রাখি	৫৮১	আমরা গিলেছি আজ মায়ের	৬৫২
আমি হাতে হাতে দিই ধরা	৫৮৪	আমারেও কর মার্জনা	৬৪২
আমি মঞ্জিরেছি সংসার	৫৮৭	আমায় হৃৎনায় মিলে	৬৪২
আমরা কেঁদে বেড়াই পথে পথে	৫৮৮	ঔধার রজনী পোহাল জগত	৬৪৮
আছে রকম বেরকম কত আয়না	৫৯১	আনন্দ লোকে মঙ্গলালোক	৬৪৮
আমি সন্ন্যাসিনী	৫৯২	আগে চল, আগে চল ভাই	৬৫৭
আমি নবীন পাটনী	৫৯৩	আজ আসবে শ্রাম গোকুলে ফিরে	৬৫১
আহা মরি মরি	৫৯৫	আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে	৬৫১
আমি সাধে কাঁদি	৫৯৭	আজু সখি মুহু মুহু ডাকে পিক কুহু কুহু	৬৫২
আজ ধীরে জাগিছে স্বরণ	৫৯৭	আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে	৬৫২
আমার নয়নমণি বিহনে	৫৯৮	আমার হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়াবে	৬৬২
আমার হৃদয়টানে এনে দে	৫৯৮	আমি দীন অতি দীন	৬৬৩
আমারে ভুল রে প্রাণ	৫৯৯	আমার মন মানে না (দিন রজনী)	৬৬৪
আজি পুন মনে জাগে	৬০১	(আজি) যে রজনী যায় কিরাইব	৬৬৪
আমার এই বাসনা করছে পূরণ	৬০৩	(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী	৬৬৫
আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে	৬০৯	(আমি) কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে ঐ	
আমি হে তব রূপা-ভিখারি	৬১১	আমরা লক্ষ্মী ছাড়ার দল	৬৬৫
আমার পরাণ যাঁহা চায়	৬১৭	আমি চিনি গো চিনি তোমাতে গুণো	৬৬৫
আমি হৃদয়ের কথা	৬১৯	আর কি আমি ছাড়ব তাকে	৬৬৬
আমি কারেও বুঝিনে	৬১৯	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	ঐ
আমারে কীয়েতে সাজের বা	৬২২	আজি এ ভারত লঙ্কিত হে	ঐ
আমি নিশিদিন তোমার ভালবাসি	৬২২	আজি হেরি সংসার অমৃতময়	ঐ
আজ তোমাতে লেখতে এলেম	৬২৩	আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	ঐ
আমি শুধুই রইলু বাকী	৬২৩	আমার বিচার তুমি কর নাথ আপন করে	ঐ
আমার ধাবার সময় হল	৬২৩	আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলারে দাও	৬৬৭
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আসি	৬২৫	আমি সকলি দিন তোমাতে	ঐ
আমি নিশি ২ কত রচিব শয়ন	৬২৮	আমি সংসারে মন দিয়েছিহু	ঐ
আমার পরাণ লয়ে	৬২৯	আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি	ঐ
ঔধার শাখা উজল করি	৬২৯	আমি জেনে শুনে, তবু ভুলে আছি	ঐ
আমায় বোলো না	৬৩১	আমি বাণ্যপানি তোরে এসেছি শিখাতে	৬৬৮
আজি শুভ দিনে	৬৩২	আহা কি হৃদয়ের শোভা	৬৬০
আনন্দ ধনি আগাও গগনে	৬৩৪	আজ মা একবার তোর সঙ্গে	৬৬১
আমি স্বপনে রয়েছি জোর	৬৩৫	আয় আয় আয় ভাই আয় সবে ছুটে	ঐ
মাঝার যোরে পাগল	৬৩৬	আমার পাগল প্রভুর কাছে বসে	৬৬২
মামারে কে নিবি ভাই	৬৩৭	আমি প্রাণ বিলাব প্রাণ বিলাব	ঐ
দার কেন আর কেন	৬৩৭	অ অ মঙ্গলমোহন-তানে ভারত যশ	৬৬৪

আমর আয় ভাবতবাসী	ঐ	তারা মগের বিরাগী	৯৬০
আমর আয় হবে ভাই যাই	ঐ	আর দেওয়া চরণতরী	৭৭১
আহারে বাস্তবী বাবু যাই বলিহারি	৬৮৬	আরোলেম তোমার নামে পড়ে	ঐ
আয় সারি সারি মিথিলার নারী	৬৯৪	আর কে আছে সংসারে	৭৭২
আমর চাঁদের কণা	৭০১	আহা কি প্রশান্তভাব নিরখি	৭৭৫
আমর নাম হীরা মালিনী	ঐ	আর হে না প্রাণে	৭৭৭
আজি কি হৃথের দিন শারদ পার্কণ	৭০৬	আমায় নিস্তার হে, প্রভো আমার	৭৮০
আয় লৌ মৃতি আয়	৭১২	আমায় আসার আশায় জনক	৭৮০
আর আমার কাজ কি বিশ্বের সাজ	৭১৫	তামি হুঁই আমার এ জীবন	৭৮০
আয়লো আমরা কুলীন বাড়ী বিয়ে	৭১৬	বাজ হুঁ ত তোমার হাতে	৭৮২
(আহা) গেলরে ভারত রসভলে	ঐ	প্রাশ্চ্য কা বৈশু তোমার	ঐ
আমি নিজগুণে তরিতে পারি	৭১৯	আশা কবে ও প্রভো পূর্ণ হবে	৭৮৩
আমায় আর কেবা আছে	৭২০	আখি তুই দেখে বা চোরে	৭৮৫
আমি এই সংসারে অনর্থ করে ভ্রমণ	ঐ	আয় আয় নিমাই হৃথিনার	৭৮৮
আমি মাথ কোরে সেজেছি ভাই বিলাতি	ঐ	আকুলে কান্দিলে ভাই	৭৯৩
আর এক দিনের কথা কর দেখি মনে	৭২৪	আর ভাবনা কি	৭৯৪
আমার অঙ্গনে আওব ধব রনিয়ারে	ঐ	আমি জানিনা হুঁ হরি	৭৯৭
আমার হৃদয়মন্দির মঞ্চে	৭২৫	আমি মনে করি, ব্যথা	ঐ
আর অভিমান করিসনে মা	ঐ	আমি জনমে জনমে	ঐ
আজি একা কেন এলি নন্দ	ঐ	আছে ত তোমার সেই	৮০৩
আমি রামের চিরদাস	৭৩৩	আমি দিবানিশি আকাশ	৮০৪
আছে তোর বিলকুণ বীরত্ব লক্ষণ	৭৩৪	আধারে এসেছ	৮০৫
আয় বসন্ত আয় রে ভাই	৭৩৫	আজি অশ্রু কুণ্ডলান্বে	৮০৭
আমার কুখ্য দিন গেল হে	৭৪১	আমি সারানিশি জাগি	৮১০
আমার কত দিনে হবে সে	ঐ	আয় আয় রে মিলিয়ে হবে আয়	৮১৮
আমি মুক্তি চাইনে হরি	৭৫২	আমার হৃথের হাসি	৮৮
আপন আপন করা জীবের	৭৪৩	আমরা বিলাত কেবরত	৮১৯
আমি শ্রামকে চাই না	৭৪৬	আমরা পাঁচটি এয়ার	৮২০
আমি আর কিছু ধন চাই না	৭৪৮	আমরা খাটিয়া বহিয়া	৮২৪
আমায় দেখো মোহন চুড়া	৭৫২	আর কি হবে যতনে	৮৭৮
আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি	৭৫৪	আমার প্রাণভরা প্রেম	৮৩৭
আমি আর কিছু ধন চাই না	৭৫৫	আমরা একটা চপলমতির	৮৩৬
আমি হৃথ চাইনে হরি	৭৫৬	আমি বুঝেছি এখন	৮৫৬
আমি বে দিকে ফিরাই আখি	৭৫৯	আমি দেবতা বিশ্ববিশ্বরি	৮৩৮
আমি কি করিব আর	৭৬২	আহা কি অপরাধ হেরি	৮৪০
আমি মন মজিলো	৭৬৩	আমায় ভাব পেলোনা কেউ	৮৪৮
এক দিন না দেখিলাম	৭৬৮	আজি এ শুভদিনে সব	৮৫০
আমি মন মজিলো	৯৬০	আজি মনে আনন্দ অপার	৮৫০

আমি কাণারে পাইতে	৮৯৫	আকুল পরাণে	৯৭৬
আর প্রাণ অরি পরে কে ষোড়শী	১২৮	আমি এসেছি প্রভাতে	৯৭৭
আর কত যন্ত্রণা শ্রামা দিবি পো আমারে	১৩৫	আজি গো সজনী	৯৭৭
আঃ কি গোকুলে, আছিলো	৮৫৩	আর কি হু নাই শ্রামা	৯৭৭
আর কি এবার ভাবনা আছে	৮৫৭	আমর রসনার বাসনা	৯৭৮
আজ কেন প্যারী	৮৬৪	আমার এমন দিন	৯৮০
আর সহ্যে না এজীবনে	৮৬৩	আর কি সময়	৯৮২
আঃ কার দোষ নাই	৮৬৪	আমি কি কিশোরী	৯৮৩
আমি নিজের তত্ত্ব	৮৬৪	আরন্তে মৃত মন মজ	৯৮৫
আমি প্রেমমাগরে ভেসে	৮৬৬	আমার গাত কি হবে	৯৮৫
আমরা সব বেদের মেয়ে	৮৬৭	আর কত দুঃখ	৯৮৮
আর কি আমাদের রাখে	৮৭৩	আলত হুখ	৯৯২
আঃ আমায় সজনী	৮৭৪	আলা মণ্ডি আদ্বজ	১০০২
আমার মনে রইল বড়	৮৭৭	আনন্দভার্যারে	১০০৮
আহা বেঁচে থাক্	৮৮১	অঞ্জ সখা	১০০৯
আমার আফ্রাদে প্রাণ আ টথান।	৮৮২	আজি কি হুদিন মম	১০১১
আজ বাগানে ফুল তুলেছি	৮৮৩	আও আও তকত	১০২১
আমরা সব কাচা	৮৮৪	আয়রে ভাই	১০২১
আমরা কোথা থেকে	৮৮৫	আশার ছলনে	১০২৩
আমার লক্ষ্ম বরদার	৮৮৬	আর কত দিন ভবে	১০২৫
অশে রেখেছি প্রাণ	৮৮৬	আমি সকল কাজের	১০২৫
আমি ডের সয়েছি	৮৮৬	আমরা কি কি	১০২৬
আকাশে ঢেউ লেগেছে	৮৮৭	আর কি মোদের মেদিন আছে	১০২৮
আশাকি মধুর নিশি	৮৮৮	আনন্দ বদনে বল	১০২৯
আমায় দাওহে	৮৮৮	আজব সহর কলকাতা	১০৩০
আহা প্রাণ দিয়ে সুই	৮৯১	আয়রে আয়	১০৩১
আহা সে যে বেয়েছে	৮৯১	আনন্দ বড় রে	১০৩১
আমার সাধ না পুরিল	৮৯৩	আনন্দ দাদার ঢাক	১০৩৩
আর তো ত্রয়ে যাবনা	৮৯৪	আহা কিবা কুটেছে	১০৩২
আয় রে আয় কানাই	৮৯৪	আও হিন্দু মুসলমান	১০৩২
আমি ভুলি নাই	৯৬১	আমি চাই মিউনিসিপাল	১০৩৪
আমারে বলিলে বলিলে	৯৬৬		
আর কি ফল	৯৭৬		
আজি গিরিবাসে	৯৭৭		
আগে যদি জানিতাম	৯৭২		
আর কত দিন	৯৭৯		
আমি যে হারিয়ে তারা	৯৭৯		
আমি নই পলানে খাতক	৯৭৯		
		ই।	
		ইন্দ্রাবের প্রভাকরে হলো এক	৩২০
		ইচ্ছে আছে মা মনে	৭৬২
		ইসকো উসকো বুঝন মানো	৪৮৮
		ইশানি পাষাণি তুই চিরকাল	৪২৬
		ইথে কি আর আশা আছে	

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি	১১৪	এস গো রাই বৃজকুমারি	২৩০
ইথে কার অসাধ কমলিনী	১২১	এ মা জগৎ ভঙ্গিনী	২২৩
ইহাই ভাবি হে গোবন্দ সধনে	২৮১	এ যাতনা সহেনা, জননি, জগদম্বে	২৩৪
ইন্দ্রাবরিনিদি তনু সজল জলদ জিনি কায়	২৫১	এ কি বিকার শকরি	২১৬
ইয়ে জগদরশনকা	১১৯	এ কিরে হইল আমার	২৪৯

উ !

টমা নয়ঃ কর গো	৫৫	এত দিনে মন বশ হইল	১৪
উপনীত মন্দাকিনী-তীরে	৪৪	এমন কোরনা প্রাণ	ঐ
উভয় মিলন সুখ	৭০	এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে	১৭
উদয় ভূতলে একি	১০৭	একের হৃৎ আরে বুঝিবে কেন	১৮
উদয় অরুণ মলিন হৃদয়কমল	১০৯	এমন কল্যাণ কর বিধি	১৯
উন্মত্ত হয়ে নাচিছ	১৩২	এ কেমন রীতি প্রাণ	১০৫
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়	১৯১	এই কি তোমার প্রাণ	১০৫
উঠ, উঠ, উঠ রে কানাই	২১৪	এত দিন পর নিবিল	১০৬
উঠ গা তোমো গুহে নৃপমণি	৫৩০	এমন চুরী চন্দ্রানি শিথিলে	১০৭
উঠ উঠ মহারাজ বারেক সস্তাব কর	৫০০	একি অকুস্মাৎ ভ্রঞ্জে বজ্রাঘাত	১১৮
উমার কারণে প্রাণে যাতনা	৫৩২	এত দুখো অপমান, সাধেখো পিরীতে	১২০
উঠ উঠ সব, ভারত-সন্তানগণ	৫৩৯	এ সময় সখা দেখা দাওহে	১২০
উদার অঙ্গর, শূন্য সাগর	৫৯১	এই ভয় সদা মনেতে	১২১
উকি মেরে দেখে সে শোভা দাকি কাননে	৬৮৩	এমন সুখদ সময়ে কোথা হে	১২২
উমা এলি কি গো মা কৈলাস-চন্দ্রমা	৭১৩	একি মা বরুণার রীতি, মমপ্রতি না হয়	১২৭
উমা ধনে কবে আনিবে	৭১৪	এ মা বিবেশ বিমোহিনি বিশ্বজনবন্দনি	১২৯
উহ মরি ছাড় ছাড়	৭৩৩	একি রূপ অনুপমা নীলাভবরণী শ্রামা	১২৯
উর গো বাণি বাণাপানি	৭৬৯	এ মা অভয়ে সংসার কুহকে হয়ে মগ্ন	১৩২
উথলে হৃদয় যার নাম-গানে	৭৭১	এমা অভয়ে সত্যে ত্রাহি অতি সন্তরু জনে	১০৪
উদয় অচল শূন্য	৭৯৮	এমন যাতনা সব কতদিন	১৩৬
উদার আলোকে গড়া	৮০১	একাগ্র চিত্ত হয়ে ভাব সঙ্গী নারায়ণ	১২৬
উঠ উঠ নিশ পোহায়	৮৬৫	এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ	৪১
উচিত না হয় এবে অবলাজন বধিতে	৪১১	একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে	১৪২
উঠে রাঙ্গা রাব আলো করি ভুবনে	৪৮৫	এখন সময় শুণে এই দশা হয়েছে	১৫০
উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত	৪২৪	এসো নৃতন প্রেম করি, প্রাণ বাঁধা রেখে	১৭৫
উভয়ে প্রকাশ নহে, মনে মনে মনসঃ	২৮৯	এই বড় ভয় আমারো মনে	১৬০
উমা আমার কেমন	১০২০	এমন ভাব রাখা ভাব কোথা শিথিলে	১৬৩
এ		এ ভাবের ভাব রবে কতদিন	১৬৪
একি কি মন রে তোর মনে	২২৮	এমন প্রেম করে একদিন	ঐ
এমার অপমা নয়, পাণ্ডু পুণ্ডরিক	২২৮	এই অবলার মান থাকে কিসে	১৬৫
		এ সুখো অপ্রতি নিরুতি	ঐ

এই বেশ তারে দেখে মরতে শৈলাম না	১৬৮	এই দেখ সব মাসীর খেলা	২২
এত দিনে সহি, প্রাণ নাথের আমার	১৭০	একি শ্রীমদন ছবি	৪৬
এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হ'লো	১৭১	এক পল বিপল না হেরি	৬৬
এই কোরো প্রেম গোপনে রেখো	১৭৩	এমন পিরীতি প্রাণ, জানিলে	৬৭
এমন ভাগ্য কবে হবে গো রাখার	২৭৯	এই কি করিতে উচিত, অবলা মরলা মনে	ঐ
এসো এসো চাঁদবদনি	১৮৪	এলে প্রাণ এলে, এলে	৬৮
এখন শ্রাম রাখি কি কুল রাখি গো সহি	১৯৩	এত কিরে জানি হরিষে লইবে মন	৬৯
এসে মাধবের মধুধাম	২৯৮	এমন হুখের নিশি	৭৩
একবার বলিস্ত আসতে বলি মাধবকে	২০২	একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ	ঐ
এমন হুখের সময় কালাচাঁদ	২০৪	একি তোমার মানের সময়	৭৩
একবার কুঙ্কবনে কুঙ্কলে ডাকরে	২০৬	এমন চুরী চন্দ্রাননি শিখলে	ঐ
একি তোমার বিপরীত রীতি হে গুণমণি	২১২	এসো রসরাজ বিরাজ নলিনীভবনে	৮০
এ কলঙ্ক তোমার কাল	২১৫	এত চাতুরী সহে প্রাণ	ঐ
এখন যা কর হে ভগবান	ঐ	একবারে এত অনুগ্রহ অধানে	৮২
এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে	২২২	এই আসে আসে বলে ধামিনী গেল	৮৩
এই কি সব বিভব, ঘরে লক্ষ্য কই দেউতা	ঐ	এই মনে স্রাণ তোমার ছিল হে নাথ	৮৭
এবার আমি বুঝি হরে	৫	একি নকাসকি রাত্রি দিন	৮৯
এবার কালী তোমায় খাব	৬	এত ভাল বাসরে প্রাণ ভুলেছ	ঐ
এবার আমি ভাল ভেজিছি	১০	এ কেমন মান রাখে হাস	৩০৪
এবার কালী কুলাইব	১১	এত সাধের কাল গেল,	৩০৫
এমন দিন কি হবে তারা	১৮	এ কেমন কাল, কালরূপে	৩০৭
এবার আমি করবো কৃষি	১৯	এমন নয়ন বাণ কে তোমায় করেছে	৩০৭
এ শরীফ রাজ কি কি রে ভাই	২১	এত যে চকল হলে ওহে গুণমণি	৩০৮
এ সংসারে ডরি কারে	২৫	একি কথার কথা কথা প্রেম হয় যায়	ঐ
এবার ভাল ভাব পেয়েছি	২৬	এই ত পিরীতি রীতি হইল দৌহাতে	৩০৮
এবার বাজী ভোর হলো	৭	একি অপরূপ মুখশশধর	৩১০
একবার ডাকরে কালাতারা বলে	১১	একি অসম্ভব ভব যৌবন সলিল প্রাণ	৩১৬
এই সংসার ধোকার টাটি	১২	এ বেশে বদিয়া কেন	৩১৮
এলো চিকুর ভার এ বামা	৩৩	এলো গিরি-নন্দিনী	২৬৩
এ সংসার রসের কুটি	৫৩	এলে গৌরি ! ভবনে আমার	২৬৩
একি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা	৫৯	এই কাননে গো, এই ত কাননে	২৬৬
একি অপরূপ রূপ তরুতলে	৬১	এস এস নাথ রাখি হিয়ায়	২৬৯
একি মনোহর দেখিতে হৃন্দর	ঐ	এমন আমায় যোগী সাজায়	২৬৯
একি দেখি অপরূপ	ঐ	এই লয় মনে বুঝি রামধনে,	২৬৯
এলোকেশী দ্বিধমনা	৩১	এই ছিল কি মোর কপালে লিখন	২৭০
এলোকেশ্যে কে শবে	৩৫	এই লক্ষা ষটিল ফ্রেমে শ্রীরাধ র	২৭৬
এ বড় চতুর চোর	৭৩	এই মনে বাসনা	২৮১
এল চিকুর নিকর	৩৬০	এই মনে সে মনে কি মনে	২৮২

এমন হবে প্রেম বাবে, এ কড়	২৮৬	এসে ফাণ্ডন কেদিন, বাঁই রজনী	৪১৪
এ সময়ে যদি তরে পাই	২৮০	এই সে অনিত্য সংসার নাহি কিছু	৪২০
একি অপরাধ যেন গগনের শশী বসি	৩২২	একি মিলন হরি	৪২১
এসেছি ঠেকিয়ে যে দায় করে কব দায়	৩২৬	এখনো রণেতে ক্রান্ত	ঐ
এ হাটে বিক্রয় না অস্ত্র হুত	ঐ	এ সময়ে কোথা নারায়ণ	৪২১
এখন চিনবে কেন চিন্তামণি	৩২৮	এই বার ধরেছি চরণকমলে	৪২৭
এই কি কুবুজা	ঐ	এই বেলা তারিণি তার ভবরাণি	৪২৮
এসেছিলাম ঠেকিয়ে দায় তেমনি দিলে	৩৪৫	এই যে ছিল কোথায় গেল কমল	৩৩০
এখন কেন পারবে চিত্তে	৩৩৩	একি আমার হলো দায় সজনি	৪৩৭
এই আমি কি সেই আমি	৩৩৫	এ কেমন চোর বল নয়ন তোমার প্রাণ	ঐ
এই কি তব দয়া দয়াময়	৩৩৯	এত যতন করিয়ে পাইলাম না তবু	৪৩৮
একে ভুবন-মোহিনী	৩৪৯	এমন কে তারে বলিয়েছিল	৪৩৯
এমন বাণী ভাল বাসনে তাইতে	৩৫২	এই যে বিশ্ব হতেছে দৃশ্য	৪৪৪
এ সময় কে স্নানালি বৌপে পুলিনে	৩৫৪	এই বেলা মন নেরে ডেকে	৪৫৫
এসে দ্বারকায় যে লজ্জা বলিত দ্বারিকায়	৩৫৮	এই যে কলেশ্বর এটা পরের স্বর	৪৫৬
এস এস দেবকী তোমার গোপালে	ঐ	এমন কল্যাণ হইবে কেমন	৪৫১
এস রাজমহিষি শুন কথা	৩৭৯	একি দেখি ভয়ঙ্কর	৪৫৩
এতদিনের পরে বুঝি বিধি অনুকূল	৩৬২	এলোকেশী এলো কে রণে কালবরণে	৪৫৫
একলা বনে কে বহুল তলায়	৩৬৪	এ নারী কে নাগি চিনিতে, কার বর্ণিতে	ঐ
এস যাহু আমার বাড়ী	৩৬৫	এমন মহামায়ার মায়া	৪৫৭
একি উঠুঁ ঝুড়ি ভের বিয়ে	৩৬৬	এখন কি ব্রহ্মময়ি হয়নি মা তোর	৪৬০
একবার দেখ গুরে যাদুধন	৩৬৭	এ শশী কে নালবর্ণা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা	৪৬৩
এই কি লো তোর ফুল যোগান	৩৭১	একি রূপ হেরি আমরা মরি	৪৬৪
একি সর্ববর্নেশে কথা	৩৭৩	একি রূপ নঃনে করি নিরীক্ষণ	ঐ
এমন সাধ্য আছে কার	৩৭০	এ কার অঙ্গনা অঙ্গুণবরণা চন্দ্রশেখরা	ঐ
একি ছেলের হাতে পিঠে	ঐ	একি রূপ চমৎকার হেরি আমরা আমরা	ঐ
একবার এনে দাও আই	ঐ	একি রূপ অপরাধ করি নিরীক্ষণ	ঐ
এনেদে বিদে আগায় করলে।	ঐ	এ বাল্য কার নালা অপরাধা হেরি	ঐ
এস এস মাসী বল বল	৩৭৬	একামিনী কার কামিনী হরতরুণে	ঐ
এ সময় রসময় দেখা দাও আমার	৩৮২	একি শোভা মনোহোতা জবা-কুমুমচরণা	৪৬৫
একবার হুকটাকে হের	ঐ	একি রূপ হেরি নয়নে	ঐ
এখনো রজনী আছে, বল কোথা	৩৮৩	এস গো কে যাবে হোরি খেলিতে	ঐ
এ সখী শু কে বটে	৯৯৪	এই আনয় করি	৩৭৪
একি অপরাধ শোভা, মূনিওন মনো	২৯৭	এই ত সে কুমুম কানন গো	৪৯৩
এ আনন্দময়ী আইল জনকভবনে	২৯৭	এখন কি আর নাগর তোমার	৪৯৪
এমা বিশ্বকর্ষি, বিশ্বহিত্র	২৯৭	এই বিশ্বমাকো যেখানে যা সাঙ্গে	৪৯৭
এখন থাক্লে বিনোদিনি	৫৯১	একটা দিন দুখে দুখে ভাবন কাটাও	৫০৩
এত অপমান বিদে নাচে	৩৯৩	এনো সই হবে যে রই আমরা দুজনে	৫০৬

একবার দাঁড়া রাই, শ্রামের বান্ধা	৭০৭	একি হেরি ভয়ানক ভাব	৭৭২
এই দি সে দেশ সেই আর্ধ্যভূমি	ঐ	একাগ্রমুখে, জীবনের জীবনে	৭৮০
এত ভালবাস থেকে আড়ালে	৭০৮	এস প্রভো এস, হৃদি-নিগড়ে	৭৮৩
এখনও প্রশ্ন আছে সহি	৭৫১	একি হইল আমার	ঐ
এল রক্ত এন ওই বাজে লো বাঁশরী	৭৫৪	একবার এস প্রভো প্রেমময়	৭৮৭
এসেছে নবীন সম্যাসী	৭৫৭	এদীনে এ দুঃখের দিনে	ঐ
একেলো তোর এই ভরা যৌবন	৭৬৬	এদিন বাবে বাবে সবই চলে	৭৮৭
এল তোর খাপা দিগন্তর,	৭৭১	এলে যদি ফিরে	৮০০
এঝো তোর প্রাণবধু এলো	৭৭২	এ অমানিশায়	৮০৪
এক সহি ছোট্টে মলয় বায়	৭৭৩	এখনও এখনও তুমি	৮০৫
এই কি সেই আর্ধ্যস্থান আর্ধ্যসন্তান	৭১৩	এ শুভ নিশীথে	৮০৬
এস কোলে করি উমা	৭১৩	একি একি খেমে গেল	৮০৮
একবার জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি	৭১৪	এলে ফিরে বঁধু	৮১০
এ সংসারের এইত দশা	৭১৭	একবার আর গো মা	৮১৫
একি রক্ত কর গিরি, কৈ উমা	৭২০	এস এস চির বন্ধু এস প্রিয়	৮১৮
একবার রথ রাখ বংশৌধারি	৭২৮	এস শান্তিময়ি দেবি	৮১৯
এস ভবের হাট ঘোর সঙ্কটে	৭৩৩	এস এস বঁধু এস	৮২৪
এই ডাংডেঙিয়ে চলে যায়	৭৩৮	এমন দিন কি আমার হবে	৮৩৯
একাকী কাননে বসি কে তুমি বল রমণি	৭০৯	একি বিবেচনা জান মা	৮৫২
এমন হৃন্দর করে কেন তারে নিরমিল	৭৩২	এসেছ তুমি এসেছ কমল	৮৩৩
একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি	৭৪৩	এমনি করে মধুর হেসে	৮৩৭
এলো বর দেখলো দিগন্তর	৭৮০	এত দয়া পিতঃ তোমার ভুলিব	৮৪০
একিলো বুকেতে আঁরি সহি	৭৮২	এবার হরি প্রেমানলে জলে হব	৮৪৫
এত নরনরাল ঢালি	৭৯০	এত দয়া পিতা তোমার	৮৪৬
একি দায় মন কেন তার চায়	৭৮৯	এত আশা ভালবাসা	৮৫০
এসেছিস্ মা থাক্ মা উমা দিন কত	৭৯৬	এসে সংসার-প্রবাসে	৮৫৫
এই দেহের এত অহঙ্কার	৮০৩	এঘোর ভব-সংসারের	৮৫৬
এত দিনে পোহাইল	৮০৩	এবে বিবম নদী	৮৫৮
এখন এখন প্রশ্ন	৮১৪	এমা কালিকে	৮৭০
এত দিন পরে সখি	৮১৫	এজুড়ি গভাগতি	৮৭১
এমন আর কত দিন চলে বাবে রে	৮১৫	এ নারীকে নারি	৮৭৫
এরা হৃৎকের লাগি চাহে প্রেম	৮২০	একা কে কাকের	ঐ
এখনো তারে চোখে দেখিনি	৮২৯	এই আঁজ থেকে	৮৭৯
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	৮৩৩	এখন যে দিকে চাই	৮৮২
এমন দিনে তারে বলা যায়	৮৩৬	এমন করে হৃদয়রে	৮৮৬
একি হরষ হেরি কাননে	৮৪০	এসে হেসে-কাছে	৮৮৭
এস হে হৃৎকরে নাথ, এস লাসে	৭৭৪	এয়ারামা মেরা কাম	ঐ
এবিশ সংসার মাঝে	৭৭৭	এস বঁধু এস এস	৮৯০

এসনা শমন আর	৮৯৪	এ ছার সংসারে বল	১১৩
এদিন তোর রবে না	৮৯৬	এস এস গোপাল আমার	১১৫
এসে কাছে কিরে গেছে	৮৯৭	এসে সংসার-বিদেশে	১১৬
এই যে হেরি গো দেবী আমারি	৮৫০	এ সংসার সবই আমার	১২২
এত খেলা নয় খেলা নয়	৮৫২	এসেছ একাকীরে মন	১২৩
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক	৮৫৮	এ কুণ্ডল বাউনা মন কি হবে	১২৫
একি দুগন্ধ হিলোল বহিল	৮৬৩	একে আমার জীব তরী	১২৬
এবার চলিছ তবে	৮৭০	এমন মৃন্ময় হরির নাম	১৩২
এস হে গৃহদেবতা	৮৭৭	এস গৌরচন্দ্র	১৩৩
এস এস কিরে এস	৮৭৮	এত কেন গরব লো	১৩১
এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু	ঐ	একবার তেমনি তেমনি	১৩২
এ জনমের মত হৃৎ ফুরায়ে গিয়েছে	ঐ	এবার ভাল বাসব	১৩৪
এই মল্লিকাটা পরাইব চুলে	৮৭৯	একে বামা	১৪২
এমন করে কত দিন আর কাটাযি রে	৮৮৬	এমনি বিগ্রহ মোর	১৫৮
এ চাদ মুখের হাসি নিয়ে	৮৯১	এখনি বাইকুণ্ঠা	১৫৯
এক বাঁধনে বাঁধা আছি,	৮৯৫	এই সময় তরা তোমার	১৮১
এত করে পায়ে ধরে তবু তারে পেলেম না	৮৯৬	এসে এক রসিক পাগল	১৮৪
এ জনমের সঙ্গে কি সহি	৮৯৯	এত দিনে ভাঙ্গল হাট	১৯০
এ ঘোঁরন জল তরঙ্গ রোধিবে কে	৯০১	এ সখি নন্দকুমার	১৯২
এসো এসো বঁধু এসো	ঐ	এনব শাখিনো ভাই	১৬৪
এ হৃৎ সন্ধ্যার আঁজি আলরে	৯১২	একি হলো গো আমার	১৬৭
এই তবের মুখে ছাই	৯১৯	এই ত মা দিন	১৭১
এ দেহ বাঁচার ক্ষমার এত করে না	ঐ	এ বোর বিপদে হরি	১৭৮
এ চিত্ত-সাগরে কবে পার কোরে দেবে	৯২০	এখনো কি ব্রহ্মমরী	১৭৮
এই নশা হলো তাই নন্দি	৯২৫	এসখি নন্দকুমার	১৯২
এই বাসনা পূরাও আমার	৯৩৩	এহি মনোর মেরা	১৯৮
এ পোড়া দেশের কপালে আগুন	৯৩৪	এইসি নেমকহারাম	১০০৩
একি শুনি মধুর নাম	ঐ	এ মেঘে বরিষণ	১০০৫
একবার উঠে আয় বসন্ত	৯৩৬	এই কি সে	১০১৭
এত নয় নয় সে পগনের তারা	৯৩৮	একবার ডাক দেখি	১০২৮
এই বাসনা পূরাও আমার	৯৩৯	একবার ডেকে	১০১৯
একবার ডাকরে বীণে তারে	৯৫৫	এই বাজে ব্যাঙ	১০৩৩
এবার আনবো তারা	৯৬৪	এ সংসারে নাম নিয়ে	১০৩৫
এলো খেলো কেশ	৯৪৯	এস, দেশের অভাব	১০৪৬
একবার ভজ	৯৫২	এই দ্বার দেশে	১০৪৬
এই ত সে মধুর	৯০৯	ঐ	
এ গৃহ উদ্যানে নাথ	৯০৯	এখানে রহিও হে নাথ	৭৭
এ দাসীর অসুখে গবে	৯১২	ঐ দায় রই, ডাকনা উহারে	৯৫

এ দেখনা লো সহ, আনিতে হাসিতে	১০৫	ওঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে	১৬
এ আসিছে কিশোরী, তোমার কক্ষ কুঞ্জেতে	১১৪	ও বিধুবদনী ধনি হেরনা নয়নে	১০১
এ দেখ আসছে আসান, বংশীবদন	২১২	ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে	১১২
এ যার যায় ফিরে চার সত্বলনয়নে	২৮৬	ওহে বার বার আর কেন জানাও আমার	১১৬
এ দেখ কুটিলে আমার স্বরের বধু	৩৩১	ওহে বার বার আর কেন জানাও আমার	১২১
এ দেখা যায় বাড়ী আমার	৩৬৫	ওহে উদ্ধব আমার এ রাজধানী মনে	১২৩
এ পোছাল রূপসী নিশি	৩৮৩	ওকি হেরি গো জলদবরণ	১৩৮
এ দেখে মোহিনী, যোগ বদান সত্য মানি	৩৯৮	ওগো জেনেছি জেনেছি তারা	১৪৬
এ নেংটা মেয়েটা এলে সময়ে	৪৪৫	ওহে এ কালো, উজ্জ্বলো কর পা তুমি	১৪৯
এ লো বাজায় বানী কেশব শ্রীরাধা	৪৬৪	ওহে বাক্য বংশীধারি	১৫২
এ জলধরে ধরিব কেমনে	৫৩২	ওহে গিরি গা তোল হে	১৫৭
এ বুঝি বানী বাজে	৬১২	ওরে পিরীতি তোর জালা তবে বুড়াতে	৫৮
এ আখিরে	৬২৮	ওহে প্রাণনাথ পিরীতি হলো বিচ্ছেদের	১৬০
এ যে দেখা যায় আনন্দধাম	৬৭৭	ওলো হৃদয়ভূমি প্রাণ	১৬৯
এ অকূলে ভাসে মা	৮০৪	ওহে প্রাণ রে	১৮৯
এ দাড়ারে কালিন্দীকূলে	৯৫৭	ওগো কুজা গো, আমার বলে দে গো	২০০
ও ।		ওকে যায় গো কালো মেয়ের বরণ	২০৯
		ওগো সজ্জনি, রাই অঙ্গ সাজাফিরে কি	২১১
		ওরে নিদ্রে কেন অঙ্গে এলি	২১৯
		ওহে কালচাঁদ, বড় পিরীতি বড় ভাল	২২১
		ও কে যায় কালো মেয়ের বরণ	২২০
		ও তাহে কি হয় ভক্তের মোহিত মন	২২৭
		ও বহুদেব তোর সঙ্গে	২২৪
		ওরে ভাই কানাই	২২৫
		ও নয় গো গগনের চাঁদ	২৩১
		ওরে রামকে চিন্তে পায়া তার	২৩২
		ওগো দিদি বিধি বুঝি বিধবা ষ্টায়	২৩৪
		ও বীণে, লবিনে জনকী প্রাণকাতুর	২৩৫
		ও বীণে তুই কার হবিনে	২৪০
		ওহে হরি কি রূপ ধরিলে	২৪২
		ও মোর পায়ের মন এখনও	২৪৫
		ওরে রসনা, রসনা বুকে	২৪৭
		ওরে কিছু পথের সম্বল বর ভাই	২৫৩
		ও জননি গো বেন ডুবানো	২৬০
		ওরে মধুকর রে, মজিলে কি রসে	২৬২
		ওরে নবনী নিশি, না হৈত্তর	২৬৪
		ও হুবোলরে, এ চুখিনি নয়	২৬৭
		ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে	২৭২
ওমা হরগো তারা, মনের হৃৎখ	৫		
ওরে সুরাপান করনে আমি	১২		
ওরে মন চড়কি চড়ক কর	১৫		
ওরে মন বলি ভজ কালী	১৭		
ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে	১৭		
ও করে মনোমোহিনী	৩৩		
ওকে ইন্দ্রবরনিধি কান্তি	৩৭		
ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম	৪৩		
ও নৌকা বাওহে তরা করি	৪৪		
ওহে নৃতন নেয়ে, তাসা নৌকা চল যেয়ে	৪৬		
ওগা রাণি, নগরে কোলাহল উঠ চল চল	৪৮		
ও প্রাণনাথ গিরিবর হে	৪৯		
ওমন কি ব্যাপারে এলি	৫০		
ও বৈতোর নামে কি নাশি দিব	৫১		
ওহে ইন্দোদ রায় বীরে বাওহে	৬০		
ওহে প্ৰাণ বধু বাই গীত গায়ো না	৬২		
ও কার হৃদয় সময়ে নাচিছে	৪৩		
ওমা তোর মারা কে বুঝতে পারে	২৭		
ও করে লুকারে মোরে	৬৮		
ওই দেখ সহী, নাথ তোমার	৮৮		

ওহে কুক মধুকর যে আর কেঁদনা	২৭৪	ওগো সখি হল একি উদরে	৩২৫
ওকি গগনে সই কর নিরুপণ	২৮৬	ওলো সখি দুঃখের কথা কি বল	৩২৬
ও বিনোদিনি ও নর বজ্রের ধনি	৩২৩	ওগো দিদি চল চল চল চল	৩২৬
ওগো বিলাখা গো রাধার	৩২৪	ও সিঁদেলের জাত	৩২৯
ওগো রাধিকা সম্প্রতি	ঐ	ওরে সামাল সামান, বাস্তবঘূর	৪০৪
ওগো কমলিনী চেয়ে দেখে ধনি	ঐ	ওরে হুংল ভাই আজ কি কানাই	৪২১
ও মন রথ রথ রথ রথ থাক	৩২৯	ওগো নন্দরাণি কেন নিরানন্দ হও	৪২১
ও মা আমি কি ছিলাম কি হলাম	৩৩০	ওরে অভিমান আর মানে মান	৪৪৪
ও কুটিল ভাল তু দেখালি দতোর	৩৪৪	ওমা শঙ্করি আমি কেবল হারি	৪২৭
ওহে মহারাণ বল শুনি	৩৬২	ওগো সত্ৰন রজনী শ্রদ্ধা হ'লো	৪৩১
ওলো ভাই বটে সজনি	ঐ	ওলো ধনি পুন আর একটবার চাও হে	৪৩৫
ওগো মাসি, কেন তারি রূপ	৩৬৭	ওরে মন তোমারে আজ বদে কাল	৪৪৭
ওগো মাসি কিহবে বল বল শুনি	৩৬৮	ওহে কেন অচেতন	৪৫৩
ওগো মাসি কৃপা কর আমায়	৩৭০	ওরে মন তোর পায়ে পড়ি	৪৫৭
ওগো মাসি দেখে দেখে নরুন	ঐ	ওরে মন কালা কালী বলনা	৪৭৭
ওলো রাখণে বা ঠাট ছলা	৩৭২	ওগো উম্মা আর গে মা আর	৪৮১
ওগো ভাই কাজেতে তা যেন ভুলনা	৩৭৫	ওহে ভূপ বধ করেছ পুত্রধনে	৪৮২
ওলো রাজনন্দিনি বিনোদিনি	৩৭৭	ওরে যোগী চোর মরণের তোর	৪৮১
ওহে ত্রিলোচন একবার ফিরাও	৩৭৬	ওহে মহাশয় আর যুদ্ধ করা অকারণ	৪৮৩
ওহে ও হিউতবী মাসি এই কি রিতকরা	৩৭৮	ওমা সাক্ষাৎ সঁকরা আমার গর্ভে	৪৮৫
ওগো ভাই ধরি তোমার হুটা করে	৩৭৯	ওহে যমরাজ ছি তি নাহি লার	৪৮৫
ওলো ধনি দেখে বোঝে চেয়ে করে	৩৮০	ওগো রাই এমন রূপ দেখি নাই	৪৮৬
ওগো মাসি এ আবার বল কি প্রকার	ঐ	ওরে ভাই হিমগিরি বিনয় করি	৪১২
ওরে বাতু আসার আগসে শোক বাঁচা	৩৮১	ওরে মহাব বলরে মোরে	৪১২
ওহে রসরাজ বল না যাই, যাই, যাই,	৩৮৪	ওমা কেমন করে পরের স্বরে	৪৪৯
ওগো আমি সাথে কি ভাগবাসি	২৮৫	ওমা কেমন যোগী ছি ছি লাগে মরি	৪৫১
ওই পোহাল রজনী ধনি	৩৮৪	ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে	৪১
ওহে গিরি, পৌরী অভিমান করেছে	২৯৬	ওমা কেমন মা কে জানে	৪১
ওরে আমার পিপাসা, না হবে আর	৩০৩	ওলো সই দেখে লো কাণ	৪২৯
ওলো আর বাবনা আমি যমুনার জলে	৩০৫	ওহে রসরাজ কেন আজ	৪৩২
ওগো নবীন নেয়ে, কানাই শ্রাম	৩০৫	ওহে গিরি, ভরা করি	৪৪১
ওহে দীননাথ, পাতকী তারিতে	৩০৪	ওরে নিদারুণ বিধি	৪৮৮
ওরে পোকুলবাসী কেনরে বাজাও বানী	৩০৬	ওমা বদমহিলার তোমা বিনা	৪২২
ওহে পদাঙ্ক ভন এই বচন ঐ	৩১৩	ওমা দে মা বিদায়	৩১৫
ওলো প্রাণসখি	৩১৩	ও কি সখা মুছ আঁখি	৩১৮
ওরে বিনোদিনি কারে বল কাত	ঐ	ওলো রেখে দে	৩১৮
ওলো নিত্য সখী বল দেখি বল দেখি	৩১৭	ও কে বল সখি	৩২০
ওগো মাসি তোমার অন্তরালে	৩২২	ওগোশোন কে বাজায়	

ওগো এত প্রেম আশা	৬২০	ওদীননাথ কর আশীর্বাদ	৮৪৭
ওই জানালায় কাছে	৬১১	ওহে দিনত গেল	৮৫৮
ও কেন চুরি করে চায়	৬২৫	ওগো ভুজঙ্গিনি রাখে	৮৭০
ওগো তোরা কে বাধি পারে	৬২৯	ওসই কেমনে আনিব	৮৭৬
ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও	৬৩৭	ওরে গৌর গৌর বলে	৮৭৯
ওকে কেন কাঁদালি	৬৩৯	ওমা গঙ্গা তোর	৮৮৩
ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়	৬৪৫	ওমা দিন চলেনা	৮৮৬
ওই কে গো হেসে চায়	৬৫৩	ওগো আমার সোপার	৮৮৭
ও কে বোঝা পে'না চলে আর চলে আর	৬৬৪	ওমা আমার যে তুই	৮৯০
ওরে শশী কি দেখিস আর	৬৮৫	(ওসে) আশায় কেন	৮৯২
ওরে ভাই কিমের লেগে দিনে দিনে	৬৮৫	(ওতায়) সেধে শুধু	৮৯৩
ওরে কাটাকাটি এখনো করো	ঐ	ওরে তারে সে বড়	ঐ
ওরে এনে দে তারে	৫৯২	ওরে করে নিয়ে	৮৯৫
ওমা, হরি হরি বল না	৬৯৩	ও বাপ নীলবদন, এই নাও	৯১৫
ওলো, ভাঙ্গবো আজ কুঁকোচুরি	৬৯৬	ওমা ওমা নন্দরাণি	৯১৬
ওই কে মমরবালা দাঁড়িয়ে উদয়াচলে	৭১১	ওহে প্রাণ প্রাণেশ্বর	৯২৪
ওতো নয় নবখন রামবিচ্ছেদে হতভশন	৭৩১	ওরে মন বলি তোর	৯২৩
ও রাখালের রাজা	৭৩৮	ওরে বল রাখে গোবিন্দ মন	৯৩২
ওরে মন দেহ সরোবরে	৭৪৪	ওমন ময়রা শুড়	৯৩৪
ওকে শঙ্কর উরে	৭৫৯	ওগো বাঁধে বাঁধে না	৯৪২
ওমন ভাবিলে বল কি আর হবে	৭৫৯	ওরে মন মধুকর	৯৮৫
ওহে সিদ্ধ, তুমি হস্রে,	৭৬০	ওরে আকাশের পাখি	৯৬৩
ওগো সুখি হোরা কি তাই পারবি	৭৬৮	ওমা কত খেলা	৯৬৯
ওমন ভক্তি ডোরে না	৭৫৭	ওমা পারি না আর	৯৬৯
ওহে কমনার নিধি জানিনা তুমি	৭৭০	ও জটী মাতৃদান	৯৯৫
ওহে কাতর শরণ	৭৭৮	ওগে নিদ্রাদেবি	১০৪৬
ওহে এদীনে কি দীনবন্ধু	৭৮১		
ও প্রাণ যায়, যায়, যায়	৭৮১		
ওরে দয়াল নামে ভাস মুখে	৭৮৫	কালি কেন নিদ্র হালি	৮৯৭
ওমন বণিক আমার বলনা	৭৮৬	কারপেট কাটা ফেল	৯০২
ওগো আর তুলনা সে	৮০৮	কান্ধালিনী করে মোরে	৯০৩
ও এমনি করে হয় কি	৮১২	কই সে ভূমিনী ধনী	৯০৩
ওরে মন মায়ের চরণে	৮৩১	কে তুমি বিজনে বসি	৯০৪
ও দীননাথ, কর আশীর্বাদ	৮৪০	কবে হবে শিবে সে	৯০৫
ওহে প্রভু দয়াময়	ঐ	কতদিনে তারা মোহের	৯০৫
ওহে ধর্মরাজ বিচারপতি	৮৪৪	কে আমি কি কাজেশ্বর	৯০৬
ওরে মনপাখী চাতুরী	৮৪৫	কি পালে পাঠালে বিধি	৯০৮
ওভাই মজেনা মুরগানে	৮৫৬	কও মা ছিলে মা কেন	৯১১

ক।

বেন হে প্রেরসি এত হোতেছে	১১২	কালা ষটালে কি দায়	৮৭০
করয়ে বিজ্ঞপ্তি গান	১১৪	কেও দাঁড়িয়ে তরুণ	৮৭০
কে বলে খাশান ভূমি, অভিশয়	১১৪	কই মা তনয়া জলে	৮৭০
কি হেরিলাম গিরিরাজ	১১৮	কাল নদ্রা কেন অন্ধ	৮৭০
কিবা শোভিত কৈলাস	১১৯	কি শোভা শ্রামের বামে	৮৭৪
কালা কেন বাশরী বাজার	১২১	কি কর লরশন	৮৭৪
কেন গিরি	১৬০	কেন গে' রসময়	৮৭৫
কুঞ্জে কুঞ্জে রই	১৫৯	করিলে বনবাসী	৮৭৬
কেন মনের খেদে	১৫৯	কি কর, কি কর	৮৭৬
কি দুঃখ এমন	১৫৮	কা মজাদার	৮৮০
কোথাকার কে সব	১৫৬	কে পোয়াতি রসবতী	৮৮৪
কিসের কোথার ছুটেছে	১৫৬	কই কেউ বলে না আমার	৮৮৯
কি দিয়ে করব পূজা	১৫৫	কই আর তো সে	৮৯০
কেন ফুল ফুটে	১৫১	কোলে তোলে নেমা কালি	৮৯২
কেরে ঘৃষভবাহনে	১৪২	কারণ পাথারে কাল	৮৯৩
কৃষ্ণ রাধা নৃতন খেলা	১৩৯	কেন কৈদে হবি সারা	৮৯৪
ক'হু একবার বাজারে	১৩৯	কোথা গলে প্রাণনাথ	৮৯৪
কে পারে তোমারে	১৩৬	কেন আর আড়ালে	৮৯৬
কার ভাবে নদেয় এসে	১৩৪	কাতরে করুণা কর হে নাথ	৭৭০
কাজ কি এ ছার আশ্রয়ে	১৩২	কেন কর মন বুধা ভর	৭৭৩
কেরে হরিবোল	১৩০	কোথা তুমি রলে দীনশরণ	ঐ
কত ভালবাস মাগো	৮৪৪	কেমনে বল মন, করিবে মোক্ষসাধন	ঐ
কবে সহজে মা বলে	৮৪৫	কজন্য স্বর্ণপক্ষে করি আরোহণ	৭৭৪
কেনহে বিলম্ব আর	৮৪৭	কার কাছে যাব ওহে	৭৭৪
কালিন্দী কহ না কোথা কৃষ্ণ	৮৪৮	কে নিবাবে দীনরে দুঃখ	ঐ
কেন দুঃখ দিতে বিধি	৮৫০	কৃপানিধি দীন কি পাবে না	৭৭৬
কালরাত্রি পোহাইল	৮৫১	কেন রে মৃত মন, মোহেতে হয়ে	ঐ
কি বলে প্রার্থনা বল কার আর	৮৫২	করুণার নিধি করুণা ক'রে	৭৭৮
কাতরপ্রাণে ডাকি তোমায় তাই	৮৫২	কোথা গেলে পাব তারে	ঐ
কোথায় আনিলে আমার	৮৫৩	কি আর বলিব বলিবায় কি	ঐ
কোথা দীন দুঃখী তোরা	৮৫৪	কি বলে তোমারে আমি করিব	৭৭৯
কেন দাবা বেগতে	৮৫৭	কি বলে মন রৈলে ভুলে	ঐ
কেন সই এলাম	৮৬০	কোথা পাতকহরণ	ঐ
কোথা আছ ওমা তারা	৮৬৪	কেমনে তোমারে নাথ, করিব অর্চন	৭৮০
কে জানে সজনি প্রেম	৮৬৭	কেন রে মন এমন হলে	৭৮১
কান্নিগে রজনী	৮৬৭	কাহারে ডাকি বিপদে হে	৭৮২
কেন প্রভু দীনজন	৮৬৯	কি কাম তীর্থ পর্ষটনে	ঐ
কেন ভোল মনে	৮৬৯	কান্দাল বলে চরণ কমলে	৭৮৩

কি সংসারে সুখে আছ	৭৮৫	কর না হে আমার কেশ আঁকর্ষণ	৭৩৭
কোথা হে করুণাসিন্ধু	৭৮৪	কেন চিত্ত লুপ্ত বল	৭৩৮
কি দেখিতে এলে মা আবার	৭৯২	কাল বই ভাল কই সদাই বনে রাই	৭৩৮
কোথা তুমি কোথা তুমি,	৭৯৭	কাতর বিহুর দাসে বিতর	৭৪০
কি অক্ষ কুঞ্জে কি কুটার	৭৯৮	কারে সুখী রেখছ হে দয়াময়	৭৪৪
কাদ অশ্রুপে ডাক অশ্রুগে	৭৯৯	কার প্রেমসী অসিধারিণী	৭৪৭
কেন নিশি পোহাইল	৮০১	কলিত কল ধৌত রুচিশচাতনয়	৭৪৮
কেন কান্দিব কেন না	৮০২	কে নিবি আয় বিন,মূল্যে	৭৪৮
কি জান তুমি	৮০৩	কোন পুণ্য বলে শ্রামা	৭৫০
কেন নীরব কুঞ্জকুটার	৮০৬	কালো কেন রাই	৭৫৩
কান্দালের গ্রাম্যঃ	৮০৭	কি কাজ ভূষণে	৭৫৪
কি গান শুনাইব	৮০৮	কেমনে ধরিবি তাঁরে	৭৫৮
কনক কিরণচূড়	ঐ	কে দিল এমন জ্যোতিঃ	৭৬১
কোথা কবি কোথা	ঐ	কোথা যাও স্রোতস্বতি	৭৬১
কালি দেখিয়াছি মায়ে	৮০৯	কিঙ্করে কর দয়া	৭৬১
কেমনে বলিবে বল	৮১১	কর গো দক্ষিণে কালি	৭৬২
কখন কি ভাবে অভয়া	৮১৩	ফেরে বামা নিবিড়	৭৬২
ক'রোনা ক'রোনা তার অপমান	৮১৬	কাল হারালাম কালের	৭৬৩
কিনারে কান্দরে আর্ধ্য	ঐ	কি মজার ফুল ফুটেছে	৭৬৪
কন ভাগীরথি	৮১৭	কত রঙ্গ জান তার	৭৬৬
কন্দনারে অনাখিনি	ঐ	কতবার ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া	৬৪১
ক কাঁদিছ কে কাঁদিছ	ঐ	কে ডাকে আমি কতু ফিরে নাহি চাই	৬৫৩
কন সে স্বর্গীয় দৃষ্টি	৮১৮	কখন বসন্ত গেল এবার হলো না গান	৬৫৩
কি সুখ বিহীনবর	ঐ	কেহ কারো মন বোঝে না কাছে এসে	৬৫৩
কালরূপে মজেছে এমন	৮১৯	কো তুই চোলবি মোর	৬৫৩
কন বলে আমার রাখে	ঐ	কি করিলি মোহের ছলনে	৬৫৮
করণাকর পিতা তোমা বিনা	৮২১	কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে	৬৫৯
ক পারে মা তোমায়ে	৮০২	কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে	৬৫৯
কমনে হব পার	ঐ	কতবার ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া	৬৭৩
কন ভুলালে মনোমোহন	৮৩৪	কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে	৬৭৬
কন কেন বাজলো বাঁশী	৮৩৫	কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে	৬৭৩
কাল-রূপে আলা তোমার	৮৩৭	কে এসে যায় ফিরে ফিরে	৬৭৭
কন হে বিলম্ব আর	৮৪০	কি হল আমার বুঝিবা সন্ধান	৬৭৭
ক দেখিলাম রে	৮৪২	কি ভেবে মা এসেছিহু আজ	৬৮৩
কি আছে এমন	৮৪৩	কোথা দয়াময় ডাকি হে তোমায়	৬৮৭
কাখায় রহিল প্রিয়	ঐ	কোথা সে অযোধ্যাপুর	৬৯০
কাথা বাব বসন্ত রে	৭৩৬	কলকর্তৃময়ি গঞ্জে এখনো সাগর পানে	৬৯০
গন্ত হে দ্বন্দ্ব হু	৭৩৭	কে জানে তোমার চক্রে	৬৯২

কাদে গো পরাণ আজি তোমা সবে	৬৯৫	কেন এত করুণা তোমার হে	৫৮
কাহে গোহি জায়ত মরত কি বিবান	৬৯৯	কেন রাই একলা বসে	৫৫১
কি বলিব সই	৭০১	কার ভোয়কা রাধি আর	৫৫২
কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে	৭০০	কেয়া করে কেনে কেনে কেইসে শালার	৫৫৩
কে রচিবে মধুচক্রে	৭০৪	কেশব কুরু করুণা দানে কুঞ্জ কাননচারী	ঐ
কেন স্বজন নয় কারণে ভজন	৭০৮	কার ভাবে গৌর বেশে, জুড়ালে হে প্রাণ	৫৫৪
কেমনে হবে পার সংসার-পারাবার	৭০৮	কাহা মোরা নব বৃন্দাবন, কাহা যশোদা মাই	৫৫৪
কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার	৭১১	কিশোরী-প্রেম নিবি আয়,	৫৫৫
কেমে বনবাসিনী বলা	৭১৩	কর পার নেয়ে এ বার তুফান ভারী	৫৫৫
কি কাল-নিদ্রায় তোমায় ধেরেছে রে	৭১৩	কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পাখ	৫৫৯
কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে	৭১৫	কিরণ-রস্বিনী কিরণ সঙ্গিনী,	৫৫৭
কার পানে বা চাবে পিতঃ এ দুখিনী	৭১৬	কেমনে মন নিবারি	৫৫৯
কত আর নিদ্রা খাও ভারত-সন্ততিগণ	৭১৭	কিন্দরী তব করুণাময়ী করুণা কর কমলা	৫৬০
কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু	৭১৭	কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী	ঐ
কার বামা এল সমরে	৭২২	কোন গগনে ছিলরে এ দুটি চাঁদ,	৫৬২
কও মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের স্বরে	৭২২	কুহু তানে আকুল করে প্রাণ	ঐ
কাল রূপে গেল সকল	৭২২	কিন্দরে রাখ মুকুরি পদে, বিপদে	৫৬৩
কিরূপে সে কালরূপ বন পাসরি	৭২২	কেন ভোল হুগী বল হুগী বল মন আমার	ঐ
কি করি ব্রজ ছাড়ি হরি যান মথুরায়	৭২৩	কি ছার আর কেন মারা,	৫৬৪
কুঞ্জে পাঠাইয়ে মোরে	৭২৪	কি কর কি কর, ধর ধর তনু জর জর	৫৬৬
কে আছে গোফুলে (গো আমার)	৭২৬	কি জানি কিহলো প্রাণ সই	৫৬৬
কোথায় আছ গো শররা	৭২৬	কৈদেছি আপন গোবে,	৫৬৭
করুণা কুরু মে করুণা	৭২৬	কত নেচেছি লো ময়ুরীসনে	৫৬৮
কতদিন আর দীনে হুং দিলে	৭২৮	কেন ফুল ফুটে কে জানে	৫৬৯
কেন লো প্রেমসি এত মান	৭২৯	কে জানে মজাবে নয়নে	৫৬৯
করি এই মিনতি চরণে সম্প্রতি	৭২৯	কাল সকালে রাজা হবে রাম	৫৭২
কঠিন হইয়ে তোমারে রাখিরে	৭৩০	কেন আর বাধতো বেগী বললো সজন	৫৭৪
কাননে দেখে ফুল ফুটেছে নানা জাতি	৭৩০	করনা বকনা করমা করুণা	৫৭০
কৈ তোদের সখা হরি	৭৩০	কাঁদি কান্দি সুক বাধি কেন কান্দিতে	৫৭০
কোথায় ভাই প্রাণ কানাই	৭৩২	কাতরে করুণা কর হয়-জানি-বিলাসিনি	৫৭১
কে যাবে মনিবর গিরি ব্রজপুরীতে	৭৩৩	কেজানে কেমনে দিন বয়	৫৭৬
কেন আঁধি ছল ছল	৭৩৪	কাল কি হবে, আল কে ভেবে কি হবে	৫৭৬
কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ	৭৩৪	কুবের ভূষণে কি কাজরে আমার	৫১৩
কোথা যাসু আঁরি কেলে মশানে	৭৩৫	কার হিসাব লিখ ছিস বোসে	৫১৫
কি কথা শুনালে কমলেরই জলে	৫৪৫	কার চোখে দিচ্ছ ফুল,	৫১৬
কালিয় বিষধর ধোরতর কঠিন হৃদয়	ঐ	কুঞ্জে হুণে থাক হে বগন্ত	৫২৭
কেমনে ভুলিব তারে মেরুপ জাগিছে মনে	৫৪৬	কেন সমরে নিদ্রা হ'লে রাখারজন	৫২৮
কত যে মানদে মা গো করুণা তোমার	৫৪৭	কৈলাস ভূধরোপরি হায় আঁধ একি হেরি	৫৩১

কোথায় রাহিলে, হার, এসময়	৫৩১	কাজ কি কালী মৃত্যু ভাই	৪২৭
কেন রে এমন হ'লি আজি নিমাই	৫৩৩	কে নারী সে জিনে ব্রহ্মাণ্ড	৪২৮
কালী করাল বদনা,	৫৩৩	কেনরে মন ভুলেছ ভ্রান্তে	৪২৮
কোথায় মা ভিক্টোরিয়া	৫৩৫	কি হবে কি হবে ভরাণী ভবে	৪২৮
কোথায় রহিলে সব, ভারতভূষণ	৫৩৮	কেরে নবীননারদবরণী কার স্বরণী	৪৮
কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে	৫৩৯	কাল হেরিব না আর নয়নে	৪২৯
কে জানে কে এ বিদেশী	৫৭৯	কালী নাম অধি লাগিল মম কাননে	৪৩০
কৈদে ফিরে যায়	৫৭৭	কালী করুণাময়ী কখন বলিব না	৪৩০
কঠিন বিধাতা ভাল কাঁদালে	৫৮০	কালভয়বারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী	৪৩১
করেছি সাধের বাগান	৫৮১	কেও রমণী সমরে বিরাজে	৪৩১
কেমন ফুল পরে ছৈ মেদিনী	৫৮১	কেও গজেন্দ্রগর্ভমিনী বামা যোগেন্দ্র	৪৩২
কি বলি ফুটে, দম ফাটে, মরি প্রাণ যায়	৫৮৭	কে বলে সে অদর্শন স্ফদ্রে উদয়	৪৩৩
কথা শুনে সরসে মরে যাই	৫৯০	কেন প্রাণ হেন করিলে হে বলনা	৪৩৩
কি কহিলে প্রাণ, শুনে ধহে প্রাণ	৫৯৩	কিস্বরে করুণা কয় খরকর হে	৪৩৫
কেন তারে সঁপেছিলাম মন	৫৯৪	কালিদর্শন কংসনিহন	৪৩৫
কেন কেন প্রাণ প্রিয়ে হন নাক্য	৫৯৫	কটাক্ষসন্ধানে আপনার পানে	৪৩৬
কি বলি মনোরঞ্জন অঞ্জন অন্তরে দিন	৫৯৬	কত ভালবাসি প্রাণ, দুঃখাব কেমনে	৪৩৭
কাটাল ছেড়ে দেরে মোরে	৫৯৯	কেন সাধিলে না তারে	৪৩৭
কৈ বনমালী এসে কালী বনে	৬১৩	কেবল হরেছ মন মধুর বচনে	৪৪১
কাহে রঙ্গ ভারি হো ত্রিভঙ্গ মুরারী	৬১৪	কিবা তব ভালবাসা	৪৪১
কেন এলে এবনে (গোপীগনে)	৪১৫	কেবল তোমার ভাল আসিতে ভাল বাসনা	৪৪২
কাটালি কাল হয়ে নাকাল ভাবিলি	৪১৩	কোথায় সে জন জানে কোন জন	৪৪২
কি দিবে গো সন্ধিরে তব কি আছে বৈভব	৪১৮	কি রূপে করিব চিত্তা চিদানন্দ	৪৪৪
কাজে মজ্জেন দিন গেল	৪১৮	কালী যেমন কেমন ধন কে জানে	৪৪৫
কোথায় কৃষ্ণ ধন রাখালের জীবন	৪২১	কালীপদপঙ্কজে মতি যার	৪৪৬
কেনরে সুবোল না ব'লে সুবোল	৪২১	কি দেবে করেছ দুর্গে আমার	৪৪৬
কৃষ্ণের কালরূপ হ'য়ে কালরূপ	৪২২	কে গো বোদন করে	৪৫২
কি শোভা শ্রী বৃন্দাবনে	৪২২	কেমনে পাইব সে আলোক	৪৫২
কুটিলে কৈ সে নন্দনয়ন	৪২৩	কর স্তব নর সব কর তাঁর সঙ্কীর্তন	৪৫২
কিরূপ মাধুরী শ্রী বৃন্দাবনে	৪২৩	কি দিব তোমারে বলনা	৪৫৩
কুলকামিনী এয়ের বা মনা	৪২৩	কুপাময় কুপা কর এ অভাজনে	৪৫৩
কহে যশোদা ষাতরে	৪২২	কপালে যা আছে কালী ভাই যদি হবে	৪৫৭
কেন হারাবি দুকুল	৪২৪	কিস্বরে করুণাময়ী ধন দিবে মা কি ধন	ঐ
কি শোভা শ্রী বৃন্দাবনে শ্রামের	৪২৪	কি করি মনকরী মন্ত অনিবার তরা	ঐ
কি জানে হরিহে তোমার কাণ্ড	৪২৪	কেমন মেয়ের মেয়ে শ্রামা	ঐ
কে বলে দয়াময় গোপীকান্ত	৪২৫	কেন মিছে মা মা কর ময়ের দেখা	ঐ
কে বলে রে হরি দয়াময়	৪২৬	কোলে আর মা ডবলারা নয়নতারা	৪৬০
কালীসাতন প্রেম রা খেলা হলোনা তারা	৪২৭	কায় রমণী সমরে বিরাজে	৪৬১

কেও রমণী নীরদবরণী	৪৬২	কেন হেরিলাম তরে	৪২২
কেও একাকিনী কাহার রমণী	৪৬৫	করে কালকামিনী, বাসপরিহারিণী	৪২৫
কেও বিবসনা রূপিরে মগনা	ঐ	কি হেরিলাম আমারি, কিবা রূপমাদুরী	৪২৬
কেও দশভূজা রমণী শ্রেয়বরণী	৪৬৫	কামিনী কোমল মনে বিরহ কি বাতনা	৪২৬
কুম্বর্ণী চতুর্ভুজা এ নারী কি ভরসারী	৪৬৬	কাল হয়েছে কাল হৃৎকর কথা চলি যায়	৫০১
কেও বালার্কমহপ্রাণবর্ণা	৪৬৬	কিবা চাঁদটা উঠে ছটা ছুটে আলো	৫০৩
কে নীল নীরদবরণী শোভে বিনয়না	৪৬৬	কত ডুবে ডুবে রতন পেলি সাগরের	৫০৪
কেও বামা স্মিতমুখী রত্নসিংহাসনস্থিত	৪৬৬	কি বলবো গো আমি হই বিশেষিনী	৫০৫
কুম্বর্ণী কুম্ভাঙ্গুরপরিধানা	৪৭৬	করিছ পরের কারণ সদাই রোদন	৫১১
কুম্বর্ণী কার নারী লহোদরী মহাশোভা	৪৬৬	করিস তুই এত খঃ কেনেরে মন	৫১১
কেও প্রসন্নবদনা বিরাজমানা	৪৬৭	কালি, সব ঘুচালি লেঠা	২৫৮
কিশোর কিশোরী খেলেন হরি	৪৬৭	ফেরে পাগলীর বেশে, দিগবাসে	২৫৯
কেও কমলোপরি বিরাজে হেমবরণী	৪৬৭	কালি, কত আগিয়ে বুঝাও গো	ঐ
কজরকতলে স্বর্ণগৃহে কেও	৪৬৭	কেমন কোরে তরাবে তারা	২৬০
কেও রত্নপদ্মাসনা, গৌরবরণা	৪৬৭	কবে যাবে কুল গিরিরাঙ্গ	২৬২
কব কি তার রূপের তুলনা	৪৭১	কুঞ্জের ধারে ঐ দাঁড়িয়ে কে	২৬৮
কার কব হৃৎকর কথা মনের ব্যাধি	৪৭১	কি ভাবিয়ে মনে দাঁড়িয়ে শুধানে	২৬৮
কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ	৪৭১	কোথায় বল রে দুখিনীর তনয়	২৬৯
কি আর আমায়ের আনন্দের সীমা আছে	ঐ	কি শুনাগি ও ভাই ভরত রে	২৬৯
কে শুনাগে প্রাণনাথ নাগর পড়েছে ধরা	ঐ	কি ভাবে কিসের অভাবে	২৭১
কেন হেরেছিলাম আমি তারে	৪৭৩	১কলাম-সংবাদ শুনে মরি হে	২৭২
কি রত্ন রাজত্ববনে কি রত্ন	ঐ	করে বামা বারিদবরণী, তরুণী	২৭২
কেমনে বা সারি বগনা কিশোরী	৪৭৫	কুম্ব দেখে তোমার এ দুর্দগা	২৭৫
কি শোভা আজ নন্দনে	ঐ	কাল ভাল বেসে হ'ল এই বাতনা	২৭৫
কি হেরি যুলনে রাখা শ্রোমে	৪৭৬	কি হবে কি হবে ভবে কি হবে	২৭৬
কি শুণ করে শুন সখি বংশী	৪৭৭	কিবা বল কিবা স্থল আকাশ	২৭৭
কেমন করে পাব মা গো কালী	ঐ	করে কব যে হৃৎকর আমার	২৮১
কালি কবে পাব তোমায়	ঐ	কেবলি কথার এত হায়, যে হৃৎ	২৮১
করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ঐ ধানে	৪৮০	কে বলে বিচ্ছেদ ভাল নয়	২৮১
কেন বুধা ভাব রাজা ভীমসিংহরায়	৪৮০	কি করে কলকে যদি সে	২৮১
কেন মিরজাকর আজি যুদ্ধে তোমার মন	৪৮০	কত ভাল বাসি তারে	২৮২
কপালে কি আমার ছিলরে হায়	৪৮০	কেন যাবে তারে মন দিতে	২৮৪
কানপুর হয়েছে বমপুর আজ দেখতে পাই	৪৮৪	কাজ কি পিরীতে সহি রে	২৮৬
কেন উইম্যেন বল অকারণ	৪৮৪	কৈরে আমার সে বিধুবলী,	২৮৭
কার উপরে রোহভরে শ্রীমা মা রণে	৪৮৭	কেমনে বাচে প্রাণ, সেই প্রাণ	২৮৭
কার দেখে এত রোষে শ্রীমামা নেবেছ	৪৮৭	কলকেরি ভয় যে করে, সেও	২৮৮
কেন শ্রীমা মনোরমা এ ভীমবেশ ধরিলে	৪৮৭	কিসে তার প্রেমধার শুধিব	২৮৮
কি কাজ থাকিবা আজ মা বিনে শুল্ক	৪৯০	কমখিনি গো তোমার কক্ষ প্রেমমাধা	৩২৪

কেবা যায়, কে বাজার বোনে	৩২৬	কামিনী কমলধনে	৩৮২
কি ফল বিফল এ বাসে, যে রূপ সে বাসে,	৩২৬	কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখি	৩৮৩
কার আছে এমন আন, আছে মোর	৩২৬	কি করে লোকেরই কথায়	২৮৯
কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছে হে সখা	৩২৮	কেন প্রাণ, এত অপমান	২৯১
কে জানে তোমারে কেমন সত্যী	৩৪৫	কোন কামিনীর সহবাসে	২৯২
কোন গুণে আর কর রে গুণ	৩৪৫	কালার বাঁশীর রবে, কুল মান গেল	ঐ
কার হয়েছে জর	৩৩৪	কালই কালি দিব কুলে	ঐ
কি জানি কি হলো আমার মনে	৩৩৬	কি অপরূপ হেরিলাম	ঐ
কমলিনি গো	৩৩০	কি হেরিলাম রূপ	২৯৩
কুটিলে বল মা	৩৩১	কে রে বাজলে বাঁশী নিকড় কাননে	ঐ
কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল	৩৩৭	কে রে বাজলে বাঁশী কুল নাশিতে	ঐ
কিরূপে একপ হলি	৩৩৮	কি অপরূপ হেরিলাম যমুনার তটে	২৯৪
কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী	৩৫০	কেন বাজেরে শ্রামের বাঁশী	ঐ
কুজৌ কি বলিব কি বুঝি	৩৫০	কালোরূপ কাল হ'ল	২৯৬
কে জানে আগুন তার গুণাগুণ	৩৫০	কালোরূপ ভুলিতে না পারি	২৯৬
কত এমন দেখি নাই	৩৪২	কৈলাসবৃত্তান্ত কিছু শুনো গো মেনকারাদি	ঐ
কেবা জ্বরেছে প্রেমজ্বরে	৩৪৩	কৈলাসসংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে	ঐ
কে এলি আমার রতনমণি	৩৫৫	করে নবধন শ্রামা হর-উপরে	২৯৬
কাজ নাই স্বটে জালাই যে স্বটে	৩৪৪	কেশব নটবর বেশধর	২৯৮
কি কাজ আছে দুঃখিনীর ভুগে	৩৫৬	কেশব হে নাশয় মে বিষয়াভিলাষ	ঐ
কমলিনী আজ একি, কমলে কামিনী	৩৫১	কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ নাথ	২২৯
কোথা গো মা ত্রিলোকতার দুঃখহরা	৩৬২	করুণানিদান, কমলাপতে	ঐ
কি মনে আশাবাদনে	৩৬২	কেও বিহরে হর-স্মৃতিপরে	৩০০
কেন মনি চিন্তা কর অকারণ	ঐ	কেও রক্তপর্কিতপরে, রতননপুর	৩০২
কি অপরূপ হায় কিরূপ	৩৬৩	কালিকে বক্রণ কর কাউর কিস্তরে	৩০৩
কি করি সখি ভুলিয়ে রহিল আখি	ঐ	কিবা শোভা পায় পায়	৩০৪
কে করেছে এমন সর্বনাশ হলো	৩৬৪	কে এলো সো সখি	৩০৪
কে বিদেশী রূপের শশী	ঐ	কে গো বংশীবটে	৩০৫
কি কথা আমায় শুনালে	৩৬৮	কি কর শিশুরবর আন গিয়ে	৩০৭
কি ফুল ফুটেছে মজার	৩৬৯	কহ প্রাণ কেমন ছিলে হৃৎখেতে	৩০৯
কেমন মাসীর বুনুপো তুমি	৩৭০	কোথা হ'তে এলো প্রেম	৩১০
কে ফুল ফুলেছে গাছের মূল ভেঙ্গে	৩৭১	কেমনে বল তুমি মম জীবন	৩১২
কেন এলি মাগিনি লো এত বেলায়	৩৭২	কেন ভুরুধরু টান, হানিবে কি প্রাণ	৩১৩
কোথা গো মা ব্রহ্মময়ি, গুণোব্রহ্মাণ্ডরূপিনি	৩৭৬	কটাক্ষে মরি ওলো, কটাক্ষে তরি	৩১৪
কি করি উপায় সখি	৩৭৭	কেও বুঝে না সই, প্রেমপরিচ্ছদ	৩১৫
কর যদি এই উপকার আমার	ঐ	কি হেরিলাম অপরূপ যমুনার জলে	৩১৬
কোথা আছে প্রাণপ্রিয়ে ওলো	৩৭৯	কে জানে কেমনে তব, রাখে	৩১৭
কার কব মনেরি কথা মনোবাখা মনই	৩৮১	কারে বল রজনী, সজনি লো	৩২০

কর্মল কোমল অতি, কেমনে বলিলে		কাজল নয়নে আর দিওনা কখন	৬৭
কেবল আমার আশা, ভবে আসা,	৫২০	কেন পিরৌত করিলাম,	৬৭
কে জনে গো কালী কেমন	৭	কিছু তারে বলোনো,	৬৯
কাজ কি রে মন মেয়ে কালী	৯	কহিতে তাহার কথা	৬৯
কাল মেঘ উদয় হলো তাতুব-অন্বরে	১০	কেমনে বল তারে ডুলিতে	৬৯
কালীপদমরকত আলানে	১১	কেমনে রহিব প্রাণ	৭২
কালী কালী বল রসনা	১২	কেমনে রহিব স্বরে মন মানেনা	৭৪
কালার নাম বড় মিঠা	১৫	কি হ'ল আমার সেই বল কি করি	৭৬
কালী সব ঘুচালে লেঠা	১৬	কমলবদনৌ লো চকল	৭৭
কালী নাম জপ কর	২০	কত বা মিনতি করে	৭৮
কাজ কি আমার কালী	২২	কমলিনী তব প্রাণ যথুকর	৮০
কাজ কি সামান্য ধনে	২৪	কমলিনি হের না ভ্রমরে	৮০
কালী তারার নাম জপ ঘুমায়ে	২৫	কহিও তারে যারে মাধি দেখি	৮২
কালী গো কেন লেংটা ফির	২৮	কি জানি কি হলে,	৮৩
করণাময়ি ৫ বলে তোমার দয়াময়ী	২৯	কে বলে সখি, সরোজ শশী	৮৩
কেরে বামা কার কামিনী	৩০	কেন কাসি গলে দিলে প্রাণ	৮৩
কালি হলি মা রাসবেহারী	৩২	কখনে না য'য মাধি	৮৪
কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়া	২৩	কেমনে রহিব প্রাণ	৮৫
কামিনী কামিনী বরণে বণে এলো কে	৩৫	কত ভাল বাসি তারে	৮৫
কে হর-হৃদি বিহরে	ঐ	কি হৃথ দেখনা ছন গরজে	৮৫
কে যোহিনী ভলে শলী	৩৯	কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী	৮৬
কুলবালা উলঙ্গ	৪০	কেমনে তোমার আশা পূরাইব	৮৬
কালী ৩৭ গেয়ে	৪১	কেন এত নিদ্রয় হইলে অধিনী শুনে	৮৬
কালী কালী বল রসনা রে	৪৪	কেও যায় চা'হতে চাহিতে	৮৯
কার বা চাকরী বর রে মন	৫১	কে আপন অধিক তোমার	৮৯
কি এ নিকপম, শোভা মনোরম	৫৬	কেন এমন মান করে ত রে মন	৯১
কেবা এমন স্বরে থাকিবে (জয়া)	৫৭	কিসের কারণ বধুমুখি	৯১
কি কর নয়হরি ভজরে	৫৭	কেনলো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়	৯৩
কল-কোলিল অলিকুল বকুল কুলে	ঐ	কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার	৯৩
কে তোমার চিনিতে পারে মা গো	৫৮	কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি	৯৩
কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো	৬০	কেতকী এও কি প্রেমসৌ	৯৪
কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল	৬১	কেমনে এলে আলিঙ্গাজ	৯৫
কি লাগিষ্টা বাই বাই কহ হে	৬৩	কি হৃথ পিরৌতে স্তন	৯৫
কারে কুব গো যে হৃথ আমার	ঐ	কমলিনী অধিনী তোমার গুণে আলিঙ্গাজ	৯৬
কালী কালী বল রসনা রে	৭৩	কহিও সেই এই বিবরণ মোর	৯৬
কেন গন্ধাবাসী হব	১৫	কোথা রে চলিলে হে প্রাণ	৯৭
কে না এ ধরঙ্গীপরে বিরাজে	৩৮	কি সন্দেহ কর রে প্রাণ	৯৭
কান প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায়	১১৮	কখন কামিনী কামিনী যথ চাই	৯৮

কি দরিবর রে মন ঘোর বশ নহে	১৯	কোথা রে যুবতীর ঘোবন	১৬৫
কেমন করি মোরে তুলে রাখিলে	১৯	কেও দেখি হে নতন নাগর	১৬৫
কারে এত কবিরে যতন, যেমন	১০৩	কোকিলে কি সময়ে পেলো	১৬৬
কি আর অদেয় আছে প্রাণ	১০৩	কার দোষে দিবো কপালেরি দোষ আমার	১৭১
কুরঙ্গ-নয়ন কি রঙ্গ করিলি	১০৩	কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়	১৭৭
কি দোষ তার, আপনার দোষ	১০৮	কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখব তাই	১৭৭
কেন বিধি নিরমিল কমল কণ্টক	১০৮	কিস্ত দিতে হবে রাজা রাখার কর	১৭৯
কলঙ্ক-শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়	১০৮	কিসে এ প্রাণ বিহঙ্গ বাঁচে বল	১৮১
কই বিপিনবিহারি বিনোদ আমার	১১২	কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা	১৭৩
কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়	১১২	কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান	১৮৬
কি কাজ আর ভ্রজভুবনে	১১৩	কেন সজনি, মোরো মরণ নাহিক হয়	১৮৮
কি হবে, কোথা গেলে হরি	১২০	কমল কমিনত পবনে	১৮৯
কিরূপ অনুপমা মহেশ মনোমোহিনী	১২৪	কমলিনি, কুঞ্জে কি বর	১৯০
কে রণতরঙ্গে উদ্ধারিনী ভামা ভঙ্গিনী	১২৫	কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমার রে	১৯০
কে রনরঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী	১২৫	কও কথা বদন তুলে, হও সদয়,	১৯১
কবে সে দিন হবে, তারণী মোরে তরিলে	১২৬	কাল স্বপনে মাথব আমার কুঞ্জে এসেছিল	২০১
কেরে বামা নিবিড় নিরদবরণী	১২৬	কৃষ্ণ, দেখেই, একবার দেখে যাও	২০৫
কে শবোপরে রূপসী বিসরে	১২৬	কানাই, একি ভাই, রইলি প্রভাতে	২০৮
কেমনে হব পার ভবজলধি	১৩০	কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী	২১১
কিরূপ অনুপমা মা মহেশমনোমোহিনী	১৩২	কালোরূপ নৈলে তোমার কি শোভা	ঐ
কি শোভা মহিষ মর্দিনী	১৩৪	কুঞ্জবনে কলী, তাজে বাশী বনমালী	ঐ
কার বামা রণে নাচিছে	১৩৫	কি ধন গর্ভে ধরেছ রাণি	২১২
কে রণ রঙ্গিনী, যোগিনী সঙ্গিনী	১৩৫	কি শোভা হইল কুঞ্জে রাখাশ্রমে	২১৪
কালিন্দ সরাঞ্জে সহজে ভূঙ্গ হওনা মন	১৩৯	কর একি রঙ্গ	২১৭
কবে সমাধি হবে শ্রামা চরণে	১৩৯	কি শোভারে কুঞ্জে রাই—ত্রিভোবিন্দ	ঐ
কেমনে হব পার সংসার-পারাবার	১৪১	কে ধনি, তুই ভ্রমিস্ গেলো	২১৮
কত আর হুণে মুখ দেখিবে দর্পণে	১৪২	কেন চক্রবার সকলে	২১৯
কোথায় আনিলে আঘাত	১৪৩	কুৎসিতের বেশ দেখে শ্রাম	২২০
কি কুহক তারা তোমার	১৪৬	কুজা প্রাণের প্রেমসী	২২৩
কি কর পামর মন ঘুমায়ে রহিলে কেন	১৪৬	কে রমণী মৃৎকালের হরে	ঐ
কিবা করুণাসিদ্ধ চরণে ধারণ	১৪৮	কি শোভা কমলিনী শ্রাম সনে	২২৩
কর্তে রাখার মানো রাখো	১৫১	কারাগার হ'তে আবার	২২৪
কই গো গুপ্তে সই বৃন্দাবনচন্দ্র কই	১৫১	কোথায় রহিলি র'হিলি হৃত	২২৫
কত দিন তুমি কাণ্ডারী শ্রাম বমুনর জলে	১৫৩	কৃষ্ণ শূন্য হেরি গোকুলে	২২৫
কেন আজ কেঁদে গেলো বংশীধারী	১৫৩	কেমন ধর্ম তোমার শ্রামা	২২৪
কেহে সে জন, নারীবারে করিছে রোদন	১৫৪	কি দেখিলাম বেশ, ভ্রজবাসী সব	২২৭
কও দেখি উমা কেমন ছিলে মা	১৫৬	কিং তবে কমলাকান্ত কালান্ত কালরে	২২৭
কারো উত্তম পিত্রীত প্রাণের	১৫৮	কাজের উদ্ধার হে উমাকান্ত	২৩০

ক' কররে মন, অনিত্য ভাবনা	২৩১	কে রচিবে মধুচক্র	৬০০
কে বনে গৌরবরণ নিলাম শরণ হও হে	২৩১	করিনি যতন মান	৬০০
কি লিখ তুলনা জগতে মেলেনা	২৩১	কত কাল পরে	৬০৬
রূপাং কুরু কমলাক্ষ রক্ষ এদীন পায়রে	২৩৩	কর তার নাম গান	৬০৭
কমল চরণ দেখি কমলা, বাঁধা আছে	২৩৩	কেন ভোল ভোল চির হৃদয়ে	৬০৯
কি শোভারে. রায় রূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গে	২৩৫	কতই করুণা হ'তেছে	৬১০
কিন্নর করিছে গান তানমান	২৩৫	কে রচে এমন ছবি	৬১২
কে সমরে শবোপরে নবধনবরণী	২৩৬	কেনই বা ভুলিব তোমা	৬১৪
কেন শ্রীমা গো, তোর পদতলে স্বামী	২৩৬	কাছে কাছে দেখিতে না পাও	৬১৭
কি করি শবাসনা, তুমতো স্ববশে রবেনা	২৩৬	কেন এলিরে	৬২৭
কৈ হে গিরি কৈ সে আমার	২৩৮	কত দিন এক সাথে	৬৩০
রূপাং কুরু কৈলাসপতি	২৪০	কাছে তার যাই যদি	৬৩০
কেরে কার কামিনী	২৪০	কেন জাগে না,	৬৩১
কেন ভাবলিনে ভাই	২৪১	কেন চেয়ে আছ	৬৩৪
কে চালাবে তুরী নাবিক বিনে	২৪২	কেহ কারে মন বুঝে না	৬৩৯
কার রমণী নাচে সমরে	২৪৫	কেন এলি তুে ভুলালি	৬৪০
কি হৃদে আর আসবে অলি	২৪৪	কোথা আছে প্রভু	৬২৫
কাণী অকুল সাগরে কুল দেখিনা	২৪৬	কে তুমি গো খলিয়াছ	৬৩৮
কুসঙ্গ ছাড়রে ওমোর পায়র মন	২৪৮	কত নিদ্রা যাবে	৯' ৩
কর কর নৃত্য নৃত্য কাল	২৪৮	কোথায় আমি পাব	৯৬৭
কেরে বামা হরহৃদিপরে নগন।	২৫৩	কিবা করিছে চরণ	৯৬৮
কেনরে আমার শ্রীমা মারে	২৫৪	কি করিলে পাশলে	৯৬৮
কালী বলে ডাকরে মন	২৫৫	কোথা স্রীমধুস্থান	৯৭১
কে বলরে সর্বনাশী	৫৮২	কেমনে ভুলিব বল	৯৭২
কি যেন মনের মতন নয়	৫৮২	কিবা লহরী আমারি	৯৭৭
কেন নাথ মন উচাটন	৫৮৫	কলুষ বিনাশিনী কালী	৯৭৮
কালচাঁদ লাজ কি হলো না	৫৮৫	কি বলিরে ডাকিব তোমারে	৯৭৮
করুণানয়না কর রূপাধান	৫৮৮	কিন্তরে করুণা কর	৯৮১
কে জানে কেমন	৫৮৯	কালী এই যোর	৯৮১
কেন চাহিব তারে, যারে দিয়েছিল রে	৫৯০	কিন্তরে কর দয়া	৯৮২
কেন যোগিবেশে ভ্রম এ বিজ্ঞান কাননে	৫৯১	কি কর কি কর	৯৮৩
কি ভাবে মন কখন চলে।	৫৯২	কেমনে বা সরি	৯৮৩
কোথায় আমি সে আছে কোথায়	৫৯২	কাতরে রেখ রাক্ষাস	৯৮৪
কালো মেঘ গেছে সরে মৃগালিনী	৫৯৩	কলুষনাশিনী তারা	৯৮৬
কার তরে প্রাণ উধাও উধাও	৫৯৩	কুল কুণ্ডলিনী যদি	৯৮৮
কালকে ভোলা এল বলবো,	৫৯৬	কালী কালী কালী বল	৯৮৯
কাতরে ডাকিল এস	৫৯৭	কাল বয়স রাখে	৯৮৯
কুমুদিনী কৈদী বলাইরে প্রাণ	৫৯৯	কুণ্ডল মে রচো রাগ	৯৯১

কাঁই ব্রজ ছোড়
কর কান কৈ সে
করালবদনী কালী
কৈলাস-শিখরে শিরোমণি
কৈলি কদম মূলে
কত কথা বলবো বলে
কুলকুণ্ডলিনী
কই উমা কই
কুলকুণ্ডলিনী তুমি
কি কহিব আজু
কি আছে মোদের
কিবা রূপ আমারি
কেন গো করি তা
কি কর কি কর
কি কব বজ্রয়ার
কি দিয়ে তুঘি
কালিকে তব চরণ
কত দূরে আছ প্রহ
কেশি-মখন বেণু-বদন
কে তুমি শিয়রে বসে
কি বলে ডাকিব
বাই এলে কোথা
কত খেলা ঝেল শ্রামা

থ।

খেলার দিন যায়, হুঁই কহিব
খোঁজে তায় কোন
খর্কফুলতরু
খেগার সাগরে সে রূপসী
খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
খগ সম্প্রতি কতপ্ন মাতি
খেলে ত ফণ্ডার, কঙর কানাইরা
খেও না খেও না ছুরো না ছুরো না
হুটে আর কুকে কিছু প্রভেন মাই
খাঁচা কেব দেখিরে
খেড়ানাবে নাওচিন
খাঁচার পাখী

৯৯১

৯৯১

৯৮৭

৯৯৩

১০০৬

১০০৯

১০০৯

১০১০

১০০৯

১০১২

১০১৩

১০১৫

১০২৮

১০১৮

১০২৩

১০২৩

১০২৩

১০২৫

১০২৭

১০২৯

১০৩৬

১০৩৬

গ।

গত যে দিন সংসারে

গাওরে জগতজন সব

গিয়ে সখি যমুনার কূলে

গাওরে রাধা মাধব মিলন

গঙ্গে এবার কর মা এদীনে

গড়িয়ে এতমু-তরী

গেল কুদিন হুদিন এলো বিধুবদন

গুলি হাড় কালি মা কালী

গিরিবর যাঁওহে হরভবনে

গো মেনকা ! অস্বিকার হের আসিয়ে

গো মেনকা, শোন তোর অস্বিকার দুর্গতি

গেল গেল গেল গো কুল হাসিল

গেল দিন আর কদিন বাকী

গেল গেল দিন অকারণ

গাহতি রজনী, কোকিল রমণী

গভীর নিশিথে কেন আগিলি

গাওরে আনন্দে আজ, ভব বিপাক

গাওরে ভারতসদ্রীত সবে

গুণ গুণ গুঞ্জরি

গাও বিজয়র জয়

গুপ্ত আনন্দধামের

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব

গভীর অভলম্পর্শ তোমার প্রেম

গভীর বিবাহে, বিবম

গোপগিরি রে একি শোভা দেখালি

গোবিন্দের পদারবল হুদে

গিরি গণেশ আনগে

গো বাম্বী কি বিনাশিবে

গো মানেতে সেনা

গেল গেল গেল গেল

গাও বীণা, বীণা গাও রে

গেল গেল সবই গেল আর কি কিরবে না

গাও রে তাই সবে, জয় জয় রবে

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত গার বিশ্বধাম

গিরিবর কার লাগি

গাইতেছ কার ধণ:

৯০১

৯০৭

৯১২

৯১৬

৮৯৮

৯৪৭

৩৯০

৪১০

৩১৭

৪১৭

৪১৮

৪২২

৪২৭

৪১৬

৪৩৬

৭৭৫

৭৮৪

৭৯২

৮০৩

৮০২

৮১৪

৮১৮

৮৪৪

৮৪৭

৮৫১

৮৫৪

৮৭০

৮৭৬

৮২৮

৬৪৫

৬৭৯

৬৮১

৭০৭

৭৬০

৭৬১

শ্রবণ মণি দাশা তব পাশ
 গাও গাও সবে জানকী জয় মিলন
 গাও কোকিল, বিহঙ্গকুল
 গিরির ভবনে পূজা গিরিজার
 গাও রে আনন্দে সবে "জয় তঁক্ষজয়"
 গহন স্বর্জন, বাঁশরীর ধ্বনি
 গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিচা
 গঙ্গা-ফেন-জটা জুটে-শোভিত
 গগনভেদী জয় রব
 গাও তাঁবে গাও সন্ধ্যা
 গেলো গো কিরিল না
 গাও রে জগপতি জগবন্দন
 গহন কুম্ব কুঞ্জ মাঝে
 গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
 গগনের খালে
 গা সবি গাইলি যদি
 গেল গেল নিয়ে গেল
 গিরি, প্রাণ গৌরী আন আমার
 গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর
 গোকুলেতে যা বলিতে যারে
 গণায়ে পেরেছি সত্যি তা বটে তার
 গোকুলের সে দীপ কোন দীপ ছিল না
 গঙ্গাতে কি পার
 গা ভোলয়ে নিশি অবসান
 গুণমণি মালিনী যেম শোনে না
 গিরিরাজকে ডেকে নে গো
 গিরি রাজকে ডেকে নেগে
 গোকুল-জীবন-ধন হরে
 গিরিবালে শশিভালে জগরে বদন করালে
 গেল দিন মিছে রক্তরসে
 গিরিশ-গৃহিণী গৌরী
 গিরি, এবার আমার মা এলে
 গেল গেল না দুঃখের কপাল
 গুণ-সাগর নাগর রায়
 গুণের সাগর হে তুমি
 গোশা করোনা প্রাণ-আমার
 গজনে নিরঞ্জন হয়েছে, নয়ন
 গোপীনাথ-ব্রজত গঙ্গাধর

৫৬৬	গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনী	১২৯
৫৭২	গোবিন্দ গোপাল পরম দয়াল	১৩৬
ঐ	গেল গেল দিন জুরে ভাস্ত মন	১৩৭
৫২২	গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিফলে	১৪৩
৫৪২	গিয়াছিলাম আশা করে আনতে মাধবেরে	২৫০
৫৭৮	গোবিন্দ গুণবৎ কে জানে তোমার মায়া	২২০
৫৮৬	গেল রে দিন গেল একান্ত	২২৯
৫৮৭	গেল দিন ভবের গাটে	২৩৩
৫০১	গিরি, গৌরী আমার এসেছিলো	২৩৭
৬১২	গিরি হে, গিরিশপুরে জুত যাও	২৩৮
৬১৫	গিরি বাব তরে হে আমি পুজিলাম শ্রামা	২৩৮
৬০৯	গা তেল পা তেল, বাধ মা কুতল	২৩৯
৬২১	গিরি, যার হে তরে হর, প্রাণবন্তা	২৩৯
৬২৫	গিরি রাজ হে	২৪১
৬৩২	গৌরিশুরে কি মাধুরী	২৬৬
৬৩৪	গাঙে মনস বোনে	২৭৪
৬৩৮	গিরি নাহি জান	২৮৬
২৬২	গাইয়ে গোপীনাথ	২৯৩
২৬৩	গ্রাম শ্রুতি মুরছনা	২৯৪
৩৫১	গগনময় খাল	২৯৭
৩৪৭	গঙ্গা ভয়ে শীম	১০০৫
৩৫৫	গিরি কি সুখাও	১০১১
৩৫৭	শুভে অলি চুষে	১০১৬
৩৮৩	গৌরি গিরিজা	১০১৭
৩৮৪	গোরা গুণ গাইবে	১০৩৩
২৯৭		
২৯৭		
২৯৯		
৩০২	বোর গভীর ভীষণ বাজে	৫৫৭
৫	বোর সময়-মান্বারে কে বিল প্রাণ উমায়	৫২০
৪৫	বোরা বামিনী, ভেবনা ভামিনী	৫৮০
৪৭	বরে আর মন সরে না	৫৮৩
৫০	বেরে ফেলি ভাই	২৪১
৬০	বন বন বরণ ধ্যানে	২৫
৬৮	ঘুচিল বিচ্ছেদহঃঃ, হল	১০১
৮৮	বনরুচি এলোকেশী নাচিছে কে রণে	১৬৬
৯৭	বরে নাই লক্ষ্মী	২২২
১২৮	বোর আধারে নিশি	৮১৫
	ঘুমাসনে ঘুমাসনে রে আর	৮১৭

স্বরের মানুষ স্বরেই আছে
 ষাট হয়েছে মাপ
 বন-বন-বন বন বনং
 ঘুচেবে জ্বালা কুলবালা
 ষাটে বসে আছি আনমনা
 ঘোর আধারে ঘুমায় ধরনী
 বৃক্ষ চাঁদের পাই নিরন্ত জোছনা
 ষাট বাট তট মাঠ ফিরি
 স্বরের কপাট খুলে পাট করেছি
 ঘোর ধ্রুতবরণী
 স্বরের মধ্যে স্বর বৈধেছ
 ষটে গ্রহের ক্ষেত্রে
 স্বরের মাঝে অনেক আছে

চ।

চৈতন্য থাকিতে করি নিবেদন
 চিরদিন কাহারও সমান না যায়
 চেয়ে দেখে নিশি পোহাইল
 চাও চাও প্রভু বারেক দিগে
 চাঁদের চিকন কিরণ লাগে
 চমকে চিকুর বন নিশীথে
 চকল মানস বিনাশ
 চির চিত্ত আমি দীন ওগো
 চেন এ নারীরে সময়ে
 চিনাকালে হল পূর্ণ
 চল চল ভাই গৌর প্রেম
 চল ভাই আর
 চল চল মা গৌরী
 চোরের বিচার রাজা
 চিত্রপটেতে লেখা
 চল চল যুগলে যুগলে
 চান চকোরে অধরে
 চাহিনা মুখে থাকিতে হে
 চলছে তরঙ্গী প্রসাদ-পবনে
 চির বসু-চির নির্ভর চির শান্তি ভূমি
 চির দিনের আনি গো তার
 চরণেতে দিহু হে ভ্রাস পরাণ-রতন

৮৫৫ চিরতরে আয়েষার দেও হে বিদায় ৭১৩
 ৮৭৯ চেয়ে দেখে তোর চরণ পানে ৭১৩
 ৮৮০ চিত্তের চিত সন্ধ্যা অন্তরে ৭২৮
 ৮৮৩ চল চল ভাই বিদায় অ'গারে ভাই ৩৮৮
 ৬৭৩ চিরদিন কখনো সমান না যায় ৪৪৩
 ৬৯৬ চাঁপদাড়ি রাখা চোখে চসমা ঢাকা ৪৪৮
 ৬৯৬ চল যাই কাজ নাই (তারার তালুকে) ৪৫৮
 ৭০০ চল সব বৃন্দাবনে যাই ৫২৭
 ৭৩৭ চল সকলে আরাধিব কুসুমবনে ৪৭৩
 ৭৪৭ চল বুটনের যত সুতগণ ৪৪৮
 ৭৬৮ চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে ৪৯৪
 ৩৯৯ চুপে চুপে মুখটা চেপে একি হাসি ৫২২
 চল লো বেলা গেল লো ৫৫১
 চল চল রাজবালা ৫৫২
 চল চল লো চলিণ অভিমানিনী ৫৫৮
 চল যাই আপন মনে, চাই না ৫৬০
 চরম সময় হও মা উদয়, ৫৬৩
 চাও চাও, বদন তোল, কথা কও ৫৬৬
 চ'ও চাও মুখ ঢেকনা সরম রবেনা ঐ
 চিত্তামণি চরণাঙ্গুর রঞ্জিত ভূখা ভূখা ৫৬৮
 চমকে চপলা চমকে প্রাণ, ঐ
 চরণে শরণ মাগি কিস্করী ভোমার ৫৭০
 চলগো সখি, চললো তোরা চল ৫৭২
 চির দিন অলে মোলে রগড়াইলে ৫১৬
 চতুরালি বনমালি ষাটবে না এবার ৫২৮
 চিত্তা কি রাই প্রাণ-প্রেরসি ৫৩২
 চেয়ে দেখে দেখে ওহে তারত ৫৩৯
 চল চল প্রাণেশ্বর সমরে ৫৪২
 চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে ৫৪৪
 চাবনা চাবনা আর চাবনা ৫৭৭
 চল যাইলো সবে ৫৮২
 চলিয়াছি গৃহ পানে ৬২৬
 চরাচর সকলি মিছে ৬২৪
 চিত্র লিখিলাম নয়ন-কঙ্কলে ৩২৩
 চুড়া থিক রে থিক চুড়া থিক রে ৩২৫
 চন্দ্রকবরী বলি ৩৫০

চিন্তে যদি চিন্তামনি	৩৫১
চেরে দেখে কে কাল, চেরে দেখি নাই	৩৫০
চিনেছি তোমার তুমি নয় মানুষ	৩৫২
চল এভাবে আর কার আশে	৩৫৬
চল সজনি জল আনিতে বাই গো	৩৬৩
চেরে দেখে বহুলমূলে	৩৬৩
চোকেব দেখা এসে দেখে যায়	২৮২
চিন্তায় রাখাকাত্ত মুনিসমূহ	২১৯
চকল চরণে চলে, অচল নন্দিনী	৩০২
চাহিয়ে চাঁদের পানে তোঃঃ হয়	৩০৮
চাঁদে সে বিপরীত, যা তোমার	৩১৪
চকল হইল, অচকল, তোমারে	৩২০
চিকণ কাল রূপা স্মরণী	৩৬
চল কানী মাঝে সবে	৫৭
চল সবে চোর ধরি গিয়া	৬৪
চল, চল বাই নীলাচলে	৬০
চল, চল সব ব্রহ্মকুমারি	৬৪
চল বাইলো সবি	৬৮
চাইনা চাইনা তোমার	৯৪৩
চাঁদ নিঙারিয়া কেবা	৯৫৪
চাতকীর তৃষা ঘন ঘন	৭৫
চল সবি বাই যমুনাতীরে	৯৫
চন্দ্রাননে কি শোভা, কমলনয়ন	৯৭
চকল চিত্ত কেন লো, তোমার চিত্তাদি	১০৮
চিন্তায় সনাতনী, নিপুণ চৈতন্যরূপিনী	১৩৩
চিত্র ক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন	১৪৩
চল মন সুদূরবারে	১৪৮
চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ	১৮৫
চল গো হেরিয়ে কালার কাল বরণে	২৫৪
চিন্তামণি তারা	২৮২
চামেলী ফুল চম্পা	১০০২
চন্দ্রিরা রক্তা দে	ঐ
চম্পা কলি কেতন	১০০৪
চন্দ্রবদনি মৃগময়নি	১০০৮
চাবিরিক ধনে পাগলা	১০২৬
চন্দ্রেছে জাহ্নবী	.

ছ।

ছাড় মান ধর না পার	৭৫০
ছি ছি ছি ভাল বেসে, আপন বশে	৫৫৬
ছাড়ি যদি দাগাবাজি, কৃষ্ণ পেলেন	৫৬৪
ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পার	৫৭০
ছি ছি কিশোরি, কি স্মরি,	৫১৪
ছানিত কিরণে ভাসে নন্দিনি	৫৭৭
ছি ছি এতুল না তো কি সই	৫৮৭
ছেড়ে যে ছেড়ে আমার পাখী	৬১৪
ছি ছি ছি ছি ওহে রসরাজ	৩২২
ছি ছি আখি বল দেখি একি	৪৮১
ছাড় ছাড় রাজ্য আশা ভূপতি লক্ষণ	৪৮৩
ছি ছি মন তুই বিষম লোভা	১৯
ছি ছি মন ভরসা দিলি বাজী	২১
ছাঃ, মোর হাত নাথ, লোকে দেখে	৭৮
ছাড় বিষয়-বাসনা	২৩৭
ছাড়িলে তো ছাড়া যায় না	৮২
ছেড়েছি পিরীতের আশা	১৬২
ছি ছি প্রাণ, বাসনা প্রাণ	১৬৮
ছি তোয় মানের মান কি এত	২১৬
ছি ছি তুমি কেনন সন্ন্যাসী	৮৩৬
ছি ছি ছি ছেড়ে ধাওনা	৮৮০
ছি ছি ছি হবনা	৮৮১
ছি ছি ছি ছি তুমি	৮৮৭
ছি ছি এত অজ্ঞান	৮৮৬
ছাপা ওয়ি বর মা	২২২
ছোড় নিয়ে কাহে	৫৬৮
চলে ছাড়ি বনি	ঐ
হিলাম ভাল জননি	১০২০
ছাড় মন কুজন	১০২২

জ।

জননি জাহ্নবি দেখি	৩৬
জীবন-সংগ্রামে জাহ্নবি	২০৫
জননের মত হেরি জাহ্নবি	২১৩
জয়তি জগদীশ্বর, জগদীশ	২১২

অলে অলে শ্রাম সধা	১২৪	জানময় জ্যোতকে যে জানে	৬০৮
জীবের থাকতে চেতন	১৩০	জননী-সমাম করেন পালন	৬০৯
অয় ত্রিপুরহর	১৩৭	অয় অয় পরব্রহ্ম	ঐ
জীবন যৌবন ধন	৮৫৪	অয় অয় দেব মঙ্গলমাতা	৬১২
জাগ জাগ ম'ল্লভ	১৫৬	অল অল চিতা দ্বিপুণ	৬১৩
জাননা শ্রমেদের সধি	১৫৯	জিআসি তোমারে হে নোসাঞি	৬৮৫
অগতের পুরোহিত তুমি	৬৪৮	আনি যত আসবাস কেন শঠতা	৩৮৮
জীবনে) যাক কি প্রথম এল বসন্ত	৫৫৪	জেনেছি চন্দ্রাননি জেনেছি তোমারে	৩৯২
অগতের তুমি রাজা অনীম প্রতাপ	৬৬৩	জননি জানিনে আমার কিসেরকি	৩৯৭
জানিহে যবে প্রভাত হবে তোমার	৬৭৫	অলে অলে প্রাণ অলে শীতল যমুনা	৪১২
জননীর দ্বারে আজি এই গুণ	৬৭৬	অয় রাধা শ্রীরাধা বলে ডাই	৪২১
জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা	৬৭৮	জানি হে বিদ্যা তোমার মহাবিদ্যায়	৪২৫
জানি আমি কেন গেল ভারতের	৬৯০	জীবন জীবন তুমি, প্রাণের বাহিত ধন	৪০৮
অগৎ দেখরে চেয়ে যাচ্ছে বেয়ে	ঐ	অয় শিব শঙ্কর	৪৩৭
অয় অয় অয় অয় অয় দাত্রি	৭০১	অয় গণেশ-জননী সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী	৪৫৫
অয় অগদীশ অয় বলরে বদন	৭০৪	অয় কালী অয় কালী বলে, যদি	৪৬১
জীবন এমন ভয় আগে কে জানিতরে	৭০৭	অয় কালী রূপ কি হেরিলাম	ঐ
অয় অয় অগদীশ্বর	৭১০	জলদশ্যাম বরণা করে	৪৬৭
অগরে ভারতবাসী দেখরে চাহিয়ে	৭১৯	জনম বিকল হলো কেবল	৪৭২
জেনে ভনে কেন বিসর্জন দিলে	৭২৪	অসী হয়ে মহারাজ থাক অনিবার	৪৭৪
অলে মরি সহচরী বন-হতাশনে	৭৬৭	অয় উমেশ শঙ্কর সর্বগুণাকর	৪৭৫
জীবন ধারিত নাথ	৭৩৯	অয় মহাশিব মহেশ্বর বল মন	৪৭৬
অগতে সুখের চেয়ে দুখ বরণ ভাল	৭৪৩	অয় মহাকালী কপালিনী স্মরণে মন	৪৭৮
আগি দেখ রে কে তোর	৭৬০	অয় হর স্মরণে বিশ্বনাথ বিশ্বস্তর	৪৮৬
অন সমাজে তবে আমি তার হব	৭৬৩	অয় মহেশ্বর শিব অটোথর	৪৮৭
জানি নে কেন যে ভালবাসি	৫৫৬	জ্ঞানবিরহিতা শক্তি উম্মাহিনী কালী	ঐ
অয় পরমেশ্বর পরম ভিখারি	৫৫৭	অয় দামোদর, মধু মুর-হর	৪৮৮
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই	৫৬০	জীবনে মরণে কে আছে আমার	৭৭১
অয় নীলবসনা, পদ্মাসনা,	৫৬২	অগত-মোহিনী উবা আগত	৭৭৭
জুটলো অলি জুটল কত ফুল	৫৬৫	অয় অয় অয়, কোলাহলময়	৭৯৯
অটাকুট-মণ্ডিতা, অর্দ্ধেন্দু-শোভিতা	৫২৪	জননি অমৃতমি স্বর্গ তুমি	৭৯২
অয় রাধে শ্রীরাধে	৫৭৭	অলদে বিজনী অলে	৭৯৪
ঐগো বিনাসী	৫৯৭	আলা জুড়াইয়ে ভোগ	৮০৯
জোর করে সাধের তোরণ ভাঙতে	ঐ	জননি অগৎ-মোহিনি	৮১১
আমাই নাকি শ্রাশানবাসী	৫৯৫	অয় তাম্রকনাথ নাথ	৮২৯
আগো সকলে (এবে) ..	৬০৪	আগ মনে মন ক্রন্দন সম	৮৩৭

জল ভরে গিয়ে যমুনায়	৮৩৬	আমিতেছি তোমা বিনে গতি নাহি	১২৬
জয় শচীনন্দন, গৌর গুণ কর	৮৩২	জগদবরণী করে, এ করে,	১২৯
জীবন না যায় রে	৮৫০	জগদ্ধাত্রি হুগে	১৩৩
জুড়াই তাই আর মনে	৮৮২	জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর জগজ্জন	১৩৮
জীবন আশ্রয় তুমি	৮৮৫	জয়া যোগেন্দ্র জয়া	১৩৫
জনমের মত কিরে	৮৯৫	জলে স্থলে বই তোমার অন্তরই	২১৩
জয় জয় জয় জগত	৮৯৫	জগতের তাঁতকে পাখি	২১৯
জ্ঞানে জানিবে বল	৮৯৬	জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন	২২৭
জানি কারুপ	৮৬৩	জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে	২২৯
জয় জয় জয় হে	৮৭২	জয়দে মাতা জগদম্বা জননি	২৩৩
জনের তরগী চড়ি হও	৮৭২	জানি জানি পাবাণের হুতা	২৩৭
জানিলাম বিষম বড় শ্রামা মায়ে	১৭	জাগ জগতজননী	২৪৫
জয় জয় কালী তার কালী বলে	১৮	জীব-দীনরে জীবন গেল	২৪৯
জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে	২২	জীবের আর কদিন এদেহে আর	২৫০
জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাপত্তজনে	২৯	জাননা রে মন, পরম কারণ	২৬১
জগত জননী তুমি গো মা তারা	৪০	জয়া বলগে গো পাঠান হবেনা	২৬৪
জানি জানিগো তারা	৪১	জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি	২৭৩
জগদম্বার কোটাল	৪৩	জলে মন গেল ঐশ্বর মন	২৮৪
জগদম্বারে যবপুরে বেণু যব পুরে বেণু	৪৮	জেনে আয় ধনি হয় ও কি ধনি	৩২৩
জয় জয় হব রাজিয়া	৫৬	জীবন যাদব বাধানে, যে কথা	৩৪৩
জয় ধোঁই জগদম্বা	৫৬	জিজ্ঞাসি তোমারে হে রাজন	৩৬২
জয় জগদীশ্বর	৫৭	জয়দে গো মা কালি	৩৬২
জয় শিবেশ্বর শঙ্কর	৫৮	জয় জনার্দন,	২৯৮
জয় কৃষ্ণ কেশব	৫৮	জয় জয় যহ্নন্দন	ঐ
জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে	৬২	জয় জয় মরুত	ঐ
জয় কালী জয় কালী বলে	৪২	জয় জয় গোপবন্ধুরমণম	৩৮০
জগতে জানিল আমারে তোমার কারণে	৭৭	জলধরে হেরে আমার নয়নে না	৩০৫
জানি হে নাথ তোমার যেমন	৭৯	জানি রে তোমারে জানি তুমি ত	৩০৮
জানিয়ে প্রাণ যেমন	৮১	জয় কালী কল্যাণী	১১২
জানিলাম তুমি রসিক	৮২	জয় নারায়ণ	১১১
জানিলাম প্রেম প্রিয় আমার যেমন	৮৮	জগত তোমাতে	১৮৭
জানি তুমি প্রাণনিধি	৯৫	জাননা রে মন	ঐ
জানি নাথ যাও হে	১০২	জয় জগদীশ দেবী	১৮৬
জানি যাও হে ও মধুকর	১০৩	জানি না কি বলে	১৮৫
জলে কমলিনী জলে কোথা মধুকর	১০৮	জামাই আর নাই মা	১৮২
জলে জলে কি গো গবি	১১১। ১৬১	জানিতে সে জন	১৭৯

জীব শিব শিব	৯৬৬	ডুবে.দেখনারে মন আছে পাভাল	৭২০
জাহ্নবী ধারে গোমুখী	৯৬৭	ডুবে ডুবে ডুবে রবে	ঐ
জাগরে যেহি হরত	১০০১	ডাকি মা অভয়ে, ভয়ে ওপো	৪২১
জয় জগদীশ্বর	১০১৮	ডাকলে কথা করনা কার সনে	৩৫৫
জগজীবন হরি	১০১৮	ডুবরে মন কালী বলে	৩
জয় জয় জগদীশ্বর	১০১৯	ডাকরে মন কালী বলে	৩২
জীবন যৌবন মানস	১০৩৭	ডাকরে বিশ্ববিনাশনে সবে	৭৭৬
		ডাক মন ভক্তি ভাবে শত্ৰু	৮৩২
		ডাকি ডাকি মনে করি	১০৩৬
		ডাকরে মন পতিত পাবন	১০৩৭
ঝ।			
ঝুলিছে ঝুলনে (একাসনে)	৪০১	চ।	
ঝুলে ঝুলে ঝুলন'পর, শ্যামল হৃদয়	৪১৩	চাল সিদ্ধি চাল সিদ্ধি	৮০২
ঝুলে আজি ঝুলনে	৪৭৫	ঢাক আকুল ছদি নীলঅশ্রয়	৮৩৭
ঝুলিছে প্যারী নাগর সঙ্গে	৩০৫	ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে	৩৩
ঝুমে ঝুমে আওবত	১০০৫	ঢল ঢল জলদধরী	৩৭
ট।			
টুকটুক তোর পা ছাখানি	৮৮১	ঢল ঢল চকলপদে নাথ, ঢল হে	২২
টান পোড়েছে আর কি	৮৮৯	ঢাকো রে মুখ চলমা, জলদে	৬৩১
ট্যাং ট্যাং ট্যাং	১০৩১	ত।	
ঠ।			
ঠেলে পায় ডুলে আছ কেমনে	৫৫৯	তত্ব কে জানে তোমার হে	৭৭০
ঠেডানিওয়ে	৯৫২	তোমায় করুণা করি অরণ	৭৭৪
ঠুন ঠুন পেয়ালা ক্যায়া রং বেহম	৫৬৫	তার হে নীনবন্ধু দরাল তালিত	৭৭৫
ঠাকুরপো হে, ডাকছো মিছে	৩৬৯	তোমা হতে দূরে কোথা করিব গমন	৮৮২
ঠান্দি তোমায় সাজাব	৮৮১	তোমারই পবন	৮০০
ঠাকুর তেঁহ শরবাই	৯৯৭	তুমি পথ না দেখালে	৭৯৭
ড।			
ডাক হে পতিত তোমার,	৫৫৫	তুমি না শিখালে কেহ	ঐ
ডাকলে আমি রইতে নারি	৫৬০	তুমি না শিখালে ব্যথা	ঐ
ডাকে পাখী গুলি, ঢ'ল হুল ডুলি	৫৬৮	তোরে জিজ্ঞাসি তাই	৮১২
ডাকিছ কে তুমি তালিতজনে	৬৪৫	তা সে হবে কেন	৮২১
ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে	৬৪৬	তারেই বলে প্রেম বধন	৮২৩
ডাকিছ কে তুমি তালিতজনে	৬৫৯	তোমরা হাসিয়া খেলিয়া	৮২৫
ডাকিছ তুমি আগিছু	৬৬০	তুই মা মোদের জগত আলো	৮৩৩
ডাক দেখি মন হরি.ঝোলে	৭১৯	তোমারি করুণায় নথ	৮৪১
		তোরা আররে ভাই	৮৪৩
		তোমারি না তোমারি চিরদিন	৮৪২

তোমারি আরতি করে নিখিল	ঐ	তুমি মা রয়েছ কাছে, আমায় বলে	৫৬০
দুরায় প্রাণান্ত ওহে	৬৬৪	তুমি শিখেছ কত ছলনা	৫৬৬
তাঁরে দূরে জানি শ্রম	৬৭১	তারার মালায়, আররে শশী দেখবি যদি	৫৭৭
ভাঙল উপল কোলে	৬৮৭	ভায়ে করিলো মানা	৫৭৫
তুমি বায় তারি থাক	৬৯৫	তবে কি বড়সী খেত, টোপ গিলিত	৫১৭
তাজ সখি কিঁরুর	ঐ	তোম্ তোম্ তা না না না, ললনা	৫৩১
তারা আর ভাল লাগে না	৬৬৬	খরা কর গিরিবর, দিবাকরে কর মানা	৫৩৩
তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলেছিলে বলে	৬৪৬	ভোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়	৫৮৩
তুমি হে প্রেমের রবি আলো কবি	৬৪৮	ভরুণ-ভপন ডুবিল বধন	৫৮৪
তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময়	৬৪৯	ভায়ে কেমন কেমন হেরি সজনি	ঐ
তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে,	৬৬০	ভূইঁ সরলা নেহি বুঝ চতুরালি	৫৮৫
তুমি বন্ধ তুমি নাথ নিশিদিন তুমি	৬৬০	ভাজ দেবি, ধরনী ভ্রমণ	৫৮৭
তোমাতে জানিনে হে তবু মন	ঐ	ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী মোহিনী	৫৮৯
ভায়ে কেমনে ধরিবে সখি যদি ধরা	ঐ	ভায়ে ছেড় এসেছি	৫৯১
তোমরা সবাই ভাল	ঐ	তোমার কাঁচা পিরীত	৫৯৩
তোমারই ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময়	ঐ	ত্রিপুরাস্ত-কারী চৈতন্য শূলধারী	৫৯২
তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন	৬৬১	ত্রিতাপ দিবা নিশি	৫৯৭
তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে	৬৬৩	ভাপিত পীড়ার তাপে	৬০০
তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	৬৬৩	তিনি পরমাত্মা পরম ধন	৬০২
তোমাতেই প্রাণের আশা কহিব	৬৭৩	তুমি হে তরসা মম	৬০৮
তার তার হরি স্বীন জনে	ঐ	তুমি জ্ঞান, প্রাণ	৬০৯
তোমার পতাকা যারে দাও	৬৭৫	তুমি বিনা কে প্রভু	৬১০
তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	ঐ	তুমি জ্যোতির জ্যোতি	৬১১
তোমার বৃন্দ পদ দিবানিশি সেবা	৬৯৫	ভায়ে দেখতে পারিনে কেমন প্রাণ	৬১৮
তামাকে প্রেম-পোষালে	৬৯৬	তুমি কোন্ কাননের কুল	৬২১
তুমি কার কে তোমার কারে বলরে	৭০৮	তোমাতেই করিরাতি	৬২৫
তারি কোন অপরাধে এ দীর্ঘ	৭০৯	তোমাতেই প্রাণের আশা কহিব	৬২৬
তাই ভাবি গো মনে বিনা সিমন্ত্রণে	৭২৫	তাঁহারে আরতি করে	ঐ
তব রথ-চক্রধরি আমরা সকলে	৭২৭	তোমার কথা হেথা	ঐ
তরী ভাসিল হৃন্দরি	৭৩৮	তবু মনে রেখো	৬২৯
তাঁরে ঈশ্বর বলি কিসে	৭৪৪	তোমারি তরে	৬৩০
তোমা বীন দেশে হই	৭৪৬	তোরা বসে গাঁধিস মালা	৬৩৯
বে সে মায়ে	৭৫৯	তাইতে নিবেধ করি বাহুমণি	৬৪৫
তোমার ভালবাসা ভাবিলে মনে	৭৪৭	তাই ভাবি লো নাভনি	৬৯০
তোমার কথা বলে মনে	৭৪৮	তোমার এই হল কি শেষে	৬৯১

তুমি তার কোথায় লাগ বাহুমানি	৩৯২	তারা আছে গো অন্তরে	৪০
তবে আর ভাল বাসব না	৩৯৪	তুমি'র কথার	৪১
তোরা সব উলুধ্বনি দে	৩৯৫	তারা আর কি ক্রটি হবে	৪২
তোমায় ধরেছে যে রোগ	৩৯৬	তার তোমার আর কি মনে	৪৪
তবে কেন মজার গো বাঁদী	৪২৩	তাজ মন কুজন ভুজন সঙ্গ	৫০
তারা কোথা হই উঠে বস্তি	৪২৯	তাঁহার জমী আমার ঘেহ	ঐ
তোম রাজার কি কার্য করিস্	৪৩০	তোমায় সাধী করে	৫২
তারিণি মম মনে এই অভিলাষ	৪৩১	তোমাতে ভাল জানি হে নাপর	৬৩
তারিণি গো কে আছে তারিতে তোমা	৪৩১	তিমির কি থাকে ওলো	৬৯
তোমার কি দোষ প্রাণ যে দোষ	৪৩৮	তুমি মোর প্রাণধন	৭০
ওপন সমান প্রাণ হই নব প্রেম লাগি	৪৪১	তব অবিবাসে ঘন ঘন বাঁসে	৭১
তুমি যে বাসবে ভাল বলে হবে না	৪৪১	তুমি যার চাহ সে তোমার জান	৭২
ত্রাণ কর পরমেশ্বর ওহে বিবেচক	৪৫০	তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ	৬৭
তব অর্চনার কি ফল	৪৫০	তোমার পিরীত এই হল	৭৬
তারা কর গো মা পার	৪৫৬	তারে আর না সাধিব সহি	৭৭
তীর্থবাসী হওয়া মিছে	৪৫৬	তোমাঝিনে করে আর কহিব আপন	৭৮
তারিণি তার দ্রুত নিবার হীন হীন	৪৬০	তুমি কি জানিবে আমার মন	৭৮
তার কি শমনে ভয় মা যার শ্রামা	৪৬২	তুমি কি আমারে ত্যজি	৮০
তোমারি অনন্ত মায়ী কে জানে	৪৬২	তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ,	৮৩
তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর	৪৬৮	তুমি যারে জানলে আপন	৮৪
তাপিত ভাস্কর করে	৪৭২	তুমি বা বুঝিলে প্রাণ	৮৫
তারা কবে জীববে	৪৭৩	তারে ভুলিব কেমনে	৯০
তুবার ধবল জুড়ে নৌলম নলিনী	৪৭৮	তবে তার কে করে বডন	ঐ
তোমার কটাক্ষে নাথ হয় সৃষ্টিস্থিতি	৪৮০	তারে বারণ কর সহি আসিতে এখানে	৯২
তারানল নিশানহ ধীরে ধীরে লুকাইলা	৪৮৬	তাই কি মনে করে	৯৫
তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার	৪৯৮	তুমি মোরে ভুলিলে ভয়রা	৯৬
তরু বলরে ও তরু বলরে	৪৯৯	তোমাতে কে জানে প্রাণ	৯৭
তখন বলেছিলাম রাই বনে বাসনে	৫০৪	তুমি কি রাজা হলে প্রাণ	৯৮
তোমার কাছেরাই আমার ও বাসনা	৫০৬	তুমি কি আমার মনের বাসনা	ঐ
তাই মলি মন জেগে থাক	৭	তব প্রেমে কি শূণ্য হ'ত	৯৯
তুমি এ ভাল করেছ মা,	১১	তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে	৯৯
তারা নামে সকলি বুঢ়ার	১২	তুমি তার হলে সুধামুখ	৯৯
তুই যারে, কি করবি শবন	১৬	তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন	১০০
তারা তুই সেমেছে বাটে	১৮	তুমি যে নিদ্রা হবে প্রাণ	১০১
তাই কাল রূপ ভালবাসি	২৫	তব আপমন তনি হে প্রাণ	১০২
ভিলেক দাঁড়া ওরে শমন	২১	তারে এই কথা কহিও সহি	ঐ

ভাচার কি দুখ সই	ঐ	তোমায়, বিজ্ঞানে কর, করুণায়	১৮২
তব পথ চাহিয়ে	ঐ	তোমা বিনে গোপীনাথ, কে আছে	১৮৩
ভূমি জান আমার মন	১০৩	ভূতি ব্রজেতে প্রেমের দার বিক্রীত	১৮৮
তারে দেখিতে এত সাধ কেন	ঐ	তোমের মধুপুরে আছে	১৯১
তোমায় দেখা দিতে বল এত কৃতি এখন	ঐ	তোমায় কমলিনি, তাল মেঘ দেখে	২০৪
তারে সাধিলো যত ভক্ত আলায়	১০৪	তারায় দেখলে রূপ হরের নয়ন	২০৮
ভূমি আর বলোনা আমারে	১০৫	তুমি হে কমলাকান্ত, এত ভ্রান্ত	২১১
তাহারে কি ভুলিতে পারি	১০৬	তুমি রাই হতে কি বড় ভাষ হরি	২১৩
তোমাতে শুণের কথা কি কব	ঐ	তবে আনতে বারি চললেম হরি	২১৪
ভূমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন	ঐ	তোরা কেন সখি, বলিস রাখার জয়	২১৫
তোমায় নয়ন রক্ষক আমার	১০৭	তাকি নাই মধু মনে	২২১
তোমায় দেখা দিতে বল এত কৃতি	১০৮	তোমায় এই কি ছিল হে কপালের লিখনঐ	
তোমায় আশাতে এ চারি জন	১১৫	তব বিচ্ছেদ বাহ দেখিলাম	ঐ
ভূমি রাধে অতি সাধে করেছ প্রণয়	১১৮	তোমরা কেউ বেখেছ নয়নে	২২৩
তুমি কার প্রাণ করি দেহ শূন্য এলে	১২১	তাই বলি মন! মিছে বার বার ভ্রমণ	২২৯
ত্রিলোচন, দুঃখমোচন কর হে	১২৬	ভাঙ্গ রে বিষয়বাসনা	২৩২
তিমির বরণে তিমির নাশে	১২৮	তোমার কে বুঝিবে ভাব, তব পরাভব	২৩২
ত্রিপুরা ত্রিলোক তা'রা ধরাধরনন্দিনী	১৩০	তুমি কি শুণ ধর ভবানি	২৩৬
তার গোঁড়া'রা ভজন-বিহীনে	১৩২	তব-তিমির-নাশা—শিবের আশা-পথে২৩৭	
তব চরণ দু'খানি অতি বিচিত্র তরলী	১৩৪	তোমরা কেউ দেখেছ রে তাই	২৩৮
তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে	১৩৫	ডেমনি সুখ সজনি লো	২৪৩
ত্রাহি এ পাপাঙ্গ, অমৃতময়ি গঙ্গে	১৩৫	প্রাণ কর তারা জিনরনি	২৪৮
ত্রিভঙ্গ ভক্তিমা বাঁকা মদন-মোহন	১৩৪	প্রাণ করহে শঙ্কর	২৪৯
তিমিরে তিমির বিনাশে	১৪৬	তুং মায়া রূপিণি হুর্গে	২৪৯
তারিবে কিনা তারিবে ভাবিয়াছ কি	১৪৭	তনু-ডরী ভাসিল আমার তব-সাগরে	২৫২
তুং মমামি অপাদ পামিনি	১৪৭	তুমি কার ঘরের মেয়ে কালি গো	২৫২
তাই সুখাই'গো সুখামুখি রাই	১৫৪	তুমি আর কেন কর	২৫২
তবে নাকি উমার ওস্ত করেছিলে	১৫৫	তারা বল কি হবে বিফলে দিন বার	২৫৩
তুমি হও মহাজন বৃকে রেখে প্রাণ	ঐ	তোমা বিনে কে আছে আমার	২৫৬
তোমায় প্রেম হতে প্রাণ	১৬০	তারা-চরণ কর সার রে মানসা	২৫৪
তোমায় ভাল বেসেছিলাম বলে কি রে	১৬২	তারা বল কি অপরাধে	২৫৫
তারে বল গো সখি সে যেন এ পথে	ঐ	তুই শ্রমারূপ ভালবাসি	২৫৬
তবে কি হবে সজনি নাথ মান করে	১৬৬	তোমায় গলে জবাফুলের মালা	২৫৬
তোরা বল দেখি সই	১৬৯	তবে কেন হইল মানব দেহ	২৫৮
ত্যজে স্বপ্নের বৃন্দা'ন, বৃন্দে সই	১৭৫	তারা মা যদি কেশে ধরে তোল	২৫৯
তোমায় এই কি ধর্ম ওহে দয়াময়	১৭৮	তারায় বুঝি ইচ্ছা নয় মাঁ	২৬১

ওরগী মাঝি মেয়েরে	২৬২	তুমি ভাব তোমারে মরশন	ঐ
তবে ঘাই রাই ঘাই মথুগী	২৬৪	তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে	ঐ
তাই বলিলে ভাই সুবল	২৬৭	তোমারে শ্রীমতী ভাষাশি হইল	৩১৭
৩য় উঠরে ও ভাই প্রাণের	২৭৩	তুমি হুঃ দেখ তাহে হুঃ নহে নিরুত	ঐ
তোমারি প্রণয়ের আশে	২৮৫	ওরা তার ওনয়ে তারা	১০০
তবে কি সুখ হোত	২৮৬	তুমি কার কর লোকে	১০১
তোমারি বিরহ সবে বাঁচি যদি	২৮৮	তোরে যেতে দিবনা মা	১০৩
তোরা যাসনে যাসনে দৃতি	৩২৭	তোরা দেখগো	ঐ
তীর্থক্ষেত্রে মিথ্যা ভ্রান	৩৩৩	তারা তোমার কেমন ধারা	১০৬
তুই রে আমার কুক গোপের নন্দন	৩৩৮	তাজি ওর ভজরে পদ	১১৩
তখন বেরলো রাই কমলিনী	ঐ	তব মহিমা কে পারে বর্ণিতে	১১৭
তব মাতার পিতার বিষয়	৩৫১	তারিণি ভব রোগে ব্যথিত জীবন	১১৮
তীরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে	৩৫৬	তারা এই কি পরিণাম	ঐ
তোদের সে কানাই হেথায় আর নাই	৩৫৭	তোমারি মহিমা নাথ	১২৪
তবে আর কিমা পার	৩৬৫	তব শুভ সম্বন্ধানে	১১০
তবে আরের রতনমণি	৩৬৫	তাই শ্রীমতীর স্বাক্ষর	১৫৮
তাই ভাবছি মনে মনে	৩৬৬	ওনয়ে তার তারিণি	১৪৫
তুলবো কি ফুল	৩৬৯	তোমারি রূপায় প্রভু	১৩৬
তুমি কি পারবে হে	৩৭০	তোরে ভাল বাসি মন	১৩২
তবে দেখাও যাজুমণি	৩৭০	তারে মারিণি কেনে	১৩১
তবে গাঁপি মালা	৩৭১	তার তার এই স্বায়	১৪৬
তাক্ষকেমন করে আনি	৩৭৫	তপ অপ যাগ যজ্ঞ	১৬৩
তারে রেখ বতন করে	৩৭৫	তবে কোন্ দোষে	১৮১
তোমার বিচ্ছেদে যদি বিরোগ না হল	২৮৯	তার তারিণী	১৭৫
তুমি যে আমারো	২৯০	তাই তারা তোমার	১৭৮
তবু কেন প্রাণ তারে চায়	২৯০	তারা দিলেনা দিলেনা	১৮১
তোমার সঁপেচি চিত্ত	২৯০	তোমারি অনন্তমারা	১৮৬
তোমারে শিখায়েছে বল এ প্রেম	২৯১	তুঁসে কোন পরবর	২৯৩
তারে মনে হলে আর কিছু মনে	২৯১	তোমোই ধ্যান ধরত	১০৪
তার কি বরণ কালো	২৯২	তুই কেউ হোদিয়া	২৯৫
তুলসী দাস নীতল পদকমল	২৯২	তুঁ মেয়ে প্রাণ	১৯৭
তাতে কি হয়েছ এতমাস	৩০৮	তুঁসে হামনে	ঐ
তুমি বল ভাল বাসি একেমন ভালবাসা	ঐ	তারা ভোর চরণ	১০০১
তুমি যদি আমি হইতে এমন হুঃখী	৩০৯	তুঁ তারা তারসি	১০০২
তুমি ঘাই ঘাই করোনা রে প্রাণ	৩১০	তুঁ হি ব্রহ্ম তুঁ হি বিষ্ণু	১০০৫
হার শুণ গান কর ওরে মন দায়ক	৩১১	তোমো পরতাপ	১০০৬

তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিশ্ব
তুমি হে নাথ
জিভুবন নীতল হলো
তোরা শুনে যা
তুমি কারও নোন

থ

থাকি একথান ভাঙ্গা ঘরে
থাক থাক হুখে থাক
থেকনা থেকনা দূরে নাথ
থাক থাক থাক

দ

দীনবন্ধু রাম নমস্কার
দুর্গে মা আমার
দীনদয়াময়ি কি হবে
দীননাথ একি বজ্রাঘাত
দেবীলায় অপরাধ কদমে
দেখ দেখ রে নয়ন কিবা
দেখ সখি দেখ দেখ
দেখ মন এসেছ তুমি
দেব দেবী জয়
দেশহি তৈবী বাবুরা
দীন-জন-হুখ-হারিনি
দিওনা আর মরম বেদনা
দয়াময় জগদাত্মর
দারুণ বিরহানল
হৃদনিশি প্রভাভিল
দেখলে তারে চুলোচুলি
দেখিতে দেখিতে লুকাল
দেখ হে দেখ বদন
দৈত্য-দন্ত-ডঙ্ক নরসিংহ ভীমরজ
দেখা দিগে দেখা দাও না
দেখলে তারে আপন হারা হই
দুর্জয় সত্তর মন, অডয় হুজনে
দিবা নিশি মন বিভোরা
দুখ লগিতে আচরিতে

১০০৮ নোকানি ভাই নোকান সার মা ৫১৫
১০১৯ দেখ ভাই জলের বুধু দ কিবা অজুত ৫১৭
১০২০ হরন্তু হেমন্ত সখি, কৃতান্ত সমান ৫৩২
১০৩০ দিনের দিন সবে দীন হোয়ে পরাধীন ৫৩৪
১০৩৩ দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান ৫৪২
দয়াময় রাখ হরি রাখা প'র ৫৮০
দেখা দেখা শুমা উমা ৫৯৫
হৃদিনি ব্রাহ্মণি কোলে কে শুয়েছে ৫৯৬
দয়ার সাগর পিতা করুণা নিধান ৬০৩
দরশন দাও হে হৃদয়-সখা ৬১০
দাঁড়াও মাথা ধাও ৬১৫
দেলো সখি দে ৬
দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান ৬০৭
দিখস রজনী আমি যেন কার ৬১৯
দেখো সখা চুল করে ভাল বেস না ৬
দেশে দেশে এমি ৬৩৩
দেখায়ে দে কোথা আছে ৬৩৪
হুট হাসি মিষ্টভাষা অবিখানী নারী ৩৮৮
দেখলাম বিচার বিচারে ৩৯২
দারুণ বসন্ত কালে একান্ত প্রাণান্ত ৩৯৮
দেহ গেছে পকভূত ৪১৯
দাও হে বুন্দে নারী সাজারে ৪২৪
দেখ গো রাই ধনি, এসে কোন ধনী ৪
দেখ কিশোরী কি শরীর হয়েছ ৪২৫
দ্বিবাভাবরী জীন করিছে গমন ৪৩১
দারুণ বিরহহুখে প্রাণ বাঁচে কিনা বাঁচে ৪৩৩
দিনকরতাপ বাড়িল তুমি তাপিল ৪৩৯
হৃদিনীয়ে হৃদনীয়ে প্রাণ কি হুখে ৪৪১
দেখি যোর অন্ধকার ৪৪২
দীন তারিণী, হরিত হারিণী ৬৫৪
দীনবাস গলিত বেশ ৪৬২
হৃদয়ের তরে বডন করে ৪৮১
হুঃখ মুখ ভিন্ন ভাবি হুঃখ পাই অকারণ ৪৮৮
হৃদয়ের খেলা খেলতে আশা ৫০২
হুনরনে মুগল রূপ ধ'রে ৫০৭
হুনিয়াও আজব গাছে ৫০৯

হুনিয়ার ভোজের বাজী, মোস্তা কাজী	৫১০	হুং দিতে আর	৬৭৭
হুং দিয়েছ দিয়েছ কতি নাই	৬৪৬	দিন যায় দীনভার ভাবনা	ঐ
দেখ চেয়ে দেখ তোরা অগতের	৬৫৬	দেখনা মন বাঁকমারি	৭৬৮
হুই হুংয়ের নদী একত্র মিসিল	৬৪৮	দিন হুপুরে চাঁদ উঠেছে	২৭৭
হুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি ত এনেছ	৬৪৯	দিবানিশি যার লাগি করে	২৮৩
দিবানিশি করিয়া যতন	৬৬১	দীনবন্ধু হে, সেই দিন দেখব তোমার	৩২১
দীর্ঘ জীবন পথ কত হুংখতাপ	ঐ	দেখো রুশে আম'দের যোগী সাজারে	৩২৫
হুংয়ের কথা তোমায় বলি মা	ঐ	দেখে ললিতা সখি, নিরুধি দেখি	৩৩৫
দেখ চেয়ে দেখ তোরা অগতের উৎসব	ঐ	দেখ না গো জলে	ঐ
দিন ত চলি গেল প্রভু বুঝা	৬৭২	দিলাম আমি লও সেংগা তবুত ভাল	৩৪৭
দেশে দেশে ভ্রমি তব হুং পান পারিছে	ঐ	হুঁআঁখি মুদিত করে দেখেন হৃদ	৩৪৬
দেখিল দেখিস ছুন্নে ভাই	৬৮৯	দুতী যদি বাবে মধুপুরে	২৪৮
দিয়ে করতালি এস হরি বলি	৬৯১	দেখনা ওকে নারী	ঐ
দেখলো সজ্ঞান, চাঁকিনী বজনা	ঐ	দেখে এলাম বন্দাবনে	৩৩০
দেখরে আঁখি আঁখি ভরি	ঐ	দেখে এলাম তব রাধারে	৩৩৪
দড় বাড়ি বোড়া চড়ি কোথা তুমি	৭০০	দেখনা চেয়ে হায় মরি হায়	ঐ
দেখিলে তোমায় সেই অতুল প্রেম	৭০৯	দেখলাম হুবুজার	৩৩৫
দিবা অসান হল কি কর বসিমা মন	৭০৮	দেখলাম তোমার জননী জনক	৩৩৭
দীন হুরিত বারিগি তারিগি তার	৭২৭	দেখলাম কত নারী বসে	৩৫১
দীনের আর নাই মা সজ্ঞাতী	ঐ	দেখ শ্রামের প্রেমে কেবলো	৩৪১
দীনে তারশোন-হুং-বারিগি	৭২৮	দেখ ঐ পায় কি শোভা পায়	৩৪২
দেখরে মন নিশ্চিত	৭৩০	হুংখে পায় হাসি সবাই বলে শ্রাম	ঐ
দেখ জলে দলে দলে	৭৩১	দেখায়ে কানাই মনে কি কিছু	৩৫৪
দ্বারুণ বিধি কি এই ছিল যে তোর	৭৩৫	দেখতে যেন কান্ধালিনীর মত	৩৫৭
দ্বাদা দিওনা ধর্ম বিসর্জন	৭৩৭	দ্বারি দেখরে বত এনেছি দাসখত	৩৫৮
দ্বাদা বাও বাও বাও দিয়ে বাও	৭৩৯	দেখ সখি ওকি গগন চাঁদ	৩৬৩
দিয়ে হে কি ধন শ্রীমধুসূদন	৭৪৬	দেখলে সে বিদ্যারে কত বিদ্যার্থী	৩৭৬
দিশেশ গর্বেশ রমেশ	৭৪৮	দেখ দেখ দেখ ওগো ওগো	৩৭৭
ধিরমগমন নীরদ	৭৫০	দেশের এগ্নি বিচার বটে	৩৮৩
দিল কোন নরবর	৭৫১	হুটি চরণ দিবে তাই ভাবি নিশিধিনে	৩৮৩
হুখিনীরে হুং দেওয়া	৭৫৩	দেখ প্রাণ নাথ, পলক বাদ সাধে	৩৯৪
দেখরে জ্ঞান চক্ষু	৭৫৭	হুংখের আকার হরি হে করব সৃজন	৩৯৭
দেখি কত রূপ নাই	৭৫৮	দেখিরে কত আল সুর	২৫১
হুংখের বাকী আছে কি	৭৬৩	দেখনা সময় আলো করে	২৫২
দেখ তাই রথ গড়েছে	৭৬৫	দয়াময়ি করুণাময়ি দীনে তার গো	২৫৪
দিল যায় মন তাই	৭৬৬	দেখি মা কেমন করে আমারে	২

দীনদ্বারমি কি হবে শিবে	২৪	দ্বারময়, দীন-দুঃখহর	২৩৭
দ্বিবাণিণি ভাবরে মন	২৭	দ্রিম তানা নানা দেৱেনা দেৱেনা	২৪২
দুঃখের কথা শুন মা তারা	৩০	দুঃখজননি হুৱপানিনি শিবে	২৪০
দুঃখ হয়ে বা বসের ভটা	১৩	দ্বিন দিলেনা মা ? দীনভারিণি	২৪৬
দর দর দর ঝরুত গেরে	৪৬	দীনভারা তব ওরা ভবদারা	২৪৬
দরাময় আইস আইস হবে	৪৮	দোষ কারো নয় গো শ্রামা	২০৬
ক্রুত পমনে কি এত প্রয়োজন	৭৩	দুর্গে পার কর এতবে	২৪৯
দেখ দেখিঁকি হুখ সখি	৮১	দুঃখী বলে দরাময় বারেক	৭৭১
দুঃখেতে কহিতে আখি	৮২	দোনের দ্বিন কি এমনি হবে	ঐ
দ্বিরাছি ধারে তারে কি প্রকারে	৮৩	দেব কে জানে তোমারে	৭৭২
দেখ পিত্রীভের সহই হইগুণ	৯০	দ্বিলাম তোমার নামে সাঁতার	৭৭৪
দেখিবে আপনার মত	৯৩	দীননাথ হে আর কত ডাকিব	৭৭৬
দেখিতে দেখিতে কোথায় লুকাল	ঐ	দ্বারাময় দ্বারাময় বলয়ে নিশি	৭৭৮
দেখিতে দেখিতে তোরে	৯৪	দুঃখীর কে আর আছে	ঐ
দেখনা না লো সহই এমন হুদিন	৯৯	হুদয়ে জীহরি জপরে মল	ঐ
দেখনা সহই কত হুখী হই	১০৩	দ্বিবসের অবসানে, নিরন্তনে	৭৮১
দেখনা সহই প্রাণ নাথ বই	ঐ	দে রে তেল বে রে মন	৭৮৬
দেখ দেখ কত রূপ, করিতে	১০৪	দরাময় নামের গুণ	৭৮৬
দেখনা সহই প্রভাতে অরুণ সহ	১০৯	দরাল বলে হুদয় হুখে	৭৮৮
দেখনা সহই একি বিষম হইল	১০৯	দেও দেও দেখ'	৭৮৯
দুর্গে দুর্গাভিহারিণি তারিণি	১২৫	দেখরে জীহারি চেয়ে	৭৯৯
দন্তভাবে কত রবে হুও সাবধান	১৪২	দুর্গানামে ররনা জীবেয়	৮১৪
দেখরে মায়ের ষট ষটাতরে	১৪৬	দেখ হ'তে পার্জাম নিশ্চয়	৮১৭
দেখ চলালেম প্রেম করে সহই	১৬০	দেমা কালি পদভরী	৮৩১
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ	১৬৩	দরাময় দীনবন্ধু দ্বিৱজের	৮৪১
হুই রাজ্যে হু'জন রাজা	১৯৯	দরাময় নাম বল রসনার	৮৪০
দেখ দেখ মা দুর্গে	২০৯	দরাময় দীনবন্ধু দ্বিৱজের	৮৪৬
দত্তিতে প্রাণ খণ্ডিতে মান	২০২	দেখ জন্তরা নরন খুলে	৮৬০
দাসীর হুজ্ঞে থাক এ শরীরী	২১৬	দেহ বিশ্ববৎ ভাসে	৮৬৫
দেখলম জীরাধায়, শ্রামহে	২১৭	দেহতরঙ্গী আমার	৮৬৬
দেখিছেন অক্রুর, রূপে রাম বেন	২১৯	দেখনারে মোর মন	৮৭২
দেখকীর দৈব দুঃখ নাশিতে	২২০	দেখ দেখ সজনি	৮৭৭
দেখিছেন দেবকী চিতে,	২২৩	হুজন সনে ঘোষে	৮৯৩
হুবে গেলরে জীবন	ঐ	দীনভারিণি, হুগিত	৯৮৬
দীননাথ, হুই দীন-দুঃখ নাশিতে	২২৮	দোলেরা ঘোবনা মধুমতি	৯৮৯
দ্বিৱজের দ্বিন দ্বিৱজিত নহে রাম.	২৩৪	দেখিৱেন রে মাধ	৯৯৪

দান কর্ণ সমান	ঐ	ধন বিনে হল নায়ে	৮৬৪
দে ময়না মাড়ে	১১৩	ধররে ধররে বংশীধর	৮৭৪
দেহি হরি শরণ	১১১	ধর ধর ধর কুল	৮৮৭
দরমা দে বোড়ে	১০০১	ধস্ত সৃজন ধস্ত নাশন	৮৯০
দের দের তানায়	১০০২	ধর প্রাণ প্রাণ নাথ	৮৯১
দুষ্ট দুর্জন দূর	১০০৪	হুলায় লুটার সোণার কিশোরী	৮৯১
দুলো আয়ে	১০০৭	ধীরে মোরা তীরে খেলি তরী ঘোলে	৮৯৩
দেমো রি এক	ঐ	ধিকি ধিকি ধিকি জলিছে আগুন	ঐ
দয়াময় দীনজনে	১০১৭	ধরম করম সকলি গেল লো	৮৯২
ধারু প্রপঞ্চ সংস্হীত	১১৫	ধরা ত দেয়না হাওরা কুলে কুলে চলে	৮৯৭
দায়ক কি কথা শুনালি	১৭৬	ধিনি কেউ তিনি তা	৮৭১
দেখখি যদি আর	১০৩০	ধস্ত ধস্ত শাক্যসিংহ	৮৪১
ধ ।		ধিয়! তাধিয়া বনমালা	৮৮১
ধরিয়ে রাখিব বঁধু	১১২	ধেয়ানে দেখিলু মোহন মুরতি	৮৮৫
ধেয়ে আর আর	১৩৭	ধর সখি ধর মনচোরা	৮৯৯
ধিকু র'ধাধি ধিকু	১৫৯	ধস্ত ধেব পূর্ণ ব্রহ্ম	৯০৮
ধৈর্য কেমনে মান বিনে তার	২৮৭	ধস্ত ধস্ত আজি দিম আনন্দকারী	৯২৩
ধর ধর পত্র এনেছি হে পত্র	৩২৭	ধনি, তার কি অ'র ভাবনা	৯৮৬
ধনি কালী বাওয়া কিসের অস্ত্রে	৩১৬	ধিক ধিক ধিক ধিক লো ভোরে	৩২৬
ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি	৩৩৯	ধনি এই কি লো পণকরা	৩২৮
ধর্ম-অবতার কি ধর্ম রাখলে তার	৩৫২	ধর ধর রমণীর বেশ	৩২৮
ধরে দে ধর দে প্রাণসখি	৩৬৩	ধস্ত ধস্ত কলিকাতা সহর	৪০৪
ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী	৩১৫	ধন হীনে জিভুবনে মাত্ত কে করে	৪০৭
ধরিয়ে রাখিব বঁধু	১১২	ধনি পিরীডের কি হয় রীতি এমন	৪০৯
ধীরে ধীরে যার লেখ যায়	১০৭	ধরায় আমরা নিম্নি অলকা হুধ আপার	৪৮৯
ধিকু ধিকু ধিকু তার জীবন যৌবন	১১৬	ন ।	
ধনাশা জীবন আশা গেল না দকপি	১৪৭	না শুনে কার কান,	১০২
ধিকু ধিকু ধিকু আমারে	১৮৮	নামি রমণীর মণি সে	ঐ
ধরো চোরকে ধর দণ্ডকর হে রাম	২৩৪	নিজের দোষে নিজে দেশে	১০৪
ধনি; বিনোদ বিকারে প্রাণ যায় লো	২৪৩	না আগিলে সব তারত ললনা	১০৭
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়	৩১৩	নির্কোণ আশার দীপ	১০৮
ধীরি ধীরি বর সুদল বায়	৩১৫	না জানি কি হল সই	১১৫
ধানের ক্ষেতে চেউ উঠেছে	৭০০	নিত্যধামে বাবে চলে	১২৫
ধস্ত হে.গৌর তোমারে	৮৪২	নব নীরব নিম্নিত উলু	১২৮
ধরি দুটা পায় বলিগো	৮৪৬	না জানি হরি কেমন	১২৯
ধস্ত না তারতেধরী	৮৬১	নয়নে অক্ষয়	১৩৯

নিপটে কপট তুয়া শ্রাম	১৪০	নাভনি এ কেমন লো কথ্য	ঐ
নিশীতে গগনে	১৪১	নাভনি তাই ভাবি লো মনে	৩৮০
নৃপূর বেচিতে	১৪২	নম নম নম মাতা চণ্ডী	৩৮১
নববীণে উচর অচলে	১৪৩	নয়নেরই ঘোষ কেন,	২৯১
নমো নমস্তে	১৪৪	নটবরে হেরে আমার মন ভুলিল	২৯২
নিকটে দৈবিক তোমারে করেছি	১৬৬২	নিশি গেল কালো শশী কোথা	২৯৪
নব বৎসরে করিলাম পণ	৬৭৪	নরক নিবারণ হে নারায়ণ	২৯৯
নানা লুকাবনা আর	৬৭৯	নট নটবর বেশ	ঐ
নগর চেয়ে কানন ভাল	৬৯১	নাচে এলোকেশে শবে	৩০২
নধর অধরে আধ সুখাধারা	৬৯২	নবীন সন্ন্যাসী আসি নদিয়া নগরে	৩০৭
নৃতন রূপে নিতুই নৃতন প্রেমের	৬৯৬	নাগর যাও হে সেই ভবন যে তব	৩০৮
নয়ন অমৃতরাশি প্রেরণী আশায়	৭১১	নলিনী ললিত হয়ে মনেভরে	ঐ
নারী হয়ে তোমার প্রাণ, সাধিব কত	৭২৩	নয়ন সদাই ডাকে রূপের ইন্দ্ৰিত	৩১৫
নানা বেশ করি রূপ বাড়াইলু	৭২৪	না হতে পতন তমু, দাহন হইল	৩৮১
নৃপতি মুখ বাহুসি মাধব	৭২৪	নেচে নেচে চল মা শ্রামা	৫৫০
নন্দি কি শুনালিরে সতী ছেড়ে গেল	৭২৫	নৌলবসনা যমুনা ধাইছে সাগরে	৫৫২
নারীর অস্ত কে পার সে যে বিধির	৭৩৭	না জানি সাধের প্রাণে,	ঐ
নীলকমল বামে মৌনার	৭৫৭	নয়ন জলে গোধে মালা পরাব	৫৫৯
নাচ গো শ্রামা আমার অন্তরে	২৬০	নেহার নেহার হৃদি, অরবিন্দ মাঝে	৫৬৯
নিরে জানকীরে, আর কি যবে	২৭০	নলিনী-নয়ন তারা হঠিলে নলিনী	৫৭১
নিশির কত কাল আর রবে	২৮১	নাগরী গোধে মালা যত্নে পরাব	৫৭৩
না বুছিয়ে ভাল বেলে ভাল ত	২৮৭	নারীর বধা বুঝবে কি হে নারা	৩৭৫
নৃপূর শোন রে শোন বিনে মুজল	৩২২	নয়তো মিছে আমার কে আছে	৫৭৬
নিল মূনি নীলমণি যে মিল	৩৩৬	নবীন কিশোর কিশোরী রাই	৫১৪
নীলমণি হইল নীলমণি	৩৪২	নবজলধর, রাম রঘুবর,	৫২৯
নবীর পূর্ণিমা বধনে	৩৪৩	নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভরস্কর	৫৩৪
নন্দ ডাকে আয়রে গোপাল	৩৫৮	নমি আমি কবিগুরু	৫৪১
কোথায়ে ফল দে বদনে	ঐ	নইত তোর মনের মত	৫৭৭
নাগর কে তুমি হে বিদেশী	৩৬৪	নীল গগনে চাঁপ ভেসে যায়	৫৭৯
নাভনি কইবো কি আর তোরে	৩৭৩	নারী হেরে নারায় মন ভুলে	৫৮৬
নাভনি লো, তার ভাবনা কি	ঐ	সাই তো তেমন বনে কুসুম	৫৮৯
নাভনি কই তব অভাসে	৩৭৫	নাক কাণ মলে ছাড় সাহেবানা	৫৯১
নবীন নারায় রসের সাগর	ঐ	নিদ্রা হয়ে কেন জাগিলে	৫৯৮
নাভনি ঠাঁট শিখেছ ভাল	ঐ	নব ভাবে নিত্যলীলা বঝুহে অন্তর	৬০০
নাভনি বাই তুমি লো বাসে	ঐ	নিরানন্দ শূভময়	ঐ

না চাহিতে দিয়েছ সকল	৬০৬	নাম গাও রে তাঁহার	৭৭২
নাথ কি দিব তোমায়ে	৬০৯	নয়নে নয়নে রাখিব তোমায়ে	৭৭৭
না জানি কি গুণ ধরে	৬১৪	নাথ কি দিব বলহে চরণে তোমায়ে	৭৭৯
না সজনি না আমি জানি	৬১৫	নাথ করে রাখি নিবেদন	৭৮৮
নিমিষের তরে সরমে বাঁধিল	৬১৯	নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা	৭৯২
নীরব রজনী	৬২৩	নামের সুধায় পাষণ গলে	৭৯০
নয়ন তোমায়ে পায়না দেখিতে	৬২৭	না হতে ভাবের উদয়	৭৯৬
নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে	ঐ	নতুন কিছু করো একটা	৮২০
নতুন যেমন মন প্রকল্পিত হয়	৩৮৮	নন্দলাল ত একটা	৮২১
না বুকে রমণীর মন কঠিন কিসে বল	ঐ	নয়নে নয়নে রাখি তাই তারে	৮২৪
নারীনাশক বিশ্বাস স্বাক পুরুষ	৩৮৯	নমামি দীনতারং	৮২৮
নাওনি, কিন্তু গুজব উঠেছে	ঐ	নয়ঃ বস্তুত্বমি শ্রামাস্ত্রিনী	৮৩৩
নাওনি, তুই যেমন সুকণা	৩৯১	নিমাই কোন প্রাণে	৮৪২
নাওনি ঠাট করে! না বেশী	৩৯১	নারীর লুপ্তে মাগো	৮৪৫
নাওনি নব যৌবন গেলে	ঐ	নিরখি তোমার পানে	৮৫২
নাথ বুঝেছি আশাসে	৩৯৪	নীলদর্পনে লংসাহেব যথার্থ	৮৫৪
নেমক হারাম বেটা	৩৯৭	নিজ বাহুবলে রাজ্য	৮৭০
নাগর বয় নটবর গোরা	৪০০	না চলে চরণ কেন চলিতে	৮৭৫
নবীন নবীনে, নব কুঞ্জবনে	৪১৩	নাগরি সে নাগর ধরা দিয়েছে	৮৯১
নবমী নিশি পোহাল কি করি	৪১৮	নিতি তোর বুঝাবে কেটা	৯
নয়নে আমার বিধি কেন পলক	৪৩২	নবনীল-নিরুদ-তনু-রুচিরে	৩৬
নও তুমি কেবল কালীবাণী	৪৫০	নলিনী মণিনা মনোমোহিনী	৩৯
নৌবরণী নবীনা রমণী	৪৫৪	নিভাস্ত যাবে দিন,	৪৪
নেটোমেয়ের এত আদর	৪৫৮	নটবরবেশে বৃন্দাবনে	৪৫
নব প্রভাকরপ্রভা	৪৬৮	নিরখি নিরখি বদন ইন্দু	৪৭
নাগর মনের মত মিলিল ভালো	৪৭১	নগ-নন্দিনী	৬০
নমামি কালীচরণে নমামি কালী	৪৭১	নব নাগরী নাগর	৬২
নাচগো আনন্দময় মম লুপ্ত	৪৭৮	নাগর কেন নাগরে হেরিলে	ঐ
নীলাকাশে পূর্ণশশি দেখা হাসি দেখা	৪৮৬	না বলে গেলে কেমনে	৬৬
নদী ও সমর, সমান উভয়	৪৮৮	নয়ন কাতর কেন তাহারে	৬৭
নীচ কুলে জমিলে কি হয় পঙ্কজের	৫০২	নয়ন ঘরে দেখরে প্রবল	ঐ
নিশিতে হেরি নিশানাথে	৫০৩	নিশি পোহাইয়ে প্রাণ	৭২
নিশি পোহাইল সই, কালা এল কই	ঐ	নয়ন মন ডুখিল প্রাণ	৭৩
নচি, বল রে বল আমার বল রে	৫১২	নয়ন আল ঘেরিলে	৭৪
নিখার স্বপন রহে, এ সৃষ্টি তাঁহার	৭৭০	নয়নে না দেখে কারে	ঐ
নিলাম শরণ চরণে	৭৭২	নয়ন সজল লুপ্তে	৭৫

নয়ন শীতল হয় দেখিলে	ঐ	নিরদয় পদধর লিখি নাই সেই	১৯৪
নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমর	ঐ	নাহি একান্ত জানি বিনা আরাধায়	২০২
না দেখে হয় কি প্রাণ কত কি মনেতে	৭৮	নিরথিতে ব্রজরাজে, ত্যজি কুল লাঞ্জে	২১১
নয়ন নিকটে থাক অন্তর	৭৯	ননদিনি বলো নগরে সবারে	২১৪
নয়নে নয়ন আলিঙ্গন মনে	৮০	না রহিবে মান সে মানে	২১৭
নানানু দেশে নানানু ভাষা	৮১	নয়ন কে নিলে রে হরি হরি	২১৯
নিরখি ঘন বরিষয়ে নয়ন	ঐ	নাথ, গোকুলে আর দিন নাই	২২২
না হতে পতন তরু হইন	৮৩	নিলে তারক ব্রহ্ম নামের নাম	২৩৩
না দেখিলে বলনা সহি	৮৪	নন্দি গিরিনন্দিনী জিননয়নের নয়ন	২৩৯
নয়ন পাগল,সই করিল আমার	ঐ	নারি চিনিতে এ নারী	২৪০
নয়ন অন্তর ডোরে প্রাণ বলনা রে	৮৫	নিশি আগিয়ে পোহাও	২৫৩
নয়নে নয়ন রাখি (প্রাণ)	৮৬	নাহি হেরি সহচরি	ঐ
না বুঝিয়ে প্রাণ, কেন কর এত	৯১	না জানি পাষাণ	২৬৮
নিত্য নিত্য কার সনে বলি	৯৩	নিরখিলে স্বায়	২৭১
নয়নের বাণ, কে বলিলে প্রাণ	৯৪	নাচিয়ে গাইয়ে বংশী	২৭২
নিশা অবসানে আসি,	৯৫	নাদরূপিণি ধনি	২৮৫
নয়ন প্রবেশ মান কি প্রাণ	৯৬	নাগপুর শোভাদ	২৯৩
নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল	৯৮	নিলালে গুহালা	২৯৬
নিদয় শুভুরাজ বিরহী	ঐ	নমি সীমার নাম	২৯৭
নয়নের ঘে ব কেন,	১০০	নিরখত যাতু জটাহি	২৯৯
নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে	১০২	নাম না লেখত	১০০১
নয়ন স্বরে তোমার রাখিবে কেমনে	১০৩	নাহ বিদ্যা অপার	ঐ
নয়ন মন ডুবিল প্রাণ, নয়নে তোমার	১০৭	নব তবন নব রাশব	১০০২
নয়নে না দেখে বারে, মানেতে যে	১০৮	নমঃ শঙ্করায়	১০০৪
নিবিড় নিওস্থিনী কে রমণী সমরে	১২৪	নাগর বসন্তর	১০০৬
নবাববরণী কার কামিনী, নাচে	১২৫	নাগ নগর বসন্তরে	১০০৭
নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর	১৪১	নাহি চাই রাজ্য	১০১১
নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ	১৪৪	নীরবে আসিছে	১০২৩
নাহি ধন হইবে বিশ্ব অর্জনা	১৪৫	নয়ন মুক্তি, য় যোহে	
নটর কে গো সখি	১৫২		
না হই পরাধীন ৫দি চিরদিন	১৫৮		
নৈলে কিছুই নয়	১৫৯	পার পার বেতে পার	১১৩
নাথো কোন গুণে মন চার	১৬৫	পিরোতি বিষম জালা	১২৩
নাথো আজ আমার পিরোত্তের ব্রত	১৭০	প্রাণ তোমারে ভাল বেঙ্গে	১২৩
নিরামি নরপুংগে একি আজ অপরাধ	১৭৫	প্রাণনাথ কব কত	১২৫
নিরামি নিরামি নিরামি	১৮৮	প্রাণের অমিত সখি	১২৮

প্রাণ তোমারে ভালবেসে	৯২৭	প্রাণে বর প্রেমের তুলান	৫৫১
পাশ করা নয় বাঙ্গালাদের	৯২৩	প্রেম ডাক হরিবলে	৫৫০
পায়ে ধরি ফিরে বেওনা	৯৫৬	প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী	৫৫৫
পদে প্রণাম জননি	৯৪৯	প্রাণের মত পেলে পরে	৫৫৬
প্রাণ গলে যায়	৯৪১	পুলিনে কালা খেলে, জলে ধাবনা লো	৫৫৭
পারবি কি মন	৯৩৪	পাখী তোর পেলে মধুর স্বর	৫৫৮
প্রাণের ব্যথা মুছে ধাবে	৯৪১	প্রেমের এ প্রমোদ বনে	৫৫৯
পিতার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া সবে	৬৪৬	প্রাণ যায় সরনা বুধা	৫৬২
প্রভাত হইল নিশি কানন ঘূরে	৬৫৪	প্রাণে প্রাণ পড়িলে ধরা,	৫৬২
প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে	৬৫৪	অশ্বর রবির করে	৫৬৬
প্রভু এলেম কোথায়	৬৬২	প্রেমের এই মানা না হলে প্রেম তরবেনা	৫৬৭
প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি	৬৭২	পিক কুহ বোলে, মুঞ্জ কুঞ্জ গেলে,	৫৬৭
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে	৬৭২	প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি	৫৭২
পদপ্রান্তে রাখ সেবকে	৬৭৪	পায়ে ঠেলে যদি চলে যায়	৫৭৪
পোহাইল বিভাবরী উদিল নব তপন	৬৭৯	প্রেমে সহি মানা কি মানে	৫৭৬
প্রেমগিরি-কন্দরে যোগী হয়ে রহিব	৬৮৭	পাখী মোর সেই কথাটী	৫৭৭
প্রেম-শিক্র মাঝে আজ ডুবিব অতল	৬৮৮	প্রণয়বারিধি মাঝে সুখনিধি	৫৩০
প্রেম যদি সহি শিখিতে হয়	৬৯০	প্রাণে আর সহেনা সখি রে	৫৩২
পিতা একবার হরি হরি বল	৬৯৩	পরি মনের মতন বসন ভূষণ	৫৭৯
প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু	৬৯৩	পিরীতিনগরে বসতি স্বজনি	৫৮৫
প্রাণ গারে মন গারে	৬৯৪	পোহাল বামিনী বহে ধীর সমীরণ	৫৯৯
প্রভাত হইল ভুবন গাইল	৬৯৪	পাপের বাতনা আর	৬০২
পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে	৬৯৫	পাপে মগ্ন মোরা	৬০২
পতি সন্ধ্যাতে বনে সতীর কি হৃৎখে	৬৯৫	প্রভু দয়াল সাধু হৃৎখে	৬০৩
প্রেমের ছলা জুয়া খেলা	৬৯৭	পরিপূর্ণমানন্দ	৬০৭
পরান না গেলে	৬৯৯	প্রেমের মুখ দেখে তঁাহার	৬০৯
প্রেম পাব বলে লোকে ব্যতিচার সদা করে	৭১০	প্রেমের কথা আর বলোনা	৬১৪
পাছে কুল শোভা যেমন	৭১১	প্রাণপণে প্রাণ	৬১৪
পিতঃ ক্রম অপরাধ	৭১৮	প্রমোদে ঢালিয়া দহু মন	৬১৬
প্রতি মিনতি চরণে গণেশ	৭২৮	পথহারা তুমি	৬২৩
প্রাণ যায় আজ কোথায়	৭৩০	প্রেরসি তোমার নূতন কপালে	৬৮৬
প্রাণাকুল, না পাই কুল	৭৩৮	প্রাণনাথ হে নারীর জনম অকারণ	৬৮৮
প্রেমরস ধন রাখিতে হয়	৭৫৪	পুরুষ যেমন সরস তা জানি	৬৮৮
পার কর মা আমার	৭৩২	পুরুষ কঠিন আতি সৃষ্টি বিধাতার	৬৮৮
পাগলা কানাই চলে	৭৬৪	প্রিয়ে অমন কথাটি তুমি আমার	৬৯৪
প্রাণ আয়ত্তে কখন	৭৬৬	প্রিয়ে প্রাণ বুঝি যায়	৬৯৫
পাখাখী পাখানের মেয়ে	৫৪৯	পোড়া প্রেম করে কি প্রমোদ	৬৯৮
প্রাণ দামিনী চরণে নলকে	৫৫০	পড়েছি বিপদে, শুন গো বশোদে	৪১০

প্রাণে কথো বখো না মদনমোহন	৪২২	প্রাণ যে করে করে বলিব (পো)	২৮৮
প্রেম যে পরশমণি সে মণি	৪৩২	পারনা পারনা চিনিতে, পারি চিনিতে	৩২৭
প্রেমরস-আশা দিলে নিরাশ করিলে কেন	৪৩৩	প্রাণ যায় এ রবে, কোকিলারবে	৩৪৬
প্রাণ যায় হায় হায় একি দায় প্রেমদায়	৪৩৩	প্রিয় সখি রে সহই তরী ঐ যে পারে	৩৪৭
প্রেম নাহি হয় যেন, তবু যদি হয় হেন	৪৩৬	প্রাণ দিওনা ও আশা ভাল না	৩৩৪
প্রাণ অবসানে প্রাণ হবে কি সদয়	৪৩৮	পোড়া লোকের মিছে কথায়	৩৩০
প্রাণ প্রেমসী	৪৩৮	পাষণ চাপা মায়ের বুক	৩৪৯
প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আনিবে কি বল	৪৩৮	প্রাণ দিতে চাও আমার	৩৪১
প্রাণ তোমার জানি যত আমারে যতন	৪৩৯	প্রকাশিয়ে বললো ধনি	৩৬২
প্রেম-আশে হুকুল ভাসিল	৪৪১	পোড়া লোকেরই জালায় মরে	৩৭০
প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময়	৪০০	প্রয়োজন আর নাইকো ফলে	৩৭২
পকাশদ্বর্বারপিণি বিরাজে কার রমণী	৪৬৮	প্রীণে নবীনে হতে আরো বাসনা	৩৭৩
প্রণয় পরম নিধি	৪৭১	প্রকাশ করো না আই, আর করেও	৩৭৩
পিরীতি পরম রতন	৪৭৩	পরের মন সে আপন আপন	৩৭৮
প্রকৃতি তোমায় রাণী দিব সে আরতি	৪৭৯	প্রাণ যায় হ'লো একি দায়	৩৭৯
প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে	৪৮৪	প্রেম গোপনে না রয়	৩৮০
পিরীতি পরম রতন	৪৯২	প্রেম কি গোপনেতে রয়	৩৮০
প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণসজনি	৪৯৬	পার যদি ঘোষন-শব্দটে বাচাতে	৩৮১
প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে	৪৯৮	প্রেম করা পুড়ে মরা এতই সমান	৩৮২
পাখি বলরে বল ও পাখি বলরে	৪৯৯	প্রাণ ধন যা বল আপনার গুণে	৩৮৪
পোড়া দেশের কথা বলতে বড় ব্যথা	৫০১	প্রেম গেলে হাসবে লোকে	২৮৯
প্যারী ঐ এলো ডোর	৫০৪	পরে বুনিবে কেমনে	২৮৯
পরের কথায় আর কি ভুলি	২৫৭	প্রেম করিতে মাথবে কেঁদে	২৮৯
পাখলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে	২৫৮	প্রেম করা ভাল কিন্তু করিতে	২৮৯
প্রাণের ভরত রে তুমি আমার	২৭০	প্রেম ধন করিতে পারি	২৯০
প্রাণপণে যতন করে পেয়েছি পরের	২৮০	পীতবসন বনচারি	২৯৮
প্রেমের ঋণ চিরদিন শুধিতে	২৮১	পামর মম মানস	২৯৮
প্রেম ভাল বাসি বলে তাইত	২৮৩	প্রসাদ পরমেশ্বরী	৩০১
পোড়া লোকে তারে বলে পর	২৮৩	পরে যে পরেরি তরে	৩০৭
পরের বেলা পারে দ্বিধিতে	২৮৩	পাসরিতে চাই তারে না যায়	৩০৭
প্রোমে মন দিলে বাবে জলে	২৮৪	পীরিতে হুখ হ'ল না হল	৩০৯
প্রাণ পরম রয় স্বয় করে রেখ	২৮৪	পরেরে আপন ভাব, আপন কি পরে	৩১০
প্রাণ পরম নিধি	২৮৪	পাছে মলিন সহই, হয় নাথের বিমল বদন	৩১২
পর সনে প্রেম করা	২৮৪	পড়িয়াছে রূপকাঁদে, পিরীতিকাননে	১১৩
পরেরি কথায় কে কোথায়	২৮৫	পুরুষ যেমন পারে, নারী কি তেমন	৩১৩
প্রেম করা কঠিন নয় রাণা	২৮৬	প্রেম নামে আছে এক পুরী মনোহর	৩১৪
প্রেম করে পর সনে পাইভেছি	২৮৭	প্রেমসিদ্ধ মথনতে, এই উপার্জন	৩১৪
প্রেমখন উপজিলে, প্রাণে	২৮৮	প্রাণভাবে নিশাচায়ে সহই, সমান	৩১৬

পিরীতি বারণ করিছে ললন	৩১৯	পুরলো নাকো মনের আশা	৩১
পাইয়া বিরহ হল, কেন বাদ সাধ হে সই	৩১৯	পতিতপাকী তারা	৩২
পীরিতে এই করিলে বাধিত এ হৃৎ-ধ্বনি ?		প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী	৪৬
প্রাতঃ সময় আগরে হৃদয়	৭৬৯	প্রেম অন্তর কি হয়	৭৩
পূর্ণ পরম প্রাণ অধীশ এস	৭৭০	পলকে পলকে মান সহিব কেমনে	৭২
প্রভাতী গাই হে বিগিনে পাখী	৭৭০	প্রত্যয় না হয় তারে	৭২
প্রভো কৃপা কর কুসন্তানে	৭৭২	পিরীতি পরম সুখ	৭৪
প্রভো দয়াময়	৭৭৪	পিরীতি বিচ্ছেদে দুখ	৭৫
প্রভো কোথা হে পাইব তুলনা	৭৭৮	প্রয়োজন তোমাত্তির আর	৭৬
প্রভাতী আরতি তাঁর, কর মনো	৭৭৯	পিরীতের রীত যে থাকিলে	৭৬
পাপে তনু জ্বলে যায়	৭৮১	পিরীতি কি রীত প্রাণ	৭৭
প্রাণ চায় ধারে	৭৮৯	পিরীতে এই ত লাভ হইল	৮০
প্রেমের দায় শেষে	৭৯০	পিরীতে কি সুখ সই	৮০
প্রাণের ব্যথায় প্রাণ কাঁদে	৭৯৩	পিরীতি প্রতি রয় মতি	৮১
পুতমজ্ঞ পাঠ শুদ্ধ	৭৯৯	প্রাণ জানত তুমি	৮১
পূর্ণ-পাপের বিষম	৮১২	প্রাণ কেমনে আইলে	৮১
প্রথম বধন বিয়ে হল	৮২৩	প্রেমজন প্রাণ আমার	৮১
পুরাণো হক ভাল হাজার	৮২৪	প্রাণ তুমি বুঝিলেনা আমার বাসনা	৮২
পারত জন্মনা কেউ,	৮২৫	প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর তুলিবে	৮৪
প্রভো জ্ঞানন করুণানিধান	৮২৮	পিরীতি এমন কেমনে সই	৮৪
প্রেম যে কি ধন কব কার	৮৩২	পিরীতি সুখের লোভে	৮৫
পৌর্ণমাসীশশি বেলো	৮৪৮	পিরীতের শুণাশুণ যদি জান সই	৮৫
প্রভু যেন কভু সংসারে	৮৫০	পিরীতে সখি এই সে হইল	৮৬
প্রবয়-শুভ্রলৈ প্রভু	৮৫১	প্রাণ তুমি জাননা যেমন	৮৬
প্রেম যে কি জায় কি	৮৬৭	পিরীতি না জানে সখি	৮৬
পাছে সে যাতনা পায়	৮৭৭	প্রাণ তুমি কার	৮৭
প্রেমো কোরে হলে	৮৭৭	পূজিব পিরীতি প্রেম	৮৯
পতি মলে হাতের বালা	৮৮১	প্রাণ সেই সে রসিক	৮৯
প্রাণ কার প্রেম আছে	৮৮৩	প্রাণ চাহলো প্রেমসী	৮৯
প্রেম পরশমনি	৮৮৮	প্রাণ তুমি প্রেমসিদ্ধ হয়ে	৯০
পুরা-পিরীতা পিঠালা	৮৯০	প্রাণ কেন এত রোব কর	৯০
প্রথম স্নমকো আরে	৮৯১	পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়	৯২
পিন্নালা না সাধ হোনে	৮৯২	পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ	৯২
পতিব্রতা সাধ্বী	৮৯২	পড়িলাম আমি তাহার নয়ন	৯৩
প্রেমের ভিখারিণী	৮৯২	পিরীতি তোমার সনে	৯৫
প্রেমের দাগ মাখা রাগ	৮৯২	পিরীতি করি প্রাণ	৯৭
প্রাণ কি চায় রে	৮৯০	পিরীতের জ্ঞান কি কহিব তোমারে	১০০
পতিতপাকী তারা	১৪	প্রেম নোর অতি প্রিয়	১০১

প্রিয় দূরশন হলে সহী	১০১	পকানন কিবে পকাননে গায়	২৪০
প্রাণ এখন মান কেহ করে কি কখন	১০২	পদ্মিনীর পদ্বনে বজ হয়ে আর	২৪৩
পিরীতি কি হয় যায়	১০৪	পুরাকালের কথা	২৬১
প্রবোধ কি আনে আশি	১০৪	প্রণয় মোর সাগর	২৭২
পিরীতি সমান নিধি	১০৫	প্রণয়ামি গগরাজ	২৭৩
পিরীতি-রতন নিধি-পাইল যে জন	১০৫	পরমায় পরম ধন,	২৭৪
পিরীতি রতন নিধি	১০৬	পাতকী চাতকী ওরে	২৭৪
এবল প্রতাপে বুকি প্রাণ	১০৭	পরিচয় কি দিব হে	২৭৭
প্রাণ যেমন করে কহিব কারে কে	১০৮	প্রেমিক লোকের স্বভাব	২৭৮
পিরীতি নাহি গোপনে থাকে	১১১	পাগলা মনরে আনন্দে	২২০
পড়িয়ে ভবসাগরে, ডুব মা তমুর তরী	১২৬	প্রথম মণি গুহার	২২৩
প্রার্থনা এই মা ভব অভয়পদকমলে করি	১২৯	প্রথমে আদি শিব	২২৩
শায়র জীব শিবে তুর কটাক্ষ করুণা	১৩০	পরমেশ্বর এক তুহি	২২৭
শাপানল লাগিলরে এ দেহ-কাননে	১৩৬	প্রভুজী আয়সো	২২৭
পরম পরম পরম কারণ	১৪৫	শায়র মত তুহ	১০১২
প্রবোধ অবোধ মন নামান প্রবোধ কেন	১৪৮	শিঙ বধু কমল	১০১২
প্রেমভক্তিতে সধি চারিটা ফল ফলে	১৫৭	পাইয়ে বলিরে	১০১৫
প্রাণ বেঁধেছে গো সহী	১৫৮	প্রেমের সংসারে	১০১৬
প্রেমোতে মজিয়ে চির দিন রব	১৬২	পিয়াসা না মিটিল	১০১৬
পরের মন্ত্রণায়, বাধ করে প্রেমের সাধ	১৬৫	প্রভাহীন প্রভাকর	১০১৭
প্রাণ তুমি আপনার নহ আমার হবে কি	১৬৬	পড়ে বাঁশী মুখ	১০২৩
প্রাণ রে প্রাণ	১৭০	প্রেম সরোবর	১০২৩
পূর্ণ বোল কলা, ষোড়শী বালা	১৭৪	প্রেমের বাণ ডেকেছে	১০২২
প্রেম স্থধী হব বলে সখী গো	১৭৫		
পোড়া মননের বস্ত্রণা প্রাণে আর সহ না	১৭৪		
প্রাণনাথ যোরে, সেজেছেন শঙ্করো	১৮২	ফ	
পিরীতি নগরে বিফলো সধি	১৮৮	ফুল কেন লাও কাছুর হাতে	৩৫৮
পিরীতে সই এমন বিরাজী হই	১৮৮	ফুল নে গো রাঙ্গদিনী	৩৭২
প্রাণ তুমি আর পথে এসো না	১৯৭	ফুলে ফুল খেলে	২৪৩
পূর্ববাসী বলে উমার মা	১৯৭	ফিরিয়া চাও মা অন্নগাভাণী	৬০
প্যারীর রাজত্ব-স্থপেতে আর কাজ নাই	২০১	ফেরো উজ্জ্বল, শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো না	১২২
প্রাণ যায় ! এ সময় একবার আশ্রয়কানাই	২১০	ফিরোনা ফিরোনা আজি	৬৪৭
প্রেম মন্ত চিত্ত,—যে ধন	২১৩	ফুটলো কলি ফুটলো আলি	৬২২
পত্রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে	২১৪	ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাস্মা সকলি	৭০৪
প্যারি, কারভরে আর গাঁথ হার বড়নে	২১৯	ফুরাল স্থপ-স্থপন	৫৬৩
প্রেমের উষর করে না বিনে ব্রজের রূপ	২২২	ফিরে ওলির বাসর নিয়ে	৫৬৯
প্রাণ যায় অন্তরায়।—প্রবোধ ঘটনে	২১৬	ফুটলো কলি নয়ন জল ঢেলে	৫৭৪
প্রাণ তো অন্ত হলো আজি আমার	২৩৫	ফুটেছে কমলকলি আপনি এসে ফুটলো	৫৭৫
		ফেরে হে নিমমণি	৫৮৯

ফুলটি বারে গেছে রে
 ফিরে আয় কানাই, তাই চলরে গৃহে
 ফিরে যাও কত মা
 ফিরে বাঁধ তার
 ফাটকে আটক রবনা
 ফেলে একবারে চলে
 ফুটেছে ফুলটা সাধের
 ফাগুন গড় থো

ব

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
 বহিরে হৃৎধর ভরা তরুণজীবনে
 বুধা এ জীবনভার কে আর বহিত
 বুধা কাজে মন, কেন
 বারে বারে জানাইব মনের
 বিরহ অনল আসি যখন
 বাসনা করিয়া মন কেন কর
 বড় গেল লেগেছে
 বুঝিনাত তোর রীতি কেমন
 বার বার যে হৃৎ
 বুঝি রাই মরে এবার
 বিরোধে বিরোধ
 ভ্রজরাজ গোচরিত্রণে
 বাঁশী শুনে আঁকুল প্রাণ
 বর্ষ গেল বুধা গেল, কিছুই করিনি হার
 বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী
 বাজিবে সখি বাঁশী বাজিবে
 বাজাওরে মোহন বাঁশী
 বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে
 বর্ষ গুই গেল চলে
 বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে
 বৈধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়
 বসন্ত আগল রে
 বাজিল কাহার বাঁশা, মধুর স্বরে
 বিশ্ব বাণীরবে বিশ্বজন মোহিছে
 বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে
 বড় ভালবাসি বর্ষা এমন ঋতু একটিও নয়
 বাজালী বড় মুক্তিমান

৬৩৯ বন্ধে মাতুরং ৬২৮
 ৪১১ বাঙরে শিশু বাজ এই রবে ৭০২
 ৮০১ বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি প্রাণ তরি ৭১৩
 ৮০৭ বজালী তুই যারে বাজালী ছেড়ে ৭১৫
 ৮৭৮ বাস্তাকলতরু নাম ৭১৮
 ৮২০ বঁধু র'ও র'ও ৭২৪
 ৮২৩ বনে যাই আমি মনোহর ৭২৫
 ২২৪ বুধা রে লক্ষণ করিয়ে যতন ৭২৫
 বাণাপাণি বাকুবাদিনি ৭২৬
 বাসনা এই মনে কাতরে জানাই— ৭৩০
 বদন ভোরে হরি হরি বল ৭৩৪
 বিজয়-বসন্তে আমি জীবনান্তে ৭৩৫
 বিজয়-বসন্ত আমার বড় হৃৎধর ধনরে ৭৩৫
 বড় আশায় আসা গোপাল ৭৩৮
 বল হরি বোল ৭৪৩
 বল তুই কেমন করে ৭৬৫
 বলে রাধি সকলকে ৭৬৭
 ৯৩৪ বাহা পূর্ণ কর মা শ্রাথা ইচ্ছাময়ী কলতরু ৫৫০
 ২৪০ বাজে গায় মলয়-মারুত ৫৫১
 ৯৪৫ বাসী হলো বনমালা, শেখ ওলো প্রাণসই ৫৫২
 ৯৫৭ বদলো অলি হলে ফুলের গায় ৫৬২
 ৯৫৮ বলে ফুল ফুলে ফুলে দে লো বঁধুর ৫৬২
 ৯৫৮ বিরহ বরণ ভাল একরকমে কেটে যায় ৫৬৭
 ৯৬০ বাবা সঙ্গে খেলে মা নেবে কোলে ৫৭১
 ৬৪৭ বনফুল-ভূষণ শ্রাম মুরলীধর ৫৭৩
 ৬৪৭ বল মা পূজা আজ হয় কেমনে ৫২৫
 ৬৫৪ বিনয় করি তাই অভিমান তাজিতে ৫২৭
 ৬৫৪ বিনয় করি শ্রাম, গৃহে ফিরে যাও ৫২৮
 ৬৫৫ বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনাতীরে ৫৭৮
 ৬৬২ বাঁধা পড়ি বারে বারে ৫৭৮
 ৬৬২ বাধা পায়ে সয়ল প্রাণে ৫৮২
 ৬৬২ বাঁকা শ্রাম বাজায় বাঁশী ৫৮৩
 ৬৭০ বুঝি ধরা দেছে নইলে কে ধরে ৫৮৭
 ৬৭০ ব্যাপি হল জল, অচল সচল, ৫৮৮
 ৬৭০ বিহগ-বিহগী অমুরগী ৫৯২
 ৬৭১ বলিস হৃদিন থাকতে হেথায় ৫৯৬
 ৬৮২ বিষম বিষয়ত্বা গেল না ৫৯৭
 ৬৮৬ বলিহারি তোমার চরিত্র মনোহর ৬১০

বিষয়-সুখে মন তৃপ্ত	৬১১	বিবহ সরসী কহে দিগ্‌বশে শিরতালে	৪৪০
বাশরী বাজাতে চাহি	৬২৪	বুঝালে যদি না বুঝি কে তবে বুঝাবে প্রাণ	৪৪০
ধু তেমায়ে করব রাজা	৬২৮	বল কি হবে জানাইলে দুঃখ তার	৪৪১
বঁধুয়া অসময়ে কেনেহে প্রকাশ	৬২৯	বুঝা গেলরে জীবন	৪৫১
বরিষ ধরা মাঝে	৬৩২	বিপদ কে বলে বিপদ	৪৫১
বলি গো সজনি,	৬৩০	বিহরে রণে কেরে বামা মুগেন্দ্র-বাহনে	৪৬০
বল গোলাপ মোরে বল	৬৩৫	বিরাজে কে নারী বারিতে না পারি	৪৬৮
বল তারে কথায় রাখিব কত টেলে	৬৮৫	বিষয়া এ কার নারী চিনিতে নারি	৪৬৮
বলি ধর ধনি, রাজনন্দিনি সন্ন্যাসিনীবেশ	৬৮৬	বসন্ত আইল পুন কত সুখ হায়রে	৪৭৪
বিধুমুখি, দুঃখ-কুসুমি হলে লো এখন	৬৮৭	বংশী মধুর বাজে	৪৭৫
বিধুমুখি উপায় কি করি তা বলনা	৬৮৯	বল কালাঁ তারা মহেশানী	৪৭৭
বল প্রিয়ে, কার মন রাখিবে কখন	৬৮৯	বিশাল তড়াগনীরে শোভে যথা	৪৮০
বসো প্রিয়ে, আসিয়ে এখন	৬৮৯	বাঁশী বাজায়োনা আর	৪৮০
বলগে যা সেই যোগিবরে	৬৯০	বিরলে বিজনবনে কে মা তুমি	৪৮২
বিদ্যা লাগি হব সন্ন্যাসী	৬৯২	বণিক বেশে এসে দেশে শেষে এই	৪৮৪
বঁধু আর মিছে সেধনা	৬৯৩	বুধায় জনম আমার অন নাই খেতে স্বরে	৪৮০
বিধুমুখি কখন কি ভাব নাহি	৬৯৩	বিঘ্নবিনাশন করীন্দ্র বদন	৪৮৫
বঁধু ঐথেবে প্রাণ কাঁদে	৬৯৪	বড়ই স্নেহপিপাসু কান্দালী	৪৯০
বিদায় দেহ প্রাণপ্রিয়ে	৬৯৪	বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে	৫০০
বসো বসো ও প্রাণেশ্বর	৬৯৫	বাগানের ফুল সেজে ফুলে	৫০৫
বলবো কি ঠাকুরানী	৬৯৬	বিদেশিনি বাঁধা ত্যাজিয়ে	৫০৫
বিদ্যা লো তোর কি আচরণ	৬৯৬	বল মা তারা একি ধারা	৫০৫
বল দেখিসো কুলমজানী কলঙ্কিনী	৬৯৭	বল গিরি এ দেহে কি প্রাণ রহে	২৭২
বলবে কি জননী আমি যে দুঃখে	৬৯৭	বারণ কর গো সই, আর বেন	২৭৬
বারে বারে তুমি ভেবনা কমলিনী	৪০০	বাঁধা ষার কাছে মন সেই মোর	২৮০
বিনোদ বিনোদ বিনোদ সাজে	৪১১	বারণ কে করে বলে সরল	২৮০
বেজোনা বেজোনা বংশী তুমি বন বন	৪১৫	বড় চতুর (ও) হয় যদি কোনজন	২৮০
বাঁশীর গানে এনে বনে,	৪১৬	বলো দেখি বিধুমুখি, আমারে কি	২৮১
বাঁধু ব্রত কর বুঝা ঘুরে মর	৪১৭	বুঝি প্রেমদায় ঘটিল রে আমার	২৮২
কুলাবনে একাসনে বিরাজিত দুইজনে	৪২২	বাধা নাহি মানে—মনে আর	২৮৩
বিপত্তিভঞ্জন হারি বিপৎ কালে কর	৪২৩	বল দেখি, সে কি ভুলিয়ে রবে	২৮৮
বল মা কেমনে তরি	৪২৬	বুন্দে কৈ গো কৈ কুদাবনচাঁদ	৩২২
বারংবার এলাম কতবার	৪২৬	বল্লভে সখি জলধর নয়	৩২৩
বচনে বিরহ-দুঃখ নাহি হয় নিবারণ	৪৩২	বড় বিপদ হয় হে মধুহৃদয় নাম নিলে	৩২৩
বার বার কত আর সহিব ধাতুনা	৪৩৩	বুন্দে যাই গো যাই	৩২৫
বিরহ দুঃখ করে কই	৪৩৪	ব্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি	৩২৭
কিঙ্করের এই ভাল সনা রাখে চেতন	৪৩৪	বসিলেন রাই সিংহাসনে	৩৪৫
বারে বারে মন তারে চায়	৪৩৪	বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে	৩৩৬

বলো তারে কারাগারে
 বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই
 বেণু কি ধনু কাহু
 বাঁধে একবার হরি বল
 বলব কি অধিক আর ভাই
 বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণহরি
 বলে উঠরে কানাই রে, ও তোর
 বিফলে দিন যায় রে বাঁধে
 বিদেশে ভূমি কে, এ বয়সে ভ্রমণ
 বোনপো থাকরে বাছা ধরে
 বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে
 বিদ্যা লো তোর এ নবযৌবন
 বল দেখি ভাবলে এখন সিঁতা হবে
 বাছা দাও দেখি হার লয়ে যাওয়া
 বল কি করে তা হবে
 বাচিনে বাচিনে প্রাণে, মরি মরি
 বল গো সখি বল, কিবা করি বল
 বাছা দেখেই বাহুমণি
 বাছা বলব কিরে আর
 বাছা শোনরে রতনমণি
 বিধুমুখি ওকথা বল অকারণ
 বিরহবেদনা স্থান্যো না
 বারে বারে ব্রাহ্মণ করি, পরে প্রণয়
 বিচ্ছেদ না থাকিলে, প্রেম কি
 বারে বারে ভূমি কত জ্বালাইবে আর
 বাঞ্ছিছে বৃন্দাবনের বনে
 বেঁচে আছে সেই কিশোরী
 বাঁশী কি বিষম
 বলো বলো উদ্ধব তारे
 বারে বারে ডাকি তোরে
 ব্রজবিত্তভঞ্জনচিহ্ন পরীক্ষা
 বিত্তর করুণাময়ি তনয়কাতরে
 বিপিনে বাজে বাঁশরী
 বিশ্বস্তরং বিশ্ববিশ্ববিনাশিনমু
 বল ও বৃন্দে, আর কি গোবিন্দে
 বিখ্যেবর শ্রীব্রজকিশোর, বাহুবল
 বৃন্দাবনে যনে বনে বিহার
 বলনা আমারে সখি কালিগে আমার

৩৩৬ বাঁশী বাজাওনা শ্রাম যাবে ৩০৭
 ৩৩৭ বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ প্রাণ, এত অহুচিত নয় ৩০৮
 ৩৩১ বাসনা বাসনা করে ভাল বাসিতে থাকে ৩১০
 ৩৪৯ বিরহবিচ্ছেদে বাঁচে যদি ৩২০
 ৩৫২ বিবাদ কেমনে হরে না হইলে বিবাদিত ৩১১
 ৩৩৮ বেগে আসিতেছে মদন, সহি, ৩১৪
 ৩৪৩ বসন্ত হইল রাজা সহি, ৩২৫
 ৩৬০ বিরহ-অনলে তনু হলো তো ভ্রমর ২১৭
 ৩৬৪ বিচ্ছেদ-তরুর মূলে কেন গো রাখে ৩১৯
 ৩৬৯ বসন্ত উদয় প্রাণসপি, আমার অন্তরে ৩১৩
 ৩৬৯ বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে ১৪২
 ৩৬৯ বিষয়বিশ্ব পানাসক্তে, তাহিলে জীবন ১৪৩
 ৩৬৯ বুঝি শ্রাম গোকুলে সখি ১৫২
 ৩৭১ ঐধু কোন ভাবে এ ভাবে দরশন ১৬২
 ৩৭৪ বল কার অমুরোধে ছিল প্রাণ ১৬২
 ৩৭৬ ঐধু কার, কখন মন রাখবে ১৬৪
 ৩৭৩ বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল ছিলাম ১৭৪
 ৩৭৪ বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্তে ব্রজেতে উদয় ১৭৬
 ৩৮০ বাঙ্খাফলদাত্রী, ভূধাত্রী ১৮৫
 ৩৮৪ ঐধুব বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ১৮৭
 ২৮৯ ব্রজে মাধবো এলনা কি হবে বলনা ১৮৯
 ২৯০ ব্রজে কি হৃদে যোরেছে কি দশা বটেছে ১৮৯
 ২৯০ বল উদ্ধব তোমার মনে আবার কি আছে ২৯২
 ২৯০ বুঝি নিবলো রাখে ২০০
 ২৯১ উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্কালিনী দেখালে ২০৫
 ২৯২ বোঝা গেলনা হরি তোমার কেমন করুণা ২০৬
 ২৯৩ ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই ২০৮
 ২৯৩ বলরাম রে, আজি মোর নীলমনি ধনে ২০৯
 ২৯৩ বাঁশীর রব শুনে কাণে ২১০
 ২৯৭ বেগে পায় না অন্ত, নামটী যায় অনন্ত ২১২
 ৩০০ বামভাগেতে শ্রামমোহিনী ২১৬
 ৩০১ বল হে নিদয়, নিশি কোথা বসিলে ২১৬
 ৩০৪ বৃন্দে গো, কেশবের বিচ্ছেদ কেসব ২১৭
 ৩০৪ বল বৃন্দে হে, প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ ২১৮
 ৩০৪ ঐধু হে, পরাধিনী নারীর বেশ তোমারে ২১৮
 ৩০৬ বল দেখিগে শুকসারি ২২০
 ৩০৬ বিরাজে ব্রজে রাখা শ্রামে ২২০
 ৩০৬ বধে রাখায় প্রাণ এলে কালাচাঁপ ২২১

বল, দু'ধিক কেমনে রাখিবে কানাই,	২২১	বরিষে ঘন চাউকী	৮১
বিরাজে ব্রজে রাধা শ্রামে	২২৩	বলনা কেমনে রহিব সহী	৮৪
বসিলেন কোলেতে হরি নন্দর	২২৫	বিরহেতে মরি হে বিধি	৮৮
বিশ্বরূপ-রূপ-হরিয়ে অন্তরে	২২৯	বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে	৯৪
বসিলেন যোগে যোগ-সাধনে	২৩৩	বারে বারে এবারে	৯৪
বাঁধা কিছু পূর্ণ হবে হয় হর মহিষি	২৩৮	বিধি দিলে যদি	৯৫
বসিলেন মা হেমবরনী	১৩৯	বিরস তাজিয়ে ওলো, হরিষে হাসনা	৯৬
বুঝি কুলশীল রাখা হোল দায়	২৪২	বিরহ-যাতনা, স্তনের সজনি সহেনা	৯৭
বল হে কার ভাবে কি ভাবের	২৪২	বোধ না হইলে ভ্রম	৯৮
বধিও না, নন্দর নলিনীর	২৪৪	বিচ্ছেদ-যাতনা অতিশয়	১০২
বামারে কেউ পারে রে চিন্তে	২৪৫	বোকা গেল না হরি, কেমন তোমার	১১৫
ব্রহ্মাণী ভবানী সে বাণী	২৪৭	বুঝিছি মনেতে রমণীর প্রেম কেবল ধন	১১৬
বন্ধনাতে তোর আমার	২৫৩	বুঝনা মন বুঝাইলে পরমার্থ না চিন্তিলে	১২৫
বন্দে ত্রৈলোক্য দেবকীচরণম্	৩	বিবদনা কার বামা, নবজলধরবরী শ্রামা	১২৭
বল মা পাড়াই কোথা	৪	বিবিধ-হুং-অর্দ্ধিত কাতর জনে	১২৭
বড়াই কর কিসে গো মা	১৭	বারে বারে ভ্রমিব কি মা আপনি মজিয়ে	১২৮
বল ইহার কি ভাব নয়নে ঝরে	৩২	বলিব তারিণী তার মোরে তারিণি শিবে	১৩০
ব্রুমা ও কে এলোকেশে	৩৭	বল কি হবে মা দুঃশয় তনয়ের উপায়	১৩৫
বম্ বম্ বম্ ভোল	৪৬	বিশ্বরূপরূপ রূপ নিরূপম কি রূপ সুন্দর	১৩৬
বাসনাতে দাও আগুন জ্বলে	৫২	বিগতবিশেষণ জনিতাশেষণ	১৪১
বল দেখি ভাই কি হয় মনে	৫২	বিভাবরী বিরাজিছে উন্মীলি	৭৭৪
বড় আনন্দ উদয়	৫৫	বুখা জন্ম নিলাম ভবে	৭৭৯
বিধি মোরে লাগিল রে বাদে	৫৭	বাঁধাকল্লতরু প্রভু দারিদ্র্যভঞ্জন	৭৮০
বড় রসিনা নাগর হে	৬২	বৈধে রাখ প্রসাদে তোমার চরণে	৭৮৬
বিনয়ের বশ যদি	৬৬	বল আমার বল গগনের চাঁদ	৭৮৯
বিষম হইল সখি	৭০	বলিহারি হরি তোমার করুণায়	৭৯৫
বদন শরদশলী	৭০	ব্যথাহারী বলে হরি	৭৯৮
বল না আমারে সহী	৭১	ব্যথা না পেলে	৭৯৮
বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ	৭১	ব্যথা ব্যথা চেপে রাখা	৭৯৯
বসন্ত ঋতু আইল, আইল হুখ প্রবল	৭৪	বহু বিরহের পরে	৮০২
বিনদিয়ে অনাদরে	৭৪	বড় গাধ মা তোমার	৮৯৪
বিচ্ছেদে যে কতি তার অধিক মিলনে	৭৫	বুঝিছি মা বাণী কি	৮৮৮
বিধুযুগে মুহু হাসি, ভালবাসি প্রাণ	৭৬	বিলেত দেশটা মাটির	৮২৬
বিরহ যাতনা সখি রে,	৭৮	বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ টাপ	৮২৭
বিরহযন্ত্রণা প্রাণ ভুজি	৭৮	বেলা যে আর নাহিরে	৮৩৭
বল দেখি তার কতি ইথে হবে	৭৭	বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে	৮৩৯
বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন	৭৯	বহিছে জীবনশ্রোত	৮৪০
বুঝিলাম এত দিনে	৭৯	বাঁশের দোলাতে উঠে	৮৫৬

বলরে বলরে বলরে
 ব্রহ্ম নাম কি মধুর
 বিনাশ বিনাশ মন
 বিচিত্র করিতে গৃহ
 বোলোনা বোলোনা
 বাটের মুখের খাঁটি দুধ
 বল বল মা ত্রিনয়নে
 বাজে কাজে মিনসেকে আর
 বধুনা না মিটিল পিয়াস
 বিয়ের ব্যাপার সব দেশে
 বিদেশী বধু স্বদেশিনী
 বিবাদ করে প্রাণে মানে
 বন কুসুমিত, কুঞ্জ
 বম্ব বম্ব বম্ব
 বুধা দিন গেল রে
 বোল না বোল না
 বুধা দিন গেল
 বিধি ধা লিখে ললাটে
 বড় হুস্তখেতে গেল মা চিরদিন
 বার বার কঁছ
 ব্রহ্মনাথ বোলাওত
 বাজত বসন্ত আঁওর
 বিদায় সেই সব
 বর খো কঁছ
 বরজ কিশোরী
 বিদ্যাধর গুণী
 বংশীধর পিনাকর
 বে হৈবা মান
 বড় সাধে মনের
 বুঝি না মা
 বুঝলু রে মন
 বাঁশী বাজিল আবার
 বাঁশী বাজিল না
 বাজার হুন্ডা কিতা
 বস মম হৃদি
 বিশ্বরাজ হে আমার

ত

তখন আনন্দ সুখাপান

৮৬১	ভারতবর্ষ কীর্তন করিয়ে	৯০৩
ঐ	ভারত যো দীন সে দীন	৯০৪
৮৮১	ভজ শ্রামাপদ ঘুচিবে বিপদ	৯০৫
ঐ	ভারত হুঃখিনী আমি	৯০৮
৮৭৬	ভুবনমোহন রূপ দেখিতে	৯১৭
৮৮৪	ভক্তিতাবে ডাকুলে মায়ে	৯২০
৮৮৫	ভাল বেসে ভাল কাঁদালে	৯৫০
৮৮৫	প্রাতঃ পরিহর বৈকল্য	৯৫৬
৮৯১	ভয় হয় পাছে তব নামে আমি	৬০৭
৮৯১	ভাল বেসে দুখ সেও সুখ	৬৫৫
৮৯১	ভয় হতে তব স্তম্ভন মাঝে নতন দাও হে	৬৭২
৮৭৬	ভালবেসে সখি নিভুতে যতনে	৬৭২
৯৭১	ভোর ভেল গাও এ নরনারী	৬৮৯
৯৭৩	ভারতীর আর্ধ্য নাম এধনো ধরায়	৬৯০
৯৭৯	ভাবছি তোমায় ভাবের ভাবে	৬৯৬
৯৮৩	ভ্রমরে বিশ্বাস করে	৬৯৭
৯৮৪	ভাবনা কি মন দিনে হয় দিন অন্ত	৭২৮
৯৮৮	ভাব মন শবাসনারে	৭২৮
৯৯০	ভাব রে মন শমনদমন কারণ	৭৩৩
৯৯১	ভক্তি বই কি হরি মিলে	৭৩৭
৯৯১	ভবে যে ভাবে যে ভাবে	৭৪০
৯৯৭	ভারত অঙ্ককার এত দিনে	৭৫৫
৯৯৮	ভয় কি শমন তোরে	৭৬৩
৩৯৮	ভালবাসি বিভূতি তোমায়	৫৫৮
৯০৯	ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়	৫৭২
১০০৬	ভালবাসি তাই বসি এখায়	৫৭৩
১০০৭	ভুলো না কথায় ভুলনা	৫৭৩
৯৯৬	ভূতনাথ তব ভৈরব শঙ্কর	৫৭৪
১০১০	তাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন	৫২৫
১০১০	ভকত রঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন, গৃহে জনার্দন	৫২৯
১০১২	ভাস্কর্য্যন বোড়া দিতে,	৫৩০
১০১৬	ভাব সেই অন্তরচরণ	৫৩১
১০১৬	ভারতগুণানামাঝে আমিযে বিধবা বালা	৫৩৮
৭০২৫	ভারতনারীর ললা ভাবিতে প্রাণ বিদরে	৫৩৯
১০২৭	ভক্ত আমার হৃদয়নিধি	৫৮৫
১০২৮	ভুবনমোহিনী নেহার নন্দিনী	৫৮৫
	জেবো না জেবো না কমলিনী	৫৮৬
	ভীমা রণরঙ্গিণি মা	৫৯১

ভ্রমর বিষয়-মন নলিনী	৫৯৯	ভোলা মন কি করিতে কি করিলি	৫০৯
ভুবনভিলক যেই রাখে	৬০১	ভেবে ত দেখেনা কেউ কত যে টেট	৫০৯
ভালবেসে যদি স্থখ নাহি	৬১৮	ভাব মন দিবানিশি অবিনাশী	৫১১
ভাল বাসিলে যদি	৬২১	ভৈরোঁ আইল, মায়া পলাইল	২৬৫
ভাল সেবেছিলি হর	৩৯০	ভাইরে স্থবল বলরে স্থবল	২৬৭
ভাল ধ্বজা দিলিলো তুলে	৩৯০	ভানু উদয়ে নন্দালয়ে, শ্রীদাম	২৭৩
ভাল বিদ্যা ভাল ভাল ভাল	৩৯৭	ভাল-বাসিবে বলে ভাল বাসিনা	২৮৪
ভাগ্যে এমন হবে জানিনে আগে	৩৯৭	ভালবাসার হলো কেবল	২৮৫
ভাস্করো না তোর মায়ায় ঘুম	৪০১	ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ যায় । আর	২৮৭
ভগ্ন খাঁচার বিরক্ত হয় প্রাণ পাখী	৪০২	ভালবাসা ভালই ভাবি মনে	২৮৮
ভব-পার-কর্ণধার তুমিত আপনি	৪১০	ভাব যে দহি এনয় যে দহি	৩৪৮
ভবব্যাদির মহৌষধি বাবা বৈদ্যনাথ	৪১৭	ভব দ্বারা তবে তার-নাম শুনি	৩৫৪
ভাব মন তাঁরে	৪২০	ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার	৩৬৪
ভক্তধীন সেই ভগবান	৪২৬	ভাল এলি সকাল বেলা	৩৭২
ভয় কিরে ভাস্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল	৪৩১	ভাল ভাল ভাল শুনে প্রাণ	৩৮২
ভালবাসা আশা ভাল দিয়েছিলে প্রাণ	৪০০	ভোলা সে কি কথার কথা	৩৮৪
ভালুতাপে তর্পিত ধরণী	৪৩৯	ভালবাস ভালবাসি, লোকে মন্দ বলে	২৯০
ভাবিয়ে ভাবিয়ে সই কি হলো	৪৩৯	ভালবাসি বলে কি রে আসিতে ভাল	২৯১
ভালবাসি বলে কি প্রাণ আসিতে ভাল	৪৪২	ভাবনা কেন মন	২৯৬
ভবছাদিরুহরাজে যে রমণী যুগরাজে	৪৪৫	ভবভয়বারণ হে	২৯৯
ভাঙবিভোলা ভোলানাথ	৪৪৭	ভববারিধি পার	২৯৮
ভাস্ত অশাস্ত নর কত না পায় অস্ত	৪৫১	ভাবি কথা মম বৃন্দা বিপিনবিলাসম্	৩০০
ভুবনেশী মার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা	৪৫৫	ভাব ভাব না সদা সদাশিবের রূপ	৩০৭
ভাব সেই পরমেশ্বরী	৪৫৬	ভ্রমর আর কেন ভ্রমেতে কর ভ্রমণ	৩০৮
ভাবরে শান্তবী বিদ্যা গোপন সরোজ	৪৫৮	ভুলালে প্রথমে রূপে এছই নয়ন	৩১০
ভবে সেই পরমানন্দ	৪৬১	ভাবনা কালী ভাবনা কিবা	৫
ভুবন ভুলালে রে কার রমণী	৪৬২	ভবের আশা খেলব পাশা	৭
ভিন্নাঞ্জনচরপ্রভা কেও সিংহবাহিনী	৪৬৮	ভাব কি ভেবে পরাণ গেল	২১
ভ্রমরা নব মিলনে ছিলে সে কালে	৪৭৪	ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়	২৮
ভক্ত রাখাকান্ত বংশীধারী	৪৭৮	ভূতের বেগার খাটব কত	৩০
ভাবী হতে এক বর্ণ অতীত হইল হরি	৪৯০	ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে	৩০
ভালবাসা বড় খাদা লোভে মেশা	৪৯০	ভবে আর জন্ম হবে না	৩১
ভ্রম খেলা পাতিবারে হইয়া	৪৯০	ভাল নাই মোর কোন কালে	৪১
ভারতে ভীকৃতা কেন, যথা ভারত-আখ্যান	৪৯১	ভবসংসারভিতরে ভব ভবানী বিহরে	৫৫
ভাবিতে ভাবিয়ে মন কেনরে সংশয়	৪৯৫	ভুলনায়ে গুরে নর	৫৯
ভুবন ভুলালে হরি নীলার ছলেতে	৪৯৫	ভবানী বাণী বল একবার	৫৯
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে	৪৯৮	ভয় হবে রাগ নিম্ন করোনা	৬৬
ভাবিতে যতন করি তার	৫০২	ভাবিতেছিলাম যারে সেই আমি	৬৯

ভালত ভুলালে প্রাণ, বিনয় ছলেতে	৮৭	ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই	৮৭৪
ভ্রমররে কেনে মিছে	৯১	ভেকনিয়ে এক	৮৭৯
ভবসিদ্ধিমাঝে কি শোভে রে ভবানী	১২৬	ভক্ত নাই আমাদের	৮৮০
ভীমান্বিতা নিবিড়নীরপবরণী	১৩১	ভালবাসে তাই ভাল বাসিতে	৮৮৬
ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী	১৩৯	ভাল যদি বাস হে	৮৮৮
ভবে বসে, মদনান্তক রমণী মম মানসে	১৩৯	ভালবাসা ভুলি কেমনে	৮৯১
ভাব সেই একে	১৪১	ভাব মন অধমতারণ সত্য শরণ	৮৯৯
ভয় করিলে বারে না থাকে অস্ত্রের ভয়	১৪৩	ভোর হইল, জগত	৯৬৮
ভুল-না নিবান কাল, পাতিয়াছে কল্মজাল	১৪৪	ভাগীরথি কর গতি	৯৭৩
ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সেই	১৯৭	ভক্তিভাবে ডাকুমে	৯৮০
ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীয়ে	২২৭	ভক্তিভাবে ডাকুলে আমি	৯৮৭
ভজ পরমাধরে মন, পরমাখের কারণ	২১৮	ভলাবে জুটি ধোর	৯৯৬
ভবে তার কারে ভয়	২২৮	ভোর ভয়ে	১০০৩
ভব-সঙ্কটেতে তরি কেমনে	২২৯	ভরসা তোমার নাথ	১০১১
ভক্তাধীন চিরদিন আমি এতিন সংসারে	২২৯	ভব পথ সচল	১০৭১
ভানুজ-ভরহারী রাম অনুজ সহ	২৩৪	ভবের খেলায়	১০২১
ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী	২৪৩	ভারত নারীর দশা	১০৩০
ভাব নবজলধর-বরণীয়ে	২৪৭	ভাই সব দেখ চেয়ে	
ভাব কি ভাবনা মন	২৪৮		
ভাব নির্বিকার নিত্য নিরঞ্জন	২৫০		
ভ্রমরে মন তারা তোমারই বশে	২৫৫	মন যেন তুই নাগর	৮৯৮
ভবাধরকর্ণধার, পার কর কাতরে	৭৭১	মা তার মোরে শঙ্করি	৯০০
ভবভরনাশনে ডাকরে ডাক ত্রাহি	৭৮১	মুক্ত কর মোরে মুক্তকেশি	৯০১
ভাল করিলে গো মন ভুলিয়া তাঁহারে	৭৮০	মা কালদারা কাতরে কর মা	৯০১
ভেবেছ কি এই ভবে চিরদিন	৭৮৬	মনরে তোর কি বিবেচনা	৯০৪
ভবে এসে হায় কি পিয়াসে	৭৮৭	মা বলে ডাকিলে পরে	৯০৬
ভক্ত ব্যথা পেয়ে	৭৯৫	(মন) একি ভ্রম তোমার	৯১৪
ভাল করে আঁখি ভরে	৮০২	মহাভাবের উঠেছে	৯১৭
ভাল এসেছ গো তারা	৮০৫	মা আমার থাকিতে	৯১৯
ভাল আছ হৃথে আছ	৮৩৫	মন ডাকুলে পাবেনা তারে	৯২১
ভোর হ'ল গো হের-রাণী	৮৩৬	মধুর নিধুবনে গোপের	৯২২
ভ্রান্তিতে শান্তি আমার	৮৫৩	মরম-বেদনা মন কারও	৯২৫
ভব পারের তরি ভোদের	৮৫৯	মিছে মরচো কেন বকে	৯৩৮
ভজ মন, হরশঙ্কর বিবেখর	৮৬৩	মধু উছলে উঠে	৯৪০
ভ্রবে খেলা কত খেলাই	৮৬৬	মধুখতু মধু	৯৪৪
ভবের বাঁশবাঁজি করে	৮৭৮	মন কারে বলয়ে আপন	৯৪৮
ভুলনা ভুলনা মন নিত্য	৮৬৯	মন কবে সেবিবে কালী	৯৪৮
ভববাঁশিধ্বনি	৮৭০	মন যাবে শমনআবাসে	৯৪৮

মন শয়নে স্বপনে বল কালা	৯৫০	মিল আঁধি চিড়িয়া মিঠিবোলে ।	৫৬৫
মা, আমি তোর কি করেছি	৬৫৫	মা আমার ভক্ত বই আর জানেনা	৫৬৭
মোরা জলে স্থলে কতই ছলে মায়াজলে	৬৫৫	মন-দুখ স্তন বাহিনী	৫৬৯
মম যৌবন-নিকুঞ্জে গায়ে পাখী	৬৭১	মনের মত রতন যদি পাই	৫৭৫
মানিত্ব মানিত্ব হার তোর ফাঁদে সখি	৬৭৯	মিনসে যদি মায়া যায়, ভাবছি তাই	৫৭৬
মাগো তোর নয়নের জলে	৬৮৫	মরি হর বামে গৌরী বসি	৫১৩
মগ্ন রজনী, আও সজনি	৬৯৬	মা কি আমার ছেড়ে গেলি	৫২২
মেঘ দরশনে হায়	৬৯৮	মা, আমার দেহপীঠে	৫২৪
মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী	৬৯৯	মিছে মানে আর মজোনা মানিনি	৫২৬
মা মা, কৈশোরকালখায় মা	৭১০	মরি যুগলরূপে ভুবন ভুলায়	৫৩২
মা আমারে কর কোলে	৭১২	মরি কিবা মুরতি ভীষণ	৫৪০
মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়	৭১৪	মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে	৫৭৮
মনোহুঃ কব কায়	৭১৪	মন আমার বোঝনা মানে	৫৭৮
মেল ভক্ত মেল ভক্ত কুলীন সবে	৭১৬	মরমে আছি মরে মনের কথা কইনেকারে	৫৮৬
মা আমার অন্তরে আগ গো	৭২৬	মনের মত নয়ত পোড়া মন	৫৮৬
মা কেন তোমার আগমন রূপে	৭২৯	মালা শুকাল সইলো সেত এলনা	৫৮৭
মন কি খেলা খেলিছ	৭৩২	মাগো ঘুমোয়না আর	৫৮৮
মনে কি পড়েছে তোমার	৭৩২	মগন রহে। মোরা ভাই	৫৯১
মুদে নয়ন ধরায় শয়ন কেন	৭৩৩	মন তো কই মনের মত পেলনা	৫৯৩
মা তোমা ব্যতীত	৭৩৮	মলিন পঙ্কিল মনে	৬০২
মরিরে রে শ্রী কুমার আমার	৭৩৯	মলিন মুখচন্দ্রমা	৬০৮
মায়ের খেলা মূলুক	৭৪৯	মিলে সব ভারত সন্তান	৬১২
মা আমার আল	৭৫২	মেঘেরা চলে চলে যায়	৬২৪
মরি মরি সখি	৭৫৩	মাকো মাকো তব দেখা পাই	৬২৬
মন তুই কি সাহসে	৭৫৯	মধুর মিলন	৬২৮
মোরা কেন বিষ	৭৫৯	মনে রয়ে গেল মনের কথা	৬৩০
মন চল নিজ নিকেতনে	৭৬০	মরণেরে তুই মম শ্রাম-সমান	৬৩৯
মন তুমি বেলাঙনা	৭৬৩	মধুর বসন্ত এসেছে	৬২০
মিছে আর কেন এলে যে জালাতে	৫৪৬	মরি মরি, ঠেকিছু কি দায়	৬৮৫
মরি কি সাধের উপবন	৫৫২	মিছে ভাব অনিত্য নিরুত্ত সে ভাবনা	৬৮৬
মরি কুচ নয়নে খোঁচা যারে প্রাণে	৫৫৭	মুখে মধু হৃদে ক্ষুরের ধার, ওলো অবলার	৬৮৮
মুড় চুড়-চুড় হর ভোলা	৫৬৭	মনে ছিল যে বাসনা	৬৯১
মনের কথা মন কি জানে সই	৫৫৮	মান ত্যজ ও মানিনি, বাহিনী	৬৯৩
মন সগা চায় আপন বিলাস	৫৫৮	মরি মরি হলো এ কি দায়	৬৯৩
মন কেড়েনে দেখ গো পালায়	৫৫৯	মনের সাথে কুসুমশয্যা বাসর সাজায়	৬৯৫
মন বোঝেনা মনের কথা বুঝিয়ে দেয়লো	৫৬০	মা গো মা এর কিছুই জানিনে	৬৯৬
মা আমার এ কোন দেশী বিচার	৫৬১	মরি মরি গুরুগুরুনা এ সহ্য মা	৬৯৭
মা আমার দিন কাটালি, মূল ধোয়ালি,	৫৬২	মরি এই ছিল লগাটে	৬৯৮

মরি মরি এত শুণ তোমার	৩৯৮	মনতাঁড়ি কি বুনতে এলি তাঁত	৫১০
মরি মরি এ কিয়ে প্রমাদ	ঐ	মন না বিবেক হলে ভেঁক লইলে	৫১১
হারাজ্ঞ অবিচার করোনা	৩৯৯	মন, চল শ্রামা মার নিকটে	২৫৭
মুখ বলে, কলের বলে	৪০২	মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে	২৫৭
মন প্রাণ দিয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে	৪১৬	মন পথনের নৌকা বটে বেয়ে	ঐ
মিছে দিন গেল বয়ে	৪২০	মন-গরিবের কি দোষ আছে	২৫৮
মানিনি বো তারি কি মান শোভা	৪২৩	মঞ্জিল মন-ভ্রমর	২৬১
মন তুমি আর দুমাইওনা	৪২৮	মা মোরে লয়ে চল ভব	২৬০
মন-বারণ না মানে বারণ, যাইতে	৪৩১	মরি হায় গো সখি! এই ত	২৬৭
মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার	৪৩২	মিলনের সুখোদয় যখন হয়	২৮০
মন যে মানে না নিষেধ	৪৩৩	মন কেমনে সুখে রবে	ঐ
মনেয়ে বুঝাব কত মন তারি অনুগত	৪৩৩	মন ধার পীরিতে মজেছে	২৮২
মন যে মানে না নিষেধ	৪৩৪	মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার	২৮৩
মন নিকীর্ণ নগরে যদি রবে	৪৪৫	মান করেছিলাম তায় পরে	২৮২
মনোযোগে মনোযোগ করহে সাধন	৪৫০	মনের কথা প্রকাশিয়ে সবাই	২৮৫
মন শোধন সাধন কর সততন	৪৫১	মান ক'রে এ মান গেল, আর	২৮৭
মনজেল মন্ডেল চল চলে তাই	৪৫৩	মিলন না হতে সই, আগে	২৮৮
মঙ্গল সাধনা কর ভাবিয়া মঙ্গলময়	৪৫৩	মন অভিনাষ যদি মনে নিবারণ	ঐ
মদনমথনমনোহারিণী	৪৫৫	মুখ দেখে বে চন্দ্রমুখী, তুমি যে অছ বিমুখী	৩২৭
মুক্ত কর মুক্তকেশী মুখ তুলে চেয়ে	৪৫৫	মরি কি লিখন তোমার	৩২৮
মন তুমি এ কাল মেয়ে	৪৫৬	মিছে কেন কার ভরে আর গাঁথ হার	ঐ
মন যদি মোর ভুলে	৪৬১	মায়ারথ, যাও রথে	৩৩৬
মহামেষপ্রভা দেয়ী লোলকিহ্না	৪৪৮	মিছামিছি, পাঠাপাঠি	৩৩০
মিছে ভালবাসা মনের আশা	৪৭২	মরি হায় হায় শুনে হাঁসি পায়	৪৩২
মরি মরি আজ হেরি কি মাধুরী	৪৭২	মোহন চূড়া লাগে পায়	৩৫০
মধুর বসন্ত আগমনে	৪৭৩	মথুরা নগরী বস্তু নাগর হেরে নরনে	২৪০
মনে বুকে দেখনা এমন সহজ	৪৭৫	মরি মরি একি মনোহর, হেরি	৩৬৩
মহিমা নামেরই কেবা জানে	৪৭৫	মরি মরি আর হেরেছে সই	ঐ
মুক্তিবিধারিনী মাহেশ	৪৭৮	মাসি মাসি বলিয়ে কেন বিষ	৩৬৫
মনে স্থির করেছিলি চির দিন সুখে বাবে	৪৯০	মাসি চল চল যাইবেন	৩৬৬
মা বলে তোরে ডাকিলে জুড়াবে	৪৮৮	মাসি কও দেখি আমারে	৩৬৬
মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ শুষ্করে সন্ধনে	৪৯২	মাসি যাও তবে বাজারে	ঐ
মনে বুকে দেখনা	৪৯৩	মাসি দেখে কি আর বল	৩৬৭
মদনমোহন মুরলী বদন	৪৯৬	মাসি ও কথা বলো না	৩৬৭
মিছে সুখ মিছে শোভা মিছে ভাল	৫০০	মাসি কত দেখি আমারে	৩৬৭
মন যে তোমারে চাহে তোমারি সে শুণে	৫০২	মাসি ধন্ত গো তোমারে	৩৬৮
মানিলাম হৃৎ তুমি বড় লোক তবে	৫০৩	মালকে ফুল কে করে চুরী	৩৬৮
মা বলে কাঁদিলে ছেলে জননীর কি	৫০৭	মনাঙ্গন অলছে প্রাণে	৩৬৮

মাসি আর ভূলাবে কত	৩৭০	মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি	১০৭
মাসি কি বলিতে পারি	৩৭১	মহিমমর্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল	১২৪
মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে	৩৭২	মা কে চিহ্নের সময়ে কালকামিনী	১২৫
মাদি কি দিব তোরে	৩৭৭	মা তব চরণ ছুখানি শোভে বিচিত্র তরঙ্গী	১২৭
মাসি ভরসা দিলে ভার	৩৭৮	মনোমথমখন-মোহিনী	১১৭
মানী তোমার মন্ত্রণা পাওয়া ভাল	৩৭৮	মা কত কর বিড়ম্বনা	১২৬
মাসি তোমার অসাধ্য আছে কিবা	৩৭৮	মন-মধুকর হরিপদ পঙ্কজ-মধুপানে মজ	১২৮
মরি মরি সহচরি কি করি উপায়	৩৭৯	ময়ি পামর জনে নিজগুণে তারিণি উদ্ধার	১২৯
মাসি এমন কথা কেন বললে	৩৮১	মা যোগমায়া, যোগেশজায়া, যোগযুক্ত	১৩০
মিছে কেন বিবাদ করা,	৩৮৩	মা হেরস্বজননী	১৩১
মাসি আর কবে কি হবে	৪৮৪	মা আমি বিবিধ যন্ত্রণায় ভূগী	১৩৩
মনে মনে মনেরে বুঝাইয়ে	২৮৯	মৃগরাজোপরি বিহরে কে সময়ে	১৩৩
মনে কত সাধ করে রে	২৯১	মা একি তব করুণার রীত	১৩৪
মনের মানস যদি সকল নাহিক	ঐ	মন-বুদ্ধির-অগগোর নিরঞ্জন নিরাকার	১৩৬
মনে করি ভাবিনা, সেই শঠ নটবরে	২৯৩	মানিলাম হও তুমি পরম হৃদয়	১৪১
মন চিন্তায় ব্রজমঞ্জুকুণ্ডলগত	৩০০	মনে কর শেষের সে দিন ভস্মকর,	১৪২
মধুমখন হে মুরারে ভব তরে	৩০০	মনে যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে	১৪৩
মা বিনে কি জানে অস্ত্রে	৩০৩	মন এ কি ভ্রান্তি তোমার	১৪৪
মোহন মন মোহিল সখি যোর	৩০৬	মা ! মনে যত আশা করি নাহি পূর্ণ হয়	১৪৫
মন যে কেমন করে কেমনে কহিব কারে	৩১০	মন কি ভুলে ভুলিয়াছ	১৪৫
মন যে মনের মত হল না আমার	ঐ	মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই	১৪৬
মনের কথা সেই এমন অরি	৩১৩	মান করে মান রাখতে পারি না	১৫৭
মনের নয়নে ও সেই, মজালে আমারে	ঐ	মনের মিলনে মনে থাকবে দুজনে	১৬০
মম হৃদয়কমল নাথ দেখে বিকসিত	৩১৫	মনে রইল সেই মনের বেদনা	১৬৬
মরিলে শ্রামেরে যেন সেই পাই তা করিত	৩১৭	মনো জ্বলে, মনো অনলে	১৯০
মান সরোবর রাখ, নিশিতে কি প্রয়োজন	৩১৮	মা ! হারান্যাতা তারা	১৯৬
মম নয়ননীরদ করে বরিষণ	৩২০	মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ করে রাই	২০৪
মনেতে বুঝিয়ে দেখ,	২৪	মম মানস সদা ভজ, বিজ চরণ পঙ্কজ	২০৮
মনের বাসনা সেই,	২৪	মূলের লিখন জানি আমি	২১৪
মানিনী মানেতে রহিলে তুমি	১০০	ময়ি হায় হায় শুনে হাসি পায়	২১৮
মনে করি বারে বারে	১০০	মা, আজি কর ত্রাণ কাতর সন্তান	২২৫
মৃগনয়নী তুমি ভাবিতেছ কেন	১০১	মধুর কৃষ্ণধ্বনি ক্রে শুনায় গো সেই	২২৭
মলিন কি হৃদয়	১০১	মাধবের নিদ্দি নীলাঞ্জন নীরদবরণ	২২৮
মন-অভিলাষ যদি	১০২	মা তারিণি তাপহারিনি,	২৩৭
মিলনের সাধু বুঝি	১০৪	মন ভাবয়ে গণপতি	২৪২
মনে মনে উপাঙ্গিলে ডরে	১০৪	মরি রে রাম কোমল নাম	২৪২
মল্লকরে ডর করিছ কেমনে	১০৫	মা হুতার একি ভাব গো	২৪২
মনের যে আশা যদি ওতা না পরিত	১০৭	মজ মন মজমজাণী মজিগণ মজাণ	২০০

মিছে কেন বিবাদ করা	২৪৩	মিলনে যতেক সুখ,	৭০
দিয়ে অরসিক মরি	২৪৩	মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী	৭১
যারে নাম মন্ত্র জপ কর	২৪৪	মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ	৭১
নাম, গণেশ ভাবনা	২৪৪	মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে	৭১
না, সেদিন প্রভাত হবে কবে	২৪৭	মন্ত্রাচরণ কর স্বাগণ	৭০
ন কেন এখন হুংখ পেয়ে রোদন কর	২৪৮	মনের বাসনা সই	৭৩
নয় মানস শুক পাখী	২৫০	মনে করি ভুলে তোরে	৭৩
মন রে বিপদে ত্রাণ আর	২৫০	মিছে অনুযোগ সই লো	৭৪
না আমারে তারিতে হবে	২৫১	মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার	৭৬
মা আমি গো তোমার অকৃতি তনয়	২৫২	মান অপমান কিছু করো না মনে	৭৬
মানবদেহ পেয়েছিলাম ভবে	২৫৪	মন চকল হলে সাধিলে কি হবে	৭৭
মা তব চরণাঙ্গুজ হেরিয়ে জীবন	২৫৫	মন তোয় মোর একই স্বভাব	৭৯
মন, ভয়ে ভুলেছ কেন	২৫৬	মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ	৭৯
মোহিনী আশা বাসা	৩৩	মধুকর তব প্রাণ কমলিনী	৮০
মা কত নাচগো রণে	৩৪	মন তোরে মনে মনে করে কি মনে	৮২
মা বলে ডাকিস নায়ে মন	৩৬	মান তাপে তাপিত প্রাণ	৮৮
মরি ও রমণী কি রণ করে	৩৮	মননে নহে এত সুখ স্বত বাহ	৮৯
মন তুমি দেখে রে ভেবে	৪০	মনহরণ মন করহ যতন	৯১
মাস্কের নাম লইতে অলস	৪১	মানেন্তে মনকে মিছে দহন	৯২
মা তোমারে বারে বারে	৪১	মা আমার ঘুরাবে কত	৩
মন তোয় এত ভাবনা	৪২	মনরে কৃষি কাজ জাননা	৪
মন কেন রে ভাবিস এত	৪২	মন কেন মার চরণ ছাড়া	৬
মন যদি মোর ভিন্ন	৪৩	মন করো না হৃথের আশা	৭
মনরে আমার ভোলা মায়া	৪৪	মা গো তারা ও শঙ্করী	৮
মন কর কি ভবে আসিয়ে	৫০	মন ভুলোনা কথার ছলে	৯
মন রে তোয় বৃদ্ধি একি	৫১	মনরে আমার এই মিনতি	৯
এরলম ভূতের বেগার খেতে	৫১	মা আমার অন্তরে আছ	১০
মন তুই কাপালী কিসে	৫২	মন কালা কালা বল	১০
মায়ায় এ পরম কোতুক	৫২	মন খেলাওরে দাণ্ডাগুলি	১২
মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে	৫৩	মা হওয়া কি মুখের কথা	১২
মহাদেব আঁধি ঢুলঢুলু	৫৫	মা আমি পাণের আসামী	১৪
মোর পরাণপুতলা রাখা	৬৪	মোরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম	১৪
মনেতে উদয় বাহা না পারি কহিতে	৬৭	মন করোনা ঘেঘাঘেঘি	১৪
মনে বুঝি পড়েছে মোরে	৬৮	মা মা বলে আর ডাকব না	১৬
মুগ্ধ-বহীন রতি	৬৮	মন কেন রে পেরেছ এত ভয়	১৭
মুহু মুহু হাসি প্রাণ	৬৯	মা বসন পর	১৮
মান অপমান জ্ঞান	৬৯	মন তোমার এই ভয় গেল না	১৯
মানে কারো সমাদর থাকে কি	৭০	মনরে শ্রামা মাকে ডাক	২০

মা গো আমার কপাল দোষী
 মন ভেবছ তীরে ধাবে
 মন জাননা কি ষটাবে লেঠা
 মনের ভাল বাস তারে
 মায়ের এমনি বিচার বটে
 মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
 মন তোরে তই বলি বলি
 মা বিরাজে স্বরে স্বরে
 মন পশ্চিমের কি দোষ আছে
 মা আমার খেলানো হোল
 মন যদি মোর ঔষধ খাবা
 মন হারালি কাজের পোরা
 মন আমার যেতে চায়লো
 মা আমার বড় ভর হয়েছে
 মনের তোর চরণ ধরি
 মায়ের চরণ তলে স্থান লব
 মন তুমি যে রঙ্গে আছ
 মরি গো এই মন হৃৎ
 মা তোমার মহিমায়, সীমাকে
 মোহন মুহুর্তানে ললিত
 মায়া মোহে মন আমার
 মা যদি জেগেছে সাধিবে কি
 মুছে ফেল মুছে ফেল
 মরণ বাঁচয়ে রাখ গিয়েছে
 মায়ের ভুবন মোহন রূপ
 মায়াময়ী মা তোমার
 মা সেজে দাড়াইয়ে
 মা, মা, কি লরে
 মুখের মোকদ খুল
 মা আমার ধুলা খেলা
 মা মা কি স্মৃতি চিহ্ন রাখিব
 মা মা আবার কি
 মনোমোহন মুরতি আজি মা
 মানস কুরু সলা
 মিছে কাজে আর মজে মন
 মন তুমি কি পাগল হলে
 মধুর মধুর স্মৃতি আজি
 মনেরে বুঝাই কাঁটিতে না চাই

২০ মনের গোপন কথা রাখি
 ২১ মম ঘোবন বন সারিকা
 ২২ মন একবার হরি বল
 ২৩ মরি কি হৃৎের সম্বন্ধ
 ২৪ মন হৃৎে হৃৎের বিদরে
 ২৫ মঙ্গল আশঙ্ক ধরনি করলো
 ঐ মন সাধে আজি নাথ
 ২৬ মা আমার আমি তার
 ঐ মনে কর শেষের সে দিন
 ২৭ মা আর ভাবিব কত
 ২৮ মন মজরে মজরে
 ঐ মনের মাহুখ খুঁজিয়া
 ২৯ মন যে আমার জুছে
 ৩০ মায়াবশে রসোল্লাসে
 ৩১ মন জাননা রে তুমি তব দিন
 ৩১ মেঘ বরষণে নদীর জনম
 ৩১ মদন মখন মনোহারিণী
 ৩১ মুখ পোড়া লোকে মুখ
 ৭৮১ মাকি তোর সকলি
 ৭৮৩ মনের মরম যে জানে
 ৭৮৫ মঙ্গল কর শিব সঙ্গিনী
 ৮০০ মাজা বসি এই মুখ খানি
 ৭৯৮ মজাব না মজ বো না
 ৭৯৯ মা এরা আমার বড়
 ৭৯৯ মোহে মরম বীণা লালিতে
 ৮০১ মাগকে কুল আপনি
 ৮০১ মা অশিব নাশিনী
 ৮০৩ মুনীন্দ্র ভূষিতে ধার
 ৮০৪ মার ভাবনা মায়ে
 ৮০৫ মায়ের রূপার নাহি
 ৮০৭ মাগো আর কত কাল
 ৮০৬ মন ধারে ভাল বাসে
 ৮১৬ মন কেন তুই
 ৮২৯ মন থাক তুবি
 ৮৩০ মা হারালেম ভবে
 ৮৩১ মন তোমার
 ৮৩৫ মোহন গুণমণি রতন
 ৮৩৫ মন কালী কালী

৮৩৭
 ৮৮৩
 ৮৩৯
 ৮৪১
 ৮৪৬
 ৮৫১
 ৮৫২
 ৮৫৩
 ৮৫৩
 ৮৬৪
 ৮৬৫
 ৮৬৭
 ৮৬৬
 ৮৭১
 ৮৭২
 ৮৭৩
 ৮৭৫
 ৮৮৩
 ৮৮৫
 ৮৮৮
 ৮৮৯
 ৮৮৯
 ৮৯১
 ৮৮১
 ৮৯০
 ৮৯৫
 ৯০২
 ৯০৬
 ৯১৬
 ৯১০
 ৯১০
 ৯১২
 ৯১৫
 ৯১৫
 ৯১৫
 ৯১৬
 ৯১৭
 ৯১৮

মন পাখী আমার	৯৮০	যাও যাও হে কালা	৯২২
মন মঞ্জীর হৃদয়	৯৮৭	যদি বিরলে একবার	৯৫৯
মন চল ভবের	৯৮৭	যাযি বটে হৃদয়	৯৫৯
মা তোমার কি	৯৮৮	যদি এসেছ মন	৯৪৬
মাইরি ধন্ত ধন্ত	৯৯২	যার ধন নাই	৯৩৮
মহেড়া বালামা	৯৯৬	যাদের হরি বলিতে	৯৩১
মিরাবে বাহু	৯৯৬	যারে শমন যারে ফিরি	১৩
মের লাগি কর	৯৯৬	যদি ভুল না ভুলায়েবা	২৯
মানসা ভজলে	৯৯৯	যাও গো জননী, আনি তোরে	৩৯
কোকা কাঁহা চুড়ো	১০০	যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে	৬৭
মায়া গোলাম মায়া গোলাম	১০০০	যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনী	৭০
মজ্ঞন করি প্যারী	১০০৭	যরে তারে দেখি	৭৩
মহা বাক্যাদিনী	১০০৬	যেখানে থাকহে প্রাণ	৭২
মেরে ভূহরে	১০০৭	যতন করিহে বাহারে	৭৫
মা এখেলা	১০০৯	যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলে	৭৪
মানবেশে নিশানাথ	১০১৭	যায় যায় যায়, প্রাণ যায় রে	৭৯
মা মা বলে আকুল	১০১৯	যাবে কেমনে হে কাঁড়	৮১
মা আমার	১০২৩	যেন শুন হতে বাহির হতেছে শব্দ	৮৩
মলিন মুখ কমল	১০২৩	যেখানে থাকহ প্রাণ	৮৬
মা আমার করেছে	ঐ	যাও তারে কহিও সখী	৮৭
মনে রইলো সখী	ঐ	যে যারে ভালবাসে	৯০
বনোজ সরোজ মরি	১০৩৫	যতনে যে ধন সঙ্গ করে উপার্জন	৯৬
মনে মুখে বসে হরি	১০৩৬	যে দিকে চাই সেই দিকে পাই	১০০
মা মা বলে যতই	১০৩৭	যার মন তার কাছে, লোকে বলে	১০২
মনের আনন্দে বল	ঐ	যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে	১০৮
মা নাম হৃদয়ারসে		যদি শ্রাম না এল বিপিনে	১১৩
মন ভক্ত মধুসূদন		যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ	১১৭
মা কিসে না হয়		যৌবন কালে যদি নারি বুঝিতো পিরীত	১২০
		যদি এলে মা মম ভবনে হেরি করুণা	১৩৩
যাও ফিরে যাও	৮১৭	যদি চলিলে যুবরী, তোজে ব্রজপুরী	১৪৯
যা গো বৃন্দে গোবিন্দে	৮৯৯	যদি বেচে থাকি গুণো সখী	১৫৫
যাই যজ্ঞ দেখিবারে	৯০৩	যা ভাবো তা নয়	১৫৮
যতনে বাতনা বাড়ে	৯০৭	যাকুরে প্রাণ	১৬৪
যতনে গৈখিছি মালা	৯১০	যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার	১৬৭
যাহার লাগিয়ে আনিরে	৯১২	যাক প্রাণ প্রাণনাথ যেন হৃদয়ে রয়	১৬৭
যে কর্ম করহ মাখ সকলি	৯২৩	যৌবন জনমের মত যায়	১৬৮
যতন রতন মেলে	৯২৪	যে করেছে বাহার সহ পিরীতি ব্যাভার	১৭৩
যে করে পীরিতি সহ	৯২৭	যে ধন আনতে গেলে, আমার সে ধন কৈ	১৮০

যাহার-লাগিয়ে আগিয়ে যামিনী	১৯১	যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি	৬৩২
যে ভাবে তারা পদ, ষটে কি তার আপদ.	২০৮	যে ফুল ঝরে দেহইত করে	৬৪০
হায় কালো কালো বলিলি লো জটিলে	২১০	যাওরে অনন্ত ধামে মোহ যাত্রা পাসরি	৬৪৯
যাবনা করি মনে, মন কি মানে বাশী	২১০	যাহা পাও তাই লও হাসি মুখে ফিরে চাও	৬৫৬
যদি ভক্তেরে মান ঘূচাতাম রাখিকে	২১১	যদি আসে তবে কেন যেতে চায়	৬৫৬
যদি ঘূচাও শ্রাম! কলঙ্কিনী নাম	২১৫	যে ভাল বাহুক সে ভাল বাহুক	৬৫৬
যাতে জীবের জন্মে অন্ন, যাতে মুক্ত	২২৮	যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম	৬৬৮
যায় দিন জীব মজনা	২৩৭	যদি এ আমার হৃদয় হৃদয় বন্ধ রহে	৬৭১
যদি ভজবি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ	২৪১	যামিনী না যেতে আগালে না কেন	৬৭১
যাও যাও ক'রো না কথা	২৪৩	যারে তারেওকেউ ভাল বাসা দিসনে	৬৯২
যা কর গো চুপে ভবহুখে	২৪৯	যমুনার জলে মোর কি নিধি মিলিল	৬৯৮
যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে	২৫৫	যেওনা যেওনা রণে কর্তব্য কুল জীবন	৭১০
বতনে লইয়ে করে কেন অশ্বতন করে	৫৪৬	যাই লো সই ঐ অহরে বড়	৭১৫
যেওনা মুদ্রার সৌইয়া আলা দিয়া	৫৫৩	যাও যাও কালাচাঁদ হেথা এস না	৭২৩
যখন আসবে লো সে মান করে	৫৫৬	যেওনা যেওনা তুমি রমের আনকা	৭৩৪
যতনে কিনব বতন, মনের আগুন কিনব	ঐ	যদি একান্ত বসন্ত ধনে বাঁধিবে	৭৩৫
যে ধরতে পারে ধরা দি তারে	ঐ	যারে যা নগরপাল এই দণ্ডে	৭৩৫
যাই লো ওই বাজায় বাঁশী, প্রাণ	৫৬৪	যাওয়া যুক্তি যুক্ত নয়	৭৩৬
যদি যত্ন করো দিই তোমার করে	৫৭০	যে না মাতভক্তি জানে	৭৪২
যদি সখ থাকে ত চেয়ে দেখ,	৫৭৪	যাবে কি হে দিন আমার	৭৬০
যেখানে যাই সাথে সাথে	ঐ	যে স্বজিল শোভাময়	৭৬১
যদি প্রেম করো	৫৭৫	যোনেস্ত্র ইন্দ্র আদি	৭৬৫
যার সখ থাকে এ রাজা নেবু কিনে	৫৭৫	যাহুমণি, গোপনে এ ঘটনা কত ভাল নয়	৭৮৫
যে লেগয়েসে পাওয়ে, দিল মেরি নাহি	৫৭৫	যেমন ভুলালে আমার মন	ঐ
যোগীবেশে আজ কোথায় চলেছ	৫২৮	যাইব সাগরে, আশা নগরে	ঐ
যাতনা সংহনা, (সংহনা সই)	৫৩১	যা বল সকলি ভাল পুরুষে তা পারে	৩৮৮
যা কর প্রাণ মাধব	৫৩১	যাহু এই বেলা পথ দেখ	৩৯২
যেওনা যেওনা সতি বারে বারে	৫৪১	যাহু শোনরে তোরে বলি	৩৯২
যে শ্রুখে ক'রেছ হুখী ভুলিব	৫৪৩	যাহুমণি আপন হতে সব খুয়ালি	৩৯২
যদি মাধব রাখার, মাধব হতেছে নিশ্চয়	৫৪৪	যাও যাও মিছে সেধনা	৩৯৩
যে জন বারে চায়, সেই ত তারে পার	৫৮৬	যাও যাও তথা মজিয়াছ যথা	৩৯৪
যারা পরাণেরের দোহাই দিয়ে	৫৯০	যা বলিলে ও গুণমণি বধন	৩৯৫
যারে গোপাল জেনে আর	৫৯৯	যায় দিন দৌন দিনমরা দৌনের	৪২১
যাবে ফেলে চলে এত দিনে	৬০০	যাসনে যাসনে প্যারী ভজিতে	৪২৩
যোগী জানে ভোগী	৬০৭	যেতে বল যেতে বল অন্ন কেন ছল	৪২৪
যেওনা যেওনা ফিরে	৬১৮	যেও যেওনা প্রভানে, যশোদে	৪২৫
যেতে হয়ে আর শেরী নাই	৬২৩	যদি বাঁচিবে রে মন	৪৩০
যোগী হে কে তুমি	৬২৪	যদি তার মনে বিচ্ছেদ হ'লো	৪০৪

যায় যাবে বাড়ুকরে প্রাণ	৪৩৮	যাহুমণি, ধৈর্য ধর ধর ধর	৩৬৭
যার পরশা নাই ওরে ভাই	৪৪৮	যাহুমণি ধৈর্য ধর এই তো কলির	৩৬৮
যখন যে রূপে কালী রাখ গো আমারে	৪৫৮	যাহু কথায় কি কাজ করে	৩৬৮
যে ভাল করেছে কালী আর ভালতে	৪৫৮	যাহু গাঁথ গাঁথ হার	৩৭১
যে হয় পাষণের মেয়ে তার হৃদয়ে	৪৫৯	যাবনা যাবনা! মালকে	৩৭১
যারে হেরিতে সদা চাহে	৪৭২	যাহু কাল তোরে দেখাব	৩৭৭
যাইতেছে যামিনী বিকসিত	৪৭৫	যাহু অসাধ্য সাধনা দেখা	৩৭৮
যোগী এসেছে ঘারে ভিকাদেও গো সীতা	৪৮২	যাহু সয় না কি আর দেবী	৩৭৮
যেয়োনা রজনী আজি লয়ে তারা দলে	৪৯২	যাহুমণি আমি হতে তো তা হোলনা	৩৮১
যাইতেছে যামিনী বিকসিত নলিনী	৪৯৩	যাহু আমি হতে তা হ'ল না	৩৮১
যিনি মহারাজা বিশ্ব ধার প্রজা	৪৯১	যার লাগি এত জালা মিস্ত অস্তরে	২৯০
যেতে বল ফিরে যোগীরে স্বজনী	৫০৫	যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি	২৯১
যার ফুল নকল করে গহনা নড়ে	৫০৯	যাও গিরি আনিবারে আমার সেই	২৯৭
যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্তরে	৫১০	যদি বাহুসি ভবরো বিনাশ	২৯৮
যেমন কালি তেমন উপায়	২৫৮	যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা	৩০২
যতন কোরে, ডাকি তোরে	২৫৯	যাও গো বৃন্দে আনিতে গোবিন্দে	৩০৫
যোগী শঙ্কর আদি মহেশ	২৬৪	যেমন যমুনার গিয়েছিলাম জলে	৩০৬
যখন নব অমুরাগে	২৬৫	যাওহে অচল চল থাকিতে ঈশান জামা	৩০৭
যত দিন দাদা আমার না	২৬৯	যে নহে আপন বশ	৩০৭
যতনে মন প্রাণ তোমায় দান	২৭৬	যায় যাক্ প্রাণ যদি যায়রে	৩০৭
যদি এক বার মনে বলে	২৮০	যতনে যত যন্ত্রণা এ যাতনা কব কায়	৩০৮
যে যাতনা যতন মনে, মনে,	২৮২	যারে না হেরিলে পোড়ে প্রাণ	৩০৯
যে নয় আমারি বশ তারি	২৮৭	যারে হেরেছি নয়নে, তাকি অজ্ঞ জনে	৩১০
যতনে যাতনা দিবে, আগে	২৮৭	যোগ বিয়োগ, হুই রবি শশী	৩১২
যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল	৩২২	যাইবার কালে কি আমার জ্ঞান ছিল	৩১২
যাওহে যথা আছে প্রয়োজন	৩২৪	যদি স্ববিষয় প্রাণ আনিতে পারিতে	৩১২
যাওনা কেন মথুরায় পায়	৩৪৭	যাবে যাও স্ত্রামহে কখনক রহিয়া	৩১৯
যোগী হতে কি বাকী	৩৪৮	যাচে ভিখারী প্রভো তোমার	৭৮০
যে চরণে কুচয়ুগ পরশ না হয়	৩৩২	যার যাক প্রাণ, চিন্তা কি তায়	৭৮৪
যাক যদি গোকুলে	৩৩৭	যারা ডেমন কাদিতে পেরেছে	৭৯৭
যে জ্বরে জ্বরেছে মা তোর কানাই	৩৪৪	যদি জেগেছ মা, আর তুল না	৮০৯
যাব কিনা যাবলো সই জলে	৩৬৩	যমুনে এই কি তুমি	৮১৪
যাওয়া ভার হয়েছে আমার	৩৩৪	যাবে কি পারিবে যেতে	৮১৮
যাহ! ভাবহ কিসের তরে	৩৬৫	যদি জান্তে চান আমি	৮২২
যাহু এমন কথা কেন বলি	৩৬৫	যদি দূরে থাক ভাল খেক	৮৩৬
যাহু চিন্তে তো পায় নাই	৩৬৬	যারে মন দিলে মন	৮৬২
যাহু তার জাবনা কিরে	৩৬৬	যায় যার বেকুপ	৮৬৩
যাহু এই কি কথার কথা	৩৬৬	যারে যেছিলে আঁধি	৮৬৭

যে আশিণ ভাবে না	ঐ	রবে কিনা রবে ফুলবালা ও প্রাণসখা	২৯৫
যদি চাম-মন জগতের	৮৬৮	রূপযাকো করে, কলোপরে, কার	২৯৭
যেমন মোহন শ্রাম	৮৭৬	রুধির অঙ্গে রণতরঙ্গে নাচিছে	৩০২
যেন সে না দুঃখ পায়	৮৭৭	রসনা বশ না হ'ল তোমার শরণে	৩০৩
যেমন নিশি অবসান	৮৮৭	রামের বামে কি শোভিত জনকনন্দিনী	৪২৫
যমুনা কঁদে কি হাসে	৮৮৮	রাধানাথ লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে	৪৩৩
যায় মারা বাসনা জলে	৮৮৮	রতন অধিক তোরে যতন করিবে প্রাণ	৪৪২
যে যাবার সে যাউক	৯৬৩	রক্তবর্ণা রক্তাশ্রয় পরিধানা কার নারী	৪৬৯
যাবে নাথ বলে	৯৭৬	রক্তবর্ণে রক্তপীঠে কেও রক্তবরণা	৪৬৯
যে হর পাষাণের মেয়ে	৯৭৫	রজনী পোহাল অরুণ প্রকাশিল	৪৭৪
যার গুরুপদে ঠিক	৯৭৯	রাগিরে তার হে চিরায়ু করহে ঈশ্বর	৪৭৯
যব ছোড়ে চলে	১০০৩	রাগিরে তার হে চিরায়ু কর হে ভো	৪৭৯
যমে কঁাকি দিতে	১০০৯	রে মানব ভূমি মাটি সেটা যেন ভুলনা	৪৮৬
যাবে কি জীবন	১০০৯	রমণি তোমার গুণে স্বধর্ম এ সংসার	৪৯৫
যাই যাই বেলা গেল	১০১৬	রাই তোর ক্ষুদ্র কি পাষণ	৫০৫
যাই যাই প্রাণনাথ	১০১৬	রাখে তোর কি পিরীত এত ভারি	৫০৭
যার মা আনন্দময়ী	১০২৩	রসনে কালী নাম; রটরে	৯
রাঁশি কেন মনে ভয়	৯৬৭	রসনায় কালী কালী বল	১২
রং মহলে লুটকরে	৯৮০	রতন পাইয়ে কেবা যতন না করে	৭৭
রাজন কো রাজা	১০০৫	রতন অধিক তোরে প্রাণ	৮৬
রমের বাড়ী নাই	১০২৬	রাহুর আহার শলী	৮৬
যদি উঠবি মন		রীতে রীতে চিতে চিতে	৯৪

র

রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনী	২৬৬	রহিল না প্রেম গোপনে	১২৯
রোবে বা সন্তাবেতাসে প্রেরয়ী	২৮৫	রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার বামা	১৩১
রাখি প্রাণ, তোরে রে নরনে নরনে	২৮৭	রিপুবশে কুরঙ্গা-ভিলাসে গো	১৩২
রাই একি মানদণ্ড নিজ হাসের প্রাণকণ্ড	৩২৫	রণরঙ্গিনী তরল তরঙ্গিনী	১৩৪
রাই কাদ না বিনে, ওই বাজে তার বাঁশে	৩২৬	রাইকে ধরে তোলো	১৪৪
রাজনন্দিনী পড়ল ধরার ওমা	৩৪৭	রমণীরে সকলে নিদয়	১৬৮
রথ রাখে বন্দীবন্দন	৩৩৫	রসিক হইয়ে এমনো কে করে	১৮৩
রাই ভূমি অমূল্য মালা	৩৩৭	রাই শত্রু রেখে না হে শ্রাম রায়	১৯৯
রথ রাখে অমনি ও মূনি, হেরি	৩৩৯	রাখে কে চিনিতে পারে তোমার	২১৪
রথ রাখে সারথী বেধাও রথী	৩৩৯	রাধার হৃদয়ের ধন আজি বুঝাবনে	৪১৬
রাজ নন্দিনী যৈধ্য ধর কুমাকর	৩৭৩	রাখে উঠ উঠ একি অলঙ্কার	২২১
রাজ নন্দিনি নাও গো মালা	৩৭৩	রামসীতা যুগলেতে কি শোভা হল উজ্জ্বল	২৩১
রূপের সাগর জ্বলের সাগর	৩৭৫	রাম চরণে মজনারে	২৩৫
রূপী সমাজে মাঝে কেহে নাগর	৩৮২	রূপ-কি বিহরে কৈলাসশিখরে	২৩৭

রসনা অলস ত্যজ	২৪১	রূপ দেখিতে যদি	১০১৯
রাধা বই আর নাইকো আমার	৫৫৪	ল	
রাই কলো ভালবাসে না	৫৫৪		
রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান	৩৬১	লেট মি গো ওরেবারি	৪৩৩
রাম রহিম না জুদা করো	৫৬৫	লাভ না পেলাম পুঞ্জি	৪৪৭
রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে	৫৬৭	লোকে জিজ্ঞাসিলে বল	৪৯৯
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল	৫৬৭	লহরে লহরে করি খেলা	৫৪৩
রামনাম গাওরে বনের পাখী	৫৬৮	লোকলাজ কুলভ্য, কি করে মন মাজিলে	১০৮
বাণি ধর ধর প্রাণেনন্দিনী	৫১৮	লম্বিত গলে মুণ্ডমাল	২৪৫
রবে মাঝে কি সযেছ	৫২৮	লজ্জা রাখ শিবরানি, ওমা লজ্জা-নিবারিণি	৫৬৮
রাণিকুল-রাঙ্গরাণী তুমি মা	৫৮৩	লজ্জা রাখ লজ্জা নিবাবণহরি	৫৮৩
লাগা রহো মেরি মন	৫৮৬	লাল কন্দাবন নিধুবন লালি	৫৮৯
রমণীর মুখের হাসি, গরল রাশি শুধা	৫৯৫	লুপ্ত বেণী বইছে তেরোখার	৬০১
রিম বিম বন বনরে বরিষে	৬৫৬	লুকান মাণিক তুলবি যদি	৬৭৯
রাঙা-পুঙ্খ পদযুগে প্রশমি গো ভবদার	৬৭১	লয়লা কি খেলা খেলে এখে নতুন খেলা	৬৯৫
রূপের হাট দেখবি ভাই	৬৮২	লজ্জায় ভারত যশ গাইত কি করে	৭০৯
রতন আদর্শ, রতন ভূপনে	৬৯১	লোক ভয় সয়ে রয়ে, হয় যে যাতনা	২৮২
রাম নামের প্রেম বলাবো কত	৬৯৪	লম্পট নিরদয় তোম য দয়াময়	২২৮
রাণি গো কেবল তোমারি বেদনা	৭২২	নাঞ্জে মরি হেসে মরি হুংবে মরি	৩৫২
রাজা হংলে রাসবিহারী	৭২৪	লোকে কেন না বুঝিয়ে, কোথা কঠে	৫১০
রাম চরণে মজ মন আমার	৭৩০	লাগিল নয়নে, কিঞ্চপে	২১৩
রাম জননি জগতে যশ	৭৪০	লুকালে কোথায় তুমি	৭৭৫
রে জীব অসুখলের	৭৬৬	লোকে জিজ্ঞাসিলে বল	৮৬৯
রাখ রাখ রাখ পদকমলে	৭৭৩	লেখা পড়ার রগড় কি	৮৮০
রে শশাঙ্ক মনোহর বলনা আমার	৭৭৯	লেগে সাকি দেওভর পিঠাল	৮৮৬
রেখে দেও রেখে দেও	৮১৬	লম্পট নিরদয়	৯১০
রাজ হুদে রাজ হুদয়ের অধিরাজ	৮৩৪	লম্বোদর গজানন	১০০৮
রূপসী পল্লীবাসিনী, শূণ্য	৮৩৮	শ	
রজনী প্রভাত হল জাগিল	৮৫০	শ্রাম শ্রামের কি মহিমা	৯০২
রে মন কেন ভুলিলি রে	৮৭২	শেষের সে দিনে তারা	৯০৬
রতন গৃহে কেরে রতন	৮৭৫	শোক মাথা চাকু চিত্র	৯০৫
রাঁধা বাড়ী হাঁড়ি কাড়া	৮৭৮	শ্রাম হতে রাই	৯১৬
রাতি পোহায়েছে	৮৮৯	শ্রাম কি আজ	৯২
রূপে আপন ভরা	৮৯৩	শ্রামের কমে বিরাজেন	৯২২
রূপেয়া সব করে জঞ্জাল	৮৯৫	শুন রে পাখান আমার	৯২৮
রণমারো কেরে কাল পরে	৮৭০	শ্রীপতি করি নতি	৯৩৭
রঙ্গী আকার সাহ	১০০৭	শান্তিআশে ঘুরে মরি	৯৪২
রে মন চিন্তা কর	১০১০	খেত বরণা বীনা পাণি	

শ্যামান ভাল বাসিস বলে	৯৪৫	শিখর নাথ, হেঁশিখনাথ শঙ্কর	২৩৬
শিবে শঙ্করি	৯৫১	শিব শঙ্কর শশধর, হে গঙ্গাধর	২৩৭
শিব শব রূপে	৯৩৬	শ্রামা মার নামটা কোমল	২৪২
শ্রামা মা উড়াচ্ছে ঘাড়ি	২২	শমন দমন শিব-রমণী	২৪৪
শমন আমার পথ ঘুচেছে	২৩	শঙ্করে করে বাস	২৪৫
শমন হে আছি দাঁড়াইয়ে	২৬	শমন নিকটে গো শঙ্করি	২৪৮
শ্রামা বামা কেও	৩৪	শ্রামা নামের মহিমা অপার কেনে মন	২৫২
শ্রামা বামা কে বিরাজে	৩৭	শ্রামা আমার কালো কে বলে	ঐ
শঙ্করপদন্তলে মগনারিপদলে	৩৮	শ্রামা যদি হের নয়নে একবার	২৫৪
শ্রামা বামা গুণধামা	৩৯	শঙ্করি শিবে শ্রামে ভীমে উমে ভবাণি	
ত্রীহুর্গা নাম ভুলনা	৪২	সুভদ্রিলে এসেছে দোহে চরণে তোমার	৬৪৯
শিব স্বস্তাধনে কিবা কাম	৫৫	সুভদ্রিলে সুভদ্রণে পৃথিবী আনন্দ মনে	৬৪৯
শিব নাম বল রে বদনে	৫৫	শোন শোন আমাদের ব্যথা	৬৫৬
সুন সুন হুনাগর রায়	৬১	শ্রামা এবার ছেড়ে চলেছি মা	৬৬৯
সুন সুন সুনলো প্রাণ. কেন তুমি	৭১	সুকাইতে রেখে একা	৬৭৮
শশিমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে	৭৬	শ্যামান ও ভাল বাসিস মাগো	৬৮১
শারদ নীরদরবে প্রাণ কি রবে	৮৩	ত্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে	৭০০
শয়নে সীতল থাকি	৮৫	শমন মিছে আশা কর	৭১০
সুন সুন সুন রে প্রাণ	৮৬	শ্রামা পদ আকাশেতে	৭১০
সুন লো সই, এখন কহিলে	৮৮	শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ	৭১২
সুন সই মোর মন মাজল	৯৩	শ্রাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দেওনা	৭২৪
সুনহে কহি এই আমি চাহি	৯৯	ত্রীহরি ত্রীহরি হরি	৭৩১
শ্রাম তিলেক দাঁড়িও	১১৩	সুন হে হৃন্দরি, ত্রীরাম নাম	৭৩৪
শিশির নিশির বরণা সই	১১৯	শঙ্কর রঞ্জন ভর ভঞ্জন	৭৩৮
শৈলহুতে স্মরহরদ রুতে মা	১২৬	শঙ্কর পুজিত পদ দাও	৭৪০
শঙ্করা হুরেনী ভরঙ্গরা	১৩২	শারদ চাঁদ কাঁদবদন	৭৪৭
শাখতম ভয়মশোঁ কম দেহং	১৪৫	ত্রীগোবিন্দ হৃন্দর	৭৫০
শ্রাম কা'ল মান করে গেছে	১৫২	শচী গর্ভ হৃদ্র সিদ্ধ ভব	৭৫১
ত্রীরাধ র বনে পরিহরি কোথা হে হরি	১৫৩	শ্রামা আগার মাতাকি	৭৫১
ত্রীমতীর মনো, মনেতে মগনো	১৮২	শ্রামাপদে রাখরে	৭৬৩
ত্রীমতি, এই মিনতি রাখ গো আমার	২০২		
শ্রাম জলদ বরণ বামে, রাম রজত গিরি	২১০	শোন তাই আমি রথের	৭৬৫
শোভা দেখি বনীর নই বানী	২২১	শোকে কেন হাড় জলিছে	৮৭৬
শমন সন্থটে তরি কমনে	২২৪	শান্তি যদি চাওরে মন কর তাঁর	৮৮৩
সুনি কি বিচার করলেন ত্রীহরি	২২৬	ত্রীহরি ত্রীহরি বলে	৭৯২
সুন রে বিহঙ্গ, তুই কি ধ্যান করি	২২৮	সুখ রূপ নয়	৭৯৫
ত্রীকান্ত ত্রীচরণ ভাব রে মন	২৩০	সুনেছি মা বিসর্জনে	৮০২
শ্যামান ভবনে ভব বায় ভাবে	২৩৫	শত যন্ত্রভেদে, একহুবে	৮০ ৬

শেষ গগনে তপন কনক	৮০৯	শুন গো গোপীর অগ্রগণ্য জগদ্ধাতা	৫৪৪
শিশু সুধাময় হাসি	৮১৮	গ্রাম যেওনা গ্রাম পাঁবে না	৫৭৭
শঙ্কর হর করুণাকর	৮২৯	গ্রামকে যে চায় তারে	৫৭৮
শত্ৰু শিব দেব দেব	৮২৯	শিবদে শশিশেখরা শিবো	৫৮১
শিব বম্ শিব বম্	৮৩১	শ্রাশানভয়াবিলোপিত অঙ্গ	৫৯১
শত্ৰু পদ ভাবিতে ভুলোনা	৮৩১	শিব যদি মা তোমার স্বামী	৫৯২
শঙ্কর করুণা নিধান	৮৩৩	শুন প্রাণদাথি, আমি যে ঘাই	৫৯৩
শুভদিনে শুভক্ষণে	৮৩৪	শিহরি মা মনে হলে, কাল সকালে	৫৯৬
শারদপ্রভাতে আজি	৮৭৩	শুনলো শুনলো বালিকা	৬২১
গ্রামল ক্ষেত্রে ছায়ে	৮৭৩	শুধু যাওয়া আশা	৬২২
গ্রামাঙ্গভঙ্গী সুরাসনা	৮৬৪	শোন শোন আমাদের ব্যথা	৬৩৩
শুধু পরশো না হলো	৮৭৬	শুন নলিনি খোলগো আঁখি	৬৩৮
শুধু একটু খানি তামাসা	৮৮৪	শ্রামা ভাল ভেবেছো মনে	২৫৮
শুনহে পরাণ বধু	৮৯৬	শুকনো তরু মুকুরে না	২৫৮
শুন শুন ঐ নতুন	৮৯৬	শিবে যাওগো ভারী ভূমি	২৬০
শুন শুন ও গুণমণি, আচম্বিতে কি শুন	৮৮৬	শরীর সাধন মিছে যতন	২৬১
শুন শুন হলো হুলোচন	৮৯৬	শিবহৃদয়ার গো মা স্ততিং ন	২৬১
শিব শত্ৰু সদানন্দ শূলপানি	৮৩১	শ্রামা ধন কি সবাই পায়	২৬২
শত্ৰু শুভক্ষণ শঙ্কর হে	৮৩৫	শরত কমল মুখে আদ আদর্শী	২৬৩
শটের সহিত প্রেম কে করে জানিলে	৮৩৯	শ্রাম শুক পাখী হৃদয় নিরখি	৩২২
শঙ্করি, করুণা কর কিঙ্করে কেন বকনা	৮৪০	শঠতা কি শঠের সঙ্গে থাকে গুণনিধি	৩২৩
শাক্তি তোমায় ভাবি, সন্তাবনা নাই	৮৫৮	শোন কমলিনি পরিচয় দি তোমারে	৩২৬
স্বৈতশব্দে কে গো বিরাজ স্বৈতবরুণী	৮৫৮	শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণার বিন্দ	৩৩৭
গ্রাম বর্ষে শোভা করে কার বনিতা	৮৬৯	শ্রাম শুক নামে প্রিয় পাখী	৩৪৯
শ্রীহরি খেলিব হোরি আমরা গোপী	৮৬৯	শুন মা জনম কথা,	৩৪৩
শোভা কত হেরি আজি মোহন	৮৭৬	শ্রীপতি তাজিল শ্রীমতী এ আয়	৩৫৩
শুন ওলো মম হৃৎ জননি	৮৭৬	শোনরে বাণে, কি শুনবিনে	৩৬০
শিবের মাগো অবচার তারি	৮৭৮	শ্রীরাধানাথ চরণম্ চিত্তয় চিত্তয়	২৯৯
শিবের কি মা একলারি ধন	৮৭৮	শ্রামা চরণ শোভা মন মানস	৩০২
শুন শুন গুরে মারাচ উপদেশ অমর	৮৮২	শ্রবাসনার কি বাসনা আমারে	৩০২
শরত কমল মুখী নবীনা বরুণ শ্রায়	৮৮৯	শব'পরে নাচে শ্রামা নগনা হয়ে	৩০৩
শরত কিণোর সীত শিশু সম হুকোমল	৮৮৯	শ্রাম বিয়োগী যোগী হৃদয়ে ব্রজবাল্য	৩০৫
শুনিয়ে মোহন মুরলী গান	৮৯৩	শুন ধনি শ্রামের বাঁশরী	৩০৫
শুনতে সুখ সকলে হৃৎ সংসারে সকলি	৯০০	শশী আর প্রেম, সমান গগন	৩১১
শুন রাই করেছি এক মন্ত্রণা মণে	৯০৬	শুধু নয়ন অবল থাকিলে কি হয়	৩১২
শুকাল মালতীমালা প্রাণনাথ এলনা	৯০৬	শশীর সহিত অঙ্গণ,	৩১৪
শুন গো রজন, কি মিনতি তোমারে	৯১৩	শশীকে দিয়াছি হিঁসে ঘেন মুকুতা	৩১৫
শরবিন্দু-সরগী বয়ান	৯১৪	শ্রামের গুণ ম'ই, বেন কর গান	৩১৬

শ্রাম তুমি নবধন মম স্দয়-গগনে	৩১৮	হৃথ ধামে যাবে যদি কর আয়োজন	৪৫৩
শ্রাম যদি আমারে নাহি চাহে	৩১৮	সংসারেরি যত হৃথ সকলি পড়িয়া রবে	৪৫৮
শুক বলে আমার কৃষ্ণ	৯৬২	সুস্বাদু হয়ে মানব জমিন	৪৫৮
শঙ্করী হল ভ্রমরী	৯৭৪	সহস্র তরুণ অরুণ সমান বরণা	৪৬৯
শুধু আজকে ফিরা	৯৭৭	স্মৃতি ভূপতি অতি তুমি	৪৭৪
শোনি মন আমার	৯৮২	সুদীন জনে ভার কি তোমার হয়	৪৭৭
শ্রাম-শুক নামে প্রিয়	৯৮৩	সংসার সিদ্ধ গভীর ষোর	৪৭৭
শুন ব্রজরাজ	৯৮৩	সংসার জলে ভাসবে বলে দশালোক	৪৮১
শশানে কেন মা	৯৮৫	সকলি তো গেছে যাতনা রয়েছে	৪৮৬
শঙ্করি সংকরি আমার	৯৮৮	স্বশাস্ত হেমন্ত আভা শোভিল বসুধা	৪৮৯
শিউ মহাদেব	৯৯৯	স্মৃতি ভূপতি তুমি ওহে মহারাজ	৪৯৩
শিমর গড় চন্দ	৯৯৪	স্বধামাথা নাম তোমার	৪৯৭
শী সাহেবে এ	৯৯৬	সে দেশে এখন, ওহে গুণমণি, করো না	৩১২
শিউ শক্তি রূপ	১০০১	সলিল ডুবিয়া কেন, কুমুদনধন	৩১৬
শ্রাম সে স্বপ্ন	১০০০	সাধিছ রাধে ! গুরু মান	৩১৬
শোনি তা মন	১০২০	সকলি চকল সেই কহিও মাধবে	৩১৬
শঙ্কর ছাড়ে নাচিছে	১০২২	সুখের শরীর মগরে, মিলনে তোমার	৩১৭

স

সখা কেন কর মিছে চিন্তে	৩৮৬	সকলি বিরূপ সখী, বিচ্ছেদ কারণ	৩১৯
সখা কি জ্ঞাত যোগি সনে হব যোগিনী	৪৮৭	সুধাও কি গো ভগ্নী	২৭০
সাধ চাইনে সে সন্ন্যাসী	৩৯১	সখা এধানী কেও যমুনা	২৭৪
সই শরীর সঙ্গে প্রেম করে হৃথ হল না	৩৯৪	সারা হলেম সারা নিশি জাগি	২৮০
সখা সাজ ভাল সেজেছ	৩৯৪	সাধেরি প্রণয়ে যদি করয়ে	২৮১
সারদে বরণে বণী, এমা বিশ্ব মণিনি	৪০০	সাধের পরিতোকে কি হইল দাগ	২৮২
সই ঐ নীপ মূলে, ব্রিঙ্ক ঠাম	৪১২	সে অভাগী, সুখের ভাগী	ঐ
সই হের নব জলধর বরণে	৪১২	সে জানে মন কেন ভাল বাসে	২৮৩
সাঁচি কহ মন মোহন মুখে	৪১৫	সাধে কি ভালবাসি তারে	২৮৩
সাধ্যাতীত তত্ত্ব নিরূপণ	৪১৮	সে বিনে যে নাহি বুঝে মনে	ঐ
সর্বনাশি সর্বগ্রাসী সর্বৈশ্বরী ওমা	৪২১	সে কি দিবে রে নিম্নরূপ	ঐ
সুখালে কি কব যশোদার একি	৪২১	সখীরে তাহার কারণে	ঐ
সখী বল বল হৃথ করে কই	৪২২	সুখে বুখে সমভাব ষায়	২৮৫
সখি ভয় পাইওনা তরঙ্গে তবে	৪২২	সাধে বিষাদ ষটল	ঐ
সদা মনে পড়ে সেই কালো কিবা	৪২৩	সাধে কি ভালবাসি তারে	২৮৬
স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন	৪৩২	সে কেন রে করে অপ্রণয়	২৮৭
সুখে আছত এখন	৪৩২	সখী ! আমি কেমনে ভুলিও তারে	২৮৮
সাধের সাধ তারে	৪৩৭	সে যদি পর তরে আর কে	ঐ
সে পথের কি করলি তা বল	৪৪৭	সাধের প্রেমোতে বুঝি বিষাদ	ঐ

স্বপ্নের দ্বার পায়, সে রাই ধনীর পায়	৩২৫	সখি কণ্ঠে শুনি সমাচার আসিবেন সে	২০৪
সখী কে তারে বলে গো কাল	৩২৪	সৈকি কালো দেখে এলি কাল যায়	২০৮
সামান্তে কি রাখা পায়	৩৩৫	সই গো! ডুবিলাম ঐক্য সাগরে	২১২
স্বপ্নের সুরস বাক্য	৩৩১	সই! কালরূপে সদা হরের মন হরে	২১৭
সব রাখিল লয়ে পাল দেখলাম	৩৫১	সদ্যটহরা শিবে শ্যামা! শ্যাম কবে	২২৩
সে হাটের হুতো ভবের হাটে	৩৪০	সই কি হ'লো, হলো বক্ষেতে দংশিল	২২৬
সইরে কেনবা এলাম আমরা	৩৬৩	সই, ঐ দেখ, মোর শ্যাম নবনোন্মদ	২২৭
সে কথা আর তুলবো মিছে	৩৬৭	সুখই হরি হরি করলে হরি পাওয়া তার	২৩২
সুচিকণ চিকণমালা পারবেনা	৩৭০	সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে	২৩৯
সোহাগের হার রাখা আমার	ঐ	সার ভাব শ্রীগেবিন্দচরণ	২৪২
সখী পূজবো কি আর হরে	৩৭৬	সইলো তোর মরা মানুষ ফিরিছে	২৫১
সখী আর ভাল লাগে না	৩৮১	সদানন্দময়ী কালী	২৫৫
সখী কাজ কি লো চোর ধরে	৩৮২	সয় বলে কি এতই প্রানে সয়	২৫১
সখি! তার কেন পণ করা	৩৮৩	সাগর কুলে বাসিয়া বিরলে,	২৫২
সখি! বল দেখি তোর	ঐ	স্থল মল বোম, তপন,	২৬১
সংপেছি ধন কন্দের মত এ জীবন	৩৮৪	সাধে কি গো শ্রাণান বাসিনী	২৬৪
সখী সে কি তা জানে	৩৮৯	সদা মনে হারাই হারাই	২৬৮
সদা হেরি যে বিষাদ	২১০	সীতার সনীগণ	২৬৮
সখি আমার ধর ধর	২১৪	সইলো সাজো সমরে	২৭১
সখি কি করি উপায়	২১৪	সেই ভাল সে চাহে যারে	২৭৪
সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে	২১৫	সজনী ক্রিয়েরে তোর দুখের রজনী	২৭৬
সাধের বন বৃন্দাবন ভুলিতে কি	ঐ	সেই দিনে তুই কি করবি রে	২৭৫
সাধে কি সাজে ভালবাসি	ঐ	সাধে কি মা আমি যাই সমরে	২৭১
সংসারেরি কত্রী আমার	২১৭	সুখেতে দুখেতে, ভূমি সখা	২৭৫
স্বর তমাল দল সদৃশ নীলম	২১৯	সখি জাননা কৃষ্ণের প্রবন্ধনা	২৭৬
সভয়ে অভয়ে ভাবিগো অভয়ে	৩০১	সখি, প্রেম যে জেনেছে	২৭০
সখী কি হলো আমার রে	৩০৬	সাধের ভারত ভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে	২৪০
সই, যে যার মরমে লাগে	৩০৯	সবে মিলে গাওরে এখন	২৪৫
সুখের বসন্ত হল সকলের কান্ত এল	ঐ	সঙ্গিনী মনে বসি কুঞ্জবনে	২৭৯
সাদরেতে প্রাণ সপেছি বাঁচারে	ঐ	সরোবর সাজিয়াছে বাসর	২৭৯
সাধি কি সাধি তোর করে প্রাণ রে	৪১০	সুন্দর ভূমি শশধর	২৮৪
সকল ভণ্ড কাণ্ড ভেলা তোর,	১৭৬	সদা রামজী ভজ,	২৮৪
সখী এ সকল প্রেমময়	১৮২	সই সাধে হলে আশ্রয়	২৮৫
সে কেন রাখারে কলঙ্কিনী কোরে	১৮৭	সাধ করে সে ডাকে আশরে	২৮৮
সখী! ঐ মনোচোরা মোরো মনো লয়ে	১৮৮	সাধে কি বিষাদে যতন করি	২৯০
সই, কি করছ হার	১৮৯	সাধের এ আশ্রনা থানি	২৯০
সখি এই বৃষ্টি সেই রাখার মনোচোর	১৯০	সুখ কি সত্য হয় প্রণয় গেলে	২৯৯
সজনি গো! আমার ধর গো ধর	২০৪	সখি বল দেখিলো	২

সহেনা যাতন।	৬১৬	সজনি বুঝি রজনী আমার অমনি যায়	৭২৩
সখি বয়ে গেল বেলা	৬১৭	সৌমন্তিনীর সঁতের সঁদূর	৭২৩
• হুণে আছি	৬১৮	সেত নয় কুপথ জীবের	৭২৯
সমুখেতে বহিছে তটিনী	৩২৩	হুভ ধরাননি হে মনোমোহিনি	৭২৯
সখাহে, কিদিয়ে তুমিন	৬২০	স্বর স্বর মাধর স্বর হর বান্ধব	৭৩২
সখি সাধ করে ঘাঘা দেবে	৬৩৫	সখি একি অপরূপ দেখি	৭৩৩
সে জনকে সখি বোঝা গেছে	ঐ	সজল জলদক্ষে	৭৫১
সোণার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে	৬৩৮	সুর শবলিনী	৭৫২
সকলি ফুরাল পপন প্রায়	৬৪০	সখি হাইল মাধবী	৭৫৯
যটপদ রাই পদ ধরি কাদে	৫৪৬	সার করেছি আমি	৭৬২
সখি ভাবনা কাহারে বলে	৬৪১	সজল নয়নে ভাসি	৭৬৪
সখি আর কত দিন	৬৫১	সংসার যাতনা আরত সহেনা	৭৭১
সখা যোগের বেঁধে রাখ	৬৫৩	সবে মিলে সমসরে ডাক সেই	৭৭৪
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	৬৫৩	সপিলায় প্রাণ মন সকলি	৭৭৫
সকলেরে কাছে ডাকি	৬৫৩	সাধ হস্ত চলে ঘাই নিবিড়	৭৭৫
সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে	৬৫৪	স্বর মন স্বর ভর হরণে	৭৭৭
সখা তুমি আছ কোথা	৬৫৪	সমগত সাংসার মনোমদ	৭৮৩
সংশয় ভিমির মাঝে	৬৫৭	সহেনা যাতনা প্রাণে প্রভো	৭৮৬
সংসারেতে চারিধার	৬৫৪	সাধ মিটিল না	৮০১
হুখে থাক আর হুখী কর সবে	৬৫৯	সুরে গিরি কুটেছে	৮০৭
সখা আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি	৬৫৭	সাধে যমুনা নৈকচে	৮১০
সজনি সজনি রাধিকা লো	৬৭৭	সাঁঝের গগনে চের	৮১০
সারা বরষ দেখিনে, মা	৬৭৭	হৃন্দব যে কত হৃন্দর	৮১০
সেই শান্তি ভবন ভুবন কোথা গেল	৬৫৭	স্বপনে মন যে কেমন	৮১৩
সজনি গো	৬৬৯	সদাই বল বাবা	৮৩০
সখিরে তু বোলো	৬৭৯	সংসার সাগর কর মা	৮৩১
সাপে বাঁধরে খেলা করে	৬৯২	হুথের গান মোরে ব'নো না গাহিতে	৮৩৮
সহিরে আওল শাওল	৬৯৭	সেই দিনে হে আমার	৮৩৯
দিক্‌কূলে রই নতন তরী বই	৬৯৮	সংসার মন্দিরে, প্রান্তবारे	৮৪৪
সাধের ওরবী আমার	৬৯১	সুরদলন সংগ্রামে সাজ	৮৪৬
সরম ভরমুসে পিয়রী	৭০১	সইলো শোনলো তজু	৮৪৯
সাজা বন্ধে আজি রঙ্গে	৭০৫	সামাল সামাল মন	৮৫৮
সে দিন কেমন ভাবলি না মন	৭০৯	সংসার সাগরে ভাসিছে	৮৬৬
সংসারের যত সুখ সকলি পড়িয়া রবে	৭৪	সই সাধে কি ভালবাসি	৮৬৬
সীমা কে জানে জননা	৭১৮	সে তারে যতন করে	৮৬৭
সখি শ্যাম না এল	৭২১	সংসার সাগরে তব	৮৭১
সখি শ্যাম আইল	৮২১	সংরে আরত অনেক	৮৭৭
সকলি ভুলি হেরিলে ডোমারে	৭২২	সাধ করে সখী শশাপানে	৮৭৭

সাধে কি যিমনে হই	৮৭৮	স্বরতরু মূলে বিহরে বামা	১৩১
সে যে ধরা দিতে ধরা	৮৯১	হুই শাখি মূলে ত্রিপকারে বিহরে কার	১৩৩
সাহায্যাদি নেহি কভি	৮৯২	হুধাসিদ্ধ মাঝে মনিদ্বীপে স্বরতরু	১৩৩
সর হে এখনও রাধার মন	৮৯৭	সে কোথায় তুমি কার কর অবেষণ	১৪৩
হুখে হুখে ডাকি তোমায়	৮৯৬	সংসার দুর্গতি হতে নিবৃত্ত না হবে	১৪৩
সামাল সামাল ডুবলো তরী	১৭	স্বর পরমেশ্বরে	১৪৪
সময় তো থাকবে না গো মা	২০	সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি	১৪৬
সে কি শুধু শিবের সতী	২২	সর্ব স্বরূপিনী করন কারণ	১৩৭
সাধের ঘুমে ঘুমে আন্দ্রে না	২৬	সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি	১৪৮
সামাল ডবে ডুবল তরী	২৭	সাধ করে কি সেই চাঁদ পানে চেয়ে	১৫০
সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে	২৮	সহে না কুহুস্বর ক্রমাদে পিকবর	১৬১
সময় করে কে ও রমণী	৩৬	সপলায় এই ভেবে তায় আগে মন	১৬৩
সময়ে কেরে ও কাল কামিনী	৩৮	সে যেন এ কথা শুনে না	১৬৭
সদা শিব সবে আরোহিনী	৪৩	সেই গেলে প্রাণ আসি বলে এই সেই	১৬৮
সুজন সহিত প্রেম	৬৭	সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়	১৭৪
সরস বনন তব কমল নয়ন	৬৮	সুধাপানে সুধাবার	১৬৫
সেই সে পিরীত প্রাণ	৬৮	সাধ কি পূরিবে	১৭০
স্বরস রুচির কুহুমে	৭৫	সাধের জীবনে সাধ	১৭৫
সখী দেখলো খামারে কি হল	৭৬	সাধে কি প্রেমসী শশী	১৭২
সত্যত বাসনা যারে হরিষ হেরিতে	৭৭	সরল তরল তরবারি	১৭৩
সদয় রহিও, শুন প্রাণ প্রিয়,	৭৯	সেইত সকল	১৮২
সাধিলে করিব মান, কত মনে করি	৮২	সদা মানসে জন	১৮৮
সত্যত যতন আশ্রি করি যেমন	৮৫	সাধেরে পিয়াস বিধুরা	১৯০
সদা হুখে থাকি হে	৮৮	হর প্রথমে সারি	১৯২
সে কি আমার অযতনের ধন	৯০	সপ্তস্বর হর	১৯৫
সে কেন রে করে অপ্রণয়	৯০	সরমা দিয়া	১৯৬
সখী কোথা পাব তারে, যারে প্রাণ	৯১	সহর চলা গুটী	১৯৬
সে জানে না আমার মন	৯২	সিহরি বে সারি	১৯৬
সেই সোহাগিনী লো, যারে	৯৫	সাহাজগে আলাম	১০০৩
সকল রতন, অধিক যেমন,	১০০	সাঁইতে আওরে	১০০৫
সে কি না জানে সেই মনের বাসনা	১০১	সো ভাবামন	১০০৫
সে পুরিলে বল সাধনা করে	১০৪	সাধনা করতে আওরে	১০০৬
সুধামুখী তোমার নয়ন আমিষ বরিষে	১০৪	সকল গুণ প্রকাশ	১০০৬
সুধামুখী যুগ বিরস করোনা	১০৬	সে বাঁশী বাজে	১০১৬
সখীরে, রসেরো অলসে	১১৯	হুখে কি মা	১০২২
সখী শ্রাম চাঁদে করলো মানা	১২১	সিংহের উপর	১০২২
সিংহোপরি বিকসিত পদ্মাসনে	১২৯	সাপের মাখায় সখের	১০৭
সিংহবাহিনী ত্রিশু ধারিণী	১৩০	স্মরিলে পূর্বের কথা	১০৮

সে দিন আমার
সোণার প্রতিমা আজি
সই কই সে কাল শলী
সংসারের সুখ যত
সাজ সাজ ভাই রে
সখীর এমন ভাব না
সে শষ্ট-লম্পট
সাধ করে কি সাধি
সত্য রলে মারে লাঠি
সে যে মান ভরে
স্বরগ হইতে প্রেমের ধারা
সিমি খেয়ে এগিয়ে কেন
সরলা গোপের বালা
সই সহনে না যায়
স্মৃতি বড় করে জ্বালা'তন

হ

হে দীনশরণ আমি হে
হের গত প্রাণ সত্তী দেহ
হাস শিশু মধুর হাসি
এসে হেসে কাছে
হের নটতহি
হৃদয় মন্দিরে তারা
হরিনাম মহৌষধি
হৃদ মজা কলিকালে
হরিনাম হৃদয়ারসে
হরি যে ভাবে তোমায়
হরিহে বলিরে ছলিলে
হেলায়ে রতন হারাওনা
হরি বল হরি বল রে
হরিনাম দিয়ে জগত
হরি বল ভাই
হরি বলে আমার
হরি বল হরি বল বলে
হরি বল বলরে ভাই
হরি বল বল জগাই
হায় হায় লজ্জার প্রাণ যায়
ছদ্ম-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি

১১০ হরি ! প্যারি পড়ে ধরাসনে ২২৩
১১২ হায় কি এতকাল ২২৬
১১২ হরি, হেরিতে হরি সোহাগিনী ২২৬
১১৪ হেরি অন্ধকার, হে উজ্জ্বল, ত্রজের ধব ২২৬
১১৫ হে কি শুনি ত্রিশূলপানি ২৩৬
১১৬ হরিপদ পঙ্কজে মত্ত ২৪০
১১৬ হের মা ! অপাস্ত ভঙ্গে ২৪৪
১২৫ হেরন জননি ! হের মা দীনে ২৫৯
১২৫ হাসরে যামিনী হাস, প্রাণের হাসিরে ৫৫২
১৫২ হারে রে রে ওঠরে কানাই ৫৫৪
১৫৩ হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ৫৫৪
১৫০ হায়রে হায় প্রেমিক যে জন, ৫৬২
১৪০ হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি, ৫৬৬
১৪৪ হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিণাক ত্রিপুরারে ৫৬৯
১৫৩ হারানিধি উমা আমার ৫৩৩
হরি নামের সারি গেয়ে চল বেয়ে ৫৩৩
হের হর মনমোহিনী কে বগেনে কালমেয়ে ৫৮১

৮৯৯ হরি বলা হ'লো না ৫৮৩
ঐ হেম বসনে নেহার গগনে ৫৮৭
১০৯ হয়েছি জ্যোন্তে মরা তোমায় ৫৯৩
১১৪ হিয়া হিয়া মিলি, চখে চখে খেলি ৫৯৩
১১৬ হৃদয় শূন্য করি ৫৯৮
১১৭ হে করুণাকর দীন সখা ৭১১
১২১ হয়েছি ব্যাকুল অন্তর বিরহে তোমায় ৬১১
১২২ হৃদয়ের মপি আদরিণী ৬১৬
১২৮ হা সখি ও আদরে ৬১৬
ঐ হেলা ফেলা সারাবেলা ৬২০
১১৯ হৃদয় মোর কোমল অতি ৬২৪
ঐ হাতে লয়ে দীপ অগনণ ৬২৭
১৩০ হোলনা লো হোলনা সই ৬৩০
১৩০ হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু ৬৪৪
১৩০ হৃদয় মন্দিরে প্রাণাধীশ ৬৪৮
১৩০ হৃদয়ে রাখ গো দেবি চরণ তোমার ৬৫০
১৩১ হায়রে সেইত বসন্ত ফিরে এলো ৬৫৭
১৩১ হাসি কেন নাই ও নয়নে ৬৫৯
১৩১ হৃদয় শলী হৃদি গগনে, ৬৬৮
২১৩ হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ৬৬৯
২১৫ হরি তুমি হে মম প্রাণধন ৬৭৮

হাসিছে আজি কুহুমরাজি	৬৮৮	হরি তোমার করুণায়	৭১৫
হরিনামে পাষণ গলে	৬৯২	হরি আমি হুখ ভালবাসি	৭১৮
হরিনাম বড় ভালবাসি	৬৯৩	হে যমুনে, তব নীল বক্ষে	৮১০
হাসরে কোমুদী হাস	৭০৫	হৃদয় চিরিয়া মোর দেখ	৮১৭
হাসরে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি	৭০৬	হে পরাংপর করুণাকর	৮৩০
হাসরে আকাশে বসি কুমুদ রঞ্জন	৭০৬	হে দীনবন্ধো বায় যে	৮৩২
হারিয়েছি হারিয়েছি	৭১১	হের কি মহামঙ্গল রাজে	৮৩৪
হর হুখ হর মনোমোহিনি	৭২৭	হরিত বসন পরা গগন চুমি	৮৩৮
হয়ো না প্রভাত তুমি আজ রঞ্জন	৭২৯	হৃদয়—পিঙ্করের পাখী	৮৪১
হরি গতি এই কি তার	৭৩২	হৃদয় কুটীর ময় কর নাথ	৮৪৫
হরি নামে যত সুখ আছে কি	৭৩৩	হায় মা একি করিলি	৮৪৭
হৃদয় ছাড়া করবো না আর	৭৩৬	হৃদিপরাশনে ফেরে মা	৮৭৪
হরি তুমি হুখ দাও যে জনারে	৭৪২	হেরি রসপানে মত্ত কিশোর	৮৭৬
হরি তুমি যার হও হে আপন	৭৪২	হ—খ—ব—র—ল—জ—ড	৮৮০
হরি কদিন রব ভব সংসারে	৭৪৩	হাওয়ার তালে তুলে তুলে	৮৮২
হরি বল মন রসনা	৭৪৩	হো—হো—জান হররাণ	৮৮৭
হরি হে আমায়	৭৪৪	হেরিয়া পূর্বিময়শলী	৮৯৭
হরি কেমন করে	৭৪৫	হাঃ হাঃ হাঃ কেশা মজা	৮৮৪
হরি কখন কি কর	৭৫৫	হরিনাম বিনে আর	৯৩৩
হরিহে তুমি বা	৭০৬	হৃদয় মন্দিরে দাড়াও	৯৩৫
হরিনাম সুধারস	৭৫৭	হরিনাম সুধারসে	৯৩৫
হরিবোল বল জগাই	৭৫৮	হর প্রণমানি	৯৩৬
হায় হায় কি মজা	৭৬৭	হৃদকমলে চিত্তা কর	৯৪৭
হর-হৃদি হৃদে পদ	৭৪৭	হায় কেমনে পাশরি	৯৫৭
হে পূর্ণ মঙ্গল ! হে পূর্ণ মঙ্গল !	৭৭২	হরি হরি হরি বল মন	৯৪৯
হায় রে তারকাজালে শ্রামল	৭৭৫	হের আনন্দ কানন	৯৩৮
হেরি সবই অন্ধকার	৭৭৬	হবে কিনা বল মহাপাল,	৩৮৫
হে ভবতারণ ! হে ভব তারণ	৭৭৬	হায় কেন না বুঝিয়া পড়ানু তোরে	৩৮৬
হারিয়ে তোমারে কি লয়ে রহিব	৭৭৭	হলো এই তোমার সকল	৩৯০
হায়রে ডুবিল সংসার	৭৭৮	হায়, আমি কি তা করণে বলো	৩৯২
হায়রে কেমনে ভুলিয়ে তাঁরে	৭৭৯	হায়রে কইতে ত্রুণের কথা প্রাণ	৩৯৬
হে বিশ্বকারণ বিতো, নিরাকার	৭৮১	হোলি খেলিছে শ্রীহরি সহ রাধা প্যারী	৪০১
হৃদয়ের দাবানল বল কে নিভায়	৭৮৩	হরিনাম সুধারস পরি পুরী মানস	৪০১
হেলায় আমি যাব তরে	৭৮৮	হরির সূটের গুণ জানি না	৪০২
হায় হায় কেন কান্ডালের	৭৮৯	হের হের নব জলধর কায়	৪১২
হরি বলে হায় করে দেখ	৭৯০	হোলি খেলে, লয়ে তালে মিলে	৪১৪
হে সিন্ধুপুঙ্খ গণেশ, তুমি	৭৯৩	হেলায় হায় বায় বয়ে কাল	৪১৬
হরি একি দেখি	৭৯৫	হরি কে জানে তোমার ভক্তি	৪২২

হরি বিপদ কালে রাখ রাশ্যপায়	৪২৫	হয় যদি আজ এমন উপকার	৩৬৫
হে উপিত প্রেম মদ বন, হও দয়াময়	৪৩২	হাট বাজারের হিসাব করে	৩৬৭
হেরিব না আর সখী কাল বরণ	৪৩২	হীরে কাজ কি লো তোর ফুলে	৩৭২
হে হরমুত, বহু গুণযুত হর	৪৩৫	হায় আর কি আছে গো আমার	৩৭২
হে ভব ভামিনি ভীম বিলোচনি	৪৩৬	হরি হে কোথা লুকালে	২৯৩
হেরিয়ে তোমার প্রাণ ও বিধুবদন	৪৩৭	হরি তোমার একি ব্যবহার	২৯৬
হৃদয়ের রাজা তুমি কেবা তব মন	৪৩৭	হে মদন মদনমন বিধুবদন	২৯৯
হৃদয়ে রাজা হয়ে তুমি প্রাণধন	৪৩৭	হে মাধব, মামনু কল্পস্থ দীনমু	৩০০
হেরিলে শীতল কহু হয় কি পিরহানদা	৪৩৮	হলনা আমার তারা ওগো মা	৩০৩
হৃদয়ে দাইয়ে তোর না পুছিল আশা	৩৪১	হল যৌবন ভাবি আমি আগু তরুইতে	৩০৯
হবিগহীন রজনীশ বদনী	৪৩৯	হলি কংল বিন্দোলে দেলে যতুপাতি	৩১১
হোলি খেপিবেন আজ শ্রীহরি	৪৩৯	হয় সে দাহন মই	৩১২
হংসারূপা কার বল	৪৩৯	হইলাম না স্থান কেন আমি, তোমার	৩১৯
হায় কি ধুখের আগমন	৪৭০	হে পিরহানদা, আমার আঁখিরে বাধিও	৩১০
হে তরে মনমোহিনী	৪৭২	হাসিতে হাসিতে কেন করিছ রেদন	৩১০
স বিধি একি বিধি তোমার	৪৭৫	হয়েছি মা জোর দরিদ্রদী	২৯
হে দয়াময়ী তারিণী মা	৪৭৬	হের কার রমণী নাচেরে	৩৫
হে গোবিন্দ রাখ মোরে	৪৭৬	হেরে মংগামে তুকে নিবাজে	৩৫
হে ভবানী জগজ্জননী ত্রাহি দীন	৪৭৭	হর কিরে মাতিয়া, শব্দ	৭৭
হায় কি সুনীলাম আমি শুনে	৪৮৭	হর নয় অস্তরে গো রয়ে	৭৮
হে বিধি তোমার বিধি বল কে বুঝিতে	৪৮৬	হেও না মন পড়া পাখী	৭৩
হেরি বসন্ত সখায় কোকিল হরমে পায়	৪৮৮	হরি হরে করে ভেদ	৭৮
হেরি নিদাষে আতঙ্কে মগুরে পলায়ন	৪৮৮	হর শশাঙ্কশেখর	৭৯
হেরি হিমা'রাধের জুড়াই নয়ন মনে	৪৮৯	হে প্রাণনাথ নয়ন অন্তরে	৬২
হে নিরদয় নৌলকরণ	৪৯৬	হেরিলে হরিষচিত	৭০
হায় শ্রাম শুক পাখী	৫০০	হেসে হেসে প্রাণ	৭১
হায় গো আমার কি হইল	২৫৯	হাসিতে হাসিতে মাম মদনে	৭৩
হায় হায় ! প্রেমদায় কে জানে ?	২৮৬	হিম-শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল	৭২
হায় ! কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা	২৮৬	হে নাথ, মনের কথা তুমি জান	৭৫
হবি হরি বল ওরে আমার মন	৩২১	হেরিলে চমকে চিত্ত	৭৫
হে কোকিলে বসে তামালে	৩২৬	হিম শিশিরে নীরে কেন আসিচে	৮২
হরি হরি বল ওরে আমার মন	৩৩১	হেরিতে হেরিতে পথ কাতর আঁখি	৮৩
হরি, এই দেখ কমলে	৩৩০	হলো হলো হলোয়ে প্রাণ	৮৭
হায় কিনা জানি কমলে রাই	৩৫৪	হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন	৮৭
হরি পাখিনে হরি ত পড়িয়ে	৩৫৪	হউক আমারে বৃত করহ বৃতন	১৯
হায় কি করিলে	৩৫৫	হইলাম তব বশ বা কর এখন	৮৯
হায় রসিক মুলন, নারীর মনোরঞ্জন	৩৬১	হৃদয় নিবাসী জনে, না হের নয়নে	৯৮
হায় হায় বিষম বিষম চিন্তা	৩৬১	হউক সেনে সই কহিও নিদয়ে,	১০০

হের ভ্রমরে ও কমলন।	১০৩	হর নমি হে আমি যুবতী	১৬৭
হাস হাস হাস ওলে।	১০৫	হায় রে পিরীতি জোর গুণের বালাই	১৭৯
হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে	১০৮	হ'য়োনা সকাতরা প্রেমসী	১৭৬
হরি রজনারী চেন না	১১৮	হল এই স্থলাভ	১৮৪
হরি, রজনারী চেন না এখন,	১২৩	হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে	১৮৪
হে ভগবতী মতী!—প্রজাপতি দুহিতে	১২৪	হর নিদয়, হরি নিদয় মোরে হর কামিনি	২০৮
হর উরোপরে কে বিহরে ললনা	১২৫	হে বাখা দমন	২৪৯
হরি হে পতিত জনে তারিবে নিজগুণে	১২৮	হৃদয় রাস মন্দিরে	২৮১
হর গৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে	১৩১	হেসে নাও দুদিন	২৮৯
হের মা এদীনে প্রপন্ন অধীন জনে	১৩১	হেম রাজ কি বাচন	২৯২
হে ভগবতী ভূতপতি ভাবিনী	১৩২	হর চরণপর	২৯৫
হরি কে জানে হে তব তড়নিরূপণ	১৩৭	হে মিজারে	২৯৬
হরি নাম স্থা রসেতে মজরে রসনা	১৩৭	সীতাপতি রামচন্দ্র	২৯৯
হরিপদ পঙ্কজে মজরে মন,	১৩৬	হজরত গৌশালা	১০০৮
হরি করহে পূরণ এই অভিলষ আমার	১৩৬	হবে কবে সে দিন ভবে	১০০৯
হেন রূপানয়নে তার সানন হাঁনে	১৪৭	হো নরহর নারায়ণ	১০০৮

বাঙ্গালীর গান ।

রামপ্রসাদ ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ২৪-পরগণা হাগিনহরের অন্তর্গত কুমারহাট (কুমারহাটা) গ্রামে বৈদ্য-বাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। ১৬৪০—৪৫ শকের মধ্যে (১১২৫—৩০ সালে) রামপ্রসাদের জন্ম হয়। রামপ্রসাদ তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান। অল্প বয়স হইতেই রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কৌলিক চিকিৎসা-ব্যবসায় শিক্ষা করেন নাই : সুতরাং পিতৃবিরোধের পর, অস্থান ১৭১৮ বঙ্গাব্দ বরষার সময়, তিনি কলিকাতার এক ধনীর গৃহে মুহুরীগিরী চাকরী গ্রহণ করেন। বালাকাল হইতেই কবিতা ও সঙ্গীত-বচনায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল : মুহুরীগিরী কার্য্য করিতে করিতেও, সময় সময় তিনি সঙ্গীত-বচনায় বিভোর হইতেন। একদিন তাঁহার এক উদ্ভূত কৰ্ম্মচারী জমাখরচের খাতা তদারক করিতে গিয়া দেখিতে পান যে, রামপ্রসাদ সেই খাতার মধ্যে গান লিখিয়া রাখিয়াছেন। কৰ্ম্মচারী সেই কথা রামপ্রসাদের প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন। “আমায় দে মা ভবিষ্যদ্বাণী” এই গীতটি খাতার প্রথমেই লিখিত ছিল। প্রভু এই গানটি পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ ডাকিয়া উৎসাহ দিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই হইতেই রামপ্রসাদের ছন্দ-মধ্যে ভাব-সমুদ্র উখলিয়া উঠে; সঙ্গীত-রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবের সাধনায় তাঁহার মন আরুণ্ণ হয়। ইহার পর রামপ্রসাদ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া তাত্ত্বিক মতে কালীর সাধনায় নিমুগ্ন হন। ‘কালী কালী’ বলিয়া তমস হইয়া রামপ্রসাদ মাকে আত্মান করিতেন। সেই প্রাণের আত্মান আজি জগতের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতরূপে বিরাজ করিতেছে।

রামপ্রসাদ যে সময় কুমারহাটে আসিয়া বসতি করিতেছেন, বাঙ্গালার অবিভীত বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন নবদ্বীপের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া আছেন; মহাকবি ভারতচন্দ্র তখন তাঁহার সভাসদরূপে বিরাজমান। রামপ্রসাদের কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ তাঁহাকেও আপন সভাসদমধ্যে পরিগণিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তখন বিব্রাহসজিগৃহস্ত; সুতরাং মহারাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তথাপি কবিত্বের সম্যক-প্রদর্শনে পরাক্রম হন না; রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিকর ভূমি দান করেন। রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ এই সময়ই রচিত হয়।

রামপ্রসাদের রচিত কবিতা ও সঙ্গীত প্রভৃতি এখন হুপ্রাপ্য। কতকগুলি সঙ্গীত এবং ‘বিদ্যাসুন্দর’ গ্রন্থ বাতীত, তাঁহার আর কোন গ্রন্থই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অথচ, তাঁহার ‘বিদ্যাসুন্দর’ের অষ্টমঙ্গলা’ প্রভৃতি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি অস্বাভাবিক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে, রামপ্রসাদ প্রতিদিন পাঁচটি করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন। কেহ কেহ অস্থান করেন, রামপ্রসাদ ৫৪ বঙ্গাব্দে ‘তাল্লা’ ও এই কিংবদন্তী ও অস্থানের

কিরদংশও সভা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে রামপ্রসাদের কত অমূল্য গীত-বৃত্ত যে কাল-কবলে এত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। তাঁহার একটা গানের ভণিতা দেখিয়া, তিনি লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। অথচ, সে সকল গানের অধিকাংশই সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অপরের রচিত অনেক গান এখন রামপ্রসাদের নামে চলিয়া যাইতেছে ; এবং রামপ্রসাদের রচিত অনেক গানের কলি ও শব্দ প্রভৃতি কালক্রমে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই সংস্রবে আমরা রামপ্রসাদের গানের যে দুই একটা পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহাতেই উক্ত সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইবে।

রামপ্রসাদ কালী-সাধনার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; কালী-কীর্তনই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সম্পদ। কৃষ্ণকীর্তন, শিবকীর্তন প্রভৃতি তাঁহাব কয়েকখানি কাব্যের কয়েকটা মাত্র পদাবলী এক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু তাহার পুনরুদ্ধার-আশা হৃদয়-পর্যাহত। কোথাও কোনও উপলক্ষ-বিশেষে গিয়া তাঁহাব সঙ্গীত রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রাসাদ আসিয়া দোল এবং রথ সংস্কারে তিনি কয়েকটা হৃদয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ; কালীধামে গমন করিয়া দেবী অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেবীকে গান শুনাইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত একবার মূর্শিদাবাদ যাইবার সময় গঙ্গা-বক্ষে নৌকাব উপর বসিয়া, রামপ্রসাদ মহারাজকে গান শুনাইতে ছিলেন ; দূর হইতে সেই গান শুনিয়া নবাব মিরাজ্জন্দোলা তাহাতে আকৃষ্ট হন। সেই উপলক্ষে রামপ্রসাদ কয়েকটা গান রচনা করিয়া নবাবকে শুনাইয়াছিলেন। আজু গৌলাই (অনোধ্যা-নাথ—কাহারও মতে অচ্যুতচরণ,) এবং রামপ্রসাদ দুই জনেই সম-সাময়িক, দুই জনেরই নিবাস এক গ্রামে, দুই জনেই ভাবুক ও কবি ; তবে রামপ্রসাদ শক্তিব উপাসক, আর আজুগৌলাই বৈষ্ণব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই দুই কবির মধ্যে সঙ্গীত-রচনার দৃশ্য বাঁধাইয়া দিতেন। তাহাতেও রাম-প্রসাদের বহু সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের সাধনা-সম্বন্ধে অলৌকিক ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। কালীধামে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়া রামপ্রসাদকে গান-রচনা করিতে বলিয়াছিলেন ; এবং সেই আদেশ-বশতই রামপ্রসাদ অন্নপূর্ণার মন্দিরে গান শুনাইয়াছিলেন। একদিন বেড়া বাঁধিবার সময় কে যেন বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে তাঁহাকে দড়ি যোগাইয়া দিতেছিল। রামপ্রসাদ দেখেন—যেন কঙ্কালপে স্বপ্নে দেবী আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। রামপ্রসাদ, মৃত্যুর পূর্বরাত্রে কালীপূজা করিয়া আত্মীয়-বন্ধনকে আপন মৃত্যুর সংবাদ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিনও গান গাহিতে গাহিতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।—ই পুত্র ও দুই কন্যা বাঁধিয়া রামপ্রসাদ ইতলোক ত্যাগ করেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তাঁহার কবিত্ব, ভাবুকতা এবং উজ্জ্বলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম-প্রসাদ বাঙ্গালার সঙ্গীত-সৌধের ভিত্তিরূপে অবস্থিত। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকিবে, ঐ ভাবুক ভক্ত কবির স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যমান রহিবে।

রামপ্রসাদ-সঙ্গীত ।

শ্রীগুরু-বন্দনা ।

স্ববটমল্লার—কাওয়ালী ।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং ।
অক্ষপট খোলে ধক্ সব হরণং ।
জ্ঞানোজ্জন দেহি অক্ষকি নয়নং ।
বল্লভ নাম শুভায়ত করণং ॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিদ্ধতারণং ।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং ।
সুচারু চরণরস হৃদে করি ধারণং ।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণে মরণং ॥

কালী-কীর্তন ।

• রামপ্রসাদী স্ব—একতাল । *
আমায় দেও মা তবিলদারী ।
আমি নিমক্-হারাম্ নই শঙ্করা ॥
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই স্টে,
ইহা আমি সহিতে নারি ।
ভাঁড়ার জিয়া ধার কাছে মা,
সে যে ভেল্লা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা,
তবু জিয়া রাগ তাঁরি ।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারি ॥
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণ-পুলার অধিকারী ।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি ॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে তো মা পেতে পারি ।
প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি ।
ও পদের মত পদ পাই তো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

* যে সকল সঙ্গীতে বিশেষ কোম তাল ও সুরের
উল্লেখ না থাকিবে, তাহা “একতাল” ও “রাম-
প্রসাদী স্ব” বুঝিতে হইবে ।

দুর্বদে মন কালী বলে ।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
হুঁচার ডুবে ধন না পেলে ।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে ।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুস্তীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে ।
তুমি বিবেক-হৃদি গায় মেখে যাও,
ছৌবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে, বাশ্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

মা আমায় ঘুরাবে কত ? *
কসুর চোখ ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত ।
তুমি কি লোখে করিলে আমায়,
ছটা কসুর অনুগত ॥
মা শব্দ মমতায়ুত, কান্দলে কোলে করে হুঁ
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥
হুঁগা হুঁগা হুঁগা বলে, তরে গেল পাঙ্গী কত ।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥ †

* কোথাও কোথাও এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় ;—
মা আমায় ঘুরাবি কত ।
যেন নাক-কোঁড়া বলদের মত ॥
আশি লক্ষ যোনি লমি, পশু পক্ষী আদি যত ।
তবু গর্ভধারণ নয় মিথারণ, ঘাতনাতে হলেম হত ॥
কুপ্ত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয় ।
রামপ্রসাদ কুপ্ত্র তোমার, তাড়িয়ে দেও জনমের মত
† পাঠান্তরে—“দেখি ছটি অভয় পদ ।”

কুপ্ত অনেক হয় মা, কুমার: নয় কখন তো
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত * ॥

জ্বলা—একতারা ।

আর কাজ কি আমার কানী ।
মায়ের গাভলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাগনী ॥
হুংকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি ।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাণ কোথা,
মাথা নাই তার মাথা-বাথা ।

ওরে অনলে লাহন যথা, হুংরে তুলা-রাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিণ্ডক্ষেপে পাবে ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া ডানে হাসি
কানীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি ।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥
নির্মাণে কি আছে ফল, জ্বলেতে মিশায় জল ।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে ।
ওরে চতুর্ভুজ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

মন রে কৃষি কাজ জান না ।
এমন মানব-স্বামী রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সেথা ॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, কসলে তছরূপ হবে না
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম বৈসে না ॥
অদ্য অক-শত'স্র বা, বাজাপ্ত হবে জান না ।
আছে এতরে মন, এই বেলা ভুই †
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ‡
ভক্তি-বারি তায় সঁচ না ।

* পাঠান্তরে—“প্রসাদ যে কু-পুত্র মা ভোর,
করে বেশো পদানত ॥”

† পাঠান্তরে—“এখন আপন ভেবে মনরে
আমার যতন করে” ইত্যাদি ।

‡ পাঠান্তরে—“জরদণ্ড বীজ রোপণ করে ॥”

ওরে একা যদি, (মন রে আমার)
না পাবিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা । *

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥

মার মোহ পে বাপের আদর, এ দুঃসমুদ্র যথা তথা ।

যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,

এমন বাপের ভরসা বুধা ॥

তুমি না করিলে রূপা, যাব কি বিমাতা যথা ?

যদি বিমাতা আমার নরেন কোলে,

দূরে যবে মনের বাথা ॥ †

প্রসাদ বলে এই কথা, বেলাগমে আছে পাখা ;—

ওমা যে জন তোমার নাম করে,

তার হাড়-মালা আর মূলি-কাঁথা ॥ ‡

নলিত বিভাস—একতারা ।

কেবল আমার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো

যেমন চিত্রের পর্দাতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো ॥

মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো ।

ওমা ! মিঠার গেতে,

ভিত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥

মা খেলবি বলে, কাঁকি দিয়ে নাবালে ভুতলো ।

এবার যে খেলা খেললে মাগে,

আশা না পুরিলো ॥

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,

যা হবার তাই হলো ।

এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে,

বরে নিয়ে চলো ॥

* কোথাও এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ;—

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ।

নমস্কংকর্ষভ্যা বলে, চলে যাব যথা তথা ।

আদি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে, দূব করিব মনের বাথা ।

তুমি গো পাখাঘের মুতা,

আমার যেমনি পিতা তেমনি মাতা ।

রামপ্রসাদ বলে, জগি-বলে, ওর-তত্ত্ব রাখ পাখা-ন

† পাঠান্তরে—“দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥”

‡ পাঠান্তরে—“তার কপালে মূলি-কাঁথা ॥”

রামপ্রসাদ ।

এবার আমি বুঝিব হরে ।
 মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
 ভোলানাথের তুল ধরেহি,
 বল্ব এবার যারে তারে ।
 সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
 হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
 পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
 দেখা মাত্র বল্ব তারে ।
 ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ,
 মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
 মায়ের ধন সন্তানে পায়,
 সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
 ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
 চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
 শিবের লেখ বলি যদি,
 বাজে আপন গার উপরে ।
 রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
 মার অভয় চরণের জোরে ॥

ভাব-না কালী, ভাবনা কিবা ।
 ওরে যোহময়ী রাত্রি গত, সন্তোষিত প্রকাশে দিবা
 অরুণ-উদয়-কাল, সূর্য্য তিমির-জাল ।
 ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥
 বেদে দিলে চক্ষু ধূলা, বড়দর্শনের সেই অরুণ্ডলা
 ওরে না চিনিলা জোষ্ঠা মূলা,
 খেলা-ধূলা কে ভাসিবা ॥
 যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ ।
 ওরে যার নেটে তার নাট, তব্দে তব্দে কে পাইবা ॥
 যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে দেই পূর,
 রামপ্রসাদ বলে ভাসিবা ভূর,
 আশ্রয় নৈধে কে রাধিবা ॥

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ।
 আমি কাজ হারালেম কালের বশে ॥
 এখন ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে ।
 তখন ভাই বন্ধু দারা হৃত,
 'বাই ছিল আমার বশে ॥
 এখন ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে ।

দেই' ভাই বন্ধু দারা হৃত,
 নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
 ধম-দুত আসি শিয়রেতে বসি,
 ধরবে যখন অগ্রকেশে ।
 তখন সাজায়ে মাচা, কগঙ্গী কাচা,
 বিদায় দিবে দণ্ডি-বেশে ॥
 হরি হরি বলি, শাশানে ফেলি,
 যে যার যাবে আপন বাসে ।
 রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
 অন্ন খাবে অনায়াসে ॥

বেহাগ—আড়-থেমটা ।

আমার কপাল গো তারা !
 ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
 ভাল নয় মা কোন কালে ॥
 শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে ।
 আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সময়ের জলে ॥
 শ্রোতের দেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
 সব বলে ধর ধর, কেউ নাবে না অগাধ জলে ॥
 বনের পুষ্প বেলের পাতা,
 মাগো আর দিব আমার মাথা ।
 রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥
 কীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী ।
 তনু-অস্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥

সোহিনী বাহার—আড়-থেমটা ।

ওমা ! হর গো তারা, মনের হুংখ ।
 আর তো হুংখ সহে না ॥
 যে হুংখ গর্ভঘাতনে, মাগো,
 জন্মিলে থাকে না মনে ।
 মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে 'ওনা ওনা' ॥
 জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো,
 যে জন্মে নাই সে জানে না ।
 তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা,
 জন্মিলে না—মরিলে না ।
 রামপ্রসাদে এই ভণে, বন্দ হবে মায়ের সনে,
 তবু রকমার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥

অভয় পদ সব লুটালে ।
কিছু রাখিলি না মা তনয় বলে ॥
দাতার কহা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে । *
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা আমার হলে ॥
ভাঁড়ার জিন্মা যার কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে ।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মন্ত, †
কেবল তুষ্ট বিদদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, ‡
কত দুঃখ আমার দিলে ।
প্রসাদ বলে এবার মোলে,
ডাকুব সর্বনাশী বলে ॥

মন কেন মার চরণ ছাড়া ।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া ॥
থাকুতে নয়ন, দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া ।
মা ভক্তে ছিলিতে, তনয়রূপেতে,
বঁধেন আসি স্বরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে ।
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটী,
শেষে দিবে গোবর-ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা হুত, কেবল মাত্র মাঝার গোড়া ।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অন্ধ্রতে যত অভয়, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে,
চার-কোণী মাথখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা ।
বের হয়ে দেখ কন্তারূপে,
রামপ্রসাদের বঁধছে বেড়া ॥

এবার কালী তোমায় খাব ।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ড-যোগে জন্ম হ'লে
সে হয় যে মা-থেকো ছেলে ।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব ।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সস্তার চড়াব ॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাস্ত্রে কালী মাখিব ।
যখন আসবে শমন বঁধবে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব ।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুঞ্জিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব ।
(আমার) ভয় কি তাতে কালী বলে
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা ত্রিগ্রামপ্রসাদ,
ভাল মতে তাই জানাব ।
তাও মস্তুর সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥

আমি এত দোষী কিসে ।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকুব না আর এমন দেশে
তাতে কুলালচক্রে ভুয়াইল,
চিত্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি বসে ।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী,
বঁধে রাখে মায়া-পাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাবে ।
আমার সেই যে কালী, মথুরা কালী,
হলেম কালী তার বিষয়-বশে ॥

* পাঠান্তরে—“শিখেছিলে মা, বাণের কুলে ।”

† পাঠান্তরে—“সদা ভাং খেয়ে সে মণ্ড ভোলা ।”

‡ পাঠান্তরে—“মা হ'লে মা, জন্ম জন্মে ।”

রামপ্রসাদ ।

পিলু বাহার—জং

ভবের আসা, খেলব পাশা,

বড়ই আশা মনে ছিল ।

মিছে আসা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো ॥

প'বার আঠার ঘোল যুগে যুগে এলেম ভাল ।

শেষে কচেন-বার পেয়ে মাগো

পাঁজা-ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥

ছ'তুই আট, ছ'টার দশ,

কেহ নয় মা আমার বশ ।

আমার খেলাতে না হলো বশ,

এবার বাজী ভোর হইল ॥

এবার বাজি ভোর হলো

মন কি খেলা খেলাবে বল ॥

শতরঞ্চ প্রধান পক্ষ, পক্ষে আমার দাগা দিল ।

এবার বড়ের স্বর করে ভর,

মস্তাটী বিপাকে মলো ॥

দুটা অশ্ব দুটা গজ, স্বরে নসে কাল কাটালো,

তারা চলতে পারে সকল স্বরে

তবে কেন অচল হ'লো ॥

দু'শান তরী, নিমক ভরি, বালাম তুলি না চলিল

ওরে এমন সুবাস পেয়ে,

বাঁটের তরী ঝাট্টে রলো ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল ?

ওরে অতঃপরে কোণের স্বরে,

পীলের কিস্তে মাত হইল ॥

বিতান—ঝ'পতাল ।

তাই বলি মন জেগে থাক,

পাছে পাছে রে কাল চোর ।

কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢল,

ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর

কালী নামে নহবৎ বাজে, করি মহা মোর ।

ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে বজনী কর ভোর ॥

কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর ।

কত মহাপ্রাণী তরে গেল,

রামপ্রসাদ কি চোর ?

মন করো না সুখের আশা ।

যদি অভয়-পদে লবে বাসা ॥

হোয়ে ধর্ম-তনয় তাজে আলয়,

বনে গমন হেরে পাশা ।

হোয়ে দেবের দেব সন্নিবেচক,

তুঁই হো শিবের দৈত্য দশা ॥

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,

মন সুখের আশে বড় কসা ।

হরিষে বিষাদ আছে মন,

করো না এ কথায় গোসা ॥

ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,

ডাকের কথা আছে ভাষা ।

মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কবে পুরাইবে আশা ॥

কবে কড়ার কড়া তস্ত কড়া,

এড়াবে না রতি মানা ।

প্রমাদের মন হও যদি মন,

কর্ম্মে কেন হওরে চাষা ।

ওরে মনের মতন কর যতন,

যতন পাবে অতি খাসা ॥

কে জানে গো কালী কেমন ।

যড়দর্শনে না পার দরশন ॥

কালী পদ্মবনে, হংস সনে,

হংসীরূপে করে রমণ ।

তাকে সহস্রারে মূলাধরে,

সদা যোগী করে মনন ॥

আস্বারামের আশ্রা কালী,

প্রমাণ প্রণবের মতন ।

তিনি ষটে ষটে বিরাজ করেন,

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড,

প্রকাণ্ড তা জান কেমন ।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,

অশ্রু কেবা জানে তেমন ॥

প্রসাদ ভাবে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিদ্ধ গমন ।

আমার প্রাণ বুকেছে, মন বুকে না,

ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

মা গো তারা ও শঙ্করী ।
 কোনে অবিচারে আমার পরে, . .
 করলে হুংখের ডিক্রি জারী ॥
 এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
 বল মা কিসে সামাই করি ।
 আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে,
 বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
 প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
 তার নামেতে নিলাম জারি ।
 ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পানতি,
 তারে দিলে জমিদারী ॥
 হজুরে দরখাস্ত দিতে, কেথা পাং টোকা কড়ি ।
 আমায় ফিকিরে দিকির বানায়,
 বসে আছ রাজকুমারী ॥
 হজুরে উকীল যে জনা,
 ডিসমিসে তাঁর শশয় ভারি ।
 করে আসল সাক্ষি সওয়াল বন্দি,
 থেকেপে মা আমি হানি ।
 পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।
 ছিল স্থানের মধ্যে অত্ন চরণ,
 তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

আমি কি হুংখেরে ডরাই ।
 ভবে দেও হুংখ মা আর কত তাই ।
 আগে পাছে দুখ চলে মা,
 যদি কোন খানেতে যাই ।
 তখন হুংখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
 দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
 বিষের কুমি বিষে থাকি মা,
 বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।
 আমি এমন বিষের কুমি মা গো,
 বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
 প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
 বোঝা নাবাও ঋণেক জিরাই ।
 দেখ, হুংখ পেয়ে লোক গর্দন করে,
 আমি করি হুংখের বড়াই ॥

আর বাণিজ্যে কি বাসনা ।
 ওরে আমার মন বল না ।
 ওরে স্বামী আছেন ব্রহ্মময়ী,
 হুংখে সাধ সেই লহনা ॥
 বাজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
 (মনরে ওরে), শরীরস্থ ব্রহ্মময়ী,
 নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
 কাণে যদি ঢেকে জল,
 বার করে যে জানে কল,
 (মনরে ওরে), সে তলে মিশায়ে জল,—
 ত্রিহিকের একপ ভাষনা ॥
 বরে আছে মহারথ, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত,
 (মনরে ওরে), ত্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব,
 কলের কপাট খোল না ॥
 অপূর্ণ জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদী স্বাতী,
 (মনরে ওরে), জনন মরণাশৌচ,
 সন্ধ্যা-পূজা বিড়ম্বনা ॥
 প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে ;
 (মনরে ওরে), সিন্দুর বিধবার তালে,
 মরি কিবা বিবেচনা ॥

গাথা ভৈববী—চুংরী ।
 অপার সংসার, নাহি পারাবার ।
 ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
 বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার ॥
 যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
 ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি ।
 তার কৃপা করি, কিন্তুর তোমারি,
 দিয়ে চরণ-তরী, রাখ এইবার ॥
 বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
 থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম ।
 পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
 তারা তব নাম সংসারের সার ॥
 কাল গেল কালী হল না সাধন,
 প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ।
 এ ভববন্ধন, কর বিমোচন,
 মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥

রামপ্রসাদ ।

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা ।
 বুঝে বুঝি না রে মন ঝঁটা ॥
 কোথা রবে বর বাড়ী তোর,
 কোথা রবে দালান-কোঠা ।
 যখন আসবে শমন, বাবে কসে মন,
 (ও মন!) কোথা রবে বাগা-গুড়া-জোঠা ॥
 মরণ সময় দিবে গেমার,
 ভাসা কলসী ছেড়া চেটা ।
 গুরে সেখানেতে হোর ন্যমেতে,
 আছে রে যে দাবদা জাঁটা ॥
 যত ধন জন সব অকারণ,
 সঙ্গেতে না যাবে কেটা ।
 রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
 ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥

কাজ কি রে মন খেয়ে কাশী ।
 কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥
 সাক্তি ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণ-বাসী ।
 যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত মান,
 কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥
 হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।
 রামপ্রসাদ এই ধরে বসি,
 পাবে কাশী দুর্গানিশি ॥

জংলা—একতালা ।

রসনে কাশী নাম রটরে !
 মৃত্যুরূপ! নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥
 কাশী খার সঙ্গে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে ।
 এ কেবল বাদ্যার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ষট পটরে ॥
 রসনারে কর বশ, শ্রামা-নামামৃত রস ।
 তুমি গান কর পান কর,
 সে পাত্রের পাত্র বটরে ॥
 হৃদায় কাশীর নাম, কেবল কৈবল্য-ধাম ।
 করে অপনা কাশীর নাম, কি ভব উৎকটরে ॥
 স্মৃতি রাখ সর্বগুণে, দ্বি-অক্ষর কর মনে ।
 প্রসাদ বলে মোহাই দিয়া,
 কাশী বলে কাল কাটরে ॥

মন তুল না কথার ছলে ।
 লোকে বলে বন্ধু মাতাল বলে ॥
 সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতুহলে ।
 আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
 মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
 অহানিশি থাক বসি, হরমহিয়ার চরণতলে ।
 নৈলে ধরবে নিশা, বুচবে দিশা,
 বিষম বিষয়-মদ খাইলে ॥
 যন্ত্র ভরা ময় সোঁড়া, অণু ভাসে যেই জলে ।
 সে যে আবুল তারণ, কুলের কারণ,
 কুল ছেড় না পরের শোলে ।
 ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে ।
 সত্ত্ব ধর্ম, তমে মর্ষ, কর্ম হয় মন রজ মিশালে ॥
 মাতাল হলে বেতাল পাবে,
 বৈতালী করিবে কোলে ।
 রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে,
 পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥

মন রে আমার এই মিনতি ।
 তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি ॥
 যা পড়াই তাই পড় মন,
 পড়লে শুনলে ছুঁবি ভাতি ।
 ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
 না পড়িলে ঠেসার গুতি ॥
 কালী কালী কালী পড় মন,
 কালীপদে রাখ প্রীতি ।
 ওরে পড় বাবা আশ্বারাম,
 আশ্বজনের কর গতি ॥
 উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
 বেড়িলে কেন বেড়াও ক্ষিতি ।
 ওরে গাছের ফলে কদিন চলে,
 কররে চার ফলের স্থিতি ॥
 প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
 ফল পাবি মন স্তন যুক্তি ।
 ওরে বসে মূলে, কাশী বলে,
 গাছ নাড়া দেখ নিতি নিতি ॥

মা আমার অন্তরে আছি ।
 তোমা'র কে বলে অন্তরে শ্রামা ॥
 তুমি পাষণ-মেয়ে বিয়ম মায়া,
 কত কাচ কাচাও মা কাচ ॥
 উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ ।
 যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
 তার হাতে মা কোথা বাঁচ ॥
 বুকে তার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ ।
 যে জন কা'কনের মূল্য জানে,
 সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥
 প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ ।
 তুমি সেই সাঁচে নির্মিত হোয়ে,
 মনোময়ী হয়ে নাচ ॥

মূলতাল—একতাল ।

মন কালী কালী বল ।
 বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা,
 ওরে ও মন, কেন তুল ॥
 কিপিং করো না ভয়, দেবে অগাধ সনিল ।
 ওরে অনাস্রাসে ভবনদীর কালী ক্লাইবেন কুল ॥
 বা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল ।
 এবার কালের চক্ষে দিয়ে পূল, ভব-পান্নাবারে চল
 ত্রীয়ামপ্রসাদে বল, কেন মন তুল ।
 ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ,
 বেলা অবসান হইল ॥

মূলতাল—একতাল ।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অঙ্গরে ।
 নৃত্যতি মানসশিখী কৌতুকে বিহরে,
 মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধরাধরে ।
 তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িং শোভা করে ॥
 নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ধরে ।
 তাহে প্রাণ-চাতকের কৃষা-ভয় ঘুটিল সত্তরে ॥
 ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে ।
 রামপ্রসাদ বলে, আর জন্ম হবে না জরুরে ॥

এবার আমি ভাল ভেবেছি
 এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ।

যে দেশেতে রজনী নাই,
 সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ॥
 আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
 সন্ধ্যাকে বক্ষা করেছে ॥
 ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
 যুগে যুগে জেগে আছি ।

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেতে ঘুম পাড়িয়েছি
 সোহাগা গন্ধক মিশিয়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ।
 মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছে ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি ।
 এবার শ্রামার নাথ ব্রহ্ম জেনে,
 ধর্ম্য কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

গাচা ভৈরবী—আড়া ।

হুংকমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্রামা ।
 মন-পবনে তুলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥
 ইড়া পিঙ্গলা নামা, হুয়মা মনোরমা ।
 তার মধ্যে গাঁথা শ্রামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
 আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায় ।
 কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
 যে দেখেছে মায়ের দোল,
 সে পেয়েছে মায়ের কোল ।
 রামপ্রসাদের এই বোল, দেশমারা বাণী ওমা ॥

আমি তাই অভিমান করি ।

আমা'র করেছ গো মা সংসারী ॥
 অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবাবি ।
 ওমা তুমিও কৌন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিকরী
 জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম্মোপরি ।
 বিনা ওমা দ্যুনে মথুরাপারে,
 যাননি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
 নাভোয়ানী কাচ কাচো মা,
 অঙ্গে ভষ্ম ভুষণ পলি ।
 ওমা কোথায় লুকাবে বল,
 কুবের তোমার ভাণ্ডারী ॥
 প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এক বেন হোলে ভারি
 যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
 পদে পদে বিপদ সারি ॥

রামপ্রসাদ ।

কালীপদ-মরকত-আলানে,
মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে ।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খণ্ডে
কর্ষ-পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার খেটে ।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সত্য ত্রিতাপের তাপে, হৃদি-ভূমি গেল ফেটে ।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমাখু যায় খেটে ॥
নানা তীর্থ পর্যটনে, ভ্রম মাত্র পশ্ব হেঁটে ।
পাথে স্বরে বসে চারি ফল, বুঝানারে হৃৎ-চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র খেটে ।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরজ্য থাক ফেটে ॥

এবার কালী কুলাইব ।
কালী কোসে কালী বুকে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্তিরা,
কেমন কোরে তার রাখিব ।
আমার মনোযন্ত্রে বান্দ্য ক'রে,
হৃদি-পদ্মে নাচাইব ॥
কোনী পদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব ।
আছে আর যে ছটা বড় ঠাট্টা,
সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে,
কালী বলে কাল কাটাইব ।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব ।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব ॥

জংলা—একতাল ।

একবার ডাকরে কালী তারা বলে,
জোর করে রমনে ! ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥

কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কালী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী ।
তার কাজ কি ধর্ম কর্ম, ও তাঁর মর্মে থেবা জানে ।
তজনের ছিল আশা, হৃদয় মোক্ষ পূর্ণ আশা ।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বি-ভাব ভেবে মনে ॥

সোহানী—একতাল ।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একতরে ।
শিবের সর্বস্ব ধন, মায়ে র চরণ,
যদি আনতে পারি হরে ॥
জাগা স্বরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
ধেঁবে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরু-বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি স্বরে,
ভক্তিবান হরকে মেরে, শিব-রূপদ লব কেড়ে ॥

সোহানী বাহাব—একতাল ।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না ।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর ! হোক দিলে দিলে বাজী,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর ।
এবার মজুরি হলে না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর ।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
যোর যে বিপদ যোর গো ॥
এমা স্বোর মহানিশা, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর ।
আমার এ-কূল ও-কূল, হুকূল গেল,
হুখা না পেলে চকোর গো ॥
এমা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম-ডোর ।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে ছুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥

মন খেলাও রে দাঙাগুলি ।
 আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
 এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পা কলি-পূজা পুজি ।
 আমি কালীর নামে মাধবো বাড়ি
 ভাঙুবো যমের মাথার খুলি ॥
 ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
 তাইতে পাগল ভুলে গেলি ।
 রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি,
 গলে দিলি কাঁথা খুলি ॥

রসনায় কালী কালী বলে ।
 আমি ডঙ্কা মেরে খাব চলে ॥
 হুরা পান করি-নে রে, হুধা খাই রে কুতূহলে ।
 আমার মন-মাতালে মেতেছ আজ,
 মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
 খালি মদ খেলেই কি হয়,
 লোকে কেবল মাতাল বলে ।
 যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মন্ত্র, *
 জানে কেবল সেই পাগলে ॥
 দেখা দেপি সাধয়ে যোগ,
 সিজ কায়া, বাড়য়ে রোগ ।
 ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ,
 গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥

পিলু বাচাব -স-
 ওরে হুরাপান করিনে আমি, *
 হুধা খাই জয় কালী বলে ;
 মন-মাতালে মাতাল করে,
 মদ-মাতালে মাতাল বলে ।
 গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্ররুতি মদলা দিয়ে মা,
 আমার জ্ঞান-শুঁড়োতে চুরার ভাঙি,
 পান করে মোর মন-মাতালে ।
 মূল ময় যন্ত্র ভরা, শোধান কর বলে তার মা ;
 রামপ্রসাদ বলে এমন হুরা খেলে চতুর্দশ মেলে

* হুরাপান সংক্রান্ত তিনটি গদ্যোক্ত প্রায় একই
 ভাষা-ভাব-সম্পন্ন ।

বসন্তবাহাব—একতারা ।

কালী কালী বল রসনা ।
 কর পদব্যান, নামানুত পান,
 যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥
 ভাই বন্ধু হুত, দারা পরিজন,
 মঙ্গের দোষের নহে কোন জন ।
 ভ্রুত শমন, দাঁধবে যখন,
 বিনে ঐ চরণ, কেহ কার না ॥
 তুর্গা নাম মুখে বল একবার,
 মঙ্গের মঙ্গল তুর্গানাম আমার ।
 অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
 সকলি অসার, ভেবে দেখ না ॥
 গেল গেল কাল, বিফলে গেল,
 দেখ না কালান্ত নিকটে এল ।
 প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল,
 দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা ॥

এই সংসার দৌকার টাটী ।
 ও ভাই আনন্দ-বাজারে গুটী ॥
 ওরে, ক্ষতি জল বহি বাথ, শূণ্যে পাঁচে পরিপাতি
 প্রথমে প্রকৃতি মূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ।
 যেমন শরীর জলে সূর্য্য-ছায়া,
 অভাবেতে স্বভাব ঘোঁসী ॥
 গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেন মাটি
 ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
 মায়ায় বেড়ি কিসে কাটী ॥
 রমণী-বচনে হুধা, হুধা নয় সে বিষের বাটী
 আগে, ইচ্ছা-হুখে পান করে,
 বিষের আলায় ছটফটী ॥
 আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
 আদি পুরুষের আদি মেয়েটী ।
 ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
 তুমি গো পাষাণের বেটী ॥

মা হওয়া কি মুখের কথা ।
 (কেবল প্রসব করে হয় না মাতা !)
 যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ।
 এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
 এল পুত্র গেল কোথা ॥
 সন্তানে কুকর্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা ।
 দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
 তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
 দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চিত্র শিখিলে কোথা ।
 যদি ধর আপন পিতৃধারা,
 নাগ ধরো না জগন্মাতা ॥

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা ।
 ঐ যে ক্ষেমস্বরী আমার রাজা ॥
 চেন-না আমারে শমন,
 চিনিলে পরে হবে মোজা ।
 আমি শ্রাম্য মার দরবারে থাকি,
 অভয়-পদের বইরে বোঝা ॥
 ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
 নাই মহালে শুকা হাজা ।
 দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
 তাতেও মহলে আছে তাজা ॥
 প্রসাদ বলে শমন তুমি,
 বয়ে বেড়াও ভূতে বোঝা,
 ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে,
 জান না সেই পদের মজা ॥

যারে শমন যারে দিবি ।
 ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥
 পাপপুণ্যের বিচারকারী,
 তোর যম হয় কালেকারি ।
 আমার পুণ্যের দফা সর্ব্ব শূন্য,
 পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি ॥
 শমন-দমন স্রীনাথ-চরণ, সর্সদাই হুদে ধরি ।
 আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
 চলে যাব কৈলাস-পুরী ॥
 রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়স্বরী ।
 আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু ধারের ভারী ॥

দূর হয়ে যা যমের ভট্টা ।
 ওরে আমি ব্রহ্মস্বরীর বেটো ॥
 বলগে যা তোর যম-রাজ্যেরে,
 আমার মতন নিছে কট্টা ।
 আমি যমের যম হইতে পারি,
 ভাবলে ব্রহ্মস্বরীর ছট্টা ॥
 প্রসাদ বলে কালের ভট্টা,
 মুখ সামলায়ে বলিস্ বেট্টা ।
 কালীর নামের জোরে পৈশে তোরে
 সাজা দিলে রাখবে কেট্টা ॥

আমি নই আটাশে ছেলে । *
 ভয়ে ভুলবনাকো চোখ রাঙালে ॥
 সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ,
 শিব ধরেন যা হৃদকমলে ।
 (ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে,
 বিভ্রমনা কতই ছলে ॥
 শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে
 এবার করব নাশিশ বাপের আগে,
 ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
 জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ।
 যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
 গুজরাইব মিছিল কালে ॥
 মায়ে পোরে মোকদ্দমা,
 পূম হবে রামপ্রসাদ বলে ।
 আমি ক্ষান্ত হব যখন আমার,
 শাস্ত করে লবে কোলে ॥

* কোথাও এইরূপ পাঠান্তরে দৃষ্ট হয় ;—
 মা! আমি কি আটাশে ছেলে ?
 আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে ॥

সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে ।
 আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিভ্রমনা কতই ছলে ।
 আমি শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে
 এবার করবো নাশিশ বাপের আগে,
 ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
 মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, পূম হবে রামপ্রসাদ বলে ।
 তখন শাস্ত হব, ক্ষান্ত কবে
 আমার যখন করবি কোলে ॥

জংলা—একতাল।

মা আমি পাপের আসামী ।

এই লোকমানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি

পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী ।

তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কর্মী ॥

আমি মোলে এ মহলে, আর নাই আমি ।

মাগো এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি ॥

গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি ।

কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি ॥

অসকালে যাব কোথা ।

আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ।

দিবা হলো অবসান,

তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ ।

তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে,

স্থান দেও গো জগন্নাথ ॥

শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বটে চতুর্ভুজদাতা ।

রামপ্রসাদ বলে, চরণতলে

রাখবে রাখ এই আমার কথা ॥

পতিতপাবনী তারা,

ওমা কেবল তোমার নামটী সারা ॥

ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,

বুঝেছি মা কাজের ধার ॥

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল ।

তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহার ॥

ঠেকেছিলে মূর্নির ঠাঁই,

কার্য কারণ তোমার নাই ।

উষায় সময় তব রয় সেইরূপ বর্ণ পাৱা ॥

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোজা

লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥

পাগল বেটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভেঙে

দিয়াছি গোলামী খং, এখন কি আর আছে চার ॥

আমি দিলাম নাটক খং, তুমি দাও মা দারখং ।

কালার কালার দাওয়া বুটী,

সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥

বসতি ঘোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে ।

প্রসাদ বলে কুতুহলে তারায় লুকায় তারা ॥

জংলা—একতাল।

মোরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম ।

আমার এ তরুতরনী ভবসাগরে ডুবাইলাম ।

এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম ।

তাতে তাজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥

বিধম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম ।

মন-ডোরে ও চরণ হেলে না রাখিলাম ।

প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কাজ করিলাম ।

আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥

সোহিনী—একতাল।

দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা ।

ছেলের হাতের কলা নয় মা,

ফাকি দিয়ে কেড়ে যাবা ॥

এমন ছাপান ছাপাইব,

মাগো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা ।

বংস-পাছে গাভী যেন,

ভেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥

প্রসাদ বলে কাকি ঝুঁকি,

মাগো দিতে পার পেলে হাবা ।

আমায় যদি না তরাও মা,

শিব হবে তোমার বাবা ॥

মন করোনা ঘেবা ঘেয,

যদি হবি রে বকুঠ-বাসী ॥

আমি বেদাগম পুরাণে,

করিলাম কত খোঁজ তালসি ।

ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম,

সকল আমার এলোকেশী ॥

শিবরূপে ধর শিশু, কৃষ্ণরূপে বাজাও নীশী ।

ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে আসি ॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী ।

শাশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুলনিবাসী ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী ।

যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জনকী পরম রূপসী

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দৈতের হাসি ।

আমার ব্রহ্মময়ী সর্বস্বটে, পদে গঙ্গা গয়া কালী ॥

আমার সনদ দেখে যারে ।
আমি কালীর স্তূত, যমের দূত,
বল্গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্শ্বতীর অনুমতি ।
আমার হাজির আমিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দী বরে ॥
সনদ আমার উরস-পাটে,
যেহি সনদ তেমি টাটে ।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন সিগনরে ॥

নলিত—আচম্বেমটা :

তার নামে সকলি ঘুয়ায় ।
কেবল রহে মাত্র খুলি কাঁথা সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্তব্ধকারে স্তব্ধ হরে, স্তব্ধ খাদে উড়ায় ।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দে গায় ॥
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নশ-ভয় !
এমা, তুমি তো স্তব্ধে জাগ, সময় বুঝে হইয় ॥
যার পিতা মা গা ভয় মাখে, তরুতলে রয় ।
ওমা, তার তনয়ের ভিটের টেকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ধেরেছে তারা, প্রমাদ পাওয়া দায় ।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায় ॥

ওরে মন চড়কি চরক কর, এ বোর সংসারে ।
মহাযোগেশ্ব কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শস্ত্র যুবতীর উরে ।
মনরে ওরে, কর পক্ষ বিগললে পূজিছ তাঁহারে ॥
ধরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক ।
মনরে ওরে, বন্দাবলী খ্যাটো,
ঢালী বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাংলে পাঞ্জর পাটে পড়ে ।
মনরে ওরে এমন যাতনা,
করেছ তুচ্ছ ধন্যরে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ ।

মনরে ওরে, মায়া-জেরে,
ইড়লী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অদারে জন্মিবে সার ।
মনরে ওরে শিস্বে কুঁকে
শিস্বে পাখি ডাক কেলে মারে ॥
কালীর নাম বড় মিঠা ।
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিকারে রসনা, তরু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ॥
নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা ।

ওরে ভোল-মোক্ষ-ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জঙ্ঘবীটা ।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে গিয়ে হাত-ভালটা ॥
জ্ঞানার্থি অস্তরে ছেলে, ধর্মার্থী কর ষিটা ।
তুমি মন কুর বিষদল, শ্রব কর যত যেটা ॥
প্রসাদ বলে ছদ্ম-ভূমির, বিবোধ মেনে গেল মিটা ॥
আমার এ তরু দক্ষিণাকানীর,
দেবত্রয়ের দাশা চিটা ॥

ইথে কি আর আপদ আছে ।
(এই যে তারার জন্ম আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সুরূষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুলেছে ॥
দৈর্ঘ্য খোঁটা, ধর্ম বেড়া,
এদের চৌদিক ধেরেছে ।
এখন কাল চোরে কি কত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ,
ধর হোতে বাহির হয়েছে ।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে,
পাপ তুল সব কেটেছে ॥
প্রেম ভক্তি সুরাটি তায়,
অহর্নিশ বর্ধিতেছে ।
কালী কজতরুধরে রে ভাই,
চতুর্দশ ফল ধরেছে ॥

কেন গঙ্গাবাসী হব ।
 স্বরে বসে মায়ের নাম গায়িব ॥
 আপন রাজ্য ছেড়ে কেন,
 পরের রাজ্যে বাস করিব ।
 কালীর চরণ-তলে কত শত,
 গঙ্গা গঙ্গা দেখে তে পাব ॥
 শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব ।
 আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
 বিমাতাকে মা বলিব ॥

— — —
 তুই যারে কি করি শমন,
 শ্রামা মাকে কয়েদ করেছি ।
 মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়ছি
 ছুপিপদ প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি ।
 কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
 আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
 এমন করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো কয়দা ।
 'হামেশা রুজু ভক্তি পায়দা হুনয়ন দ্বারয়ান দিয়েছি
 মহাজর হবে তেনে, আগে আমি ঠিক করেছি ।
 তাই সর্ব-জর-হর লৌহ, গুরুত্ব পান করেছি ॥
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জরি ভেসে দিয়েছি ।
 মুখে কালী কালী কালী বলে,
 যাত্রা করে বসে আছি ॥

— — —
 কালী সব বুঢ়ালে লেটা ।
 আগম নিগম শিবের বচন,
 মানুবি কিনা মানুবি সেটা ॥
 শাশান পেলে ভাল বাস মা,
 তুচ্ছ কর মণিকোটা ।
 মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
 ঘুচল না আর সিন্ধি-খোঁটা ॥
 যেমন তোমার ভক্ত হয় মা,
 ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা ।
 তার কোটীতে কোপীন মেলে না,
 পাশ ছালি আর মাথায় জটা ॥
 ভুতলে আনিয়ে মাগো
 করলে আশায় লোহাপিটা ।

আমি তবু কালী বলে ডাকি,
 সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
 চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
 শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা ।
 এবে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,
 ইহার মর্থা বুঝবে কেটা ॥

গৌরী গান্ধার - একতালী ।

মা মা বলে আর ডাকিব না । *
 ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
 ছিলাম গৃহবাসী, বনালে সন্ন্যাসী,
 আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেসী ।
 স্বরে স্বরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
 মা বলে আর কোলে যাব না ॥
 ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
 মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে ।
 মা বিদ্যমানে এ হুণ্ড সন্তানে,
 মা মোলে কি আর ছেলে পাঁচো না ॥
 ভগ্নে রামপ্রসাদ, মায়ের কি এক শ্রুত,
 মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু ।
 দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
 দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥

* কোথায় এইরূপ পাঠ্যত্রয় দৃষ্ট হয় :-

গৌরী গান্ধার - একতালী ।

মা, মা, বলে আর ডাকিব না ।
 ওমা, দিয়েছ দিতেছে কত যন্ত্রণা ॥
 বাবে বাবে ডাকি মা মা বলিয়ে,
 মা বুঝি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
 মাতা বর্জনানে, এ হুণ্ড সন্তানে,
 মা পাঁচো ভাব কি দল বল না ॥
 ছিলাম গৃহবাসী, কসিলি সন্ন্যাসী,
 আব কি ক্ষমতা রাখিব এলোকেসী,
 না হয় যবে যবে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
 মা বলে আর কোলে যাব না ॥
 রামপ্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু
 দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি ।
 দিবি দিবি পুন কঠোর-যন্ত্রণা ॥

শিব বাহার—১২ ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।

মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র এর দিবানিশি জপ হবে ॥
শয়নে প্রণাম স্তবন, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান ।
ওরে নগর ফির মনে কব, প্রদক্ষিণ শ্রামা মারে ॥
যত শোন কর্ণ-পুটে, সকলি মায়ের মন বটে ।
কালী পঞ্চাশৎ বর্নময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব বটে ।
ওরে, আহ্বান কর, মনে কব,
আহুতি দেই শ্রামা মারে ॥

সামান্য সামান্য ভুলে তরী ।
আমার মনরে ভালো, গেল বেলা,
ভজলে না হরহৃদরী ॥
প্রবন্ধনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারি
সারা দিন কাটালে বাটে বসে,
হৃদয়া বেলা ধবলে পাড়ি ॥
একে তোর জ্ঞান তরী, কল্পক্ষেতে হলো ভারি ।
যদি পার হবি মন ভবাবর্গে,
ক্রীনাথে কর কাণ্ডারী ॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাড়ী ।
এখন গুরু কলি, সার কর মন,
যিনি হন ভবকাণ্ডারী ॥

শিব বাহার—১২ ।

আনিলাম বিষম বড়, শ্রামা মায়েরি দরবার রে ।
সদা দ্বারে ফরিয়াণী বাদী, না হয় সকার রে ॥
আরজ বেলী যার শিবে, সে দরবারের ভাষা কবে,
দেয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে ॥
লাথ উকৌল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়ী ।
তোমায তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কাণ নাই নুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী ।
রামপ্রসাদ বলে, প্রাণ কালী,
করিল আমার রে ॥

জংগা—একতাল।

মন বেন রে পেয়েছ এত ভয় ।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয় ॥ —
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয় ।
দুর্গা নাম তরঙ্গী করে বেয়ে গেলে হয় ॥
পথে যদি চৌকীদারে, তেঁ। কিছু নয় ;
তখন ভেঁকে বলো, আমি শ্রামা মায়েরি তনয় ॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস ভয় ।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয় ॥

বড়ই কর কিসে গো মা ।
জানি তোমার আদি মূল, বড়ই কর কিসে ।
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে ।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন পুরুষে ॥
মাগীমিলে বগড়া করে, রৈতে নার বাসে ।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে ॥
প্রসাদ বলে, মন বলি, তোমার বাপের দোষে ।
মা গো, আমার বপের নাম লইলে,
বিরাজে কৈলাসে ॥

ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে ।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥
ইজারার পাটা পেয়ে, এত কি গোরব বেড়েছে ।
(ওরে), স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
দিব নারে তোদের কাছে ।
(ওরে), রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কেন দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমার পাটা দিয়াছে ।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাটতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥

জংলা—একতাল।

জয় কালী জয় কালী, বলে যোগে থাকরে মন ।

ভূমি ঘুম যেয়োনা রে (ভোলা মন),

ঘুমেতে হারাবে ঘন ॥

নবধার স্বরে, হৃদে শযা করে,

হইবে যখন অচেতন ।

তখন আসিবে নিন্দ, চোর দিবে নিন্দ,

হবে লবে সব রতন ॥

৭মী—আড়ধেমটা ।

মা বসন পর। *

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর ভূমি ।

চন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥

কালীঘাটে কালী ভূমি, মা গো কৈলাসে ভবানী

বৃন্দাবনে রাধাপায়া, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী ।

কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥

কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে দেবা ।

শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥

ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি ।

কাটিয়া অমরের মুণ্ড, করেছে রাশি রাশি গো ॥

অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ড-মালা ।

হেঁট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥

মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে ।

মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥

আপনি পাগল, পতি পাগল,

মাগো আরও পাগল আছে ।

ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,

চরণ পাবার আশে গো ॥

* কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়:—

বসন পরো মা, বসন পরো ভূমি ।

রাশি চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি ॥

খড়্গ হস্তে রুধির ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে,

একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা,

পতি পদতলে গো মা ॥

মাবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরো পাগল আছে ।

রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ, পাবার পাশে ॥

† পাঠান্তরে—“মা হয়ে সন্তানের পাশে ।”

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ।

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥

কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোষণ করেছি ।

(আমি) এ দেহ বেচে ভবের হাটে,

দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥

দেহের মধ্যে হুজুন যে জন,

তাঁর স্বরেতে স্বর করেছি ।

এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,

দেখাব ভেবে রেখেছি ।

সারাসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি ।

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,

যাত্রা করে বসে আছি ॥

গিকু—ইং৭১।

এমন দিন কি হবে তারা ।

যবে তারা তারা তারা বলে,

তারা বয়ে পড়বে ধারা ॥

হৃদিপদ্ম উঠবে ছুটে, মনের আধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতল পড়বে ছুটে, তারা বলে হব সারা ॥

তাজিব সব হেঁদাভেল, ঘুচে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা

কীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব স্বটে,

ওরে আঁখি অন্ধ, দেখ মাকে,

তিমিরে তিমিরহরা ॥

তারা-তরী লেগেছে বাটে ।

যদি পারে বাবি মন আরেরে ছুটে ॥

তারা নামে পাল ষাটাত্তে, তুরায় তরী চল বেয়ে;

যদি পারে বাবি, হৃদ মিঠাবি,

মনের গিরা দেরে কেটে ॥

বাজারে বাবার কর মন,

মিছে কেন বেড়াও ছুটে ।

ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,

কি করবে আর ভবের হাটে ॥

কীরামপ্রসাদ বলে, নাথ রে বুক এঁটে সেটে ।

ওরে, এবার আমি ছুটিরাছি,

জবের মায়া বেড়ী কেটে ॥

রামপ্রসাদ ।

এবার আমি করবো কৃষি ।
ওগো, এ তব সংসারে আসি ।
তুমি রূপাবিনু পাত করিয়ে, বসে দেখে রাজমহিষী
দেহ জমীন জঙ্গল বেলী, সাধা কি মা সকল চবি ।
(মা গো,) যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দ সাগরে ভাসি ॥
হৃদয় মধোতে আছে, পাপরূপী ত্বরান্বিত ।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি ।
আমি গুরুদত্ত বাঁজ বুনিয়ে,
শস্ত্র পাব রাশি রাশি ॥
প্রসাদ বলে চাসে বাসে, মিছে মন অভিলাষী ।
আমার মনের বাসনা তোমার,
ও রাঙ্গা চরণে নিশি ॥

আমি মন বেড়াতে যাবি ।
কালী-কল্পতরুতে গিয়া, চারি ফল কুড়িয়ে খাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিতে সঙ্গে লবি ।
ওরে বিগ্নে নামে জ্যোতি পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিবা স্বরে কবে শুবি ।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে,
- তখন শ্রামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা মাতার তাড়ায়ে দিবি ।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজ্ঞা,
তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি ।
যদি না মানে নিষেধ,
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্গ্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি ।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিদ্ধি মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে,
কালের কাছে জবাব দিবি ।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি ॥

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না ।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা
ওরে কোন লাঞ্জে সাজাতে চাস্ তাঁর,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, হুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাঞ্জে খাওয়াতে চাস্ তাঁর,
আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জান না ।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেঘ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥

মন রে শ্রামা মাকে ডাক ।
ভাক্ত মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহর ধনমদ, ভজ পদ-কোকনদ ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন, কথা রাখ ॥
কালী রূপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম ।
অষ্ট ধামের অর্দ্ধ ধাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয় ।
মার ডঙ্কা তাজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক ॥

ছি ছি মন তুই বিষম * লোভা ।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ খোঁটার বেঁধে থেবা
ওরে, জ্ঞান-খড়্গে বলিদান,
করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটর মত লবা ।
ওরে, মায়া সূত্র, ভেদ সূত্রে,
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥
আত্মারামের অন্তঃকরণ, দুটা সেই মাকে দিবা
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥

* কোথায়ও 'বিষম' বলে 'বিষম' দৃষ্ট হয় ।

আর ভুলালে ভুলব না গো ।
 আমি অভয়-পদ মার করেছি,
 ভয়ে হেলব ভুলব না গো ॥
 বিষয়ে অসক্ত হয়ে বিষের কপে উলবো না গো ।
 হুথ হুথ ভেবে সমান,
 মনের আগুন ভুলব না গো ॥
 ধন-লোভে মত্ত হয়ে, ধারে ধারে ভুলব না গো ।
 আশা-রাগ গ্রস্ত হয়ে, মনের কথা ভুলব না গো ॥
 মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের পাছে ভুলব না গো ।
 রামপ্রসাদ বলে দুখ খেয়েছি,
 ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥

আছি তেঁই তরুতলে বসে ।
 মনের আনন্দে আর হরমে ॥
 আগে ভাঙ্গাব পাছের পাতা,
 ভাটি ফল ধরিব শেষে ।

রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠ্য সব বনবাসে ।
 রব রসাভাষে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ দেই রমে ॥
 ফলে ফলে ফুল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে ।
 আমার বিফলকে ফল দিয়ে
 ফলাফল ভাসাও নৈরশে ॥

মন কর কি, লগরে স্বধা, হৃজনাতে মিলে মিশে ।
 খাবে একই নিগাসে যেন
 সূর্য্য ভেঙ্গে সকল শোনে ॥
 রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ তারারেশে
 মাগী জানে না যে মন-কপাটে,
 খিল দিয়েছি বড় কসে ॥

মা গো আমার কপাল দুবা ।
 দূরী বটে গো অ'নন্দময়ী ॥
 আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
 যেতে নারিলাম বারানলী ।
 নৈলে অরপূর্ণা মা থাকিতে,
 মোর ভাগ্যোতে একদলী ॥
 অর-ব্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কুদি করি,
 আমার কৃষি সকল নিল জলে,
 কেবল মাত্র লাঙ্গল চমি ॥
 না করিলাম ধর্ম্য কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি ।

আমি যাবার পথে কাটা দিয়ে,
 পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
 জনমি ভারতভূমে, মা ! কি কর্ম্ম করিলাম আমি
 আমার একল ওকল দুকল গেল,
 অকূল পাথরে ভাসি ॥
 শ্রীরামপ্রসাদে বলে, ভাবতে নারি দিবা নিশি ।
 ওমা, যখন শমন জোর করিবে,
 হুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥

শিব-বাহাব-জং ।

কালীনাথ জপ কর, যাবে কালীর কাছে ।
 কালী-ভক্ত, জীবমুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥
 শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
 দেখালেন কালী-পাদপদ্ম-কল্প-গাছে ।
 গৃহে মুক্তি মুক্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
 শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ।
 যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহের বাসনা ভোগ,
 মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে ।
 আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিস্করের জয় ;
 অগ্নিমাধি আত্মাকারী, পড়ে থাক পাছে ॥

টবি ভায়েনপুরী-একতালা ।

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে ।
 কথা রবে, কথা রবে, মা গো, এগতে কলঙ্গ রবে ॥
 ভাল কিবা মন্দ কালী, অবগু এক দাঁড়া হবে ।
 সাগরে ধার বিছানা মা ! শিশিরে তার কি করিবে
 দুখে দুখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে ।
 কেবল ঐ হুর্গানামে শ্রামানামে কলঙ্গ রচিবে ॥

টবি ভায়েনপুরী-একতালা ।

আমায় ঝুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে ।
 যেদিন রূপাময়ী আমায় রূপা করেছে ॥
 শোনারে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়েছে,
 (ও শমন রে !) আমি ছিলেম গৃহবাসী,
 কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সম্মানী করেছে ।
 মন রসনা এই হু'জনা,
 কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমন রে) ।
 ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়েছে

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে ।
কালী-পাদপদ্ম-স্বধা তাজি,
কৃপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কালী সর্বনাশী,
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালী-নাম মাহোম্বি ভক্তিভাবে পানবিধি ।
(ওরে) গান কর, পান কর,
আত্মারামের আশ্রয় হবে ।
মৃত্যুঙ্কয়ে উপযুক্ত দেবায় হবে আশ মুক্ত ।
ওরে সকলি সম্ভবে ত্যজে পরমাশ্রয় মিশাইবে
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কলতরু-ছায়া,
ওরে কাটা-বৃক্ষের তলে পিয়ে,
মৃত্যু-ভয়টা কি এড়াবে ॥

শিব-বাহার-জঃ

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণে প্রেমে না গলে ।
এ রসনায় বিকৃ-বিকৃ, কালী-নাম নাহি বলে ॥
কালী-রূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু-বলি তরে ।
ওরে সেই সে হুস্ত মন, না হুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর-ওরে, সে করে কি মাধ করে ।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন ছবা আর বিষদলে
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা ।
ওরে কালী-মুক্তি যথা তথা ইচ্ছা-স্থগে নাহি চলে
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার ।
রামপ্রসাদ বলে বাণুই গাছে
আম্র কি কখন ফলে ॥

মোহিনী-বাহার-একতাবা ।

আয় দেখি মন তুমি আমি
হুঁজনে বিরলেতে বসিবে ।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিজুর গড়ব গুরু-চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারি রে ॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিবে রে ।

গুরু দিয়াছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খণ্ড করিবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা,
কাটা কেটে খোলনা করিবে
মদ্যপুরী যাব মদ্য খাব,
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে ॥

—
ছি ছি মন-ভ্রমরা দিলি বাজী ।
কালী-পাদ পদ্ম-স্বধা তাজে
বিষয়-শিমে হলি রাজি ॥
দশের মনো তুমি শ্রেষ্ঠ,
শোকে তোমায় কয় রাজাজি ।
মদ্য নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাঞ্জি,
অহঙ্কার-মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী ।
তুমি ঠেকবে যখন, শিখবে তখন,
করবে কালে পাটপাস বাজি ॥
বালা যুবা বুদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ।
পড়ে চোরের কোটায়, মন টুটায়,
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি ॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আসবে হাজী ।
যখন দণ্ডপানি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥

—
ভাব কি ! ভেবে পরান গেল ।
ধার নামে হয়ে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কাল রূপ হল ॥
কাল বড় অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো ।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে,
হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥
রূপে কালী নামে কালী,
কাল হইতে অধিক কালো ॥
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অজ্ঞরূপ লাগে না ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল ।
না দেখে নাম শুনে কানে,
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো ॥

ইমন—একতাল।

কাজ কি আমার কালী ।

যাঁর রূত কালী, তদুসি বিগলতকেশী ॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি ।
সেই হতে মণিকণি বলে তারে যোধি ॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাগঙ্গী ।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি ॥
কালীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্ব-মসি ।
ওয়ে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী ॥
রামপ্রসাদ বলে কালী যাওয়া ভাল ত না বাদি ।

ঐ যে গলাতে বেঁধেছ আমার
কালী নামের কাঁসি ॥

শ্রামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।

(ভব সংসারে বাজারের মাঝে)

ঐ যে, মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥

কাক গণ্ডী মণ্ডি নাঁধা, তাতে পঙ্করাদি নাড়ি ।
ঘুঁড়ি স্বপ্নে নিৰ্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়বাড়ি ॥
বিশ্বের মেজেছে মাজা, করুণা হয়েছে দড়ি ।
ঘুঁড়ি লক্ষ্যে ছুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুঁড়ি যাবে উড়ি ।
ভবসংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥

সে কি শুধু শিবের সত্য।

যাবে কালের কাল করে প্রণতি ॥

ঘটচক্রে চক্রে করি, কমলে করে বসতি।

সে যে সর্বদলের দলপতি,

সহস্রদলে করে স্থিতি ॥

নেউটাবেশে শক্রে নাশে, মহাকাল ছন্দে স্থিতি ॥

ওরে বল দেখি মন, সে বা কেমন,

নাথের বুকে মারে নাথি ॥

প্রসাদ বলে ময়ের লীলা,

সকলি জানি ডাকাতি ।

ওরে সাবধানে মন কর যতন,

হবে তোমার শুদ্ধ মনি ॥

এই দেখ সব মাগীর খেলা ।

মাগীর আপ্তভাবে শুপ্তলীলা ।

সপ্তমে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,

ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা ।

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,

নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥

প্রসাদ বলে থাক বসে, ভাবগবে ভাসিয়ে ভেলা।

যখন জোয়ার আসবে, উজায়ে যাবে,

ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥

জংলা—একতাল।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে ।

ভবে আমার কি হইবে গো মা ॥

অগম্য জলেতে মৌনের শ্রয়,

জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময় ।

ও সে যখন যারে মনে করে,

তখন তারে ধরে কেশে ॥

পলাবার পথ নাইকো জালে,

পলাবি কি মন ধরেছে কালে ।

রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,

শমন দমন বরবে এসে ॥

মন জাননাকি ঘটবে লেটা ।

যখন উদ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে,

পথে তোমার দিবে কাটা ॥

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,

দিনের হুদিন যেটা ।

ওরে শ্রামা মায়ের ত্রীচরণে,

মনে মনে হওরে ঠাঁটা ॥

পিঙ্করে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা ।

ওরে জান না যে তার ভিতরে,

দুয়ার রয়েছে নটা ॥

পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, বিকি বিকি ছটা ।

তারা যা বলিছে, তাই করিছ,

এমনি বুকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা।

আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা।

জগা—একতাল্য ।

আমি ঐ খেদে খেদ করি ।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা স্বরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাশরি ।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশ্রয়,
জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে শোধ কি আমারি ।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি ।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রাসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আখতারি ।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥

মন রে ভালবাস তাঁরে ।

যে ভবসিন্ধু পারে তারে ।

এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে ॥
ধনে জনে আশা বুধা, বিমুখ সে পুর্সকথা,
তুমি ছিলে কোথায় কোথা, যাবে কোথাকারে ॥
সংসার কেবল কাজ, কুঙ্কে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার ঘেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মনিষীপে ভাব শিবা, সন্না শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে হুর্নাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে ॥

শমন আসার পথ ঘুচেছে ।

আমার মনের সন্মুখ দূরে গেছে ॥

ওরে আমার স্বরের নবধারে,

চারি শিব চৌকি রয়েছে ॥

এক খুঁটিতে বস রয়েছে,

জিন রজ্জুতে বাঁধা আছে

সহস্র-দল-কমলে ত্রীনাক্ষ,

অভয় দিয়ে বসে আছে ॥

দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,

চৌকিদারী ভার লয়েছে ।

সে শক্তির জোরে চেতন করে,

তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে ।

মূলাধারে স্বাধিষ্টানে, কণ্ঠমূলে ভূকুমারে ।

এ চারিস্থানে চারি শিব, নব দ্বারে চৌকি আছে

রামপ্রসাদ বলে এই স্বরে,

চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে ।

ওরে তুমো নাশ করি তারা,

হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে ।

তোমার রূপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,

বাঁধা আছে হরের কাছে ॥

ও চরণ উদ্ধারের মা,

আর কি কোন উপায় আছে ॥

এখন প্রাণপণে খালাস কর,

টাটে বা ডুবায় পাছে ।

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে

ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥

বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,

কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।

রামপ্রসাদ বলে, কুপ্ত বলে,

আমায় নিরংশী করেছে ॥

ললিত বিভাষ—আড়গেমুটা ।

কালীর নামের গুণী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া ।

শোনের শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,

তোর কথা কেন হব সয়ে ।

ছেলের হাতের মোড়না নয় যে,

ধাবে হুলকো দিয়ে ॥

কটু বলবি, সাজাই পাবি, মাকে দিব করে ।

সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্রামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥

শ্রীরামপ্রসাদে যেন, কয় শ্রামা গুণ গেয়ে ।

আমি কৃষ্ণাকি দিয়ে চলে যাব, চক্রে ধূলা দিয়ে ॥

ওলা—এক ভালা !

আমার অন্তরে আনন্দময়ী ।
 ১০০ করিতেছেন কেলি ॥
 আমি যেভাবে সেভাবে থাকি,
 নামটী কত নাহি ভুলি ।
 আবার হুঁ আঁধি মুদিলে দেখি,
 অন্তরেতে মুগুনানী ॥
 বিষয়-বুদ্ধি হইল হত,
 “আমায় পাগল বোল বলে সকলি ।
 আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
 অন্তে যেন পাই পাগলী ॥
 কীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
 আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
 অন্তে না ফেলিও তৈলি ॥

কাজ কি মা সামান্য ধনে ।
 ১০০ কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥
 সামান্য ধন দিবে তারা,
 পড়ে রবে ঘরের কোণে ।
 যদি দেও মা আমার অন্তর চরণ,
 রাখি হৃদি পরামনে ॥
 গুরু আমায় রূপা করে মা,
 যে ধন দিলে কাণে কাণে ।
 এমন গুরু-আরাধিত মন্ত,
 তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
 প্রসাদ বলে রূপা যদি মা,
 হবে তোমার নিজগুণে !
 আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
 স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥

মায়ের এগ্নি বিচার বটে ।
 যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
 তারি রূপালে বিপদ ঘটে ॥
 হজুরেতে আর্জি দিয়ে মা,
 দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে ।
 কবে আদালত গুনানি হবে মা,
 নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥

সওয়াল জবাব কথব কি মা,
 বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।
 ওমা ভরসা কেবল শিববাঁকা,
 ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
 প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা,
 ইচ্ছে হ'ল যে পানাই ছুটে ।
 যেন অন্তিমক লে দুর্গা বলে,
 প্রাণ তাজি জাহ্নবীর তটে ॥

দান দয়াময়ী কি হবে শিবে ।
 বড় নিশ্চিত্তে রয়েছ,
 তোমার পতিত জনম দু'লো ভবে ॥
 এ ঘাটে তরণী নাইকো,
 'কসে পার হব মা ভবে,
 মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক হবে মা,
 নইলে ধলাস কর তবে ॥
 ডাকি পুনঃপুনঃ গুনিয়া না গুন,
 পিতৃপিতৃ রাগলে ভবে ।
 অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,
 শরণ নিবার কাজ কি তবে ॥
 কীরামপ্রসাদ বলে মা,
 মোর ক্ষতি কিছু না হবে ।
 মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অধর্পণ নাম,
 জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥

আমি নই পলাতক আসামী ।
 ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ।
 বাজে ভমা পাওনি যে মা,
 ছাটে জমি আছে কমি ।
 আমি মহামন্ত্র মোহর করা,
 কবচ রাখি শাল তামামি ॥
 আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
 আসল কসে সারে জমি ।
 প্রসাদ বলে খাজনা বাকী,
 নাইকো রাখি কড়া কমি ।
 যদি ডুবও হুং-ধ-সিদ্ধ-মাবে,
 ডুবেও পদে হব হামি ॥

জয়জয়ন্তি—জঃ ।

এ সংসারে ডরি করে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ।
আনন্দে আনন্দময়ীর, থাম তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি মা ।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্মচারী ।
নাইকো কিছু অস্ত্র নেতা,
দিতে হয় না মাথট বাটা মা,
জয়দুর্গার নামে জমা আটা,
ঐটা করি মালগুজারি ।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

খাম্বাজ—খাম্বাজ ।

কালী তারার নাম জপ মুখেরে,
যে নামে শমনভয় যাবে দূরেরে ।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা যদি দেব গারে, নাহি পায় ভাবিখা রে ॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবুরে ;
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভেলানাতের মন রে ।
আমি অতি মুঢ়মস্তি, না জানি ভকতি স্ততি,
দ্বিজ * রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখরে ॥

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী ।
ভবে যদ্রুণ পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছি কি রাজমহিষী ।
তারা কত দিনে কাটবে আমার,
এ হুরস্ত কালের ফাঁসি ॥

* রামপ্রসাদের কোনও কোনও গানে ‘দ্বিজ’
ভণিতা দেখিয়া, কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, ঐ
সকল গান অপর কোনও ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের
রচিত । কিন্তু বৈদগ্ধ্যগণও ‘দ্বিজ’ আখ্যায় আপন-
দিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন,—এ দৃষ্টান্তও
বিরল নহে ।

প্রসাদ বলে কি ফল হবে,
হই যদি গো কালীবাসী ।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥

মন তোরে তাই বলি বলি ।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি ।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি ।
ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেমি গেলি তেমি গেলাম,
কবে দিলি মিজাজ আলি ।
এবার মায়েব কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমার জলাঞ্জলি ।
ওরে জান না কি হুদে গেঁথে,
রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥

তাই কালরূপ ভালবাসি ।
জগমমোহিনী মা এলোকেলী ॥
কালের গুণ ভাল জানে শুক শত্ৰু দেব ঋষি ।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উলাসী
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বালী তাজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী ।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পুণিয়ার শলী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জানে, কালরূপে মেশামেশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করো না ঘেথাঘেথী ॥

এবার ভাল ভাব পেয়েছি ।
 কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ।
 ভুবের কাছে পেয়ে ভাব,
 ভাবীকে ভাল ভুলিয়েছি ।
 তাই রাগ বেশ লোভ ত্যজে,
 সম্বন্ধে মন দিয়েছি ॥

তার নাম-সারাংসার, আত্মশিক্ষায় বাধিয়াছি ।
 সন্দা হুর্গা হুর্গা হুর্গা বলে,
 'হুর্গা' নামের কাছ করেছি ॥

প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি
 লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
 যাত্রা করে বসে আছি ॥

সাধের ঘূমে ঘুম ভাঙে না ।
 ভাল পেয়েছ তবে কাল বিছানা ॥

এই যে হৃৎকের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না
 তোমার কোলেতে কামনা কাত্তা,
 তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশার চাপর দিয়ে গায়,
 মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না ।
 অচ্ছন্নীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
 রক্তক বরে তায় কাটাও না ॥

খেয়েছ বিশ্ব-মদ, সে মদের কি খোয় খোচে না
 অচ্ছন্ন দিবানিশি মাতল হয়ে,
 ভ্রমেও কালী বল না ॥

অতি মৃদু প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না
 ভোর ঘূমে মহা ঘুম আসিবে,
 ডাকিলে আর চেতন পাবে না ॥

শমন হে আছি দাঁড়িয়ে ।
 আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥

কালোপরে কালোপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে ।
 মায়ের অভয় চরণ, যে করে মরণ,
 কি করে তার মরণ ভয়ে ॥

মা বিরাজে বরে বরে ।
 এ কথা ভাবিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে ।

যেমন অমুজ্ঞ লক্ষণ সঙ্গে,
 জ্ঞানকী তার সমিভ্যারে ॥

জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা, কি অপরে,
 রামপ্রসাদ বলে, বলব কি আর,
 বুঝে লগেগে ঠারে ঠারে ॥

ললিত ধাম্বাজ-একতারা ।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
 বদন ভরে মাকে ডাকিরে ।
 আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
 এসেন কিনা এসেন দেখিরে ॥

লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কিরে ।

তবে তারা-নামের কবচ-মালা,
 বুধা আমি গলায় রাখিরে ॥

মহেশ্বরী আমার রাজা,
 আমি ধাম্ তালুকের প্রজা,
 আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
 কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে ॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
 অন্তে কি জানিতে পারি ।
 ধার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
 আমি অন্ত পাব কিরে ॥

মন গরিবের কি দোষ আছে ।
 তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্রামা,
 যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥

তুমি কৰ্ম্ম, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, মৰ্ম্মকথা বুঝা গেছে ।
 ওমা, তুমি ক্ষিত্তি, তুমি জল,
 ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,
 তুমিই মুক্তি, শিব বলেছে ।
 ওমা, তুমি হুং, তুমিই হুং,
 চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥

প্রসাদ বলে, কৰ্ম্ম হুত্ৰ,
 সে হুতার কাটনা কেটেছে ।
 ওমা, মায়াহুত্রে বেঁধে জীব,
 ক্লেপা ক্লেপি খেল খেলিছে ॥

মা আমার খেলান হলো ।
 খেলা হলো গো আনন্দময়ী ।
 তবে এলাম কন্তে খেলা, করিলাম দ্বন্দ্ব খেলা ।
 এখন কাল পেয়ে পাষণের বাল্য,
 কাল যে নিকটে এলো ॥
 বাল্যকালে কত খেলা,
 মিছে খেলায় দিন গৌয়ালো ।
 পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়,
 অজ্ঞপা ফুরিয়ে গেল ॥
 প্রসাদ বলে বুদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল ।
 ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া,
 মুক্তিভলে টেনে ফেল ॥

আর তোমায় ডাকব না কালী ।
 তুমি মেয়ে হয়ে আসি ধরে,
 লেংটা হইয়ে রণ করিলি ॥
 দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
 ভাঙতো দিয়ে হয়ে নিলি ।
 ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
 মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
 দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
 এবার কালী কি করিলি ।
 ঐ যে ভাসা নায়ে দিয়ে ভরা,
 লাতে মূলে ডুবাইলি ॥

সামাল ভবে ডুবে তরী ।
 তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
 জীর্ণ তরী, তুফান ভারী, বাইতে নারি ভয়ে মরি
 ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
 এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
 এনেছিলে, বসে খেলে মন,
 মহাজনের মূল খোয়ালি ।
 যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
 তখন ভহবিল হবে হারি ॥
 দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুকি ডুবায় তরী
 তুমি পরের স্বরের হিসাব কর,
 আপন স্বরে যায় যে চুরি ॥

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে ।
 তুমি ফেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে,
 রেখেছ সব পাগল করে ।
 মায়া-ভরে, এ সংসারে, কেহ করে চিন্তে নারে
 ও যে এগি কালীর কাপ আছে যে,
 যেমি দেখে তেমি করে ॥
 পাগল মেয়ের কি মন্তব্য,
 কে তার ঠিক ঠিকানা করে ।
 রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জালা,
 যদি অনুগ্রহ করে ॥

জংলা—খয়রা ।

আমি কি এমতি রব (মা তারা) ।
 আমার কি হবে গো দান দয়াময়ী ॥
 আমি ক্রিয়াহীন, ভজনবিহীন,
 দীন হীন অসম্ভব ।
 আমার অসম্ভব আশা পূরবে কি তুমি !
 আমি কি ও পদ পাব (মা তারা) ।
 কুপ্ত কুপ্ত যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব ।
 কুপ্ত হইলে, জননী কি ফেলে,
 এ কথা কাহারে কব, (মা তারা) ।
 প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
 নাম কি আছে যে আর তা দাব ।
 তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
 নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥

ক্লিষ্ট—একতালা ।

দিবা নিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবন্দন ।
 নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দ্বিধমনা
 মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জননা ।
 সদা পদ্মবনে; হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥
 আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা ॥
 জ্ঞানান্ধি আলিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ॥
 প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
 পুরাইতে অধিক বাসনা ।
 সাকারে সাযুজ্য হবে, নিরাকারে কি গুণ বল না ॥

মন যদি মোর ঔষধ খাব।
আছে ত্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা ॥
স্নানাগা কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব রোগে মুক্ত হবা ॥

জংলা—একতাল।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
তার নাস জপিতা মহেশ বাচেন হলাহল খেয়ে ॥
হৃষ্টহিত প্রালয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মও রাখে উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বঁচে দয়ে,
দেবের দেব মহাদেব বাহার চরণে লুটায়ে।
প্রসাদ বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুভ নিশ্চয়কে বলে, লঙ্কার ছাড়িয়ে ॥

মন হারালি কাজের গোড়া।
ভূমি দিবানিশি ভাবছ বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাকি মত,
শ্রামা মা মোর চেমের খড়া।
তুই কাচমূলে কপন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল গোড়া ॥
কৰ্ম্ম স্বত্রে যা আছে মন,
কেবা পারে তার বাড়।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল ঘোড়া ॥
কলি করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কৌড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
হাস ধররে মত্ত মৌড়া ॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ শোয়ারের ভূমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা-পাড় ॥

গারা ভৈরবী—ঘং।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই জিনের জ্ঞাত ভবে,
কর্তা বলে সবাই বলে ॥
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে,
কালকালের কর্তা এলে ॥

যার জ্ঞানে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে থাকে চলে ॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে বলে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে ॥

কালী গো কেন লেংটা কির।
ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গোরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম,
পতির উপর চরণ বর ॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা,
শ্রাশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাগে,
এবার মেয়ে বসন পর ॥ ১৪০

সিদ্ধ কাফী—একতাল।

আপন মন মথ হলে মা,
পরের কথা কি হয় ভরে ॥
পরের কথা গাছে চড়ে,
আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে ॥
যখন দিনে নিরান্ন করে,
শিকারী সব রয় না স্বরে।
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে ভরে
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পড়ে মরে।
যদি সে নিরান্নে পারে, অকরে কান্না করে ॥

বাঁজ—একতারা ।

যদি ডুবল না ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে ।
মন-হালি ছেড়না ভরসা-নাথ পারবি যেতে বেয়ে
মন চক্ষু দাঁড়ি, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে ।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্রামা, বাজিকরের মেয়ে ॥
মন প্রদ্বা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেওরে উড়াইয়ে ।
রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের
যাওরে সারি গেয়ে ॥

মূলতানী—একতারা ।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দকাননে ।
বট মনোময়ী শাস্ত্রনা কেন, কর না এই মনে ॥
শিবকৃত বারাগনী, সেই শিব পদবাসী
তব মন ধায় কালী, রব কেমনে ।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পবক্লেণী পদে কর,
নথজালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার মনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে ।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত কর। উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥

মূলতানী—একতারা ।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
রূপাবলোকনে তারিণী ।
তপন তনয়-ভয়চর-বারিণী ।
প্রণবরূপিণী সারা, রূপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার-তরুণী ।
সগুণা নির্গুণা সুলভা, সুলভা মূল্য, হীন মূল্য,
মূল্যধার অমলকমলবাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতা, খিল মাতা, খিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতিরপিণী ।
হংসরূপে সর্বভূতে, বিহংসি শৈলশূতে,
উৎপত্তি প্রলয়-স্থিতি, ত্রিধাকারিণী
স্বাময় দুর্গ নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ।
তাপরয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভনে রামপ্রসাদ, তার বিষফল জানি ॥

মূলতানী বানেশী—একতারা ।

করণীয় কি বলে তোরে দয়াময়ী,
কারে হৃদয়েতে বাতাসা (গো তারা,)
আমার এগ্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ।
কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোরে বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোরে কেহ নই ॥
কেহ থাকে অটালিকায়,

মনে করি তেম্মি হই ।

মা গো, আমি কি তোরে পাকা খেতে
দিয়াছিলাম মই ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,

আমার কপাল বৃদ্ধি অগ্নি আই ।

ওমা, আমার দশা দেখে বৃদ্ধি,
শ্রামা হলে পাষণময়ী ॥

হয়েছি মা জোর করিয়াবী ।

এবার বুঝে বিচার কর শ্রামা ॥

ঐ যে মন করিছে জামিনদারী

নেচে উঠে ছটা বাদী ॥

অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি ।

যদি তুমি আমি এক হই তো,

পুর হতে দূর করে দি ।

বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টার যদি আমল না দি

হুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি,

পার হয়ে যাই ভব নদী ॥

হজুরে ভজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াবী দাদী ।

এই শোপার্জিত ভজনের ধন,

সাধারণ নয় যে তা দি ॥

মাতা আদ্যা, মহা বিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি ।

ওমা, তোমার পুতে সতীন হুতে,

জোর করে কার কাছে কাদি ॥

প্রসাদ ভগ্নে, ভয়সা মনে,

বাপ তো মনে মিথ্যাবাদী ।

ঠেকি বারে বারে খুঁ চেতেছি,

আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥

ভূতের বেগার খাটব কত ।
 তারা বল আমায় খাটাবি কত ॥
 আমি ভাবি এক হয় আর,
 সুখ নাই মা কদাচিত ॥
 পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
 এ দেহের পঞ্চভূত ।
 ও মা, ষড়রিপু সাহায্য তায়,
 হলো ভূতের অনুগত ॥
 আসিয়া ভবসংসারে,
 হুংখ পেলেম যথোচিত ।
 ও মা, ষার হুংখেতে হব সুখী,
 সে মন নয় গো মনের মত ॥
 চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
 ঘুচলো না সে মুখের তিত ।
 কেন তিব্বক প্রসাদ, মনে বিবাদ,
 হয়ে কালীর শরণাগত ॥

ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে ।
 ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ-জলে ॥
 বাশিষ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে ।
 গুরে কেউ করিল তুনো ব্যাপার,
 কেহ কেহ বা হারালো মূলে ॥
 ক্রিতাপ ভেজ মরুৎ ব্যোম,
 বোঝাই আছে নারের খোলে,
 গুরে ছয় ঠাড়ি ছয় দিকে টেনে,
 গুড়ায় পা যে ডুবিয়ে দিলে ।
 পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা,
 পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ।
 যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে ধাবে,
 কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

করে বামা কার কামিনী ।
 বসে কমলে ঐ একাকিনী ॥
 বামা হাসছে বদনে, নয়ন-কোণে
 নির্গত হয় সৌম্যমিনী ।
 এ জনমে এমন কত্রে, বা দেখি না কর্ণে শুনি ।
 ধূম ধাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, বোড়সী নবযৌবনী

হুংখের কথা শুন মা তারা ।
 আমার স্বর ভাল নয় পরাংপর ॥
 ধানের নিয়ে স্বর করি মা,
 তাদের এমি কাজের ধারা ।
 ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
 হুংখের ভাগী কেবল তারা ॥
 অশীতি লক্ষ স্বরে বাস করিয়ে,
 মানব স্বরে ফেরে ধোরা ।
 এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
 সার হলো গো হুংখের ভরা ॥
 রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ স্বরে বসতি করা ।
 স্বরের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন,
 ছ'জনেতে করে সারা ॥

মা আমার বড় ভয় হয়েছে ।
 সেখা জমা-ওয়ারীল নাথিল আছে ॥
 রিপূর বশে চরম আগে,
 ভাবলেন না কি হবে পাছে ।
 ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
 যা করেছি তাই লিখেছে ॥
 জন্ম জন্মান্তরের যত,
 বকেয়া বাকী জের টেনেছে ।
 যার যেমি কর্ম তেমি ফল;
 কর্মফলের ফল ফলেছে ॥
 জমায় কমি ধরত বেশী,
 তলব কিসে রাজার কাছে ।
 ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
 কেবল কাণী নাম ভরসা আছে ॥

আমি কবে কালীবাদী হব ।
 সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবাবিব ॥
 গঙ্গাজল বিষদলে, বিবেকর নাথে পুজিব ।
 ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
 মোলে পরে মোক পাব ॥
 অন্নপূর্ণা অধিতাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।
 আর বব বম বম তোলা ধলে,
 নৃত্য করে গাল বাজাব ॥

মনেরে তোর চরণ ধরি ।
কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন,
তিনি ভব পারের তরী ।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা শরীরী ।
ওরে, যদি কালী করেন রূপা, তবে কি শমনে ডরি
বিজ্ঞ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে বাব তরী ।
তিনি তনয় বলে দয়া করে,
তরাবেন এ ভব বারি ॥

মায়ের চরণ তলে স্থান লব ।
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥
যরে ধারণা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কিগো
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব
প্রসাদ বলে উমা আমার,
বিদায় দিলেও নাইকো বাব ।
আমার দুই হাড প্রসারিয়ে,
চরণতলে পড়ে প্রাণ তাজিবে ॥

এলোকেশী দিখসনা ।
কালী পুরাও যোর মনবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কিনা হবে দয়া,
বলে দেমা ঠিক-ঠিকানা ।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না ॥

পূর্বলো নাকো মনের আশা ।
আমার মনের হৃৎখ 'য়েল মনে ॥
হৃৎখ হৃৎখ কাল কাটালেম,
হৃৎখের আর কিবে ভরসা ।
আমি বলব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা করুণ-নাশা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
ভেবে ভেবে পাইনে দিশা ।
আমি অভয় পদে শরণ নিরে,
বটল আমার উটা দশা ॥

মন তুমি কি রক্তে আছ ।
ও মন, রক্তে আছ, রক্তে আছ ॥
তোমার রূপে রূপে ফেরা যোরা,
হৃৎখের রোদন হৃৎখে নাচ ।
রংয়ের বেলা রাংয়ের কড়ি,
সোণার দরে তা কিনেছ ।
ও মন হৃৎখের বেলা রতন মাণিক,
মাটার দরে তাই বেচেছ ॥
হৃৎখের স্বরে রূপের বাসা,
সেইরূপে মন মন্ডারেছ ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে,
সেরূপের বিরূপ ভেবেছ ॥

মরি গো এই মন হৃৎখে ।
ওমা মা বিনে হৃৎখ বলব কাকে ॥
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে ।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥
সে কি তোমায় সাধের ছেলে মা,
রাখলে বারের পরম হৃৎখে ।
ওমা আমি কত অপরাধী,
লুন মেলে না আমার শাকে ॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বৃকে ।
ওমা মায়ের মত কাজ করেছে,
ষোড়শে জগতের লোকে ॥

ভবে আর জন্ম হবে না ।
হবে না জননীর অঠরে ॥
ভবানী 'ভৈরবী শ্রামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে ।
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাশী গেল ডরে ।
ওমা কৈলাসগিরি, দিব্যপুরী,
দেখাও এবার মা আমায় ॥

পিলু বাহার—জং ।

বল ইহার ভাণ্ড কি, নয়নে করে জল
(এহণে কালীর নাম) ।

‘তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায় !
কালী নামাশ্রি রসনায় জলে, সেই জল চল চল ॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নিশ্চল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা-যমুনার ধারার নিত্যন্ত এই ফল ।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী-তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥

অপরা জগহরা জননী । *

অপারে ভবসংসারে এক তরণী ॥

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব ;
উভয়ে অভেদ পরমাশ্রা-স্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজ মায়া, উপাসনা হেতু কায়,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাদিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দ-কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম ।
যদি জপে দেহ অস্তে, শিব বলে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিবর হৃক্ৰিয়া হীন,
নিজ গুণে তিন লোক তারয় তারিণী ॥

ডাকরে মন কালী বলে ।

আমি এই স্তুতি মিনতি করি,

ভুল না মন সময় কালে ॥

এ সব ঐশ্বর্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদ-পঙ্কজে মজ, চতুর্ভুজ পাবে হেলে ।
বসতি কর যে স্বরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পার্শ্ববে না ছাড়াইয়ে হাইতে,
কাল-কাঁসি লাগবে গলে ॥
ষিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বংশ কাক হারালে,
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আমুসী থাকে আম কুরালে ॥

* কোথাও কোথাও এই গানের অন্তরূপ পাঠ্য-
কর দৃষ্ট হয় ।

থাকি এক থান ভাঙ্গা স্বরে ।

তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,

আছে কালীর নামের জোরে ।

ঐ যে রাত্রি এসে ছয়টা চোরে,

মেটে দেওয়াল ডিকিয়ে পড়ে ॥

পতিতপাবনী পরা, পরামৃত-ফলদায়িনী ॥
হৃদীনে চরণ-ছায়া, বিতর শব্দ-জায়া ।
রূপাং কুরু সগুণে মা, নিত্যর কারিণী ॥
রূতপাপ হীনপূণা, বিষয়া ভজনা-শূন্য ।
ভার্য্যপে তারয় মাং, নিখিল-জননী ॥
ত্রাণ-হেতু ভবার্ণব চরণ-দরশী ভব ।
প্রসাদে প্রসন্ন ভব, ভবের গৃহিণী ॥

ভালা—ধরয় ।

কালী হলি মা রাসবিহারী ।

(নটবর বেশে কুম্ভাবনে)

পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,

কে বুঝে এ কথা বিধম ভারী ॥

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,

আপনি পুরুষ আপনি নারী ।

ছিল বিবসন কটা, এবে পীত ধটি,

এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥

আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে,

মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।

এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল,

ভালালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥

ছিল স্বন স্বন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,

এবে মৃৎ হাস, ভুলে ব্রজকুমারী ।

পূর্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্রামা,

এবে প্রিয় ভব যমুনা বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,

বুকেছে জনন। মনে বিচারি ।

মহাকাল কাহু, শ্রাম শ্রামা তনু,

একই সকল বুকিতে নারি ॥

ও কেরে মন-মোহিনী ।

ঐ মনোমোহিনী ॥

ল ঢল ঢল তড়িৎ ঘট, মণি-মরকত-কাঙ্কি-ছটা
একি চিত্তহলনা, নৈভ্যদলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥

শু পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয়-নয়নী ।
দীপ্ত শিখি, মনোমোহন মনোমোহন-উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী ॥

লাটফলকে, অলকা ঝলকে,
নামানলকে, বেসরে মণি ।

রি ! হেরি একি রূপ, দেখে দেখে ভূপ,
হৃদয়স-কূপ, বদনখানি ॥

শানে বাস, অটহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী ।
মা সমরে বরণা, অমর দরদা,
নিকটে প্রেমোদা, প্রেমাদ গণি ॥

হিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রসাদ, স্বরূপে গণি ।
সমরে হবে না জরী রে,
ব্রহ্মমরী রে, করুণামরীরে, বল জননী ॥

রাধেকলী—আড়া ।

চলিয়ে চলিয়ে কে ধ্বীসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে ।
বামা রূপে ক্রুৎগতি চলে,
দলে দানব দলে, ধরি করতলে, গজ গরাসে ॥
কেহে, কালীর শরীরে, কথির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংকত ভাসে ।

বেয়ে, নীল কমল, ত্রিমুখমণ্ডল,
অর্ধচন্দ্র ভালে একাশে ।
কেরে নীলকান্ত, মণি নিভান্ত,
নথর নিকর ভিবির নাশে ।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
খন ঘোর রবে, উঠে আকাশে ॥
নিতিহুতর, সবার জলম,
ধর ধর ধর, কাঁপে হতশে ।

মাগো ! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেশে ত্রিমুখপ্রসাদ দাসে ॥

বিভাগ—ডিওট ।

এলো চিকুর ভার, এ বামা

মায় মায় মায় রবে ধায় ॥

রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি,
রুতিপতি-মতি মোহ পায় ।

অপঘণ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,

নিশুস্ত নিপাতি কালী, সব সেরে ধায় ॥

সকল সেরে ধায়, একি ঠেকিলাম ধায়,
এ জগের মত বিধায় ॥

কাল বলে এত কাল, এডালাম যে জ্ঞানল,
সেই কাল চরণে লুটায় ।

টেনে ফেল রত্নাফল, পদ্মাজল বিবলল,

শিবপুজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥

অশিব ঘটায়, এই দম্বল ভটায়, কি কুরব রটায় ॥

ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কান ভরায় রব, হায় ।

চিনিলাম ব্রহ্মমরী, হই বা না হই জরী,

নিভান্ত করুণামরী, হান দিবে পায়,

হান দিবে পায়, নিভান্ত মন তার,

এ জয় করুণায় ॥

প্রসাদ কুল ভাল খটে, এ বুদ্ধি খটেছে খটে,

এ সবটে প্রাণে বাঁচা দায় ।

মরুপে কি আছে ভয়, জগের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয়, কর পৈতৃভায় ।

ওহে দৈত্য রায়, ভয় এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায় ॥

মজার—বহরা ।

মোহিনী আশা বাসা,

ঘোর তমলাশা বামা কে ?

ঘোর ঘট, কাঙ্কি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে ॥

রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,

মুখবালা, হৃদযালা, কুলবালা নাড়িছে ॥

ক্রুত চলে, আত চলে, বাহ মলে নৈভ্যদলে,

ডাকে শিবা, কব কিবা, কিবা নিশি করেছে ।

কীল বীন ভাগ্যহীন, হুটুটিত হুটুটিন,

রামপ্রসাদে কালীর বদন, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥

খানাজ—রূপক ।

মা কত নাচ গো রণে ।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর-ছন্দে, কত নাচ গো রণে ॥
দদ্য-হৃত-দীতি-ডনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে
রুত বাজিত কটাতটে,
নরকরনিকর কুণপ শিশু শ্রবণে,
অধর সুললিত, বিশ্ববিনিমিত্ত,
কুন্দ বিকশিত, সুদর্শনে ॥
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাটহাস সঘনে ।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে ।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস,
নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে ॥

কালোডা—চুংরী ।

(হের), কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্কর-বেশে ।
করে, নব-নীল-জলধর-কাষ হায় হায়,
করে, হরছদ্মি সঙ্গ-পদে দিগবাসে ॥
করে, নিরুজ্জনে বসিয়া, নির্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় রণী ;
হেন ইচ্ছা করে, ততি গাঢ় করে,
নাথি প্রেমডোরে, রাধি ছদ্ম-সরোবরে,
হিরোলে ভাসে ॥
করে, নিমিত্ত রামকদলৌতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গ দলে,
নাভিপদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ।
করে, উন্নত কূচ কলি, মুখ শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায় যেন বিকশিত,
সিতাস্তোজ বনরোহায় ; কিবা ওষ্ঠ-শোভা,
অতি শোল জিহ্বা, হরমনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে, শিশু সুধাভাসে ॥
করে, কুন্তল-জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুশি ধরায়, তাহে তুফানকূর্ণ সন্ধান করি

অর্দ্ধচন্দ্রভালে, শিতি মুখ দোলে, কিচকের খেঁচে

কিবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে ।
কত হৃদব! হৃদব! নাচিছে ভরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুখা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে, যার পদতলে,
শব-ছলে আশুতোষে ॥

নিমিট—আড়া ।

শ্রামা বামা কে ?

তনু দলিতাঙ্গন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,
তড়িতপ্রড়িত নবধন বলকে,
বিপরীত একি কাজ লাগ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে ।
মম দল প্রবল, সকল হতবল,
চকল বিকল জয় চমকে ॥
প্রচণ্ড-প্রতাপ-রাশি মৃত্যুরূপিনী,
ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী ।
লজ্জা গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ বুঝতী চকিতে নয়নপলকে ॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু ঐ যুগল
চরণ তব করিয়াছি সেতু ।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালীকে ॥

খানাজ—টিমা তেতাল।

হৃদয়ে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা ।
কামরিপুমেহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপনদহন শলী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দলভু শ্রামা ।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরনী
সমরনিপুণা গুণধামা ।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সখে যার
বমজয়ী বাজাইয়া নামা ॥

পট ঠেঁকণী—একতাল।

কামিনী যামিনীবরণে রণে, এল কে ।
উনঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অঙ্গি,
উল্লাসিতা দানবনিধনে ।
পদভরে বহুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কথ, তবে আর কিরে ভয় ;
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥

মল্লাব—গয়রা ।

এলো কেশ, কে শবে, এলোরে বামা ।
নখরনিকর হিমকরবর, রঞ্জিত শন-ভনু,
মুখ হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিনী,
হাসত ভাস • নাচত বামা ।
কুলবালা বাহুধলে, প্রবল দম্ভজদলে,
ধরাতেল হতরিপুসমা ॥
ভরব ভূত, প্রমথগণ শন রবে, রণজয়ী শ্রামা ।
করে করে ধরে ভাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁধাঁধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
ভবভয়ভঞ্জন- হেতু কবিরঞ্জন,
মুকতি করম্ তুনামা ।
তব গুণ শ্রবণে, সন্তত মম মনে,
ধোর ভবে পুনরপি গমনবিরামা ॥

সিঁরিট—জলদন্তেতাল।

আরে ঐ আইল কেরে শনবরণী ।
কেরে নবীন নগনা লাজবিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা, একি অনুচিতা,
কুলের কামিনী ।
কুঞ্জবরণগতি আসবে আবেশ,
লোলিতবসনা গলিত কেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হৃদয়ারবে রে দম্ভজলনী ॥
কেরে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলী ঈশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ,
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি ।

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কঁহে নীলকমল, ও কঁহে চাঁদ,
দোহা দেহে করতাই নাদ,
চিচিক গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জবন হুচাক, কদলীতরুনিম্বিত,
রুধির অধীর বহিছে,
ওদুঁকে কটাবেড়া, নরকরছড়া,
কিঙ্কণী সহ শোভা করিছে ।
করতল স্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উজ্জ্বল ভূধর, হেরি হেরি পরোধর,
করি-কুস্তভয়ে বিদরে ; অপরাধ কি এ আর,
চণ্ডমুণ্ডহার, হৃদয়ী হৃদয় পরে ।
প্রকল বদনে রদন-বলকে,
মুহুহুত প্রকাশ্য কামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়নপলকে,
দন্তে কম্পে সন্ধনে ধরণী ॥

বাঁশাজ—তিতট ।

কে হর-হৃদি বিহরে ।
তনু রচির, সজল-বন-নিম্বিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীলকমললল, ত্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে ।
মরকত মুকুবে, মঞ্জু মুকুতাকল,
রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুরঘটা, নবজলধরছটা,
বাঁপল দশ দিশি ডিমিয়ে ।
গুরুত্তর পদভর, কমঠ ভূজবর,
কাউর মুচ্ছিত মহী রে ॥
ধোরবিধরে মজি, কালীপদ মা ভজি,
হুধা ত্যজিয়া বিসপান করি রে ।
ভণে ত্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরি

মা বলে ডাকিস না রে মন,
মাঝে কোথা পাবে হে ভাই।
খুকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুতল দাহন করে,
ওরে অশোভিত পিণ্ড দিয়ে,
কালশোচে কাশী যাই।

বাখাজ—তিওট।

চিকণ কালরূপা হৃদয়ী ত্রিপুরারি-জ্ঞানে বিহরে।
অরুণ বয়ল লল, বিমল চরণডল,
হিমকরনিকর রাজি তলধরে।
বামা অট অট হাসে, তিমিরকলাপ নাশে,
ভাবে হুধা অমিত করে রে।
ভ্রমে কোকনদল, মধুকর চকল,
লহুগতি পজিত সুবতী-অধরে।
সহজে নবীনা কীৰ্ত্তা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা লগা না ধরে।
চকলাপাক্স আর্পন, বরসিত শর খর,
কত কত শত শত রে।
কহে রামসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া ময়ন করে।
ও পদপঙ্কজ পলবে বিহরতু,
হামক মানস আশ ধরে।

নিখিট—আড়।

সমর করে ও কে রমণী।
বুলবলা ত্রিভুবনমোহিনী।
ললটি মল্লন বৈদ্যনর, বামাবিধু,
বামেত্তর তরণি।
ধরকত মুকুর, বিমল মুখমণ্ডল,
নুতল জলধর-বরণী।
শব শিবশিরে, মন্দাকিনী রাজত,
টল টল উজ্জল ধরণী।
উন্নোপরি সুগণ, রাজিত কোকনল,
হুচাক নখরনিকর, হুধামিনী।
কলগতি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করণাং
কুরু, হর-মোহিনী।
পিরিবর-কন্তে, নিখিল শরণ্যে,
মম জীবনধন জননী।

বাখাজ—রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটা তটে,
হরে বিহরে রূপসী।
হুধাংগ তপন, লহন ময়ন,
বরানবরে বসি শনী।
শব শিব ইয়ু, ক্রতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেত্তর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসি।
সদা মদালসে, কলেবর ধসে,
হাসে প্রকাশে হুধারামি।
স-মস্তা স্ববাসা, মাঠে মাঠে ভাষা,
হুরেশাহকলা মোড়নী।
এসাদে এসাদা, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব ভয় বাসি।
জমুর বস্ত্রণা, হরণে মস্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী।

বিভাষ—তিওট।

নব-নীল-নীরদ-তনু-রুচি কে ?
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ
কোটা চন্দ্র কলকত, ত্রীমুখমণ্ডল মিলি,
হুধামুত ভাব।
অকতঙ্গ সে ভ্রমণে, কিশোর বিধি অরি
গলিত কুন্তলশাশ।
পলে হৃদয় বরণ, হুধার লম্বিত,
সতত সন্ধনে নিবাস।
বামার বামকর পর, খড়্গা নরশির,
সব্য পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস।
তপে ত্রীকবিরঞ্জে, বাগ্নী করেছি মনে,
করুণালোকসে, কলুচয় কর লান।
তব নাম বলনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভনে এ কথা আভাষ।

বিভাষ—টিমতেভালা ।
 ঞ্চামা বামা কে বিরাজে ভবে ।
 বিপরীতক্রৌড়া, ত্রীড়াগতা শবে ॥
 গদগদ রসে ভাসে, বদন দুলায়ে হাসে,
 অতনু সতনু জহু অন্তভবে ।
 রবিসুতা মন্ডাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
 ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥
 তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
 অনলে অনল মিলে, অনলনিভে ।
 কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
 নিরবিলে পাপতাপ, কেথায় রবে ॥

বিভাষ—টিমতেভালা ।

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
 তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে ।
 না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
 পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে ॥
 শিশুশখরধরা, সুহাস মধুরধারা,
 প্রাণধরা ভাব, ধরা আলো করেছে ।
 চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
 বৈখানর নেত্রবর-কর বলকে ॥
 বামা- অগ্রগণ্যা, বুটে ধজা, কার কজা,
 কিবা অধেষণে রণে এসেছে ।
 দস্তে কি বিরুতিগুল, নখ ফুলা, দস্ত মূলা,
 এলো চুলা, গায় ধুলা, ভয় করে হে ॥
 কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রজা কর নিজ দাসে,
 যে জন একান্ত জাসে, মা বলছে ।
 তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে ঞ্চামা,
 তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥

খানাজ—টিমতেভালা ।

বামা ও কে এলোকেশে ।
 সঙ্গিনী রঙ্গিনী ভৈরবী যোগিনী,
 রণে প্রবেশে অতি যেষে ॥
 কি হুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
 নাচিছে মহেশ উরসে ।
 ষোড়শ রণে মগনা, হয়েছে নগ্না,
 পিণ্ডি সুখা কি আবেশে ॥

চন্নিয়া চলিয়া যাইছে চলিয়া,
 ধররে বলিয়া, বন হাসে ।
 কাহার নারী রে চিনিতে নারি রে,
 মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ।
 কারে আর ভঞ্জে, ওপদে মজরে,
 রূপে আলো করিছে দিগদগ্ধে ।
 কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
 প্রসাদ ভণ্ডেরে চল কৈলাসে ॥

খানাজ—টিমতেভালা ।

ও কে ইন্দীবরনিমি-কান্তি, বিগলিত বেশ ।

বসনবিহীনা কে রে সময়ে ॥

মদন-মখন-উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহারে,
 শ্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিত্ত তিত্ত সতত তর্জ্জে
 জনমনোহরা শমন-সদরা * গর্জ্জ গর্জ্জ করে ।
 শস্ত্রে শস্ত্রে-প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
 ত্রুঙ্ক নয়নে, নিরঞ্জে যে জনে, গমন শমননগরে ।
 কলয়তি প্রসাদ হে জগদগেষ,
 সমরে নিপাত বিপু-কমবে,
 সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিরূধ নিকরে ॥

খানাজ—টিমতেভালা ।

চল চল জলদবরণী এ কার রমণী রে ।

নিরখ হে ভূপ, ক্রীশ শবরূপ,
 উরসি রাজে চরণ ॥
 নখরাঞ্জি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
 সতত বলকে কিরণ ।
 একি, চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী,
 সম্বরণ কর রণ ॥

* পাঠান্তরে “শমন-সোদরা” পাঠ দৃষ্ট হয় ।
 “শমন-সোদরা” অর্থ—“যমুনা” । “শমন-সোদরার
 গর্জ্জ গর্জ্জ করে” অর্থ জনকী আপনায় কাল-বর্ষে
 যমুনার বর্ষের গর্জ্জও গর্জ্জ করেন । কিন্তু “শমন-
 সদরা” অর্থ—“যমও ভয় পায় ।” তাহা হইলে
 “গর্জ্জ গর্জ্জ করে” অর্থ—“অমরদিগের গর্জ্জ গর্জ্জ
 করেন ।” এধন, যে পাঠ সম্বন্ধে বোধ করেন,
 পাঠকগণ গ্রহণ করিতে পারেন ॥

মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে,
চরণে অচল চালন ।
ফণিরাজ কম্পিত, সত্যত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাবে, ত্রাহি নিজদাসে,
চিত্ত মে মত্ত বারণ ॥
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কলাচ না মানে বারণ ॥

লমিত—তিত ।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুস্তলজাল ।
বিমল বিধুবর, ত্রীমুখ সুন্দর,
তনুচিবিজিত, তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল ।
কুঙ্ক মানস, উজ্জ্বল শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল ।
তা তা খেই, ত্রিমকি ত্রিমকি,
ধা ধা ডঙ্ক বাদ্য রসাল ॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্রামা সুন্দরি,
রক্ত মম পরকাল ।
দীন হীন প্রতি, কুরু রূপালেশ,
বারম্ব কাল করাল ॥

ছরানট—খরয়া :

সমরে কেরে কালকামিনি ।
কালহিনী বিজয়িনী, অপরা কুহ্মাপরাজিতাবরণী,
কে রুশে রমণী ।
সুখংসুখা কি শ্রমজবিন্দু,
ত্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু, কমল বজ্র, বহ্নি,
সিদ্ধতনয় এ তিন নয়নী ॥
ধামরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোকপ্রকাশ,
আশুতোষবাসিনী ।
কর্দ-কর্ণভরণ জিনি, গুণি দত্ত কুন্দভরণী ।

কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ, না করে লাজ,
কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল, একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী ।
কৌণ কটীপর, নৃকরণিকর; আবৃত কত কিস্কিণী
সর্বাঙ্গ শোভিত শোভিতবস্ত্রে,
কিংস্তক ইব নতু বসন্তে ।
চরণোপান্তে মনহরন্তে, বাধ কৃতাস্তদলনী ॥
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল,
ভাবে চল চল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা,
শিব উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহর ভূপ রথা বিবাদ ।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ,
প্রসাদবিধাননাশিনী ॥

বিভাষ—টিমেতেভালা ।

মরি ও রমণী কি রণ করে ।
রমণী সমর করে, ধরা পাপে পদভরে,
রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে ।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকরকর ঢাকে চিকুরপাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শলী খসি, পড়ে তরাসে ।
নিরুপম রূপছটা, ভেঙে করে ব্রহ্মকটা,
প্রবলদমুজছটা, গেলে পরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় পাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা মরসাল, গান বিভাষে ।
নিকটে বিরূধ-বধু, যজনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মুহু মুহু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, কিরে না বার বাসে ।
অশে রামপ্রসাদ সার, নাম ল'রে শ্রামা মার,
আনন্দে বাজায় নামা, চল কৈলাসে ॥

নলিত—রূপক ।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ।
বিগলিতচিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদ্যলসা ।
ঘোড়লী ঘোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, ঐতিহ্যে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুরমুখী মধুরলালসা ॥
সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ্ঞ মঙ্গল ধাম,
ভঞ্জে বুধ বৃহস্পতি, হীনকর্মনাশা ।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহরব্রহ্মরাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভঞ্জে দিগামাণ ॥

যাও গো জননি, জানি তোরে ।
তারে লাও বিগুণ সাজা মা,
যে তোর ধোঁসামুদি করে ।
মা মা ব'লে পাছু পাছু
যে জন স্তুতি ভক্তি করে ।
হুংখে শোকে দ'ক্ষে তারে
লাখিল করিস্ যমের স্বরে ॥
অঙ্গে কারে পাওয়া যায়,
ক্লেণ আলে বারি ধায়,
যেজন হয় শক্তি, তার ত্রিকাল মুক্ত,
হয় জোর অবহরে ।
চোখে আত্মল না দিলে পর,
দেখ'বি না মা বিচার ক'রে ॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ,
ভয়ে দিলি মহিযাহরে ।
যে হু-কথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে ।
তার হয়ে আশ্রিত সদা,
থাকিস্ মা পরাণের ভরে ॥
রামপ্রসাদ কৃতার্ব হবে, কৃপাকণা ধোরে ।
সাধরে শ্রামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হবে ॥

বিখিট—একতাল ।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত-কেজী ।

তমু তমু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কুশা,
সবো বরাভয়, বক্ষ করে মুণ্ড-অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরঞ্জন লুপ্ত ভূপ,
হুরী কি অহুরী কি পন্নরী কি মানুষী ।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি ।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ-রথী গজ-বাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্যব্রহ্মরী মহেশী ।

যেই শ্রাম সেই শ্রামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিলা লোপ, অসি তাব শাঁশী ॥

বেহাগ—তিতুট ।

শ্রামা বামা স্তম্ভধামা কালান্তক-উরসি ।
বিহরে বামা মরহরে ।
হুরী কি অহুরী, কি নানী কি পন্নরী, কি মানুষী
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চক
সতত দোলত খোর খোর, মন্দ মন্দ হাসি ।
একি করে কবে করী ধরে রণে পশি,
তমুকীণা হনবীনা বস্ত্রহীনা ঘোড়লী ॥
নীল-কমল-দল-জিতাস্ত, তড়িতজড়িত মধুর হ
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকান্ত, ভালে শিশু শশী
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিন্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দ্বিতীহুতচর, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি ।
এটা কেটা চিন্তে যেটা, হরে সেটা হুংরাশি,
মম সর্ব পর্ব পর্ব করে, একি সর্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, বোর তিমিরপূজ না
হৃদয়কমলে সতত বাস, শ্রামা দীর্ঘকেশী ।
ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে,
তুম্ববাসি কথা, নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥

সমিত—ভিওট ।

কুলবালা উল্লস, ত্রিভুজ কি রক্ত, উল্লস করন ।
নবজবলনা, ললনা, সমরে পবে, নিমলিত কেশ ।
বন ঘোর নিমাবিলী, সমরে বিবাদিলী,
মদসোহাগিনী-বেশ ।
ভূত শিশাচ প্রবেশ সমে, তৈলবগ্ন নাচত রসে,
সদ্বিনী বড় রক্তিলী, নগ্নানন্দাবেশ ।
পদ রথ রথী করত গ্রাস,
হুগাহর নয় লাবণ্য গ্রাস,
ক্রমত চলত রসে পর পর, পরকর কটিলেশ ।
কহিছে এসাদে কুলপাণ্ডিতকে,
করুণাং কুল জঘনি কালিকে,
ভবপারাবার ভাবার তার, হরবৎ হর ক্রেশ ।

বিতান—একতাল ।

জোয়া আহ গো অন্তরে, বা আহ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী কলম্বরী বা ।
এক হান মুলাধরে, আর হান সহস্রারে,
আর হান চিত্তাবশিগুরে ।
নিব শক্তি নহে বানে, আক্কা বহুলা লসে,
সরবজীকৃত শোভা করে ।
কুলকরণা মোহিত, বরভূতে দু-মিত্রিতা,
এই দ্বন্দ্ব করে ধর করে ।
কুলধার বালিষ্ঠান, মণিপুর মাতিহান,
কলাহতে বিতর্কিত করে ।
বর্ণনা কুনি কট, ব, স, ব, ল ত, ক, ঠ,
বেশ বর কর্তার বিহারে ।
হ, ক, আত্ম কুল, নিত্যত কহিলা কুল,
চিত্ত এই শরীর তিতরে ।
স্বজা অগ্নি শীর হাতি, তরিতাণি হর শক্তি,
করে বাণ পদমর উপরে ।
স্বজা হর হর, সেনার কৃপাগার,
কুলকরণা বিতর্কিত করে ।
স্বজা হর হর, কুলকরণা হর বেধ,
কুলকরণা হর হর ।
স্বজা হর হর, কুলকরণা হর হর,
কুলকরণা হর হর ।

বিরে কর কুপাহুটি, পুনর্বার হর হটি,
চরণকুলে স্থাপকরে ।
কুনি নাথ কুনি বিনু, স্থাপার কেন ইন্দু-
এক আশা তেনে কেনা করে ।
উপাসনা তেনে তেনে, ইথে কোন নাহি খেদ
মহাকালী কালপদতরে ।
নিজা তেনে বার ঠাই, তার আর নিজা নাহি
ধাক জীব, শিব কর তারে ।
মুক্তি কহা জের তেনে, সে কি আর বিরে মনে
পুনরপি আসিরা সংসারে ।
আজ্ঞাচক্র করি তেনে, দুটাও তেনে খেদ
হংসীরূপে মিল হংসকরে ।
চারি জয় বশ বার, খোড়শ বিদল আর
দশ শত বল নিরোপরে ।
শ্রীনাথ বসতি তথা, কুনি এসকল কথ
বোগী তাসে আনন্দসাগরে ।

গৌরী—একতাল ।

অনন্ত জলী কুনি গো বা তারা * ।
অন্যকে তরানে, আনকে কুলসে,
আমি কি অনন্ত-হাফা হো বা তারা ।
দিবা অবসানে রক্তনী কাসে,
কিরেছি সীতায় ঐক্যনী বসে ।
নয় জীব-ভরী, বা আছে-কাণ্ডারী,
তু কুনি কুনি কুনি কুনি তারা ।
বিল রাসপ্রসাদ কহিছে মায়ী,
না হরে পার্থিবনে মায়ীর পায়ী ।
কোথা গিরেছিলে, এ বর্ষ শিবিলে,
না হরে সন্ধান মায়ী খো জায়ী ।

নয় কুনি সেন রে সেন ।

করে, আমি কুল পদমর, বা কুলকরণে হ
কুলকরণে হর রে কুলকরণে কুলকরণে
স্বজা কুলকরণে কুলকরণে কুলকরণে
কুলকরণে কুলকরণে কুলকরণে

অজস্র—একতাল।

তুমি কার কথাই ভুলেছ যে মন,
ওরে আমার তুমি পাবী।
নামারি অন্তরে থেকে, আমাকে কিডেছ কীকি।
কালী নাম অগিবার তরে,
ডেরে রেখেছি শিল্পের পুরে মন।
ও তুমি আমাকে বকল্য করে,
ওরি বুঝে হইলে সুখী।
শিব দুর্গা কালী নাম, অপ কর অবিশ্রাম,
মন, ও ডেরে জুড়াব তাপিত অন,
একবার শ্রামা বলরে দেবি।

ভারা! আর কি কতি হবে।

হাসে গো জননী শিবে।

হুঁমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে
আকে থাক্ বার থাক্ এ প্রাণ বার বাবে।
দি অতঃপনে মন থাকে তো
গম্ব কি আমার ভবে।
আড়ায়ে তরক রক আর কি দেখাও শিবে।
কি পেয়েছ আলাড়ি পাড়ি তুলানে ডরাবে।
আপনি যদি আপন ভরী ডুবাই ভব্যর্থে।
মি ডুব দিরে জন ধাম তনু অতঃপনে ডুবে।
রেখি না বেতে অছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কারে মুরক বাড়ি মাত্র পন্দাতে সবে।
সোন বলে, আমি গেলে তুমিই তো মা লবে।
খন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিব

মূলভান—একতাল।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রঙ্গলা! বা-ববার জই হবে।
হুংগ পেয়েছ (আমার বলরে) না আরো পাও
ঐহিকের সুখ বন না বলে,
কি মেই কেবে মন তুমি।
মেয়ে, মেয়ে যে-দাম বদা সমভলে,
দিত যে দিত যে মন করলে রঙ্গলে।
সন্তোষে থেকে (কি রে আমার),
কালী বলে ডেরে, ঐ মন তুমি লবে।

ভাল মাই মেরে কোন কালে।

ভালই যদি থাকবে আমার,
মন কেন দুঃখে চলে।
হেসে গো মা দর্পভুল,
আমার ভবে তনু হইলে বোকা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
অবা বিধ গলা জলে।
এ ভব-সংসারে আমি, না করিলাম গয়া কালী,
বখন শমনে ধরিলে আমি,
জঙ্ঘ কালী কালী বলে।
বিজ্ঞ রামপ্রসাদ বলে, তুমি হয়ে জাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুমিবে কুলে

জংলা—একতাল।

মা, তোমারে বারে বারে, আনাব আর হুংগ কত।
ভাসিতেছি হুংগ নীরে, স্রোতের সেহলার মত।
বিজ্ঞ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদ্রা হলে।
পাঁড়ও একবার বিজ্ঞমসিরে,
মেখে বাই জলবের মত।

বট-ভৈরবী—ভাল পোতা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার বেকম করনা।
কেহ দিগন্তেরে পার না খেতে,
কার পেটে ভাত পেটে সোপা।
কেহ বার মা পাবী চড়ে, কেহ জারে কাশে করে,
কেহ উড়ার দাল হুশালা,
কেহ পার না ছেঁড়া-টোলা।

মূলভান—একতাল।

কালীভব মেরে, বকল্য বাজরে,
এ তনু-ভরী বরা করি চল বেলে।
জবের ডাকল কিবা, মনকে কর দেলে।
দক্ষিণ বাতাসে মন, পশ্চিমের আনন্দ,
কল হিব দেলে।
মি মনকে দিগন্তেরে,
কালীভবী আনন্দে,
প্রসাদ মন তুমিলা, পাবিবে দেলে।

ভালা—একভালা।

অর কালী অর কালী বলে,
 ত্রেপে থাকত্রে মন।
 তুমি ঘুম ঘেরো নারে ভোলা,
 মন তুমিতে হারাবে ধন।
 নববার বরে, হুখে শয়্যি করে,
 হইবে বধন আছেওন।
 তখন আনিবে নিদ্র, চোরে দিবে সিন্দ,
 হ'রে লবে সব রতন ॥

ভৈরবী—একভালা।

ঐতুর্গীনাথ তুল না।
 তুল না, তুল না, তুল না ॥
 ঐতুর্গী শরণে, সমুদ্র মন্থনে,
 বিবপানে, বিবনাথ হ'ল না।
 ব্যাপি কখন বিপদ হটে,
 ঐতুর্গী শরণ করোগো সবটে।
 ভায়ায় দিয়ে ভার, হরষ রাজার,
 লক অনিবারে প্রাণ খেল না।
 বিতু নানে এক রাজার ছেলে,
 বান্দা করেছিল ঐতুর্গী বলে,
 আসিবার কালে, সমুদ্রের জলে,
 ডুবেছিল, ওতে (ভার) মরণ হ'ল না ॥

মন হোর এত ভাবনা কেনে।
 একবার কালী বলে বলে বসরে ধ্যানে ॥
 লোক লমকে করলে পূজা,
 লমকের হর মনে মনে।
 তুমি সুকিরে গীরে করলে পূজা,
 আদর্শনা রে, আদর্শনে ॥
 বাসু পাশে নাচিল মুক্তি,
 লোক কি রে ভোর সে গতি ॥
 তুমি হারালে প্রাণি কতি,
 কতি কতি হারালে ॥
 কতি কতি হারালে ॥
 কতি কতি হারালে ॥
 কতি কতি হারালে ॥

তুমি ভক্তিহারা খাইয়ে তাঁয়ে,
 তপ্তি কর আশন মনে ॥
 কাড় লটন স্বাতির আলাে,
 কাজ কি রে ভোর সে রোসবারে,
 তুমি মনোমর বাণিকা ছেলে
 দেওনা জলুক নিশি দিনে ॥
 মেঘ ছাটল মহিবাতি,
 কাজ কি রে ভোর বলিদানে।
 তুমি অর কালী অর কালী বলে,
 বলি দেও বড় রিপুমনে ॥
 প্রসাদ বলে ঢাক খেল,
 কাজ কি রে ভোর নে বাজনে।
 তুমি অর কালী বলি দেও করতালি,
 মন রাখ সেই ঐতুর্গী ॥

মন কেন রে ভাবিস এত।
 যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
 তবে এসে তাহছো বসে,
 কালের ভরে হয়ে ছোট।
 ওরে কালের কাল মহাকাল,
 সে কাল মারের পক্ষপাত ॥
 কই হ'য়ে তেকের ভর,
 এ নে বড় অকুত ॥
 ওরে তুই করিস কি কালের ভর,
 হ'য়ে ব্রহ্মমরী মৃত ॥
 একি ভ্রাতৃ নিভাছ তুই,
 হলি রে পাগলের মত ॥

(ও মন) বা অটলনার ব্রহ্মমরী,
 কর ভরে সে হর রে ছোট ॥
 নিহে কেন ভাব হরষ,
 দুর্গা এক অনিবার ॥
 বেদন আপরণে ভাব নাতি,
 হবে রে ভোর জেরি মত ॥
 বিদ্য রামকান্তের মত
 মন কত রে মতের মত ॥
 (ও মন) ভাবনা করি কত
 কি করিলে ভাবনা ॥

ললিত—ভিণ্ট।

ও কার রমণী সময়ে নাচিছে ।
দিগবরী দিগবরোগরি শোভিছে ।
তহু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালীদ্বির জলে কিংকর ভাসিছে ।
বদন বিমল শশী, কত সুধা করে হাসি,
কালরূপে তমরাশি রাশি দাশিছে ।
কবে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমলপদে,
মুক্তিপদ বেতু বোণি-হুনে ভাসিছে ॥

ভঙ্গনা—একতালা ।

ওরে, তারা বলে কেন না ডাকিলাম ।
(আবার) এ তহু তরনী ভব সাগরে ডুবালাম ।
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম ।
(ভোতে) ভাঙিয়া অমূল্য নিধি পাশে পুরাইলাম ।
বিষম তরঙ্গ মারে চেয়ে না দেখিলাম ।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ।
প্রসাদ বলে, মরগো আমি কি কার্য করিলাম ।
(আবার) তুকানে ডুবিল তরী আগনি মজিলাম ॥

মন যদি মোর তিরান করিস ।

ওরে কালীনাথ কালীর চিনি,

বদন, খোলাতে ঢালিস ।

বর্ষালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে ভাঙে রাখিস ।
আমি আলত ভাঙিয়া সবা রসনা জাদুতে মরিস ।
ক্রমেতে বিদল-চক্রে চক্রেবীরের সুধা রাখিস ।
সেই সুধাপানে অমর ঘরে অমর নগরে বসিস ॥

কালী কালী বল রসনা তীর ।

ও মন বহিচক্রে নব ধারা,

তারা না মোর বিরাজ করে ।

ভিণ্টে কালি-কালিকা, হুতু বাধা হুতুধারে ।

পীত রসভার সাধিবি তার,

রস ভাষার বেশে সেলাভের ।

হুড়ি কোরে দৌড়-হুতু, মিলেবে কলহী মারে ।

সে যে সরস-সিনা দাঁড়িতে মারে,

করে মিলন হুতু মারে ।

ওরে মন! বিদ্যা ভাসে, মন ভাঙিবে মন-পরে

ও মন ত্রিবেণীর বাটেতে বৈল,

সীতল হবে অন্তঃপুরে ।

পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে পেল,

কেনে রাখিবে প্রসাদেবের ।

ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল-বার,

বত ডাকতে পার হু'কমরে ॥

জগদ্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশার-বেকলো,

জগদ্বার কোটাল ।

জয় জয় ডাকে কালী, বল মন করতালি,

বব বম্ব বাজাইয়া গাল ॥

ভক্তে তম বেণাবারে, চতুঃপদ পূজাপারে

ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ।

বর্জিত শিরে ধরে তীর্থ ত্রিশূল করে,

আশাঙ্কনিত জটো জাল ॥

শমন সমান কর্ণ, প্রথমেতে জলে সর্প,

পরে ব্যাঘ্র তল্লুক বিশাল ।

তম পার ভুতে মরে; আসনে ত্রিভুতে নারে,

সমুখে সুরঙ্গ চকু লাল ॥

যে জন সাধক বটে, তার কি আগণ বটে,

তুই হয়ে-বলে ভাল ভাল ।

মরসিদ্ধ বটে জেয়, করানন্দ মনীর জোর,

তুই জরী হৈ পূরবাল ॥

কবি রামপ্রসাদ দানে, আলস্য-সাধক র ভাসে,

সাধকের কি আছে অজান ।

বিভাবিকা সে কি মানে, বস-থাকে-মীরাসনে,

কালীর চরণ-ধরে ঢাল ॥

সঙ্গার—গায়ত্রী ।

সদাশিব-শব্দে অসমীয়া কালী ।

শোণিত-চোড়িত-ধারা-ধরে সোমাবতী ।

একি বেণি মনোর, মাল্য-করেতে ধর,

মুক্তিকরী মলয়-কলহাভিহী ।

মনি মনি কলি-কালি, কল-মনি কলি-কালি,

পদ-পদে পদ-পদে পদ-পদে ।

কল-কল-কল-কল, মল-মল-মল-মল,

অমল-অমল-অমল-অমল ॥

হুলতানী—একতাল।

মিডাত বাবে ছিল, এ দিন বাবে,
কেবল খোঁশা হবে গো।

তরা নামে অসংখ্য কলক হবে গো।

এসেছিলাম জবের হাটে, হাট করে এসেছি হাটে,
ওমা কীহুঁধা বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।

কশের ভরা জরে নার, হুঁসী জনে কেলে বার,

ওমা তার ঠাই যে কড়ি চার,

সে কোথা পাবে গো।

এসাদ বলে পাখা মেয়ে,

আসল যে না কিরে চেয়ে,

আমি আসল দিলাম শুণ করে, তবার্ণবে গো।

হুলতানী—একতাল।

জোড়োয়ার আর কি মনে আছে।

জমা এখন বেখন রাখলে হুঁধে,

জেরি হুঁধ-কি পাছে।

শিব যদি হয় সভাবানী,

জবে কি জোয়ার লাবি,

মাগো, ওমা, কীকির উপরে কীকি,

জান চকু নাচে।

আর যদি থাকিত ঠাই, জোয়ারের সাথিতান নাই,

মাগো ওমা কিরে আসা,

কাহিলে পাশা, তুলে দিবে পাছে।

এসাদ বলে মন বড়, ককিয়ার জোর বড়,

জমা ওমা আমার বকা হলো বকা-বকিশা হয়েছে

উপনীত কদাকিনী-ভীরে।

নিরখি হুঁসরী-মুখ, মরনে পরন হুঁধ,

গোচল জিভন প্রেমদীয়ে।

জমা! এটি রূপ-মাহরী, মাঝা-মহি মাঝা-মহি,

মহিল যে সে কেমন দিবি।

জমা মন-বীল, জমি সরোবর জমি,

একদিক লাক্ষ্য-মাহরী।

জমা মন-বীল, জমি সরোবর জমি,

একদিক লাক্ষ্য-মাহরী।

জমা মন-বীল, জমি সরোবর জমি,

একদিক লাক্ষ্য-মাহরী।

কেরে হুঁসর-মামিলী, জম-সোবামিলী,

এখন বরন মামিলী।

যৌবন-সঙ্গ, জবে মন-সঙ্গ,

সমাল মনে মামিলী।

কেরে নির্বল বর্ণাজ, জম-মহি-জম-মোভ

হবে, জম-মহি-কিবা কাম।

পূর্ণচন্দ্র-কোলে, খেচোড় বেমন অলে,

মাহি বাসে লাল।

জমে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি হুঁসরী ছবি,

মোহিব কেব মন-বহ।

তুলে কামরিপু, জর জর বপু,

সে মিশের কি কব বিশেষ।

মন যে আমার জেলা মাঝা।

ও তুই আন্সি না যে খরচ জমা।

ববন জবে জমা হলি, তখন হইতে বরচ গেলি।

ওরে, জমা বরচ ঠিক করিয়ে,

বাধ দিয়ে তিন পুত মাঝা।

বাধে হইলে অক বাকী,

জবে হবে জবিল বাকী।

জবিল বাকী বড় কীকি,

হবে না জোর লোয়ার সীমা।

বিল রামপ্রসাদ বীল,

কিসের বরচ কাহার জমা।

ওরে মন-বীল জবে মন,

কালী জমা জমা জমা।

কালী কালী কল রক্সা রে।

ও মন হইতে রক্সা রে,

জমা মন-বীল মন-বীল।

জিনটে কালি কালি কালি,

হুক বীল মন-বীল।

পাঁচ মন-বীল, কালী কালি,

মন-বীল মন-বীল মন-বীল।

হুক মোতা মোতা হুক, মন-বীল মন-বীল।

মন-বীল মন-বীল মন-বীল,

মন-বীল মন-বীল মন-বীল।

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উজটন করা গারে ।
ও মন ত্রিবেণীতে খাটতে বৈদ্য,
শীতল হবে অস্তঃপুরে ।
পাঁচ জনে পাঁচ হানে গেলে,
কেলে রাখবে এসেগেলে ।
ও মন, এই ত সময়, কিহে কাল ব্যয়,
বত ডাকতে গার হু অকরে ।

আমার মনে বাসনা জননী ।
অনি ভ্রমণেরে সহকারে ।
হ, ল, ক, ব্রহ্মচরিত্রী ।
মূলে পূর্ণী ব, ন, অস্তে,
চারি পক্ষে বাবা ডাকিনী ।
সার্ব ত্রিবেণীকারে, সিনে বেরে হুওলিনী ।
বাধিতামে, ব, ন, অস্তে,
বহুবলোপসমাসিনী ।
ত্রিবেণী ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, তৈরবী ডাকিনী,
ত্রিকোণ মনিপুরে, বহুবীজধারিণী ।
ড, ক, অস্তে দিন মলে,
শিব তৈরবী শাকিনী ।

অন্যহতে যাই কোণে, বিবর্তন বাসিনী ।
ব, ঠ, অস্তে বায় বৌদ, শিব তৈরবী কাকিনী ।
বিভক্ত্যর্থ ব্রহ্মণ, যোড়নকলপজিনী ।
লগোপরি বিষ্ণু অক্ষয়, শিব শবরী শাকিনী ।
জন্মধো বিদ্যে মন, শিব শিব চক্রবাসিনী ।
চন্দ্র বৈদ্যে দুবাংকরে, হ, ক, বর্ণে বাকিনী ।

কৃষ্ণ-সঙ্গীত ।

শিখিন্দ্রাবিধি চরিত্রী গোপনব্রহ্মণ ।
কবিত্বকল্যাণিত্রী একম অক্ষয় ।
বিত্ত বাল্য মনি পালন কৃষ্ণ ।
জিত্বন বীজ ব্রহ্ম অক্ষয় জিন ।
বহুত্ব কল্য ব্রহ্ম অক্ষয় কল ।
কল্য ব্রহ্মণ ব্রহ্ম অক্ষয় কল ।
স্বাধীনতা ব্রহ্ম অক্ষয় কল ।
স্বাধীনতা ব্রহ্ম অক্ষয় কল ।

দ্বন্দ্বের মোহন ইহু অক্ষয় কল ।
বিধি কি কল্যাণব্রহ্মণ অক্ষয় কল ।
শিখিন্দ্র ব্রহ্মণ ও ত্রিবেণীর কি কাণ্ড ।
করে করে লগে হুই-কোর হুই ডাণ্ড ।
ভালোতে ভিল ক শোভে হুইক ব্রহ্মণ ।
তবে স্বাধীনতা ব্রহ্মণ অক্ষয় এই এক খাল ।

জগো—একতাল ।

মটবর-ব্রহ্মণ কল্যাণে,
কালী হলে রাসবিহারী ।
পৃথক্ একম, বাসা লোলা ভব,
কে কুরে এ কথা বিদ্য ভরি ।
নিজ তরু আখা, শুধবতী রাখা,
আগনি পুরুষ, আগনি সারি ।
ছিল বিবসন কটা, তবে পিতৃপুত্র,
এলো চুল চুকা কল্যাণী ।
আগে ৩ কুটিল, মন অগ্নয়ে,
মোহিত ব্রহ্মণ ত্রিপুরারি ।
এবে নিজে কালো, তরু হেরে কালো,
কুলালে নাগরী মন ঠারি ।
ছিল বন বন হান, ত্রিপুরারি,
এবে মূহ বাস, কুলে ব্রহ্মণারি ।
পূর্বে শোণিতশাপক, দেহদিলে কালী,
এবে জিহ্বা ভব কল্যাণারি ।
এসায় হানিছে, মনে অগ্নি,
কুবাহি অগ্নি মন জিহ্বা ।
মহাকাল কালী, কালী কালকটু,
একই মন, ব্রহ্মণে সারি ।

ও পৌর্য খাও ব্রহ্মণ কল্যাণে,
কল্যাণ কল্যাণ কল ।
আজ লগে ব্রহ্মণ, কল্যাণ কল্যাণ,
কল্যাণ কল্যাণ কল ।
কল্যাণ কল্যাণ কল, কল্যাণ কল্যাণ,
কল্যাণ কল্যাণ কল, কল্যাণ কল্যাণ,
কল্যাণ কল্যাণ কল, কল্যাণ কল্যাণ,
কল্যাণ কল্যাণ কল, কল্যাণ কল্যাণ,

এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা বিষয় পেয়ে,
 ধৈর্যে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
 ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় এ কি পরমাদ,
 কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে ।
 সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
 দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

ওহে নতুন নেয়ে ! ভাস্কর নৌকা চল বেয়ে ॥
 হুকুল রইল দূর, বন বন হানিছে চিকর,
 কেমন কেমন করয়ে দেয়া,
 মান্য যমুনাষ ভাসে ধৈর্য,
 গুন ওহে গুণনিধি, নট হক ছানা দধি,
 কিস্ত মনে করি এই খেদ ।
 কাণ্ডারী বাহার হরি, যদি ডুব সেই তরী,
 মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥
 বম্বা গভীরা ভাস্কর তরী, অবলা বাল্য কুশোদরী,
 প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল ।
 অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ বেলা,
 কাটিং পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
 কহিছে প্রসাদ দাস, রসভাজ কিবা হাস,
 কুলবধূর মনে বড় ভয় ।

প্রথম বরষ রাই রসরঙ্গিনী,
 কলমল তমুরুচি স্থির সৌদামিনী ।
 রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
 রাই আমার মোহনমোহিনী ॥
 রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ভরে ॥
 কুটিল কটাক্ষরে, জ্বিলি কুহুমশরে ॥
 কিবা চাঁচের সুন্দর কেশ ।
 সখী বকুলে বানাইল বেশ ॥
 তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল,
 কেশে করিছে প্রবেশ ॥
 নব ভানু ভালেতে নিবাস,
 মুখ পদ্ম কোরেছে প্রকাশ ।
 উরে কলিকা যে আছে,
 কি জানি কুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস ॥
 ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
 অপকল্প শোভা হোল আর ।

একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রাশি
 সদন মদন রাজার ॥
 অলকা কোলে মতিহার,
 কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার ।
 যেন রাহুর মুখমাজে, বসন রাজি রাজে,
 চাঁদে করেছে আহার ॥
 আঁখি লোল অনুমানি এই,
 চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই ।
 তনু সুধার লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
 দিগ নিহারই সেই ॥
 চাক্র অপাঙ্গ কাম কামান,
 নাসাতিলক শর খরসান ।
 সেই শ্যামসুন্দর, মানস মুগবর,
 ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥

দর দর দর করত লোর,
 চর চর চর তনু বিভোর,
 কবই কবই করত কোর, ধোর ধোর দোলনা ।
 রাগী বদন হেরি হেরি, হাসিত বদন বেরি বেরি,
 চোরি চোরি ধোরি ধোরি মন্দ মন্দ বোলনা ॥
 নুহুর নুহুর ঘুসুর নাচ, কিকিণী রব উত্তর বাদ,
 পদতল স্থলকমল নিম্বি, নব হিমকর-গঞ্জনা ।
 কলিত ললিত মুকুততার,
 মেঘ বিকচ হিমকরাকর,
 বিবুধ তটিনী বিশপ নীর, ছলে তনুরঞ্জন ।
 কষিত কনক বিমল কান্তি,
 মনহি তাপ করত শান্তি,
 তনু-তিরপিত নয়ন-সুখ, কল্যাবনিকর ভঞ্জন ।
 ক্রীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাণ্ডর ককুণ্ডাভাষ,
 বারর রবি-তনয়-লক্ষা, মদন-মথন অঙ্গনা ॥

শিব-সঙ্গীত ।

বম বম্ বম্ তোলা ।
 মাগী যেমন, মিন্‌সে তেমন, তেমি চুটা চেলা ॥
 আরোহণ কুবোপরে, সিঙ্গে ডব্বর করে,
 মুখে বলে হরে হরে, কুম্ভাকমালা ॥
 জটাজে কুসুমধানি, বিরাজিত সুবধুদী ।
 মন্তকেতে মণি কণী, অর্দ্ধচন্দ্রভালা ॥

অন্নপূর্ণার ধন্ত কানী ।
শিব ধন্ত কানী ধন্ত, ধন্ত ধন্ত গো মানন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অঙ্কচন্দ্রাকৃতি ।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি ।
শিবের ত্রিশূলে কানী, বেষ্টিত বরুনা অসি ।
তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি ॥

কি মহিমা অন্নপূর্ণার,
কেউ থাকে না উপবাসী
ওমা রামপ্রসাদ অভুত.
তোমার চরণ ধূলার অভিলষী ॥

হর কিরে মাতিয়া, শঙ্কর কিরে মাতিয়া
শিঙ্গা করিছে ভত ভম্ ভম্,
ভেঁা ভেঁা ভেঁা বমম্ বমম্,
বব বম্ বব বম্ গাণ বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোট কোটি কোটি দানব সাথ,
শাশানে ফিরিছে গাইয়া ।
কটাতটে কিবা বাধের ছাল.
গলায় দোলিছে হাড়ের মাণ,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥

শশধর কলা ভাঙে শোভে,
নয়ন চকোর অস্মিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের কোড়ে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া ।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল থিকি থিকি থিকি,
প্রজ্জলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেখ,
দেবের দেব যোগিয়া ।
রুঘত চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বজ্রায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত ভাল ডিমিকি ডিমিকি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে ত্রবময়ী করে টলটল,

লহরি উঠিছে কল কল কল,
জটাজুট মানে থাকিয়া ।
প্রদীপ্ত করিছে এ ভব ঘোর,
শিরের শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজগুণে লহ তারিয়া ॥

আগমনী-সঙ্গীত ।
নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু ।
পুলকে উথলে প্রেমসিদ্ধ ॥
ছল ছল ছল নয়ন । লোলচন্দ্র বদনে চূষন ॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী ।
গদ গদ গদ কহত রাণী ॥
কোট জনম পুণা জন্ত ।
কোলে কমল-লোচনা ॥

পিনু বাহার-জং ।
গিরি ! এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না ।
বলে বলবে গেকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥
যদি আসে মুত্যাঙ্গর, উমা নেবার কথা কর;
এবার, মায়ে কিরে করব কাগড়া,
জামাই বলে মানুব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কর, এ দুঃখ কি প্রাণে সর ;
তিনি শাশানে মশানে ফিরে,
বরের ভাষনা ভাবে না ॥

আমার উমা সামান্তা মেয়ে নয় ।
গিরি তোমারি কুমারী—তা নয় তা নয় ।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।
ওহে কার চতুর্ভুজ, কার পক্ষ মুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হস্ত বদনে কথা কর ।
ওকে গরুড় বাহন, কাশো বরণ,
যেড় হাজেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মূনিগণে, বোপ ধানে ধারে না পাণ,
তুমি গিরি ধন্ত, হেন কভা,
পেরেছ কি পুণা উল্লস ॥

রহ সিংহাসনে গৌরী,
 নিকটে মৈনকা সিরি,
 অনিন্দেবে অঁকন দেহারে ।
 রাণী বলে পুষ্টভরকল সেই,
 হৃদিরে একাশ এই,
 নৈবে আসে আকর-সাগর ।
 একান্তে অঁকন দেহারই রাণী ।
 দলিত কনক পুন্দরক তরু,
 দুর্লভিত লোভন সজল, হরল মুখে বাণী ।
 বেলল অবল, সবই রমণী মুখবণল,
 অর অর কিরে প্রতিদ্বন্দ্বি অমুমানি ।
 কাকল ভরকরে চলে কি মাল, বিলম্বিত কলমল,
 কো বিধি দেলল মানি ।
 হিবকর বকল, রকল মুকুটবলি,
 কলতল কিসলর, কোমল পাণি ।
 রাজিত তবি কলক-বলি-ভূবল,
 দিলকরখান চরপতলবাণি ।
 তব কলকল তব মারল রুমির বো মাই,
 খাল অগোর মানি ।
 দাস একমে বলে, সেই ব্রহ্মবরী,
 অগলল মন বিকট কর তহি তাণি ।

হৃদয় ।

ওগো মানি । লগ্না-কোলাহল, উঠ চল চল,
 নিকটী নিকটে ডেয়ার গো ।
 চল, বরল করিরা পুংহে মানি নিরা,
 এসো-না সঙ্গে আমার গো ।
 লগ্না । তি কলা করিনি, আনুগে কিনিগি,
 কি গিনি তত সমাজর ।
 ডেয়ার অসর কি করে, এসে সেবি করে,
 এশ-নিরা হরি মার গো ।
 রাণী আসে বেল-ভাল, ভক্তকতি রলে,
 কলি-কলম কর ।
 নিরাই এসে করে, বরলীক করে,
 সেই কল কল মার গো ।
 লগ্না লগ্না পুংহে, কলীক কর,
 কলি-কলম কর ।

বলে না এসে না এসে, না কি না তুলেছিলে,
 না বলে এ কি কথা মার গো ।
 রখে হতে মানিরা শকরী, মারেরে এশাশ করি,
 সাবুলা করে বার বার ।
 দাস কবিরকলে, সন্দরবে তলে,
 এমন শুভকির আর কলি গো ।

দয়ামরি আইল আইল করে ।
 ডোয়ার ও চাও বরল, নিরাগরে এশ,
 কেমন কেমন কেমন করে ।
 চুটি আখির পুতলি গো আমার বাহা,
 আমার কলকের সে এশ,
 এশালল নিরা, তার পুংহেইন,
 মন পুংহে আমার,
 এ মন ডোয়াতে রত্নেই বাঁধা,
 ত্রিভুবনসারা পুংহে গো কলা ।
 কি পুষ্ট করেছি, উগরে করেছি,
 ত্রিভুবনসারা কলা ।
 যদি কলাতবে বলা গো,
 তবে বাহা এই কথা রাখ মার ।
 গিরিরাখার কুমারী, জৈরীর বেশ ছাড়,
 ব্রহ্মসিঁরিণীর আচার ।
 কবি রামকলসার মনে গো ভাবে কলনী,
 না কত কাচগো কত ।
 মহেশ সিংহ, কুবি মাত, সিংহর
 এসব হলী মাতার, মহেশ-করে আর ।

অগলবারে বব পুরে বেশ, বব পুরে বেশ,
 বাত বৎস কো, উঠে পদ-বেশ ।
 বেশ লক জাই, জাবে ডেয়ার তর ।
 গতি মত মারল, বোললল অর ।
 কি এসে-জল, গো না কি রত, দেয়ারে পলল,
 হত কোকিল-মাল, হুয়াবরী তল, কল মার কল
 মোরি আসে খাল, কল মল এশ ।
 কল মল কল মল মল মল মল, কল মল মল,
 রামকলসার বরল, ব্রহ্মসিঁরিণীর অর ।

মালি

আজ তুমি নিশি পোহাইল তোমার।
এই যে মলিনী আইল, বরণ করি আল করে,
মুখশী বেশে আসি, চুরে বাবে হুৎকারি,
ও চাঁদ বুকের হাসি, হুৎকারি করে।
তুমি এ শুভ বাণী, এলো চলে ধার রশ্মি,
মাস না সন্দের।

গলদ জুব ভরে, করবার আঁখি করে,
পায়ে করি গিরিবর, অবনি কানে পলা ধরে।
পুল কোলে বসাইয়া, চাক মুখ সিরিষিয়া,
চুখে অরুণ অধরে।

কলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভাষারী,
তোমা হেন হুৎকারী, মিলাই দিলধরে।
বড় সহচরীপন, হরে আলমিতি মন,
হেসে হেসে এসে করে করে।

কহে বৎসরেক ছিলে ফুলে,
এত প্রেম কোথা ফুলে,
কথা কহ মুখ ফুলে, প্রাণ মরে মরে।
কবি রামপ্রসাদ হাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আলম সাগরে।

জননী আপননে, উন্নতিত জগজগলে,
দিবাশি নাহি আসে, আনন্দে পাশরে।

হয় নর অস্তরে গো রোরে।
আপন অক বেষ গো চেয়ে।
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ হৃৎকর।
আমি সর্বাঙ্গ তুমি নির্মল সরোবর।
একত্রে আভা শত সরোবরে লবি।
জোঁবা করে নর, সকল অধর
বিরাগে যে নবম সিরিষি।
একত্রে কত কন উত্তর রূপ জন।
উমা রূপে সান্নিধ্য প্রেমের সংহারে পুটে।
মান প্রসঙ্গে কল এই পূর্ণ কথা কটে।
পুণ্য বেকা নর, জোঁবা দা বিরাগে সর্গ কটে।

শিব বজ্রাঘাত কিবা করে।
সেই শিব ন পূর্ণ হৃৎকর।

ঐহুর্গা নাম শুণ পাসে।
শিব না মলিন বিপাসে।
মারি মাসের কলে চরণ কলে।
শিব মৃত্যুঞ্জয় বলে।
হুর্গালাই সংসার সাগরে তরি।
কাজারী জয় ত্রিশূরারী।
যে হুর্গালাই বিয় হয়ে।
সেই হুর্গা কস্তারূপে তোমার করে।
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কস্তা নর ঐ ব্রহ্মমরী।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর যে,
ভরে তুমি কাঁপিয়ে আবার।
কি তুমি দারুণ কথা, দিকসে আঁখি।
বিহারে বাঘের হাস, করে কল মহাকাশ,
কোঁক ও গধুড়-মাতা, ভরক খার খার।
তব দেহে যে পায়ুণ, এ দেহে পুণ্য প্রাণ,
এই হেতু এতকাল না হলো বিহারে।
তুমি পড়ের কল, বুঝিয়া। না বুঝে নর,
হায় হায় একি বিড়কনা বিবাকার।
এসানের এই বাণী, হিম গিরি সান্নিধ্য,
এততে চকোরী বেকা, নিরাশা হুৎকার।

গিরিবর। আর আমি পড়িলে যে,
প্রবোধ দিতে উদ্যমে।
উমা কেনে করে অভিমান, নাহি করে শুভ পান,
নাহি ধার কীর কলী সার।
অতি অকস্মে মিলি, পদমে উপর কলী,
কল উমা করে যে উপর।
কাঁদিলে কলমে আঁখি, মলিন কলমে মিলি,
ধরে ইহা সিরিষি মিলি।
আর আর কল কলী, মলিন কলমে মিলি,
কল কল কল কলী কোলমে।
আমি কলমে কল, মিলি কলমে মিলি,
কল কল কল কলী কোলমে।
উমা কল কলী, মিলি কলমে মিলি,
কল কল কল কলী কোলমে।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শলী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা-মুখ,
বিনিমিত কোটি শব্দরে ॥

ক্রীড়ামগ্নসাদ কর, কত পুণ্যপুঞ্জচর,
জগত জননী ধার ধরে ।

কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্গ উপরে ॥

তত্ত্ব-সঙ্গীত ।

বসন্ত বাহার—আড়া ।

ভাজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-মদ ।

কাল-মন্ত মাজঙ্গরে না তর আভঙ্গ ॥

অনিভা বিষয় ভাজ, নিভা নিত্যময়ে ভজ,

মকরন্দ রসে মজ, গুরে মনোভঙ্গ ॥

স্বপ্নে রাজ্য লভা যেমন, নিদ্রা ভঙ্গ ভাব কেমন,

বিষয় আনিবে তেমন, হলে নিদ্রাভঙ্গ ॥

অন্ধরকে অন্ধ চড়ে, উত্তরেতে কূপে পড়ে,

কর্ম্মকে কি কর্ণে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥

এই যে তোমার ধরে, ছর চোরে চুরি করে,

তুমি বাও পরের ধরে, এত বড় বড় ।

প্রসাধ বলে কাব্য এটা, তোমাতে অগ্নিগ বেটা,

অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥

জঙ্গলা হল—একতাল ।

মন কি কর তবে আসিয়ে ।

গুরে দিবে অবশেষে, অঙ্গপার শেষ,

ক্রমেতে নিঃশ্বাস ধার ফুরিয়ে ॥

হং-বর্ণ পুরকে হয়, সঃ-বর্ণ রেচকে বয় ।

অহর্নিশি কহে জপ হংস হংস বলিয়ে ॥

অঙ্গপা হইলে সঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,

সকলি হইলে ভঙ্গ, অঙ্গাঙ্গিরে না ভাঙ্কিয় ।

চলনে বিগুণ কর, ততোধিক নিদ্রায় হয়,

বিনয়ে প্রাণপ্রসাদ কর,

ততোধিক সঙ্গমসময়ে ॥

তঁহার জমি আমার দেহ,

ইথে কি আর আপত্তি আছে ।

যে দেহের দেহ হরুষণ হয়ে,

মহামন্ত্র বীজ বুনেছে ॥

বৈধ্য বোঁটা ধর্ম বেড়া,

এ দেহের চৌদিকে ঘেঁরেছে ।

এখন কাণ-চোরে কি কর্ত্তে পারে,

মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥

দেখে শুনে ছটা বলন,

ধর হতে বাহির হয়েছে ।

কালীনাম অন্তরে ধারে,

পাপ ত্রুণ সব কেটে গেছে ॥

প্রেমবারি সুসৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে ।

কালী কলতরুরে রে ভাই, চতুর্বার ফল ধরেছে

তৈরবা—একতাল ।

গেল না, গেল না, হুংধের কপাল ।

গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,

ছাড়িয়ে ছাড়ে না, মাসী হলো কাল ॥

আমি, মনে সদা বাস্তা করি হুং,

মাসী এসে তাহে শের না হুং ;

মাসীর মারা জালা, কুরে নান্দখেলা

শের বিগুণ জালা, বাড়ায় জজাল ॥

বিজ রামপ্রসাদের মনে এই জাস,

জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস ;

পেয়ে হুংধর জালা, শরীর হইল কাল,

ভোলা হুংধে ছেলে বাঁচে কত কাল ॥

গুরে, মন কি ব্যাপারে এলি ।

ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,

লাভে মূলে হারাইলি ॥

গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি ।

ও তুই হুংধেতে থেক রত্ন, মধ্যে জরি ডুবাইলি

ক্রীড়ামগ্নসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিли ।

ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,

মহাজগৎকে হজাইলি ॥

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব ।

ও তুই সকার বকার বলতে পারিস,
বলতে নারিস্ দুর্গা শিব ।
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সর ভাঙা ।
ওরে শেষে পাবি সেসব মজা, বখন পঞ্চত পাণ ॥
পাঁচ ইন্ড্রিয়ের পাঁচ আসনা,
কেমন করে ঘর করিব ।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাণ ॥

— — —
মন রে তোর বুদ্ধি একি !
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিরে,
তালাস কবে বেড়াস সেকি ।
ব্যাধের ছেলে পাখী মারে,
জেলের ছেলে মন্ত্র ধরে ।
(মন রে) ওয়ার ছেলে গফ্ হ'লে,
গোসাপে তার কাটে না কি ?
জাতি ধর্ম সর্প খেলা,
সেই মস্ত ক'রো না হেলা ।
(মন রে) বখন বলবে বাপ সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী ॥

— — —
মরলেম ভুতের বেগার খেটে ।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেটে ॥
নিজে হই সরকারী মূর্তে,
মিছে মরি বেগার খেটে ।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, কপেন্দ্রিয় মহা লেঠে ।
তারা কারো কথা কেও শুনে না,
দিন ভো আমায় খেল খেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা লণ্ড, পুন পেলৈ ধরে 'ট
আমি তেমি মত ধর্তে চাই মা,
কর্মণ্যেবে বার গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মমরি, কর্ম-ভুগ্নি যে মা কেটে ।
প্রাণ বাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরাজ্য বার যে কেটে ॥

মলভান—একতাল।

কার বা চাকরী কর (রে মন) ।
ও তুই বা কে, তোর মনিব কে রে,
হলি কার নকর ॥
মহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ ভৈরার কর ।
ও তোর আমদানিতে শুল্ক দেখি,
কর্জ জমা ধর (ওরে ও মন) ॥
বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটা সার ।
ও রে, মিছে কেন দারা হুভের,
বেগার খেটে মর (ওরে ও মন) ॥

— — —
আমি, তোর আসামী নইরে শমন,
মিছে কেন করিস্ তাড়না ।
শমন আছে রে প্রকাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর কিছু ধার ধারি না ।
আমি দুর্গাপুরবাসী,
সেখানে নাই নিরিখ খেদী রে ।
নাইক তঁহশীল-বাডনা ;
জমার নাইক বাটা, মা দিষ্টাছেন পাটা,
স্বহস্তেতে করি নিশানা—
(শমন রে) মারের পেয়ে অহুমতি,
চৌদ্দ ভুবনপতি, উত্তলে তক্ষাত কিছু করে না ।
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মারের খাসের প্রজ
তোর তালুকেতে থাকি না ;
পেয়ে মহাবীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারী যেতে হবে না ;
দেখ গে চিত্রগুপ্তের কহে,
যে বাকীদার আছে, আমার মাম তাতে পাবি না
সাবেক বড় জমা ছিল,
সে অঙ্কে মা শুল্ক দিল রে,
এমনি মারের করণা ;
রামপ্রসাদ কর, তখন তখন
আর কতু হেথা এস না—
(শমন রে) তুমি এসছ এখানে,
মা যদি তা শোনে,
অপমানে বাকী খোবে না ॥

বাসনাতে দাঁও আঙুন জ্বল-
কার হবে তার পরিপাটি ।
কর মনকে খোলাই, আশঙ্ক বালাই,
মনের মরমা ফেল কাটি ॥
কাণীচহর কুলে চল,
সে জলে যোগ করুক ভাল,
পাশ কাটের আঙুন আল,
চাপায় চৈতন্যের ডাটি ॥

মন তুই কাদালী কিসে ।
ও তুই আলিন্ নারে সর্বস্বনে ॥
অভিজ্ঞ ধনের আশে,
জমিজহা যেনে যেনে,
ও জের করে চিত্তাবধি নিবি,
দেবিস্বনারে কসে কসে ॥
মনের মত মন যদি হও,
রাখরে যোগাতে নিলে,
বধন অলপা পুর্নিত হবে,
ধরবে না আর কাল বিধে ॥
ভরসত রয় তোড়া বাধরে বড়সে কসে ।
বীন, রাখরস্বদের এই বিভিতি,
অভর চরণ পাশির আশে ॥

আর থাকিবে কি হাসনা ।
ওরে আমার মন কল না ॥
(ওরে) কণী কামল বরুণী,
হবে সাথ সেই হাসনা ॥
যা মনে পলক বদল, চাপলেতে দুঃখকাশ ।
মন রে ওরে বরুণী বরুণী,
নিমিত্ত জরাও ফেলনা ॥

কল—একতাল ।

তোমার মন কল ও মন ।

তুমি মন আশা করবে যে মন ।

তুমি মন দিবে, কেবল জাহে রে ।

তুমি মন দিবে, কাদালী মনে মনে ॥

এসান কল ছয় যিপু নিরে,
সোজা হয়ে চল রে ।
কৈল আশারের কুটীরের নৌত,
যোগে লেপেছে রে ॥

কল দেখি তাই কি হয় যোগে ।
এই বাধাচাপ করে সকলে ॥
কেহ বলে তুত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে হবি,
কেহ বলে সালাকা পাখি,
কেহ বলে সাধুতা ফেল ।
বেকের আভাস, তুই ফাঁকান,
ফটের দাঁশকে মরণ বলে ॥
ওরে শূভ্রেতে পাশ পুণ্ড মথ,
মাত্র করে সব খোরাল ॥
এক স্বরতে বাস করিছে,
পঞ্চমসে মিলেফুলে ॥
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে বার হাসে থাকে চলে ।
এসান কল বা ফিলে তাই,
তাই হবি রে নিদান কলে ।
বেদন জ্বলার নির জলে উদয়,
জল হয়ে যে নিশার জলে ॥

কল—একতাল ।

হায়ার এ পারন কোতুক ।

হায়ার কল বহিতি, আশা কল শূভ হব ।

আমি এই আশার এই,

এ তাব জবে হুর্ন ফেই,

কলরে ওরে, মিলেফিলে সান ভেবে,

সাঁহলে বাধি হুর্ন ॥

আমি কেবা জাহার কেবা,

আমি কিল জাহার কেবা,

মদরে ওরে, কে কল জাহার সোজা,

ফিরা তাব ছয় হুর্ন ॥

হিপ ফেল আশার কল, কল মিল পাশ কল

কলরে ওরে, কল মিল কল

মিল হুর্ন হুর্ন ॥

।।জ্ঞ অটালিকার থাক, আপনি আপন দেখ ।
।।ব্রহ্মসাক্ষর মণি মণি তুলিরা দেখ রে মুখ ।

মন কর কি তবু তাঁরে ।
ওরে উন্নত, স্বাধার যারে ।
সে যে ভাবের বিষয়, তাব যতীত
অভাবে কি ধরে পারে ।
মন অগ্রে শব্দী বসীত্বত,
কর ভোমার শক্তি সারে ।
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটুরি
ভোর হলে সে লুকাবে রে ।

বড়কর্ণন মর্শন পেলে না,
আগম নিগম তরনারে ।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদাশ্রমে বিরাজ করে পুরে ।
সে ভাব মোতে পরম যোগী,
যোগ করে বৃন্দ সুখান্তরে ।
হলে ভাবের উদয়, লর সে যেমন
লোহকে চুকে ধরে ।
ব্রহ্মসাক্ষর মণি মণি তুলিরা দেখ রে মুখ,
সেটা চাতরে কি ভাববো হাড়ি,
বুঝে মন ঠারে ঠারে ।

আজু গোস্বামী ।

গোস্বামী মহাশয়, কবিরঞ্জন রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরচন্দ্র ও নব-নাথিক । ইহার প্রকৃত নাম, কেহ । বলেন,—অব্যবহার্য গোস্বামী, কেহ বলেন,—অচ্যুতানন্দ গোস্বামী । ইনি বাঙ্গালী হরসিক কবি ছিলেন । রামকৃষ্ণ-ব্রজ অনেক গানের পাণ্ডা গান ইনি রচনা করিয়াছিলেন ।

এই সংসার রসের সুটি । *
ওরে খাই, খাই আর মজা লুটি ।
বার যেমন মন,
তার তেমনি মন করবে পরিপাটি ।
ও হ সেন, অল জাল, বুঝ কেবল ঘোড়াহুটি ।
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন,
তান্না মায়ের চরণ হুটী ।
ওরে ভাই বন্ধু দাদা হুত,—
গিড়ি পেতে পেতে হুত হুটী ।

শ্রবণ রাঙ্গা কবি ছিল, কিছুতে ছিলনা ত্রুটি ।
শেবে এতক এতক চুকি গ্রেবে,
খেতে শেত হুত হুটী ।
মহামায়ার বিধ বাচ্য,
ভাবক বাচ্যের খেত বাচ্য ।

ওবে অতেন ফেন ভাবের পদ,
তান্না মায়ের চরণ হুটী ।

হৈও না মন পড়া পাবী । *
ওরে কবী হলে হুত হুটী ।
পাবী হলে হুত হুটী,
কিন বাবে শিবের শাকি ।
তুলি হুত হুত হুটী হুটী,
পরম ভাব করিলে হুটী ।
অকি আর হুত হুটী,
সে কল উদয় হুত হুটী,
খেল মায়ের কল পদ হুটী,
শ্রবণ মায়ের কল হুটী ।

ভারতচন্দ্র ।

রায় ভূপাত্তর ভারতচন্দ্র, হুগলী জেলার (আমৃতার নিকট) পৈতৃ-বসন্তপুর গ্রামে ১১১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি, উক্ত গ্রামের জমীদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তৃত্ব বা কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের উপাধি মুখোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্রের বাল্যকালে তাঁহার পিতার জমিদারী (পত্তনী) বর্দ্ধমান-রাজসংলার হইতে খাস-নন্দন করিয়া লওয়া হয়। নরেন্দ্রনারায়ণ, সপরিবারে পালান্ন করিয়া, ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়ে (বঙলঘাট পরগণার নওগাপাড়ার) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতুলালয়ে থাকিয়া, ভারতচন্দ্র নিকটই ভাঙ্গপুর গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ আরম্ভ করেন। এই পঠদশাতেই ভাঙ্গপুরের নরোত্তম আচার্যের কস্তার সহিত ভারতচন্দ্রের বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, জমিদারী পুনরায় প্রাপ্ত হইলেও, জাতৃবিচ্ছেদবশতঃ, ভারতচন্দ্র অনেক দিন পিত্রালয়ে প্রত্যাহত হন নাই। সেই সময় তিনি দেবানন্দপুরে গিয়া ভজ্ঞতা মুনসীদিগের বাড়িতে থাকিয়া পারস্ত ভাষা শিক্কা করেন। মুনসীদিগের বাড়িতে এক দিন ‘সত্যনারায়ণ’ পাঠ করিবার ভার, ভারতচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র প্রচলিত পুঁথি দেখিয়া ‘সত্যনারায়ণ’-কথা পাঠ না করিয়া, আপনিই এক সত্যনারায়ণের কথা পদো লিখিয়া পাঠ করেন। সেই কথিতা শুনিয়া সকলেই ধস্ত হস্ত করেন। এই ব্রত-কথা ১১০৪ সালে রচিত হয়।

পাঁচ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে পুনরায় পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই সময় রাজানা বাকী পড়ার বর্দ্ধমান-রাজের কপুতধীরা তাঁহার পিতার প্রতি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করে। সেজন্য বর্দ্ধমান-রাজকে লইয়া করিবার অভিপ্রায়ে, ভারতচন্দ্রকে বর্দ্ধমান বাইতে হয়; কিন্তু বর্দ্ধমান-রাজ ভারতচন্দ্রের কোন কথা না শুনিয়া তাঁহাদের ইজারা লোপ করিয়া দেন, এবং ভারতচন্দ্রকে কারাবদ্ধ করেন। পরিণেবে ৩১ বৎসর বয়সের সময়, কারাবদ্ধের রূপায় ভারতচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া পুষ্কোত্তরে পলায়ন করেন। সেখানে, সন্ন্যাসীর বেশে দিনযাপন করিবার সময়, ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি, স্বামন পাইয়া, তাঁহাকে বস্ত্র-বাটী লইয়া আসেন। ২৫ বৎসর পরে এইবার স্ত্রীর সহিত ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। এই সময় কালসত্কার দেওয়ান ইন্সলারায়ণ চৌধুরীর নিকট কথ-প্রার্থনার ভারতচন্দ্র বাতায়িত করিতে আরম্ভ করেন। একদিন নবদীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কালসত্কার আসিলে, উক্ত চৌধুরী মহাশয়, মহারাজের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দেন। ভারতচন্দ্রের কবিরের পরিচয় পাইয়া, মহারাজ তাঁহাকে ৪০০ টাকা বেতনে আপন সভাসদপদে নিযুক্ত করেন, এবং রাজধানী কলকাতায় লইয়া যান। ভারতচন্দ্রের অন্নদানবল এবং বিদ্যাম্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-অনুসারে এই সময় রচিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের সাংসারিক অবহা জ্ঞানিতে পারিয়া ২৪-পরগণার মূল্যজোড় গ্রাম বার্ষিক ছয় শত টাকার ভাষাকে ইজারা প্রদান করেন; এবং উক্ত গ্রামে গঙ্গাতীরে তাঁহার বসত-বাটী নির্মাণের জন্য তাঁহাকে এক শত টাকা সাহায্য দান করেন। মূল্যজোড়ে বাটী নির্মাণ করিয়া ভারতচন্দ্র যে সময় সন্ন্যাসী বেশে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ভারতচন্দ্রের ‘বদনজরী’ গ্রন্থ রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের পিতাও এই সময় আসিয়া পুত্রের সহিত মূল্যজোড়ে অবস্থিত করিতে থাকেন; এই গঙ্গাতীরেই তাঁহার দেহভাগ হয়। পিতার পরলোকের পর, ভারতচন্দ্র আর একবার কলকাতায় গমন করেন। পাণ্ডুরাণ প্রভৃতি কবিভা সেই সময় কলকাতায়ই রচিত হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজ—রাজা ভিলকচন্দ্রের জমদী, কলকাতায়ের মহারাজের নিকট হইতে বার্ষিক লাগের নামে, চৌধুরী-কলকাতায় মূল্যজোড় পত্তনি লন। উক্ত নামদেব বখন ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে, সেই সত্যজাচারে বাধিত হইয়া, ভারতচন্দ্র নাগাটিক কবিতা রচনা করেন। এই সম্বন্ধেই কবিতা-গ্রন্থ পাঠ করিয়া, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বাধিত অন্তঃকরণে, তাহা বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তাহার কলে, ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হয়। ১১৩৭ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে, ভারতচন্দ্র বহুস্থল রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ এখনও মূল্যজোড়ে বাস করিতেছেন।

ভাষাবল, বিদ্যাম্বর, বাসনিহ— প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ—বঙ্গনাট্যে অনুল্য সম্পদ।
ভাষা, তাঁহার কবিতা, অবিনশ্বরভাবে চিরদিন সকলেই চিত্ত-বিনোদন করিবে।

অমদামজল ।

মিষ্ট রাসকলী—দ্রুতজিতালী ।
শিবনাম বল রে জীব বলনে ।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে ॥
শিবনাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুখে,
দমন করিব হুখে শমনে ।
শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিবসেবনে ॥
শিব শিব বলে যেই, এই দেখে শিব সেই,
শিব নিজপদ দেই সে জনে ।
কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর ভজনে ।

ঐ—একতাল ।

ভবসংসারভিতরে ভবভবানী বিহরে ।
ভূতময় দেহ, নববার গেহ,
নর নারী কলেবরে ।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লবে,
বোহে নান! খেলা করে ॥
উত্তম অধম, দ্বার জগন্ম,
সব জীবের অন্তরে ।
চেতনাচেতনে, মিলি হুই তনে,
দেহি-দেহরূপ চরে ।
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে ।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে ॥

টোড়ী—আড়া ।

উমা দয়া কর গো ।
বিষম শমন ভয় হয় গো ॥
পাপপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো ॥
মা বলিরা ডাকি বন, শুনিয়া দেহ মন,
গুহ গজাননে বুলি ডর গো ॥
হুমি গো তারিণী তারা, অনারসংসারসারা,
নানারূপে চরাচরে চর গো ॥
রাধানাথ তব দাস, পুরাত জাহ্নবী আশ,
তবে ঋণিহ্র-বধে তব গো ॥

মূলভান—চুরি ।

স্বাম্যার শঙ্কর করুণাকর গো ।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
কালকূট পিয়া, বিধ বাঁচাইয়া,
মৃত্যুঞ্জয় হইগা হর ।
কপালে অনল, শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে সৌন্দর ॥
তালে সুধাকর, গলে বিষভর,
সুধা বিষে বরাবর ।
ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
এ শিবে নিম্নে পামর ॥

পরজ—পোস্ত ।

বড় আনন্দ উদয় ।

বহু দিনে ভগবতী আইল আশয় ॥
শঙ্ক-স্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয় ।
নাচিছে নাটক, পাইছে গায়ক,
রাগ তাল মান লয় ॥
বত চরাচর, ইরিব অন্তর,
পরম আনন্দময় ।
রায় গুণাকর, কহে পুটকর,
মোরে যেন দয়া হয় ॥

শট—দ্রুতজিতালী ।

মহাদেব আঁখি চুলু চুলু ।
সিক্রিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হইল তুল ॥
নয়নে ধরিল রক্ত, অলসে অবশ অঙ্গ,
লটপট জটাকুট গঙ্গা হলধূল ॥
খলিল বাঘের ছাল, আশুখালু হাড়মাল,
ভুলিল ডমরু শিলা পিনাক ত্রিশূল ॥
হাসি হাসি উত্তরোল, আধ আধ আধবোল,
ন ন নন্দি নন্দি আ আ আ ন ন নকুল ॥
ভারতের অন্তরবে, ভাবে কি তুলাবে ভবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভাঙ্গল ॥

মালাকাই—খাঁপতাল।

অর দেবি অরদরি, বীনদয়ারদি,
শেলহুতে করণালিকরে।
অর চণ্ড-বিনাশিনি, মুণ্ড-নিপাতিনি,
হুঁসবিখাভিনি মুখ্যতরে।
অর কালি কপালিনি, মন্তকমালিনি,
ধর্পরধারিনি শূলধরে।
অর চণ্ডি নিম্বরদি, দৈবদি শকরি,
কৌণিকি ভারতভাতিহরে।

বনস্ত-দাদারা।

অর অর হর রজিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরন্ত, অতর বর কুরজিয়া।
লক লক ফণি অট-বিরাজ,
তক তক তক রজনারাজ,
ধক ধক ধক দহন-মাজ, বিকল চণল গজিয়া।
হুস হুস হুস ললন লোল,
বল হুস বল বোম্বিনী-বোল,
হুস হুস হুস ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমদসজিয়া।
ততম তবম বকম ভাল,
ফল বাজে সিকা তবর গাল,
রক্তভালে ভাল বের বেভাল,
তুখী নাচে অর ডাকিয়া।
হরশন করে অর মহেশ,
পুলকে পুরিল সকল বেশ,
ভারত বাচত তকতিশেপ, সরস অবশ অজিয়া।

বেহাগ—একতাল।

অরপূর্ণা অর অর, তর কন তবতর;
তুমি সর্গদেব, জেমা হইতে হর,
হৃদয় পাশে অর।
কত স্নান কর, কত কাশা বর,
কেনে পোচর নর।
কি হই হর, আদি চরাচর,
কতকরে কত হর।
কত হই হর, বের পলহাশ,
কতকরে কত হর।

বিষ্ণু—হুঁসী।

কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম,
হরগৌরী এক শরীরে।
বেত পীত কাষ, স্নান ছাট পাষ,
নিহনি লইয়া হরি রে।
আধ বাঘহাল ভাল বিরাজে,
আধ পট্টাধর হৃদয় সাজে,
আধ মনিমর কিকিণী বাজে,
আধ কণিকা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মনিমর হার উজালা,
আধ গলে মোতে পরল কালা,
আধই সুখামায়ুরী রে।
এক হাতে শোভে কণিকূপন,
এক হাতে শোভে মণিকূপন,
আধ মুখে ভাব হুঁসী তকন,
আধই তাহুল পুরি রে।
ভালে হুস হুস এক লোচন,
কজলে উজ্জল এক মন,
আধ ভাল হরিভাল হৃদোভন,
আধই সিঁদুর পুরি রে।
কপাললোচন আধই আবে,
মিলন হইল বড়ই সবে,
হুই ভাব অরি এক অব্যবে,
হইল প্রণব করি রে।
গোদার আধ আধ আধবদী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বলি,
আধ অটকট পলা সরসী,
আধই চার কবরী রে।
এক কানে শোভে মণিকূপন,
এক কানে শোভে কণিকূপন,
আধ অঙ্গে শোভে বিকৃতি বদন,
আধই পরকবরী রে।
ভারত কবি প্রণবর হার,
ককরে-কেনে ককর হার,
হরগৌরী দিল হইল হার,
নবে কন হই হার।

ভূপালী—হৃত-প্রিতালী ।

অর অগদ্যবর, অর অগদ্যবর,
 ভব ভবদ্বন্দ্ব, ভব অবলম্বয়ে ।
 শিব শিবকারা, হর হরআরা,
 পরিহর মারা, অব অবিলম্বয়ে ।
 যদি কর সমতা, হত হর সমতা,
 দিবি কুবি সমতা, শুভহেরেবে ।
 ভব জন যে বা, হরপতি কে বা,
 বস বেই সেবা, শিরপরিগলবে ।
 ভব-অলভ্যবদে, রাখত চরণে,
 ভারত চরণে, করি কামবে ।

গৌড়নারায়ণ—হৃত-প্রিতালী ।

বিধি মোরে লগিল রে বাসে ।
 বিধি বার বিধাবী কি সাধ তার সাথে ।
 এ বড় বিষয় ধন্য, বড় করি হৃদয় ধন্য,
 আল ভাবি হর মন, পড়িলু ঐশ্বর্যে ।
 শ্রী আনি হৃদয় হর, ভব মন নাহি লয়,
 যথেষ্ট বিধি ভর, ভবু ভাই বাসে ।
 হা দারা হত নরে, মিছা নুবে হবী হরে,
 রহে আপনা করে, সে হুবে বিবাবে,
 তা ইচ্ছা ঐশ্বর্যের, আর সব মিছা কেন,
 আরত পেয়েছে টের, শুক্ল ঐশ্বর্যে ।

দুর্গ বিখিট—একতাল ।

কেবা এমন করে থাকিবে (অর) ।
 এ হুতব সখিতে কেবা পারিবে ।
 পাপি নটক হাই, আদ্যের কহেন তাই,
 কেবা বাগাই হাই থাকিবে ।
 আল ছাবাল ছাট, অর চাই হুতব গুটি,
 কথার ভুলারে কেবা থাকিবে ।
 বপানে নাহি ভর, কথার সিন্ধু ভর হর,
 উত্তে কহিলে কথ থাকিবে ।
 বাপ পাখি হির, যেন কর শিব হির,
 ভারত এ হুতব নর থাকিবে ।

বিতাল—হৃত-প্রিতালী ।

কি কর নরহরি ভব রে ।
 ছাড়িরা হরির নাম কেন মন রে ।
 অরবারে পরিণাম, হর অসে হরিনাম,
 হরি ভজি পূর্বকাম, কমলজ রে ।
 ভব যোর পারাবার, হরিনাম তরী তার,
 হরিনাম লরে পার, হেল পল রে ।
 ধর্ম অর্থ মোক কাম, এ চারি স্বর্গের ধাম,
 বেদে বলে হরিনাম, হুবে বজ রে ।
 শুক্লবাক্য শিরে ধরি, ব্রহ্মচারি সার করি,
 ভারতের ভূবা হরি পদরজ রে ।

গোবিন্দী-বনত—চুর্নী ।

কল-কোকিল অলিহুল বকুল ফুলে ।
 বসিল অরপূর্ণা মণি-দেউলে ।
 কমল পরিমল, লরে শীতল জল,
 পথনে চল চল উল্লেসে ফুলে ।
 বসন্ত রাজা আলি, হর রাশিগি রাশি,
 করিল রাজধানী অশোকফুলে ।
 হুহুনে পুলকপুল, ভ্রমর জন গুল,
 মদন দিল গুল, কল-কললে ।
 হুডক উপকল, হুহুনে হুশোভল,
 মনুদিত-মন, ভারত ফুলে ।

দুর্গা—হৃত-প্রিতালী ।

চল কালি হারেক করে দায় ।
 অরবা পুজিবে, শিব সেবিরে পায় ।
 মণিকর্ণিকার অসে, দায় হরি হুতবলে,
 অরদামন হলে, হরদাম দায় ।
 পাণ ভাগ হলে হর, অরদামন হরদাম,
 অরদাম দায়, হরদাম দায় ।
 শিব শিব শিব কল, অরদাম দায় হর,
 হুহুনে হর দায়, হরদাম দায় ।
 শিবের কল দায়, হরদাম দায় হর,
 ভারত দায় হর, হরদাম দায় ।

কানড়—হৃতদ্রিতালী ।

হরি হরে ০রে তেদ,—

নর বুঝে না রে ।

অভেদ কহে চারি বেদ ॥

অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,

তারে না লাগে পাণ্ডুরেদ ।

যে দেখে হরিহরে, অভেদরূপে চরে,

সে দেখে নাহি তাপ বেদ ॥

একই কলেবর, হইল হরিহর,

বুঝিতে শ্রেয় পরিচ্ছেদ ।

যে জানে হইরূপে, সে মজে মোহকূপে,

তারতে নাহি এই বেদ ॥

হাবির—একতাল ।

কে তোমা চিনিতে পারে, গো মা ।

বেদে সীমা দিতে পারে ॥

কত মায়া কর, কত কায়া ধর,

হেরি হরিহরহারে ।

জিতজয়ানর, হয় সেই নর,

তুমি ভরা কর ধারে ॥

এ ভব সংসারে, যে ভজে তোমারে,

বস নাহি পারে তারে ।

যদি না ভাবিবে, যদি না চাহিবে,

ভাবত ভাবিবে করে ॥

গুডেরবী—১২ মী ।

অর শিবেশ শকর, সুবধাশেখর,

সুগাধশেখর, দিল্লির ।

অর মশান-নাটক, শিবাপবাদক,

হতাপতালক, হতধর ॥

অর স্মারিমাশন, কুশলবাহন,

ভুজ-ভূষণ, অটধর ।

অর ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক,

ত্রিলোকনাথক, মহেশ্বর ॥

অর ভবীপূষক, শিবৈশ্বর্যক,

পলায়কাকর, হতধর ।

অর কলকলক, কুবেরবাহন,

সুখপায়ক ॥

অর বিবাককণ্ঠক, কৃতান্তবকক,

ত্রিশূলধারক, হতধর ।

অর পিনাকপণ্ডিত, শিখাচমণ্ডিত,

বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥

অর কপালধারক, কপালমালক,

চিতাভিসারক, শুভধর ।

অর শিবামনোহর, সতীসদৌষর,

গিরিশ শকর, কৃতধর ॥

অর কুঠারমণ্ডিত, কুরকরমণ্ডিত,

বরাভরাণ্ডিত, চতুধর ।

অর সরোরুহাশ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত,

পুরন্দরার্জিত, পুরন্দর ॥

অর হিমালয়ালয়, মহামহোদয়,

বিলোকনোদয়, চরাচর ।

অর পুনীহি তারত, মহীশ তারত,

উমেশ পর্বতমুখার ॥

খিখিট—খাপতাল ।

অর কুক কেশব, রাম রাঘব,

কংসদানব-ঘাতন ।

অর পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন,

কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥

অর কেনি-মর্দন, কৈটভার্দন,

গোপিকাশন-মোহন ।

অর গোপবালক, বৎসপালক,

পুত্ৰদায়ক-দামন ॥

অর গোপ-বল্লভ, ভক্ত-সম্ভব,

দেবদুর্জয়-বন্দন ।

অর বেণু-বাদক, কুঞ্জ-নাটক,

পদ্মকল-মণ্ডন ॥

অর শাড়কালি, রাধিকাপ্রিয়,

নিজসিদ্ধির-যোজন ।

অর সত্য চিত্ত, গোবুলাল;

দ্রোণীভক্তকর ॥

অর মৈত্রেয়, মাধবাচ্য,

শকরকর-দামন ।

অর নরকেশব, নরকেশব,

ভক্তভক্ত, দীপন ॥

কেনারা—সুতব্রিতালী ।

ভুলনা রে অরে নয়, শকর সার কর,
শমনেরে কেন ডর ॥
দূর হবে পাপ, চূর হবে তাপ,
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর ।
শকর শকর, এ তিন অক্ষর,
মালা করি গলে পর ॥
এ ভবদাগরে, না ভজিয়া হরে,
কেন মিছা ডুব মর ।
ভারতের মত, শুনেরে ভকত,
ভব ভজি ভব তর ॥

শকর—সুতব্রিতালী ।

আমারে শকরী দয়া কর হে ।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে ॥
তুমি দীন দয়াময়, আমি দীন অভিশয়,
তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে ।
তব পদ আন্তভাব, পদে পদে মোর দোষ,
আনি কেন কর রোষ, পামর উপর হে ॥
পিণাচে তোমার প্রীতি, মোর পিণাচের রীতি,
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে ।
ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব করে,
ভবনীপারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

আশা-ভৈরবী—হুঁরি ।

হয় শশাঙ্কশেখর দয়া কর ।
বিভূতিভূতিত-কলেবর ॥
তরঙ্গ-ভদিত, ভুজঙ্গ-রসিত,
কপকর্মকিত জটায়র ।
গণেশশৈশব, বিভূতিবৈভব,
ভবেশ-ভৈরব নিগবর ॥
ভুজঙ্গ-কুণ্ডল, শিশাচ-কুণ্ডল,
দ্বারক-কুণ্ডল-দেবদর ।
রক্ত-একদন্ত, পদ্ম-কলসত,
হুঁরীল ভারত ভকতর ॥

পূর্ববী—একতারা ।

আমারে ছাড়িও না,—ভবানি ।
হুঁদীলা হইয়া, শিলায় জমিয়া,
শিলাময় হিয়া হইও না ॥ -
এবার পাখারে, কেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না ।
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
ভেমন এখানে খেলিও না ॥
এতব মায়াদান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না ॥ ১

কাল্যাণ্ডা—একতারা ।

একি রূপ অপরূপ ভজিয়া ।

চরণে অরূপরঙ্গিয়া ॥

হইতে সোঁসর, শব্দ হেলা হর,
দেখি পরোষর ভুজিয়া ॥
ধাকিতে অঘরে মুখা সাধ করে
মুখাকরে ধরে কালিয়া ।
ফুলধরু তম, লাজে তেজে ধর,
দেখি ফুর ধনুঃক্রিয়া ॥
রূপ অমৃতভবে মোহ হয় তবে
ভারত কি কবে মহিমা ॥

টোকা-ভৈরবী—সুতব্রিতালী ।

ভবানী-বাণী হল একবার ।

ভবানী ভবের সার ॥

ভবানী ভবানী, হুমধুর বাণী,
ভবদয়ী করে পার ।
ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া,
ভব তরে ভব তার ॥
ভবানী যে ফল, এ ভবমণ্ডলে,
ভবন-ভবানী তার ।
ভবানী-কলস, ভারত ক্রাসন,
ভবানী ভবন্য বার ॥

ତେବବୀ—ହୁରୀ ।

ନମ-ନନ୍ଦିନି, ହୁବ-ଧନ୍ଦିନି,
ସିନ୍ଧୁନିନ୍ଦିନି ମୋ ।

ଜୟକାରିନି, ଜୟ ହାରିନି,
ତବଜାରିନି ମୋ ॥

ଉଟ-ଆଗିନି, ନିବ-ହାଗିନି,
ନାମି-ଜାଗିନି, ହୁଏ-ନାଗିନି,
କରବାଗିନି ମୋ ।

ନିବ-ମୋହିନି, ନିବ-ମୋହିନି,
ନିବ-ମୋହିନି, ନିବ-ମୋହିନି,
ନିବ-ମୋହିନି ମୋ ॥

ନବ-ଜେବିନି, ବନ-ବୋଧିନି,
ହଟ-ବୋଧିନି, ବଟ-ବୋଧିନି,
ଗୃହ ପୋଧିନି ମୋ !

ହୁହୁହାସିନି, ହୁହୁହାସିନି,
ଝଲଝାସିନି, ଝିରିଝାସିନି,
ଜାଉଜାସିନି ମୋ ॥

ଫେତ-ବିଜାବ—ସୀମତଳ ।

ଅଭୟା ବନ୍ଧା କର ଆସାରେ ମୋ ।

ବିନାଦେ ଉକି ଜୋମାରେ ମୋ ॥

ନାଳବ-ନବନୀ, ନାଳ-ନବନୀ,
ଜବାଳୀ ଉବ-ନାଗରେ ମୋ ॥

ସକଟ-ଜରିନି, ଲଜ୍ଜା-ନିବାରିନି,
ଜୋବା ବିକା କବ କରେ ମୋ ॥

ନଈର-ବନ୍ଧା, ବନ୍ଧର ବନ୍ଧା,
କତ ସବ ବାରେ ବାରେ ମୋ ।

ମା-ମୁଣ୍ଡେ ଡାବ, ହରାଉ ଡାବ,
ଜାଉଡେ ଉବଜାରେ ମୋ ॥

ବାହାବନ—ସୀମତଳ ।

ବିନିଆ ଡାବ ବାହାବନ ଡାବ ।

ଝଲି ନା ଝଲି ଝଲି ଝଲି ଝଲି ॥

ନାଳ-ବୋଧାବନ, ନାଳ-ବୋଧାବନ,
ବିନିଆ ଡାବ ବାହାବନ ଡାବ ।

ନାଳ-ବୋଧାବନ, ନାଳ-ବୋଧାବନ,
ବିନିଆ ଡାବ ବାହାବନ ଡାବ ।

ମାନମାତ୍ର ହାତା ହାତେ, ନତନ-ହୁଣ୍ଡେ ଗାତେ
ନାଚାଓ ଜିହ୍ୱାମାତ୍ର ମିତ୍ରା ଅନ୍ତ ମାତ୍ର ।
ଆରତ ବିକର କରେ, ଅନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗରେ,
ହରିତକି ଦେବ ଗୋରେ ଉବେ ନରା ଆନି ॥

ମିତ୍ର-ବାହାବନ—ହୁରୀ ।

କେ ଆଗିବେ ତାରା-ନାମ-ନାହିନା ମୋ ।

ଜୀବ ଉଦେ ନାମ ଜୀବା ମୋ ॥

ଆମର ନିମ୍ନେ, ପୁରାଣ ନିମ୍ନେ,

ନିବ ନିତେ ନାରେ ନାହିନା ମୋ ।

ଏକ ଅର୍ଥ କାମ, ବୋଧବାନ

ନିବେର ଲେଇ ବେ ଅନିନା ମୋ ॥

ନିଲେ ତାରା ନାମ, ଉରେ ପରିନାମ,

ନାମେ କଲିର କାଳିନା ମୋ ।

ତାରତ କାତର, କହେ ନିରତର,

କି କର କୁମାରବନ୍ଧିନୀ ମୋ ॥

ବିଦ୍ୟାହୁମ୍ବର ।

ବିନିଆ-ବୋଧାବନ—ଝଲିଝାସିନି ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ନାମର ଦେବିନୀ ବାୟ ॥

ଝଲିଝାସିନି, ଝଲିଝାସିନି,

ଅଭୟବନ୍ଧୁ ବାୟ ॥

ବୋଧି ବିନିଆ, ହୁଡ଼ା ଝିଲିଆ,

ହେଲେ କଳର ବାୟ ॥

ହୁହୁ ହୁ ହାସି, ବାହାବନେ ବାସି,

ବୋଧି ବିନିଆ ବାୟ ॥

ହୁହୁ ଉଦିତେ, ନାଳ-ଉଦିତେ,

ଜାଉଡେ ବିନିଆ ଡାବ ॥

ବୋଧି-ବୋଧାବନ—ଝଲିଝାସିନି ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

ଝଲିଝାସିନି ନାମର ଗାୟ ।

নিভু ভূমি খেল বাহা । নিভু ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে ।
ভূমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত বেদত চাহে, সেইমত চাও হে ॥

বাখা—কৃতজ্ঞিতালী ।

একি অপরাধ রূপ ভরজলে ।

হেন মনে মাখ করি তুলে পরি গলে ॥
সেহিন চিকণকাল, মালাফুলে বনমালা,
কিবা মসোহরভর বরগুণাকলে ।
কেশ কালিয়া হাঁবে, রক্তহলে যেন কানে,
ভড়িত পুষ্ঠার পাশ পড়ার আঁচলে ॥
কন্তুরী নিশালে বাধি, কবরী মাঝারে রাধি,
অঙ্গন করিয়া মাজি আঁধির কাজলে ।
ভারত দেখিয়া বহর, ধৈর্য্য ধরিতে নারে,
রমণী কি তার বায় মুনিমন টলে ॥

বনমহাবাহর—কৃতজ্ঞিতালী ।

কি বলিলি মালিনি কিংব বল বল ।

রসে তবু ডগদগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলবর, তবু কঁপে ধর ধর,
হিয়া হৈল জর জর জ্বাণি হল হল ।
ডেরাশিয়া লোকলাজ, কুলের মাখার বাজ,
ভজিব সে ব্রজলাজ, লবে চল চল ॥
রহিতে না পারি ধরে, আঁকুল পরাণ করে,
চিত না ধৈর্য্য ধরে শিক কল কল ।
দেখিব সে ভাসরাহ, বিকাইব রাধা পাঁর,
ভারত ভাবিয়া তার ভাবে চল চল ॥

হুন—একতালী

এ কি মনোবর, দেখিতে হৃদয়,
পাঁখের হৃদয় মালিকা ।
পাখে বিলাপল, স্নেহে ললা ভলে,
কাখ মনোভালিকা ।
মালিনী আলিল হৃদয়ে জল,
আলক কলক কলক জল,
বিলিখ যখন মনে হৃদয়,
এখন হৃদয় মালিকা ॥

হৃদয়-আকর কিঙ্কর তার,
মলয় পবন গুণ যোগার,
ভ্রমর ভ্রমরী গুণগুণার,
ভূমিবে ভূগতিমালিকা ॥

পুজিতে গিরিশ গিরিশবালা,
বেল আনলকী পাডের মালা,
নব-রবি-ছবি জবা উজালা ॥

কমল হৃদয় মালিকা ।
বাহুগী পিউলী মালতী জাতি,
কুল কলকলি কলার পাতি,
গুলাব সেউতি ঘেঁষী বিলাতি,
আচু কুরচীর আলিকা ।

খুঁতরা অতলী অপরাধিতা,
চন্দ্র-হৃদয় অতি গোভিতা,
ভারত রচিল মূলকবিতা,
কবিতারূপের মালিকা ॥

বাখা—একতালী ॥

একি দেখি অপরাধ ।

শেখ শো নই, কুল-মোহন রূপ ॥

কোন পথ নিরা, কেমন করিয়া,
আইল মাগর কূপ ।

এ জন যেমন, না দেখি এমন,
মলমোহন কূপ ॥

থাকে সব ঠাই, কেব কেবে নাই,
বেদেতে কবে অদৃশ ॥

ভারতেরে নিধি, ফিলাইল বিধি,
না কবিত কূপ কূপ ॥

পুরী—দুইতালী

ভুল ভুল হৃদয় তার ।

আপনার মনোভালি কেমন ॥
ভূমি ভুলিয়ে গিয়া, যের মনে গিয়া উতি,
মনে মনে গিয়া গিয়া মনে মনে ॥

চুপে চুপে চুপে চুপে, মনে মনে গিয়া গিয়া,
মনে মনে গিয়া গিয়া মনে মনে ॥

ভূমি যেমন মনে, মনে মনে গিয়া গিয়া,
মনে মনে গিয়া গিয়া মনে মনে ॥

যোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুগায়ে তার ॥

বিব্রিট—একতালী ।

বড় রসিয়া নাগর হে ।

গভীর গুণসাগর হে ॥

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,

কখন বৈরাগী বোগী নগুধারী,

কখন গৃহস্থ কখন তিথারী,

সব্বদে জটায়র হে ।

কখন খেটেল কখন কাঁড়ারী,

কখন খেটেল কখন তাঁড়ারী,

কখন লুটেরা কখন পসারী,

কতু চোর কতু চর হে ॥

কখন নাগিত কখন কাঁসারী,

কখন সেকরা কখন শাখারী,

কখন তামুলী তাঁড়ি মহিহারী,

ডোলী হালী বাজীকর হে ।

কখন নাটক, কখন চোটক, কখন ঘটক, কখন পাঠক,
কখন গায়ক, কখন গণক, ভারতের মনোহর হে ॥

বিব্রিট ধাবাজ—দ্রুত-ত্রিতালী ।

ওহে পরাধর্ষু বাই গীত গায়ো না ।

ভিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না ।

ভু যোর হৈল বর, যত শির তত তর,

আলাপে মণ্ডিল মন মাতালে নাচায়ো না ।

তুমি বল বাই বাই, যোর গ্রাণ বলে ভাই,

বারে বারে ক'রে ক'রে মুগুখে শিখায়ো না ॥

অপরাধ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় তুমি,

না দেখিলে অন্ধকার আঁধার দেখায়ো না ।

ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,

না ঠৈলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না ॥

মিষ্ট খোঙ্গা—দ্রুত-ত্রিতালী ।

দব কাছারী নাগর মোহনরি ।

রক্ত-কাছারী নট মোহনরি ॥

কত তার করে, কত তার করে,

কত তার করে, কত তার করে ॥

নুপুর রণ রণ, কিঙ্কণী কণ কণ,

ঝঙ্কন ঝঙ্কন কঙ্কণিয়া ॥

লপট লট পট, ঝপট ঝট পট,

রচিত কচজট কমনিয়া

কুটিল কটুতর, মিষিষ বিষতর,

বিষমশর খুর দমনিয়া ॥

সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গায়ত,

ততকার তরঙ্গত সজত নাচত—

যন বিবিধ মধুর রব, যন্ত্র বাজাবত,

ভাল মদক বনৌ বনিয়া ।

ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিধিধি ধেই,

ঝিঝিঝক ধিমতক ঝিমি,

ঝমক ঝমক ধেই,

তত ততত তা তা থ থ থ ধেই ধেই

ভারত মানস মানসিয়া ॥

মিষ্ট বেলাবেলী—চুঃরী ।

অয় চামুণ্ডে, অয় চামুণ্ডে,

অয় চামুণ্ডে, অয় চামুণ্ডে ।

করকালিতাসি-বরাতর-মুণ্ডে ॥

লঙ্কাক রসসে, কড়মড় লশনে,

রণভূবি ষড়িত-সুগরিপু-মুণ্ডে ।

অট অট হাসে, কটমট ভাবে,

নখর-বিদারিত-রিপু-করি-মুণ্ডে ॥

লটপটকেশে, সুধিকটকেশে,

হতকলুজাতিমুখ-শিখিমুণ্ডে ।

কলিমলমখনে, হরিশূককখনে

বিরজে ভারত-কবিরব্রতুণ্ডে ॥

শিশু-বারেবারা—চুঃরী ।

নাগরী কেন নাগরে হেরিলে ।

আনিয়া আনিয়া মণি টালিয়া ফেলিলে ।

আপনি নাগর হার, সানিল ধরিয়া পায়,

বঙ্গল কলস হার, চরণে ঠেলিলে ।

পুরুষ পরশমণি, ধারে হৌবে সেই ধনী,

মণি ছাড়া যেন কই, ভেদনি ঠেলিলে ।

নিনী করিয়া খেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা,
সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে ।
মান তারে পরিহা, সাধি আন আর বার,
শুধানে কি করে আর, ভারত দেখিলে ॥

পরজ—হস্ত-জিতালী ।

কি লগিয়া বাই বাই কহ হে ।
প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে ।
বার মাসে খতু ছয়, গোকৈ তিন কাল কয়,
কাল হয় একালে বিরহ হে ।
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি,
প্রায় মলয় গন্ধবহ হে ॥
বিজুলী জলের ছাট, মন্ডমহরের নাট,
মণ্ডেকর কোঁড়ক দুঃসহ হে ।
মন্ডিবে কমলকুল, সাঝাবে মুলার ফুল,
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥

ভূপকলাপ—হস্ত-জিতালী ।

তোমারে ভাল আন হে নাগর ।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥
ধমন আপন রীতি, পরে দেখে সেই নীতি,
ধরম করম প্রক্তি; কিছু নাহি ডর ।
আগে ভাল বল বারে, গিছে মন্ড বল তারে,
এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর ॥
আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা,
জান কত খেলা দেলা, শুপের সাগর ।
কথা কহ কত মত, ডুলারে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র বত, ভারত গোচর ॥

বাগদ—সখামান ।

আলো আহার প্রাণ কেমন লো করে ।
কি হৈল আহারে ॥
যে করে আহার প্রাণ কহিব কাহারে ।
লুকারে বিপদীতি কৈল, ভুলী-কলঙ্কী হৈল,
আহল পরাণ মোর অকূল পাথারে ।
হজন নাগর পেরে, আত্ম পাছু নাহি চেরে,
আপনি করিছ দীতি কি বুঝি তারে ॥

লোক হৈল আলাআনি, সখাগণে কাণাকাপি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে ।
বার বাড়ক আতি ফুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে খন্ত শ্রাম ভালবাসে বারে ॥

টোড়ী—হস্ত-জিতালী ।

আজি ধরা গেল চোরচুড়ামণি ।
মোরা জেপে আছি সকল রমণী ॥
ভাল গেল বত ভুগ, চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি ।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি, অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
হাদি কারাগার ঘোরে, বাড়িয়া মনের ডোরে,
গছাইব পরাণে এখনি ॥
সকলেরে কাঁকি দেহ, বারিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে এমনি ॥

লুম-কিষিট—গোতা ।

কারে কব লো বে হুখ আহার ।
সে কেনে রবে ঘরে এত আলা বার ॥
বাঁধা আছি কুলকাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্রামচাঁদে, দিবসে আঁধার ।
ঘরে গুল হুগাশর, লগা কলঙ্কী কয়,
পাণ নলদিলী ভয় কত হব আয় ॥
শ্রাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
গোড়া লোক পাণ হতি, না বুকে বিচার ।
পতি সে পুরুষাবদ, শ্রাম সে পুরুষাবদ,
ভারতের পে নিরম কলঙ্ক সার ॥

শিহু—দাবার ।

এ বড় কলঙ্ক চোর ।
মোকুলে লব কলঙ্কগোর ॥
দারিহু দারিহু, দেখিতে দেখিতে,
ভিক চুরি কৈল মোহু ।
যে রেখে লগাশর, সে রেখে কাহারে ॥

কেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাদের বেন চকোর ।
নাচিয়া গাইরা, বাঁশী বাজাইরা,
ভারতে করিল ভোর ॥

দেওবিভাষ—একতারা ।

মোর পরাণ-পুতলী রাখা ।
হুতু হুতু আধা ॥
দেখিতে রাখার, মন সদা ধার,
নাহি মানে কোন বাধা ।
রাখা সে আমার, আমি সে রাখার,
আর বত সব বাঁধা ॥
রাখা সে ধোয়ান, রাখা সে পেরান,
রাখা সে মনের সাধা ।
ভারত ভূতলে, কতু নাহি টলে,
রাখাকুপদে বাঁধা ॥

বিশিষ্ট—কৃতজ্ঞিতালী ।

চল সব চোর ধরি গিয়া ।
বন্ধনীমণ্ডল সাঁদ দিয়া ॥
ডেরাগিয়া ভর লাগ, সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া ।
জানে নানা মত বেলা, দিবস ছুপর বেলা,
চুরি করে বাঁশী বাজাইরা ॥
সে বটে বসল-চোর, তাহারে ধরিয়া মোরা,
পীড়নড়া লইব কাড়িয়া ।
সদা কিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি গরে,
ভারত রহিবে পহরিয়া ॥

মানসিংহ ।

বই-ভৈরবী—কৃতজ্ঞিতালী ।

চল চল ঘাই নীলাচলে ।
(রে অরে জাই) বটাইল বিদিকাপনলে ।
মহাপ্রভু অপরাধ, হুতরা বলাই সাধ,
দেখিব অক্ষরবটলে ।
জাই প্রণাম ভাত, রাখার মুছিব হাত,
বাইব করহলে ॥

ভবসিদ্ধ বিশ্ব জামি, পার হৈহু হেন মানি,
সাঁজয় খেলিব সিদ্ধজলে ।
দেখিয়া সে চান্দমুখ, পাইব ঐন্দ্রল্যমুখ,
হৃৎকৃত ভারত ভূমণ্ডলে ॥

পিশু বিশিষ্ট—একতারা ।

চল চল সব ব্রজকুমারি ।
তরু তলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥
রাখা রাখা করে মোহন মন্ত্রে,
নিমন্ত্রিল শ্রাম মুরলী যন্ত্রে,
কি করে কুটিল কুলের ডন্ত্রে,
ঘাইতে হইল রহিতে নারি ॥
ভরাপার মবে করহ সাজ,
কি করিবে মিছা স্বরের কাজ,
সাজিয়া আইল মদনরাজ,
ভিলেক রহিতে আর না পারি ॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জর স্তম্ভ,
কেহ লহ পান কপুর স্তম্ভ,
কেহ লহ গন্ধ চন্দন-চুরা,
কেহ লহ পাখা জলের কারি ॥
সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পুরিমা খালা,
ভারতভূমে বলে বলিহারি ॥

ভীর পদমী—কৃতপাদী ।

জানকী জীবন রাম ।
নবদুর্জয়লক্ষ্যম ॥
ভবপারাবারে, পার করিবারে,
ভরশী রামের নাম ॥
চার জটাকুট, রচিত মুকুট,
তাহে কনকুল-দাম ॥
হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষণ,
ধ্যানে হৃৎকোষ-ধাম ॥
হনুমান সবে, পুনকিত অঙ্গে,
ভারত করে প্রণাম ॥

নিম্ন বান্ধু।

রামনিধি শুণ্ড ওয়কে “নিম্ন বাবু” সন ১১৪৮ সালে হুগলী জেলায় (ত্রিবেণীর নিকট) চাপড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ শুণ্ড। শুণ্ড মহাশয় জাতীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্যাস করিতেন। ইহাদের আদি-নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত দুয়ারীঘাট হরিনারায়ণ, মাড়ুলার চাপড়াগ্রামে প্রথম বাস করিতে আরম্ভ করেন। সে সময় কলিকাতা অকুণ্ঠে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল। বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়াই হরিনারায়ণ পৈত্রিক বাস পরিভ্রমণ করেন।

রামনিধির বালাজীবনের শিক্ষা, গ্রামস্থ পাঠশালার আরম্ভ হইয়াছিল। সেখানে হস্তলিপি, শুভধর্মী, প্রভৃতিই পাঠশালার উচ্চশিক্ষার মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু রামনিধির শিক্ষা-পিপাসা বলবতী দেখিয়া, পিতা হরিনারায়ণ পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে বাসনা করিলেন। নিকটস্থ কোন স্থানে সে শিক্ষার সুবিধা হইল না। অবশেষে তিনি পুত্রের ইংরেজী-শিক্ষার এবং নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত, মাড়ুলার পরিভ্রমণ করিয়া, সপরিবারে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বণিক ইংরেজেরা তখন দুর্গশিক্ষণ ও ধান-ধানের দ্বারা বর্গীর হস্ত হইতে কলিকাতাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যবসায় ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতারও দিন দিন ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কলিকাতার এক পাদরী সাহেবের হস্তে রামনিধি ইংরেজী-শিক্ষার ভার অর্পিত হইল। কিন্তু তাহাতে শিক্ষার বৃত্ত উন্নতি না হইক, বালকের সঙ্গীত-চর্চার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। তাঁহার কণ্ঠ স্বর ও অতি সুধুর ছিল। যেখানে কোনরূপ সঙ্গীতের আলোচনা হইত, বালক রামনিধি সংবাদ পাইলেই তথায় উপস্থিত হইত।

সেকালে অল্প ইংরেজী শিখিলেই, চাকুরীর অভাব হইত না। রামতনু পালিত, কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ও প্রতিবেশী। তিনি ছাপড়ার কালেক্টরী আফিসের একজন পদস্থ কন্ঠচারী ছিলেন। তাঁহারই অবাণে, হৃদি বৎসর বয়সের সময়, রামনিধি এক কোরাশিগিরি চাকুরী পাইলেন। ছাপড়ার তখন অনেকগুলি হিন্দুস্থানী কালেক্টরী গায়ক বাস করিতেন। রামনিধি সন্ধান করিয়া তাঁহাদের শিষ্য গ্রহণ করিলেন। এতদিন তিনি কোনও ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত-চর্চা করেন নাই; কবে শুনিয়া বহুদূর শিক্ষা সত্তর, তাঁহার কেবল সেই শিক্ষাই হইয়াছিল। এইবার তিনি গুরুদত্ত সঙ্গীত-শিক্ষার প্রমুখ হইলেন। আফিসের কার্যের পর তিনি বাহা কিছু অবসর পাইতেন, অসীম অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত তাহা সঙ্গীত-চর্চার অভিযোজিত করিতেন। ওস্তাদদিগের নিকট হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক ঝরালা, টাঙ্গা, গজল প্রভৃতির সুখ আরম্ভ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল হিন্দী গানের চর্চা করিত করিতে তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার মাড়ুলার অনেক পরমার্থ ও বর্গবিষয়ক গান আছে। কিন্তু হিন্দী খেলালের অসুবিধায় টাঙ্গা বা প্রায়-সঙ্গীত অল্পই দেখা যায়। তাহার এই অভাব পূর্য্য করিবার জন্ত তিনি “সরি বিক্রম” টাঙ্গার অসুবিধায় বাঙ্গালার টাঙ্গা রচনাশ্রম আরম্ভ করিলেন। তখন নিজ গান রচনা করিয়া, তিনি নিজেরই সেই সকল গান সুখ-সুখে গাহিয়া অপরকে শুণ্ডাইতেন। সে সময় প্রায়-সঙ্গীতের মধ্যে এক ভাবতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের গান এবং প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরের রচিত প্রায়-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরল বাঙ্গালা ভাষার “সরি বিক্রম” ছায়ার সুখের টাঙ্গা যে রচিত ও গীত হইতে পারে, এ ধারণা তখন অনেকেরই ছিল না। সুতরাং কোনও বঙ্গলিগে বিভ্রম, সুখ-সুখে নিম্ন বাবু বধন রচিত বাঙ্গালা টাঙ্গা গাহিতেন, তখন প্রোভূত একবারে মোহিত হইয়া থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিম্ন বাবু বধনসময় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এখন তিনি কেবল সুখের গান; একজন সুখি বলিয়াও পরিচিত হইলেন। সরল ও সহজ স্বরায় এমন অসুখি কবিগুরু বর্গসম্পন্ন গান বাঙ্গাল ভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মালিত্যে এবং তাহার পুণ্ডরীক তাঁহার প্রায়-সঙ্গীত বাঙ্গালা ভাষার ক্ষর জীবন লাভ করিয়াছে। তাঁহার গানের ভাব আলোচনা করিয়া যখন হয়,

প্রণয়ে যে কখনও পাশাপাশি করিতে পারে, এ কথা গান-রচনার সময় নিধু বাবুর মনে আদৌ স্থান পাইত না । কবির উচ্চভাবে তিনি প্রণয়কে দেখিতেন, এবং সেইভাবে বিভোর হইয়া তিনি গান রচনা

ন। একদিকে উচ্চ-অঙ্গের প্রণয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন তাঁহার গানে পরিস্ফুট দেখা যায়, অত্রদিকে ভোগলালসা ও কাম-পিপাসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিমূলক গানও তাঁহার রচিত গানের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । তবে সে সম্বন্ধে একটি কথা আছে । পরবর্তী অনেক গান রচয়িতার টঙ্কা গানও এখন নিধু বাবুর রচিত প্রণীত-সঙ্গীতের পুস্তক-মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছে । রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা নিধু বাবুর গানের শেষে কোন ভণিতা না থাকায়, তাঁহার গান কোন্‌ ডলি—এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এমন কি, নিধু বাবুর নামে প্রচলিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান, জীথর কথকের রচিত গান বলিয়াও প্রচলিত । আমাদের এই সংগ্রহে প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করি নাই ।

নিধু বাবুর তিন বিবাহ ছিল । তাঁহার প্রথম বিবাহ কুড়ি বৎসর বয়সের সময়ে শুকচর-গ্রামে হইয়াছিল । এই ত্রীতীর্থে ১১৭৫ সালে তাঁহার এক পুত্র জন্মে । কিন্তু তিন বৎসর বয়সেই সে মৃত্যুর মৃত্যু হয়, এবং তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহার প্রথম ত্রী পরলোক গমন করেন । নিধু বাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহ ১১৭৮ সালে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর সংঘটিত হয় । বিবাহের তিন বৎসর পরেই তাঁহার দ্বিতীয় ত্রীও মৃত্যু হয় । তখন নিধু বাবুর বয়স্ক্রম ৩৩ বৎসর মাত্র । কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিতে লম্বত হইলেন না ; কেবল সঙ্গীত-চর্চ্চার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসম্বল হইলেন । এইরূপ গৃহশূন্য অবস্থায় তাঁহার জীবনের আরও ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় । অবশেষে বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া ৫০ বৎসর বয়সে, তিনি হাবড়ার অন্তর্গত বয়সজাতি গ্রামে তৃতীয় বার দায়পরিগ্রহ করেন । এই ত্রীতীর্থে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে : তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাণিয়া, ১২০৫ সালের ২১এ চৈত্র, ৮৭ বৎসর বয়সে, নিধু বাবু লোকান্তর গমন করেন । তাঁহার পরলোক-গমনের পর আজ প্রায় শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, কিন্তু তাঁহার নাম এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে আজিও প্রতিধ্বনিত ।

কি'মিট বাবাজ—একতাল।

এক পল বিপল না হেরি,
জলে হ'ত মোর নয়ন সজল ।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥
অল্পরে অলিছে অতি বিরহ অনল ।
দিবাস-পরন তাহে সহকারী করে ভাল ॥

তৈরবী—জলদ ভেতাল।

অরুণ-সহিতে করিয়া অরুণ-আঁখি,
উদয় প্রভাতে ।

কমল বদন, মগিন এমন,
না পারি দেখিতে ॥

উজ্জ্বল না ছিল তব, প্রভাতে আনিতে ।

জ্বলন্ত উপর, হৃৎ হে অপার,
তোমারে দেখিতে ॥

তৈরবী—জলদ ভেতাল।

বিনয়ের বশ বলি হইত কামিনী ।
প্রভাত-প্রমাদ তবে সবে কি বামিনী ॥
পরশে প্রাণে সমীর, চকল অন্তর মোর,
কেমনে রূপিব আর, তন গুণমণি ॥

তৈরবী—জলদ ভেতাল।

তব রবে রাগ নিদ্রা করো না ।
তোমাতে থাকিলে তব, আর কি ভাবনা ॥
অবলার কিবা বোধ, তাহাতে করহ ক্রোধ,
সুখালে হে আর মত, কখন হবে না ॥

কাল্যাণ—জলদ ভেতাল।

না হলে পেনে কেমনে মনরে প্রেবাণি কেমনে ।
বিস্ময়-ক্লিষ্ট-অনলে অগ্নি হই অনে ॥
কলা না বলিতে কটে, বিচ্ছেদ ইহাতে কটে,
তথাপি কারণ জালি, থাকি আলমসে ॥

কিঞ্চিৎ বাখাজ—কাতরানী ।

এমন পিরীতি প্রাণ, আনিলে কি করে ।
মুখ-আশে ভাসে সদা, হৃৎকের সাগরে ॥
সত্য চাতুরী করি, জালাবে আমারে ।
তবে কি যখনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে ॥
বিরহ-আলায় মন করি ত্যজিবারে ।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হল আমারে ॥

ভৈরব—জগদ ভেতালী ।

নয়ন কাতর কেন, তাহারে না হেরিলে ।
চতুর্ভুজ হই বৃষ্টি, সে মুখ হেরিলে ॥
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে,
বিনা দরশনে হৃৎক, যায় কি করিলে ॥
কেমন নয়ন মের না ভুলে ভুলানে ।
কহে আর মুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥

ভৈরবী—জগদ ভেতালী ।

কেন পীরিতি করিলাম, মজিলাম হায় ।
পীরিতি করিয়া সখি, একি হলো দায়, ॥
কহিতে সে সব হৃৎক, প্রাণ বাহিরায় ॥
মনে করি না ভুলিব তাহার কথায় ।
দেখিলে তাহার মুখ, হৃৎক হাসি পায় ॥

ভৈরবী—কাতরানী ।

নয়ন-যের দেখেরে প্রবল বিরহানল ।
অলে ছতশন অগ্নয়ে বিগুণ, না হয় শীতল ॥
ইহার উপায় বিধি, কিবা সেই প্রাণনিধি,
বোধেরে হইল ।
বাসনা পুরিবে, হৃৎক দূরে থাকে,
মিড়িবে অনল ॥

ভৈরবী—জগদ ভেতালী ।

এই কি করিতে উচিত, অবলা সরলা-সনে(প্রাণ)
দরশন-হৃৎক করহ কি নিশ্চয়নে ॥
এমন করিবে যদি জাল মনে মনে ।
কণ্ট বিনর-হলে তুলাইকে-কেনে ॥
এই হলো বাস প্রাণ, কতি কি হের নয়নে ॥

ভৈরবী—কাতরানী ।

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে ।
ছন্দনিবাসী ভূমি, হয় হে বৃষ্টিতে ॥
আহার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কখন আর, না যায় লাঞ্জেতে ॥

ভৈরবী—জগদ ভেতালী ।

মুগ্ধ সহিত প্রেম, কি পরমাধিক মুখ,
যে করেছে সে জানে ।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত,
শশীও তেমতি তারে তোখে মুখা দানে ॥
শীতল হইবে বলে, পতঙ্গ অনলে অলে,
তাজয়ে জীবনে ।
যার যেবা ভাব, সেইরূপ লাভ,
শঠের স্বভাব ভাল না হয় কখনে ॥

ভৈরবী—কাতরানী ।

আমার এ বাতনা কে কবে তারে ।
না থাকিলে কুলভঙ্গ, তবে কি সাধি কারে ॥
তারে পেলে বড় সুখী, জানে মোর মন আধি,
লাজ অভিধাবী হরে মজালে মোরে ॥

ভৈরবী—জগদ ভেতালী ।

কাজ ন্যানে আর মিওনা কখন ।
শরে কেবা নাই মরে, বিষষণ তাহে কেন ॥
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিল প্রাণ,
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে ভন ।
মুখা হলো হল হুয়া, নয়নের তিন গুণ ॥

কালান্দ—জগদ ভেতালী ।

যে গুণে ভুলানে, অবলা সরলে,
সে কি গুণ গুণমণি ।
আমায় কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
মিজ গুণে বল তনি ॥
শরদে বশনে আর, অনর্শনে নিরস্তর,
মমনে দেখি তোমারে, তুলি আমি আশ্রয় ॥
চান্দবে হৃৎক ভেদনি ॥

ভৈরবী—জগৎ ভেতালী ।

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে ।
 তেঁই সে এসেছ নাথ, এত দিন পরে ।
 পীরিত্তি করিয়ে প্রাণ, কে কোথা এসে পুন,
 তুমিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে ॥

কাল্যাড়া—আড়া ।

সরস বদন তব কমল নয়ন ।
 মন হইল মম অচল চরণ ।
 রতন বদন কর, মম ধন অতঃপর,
 অগদ অবল বল হয় অবতন ॥

কাল্যাড়া—জগৎ ভেতালী ।

ও কেরে, পূকারে মোরে,
 বাইছে ক্ষতগমবে ।
 মন নয়ন প্রবরী, তুমি তার কাছে চুরি,
 করিবে বল কেমনে ॥
 আশা সব মোর মন, রক্ষক তব কারণ,
 অস্ত্র জব কেনে ।
 কোমরে থাক বধন, আমি সেখানে তখন,
 হুগে দেখ মনে মনে ॥

কাল্যাড়া—জগৎ ভেতালী ।

চল বাইলো গাধি যেখানে মন হরণ ।
 চিত না থৈরন ধরে, নরন রোদন করে,
 কাড়র অতি পরাণ ॥
 লোকের পঙ্কনা-ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়,
 বুঝনা এখন ।
 মতএব তরাবিত, হইতে হয় উচিত,
 বিলম্বের নাহি গুণ ॥

কাল্যাড়া—আড়া ।

অনেক বতনে মোরবারে পেরেছি ।
 বিরহ-অগ্নিতে আমি পুড়ি গেছি ॥
 অকারণ বিবর, বাইরাছি মিরদর,
 কিসের অমির পাশে, এবে বেঁচে আছি ॥

কাল্যাড়া—জগৎ ভেতালী ।

সেই সে পীরিত্তি প্রাণ, পারলো রাখিতে ।
 হুখে হুখ অনুভব, বাহার মনেতে ॥
 প্রেম করা নাহি দার, রাখিতে কঠিন হয়,
 মান-অপমান-ভয়, নাহি দার চিত্তে ॥

কাল্যাড়া—জগৎ ভেতালী ।

অলাভ জানিলে কেহ, কারে সঙ্গে প্রাণ ।
 অতি হুখ হবে যোধ তাহার তখন ॥
 কত জন পঙ্কন, করে দেখ রাতি দিন ।
 সে কথা প্রবশে, না শুনে কখন ॥
 হুজনে হুজনে হুখ, হুজনে হুজনে হুখ, *
 মন মত বিনা চিত, সনা আলাতন ॥

কাল্যাড়া—জগৎ ভেতালী ।

শুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি ।
 তোমার ধডেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ, ॥
 জানে কি বিধি ॥
 কি কব তোমার গুণ, যে শুনে মোহিত মন,
 মোর, মিরবধি ।
 তব গুণে বত হুখ, হুলের কপালে বিহু,
 করেছে বিধি ॥

পরজ-কাল্যাড়া—দিনে-ভেতালী ।

এলে প্রাণ এলে এলে,
 হে মন পূর্বে অনুগ্রহ করিয়ে ।
 শীতল হইলাম আমি, বিরহে অগ্নিরে ॥
 কত হুখ উপজিল, তোমারে হেরিয়ে ।
 বুঝিতে না পারি তাহা, কথায় কহিয়ে ॥

ব্রিটিশ-বাংলা—আড়া-একা ।

মদন-বিহীন রতি, মিশি-হীন নিলাপতি,
 রনি হুয়ুদী, শরী কবলী, কি হুখ ইহাতে ।
 যে আশের মনদাসী, মন মোর তার হাততে ।
 নেক লগি, হাতেতে আপন,
 দেখিলে আশনি ততে ॥

কাল্যাড়া—আড়া ।

তিমির কি থাকে ওলো, শরীর কিরণে ।
উৎপত্তি বা অদর্শনে, দার্শন্যে সরণে ॥
মুদিত কমল যদি, হেরলো অরণ্যে ।
প্রফুল্ল হয় তখনি, বুঝলো মননে ॥

কাল্যাড়া—জলদ ভেতানো ।

মুহু মুহু হাসি প্রাণ, মনের তিমির নাশে ।
এরূপ দেখিয়ে হুপি, কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়, সদা মোর এই ভয়,
প্রাণ কি কখন হুবা, তোমার বিরসে ॥

পরজ কাল্যাড়া—জলদ ভেতানো ।

কহিতে তাহার কথা, উপজে হুখ অপার ।
তখন অস্ত্র ভাবনা, থাকে না আমার ॥
কহিবারে তার গুণ, এক মন হয় মন,
রসল। অবশ নহে, কহি বড় বার ॥

নিধু-খানাজ—আড়া-ঠেকা ।

ভাবিতেছিলাম যারে, সেই আসি প্রকাশিল ।
হুখানল হতে মন, হুখেতে ডুবিল ॥
বিচ্ছেদ-বিষ-আলার, অহির ছিলাম তার,
হেরিয়ে তাহার মুখ, সে বাতলা গেল ॥

বিভাব—ভেতানো ।

মান অপমান জ্ঞান, নাহি করি কদাচন,
করিলে দেখনা, আপন-বাতনা,
তবে কি পারি বাঁচিতে ॥
হুখ হুখ সমভাব, না করিয়ে কি করিব,
হইরে অবীন, করিল অবীন,
নিধি উত্তর মনেতে ॥

কাল্যাড়া-খানাজ—দিসে-ভেতানো ।

কিছু তরে বসোনা, মনে কি হবে বল ।
বিরহ-অমল মোরে, অনিতে হইল ॥
সে যদি বুঝেছে ইহা, তাম-সে হতো ভাল,
হইবে অসুখ হুখ, এই রোষ ছিল ॥
না না হুখ হুখ-হুখ, দেখে লেখিত হল ॥

লবু-করুণা কাল্যাড়া—জলদ-ভেতানো ।

অথরে না ধরে ধরেনা, কহিবারে তব গুণ ।
যে গুণে বদ্ধ হইল, এমন চকল মন ॥
এক মুখে কি কহিব, হ'লে শতানন্দ ।
তথাপি নাহি পারিব, কহিতে আমি কখন ॥

লবু-করুণা—আড়া ।

হে প্রাণনাথ নয়ন-অন্তরে তুমি যাইও না ।
প্রবল বিরহানলে জ্বলাইও না ॥
এস হে নয়নে রাখি, পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখে না দেখি কারে, এই বাসনা ॥

লবু-করুণা—জলদ-ভেতানো ।

কেমনে বল তারে ভুলিতে ।
প্রাণ সঁপিরাছি যারে, অতি কতনেতে ॥
ইথে যদি হুখ হয়, হইবে সহিতে ।
দিরে কিরে লওয়া এবে, হয় কি মডেতে ॥

লবু-করুণা-কাল্যাড়া—জলদ-ভেতানো ।

আর কি দিব তোমারে, সঁপিরাছি মন ।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥
ইহার অধিক আর, থাকে যদি কখন ।
তাহা দিতে নহি আমি, কাতর কখন ॥

কাল্যাড়া—ভেতানো ।

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন ।
উর্দ্ধে দিনমানি সন্মিলে মজিলী,
মনে মনে একই মন ॥
চক্ৰবাক চক্ৰবাকী, নিমিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তর দেখ, পিরীতের এই গুণ ॥

তৈরবী—জলদ-ভেতানো ।

এত কিরে আমি, হরিরে লইবে মন,
হাসিতে হাসিতে (প্রাণ) ।
কিছুই নাহি বোধ, মিলে সে বিরহ

দেখ দেখিবে প্রেমিক
কিনা দিবা নিশাচরী পাইবিক এই শাসি
কিনা দিবাচরী পাইবিক এই শাসি

আশা-ভৈরবী-জলদ-তেতাল ।
 উত্তর মিলনে স্থখ পীরিতি রতন ।
 একের বতনে দুখ, না যায় কখন ॥
 মন মনেতে মিলন, হলে স্থখী হয় প্রাণ,
 ইহাতে অন্তথা হ'লে ভাবহ কেমন ॥

আশা-ভৈরবী-জলদ-তেতাল ।
 বতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি ।
 অবতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ॥
 যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
 সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনী ॥

ধই-জলদ-তেতাল ।
 বিবম হইল সখি, কি করি ইহাতে ।
 না দেখিলে বুঝে আঁখি, না হেরে মানেতে ॥
 অবল মন অনল, নয়ন সদা সজল,
 বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোহার রীতিতে ॥

বিভাব-তেতাল ।
 তুমি মোর প্রাণ ধন মন সকল গুলো,
 এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র ।
 নির্ভর শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
 হৃদয়ে উদয় সদা, প্রেম পূর্ণচন্দ্র ॥
 অগ্নিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে,
 হয়েছি হৃদয় ।
 রিপুগণ নিজজন, হুই এবে প্রিয়জন,
 এমন সময়ে মম, দেখনা কি হৃদয় ॥

বিভাব-কল্যাণ-জলদ-তেতাল ।
 মঙ্গলাচরণ কর সখিপণ, আইল মনোরঞ্জন,
 পাও ইঁহন কল্যাণ ।
 মদন-কমল মোর, আনন্দ-সলিল পূর,
 তুর আনন্দ-শাখা জাহে মাখান ॥
 কেহ কর আধিবাস, কেহ শব্দে পূরখাস,
 বহু ত বিধান ।
 কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধরনি কর,
 বৌদ্ধ-ব্রহ্মণ মোরে দেহ দান ॥

ললিত-বিভাব-জলদ-তেতাল ।
 এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল ।
 কহিতে না পারি আমি, কত খেদ উপজিল ॥
 নিশির তিমির গুণ, তাহে মন স্থখী ছিল ।
 অমোহন্তি দিবাকর, হেরি মন কালি হলো ॥

শ্রাম-জলদ-তেতাল ।
 মানে কারো সমাপ্তর থাকে কি কখন ।
 ইথে মনো-ভার, বল না তোমার, হইল কেন ।
 জলিলে মান-আগুন, কেমন করয়ে প্রাণ
 বোধ নাহি থাকে তখন ।
 তুমি বত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোকা বচন ॥

শ্রাম-জলদ-তেতাল ।
 একেবারে কি তুলিলে প্রাণ, অধীনীজনে ।
 দেখ দেখি অহনিশি, তুমি মোর মনবাণী,
 নহি তব মনে ॥
 চান্দ্রব বিহনে দুখ, কহিতে বিদরে বুহু
 এবে নিবেদন মোর, মন হইতে অন্তর,
 হরোনা যেনে ॥

কালাংড়া-জলদ-তেতাল ।
 হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি ।
 কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
 মন তার মনে মিলে, প্রাণ লব্ধ-সমর্পিলে,
 নয়ন ত্রুটিত সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী ॥

কালাংড়া-জলদ-তেতাল ।
 বদন শরদ শশী পাখাণ ছন্দ,
 অমিয় সমান তাবি, মুহু হাসি তায় ॥
 লইয়ে যে কুন্তল কাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
 মনের পলকে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥

কালাংড়া-জলদ-তেতাল ।
 মিলনে বড়ক দুখ, মলনে তা হয় না ।
 প্রতিনিধি পেয়ে সই, মিথি তাজা যায় না
 চাতকীর খারা জল, বাহাতে হয় শীতল,
 সেই ব্যরি বিলা আর অস্ত ব্যরি চায় না ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতলা।

মুকুরে আপন মুখ সজত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ,
অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সজত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়,
সকলের মুখে শুনি ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতলা।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের বসন, তোমার কারণ,
জানে হে তোমার আশি ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতলা।

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ, প্রকাশ বদনে।
হতাশন আচ্ছাদন হয় কি বদনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকরে গোপনে ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতলা।

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়গ,
হানিয়া নয়নে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন খানে।
আশার ভরসা করি, শূন্য দেখে আছি ধরি,
সচেতন হবে তবে, পুনঃ দরশনে ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতলা।

তব অবিখ্যাসে, খন খন খাসে, লহে সলা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে।
তুমি মোর প্রাণ ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয়।
বারে বারে কতবার, জানাব আমি তোমার,
তুমি মোর প্রাণ ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতলা।

বলনা আমারে সহি, বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আপে, নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম, নাহি করিতাম,
পিরীতে এই ত হৃথ, সংশয় জীবনে ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতলা।

মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে।
এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে হয় জ্বালাতনে ॥
নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখি, এ রস যে জানে ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতলা।

বিচ্ছেদেতে ব্যয় প্রাণ, না পারি রাখিতে।
কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে।
চান্দ্র্য বিহীনে নাহি উপায় ইহাতে ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতলা।

অলিরাজ, যেখানে বিরাজ, ভুলনা কন্ডে
দিবা বিভাবরী, তব ধ্যান করি,
ভাসি হে সলিলে ॥
এ রীতি তোমার আমি বুচাইতে পারি,
তুমি ভাসিবে নয়ন জলে।
ইহাতে অধিক আমার যে হুঃ
কি হবে কহিলে ॥

ঋদ—জলদ-তেতলা।

শুন শুন শুনলো প্রাণ, কেন তুমি হও কাতর।
মন প্রাণ আশি, যারে দেখে সুখী,
তাহারে যোষ কি, হয় আমার ॥
আশা আশা করি, কেবল তোমারি,
বুঝলো বিচারি, কারে হেরি ॥
লয়ে তব মন, মন পূরে মন,
করে রস পান, আশা আমার ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে ।
আমার আশার হৃৎ, কারে বিলাইলে ॥
যেক্ষণে বামিনী গত, সে হৃৎ কহিব কত,
আনিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ।
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে ॥

আলাইরা—জলদ-তেতাল ।

তুমি যারে চাহ সে তোমার জন ।
ইহাতে অশ্রুধা কড়, ভেবানো লো প্রাণ ॥
না বুঝিয়া বেধ কর, উপায় কিবা হহার ।
সন্দেহ আপন জনে, কর না কখন
আমি যারে চাহি, সে না রাখে মান,
এমন পিরয়ত বল, কিবা প্রয়োজন ॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিবে তাঁরে, বাঁচার যে প্রাণ ॥

বিসিট—আড়াঠেকা ।

কমলে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে ।
রক্তরী কি হয় হৃৎ, না হেরে শরীরে ।
প্রাণ বিনা শূন্যবেহ, থাকে কি প্রকারে ।
শরী বিনা নিশি কোথা, বল শোভা করে ॥

বোগিরা-গাওয়ার—জলদ-তেতাল ।

প্রভাত না হয় তাঁরে যে সঁপিল পরাণ ।
প্রাণ লয়ে অবিশ্বাস, এ আর কেমন ॥
নিবানিশি বার ধ্যান বার পায় গুণ ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাস, বিচার এমন ॥

ভাগিরথী—জলদ-তেতাল ।

বামি যে তোমার প্রাণ, অতি সোহাগিনী ।
কখন দেখে মোরে, পাও কত মনি ॥
দি থাকে অন্তর, তোহার বিরহ-শর,
হলে মোর কাণে কাণে, সুখে থাক ধনি ।
তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে হৃৎ প্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত আমি ॥

বিসিট—আড়াঠেকা ।

আইস আইস, আইস হে প্রাণ,
বইস, আমি বশ তোমার ।
করিয়ে বচন, সঁপিলে যে প্রাণ,
তার পর কেন, রোষ তোমার ॥
অন্তরে অন্তর, লহে নিরন্তর,
নয়নে নীর নাহি মোর ।
আসা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার ॥

লব্ধবৃন্দা—জলদ-তেতাল ।

যেখানে থাকে প্রাণ ভুলনা অধীনী-জনে ।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জে ।
তোমা বিনে কেহ যদি অশ্রু নাহি জনে ।
কতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে ॥

ভাগিরথী—জলদ-তেতাল ।

আমার মনোমোহিনী তুমি, আমি জানি,
হরিয়ে লইয়ে মন, হলে সোহাগিনী ॥
মনের অধিক ধন, আর কোথা আছে জান,
সে ধন তোমার কাছে, আছে বিনোদিনী ।
করিলে অতি বচন, তবে ত থাকে রতন,
অবজনে ধন কোথা থাকে গুলো ধনি ॥

বিসিট—আড়াঠেকা ।

হিম-শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল বিরহিণী ॥
সনে প্রাণকাত, তথা রতিকাত,
লহে দিবস-রজনী ।
রবির সমান-সম, কুহুম কুবাণু সম,
চন্দনের ঐ গুণে বাধানি ॥
মলয়া সমীর, কোকিলের স্বর,
হলাহলাধিক শুনি ॥

বাগকোথ—জলদ-তেতাল ।

পলকে পলকে মান, সহিব কেমনে ।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে ॥
মলিন মুখ-কমল, হেরিলে হৃদয়কমল,
কুণে দেখ বিকসিত হইবে কেমনে ॥

মালকোথ—জলপ তেতাল।

হাসিতে হাসিতে মান, সহনে না বার।
করিয়ে অমির পান, বিব কোথ। ধার ॥
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভালবাসি,
ইহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায় ॥

আলাইরা—জলপ তেতাল।

ক্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন,
একি প্রয়োজন নহে।

অন্তরে অন্তর, কিসে হব হির,
রহ রহ রহ, করি দরশন হে ॥
প্রাণ বাহির সময়, কেবা কাতর না হয়,
অনায়াসে যায়, নাহি দেখে তার,
হুধ অতিশয়, বরং কখন সহে ॥

ভৈরবী—কাওরালী।

মনে করি ভুলে তোরে, থাকিব হৃৎখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরি হে হৃৎখেতে ॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুখী,
প্রাণ কহে বল দেখি, করি কি ইহাতে।
নিদ্রা হইরে কেন, চাতুরী করহে প্রাণ,
আপন হইলে ভায়ে, হয় কি ত্যজিতে।

স্বিখিট—আড়াঠেকা।

প্রেম অন্তর কি হয়,
প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে।
নয়নের মত, দেখিতে সঙ্গত,
বল বল বল, এমতে কে পারে কারে ॥
অন্তরেতে ভাবান্তর, হলে যে হয় কাতর,
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখে না,
সেখায় বসুধা, কে কোথায় দেয় কারে ॥

মালকোথ—আড়াঠেকা।

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে জোয়ার,
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি বন,
রহে তিনধার ॥

পলক পরল বর, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় বেমন, জল জে ডেমন,
অপার পাখার ॥

টোড়ী—জলপ তেতাল।

এমন চুরি চন্দ্রানলি, শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়।
মনেরে বাঙ্কিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে তার ॥

মালকোথ—আড়াঠেকা।

একি তোমার, মানের সময়,
সমুখে বসন্ত।
দেখ হুহু-কাননে, বিহরণে অলিগণে,
হরিষ নিত্যন্ত।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি বন বন,
মদন দুঃস্বপ্ন।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহুতে উদয় দেখ,
বামিনীর কান্ত ॥

দরবারী টোড়ী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখে না মোরে, সপিয়াছে হৃৎখেনীয়ে,
সহিতে বিরহ বাতনা ॥
মিলনে অসাধ কার, তার ও আছে অপার,
তথাপি সেত বুকে না।
হ'লে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিবস্তর,
কি জানি কেমন মজ্ঞা ॥

দরবারী টোড়ী—আড়া।

ববে তারে দেখি, অনিমিত আঁখি,
হয় লো তখনি।
হুখে অচেতন, হয় মোর মন,
ভুল লো সজনি ॥
তুমিত জাতকী কেন, নিরখিয়ে সবদল,
কিনা বারি পানে, কত হুবা মনে,
কি জানে না আমি ॥

মালকোয়—আড়াঠেকা ।
 নয়ন-জালে ঝেরিলে সকল, ও মৃগনয়নি ।
 মনকরী মোর, পলাবার পথ তার,
 নাহি হেরি বিনোদিনি ॥
 হেতু নিজ প্রয়োজন, যদি করিলে এমন,
 সহাস্ত-বদনে, তোষ আমিষ বচনে,
 উচিত হয়লো ধনি ॥

টোড়ী—জলদ তেতাল ।
 কেমনে রহিব ঘরে মন মানেন না ।
 হেরি মোর হুংখানল, লাজ ভয় পলাইল,
 কলঙ্ক বারণ করে না ॥
 লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির,
 ঘৃচিবে অন্তর-বাতনা ।
 বিনা তার নয়শন, অশেষ মত ঘটন,
 উপায় করিতে পারে না ॥

দরবারী টোড়ী—তেতাল ।
 নয়নে না দেখে কারে, বিনে তারে যারে,
 প্রাণ সঁপিলাম ।
 প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে,
 এতক বুঝিলাম ॥
 মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
 ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়,
 উপায় দেখিলাম ॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা ।
 বসন্ত ঝড়ু আইল, হইল হৃৎ প্রবল,
 সব প্রফুল্ল ফুল-কানন ।
 মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তার,
 পিক করে কুহ কুহ, মধুকর আনন্দিত,
 সদা শুভ্ররে হরিষাষিত আনন ॥
 কি কব সমরঙ্গ, অনঙ্গবিশেষে সাজ,
 শরাসনে করেছে সঞ্চান ।
 বিরহিণী কাতর এমন হেরি,
 যেমন শশী দেখি রাহ, অতিশয় উল্লাসিত,
 বসন্ত সংযোগী সহাস্ত বদন ॥

বাম্বেশ্বরী টোড়ী—জলদ তেতাল ।
 বিনাদরে, অনাদরে, কে কার বশ ।
 করিলে আদর হয় হৃদয়-কমল প্রকাশ ॥
 রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন,
 হইয়া উল্লাস ।
 হুই মন হুই মন এক কি হয় কোন ভাষ ॥

গোয়ী—জলদ তেতাল ।
 যেমন আমারে ভাসালে নয়ন-জলেতে ।
 তেমতি নয়ন, বারি বরিষণ, হইবে প্রাণ,
 তোমারে ভাসিতে ।
 কত হৃৎ আশা করি, তোমার হাতেতে ধরি,
 প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে ॥
 মোর বশ মন, নহে ত এখন, কাতর নয়ন,
 কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

গোয়ী—জলদ তেতাল ।
 আসিতে এখানে কে বারণ করিলে ।
 অবলা-বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে ॥
 ঘটপদ মধুকর, নিরন্তর অন্তর-
 বিপদ কি ঘটপদ, স্তব পাইলে ॥
 নিশি না পোহাইতে কি ঝকল হইলে ।
 আমার কি নাহি লাজ,লোকেতে দেখিলে ॥
 শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ হুই,
 অরুণ উদয়-ভাব, ইথে কি ভাবিলে ॥

হিম্মল—আড়াঠেকা ।
 মিছে অনুযোগ সহি লো করিছ কি কারণে ।
 কি করিতে পারে মন, মন্ত গরণে বারণে ॥
 আমার বশ এখন, নহে সে হৃৎস্ত মন,
 বুঝালে যে নাহি বুঝে, তারে পারিবে কেমনে ॥
 মিছেছে হৃৎখে থাকুক, ন' স্তনে সেথা মরুক,
 হৃৎবোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখনে ॥

ললিত—জলদ তেতাল ।
 পিরীতি পরম হৃৎ সেই সে জানে ।
 বিরহে না বহে নীর যাহার নথনে ॥
 থাকিতে বাসনা আর, চন্দন বনে ।
 ভুজঙ্গের ভয় দে' কি কখনে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালী ।

নয়ন সজল, হৃদয়ে উদয় অনল ।

যে বা করে প্রাণ, বিনে সেই জন,
কে করে নীতল ॥

কহিতে দুঃখ-মাগর অধিক প্রবল,
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব,
বিষম হইল ॥

ললিত—জলদ তেতালী ।

যতন করি হে যাহারে, থাকে না সে অন্তরে ।
সীহরে না চাহি আমি, তাজে না আমারে ॥
বিচ্ছেদে সদত করি হে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি, চাতুরী সে করে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আর করে ভয় আমার প্রাণ,
ভয় হে তোমারে ।

লোকলাজ-ভয়, সে ভয় কি হয়,
বুঝেছি বিচারে ॥
তব দুঃখ আমি চুখী, তব সুখে হই সুখী,
তব মতে মত, জেন প্রাণনাথ,
অবিনী জনেরে ॥

হিম্মল বেহাগ—আড়াঠেকা ।

সুরস রুচির কুসুম কণ্টক কে করিল ।
তপ আরাধিত মণি, কেন ফণিরে সঁপিল ॥
যেদংশ খেদ ইহাতে, কিরূপে পারি বুঝতে,
পূর আলো করে শশী, তাহে কলঙ্ক রচিল ॥
মত্তএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুঃখ নাহি সুখ যথা, রহিতে হইল ॥

আড়ানা—জলদ তেতালী ।

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন ।

উচিত যে হয়, হইয়ে সময়, কর বসিষণ ॥
য়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন,
মার জীবন, বিহনে জীবন,
সুখী কি কখন ॥

ললিত—জলদ তেতালী ।

• বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে ।
আখির কি আশা পূরে ক্ষণে দরশনে ॥
প্রবল অনল দেখে কিঞ্চিৎ জীবনে ।
নির্কীর্ণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে ॥

শিদ্ধু ধানাজ—আড়াঠেকা ।

হেরিলে চমকে চিত্ত বিচ্ছেদের ভয়েতে ।
না দেখিলে বুঝে আখি, মরি আমি বিরহেতে ॥
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধিকে বুঝাইব বিধিতে ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

নয়ন নীতল হয় দেখিলে যাহারে ।
দেখ দেখি কত মাখ, দেখিতে তাহারে ॥
বক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার আধিক সুখী, বুঝি লো বিচারে ॥

আড়ানা—জলদ তেতালী ।

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে ।
আমার যে ঘন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে বুঝে আখি,
দুখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে ॥

আড়ানা—জলদ তেতালী ।

হে নাথ, মনের কথা তুমি জান ।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত,
তোমাতে বিমিত, আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন ।

গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবে তো তোমার, হব মতাধীন ॥

ভৈরবী—কাওরালী ।

পীরিত্তি বিচ্ছেদ দুখ কিসে নিবাবিব ।
ইহাতে উপায় সখি বল কি করিব ॥
দুখ-আশে ঘন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন পাসদি তারে, কেমনে রহিব ॥

ভৈরবী—জলদ-তেতাল ।

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন ।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন ॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে হৃদী প্রবণ,
পুলকিত প্রাণ ।
মানান্তে মৌনা তুমি থাক লো বধন,
যেদ্রুপ জলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ সেই প্রাণ ॥

আড়ানা—জলদ-তেতাল ।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন ।
বাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন ॥
অধিক কহিব কত, আমি বেহ তুমি প্রাণ ।
তোমার হৃদেতে হৃদী প্রাণ,
তোমার হৃদেতে জালাতন, সজল নয়ন ॥

মৌরী—জলদ-তেতাল ।

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ ।
এই সে কারণ, রক্তক নয়ন,
করিয়ছি জ্ঞান, মন সহিত ॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবে না কদাচন,
তুমি মোর মনোমুগ্ধ ।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন,
তাজরে কখন, নহে ত এমত ॥

সোহিনী—জলদ-তেতাল ।

সখি দেখলো আমারে কি হ'ল ।
পরের পরাণ সঁপে পরাণ যে পেল ॥
দিবানিশি সেইরূপ, সদা পড়ে মনে,
পরান সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে জাখিতে হইল ॥

ভৈরবী—কাওরনী ।

বিধুমুখে মুখ হাসি, জালবাসি প্রাণ ।
বিবাহে প্রমাণ হয়, কাতর নয়ন ॥
অধীনী অন্তরে কেন, কর এত অভিমানে,
তুঝিতে উচিত তারে, এই ত বিধান ॥

সোহিনী—জলদ-তেতাল ।

তোমার পীরিতে এই হইল ।
অবলা হৃদয়ের আশে, হৃদেতে ডুবিলা
নহি হৃদ-অভিলাষী পীরিতে তোমার,
কর বাহাতে এ হৃদ যার হে আমার ।
ইহাতে সদয় হ'রে, হও অমুকুল ॥

ত্রিবিট ঝাঝাজ—কাওরনী ।

মান অপমান কিছু করনা মনে ।
সুকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে ॥
পীরিতি এমন ধন, করিতে হয় যতন,
বৈরধ ধরিতে হয়, উচিত এখানে ॥

সোহিনী—জলদ-তেতাল ।

শশিমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে ।
শুন প্রাণনাথ, ধন প্রাণ চিত্ত,
আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে ॥
ইহাতে অন্তর্য্যাহি কেহ ভেবনা অন্তরে ।
কেওনে বিশ্বাস কিবা বুঝনা বিচারে ॥
ঘাচকের মান, রাখিতে রাজন,
জতি কি কখন, মনেতে করে ॥

সোহিনী—জলদ-তেতাল ।

কি হ'ল আমার সই বল কি করি ।
নয়ন লাগিল বাহে কেমনে পাসরি ॥
হেরিলে হরিষ চিত্ত, না হেরিলে মরি ।
তুমিত চাতকী কেন থাক আশা করি ।
ধনমুখ হেরি হৃদী, হৃদী যিনে বাড়ি ॥

সোহিনী কানড়া—তেতাল ।

পীরিতির রীত যে, থাকিলে অন্তরে,
দৌহে দৌহার অন্তরে ।
চক্রবাক্ চক্রবাকী, তার সাকী দেখ সখি,
বুঝাব কি তোমারে ॥
বিচ্ছেদ হৃদেতে হৃদী হয় হই জন,
কেহ হৃদী কেহ হৃদী না হয় কখন ।
মিলনে দেখ অধিক হৃদয়ে দৌহে পূনরক
তাসে হৃদ-সঙ্গরে ॥

রিমিট খাণ্ডাজ—কাণ্ডালী।

মন চকল হলে, সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়া বাজি কেন, দেখিতে পাইবে ॥
মন আপনার, তরে বশ কর,
মন বশ না হইলে, বশ কে হইবে ॥

ছানট—জলদ ভেঙালা।

সত্য বাসনা যারে, হরিষ হেরিতে।
তহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে ॥
জীবন-বিহীন মৌন, কোথা হতশ্রমে,
নীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
হুখারী জন, কতু বিবশান, পারে কি করিতে ॥

শ্রামপুরবী—আড়াঠেকা।

ঐ ধানে রহিও হে নিম্ন প্রাণনাথ,
এত শর্তা কেন।

লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, লীল গেল,
এখন কি ভয় বল, তাজিতে এ জীবন ॥
তুমি এমন রতন, হৃদয়নির হবে কেন।
না বুকে করে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন ॥

ভৈরবী—জলদ ভেঙালা।

কমলবদনি শো চকল মৃগবৎ এত অর্ধেক কেন।
এই বোধ হয় মোর, হতেছে যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগনয়ন ॥
রাজিদিন যারে ভাব, সেজন নিতান্ত তব,
বধায় সন্দেহ করি, কাণ্ডর হও হৃদয়ী,
তোমার একদম হেরি, চুপিত মম মল ॥

রিমিট খাণ্ডাজ—আড়াঠেকা।

তারে আর সাধিব না সই, সাধিলে আদর বাড়ি।
হটে অন্যায়ের নয়,
অধিক আদর পেলে-কে ছাড়ি ॥
এতেক বডন করি, মতে চলিতে পারি,
অতি নিম্ন হলে পর,
অতি চুপ দিবে মনেতে পড়ে ॥

বাগেশ্বী—জলদ ভেঙালা।

তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ,
বৈধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা ধরে আপন জোরে।
হৃদয় মন্দিরে রাধি, রক্ষক করেছি আধি।
সেখানে প্রবেশ কারো,
তোমা বিনা আর রাধিব কারে ॥

বাগেশ্বী কানেকা—জলদ ভেঙালা।

রতন পাইয়ে কেবা, বডন না করে।
হেরিতে বাহারে, হরিষ অন্তরে,
মনের ভিমির হয়ে ॥
ভিলেক অদর্শন, হলে কাণ্ডর প্রাণ,
ভুভঙ্গ যেমন, মণির কারণ,
আমিও তাহার তরে ॥

বাগেশ্বী হলতানী—হরি।

আইল বসন্ত হে নাথ কি হৃথ দেখ না।
পূর্যাইতে মনজের মনের বাসনা ॥
বিকস কুহুমবন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরী সহিতে হৃথ, করিছে বাসনা।
কোকিলের কুহুমনি, হৃদয় পূলক তনি,
বিবরী এ রবে বড়, পেতেছে বাতনা ॥

রিমিট—কাণ্ডালী।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ, যে করেছে সে জানে।
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে ?
পরম হৃথের নিধি, পীরিত হৃজিল নিধি,
আনিরে হৃজনে।

এ রস বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে ॥

ইবদু—জলদ ভেঙালা।

জগতে আনিল আমারে, তোমায় কারণে।
তাজিয়ে কুল ব্যাকুল, তানি অকুল জীবনে ॥
তুমি কুল নাহি মিলে, কুল কোথা পাব,
অকুল পাখার হতে, কেমনে জন্মি;
উচিত সদয় হতে, অবলা সরিলা জনে ॥

বাকালীর গান ।

আড়ানা—হরি ।

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে ।
জানিলে এমন পিরীতি করি কি তবে ॥
হৃথের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ হৃথে ডুবে ॥
তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে, হেরি মনেতে এবে ॥
পিরীতি হৃথের নিধি, করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥

দ্বিরাটী ধাবাজ—কাওরালী ।

কত বা বিনতি করে, আমারে ভুলালে ।
এবে অপকূপ দেখ, দেখা না দয় সাধিলে ॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব ;
জানিলে আপন মন, স্নেহ বা সঁপিব ।

না কেনে এই সে হলো,
ভাসি হে হৃথ-সলিলে ॥

আড়ানা—হরি ।

তোমা বিনে কারে আর, কহিব আপন হৃথ ।
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ ।
তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিত্যন্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ ।
মোর চিত্ত কদাচিত্ত, কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে বত হয় হৃথ ॥

বাগেজী—জলদ ভেতালী ।

বিরহ-যাতনা, সাধিরে,
অতি বিরহ হইল, আইল বসন্ত ।
হৃদয়-সোরভ, কোকিলের রব,
সহেনা ও রব নিত্যন্ত ।
হৃদয়কর দ্বিরাটীসম মন মনে,
আগার জীবন বন্দ, মলয়া পবনে ।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকাত ॥

ধাবাজ—মধ্যমান ।

বিরহ-বস্ত্রণা প্রাণ তুমি, জানিবে কেমনে ।
জানিলে আমি কি সন্না, থাকি হে রোদনে ॥
নানাস্থানী যেই জন, তার মন কি কখন,
মজ্জে কোনখানে ?
তারে যেবা দেয় মন, হৃথী কি কখন ॥

আড়ানা—আড়াঠেকা ।

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি ।
দিবানিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করি ॥
রোষাঘিত কদাচিত্ত, যদি তারে হেরি ।
লোকের গল্পন-ভয়, সে কি ভয় অতিশয়,
তারে ভয়ে-ভয়ে ভয়ে-ভয়ে মরি ॥

ভাটিয়ারী—জলদ ভেতালী ।

বল দেখি কি তার কৃতি ইথে হবে,
অর্থনে-সদয় হলে ।

এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাত্তি,
বিরহ গণনা ছলে ॥

সমর্পিত গৃহে বাস, বিরহ দেখে তাদৃশ,
বিনা মিলন অমিয়, জীবনের সংশয়,
হার সখী কি করিলে ॥

আমি কি জানি প্রাণ, অন্তর অন্তরে ।
কি আর নাহিক জানি, তোমার অন্তরে,
দিবানিশি আছ তুমি, আমার অহরে ।
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥

ইন্দু—জলদ ভেতালী ।

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে ।
অনেক জনের আশা, আছেয়ে তোমাতে ॥
ভিলেকে তোমার যোবে মরি হে ভয়েতে ।
কি জানি নিবয় হও, না পাই দেখিতে ॥

ইন্দু—জলদ ভেতালী ।

ছাড় মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাইছে ।
আমায় কি আছে লাভ, তোমায় কাছে ॥
সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায় ।
অসময়ে হাতে ধর, কি হৃথ আছে ॥

ইমব্বকলাপ—তেতাল ।

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন (প্রাণ) ।
তাজিরে আমারে, সঁপিলে বাহারে,
আপন পরাণ, দেখা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হইলাম কণাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ॥

এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি, দেখিতে রোদন ॥

ইমব্বকলাপ—তেতাল ।

তুমি কি জানিবে আমার মন,
মন আপনারে আপনি জানে না ।
জানহ যেমন, করহ যতন,
ইহাতে হে প্রাণ, আন করে না ॥
বাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, হুগম যেমত,
বুঝেছ তুমি ভো, কারেও বলো না ॥

ইমব্বকলাপ—জলদ তেতাল ।

জানি হে নাথ, তোমার যেমত,
পিরীতে হে কত মত ব্যবহার ।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন-সংশয় দেখে,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, কতি কি তোমার ॥

ইমব্ববুরি—জলদ তেতাল ।

সদয় রহিও, স্তন প্রাণপ্রিয়,
নিদয় না হয়ো নাথ ।
প্রথমে যে রীতে, মজালে স্মারিতে,
সেই রীতে রেখ চিত ॥
ধন, প্রাণ, আর মন, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে,
কর যা হয় উচিত ॥

ব্রিফিট—জলদ তেতাল ।

অন্য যায় যায়, প্রাণ যায় রে,
নিষেধ না মানে করি কি এখন ।
আশা তাহার নিকটে, আরে নাহি মন ॥
বাহারে আপন জানি, সঁপিলাম প্রাণ ।
সে যদি না রাখে আর, পারে কোন জন ?

আলাইয়া ব্রিফিট—জলদ তেতাল ।

নয়ন নিকটে থাক অন্তর হইও না ।
অন্তর হয়ে, অন্তর আমার আলাইও না ॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জান না ।
জানিলে অন্তরে ভর কখন হইত না ॥

কালান্ধা—টিমে তেতাল ।

মন তোর মোর একই স্বভাব কি লাভ আর ।
দুই মন এক মন হওয়া অতি ভার ॥
উভয়ের প্রেমগুণে জানিবে এ সার ।
রীতে রীতে, চিতে চিতে, মুখ বে অগার ॥

ভাঙ্গিয়ারী—জলদ তেতাল ।

বরিষে বন বন বন কেন পরজ বন ।
ভায়ে চাতকী মরে, স্তন স্তন স্তন ॥
মিলন সময় নিকট হইলে,
বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে,
ভূষিত ডাকিছে বারি, আন আন আন ॥

ইমব্বভূপালী—একতাল ।

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ, বুঝেছ আমার মন ।
কি পরমাদিক হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মন, করেছিলাম প্রাণপণ,
তুমিতে বুঝিলে এবে, পুঝিল সাধন ॥

ব্রিফিট—কাওয়ালী ।

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে ।
সদয় হইবে শরী কাড়য় চকোরে ॥
পুনঃ অহুকুল নাথ, হইবে অবিরে,
হেথিও বিধুমুখ ভূষিত-মুগ্ধে ।
পুঝিবে মনের আশা চুখ বাবে কুরে ॥

কানোড়া—জলদ তেতাল।

দেখ দেখি কি মুখ সখী, এমন পিরীতে ।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবানিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয় পরে,
জিলেক ফিছেদে হয় বিরহে জলিতে ॥
নয়ন প্রবণ তৃকু, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচ জন মুখ-লোভে ডুবেল হৃৎখেতে ॥

কানোড়া—জলদ তেতাল।

এসো রসরাজ বিরাজ নলিনী ভবনে ।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ,
কেতকী কণ্টকে কেনে ?
বেশন বডন আমি করি হে তোমারে,
তোমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ,
বুঝিতে না পার মনে ।

কাকী—জলদ তেতাল।

এত কি চাতুরী সহে প্রাণ,
তোমার পিরীতে দিবানিশি যুরে আঁখি ।
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
শর্তা সরলা মনে, উচিত হয় কি ?
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখনা হে দেখি ॥

কাকী—জলদ তেতাল।

পিরীতে এই তো লাভ, হইল আমারে ।
নয়ন সব জীবন, অনল অন্তরে,
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে ॥
লোকলাজ কুলভয়, রহিল কোথারে ।
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে ॥

কাকী—টিম্ব-তেতাল।

তুমি কি আমারে ত্যজি, পার হে রহিতে ।
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, বাহ্যে দেখিতে ॥
না দেখিয়ে ষোড় মুখ, বাঁচিবে কেমনে,
তব মন ধল প্রাণ, আমার হাতেতে,
আমারে বিরস করি, রবে কি মুখেতে ॥

কাকী—জলদ তেতাল।

কমলিনী তব প্রাণ মধুকর ।
শুনহে ভ্রমর, এবে এই কর, নয়ন অন্তর
হইও না, বাসনা এই মোর ॥
বিরহ-অনল, না হেরি প্রবল,
ইহাতে হে বল, কে না কাতর ।
মানতে কত, কহি অহুচিত, হইও না
ভাবিত, চকোরী কি ত্যজে শশধর ॥

কাকী—জলদ তেতাল।

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী ।
বিরস বদন, করোনা কখন, শুনলো বচন,
প্রাণের অধিক তোমারে জানি ॥
হৃদয়-কমল, নহে প্রাণ,
নয়ন সজল, নিরখি ধনি ।
এরূপ দেখে, যদি হয় সুখী, ইহাতে
কতি কি, হরষিত হওলো বিনোদিনী ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কমলিনী হের না ভ্রমরে ।
অনুগত জনে মান, প্রাণ, সত্যত কে করে ॥
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে ।
বল তবে প্রিয়ে সে ওলো, বাইবে কোথারে ॥

কাকী—পল্যঙ্গি-আড়াঠেকা।

নয়ন নয়ন আলিঙ্গন মনে মনে মিলিল ।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর,
অন্তরে অন্তর পশিল ॥
উজ্জ্বল প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব, মজিল ॥

কামদ-আড়াঠেকা।

পিরীতে কি মুখ সই,
যে না পারে লাজ ত্যজিতে ।
মনে উপজয় মুখ, লয় হে হৃৎখেতে,
কখন বাসনা নহে জিলেক ত্যজিতে,
কখনেক কি মুখ হয় তার সহিতে ॥

কামাংড়া—জলদ তেতাল।

পিরীতি প্রতি রয় মতি, অতিশয় বাসনা।
এ রতন নিধি, পাইলাম যদি,
হে বিধি বিবাকী হৈও না ॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি, হয় নিরুত্তির বাকী,
হুই হয় এক, সদা দেখ এক,
অধিক কি হুখ, দেখ না ॥

কামদ—জলদ তেতাল।

প্রাণ জানতো তুমি পিরীতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন হুখেতে থাকয়ে বত ॥
হুখের আশয়ে মন উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, হুঃখেতে সঁপিছ চিত।
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না,
জালালে জলিতে হয়, অধিক কহিব কত ?

কামোদ—জলদ তেতাল।

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে ॥
বাও নাথ শীঘ্রগতি, কামিনী কাতর অতি,
তোমারে ভাবিয়ে।
তার হুখে হুঃখ গিরে, আইলে কি লাগিয়ে ॥
শুন ওহে অলিরাজ, আসিতে না হলো লাজ,
এখানে কিরিয়ে।
সখার উদয় দেখা নহিলে কত কি হয়ে ॥

কামোদ—জলদ তেতাল।

জানিরে প্রাণ যেমন, তোমার আমারে যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার,
কঠিন পরাণ ॥
হুখ বিনে হুখ, নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে,
য হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছ বিধান ॥

কামোদ—খাঁবাজ-জলদ তেতাল।

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে খণ্ডেলী ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কতু হুচে কি তৃষা ?

কামোদ—জলদ তেতাল।

বরষে বন চাতকী কত কি করিছে মনে।
তৃষায় অনল, করে জল জল,
জলধর জল হর কেনে।
শুনি গরজ গভীর, প্লক হয় শরীর,
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কি সে বাঁচিবে প্রাণে ॥

কামাংড়া—আচাঠেকা।

নিরখি বন, বরষে নয়ন, বাহুলতা মূলে।
বাহুলতা মূলে জল, বিরহ-লতা প্রবল,
হয় সেই জলে ॥
শোক-সিন্ধু প্রলাপিত, মনেরে ডুবালে।
হুখতরু তাহে দেখ, উন্নত হল অধিক,
শোভা ফল ফলে ॥

কোদারী—জলদ তেতাল।

প্রেমবাণ প্রাণ, আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার,
বল কি করিলে ॥
বিষয় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরাণ বাণ,
নিক্ষেপ করিলে ॥
এ কথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে কেহ নাহি জানে,
কামিনী মজালে ॥
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, হুখ করণনে,
হুখ না বেধিলে ॥

আলাইয়া—জলদ তেতাল।

যাবে কেমনে হে কাত, এমন বরষাতে।
দেখ বন বন, বরষে নয়ন,
হইবে ভিজিতে ॥
নিখাস প্রলয় বায়, স্থির কি হইবে তার,
দেখ সৌন্দামিনী, রাখি একাকিনী,
শোকের পথেতে ॥

কামোদ বোঁড়—একতালা
 দুখেতে কহিতে আঁখি, আর না হেরির-সখী,
 এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥
 অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
 সময় পাইয়ে দিব, সমুচিত ফল ॥

কামোদ বাঁধা—তেতালী ।
 ছাড়িলে তো ছাড়া না যায় ।
 ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
 অতএব এই বিবি, যাহা করিয ছেঁ বিবি,
 ইহা কি অজ্ঞাথা হয় লোকের কথায় ॥

কেদারী—জলদ তেতালী ।
 একেবারে এত অনুগ্রহ অধানে ।
 এমন সময়, চাইবে নিদ্র, ছিল না মনে ॥
 তোমাংরে হেরিয়ে প্রাণ, শৃঙ্গদেহে এলো প্রাণ,
 বারিবারা বহে নয়নে ।
 বিরহ অনল, হইল শীতল, তব দরশনে ॥

ত্রিফটি বাঁধা—কাওয়ালী ।
 মাখিলে কবির মান, কত মনে করি ।
 দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি ॥
 মম মানে কহে আঁখি, আর না হইবে সখী
 দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি ॥

ত্রিফটি বাঁধা—একতালা ।
 হিম শিশিরে নীরে কেন আসিবে হে মধুকর ।
 জীবন থাকিতে, সত্যত দেখিতে,
 না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর ॥
 যত দিন আছে প্রাণ, কিছু ওহে দরশন,
 এইতো বাসনা মোর ।
 দিবা অবসান হইলে, মিলন হবেন্তো হইলে,
 কি গুণ জ্ঞান অন্তর ॥

কালিঙ্গা—জলদ তেতালী ।
 জানিলেম তুমি প্রাণ রমিক হে যত ।
 অনল শীতল হয় কথায় হে কত ॥
 হেরি নয়ন বুড়ায়, শ্রবণ সূখী কথায়,
 মন আশা কে পূরায়, ভাবি হে সত্যত ॥

ভাগীরথী—জলদ তেতালী ।
 কহিও তারে যারে সখী দেখি, সে কি আসিবে
 বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
 রাত্রিদিন জ্বালায়, একি শীতল হইবে ॥
 মনের মানন এই, কহিবে তাহারে সই,
 যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কূল শীল,
 লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে ॥

কালিঙ্গা—জলদ তেতালী ।
 দিয়েছি যারে, তারে কি প্রকারে,
 কহিব দেহ (প্রাণ) ।
 করে সে যতন, তাহার রতন,
 কি কহিবে এখন, বিনে দেহ ॥
 মিছে অনুযোগ কর, উপায় কি আছে গ,
 দেখ মধুমন, শব্দের বারণ,
 না শুনে বারণ, বলি লহ ॥

কেদারী কামোদ—একতালা ।
 অনিমিষে যারে নিরখে মৃগনয়নী ।
 নিশ্চিত এ জ্ঞান, তাহার পরাণ
 হয়য়ে তখনি ॥
 নীরদ নিমিত্ত কেনী, নিরমল মুখশলী,
 সুবা-ভাঙ্গা, গুরু গুরু হাসি
 মদনমোহিনী ॥

ত্রিফটি—আড়াঠেকা ।
 মন তোরে মনে করে কি মনে করে ।
 রতন অধিক নিধি হলো, বোধেরে ॥
 কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে ।
 শুনি অমিয় বচন, যুধ-সিদ্ধ করে ডান,
 বাচাতে প্রাণেরে ॥
 কি মদন শাস্তকারী, বুঝিল বিচারে,
 কি মনোজ্ঞে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে ॥

পাখা—জলদ তেতালী ।
 প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা ।
 ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তো পুখ না ॥
 জলদ-সারোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
 প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥

কালোতা—আড়া তেতালো ।

। হতে পতন তরু, দহন হইল আগে ।
। মার এ অনুতাপ, তাহাকে ত নাহি লাগে ॥
তে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তব দিয়ে ।
। পনি হইব দারু, আপনানি অনুতাপে ॥ *

পাখাজ—মধ্যমান ।

কি জানি কি ছিলে ছিল বসে
আমারে তাজিবাণ অশে ।
। মিত জানিতাম ভাল, আমায় সে ভালবাসে ॥
অভিমান ছিল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন লয়ে, রগেছে উল্লাসে ভেসে ।
আমার মর্শ্ববদন,
সে কি তা কেনেও জানে না ।
। সে যখন এ গম্বাণ, তাই ভেবে মরি ভতালো ॥

কালোতা—তেতালো ।

কে বলে সগী, সরে জে শলী নাহি পিরীত ।
তার চাঁদমুগ নিরখিলে দেগ,
তদয় কমল হয় বিকশিত ॥
। পনে কমলে পীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন,
। তদয়-কমল হয় মুদিত ॥

১৩বব—জলপ তেতালো ।

যেন স্বন হতে বাতির হতেছে শলী,
নিরদর ঐকপ দেখি দিবানিশি ॥
অমিয় সমান সর, ইথে বৃদ্ধি শশধর,
। মগ আঁখি শোভা তায় সৌদামিনী হাসি ॥

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা রাধামোহন সেনের
এইরূপ একটি গান আছে । ভাষা-ভাবে সে গানটি
পূর্ণ এই গানের অনুরূপ ।

* ঠিক এই গানটি, একটি আখ্যাত কথা পবিবর্তিত
ইয়া । জীবন কথকের গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া
যায় । গানটি কাহার বচিত, তদ্বিষয়ে বিশেষ মত
জ্ঞ দৃষ্ট হয় । এইরূপ আরও অনেক গান নিধু
বাবু ও জীবন কথক উভয়েই সঙ্গীত-পুস্তকে অবি-
লা দেখা যায় ।

ভৈরবী—একতালো ।

শারদ নীরদ রবে, প্রাণ কি রবে,
প্রাণকাত বিদেশে ।
এমন মদুর স্বর, বোধ হয় বিশ্ব-শর,
আমার পরশে ॥
এমন সুখ-সময়, এক বিনে দুঃখময়,
বিবাদ হরিষে ।
দামিনী কিরণ দেখি, সিংহরে শরীর আঁখি,
দুঃখেতে বহিষে ॥

পাখাজ—মধ্যমান ।

তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে ।
আকাশের পূর্ণশলী, সেও কাঁদে কলঙ্গ-ছলে ॥
মৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে ॥

পাখাজ—জলপ তেতালো ।

কেশ-সাঁসি গলে দিলে, প্রাণ, হাসিতে হাসিতে
তোমার বদন-শলী, হেরিতে হেরিতে ॥
ভূরু শক্বেশরাসন, অনঙ্গ হস্মেছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন, বাণেতে বাণেতে ॥

পাখাজ—জলপ তেতালো ।

হেরিতে হেরিতে পথ, কাতর আঁখি । (সহ)
এবার এই হয়, চারিদিকে দেখি ॥
কবে হবে সে যুদিন, মন পুরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অস্থখী ॥

পাখাজ—জলপ তেতালো ।

এই আসে আসে বলে বামিনী গেল ।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল ॥
মনের বাসনা এক, হলো আর বুঝে দেখে,
প্রভাতে চাকরী হুধা পাবে কেন বল ॥

† পাখাজের এই গান এইরূপ দৃষ্ট হয় :—
তোমারি তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে ।
গগনে শরদ শলী, তিনেছে কলঙ্গ-ছলে ।
মৌরভে আব গোববে, কে তব মদুর হবে,
অন্তরে কি সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে ।

ভৈরব—জলদেভতাল।

প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর ভুলিয়ে।
তোমার পিরীতে সদা অলিতে হইবে।
তোমার এ ভাবে ভাব, কেমনে রহিবে।
তুমি হে চকল অতি, বুঝে না বুঝিবে।

খাশাক—জলদেভতাল।

বলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্রি দিন মোর, অন্তর নিরন্তর,
কাতর তার কারণে।
অতি হৃৎ-লাতে পিরীত করি,
দেখনা এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব,
দহিব হৃৎ-দাহনে।
বদি মনে করি তাজিব তারে,
বিরহে বিগুণ দহন করে,
কামিনী সরলে, প্রেমরস-ছলে,
ভুলালে হৃৎ-বচনে।

খাশাক—জলদেভতাল।

তুমি বারে আন গো আপন,
সে জন নিতান্ত তব, কতু নহে আন।
ইহাতে সন্দেহ তুমি, করোনাহে প্রাণ,
যে বারে যেমন তাবে সে তাবে ভেমন।
হৃৎনে হৃৎনে হৃৎ, হয় ত বিধান।
হৃৎনে হৃৎনে হৃৎ, না হয় কখন।

খাশাক—জলদেভতাল।

পিরীতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম নাহি করিতাম,
পরাম কেন হারাব।
বড়নে বাহারে সপিলাম প্রাণ,
সদাই চাকুরী করে সেই জন,
দেখিতে আহারে, হইলে সাধেরে,
কাহারে হৃৎ কহিব।
বদি মনে পেরুল ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সখ্যে আঁখি,
আপনার, বশ হলো তার,
কাহার আমি হইব।

খাশাক—ভেতাল।

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়া না আন যদি স্তনহ হে প্রাণ।
বেরূপ বডন মোর, তোমার কারণ।
কহিতে সে সব হৃৎ, বিনয়ে পাশাণ।
তোমার অধিক আর, আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে, মজাইব মন।

ভৈরব—কাওরালী।

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে।
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে।
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নরনে।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে।
পিরীতি অমির্যাদিক, সকলে বলয়ে দেখে,
বিষম হইল মোর, করমের গুণে।

ব্রিটিট—আড়াঠেকা।

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
বড় দেখি তথাপিহ আশা নাহি পুরে।
বদি বিনয়েতে মন, স্থির হয় কণাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলার তাহারে।
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপার, বাঁচি কি প্রকারে।

কালাড়া—জলদেভতাল।

ধাক ধাক হৃৎ ধাক; যেখানে হৃৎধাক
কি কাজ কমলে।
নিরন্তর নীরেতে দেহ জলে।
নালা কুহুম কাননে, তুমি ভো সিরিলে,
নলিনী সলিলনাসী না হেরিলে।

ব্রিটিট খাশাক—কাওরালী।

কহেন না না ব্যাধ সবী তর কত গুণ।
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ, করে বারে মন।
স্থিরি বিহারে হই বিচ্ছেদ মলিন।
হৃৎনে বাহিরে রাখে সে জন এমন।

তৈরব—জলদুত্তেভালা।

আগে কি জানি সেই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে, মনেয়ে মজাবে।
আকাজনার ভার প্রাণ কতেক সহিবে।
যাতনা পাইলে ওলো সেও ত ত্যজিবে।

গোঁড় মল্লার—জলদুত্তেভালা।

কি হুখ দেখনা বন গরজে বরষে।
শরীর উজ্জাস মোর, পরশে পরশে।
জেকে বাজাইছে তেরি,
সহীরণ বীণাধারী, চাতকী আলাপে পিউ,
মনের হরিষে।

জয়জয়ন্তী—জলদুত্তেভালা।

পিরীতি হুখের লোভে,
মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ, হুখের ভাজন।
বিচ্ছেদ-মিলন-আশে, থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ, বিচ্ছেদ কারণ।

গাড়া-বিব্রিট—আড়াঠেকা।

কমলে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
কোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে।
৷৷ বিনে শূন্ত লেখ, থাকে কি প্রকারে।
সী বিনে নিশি কোথা, বল শোভা করে।

জয়জয়ন্তী—জলদুত্তেভালা।

শয়নে নীড়ল থাকি, শুন ওলো সখি।
চতনে সন্মিলে তাসি, বোরো ওলো আখি।
পিরীতি করিলে লাভ, হয় লো এই কি।
দলা হুখে দহে মন, কদাচিত সুখী।

তৈরব—জলদুত্তেভালা।

মনেক সাধের হুখে, প্রাণ হুখ পাছে হয়।
হুজনের কথা তন সদা ওই ভয়।
খামার যে মহে মত, যদি ভায়ে হও রত,
তবে বুকে দেখ দেখি, কিসের প্রাণ।

গোঁড়—জলদুত্তেভালা।

তুমি বা বুঝিলে প্রাণ, সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কখন,
বোধ নাহি হ'ল হ'ল।
এতেক করি বতন, তবু না পাইলেন মন,
আপনারি মন, দিয়াছি বখন,
উপায় কি বল বল।

বিব্রিট—কাওহালী।

কত ভালবাসি তারে, সেই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পূর্ণকিত মম অঙ্গ সব।
বতকণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব।

বিব্রিট—জলদুত্তেভালা।

নয়ন অন্তরে তোর, প্রাণ বলনারে,
করিব কেমনে।
বদি নিরন্তর তুমি, আছ মোর মনে।
বাহিরে না হেরি যারি বহে নয়নে।
তোমারে পেয়েছি আমি, অনেক বতনে।
ভিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে।

জয়জয়ন্তী—জলদুত্তেভালা।

সতত বতন আমি, করি যে বেমন। (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব, আমার কারণ।
জীবন যৌবন হুখ, সব অকারণ।
বিনে দরশন তব ও বিধুবান।

লিহু—আড়াঠেকা।

পিরীতের শুভাশুভ, বদি জানি সেই,
কারেও বলোনা।

ভাজিতে না পারি বাহ্য, জাহার কি পোচনা।
কণেক হুখাসাগর, কখন হলাহল শর,
বত হুখ তত হুখ, মনে কেন দুখ না।
দেখি পিরীতি রক্ত, পাইয়াছে বেই জন
ভাজিতে লংঘন প্রাণ, কণি যদি দেখনা।
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবনে বোহেতে হুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ হুখ, তথাপিহ তাকে না।

ত্রিখিট বাঁধাজ—কাওরালী ।

বেগানে থাকহ প্রাণ, ভুলনা অধীনী জনে ।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জে ॥
তোমা বিনে কেহ যদি, অস্ত্র নাহি জানে ।
কতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে ॥

বাঁধাজ—জলদ তেতালী ।

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী ।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥
হরি হরি মরি মরি, মান তরে তর করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরনী ॥
আলুয়ে পড়েছে বেশ, বিধািনী হৌন বেশ,
তোমার বিরস শৈব, মৎশে মোরে ধনি ॥
জলিন বদন-শলী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি !

পিলু—জলদ তেতালী ।

পিরীতে সখি এই সে হইল ॥
লাজ তর কুল শীল সকলি মজিল ॥
না করিলে গুণাগুণ বোধ নহে কলাচন,
করিলে মরি এখন, দেখ তার ফল ॥
পিরীতি রতন যদি, বডনে মিলাল বিধি,
হিরে এমন নিধি দুঃখ নাহি গেল ॥

সিন্ধু বাঁধাজ—আড়াঠেকা ।

জন অধিক তোরে প্রাণ, করি যে বতন ।
না নাহি যায় তাব তোমার কেমন ॥
ধন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
বলা সরলা, আলা মিওনা কখন ॥

ত্রিখিট—আড়াঠেকা ।

ডন ডন ডনরে প্রাণ,
অধীনী জনেরে, নিদয় হইও না ।
বিরহ-বরষা ঘুরি কুসি আস না ।
আনিলে আশাওনা আশাইতে না ॥
বিভা বলিতা লজ, কুণ দেখ না ।
কখন কখনো কখনো, শোভা থাকে না ॥

ত্রিখিট—জলদ তেতালী ।

নয়নে নয়নে রাধি, (প্রাণ)
অনিমিষ হয় আধি, বাসনা মনেতে ।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী ।
কি জানি অন্তর হও, ওই ভয় দেখি ॥

ত্রিখিট—তেতালী ।

রাহর আহার শলী, যে বিধি করয় ।
পিরীতি বিচ্ছেদ বুঝি, ত হা হতে হয় ॥
এই খেদ হয়, প্রেম মুখে তার, বিচ্ছেদ মিলায়,
চমকেতে প্রাণ যায়, সগা ওই ভয় ॥

ত্রিখিট—তেতালী ।

কেমনে তোমার আশা পূরাইব মন ।
একে তুমি তাহে আর কামিছে নয়ন ॥
অভাব এই কর, নিজ আশা পরিতর
নয়নেরে শাস্ত কর, এই সে বিধান ॥

ত্রিখিট—তাল হরি ।

প্রাণ তুমি জান না যেমন আমার মন ।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন ॥
চকোর চাতকী বেন, হেরিবারে শলী বন,
চকলিত থাকে যেমন ।
মবির কারণে কবি, বেরূপ কাতর জানি,
ভতোধিক তোমার কারণ ॥

ত্রিখিট—জলদ তেতালী ।

পিরীতি না জানে সখি, সে জন সুখী কেমনে ।
যেমন ভিমিরালয় দেখ লীপ বিহীনে ॥
প্রেমরস সুখাপান, নাহি করিলে যে জন,
সুখায় তার জীবন, পশুসম নমনে ॥

ত্রিখিট বাঁধাজ—কাওরালী ।

অকলা সরলা অতি প্রাণ, শঠতা কি সহে ।
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে ॥
হৃৎসের এই রীতি, তোবে তারে যে বেদত,
বিশেষ অবিনে কেহ বিরূপ না করে ॥

ঝিঝিট—তেতাল।

ভাল ত ভুলালে প্রাণ, বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ডুরি, হাসিতে হাসিতে ॥
অতি সাধ করে আমি, বিলাস গলেতে।
উচিত তোমার হয়, চাতুরী তাজিতে ॥
অবলা সরল। অতি, বুঝে মনেতে ॥

ঝিঝিট—একতাল।

হলো হলো হলোরে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমতে তোমার ॥
এই তো হইল লাভ রোদন সার ॥
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে হুঃ, নহে ত বিচার ॥

কলাপ—জগৎ তেতাল।

আমি কি কখন তোমারে,
ওরে, না দেখে থাকিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য ঘেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিরাছি মনে,
কদাচিত নহি হুঁধী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সঙ্গ সাধ করি ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজ্ঞে হুঃ আ?সে রোদন ॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি আগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥
তুমি যে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন ॥

ঝিঝিট—তাল হরি।

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল যে নাথ।
সদাই চাতুরী করি আশাইতে চিত।
মনেরে ভুলাইরে লইরে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয় তো বিধান,
তা না করে যথিবারে হলো যে মত ॥

ঝিঝিট—চিমে তেতাল।

বাও তারে কহিও সখি,
আমারে কি ভুলিলে। (হে)
বিরহে তব প্রাণ সংশয়,
ভাসি আমি নয়ন-সলিলে ॥
আসিবে আশ্রয়ে, পথ নিরর্থনে,
আছি প্রাণ; তোমার মনে প্রাণ,
জানি কি আছে প্রাণ,
গেলে কি হবে আইলে ॥

আলাইয়া—জগৎ তেতাল।

আর এলে না প্রাণ, মান করে যে গেলে
মান করি প্রাণনাথ, এই সে করিলে,
কেন অবলা মজালে ॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে দোষ,
‘অবে দোষ থাকে যদি, যায় তো বুঝালে,
না করি মানেতে রহিলে ॥

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

প্রাণ তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি আশি,
অশ্রু জনার মন পেয়ে আমারে দিওনা কাকি ॥
শুন প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি মেগান্তরে রই, হৃদকমলে তোমায় দেখি ॥

লিঙ্গু—কাওরালী।

‘অমর করেছে রে প্রাণ প্রেমহুঃখাগানে।
আর কি বখিতে পার বিচ্ছেদেরি বাণে ॥
যে করেছে পান অমৃত, তার কি আর আছে মৃত,
রাহকেতু লীলীকৃত, বৈচে আছে প্রাণেশ্রাণে ॥

ঝিঝিট—জগৎ তেতাল।

কেন এত নিদ্রা হইলে অসীমী জনে।
দিবাশিশি ছাদিগরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তরে ছুঁলিলে কেমনে ॥
তোমার প্রতি মোর মন, প্রেমস্বামী একে
জির তাহ করে কখনে।
তোমার কেমনা আঁখ, নাহি হয়
এবে লাভ সলিল নয়ন ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতাল।

ওই দেখে সই, নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে ।
যাহার কারণ, কিবা রাত্রি দিন,
দহিতে দেখে না আসিয়ে ॥
কই কই বলে ধনি, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন,
অনিমিখে রহিল চাহিয়ে ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

পূজিব পিরীতি প্রেম, প্রতিমা করে নিৰ্ম্মাণ ।
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান ॥
যাবনে সাঙ্গায়ে ডালি, * কলঙ্ক পুরি অঙ্গলি,
বক্ষেণ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥

ক্লিষ্ট—আড়াঠেকা ।

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে ।
মমাধিক স্থখী হতে অবশ্য সে পারে ॥
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে হুংখ যায় দূরে ।

ক্লিষ্ট—কাওয়ালী ।

শুন লো সই, এখন কহিলে কি হবে ।
করেছি যে কাজ, তাহার উপায় কি হবে ॥
বটে লো বিরহানলে জ্বলয়ে পরাণ,
হুংখ তাজিবারে মন হয় লো কখন,
হেরি হুংখ যার হুংখ কে জনে ভুলাবে ॥
লাজ ভয় সব যায়, প্রথম মিলনে,
মিলিলে পিরীত হয় কত খেদ মনে,
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে ॥

সিন্ধু—জলদ তেতাল।

আমি স্থখী হলে যদি, তুমি স্থখী হও ।
তথাপি আমা হইতে, সুখের উদয় ॥
হুংখের উপরে মুখ, যার হুংখ তার হুংখ,
এক স্থখী আরে স্থখী, কেমনে বুঝাবে ॥

ক্লিষ্ট—কাওয়ালী ।

সদা সুখে থাক হে প্রাণ আমার বাসনা ।
আমার কারণে তুমি, ভাবনা ভেবে না ॥
তোমার কি ক্রতি আমি পাইলে যাতনা
বুঝিলে আমার দুঃখ কখন হতো না ॥

ভৈরবী—জলদ তেতাল।

গোসা করোনা প্রাণ আমার কি দোষ ।
গুরুজন ভয়ে মরি, তুমি কর রোষ ॥
পরান কাতর হয়, দেখিলে বিরস ।
তুমি ইহা নাহি বুঝ, খেদ হে অশেষ ॥

খাম্বাজ—তেতাল।

বিরহেতে মরি হে বিধি, অমূল্য হইও ।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিমুক্ত করিও ॥

যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর,
এবে সে এই বাসনা, তাহাতে মিলায়ে ॥
পবন তার ব্যঞ্জনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রেখে তার ব্যবহারিয়ে ॥
পদ বিরহণ যথা, পৃথ্বী-অংশ রেখে তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিও ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতাল।

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ, আমার হইবে ।
কে জানে চাতুরী করি, সত্যত জালাবে ।
আগে কি জানিব আমি, এমন করিবে ।
আমার হৃদয়ে থাকি, আমারে ভুলাবে ॥

খাম্বাজ—জলদ-তেতাল।

মান-তাপে তাপিত প্রাণ, ছিলাম হে নাথ ।
সমানর কে করিবে, কুসঙ্গে মোহিত ॥
মান ভরে কে কাহারে, আদর করিত ।
ইথে মন ভার এত, করা কি উচিত ॥

খাম্বাজ—জলদ-তেতাল।

আনিলাম প্রেম শ্রিয় আমার যেমন ।
তোমার হে হয় তারে, কর সদা জ্বালাতন ॥
নীর হতাশনে তব, আছে দুই গুণ ।
মামি হতাশনে অলি, জল কোথায় এখন ॥

খালোইয়া ঝিকিট—জলদ-তেতাল।

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে ।
ধার গমন ঋতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখ না পারি সরিতে ।
আঁখি মোর অনিমিষ পেরিতে হেরিতে ॥

খাশাজ—জলদ-তেতাল।

হইলাম তব বশ যা কর এখন ।
বাঁচালে বাঁচাতে পার, বধ কে করে বারণ ॥
আপনার বশ আমি, নহি ত এখন ।
যতন করিয়ে প্রেম, করেছি যখন ॥

ঝিকিট—জলদ-তেতাল।

একি বাক্যকি রাত্রি দিন বুঝলে বুঝে না ।
তোমা হতে আর পারে, আমার ভাবনা ॥
অমিয় তাজিয়ে বিধ, খায় কে বল না ।
আমার অমিঃ পানে, নাহি কি বাদনা ॥

গারা-কাফি—আড়াঠেকা।

প্রাণ, সেই সে রসিক,
যে সুখ-মাগরে সদা বিহরে ।
হৃৎ অভিমানী দেখ যার অনাদরে ॥
পিরীতি পরম সুখ, যাহার বিচারে,
সদা সুখ-রস পান সেই জন করে ।
বিরস কখন নহে, হরিষ অন্তরে ॥

গারা-ঝিকিট—আড়াঠেকা।

কে আপন অধিক তোমার ।
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার ॥
তোমার হইয়ে আমি, হইব কাহার ।
সুখা তাজি বিধ খায় হয় কি বিচার ॥

গারা-কাফি—আড়াঠেকা।

প্রাণ চাহ লো প্রেমদী,
কমল নয়নে অধীন জনে ।
মান তাজ হাস প্রাণ, বিধু বদনে ॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নহি কদাচনে,
পলকে হেরিলে পুনঃ, সুখী হই মনে,
ইহাতে বিরস হলে, বাঁচিব কেমনে ॥

গারা-ঝিকিট—জলদ-তেতাল।

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন ।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন ॥
যেমন তোমা-রে আমি করেছি সাধন ।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন ॥

গারা-ঝিকিট—হরি ।

মননে নহে এত সুখ যত বাহু দরশনে ।
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত,
বহিত সলিল নয়নে ॥
চাহুখে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ,
কৌদূশ না যায় কহনে ॥

ঝিকিট—কাওরালী।

এত ভালবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে ।
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে ॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল ॥
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বিধবার তরে ॥

বাগেত্রী—আড়াঠেকা।

আমার কি হলো সুই, ওলো ধর ধর ।
বিরহ বাতাসে, সন্ধনে হতাসে,
অঙ্গ কাপে থর থর ॥
পিরীতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি হুঃখ,
সুখ আশ করি, এখন যে মরি,
তলু হলো জ্বর জ্বর ॥

ভৈরবী—জলদ-তেতাল।

আমার কি অমতন প্রাণ তোমা-রে ।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমা-রে ॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ॥

ভৈরবী—কাওরালী।

হউক আমা-রে যত, করহ যতন ।
তার সাক্ষী দিবানিশি, দহে মোর মন ।
তোমার জ্ঞানের কথা, অকথা কখন ।
অনল অন্তরে মোর, সজল মন ॥

শ্বিগিট খাখাজ—কাওয়ালী ।

তারে ভুলিব কেমনে ।

প্রাণ সঁপিয়া ছি যারে, আপন জেনে ॥
যার কি সেরূপ ভুলি, প্রেম-ভুলি করে ভুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে, অতি যতনে ॥
নবাই বলে আমারে, মে ভুলেছে ভুল তারে,
সেদিনে ভুলিব তারে, যেদিনে লবে শমনে ।*

শ্বিগিট—জলদ-তেতালী ।

প্রাণ তুমি প্রেমসিদ্ধ হয়ে, বিলুপ্তানে রূপ হলে ।
প্রেম পিপাসিত জনে, উপায় কি দেহ বলে ॥
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বকিলে ॥

শ্বিগিট—কাওয়ালী ।

সে কি আমার অযতনের ধন ।
মন প্রাণ স্থলীভল করে যেই জন ॥
তবে যে অশ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তার সকলি প্রেমেরি কারণ ॥

দরবারী কানোড়া—জলদ তেতালী ।

যে যারে ভালবাসে,
সে তারে ভালবাসে না—কে বলে ।
তার সাক্ষী চাতকিনী তবায় ব্যাকুল,
নীরদ ভেমনি তারে, তোমো ধারা জলে ॥

দেওগিরী—তেতালী ।

দেখ পিরীতের সই দুই গুণ ।
দিবাকর-নিশাকর, দুইয়ের গুণ যেমন ॥
প্রচণ্ড তপনং, বিরহ করে দাহন ।
মিলন শশী স্বরূপ, হুখ করে বরিষণ ॥

শ্বিগিট—মধ্যমান ।

সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয় ।
জানি আমি তার সনে, কতু ত বিচ্ছেদ নয় ॥
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে,
তা বলে কি মানে মানে, অভিমানে রইতে হয় !
সখি গো আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে, হৃথ তৃথ সব নয় ॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয় ।*

শিদ্ধ খাখাজ—আড়া ।

অনুগত দোষী হলে, তার গৌণ নাহি লয় ।
মহতেরই এই রীতি আপন করিয়ে লয় ॥
দেখ মলয়া গিরি, বেটুত ভুলঙ্গ,
গরল সরল হয়, মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছেড়ে কি উদয় হয় ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

তবে তার কে করে যতন ।
বলীভূত হ'ত যদি আপনানি মন ॥
প্রথম মিলন কালে, হাতে চন্দ্র এনে দিলে,
প্রেম-কাঁসি গলে দিয়ে, পলায় সে জন ॥

খাখাজ—টিমে তেতালী ।

প্রাণ কেন এত রোষ কর, অধীনী অবলা পর ।
তুমি ধন মন প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন,
অন্তরে হয় মোর ॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার ।
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন,
ভয় নাহি আর ॥

* এই গানটির নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কোনও কোনও পুস্তকে হরিমোহন রায়ের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :—

“তারে ভুলিব কেমনে ?

মন প্রাণ সঁপিয়া যার চরণে,
যার কি সে রূপ ভুলি, প্রেম ভুলি করে ভুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিপি, অতি যতনে ॥”

* কোনও কোমত সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি ঐধর কথকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় ।
নিধু বাবু ঐধর কথক, উভয়েই প্রায় সমসাময়িক ।
সুতরাং কাহার রচিত, এখন নিশ্চয় করা কঠিন ।
তবে বঙ্গবাসী আফিস হইতে লংগুহীত ঐধর কথকের গানের মধ্যে আমরা কিছু এই গান পাই-
লাম না ।

দরবারী-কানাড়া—জলদ-ভেতালী ।

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার ।
যাহার বদন, বিরস কখন,
দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদার ॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত হুংখ প্রাণ,
তুমিও তো জান, বুঝাব কি আর ॥

দরবারী-কানাড়া—জলদ-ভেতালী ।

মন হরণ মন করহ যতন, বলি হে তোমায় ।
নিলে এক গুণ, হইবে তো জান,
দিতে হুই গুণ না রবে কথায় ॥
সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমারে নয়ন, ছাড়িতে না চায় ॥

কানাড়া—আড়াঠেকা ।

এ রসে বিরস কেন, সরস বসন্তে ।
মানসর কুহসর, ভেদ কি কৃতান্তে ॥
মলয়া সমীর, বহে ধীর ধীর, জলায় জলন্তে ।
ফুলবাস, করায় রোষ, মদন হুরন্তে ॥
খাকিলে অন্তর, জলিত অন্তর,
কেবা করে শাস্তে ।
খামিনীর কামিনীর হুখ পায় কান্তে ॥

হুয়ট—কাওয়ালী ।

আমি হে তোমার প্রাণ, বুঝিছ মনের মত ।
নহে কি সকলাধিক, যতন কর কি এত ॥
না দেখিলে জালাতন, দেখিলে হরিষমন,
বেরূপ যতন কর, কথায় কহিব কত ॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন হুজন সনে, থাকিতে সাধ সদত ॥

ভাটগারী—জলদভেতালী ।

না বুঝিয়ে প্রাণ, কেন কর এত অভিমান ।
তোমার অধিক করে, করি হে যতন ॥
ভুলিয়ে জলে আপনি, লীডল নহে সে জানি ।
ঘুটাইয়ে ভ্রম দেখ, মনের সমান প্রাণ ॥

বেহাগ—জলদ-ভেতালী ।

কিসের কারণ বিধুমুখি, করিছ তুমি অরুণ আঁখি,
তোমার বিরসে, আর কোন রসে,
হৃদিপদ্ম হবে বল হুখী ॥
তোমার চন্দ্র বদন, আমার চকোর মন,
ইহাতে অরুণ-বরণ নয়ন,
করি কর কেন এত হুখী ॥

কানাড়া—জলদ-ভেতালী ।

অনেকের প্রাণ তুমি রে,
এখন আমারে মনে কেন করিবে হে ।
প্রথমে না জানি অনেকের প্রাণ,
আমার প্রাণ, মরি হে দেখনা এবে ॥
তোমার আছে অনেক, আমার তুমি হে এক,
ইহাতে উচিত যে হয় করিবে ।
কি কব আর বাসনা সদয় রবে ॥

ভৈরবী—জলদ-ভেতালী ।

ভ্রমরা রে কেন মিছে, লাজ করিলে কি হবে ।
কখন না হয় মনে, স্বভাব তাকিবে ॥
অনেকের প্রাণ তুমি, হুখ কি বুঝিবে ।
হইলে আমার মত, জানিতে হে তবে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

আপনার মত বিনে হুখী কে কোথায় ।
মন মত হলে চিত, হুখ হয় কত মত,
বলা নাহি যায় ॥
যে যার আপন হয়, সে হয় তাহার ;
ভিন্নভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার ;
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রূপ,
সম্পেহ কি তায় ॥

খিখিট বাবাজ—চৈতনভেতালী ।

অনর্থ চিন্তাধরে ডুবিলে ।
পন্নয়ে আপন ভাবি, পরাণ সঁপিলে ॥
নিভ্য নিভ্য করি মনে, মিলিব তাহার সনে,
নিকটরে দূর বোধ, কাহারে করিলে ॥

বারীয়া—হুঁয়ী ।

পিরীভের হুখ ভ্রম জ্ঞান হুখময় ।

যাহার যেমম মন, তাহার ফল তেমন,

হয় হে উদয় ॥

প্রেম করি হুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,

কখন সমুহ হুখী, কখন হু-দিন,

এক জ্ঞান হলে চিত্ত, হুখ হয় কদাচিত্ত

হুখ অতিশয় ॥

খিঁকিট—আড়াঠেকা ।

মানিতে মনকে মিছে, নহন করিছ (প্রাণ) ।

না দেখে কমলমুখী, অলির কমল আঁধি,

কমল জীবন মন, তাহা তো শুনেছ (প্রাণ) ॥

যাহার যেবা স্বভাব, তার কি হয় অভাব,

বুখায় ভাবিছ ।

অগ্র অগ্র ফুলগণ, বলয়ে অলি রাজন, .

সে অলি কমলাধীন, তুমি ত জেনেছ (প্রাণ) ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

অনেক দিবস পর মিলন হইল ।

নিরহ-বিষ-অনল, ছিল অধিক প্রবল,

তাহা যে শীতল হবে মনেতে না ছিল ॥

মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেত্রি তেঁই প্রাণ,

তোমারে পাইল ।

কত হুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব,

আনন্দসাগরে মন, নয়ন সজল ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে

এমন সময় ।

যদি কোন জন, কহে কুবচন,

জলিবে জলিবে তার ॥

উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়,

আমার এমত হউক সম্মত,

ভয়েয়ো কি থাকে ভয় ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

সখি কোথা পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম ।

যাহার কারণে আমি, কলঙ্ক হইলেম ॥

পরান কেমন করে, রহিতে না পারি স্বরে,

হুখ-আশে হুখ-নীরে, এবে যে ডুবিলেম ॥

আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,

জানিলে কি করি প্রীত, না জেনে মজিলেম ।

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

অবিনী জনে প্রাণনাথ, নিদয় হয়ে,

ছিলে হে কেমনে ।

ও বিধুবদন না হেরিয়ে প্রাণ,

জলিত জীবন সম্বনে ॥

শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিত্ত;

অবিনী বলিয়ে মনে, নাহি কি করিতে ॥

একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি,

নিবারি হুরস্ত মদনে ॥

এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে,

তেত্রি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে,

ছিল হে জীবন, শুভ দরশন,

হইল নাথ তব মনে ॥

খিঁকিট—আড়াঠেকা ।

পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ করিতে গোপন ।

মুদিত কমল, দেখিলে কেবল,

যখন উদয় অরুণ ॥

তিমির আলায় দীপ, দেখায় দেখে কিরূপ,

তিমির কখন, উজ্জ্বলে বারণ,

করয়ে কে জান, বলনা এখন ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

সে জানে না, আমার মন, যেমন তার তরে ।

আনিয়ে বুঝনা কেন, বিচ্ছেদের হতাশন,

নহন করিবে মোরে ॥

তারে জেনে এই হলো, নয়ন সলা সজল,

কহিব কারে ।

বারে কর সেই জন, হুখ-হুখের কারণ,

সে যিনে হুখী কে করে ॥

মিথিট—জলদত্ততাল।

আমার মনের চুপ, আমি কারে কহিব ।
ইহার উপায় কি, বিষ খাইব ।
কি মকরপুরে গিয়ে লীডল হইব ॥

বেহাগ—জলদত্ততাল।

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে ।
পস্থানে থাকে কি বাহির হইবে,
বল না আমারে ॥
অধীনে সদয়, হলে দ্রুতি হয়, বুঝেছ অন্তরে ।
ইহাতে কেমনে প্রবেধিবে মনে,
ধাকি কি প্রকারে ॥
অনুকূল বিধি, যদি প্রাণ নিধি,
দিলে হে আমারে ।
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিষ কাহারে ॥

বেহাগ—একতাল।

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণ,
তারে আর সাধিব না ।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমনে করয়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না ॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন,
কি করি বল না ।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত বাতনা ॥

পরজ—আড়াঠেক।

শুন সই মোর মন মজিল এখন কি করি ।
পশ্চিমে অরুণোদয় হলে পাসরিতে নারি ।
কুল লীল অভিমান, ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে,
তাজিলে তখন মরি ॥

পরজ—আড়াঠেক।

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন-মলেতে ।
কেশ শেষ ঝাঁসি তাহে, দিলেছে পলেতে ॥
যদি প্রাণপণ করি, চাহি পলাইতে ।
যাইতে না দেয় তার, ঈষদ্ হাসিতে ॥

পরজ—জলদত্ততাল।

দেখিবে আঁপনমত আপন জনে । (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে ॥
দৈবের ঘটনা ঘাহা, বল কে বুঝিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে ॥

পরজ—জলদত্ততাল।

কেন লে। প্রাণ নয়নে অরুণ উদয় ।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁধি রবি হৃদিকমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, লীডল করিত মন,
এখন তা নয় ।
আজু ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥

পরজ—জলদত্ততাল।

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার মন ।
জেনে যদি না জানিবে, কে জানিতে পারে,
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন ॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর,
না জানি কেমন ।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে, আমি হই যেমন ॥

পরজ—জলদত্ততাল।

কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি তোমার ।
হৃদয়-সরোভাসনে, করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর,
দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিত্ত হয় আঁধি,
হৃৎস্পর্শে অপার ।
পিরীতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহাতে,
সে মান উদয় হলে, উভয়ে কাতর ॥

লগিত—আড়াঠেক।

দেখিতে দেখিতে কোথা, সুকাইল ওলো সাধি ।
আঁধি পালটাতে পুনঃ, তারে আর নাহি দেখি ॥
কণে করশনে আঁধি, কলাচিত হয় হৃদী,
তৃষা অভিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি ॥

১৭৬—জগদ-ভোগা ।

আমারে কিছু বলা না সহি ।
মন মোর তার বণ হলো ।
লোকনাথ কুলভয়, কোথায় রহিল ॥
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূল দিলে বিধি,
এ যতনে যায় প্রাণ সেই বরণ ভাল ॥

পাহাড়ী-মিষ্টি—জগদ-ভোগা ।

এত দিনে মন বণ হইল নয়ন ।
তার সে রূপ হৃদয়ে করছে ধ্যান ॥
বাছে অদর্শনে হুখী, নহে কদাচন ।
সদা মনযোগে তায়, করি দরশন ॥

পরজ—জগদ-ভোগা ।

এমন করোনা প্রাণ, অবীণী জনের সহ ।
নিভাত্ত সে হল তব, তারে মিছে কেন দহ ॥
অবীণে সদয় থাক, নিদয় হইলে হুখ,
এ হুখ মোচন করে, কোন জন আছে কেহ ॥

পবজ—জগদ-ভোগা ।

দেখিতে দেখিতে তোরে, অনিমিষ হয় ঈষি ।
বুঝতে না পারি দেখ, হই আমি কত হুখী ॥
ভাবনা-রহিত মন, আমার হয় তখন,
মনপুরে মহানন্দ, আর কিছু নাহি দেখি ॥

পাহাড়ী-মিষ্টি—ভোগা ।

রাতে রীতে চিত্ত চিত্তে, মিলিলে সে সুখ হয় ।
হরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ॥
স্বভাবে অভাব ভাব, ভাব দেখি সে কি ভাব,
ছাগে বাবে সভাসতে ফিসের প্রণয় ॥

পরজ—জগদ-ভোগা ।

কেতকী এত কি প্রেমসী তব মধুকর ।
নলিনী নিরাশ্রয়ে নহে নিবস্তর ॥
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ,
এই তোমার, অস্ত্রে আপন জ্ঞান,
আপন অন্তর ॥

পাহাড়ী-মিষ্টি—জগদ-ভোগা ।

বুঝিলাম এখন মনে, হুখিনী জনে,
নিধি লাভ হবে কেনে । (সই)
সতত রাধিখাছিলাম নয়নে নয়নে ।
তথাপি সে সুকাইল করমের গুণে ।
হৃদয়ে তাহার রূপ, হেরি লো মননে ।
হৃদ্বির কি হয় প্রাণ, চাঞ্চল্য বিহনে ।

খ্যাজ—মধ্যমান ।

মনের বাসনা সই, সেই সে জনে ।
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জনে ॥
আপন নয়ন হয়ে, প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি, বাড়য়ে রোদনে ।
অনল লীতল হয়, তার দরশনে ।
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ।

পাহাড়ী-মিষ্টি—জগদ-ভোগা ।

বারে বারে এবারে, আর আমি তারে
সাধিব না । (সই)
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না ॥
এতদিনে না বুঝিলাম তাহার মজ্জনা ।
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা ॥

পাহাড়ী-মিষ্টি—জগদ-ভোগা ।

মনেতে বুঝিবা দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন । (প্রাণ)
দেখনা কান্দিতে হয়, হলে অদর্শন ॥
দরশনে পুলকিত প্রাণে বদন,
সকল রতন হতে, মন অতি ধন ।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান ॥

পাহাড়ী-মিষ্টি—জগদ-ভোগা ।

মননের বাণ, কে বলিলে প্রাণ, দেখ নলিনীদল
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অবল ॥
ভেজতে উৎপত্তি যার, দাহিকা শক্তি তাহার,
তপনের সখী বলে অধিক প্রবল ॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ জান কি না জান,
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে লীতল ॥

পাহাড়ী-খিখিট—ভেড়ালী ।

ঐ যায় সই, ডাকনা উহারে, মোর প্রাণ যায় ।
দানেতে বহেছি কত, ফিরে নাহি চায় ॥
কেনবা করিলাম মান, এখন যে যায় প্রাণ,
রক্ত যতন বিনে, থাকে কি কোথায় ॥

কাল্‌ডা—জলদ-ভেড়ালী ।

জানি তুমি প্রাণনিধি । (হে)
বিরস দেগিলে মুখ কতমত সাধি ॥
সত্তত বাসনা মোর, কখন হয়না অন্তর,
অন্তরে হলে অন্তর, কেমনে প্রবোধি ॥

খিখিট—জলদ-ভেড়ালী ।

বিধি দিলে যদি বিরহ-মাতন ।
শ্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না ॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে, শ্রেম প্রাইগেছে,
বহিল কেবল শ্রেমেরি নিশানা ॥

শ্যাম—জলদ-ভেড়ালী ।

কেমনে এলে অলিরাজ, এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী
হইবে অনেক স্থখ, মনেতে বুঝিয়ে
বুঝি প্রাণ, সাঁপিলে তাহারে ওরে,
রৌপিত কমলিনী সব খুলে সমভাব,
তোমার বিচারে যদি প্রাণ ।
ঐখায়ে নগিনী ভাবে, আপনি সোহাগিনী ॥

খিখিট—কাওরালী ।

তাই কি মনে করে, মানভরে অভিমানে আছ ।
জালিয়ে বিরহানল, দাহন হতেছ ॥
যে হৃৎথে পীরিত হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয় কার মুখে শুনেছ ॥

পূরবী—জলদ-ভেড়ালী ।

নিশা অবসানে আসি, রমরাজ বিরস কেনে ।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন, দেখিতে বাসনা মনে ॥
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দেখ, অনেকেব বশ,
সহিল আমার প্রাণে ॥

পূরবী—টিমে ভেড়ালী ।

চল সাধি যাই যমুনাতীরে,
শনবরণ বন উদয় মনেতে ।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন, লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান-কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিলে, সেই রূপেতে ॥

পূরবী—টিমে ভেড়ালী ।

শনবদন শনবরণ ধ্যানে, মম মনের তম
রহিল দূরেতে ।
আর মজা রূপে, মজিব কিরূপে,
মথোছি শরূপে, সেই রূপেতে ॥
দেখিতে বরণ কাল অন্তর করয়ে আল,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে,
মজে তাব শ্রেমে, পারে বুঝিতে ॥

পূরবী—জলদ-ভেড়ালী ।

কি স্থখ পিরীতে শুন, প্রাণ সই,
না হলে মিলন ।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে,
সদত করি যতন ॥
তমিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ,
তোমতি তাহারে, ভাবি হে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান ॥

খিখিট—কাওরালী ।

পিরীতি তোমার সনে, রহিল মনে ।
কখন না পাসরিব, তোমার জীবন মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্ধিয়াছ মম মন,
থাকিবে যে চিরদিন, সদা রাখিব যতনে ॥

পূরবী—জলদ-ভেড়ালী ।

সেই সোহাগিনী লো, ধারে প্রিয় সত্তত চাহে ।
হৃৎথিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে ॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
হৃৎথের সাগরে, সদা বিহারে, না বাতনা দহে ॥

পূরবী—জলদ তেতাল।

যতনে যে ধন সদা, করে উপার্জন ॥
কে কোথা চুপেতে তাজে, না দেখি কখন ॥
অনেক যতনে ফণী, মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

কুমলিনী অধীনী তোমার স্তন অলিরাজ।
সদায় তোমারে, ভাবি হে অন্তরে,
এই মোর কাজ ॥
সদয় থাকহে নাথ, এই হয় মম মত,
নিদয় কখন, হয়োনা হে প্রাণ,
সুখেতে বিরাজ ॥

ববোঝা—চুংবী।

আগে তারে দিওনা রে মন।
পরে জানিব—পর যে কেমন ॥
সখি সে নহে আপন।
সে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন ॥

বাহাব—জলদ তেতাল।

বিরস তাজিয়ে ওলো, হরিষে হাসনা।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়োতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বল না ॥
তাজনা বিষম বেশ, করহ স্বভাব বেশ।
ঈষদ্ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজ না ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল।

আমারে কি তার আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি, তবে কি মগ্নি হে কান্দি,
নিরখিয়ে থাকি পথপানে ॥
তাহারে না দেখে, প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আর কি প্রাণনাথ যাইতে পারে লোমখি।
বান্ধিয়াছি প্রেমডেহে, রক্ষক তায় আখি ॥
হৃদি-সরোজ-ভিতরে, লুকায়ে রেখিছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কহিও সই এই বিবরণ মোর, প্রাণনাথে।
নয়নের বশ আমি, করি কি ইহাতে ॥
নয়নের বশ তুমি, নহ কদাচিত্তে।
বশ হলে তবে কেন, হইবে কান্দিতে ॥
গুণাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মত্তেতে ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল।

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ, না দেখে তোমারে
একেতো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ,
অমিয় বচন, চাহে ডনিবারে ॥
রসনা রসের আশ, পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ, দুকনা বিচারে ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল।

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরা রে
কি রদে মজিয়ে।
বিরহ আগুন, দিলে এই ধন,
রয়েছে প্রাণ প্রবোধিয়ে ॥
নানা ফুলবনে ভ্রম, সকলের মনে প্রেম,
নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে,
কদাচ মনে নাহি হয়ে ॥

বেহাগ চিমেতেতাল।

আমি কি তোমার কেনা কেনা।
এই জনরব, স্বরে স্বরে সব,
করিছে কে না ॥
এ যবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জান কেনা, আমায় নাহি ভাবনা,
বলিছে কি না ॥

১৩বর্ণী - কাণ্ডবানী।
এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে,
ফালাবে বিরহানলে।
সাধের পিরীত, তোমার সহিত,
করিয়ে ভাঙ্গি, নয়ন-সলিলে ॥
নয়ন-নিকটে রাখি, সাধ দিবানিশি দেখি,
নয়ন অন্তর, থাকি নিরন্তর,
তোমার মতে বিচার করিলে ॥

বেহাগ—জলদভেতাল।
বিরহ যাতনা, শুন রে সখনি, সহে না। (আর)
এন অতি চকল, নয়ন সজল,
তুখাপি অনল নিবে না ॥
ইসে কবে মিলন, হেরিব বিদ্বদন,
দৃষ্টিবে ঘরবা।
দৈয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ,
একি হবে পুরিবে বাসনা ॥

বেহাগ—জলদভেতাল।
পিরীতি করি প্রাণ, এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ, দিলে হৃৎখভার ॥
অবলা সরলা আগে, না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়-ছলেতে তোমার ॥

বেহাগ—জলদভেতাল।
আইলে হে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে ॥
মনের মানস বিধি, পুরাইবে পাব নিধি,
হলো এতদিনে।
গগ্যগুণে যদি পুন, হইল সুখ মিলন,
বঞ্ছন না হয় যেন, সাধ এক্ষণে ॥

খিরিট-খাখাজ—মধ্যমান।
চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল নয়ন।
ভুঙ্গ ভুঙ্গ ভঙ্গি করি, করে যথুপান ॥
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন শিখী তাহা দেখি, হরিয়ে অজ্ঞান।

শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চকল,
কিরণ কলকে ভাগ, দামিনী সমান ॥

বেহাগ—জলদভেতাল।
গঞ্জনে নিরঞ্জন, হয়েছে নয়নে।
সেই নীর হার হতো, যদি হিংসা না করিত
কোন জনে ॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন, আছে কত শত জন,
তাজিতে অসত জন, বলে বিনে প্রয়োজন
প্রিয় জনে ॥

সবকব্দা—আড়া।
কোথারে চলিলে হে প্রাণ, মম মানভরে।
হৃৎখের উপরে সুখ, হৃৎ দিয়ে মোরে ॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলাম প্রাণকাজে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বল না কে পারে ॥
আপন ভাষিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
তোমারে কে জানে প্রাণ,
যে জানে সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যায় চিত্তে,
কদাচিত্তে নহে সে সুখী ॥
তোমারে যে নাহি জানে,
তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
অহঙ্কার কারোপর, করিব কে সহে।
যে করিল মোহাগিনী,
সেই বিনে আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয় জন, সুখে সুখী দুঃখে দখে ॥

বেহাগ—জলদভেতাল।
কি সন্দেহ কর প্রাণ, নিঃসন্দেহ রহ।
আর কাহারোপর আমার নাহি মোহ ॥

মোহনে করিয়ে দূর, নিমোহী নাম মোর,
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুকে লহ ॥

কালিঙ্গা—জলদ ভেতালী ।

কখন যামিনী কামিনীমুখ চাহি কি রহে ।
আমার যে মন, তোমার কারণ,
পথ চাহি পরাণ দহে ॥
যামিনী থাকিতে কেন আসিতে সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল, আমারে সকল
দুখ সহে-তারে না সহে ॥

মূলভাষা—আড়াঠেকা ।

নয়ননীয়ে কি নিবে মনের অনল ।
মাগরে প্রবেশি যদি, না হয় নীতল ॥
ভূষা চাতকী মরে, অস্ত্র বারি নাহি ছেরে,
ধারাজল বিনে তার, সকলি বিফল ॥
ববে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল ॥

মূলভাষা—টিমেতেতালী ।

বোধ না হইলে ভ্রম, ঘুচিবে কেমনে ।
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা-বচনে ॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ, না হয় কখনে ।
অঙ্কুশে উচিত হয়, হুঁচিৎ দুজনে ॥

মূলভাষা—টিমেতেতালী ।

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর ।
কেমনে বলিব তুমি, কেবল আমার ॥
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার ।
রাখিতে তোমার আছে, না রাখ তোমার ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

তুমি কি রাজা হলে প্রাণ, আমার দেশেতে ।
ওষ মতে মত কেন, হয় হে করিতে ॥
ভুলে যদি কর ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর, হয় হে সাধিতে ॥
খেল উপজিলে মনে, হেরি না হে নন্দন,
দেখিলে নয়ন মন, ভাসয়ে হৃৎথেতে ॥

মূলভাষা—টিমেতেতালী ।

নিদয় ঋতুরাজন বিরহী জনে ।
দেখ ত্যাগিলে হৃৎ নাহি কাননে ॥
অস্ত্র অস্ত্র রাজা যত, সকলের এইমত,
পলাততে নাহি দেখে, দুখ কখনে ।
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল, বাঞ্চে ডিনন্তগে ॥

মূলভাষা—একতালী ।

তুমি কি আমার মনের বাসনা জানন ।
দিবানিশি তোমা বিনে, করি কি আর সাধনা ॥
কে দিলে শিখারে প্রাণ এমন ময়ূর ।
নিতান্ত অধীনী জনে, দ্বিষ্টে কি হয় যমুণা ॥

বেহাগ—জলদভেতালী ।

আমি কি তোমার বশ কখন রে প্রাণ ।
ওষে যে বিরস দেখে, হৃৎ উপজয়ে মান ॥
তোমার অগ্নির রীতি, একই সমান ।
আমার ঐ রীতি হলে, করিতে হুঁরীতি জ্ঞান ॥

কালিঙ্গা—জলদভেতালী ।

একের দুখ আরে বুঝিবে কেন । (প্রাণ)
আপনার বশ যদি, না হলো আপন মন ॥
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে বর্তমান ।
দুই জ্ঞানে হৃৎ দুখ হয় হে নিতান্ত যেন ॥

লব্ধব্দা—জলদভেতালী ।

জদয়নিবাসী জনে, না হের নয়নে প্রাণ ।
চকল চিত্ত কারণ,
যাহার অরে উচিত হয় অহুঁচিৎ মান ॥
যে ঘারে আশ্রয় দেখে,

সে তার সকলি সয়, এইত বিধান ।
আশ্রিত নির্দোষ, তার প্রতি রোষ,
এ কোন পৌরুষ, বল কর কি প্রমাণ ॥

লব্ধব্দা—জলদভেতালী ।

রাগে অনুরাগ নাহি রয়ে রে ।
বিরাগ হৃৎকের লাগি, করি প্রাণ দহে রে ॥

মান উপজিলে মনে, মরণের ভয় ;
না থাকে অশ্রুচিহ্ন, কহিবারে হয় ;
যে হয় আপন জন, সেই সে তা সবে রে ॥

১৩৩বী—জলদ তেতালা ।
দেখনা লো সেই এমন সুদিন ।
ডাঃবিছে কোকিল, মণ্ড অলিকুল,
বিকসিত ফুল, মলয়া পবন ॥
মিলন শলী উদিত, বিচ্ছেদ তপন গত,
সুখী হৃদি পদ্মানন ।
সহ প্রাণকান্ত, যামিনীর কান্ত,
হলো উপনীত, বসন্ত রাজন ॥

বাগসংগ—জলদ তেতালা ।
এমন কল্যাণ কর বিধি,
প্রাণনিধি না হয় নিদ্রয় ।
দিবানিশি এই অভিলাষ, থাকে সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে,
অতএব স্তন নরনের অন্তর না হয় ॥

কালগা—কাতরালা ।
তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত ।
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত ॥
কিংবাক্ত শোভিত ব্রাণে, কেতকী কণ্টক হানে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইস্ততে ফল ফলিত ।
প্রেমসাগরের জল, তবে হইত সীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত ॥

কালগা—জলদ তেতালা ।
ভন হে কহি, এই আমি চাহি,
বলো না কাহারে ।
আমার পরাণ, করিয়ে হস্ত,
রাখিয়াছ প্রাণ, মরন ভিতরে ॥
যে যারে নধনে রাখে, সে তারে সত্যত দেখে,
সলেহ ইহাতে, নাহি কদাচিত্তে,
বুঝ না মনেতে, কি কব তোমায়ে ॥

কালগা—জলদ তেতালা ।
কি করিব রে মন মোর বশ নহে ।
যাবৎ তাহারে হেরিলাম, হারাইলাম লাজভয়,
বিরহে শেষে দহে ॥
জানি তোরে যা যারে, যাহারে প্রাণ সঁপিলে ।
সকল রজনী কামিনী বাসে,
রত্নরসে ভোর করিলে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।
কেমন করি মোরে, ভুলি রহিলে একেবারে ।
তুমি কি তা নাহি জান, যেমন আমার মন,
তোমার তরে ॥
দিবানিশি ভাসি আমি, নয়নের নীরে ।
তুমি নাহি মনে কর, আমি হে অতি কাতর,
বিরহ-শরে ॥

বাইকেদী গলিত—জলদ তেতালা ।
আর কার নহি প্রাণ, তোরি রে ।
ভিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিরে ॥
কিরূপ আমায়ে তুমি, ভেবো না কখন ;
স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন ;
আর কিসে হবে সুখী, বলনা তা করি রে ॥

নিখিট খাওয়াজ—মধ্যমান ।
তোমার বিরহ সয়ে, বাচি যদি দেখা হবে ।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, এ দেখে প্রাণ
আর না রহিবে ॥
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থাক, এ দেখে সকলি সবে *

বেহাগ-নিখিট—আড়াঠেকা ।
তুমি তার তরে হলে, সুখামুখি পাগলিনী ।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার স্তন জ্ঞান, দিবস রজনী ॥

* এই গানটি এলিফ জগদাধরপ্রসাদ বসু
মলিকের রচিত, বলিয়া কোনও কোনও পুস্তকে
গোণা যায় । তাহার তৃতীয় চরণে পত্রিক্ত এই
দুইটি ছত্র আছে : —

“কারণ প্রাণ প্রাণ, পলকে নিশিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হবে প্রাণ হইবে তব ।”

অন্ত অস্ত্র বিষয়েতে, থাক তুমি অস্ত্র চিতে.
তাহার প্রসঙ্গ হলে, নানরঙ্গ ব্রহ্মনয়নী ॥

সঙ্গবাহরণ—তাল হরি ।

যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই,
দেখিতে তোমারে ।

কি জানি কি গুণে, ভূলালে নয়নে.

তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥

• যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি অপনে.

পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে.

থাকি সেই মনে, কি হলো আমারে ॥

ভাবনা—জলদ-তেতাল ।

হউক মনে সই কহিও নিদয়ে,

সদয় হওনে কি ক্রতি ।

লেখ চাতকিনী হৃদয়ে ব্যাকুল নবধন প্রতি ॥

চকোরী সুখার তরে, দেখ অভিলাষ কর,

বিধু কি বন্ধনা করয়ে তাহারে. হয় কি এমতি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

মানিনী মানেতে রহিলে তুমি,

প্রাণ চলিল তব মান মোচন ।

মানের যতন, অধিক রতন,

হতেছে বুঝি এখন ॥

কি হইবে মান গেলে, এখন নাহি বুঝিলে,

তব দুখে ছুঁধি, শুন ওলো সখি,

তঁই সে বলি এমন ॥

বেহাগ ঝিগিট—তাল হরি ।

সকল রতন, অধিক যে মন, (সই),

যতনে আমি দিলাম বাহারে ।

বিবসে সে জন, আর প্রিয় জন,

বলিব বল কাহারে ॥

ইহার অধিক হিত, হইবার যার মত,

অবুঝ বুঝিবে তাহারে ।

• বাহাগ কারণ, হৃষিক নয়ন,

অস্তর দহে অন্তরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

অনেকের প্রিয় সে, আমারে প্রিয় বলিবে কেন

এমন বাসনা, কেবল যতনা, সদা জ্বালাতন ॥

নয়ন-নীরেতে ভাসি, ভাবি তরে দিবানিশি ।

আমার এ কাজ, সে তো অলিরাজ,

তার কি এখন ॥

ঝিগিট—কাওয়ালী ।

মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,

তার মনে আলাপের, নাহি কোন গুণ ॥

হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,

পুলক নহন রসনা. কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ

মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়,

না যায় কহনে, যদি কোন কথা কয়,

উত্তর না করি তায়, উপভয়ে মান,

নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন ॥

মলতান—আড়াঠেকা ।

নয়নের দোষ কেন,

মনেরে বুঝিয়ে বল, নয়নের দোষ কেন ।

আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন-মিলন ॥

আঁখিতে যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে,

সেই থাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ॥

মলতানী—জলদ-তেতাল ।

পিরবৈতের গুণ কি কহিব তোমারে ।

শুনিলে বিষয় হয়, শরীর সিহরে ॥

প্রেমভোরে বন্ধ জন, ভ্রময়ে অন্তরে ।

এ গুণ যে বাক্য নহে, নহে সে অন্তরে ।

বেহাগ—জলদ-তেতাল ।

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন ।

বৈরূপ তাহারে আমি, করি হে বতন ॥

সত্য চাতুরী সখি, করে সেই জন ।

সে বরং ছিল ভাল, নাহিক মিলন,

মিলয়ে এই সে হলো, সদা জ্বালাতন ॥

কালি ঝাঁ-জলদ-তেতালী ।

মগনমনি ভূমি ভাবিতেছ কেন এত ।
প্রদ্বন্দ্বদনি ভূমি, আছি কেন বিধাদিত ॥
হেরিলে তোমার মুখ, বিনয়ে আমার ঢুক,
বাচাও জীবনওতো, হয়ে প্রাণ হ্রস্বিত ॥

মলতান—জলদ-তেতালী ।

খামি ত তোহার সই, সে জানে আমার মন ।
অখন্তনে কে কোথায়, করে সপে প্রাণ ॥
মন রাখিবায়ের মন, করে এক মন
মনেতে মনেতে তবে, হয়লো মিলন ॥

মলতান—জলদ-তেতালী ।

অবগ বরণ আঁধি, বিধুমুখি কেন ।
এরূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর, করিছে রোদন ॥
এলায়েছে কেশ-ধন, বহে নিখাম-পবন,
বাঁকা-স্থধা দান, করিয়ে এখন, বাঁচাও জীবন ॥

মলতানী—আড়াঠেকা ।

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে । (ওলো)
বধিলে কি লাভ তবে, অনুগত জনে ॥
আনয়সে চকোরে ভূষিতে স্থধাদানে ।
আজু শশী মান-মেঘ, কিসের কারণে ॥

হরট—জলদ-তেতালী ।

মিলন কি স্থধময়, ছদয়ে উদয় হল ।
ধরিয়ে দুঃখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল ॥
পিরীভের যত স্থখ, মনে মনে বুঝে দেখে,
অপার অতুল হয়, প্রেম রস ফল ॥

মলতান—জলদ-তেতালী ।

আমার মন তোমার কারণ যেমন,
প্রাণ সেই জন জনে ।
দিবাশিখা থাকি আমি, তোমার ঘেঁষানে ॥
ভূমি তাহা নাহি জান, এই বেদ মনে,
মনের আকার যদি, না বুঝে বচনে,
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে ॥

.. হরট—জলদ-তেতালী ।

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে,
ভূমি আমারে ত্যজো না ।
যদি রাতিদিন, কর আলাতন, ভাল সে যাতনা ॥
সমূহ যাহার গুণ, কিপিং অগুণ
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ
তব গুণ-কথা, কহিতে সঁদ্বা, হন্তেছে বাসনা ॥
অগ্ন অগ্ন চিত্তা যত, আমার আছিল
তব স্তম্ভশনে তারা, সব দাহ হল
ইহার অধিক, আর কিবা স্থখ, মনেতে দুখনা ॥

হরট—জলদ-তেতালী ।

সে কি না জানে সই মনের বাসনা ।
জানিয়ে দেখনা মোরে মনে নাহি করে
সদা দিতেছে যাতনা ॥
আমার মত এমন, আছে তার কত জন,
কে করে গণনা ।
আমি মরি তার তরে, সে ত নাহি হেরে,
তু মন তো মানে না ॥

হরট—তেতালী ।

প্রিয় দরশন হলে সই,
অধিক স্থখ কি আর ।
চকোরীর স্থধালাভ, চাতকীর জলধর ॥
মগিরে পাইয়ে কত, স্থধী হয় বিষধর ।
খামিনীর অভিযোভা, উদয়েতে শশধর ॥

হরট—আড়াঠেকা ।

ভূমি যে নিদয় হবে প্রাণ,
কি লাভ তাহাতে (হে) ।
সদয় হওনে ঋতি, বাসনা স্তুতিতে ॥
ত্বায়ে চাতক দেখে, নিরখয়ে বন-মুখ,
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে ॥

হরট—জলদ-তেতালী ।

হুচিল বিচ্ছেদ দুখ হল স্থখমিলন ।
প্রেম রস পানে চিত, হইল চেতন ॥
বিচ্ছেদ-ভিমিরে মন, করেছিল ৩-ছাদন,
মিলন অস্বপ্নাদয়, হউল এমন ॥

মূলভান—জলদভেতালী ।

তব আগমন তুনি, হে প্রাণ, নিরাধিছলাম পথ ।
এই এসে এসে বলি, চিত্ত অতি চক্লিত ॥
তোমারে হেরিয়ে আমি, হইলেম সুখী এত ।
শৃঙ্খলেহে এলো প্রাণ, অধিক কহিব কত ॥

স্বরট—আড়াঠেকা ।

তারে এই কথা কহিও সই,

• মোরে যেমন দেখিলে ।

সদা তব নাম মুখে, ভাসে নয়ন সলিলে ॥
যদি মোর হৃৎ যায়, একবার দেখা দিলে ।
কতি কি তোমার ইথে, অধানে সদয় হলে ॥

স্বরট—জলদভেতালী ।

নয়ন রূপেতে তুলে, মন ভুলে গুণে ।

ইহার অধিক কেহ, গুনেছ শ্রবণে ॥

গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাকনে ॥

স্বরট—ভাল হরি ।

জানি নাথ যাও হে জানিলাম ।

তোমার পিরীতে নাথ, প্রাণ হারালাম ॥

অবলা সরলা অতি, নাহি বুঝিলাম ।

শঠের বিনয় বিধ, পান করিলাম ॥

ইম্বরু কেশরা—আড়াঠেকা ।

এ কেমন রীতি প্রাণ, নয়ন অন্তরে হয়,

অন্তরে অন্তর ।

এই আসি বলে গেলে, আসিলে এত দিন পর ।

আশারে আছিল প্রাণ, তাড়া হলো দরশন,

তোমার যে আগমন, যম মন অগোচর ॥

সিন্ধু—মধ্যমাস ।

বিস্ফেদ-বাতনা অভিশয়, তা ত নয় গো ।

সুখের জলধি-স্রোত, নিরবধি বয় গো ॥

সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জে,

এতি পলক পড়নে, অজনে মিশায় গো ।

বধন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ প্লবিত,

সে হইলে মনে উদিত, যেন কথা কয় গো ॥

সিন্ধু—মধ্যমাস ।

যার মন তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে ।

দেখা হলে জিজ্ঞাসিব,

সে নিলে কি আমায় দিলে ॥

দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,

না হতে প্রেমমিলন,

লোকে কলঙ্ক রটলে ॥ *

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

তাহার কি হৃৎ সখি, যে হৃৎ আমার ।

যখন যেখানে থাকে,

বোধ হয় সেই তার ॥

আমি লো তাহার তরে, ধরুপ কাতর ।

সে যদি প্রেমন হত, কত সুখ মনে কর ॥

সিন্ধু—টিমেতেতালী ।

তব পথ চাহিয়ে, চিত্ত অতি চক্লিত । (প্রাণ)

মণির কাণে ফণী, কাতর কত ॥

তুমি জান কি না জান, যেমন আমার মন,

চাতকী কিকি জানে, আপন মত ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

মন অভিলাষ যদি, মনেতে নিবাসিত ।

অন্ত পরের উপসনা, তবে কে করিত ॥

করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ,

যের পরে অপমান, সে সব ধরুণা যেত ।

সিন্ধু কাকি—জলদ ভেতালী ।

প্রাণ এমন মান কেহ, করে কি কখন ।

সাধিতে সাধিতে ওলো, গেল মোর মান ॥

রাধিতে বাহার মান, তারে এবে অপমান,

তোমার কি ঐ মান, রবে চিরদিন ॥

* এই গানটা কোমত কোমত পুষ্টকে ঐধর কথ-
কের হচিত বলিরা উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু
আমরা ঐধরের লক্ষীত-পুষ্টকে ইজিরা পাইলায়
না ।

সিদ্ধু—আড়াঠেকা।

নয়ন-বরে তোমারে, রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে, উর সে সম্বনে ॥
জন্ম কামলে থাক, দুখ-মুখ নাহি দেখে,
অনল-বেষ্টিত তাহে, হয়েছে এখানে ॥

সিদ্ধু ভৈরবী—জিবে তেভালা।

দেখনা সই কত সুখী হই, দেখিলে তাহারে।
অদর্শনে হতাশন, জ্বলে অস্তরে,
চক্ৰবাক চক্ৰবাকী, নিশিতে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝিলাম বিচারে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তুমি জান আমার যতন, যেমন তোমারে।
আপন জানিয়ে মন, সাঁপিলে আমারে ॥
প্রাণপণে তব মন, করি লো আমি যতন,
ইহাতে অন্তথা প্রাণ, ভেবোন। অস্তরে ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা।

দেখনা সই, প্রাণনাথ বই, করি কি এখন ॥
প্রবল মদন মোরে, করিছে দাহন ॥
আমার লুপ্তে হুখী, নহে সে কখন।
তাহার হৃদয়ে হুখী, হই সর্বজন ॥
রতিপতি করে মোরে, করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত হুখে, মজিল সে জন ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হের ভ্রমরে ও কমলিনি।
মধুকর কাতর প্রাণ, হেরি বিবাদিনী ॥
দেখনা স্বভাব শুণে, ফিরে নানা ফুলবনে,
দিবাশিখি তব ধ্যানে, থাকি বিনোদিনী ॥

সিদ্ধু কাকী—জলদ তেভালা।

আমি জানি তোমার যতন,
এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সাঁপিলাম আমি, এই সে কারণে ॥
তুমি যোর মনোমত্ত, আমি তব মত্ত-মত্ত,
হয় কি আর মত্ত, লোকের বচনে ॥

সিদ্ধু কাকী—জলদ তেভালা।

আগ্নিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন ॥
পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় থাক প্রাণ, বলো না এমন ॥

সিদ্ধু কাকী—জলদ তেভালা।

কারে এত করিবে যতন, যেমন তাহারে।
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার ভরে, সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁধি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিগরে ॥

সিদ্ধু কাকী—তেভালা।

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি, সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি, লোকের গজন।
তাহার কারণে মরি, সে নহে আপন ॥
তাহার রীতের কথা অকথা-কখন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানিয়ে কি গুণ ॥

সিদ্ধু কাকী—জলদ তেভালা।

কি আর অঙ্গের আছে প্রাণ,
তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মন,
ধাকে যদি দিব আর ॥

তোমার মনের মত, মত হে আমার।

ইহাতে অন্তথা ভাব, কর কেন অহুভব,
ভাব যে দার সে তার ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা।

জানি যাও হে, ও মধুকর।
বখা মধু মিলয়ে প্রাণ, বশ হও তার ॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিতু বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি, অধীনী তোমার ॥

ভৈরবী—জলদ তেভালা।

তোমার দেখা দিতে বল, এত কতি কি এখন।
কি লাভ ছিল বধন, প্রথম মিলন ॥

কতক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,
কহিতে তখন ।

জিলেক না হেরি যদি, না ধাচে জীবন ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ ভেতাল।

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার ।

হইলে যাতনা কেন হইবে আমার ॥

তার প্রতি যত আশা, আছেয়ে আমার ।

জানিয়ে অনুচিত, করয়ে বাভার ॥

বিস্ফুদেতে প্রাণ মোর দহে অনিশার ।

তার বেগ সে কেন, অনেক যাহার ॥

সিন্ধু কাফী—মদামান ।

এই কি তোমার প্রাণ, করিতে উচিত ।

তারে কি জ্বালাতে হয়, যে নহে তব অমত ॥

কিবা রাত্রি কিবা দিন, যে তব আশ্রিত ।

তার আশা পূরাইতে, নিদয় কেন হে, এত ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ ভেতাল।

দেখ দেখি কতরূপ, করিতে যতন ।

এখন কি রাজা হলে, ছিলেনা তখন ॥

লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন,

এবে সেই মন চুরী করি কারে দিলে,

কোথা মম মন ॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা ।

সে পুরিলে বল সাধনা কে করে ।

যতন অধিক থাকে, আশা নাহি পূরে ॥

তুষারে ব্যাকুল জন, জল জল করে ।

তৃষাহীন জন নাহি, যায় সরোবরে ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

পিরীতি কি হয় যায়, কাহার কথায় ।

উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায় ॥

পিরীতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে জন,

অন্ত জন বুঝা কেন, তাহারে বুঝাতে চায় ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল ।

সতত কাউর প্রাণ, নয়ন সজল ॥

পিরীতি রতন লাভ, হবে আশা ছিল ।

তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

হেরিয়ে কমল কেন, প্রকাশে কমল । (প্রাণ)

জানিতেম তপন হেরি, বিকসে কমল ॥

তার সাক্ষী দেখে তব, বদনকমল ।

হেরিলে প্রভু মন, ছন্দয়কমল ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

প্রবোধ কি মানে আশি, না দেখি তাহারে ।

বুঝালে বুঝিবে কেন, তার মত দেখে কারে ॥

মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে ।

নিরুত্তরে নাহি দেখে, থাকে প্রবৃত্তির ধরে ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

আমি কিলো তাহারে, সাধিতে যতন করি ।

সব ধনাধিক মন, করেছে চুরি ॥

মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুনিতে পার,

আপনার বশ নহে, ইথে কি করি ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

মনে মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি ।

মম বিরসে বিরস, পাছে তারে হেরি ॥

যেরূপ যতন তারে, বুঝাতে না পারি ।

মবির কারণে যেন, হরি হরি হরি ॥

কালাংড়া—একতাল।

হৃদামুখি তোমার নয়ন অমিয় বিরিয়ে ।

কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ-বিয়ে ॥

কেমন কুরঙ্গ-আখি, কত রঙ্গ করে দেখি,

কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে ॥

সিন্ধু কাফী—জিমে ভেতাল।

তারে সাধি লো যত, তত জ্বালায় আমারে ।

যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে ॥

এত হুখে মন তবু, ভুলিতে না পারে ।
অবশ হইয়ে আশা, মজালে আমারে ॥

কালাংড়া—একতালী ।

ও'র তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন ।
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তুষারীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি, কি হুখী প্রাণ ॥

সিদ্ধু কাড়ী—একতালী ।

তুমি আর বলোনা আমারে, তুমি লো আমার ।
তোমার হইলে তুমি, হইতে আমার ॥
তবে নাহি জ্বলাইতে, উচিত ইহার ।
অধীনী জনের সহ, এরূপ ব্যবহার ।
কে কোথায় করে বল, দেখহ কাহার ॥

ঝিঝিট—কাওতালী ।

পিরাত সমান নিধি, কোথা আছে আর ।
এ ধন যে পাইয়াছে, হুখ কি তাহার ॥
লাজ ভয় কুল লীল, তাহার সকলি গেল ।
মান অপমান সমভাবে হে ঘাহার ॥

ঝিঝিট—কাওতালী ।

হাস হাস হাস গুলো ও বিধুবদনি ॥
পরাণ কাড়র হয়, হেরিলে মানিনী ॥
কি হুখে হুখিত হয়ে, হেরিয়ে ধরণী ।
ইহার কারণ আমি, কিছুই না জানি ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে ।
ননদী দারুণ অতি, আছে সে সন্ধানে ॥
রাখিতে পরাণ মোর, আমি নাহি পারি আর,
পিরীতে এইসে হলো, সংশয় জীবনে ॥
মদন রোদন করে, বিরস দেখিয়ে মোরে,
লাজন্তর কাল সম, দয়া নাহি জানে ॥
নিদয় বিধাতা ধারে, সদয় কে হয় তারে,
আমার উপায় ইথে, হইবে কেমনে ।

ধিকু ধিকু নারীগণে, মিলয়ে পুরুষ মনে,
কুল ভেঙ্গাগিতে নারে, মরে মন-মানে ॥

পুরবী—আড়া ।

আজু কি হৃদয় হৃদীন জনে ।
যেমন নিদয়, জানিতাম যায়, সদয় সেই ভবনে ॥
কত কি হইল লাভ, কি করিব অনুভব,
আসা আশা আগে প্রাণ, শূন্য দেহে প্রাণ,
আইল তারে দেখনে ॥

সিদ্ধু কাড়ী—টিমে তেতালী ।

পিরীতি রতন নিধি, পাইল যে জন ।
তাহার মনের মত, না হবে কখন ॥
হুখেরে করিয়ে কোলে,
ভাসয়ে হুখ-সলিলে,
অনল নীতল হয়, তাহার তখন ॥

সিদ্ধু ষাষাজ—আড়াঠেকা ।

আমি আর পারিনে সাধিতে, এমন করিয়ে ।
কত মত কহিলাম, মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে ।
যত হুখ মোর সবী, তাহার লাগিয়ে ।
বুঝায় কি ফল বল, সে কথা কহিয়ে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালী ।

মানভয়ে ভর করিছ কেমনে ।
অমিয় সমান, এমন বচন, না যায় সহনে ॥
মানেতে মনেরে দহে, তাহাও তোমারে সহে,
মিনতি আমার, বোধ হয় শর,
বল কি কারণে ॥

ঝিঝিট ষাষাজ—আড়াঠেকা ।

ঐ দেখনা লো সই, আসিছে হাসিতে
মোর মনোরঞ্জন ।
দেখ ঘাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গজন ॥
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাক হরিষ মনে,
দুখ হগো ভঞ্জন

আলিঙ্গন করিবারে, কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাধিতে চাহে, করি অঞ্জন ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আমার নয়ন মানে না,
বল বুঝালে কি হবে সই !
তুমি বল সে আসিবে,—আমি বলি কই ।
বিলম্বের নাহি ঔণ, করিতে হয় গমন,
ঝিরে গৈষি তুমি বলো,—তব প্রাণ ওই ॥

সোঘরাই বাহার—জলদতেভালা ।

সুধামুখি ! মুখ বিরস করো না !
বিরস-বিষেতে, না পারি জলিতে,
তুমি তা বুঝ না ॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুখা কর দান, বাঁচাও জীবন,
অধীনে বধো না ॥

হাশির—আড়াঠেকা ।

তাহারে কি ভুলিতে পারি ।
বাহারে আমি সপিতাম মন ॥
দেখিতে যার বদন, অতি কাঁড়র নয়ন,
শুনিতে বচন-সুখা শ্রবণ তেমন ।
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত,
সে জন এমন ॥
যদি তার বিরহেতে, সত্যত হয় জলিতে,
জলিতে জলিতে হবে নির্দোষ কখন ॥

সোঘরাই বাহার—জলদতেভালা ।

তোমাতে আমার এত সাধিতে হইল । (প্রাণ)
সাধিলে করিব মান,—মোর মনে ছিল ॥
বাসনার বিপরীত আমায়ে ষটিল ।
তবু কি তোমার সাধ,—ইথে না পূরিল ॥

সোঘরাই বাহার—জলদতেভালা ।

কুরঙ্গ-নয়ন কি রঙ্গ করিল ।
সে রঙ্গ-প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল ॥
কখন চকল, কর দরশন, বদন কমল ।

হেরিতে ছাদি পুলক, কহিতে অধিক মুখ,
কখন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল ॥

সোঘরাই বাহার—জলদতেভালা ।

তোমার গুণের কথা কি কব,
কহিতে প্রফুল্ল বদন ।
উদয় বাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হ'তে আশ্চর্য্য কেমন ॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন ।
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হয়োনা নিদ্রয় এই নিবেদন ॥

সিন্ধু বাবাজ—জিমে ভেভালা ।

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন ।
তাহার মনের মত না হ'বে কখন ॥
হৃৎধের করিয়ে কোলে ভাসয়ে মুখ-সলিলে ।
অনল লীতল হয় তাহার তখন ॥

বাগেজী—জলদ ভেভালা ।

এতদিন পরে নিবিল আমার মনের অনল সাধি ।
দেখ বতদিন, ছিল হুই জ্ঞান, সত্যত খুরিত আঁখি
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেইরূপ,
কুমীরকে আরশুল ভেবে এই হলো,
সে ভয়ে—এ হুপে দেখি ॥

সিন্ধু বাবাজ—মধ্যমান ।

আমার কি অযতন প্রাণ তোমাতে ।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমায়ে ॥
কুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ॥

ইম্বু ঝিঝিট—জলদ ভেভালা ।

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন ।
বিচ্ছেদে কাড়র আমি, তুমিও তেমন ॥
বুনিয়ে তোমার হৃৎ, হৃৎধের উপর হৃৎ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ॥

ভৈরবী—কাওরালী ।

মনের যে আশা যদি তাহা না পূরিত ।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত ॥
দেখ না চাতকী ঘন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বাগিনানে তোষে তারে, না রাখে তৃষিত ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত,
হইয়ে আগেতে দেখে হয় প্রজ্জ্বলিত ॥
তার আশা পুরাইতে পতঙ্গ পুলকচিত্তে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে, রাগিতে পিরীত ॥

ভুজুর্গী টোড়ী—জলদ তেতাল ।

তোমার নয়ন রক্তক আমার ও মৃগনয়নি ।
মৃগের গমন ক্রুত, আমি পলাইব কত,
পথ না পাই ধনি ॥

তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি,
প্রবণেতে তব আঁখি কহে কি না জানি ।
আমি হইয়াছি ভীত, তরসা বচনামৃত,
বাঁচিবার হেতু জানি ॥

কালী টোড়ী—জলদ হরি ।

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ, তুমি কি ভূপতি হৈলে
আমার আশারে তুমি অনাসে বাঙ্কিলে ॥
আশা উজ্জারিতে মন, গেল হে তব সদন,
সেইপথ হৈল সেও, তাহে কি করিলে ।
লাজভয় শাস্তমতি, বিরহ প্রবল আঁত,
ইহারে দমন কর, রাজা যে বললে ॥

সোহিনী—জলদ তেতাল ।

মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে ।
দিনে ছায়াবাজী কেন দেখিতে পাইবে ॥
মন আপনার, তাহে বশ কর,
মনোবশ না হইলে, বশ কে হইবে ॥

স্বিখিট—জলদ তেতাল ।

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শলী ।
নৃপা করিতেছে মুখে মুহুমুহু হাসি ॥
শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি ।
ইহার কিরণ দেখে, সম দিবানিশি ॥

আড়ানা—আড়াঠেকা ।

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগনয়নি ।
রাহুভয়ে মুখে শলী, ভালো দিনমণি ॥
আবার ভয়ে ভীত হয়ে ফণী,
কেশে এসে হল বেণী ॥

বাগেশী—কাওরালী ।

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ দেখে রাত্রিদিন ।
কেশেতে বুঝি নিশি, বদন অরুণ ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিয়ে হৃদিকমল, প্রকাশে তখন ॥
কামিনীর মনহুধ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেতে তাই অধিক, করয়ে বশন ॥

মালকোব—আড়াঠেকা ।

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ, নয়নে তোমার ।
ত্রিবেণী-নয়ন বেগ অতি ঘন, বহে তিন ধার ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥

টোড়ী—জলদ তেতাল ।

দীরে দীরে যায় দেখে, চায় ফিরে ফিরে ।
কেমনে আমারে বল যাইতে পারে ।
যে ছিল অন্তরে মোর, বাহ্যে দেখি তাহে ।
নয়ন অন্তর হলে, পুন চায় অন্তরে ॥

টোড়ী—জলদ তেতাল ।

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিথিলে কোথায় ।
হানিয়ে নয়ন-বাণ, হারিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায় ॥
মনেরে বাঙ্কিল কেশ, তুমি মুহু মুহু হাস,
ইথে কি উপায় ।
চোরের নাহিক গুহ, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে চায় ॥

ইম্বু জুপালী—আড়াঠেকা ।

প্রাণ যেমন করে কাহিব কারে কে কবে তাহে ।
দিয়ে নিশি ভাসি আমি নয়ন-নীরে ॥

পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিক কি দোষ করিল বননা মোরে ॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষণ বরং ভাল মম বিচারে ॥

ত্রিবিট খাবাজ—কাওরালী।
কি দোষ তার, আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলাম প্রাণ, কেন করি রোষ ॥
সদা পরিপূর্ণ মোর, নয়ন-কলস।
*অন্তরে বিরহানল, হয় মুখ শোষ ॥

ভৈরবী—জলদ-তেতাল।
মৃগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে। (প্রাণ)
ভূপতি না হয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে ॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারালে।
লাভ হইল ভাল, গেল বিনি মুলে ॥

সব্বদ্বন্দ্ব কালাঙা—জলদ-তেতাল।
বেন বিধি নিরমিল কমলে কটক।
দেখ শশধর নাশয়ে তিমির,
তাঁহে করিল কলঙ্ক ॥
বিষধর মণিধর, মুক্তা শুক্তি উদরে,
এখন বিচার, সংসারে যাহার,
ইথে খেদের কি অন্তক ॥

সিন্ধু খাবাজ—আড়াঠেকা।
আর আমারে প্রাণ তুমি কেন কর জ্বালাতন।
জ্বালাতন করিলে এবার, এখনি ত্যজিব প্রাণ ॥
যেমন আমি তোমারে, সাধনা করেছি প্রাণেরে,
তাহার উচিত ফল, পাইলাম এখন ॥

সিন্ধু কাফী—তেতাল।
তোমার দেখা দিতে বল এত ক্রতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন প্রথম মিলন ॥
কতক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,
কহিতে তখন।
জিলেক না হেরি যদি না বাঁচে জীবন ॥

আলাইয়া—টিমে-তেতাল।
জলে কমলিনী জলে, কোথা মধুকর।
বিরস অনল জলে, জলে নিরন্তর ॥
বিচ্ছেদের শর জলে, ডুবিল আকার।
ভাসিছে নয়ন জলে, জলে অনিবার ॥
কর মজ্ঞা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে।
আমি তব ধ্যানে থাকি, না হেরে নয়নে ॥

দেশকর—জলদ-তেতাল।
কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়,
খেদ কি তাতে।

অকলঙ্ক শশী হেরি, কলঙ্ক কুলেতে ॥
চতুর্থী ভদ্রমাসেতে, নিষেধ শশী হেরিতে,
কখন বারণ নহে, এ শশী দেখিতে ॥

বেহাগ—জলদ-তেতাল।
চকল চিত্ত কেন লো, তোমার চিত্রাণি।
মৃগ অযেষণ, করিবারে মন, বুঝিলো মৃগনয়নি ॥
ইহা বিনে প্রাণসখি, আর কিছু নাহি দেখি,
না দেখে সে রূপ, থাক লো বেক্রপ,
দেখে ভয় হয় ধনী ॥

কাষোদ গোড়—টিমা-তেতাল।
নয়নে না দেখে যারে, মানেতে সে মনেতে
উদয় কেন।

নয়নের বশ হ'লে, তবে বাঁচে কি জীবন ॥
অপ আপনার, বশ নহে মোর,
করি হে ইহাতে কেমন।
কেহ মান করে, কেহ কাতর তাহার কারণ ॥

কালাঙা—আড়া।
লো কণাজ কুণ্ডল, কি করে মনোমঞ্জিলে।
যারে সদাক্ষণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ করে,
বাঁচিলে কি তারে ত্যজিলে ॥
দেখিবারে যার মুখ, নয়ন পাংগল দেখ,
বচন শ্রবণে ভুলালে।
পরশ পরশে, নাসিকা হুবাসে,
রসে রসনা শেষ শুনিলে ॥

ভৈরব—টিমে ভেতাল।

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আধি,
উদয় প্রভাতে ।

কমল বদন, মলিন এখন,
না পারি দেখিতে ॥

উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে,
হৃৎকের উপর, হৃৎ হে অপার, তোমারে হেরিতে ॥

ভৈরব—জলদ ভেতাল।

দেখ না সেই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী ।

গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোষী ॥
প্রফুল্ল নীরে কমল, মলিন হৃদি-কমল,
সময়ের গুণ, কি কব এখন,
মিলনে অধিক দুঃখ হইল প্রেয়সী ॥

ভৈরব—জলদ ভেতাল।

উদয় অরুণ মলিন জলদ-কমল,
ভাবিতে শশীরে, নিশি শশিসনে গেল ॥
বিভাবরী পোহাইল, অনেকে হরিষ হ'ল ।
আমার হজ্ঞেছে বোধ দিনমণি কাল ॥

ভৈরব—জলদ ভেতাল।

দেখনা সেই! একি বিষম হইল পিরীতি মোরে ।
কইতে সে হৃৎ, বিদরয়ে বুক,
নয়ন-নীরেতে ভাসে অনল অন্তরে ॥
রাখিতে কুলের ভয়, তাজিতে প্রাণ সংশয়,
গন্ধমুখি মুখে, হরি হরি ডাকে,
তাজিলে নয়ন দায়, ধাইলে সে মরে ॥

ভৈরবী—হরি ।

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন ।
উজ্জ্বল দিনমণি, সলিলে নলিনী,
মনে মনে একই মন ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তরে দেখি, পিরীতের এই গুণ ॥

বেলোয়ার বিখিট—টিমে ভেতাল।

অবনে মধুর হাসি, বচনে সূধা বরিষে' ।
নিমি ইন্দিবর নয়ন কি শোভা,
মুখ সরোজ সদৃশ, দ্বিজরাজ আভা নাসা,
ভিলফুল জিনি বুঝি বিশেষে ॥
অতিশয় নিবিড় নীরদ-নিমিত্ত কেশ,
হেরিয়ে চাতক, উল্লাসিত মন,
শিখী নৃত্য করে, করি সখা অনুমান,
শ্রবণেতে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে ॥

নিধু কাফী—টিমেভেতাল।

অপরূপ শশধর, প্রকাশে দামিনী ।
দামিনী সদৃশ বটে, হাসি অনুমানি ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, যেন দিনমণি ।
নিবিড় নীরদাধিক, কেশেরে বাধানি ॥

বিখিট ষাষাজ—জলদ-ভেতাল।

আইল বদন্ত সকলে উন্নত, দুখী বিরহিনী ।
বন আর উপবন, দেখে কুহুম-কানন,
ফলে ফলে প্রফুল্লিত, বিনা কমলিনী ॥
মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চম স্বর,
শরে শরে শরজাল, বুঝি অনুমানি ।
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে,
কাত্ত কাত্ত এই স্বর, তার মুখে শুনি ॥

বাগেশ্বী—জলদ-ভেতাল।

আইলে হে বিরহিনীর প্রাণপ্রিয়,
এত দিন পরে ।

কি হৃদিন, হৃদীনের হৃদিন, শূন্ত দেহে প্রাণ,
আসিবে ছিল কি মনরে ॥

প্রথম মিলন, অমিয় পান, করিয়ে জীকন,
করেছি ধারণ ।

বিচ্ছেদের ছেদ মোর, অন্তর ছিল অঙ্গ অঙ্গ,
ঘুটিল পাইয়ে তোমারে ॥

ধান্ডী পুরা—জলদ-ভেতাল।

আমারে বলে সেই মোহিনী,
আপনারে বলে না মোহন ।

যদি কদাচিত্ত, দেখয়ে ভাবিত,
কহে কত মত, সাবধান মোর মন ॥
হবিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন,
কেবল আপন ।
তার হৃথে হৃথী, আমি হৃথে হৃথী,
তাহা কখন কি, শুনিতে পায় প্রবণ ॥

সব্ব রজ তম গুণ, গুণত্রয় তব গুণ,
গুণময়ী গুণ-প্রসবিনী ॥
অনুপমা রূপ তব, সে রূপ স্বরূপরূপ,
কোন রূপে সাদৃশ না জানি ।
নখপরে নিশাকর, পদতলে দিবাকর,
জ্ঞানরূপা আনন্দরূপিণী

ভৈরবী—কাওরালী ।
আমি যারে চাহি সে না রাখে মান ।
এমন পিরীত বল, কিবা প্রয়োজন ॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তারে, পাঁচায় যে প্রাণ ।

কামোদ—আষাঢ়াই ।
অপাব মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব,
নিকরুমা ত্রিকালবর্জিত—মা ।
যক্ষ রক্ষ সুরাহর, গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর,
চরাচর সর্ব্বমচেতনি—মা ॥
প্রকৃতি চতুর্দিশতি, ভূতাত্মমে অবস্থিতি,
মন যথা নিয়োগ আপনি—মা ।
এমন দুর্গমে পায়, তরিবারে শক্তি কার,
নগরাজ কুল-কুণ্ডলিনি—মা ॥

তত্ত্বসঙ্গীত ।

বাগেত্রী—পিছেবন্ধি ।
অচিত্তা চিত্তারূপিত্ত, চিত্তাময়ী সনাতনৌ,
বিঘ্নরূপা চরণে তারিণী ।

হরক ঠাকুর ।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাঙ্গী ১১৪৫ সালে কলিকাতার গিমুলিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন । ইষ্টার পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী । হরেকৃষ্ণ 'হরক ঠাকুর' নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন । ইহার জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । বালক হরেকৃষ্ণ যখন পাঠশালায় 'গঙ্গাব বন্দনা' 'দাতাকর্ন' এবং 'চাণক্যমৌক' প্রভৃতি কষ্টকর করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার গান বচনার আরম্ভ । এবং অবশেষে তিনি এই কার্যে একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়েন । তখন দেশের রাজা মহাবাজেরা কবির আদর জানিতেন; সেই কারণ বর্দ্ধমান, কলকাতা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান হইতে হরক ঠাকুরের নিমন্ত্রণ আসিত । সে নিমন্ত্রণ বক্ষা কবিত্তে গেলে, হরক ঠাকুর যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ পাইতেন । শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণও হরক ঠাকুরের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন । এইরূপ কথিত আছে যে, একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় নানা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয় । মহারাজ সভায় পণ্ডিতগণকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন । সে সমস্যার শেষ চরণে থাকিবে,—“বড়লী গিলেছে যেন চাঁদে ।” কিন্তু কোন পণ্ডিতেরই সমস্যা-পূরণ মহারাজের মনোমত হইল না; তিনি হরক ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন । হরক ঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে ছিলেন । সেই বৈশেষ মহারাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মহারাজ তাঁহাকে পূর্ণোক্ত সমস্যাটি পূরণ করিতে বলিলেন । হরক ঠাকুর তৎক্ষণাৎ কবিতায় সে সমস্যার পূরণ করিলেন :—

‘এক দিন জীহরি, মুক্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কঁাদে ।

বাণী অঙ্গুলি হেলাঘে ধীবে, মুক্তিকা বাতির কুঁবে, বড়লী গিলেছে যেন চাঁদে ॥’

শুনিলি, সভা হ'ল সকলেই সমুদ্র হন; এবং মহারাজ এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। সেই হইতে হরু ঠাকুর মহারাজের একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হন।

সে সময় কবির দলের বড় আদর ছিল। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গাথের খাতা ও থিয়েটারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, শতাব্দী পূর্বে গাথের কবির দলের সেইরূপ ছড়াছড়ি ছিল। হরু ঠাকুর যখন সঙ্গীত-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তখন নিজেই এক সখের কবির দল করিয়া বসিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই কবির দলের সুনাম দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহা দিক হইতে তাঁহার দলের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের অর্থ ব্যয় করিয়া দূরদেশে দল লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধা-জনক বোধ হইল না। হুতরা তিনি সে দলটিকে পেশাদারী দলে পরিণত করিলেন।

হরু ঠাকুর যখন মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ হন, তখন সে পেশাদারী কবির দলের সম্ভব একবারেরই পরিভ্রমণ করেন। তবে এই সময় মহারাজের রাজবাড়ীতে এবং কলিকাতার অন্তর্গত ধনী লোকের গৃহে যখন দুই দলে কবির লড়াই হইত, তখন প্রায়ই জয়পারজয়-গাথকে মধ্যস্থতার ভার কাঁচাবই উপর অর্পিত হইত। একবার শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে এইরূপ মধ্যস্থতায় তিনি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারাম বসু পবাক্স সাহায্য করেন। বাম বহুত নিম্নলিখিত গানে তাহার প্রতিশোধ দেন :—

‘ঠাকুর,—বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।

তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণ-বেথা অতি ক্ষীণ।’

১২১৫ সালে ৭০ বৎসর বয়সে হরু ঠাকুর পরলোক গমন করেন। তাঁহার সঙ্গীত—কবি হুতাশুকতাপূর্ণ।

(এই সংগ্রহের কয়েকটি গানে ‘রঘু’ বা ‘রঘুনাথ’ ভণিতা দৃষ্ট হইবে। গানগুলি কিন্তু হরু ঠাকুরের বলিয়াই প্রচলিত।)

মহড়া।

ওগো চিনেছি চিনেছি, চরণ দেখে,

ঐ বটে সেই কালিয়ে।

চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হয়ে।

যে চরণ ভোজে ত্রজ্ঞেতে আমায়,

ডাকে কলহিনী বলিয়ে।

চিহ্নন।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।

কপ কি অপরূপ রসকূপ, আমারি সহি ॥

কূলে লীলে কালি দিয়াছি আমি,

কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

মহড়া।

জলে জলে কিণো সখি।

অপরূপো রূপো দেখি ॥

দেখ সহি নিরখি।

কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব তঙ্গী প্রায়,

যায় কোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি ॥

চিহ্নন।

আচস্মিতে আলো কেন ধমনীর জল।

দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল ॥

তারের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন।

স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়িলো হুটী আখি ॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।

(ওগো ললিতে)

না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে ॥

চিহ্নন।

আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হার।

নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় ॥

টেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।

দরশনে দাগা দিলে হইবে সখি পাডকী।

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই।

(ওগো প্রাণ সহি)

নিরখি নির্মল জলে অনিমিবে রই ॥

চিহ্নন।

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।

শলী কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে ॥

আবার ভাবি সে যে শলী কুমুদবাক্ষব।

হৃদয়-কমল কেন তা দেখে হবে সুখী ॥

মহড়া ।

কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না ।

মনেতে করিতে সে বিধুবয়ান, সখি,

এ যে পাপ প্রাণ, ধৈর্য না মানে,

আমোহি কেমনে তা বল না ॥

চিহ্নন ।

সই, হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমত,

তুষিত চাতক জনা ।

আমি সেই মত হয়ে, আছি পথ চেয়ে,

মানসে করি সেরূপ ভাবনা ॥

অন্তরা ।

হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী,

কেন চক্রেপাণি এখনো ।

না এলো এ কুঞ্জে, কোথা হৃৎ ভুঞ্জে,

রহিল না জানি কারণো ॥

পরচিহ্নন ।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্রে,

হোতেছে স্থির মানে না ।

যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,

না এলো মুরারি, পাই যাতনা ॥

অন্তরা ।

সই, রবিকিরণের প্রায় হিমকর,

এ তনু আমারো দহিছে ।

শিখিপিক-রব, অঙ্গে মোর সব,

বজ্রাঘাত সম বাজিছে ॥

পরচিহ্নন ।

সই, করিয়ে সঙ্কেত, হরি কেন এত,

করিলেকো প্রবকনা ।

আমি বরঞ্চ গরল, ভকি সেও ভাল,

কি ফল বিফলে কালধাপনা ॥

অন্তরা ।

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণপণ কোরে,

গাঁথিলাম এ কুহুমহার ।

একি নিরানন্দ, বিনে সে গোন্ধিন্দ,

হেন মালা গলে দিব কার ॥

পরচিহ্নন ।

সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,

রহিব অবলা জনা ।

আমি শ্রাম অবেষণে, পাঠালাম মনে,

তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না ॥

মহড়া ।

কলসতলে কে গো বংলী বাজায় ।

এতদিনো আসি ধমুনাঙ্গলে,

আমি এমন মোহন মুরতি কখন,

দেখিনি এসে হেথায় ॥

চিহ্নন ।

অক্ষ অগোরচন্দনচর্চিত, বনমালা গলায় ।

গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,

ভ্রমরা গুঞ্জরে তায় ॥

অন্তরা ।

সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ ।

চরণ উপরে খুয়েছে চরণ,

এই কি রসিক শেষ ॥

চিহ্নন ।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ,

নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন,

জীবন যৌবন সঁপিবে ও রাজ্য পায় ॥

অন্তরা ।

হায়, অনুপম রূপগাদুরী সখি,

হেরিলাম কি ক্ষণে ।

প্রাণ নিলে হোরে,

ঈষতো হেসে বন্ধিম-নয়নে ।

চিহ্নন ।

মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায় ।

কুলবতীর কুলো, নৌলো গেলো গেলো,

মন মজিলো হেরে উহায় ॥

অন্তরা ।

সই, অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদতিলক ।

মনোহর সাজ, নাগাগ্রেতে গজমুক্তার বালক ॥

পরচিহ্নন ।

বিশ্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায় ।

কিবে সুন্দর স্রষ্টাঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,

রূপে ভুবন ভুলায় ॥

অন্তরা ।

সই, বেষ্টিত বজ্রবালক সবে,

কি শোভা আমরি হায় ।

গগনেতে তারাগণমারে,
চাঁপ খেন শোভা পায় ॥
পরচিহ্নে ।
সই, কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যমুনায় ।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায় ॥

মহড়া ।

কি কাজ আর বজ্রভবনে,
হায় ! সে নীলরতন, দরশন বিহনে ।
রোয়ে রোয়ে চিত্ত, হয় চমকিত,
কৈঁদে কৈঁদে প্রাণ উঠে সন্ধনে ॥

চিহ্নে ।

হায় ! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,
অনাখিনী করি গোঙ্গীগণে ।
সেই হোতে হায়, আছি মৃতপ্রায়,
পরায় গিয়াছে তাহারি সনে ॥

অন্তরা ।

হায় ! কোথা গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব,
কিরূপে মিলিব তার চরণে ।
গৃহ পরিবার, সকলি অসার,
সেই মনোহর নাগর বিনে ॥

চিহ্নে ।

হায় ! রজনী কি দিন, হোয়ে জ্বালাতন,
এই আরাদন, করি গো মনে ।
হোয়ে বিহঙ্গম, যাই সেই ধাম,
দেখি গিয়ে শ্রাম বৎসীবদনে ॥

অন্তরা ।

হায় ! যে শ্রামসোহাগে, যার অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী সকল স্থানে ।
যে শ্রামের গুণ, দেব ত্রিলোচন,
সদা করেন গান, পক বদনে ॥

চিহ্নে ।

১ হেন প্রাণেশ্বর, ছেড়ে গ্যাছে মোর,
কি কাজ এ ছার দেহ ধারণে ॥
চপ সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝুঁপ দিব যমুনাজীবনে ॥

অন্তরা ।

হায় ! এই যে মূখের, গোকুলনগরে,
হোয়েছে আধারো শ্রাম কারণে ।
কদম্বের তল, বিহারের স্থল,
হেরে আঁখিজল, বহে সন্ধনে ॥

চিহ্নে ।

হায় ! বটায়ে প্রমাদ, গিয়েছে বিনোদ,
এখেন সম্বরি রহি কেমনে ।
হে যত্নন্দন, বিপদভঞ্জন,
দিয়ে দরশন বাঁচাও প্রাণে ॥

মহড়া ।

যদি শ্রাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে সজনি ।
লম্পট স্বভাব তার জানি ওগো
রুন্দে, এই সন্দ হয় ।

সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ॥

চিহ্নে ।

ছিল যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয় ।
বিলম্ব দেখে তার হতেছে সংশয় ॥
বহু শ্রমে কুহুমেরি হার,
গাখিলাম সখি, গলে দিব কার ।
যদ্যপি বিমূৃত হোয়ে থাকে গুণমণি ॥

অন্তরা ।

কৃষ্ণপ্রাণ আমি, আমার অনন্য গতি ।
বোলে কি জানাব ভোমায়,
তুমি কি জান না দৃতি ॥

পরচিহ্নে ।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ ।
শ্রাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্রেশ ।
আসারো আশয়ে এতক্ষণ ।
রয়েছি করিয়ে পথ নিরাক্ষণ ।
মাধব না এসে যদি, এসে দিনমণি ॥

মহড়া ।

শ্রাম তিলেক দাড়াও,
হেরি চিরকাল বরণ ।
শ্রাম, তিলেক দাড়াও ।

এ অধীনীর মনের মামস পুরাও ।
সাপ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চলাননে হাসি হাসি, বাঁশীটা বাজাও ॥
চিতেন ।

নির্জনে এমন না পাব দরশন ।
ঘায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন ।
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥
অন্তরা ।

শ্রাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন ।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব অবণ ॥
চিতেন ।

কোন রঞ্জে পুরে ধ্বনি, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ।
কোন রঞ্জে পুরে ধ্বনি, রাখায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥
অন্তরা ।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম্ ।
শ্রামের পিরীতো, গরল মিথ্রিতে,
কার মুখে যদি শুনিতেম্ ।
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভকিতেম্ ॥

চিতেন ।
যখন মদনমোহন আসি,
রাধা রাধা বোলে বাজাত বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্ ।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,
আপন বসেতে রাখিতেম্ ॥

অন্তরা ।
হইয়ে মানিনী, যেতক গোপিনী,
বিবহু আলাতে জলিতেম্ ।
সই বড়জাল সম, সে বন্ধ নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ,
সমর্পণ করিতেম্ ॥
চিতেন ।

আগে গুরুজন, বুঝালে যখন,
তা যদি গ্রহণ করিতেম্ ।
রিপুগণ বশে, রহিত অনায়ে,
মনের হরিষে থাকিতেম্ ॥

মহড়া ।
ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে ।
বলনা কি বাদ সাধিলে ।
নবীন পিরীত, না হইতে নাথ,
অঙ্কুরে আঘাত করিলে ॥
চিতেন ।

একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে ।
অঙ্কুর সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥
অন্তরা ।

শ্রাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাসনাগণে উদাসী ।
নাহি অত্র ভাব, শুন হে মাধব,
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী ॥
চিতেন ।

শ্রাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে ।
কিসে হলেম্ দোষী, তা তোমার জিজ্ঞাসি,
কি দোষে এ দাসী ভাজিলে ॥

যদি চলিলে মুরারী, ভেজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও ।
জীবন উপায় বলে দাও ॥
হে মধুসূদন, করি নিবেদন,
বদন তুলিয়ে কথা কও ॥
চিতেন ।

শ্রাম যাও মধুপুরী, নিবেদ না করি,
থাক হরি যথা স্মৃৎ পাও ।
একবার সহাস্তবদনে, বন্ধিমনসনে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

মহড়া ।
ঐ আসিছে কিশোরি, তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে ।
সুখে বকিল না জানি কোথা, কারো সহিতে ।
বঁধু ঘুমে ভুমে ঢোলে পড়ে, নারে চলিতে ।
সুখায়ছে বিদ্বাদরো, শ্রামচাঁদরো,
বঁধুর এলায়েছে পীতবাস, নারে ভুলে পরিতে ॥

চিহ্নন ।

যাহার লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত,
ওই সহি, সেই প্রাণনাথ ।
প্রভাতে অরুণ সহ উদয় আসি,
বধুর হোয়েছে অরুণ আঁখি, নিশি জাগরণেতে ॥

মহড়া ।

আমারে সখি ধর ধর ।
বাথার ব্যথিত কে আছে আম'ব ।
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর ।
সদে নবন-দলিতা-গনবরণ, উদয়ে অবশ শরীর ॥

চিহ্নন ।

অঙ্গ ধরধর, বাপিছে আমার,
আর না চলে চরণ ।
সেই শ্রাম প্রেম ভরে, প্লক অন্তরে,
সঙ্গরা যে ভাব অঙ্গর ॥
অন্তরা ।

হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ-ভঙ্গিম,
বয়ান করে তা কি কব ।
লেগেছে যাহারে, প্রাণেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে ভাব ॥
চিহ্নন ।

কুল লীল ভয়, লক্ষ্মী তার যায়,
না রাখে জীবন আশ ।
তার জলে বা, স্থলে বা,
অন্তরীকে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥

মহড়া ।

বোনা গেল না হরি, কেমন তোমার করুণা ।
মরি হে কি বিবেচনা ।
দিয়ে বাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুজার মনোবাসনা ॥
চিহ্নন ।
সকলি বিমুগ্ধ, কি ব্রজনাথ, হোলে এককালে ।
ভেবে দৈব হে গো কুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না ॥
অন্তরা ।

শ্রাম, নন্দ উপানন্দ, সুন্দ আয়ো,
রাগী যে যশোমতী ।

হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ,

কোথা প্রাণকৃষ্ণ,

বোল লুটায় ক্রিতি ॥

চিহ্নন ।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
ব্রজের সমাচার ।
ব্রজগোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবল প্রবল হেরি যমুনা ॥

মহড়া ।

আন বাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে ।
হরি পরিহারি একি অস্ত্রে সম্ভবে ॥
আমি যে সেই গোরবিনী তারি গোরবে ।
চিহ্নন ।
যে বংশীর সব শুনি সগা সর্সকপ ।
যেন মৃত দেহে সখি, আমার আসিত জীবন ।
এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে ॥
অন্তরা ।

শ্রামের গুণের কথা শুন প্রাণ সহি ।
ছলো ক্রমে এক দিনো অভিমানী হই ॥
চিহ্নন ।

যে মান ভঙ্গনে হরি পেয়ে কত ক্রেশ ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলা,
ধরি যোগীর বেশ ।
সে সখে সপনো হোলো তারো অভাবে ॥

মহড়া ।

তোমার আশাতে এ চারি জন ।
মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন ।
আছে অভিভূত হোয়ে সর্সকপ ॥
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষ,
করিতেছে আরাধন ॥
চিহ্নন ।
অস্ত্র রূপ আঁখি না হেরে আর ।
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার ।
শয়নে সপনে, মন ভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন ॥

অন্তরা ।

প্রাণ, ইহার কি বল উপায় ।
আমি যে ঠেকিলাম বিষম দায় ॥

চিহ্নেন ।

অস্থির হোলো এ চারি জনে ।

প্রবোধি, প্রবোধ নাহি মানে ।

ইহার বিহিত, যে হয় তুরিত,

কর প্রেমসি এখন ॥

অন্তরা ।

প্রাণ, জীবন যৌবন ধন ।

এতো চিরপল নহে জন ॥

চিহ্নেন ।

এ তুমি শুনেছ জানতো প্রাণ :

অনুগতের রাখ সন্ধান ।

ও দুর্গলোচনি, ও বিধুবদনি,

কর হৃদ্যবিরূপ ॥

অন্তরা ।

প্রাণ, এরূপ আশ্বাস কথায় ।

বল কি ফল আছে তায় ॥

চিহ্নেন ।

প্রতি দিন আসি বিশ্বখে যাই ।

নিরন্তি না হয় এ আশা-বাই ।

তুরিতে সান্ত্বনা, কর হুলোচনা,

আর না সহ্য যাতনা ॥

মহড়া ।

ওহে বার বার আর কেন, জানাও আমায় ।

বুঝিরাছি তোমার যে মনের আশয় ।

তুমিতে আমারি আছ, গিয়েছ কোথায় ॥

চিহ্নেন ।

হুখে থাক, মন রাখ, এখন এই চাই ।

তবু গুণ গাই, কোথাও না যাই ।

তুমি স্তম্ভালবাস ভাবে বুঝা যায় ॥

অন্তরা ।

ওহে তোমার ও গুণ প্রাণ, থাকুক তোমায় ।

ও বাতাস যেন হে না লাগে কার গায় ॥

পরচিহ্নেন ।

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাব আর ।

হেন অসামান্য গুণ আছে কার ।

বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় ॥

অন্তরা ।

যদি সারী হোয়ে করে কেউ প্রেম অভিলাষ ।

তোমার মন্ডন রসিক পেলো, পূরে তার আশ ॥

পরচিহ্নেন ।

যেরূপ হুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে ।

কব কেমনে, তবু, সেই জানে ।

এক মুখে তব গুণ, কোয়ে না ফুরায় ॥

অন্তরা ।

ওহে যত দিন দেহে প্রাণ, থাকিবে আমার ।

ঘৃষিব বোষণা নিয়ত তোমার ॥

পরচিহ্নেন ।

তুমি যেমন, হুজুর, রসিকের শেষ ।

জানি সবিশেষ, নাহি দোষলেশ ।

তোমার রীত চরিত, জাগিছে হিয়ায় ॥

অন্তরা ।

তুমি ঘৃণাগ্রেতে আননাক শঠতা কেমন ।

আহা মরি মরি তব, কি সরল মন ॥

পরচিহ্নেন ।

রঘুনাথ বলে কেন ও বিধুমুখি ।

কি দোষ দেখি, হোয়েছে হৃদয়ী ।

কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছ উহার ॥

মহড়া ।

ধিক্ ধিক্ তব জীবন যৌবন ।

এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন ।

সে চাহেনা, আমি তার যোগাই মন ॥

চিহ্নেন ।

যেখানেতে না রহিল, মানিজন্যর মান ।

সে কেমন অজ্ঞান, তারে শপে প্রাণ ।

সেধে কেঁদে হয় গিয়ে কলঙ্কভাজন ।

অন্তরা ।

একি প্রণয়ের রীতি সহ, শুনেছ এমন ।

কেহ হুখে থাকে, কেহ হুখে জালাতন ॥

চিহ্নেন ।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যার ধায়ায় ।

সে জন তাহার কিবে নাহি চায় ।

তথাপি না পারে তারে হোতে বিষ্ময় ॥

অন্তরা ।

সখি, পিরীতি পরম ধন, জগতের সার ।

হুজনে হুজনে হলে, হয় ছারে খার ॥

চিহ্নেন ।

সামান্য বেদের কথা একি প্রাণ সহ ।

কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই ।
 স্বরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্জন ॥
 অন্তরা ।

যারে ভাবিব আপন সহী, তার এ বোধ নাই ।
 এমন প্রেমের মুখে, তারো মুখে ছাই ॥
 চিত্তন ।

হেন অরুণ্যারোদনে, ফল আছে কি ।
 এ হতে স্তম্ভী একা যে থাকি ।
 ধোরে নৈধে করা কিনা প্রেম উপার্জন ॥
 যার স্বভাব লম্পট সহী, তার কি এ বোধ ।
 আছে কি করিবে তব প্রেম অরুণ্যে ॥
 চিত্তন ।

অতি গুট উভয়েতে হওয়া একমন ।
 এরূপ মিলন, না দেখি কখন ।
 রত্ন বলে কোথা মিলে হুজনে হুজন ।

মহড়া ।

বুঝিছি মনেতে, রমণীর প্রেম কেবল ধন ।
 মিছে মিছি সে মিলন ।
 তাদের ধন লোয়ে কথা,
 পিরীতি বা কোথা, কা কন্ত পরিবেদন ॥
 চিত্তন ।

দি দ্বন্দ্বয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ ।
 তবু কেমন চরিত্ত, তাহে কদাচিত্ত,
 নাহি পাওয়া যায় মন ॥
 অন্তরা ।

রূপে কামসদৃশ পুরুষ অর্থহীন যদি হয় ।
 সেই রনিক জনে, নারী নয়নে না ফিরে চায় ॥
 চিত্তন ।

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়,
 যেচে তারে সঁপে বোবন ।
 তাহে কুৎসিত কুজনা, নাহি বিবেচনা,
 স্বকারণ্য করে সাধন ॥

অন্তরা ।

কেবল অর্থোত্তেই লোভ, মৌখিক সে সব,
 কহে যে প্রেমকথন ।
 পিরীতি-রসের রসিক নারী,
 সহস্র মেলে একজন ॥

চিত্তন ।

সকলি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,
 হোলে হয় স্বর্গভূষণ ।
 তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম,
 ধন দিয়ে তোষে যে জন ॥
 অন্তরা ।

যার স্বামী অকৃতী, তাকে সে যুবতী
 নাহি করে মাত্ৰমান ।
 বলে বিকৃত পিতা মাতারে,
 এমন দরিদ্রে দিয়াছেন দান ॥
 চিত্তন ।

যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে,
 অর্থ করে উপার্জন ।
 তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
 কোরে হর-অরাধন ॥
 অন্তরা ।

দেখে অর্থ আছে যার,
 সদা নারী তার, করয়ে মনোরঞ্জন ।
 বলে পাদ-পদ্মে স্থান, দিও গুহে প্রাণ,
 আমি করিব সহগমন ॥
 চিত্তন ।

পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা,
 কথোত্তে করে কেমন ।
 করে আগেতে যেমন, না থাকে তেমন ।
 হলে পরে পূরাণন ॥

মহড়া ।

যার স্বভাবো বা থাকে প্রাণনাথ,
 তাকি বুঢ়াতে কেহ পারে !
 নিদর্শন তোমারে ॥
 শুনেছে কখনো, অঙ্গারের মলিনো,
 ঘুচে কি দুখে ধুলে পারে ।
 চিত্তন ।

নিম্নতরু যদি রোপণো হগো,
 শতভাগো শূন্যে ।
 সে মিষ্ট রসো না হগো কখনো,
 নিম্ন গুণ প্রকাশো করে ॥

মহড়া ।

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে ।
রথ হেরিয়ে তাসি অকুলে ।
অকুল সহিতে, কুল কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥

চিহ্নন ।

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে ? শ্রাম,
ভেবে দেখে মনে, তোমার কারণে,
ব্রজানাগণে উদাসী ॥

অন্তরা ।

নাহি অস্ত্র ভাব, শুন হে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী ।
নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপীসকলে ॥

চিহ্নন ।

দিয়ে বিসর্জন কুল লীলে ।

এতেই হ'লম দোষী, তাই তোমার জিজ্ঞাসি—
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?

অন্তরা ।

শ্রাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা হুখ পাও ।
একবার সহাস্ত-বদনে, বন্ধিম-নন্দনে,
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও ॥

চিহ্নন ।

জনমের মত, ত্রীচরণ দুটী,
হেরি হে নয়নে ত্রীহরি ।
আর হেরিব আশা না করি ।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্রহানি চলিলে ।

মহড়া ।

তুমি রাখে, অস্তি সাধে, করেছ শ্রবণ । -
সে লম্পট কত নর সরল হৃদয় ।

চিহ্নন ।

তোমারে সঙ্কেত জানারে,
শ্রাম বিহরিছে অজ্ঞারে লয়ে ।
দেখিবে ত এস রাধে, দেখাই তোমারে,
আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে ॥

অন্তরা ।

দেখে এলাম তোমার শ্রামচাঁদে
শুরে কুহুম-শযাপরে ।
নিশির শেষে অলসে অচেতন,
শ্রাম অঙ্গে নাহি বসনভূষণ ।
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥

মহড়া ।

কোন প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায় ।
তুমি বা কেমনে ভুজে আইলে হেথায় ॥

চিহ্নন ।

বিদরে আমার বুক তব মুখ হেরিয়ে ।
এসেছ শ্রাম কোথা নিশি জাগিয়ে ।
শুভদেহ লইয়ে এলে করে প্রাণ সঁপিয়ে ॥

অন্তরা ।

এখন কি হইল মনে রাধা বলিয়ে ।
কি ভাবিয়ে ত্রীমতীরে গেলে শ্রাম ত্যজিয়ে ॥

চিহ্নন ।

নাহি পীত খটি মুরলী—গোচারণের সে ভূষণ ।
ধ'র না রাধার পায় এখন ।
এবে যতপতি, হয়েছ ভূপতি,
হারকপতি সোণার ভবন ॥

মহড়া ।

হরি, ব্রজনারী চেনে না,
ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধন ।
প্রভাস-তীর্থে দরশন পাইয়া কৃষ্ণেরে,
অভিমান ক্ষরে, কহে করে ধরে গোপীগণ ॥

অন্তরা ।

যতনাথ, আর কেন দুর্ধীনীগণে স্মরণ হবে ।
গিয়েছে সে সব ব্রজের ভাব,
মগ্নেছ হে নব ভাবে ॥

চিহ্নন ।

কল্পিণী আদি রাজহতা-বশতা সবে, সেবে ও চরণ,
ভুলেছ সে গোপীগণ ।
রাধা কুরূগিণী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী, কি ভারে লাগে মন ॥

মহড়া ।
শিশির নিশির বস্ত্রণা সই !
এ হতে ত ছিল ভাল ।
বসন্ত হয়ে কুতান্ত বিরহী বধিতে এল ॥
চিভেন ।
মনের কথা কই, এমন কে আছে !
কতুরাঙ্গ যিনি,
নারী বধেন তিনি,
তবে আর দাঁড়ব কার কাছে ॥
অন্তরা ।
আসি সপ্তরথী মিলে, আমারে মজালে,
যেন অভিমত্যা খেরেছে কোরব ।
কাল বসন্তের হাতে যায় বা সতীত্ব-গৌরব ॥
চিভেন ।
যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ,
তায় বা করে গো আশাত,
কত সই গো সই, মুহুমুহ কুহরব ॥

মহড়া ।
সখিরে, রসেরো অলসে ।
গত দিবসেরো রজনী শেষে ॥
অচেতনো হয় হৃৎকের আবেশে ॥
শ্রামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্রামেরে হারিয়ে,
কৈদেছিলাম কত হতাশে ॥
চিভেন ।
যে বিচ্ছেদো তরে, পরাণো শিহরে,
তাই খটেছিল সই ।
অমনি কল্মাষিত হৃদি, হেরে শ্রাম নিধি,
হোরে মিল বিধি কি দোষে ॥

অন্তরা ।
রাই অভ্যস্ত কাতরা,
নয়নেতে ধারা বহিছে কহিছে ওহে শ্রাম ॥
তব দরশনো, আকাক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলো বাম ॥

চিভেন ।
কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বন অতি দুর্গম ।
আনি সুশীতল বারি,
কোন সহচরী, বদনে দিতেছে হতাশে ॥

মহড়া ।
রহিল না প্রেম গোপনে ।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায় ॥
কুল-কলঙ্কী লোকে কর ।
আপে না বুঝিয়ে, পিরীতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণ যায় ॥
চিভেন ।
আমি ভাবিলাম আপে, যে ভয় অন্তরে,
খটিল আমার সেই ভয় ।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোক-গঞ্জনায়ে ॥
অন্তরা ।
হায় কত জনে কত বলিছে নাথো,
মোয়ে থাকি মরমে ।
বদন তুলিয়া কথা নাহি কই সরমে ॥
চিভেন ।
হায় ! কি পুরুষো নারী, করে ঠায়ঠায়,
যখন তারা দেখে আমার ।
ভাবি কোথা যাব, লাঞ্জে মোরে বাই,
বিদরে ধরণী ঘাই তায় ।
হায় ! হৃদয়ো মাঝারে লুকাবে,
সদা রাখি প্রেমো রতনে ।
কি জানি কেমনে সখা, তথাপি লোকে জনে ॥

চিভেন ।
হায় ! পিরীতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয় ।
কলঙ্ক-পবনে লইয়ে সে বাসো,
যাপিল জগতোন্ময় ॥

মহড়া ।
পিরীতি নাহি গোপনে থাকে ।
স্তন লো সজনি বলি তোমাকে ॥

চিভেন ।
শুনেনে কখনো, অলস্ত আশুনো,
বসনে বন্ধনো রাখে ।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষ-বিবাদ,
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে ।

দ্বিতীয়ের চাঁদ কিবির প্রকাশ ।
তৃতীয়ের চাঁদ, জগতে দেখে ॥

মহড়া ।

যৌবনকালে যদি নারী বুঝিতে পিরীত ।
তমোগুণে না হইত পূরিত ॥

চিহ্নে ।

পুরুষেরো হইত বাধিত ।
তবে ত হইত প্রেমে স্তম্ভ সমুচিত ॥
অন্তরা ।

সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন ।
করয়ে কখন—যায় যৌবনো যখন ॥
চিহ্নে ।
সে প্রণয়ে হয়ো কি না—নানা বিষটিত ॥

মহড়া ।

কি হবে ! কোথা গেলে হরি,
অনাথো করি, তেজিয়ে পথ মারো ।
তবে বিরহে হৃদয় বিদরে যে ।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে,
মরি মরি প্রাণে যে ।
চিহ্নে ।
হায় ! এই স্বপ্নে করি, আমারে মুরারি,
লইতে চাহিলে হে যে ।
আবার কি ভাবান্তরে, অদেখা আমারে,
হোলে কি মনে বুঝে ॥
হায় ! ওহে তরুণণো, মোরো স্তাম-ধনো,
দেখেছ কেহ তোমরা ।
বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি,
এই খানে হোয়েছি হারা ॥

মহড়া ।

এত দুখো অপমান, সাধেরো পিরীতে প্রাণ ।
নিতি নিতি প্রাণো, নতনো আশুনো,
উঠে না হয়ো নিরাশ ॥
চিহ্নে ।
অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে
কোরোছিলাম পিরীতি ।

আমার সে সকলো গেলো,
শেষে এই হলো,
সদা কোরে দুঃখান ॥

মহড়া ।

এ সময় সখা দেখা দেও হে ।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ,
আমার আশি মনো সদা দহে হে ।
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়,
হায় হায় হাস হে ॥
চিহ্নে ।

গিরীশ, বরষা, হিম, শিশিরে,
যত দুখ দেখে হে ।
সব সম্বরণ কোরেছি কৃষ্ণ,
বসন্ত ষাটনা প্রাণে না সহ হে ॥

অন্তরা ।

প্রায় ব্যাধ-জাল হোয়ে, ধেরেছে আমায়,
কোকিলের পর-জাল ।
তাহে পোড়ে আগি, হরিণী সমান,
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল ॥
পবচিত্রন ।
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণে হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে ।
বিপত্তে মরুদ্দনো, আমা প্রতি কেনো,
নিদ্রায়ো জনার্দন হে ।

মহড়া ।

অ'য় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি,
দেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি করে সবিনয় ।
যেমন আছি তেমনি আয় গো,
আর বিলম্ব নাহি সয় ॥
চিহ্নে ।

মুক্তকেশী হোয়ে আসি গৃহবাহরে ।
সজলনয়নে সাধে সবারে ॥
অন্তরা ।
বাথার বাথী কে আছি আমার,
এস গো এ সময় ॥

মহড়া ।

ইথে কার অসাধ কমলিনি !
বল শুনি হাঁগো রাধে হেরিতে নীলকান্তমণি
আমরা তো সব তব আশ্রয়বর্তিনী ।
যাবে কৃষ্ণদরশনে এতো শ্রাব্য করে মানি ॥
চিহ্নন ।
কায়মন প্রাণে যার পদে সমর্পণ ।
সে ধনে হেরিতে আমাদের আলম্ব্য কখন ॥

অন্তরা ।

যদ্যপি কাল বল তুমি,
আমরা প্রস্তুতো এখনি ।

মহড়া ।

সধি, শ্যামচাঁদ করলো মানা ।
কোন ছলে যেন এসেনা কদম্বতলে,
নলিতমিভঙ্গরূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না ॥

মহড়া ।

পিরিতের ও কথা কোয়ে ত দূরায় না ।
প্রাণ যত কও, ততই উপজে কতই,
পরিসীমা হয় না ।

মহড়া ।

তুমি কার প্রাণ, করি দেহশূন্য এলে,
হেরে যে রূপো, বাসনা করে ।
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ,
সেইখানে রাখি তোমা রে ॥
চিহ্নন ।
পদার্পণে যে কমলে পূর্বিতো করিলে বহুমতী ।
জ্ঞানো হয় প্রাণ তেমতি ॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ,
পাইতো হে তব অন্বরে ॥

মহড়া ।

এই ভয় দশা মনেতে,
বিস্ফুরো বা ঝটে পিরীতে ॥
হোতেছে এখানে নৃত্যো যজনো,
কি হলো কি হবে শেষেতে ॥

চিহ্নন ।

প্রাণ নব অহরণে, পিরীতি সোহাগে,
আছি আলাপনেতে ॥
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো পাই সদা দেখিতে ॥
হেন ভাবো থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ স্মৃতেতে ॥

মহড়া ।

ওহে বার বার আর কেন জালাও আমায় ।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশয় ॥
তুমিত আমারি তাহে গিয়াছ কোথায় ॥
চিহ্নন ।

স্মৃথে থাক মনে রাখ এখন এই চাই ।
তব গুণ গাই, কোথাও না ঘাই ॥
তুমি যত ভাল বাসো ভাবে বুঝা যায় ॥
অন্তরা ।

ওহে তোমারো ও গুণো,
প্রাণে থাকুকো তোমায় ।
ও বাতাস যেন হে, না লাগে কারো গায় ॥
চিহ্নন ।

তব মম শ্রিয়তম কোথা পাব আর ।
হেন অসাধারণ গুণ আছে কার ॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় ॥

অন্তরা ।

যদি নারী হয়ে কেউ প্রেম অভিলাষ ।
তোমার মতন রসিক পেলে পুরে তারো আশ ॥
চিহ্নন ।

সে রূপো-স্মৃথে সে ভাসে বিধিবিধানে ।
ক'ব কেমনে সেই সে জানে ॥
এক মুখে তব গুণো কোলে না দূরায় ॥

অন্তরা ।

ওহে যতদিন দেহে প্রাণো থাকিবে আমার ।
বুঝি বোষণা আমি নিয়ত তোমার ॥
চিহ্নন ।

তুমি যেমন স্নানো রসিকেরো শেষ ।
জানি সবিশেষ নাহি দোষো লেশ ॥
তোমারো রীতো চরিতে আছি হিয়ায় ॥

অন্তরা ।

তুমি ঘুবাগ্রেতে জানো নাকো শঠতা কেমন ।
আহা মরি মরি তব কি সরলো মন ॥

চিহ্নন ।

রঘুনাথো কহে কেন ও বিধুমুখী ।
কি দোষ দেখি হয়েছে। হুখী,
কেন হেন বাক্যবাণ হানিছ উহায় ॥

মহড়া ।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
তাজিয়ে এ সুখ-বন্দাবন ।
হুখিনী রাখায় মদন করে দরু হে মদনমোহন ॥
এসময়ে সখা, দাও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন ॥

চিহ্নন ।

একে তো সহজে এ ব্রজধাম,
সদা সুখেয়ো আশ্রয়দ ।
তাহে কাল গুণেতে পূর্ণ সুখে সম্পদ ॥
রসিক নাগরো, তোমা' বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্বাপন ।

অন্তরা ।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
মুঞ্জরিল উরুগণ ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন ॥
পরচিহ্নন ।

মুকুলে মুকুলে, কোকিল ডালে, করে কুঙ্করু রব
কুহুমে কুহুমে গুঞ্জরে অলি সব ॥
আমরি আমারি, এই শোভা হরি,
হইলে কি সবে বিস্মরণ ॥

মহড়া ।

আজ বাধবো তোমায় বনমালী ।
করিয়ে সখীমণ্ডলী ॥
নাগরালি তোমার মত, কর্কে হত,
দিয়ে অঙ্গিতে বুলি ।
গোরসেরো অবশেষে, দিব মস্তকে ঢালি ॥

মহড়া ।

কেহ নাহি আর ।
হরি তোমা বিনে হুখিনী রাখার ॥
ইথে যে উচিত তোমার,

করহে মুরারি, অধীনী তোমারি,
সকলি তোমারে লাগে ভার ।
চিহ্নন ।

আগেতে বাড়িয়ে গৌরবো, সে সবে,
পুনঃ করিলে সংহার ।
জগত্তেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি,
যে হুখ হোলো সে অবলার ॥

অন্তরা ।

ওহে শ্যাম, ভাব দেখি একোবার,
গোকুলেরো সে লীলে ।
কিরূপ ব্যাভারো, হতো নিরন্তরো,
সকলি বিষ্মরিলে ॥

চিহ্নন ।

হোতেমু যখন মানিনী,
আপনি করিতে যে ব্যবহার ।
সে সবে এখনো হইল স্পন্দো,
স্মরণার্থে ররেছে আমার ॥

অন্তরা ।

ব্রজনাথ ! এক্ষণে, ব্রজ-ভূমেরো
হোয়েছে হে যে দশা ।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে
বিশেষো, কি কহিব সহসা ॥

চিহ্নন ।

আগমন কালে মাধবো, আসিবো
কয়েছিলে এই সার ।
কেবল মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা,
নতুবা সকলি আশার ॥

অন্তরা ।

কেবল এই হেতু প্রাণো আছে
গোপিকার শরীরে ।
ত্রিভঙ্গ মুরারী, রাখা বনমালী,
জাগিতেছে অন্তরে ॥

চিহ্নন ।

দিবানিশি এই ধ্যানো,
বাহুজ্ঞানো হারা হয়ে অনিবার ।
কখনো চেতনা পেয়ে, ডাকি—
প্রাপেক্ষক কোথায়, হুখে কর পার ॥

অন্তরা ।

আর কি হবে হে এমন দিম
পুনঃ বাবে ব্রজেতে ।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারী,
যমুনা পার হতে ॥
চিন্তন ।
আর কি কদম্বজলে, কৌশলে
লবে দানপশরা ।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীত
সকল ব্রজবাসী জনার ॥

মহড়া ।

ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরেনা ।
মনো সে প্রেম পাসরে না ।
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা ।
চিন্তন ।
আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
ততো তুমি বুঝ না ।
আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শৃঙ্খাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ॥

মহড়া ।

হরি, ব্রজনারী চেন না এখন, রাধার প্রাণধন ।
প্রভাসতীর্থে নরশন পাইয়ে কৃষ্ণেরে,
অভিমান ভরে কহে, করে ধরে গোপীগণ ।
চিন্তন ।
নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ ।
ধরোনা রাধার পায় এখন ।
এবে যতপতি, হয়েছে ভূপতি,
দ্বারকাপতি, সোণার ভবন ।

অন্তরা ।

ধননাথ আর কেন ছুখিনীগণে মরণ হবে ।
শিখাছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছ হে নবভাবো

চিন্তন ।

কল্পিণী আদি রাজদ্রুহিতা সবে সেবে ও চরণ ।
ভুলেছ সে গোপীগণ ।
রাধা কুরুপিনী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী, কি তারে লাগে মন ।
অন্তরা ।
ওহে, শুনেছি দ্বারকাতে তব সে সুখবিলাস ।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো,
পুরাতেছ অভিলাষ ।

চিন্তন ।

সত্যভামার মানো, রাখিলে, রোপিলে
পারিজাতেরো কানন ।
তাহে আছ বাধা, সাধ শ্রিয় সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন ॥
অন্তরা ।
তোষারে অকিঞ্চন জনো নাথো,
কৃষ্ণ জগজনে কর ।
এই হেতু নাথ অকিঞ্চন যতো,
ও পদে আশ্রয় লয় ।
চিন্তন ।
সেনামে কলঙ্ক রাখিলে,
ভাজিলে যখন শ্রীকৃষ্ণাবন

আর ও চরণো, না ল'বে শরণো,
হুখে গেলে প্রাণো হুখিজন ।
অন্তরা ।

শুনহে বহু কালান্তরে প্রাণবধু পেয়েছি দেখা ।
জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,
আর নাহিক সখা ।
চিন্তন ।

হুখো হুখো কৃষ্ণ তব হাত,
রঘুনাথ করয়ে নিবেদন ।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো,
ব্রজ রাজ্যে নন্দ্রো নন্দন ।

। কোনও কোষও গানের অন্তরা, মহড়া বা চিন্তনের সহিত অপার গানের আশ-বিশেষের মিল দেখা যায় । অথচ, গানগুলি সর্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত ।

দেওয়ান মহাশয় !

বর্ধমান কালনার সন্নিকট চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র; তন্মধ্যে রঘুনাথ মধ্যম। ব্রজকিশোর বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। চুপীর রায় বংশ বর্ধমান রাজ-বাটীতে বহুকাল হইতে বংশপরম্পরাক্রমে এই দেওয়ানী কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ব্রজকিশোবেব মৃত্যুর পর, রঘুনাথ সেই দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হন। ইনি বর্ধমানে ‘দেওয়ান মহাশয়’ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সেই হইতে ‘দেওয়ান মহাশয়’ নামেই তিনি পরিচিত।

বর্ধমানে শ্রিতার নিকট থাকিয়া বহুনাথ সঙ্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উভয় ভাষাতে তিনি বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-বচনায় এত পরমার্হচিত্রায় বহুনাথের বিশেষ আসক্তি দেখা যাইত। তিনি যখন দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, তখন মহারাজ তেজশঙ্কর বর্ধমানের অধিপতি। সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, মহাবাজ দিল্লী ও লঙ্কো হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

দেওয়ান মহাশয় প্রতিদিন অল্পক্ষণই দেওয়ানীকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার অবকাশ সময়েই সঙ্গীতচর্চ্চায় ও ধর্ম্মকাব্যে অতিবাহিত হইত। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার রচিত সমস্ত সঙ্গীতই দেবদেবী-বিষয়ক, অল্প সঙ্গীত একটিও তিনি রচনা করেন নাই। ভণিতা-স্বরূপ এই ‘অকিকন’ কথাটি তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে,—রঘুনাথ প্রভাত প্রাতঃকালে কানীবিষয়ক একটি গান রচনা না করিয়া জগৎগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রচিত কৃষ্ণবিষয়ক গানও অনেক আছে।

১২৪০ সালের ১১এ ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে দেওয়ান মহাশয় পরলোকে গমন করেন।

ক্লিষ্ট—আড়াঠেকা।

হে ভগবতি সতি!—প্রজাপতি-নৃহিতে!
কোটা উদ্ভূপতি যিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ,
গুণাতীত গুণবতী প্রধানা শকতি।
ওমা! আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতিহীন অকিকনে, তুমি মাত্র গতি॥

যোগিনী—তেতালা।

মহিষমর্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমলদল, নিম্নিত চরণ-তল,
শশধর-নিকর নখররূপে প্রকাশিল॥
রতন নূপুর সাজে, কটিতটে কিল্লিগবাজে,
বিরাজে যোগিনীমাবে করি কুতূহল;—
মৃদুহাস স্রবাস হরনর ত্রাস-নাশ,
এই অকিকন-আশ্রমেই ত্রিচরণে স্থল॥

বেহাগ—একতাল।

কিরূপ অসুখমা মা মহেশমনোমোহিনী।
কলঙ্গরহিত পরিণত শতবিধু-নিম্নিত বদনী॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি; রত্ন ভূষণে ভূষণী;
মঞ্জীর চরণে বাজে রূপ বৃন্দ, মণি মুকুতা গাঁথনি।
দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, সদলে দলজবিনাশকরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, দেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি,—
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতি, কে জানে মা ভব স্তুতি,
অকৃতি কুমতি অকিকন প্রতি, প্রসীদ বিধজননি।

খরিট খাওয়াজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিভৃষিনী কে রমণী সমরে।
অঙ্গর করেছে আলো নেচে এলো চিকুরে॥
বয়সে বালা ঘোড়শী, মুখে মৃহ মৃহ হাসি,
উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে॥
বামকরে অসি ধরি, রণমাবে দিগম্বরী,
নাচে অম্বর সংহারী, মগ্ন হয়ে রুধিরে॥

বেদারা—আড়াঠেকা ।

কে রণভরসে উলাঙ্গী ভীমা ভঙ্গিনী ।
কুরঙ্গ নয়নী নীরদাঙ্গী শবচারিণী ॥
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি-মুণ্ডধরা,
প্রত্যঙ্গে রুধিরধারা, নরশিরহারিণী ॥
একা রণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগুণে,
বিকট দশন বদনাভিবিস্তারিণী ;—
রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন,
ন কুরু রূপা কালি, কালী কল্যুনাশিনী ॥

ইম্বু কল্যাণ—একতাল ।
হর উরোপরে কে বিহরে ললনা,
তিমিরবরণা দিগ্বসন ।
করে করবাল, বালশলী শোভে শিরে ;
লোল রসনা অতি বিস্তৃতবদন ॥
অসংখ্য দনুজদল সমূলে বিনাশ হ'ল,
শোণিত-হিল্লোলে মহী প্রায় যে মগনা ;—
মম হৃদি-পদ্মাসনে বিশ্রামলহ শ্রামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা ॥

হরট মল্লার—একতাল ।
কে রণরঙ্গিণী যোগিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে ।
পদতল নব-প্রভাকর-কর,
দশ হৃদাকর শোভিছে নথরে ॥
কিবা জিমুতাক্ষী জ্যোতিঃ তমোহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জরা-বিশদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ওপদে সঁপিছে অমরে ॥
হুস্তলজাল-জিনি কাদছিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোলরসনা করালবদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিস্বাধরে ॥
দক্ষ কল্পে ধরণী সঞ্চে,
করে হস্তাকর পাবক নিঃসঞ্চে,
ঝরে ইরশয় নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা-ধেলে দশন-উপরে ॥
ভস্করা মুর্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,

অকিঞ্চনে কয়, সামান্য তনয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা ।
মা, কে বিহরে সমরে কালকামিনী ।
বিবসনা ত্রিনয়নী অমুদবরণী ।
বন হস্তাকর ধরনি, বিকট ব্যাপ্তাননী,
মহাঘোরে ঘোরনিদানিনী ।
শবশিখ কুণ্ডল, লোল ক্ষতিমূল,
দনুজমুণ্ডমাল, আপদলক্ষিনী ;—
হরহৃদিপঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি,
অকিঞ্চনে কৃতার্থকারিণী ॥

মোহিনী—আড়াঠেকা ।
নবানুবরণী কার কামিনী, নাচে উলঙ্গিনী ?
বিকট অট্টহাস, নাহি লাজ ভয় লেশ,
একি বেশ এলোকেশ রণ উদ্ভাসিনী ?
নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ ।
যুদ্ধে নাহি কাজ, বুঝি হবে সর্ব-সংহারিণী ;—
কহে অকিঞ্চনে কি ভাবের দৈত্যগুণে ?
যে ভাব ভাব মনে, সেই ভবভাবিনী ॥

সিন্ধু—ঠেকা ।
দুর্গে দুর্গতিহারিণি তারিণি !
অনুগত প্রণত, ভক্ত-হিতকারিণি !
চিন্ময় নির্গুণানন্তগুণধারিণি !
অপার মহিমা বেদাগমে তব নাহি সীমা ;
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি ?—মা !
স্বগুণে করুণাদানে হইও গো
চরণে অকিঞ্চন চিত্ত-কারিণী ॥

বাগেত্রী—আড়াঠেকা ।
বুঝনা মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে ।
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে ।
জঠরস্থ ছিলে যোগী ; জন্ম মাত্র কর্মভোগী,
শ্রামা নামামৃতভাগী, বিষয় সন্তোষী হলে !
অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি,
ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে ।

ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্র, পেয়ে হয়েছে উন্মত্ত,
পড়ে রবে সে ইন্দ্র, দশেন্দ্রিয় অবশ হল ॥

ধাষাজ—আড়াঠেকা ।

কবে সে দিন হবে, তারিণি মোরে তরিবে ;
অনন্তশরণ জনে, চরণে রাখিবে শিবে ।
রসনায়ে বলিবে তারা নাম মধুরাকরা,
তারা নাম বিনে শ্রবণ, আর না শুনিবে ।

কালাঙা—একতাল ।

ক্রিলোচন ! হৃৎখ মোচন, কর হে করুণা করে ।
বিদায় দ্বাও আমার অভয়া, লয়ে যাব গিরিপূরে ॥
পাখাণী হয়ে অধীরা, অচৈতন্য আছে ধরা,
চৈতন্যরূপিণী তারা বিনে কে চৈতন্য করে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

পড়িয়ে ভবদাগরে, ডুবে মা ডুবুর তরী ।
“মাস্তা-বাড়, মোহতুকান” ক্রমে
বাড়ে গো শঙ্করি ॥
একে মমমাঝি আনাড়ি, তাতে ছ’জন
গোঁয়ার দাঁড়ি ।
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
ভেসে গেল ভক্তির হাল,
ছিড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ’ল বানচাল, বল কি করি ।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, হুর্গানামের ভেলা ধরি ॥

ধাষাজ—একতাল ।

মা কত কর বিড়ম্বনা ।

অজ্ঞানাকে রাখি আর দিওনা যন্ত্রণা ॥
অনিত হুখে ভুলায়ে, হুঃখার্ণবেতে ডুবারে,
মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা ।

(ভাল রহিত করুণা) ॥

বাগ্মজ্ঞ পুঞ্জাদি, বিবিধ বিধান বিধি, হুর্গে !

তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা ।

অকিঞ্চন প্রেতি কৃপাবিতা হয়ে ভগবতি,
হুর্গতি-নাশিনী বশঃ প্রকাশ কর মা ॥

ধাষাজ—কাওয়ালী ।

করে বামা নিবিড়-নীরদ-বরণী ।

বল-হারিণী, প্রতিপদ বিহরণে কল্মিত ধরণী,
এতো নয় (নয়) সামান্য রমণী ॥
বিগলিত কেলী, উন্মত্তবেশী, মুখে আটহাসি,
দশানে চমকে যেন তড়িতশ্রেণী ॥
অকিঞ্চনে এই কয়, কটাক্ষে দলুজ কয়,
অপাঙ্গে দলুজকুল-বলহারিণী ॥

আড়ানা—আড়া ।

জানিতেছি তোমা বিনে গতি নাহি আর তারা ।
তবে কেন জেনে শুনে ভুলি গুণো ত্রিপুরা ॥
মাতৃগর্ভে অঙ্ককারে, জ্ঞানদীপে আলো করে,
রবিশঙ্কী মহাধোরে, হেথা এলে পথহারা ॥

বিকিট ধাষাজ—আড়াঠেকা ।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে ।
অশ্বর করেছে আলো, নাচে এলো চিকুরে ॥
বয়সে বাল্য। ষোড়শী, মুখে মুহু মুহু হাসি,
উদর হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে ।
বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নাচে অশ্বর সংহারি, মধ্য হয়ে রুধিরে ॥

গাছার—একতাল ।

ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভে রে তারিণী,—
পদযুগল বিচিত্র তরণী ॥
যদি হবি পার এ অপার সংসারপায়াধার
কর সার চরণ হু’খানি ।
শুন ওরে মুঢ় মন, বলি তোমার পুনঃ পুনঃ,
কথা কেন ভ্রমিছ অমনি ॥
অকিঞ্চনে বিস্তার বিচার করে,
নিস্তার তারা কর্ণধার-স্বরূপিণী ॥

সোহিনী—কাওয়ালী ।

শৈলহুতে শ্রবহরগগিতে মা ।

শিশু-শশধর শিরসি শোভিতে,

শয়নসদন গমন ব্যারণ কারণ শ্রবণ তোমার মা ॥

হরামুদ্র শুভাশুভদারিণী,

শিবে সাধক-শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনী,
সর্কেধরী শ্রামা হৃদয়ী, শঙ্করী,
অকিঞ্চনে তার মা ॥

ইমন—তিওট ।

মা, তব চরণ দু'খানি, শোভে বিচিত্র তরলী,
হৃদয় ভবান্বিত হইতে (গো) পায় ।
মনন শ্রবণ এ তরলীর বাহকগণ,
শ্রীশুরুচরণ ভবকর্ণধার ॥
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন,
অন্যাসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার ।
ভবাক্ষ-রূপে মগন, মুঢ়মতি অকিঞ্চন,
রূপা বিনা গতি নাহি আর ॥

সিন্ধু—আড়া ।

একি মা করুণার রীত ! মম প্রতি না হয় উচিত,
মায়ায় মুগ্ধ রাধি আমার ষট্‌ও হিতাহিত ॥
বিনে তব প্রসন্নতা, কিসে হয় অজ্ঞান দূরতা,
বিধমাতা স্বীয় গুণে যে কর বিহিত ॥
যদি উত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতরণ কর মা দুর্গে, করুণা কিঞ্চিৎ ।
তব রূপালেশে হয়, মমাস্তভচয় ক্ষয়,
অকিঞ্চনে রূপাদানে ক'র না বঞ্চিত ॥

টোড়ী বাপেজী—তেভালা ।

বিবসনী কার বামা, নবজলধর-বরলী শ্রামা
করালবদনী, ভয়ঙ্করাদিনী,
বিশালনয়নী কে ভীমা ।
আপাদলম্বিত কেনী, সমরে উদ্ভবকেনী,
শবশিব উরসি, নৃত্যতি অবিরামা ।
ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে রূপা,
নির্গুণা অনন্তগুণধামা ॥

আলাইয়া—একভালা ।

কে শবোপরে রূপসি বিহরে,
মুখমণ্ডলে অগৎ আলো করে ।
কালী কি কুরালী, রাখাচন্দ্রাবলী,
অহুমান নাহি হইল রে ॥

অগুরু হলকে, চপলা নলকে, নামানলকে
মরিগো ঠমকে ।

মরাল ধমকে, গতির ধমকে,
কটি হেরি, হরি ভুলিল রে ॥
কুবলয়ধর নির্দি নয়ন,
গৃধিনীগঞ্জিত যুগল শ্রবণ,
রদন দাড়িম-মস্তকমন,
হাসিছিলে সুধা ঢালিল রে ।
অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি,
ও-চরণধরে দেরে জবাঞ্জলি,
শিবত্ব পাইবি, মন তোরে বলি (যে পদ)
ভব ভেবে পাগলরে ॥

টোড়ী—কাওরালী ।

মনোমথ-মখন-মোহিনী ।
পরিণত কলানাত শত, নির্দিত হসিতবদনী ।
শতলজ্জিনি তব চরণদুখানি, সাধকজনমনোরঞ্জিনী
অপার সংসার-পারাবার, হৃদয় তারিণী ।
প্রণত-পালিনী প্রপন্নজনদুঃখসংহারিণী,
পার্বতী প্রকৃতিপরা পরমানন্দদায়িনী,
পরম-ঈশানী শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুণথগত,
সদা অকিঞ্চন মন মা ! হয় যে ভীত,
(এমন) হৃর্জনে তোমা বিনে
উদ্ধারে কে তারিণী ॥

পরজ—একভালা ।

বিবিধ দুঃখদ আর্দিত কাতরজন
সদয় হও শিবে ।
জগতজননী অকৃতীতনেয় করুণা সন্তবে ॥
মায়াবদ্ধ ক'রে, কত আর মোরে,
অসার সংসারে দুর্ভাইবে ।
রূপাবলম্বনে অকিঞ্চন বিনে
এবার গো তারা নিস্তারিবে ॥

পরজ—তেভাল ।

আমারে কি রাখানাত হেরিবে নরনে ।
ইহা ত না লয় মোর মনে ॥
যোগীগণ বোগাসনে, যে পদ না পায় ধ্যানে,
সে পদ অকৃতী জনে, পাবে কেমনে ॥

কাগাদিতে হয়ে মৃত, না চিন্তিলাম তব তত্ত্ব,
কাল এল গেল কাল বুখা ভ্রমণে ।
নিজগুণে রূপা করি, যদি দীনে হের হরি,
তবে অকিঞ্চনের কি ভয় শমনে ॥

রামকলি—জলদতেতাল ।

মনমধুর হরিপদ-পঙ্কজ, মধুপানে মজ,
এই তো মিনতি রাখ রে আমার ॥
নানা কুরস আশ্বাধ করি নিরন্তর,

মোর স্বর্গে প্রমাদ ।

এখন না হইও চঞ্চল তুমি আর,
কর রে কিঞ্চিৎ হিতাচার ॥
বেদাদিতে রে প্রমাণ,
হরিসাধন বিনে না হইবে ত্রাণ,
কর মন শ্রীহরি চরণ অনুধায়ন,
সাধ অকিঞ্চনের উদ্ধার ॥

টোড়ি—ধাঁপতাল ।

গোপিকাবল্লভ গদাধর
গোবিন্দ গোলোকনাথ গোবর্ধনধারী ॥
কঙ্কলোচন রূপাময় কল্মষখণ্ডন,
কৃষ্ণ কমলাপতি কুঞ্জবিহারী ॥
মদনমোহন মধুহৃদয় মুকুন্দ,
মরকতবরণ মাধব হে মুরারি ।
চিন্তামণি চতুর্ভুজ চাকচাক্ষর,
চানর হর অকিঞ্চনচিন্ত-চারী ॥

খাণ্ডাজ—আড়া ।

অকুতি পতিত জনে না হের নয়নে ।
পতিত-পাবনী নামে অযশঃ রবে ভুবনে ॥
পতিতে না তার যদি, তবে শিব সভাবাদী,
ইহা শিবে প্রতীত হইবে গো কেমনে ॥
তব নাথ শূলপানি, নাম পতিতপাবনী,
রাধিষাছে পতিত পামর ত্রাণকারণে ।
নিগুণ রঘুনন্দনে না তার, খেদ নাহি মনে,
পতির কুণ্ডল সতী, শুনিবে শ্রবণে ॥

যোগিধা—ঘং ।

তিমির-বরণে তিমির নাশে,
কে ও বামা নাচে রণে ॥
বিগলিত-কেশী, শিরে কলা-শশী
সুশোভিত শব-শিশু শ্রবণে ॥
মুণ্ডমালিনী অসি-ধারিণী বিবসনী করালবদনী,
দলুজ ভয়ঙ্কর-নাগিনী, রুধির ধারা বহে আননে !
শ্রীরঘুনন্দনের এই নিবেদন
যেন মন থাকে ও-শ্রীচরণে ॥

কালাংড়া—খয়রা ।

অরি প্রাণ হরি করি-অরি পরে কে ঘোড়ী ।
পরম রূপসী, রূপে হরে মনোগত মসি ॥
শ্রীচরণে মঞ্জির, শোভিত মনোহর,
কটিতে কিঙ্গিনী, শিরে কালশশী ।
বন মুহু মুহু হাসি, খেলে সৌদামিনী রাশি ॥
কহে রঘুনন্দনে, হেরিলে রূপ নয়নে,
নাহি ভয় শমনে, পুনঃ ভবনে না আসি ।
অতএব ঐক্লপ ভাব, মন দিবানিশি ॥

ঝিঝিট—মধ্যমাস ।

হরি হে পতিত জনে তারিবে নিজ গুণে ।
পতিত-পাবন নাম বিখ্যাত ভুবনে ॥
শুন হে করুণাময়, করুণা উচিত হয়,
বন্ধন! উচিত নয়, এ দীন অকিঞ্চনে ॥

ঝিঝিট—মধ্যমাস ।

বারে বারে ভ্রমিব কি মা আপনি মজিয়ে,
এ বিষয়ে করুণা-নয়নে মা হের এ দীনে ।
বিধিমতে যদি সাধনাপথেতে হই রত,
তব মায়া হুয়াস্বারে কর গো রহিত,
রূপা-বিনে উপায় না দেখি আর মায়া-তরুণে ।
নামের মহিমা বিশেষ কলিতে গো মা শুনি,
বেদাগম স্মৃতি পুরাণে স্থির এই মনে করেছি,
ডাকিব অষ্ট নামে, জাহ্নবী রমে ধূমে
ক্লেমে বামে শ্রোমে,
অকিঞ্চন কি উদ্ধার না হবে নাম-গুণে ॥

হুট—তেতালা ।

ময়ি পামরজনে নিজগুণে তারিণি উদ্ধার ॥
প্রমাথী চঞ্চল চিত, নিরত ফেরে কুপথ,
সঞ্চয় করে পাণ-সস্তার ॥
জরা জনম মরণ, দেখিয়া যে প্রতিদিন,
তথাপি স্থিরতাভাণ, মনে যে আমার ।
অভিজ্ঞাত অকিঞ্চনে, দুর্গে তব রূপা বিনে,
না হইবে ভবেতে নিস্তার ॥

দেশ—ই বী ।

করুণ অনুপমা, নৌলাজ-বরণী শ্রামা ।
নগ্না সমরে মগ্না, হ্রীশ্রুতা কার বামা ॥
ব্যাপ্তাননা ত্রিনয়না, বিলোল বসনা ভোমা,
বিনাশি দৈত্যগণ, অমরে কর সিদ্ধকামা ॥
কালরূপ কাল কামিনী, কে জানিবে মহিমা,
কাল ভয়ে অকিঞ্চনে সক্রুণে নিস্তার উমা ॥

বাগত্রী—এক তাল ।

জলদ-বরণী কেরে !—এ কে রে ?
বামা বন ভঙ্কারে দনুজসংহারে ॥
বাম করধর, শব শিব ভয়,
শলী খণ্ড ভালে, রিপুগুণে বিশাল রূপ ধরে ।
কে রে লোল-রসনা, বিকট দশনা,
রুধিরাশনে নিয়তবাসনা,
ববসনা অতি ভীষণা ভয়ে তনু শিহরে ;—
অকিঞ্চন এই কহে ব্রহ্মময়ী জয়ী হয়ে সমরে ;
প্রসন্ন হইয়ে কৃপা বিতরিবে বস মম অন্তরে ॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা ।

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনী ।
গণপতি-জননী গীর্বাণগণ পালিনী ॥
বিমলা বদনা উমে, বিশাল নয়নী ধূমে,
বিবুধ বদনা বিশ্বজনবন্দিনী ।
সতী শ্রজাপতিকণ্ঠা, সর্বস্বরূপিণী ধন্য,
সদা সদাশিবমাতা হৃৎশালিনী ।
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা দীতা,
অনাথ অকিঞ্চন শেখাষবারিণী ॥

ভৈরব—কাওরাণী ।

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে,
জগদ্ধাত্রী দুর্গে বিহরে ।
চরণকমলে প্রতিদলে, শলী নখ ছলে,
হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে ।
পরিণত বিধ্বস্ত-নিমিত্ত বদনী,
বিচিত্র বসন কিবা উরগপরিধিনী,
কুম্বরচিত চঞ্চল চিকুর বেণী,
দোলনে স্মরহর-মন হরে ।
বিবিধ রতন ভূষণে চতুর্ভুজ মাজে,
দুঃস্বর নপুর পদে কি মধুর বাজে,
প্রসন্ন হইয়ে গো স্মিরজা,
এই কপে কর স্থিত অকিঞ্চন হৃদয়-মাঝারে ॥

মাবন্ধ—চোতাল ।

এমা বিশেষ-বিমোহিনী, বিশ্বজনবন্দিনী,
বিমল-বদনী বিদ্যাবিলাসিনী ।
প্রপন্ন-প্রতিপালিনী, পার্শ্বতী পরমেশানী,
পতিতপাবনী পদ্মপতিরাণী, পর্কৃত-রাজনন্দিনী ।
ভবাণবি নিস্তারিণী, ভকত-ভরতজ্ঞিনী,
ভৈরবী-ভবানী ভূতল্যাসিনী, ভুবনব্যাপিনী ।
মহিষাসুরমর্দিনী, মহেশ-মনোমোহিনী ॥
মনুজমন্তকমালধারিণী,
অকিঞ্চন-হৃদিমার-বিহারিণী ॥

মূলতান—একতাল ।

প্রার্থনা এই মা তব অভয়-পদকমলে করি ।
আর মায়াবসে মুক্ত রাখি হাতনা না দিও শঙ্করী ॥
কাল বশে কাল বিফলেতে গেলো,
ঐ যে নিকটে আইল গো কাল,
মম ক্রিয়া বল, বিদিত সকল, কি বলে বল ডরি,
হৃৎ অভিলাষ, হৃৎ হৃৎপ্রকাশ,
তখাচ না হয় মন ভ্রমশাশ,
অজ্ঞান বিষ সেবনেতে বহু পীযুষ পরিহরি ।
প্রসন্ন হইয়ে ভগবতি,
দেহি হৃবিমলা মতি দ্বাপ্রাপ্তি,
অকিঞ্চন লয়কালে যেন সূত্বে বলে হরি হরি ॥

বাহার—আড়াঠেকা ।

ত্রিপুরা ত্রিলোকতার ধরাধরনন্দিনী ।
হাস্তযুতা পূর্ণেন্দুবদনী হরমোহিনী ॥
প্রকৃতিপরা বিশ্বসারা সুরবন্দিনী,
ভবজ্বলিচরা বরা ধারাধরবরণী ॥
দশকরা, নানা অঙ্গধরা, রিপূভয়ধরা,
অঙ্গরা অমরা অমরে বরাভয়দায়িনী ।
ভবান্ধি নিস্তারা, নিরাকারানন্তরূপিনী ;
দীন-দুঃখ-হরা, অকিঞ্চন দরদায়িনী ॥

গৌরী—আড়া ।

কেমনে হব পার ভব-জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে তারিণী এবার ।
বিবিধ পাপেতে অতি ভার, মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে করুণা উদ্ধার ॥
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়ে, বিবেক নির্মল ধীয়ে,
হয় যার সে ত নাহি দিবে তোমারে ভার ।
ক্রিয়াহীন অজ্ঞান, নির্গুণ হীন অকিঞ্চন,
যদি তরে তবে জানি মহিমা তোমার ॥

শ্যামকল্যাণ—একতারা ।

পামর জীব শিবে কুরু কটাক্ষ করুণা স্বভাবে ।
তবে গো পতিতপাবনী নাম উজ্জ্বল হবে ॥
অজস্র কুরস বিলাসে ভুলে,
না মজ্জিলাম দুর্গে তবাজ্জিকমলে,
পুরাস্তক ত্রীশ সাধনে নিরবকাশ
আশমাত্র নামেরি বলে, অকিঞ্চন ভাগ্য,
হবে কি যোগ্য, পারেতে রূপার্ণবে ॥

খান্ধাজ—আড়া ।

সিংহবাহিনী ত্রিশূলধারিণী,
হাসিত বদনী ত্রিময়ী মহিষ-মর্দিনী ॥
রূপে জগৎ মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্র উদিত, শত স্থির নোদামিনী ॥
গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, পুটাজ্জলি দেবগণ,
ভয়েতে পাইয়ে ত্রাণ, করে জয়ধ্বনি ।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে সে বিশেষ যশ, প্রকাশে তারিণী ॥

খলতান—কাওয়ালী ।

বলিব তারিণী তার মোরে তারিণী শিবে ।
ভজন সাধন কি এমন আছে গো আমার ॥
ক্লিষ্টে নিমগ্ন মতি, কোথা তব তত্ত্ব স্মৃতি,
অহিতৈতে কৃতী আমি, অতি দুরাচার গো মা ॥
নানা শাস্ত বিচরণে, প্রচার গো ত্রিভুবনে,
ভুলি দুর্গে তোমার যে মহিমা অপার ।
রূপাময়ী রূপেক্ষেপে, সুরুদ যদি হের দৌনে,
তবে সে সম্ভবে অকিঞ্চনের উদ্ধার গো মা ॥

হাফিব—একতারা ।

মা যোগমায়া, যোগেশজায়া, যোগযুক্তজন বিনে ।
কে হয় যোগ্য বল দুর্গে ত্রিতত্ত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত,
কুসঙ্গে করিয়া ভ্রমণ, তব তত্ত্ব,—
ঋতি হারায়ে হয়েছি অজ্ঞানাজ্ঞকপেতে মগন,
যদি স্বীয় গুণে, অক্লান্ত দুর্জনে,
প্রসন্ন হও মা রূপাবলসনে,
তবে অকিঞ্চন পায় পরিত্রাণ
নিজ দুষ্কৃতি-ভববন্ধনে ॥

ভৈরব—বাঁপতাল ।

হর গৌরী মিলিতাশ্র হইয়ে কে বিহরে ।
কাকনে জড়িত যেন হীরক-নি শোভা করে ॥
আধ মৌলে জটা-পরিবেষ্টিত ফণী,
কুলু কুলু ধ্বনি তায় করিছে মন্দাকিনী,
চাঁচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে ।
লোহিত বরণ এক নয়ন ঢল ঢল,
অপর লোচন খঞ্জন জিনি রচিত কাজল,
গলে অক্ষমালা দোলে মণি মুকুতা হারে ।
রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে,
অঙ্গুলি দলে নথরে ছলে কত বিধু সাজে,
অশ্রুকের শোভিতেছে ত্রিশূল ডঙ্করে ।
কিবা নীল গট অজিন পরিধান অতি সুন্দর,
বামপদে কমলে বাজিছে বসুর মঞ্জীর,
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি তাল ধরে ॥
অর্দ্ধ ভালেতে কিবা ঝলকিছে বালকহিন্দু,
প্রকাশিছে অরুণ কিরণবিন্দু,
অকিঞ্চনে ভাবে সদা ত্রৈরূপ অস্তরে ॥

মিনিট—গোষ্ঠী ।

রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার মেয়ে ।
অন্ধে পু' ভালে কেশ দোলে পদে সূটায়ে ॥
কাল রপের আলো ছুটায় দশদিগ জায়ে,
পদভরে হুমকি মই দেয় কাপায়ে ।
বিকট অট হাসিছে রসনা লোলিয়ে,
তদারে দৈত্য সন্মুখ পড়ে লুটায় ॥
নিতম্ব কহে শুভ্ররে চিত শঙ্কায়,
সংগ্রামে কাজ নাই চল খাই প্রাণ পাচায় ।
বিদূষণ; আনন্দমনা অভয় পাইয়ে,
অনিমিখে অকিঞ্চন রহে চরণ চেয়ে ॥

খাদ্য—আড়া ।

ভোগদ্বিনী নিবিড় নারদ-বরণী ।
দিগবসনো প্রতিপদবিহরণে কণিতা বরণী ।
এত নয় নয় সামান্য বরণী ॥
বিগলিত কেশী, উন্নত-বেশী,
মুখে অট অট হাসি,
দশনে চমকে যেন তড়িতশ্রেণী ।
বিশাল তন্তুদ্বারে, বৈলোক্য চকিত ভয়ে,
দৈত্যগণ মুচ্ছিয়ে পড়ে অবনী ।
কালী ব্রহ্মময়ী, লীলায় এ রণে হইবে বিজয়ী,
হইও কালে অকিঞ্চন কালশমনী ॥

টোড়ী—আড়াঠেকা ।

হের মা এ দিনে, প্রপন্ন অধীন জনে ।
কে আছে তারিণী তোমা বিনে ত্রিভুবনে ॥
দুর্গে দুর্গ তিনাশিনী অমে,
জগদানন্দময়ী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার রূপাবলম্বনে ।
উমা ত্রিপুরহরজায়া, হরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অভয়া অসীম তব মহিমা কে জানে ।
অমল কমল শশধর ভালে,
গৌরী গিরিশ-গাহিণি গিরিধালে,
তব জগ্গলে ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥

বেহাগ—ঠেকা ।

স্বরজরমূলে, বিহরে বামা,
একাকিনী বিবসনৌ দ্বীংক্রপাণী ।
গলিত চিকুরভার, ভালে বাল সুধাকর,
গলে নরশির হার অসিধারিণী ॥
অম-জল মুখে করে, চাঁদে যেন সুধা ফরে,
লোল রসনা কালী করাল বদনী ।
(বামার) চরণ পঙ্কজে, প্রতিদলে (কত) বিদূষাজে,
নাশে অকিঞ্চন মন তিমিরশ্রেণী ॥

মিনিট—আড়া ।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে (মা)

চরমে কি হবে শিবে ।

বিষয়ে মগন, সে কেবল বিভ্রম,
দুর্গে না হয় চেতন, মায়াকুহকে ভুলিয়ে ।
মানস তামস অতি, কুরমাভিলাষে কৃতী,
না চিন্তয়ে জনন মরণ দেখিয়ে !
স্বভাব করুণা শুণে, প্রসন্ন হইবে দীনে,
অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

মা হেরম্ব-জননী ।

হরহৃদিমণি হৈমবতী হৈমবরণী ॥
হিমকর ভালে, হিমগিরিবালে,
হর মায়াজালে গো তারিণী ॥
হৌরকাদি মণি হিরণ্যরচিত হারিণী,
হলাহলধর পবিত্রিণী, হসিতবদনী,
হিতকারিণী, মা ! হের অকিঞ্চনে দীন আমি ॥

কালাড়া—কাওমালী ।

উন্নত হয়ে নাছিছ ।

কাণ্ডে চরণে হেরি লাজ নাহি বাসিছ ॥
রণে হয়ে মগন, শ্রামা এ কেমন,
সুখা তাজে অশুক পান করিছ ।
সমূলে সকল অরি, লইয়া সংক্ষয় করি,
অমরে অভয় বিতরিছ ।
অকিঞ্চনে বারে বারে, রাধিবে কি ফেল ফেলে,
করুণা নয়নে না হেরিছ ॥

পরজ—আড়া ।

হে ভগবতি ভূতপতিভাবিনী ।
ভয়ঙ্করী ভীমে ভীম ভয়ভঞ্জনী ॥
প্রকৃতি পরা পরমানন্দপ্রদায়িনী,
প্রপন্নজনপালিনী পতিতপাবনী ॥
বাসবাদি বিবুধ-বরদা বিশ্ববন্দিনী,
বিশালাক্ষী বিমলা বিমলবদনী তারিণী,
মহিমমর্দিনী মনোমথমোহিনী,
মায়ামোহিতাকিনন মোহমথনী ॥

যোগিনী—একতালা ।

এমা অভয়ে সংসারকুহকে হয়ে ময় ।
হারাইয়ে জ্ঞানরহ, করি স্ববন্ধনে যত,
বিষয়াভিলাষ-সুখ, নিয়ত মিলিত হৃৎখ,
তবু ভ্রান্ত মনের বাসনা না হয় ভগ্ন ।
স্বভাব করুণা গুণে, প্রসন্ন হইয়ে দীনে,
কুরু অকিকন মন চ্রীচরণে লগ্ন ॥

বেহাগ—একতালা ।

কি রূপ অনুপমা মা মহেশ-মনোমোহিনী ।
কলঙ্করহিত পরিণত, শতবিধু নিন্দিত বদনী ॥
ধেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি রত্নভূষণে ভূষণী,
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণু রুণু মদিমুকুতা গাঁথনী,
লশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, সদলে দলুজ বিনাশকরা,
পদন্তরে কাঁপে ধরা, দেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি ।
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতি, কি জানি মা তব স্তুতি
অকৃতি কুমতি অকিকন প্রতি প্রসাদ বিশ্বজননী ॥

পরজ—একতালা ।

অজ্ঞান তিমিরাক্ত হইয়ে ভ্রমি অবনী ।
জ্ঞানাজন দানে ছদি প্রকাশ মে তারিণী ॥
প্রকৃতির ক্রিয়মাণ, গুণকর্ম সাধারণ,
বদ্ধহেতু জীব নিজে রুতী অভিমানী ॥
হিতাহিত কর্মে কেন, হয় মা মম বন্ধন,
বুদ্ধীশ্রয় মনের নিয়ন্ত্রী এ তুমি জানি ।
প্রসন্ন হইয়ে অকিকনে, করুণাবলম্বনে,
মহার্ণব তার এমা তত্ত্বপ্রদায়িনী ॥

ভৈরবী—একতালা ।

রিপুষশে কুরসাত্তিলাবে গো,
মুক্ত হয়েছে মন আমার ।
হিতাহিত কিকিত না হয় বিচার ॥
মত্ত করিবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অক্ষুণ্ণ বিনে গতি নাহিক ইহার ।
দুর্গতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব রূপাকটাক্ষকিরণে নাশে অজ্ঞান-আধার
কর যদি অকিকনে, করুণা করুণাগুণে,
ষোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার

বেহাগ—কাওরাণী ।

শঙ্করী হুরেশী ভয়ঙ্করী,
সর্বোণী সর্বেশ্বরী হুর-শরণী ।
শিশু শশধর শিরহুশোভিনী,
শরণাগত জন্মে সকল সম্পদদায়িনী ॥
সিংহবাহিনী শূলশক্তিধারিণী,
শত সৌদামিনী জিনি সুন্দরবরণী,
সারদা শুভদা সদানন্দস্বরূপিণী ।
সকল অকিকনে, সদয় হও স্বায় গুণে,
শিবে শমনদমনকারিণী ॥

মালতী—তেতালা ।

তার গো তারা দীনে ভজনবিহীনে ।
কাতরে ডাকিছে এমা হেরমা অনুজনননে ॥
যোগিনী জগতমোহিনী জগৎপ্রেম,
যমভঙ্গনাশিনী রূপা অবলম্বনে,
মা সর্বেশ্বরী হুরপালিনী ভবানী
পরমপদদায়িনী অনুগত জন্মে ।
জঠরযন্ত্রণা রবিহৃত-দূতভাড়া,
বারেবারে মাস্ত্রাতি করো না এ ঘটনা,
প্রসন্ন হইয়ে কর বারণা করুণা-বিসরণে ॥
তারিণী গতিহীনজনত্রাণকারিণী অসীমা,
মহিমা তব নিগম্যগমে স্তনি মা মা,
বিশেষরী ভবসুন্দরী কামা,
দুস্তর ভবে এবার নিস্তার অকিকনে ॥

গাঙ্গাব—আড়াঠেকা ।

মগরাঙ্গোপরে বিহরে কে সমরে ।
দশ করে বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে ॥
তপ্তহেমবরণী, ত্রিভুবমোহিনী,
সুরগণে অভয়বিত্তরে ।

অসংখ্য যোগিনী, বেড়িয়ে করে জয়ধ্বনি,
মানো চন্দ্রননৌ দিক্ আলো করে ।
অকিকনে কহে এই, হয়েছ মা রণজয়ী,
বিশ্রামহ আমার অন্তরে ॥

আলোয়া—কাওমালী ।

জগদ্ধাত্রি দুর্গে !

সাধকজন মনোবাঞ্ছা পূরণ

কি কারণে রূপ ধরিলে ।

মগেন্দ্রোপরে কিবা প্রফুল্ল কমলারূঢ়া হয়ে

আশুতোষে তুষিলে ।

হেমবরণী পুর্ণেন্দুবদনীরূপে

জগৎ উজ্জ্বল করিলে ।

অনন্ত মহিমা তব সীমা কেবা জানে,

নিজ মায়াতে ত্রিলোক মোহিলে ।

দুস্তর ভবতে ত্রাণ, পাশ্ব দীন অকিকন,

করণা-নয়নে হেরিলে ॥

সিদ্ধ—ঠেকা ।

মা আমি বিবিধ যন্ত্রণায় ভোগী

তবু না হই বিবেকী অনুরাগী

থাকি সদা অসার ঘোর বিষয়ে ।

সংসার অনিত্য নিত্য, মায়াতে হইয়ে বদ্ধ,

তব তত্ত্ব বস্তু হারাইয়ে ।

মা এখন নিকটে হেরিয়ে কাল,

ভয়েতে ব্যাকুল, ডাকি হও সাহুকুল,

অকিকনে দীন হীন দেখিয়ে ।

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

চিম্বরী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্তরূপিণী,

কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা ।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগুণ, মিরস্তুর করি ধ্যান,

না পাশ্ব সন্ধান অহমাদি কি গণনা ॥

সগুণ রূপ সাধন, নিগমাগম প্রমাণ,
হরমোনোমোহিনী রূপ হৃদয়ে ভাবনা ।
করিয়ে অবলম্বন, লভিয়ে নির্মাল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্তি অন্তে অকিকনের যে কামনা ॥

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

সুরশাখিমূলে ত্রিপকারে বিহারে কার বামা ।

সহাস্রবদনা, সুধাপানে সদা মগনা,

কালরূপে দিক্ আলো করে শ্রুমা ॥

ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,

পূটাজ্জলি হয়ে জ্ঞতি করে অবিরাম ।

চিম্বরী নির্গুণ সগুণ রূপ দরশনে,

দীন অকিকনের বাঞ্ছা হয় সিদ্ধকামা ॥

মাল—তিওট ।

যদি এলে মা মম ভবনে হেরি করুণা নয়নে,

কুরু মম দুঃখ গো নিবারণ ।

দুর্গে দুর্গতিহরা, প্রণতজন সকল সম্পদকরা,

আশুতোষদারা, তব যশ তারা,

বেদাগমে প্রসিদ্ধ প্রমাণ ॥

পূর্ব্ব কিঞ্চিৎ মুকুতি বলে,

হলো মানবদেহের ঘটন,

তব অনুবধানে মা হইল মায়াব বন্ধন,

এবার তারিতে হবে,

নিরখি রূপ কি পুনঃ ! জন্মিবে অকিকন,

ভাবে যে এসেছে ভবে,

ভবপারে কররে তরলীগ্রহণ ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

সুধাসিদ্ধ মাঝে মণিধৌপে সুরতরু ।

পরিবৃত্তে চিম্বরী চিন্তামণিপূরবাসিনী ।

শিবাকারে মকোপরে, পরমশিব পর্ধ্যঙ্কে বিহরে,

কার বামা নিরুপমা ব্রহ্মসনাতনী ॥

যেই পদ নিরস্তুর, সেবে বিধি হরি হর,

সুরঃসুর নর আরো কত দেব ঋষি মুনী ।

কিঞ্চিৎ মহিমাশ্রুণে, অকিকনে করুণাদানে,

পুরাণ মনের কামনা কামনা কামরূপিণী ।

লুম্বিগিটি—এ কতলা ।

রঞ্জনস্বর্ণী, তরল তরঙ্গিনী,
শ্যামা হরমমোহিনী ও কে ভীমভঙ্গিনী ।
ডাকিনী যোগিনী মন, উন্মত্ত হস্ত-রব,
করে ধরি যোগায় সুধা হয়ে সঙ্গিনী ॥
অদ্ভুত লীলা তোমার, কি হেতু কি রূপ ধর,
ব্যাপ্তি জ্ঞান হলে পর হ্রীংময়ী উলঙ্গিনী ।
তব তত্ত্ব দৃঢ় অতি, না জানি মা জড়মতি,
অকিপনের প্রতি হও করুণাপাঙ্গিনী ॥

ইন্দুকলাগ—একতলা ।

তব চরণ চুখানি, অতি বিচিত্র তরণী,
দৃষ্টর ভবর্ণবে হইতে পার ।
মনন সুরণ এ তরণী বাহকগণ
শ্রীগুরুচরণ কর্ণধার ।
একান্ত যে জন, ইহাতে করে দূতমন,
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার ।
ভবাক্রূপে মগন, মুঢ়মতি অকিপন,
রূপা বিমে গতি নাই তার ॥

গোপিকা—ছোট চোতাল ।

এমা অভয়ে সভয়ে ত্রাহি অতি সভয়জনে ।
স্বভাব করুণা অবলম্বনে ।
শ্বকর্ম্মফলভুক পুমান, যদি সিদ্ধি হয় এ প্রমাণ;
পতিতপাবনী তুমি হবে কেমনে ।
স্নানম মহিমা প্রতি অবধানে,
ভগবতি দেহী গতি দৃষ্টতি দৃষ্টতাকিপনে ॥

গোপিকা—ঝাঁপতাল ।

এভয়ার অভয়পদ কর মন সার ।
ভবভয় পেয়ে দূরে যাবেরে তোমার ॥
অকর্ম্মজনিত ভয়, যদি ভোগ্যবীন হয়,
ভয়হরা তার নামে পাইবে নিস্তার ।
ভ্রান্তিযুক্ত আন্তিহীন, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিহিত বচন শুনরে আমার ।
অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তির ধ্যান কররে,—
না হইও অকিপন অকিপনে বদ্ধ আর ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

মা একি ভব করুণার রীত ।
মাস্পতি হয় উচিত, মায়ায় মুগ্ধ রাপি
দুর্গে বটাও হিতাহিত ॥
বিনা তব প্রসন্নতা, কি হয় অজ্ঞান বারতা,
বিগ্নমাতা পায় গুণে যে করে বিহিত ॥
যদ্যুত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতর এবার দুর্গে করুণা কিকিত ।
তব রূপালেশে হয়, ময়াশুভচয় ক্ষয়,
রূপা দানে অকিপনে না করো বশিত ॥

সিদ্ধু—তিওট ।

কি শোভা মহিষমর্দিনী ।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি ॥
দশভুজে, মানবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিস্কিনী ।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি হুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তাজেঞ্জী ।
শিশুশশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবর্ণী ॥
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ-গুণ গো এমনি ।
অকিপন মন, প্রকাশ কারণ,
ভবাক্রি তরণে তরণী ॥

বাখাজ—একতলা ।

এমন যাতনা সব কত দিন ।
হয়ে প্রসন্ন সদয়া, হের মহামায়া,
করেছ আমায় জ্ঞানহীন ॥
দয়াময়ী নাম শুনি সুপ্রকাশ
আছে গো সাহস পীন,
এমা সত্যে গুণাবলম্বনে
প্রপন্ন নওগো তুমি কঠিন ।
সদা ক্রুসঙ্গে বাধিত, সাধনরহিত,
দৃষ্টতি মতিমগ্নিন ।
হের মহামায়া, দেহি পদছায়া,
জানি অকিপনে দীন ॥

গোহিনী—আড়া ।

আর কত যন্ত্রণা শ্রামা দিবি গো আমারে ।
সহেনা জঠরবাধি, জননী গো বারে বারে ॥
নিজ দোষেতে দূষিত, হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্তভয়জনিত, এ দৃষ্টারে কে নিস্তারে ।
তবাপ্রকমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চন ডাকে মা ভবাক্ষরূপেতে পড়ে ॥

ললিতবিভাস—আড়াচৈকা ।

ধনরুচি এলেকেনী নাচিছে কে রণে ।
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে বণে ॥
হৃৎকর বোরময়, বিনাশিছে সৈন্তচয়,
এ বামা সামান্য নয়, হয় অনুমানে ।
অব্যক্তা হইয়ে ব্যক্তা, হইবে সুরহিতসক্তা,
এ রণে জীবনভক্তা, হবে দৈত্যগণে ॥
শ্যামাস্তে রুধিরচিহ্ন, প্রত্যঙ্গে শোহিছে ভিন্ন,
যেমন জবাদল ছিন্ন, যমুনাকীবনে ।
কিবা হাসির হিজোলে, মেঘ কোলে তারা খেলে
ওরুপ ছদিকমলে স্থাপে অকিঞ্চনে ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

বল কি হবে মা দুরাশয় তনয়ের উপায় ।
রিপু ছয় আমারে ভুলায় ॥
আজ্ঞায় কুবাসনায়, কাল গেল মন্ততায়,
নিকট যম-যন্ত্রণা-দায় ।
তুনি এই বেলে কয়, দুর্গা নামে হুংখ-ক্ষয়,
ডাকি তারিণী তোমায় সেই ভরসায় ।
যদি নাম মহিমায়, অকিঞ্চন ত্রাণ পায়,
বিশেষ যশ প্রকাশে তারিলে আমারে ॥

বনম-বাহার—আড়া ।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে ।
জননী গো জ্ঞানমুখী গিরি-দুহিতে ॥
লোমকুপে ধরাধর, হৈমবতী পরাংপর,
অম্বর বিনাশ কর মা আঁধির নিমিষে ।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিশ্বে,
তুমি গো মা রামরূপিণী তুমি অসিতে ॥

পরজ—আড়া ।

কার বামা রণে নাচিছে ।
সুধাপানে চলল ঢুলে পড়িছে ॥
একে ত নীরদ কায়, দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দৌসনিলে খেন জবা ভাসিছে ॥

সিদ্ধ—এক গালা ।

ত্রাহি এ পাপাস্ত্রে, অমৃতময়ী গঙ্গে,
ত্রিধারা তরঙ্গে, ত্রিলোকপাবনী ।
অসীম মহিমা তব, জানি শিরে ধরেন ভব,
গোবিন্দচরণোত্তর, মুক্তিপ্রদায়িনী ॥
স্পর্শে তব নীরকণা, মুক্ত সাগরনন্দনা,
ভক্তিভাবে ভঞ্জে যে সে লভে নাকি জানি ।
দীন হীন অকিঞ্চনে, চরমে রেখ চরণে,
ভোগবতী অলকানন্দা মন্দাকিনী ॥

সুঘটমহার—এক গালা ।

কে রণরঙ্গিণী, গোহিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে ।
পদতল নবপ্রভাকর কর,
দশ সুধাকর শোভিছে নথরে ॥
কিবা জৌমতঙ্গী, জ্যোতি তমোহর,
চরণে পতিত শবকপ হর,
জবা বিদ্যদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ওপদে সঁপিছে অমরে ।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নগিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিশ্বাধরে ॥
দন্তে কম্পে ধরণী সন্ধনে,
করে হৃৎকর পাবক নিঃসনে,
বরে ইরময় নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে ।
ভয়ঙ্করা মুক্তি দেবে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয়, সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥

পুত্রবী—আড়া ।

গোবিন্দ গোপাল, পরম দয়াল,
নিকটে যে কাগ, রক্ষা কর দীনজনে ।
অনন্ত মহিমা তব, আমি কি জানি হে স্তব,
নিরন্তর বিধিভব মগন যে ধ্যানে ॥
আজ্ঞাম মলিনমতি, নাহি তব পদে রতি,
দেহ মম গতি যত্নপতি নিজগুণে ।
নিতান্ত কাতর হইয়ে, ডাকি প্রভু ভয় পাইয়ে,
হেলা করিয়ে কুরু কৃপা অকিঞ্চনে ॥

বেহাগ—আড়া ।

বিখরুপ স্বরূপ রূপ নিরূপম কি রূপ সুন্দর ।
নবাববরণ, প্রত্যঙ্গে রত্নভূষণ,
শিরে শিখিপুচ্ছ বনমালা পীতাম্বরধর ॥
এ রূপ জ্ঞাপনাসনে, স্থাপিয়ে যতনে অকিঞ্চনে,
বাঞ্চে মুদি আশি দেখি নিরন্তর ।
শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ মৌভাগ্য ঘটান যদি,
তবে ভবজলধি মাপ্তি নাই হয় দুস্তর ॥

বাগেশ্বরী—কাওরাণী ।

হরি পদপঙ্কজে মজরে মন, নহে বিলম্ব সহন ।
শেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয় হরণ ॥
জীবন নিধন কালে, আন্ধারে রোধ হইলে,
কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামের স্মরণ ।
ভ্রমে মত্ত হয়ে কালে, অবতনে খোয়াইলে,
এখন কিঞ্চিৎ হিত কররে সাধন ।
অকিঞ্চন মন দৃঢ়ভাবে জপ নারায়ণ,
তবে বে দুর্জয় ভয় হয় নিবারণ ॥

লিঙ্গ—একতালা ।

হরি কর হে পুত্র অজিলাষ এই আমার ।
শিরো মে প্রণাম ঋতি স্তবের প্রবণে,
আশি তব রূপ সদা করে দরশন ॥
তবাজ্জিকমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন ।
শেষে প্রভু লয়কালে তোমার পদ সলিলে,
অকিঞ্চন হরি বলে ত্যজে এ জীবন

বেহাগ—ঘণ ।

পাপানল লাগিল রে এ দেহ কাননে,
ক্রমে করিছে দাহন, কি দেখরে নয়ন,
রসনা বলনা সদা শ্রীমধুসূদন ॥
নামগুণে তবে হবে বিপদ ভঞ্জন,
হরিনাম বারি বিনে ইহা না হয় নিবারণ ॥
কলত্রাদি ধন, হিত নহে রে আপন,
স্নেহযোগে এ অনল প্রবল কারণ ।
যদি এ সঙ্কটে বাঁধা কর পরিত্রাণ,
অকিঞ্চন প্রতিক্রম ধ্যায় গোবিন্দচরণ ॥

ললিত—আড়া ।

মন বুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার,
নিরূপ না হয় যার,
কি আশ্চর্য্য তারে বাঁধা করে বিশ্বজন ।
মচ্ছিন্দানন্দ পদার্থ, ব্যাক্য মাত্র চরিতার্থ,
সে তত্ত্ব স্বার্থ কেবা পেয়েছে কখন ।
নিগুণাব্যক্ত সাধন, মূল তুহার স্বাতন,
সগুণ সাধনে সদা কররে যতন ।
কৃষ্ণপদ ধ্যানগুণে, চরমে নির্মল জ্ঞানে,
অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হইবে অকিঞ্চন ॥

মেঘমলার—আড়াঠেকা ।

অবিদ্যা স্বনে করিল নিবিড় অন্ধকার ।
অহমিতি মমেতি নামে গর্জ্জয়ে বারংবার ॥
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্রম-দণ্ড,
সশোকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার ॥
পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি,
দেখি কচিং বদা হয় চিত্তভিৎ সঞ্চার ।
হৃৎশাশনিতে মুচ্ছিত, কহু ভ্রমে মুদারিত,
এ যন্ত্রণা অকিঞ্চনে কৃষ্ণ-দিগু না বার বার ॥

ধামাজ—আড়া ।

একাগ্রচিত্ত হয়ে ভাব সদা নারায়ণ ।
তৎকর্তনৈস্তিক হ'লে হবে কৃপাবলোকন ॥
ঐকান্তিক ভক্তি বিনে, কি করে বহু সাধনে,
দৃঢ় মনে গোবিন্দচরণে মজ অকিঞ্চন ॥

সিন্ধু—ঠেকা

হরিনাম সুধারসেতে মজরে রমনা ।
কুন্ডলালা গুণের শ্রবণে শ্রুতি থাকরে মগনা ।
থাকরে মগনা মগনা ॥
নানা কুহু রচিত, মলয়জ সুবাসিত,
অচ্যুতচরণে কর কররে অর্চনা ।
নব শনশ্রাম সুন্দর রূপ হেররে নয়না ।
হেররে নয়না নয়না ॥
মমোত্তমাস্র নিয়ত হরি পদে থাক নত,
স্থির হয়ে মন মম পূরাও কামনা ।
তবেরে ঘূচিবে অকিঞ্চনের ভবের ধনুনা ॥
ভবের যন্ত্রণা যন্ত্রণা ॥

বেহাগ—আড়া ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা মদনমোহন ।
নব সজল-জলদ জিনি বরণ চিকণ ॥
গুণস্থল কলমল, কর্ণে মকরকুণ্ডল অমিয় বচন ;
সে যে নলিনাক্ষ নারীর পক্ষ করিছে দলন ॥

পরজ বাহার—তিওট

হরি কে জানে হে তব তত্ত্বনিরূপণ,
অদ্ভুত অপরূপ রূপ করহে ধারণ ॥
হরি কে জানে তব মায়া, অনন্ত অন্ত ত্রয়া,
বিধরূপ বিধমায়ায় ভূলালে বিধজন ॥
সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যাদি সংহারি,
শেব-দিগণে করিলে পালন ;
(শেবে) ভূভার হরণ জন্ত, নানা রূপে অবতীর্ণ,
বলিরে ছলিবার জন্ত, হইলে ব্রহ্মবান ॥
ব্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাণ্ডারী,
মানবী করলে দিয়ে ত্রীচরণ ;—
অপার জলধি-জলে, রাম নামে ভাসে নীলে,
স্বকর্ষা উদ্ধারিলে, নিবন করি রাবণ ॥
ধাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গে চারণে,
ভূলাতে বাঁশীর গানে, গোপীন্দির মন ;
(সেখা) করিলে কত কেলি, আয়ানের মন ছলি,
হইলে কৃষ্ণকালী, ভূলালে বৃন্দাবন ॥

কলিতে কলতরু, জগন্নাথ জগদ্ব গুরু,
হরিনাম করিতেছ বিতরণ ;
গয়ায় রাখি ত্রীপাদপদ্ম,
ত্রিভুবন করলে বাধ্য,
অকিঞ্চনের হুংসাধ্য ভবাক্তি নিস্তারণ ॥

বেতগিরি—তিওট ।

অযোধ্যা নগরে কিবা রত্নসিংহাসনোপরে ।
রাজরাজেশ্বর রঘুবর বিরাজ করে ॥
নবীন জলদ বামে শোভে স্থির সৌদামিনী,
শ্রীরামমোহিনী বেশে সীতা জনকনন্দিনী,
তপ্তহেমবরণ সন্মুখ দক্ষিণে ছত্র ধরে ।
চামর ব্যজন ক্রিয়মাণ, ভরত শত্রুঘ্ন জাম্ববান,
বিভীষণ সুগ্রীবাদি স্থিত পুরে ।
পুটীজ্ঞপ হনুমান, প্রেমানন্দে মগন,
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, করিছে স্বস্তি বাচন,
রচে অকিঞ্চন শ্রীরামচরণ ভাবি অন্তরে ॥

বভাগ—ব্রহ্মকাকতাল ।

গেল গেল দিন ওরে ভ্রান্ত মন ।
কত অনিত্য বিষয়ে কার্ণি ভ্রমণ ॥
বলে এলি ভবে ভজিব হরি,
মায়া-মধু রসে রয়েছ পাসরি,
লয়ে দারাহুত, হুখে আছ কত,
জাননা শিওরে রয়েছ শমন ।
আশীলক্ষ ধোনি করিয়ে ভ্রমণ,
পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম,
অকারণে যায়, ভাব না উপায়,
মনে কি পড়ে না, জঠর যাতনা,
সুখা পরিহারি গরল ভক্ষণ,
অকারণে তনু ভাবিয়ে ক্ষীণ,
মোহনিদ্রাবশে, ইন্দ্রিয় অবশে,
দুরাইবে বল হবি অচেতন ।
এখনও তাহার উপায় কর,
হরি হরি ব'লে কালেরে হর,
ভণে অকিঞ্চনে, মধুর বচনে,
গুরুপদে দুটি রেখেয়ে নয়ন ॥

রামকৈলী—একতালী ।

জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন ।

হৃষীকেশ হরি, রাসবিহারী,

রমানাথ রাধামোহন ॥

হরি বিশ্বস্তর, বংশীধর, ত্রীধর গিরিধারণ ।

তুমি অনাথের নাথ, ত্রীপতি ত্রীনাথ,

দীননাথ দীনতারণ ॥

ত্রিলোকপালক বালক-বেশেতে

কর বহুদেব হুংখ নাশন ।

তুমি নরকাত্তারী, নরকান্তি ধরি,

নরকূলে জন্মগ্রহণ ॥

হরি ভক্তবৎসল ভবতারণ ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন ।

তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি,

গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রহ্ম সনাতন,

বিরিক্টিবাহিত চরণ ।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র

চরণেতে লয় শরণ ॥

হরি দামোদর দ্বারকানাথ দৈত্যকুল-নাশন ।

তুমি হরি হরহৃদি নিধি নিরবধি

বিধি করে পদ সেবন ॥

মনের শিরোমণি তুমি চিত্তামণি

নারদাদি মূনির ধ্যানের ধন ।

করুণাকটাক্ষে অকিঞ্চন পক্ষে

কর রক্ষে ভব বন্ধন ॥

বেহাগ—একতালী ।

ওকি হেরি গো জলদবরণ ।

পীত বসনে সখি, তড়িত মিলন ॥

শ্রাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,

কিবা নাচাইছে নয়ন-খঞ্জন ॥

কহে অকিপনে, ত্রীরাণ ভাব জ্ঞানে,

তুমি শ্রামের, শ্রাম তোমার অঙ্গের ভূষণ ।

তুমি আর নটবর, নাহি ভেদ পরস্পর,

গোকুলে সকলে জানে নহে যে গোপন ॥

ভৈরবী—১৭ ।

অব্যক্ত নির্গুণ, ব্রহ্মবস্ত্র নিরঞ্জন,

তদিস্ফায়, সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ ।

সাধন স্থলভ হেতু রূপাবিতরণ ।

নির্গুণযুক্ত হলে পকুমুতি প্রকাশন ॥

শিব বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য দেব গজানন ।

রূপ ভিন্ন বস্ত্র এক সাধন কারণ ॥

যে মন্ত্র ধেরূপ বাস্তা কর আরাধন ।

পদবিধতত্ত্ব স্মৃতি শ্রুতিতে রটন ॥

রিপু পরাজয় করি অবিদ্যা দি বর্জ্জন ।

ভক্তিভাবে কর সদা সাধন স্বগুণ ॥

দৃঢ়ভক্তি দিনে মুক্তি নহে কদাচন ।

এই সে পরম তত্ত্ব রচৈ অকিঞ্চন ॥

দেওয়ান ব্রজকিশোর ।

ব্রজকিশোর বার, দেওয়ান রত্নাব রায়ের পিতা । ইনিও বর্ধমান-রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন
ইনি পরম ধার্মিক ও কালীভক্ত ছিলেন । বোধ হয়, সেই পিতৃভণ্ডাই পুত্রে প্রকৃষ্টিত হইয়াছিল ।

আড়ানা—তেতালী ।

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী ।

ভীত ভয়নাশিনী ॥

ভজন বিহীন জনে,

কর রূপা গুণো মা তারিণী ॥

হৈমবতী হর-বরণী,

হরতি দুর্গতি দুর্গে দুখনাশিনী, মহিষাশুরমর্দিনী,

মহেশ্বরী মম মন মানস পূর্ণকারিণী ।

করুণাময়ী কাত্যায়নী,

কমল ভৈরব-নাগিনী,

বিমলা পার্শ্বতী মহেশ্বরী পরম-পদদায়িনী ॥

সর্বাবী সর্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী ।

বিজ্ঞ ব্রজকিশোর বলে,

ভবাববজলে

তারিতে তারিণী চরণ-তরণী ॥

দেওয়ান নন্দকুমার ।

দেওয়ান নন্দকুমার রায়, দেওয়ান রত্ননাথ বায়েব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । মদ্য-ভচনায ইনিও প্রসিদ্ধ ছিলেন । শক্তি-বিষয়ক অনেক মদ্যভ ইনি রচনা করেন ।

ভৈরবী—ঠেকা ।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী ।
মূলধারে মহোৎপলে বীণা-বাদ্য-নিদানিনী ॥
শরীরে শরীরে যজ্ঞ, যজ্ঞাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে, তিনগ্রামসংকারিণী ।
গাণারে ভৈরবাকার, যড়দলে ত্রীরাগ আর,
মণিপূরেতে মল্লার, বসন্তে হুং-প্রকাশিনী ।
নিগন্ধে হিরোল হরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তাল মান লয় হরে, ত্রিসত্ত্ব হর ভেদিনী ।
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী ।
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকি মুখে আচ্ছাদিনী ॥

বাগেশ্বী—ঠেকা ।

ভাব বৈসে, মদনান্তক-রমণী মম মানসে ।
নাহি পর্যটন শ্রম, প্রেম গন্ধ ভাব কুহুম,
ভেষ্ম পূপ দীপ আদি প্রণ, আছয়ে তব পাশে ॥
সহস্রারমুতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন,
ভাবরূপ নৈবেদ্য তায় কররে অর্পণ,
কাম আদি ছয় জন, বলীর এই নিরূপণ ;
জ্ঞান-রূপাণে ছেদন, কর অনায়াসে ।
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা, সমিধ সমাধি,
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি,
হোতা হও তাজি কর্ম, ডাঢ়া ঘুতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দাও ধন্যধর্ম্ম মনরে হেসে ॥

মূলভান—একতালা ।

কানীপদসরোজ রাঞ্জে সহজে ভ্রম হওবা মন ।
দৈব মত্ত হও মকরন্দে মজে সদানন্দে রওনা মন
মাল্লারা বহিছে তাঁর চরণে মায়ল লওনারে মন।
পদে লিপ্ত হও, সুরায় যাও,
উদর পুরিষা ধাওনা মন ॥

শিরসি পদে পাদপদে পদে পদ বিকসিত ।
তাহে রিপু ছ'জন করি চরণ ঘটপদ হও ত্বরিত ॥
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি,
তত্ত্বপথে ধাওনা রে মন ॥
সুঁষং উড়ে উড়ে মায়ের পদে,
পড়ে গুন গুন গুন গাওনা মন ॥
যুগ্মপদ তাজিয়ে বদ্ধ মায়-কেতকী ফুলেতে ।
তাতে কেবল ধ্বজ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্র রেখতে ।
জড়িত পক্ষ কণ্টকে মন
তথায় বিরস হওনা রে মন ॥
কি মুখে রণ নীরসপুষ্পে কি রস পাও কওনা ম'
বিষয় শিমূল মুকুলে মন ব্যাকুল চিত্ত,
হয়েছে ব্যর্থ অর্থচিত্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেছ ।
কুমার বলে ওরে ভ্রম দূরীশা ভঙ্গ হওনা ।
মায়ের পাদপদে আশাবাসা করত ঘায়না মন ॥

ভৈরবী—ঠেকা ।

কবে সমাধি হবে শ্রাঘাচরণে ।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে ।
উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, তাজি চতুর্দিশতত্ত্ব ।
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে ।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্ব, পরমাত্মা আশ্র-তত্ত্ব,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্ব, কুণ্ডলিনী আগরণে ॥
সীতল হইবে প্রাণ, আপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংঘমনে ।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বন্ধনা করি কেমনে ।
করি শিরা শিবযোগ, বিনাশিবে ভব-রোগ,
দূরে যাবে অশ্র কোভ, ক্ষরিত হুধার সনে ।
মূলধারে বরাসনে, যড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপূরে হতাশনে, মিলাইবে সমীরণে ।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমাদে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মধার, শক্তি আরাধনে ॥

রাজা রামমোহন ।

রাজা রামমোহন রায়ের নাম, কি স্বদেশে, কি বিদেশে,—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে,—আজি সর্বত্র বিদ্যোদিত। আপন জ্ঞান-গবেষণার পরিণাম, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠায়, বাঙ্গালা-ভাষায় নবজীবন-সন্ধান, বেদান্ত উপনিষদের আলোচনায়, ব্রিটিশ-দরবারে মোগল-সম্রাটের দোতা-কার্যে,—রাজা রামমোহন সর্বপরিচিত। এই সঙ্গীত-প্রচার শ্রমক্ষে আমরা নিম্নে তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল বিষয় উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

হুগলী জেলার অবদান খানাকল-কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১১৮০ মালে (১৭৭৪ খৃঃ) রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রায়—ইহাঁদের নবাব-প্রদত্ত উপাধি। বংশ উপাধি—বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের পিতার নাম—বমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম—তারিণী দেবী।

পাঠশালার প্রচলিত শিক্ষার পর, রামমোহন পারুলী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বাংলা-কালেই তাঁহার মৃত্যু পদ্ধতি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নয় বৎসর বয়ঃক্রমেব সময় তিনি পারুলী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় তাঁহাকে পাটনা যাইতে হয়। পাটনায় অবস্থিতিকালে, তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তার পর, বাব বৎসর বয়সে কালীধামে গিয়া, রামমোহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। দেশীয় বিভিন্ন ভাষা বাতীত, দাণ্ডিন, গ্রীক, হিব্রু ও ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায়ও রামমোহন কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

বাংলাকালে হিন্দুদেবদেবীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে বন্ধমতের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণ ছইবার তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হন। প্রথমবার বন্ধু-জ্ঞানার্জন মানসে তিনি ভারতের নানাজান পর্দানে করেন; ছরারোহ তিনাওপ্রদেশে পর্দান্ত তিনি পবনমণ করিয়াছিলেন। সে এবাব চারি বৎসরের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাপন করেন। পিতার মাকান্ত সাদরে পুত্রকে গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু পুনরায় পিতার সহিত বন্ধমতের অনৈক্য হওয়ায়, আবার রামমোহন গৃহ হইতে বিদূষিত হন। এই সময়, ১২১৭ মাল হইতে ১২২৭ মাল পদান্ত, রামমোহন ই বেঙ্গ-গবর্নমেণ্টের অধীনে বংগের ও ভাগলপুরের সেবেস্তাদারী কার্যে নিযুক্ত থাকেন। সেই দশ বৎসরে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া, তিনি যে সকল জমিদারী ক্রয় করেন, তাঁহার বংশালী অজিত ও তাহা উপভোগ করিতেছেন।

সরকারী কার্যে পবিত্রাণ করিয়া, রামমোহন কিছু দিন কলিকাতা নগরে অবস্থান করেন। এই সময় হিন্দু, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান প্রভৃতি বন্ধুসম্প্রদায়ের সহিত তিনি বর্ধমানোচনায় ও বর্ধমান্দোলনে প্রযুক্ত হন; এবং তাঁহারই ফলে, প্রসন্নসমার মাকুর ও দারকানামা প্রাকুর প্রভৃতির সহায়তায়, কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহন মোগল সম্রাট কর্তৃক “রাজা” উপাধিতে ভূষিত হন; এবং ১২৩৮ মালে, মোগল-সম্রাটদিগের রক্ত-বুদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের প্রতিনিষেধরূপ তিনি বিলাত গমন করেন। অবশেষে, ইউরোপের বহু প্রদেশ পর্যটন করিয়া, (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখ ছইট। পশ্চিম মিনিটের সময়) ব্রিটল নগরে ছররোগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজা রামমোহন, ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই চেষ্টায় ও আন্দোলনে তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিনক মহোদয় সহমরণ-প্রথা উঠাইয়া দেন। তাঁহাকে বাঙ্গালা গঙ্গের জন্মদাতা বলিলেও বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের স্রাব দুক্লহ বিষয় সকল বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুবাদমহ উপনিষৎ প্রকাশ করেন। বন্ধুসম্প্রদায়ে রামমোহন আরও অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহনের রচিত বৈরাগ্যভাবোদীপক ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি—বাঙ্গালা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েব লোকই একবাক্যে তাঁহার বৈরাগ্য-সঙ্গীতের প্রশংসা করেন।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহের ছই তিন বৎসর পরেই তাঁহার সে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। বর্ধমান জেলার অধীন পুড়মন-গলাঙ্গী গ্রামে তিনি তৃতীয় বাব দারপরিগ্রহ করেন। সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর,

কলিকাতা-সহরতলী ভবানীপুরে তাঁহার শেষ বিবাহ হয়। রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ এই দুই পুত্র রাখিয়া, তিনি দেহত্যাগ করেন। এই রমাপ্রসাদই হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ মনোনীত হন। ব্রিষ্টল নগরে আজিও বাজা রামমোহনেব সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইমনকলাপ—আড়াঠেকা।

এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ।
কেন এত আশা তবে এত স্বন্দ কি কারণ ॥
এই যে মার্কিত দেহ, যারে এত কর রেহ,
প্লিসার হবে তার মস্তক চরণ ।
যত্নে তপ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ,—
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীব, লও সত্যের শরণ ॥

ইমনকলাপ—আড়াঠেকা।

কেমনে হব পার, সংসারপারাবার,
বিনা স্তানতরবী বিবেক-কর্ণধার ।
শুনরে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলস,
কর্ম্মগুণে বাঁধা সদা কর্ত্তেতে তোমার ।
বোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্ররুতি ভরঙ্গ রঙ্গ, উঠে বারেবার ; —
নানাভিমানের ধার, বহে খরতর তার,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, জলচর হুর্বিবার ।
মমভাবর্ন্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল,
মাৎসর্য্য পাথার জল, নাহি পারাবার ;
কালধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণমৌন, নাহিক নিস্তার ॥

ইমনকলাপ—তিতটে।

ভাব সেই একে ।

জলে স্থলে শূত্রে যে, সমান ভাবে থাকে ॥
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি ধার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে ॥
তমীষরাণ্য পরমং মহেশ্বরং,
তৎ দেবতানাং পরমকং দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং,
বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন ।
লোকে শুনে তাহে কত মনে মনে ভীত হন ॥
নবধারী দেহপুরে, কালরূপী তরুরে,
নিত্য পংমায়ু হরে, নাহি তার অধেষণ ।
মোহরাত্রি তম-ধন, মায়ানিদ্রায় প্রাণিগণ,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অন্নি করে ধরে,
অগিয়া-কুতান্ত চোরে কর নিবারণ ॥

কেশরী—আড়াঠেকা।

বিপত বিশেষং, অনিত্যশেষং,
সচ্চিং সুখ-পরিপূর্ণং ।

আকৃতিবীজ্য ত্রিগুণাতীতং, স্বরপরমেশং তূর্ণং ।
গচ্ছদপাদং বিবেকবিবাদং পশুতি নেত্রবিহীনং;
শৃণদকর্ণং বিরহিতবর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীণং ।
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাংপরং চৈতন্তং,
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্কট্যৈকশরণং ।
ব্যাপ্যশেষং স্থিতমবিশেষং, নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং,
বিগ্নতবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং ॥

ইমনকলাপ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর ।

গৃহ পরিপূর্ণ ধনে সর্ব্বগুণে গুণাকর ।
রাধ রাজ্য হৃষিক্তর, নানাবিধ পরিবার,
অথ বথ গজ ধারে, অতি শোভাকর ॥
কিন্তু দেহ মনে ভেবে, কিছু নাহি সঙ্গে থাকে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর,—
অতএব বলি শুন, ত্যজ দস্ত তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাংপর ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

দস্ত ভাবে কত রবে, হও সাবধান ।

কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,

মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ, না কর সন্ধান ॥

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুলমতি,

অথচ “আমার” বলৈ—মনে মনে ভাগ ।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,

অশ্রু মরিবে জানি, সত্য কর ধ্যান ॥

রামকেলি—আড়াঠেকা ।

অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন ।

ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ ॥

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হস্তা ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার,

মৃত্যুর স্মরণে কঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ ।

অতএব চিত্ত শৈথ, ভাব সত্য নির্বিশেষ,

মরণ সময়ে বন্ধ, একমাত্র তিনি হন ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

বিস্তার করিলে রাজ্য, নিজ বাহুবলে ।

সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে ॥

জন্মে অহঙ্কার ভরা, রিপুগণ হ'ল ধরা,

শরীরে দুর্জয় রিপু, তার কি চিন্তিলে ॥

প্রবল যে রিপুছয়, তোমারে করিল জয়,

ধিক্ ওরে দস্তময় !—বৃথা অহঙ্কার,—

অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন,

আত্মতত্ত্ব-সময়ে, দলহ রিপুদলে ॥

কেদারা—আড়াঠেকা ।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা ।

অনিত্য এ দেহ মম, জেনেও কি জাননা ॥

নীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার-মাস তিথি রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারো ভাবিলে না ॥

এ কারণে বলি শুন, ওজ রজস্তমো গুণ,

ভাব সেই নিরঞ্জন,—এ বিপত্তি রবে না ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে ।

কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে, কি দুখেতে প্রাণ যাবে ॥

মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,

অন্তে পুনঃ অন্ধকার,—সংসার দেখিবে ॥

প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পশু পরাধীন,

সেই তব উপদ্রব, শেষেও ষটিবে ;—

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,

পরহিতে দিবে মন, সত্যকে চিন্তিবে ॥

ইমনকলাপ—আড়াঠেকা ।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ।

অন্তে কথা কবে, কিন্তু তুমি হবে নিরন্তর ॥

যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,

তার মুখ স্মরি তত হইবে কাতর ।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সমুখে ষজন শুদ্ধ,

দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিমকলেবর,—

অতএব সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান,

বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যোত্তে নির্ভর ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

কত আর সুখে মুগ্ধ দেখিবে দর্পণে ।

এ মুখের পরিণাম, বারেক না ভাবো মনে ॥

শ্রাম কেশ খেত হবে, ক্রেমে সব দস্ত যাবে,

গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে ॥

লোলচর্ম কদাকার, কক্ষ কাস হুনিবার,

হস্তপদশিরঃকম্প, ভ্রাস্তি ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১

অতএব তাজ গর্ক, অনিত্য মানিবে সর্ব,

দয়া-জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥

কালী-আড়াঠেকা ।

মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে ।

সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,

যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে ॥

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,

ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,

সেই সত্য সব আর অসার এ ভবে ॥

রামকেনী—আড়াঠেকা ।

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে গুরে মন ।

আত্মউপাসনা বীজ করয়ে বপন ॥

প্রথম-সেচনী ধরি, বিবেক-বৈরাগ্যবারি,

প্রাণপণে প্রতিক্ষেপে, করয়ে সিঞ্চন ॥

হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান-ফলোদয়,

নিশ্চিত অমৃত লাভ, সে ফল ফলিলে,—

ইহাতে হইলে মতি, যাইবে দুঃখ-দুর্গতি,

হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন ॥

কদারা—কাওরালী ।

সংসার-দুর্গতি হতে নিরুত্তি না হবে ।

যাবৎ কর্মের ফলে প্রযুক্তি রহিবে ॥

দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,

কি ফল সে ফলে, যাতে হলাহল পাবে ।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, “আমি আমি” সদা কও,

আশার বশেতে রও,—দুখা প্রাণ যাবে ;—

অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,

ভজ সত্য সনাতনে অমৃত পাইবে ॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যমাম ।

বিষয়-বিষ-পানাসক্তে, তাজিলে জীবন ।

প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের,—ভূন বিবরণ ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন, গন্ধে ভৃঙ্গ,

স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন ।

বিষয়েতে আছে রত, যেই জীব অবিরত,

বিনষ্ট হবে কুরিত, পতঙ্গাদি-নিদর্শন ।

অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস-পান,

বৈরাগ্যেতে কর যত্ন, ছুদে ভাব নিরঞ্জন ॥

ভৈরব—কাওরালী ।

* মন ধারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে ।

যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় ময়,

রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে ॥

ইচ্ছামাত্রে করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,

ইচ্ছামাত্রে রাখে, ইচ্ছামাত্রে করে নাশ,

সেই সত্য এই মাত্র নিত্যন্ত জানিবে ॥

রিফ্রিট—আড়াঠেকা ।

গ্রাস করে কাল, পরমায়ু প্রতিক্ষেপে ।

তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে ॥

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ—হ’ল এত,

বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে ;—

এ সব কথাই ছলে, কিংবা ধন-জন বলে,

তিলেক নিস্তার নাই, কালের দশনে ।

অতএব নিরস্তর, চিন্ত সত্য পরাংপর,

বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥

সাহান—ধামার ।

ভয় করিলে ধারে না থাকে অস্তুর ভয় ।

গাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥

জড় ছিলে,—সচেতন যে করে তোমারে,

পুনর্বার ক্ষণমাত্রে পারে নাশিবারে,

জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

বাগেত্রী—আড়াঠেকা ।

সে কোথায়, তুমি কার কর অযেষণ ।

তন্ত্র মন্ত্র পূজা মরণ মনন ॥

অথও মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,

ক্ষণে আনো, ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জন ।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম,

গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ ;—

জ্ঞানে যত নাহি হয়, পক্ষেতে করি নিশ্চয়,

সে পঞ্চ প্রাধান্তময়, জাননা কি মন ? ॥

বাগেত্রী—আড়াঠেকা ।

কোথায় আনিলে আশ্রয়,

আশ্রয় কোথায় আনিলে ।

আনিয়ে সাগরমধ্যে তরি ডুবালে ॥

নাহি দেখি পারাবার, চাণ্ডীদিক্ অন্ধকার,

প্রাণ বুঝি যায় এবার হর্ষিত জলে ।

কোথা রইল মাতা পিতা, কে কয়ে স্নেহ মমতা,

প্রাণপ্রিয় রইল কোথা বন্ধ সকলে ॥

* এই গানটির দুই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয় ।

পূর্ব পৃষ্ঠায় অন্তবিধ পাঠ দৃষ্টব্য ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

মল, একি ভ্রান্তি তোমার ।
আবাহন বিসর্জন বল কারো কার ॥
যে বিভূ সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার ।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে,
'ইহ ভিত্তি' বল তাঁরে,—একি অবিচার —
দেখি একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব ঘাঁহার ॥

বাগেশ—আড়াঠেকা ।

স্মর পরমেশ্বরে,
(সেই) অনাদি কারণে ।
বিবেক-বৈরাগ্য দুই সহায়-সাধনে ॥
বিষয়ের দুখ নানা,
বিষয়ীর উপাসনা,
তাজ মন এ স্বপ্নগণ
সত্য-জ্ঞান মনে ॥

সাহাশ—ঝাঝাল ।

ভয় করিলে ঘাঁরে না থাকে অস্তুর ভয় ।
ঘাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমার,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয় ॥

বেহাগ—কাওরাণী ।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ,
বিভূ বিশ্বনিকেতন ।
বিকার-বিহীন, কাম-ক্ৰোধ-হীন,
নির্কিংশেব সনাতন ॥
অনাদি অক্ষর, পূর্ব পরাংপর,
অন্তরাস্মা অগোচর ।
সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব চরাচর ॥

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময় ।
উপমা-রহিত, সর্বজনহিত,
তব সত্য সর্বাশ্রয় ।
সর্বজ্ঞ নিমল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অদীমা,
সর্বসাক্ষ অবিনাশ ॥
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেণ নিয়মে ঘাঁর ।
জলবিন্দু পরি, শিল্পকার্য করি,
দেন রূপ চমৎকার ॥
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণমা,
ঘাঁহার রচনা হয় ।
স্বাবরজঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয় ॥
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা ।
রস-রক্ত-স্থানে, জুগ্ম দেন স্তনে,
পানহেতু বিশ্বপাতা ॥
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় ঘাঁর নিয়মেতে ।
সেই পরাংপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব হনে বিধিযুক্ত ॥

ইমন ভূপালী—টিয়ে তেতালা ।

ভুল-না, নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কণ্ঠজাল,
সাবধান রে আমার মানসবিহঙ্গ ।
দেখ, নানাবিধ ফল, ও যে কণ্ঠতরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে মুরঙ্গ ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন ।
নিত্যমুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ॥
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ ॥

ইমম কলাগ—খামাল ।
শাখ উমডয়মশোকমদেহং ।
পূর্বমনাদি চরাচরগেহং ॥
চিস্তয় শাস্তমতে পরমেশং ।
সীকুরু তত্ত্ববিদ্যামুপদেশং ॥
দিনকরশিশিরকরাবতিধাতুঃ ।
যন্ত ভ্রাম্যদিহ ধাবতি বাতঃ ॥

ভবতি ততোজ্জগতোস্ত বিকাশ ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তন্ত বিনাশঃ ॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ ।
ভবতিপুনর্ন শুচ্যমধিরোহঃ ॥
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং ।
জগতি পরং শরণং শরণানাং ॥

দেওয়ান রামচন্দ্রলাল ।

দেওয়ান রামচন্দ্রলাল নন্দী ১১১২ মালে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।
বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষা শিক্ষা কবিয়া, প্রথমে তিনি ত্রিপুরা কালেক্টারীর মুন্সী পদে নিযুক্ত হন ।
তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে নোয়াখালি কালেক্টারীর এবং শ্রীহট্ট জেলার জজ আদালতের সেরেস্ট দারের
কার্য করেন । অবশেষে ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন । সেই হইতে “দেওয়ান
রামচন্দ্রলাল” নামেই তিনি প্রসিদ্ধ । ১২৫৮ মালেব ২৪ এ অগ্রহায়ণ ৬৬ বঙ্গাব্দে বয়সে তিনি
পরলোক গমন করেন । তাঁহার অবিকাশ গানই পবমার্থবিষয়ক এবং ভাষাকতাপূর্ণ ।

গোবী—একতাল ।

পরম পরম পরমকারণ ।
পরমব্রহ্ম পয়ঃ চিত্তাম্বিকরূপিণ ।
তেজমধ্যে চণকাকার, প্রকৃতি পুরুষ জগদাধার,
একই কার্য যে যেই চায়,
সেইরূপে তাহা কর পূরণ ॥
শৈব আদি ভাবুকগণ,
শিব আদি রূপে পায় দরশন ।
সাধনহীন, অতিশয় দীন,
শ্রীরামচন্দ্রলালে প্রণমে চরণ ॥

বাহার—আড়া ।

মা, মনে যত আশা করি, নাহি পূর্ণ হয় ।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিব তুল্য হয় সিদ্ধা,
পিতামহ সম আয়ু, ধনেশের ধন হয় ॥
মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় করী করি,
কি করি কি করি দয়াময় ।
শ্রীরামচন্দ্রলালে কর, মানবে কি ইহা হয়,
দিচ্চেন আশ্রয়-পরিচয় মন মহাশয় ॥

গায়—আড়া ।

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার ।
ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলরি সন্ধান কর ॥
ভাই বন্ধু দারা মৃত, পরিজন আছে যত,
যাকে অতি ভালবাস, সে রূপ ভাব মাথের ॥
নিত্য বস্ত্র পরমাণু, যার চরে হয় তনু ;
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার !
শ্রীরামচন্দ্রলালে রটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্বদৃষ্টি, ভাব তুমি সেই সার ॥

আলাইয়া—আড়া ।

নাহি ধন না হইবে বিষ অচ্চনা ।
হরে দাক্ষিণী পূজা করিব স্ববাসনা ॥
অষ্টোৎপন্ন মণ্ডপেতে, রতন বেদি উপরে,
নিঃস্বাসনে প্রেত শিরে, আছে বামা স্থাপনা ॥
বপুষ্ট পক্ষ ভবেতে,
পক্ষ উপহার দিয়ে পুঞ্জিব তাহার,
পুষ্পেন্দ্রিয় মালাদানে, কামাদি বলি প্রদানে,
শ্রীনাথ দ্বারায় পূজা করিব শবাসনা ॥

ললিত—আড়া ।

কি কুহক তারা তোমার,
ত্রিলোকে কেহ না জানে ।
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে, যে থাকে ঐ সন্ধানে ॥
দিবা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উক্তি,
ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি,
অনৈক্য হয় ভাঙিছতানে ॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্রায়নি ;
কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল পানে ॥

সোহিনী বাহার—যং ।

ওগো জেনেছি জেনেছি তারা,
তুমি জন মা ভোজের বাজি ।
যে তোমায় যেমনি ভাবে,
তাতে তুমি হও মা রাজি ॥
মগে বলে ফরাতরা, লার্ড বলে ফিরিস্তী যারা ॥
ধোদা বলে ডাকে তোমায়,
মোগল পাঠন সৈয়দ কাজী ।
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর নায়ের মাঝি ॥
শ্রীরামদুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম বিধা ভেবে,
মন আমার হয়েছে পাঞ্জি ॥

ললিত—আড়া ।

কি কর পায়র মন, ঘুমায়ে রহিলে কেন ।
প্রায় দিবা অবসান, মহানিদ্রা আগমব ॥
মহানিশি জাগরণে, কালী কালী বদনে,
ডাকরে সম্মনে যদি মৃত্ত হব এ জীবন ॥
ঘুমেরে পাড়ায় ঘুম, তুল কালীনামের ধুম,
শ্রীরামদুলালের এই মিনতির নিবেদন ॥

শঙ্করাভরণ—একভালা ।

দেখরে মায়েরে বট ষটাত্তরে সর্ব্ববটে ব্যাপিনী ।
সে যে অকথা অর্থেত অনিত্যরহিত
অনন্তরূপধারিণী ॥
মনুজে দনুজে জলজে স্থলজে,
সেন্দজে আর ভুজজে, আছে মাতঙ্গে পতঙ্গে,
বিহঙ্গে কুরঙ্গে অনঙ্গ-অগ্নি-মোহিনী ॥
শ্রাম শ্রামা হর, ধাতা পূরন্দর,
কিবা দিবাকর চক্রেধর ।
সকলি জগতে, তাঁহার অংশেতে,
ব্যক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে ॥
কহে ঋক্ ষজুদাম, মনাত্তরে নাথ,
অন্তে এক ভবাত্তক ।
সর্ব্বভূতেতে সমান, হেরে জ্ঞানবান,
শ্রীরামদুলালের এই বাণী ॥

গৌরী—একভালা ।

তিমিরে তিমির বিনাশে,
ভবোপরে এসে কার মহিষী ।
একি অপরূপ, দেখে ওহে ভূপ,
অসিত বরণ অসিত নাশি ॥
রণের তরঙ্গে, নাচিছে উলঙ্গে,
রুধির বহিছে নীরদ অঙ্গে ।
কিবা শোভা তার, যেন ভেসে যায়,
ঘমুনা সলিলে কিংকরাশি ॥
দুলাল বলে একি, অপরূপ দেখি,
সামান্য মেয়ে কি করালমুখী ।
ভাবাতীতা যেই, মেয়ে হয় সেই,
শুভ্রকে কৃতার্থ করিল আসি ॥

বিষ্ণুট—আড়া ।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাপমে শুনি ।
তবে কেন মত্তভেদ হও গো জননি ॥
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরাধ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ॥
সর্ব্বস্বরূপিণী তারা, সর্ব্ব সর্ব্বরূচিকরা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্ম সারা দুলালের বাণী ॥

নিয়টি—আড়া ।

হেন রূপানয়নে তারা সাধন-হীনে ।

কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে ॥

পাতক দেখিয়ে ভারি, ভয় করে না ভয়করি,

রূপাসিদ্ধ শুকাবে না কণিকা দানে ॥

কণ্ঠেতে পূর্ণ আমি, কলুষনাশিনী তুমি,

তাই মা তারিতে হবে ছালালে ভণে ॥

মূলতান—আড়া ।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না, সকলি গেল । (মা)

কোঁমার যৌবন গত, জরা আগমন হল ॥

ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,

বাঁধা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ ।

তা দিলে মা দিলে ষড়্, বাঁধা তাতে হৈল বাড়ি,

(এখন) ব্রহ্মাও পাইলে তারা হয় সে ভাল ॥

সম ন বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,

গান জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব ।

আপনি পকুত হবে, মনে মনে জানি সবে,

তু চিরজীবী ভাবে ভ্রান্তি রহিল ॥

অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি,

মনের গেল মা স্মৃতি, চরণে গতি ।

আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,

দরশনে জরা বলে কি দায় হল ॥

তোমার মায়ার গুণে, পদ্মধোনি পকাননে,

ক্ষীরোদশায়ীর সনে ভাস্তে ভ্রমিল ।

শ্রীরামছালালে ভাবে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,

বাঁধা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল ॥

আলাইয়া—আড়া ।

তারিবে কি না তারিবে ভাবিছ কি ।

শ্রীনাথ চরণে তোমার শরণ লয়েছি ॥

পকর্মফলে রাখিবে, তারা নাম কিনে রবে,

তাই ভেবে দিবানিশি ভীত হয়েছি ॥

বরে ছয় জন আছে নাচিয়া ফিরে,

জানবার পাপের কপাটে রোধ করে ।

মুক্তিকরা না জানিয়ে, শ্রীনাথ সহায় নিয়ে,

পকর্ম ছাড়িয়া তার তোমায় দিয়াছি ॥

বেহাগ আড়া ।

সর্ব-স্বরূপিণী করণ কারণ ।

তুমি মে কর ত্রিলোক স্বজন পালন ॥

জনক জননী তুমি, স্বরণ পাতাল ভূমি,

ত্রিভুবনে অগুরূপা সকলি আপন ॥

আর শুনেছি অধিক, করেছ পূণ্য পাতক,

স্বর্গ নরক তবে তাহা নাহি মানি,

যাহা নাহি হও আপনি,

তবে কি হবে তাহা ভোগের কারণ ॥

শ্রীরামছালালে ভণে, কিবা লীলা ভুবনে,

কর মা কখন—কি কহিবে জ্ঞানহীনে ।

বেদে নাহি ভেদ জানে,

তাহে আমি দীনহীন, না জানি ভজন ॥

আলাইয়া মিশ্র—একতারা ।

আহা মরি মরি কি রূপমাধুরী,

কাকন জিনি সুরূপা হৃন্দরী ।

ভৃগুদ্বিনী জিনি, শোভিছে ত্রিবেণী,

মহেশমোহিনী ॥

ভালে ইন্দু শোভিছে ভাল,

নয়ন খঞ্জে অঞ্জন মিশাল,

নাসা তিলকুল জিনিয়ে ।

আশ্রয়ে হস্ত চকলা চপলা,

দশন পাতি মুকতা ভাতি

অধর পকবিষবরণী ॥

আলাইয়া মিশ্র—একতারা ।

ভুং নমামি অপাদগামিনী ।

অবাণী, সর্বদায়িনী, অচক্ষে হেরিণী,

অকর্ণে শ্রবণী, সর্ব আস্বারূপিণী ॥

সমুগা নির্গুণা তুমি ত্রিলোচনা,

কৃষ্ণ কৃষ্ণা বেদে নাহি সীমা,

তুমি সকলে সর্বমঙ্গলে :

শ্রীরামছালালে মনকুতুহলে,

নিবেশে বর্ণি চরণকমলে ।

যেরূপা হও তুমি, সে রূপে প্রণমি,

রূপের সীমা না জানি ॥

বাসপ্রদানী—একতাল্লা ।
 চল মন হৃদব্বারে ।
 যথা কেটিনামি কারও খাটেনারে ॥
 দেওয়ান যথা ভস্মমাখা কপট ভক্তি জানেনারে ।
 সেখা লেংটা গেলে আদর আছে,
 ধন কড়ি তায় লাগেনারে ॥
 চুল্লাল বলে কোন ফেরে, টাকা দিয়ে মিলেনারে,
 তথায় হাজির বাসী জানাইলে,
 দয়াময়ী দয়া করে ॥

— — —
 গলিত—আড়া ।

প্রবোধ অবোধ মন না মান প্রবোধ কেন ।
 হবে কি সুবোধ বুধ, কর বুধ-অ চরণ ॥
 বালকে যেমন খেলাকালে, জনক জননী বলে,
 তেমনি মোহেতে রলে, নান্যকপে কর ধ্যান ॥
 এক ব্রহ্ম, নাই আর, কেন ভ্রান্ত বাস্তব,
 প্রকৃতি পুরুষে মন, কেন কর ভেদ ।
 বেদে নাহি ভেদ রয়, যে অভেদ অভেদ হয়,
 শ্রীরামচুলালে কয়, সর্ব ঐক্য কর মন ॥

— — —
 ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ।
 তোমার কর্ত্ত্ব তুমি কর ম',
 লোকে বলে করি আমি ॥

পক্ষে বদ্ধ কর করী, পক্ষকে লজ্ঞাও গিরি,
 বাণে দেও মা ইন্দ্র-পদ,
 কারে কর অধোগামী ॥
 যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
 তুমি যন্ন, তুমি মন্ত, তজ্জসারে সার তুমি ॥*

— — —
 ভৈরবী—মধ্যমান ।

কিবা করুণাসিন্ধু চরণে ধারণ ।
 ময়ি অভাজনে হল দয়াবারি বিতরণ ॥
 নাহি ভজন পুজন, জপন মনন ধ্যান,
 নাহি কীর্ত্তন শ্রবণ, সদা ধারী পরিজন ॥
 ক্রমে শেষ হল দিন, বয়স গেল পঞ্চান্ন,
 ভীতিতে করে উত্তীর্ণ; রাশিগি ঘশঃ বোষণ ॥
 হ'ল সুগতি আমার নয়নখণ্ডন ।
 দশ দিক্ নিরখিয়ে না হেরে মনেরঞ্জন ॥
 কে নিল কি কব কারে, ভাবে বুঝিলাম অন্তরে,
 সকলি কপ লে করে, কারে করিব গজন ॥
 শ্রীরামচুলালে বলে, নয়ন সারাও কলে,
 সে মনোলোভায় সত্যত কর নয়ন অঞ্জন ॥*

* । কোনও কোনও গ্রহে এই গানটী কবি
 নবজন্মের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় ।

* । কাহারও কাহারও মতে এই গানটী রাম
 চুলালের রচিত শেষ সঙ্গীত ।

রাম বহু ।

কবিওয়ারী রাম বহু—কবির দলে উচ্চ আসনে সমাসীন । তিনি “বিরহ সঙ্গীতের রাজা” বলিয়া অভিহিত । কবির দলে আসরে উত্তরবচনার-প্রথার তিনিই প্রবর্তক । সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন ; বিশেষতঃ মধ্যাহ্নতা নায়িকার মধ্যবাধা প্রকাশে, নির্মূর নায়কের প্রতি প্রেথ-ভাষে, তিনি যে সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহার তুলনা নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না । প্রেমে আত্ম-বিসর্জনের—সর্ব সমর্পণের ভাব, তাহার সঙ্গীতে সমৃদ্ধ পরিফুট ।

হাওড়ার অন্তর্গত শালিখা গ্রামে ১১৯৪ সালে রামমোহন বহুর জন্ম হয় । কলিকাতার ঘোড়-সাঁকেয় তাহার পিসার বাড়ী । সেখানে থাকিয়াই তিনি লেখা-পড়া শেখেন । পাঠশালায় কলার পাতে লিখিবাব সময়ই সঙ্গীত-রচনা তাহার অমুরাগের বিষয় জানা যায় । অল্প ইংরাজী শিক্ষিয়া প্রথমে তিনি কোনও আশিমে কেরাণীগিরি কক্ষে নিযুক্ত হন । এই সময়, ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, মোহন সর কাব ও ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি কবিওয়ারীদিগের তিন দলে অবৈতনিকভাবে গান রচনা করিয়া দিতেন ।

এই সকল গান রচনায় রাম বহুর যশঃসৌরভ চারিদিকে পবিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । তখন তিনি চাকরী পবিত্রাণ করিয়া নিজেই একটি কবির দল সৃষ্টি করেন । প্রথমে তাঁহার দল অবৈতনিক ছিল ; শেষে গাছা পেশাদারীতে পরিণত হয় । ১২৩৬ সালে একবার মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারে বাকবাটীতে বাম বহু ‘কবির গান’ গাহিতে যান । সেইখানেই ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

রাম বহুর সময়েই কবিব দলের আদব চরম সীমায় উঠিয়াছিল । বঙ্গদেশে সেই কবিব দলেব প্রাধাণ্যে, বঙ্গসাহিত্যের অনেক অমূল্য রত্ন আমবা উত্তরাধিকারী ।

অন্তরা ।

ওহে এ কালো, উজ্জ্বলো, বরণো,
তুমি কোথা পেলে ।
বিরলে বিধি কি নিষ্মিলে ।
যে বলে সে বলে, বসুন্ধ্র কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো,
বামা হোলে শ্রামা বলিতাম তোমার,
পুঞ্জিতাম জবা বিগদলে ।
আরে'তো আছে হে অনেকো কালো,
একালো নহে তেমনো,
জগতের মনোরঞ্জনো ।
না মেনে গো-কুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শরণো লয়েছে রাখা,
জনমের মত ত্রৈ কালো চরণে,
বিকিয়েছে বিনি-মূলে ॥
ওহে শ্রাম, কালো শব্দে কহে কুন্দিতো,
আমার এই ত জ্ঞান ছিল ।
সে কালোর কালর গেলহে কৃষ্ণ,
তোমায়ে হেরে কালো ।
এখন বুঝিলাম কালোরো ধাড়া,
হৃদরো নাহিক আর ।
কালো রূপ জগতের সার ।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
ওরূপে তুলনা কি দিব হরি ।
কালো রূপে আলো করেহে সদা,
মোহিতো হয়েছ সকলে ॥
একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ ।
আর কালো আছে জগো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন ॥

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
জিলহে দৃষ্টান্ত-স্থল, কালোতো নীলকমলো,
সে কালোর কালর দেখেছে সবে ।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে !
তোমায়ে মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবনমণ্ডলো ॥ *

যদি চলিলে মুরারি, তেজ জম্পুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও ।
জীবনো উপায় বোলে দাও ।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও ॥
শ্রাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
ধাক হরি, যথা হৃথ পাও ।
একবার সহাস্র বদনে, বঙ্গিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ।
জনমের মত ত্রৈচরণ ছুটি, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি ।
সদয়ের ধন তুমি গোপীকার,
সদে বজ্র হানি কোথা চলি যাও ॥

* বাম বহু, হারু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগোলাদিগের গান ‘কবির হুরে’ শীত হইয়া থাকে । প্রায় প্রত্যেক গানই—প্রথমে মহড়া, তার পর চিতেন, তার পর অন্তরা, পরে ক্রমাধয়ে চিতেন ও অন্তরা—এইভাবে রচিত দেখা যায় । এই কারণ আমরা অতঃপর আর কোন কবির গানের মহড়া চিতেন প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম না । তবে প্রথম দুই দাঁড়ী পর্যান্ত মহড়া, দ্বিতীয় দুই দাঁড়ী পর্যান্ত চিতেন ইত্যাদি ভাবে গানগুলি সাজান হইল ।

এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে ।
 ছিল দাগী যে, হোলো রাণী সে,
 রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে ।
 শরমে মরমে মরি, ক'ব কার কাছে,
 যে জন আঁখি আড় হোতোনা,
 তারে দেখতে এসে এত লালনা ।
 আমরা পথে বসে কাঁদি আজ,
 এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে ॥
 কপাল মন্দ দ্বারি হে,
 কৃষ্ণের নিন্দা করা উচিত নয় ।
 দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধ লোকে মন্দ কয়,
 রাধার চরণে যার লেখা নাম,
 এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম ।
 ভাবতে বলগে যা তোদের রাজ্যকে,
 এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লয়েছে ॥
 কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে অঙ্গ ভেসে য'য় ।
 রাধা-রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
 কাঁদিতেছে দয়জায় ।
 এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, কভু নয়
 পেয়ে কান্দালিনী ভয়, অস্ত্রপুরে গিয়ে রয়,
 আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি,
 চাইলে উল্টে ভিক্ষে দে যেতে পারি ।
 মনে করতে বল তোদের রাজ্যকে,
 বুঝি আপন'র মেদিন এখন ভুলে গিয়েছে ॥

দেখু বো কেমন হৃন্দরী সে কুবুজা ।
 তোদের রাজা যে, নিজে বাকা সে,
 নতুন রাণী যে, হোয়েছে বাকা কি সোজা ॥

গিয়াছিলাম আশা ক'বে আনতে মাধবের,
 সে আশা পূর্ণ হ'ল না ।
 ব্রজে এলনা কালাচাঁদ, হ'ল হরিষে বিষাদ,
 কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরো না ।
 যাতে পাঁচে রাই, কর সেই মন্ত্রণা
 রাধায় বুঝিয়ে সই চল রাখি সকলে ।
 হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত,
 আসিবেন এই গোকুলে ।

মনে অবৈধা হ'য়োনো, ওগো ব্রজাঙ্গনা,
 কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না ॥
 জন্মতাম আমাদের কৃষ্ণধন,
 বিক্রীত রাধার প্রেমতে ।
 গিয়ে দেখলাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই,
 রাইকে নাহি মনেতে ।
 মধুরাজ্যেখর বংশীধর হয়েছেন এখন ।
 রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার,
 গোপিকায় নাহিক স্মরণ ।
 তিনি ন'ন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুজাকান্ত,
 রাধার প্রণাতে ক্ষতি কি তাঁর বলনা ॥

সাধ করে কি সই চাঁদ পানে চেয়ে কাঁদি
 কুঞ্জে এলনা কালাচাঁদ, পূবল না মন সাধ,
 গগন-চাঁদ হ'ল তায় বিবাদী ।

মজনি, না জানি,
 হলেম শ্যামের পায়ে কি অপরাধী ।
 চাঁদে চাঁদে আছে ঐক্য করে,
 ক'রে এ পক্ষে পক্ষপাত,
 সে পক্ষে রাধানাথ,
 রাধার পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ ।
 পূর্ণচন্দ্রোদয় হলে গ্রহণ হয় ।
 আমার শ্যামচাঁদের গ্রহণ সর্বসন্দাদী ॥
 একা বই সখার দেখা কোথা পাই ।

কিসে প্রাণ জুড়াই গো বৃন্দে ।
 নিশিতে শশী আসিতে কে হ'রে নিল গোবিন্দে ।
 সারানিশি তারা গগি ।

থাকবে যতক্ষণ গগন-চাঁদ, ততক্ষণ কালাচাঁদ,
 আসবে সই, মনে জানি ।
 সে আশাতে সই এই বুঝি নিরাশ হই,
 কোথায় লুকলি বল সে কৃষ্ণনিধি ॥
 কুঞ্জে কালাচাঁদের উদয় হ'লে,
 রাধাবদন চাঁদের শোভা হ'ত ।
 চাঁদ লুকাবে চাঁদ অভাবে,
 সে চাঁদ ভেবে এ চাঁদ হ'বে অঙ্গুগত ॥
 নিশিতে শশী যদি না আসে,
 হ'র দিবসে বিগুণ তাপ ।

সে জালা জুড়াবে না সই
শ্রামমাগরে দিলে কাঁপ ।
পথে কি আজ প্রমাদ হল ।
বুঝি কুম্ভে অমোদে, ফেল্লে কালাচাঁদে,
চকোরী রাই প্রাণে মালো ।
কৃষ্ণ হৃদাকর, জুড়াতে অন্তর,
বিধি সে সাধে করেছেন আজ বিধাবী ।
আমার সাধনের ধন কৃষ্ণনিধি,
পেলেম কাতোয়নী ত্রুতের ফলে ।
তার বিহনে মরবো প্রাণে,
নীলরতনে সঁপে দিলাম পরের করে ।
না জানি, সজনি, কি ঘটবে,
কোথায় রয়েছেন কালাচাঁদ ।

ছাখিনা রাধার কপালে হ'ল, কি হরিসে বিবাদ ।
যাগার কারণ জেগে মরি,
হয়ে সে ত্রিভঙ্গ ঠাঁকা, আমাকে অদেখা,
রইল কোথায় সহচরি ।
হয়ে আমার বশ, একি অপবশ,
কৃষ্ণকলঙ্গ রইল জীবনাবধি ॥

কর্তে রাধার মানো রক্ষে,
উভয় পক্ষে, যেন মান রয় ।
কি কোরে এ পক্ষে পক্ষপাত,
যে পক্ষে যাক্ রূপানাথ,
জানি প্রেম-পক্ষে শ্রাম, আমার বিপক্ষ নয় ॥
শ্রামের আদর-মাধা অঙ্গ ।
সে ত্রিভঙ্গ গো আদর বাড়ায়
মান-তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ ।
আমরা যখন যে মান করি,
আছে তার পায় ধরাধরি,
সখি, আজ কিছু রাধার আদর নতন নয় ॥
সাধে কি সাধে বলি মাধবে,
(তারে) সরল স্বভাবে কান্দে প্রাণ ।
এমন হয় গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সম, অপমান ।
সখি, আমার মান গেলো গেলো,
জানা গেলো গো ।

বংশীধারীর মান থাকে তাহলেই ভালো হয় ১,

যক্ষ করিবেন রাই কিস্তি সিদ্ধ হ'বে না ।
দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ,
এমন যস্তে কিবা সুখ,
যক্ষ করিবেন যক্ষের দ্বারে দিয়ে মর্মে বেদনা ॥
প্রাণাহতি যক্ষ করবেন রাই ত্রজনগরে ।
নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে এলে আমারে ।
গুণে জ্ঞানত সন্ধান, তাজে কুলমান,
কৃষ্ণপ্রেমে, ত্রজনগরে, রাই সঁপেছেন প্রাণ,
এখন কি আভতি দিবেন প্যারী,
জেনে আয়গো সহচরি,
তা না হলে রাইয়ের যক্ষে যেতে পারব না ॥

কই গো গুণে সই, গুণাবনচন্দ্র কই ।
বল্লে এই আসি আসি, গেল অঙ্গ নিশি,
শশী স্বস্থানে যাবে ধানিক বই ।
হল মন উচাটন, প্রাণে ধৈর্য মানো না প্রাণসই,
ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি,
পড়ে পাতের উপর পাত,
এই এল রাধানাথ বলে কুঞ্জের ধারে আসি ।
এসে দেখতে পাই, কুঞ্জে কৃষ্ণ নাই,
শেষে এমনি হই, আমি যেন আমি নই ॥
তুমি ত দিলে হৃসংবাদ,
কুঞ্জে আসবেন আজ কালাচাঁদ,
সে সাথে কুঞ্জে এসে সই হল কি হরিসে বিবাদ ।
একি আমার কবার কথা,
করে ঝঞ্ঝের বাসর সজ্জা,
ছি ছি ছি কি লজ্জা, মদনমোহন রইল কোথা ।

কৃষ্ণ কার কুঞ্জে, রজনী ভুঞ্জে,
আমি আশাতে আশা পথ চেয়ে রই ॥
আমি সাধ করে সাজাইলাম শয্যা ।
আমার একলা শুভে প্রাণে বাজে ।
কমলদলে অঙ্গ ঢেলে, মরি জ্বলে,
না দেখে সেই ত্রজনগরে ॥
রাধারে আশা দিয়ে রাধানাথ,
গেলেন কার কুঞ্জে বঞ্চিত ।
পুরালে কোন্ রমণীর সাধ
আমারে করে বঞ্চিত ॥

কৃষ্ণ কেমন মিথ্যাবাদী,
 দিয়ে অবলার মাথায় হাত,
 বলে যায় রাখানাথ,
 শেষে কি বাদ সাধাসাধি ॥
 বুখা কব্লেম বেশ, বুখা বাধলেম কেশ,
 যারে দেখ্‌বো তারে না দেখিয়ে আকুল হই ॥

বুঝি শ্রাম এল গোকুলে সখি,
 সুখও দেখি কোকিলে কি বলে ।
 এত দিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হ'ল,
 পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
 বন্দাবন আছে, বসন্ত আছে,
 কোকিল আছে চিরকাল,
 ও সখি, তোমরা বল দেখি,
 হ'লো একি, অকালে সকাল ।
 এমনি স্থান হয়, রাখার ভাগ্যোদয়,
 গেল দুঃখের নিশি, সুখের নিশি হ'লো
 গোকুলে উদয় ।

শারী গুণগুণ স্বরে কৃষ্ণগুণ পায় ।
 ভ্রমর গুঞ্জরে কমলদলে ॥

শ্রাম কাল মান কোরে গেছে,
 কেমন আছে, সখি দেখে আস্ব ।
 আমায় কোরে সে বঞ্চিত,
 গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিত,
 হয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায় ॥
 ছলে আহার মন ছলেছে,
 ভূমি বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে,
 চোখে দেখে গো !
 কয় কি না কয় কথা ডেকে ।

যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
 অমনি সেবো গো ধোরে ছুটি রাঙ্গা পায় ॥
 সাধ কোরে করেছিলাম হুজুয় মান,
 শ্রামের ভায় হ'লো অপমান ।
 শ্রামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
 কথা কইলেম না, রেখে মান ।
 কৃষ্ণ সেই রাগের অহরাগে, রাগে রাগে গো,
 পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে,

ছিল পূর্বের যে পূর্ব রাগ,
 এখন একি অপূর্ব রাগ,
 রাগে পাছে শ্রাম রাখার আদর ভুলে যায় ॥
 যার মানের মানে আমায় মানে,
 সে না মানে, তবে কি করবে এ মানে ।
 মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
 মানিনী হয়েছি যার মানে ॥
 যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
 সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান ।
 রাখতে শ্রামের মান, গেল গেল মান,
 আমার কিসের মান অপমান,
 এখন মানান্তে প্রাণ জলে, জলে জলে গো ।
 জুড়াবে কি অশ্রু জলধরের জলে ॥
 আমার সেই কাল জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
 রাধে চাতকী করে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥ *

নটবর কে গো সখি !

তার নাম জানিনে,

কাল বরণ,

ভঙ্গী বাকা, বাঁকা আঁখি ।

যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে,

হাসি হাসি বাজায় বাঁশী

বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি ॥

ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার,

সে যে মন-মত মম্বথ রূপ, ত্রিতন্ত্রিম আকার ।

চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,

নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে ।

একবার হেরে মরি প্রাণে,

প্রেমে ঝোরে ছুটি আঁখি ॥

ওহে বাঁকা বংশীধারি ।

ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা কুবুজা নারী ।

বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী ।

রাধা সে সরলা রমণী,

ভুমি নিজে বাঁকা আপনি ।

মথুরা নগরী পেয়ে, হরি ফিরিছে চক্রে কোরি ॥

কত দিন তুমি কাণ্ডারী শ্রাম, যমুনার জলে ।
ওহে ত্রিভঙ্গ, নাহি যমুনাতে তরঙ্গ,
কেন বিনি বাতাসে তরণী টলে ॥

পার হবে ব'লে শ্রাম,
যদি কেহ ধরে তোমার পায়,
সেকি পারে যেতে পারে
নাকি অকূলে কূল হারায় ।
তুমি নতন নেয়ে যমুনায়,
কত ক'রে নেবে কড়ি প্রতি পসরায় ।
আমরা কুলবতী নারী, তাইতে ভয় করি,
পাছে কূলে হ'তে নিয়ে ডুবাও অকূলে ॥

—
আছে খং নে পথে বোসে,
কে রমণী সে, শ্রাম কি ধার কিছু তার ।
হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যত্নপতি,
কোটালি কোরেছিলে কোন রাজার ।
প্রেমধার ধারো তুমি কর,
পথে লেখা রোয়েছে ওহে জীহরি ।
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্রাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী । *
মানে আতঙ্গ করি ত্রি, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই ঢেরা সহি আর হবে কার ॥
ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোভেছে,
দিগ্বেছ দাসখং তুমি কোন রমণীর কাছে ।

—
কেন আজ কেন্দে গেলো বংশীধারী ।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বোলেছে
ব্রজকিশোরী ॥
রাধাকুঞ্জ দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায় ।
শ্রামের দশা দেখে এলেমু রাই,
সুধাই গো তোমায় ।

মণিহারী ফণিপ্রায় মাধব তোমার,
প্রিয়া দানী বলে, বদন তুলে,
চাইলে না একবার ।
শ্রীমুখে শ্রীরাধানাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখো ফাটে বুকো আমরা মরি ॥

* পাঠান্তরে “মহাজন ব্রজকিশোরী ।”

দ্বারী একবার বল তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তপিনী,
ভোগায় দেখবে বোলে,
আছে বোসে রাজপথে ।
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে ।
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ দেখলে, দেখবো কেমন দয়া হয় ।
ইথে হবে তোমার পূণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে ॥
বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সঙ্গরা
রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয় ।
মধুরাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুন তাইতে এলেমু কংসালয় ।
মনে অস্ত্র অভিশাপ নাই ।

বাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেপে যাই,
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রপতি,
বিনতি কোরি ধোরি করেতে ॥
তাই এত তেয় বিনয় করে বলি ।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী,
তাই এত তেয় বিনয় কোরে বলি ।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালবরণ ফণী,
আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি ॥
বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার,
আর তো না দেখি উপায় ।

ফণিময় জানে তোদের রাজা, দ্বারি,
তাই যে এলেমু মথুরায় ।
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,
রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষ নির্ঝর হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে,
ব্রজাণ্ডে ঔষধ নাই জুড়াতে ॥*

—
শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি !
পূকায়ে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ-হরি ।
এনে বনে কুল হরি, কে জানে বোধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি, মোরি বোলে হরি হরি ॥

* এই গানটি পুস্তকবিষে কৃষ্ণমোহন ষ্ট্রটচরণের
রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস ।
বনমালি, বনকেলি, কোরিলে নিরাশ ।
না জানি কি অপরাধে, ত্যজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখসাধে, গেলে হে বিয়াধ কোরি ॥*

জলে কি জলে, কি দোলে, দেখগো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে ।
পারিনে স্থির নির্ণয় যে করিতে ।
শ্যামল কমল কুটেছে বৃনি,
নিখাল যমুনাজলেতে ॥
নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি ।
জলমধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি ।
জলে কি এমন, দেখেছ কখন,
বল দেখি ওগো ললিতে ॥
সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলমাঝেতে ।

• প্রফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কাল, ঐ ছায়া কি ইথে
আরো সখি, কালাচাঁদ কি আছে ।
গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রোয়েছে ।
বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি,
উদয় হয়, দিবসেতে ॥

তাই শুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায় ।
গোয়ে বিবাগী কি বিবাগে ।
কি ভাবের অমুরগে,
অলিরাজ ধরে ওব রাস্তা পায় ।
ও যে ধন্ত ঘটপদ অস্ত্র দিকে নাহি চায় ॥
কত প্রহুঙ্গ ফুল রাখার বঞ্জে ।
তাহে সুখে নাহিক ভুঞ্জে ।
পেয়ে ও পাদপদ্ম-সুধা, বুচেছে অস্ত্র সুধা,
তাইতে কি জয় রাধে স্ত্রীরাদে গুণ গায় ॥
ত্রিভঙ্গ ভূঙ্গ হোয়ে, শ্রী মঙ্গ লুকায়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয় ।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুনে সার,
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয় ।

ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ ।
পাদোপান্তে কোন ভ্রমে ভূঙ্গ ।
ও যে সাধিছে সাধের কাষ, কি সাধে অলিরাজ
পাদপদ্মজরজ মাখে গায় ॥
ও রাই কি কালো মাদুরী সৌন্দর্য ।
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার ।
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ।
অরণ্যের অলি বল, কি জন্তে ব্যাকুল ।
আজ সুধালে না কয় ।
অতি কুন্তিতে রো প্রায়, স্তুতিত প্লাবায়,
কোলে তবাস্ত্রে আশ্রয় ।
ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্তে ।
অলির বাঙা কি ধনের জন্তে ।
করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন ।
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায় ॥ *

কে হে সে জন নারী দ্বারে করিছে রোদন ।
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন ।
আমরি মরি, কি রূপের মাদুরী ।
সুধাইলে সুখই বলে, বসতি ত্রীবন্দন ।
দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে ঘটরায়,
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায় ।
ছুধিনীর আকার, রমণী কোথাকার,
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ॥ *

রাইকে ধোরে তোলা ।
ওগো শ্যাম সাগরে কালো নীরে,
কিশোরী ডুবিলো ॥
জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী,
দিলে কালো জলে ঝাঁপ ।
পরিভাপ ঘূচাতে পেলেন মনস্তাপ ।
কিসে হবে পরিত্রাণ ।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান ।
কুলবতী হয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো ॥

* এই গান দুইটা কোন কোন পুস্তকে ভাবানীচরণ
বনিকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় ।

* এই গানটা কোনও কোনও পুস্তকে নিত্যানন্দ
বেবান্ধীর রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয় ।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা ।
আমি কাল ভাল বাসি বোলে,
আমায় ভাল কেউ বাসে না ।
আমারে প্রীচরণে স্টেননা ।
নাহি কোন সম্পাদ আমার,
কেবল দিবানিশি ঐ ভাবনা ॥
মামি তব লাগি, সন্মুখ্যাগি, হোলেম কালাচাঁদা
রটালে গোবুলে, কালা পরিবাদ ।
আমাধ যে আমার বলে শ্রাম,
এমন দুখের দোশর কোই মেলে না ॥

এসো নতন প্রেম করি, প্রাণ বাধা রেখে প্রাণ ।
রাখবো ছন্দয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেম ডেরে,
প্রেমের প্রহরী থাকবে আমার হৃদয়ান ॥
প্রাণে থেকে প্রাণ রেখে মান,
হও প্রাণের প্রাণ ।
হবে এ বড় পরিবর্তন সম্বন্ধ ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখবো অন্তরে,
প্রাণ বলে ডাকলেও আনন্দ ॥
খাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই ।
যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ ॥
না হোলে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা,
না হয় সুখোদয় ।
বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে,
হুই পক্ষে দুখে প্রাণ নয় ।
যেন এবার আর তা না হয়,
এক ভাবে ভাব রয় ।
শেষেতে দেশে না হুই অপমান ॥

যদি বেঁচে থাকি ওগো সখি,
শরীর সঙ্গে আর পিরীত কোর্কো না ।
না কোরে প্রেম ছিলাম ভালো,
কোরে একি জালা হলো,
লজ্জা শরম সকল গেলো,
কেউ ভাল বলে না ॥
পিরীতের বাজারে সই, আর যাব না ॥

মিছে ছল্ কোরে বোলে কিবে ফল ।
মনের মিলন ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো,
হংস মুখে পিরীত সেন ভুল জল ॥
পিরীতে জীবন জুড়াতে সখি
আমার কুল গেলো কলঙ্গ হোলো,
ববে পরে সবাই করে অপমান ।
পিরীত সৃষ্ট হোয়ে হোলো বিপক্ষ ।
যেমন খালের মিলন, জলের নিখন,
সদা সদা দূচে গেলো সম্পর্ক ॥
দেখে কুতর্ক কুবাবহান, সতর্ক আছি এবার,
পরের পরকীয় রসে ভুলবো না ॥

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে ।
গিরিরাজ ! ওহে গুন গুন,
তোমার মেয়ে কি বলে ।
নারী প্রবোধিতে যেতে হে,
কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বলতে মেনকা,
তোমার দুখের কথা, উমা সব শুনেছে ।
তোমায় দেখতে পামাগী,
আপনি দ্রশানী, আস্তে চেয়েছে ।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী গেলে ॥
তারাহারা হোয়ে, নয়নের তারাহারা হোয়ে রই ।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ-উমা কই ।
আমার সেই হারা তারা, ত্রিভুগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে ।
উমা চলবদনে, ডাকুছে সন্ধানে, মা মা মা বলে ।
উমা যত হেসে কয়, ওতো-হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অমল জ্বলে ॥
ভাল হোক হোক ওহে গিরি,
যাই আমি নারী, তাই তুলি বচনে ।
তোমার কি মনে, হোত না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রামনে ॥
আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ রহে বল কতদিন
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মৌন ।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,
আনুতে ভো গতে হয় ॥

যেন মা-হীনা কন্তে, তিন দিনের জন্তে,
এলো হে হিমালয় ।
মুখে করি হাহারব, ছিলেমু যেন শব হে-
গৌরী মৃৎদেহে এসে জীবন দিলে ॥

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই ।
উমা অনপূর্ণা হোয়েছেন কানীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই ।
শিবে এসে বলে মা,
শিবের সে দিন আর এখন নাই ।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে
সকলে দিলে বিকার ।
এখন সেই পাগলের সব, গুলুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডার তার ।
এখন শাশানে মশানে বেড়ায় না মেনে,
আনন্দকাননে, যুড়বার ঠাই ॥
ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তব্ব না পাইয়ে যার ।
তোমার সেই উমা এই, এলো সঙ্গে শিবপরিবার
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেল ।
‘আমার মা কৈ, মা কৈ’ বোলে উমা ঐ,
ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াল ।
বলে তোমার আশীর্বাদে আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই ।
হোক্ হোক্ হোক্, উমা মুখে রোক্,
সদাই হোতো মনে ।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ।
দুহিতার দুখ শুনিলে গিরি, যে দুখ হয় আমার ।
আছে যার কন্ডা, সেই জানে,
অন্তে কি জানিবে আর ।
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোরা ।
গেন করে স্বর্গ পাই, অমনি খেয়ে যাই,
আনন্দে হোয়ে বিভোর ।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দসংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শাশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ।
যে দুর্গানামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে নয় ।
তুমি যে কোয়েছ আমার গিরিরাজ-
কত দিন কত কথা ।
সে কথা, আছে শেলময়,
মম হৃদয়ে গাঁথা ।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের আলায়,
কৈদে কৈদে বেড়াতে ।
হোয়ে অতি ক্ষুধাতিক, সোণার কান্তিক,
এলায় পোড়ে লুটাতো ।
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অন্তকে বিলাই ॥

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা-
ভিখারী হরের স্বরে ।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
স্বরে স্বরে বেড়ায় ভিক্ষা করে ।
শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে ।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী,
কনকবরণী তারা ।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন-
শিরে জটা বাকল পরা ।
আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণী ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে ॥
গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্রাণী,
করুণবচনে কয় ।
উমা যা আমার প্রবর্তিতা শাশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে,
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি ॥
আমি অচল নারী, চলিতে নারি,
পারিনে যে, দেখে আসি ।
আছি জীবমৃত্যু হোয়ে, আশাপথ চেয়ে-
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে ॥
মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,
শুনে লাজে মোরে যাই ।

তমা হেন গৌরা; দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গতে যার ভয় নাই ।
মাথে অঙ্গুতে ছাই ॥
ভূমি মর্কমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কলে এনে দিতে পার ।
পথে দেখে ফাটে বুক তোমার এত দুঃখ,
সে হুখ ঘূচাতে নার ॥

ওহে গিরি গা তোল হে,
মা এলেন হিমালয় ।
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয় !
দ্রা পূন প্রতি বাৎসল্য, তয় তাকুলা করানয়,
আঁচল ধোরে তারা,—বলে ছি মা, কি মা,
মা গো, ওমা, মা বাপের কি এমনি ধারা !
গিরি ভূমি যে অগতি, বুনে না পার্কতি,
প্রশতির অখ্যাতি জগন্ময় ॥
নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে হৃৎপন,
এলো হে সেই আমার তারান—
দাড়িয়ে দ্বারেরে ।
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,
দেও দেখা হৃৎনীরে ।
অমনি হৃৎ বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি—আমি নয় ॥
মা হওয়া যত জালা,
যাদের মা বনবার আছে, তারাই জানে ।
তিলেক না হেরিয়ে মর্শ্বাখা পাই,
কর্মহুত্রে সদা স্নেহে টানে ॥
তোমারে কেউ কিছু বোলবে না,
দেখে দারুণ পাষণ ।
আমার লোকগঞ্জনাথ যায় প্রাণ ।
তোমার তো নাই স্নেহ ।
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,
পবিত্র হোক পাষণদেহ,
হা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়না

মান কোরে মান রাখতে পারিনে ।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেইদিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁধি জলধরবরণে ।
অতএব অভিমান মনে করিনে ।
আমি কক্ষপ্রাধা রাধা, কক্ষ প্রেমডোরে প্রাণ রাধা
হেরি ঐ কালরূপ সদা,
হৃদয়মারো, শ্রাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা হৃদয়নে ॥
যদি ওগো বৃন্দে ত্রীগোবিন্দে, কোরি মান ।
রাধি মনকে বেঁধে, শ্রামের খেদে,
কৈদে উঠে প্রাণ ।
শ্রামকে হেবব না দিখি,
বোলে চক্ষু মুদে থাকি,
সেরূপ অন্তরে দেখি ।
কৃতাজ্জলি, বনমালি,
বলে খান দিও রাই চরণে ॥ *
প্রেমভরুতে সধি চাবুনি ফল ফলে ;
ভন ফলের নাথ—হুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম ;
হৃৎনের হু, কলঙ্ক কর্তনের কপালে ।
গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে ;
চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ষটে তার ভাগ্যেতে প্রেম-ভরুতে
হাতে তাতে ফল,
তরু মনের রাগে বৃড়িয়ে যায়,
বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে যায়,
দেখো দেখো, যত্নে রেখো ফলে না মূল শুথালে
প্রেম-বৃক্ষ দিয়ে আশা-নীর, কর্তেছ সিঁকন;
দেখো লো—যেন হয় না শেষে বুধা আকিণন ।
বেড়া নাও সই প্রবৃত্তি-কটক,
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এমনি পোড়া লোক ।
যদি থাকে ফলের বাসনা,
বেশি জল দিয়ে জালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে হৃৎসিন্ধু উথলে ॥

* এই গানটি নীলমণি পাটনীর পাঁচালীর দশ
গীত হইতে বলিয়া, কেহ কেহ বলেন—নীলমণির
রচিত ; আবার কেহ কেহ বলেন—গদাধর ঘোষা-
র রচিত ।

কোরবো উত্তম পিরীত প্রাণেরে
 সে প্রেম কি সামান্তেতে হয় ?
 তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নতন ব্রতী,
 পিরীত হবে কি, মন তোমার তেমন নয় ।
 যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্তব্য করা উচিত নয় ।
 দেখো ভগীরথ, মোক্ষ প্রেমের আশাতে ।
 কোরে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পতন,
 আনিলেন গঙ্গা ভারতে ।
 দেখো প্রহ্লাদের যন্ত্রণা,
 হরিনাম তবু ছাড়লে না,
 তার তাইতো হলো শেষে মুখোদয় ॥
 ত্রিহরি-প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে,
 ঐব প্রহ্লাদ বৈরাগী ।
 হুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে,
 সদাশিব হোয়েছেন যোগী ।
 তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই !
 একবার চাও পিরীতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে,
 দ্বিধা মন কর রসময়ি ॥
 যে জন পিরীতে রত হয়,
 প্রেম-ধর্মের ধর্ম্য এতো নয়,
 দেখো প্রেমের দায়ে—শাশানবানী মৃত্যুঞ্জয় ॥

ওরে পিরীত তোর জালা তবে বুচাতে পারি ।
 তেজে সুখ সাধ, লোক-পরিবাদ,
 যদি পরের মরণে আপনি না মরি ।
 তেজে খল, এ সব ছল্ চাতুরী,
 তোরে ভেবে পরের মত পর ।
 সোয়ে দুখ, বেঁধে বুক,
 একবার দেখবো হোয়ে স্বতস্তর ।
 হোয়ে আশ্রয় হুখী, আশ্রয়শূন্য দেখি,
 পর উপকারো জন্মে না করি ॥
 তব অনর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে ;
 পথে দেখা হলে যদি আর,
 সখা বোলে না ডাকে ।
 যদি ভুলি পরমন্ত সুখ ;
 নয়নে হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ ।
 যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো,
 আপনার যৌবনো, আপনি সম্বরি ॥

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন,
 আপনারে ভেবে আপনার ।
 মনে প্রাণে এক ঐক্য কোরে,
 দূরে তাজি পরের ভাবনা ॥
 পরকাতরা কেমন কুশভাব,
 পরের দায়ে নাধা যাই ।
 জানি মিছে কথায় যে ভুলায়,
 তার পিছুপিছু ধাই ॥
 জানি প্রাণের ঐরি তুইরে প্রাণ,
 হুখে দই, তবু মই, কথা কই রেখে সম্মান ।
 তুই তো পলাস আমার ফেলে,
 আমি তোরে ভুলে,
 উল্টে গিয়ে যদি পায়ো না ধরি ॥

যা ভাবো তা নয় ।
 মনের সাধ গেলে কি, বল দেখি,
 অনুরোধে প্রেম কি রয় ?
 মিছে আর কোরো না বিনয়
 বিনে ঐক্যো, বিনয়-বাক্যো প্রাণ,
 বল পর কি আপনার হয় ॥
 মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ !
 মন ভুলবে না আর,
 খলবে না সেই বিচ্ছেদের বাণ ।
 দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে
 আর বা নিত্য কে যাতনা সয় ॥
 জাগা-বরে যায় চুরি, এমন তো ভেবনা প্রাণ !
 ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, হোয়েছি সাবধান ॥
 কুতর্কে লওয়াবে কি আর সতর্কে আছি ।
 হবো খলের বশ, এখন নাই সে রস, ।
 নিজ মনকে বেঁধেছি, জলে ফেলে অকলের ত্রিধি,
 এখন তত্ত্ব কর নগরময় ॥

প্রাণ বেঁধেছে গো মই,
 পিরীতি গেছে—পাপ গেছে ।
 হয়ে পরের পদানত, চক্ষুর জলে নিত্য ধোত,
 বাহ'ক্ বেরে, এত দিনে, গায় বাতাস লেগেছে ।
 হৃথের চেয়ে স্বস্তি ভাল, খাম দে জর ছেড়েছে ॥

এখন নইগো সই কাহার আমি অধীনী,
স্বয়ং স্বাধীনী ।

বারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার,
আপ্ত মানে মানিনী ।

পরের অধীনে কেবল লাভ গন্ধনা ;
সে জ্বালায় দায়েতো প্রাণ এড়িয়েছে ॥

বলিন্বে সই প্রেমে মজ্জতে আর
ও সুখে নাহি প্রয়োজন ।

শঠের প্রণয় হ'তে বিচ্ছেদ ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন !

প্রাণে জলিতাম চিরদিন সখি লো ক'রে পিরীতি,
ঘটলোনা তার সুখ, চির দিনই জুগ্লাম দুখ,
হল লাভ কেবল অব্যাতি ।

তাতেই পিরীতের সাধ ক'রে বিসর্জন,
বৈরাগ্য ধর্ম্মে মন মজ্জেছে ॥

তুমি হও মহাজন অল্লার ।

বাঁধা রেখে মন, লব প্রেমধন,
আমার যৌবন, হবে জামিন্দার ।

পিরীতেরি খাতকু আমি হবে হে তোমার ।

পরিশোধ না হবে প্রণয় ।

মন বাঁধা থাকবে আমার, প্রাণ যত দিন রয় ।

সুখে সুখে ভুঞ্জ চিরদিন,

মোলে এ ধারে হবে উদ্ধার ॥

এসেছি পিরীতের দেশে প্রাণ, প্রেমিক না পাই ।

হেন স্থানো নাহি প্রাণে, সঁপে প্রাণ জুড়াই ।

পেরেছি হে প্রেমিক তোমায় ।

বঞ্চিত করোনা সঁধু, কিকিতো আমায় ।

আপনার কোরে, লও আমারে,

পেমনিধি দিয়ে ধার ॥

নৈলে কিছুই নয় ।

বটে সুখো নিধি, প্রেম যদি, সৃজনে হয় ।

সৃজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয় ।

উভয়ে উত্তম পরিভ্রম যদি করে ।

তবে যতনে এ ধনে রাখিতে পারে ।

সুখের সুখী, দুখের দুখী,

দৌহে দৌহার হোয়ে রয় ॥

বাঁচলাম প্রাণ ।

বিচ্ছেদ কোরে ঘূচালে বিচ্ছেদের ভয় ।

আগে ভেবেছিলাম, পিরীত ভাললে যাবে প্রাণ,
এখন বাঁধা করি, যেন নিত্য এমনি হয় ।

একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে,

আর তার আতঙ্গ কি রয় ?

যখন আখণ্ড ছিল পিরীত,

ও আতঙ্গ হোতো,

ভঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিত ।

দেখে ভাঙ্গা শঙ্কা যার, ভেঙ্গে গ্যাচে তার,

আমি এক আঁচড়ে পেলেম প্রেমের পরিচয় ।

যে অনলে আমায় পোড়ালে,

তুমি কি তার পুড়বে না ?

যার দোষে প্রেমো যাক্ ভেঙ্গে তাতে গড়ে না ।

প্রেমের বাঁধা থাকে যত দিন ;

বাঁধা থাকতে হবে,

সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন ।

সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে স্বন্দ ?

আমার কোমল প্রাণে এখন সকল জালা সন্ম ॥

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্ক আছি,

আর তো ভোগায় ভুলব না ।

না এলে তুমি, এখন আর আমি,

পায়ে গেলে সাধু বা না ।

আভাঙ্গা পিরীতের যত ভয়,

ভাল্লে তত থাকে না ॥

তোমার বিচ্ছেদে বৃকে রেখে প্রাণ জুড়াব প্রাণ

শুনে রুটি বচন, হলেম তুষ্টি এখন,

উজ্জলে করে যেমন, অনল নির্বাণ ॥

বিশ কুমি সম আমি, করি বিষ খেয়ে অমৃতজ্ঞান ।

গেল গেল পিরীত গেল প্রাণ,

ভাল বাঁচিল জীবন ।

দরশন পরশন, ঘূচলো প্রাণ এখন ।

হলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছয়মাসের পথ ।

কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখার দণ্ডবৎ ।

পাখাণ হোয়ে থাকবে সোয়ে,

পারো যত কর অপমান ॥

তোমার প্রেম হতে, প্রাণ,
 বিচ্ছেদ আমার ভালবেসেছে।
 প্রেম হ'ল আর ফুরাল,
 চ'খে দেখ'তে দেখ'তে গেল,
 জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।
 কলহ নির্ঝাঁহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।
 তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান,
 হৃৎ হব কি বল দেখি সাধতে গেল প্রাণ।
 এ সব হৃৎকের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
 সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে ॥
 পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ,
 কোন হৃৎ দেখিনি শরীরে প্রেমে হৃৎ বারমাস।
 কেবল হাসায় আর কাঁ'য়,
 সদা প্রাণেতে জ্বালায়,
 আজ নে তোলে সিংহাসনে,
 কাশ পথেতে বসায়।
 পথে কৈন্দে কৈন্দে বেড়াই,
 হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর,
 সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে ॥

ওহে প্রাণনাথো, পিরীত হোলো
 বিচ্ছেদের প্রজা।
 শুনেছি প্রেম নগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে,
 রসিকেরে প্রাণে মারে, সেই দুরন্ত রাজা।
 প্রেমিক জনারে দেয় বিরহ সাজা।
 প্রেমের দেশে প্রাণনাথো হে, বিচ্ছেদ ভূপতি।
 তার আত্মসে মরি, মনে ভয় করি,
 কেমন কোরে করোঁ পিরীতি ॥
 তুমি নিত্য নিত্য বল আমার প্রেমে করিতে।
 মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়, প্রাণ রে,
 তোমায় প্রাণ দিতে।
 নতন প্রেম-বাসার, বিচ্ছেদ রাজার অধিকার।
 নবীনা যুবতী, করিলে পিরীতি,
 বিচ্ছেদ তো কর লবে আমার।
 শেষে আমাকে পাবে না, হবে হে লাঞ্ছনা,
 কেবল কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা ॥

এই বড় ভয় আমারো মনে।
 পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেমধন,
 শেষে হাসবে শত্রুগণে।
 পিরীতের রীতি আমি কিছু জানিনে।
 প্রেমহুধা আশ্বাদন,
 সদা করিতে চাহে পোড়া মন।
 নাহি জেনে মস্ত, নাথো,
 দিব হাতো ফণীর বদনে ॥
 সাধে কি কলঙ্ক-ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই ?
 হৃৎ-আশে মোজা শেষে, কুল বা হারাই।
 একে তরুণো তরী, তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী,
 কলঙ্কসাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে ॥

মনের মিলনে মনে থাকুবে হু'জনা।
 তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না ॥
 বন চাতকিনী প্রায়,
 প্রেম সমানে থাকুবে হু'জনায়ে।
 মেঘে যেমন শলী ঢাকা,
 তেমনি সখা লুকায়ে থেকো ॥

আমি জন্মে জানিনে প্রেম,যাতনা মনে পড়ে না।
 সই তুমি মজালে, তোমার ধর্মে সব না।
 স্বর্ণ-পিঞ্জর আছে সজনি,
 কেন বায়স এনে বসালে ॥

দেশ ঢগালেম প্রেম কোরে সই,
 প্রাণ গেলে বাঁচি।
 বিচ্ছেদ বিষে লোকের রিষে,
 আমি দুই আলোতে জ্বলুতেছি ॥
 না বুকে মজেছি প্রেমে,
 কপাল ক্রমে, একে হলো আর।
 আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম,
 শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার।
 একে নব ভাব, অমুরাগ পড়ে মনে।
 প্রাণ সঁপিলাম তাঁরে আমি না জেনে শুনে ॥
 চোরেরো রমণী যেমন সই,
 তেমনি মর্মে মরে আছি ॥

আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ,
তোমার মন বুকে দেখবো (সই) ।
যদি তোমার মন খাঁটি হয়,
বিচ্ছেদ জালা সয়ে রয়,
তবে দুটি মন একটা হ'য়ে থাকবে (সই) ॥

পিরীতের দায়ে ঠেকে,
বারে বার জলছি বিচ্ছেদ-আঙুলে ।

এবার করবো নতুন প্রেমের ব্যবস্থা,
বাসনা করেছি মনে ॥

প্রেমের ভাবান্তর ভাব প্রেমের মতান্তর,
এই এক মত, আগে জ্বলবে ;
শেষে প্রাণ জুড়বে হে যদি তার
না হয় মতান্তর ।

যেমন পতঙ্গ জেনে শুনে
আঙুলে পোড়ায় প্রাণ,
তেমনি সাধ করে সাধের কাজল পূর্বে সই ।
ওহে প্রাণনাথ হে, বিচ্ছেদের পরে মিলন হ'লে,

সেই যে সে বাড়ে সুখোদয় ।
গ্রহণ অন্তে যেমন রবির কিরণ,
সুবর্ণ বহনে সুবর্ণ হয় ॥

জলে জলে কি পো সখি ।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখে সই নিরখি ।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া কোরে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি ॥
আচম্বিতে আলো কেন ঘুমুয়ারি জল,
দেখ সখি, কুলে থাকি, কে করে কি ছল ।
চাঁদের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
তৃপ্তিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি ॥
নিতি নিতি আসি তবে জল আনিতে ।

ওগো ললিতে ।
না দেখি এমন রূপ ব্যরিমাঝেতে ॥
আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হয় ।
নীরমাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় ।
টেটে দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাপা দিলে হইবে সই পাডকী ॥
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,
ওগো প্রাণ সই ।

নিরখি নিখিল ভলে, অনিমিষে রই ॥

কত শত অশ্রুভব হয় ভাবিয়ে ।
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ।
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব,
হৃদয় কমল কেন, তা দেখে হবে মুখী ॥

সহে না কুলধর, ক্রমা দে পিকবর,
ডাকিসনে শ্রীকৃষ্ণ বোলে ।
জন হে নিরদয়, এতো হৃথের সময় নয়,
প্রাণে মোক্কে রাই জালায় উপর জালালে ।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নজলে ।
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপগোপীকুল
পল্লপকিকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল ।
তাজে বকুলমুকুল, অধৈর্য আলিকুল সব ।
কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে ॥
বসন্ত কত এসে সন্মিলে ব্রজে হইল উদয় ।

বিরহে ব্যাকুলা হোয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেনে কয় ।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে ।
কৃষ্ণবিরহিণী কৃষ্ণকান্সালিনী,
ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে ।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে, রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে ॥
এমন হৃথের সময়,
কোকিল পক্ষীরে কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে ।

ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি মুখ ভুঞ্জে ॥
অধীর ধরাসনে পোড়ে রাই,
চক্ষে জলধারা বয় ।

এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষ,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ।
এই ভিক্ষা কোরি পিকবর ।
বধিসনে কুলজা, সন্মুখ থেকে বা,
হৃথিনীর কথা রক্ষা কর ।

কোকিল, দেখ লে তো খচকে,
সরদের অপেক্ষা আর দাই,
হোয়ে রোয়েছি জীবন্যুত সকলে ॥

ছেড়েছি পিরীতের আশা,
 পিরীত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও ।
 যার সঙ্গেতে এসেছিলে আমার সঙ্গেতে,
 সে গেল—আর তুমি কেন,
 হৃদিনীর মুখ দেখতে চাও ॥
 তাইতে বসি পিরীত আমি, ছেড়ে যাও তুমি ।
 এক্ষণে, তোমারি মনে, থাকুব, কেমনে আমি ।
 তুমি পিরীত আশ্রয়স্থে স্থখী ।
 অনাথিনা বিরহিণীর কাছে তোমার কার্য কি ।
 তুমি পর, আমি পর, সেওত পর,
 পর মজানে পিরীত তুমি
 মিছে আর অঙ্গ আলাও ॥

কোথা রে যুবতীর যৌবন,
 তোমা বিনে নারীর মান গেল,
 নবীন কালে দেখে ছিলে,
 প্রবীণ কালে কোথা গেল,
 তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
 আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হ'ল ।
 নবীন বয়সে রক্তরসে দিনে দেখা হত শতবার ।
 নীরস নলিনী এখন ভ্রমর,
 চাইবে কেন ফিরে আর ।
 আগে প্রাণ হল, তার পরে হলো যৌবন ঘটনা,
 বিধাতার একি বিবেচনা,
 যৌবন গেল, প্রাণ ও গেল না ।
 আমি কি ছিলাম, কি হইলাম, আর বা কি হই,
 সেই অনুরূপে আমার তনু শুখাল ॥

তোমায় ভাল-বেসেছিলাম ব'লে কিরে,
 প্রেম আমার হুকুল মজালি ।
 হৃৎমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
 আমায় সঁপে দিয়ে কিরে ফেল পলালি ।
 দিবাশিশি প্রাণে জ্বলি, তাই তোমায় বলি,
 আমি সাথে কি বিষাণে রয়েছি ।
 ক'রে—না বুকে—লোভ, শেষে পেয়ে ফোড়,
 বলি কাকে চোখে দেখে শিখেছি ।
 যেমন মৎস্ত মাংস-ভোগী, হয়েছিল জন্তুকী,
 তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটা ঘটালি ॥

প্রেমতে মজিয়ে চিরদিন বব,
 প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা ।
 ত্রিরাত্রি না যেতে তাতে একি বিভ্রম ।
 আমি তোমার স্তম্ভ হ'লাম পরবশ,
 আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম,
 দেশ বিদেশে অপমান আর অপষণ ।
 আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করলে ছাড়িছাড়ি ।
 শেষ আমার মাথায় তুলে দিলে কলঙ্কের ডাঙ্গি ॥

তারে বোলো গো সখি, সে যেন এ পথে এসেনা
 পোড়া লোকে মন দুষে দেয় গঞ্জনা ॥
 অকিঞ্চন-স্বতে গলেতে গেথে,
 পোরেরিলাম প্রেমোহার ।
 ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে,
 বিভ্রম না বিধাতার ।
 সখি সে কোথা, আমি কোথা ।
 না জেনে, না শুনে, লোকে কয় নানা কথা ।
 আমি পিরীত করিতাম প্রাণে প্রাণে ॥

বঁধু কোন ভাবে এ ভাবে দরশন ।
 কোরে মধুর মধুর আলাপন ।
 কত দিনো প্রাণো তুমি হয়েছ এমন ।
 প্রিয় বাক্যে প্রেমসি বলিয়া আমায় ।
 ডাকিছ প্রেম রসে রসরায় ।
 ভুজঙ্গেরো মুখে যেন স্থখা বসিষণ ॥

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ ?
 ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
 কি প্রেম বশে, প্রেম রসে, তুমিতে হে প্রাণ ।
 তখন রাখিতে হে বিধিযতে মানিনীর সম্মান ।
 অভিমানী হ'তাম হে তোমায়,
 প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে,
 ধর্তে আমার পায় ।
 তুমি আমি যে সেই আছি,
 তবে কি পোষে গেলহে আমার মান ॥
 আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জন ।

সে যেমন হোক হয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন ।
রসরসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণনাথ প্রেমের পথে,
হৃজনাতে কে কাশ অধীন ।
শেষে যদি করিবে এমন,
কেন আগে বাড়াইলে মান ॥
মরি প্রাণের কথা কবার নয়,
কইতে কাতর হই—সুদরে পূজা ছিলাম,
তাজা হলম যৌবন গিয়ে ॥
দবে দেখা প্রাণনাথ হত হে পথে
আপনা আপনি তুলিতে হাতে,
আকাশর চন্দ্রকে পেতে,
এখন ত সেই পথের দেখা হয়,
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক,
ধেন ঠেকিছে কি দায় !
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥

সপ্লাম এই ভেবে তায় আগে মন ।
কে জানে সে মন না দিবে ।
দিয়া আপনার ধন, সেধে পরে,
পরের ধন পেলাম না পরে ;
স্বপ্নে জানি না সে এই শব্দ হাসাবে ।
আগে তুল্লে সিংহাসনে কথোতে,
কে জানে শেষে কাঁদাবে ।
ভাব্লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ,
জুড়াব হৃজনা—হবে সই হৃথের অনুষ্ঠান ।
মন সরল নাকি নারীর অতিশয়,
কপট বোঝে না,
তাত্তেই মজ্জাগে পুরুষের শঠভাবে ॥
প্রেমের হুখা হব বলে সধি গো,
সপ্লাম পরে প্রাণ মন ।
ভাগ্য শুনে সে সাধে বিষাদ,
খটিলে আমার সহি এখন ।
প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যবহার ।
জান্তাম না আগে সই,
শিখিলাম ঠেকিয়ে এবার ।

আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বলনা ।
আমায় বললে সে, মন দিলেই মন তুমিবে ॥

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেয়ো না ।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছু কাল থাক, থাক,
বোলে ধরে রাখবো না ।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না ।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল ।
গেলো গেলো বিচ্ছেদ প্রাণ, আমারি গেল ।
তোমার পরের প্রাণ নির্ভর,
আমি তো ভাবনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় চুংখ দিওনা ।
দবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হোলো এ পথে অগমন ।
কণ্ড কথা, একবার কণ্ড কথা,
তোল ও বিধবদন ।
পিরাত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি ?
এমন তো প্রেম ভাসাভাস অনেকের দেখি ।
আমায় কপালে নাই হুখ,
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর হেঁচেও মাণিক পেলেম না ॥

এমন ভাব-রাখা ভাব কোথা শিখিলে ।
সে ভাব কোথা হে, যে ভাবে ভুললে ॥
ভাব দেখি নবভাবে, কি ভাবে ছিলে ।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর,
এখন তার অভাবে ভাবনে ॥
স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার ।
এ কি ভাবের দেখা, কণ্ড কথা আবার ॥
অনুরোধে প্রবোধিতে মন,
ভাল ভাবের উদয় দেখালে ॥
মরি মরি, তোমার ভাবে মরি,
তুমি জান কত ছল ।
মুখে বধু, যেন মধু, হৃদে হলো হলু ॥

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন সে পাপ ।
মন ভেঙ্গেছে, আছে লোক দেখা আলাপ ।
দেখে আঁধি হইত মূখী,
তাঁও কি ক্রমে ক্রমে ঘটালে ॥

যাকুরে প্রাণ ।

বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল ।
যত সুস্থঃ ভাঙ্গা লোকের কুরীত মন্বপায়,
সাধের পিরীত ভেঙ্গে তুমি আছ ত ভাল ।
দেখা শুনা পুন হবে হে, তার আশা ঘঁচিল ।
কোরে হাতেরে হাত কৌতুক ।
পথে দেখা হলে, যাব চলে,
অকালেতে ঢেকে মুখ ।
ধোরে ভালবাসা ভাব, হলো ভাল নাভ,
হৃৎকের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল ॥
পিরীতেরো সাধ ঘটালে,
হৃৎকে জ্বালালে জীবন ।
না জানি কারণে, কও কেন,
ভাঙ্গলো তোমার মন ॥
যাহোক ভালবাসিলে, থেয়ে আমার মাথা,
পরের কথা পিরীত ভেঙ্গে পালালে ।
কোরে আমার উপর রাগ,
রাখলে খার সোহাগ,
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল ॥
তোমার পিরীতি কি রীতি হোল হে
যেমন হংসী মুখিকেরি প্রায় ।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পলায় ॥
বিধি মতে আমার মজালে,
হৃৎকে জ্বালালে জ্বদয় ।
বুঝে দেখো মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই ময় ॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টাম ।
বল ভালবাসি, সেটা কেবল
দাঁতের হাসি হাস প্রাণ ॥
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান,
পেলেম ভাল জ্ঞান,
এখম স্বরে পরে সকল শত্রু হাসিল ॥

এ ভাবের ভাব রবে কত দিন ।

প্রাণ যতনে মন যোগাওনা, পরিত্যাগও করনা,
আমি যেন হোয়ে আছি, জালে গাঁথা মীন ॥
যে ভাব ছিল পূর্বেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে ।
তোমার অভাব দেখে, স্বভাব দেখে,
আমি ভুলতে পারিনে ।
দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি ।
তুমি বল, ভালতো জ্বালা,
এ পাপ আবার কি ।
আপন বোলে সাধতে গেলে, তুমি ভাবো ভিন্ ॥

এমন প্রেম কোরে এক দিন,
চিরদিন, কে বোঝা বঁবে ।

জানি যত সরল ভাব,
তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ,
ওরে প্রাণ, কটিল স্বভাব-গুণে অভাব ঘটাবে ॥
দেখে ঠেকে তোমার চিনেছি,
ক্লান্ত আছি পিরীতে ।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ বিচ্ছেদের সঙ্গতে ।
মনে ঐক্য আছে বাক্য গেছে মিটে ।
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়,
যাইনে তারো নিকটে ।
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস,
মিছে ধোর বেঁধে পিরীত ঘটাবে ॥

ঐশ্বর্য কার কখন মন রাখবে ।

তোমার এক আলা নয় দু দিক রাখা,
বল প্রাণ কিসে বাঁচবে ।
সমভাবে কেমনে রবে,
সবে তোমার একো মন ।
তায় কোরেছ প্রেমাবীর্ষী দুইয়ে হৃজন
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ,
হানাবে কায় কানাবে ॥
একোভাবে পূর্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই ।
পেয়েছ যে নতন নারী, মনো তারি ঠাঁই ।
রাখতে আমার অনুপ্রাণ ।

প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ ।
দেখাদেখি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে ॥

আগে মন ভেঙ্গে শেষ যতন,
আর কি এ প্রেম গড়ে ।
সেবোনা এখনো প্রাণো, কেবল রাগ বাড়ে ।
মিছে ছালাও কেন, তোমার গুণে ।
দিয়িছে হাড়ে হাড়ে ।
প্রাণ দেখো, একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ ;
ফলো পায়, কোরে তায়, কত যতন ।
তুমি খল-স্বভাবী, প্রেম তরুরো,
মূল কেলেছ আগে ছিড়ে ॥

এই অবলার মান থাকে কিসে,
প্রাণ তাতো বৃক্ষাণ ।
তুমি জাননা সোহাগ, কথায় কথায় কর রাগ,
পিরীত ভাঙ্গতে শিখেছিলে, গড়তে জাননা ॥
কামিনী কলহ, নির্দাহ, পুরুষ যদি রসিক হয় ।
ধর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে,
যে জানে প্রণয় ।
তুমি আপনি প্রাণ হোলে অধৈর্য্য ।
বোলে কর্কসী কি আর, কপাল আমার,
তুনি যে হয়েছ আমার অত্যাচার ।
তোমায় হৃদয় মারে রাখি, তবু স্থখী নই,
দিলে ঘরে আশুন, শুনে পরের মন্তব্য ॥

পরের মন্তব্য,
বাদ কোরে প্রেমের সাধ কেন বুঢ়ালে ।
ছিল নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা ।
কেন সে প্রবৃত্তি-পথে কটকো দিলে ।
সেধে আপন কাজ, কেবল আমার মজালে ।
পিরীত ভাঙ্গলে কি খঁবু এমনি হয় ।
এখন ডাকুল সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয় ।
তোমায় এ পক্ষে ভুলায়ে,
সে পথে নেগেল যে,
এমন বশীকরণ বিদ্যা সে কোথা পেলে ।

এ স্থখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি,
বল কিসে হগো প্রাণ ।
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে,
কৈদে উঠে প্রাণ ।
যখন নবভাব ছিলো সে এক মন ।
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জন ।
কোন কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ ।
তারো মায়া-মেঘের আড়ে কায়া পুকালে ॥

নাগো, কোন গুণে মন চায় তবু তোমাকে ।
কোরে প্রাণ, আমার দুনিয়ান,
এক তিলো না দেখে ॥
তুমি নারীর বেদন জান না লম্পট আপনি ।
প্রীতি-ডেরে বন্দী কোরে, বধ কর রমণী ।
হানো দারুণো বিচ্ছেদো শেলো ।
যুবতীরো বৃকে ॥
ওরে প্রাণ, আমি অবলা, বুঝিতে না পারি ।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী ॥
আমি সরল ভবে তোমায় প্রাণ
রাখবো কেমন কোরে ।
তুমি যে দেবে দুখ আমার,
জানবে ঝুঁক প্রকায়ে ।
পোড়া পিরীতি করিয়ে, আমার জন্ম গেল দুঃখে ॥

কও দেখি হে নতন নাগর,
একি নতন ভাব রাখা ।
হোয়ে কামিনী, বেগে পোহাই যামিনী,
ছ'মাসে ন'মাসে তোমার পাইনাকো দেখা ।
এমন নতন ভাব, কে তোমায় শিখালে সখা ।
কেবল পর মজাতে জানো ।
খাকো আপন স্থখে,
পরের তুখে দুখী হওনা বখানো ॥
তোমার তাদৃশী পিরীতি দেখি ওরে প্রাণ,
যেমন খেলের পিরীত বলে জলের রেখা ॥
নতন প্রেমে আমায় মজালে,
কোরে নতন আকর্ষণ ।

নতন ভাব ধোরে নতন বভাব,
হোরে নিলে মন ।
নতন প্রেম বাড়াবার লেগে,
এসে নিত্য সখা, দিতে দেখা,
নতন নতন মোহাগে ।
এখন কোথা রৈল তোমার সে সব নতন ভাব,
পেলে ছুতো লতা, করে বদনো ঝাঁকা ॥
প্রাণ এত যদি ছিল মনে,
তবে কেন মজালে আমায় ।
আমি অবলা, কুলেরো বালা,
এত জালা কি সহ্য যায় ।
সীলতা শমতা, কোথা ওরে প্রাণ,
কোথা নতন আলাপন ।
নতন ছিল এমন নতন কোশল,
কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন ॥

প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি ।
মনে মনে মনাগুণে
আমি ভুলব বই আর বলব কি !
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি ।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, তুমি শ্রবণে ।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ হৃৎক তোমায় বলিলে ।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, মাথলে কাঁদলে ফলবে কি
আমায় বোলে, আমায় ছোলে,
প্রাণ দিলে পরেরি করে ।
তুমি বন্দী থেয়ে আছ তার প্রেমেরি ডোরে ।
বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী ।
তুমি ছিলে যখন আশ্রয়শে রসে জুড়াইতে ।
পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে ।
আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ
রাহুগুস্ত শলী যেমন, তেমনি হয়েছ ।
সন্ধিযোগে সে শরীর স্থিতি দণ্ড নয় ।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয় ।
সারা নিশি সর্সগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি ॥

তবে কি হবে সজনি নাথো মান কোরে গেল ।
প্রাণ সেই আমি ভাবি ঐ,
আবার ধিক্তণ জালায় অপতে হোলো ॥

বিধিমতে প্রাণনাথেরে, করিলাম বারণ ।
কোরোনা কোরোনা বধু প্রবাসে গমন ।
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ ।
অকালে সকালে প্রেমে হানলে বজ্রাঘাত ।
নারী হোয়ে, করে ধরে,
সাধলাস তারে, তনু না রহিলো ॥

মনে রইল সেই মনের বেদনা ।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হ'ল না ।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ।
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লঙ্ক রমণী বোলে হাসিত লোকে ।
সখি, দিকু আমারে, দিকু সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না ॥
একে আমার এ যৌবন কাল,
তাঁহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল ।
যখন আসি আসি সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন-জলে ।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছু ইও না ॥
তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি ।
অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি ।

একি সখি হ'ল বিপরীত,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ ।
প্রাণের জালায় এখন প্রাণ বাঁচান ভার ।
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বৃন্নি না রহে আমার ।
কারে এ দুখ ক'ব সহি,
কত আর প্রাণে ম'ই,
হ'লো গো একি সখি যন্ত্রণা ॥
গেল তিন দিনে প্রেম, চিরদিনে বিচ্ছেদ গেল না
রসাভাসে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে,
পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হ'ল না ।
হোলো তিন দিনে ছাড়াছাড়ি ।
পোড়া বিচ্ছেদের কি হয় গো সখি,
অবলার সঙ্গে এত আড়ি ॥

আমার কপালে অন্ন ভোগ,
প্রেমের কল্লযোগ করা ভার ।
ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ,
কেবল কৰ্মভোগ সার ॥

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একোবার ।

যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হানো গে তায় বিচ্ছেদ-বাণ,
যদি জালায় জ্বলে, আমার বোলে
মনে পড়ে তার ॥

যাতে মত্ত আছে—সে যে মত্ত মাতঙ্গ ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুস্বাদু ভঙ্গ ।
তুমি গেলে তার প্রকৃতি, অমনি হবে নিরুত্তি,
বসন্তে বিদেশী হয়ে যাবে না সে আর ।
বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার ।
দৌরবন কালে হয়েছি, আশ্রিতা তোমার ॥
ওহ বিচ্ছেদ, তোমার বিচ্ছেদ দায়,
নাথো না জানে ।

অন্ন নারীর প্রেমোত্তে, আছে সেখানে ।
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছি ছি অবলা বধিলে নহে পৌরুষ তোমার ॥
সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি ।
কামিনীরো প্রাণ রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর,
নাথের অন্তরেতে যাও ।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে যটাও ।
বিচ্ছেদ-ব্যথার ব্যথা,
কিছু তায়, দিও বিশেষ ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে ।

আমায় কোরেছে খুলে ভুল,
ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুলরক্ষা কর কুলজার ॥

সে যেন এ কথা শুনে না ।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা ॥
শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে,
জ্বলেতে নাহি জুড়ায় ।

বিষপ্রায় যদি চন্দন মাখি গায় ।
শেল-ম হোলো, কোকিলের গান ।
মলয় মারুত অগ্নি সমান ।
এদেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,
পুন পদার্পণ হবে না ॥

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন হুখে রয় ।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দা হয় ।
আমি মরি, সহচরী, তাহে করিনে ভয় ।
দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার ।
সখি সে যিনি, কে আছে গো আমার ॥
আমায় তাজিলে তাজিতে পারে,
কে দৃষবে তারে ।

আমার পূজ্যধন বই ত ত জ্য ধন নয় ॥
গেল গেল, কুলো কুলো,
যাক্ কুল, তাহে নই আকুল ।
লয়েছি যাহায় কুল, সে আমার প্রতিকূল ।
যদি কুল-কুণ্ডলিনী,
অনুকূল হন আমায় ।

অকূলের তরী কুল পাষ পুনরায় ।
এখন ব্যাকুল হোয়ে কি দুকূলো হারাব সহ,
তাহে বিপক্ষে হাসিবে যত রিপুচয় ॥

হয় নই হে আমি সুবত্তী ।
কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥
কোরো না আমার হুর্ণতি ।
বিচ্ছেদে লাষণ্য, হয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শব্বরের আকৃতি ॥

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,
আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার ।
হয় ভ্রমে শরাবাত,
কেন করিতেছ বার বার ।

ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি ।
হায় স্তন শত্রু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হইলো আমার ।

বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিতকেশা,
 নহে এতো জটাতার।
 বয়সে নবীন, প্রাণপতি বিনা,
 যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি।
 কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন।
 অরণ্যে হলো নয়ন ক'রে পতি বিরহে রোদন ॥
 এ অঙ্গ আমারো, ধূলয় বসুরো,
 মাখি নাই মাখি নাই বিজুতি ॥

রমণীয়ে সকলে নিদয়।
 কেহ নারীর হিতকারী নয় ॥
 পাণ্ডব ষাণ্ডব বন দহিল যখন।
 নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন।
 কোকিল মরিত যদি তায়।
 তবে কি কুৎসব প্রাণ যায় ॥
 বিরহিণী বধিরে পাচাইল ধনঞ্চয় ॥

কোকিলে কি সগয়ে পেল।
 তুমি এতদিন কোথ ছিলে ?
 কালগুণে কাল তুমিও হোলে।
 একে তো বসন্ত ভূপতি।
 অবিচারে মারে যুবতী।
 হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে ॥

যৌবন জনমের মত যায়,
 সেত আশা-পথ নাহি চায়।
 কি দিয়ে গো প্রাণসধি রাখিব উভায়।
 জীবন যৌবন গেলে, আর ফিরে নাহি পুনর্বসায়।
 ঝাঁচিতি বসন্ত পাব কান্ত পাব পুনরায় ॥
 গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল।
 কালে হল কাল, আমার এ যৌবনকাল।
 কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না,
 আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায় ॥
 হায় যোল কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার।
 দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার।
 কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
 শুক্লপক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়।

যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
 কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়।
 যে যাবে সে যাবে হবে অগন্ত্য-গমনপ্রায় ॥

সেই গেলে প্রাণ আসি বলে, এই কি সেই আসি
 হৃথের অংশে দুখে ভাসে ঋতুমার প্রাণপ্রায়সী
 বল কেমন পেয়েছিলে নব রূপসী।
 তার আশায় যদি বণ হলে রসময়,
 আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়,
 আশা পথ চেয়ে আমি নয়ননীরে ভাসি ॥
 এস এস এস দেখি প্রাণ একি চমৎকার।
 অপরূপ আগমন হইল তোমার।
 শশী সঙ্গে প্রাণ তুমি করিলে গমন।
 ভায় সঙ্গ পুনঃ আসি দিলে দরশন।
 আমারে বধনা ক'রে কোথায় পোহাইলে নিশি ॥

এই বেদ, তারে দেখে মরতে পেলেন না।
 আশায় চাকু বা না চাকু, সদা হৃথে থাকু,
 কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না ॥
 জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ,
 যদি নাহি এলো নিবাসে।
 লুক্ক আশা দিয়ে সে,
 কেন রইল প্রবাসে।
 আমি সেই আশারূপে সদা দিয়ে অশ্রুজল,
 সিকিলাম সই, কই হ'লো হৃথফল।
 তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হলো সই,
 কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাচে না ॥

ছি ছি প্রাণ, বোলোনা প্রাণ।
 ইথে হাস্বে লোকে, আমার পাকে,
 শেষে হবে কি হে অপমান।
 যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ।
 আমার বল্পে প্রাণ, প্রাণ জুড়াবে না।
 শুন্লে সে আবার, পাশে প্রাণে প্রাণে যাতনা।
 আমার করে অন্তরের অন্তর,
 পরে অন্তরে দিয়েছে স্থান ॥
 নতন যাত্রা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
 একি ফুলে ভুল, যে জন আখির শূল,
 কেন তায় আশ্রয় করা।

কোথা শিখলে প্রাণ, এমন মন রাখা ।
 পূণ্যতে নারি ভাব, একি ভাব তোমার আজ সখা
 ভ্যাজ ধনের বাড়ীয়ে সন্ধান,
 কর পুণ্যধনের অপমান ॥
 যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ
 বঙ্গগে—হবে তার হুখ ।
 আমায় কেন বলে প্রাণ, বাড়িও দ্বিগুণ তুখে ॥
 ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন ।
 এখন হ'লম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ,
 কিন্তু কথো ফলহীন ।
 তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার ।
 করব অনাদর কি দোষে বলহে তাহার ।
 চ'খের দেখা মণের আলাপন ।
 এখন সেই লক্ষ লাভ স্ত্রান ॥

ওলো হৃদয়ভুমুখি প্রাণ,

কি নতন মান দেখালে ।

তোমার হাসি শশী মুখে, কান্নাও আছে চোখে,
 বচনে মান্ রেখে প্রাণ জুড়ালে ।

কোরে মান, প্রেমের দুই পক্ষ সমান, জানালে :
 আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা ।

তোমার মানেতে নাই কৌশল,
 না দেখি কোন ছল,

শতদল ভেসে যায় নয়ন-জলে ॥

মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে,
 প্রাণ তো ভেঙ্গে বয়েনা ।

আকার ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
 বুঝ লামু যেমন মন্ত্রণা ।

আমার নিগ্রহ কোরবে নাকি নির্দার্য্য ।

কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কোলে প্রাণ,
 আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য ॥

ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে,
 আধো চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অকলে ॥

তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্ ।
 আজ কি হৃষ্টছাড়া হৃষ্টি ।

ভেবে দেখলে সে মান,

ম'লেও রাগ যায় না প্রাণ,

অর্থাৎ আমার পানে হৃদৃষ্টি ।

আজ, হৃষ্টিছাড়া হৃষ্টি ॥

তোমার মানের উপরে মান,

কোরে আজ মান বাড়াব ।

আমায় আজ যেমন কাদালে,

পায়ে ধোরে সাধালে,

আমি আজ তেমনি কোরে কাঁদাব ॥

প্রাণ যে করেছে নিদারুণ মান,

সাধুতে গেল আমার প্রাণ ।

কোন দয়া নই, তবু সকল স'ই,

প্রেম সমক্ষে মাগুমান ।

কেমন কোরেছ পিরীতে পদনত ।

সঁপিলাম ধন প্রাণ, তবু মন পাইনে প্রাণ,

অপমান প্রাণে স'ব কত ।

কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন কপাল মন্দ,

গোবিন্দ জুড়ান তো প্রাণ জুড়াব ॥

তোরা বন্ দেখি সই,

পুণ্যের মান্ যায় কেমন করে ।

আমার মান সমাধান,

কোলে পায়ে ধোরে যে সই,

আমি নারী হোয়ে কোন মুখে তায়

সাধবো পায়ে ধ'রে ॥

ভেবেছিলাম মনে, মোজে মনে,

আপনার মান বাড়াই ।

তাহে একদিকে মান রাখিতে গো সই,

দুদিক বা হারাই ॥

ধখন মান কোরে মানিনী হোয়ে

রই গো মনের জুখে ।

কতবার তখন, প্রাণনাথ আমার,

মানের দায়ে আকুল হোয়ে,

প্রাণ দিয়ে মান রাখে

এখন আমার মান ভেঙ্গে দিয়ে,

উণ্টে মান কলে ।

সই, এবার তার মানের মান,

থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে ।
আমি দেশে যাই, মনো দাও ফিরায়ে ॥
মধুর প্রয়াসে আমি আইলাম তবস্থানে ।
নগিনী কেন মগ্না হোলো মানে ।
আশা না পুরায়ে দিলে মধু ।
কেতকৌকলঙ্গ কর শুধু ।
মিছে হৃদয় কোরে জ্বালাও হে আমারে,
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে ॥

এত দিনে সই, প্রাণনাথের আমার,
মান ভঙ্গ হয়েছে ।
ক'দিন কথা ছিল না, ডাকুলে দেখা দিতনা ;
সে আজ হাসি-মুখে আসি বোলে গিয়েছে ।
ছিল যে সন্দ, সে সব হৃদয় ঘুচেছে ।
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি ।
কোন ছল পেয়ে প্রাণ, কর্কে যে মান,
বাঁকাবাঁকির দফা রক্ষা কোরেছি ।
গেলে রক্ত দরশনে, সন্দ হোতো মনে তার,
এখন সে ঘোষে নির্দোষী বিধি কোরেছে ॥
ভালবাসি বোলে, ছলে কৌশলে,
প্রাণনাথের হোতো মান ।
নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে,
সাধু তে যেতো প্রাণ ॥
যারে স্থিলেক না দেখ'লে মরি ।
তারে একুলা রেখে, একুলা থেকে,
ত্রিরাত্রি কি প্রাণো ধরিতে পারি ॥
যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই,
সে-আজ আপন সাধ এসে সেধে গিয়েছে ॥
আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়,
কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর ।
নিজ রসাতাসে, দংশে এস যদি সই,
জ্বালে মোরোঁ নিরস্তর ॥

প্রাণ রে প্রাণ !
নইলে কেন হৃদয়ে হানো বিচ্ছেদ-বাণ ।
বুঝি মানের অভিশ্রাব, মান চণ্ডীতলায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে, নরবলিদান ।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ, প্রাণস্বাতকী সন্ধান ।

তুমি স্বচক্ষে ক দেখেছ !
রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে ষড়্গাহস্ত হোয়েছ ।
বোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল,
কর ছুতোলতায়, কথায় কথায় অপমান ॥
তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান,
যখন কোরেছ বাড়াবাড়ি ।
তবনি জেনেছি আজ হোতে প্রেম ছাড়াছাড়ি ।
তোমার ভালবাসা এ ত নয় !
আমার প্রাণ জ্বালাবে, দেশ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশয় ।

আমি সর্বস্বত্যাগী হই, তোমার বাঙ্কা ঐ,
তাই ত কোরেছ আজ এমন সর্বনেশে মান ॥
নাথো আজ আমার পিরীতের ব্রত উদ্যাপন ।
আনো বিচ্ছেদের কোরে আবাহন ।
দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হোয়ে পাপ মন ।
অবটে স্বটনা স্বটে, কোরে যাই আজ বিসর্জন ॥
আমি প্রেম-ব্রত করেছিলাম যারো কামনায় ।
কর্ম-দোষে সখা হে, না পেলেমো তার ॥
ধণ্ডুরতী হইহে যদি, হাসিবে হে শক্রেগণ ॥

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমনু পাইনে রসিক ব্যাপারী ।
আমার এদেশে, অনেক আছে,
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী ।
কেবল মিছে ভ্রমে ভ্রমে মরি ।
অরসিক গ্রাহকে এ রস চায় ।
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোয়ায় ।
পশরা নামাতে, এসে অনেক,
আগে দুই বাছ পন্নরি ॥
মদন রাজার, প্রেমের বাজারে,
এলে প্রেম লাভ হয় ।
রসিকে রমণী এলেমু আমি সেই আশয় ।
আগে কে জানে সই, এ বিবরণ ।
কপট মহাজন হেথা এমন ।
নতন-ব্যবসায়ী রমণী গেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী ॥

এই অবলা সবলা, প্রেমের জালা,
ভার হয় আপনার সহিতে ।
যৌবন-রসের ভার, অতিভার,
নারী নারি আর বহিতে ॥
গোপেতে গেরিস, লোয়ে দেশ দেশ,
ভ্রমণ করে যেমন ।
এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন ।
রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই ।
বিবলে বিক্রয় করি তার ঠাই ।
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে
কেনা হবে আমি তাহারি ॥

এ বসন্তে সখি, পক আমার কাল হোলো জগতে
করে পকজুখে দাহ, পকভূত দেহ,
পক হু বুঝি পাই পকবাণেতে ।
পক যাতনা প্রায়, নিশি পক প্রহরেতে ।
যদি পকামৃত কোরি পান,
নাহি জুড়ায় প্রাণ, ভুদে পৈবে পকবাণ ।
দেখ পকানন তনু ভঙ্গ্য কোরেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পকশরেতে ॥
পকাকর নাম, মকরধ্বজ, বিরহিরাজ্যে রাজন ।
সহ সহচর, পকশর, রিপু হোলো পকজন ।
ভ্রমরকোকিলাদি পকশর ।
রাজা পকশর, অঙ্গে হানে পকশর,
তাহে উনপকাশত, মলয়মাক্রুত সহি,
আবার ভানু দহে তনুপকযোগেতে ॥
সই, গ্রহ প্রকাশিলে, পকম মঙ্গল,
ফুলস্নান যেন পকবাণ ।
পকদশ দিনে হ্রাস বুদ্ধি যার,
তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥
পকম দিগুণ বদন যার, রাক্ষসের প্রধান,
তার চিতাসম জলিছে সখি, পকম হুখেতে প্রাণ ।
যদি দ্বি-পক দিতে চাই,
পক রিপু নাই, পক সহকারী নাই ।
কেবল পকম অসাধ্য, পক রিপুর মধ্যে সহি,
আমি থাকি যেন সখি, পকতপেতে ॥
সই, পকপাণ্ডবেরা খাণ্ডবকানন,
জালায়ে ছিলো যেমন ।

তেমতি এ দেহ জালায় সখি ।
এসন্তের চর পকজন ।
পকম দিগুণ, দিগুণ কোরে,
করিতে চাহি ভিক্ষণ ।
তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি,
প্রতিবাদী পকজন ।
বলে পকরিপু ঝিয়েছে, সোয়েছে,
এ পক কদিন আছে ।
কিস্ত এ পক যাতনা, প্রাণে আর সহেনা সহি ।
এবার পক মিশায় বুঝি পকভাগেতে ॥

আর নারীকে করিনে প্রত্যয় ।
নারীর নাইক কিছু ধর্ম-ভয় ॥
নারী মিলিতে যেমন ভুলতে তেমন
দুই দিকে তৎপর !
মোজিয়ে পরে, চায় না ফিরে,
আপনি হয় অন্তর ।
উত্তমেরে ভাজ্য করে অধমে যতন,
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ পথে গমন ।
তার প্রমাণ বোলি প্রাণ,
নলিনী, তপনে ভোজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভঙ্গ, তারে মণ বিতরণ ॥

কান দোষ দিবো কপালেরি দোষ আমার ।
যেমন প্রাণনাথ প্রাণে দেয় আশ্বাত,
তেমনি অশ্রায় অবিচার বসন্ত রাজার ।
কে আছে স্পক্ষ রে বিরহিজনার ॥
সময়েরই গুণে সখি রে, করে হীনজনে অপমান
কোথা গে জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান ।
একে হুঃসহ বিরহ নির্বাহ নাহিক হয় ।
তাহে কালগুণে কালবসন্ত উদয় ।
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যুবধের উদ্যোগ এবার ॥
সই, আমি যার, সে আমার,
ভেবে দেশে যদি না এলো ।
জগতের জীবন, মলয় পবন,
সে আমার কাল হোলো ।
তবে মরণ ভালো ॥

প্রিয়জনে তাজে প্রিয়জন,
 গেল প্রয়োজনে আপনার ।
 আমারে ব'লে আমার,
 এমন কে আছে আমার ।
 হয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল ।
 আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল ।
 ভয়ে দারখী পনালো, শেষে এই হলো,
 মই, কাল কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
 কোকিল, পায়ে ধরি হে তোমার,
 কর এই উপকার ।
 যাও নাথের নিকটে একবার ।
 ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার ।
 নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায় ।
 পাপপরে পান ওনাও গো তায় ।
 শুনে তব ধ্বনি, বোলিয়ে জ্বলিও,
 অবশ্য মনে হইবে তার ॥
 বিরহিজনীর অন্তরে হানো কুণ্ড কুণ্ড দর ।
 ইথে নাই তোমার পৌরুষ পিকবর ।
 একলা অবলা আমি বাল্য,
 আমারে যেরূপে দিলে দ্বাণা ।
 তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে,
 প্রশংসা তবে কোরি তোমার ॥
 হায়যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
 কোকিল বুঝি নাই সে দেশে ।
 তা যদি থাকিতো, তবে সে আসিতো,
 বসন্ত সময়ে নিবাসে ॥
 কিংবা কোকিল আছে,
 নাই তার স্থপ্তর তব সমান ।
 বৃন্তরবে বুঝি হানতে পারে না বাণ ॥
 অতএব মিনতি করি এখন,
 কোকিল তথায় কর গমন ।
 তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,
 নিবাসে আসিবে নাথ আমার ॥ *

* এই গানটা ঠাকুরদাস চন্দ্রবত্তী বচিত বলিয়া
 কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায় ।

কে সাজালে হেন খোণীর বেশ ।
 কহ অলিরাজ সবিশেষ ।
 কেতকীসৌরভ অঙ্গে তব অশেষ ।
 রজ লেগেছে কালগায়,
 হোয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
 ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ ॥
 ধূতুরা পৌরুষ বঁধু কোরেছ হে পান ।
 হেরিয়ে তোমার মুখ, কোরি অনুমান ।
 তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন ।
 আঁপি দুটি উজ্জ্বল উদ্ভালন ।
 মণ্ড ভিক্ষা কোর বঁধু ভ্রমিতেছে নানাদেশ ॥

আগে প্রেম না হতে বলঞ্চ হলো ।
 বিধি ষটালে উদ্যোগে দুয়োপ,
 প্রেমের আশা না পুরিলো ।
 উপায় এখন কি করি বেলো ।
 তুমি এ পথে এলে, ক'রে কুব কুজক্রী সকলে,
 দিনান্তরে দিতে দেখা, বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো ॥
 না হতে তোমার সহ হৃৎ-সংঘটন ।
 জনাজানি কাণা কাণি করে রিপূরণ ।
 নয়ঃরি মিলনে,
 এত প্রমাদ হবে তা কে জানে ।
 না পেলেম, প্রাণ জুড়াইতে,
 লাভে হোতে হুকুল গেল ॥ *
 সরমে মরি মরমে লোক যদি হাসে ।
 তোমার লজ্জায় আমার লজ্জায় কাঁচিব কিনে ॥
 হুঁজনে গোপনে যদি অস্ত্র কথা কয় ।
 অমনি চম্কে উঠে অভাগীর হৃদয় ।

* ইহার পর, শেষ কয় ছন্দেব পাঠান্তর পুস্তক-
 বিশেষে এইরূপ দৃষ্ট হয়:—

কোরে সাধ, এত পরিবাদ, সয় কি অবলাব ।
 ঘরে পরে মঞ্চ বলে, কত সব আর ॥
 না করিতে চুরি, লোকে চোর বলে আমার ।
 মনেব কথা, মথের বাখা, প্রকাশ করা দায় ॥
 মনে মনাতন দয়, যেন বোঝাব স্থপন সম হয় ।
 শুনবে শুনবে বঁধু, হৃদয়ের মধু, জন্মে শুখাণো ॥

পটতে না পারি হায়,
যেমন বোটার স্পন্দন প্রায় ।
মনাঙ্গণ মনে জলে, নয়নজলে, হয়ে প্রবলো ॥

এই কোরো, প্রেম গোপনে রেখো ।
কেহ না জানে তুমি আমি বই,
কথা প্রকাশ করোনাকো ।
দেখো প্রাণ অতি সাবধানে থেকো ।
তোমায় আমার একতা,
কেউ শুনেনা যেন একথা ।
পথে দেখা, হোলে সখা,
নয়ন ঠেরে সঙ্গিতে ডেকো ॥
পিরীতের আশা, আমার নিরাশা বা হয় ।
কুলনারী সদাই কোরি, কলঙ্কের ভয় ।
যৌবন করৈছি দান,
তার দক্ষিণা দিলাম কলমান,
না হই যেন অপমানী,
গুণমণি, দেখো হে দেখো ॥
অবলা, আমি সরলা, তায় কুলবতী ।
প্রেমের আশে, পাছে শেষে, বলে অসত্যী ॥
মনের মিলনে মনে থাকবে হুজনা ।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না ।
বন চাতকিনী প্রায়,
প্রেম সমানে থাকবে হুজনায়ে ।
মেবে যেমন শলী ঢাকা,
তুমনি সখা, লুকায়ে থেকো ॥

হায় রে পিরীতি, তোর গুণের বালাই নে মরি ।
যখন যারে পণ্ড, তার হৃথ হৃথ সব ঘূচাও,
তুলে সিংহাসনে, কর পথের ভিখারী ।
তোমার তরে সদা ঝোরে হে কি পুরুষ কি নারী
একবার খার সঙ্গে যার পিরীত হয় ।
সে তার নয়নতারা, আর কিছুই কিছু নয় ।
ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি ॥
কি ক্ষণে এ প্রেমে লাগলো,
প্রেম আমি জন্মে ভুলতে পারিনে ।

হৃথভোগ, অনুযোগ, তবু না দেখলে তো পাচিনে ।
কেমন কোরে রেখেছিলাম আমার ।
তারে না দেখলে প্রাণ আর কোথাও না জুড়ায় ।
মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে না,
আমি চতুর্দিক ফল পাই চান্দবদন হেরি ॥
হায়, প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি ।
তিলেক না হেরে বিরহবিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি ॥
প্রেমহুধা পান যে করে,
তারো নাহি থকে কোন বেদ ।
সপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ ।
নাই উঠতে বোসতে শক্তি ব্যয় ।
শুনে প্রেমের কথা, যায় সাত সমুদ্রপার ।
প্রেমে বোবায় কথা কয়, কাণায় চক্ষু পায়,
আবার পক্ষ এসে হেসে লজ্জায় গিরি ॥
ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে ।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভাস্তে ।
সে যে গিয়েছে দূরদেশ,
আছি কি মোরেছি করে না উদ্দেশ ।
পতি হোয়ে সঁপে গেলে, মদন দূরন্তে ॥
একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর,
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ।
সে বিনে এ যৌবন-রতন,
বলো রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ ।
কাহার শরণ লোই বিনে প্রাণকান্তে ॥
প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে ।
হোলো না কি তার দয়া রমণীরতনে ॥
কল্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক ।
আমার জনক তারে দিলেন দান,
দেখিয়া হুলোক ।
করে করে কোরে সমর্পণ,
তারে বোজেন, হৃথ কোরো হে পালন ।
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে ॥
যে করেছে বাহার সহ পিরীতি ব্যাভার ।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার ।

প্রণয়কাবণে উভয়ের দোষগুণ না করে বিচার ॥
 কামিনী পুরুষ মানোঁ সহী, আছে যত জন ।
 যে ঘাহাব মন কোরেছে হরণ ।
 মান অপমানে দেখে না দৌড়ে,
 সদা করে অস্বীকার ॥
 গুরে প্রাণের, গরিয়া নাহিক প্রেমিকদেহে ।
 প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহ্যে ॥
 গুরুজনা গঞ্জনা দেখে, না হয় দুখী ।
 সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি ।
 দিনান্তরে দেখা না হোলে,
 মন প্রাণ দহে দৌহাকার ॥

সেই তুমি সেই আমি—সেই প্রণয়—
 নতন নয় পরিচয় ।
 হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান, তবে বিরস
 বদন কেন হয় ।
 তোমায় লোকে কয় রসময়, মিথ্যা নয়,
 সে রস পরের কাছে হয় ;
 বরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয় ।
 তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি,
 যেমন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো ।
 ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি পুরাল ।
 দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি ;
 আছে সেই তুমি, তোমায় প্রেম প্রকাল ।
 এই হৃৎখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল ।
 ছিল নব রস, ছিলে বশ, কত যশ,
 কর্তে তুমি প্রাণধন ;
 দেখা হলে এখন, তুলে চাওনা ও বদন ।
 তখন হাসি হাসি তুমিতে প্রেমসী-প্রাণ,
 সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল ॥

পূর্ণ যোল কলা, ষোড়শী বালা,
 যৌবন ধরা নাহি যায় ।
 কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন
 হচ্চে কলানিধির ক্ষয় ।
 আমার এ ধনের সমস্তাগী যে জন, করিল না রক্ষে,
 দেখিল বিপক্ষে রক্ষা করি যক্ষের ধন ।

পোড়া মদনের বসনা, প্রাণে আব সহ্যে না
 কান্ত পুরাল না মন-আশ ।
 মথি, বলব কি এ দুঃখিনী এই জ্বালা বারমাস ।
 গেল চিরদিন কাদিতে, বসন্তে কি নীতে,
 আমার হয়েছে যেন সীতার বনবাস ।
 জানলেম ভাগ্যে সহী পূর্ণ হল না অভিলাষ ।
 আমি সাধে কি সাধি না সহী তায় ;
 দেখলে সহী আমায়, শত্রু গিরে চায়,
 সে যেন চোপের মাথা পায় ।
 রেখে বিরহবাসবে, বুঝতী নারীরে,
 প্রাণনাথ স্থগেতে করলে নিরাশ ॥

বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম,
 ছিল না মুখ অভিলাষ ।
 পতি চিনতাম না, হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ ।
 এখন সেই শতদল মুদিত কমল,
 কাল পেয়ে ফুটিল,
 পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল ॥
 একে মদনের পঞ্চ শর,
 প্রাণনাথের বিচ্ছেদশর,
 হুই শরে সারা হল যুবতী ।
 আমার কুলের নাশক হ'ল রতিপতি,
 আমার প্রাণনাশক হল প্রাণপতি,
 আমি অবলা বই নই, কি করি বল সহী,
 হয়েছি বিচ্ছেদে নতন ব্রতী ।
 উভয় সঙ্কটে পড়ে গেল সেই,
 হলো এ কি দুর্গতি ॥
 ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন,
 দেখে তে পাইনা চোখে,
 ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন, বাণ মাঝে কোথা থেকে ।
 একে অঙ্গরথী নারী, তার মস্তে কি পারি,
 তাতে নাই আমার যৌবন-রথের মারথী ॥
 পোড়া মদন ত ভাও সহী বুঝে না ।
 দেখে অবলা নারী, তাতে যুবতী,
 আপনি পতি হয়ে যদি বুকে না বেদনা ।
 রতিপতি বুঝবে কেন পরনারীর যাতনা ॥
 জ্বালালে পতি হয়ে যদি নারীর প্রাণ,
 দেখ কি দিব মদনে ।

দুটে সব আলা, জুড়ায় অবলা।
 তাজলে এ পাপ জীবনে ॥
 পোড়া ঘোঁবন গেল,
 জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায় গো সখি।
 নইলে আলা জুড়বার আর উপায় না দেখি ॥
 আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে, সমভাব হুপক্ষে
 পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসত্তা ॥

—
 প্রেমে স্থখী হব বলে সখী গো,
 সপিলাম পরে প্রাণ মন।
 ভাগ্যগুণে সে সাথে বিষাদ ঘটলো,
 আমার সই এখন ॥
 প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যাভার,
 জান্তাম না আগে সই,
 শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার ॥
 আমি অবলা সরল! এত কি জানি বল না।
 আমার বললে সে—মন দিলেই মন তুঘিবে।
 সপিলাম এই ভেবে তায় আগে মন,
 কে জানে সে মন না দিবে।
 দিয়া আপনার ধন সেধে পরে,
 পরের ধন পেলেম না পরে।
 আগে জানি না সে এই শ্রুতি হাসাবে।
 আগে তুললে সিংহাসনে কথাত্তে
 কে জানে শেষে কঁাদাবে।
 ভাললাম, প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ,
 জুড়াব হুজনায়—হবে সই স্থখের অনুষ্ঠান ॥
 মন সরল নাকি নগ্নীর অতিশয়,
 কপট বোঝে না;
 তাতেই মজে গে পুরুষের শঠতায়ে ॥

—
 আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।
 আমি যে পদ ভজিলাম সখি,
 পর-স্থখে হব স্থখী,
 অপরে কি আছে বাকী,
 সে পরে পর ভেবেছে ॥
 অজ্ঞপ্ত না জানি কি কপালে আছে।

যার লাগি স্বরে ফুলম্ পর,
 সে ভাবিল পর!
 পরে আবার সাথে বাদ, শুনি পরস্পর।
 পরম ভাজন, ছিল যে জন,
 পরোক্ষে সে হাসিছে ॥
 না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্জাম একবার,
 সখি সেই পরে, তারোপরে,
 পরে, মন ছিল আমার।
 সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন।
 তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে দিলাম মন।
 আবার তারে, অন্ত পরে,
 পর কোরে রেখেছে ॥

—
 তাজে স্থখের বৃন্দাবন, বৃন্দে সই,
 তিলেক আমি নই।
 কেবল ভক্তের মনোরথ পুরাত্তে,
 মথুরায় এলেম রসময়ী।
 মরি স্থখাও কি সখি! আমার আশ্চর্য্য!
 রাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেনো সই মধুর মধুরাজ্য।
 এলাম অপারো মধুপুরে,
 তাজে গোপিকারে,
 কেবল এই কংস ধ্বংস-কারণে।
 তিলেক গো বৃন্দাবন ছাড়া নই,
 আমি বাধা সেই রাধার চরণে;
 বাজাই বাশীতে রাধার নাম,
 আমি সেই রাধার শ্যাম,
 বাবা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে ॥

—
 নিরখি মধুপুরে একি আজ অপকূপ!
 মধু রাজ্যে গর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নট ভূপ।
 খেদে বিষাদে অঙ্গ নয়;
 কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।
 ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি,
 বিধির বিচারের পায়ে নমস্কার।
 ছি! ছি! এই কি দশা এখন
 দেখতে হল মথুরায়।
 যে নাগর গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজ

হল একি চমৎকার !
ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার ।
ছিল কোটালি ব্রজে যার, ষাটেলি ঘুচিয়ে,
দেখি রাজ্য লাভ হল তার ।
যদি হলে হে ভূপতি তুমি যতপতি,
গোষ্ঠেতে খেতু চরাবে কে আর ॥

বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্ত ব্রজেতে
হইল উদয় ।
বিরহে ব্যাকুলা হ'য়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রাতি কৈদে কয় ।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,
কৃষ্ণ-বিরহিণী হয়ে কমলিনী,
দ্বীপেতে পড়ে রয়েছে ।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে ।
সহেনা কুহবর, কমা দে পিকবর,
ডাকিস না শ্রীকৃষ্ণ বলে ।
শুন বলি হে নিরদয়,
এ ত রাখার হৃথের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, আলার উপর জালালে ।
ব্রজবাসী সব ভাসি নহন-জলে ।
হয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল,
গোপগোপীকুল, পশু-পক্ষিকুল,
বিরহে সকলে ব্যাকুল ;
ভাজে বকুল-মুকুল, অধৈর্য অলিকুল ;
হে কোকিল, এ সময় কেন এলি গোকুলে ।
এমন হৃথের সময় কেন তুই এলি কৃষ্ণে ;
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজে রাই কাওরা,
অলি কি হৃথে জবে বেড়াও ভুঞ্জে ?
অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই চক্রে জলধারা বয় ;
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষী হে,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ।
এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিসনে ধ্বনি আর ;
প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, হৃথিনীর কথা রক্ষা কর ।
কোকিল, দেখিলে ত স্বচক্ষে,
মরুণের অপিকে আর নাই,
হয়ে রয়েছি জীবন্ত গোপীসকলে ॥

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাশু নক্ষার ।
ভজিস টেকি বলিস কিনা গৌর-অবতার ।
কি সে করিস ঘেষ, নাই স্বটে বুদ্ধিলেশ,
বুনিম্ না হৃদয়, ও মূর্থ,
দিস কোন ঠাকুরের ঠেস ?
তুই কাঠের ঠাকুর ঠাটে তুলে,
মিছে করিস পচা ভুর ।
সেই হরি কি তোর হৃদয় ঠাকুর ।
ঘিনি বাম করেতে গিরি ধ'রে,
রক্ষা করেন ব্রজপুর ।
যার অভয়চরণ শিরে ধ'রে,
জীব তরায়েন গয়াসুর ।
যে রজক ছেদন ক'রে,
করে ধ্বংস করলে কংসাসুর ।

হ'য়োন সকাওরা প্রেমসী,
শুন তোমায় কই ;—
আমায় বেদে কয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রাম,
ভক্তাধীন আমি রসময়ি ।
ভক্তের বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে, ব্রজে তাজে প্যারী ॥
ক'রে তোমায় হৃদয়ী,
মজেছি তোমার প্রেমেতে ।
আমি যাবনা ব্রজে আর, ভাবনা নাই তোমার,
দিবনা তোমায় মনোবেদনা ॥
রাজসভাতে যেতে কুবজা, নিষেধ করোনা,
যদি না যাই রাজসভাতে, এ মধুপুরেতে,—
দয়াময় বলে আর কেউ ডাকবে না ॥
আমি কখন করে হই সময়,
দেব ব্রহ্মাদি নাহি পারে বুঝিতে ;
এ জন্ত অনন্ত নাম কয় ।
আছে পুণ্য যার যতদিন,
বাঁধা তার থাকি ততদিন,
জেন জোর করে নে যেতে কেউ পারবে না ॥

রঘুনাথ দাস ।

মেহ সঙ্গপ্রদান কবি-গীতি রচয়িতা হক্কাঠাকুরের ওস্তাদ, রঘুনাথ দাসের বংশ পরিচয় এখন অতি অল্পই জানিতে পূজ্য যায়। ইনি জাতিতে কথাকার ছিলেন। সম্ভবতঃ কলিকাতা বা কলিকাতার নিকট কোন উপবনগবে ইহার নিবাস ছিল। রঘুনাথ, হক্কাঠাকুরের প্রথম প্রথম রচিত গানগুলি সংশোধন কবির দিগ্গে; এবং কৃতকতার নিদর্শনরূপ হক্কাঠাকুর সেই সকল গানের ভণিতায় ওস্তাদ রঘুনাথের নামই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অনেকের মতে ইনিই দাঁড়া কবির সৃষ্টিকর্তা।

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এত দিন আসি যমুনা-তলে,
আমি এমন মোহন মুরতি কখন,
দেখিনি এসে হেথায় ॥
অঙ্গ অগোর-চন্দনচর্চিত, বনমালা গলায়;
গুঞ্জ বকুলের মালে,
বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জে তায়।
সই, সজল নব জলদবরণ, ধরি' নটবর বেশ।
চরণ উপরে খুয়েছে চরণ, এই কি রসিক শেষ।
চন্দ্র চমকে, চলিতে চরণ, নখরের ছটায়;
আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায় ॥
তোরা দেখিবি লো যদি সখি! আয় আয় আয়
হায়! অনুপম রূপমাধুরি সখি!
হেরিলাম কি ক্ষণে;—প্রাণ নিলে হরে',
ঈষত হেসে, বক্সিম নয়নে।
মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়;
কুলবতীর কুল-শীল, গেল গেল,
মন মজিল হেরে উহায় ॥
সই, অলকা-আরত বদন, তাহে মুগধ দিলক,
মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ মুকুতার বলক।
বিন অধরে অর্পয়ে বেণু, সে রবে দেখে চরায়;
কি গা হৃদয় স্মৃতি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
রূপে তু ন ভুলায়।
সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে,
কি শোভা আ-মরি হায়!—
গগনেতে তারাগণ-মাবে,
চাঁদ যেন শোভা পায়।
সই, কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম ধমুনায়া!

হেরে পালটিতে আঁধি, নাহি পারি সখি!
রদু কহে একি দায় ॥

কেমন বিচার কর রুঞ্চ দেখে তাই ॥
পাঠালেন জানিতে ব্রজের রাজা রাই ॥
বুন্দে সভামধ্যে, কহিছে নিসাধো,
কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম;—
এলাম বৃন্দাবন ধাম হতে,
রাধার সঙ্গিনী আমি হে শ্রাম!
দেখ্লেম্ তব রাজ্যের শিক্ষা;—
আমি আজ করব তার পরীক্ষা।
কচ্ছ রাজ্য ভাল, নব্য ভূপাল,
স্থখ্যাতি শুনি হে সর্ব ঠাই ॥
ভুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।
ধন মন প্রাণ সঁপেছে যে যা'য়;—
সে জন পায় কি তারে নাহি পায়?
হৃদয় বল আছে, ধর্ম সহৈ ভার,
মর্শে ব্যথা যেন নাহি পাই ॥
দেখ সত্য ত্রেতা যুগে, যে যে হে আগে,
জন্মেছিল ভূপতি;
গান্ধাতা সগর, শ্রীরাম রঘুবর,
কার্তবীৰ্য্যার্জুন প্রভৃতি।
সে সব রাজন্য, প্রজার পালন,
কর'ত যে ধর্ম বিচার;
তুমি রাজ্য অধিপতি হ'য়ে,
বিচার কর'ছ বল কি প্রকার ॥
রাধার মধুর প্রেমের বিষয়;—
কি বিচার কর'ল বল দয়াময়!

জাখ্য বিষয়েতে অজাখ্য কোরোনাক,
কর্তা তুমি, তোমারি দোহাই ॥
আমরা এই ত সব জানি, ধর্ম না মানি,
পাপ করে যে প্রজা ; —
শাস্ত্র বিচারি, হয়ে দণ্ডধারী,
দণ্ড করে তারে রাজা ।

আপনি রাজা হয়ে, নাহি বিচারিয়ে,
যদ্যপি কর কুনীত ;
সব মন্ত্রীসহ বিবেচনা কর,
ভাবনা হে, যে হয় বিহিত ।

কুলশীল সব করে পরিত্যাগ,
করেছে যে যার প্রতি অনুরাগ ।
সে যদি হে তা'রে, বর্জন করে,
তার কি দণ্ড হবে সুধাই ॥

আমার আরো হে, এক যে জিজ্ঞাসা আছে,
কণ্ড কপট তাজিয়ে ; — অকুর উদ্ধব,
হুমন্ত্রী ল'য়ে সব,
মন্ত্রণা স্থির করিয়ে ।

আপনি শ্রীমুখেতে, বলেছ কুঞ্জেতে,
সর্দ-সদা-সন্নিধান ;
রস বৃন্দাবন, পরিহরি হরি,
যাবেনা হে অস্ত্র স্থান ।

আপনার মুখে করে অঙ্গীকার,
যদি কেউ অস্ত্রধা করে, তার ।
মিথ্যাবাদী সে জন, হয় কি না হয় হে,
ঐ শ্রীমুখে একবার শুনতে চাই ॥
তুমি যে বিচার করি, এলে হে মুরারি ।

ব্রজবাসীর প্রীতি ;
সে সব বিচার, কর যে প্রচার,
আজ এ সভাতে ভূপতি !
আরো যে আছে কথা, মরনের ব্যথা,
সত্য করিবে বিচার ;
করে হে ভ্যাগ যে পিতামাতায়,
বল তার দণ্ড কি প্রকার ?
তনি দাস রঘু সত্য কয় ; —
এইবার বৃন্দাবো রাজা মহাশয় ।
বৃন্দে দূতীর সব সন্ধ কর দূর,
বৃন্দাবনে গিয়ে গুণ পাই ॥

তোমার এই কি ধর্ম ওহে দয়াময় ?
পর রাজ্যে পর ভায়ে সুখোদয় ॥
স্বৈচ্ছাময় হরি, আসি মধুপুরী,
কল্পে যে লীলা প্রকাশ ;

তোমার কর্ম তোমা'রে হে সাজে,
হয় অস্ত্র জনার উপহাস, ভাল ত হে বনমালি
মথুরায় কতেছ ঠাকুরালি ।
কংস ধ্বংস করি, অংশ লয়ে তার,
উগ্রসেনে দিলে সমুদয় !

রাজনীত-কৃত কর্ম ত এমত নয় !
কার ধন করে কর সমর্পণ !
ভূপতির ধর্ম কর্ম এ কেমন ? ।
শ্রীমতী রাধার, প্রেমভাগুর ভাঙ্গিয়ে,
সব দিলে তুমি কুপুজায় ॥

যখন, বৃন্দাবনে ছিলে, কতে যে লীলে,
সব ত জানি হে হরি ! —
রাধা রাধা নাম, করিয়ে অবিশ্রাম,
কুঞ্জেতে বাজাতে ধীশরী ।

রাধা ব্যান জ্ঞান, রাধাগত প্রাণ,
ছিলে হে রাধার সহিত ;
এক ক্রণ রাধায় না দেখিলে,
হ'তে হে চৈতন্য-রহিত ।

সে সব তার করিয়ে নৈরাশ,
কোথায় রইলে এসে পৌতবাস ।
আপনিআপনার সাধ পুরালে,
রাহিকে ক'য়ে এলে নিরাশ্রয় ॥
কত রঙ্গ, জান হে ত্রিভঙ্গ !

তোমার ভঙ্গি বুঝিতে নারি ।

হৃষ্টি স্থিতি লয়, কটাক্ষে সব হয়, কি কখন কর হরি
ক'য় বা রাধ হুখে, কেহ মরে হুখে,
কৃষ্ণ, তোমারি স্বৈচ্ছায় ।
ক'রে বৃন্দাবনে মহাপ্রলয়,
হ'ল হৃষ্টি আসি' মথুরায় ।
আর সেই নিজ রস বৃন্দাবন,
একবার কল্পে না হে নিরীক্ষণ ।
হৃষ্টি ক'রে সব সংহারিলে হে,
কৃষ্ণ, হ'য়ে কঠিন হৃদয় ॥

তোমার, বিশ্ব জনে কন্ম, করুণাময়,
এই কি তব করুণা !
বাপ্তহুখে সুখ, না ভাব পর দুখ,
কল্পে ভাল বিবেচনা ।
চক্রী নাম ধর, করিয়ে বিচক্রে,
বক্রে হ'লে গোপিকাশ্ব ; এত চক্রে জান হে মুরারি
মরি ধন্য পশু শ্যাম রায় !
আর কে আছে বল যে এমন,
নিতান্ত অনুগত বিসর্জন ।
রাজ্যপদে ভুলে, রাইকে তাজিলে,
ভাব লেনাক নারী বধের ভয় ॥
কিন্তু দিতে হবে রাজ্য রাধার কর ।
কন্ম, হ'লে হ'লে রাজ্যেশ্বর ॥
দেখ মনে বুঝে, বুঝাবন মানে,
রাজ্যরাজেশ্বরী রাই ;
সে যে দুষভানু-রাজকন্তে,
তেমন মায়ে, ত্রিঙ্গগতে নাই ।
খাব নাম কোঠে মুরলীতে গান
সে রাধা সর্কপ্রস্তুতিপ্রধান ।
সে রাজ্য রাধিয়ে, নাম না সই লইয়ে,
রাজ্য কর কর বংশীধর ।
জান না যে আছে রাজ্য, রাজ্যার উপর ।
মূলে ভুল, মূল হে তোমার যে জন,
বিনে তার আজ্ঞা হ'য়েছ রাজন ।
এক ক'রে তারে, মানতে হবে শ্যাম !
কবতে পারবেনাক অনাদর ॥
তুমি হও না কেন নৃপ, ব্রহ্মস্বরূপ,
মূল্যধার ক্রীরাধা ;—
তাও জান শ্যাম ! তোমার ঐ কন্ম নাম,
রাধা নামের সঙ্গে বাঁধা ।
আশ্ববিস্মৃতি, হয়েছে কি ক্রীপতি ?
সত্য কহ দয়াময় !
তোমার শক্তিরূপিণী সে রাধা,
আছে ব্যক্ত ত্রিঙ্গগতময় ।
জল স্থল শূত্র যেখানেতে রও ;—
ক্রীরাধার রাজ্য ছাড়া কতু নও ।
রাধার রাজ্যের অধীন, তার প্রেমাদীন,
তুমি স্বাধীন কবে হ'লে নটবর ॥

এমন ভাগ্য কবে হবে গো রাধার,
হরি—হরি—হরি কি আসিবেন আর ॥
কন্ম কন্ম করি', আমি ডেকে মরি,
কন্ম অতি নিষ্করণ ;
পেয়ে কংস রাজ্যের সৈরিক্রী,
হলেন ব্রহ্মস্বনাথ নিদারুণ ।
আর তাঁর কার প্রতি বা মমতা,
কি প্রেমে কন্ম আসিবেন হেথা ।
আজ কি অভাব্য অচিন্তনীয়,
আপুর্বা শুনালে এ সমাচার ॥
তুমি বট হিতকারিণী আমার ।
হিত নীত প্রীত বচনে এখন,
হবে কি স্নিগ্ধ এ তাপিত মন !
মিনিস্তে গোঁথে, আর কি গলেতে,
প'রবো নীলকান্তমণি-হার ॥
তুমি ক'র্ছ বটে সখি, কর্ণতে হুখী,
প্রত্যয় না হয় মনে ;
শুধু শাখাদল, সে অতি নিষ্ফল,
ফল বে কি গো এত দিনে !
দেখলে স্ননয়নে, সে বংশীবদনে,
হয় সে মনের প্রীত ;
তাহা নইলে তাপিত অন্তর,
গুণা ক'র্ছ অধিক তাপিত ॥
কও এ সবীয়ে স্বরূপ,
পুনঃ কি হেরব সেই কালরূপ ।
প্রাণচাতক আর কি করবে পান,
সেই নীলমেঘের কৃপাজলধার, ॥
জবা বিগদল তুলে, কালিন্দীর কুলে,
কাত্যায়নী আরাদি',
কামনা করে এই, পেয়েছিলাম সেই,
কন্ম প্রেমামল-নিধি ।
আর কি কাত্যায়নী, অষ্টাষ্টনী,
ষটনা ষটাবেন এমন ॥
পাব ব্রহ্মবাসীর জীবন, সাধনের ধন কন্মধন,
নয় ত গো ভেমন কপাল !
হুখিনীর আর কি হবে হুখের কাল !
সই কি পুনঃ, শ্যামচন্দ্রোদয়েতে,
হরবে মম মনের আধার ? ॥

আর কি বাজবে নিরুৎসাহ, রম্য কামনে,
 বংশী মধুব ধ্বনি !
 প্রাণ হবে স্থির, কি রে এ দুঃখিনীর,
 অন্তর জুড়াবে শুনি !
 সঙ্কেত কাননে, যমুনাপুলিনে,
 কেলি কলসমূলে ;
 আব কি তেমনি রূপে, পুন হরি আসি,
 কর্ণে মধুর লীলে !
 সেই ত গো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি,
 তেমনি কি হেরবে আসি কুরঙ্গী !
 যত সঙ্গিনী মিলি, তেমনি কি গো সহি,
 ভজবো কালাচাঁদে পুনর্বার ॥
 আমার কৃষ্ণ হারাধন, মিলবে গো পুন,
 পূণ্য কি আছে বল ?
 অস্ত্র না জ্বলি, কেবল সজ্জনি,
 ভরসা সে পদ-কমল ।
 ধর্ম্য কর্ম্ম ফল, করেছি সকল,
 দুঃখ ক্লেশেতে অর্পণ ;
 এমন নাইক, কিকিত শ্রুতি,
 কিসে পাই সে দুয়ারাধ্য ধন ।
 হোগ সত্য গো তোমারি কথা,
 আশ্রুক গ্রাম কুঞ্জে, ঘূচুক গো ব্যথা
 মৌখিক বচনে, বোধ না মানে মন,
 দাস রত্ননাথে কহে সার ॥

যে ধন আনতে গেলে, আমার সে ধন কৈ ?
 গেলে একা, একা দেখা দিলে সহি ॥
 সেই যে গেলে তুমি, ও রুন্দে স্বজনি,
 বাক্যে তুমিগা আমার ;
 আছি উদ্ধ বদনেতে চেয়ে,
 সদা ক্লেশের আমার আশায় ।
 দিন দিন দিন হ'তেছে অবসান,
 দুঃখের দিন গেছে যুগের সমান ।
 ব'লে হুসংবাদ, শুন্নে পরে তবে,
 অন্তরেতে আমি হুখী হই ॥
 রসহীনে কেন রুন্দে, হ'য়ে রসমই !
 বল ত বিশেষ সমাচার,
 কোথা নীলকান্ত মণি সে আমার !

সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন
 অস্ত্র ধনের অভিল্যাপী নই ॥
 বড় দর্প ক'রে মনে, হাঙ্গ বদনে,
 বল্লম গমন কালে ;—আনব কালাচাঁদ,
 পূরাব মন সাধ, সর্বসম্বোধনে ।
 এক্ষণে যে সখি ! কেন অধোমুখী,
 দেখতেছি যে মৃদু-ভাণ ;
 ইহার ভাব কি, বল দেখি শুনি,
 বুঝি হয় নাই কৃষ্ণ ধন লাভ !
 বার বার আর, সুধাব কত বার,
 সুধালে উত্তর না কর তার ।
 আমি যে মরি সখি, তার উপায় কি,
 মন যে স্থির না হয় তাহা বই ॥
 আমি, কুঞ্জে একাকিনী, বন্ধি রজনী,
 কৃষ্ণ হইয়ে হারা ।
 গ্রাম নটবর, সম্মল জলধর,
 চিন্তি চাতকিনী পারা ।
 ভরসা মনে এই, ভুবনবিজয়ী,
 রুন্দে ! তুমি যে আমার ।
 তুমি আপনি গেলে মধুপুরে,
 কৃষ্ণ আসবে ব্রজে পুনর্বার ।
 কৈ ? কৈ ? কৈ গো তার নিশ্চয় ?
 কৃষ্ণ তোম সঙ্গ নাহি ত এখন ।
 জ্ঞান হয়, যেন লুকায়ে রেখে কালা,
 ক'রছ ছলা, যাতে হুঃখী হই ॥
 রুন্দে ! সব জান তুমি, ব'লবো কি আমি,
 কৃষ্ণ হেন যে নিধি ;
 ছিল পৌত্ত্বাস, তাহার সহবাস,
 বঞ্চিত করেছেন বিধি ।
 তাহাতে তুমি ধনি, হইয়ে সগায়িনী,
 গেলে যমুনারি পারি ;
 অনেক ক্লেশ পেলে, ক্লেশ আনতে
 পথশ্রান্তে, ক'রে উপকার ।
 দেও ত গো ! কোথা কৃষ্ণধন ;
 পেলে তার ক'রবো যতনে যতন ।
 জপি-মন্দিরেতে, রাখবো যতনেতে
 দাস রত্ন কহে উচিত ঐ ॥

কিসে এ প্রাণবিহঙ্গ পাঁচে বল !
 মক্ষের আশ্রয়তা যদি ভাঙ্গিল ॥
 কবি' মর্মান্বেদ, দাক্ষণ সংবাদ,
 বুনে শুনালে আমায় ;
 শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ,
 দেহে প্রাণ ত রাখা হ'ল দায় ॥
 হায় ! হায় ! হায়রে ! হুধের পিঞ্জর ।
 বিনা সুখ দুঃখে হন্তেছে জঞ্জর ।

শ্রাম ত্রয়ালতরু আশ্রয় বিনে,
 যত গোপিকা নৈরাশ হ'ল ।
 দুরাল গো ব্রজে, কুমলীলা কুণাল ।
 হায় ! হবে বন, এবে বৃন্দাবন ;
 বিনা সে জীবনধন, না রবে জীবন ।
 লতা হ'ল তরুহীন, বারিহীন মৌন ;
 কি দুর্দিন, কণী যদি হারাল ॥

রাস্তা ও নৃসিংহ ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাণে রাস্তা ও নৃসিংহ কবিরাজাব গরিকট পৌদলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । রাস্তা ও নৃসিংহ দুই ব্যক্তি ; উভয়ে মহোদব ছিলেন । ইঁহারা কায়স্থকুলোদ্ভব ও মুকবি । কেহ কেহ আবার বলেন—রাস্তা নৃসিংহ নামে একজন কবিওয়ালগাই ছিলেন । রাস্তা নৃসিংহের রচিত অনেক কবিতা গান এখন লোপ পাইয়া গিয়াছে : তবে দুই টারিটি যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহাই কবিতাে অমর করিয়াছে । দুই মহোদবের মধ্যে কে যে সঙ্গীতরচনায় পারদর্শী ছিলেন, এখন তাহা নির্ণয় করা মুকঠিন । ইঁহাদের সমধর্ম বাদ গানই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিল ।

ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সবনে,
 আশি হাসে, পরাণো পোড়ে আঙনে ।
 কি লোষ বুজিলে, রাধারে তাজিলে,
 কঁজিরে পুজিলে কি গুণে ।
 জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
 তোমারো বন্ধিম নয়নে ।
 ওহে কঁজি অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
 তোমারে ভুলালে কি গুণে ॥
 শ্রাম, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুখত,
 অতুল্য লাভ্য রাধারো ।
 ইহাই ভেবে মরি, কুব্জাবিহারি,
 কিন্নবে হোয়েছ নাগরো ॥
 শ্রাম, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,
 মজেছ বাহার কারণে ।
 ওহে লক্ষ্য কুব্জারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
 ক্রীমতী রাধারো চরণে ॥
 শ্রাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
 আগমে বাহারো প্রমাণো ।

যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়,
 নাম ধরো বংশীবদনো ॥
 শ্রাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
 সনাতনো গেল কাননে ।
 ওহে এ বড় বেদনো, তাজিয়ে সে ধনো,
 অধনে রেখেছ যতনে ॥
 শ্রাম, আপনার অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ,
 কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে ।
 কুব্জারো অঙ্গ, বঁদের তরঙ্গ,
 তাহাতে ক্রীমঙ্গ ডুবালে ॥
 শ্রাম, এই ভূম গুণে, আধো গঙ্গাজলে,
 রাধাকৃষ্ণ বলে, নিদানে ।
 এখন কঁজি কৃষ্ণ-বোলে, ডাকিবে সকলে,
 ভুবনো ওয়ারে দুজনে ॥
 শ্রাম তাজিলে ক্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
 যুবতী সকলি সহিলো ।
 ভুজঙ্গমাণিকো, হোরো নিল ভেকো,
 মরমে এ দুশো রহিলো ॥

শ্রাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে ।
ওহে গোণারের জলো, জগতে ব্যাপিলো,
মাগরো শুকালো তপনে ॥

প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে ।
অপকরো দরশনো, আজু প্রভাতে ।
বৃষ্টি কারো কাছে, রজনী স্নেহেছে,
নয়ন লোকেছে ঢুলিতে ॥
পার্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ-শশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে ।
আমার নাগরো, সেজেছেন হৃন্দরো,
চন্দ্রনো দিল্লর ভালতে ॥
হায় ! মথনরো বিঘো, ভথিয়ে মহেশো,
নীল-কর্ণদেশে নিশানা ।
নীলকর্ণ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রোয়েছে বোষণা ॥
আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্গ-মাগরো মথিতে ।
করায় মন্তনো, এনেছেন নিশোনো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥
হায় ! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে ।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনীপাড়াতে ॥
পোহায়ো রজনী, এই গুণমণি,
এমেছেন মন তুষিতে ।
গুঞ্জছড়া গলে, মুখে হৃধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে হাঁসীতে ॥
হায় ! ত্রিলোচনো, হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু ধারো কপালে ।
কৃষ্ণপ্রেম ভোরো, পাগলের পারা,
ধুতুরা অবধনুগলে ॥
ইহারো সেইমতো, সস্ত্র সহিতো,
কদম প্রবণনুগতে ।
ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্যমান,
কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওগানে এখনো যেও না ।
মানা করি কলহ আর বাড়াও না ।
বিষাদের বাতি, জ্বলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আততি দিও না ॥
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায় থেকনা ।
কত নারীর সঙ্গে, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা ॥
শ্রাম, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,
তখাচ সে মবো পাসরি ।
এ বারে তোমরো, রাধা পাওয়া তাবো,
যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী ॥
জিনি মেরুগিরি, মানভরে ভারি,
মরিবার ভয় করে না ।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না ॥
শ্রাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমতে ।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥
হৃথের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না ।
বিপক্ষ হাসাতে, এসোছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা ॥
শ্রাম, শরমে কি করে, বলি হে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি ।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাখাটি ॥
দিরে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না ।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া কাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কটুকেনা ॥

সখি, এ সকল প্রেম নয় ।
ইহাতে মজিয়ে নাহি হৃথেরো উদয় ।
হৃদভঞ্জনো, লোকগঞ্জনো,
কলঙ্কভাজনো হোতে হয় ॥

এমনো পিরীত করি, খাতে তরি হৃদিকে ।

ঐহিকো আর পার্থিকো ।

তীনন্দনন্দনো, হৃথভঙ্কনো,

সদা রাধি, মনো তাঁরি পায় ॥

অমিয় তেজে, গরলে মজে,

উপজে কি সুখো ।

বৃন্দ বোধণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো ॥

চন্দনন্দিরমানো, রসরাজে বসায়,

দেখিব আঁখি মুদিয়ে ।

বিকারে সে পদে, ষাধিব চন্দে,

কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয় ॥

মনের কোরে চাতকপাখী, রাধিব বিশেষে ।

চলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে ॥

ধ্বজবজ্রাক্রমশো পদ, সে নীরদ হইতে,

জাহ্নবী হোলেন যাহাতে ।

সেই রূপা জলে, মনো ডুবালে,

কালেরে করিব পরাজয় ॥

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো ।

মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো ॥

হৃদে আছে শতদলো, 'সে কমল কুটিবে,

প্রেম পীড়বো ষটিবে ।

মনো মধুব্রত, হয়ে যেন রত,

সেই নামামৃতহৃদা খায় ॥

অমিয় আর গরলো, হুই রাধিয়ে সাক্ষাতে,

নয়ন দিয়েছেন বিধাতে, দেখিয়ে ভথিতে !

তাজিয়ে এ সুখা-রসো, কেন বিধো ভথিবো,

কলুষো কুপে ডুবিবো ।

খাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,

পেনে প্রেমধন সে হারায় ॥

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা ।

দৃঢ়াও আমারো মনের ব্যথা ।

করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,

হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা ।

আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিবাগে,

প্রীতিপ্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

আনি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,

তুমি নাকি জানো, প্রেম-বারতা ।

কাপটা তাজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,

ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা ॥

হায়! কোন প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,

মহাদেবো ধোণী, কেমন প্রেমে ।

কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,

ভগীরথী আনে, ভারতভূমে ॥

কোন প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী,

গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা ।

কোন প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,

কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা ॥

রসিক হইয়ে এমনো কে করে ।

কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়,

রঙ্গ দেখে গিয়ে, দাঁড়ায় দূরে ।

প্রাণ তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট,

প্রকাশিলে শঠ খল আচারে ।

নহে কেবা কোথা, এত নির্ভরতা,

কোরেছে সর্বথা নিজজনারে ॥

প্রাণ, আরো একো শুনো, বচনে তোমারো,

দাঁড়ালেম কূলের বাহিরে ।

প্রাণ তুমি জেনে শুনে, বিরহভুগানে,

ভাসালে এ জনে, ছলনা কোরে ॥

তোমার চরিত, পথিক যেমত,

হয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে ।

শ্রান্তি দূর হোলে, হায় সেই চোলে,

পুন নাহি চায় ফিরে ॥

লালু নন্দলাল ।

লালু নন্দলাল—রাঃ নৃসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহাঁরও এক কবির দল ছিল, এবং তাঁন অনেক গান রচনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল গান হুত্ৰাপা হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার রচিত একটি মাত্র গান আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

হল এই হুখলাভ,
পিরীতে চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥
হয়েছে না হলে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে না থাকে কুল ।
ডুবছি না ডুব দিয়ে দেবি পাতাল কতদূর
শেষে এই হ'ল, কাণ্ডারী পালল,

তরঙ্গী লাগিল ভাসিতে ॥
ধন প্রাণ যৌবন দিয়ে,
শরণ লইলাম যার,
তবু তার মন পাওয়া আমার হ'ল ভার ।
না পুরিল সাধ, উন্ময়ে বিচ্ছেদ,
মিছে পরিবাদ ভগতে ॥

গৌজলা ঙুই ।

গৌজলা ঙুই—রাঃ নৃসিংহ, লালু নন্দলাল, প্রভৃতি কবিগণের প্রথম প্রবর্তকগণের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত ঙুই একটা গাণে বিশেষ গুণপনা দেখা যায়, কিন্তু হুত্ৰাগাবশতঃ তাঁহার রচিত অসংখ্য গান এখন একপ্রকার হুত্ৰাপা ।

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নীরস কোরো না ধনি ।
ভোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভুঙ্গ,
অনুমনে বুঝি আমি সে ভুঙ্গ,
তুমি আমার ভাষ রতনমণি।

ভোমাতে আমাতে একই ক'য়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

কেফা মুচি ।

কেফা মুচি নামক আর একজন কবিওয়ারীর পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। এই কুফ মুচি, জাতি ব্যবসায় করিত; কবির গাহনাও গাইত। ইঁহাঁর একটি মাত্র সঙ্গীত আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

হরি কে বুকে, ভোমার এ লীলে ।
ভাল প্রেম করিলে ।
হইয়ে ভূপতি, কুব্জা যুবতী পাইয়ে ত্রীপতি,
ত্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে ॥

শ্রাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ, এখন কোথা লুকলে ।
মাতুল বোধিলে, প্রভুল করিলে,
গোপগোপীকুলে, গোকুলে অকুলে ভাসিয়ে দিলে

ভোলা ময়রা ।

কলিকাতার সিমুলিয়া ইহার বাসস্থান। হুগুচাঁকুর ইহার ওস্তাদ দিলেন, এবং অনেক ভাল ভাল গান ও সুর ইহাকে দিতেন। এইজন্ত অন্যান্য সাক্ষরদেরা হিংসা করিত। সাতকড়ি রায় (সাত্তুরায়) ইহার দলে অবৈতনিকভাবে গীত রচনা করিয়া দিতেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিত্বগুরুগণ ইহার দলের বেসমভোগী বাঁধনদার ছিলেন। ইহার নিজের রচিতা অল্পই দেখা যায়। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। এক সময়ে ইহার কবির দল দেশ বিদেশে প্রসিক্ষিত করিয়াছিল।

চিত্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ,
বুঢ়িল এত দিনের পর।
অস্তর জুড়াও গো কিশোরী,
হেরে অস্তরে বাঁকা বংশীধর ॥
যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরস্তর,
সেই চিকণ কাল, ছন্দে উদয় হ'ল,
এখন স্থলীতল কর গো অস্তর।
যদি অস্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাখানাথ,
আছে এর চেয়ে বল, কি আর স্মৃঙ্গল।
বুধি নিব্ধো রাধে,
তোমার অস্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।

হেরে অস্তরে কালাচাঁদ, অস্তরের পুরাও সাধ,
অস্তর করোনা আর নীলকমল ॥
এ সময় পরশিতে বলো না, হয় পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন, বুচক শ্যামবিচ্ছেদ,
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণমুখে স্থা,
তোমায় সঙ্গা দেখি, সাধ সবারকার ॥
রাধে তোমার জুখ আর, নাহি সহ্য গোপিকার,
করিলেন মাধব আজি
বিরহানল বুধি স্থলীতল ॥

নীলুঠাকুর।

হুগুচাঁকুর ও রামবনু প্রভৃতির পরবর্তী কবিওয়ারীদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর অকৃতম। ইনি প্রথমে হুগুচাঁকুর দলে ছিলেন; পরে নিজের নামে দল বাঁধেন। নিজের দল বাঁধার পরও হুগুচাঁকুর তাঁহাকে গান রচনা করিয়া দিতেন। নীলু ঠাকুরের আর এক মহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদও মহোদরের কবির দলে থাকিতেন। এই কারণ এই দল “নীলু-রামপ্রসাদী দল” নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। নীলু ঠাকুরের নিজের রচিত গান বড় ছিল না। প্রসিদ্ধ কবিত্বগুরুগণ কৃষ্ণমোহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দলের গান রচনা করিয়া দিতেন।

বাঞ্ছা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী,
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।
ব্রহ্মরূপিনী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরজ্জ্বাসিনী।
হয় ব্রহ্মজ্ঞানী ধারা সব,
তাদের নিরাকার ভূমি ব্রহ্ম,
মা ভূমি ধর্মার্থ,
তারা কি মর্থ জানে তার!

হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে,
সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে হুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাজ্য পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই,
আমি শুনেছি শিবউক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।

ভবের ভাবা ধন, শিবের সেবা চরণ,
 যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই ॥
 চন্দনাক্ত রক্ত জবা ল'য়ে,
 কোরে শ্রীমন্তে অভিমুক্ত, জাহ্নবীজলযুক্ত,
 দিব আগ্রস্ত পদধরে ।
 বলে নির্ঝঞ্জেণে কি আর হবে,
 বিজ্ঞান দেহি মে শিবে,
 সম্ভ্রানে, এই ভবে আসি ঘাই ।
 ওমা, অলস-নাশনা, রসনার বাসনা,
 বোষণয় ঘৃষি তব নাম ;
 ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
 হুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ॥

ধর্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ,
 হুর্গানাম উপলক্ষ যার ।
 নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
 তীর্থ পর্যটন কি কার্য তার ।
 গঙ্গা গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
 হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ,
 কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
 ঐ পদে যত তীর্থরাশি ।
 স্মরণ করিয়ে তারা, মুদ্রিমে নয়নতারা,
 বদনে তারা তারা গুণ গাই ॥

যজ্ঞেশ্বরী ।

ইনি এক স্ত্রী-কবি । ভোলা ময়রা নীলু ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক । ইঁহারাও এক কবিবদল ছিল ।
 যজ্ঞেশ্বরী সেই দলের গান নিজে রচনা করিতেন ।

কর্মক্রেমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান ;
 হেরে মুখ, গেল হৃৎক,
 দুটো কথাই বলি প্রাণ ॥
 আমার বন্দী করে প্রেমে,
 এখন ক্রান্ত হলে হে ক্রেমে ক্রেমে,
 দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে ।
 আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে ;
 এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও ;
 স্বরের ধন ফেলে প্রাণ,—
 পরের ধন আঙুলে বেড়াও ।
 নাহি চেন স্বর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
 সতীরে করে নিরাশা,
 অসতীর আশা পুরাও ।
 রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও ॥
 তোমার মন হল বার বাগে,
 গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
 আমার সঙ্গে দৈবাৎ দৈবার্থ যোগে ।
 কথা কহিছ আমার সনে,
 মন রয়েছে সেখানে,
 প্রাণ-মনে কর সখা, পাখা হলে উড়ে যাও ।

অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,
 দেখতে পেলাম চোখেতে ।
 ভাল বল দেখি, তোমার সখার সংবাদ,
 ভাল ত আছেন প্রাণেতে ॥
 তার মনে ত নাই এ অধীনারে,
 নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
 ভেসেছেন সুখসাগরে ।
 ভাল সুখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই,
 আমার ফেলে গেলেন কেন শাখের করাতে ॥
 বলো বলো প্রাণনাথেরে,
 বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে ।
 যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আসবো তার ;
 কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে ।
 আমার হল উদ্যোগ বোকা বুধের ঝড়েতে ॥
 তিনি প্রাণ লয়ে গে হলেন স্বতন্ত্র,
 মদন তা বুঝে না, বল্লেন শুনে না,
 আমার ঠাই চাহে রাজকর ।
 দেখি 'ধাপ দেশের পাণ বিচার,
 দোহাই আর দিব কার,
 সঙ্গ প্রাণ বধে কোকিল কুহুস্বরেতে ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

নিত্যানন্দবাবু বৈরাগী.—১১৫৮ শালের জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রনগরে ইহার বাস ছিল। ১২২৫
শনে ইহার মৃত্যু হয়। কবিওয়ারী দিগের মধ্যে ইনিও প্রতীক্যপন্ন। কবিবর্গান ব্যতীত ইহার রচিত
যেক ডলি প্রণয়সঙ্গীতও দেখা যায়। নিজের দলেব গান ইনি নিজেই রচনা করিতেন।

পূর দাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্রামের দাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো।
স্বা বরযিলো শ্রবণে ॥
প্রকডালে বসি পক্ষী অগণিত,
জড়বৎ কোন কারণে,
যমুনরি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীনচেতনে ॥
হায়! কিসের লাগিয়ে,
বিদরে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সর্বনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল,
সলিল বহিছে নয়নে।
আর একদিন, শ্রামের ঐ দাঁশী
বেজেছিলো কানন।
কুললাজ ভয়, হরিলে তাহাতে,
মোরিতেছি গুরুগঞ্জে ॥

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।
প্রদিতে নারি সখী, শ্রামের এ গৌলে।
দারকা হতে আসি শ্রীহরি,
দ্রোপদীর লজ্জা নিবারিলে ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সহি, যে জন গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে আর মায়াতে
ব্রহ্মার মন ভুলালে ॥
হায়! দেখ প্রাণসখি,
যোগজ্ঞান যারে সলা করে ধ্যান।
খাহার বাশীর গানেতে, যমুনা বহে উজ

যার বেগুরবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে,
হরপার্ষদী আসিতেন এই গোকুলে ॥
চায়! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি তাহা প্রণিধান।
খাহার গুণে পত পক্ষীর, ঝুরিতে ছুটি নয়ান ॥
সীতা উদ্ধারিতে যেকন,
ছলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদরেণুপূরণে দেখ,
অহল্যা মানবদেহ পেলে ॥
হায়! সবে বলে দয়াময়,
পক্ষ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হলেন বলরাজ্যার ঘারেতে দ্বারী ॥
হিরণ্য বধিতে যেকন, নৃসিংহরূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি,
ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে ॥
হায়! ত্রিপুরারি যার নাম,
জপে অবিশ্রাম, দিব্য রজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণ গায় সেই নারদমুনি ॥
শমন দমন হয় যার নামে, রামজীদাসে বলে।
মৈত্রভাবে যেকন করেছিল কোলে,
গুহকচগুলে ॥

আগে মনো কোরে দান কিরে যদি লই।
লোকে দস্তহারী কবে সহি ॥
ভাল বোলে ভালবাসি যায়,
প্রাণো সঁপি যায়।
সে কি মন্দ হোলে, তাহে মন্দ বলা যায়?
এত তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যাচার আমার ॥
সখ্যতা কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই ॥

হেরি প্রাণেরে তব মুখোকমলে নয়নো খঞ্জন :
 ওলো, হবে হুখো নিবারণ ।
 অতি হুমঙ্গল হেরি আঙ্গ মুবতি,
 বুঝি ভূপতি হব এখন ॥
 কমলোপরেতে খঞ্জন, যদি দেখে কোন জন ।
 অবশ্য তাহারো হয় রাজ্য লাভ ওলো,
 এই তো বেদের বচন ॥
 হায়, ইহার কারণে যাত্রাকালেতে,
 গুন ওলো সুন্দরী ।
 বামে শব শিবা কুন্ত দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি ॥
 তারি দল বুঝি আমার আশি দলিল এখন ।
 ছত্রধারা হনো তোমার চন্দরে পান সুদিসংহাসন

আমি তো সজনি ! জানি এই ।
 যে ভালবাসে ভালবাসি তায় ॥
 পরের মনে করে প্রণয়,
 পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
 পর যদি আপনানি হয় ॥
 আমারে যেজন করয়ে মমতা,
 সরলতা ব্যা ভারেতেই সহি ।
 আমারি কেমন সত্য গো সহি,
 বিনা মূল্যে তার দাসী হই ॥

সখি ! ঐ মনোচোরো মোরো মনো লয়ে যায় ।
 কেমনে গো প্রাণসখি, ধরিব উহায় ॥
 আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে পুকার ।
 চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন ।
 নয়নে নিদিলি, মোরো, দিলে গো কেমন ॥
 জেগে যেন দুমাইলাম, কি হোলো আমায় ॥

পিরীতি নগরে বিষমো সখি !
 মন-চোরেরো যে ভয় ! বসতি ইহাতে পায় ।
 নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয় ॥
 সন্ধান করিয়ে মন চোর, ভ্রমিছে নগরময় !
 কুলেরো বাহিরো হোয়ো না,
 থেকো সাবধানে লো সদায় ॥

পিরীতে :^১ এমন বিরাগী হই ।
 ভাবি তার মুখ নিরখিব না ।
 এ মুখ তারে দেখাব না ।
 বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না ॥
 পুনো হলে দরশন, করয়ে কি গুণ,
 তখন সে মনে থাকে না ।
 সখি ! না জানি কি ক্ষণে,
 সে লম্পটো সনে, হইলো বিধিরো ঘটনা ।
 অন্তরে সদা ঔদাঙ্গ দিবা নিশি ঐ ভাবনা ॥
 সখি ! হেন নাহি কেহ নিবারে এ দাহ দেখনা ॥

আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান ।
 দেখি, আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ ॥
 মনে আমার একবার নাহি বিভিস্ততা জ্ঞান ।
 অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,
 কপটে বরিছে এ দুটি নয়ান ॥
 তুমি বল প্রেমসী আমি তোমার প্রেমাবান ।
 অশ্রু নারী-সংবাস নাহি কোন দিন ।
 প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
 সরলো কি তুমি পুরুষো পাষণ ॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে,
 ললিতে গো ধন্য কুবুজায় ।
 যেগী যারে ধ্যানে নাহি পায়,
 হেন গুণসিদ্ধ হরি, কি গুণে ভূলালে তায় ।
 এত দিন অবধি আমরা কোরে আরাধন ।
 হইলাম বকিতো, সে হরির চরণ ।
 গৃহে বোসে অনায়াসে, অতুলো চরণো পায় ॥

কেন সজনি ! মোরো মরণ নাহিক হয় ।
 হুখো কালে হুখ ঝড়ু, হুখ দেয় অভিশয় ।
 ওখাচ এ পাপ প্রাণো, কি হুখে এ দেহে রয় ॥
 যারো অনুগত প্রাণো, সেগেল তেজে আমায় ।
 তারো সাথে, সেই পাথে,
 প্রাণ কেন নাহি যায় ।
 মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে ।
 হুখ বোণ নাহি হয়ো, শব-অঙ্গ-দাহনে ।

সজাব শরীবো এ যে, বিরহ-অনলে দয় ।
দগবিষে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয় ।

কমল কম্পিতো পবনে ।

অলি কাহরে প্রাণে ।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত ।
এমনো দেখিনে কভু ষটিতে উৎপাত ।
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে ।
চায় দেখিকে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায় ।
পবনেতে বাদো মাধে বসিতে না পায় ॥
হায়, গুণ গুণ স্নরে কাঁদে অলি অধোব দনে ।
ধারা বহিছে অলির টুটি নয়নে ।
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে ।

সই, কি করেছ হায় ।

তোমারো সরলো প্রাণ সপেছ কাহায় ।
চেননা উহারে প্রাণ সখি রে,
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,
ঐ শর্ত জনো, পিরীতি কোরে ॥
নয়নেরো বশো হয়ে প্রাণসগি,
পোড়েছ যে দেখি, বিবম ফেরে ।
হৃদয়-মণ্ডলে, কারে স্থান দিলে,
পুরুষো পাষাণো, চেননা গুরে ।
ভূমি লো যেমনো, রমণী সৃজনো,
তোমাগো এ গুণো, কেবা বুঝিবে ।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে ॥

ওহে প্রাণ রে !

কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার !

এ সরোবরে, না হেরি তারে,

আমি সবো হেরি শূন্যাকার ।

আমাখ কে দেবে মধুদান ।

কারো মুখ নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ ।

তাহারো বিচ্ছেদে, মন প্রাণো কাঁদে,

চারিদিক অন্ধকার ॥

পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই ভগতে ।

এই সরোবরে আসিতাম তারো মন রাখিতে ।

বিধি তাহে নিদয়ো হয়ে ।

এমনো হুংরো প্রেমো, দিলে বুচায়ে ।

কি হলো, কি হলো, কমল কোথা গেলো,

তারে কি পাবনা আর ॥

ব্রজে মাধবো এলো না, কি হবে বল না ।

কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,

প্রাণ থাকিতে মিলনো হলো না ॥

হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে,

মিছে করি দিন গণনা ।

এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত,

বসন্ত উদয়ো দেখ না ॥

অধিজলে তরুনলে, সিকিলাম হাম ব্রজাঙ্গনা !

চিরোদিনো নদ, মথুরা রহিলো,

আশা-তরু তো ফলিল না ॥

ব্রজে কি হুখে রোয়েছে, কি দশ। বটেছে ।

সে শ্রাম হৃন্দরো বিহনে দেখনা গুণো রাহি,

বনের পশু পক্ষী আদি খুরিছে ॥

হায় ! সহজে শ্রীমতী তোমার অঙ্গ যে দহিছে ।

শ্রামেরো বিচ্ছেদে, সামান্য কি হেনো,

পাষাণো বিদারো হতেছে ॥

হায় ! ভ্রমরার দশা দেখ, এ হুখো বসন্ত সময়ে ।

বৃলায়ে ধূসরো, হয়ে কলেবরো,

ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে ॥

হায় সখি ! কোকিলেরো না করে গানো,

অজ্ঞানো হয়ে রয়েছে ।

কৃষ্ণবিরহেতে দেখনা প্যারি,

খেদে কুহরব ভুলেছে ॥

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীপার ।

শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার ॥

ওহে ব্রজহরি, মরে রাখা প্যারী,

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাখ একবার ।

দীনবন্ধু হুখো ভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো

কেন হোলোহে, হেন নিরাকরণো ॥

ক্লাইতে পার ব্রহ্মাণ্ডেরো ভার ।

রাধার ভার কি হলো এত ভার ॥

তুমি কৃষ্ণ বলে ডাক একবার।
 ভুসরে কোকিল স্তন স্তন,
 বলি স্তন মিনতি আমার।
 হরি হারা হয়ে আছ মৌনে বসিয়ে,
 মধুর রবো শুনিবে যে আর ॥
 এই দেখো কৃন্দাবনে বসন্ত এলো।
 নীরবে রয়েছ কেন গুরে কোকিল।
 হরিষ্ণ গানো শিক কর রে এখন,
 স্তনে প্রাণ জুড়াক শ্রীরাম !

মনো জলে, মানো-অনলে,
 আমি জ্বলি তারো সনে।
 এ পিরতি মিলনে।
 তুমি দুঃখে আমি দুখী কি অত্যা,
 বিধুমুখি ইহা বুঝনা কেনে ॥
 অভিমানো দূরে, না ভাজিলে প্রাণো,
 কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
 প্রলয়ো লক্ষণো, হতেছে এখনো,
 ছুই জনো পাছ মরি প্রাণে ॥
 হায় কাননে অনলো লাগিলে যেমন,
 কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন।
 তোমারো পিরীতে দিবস শরীরী,
 ততোধিক আমি হতেছি দাহন ॥
 ওলো এদায়ে যে জনো, করে পলায়নো,
 পরাণো লইয়ে সেই সে পাঁচে।
 আমি লো হুন্দরি, পলাতে না পারি,
 কেবলি তোমারি ঐ মমতা গুনে ॥

কমলিনি ! কুঞ্জে কি কর।
 তোমার নব প্রেম ভঙ্গিল,
 ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল।

মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো।
 সহচরী কহে কিশোরী ব্রজে প্রমাদ হইলো।
 মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হেরে নিতে,
 অকুর আইলো ॥

যে গ্রামটাক সোহাগে তোমায়।
 আকরিশী বলে ব্রজতে।

সে গ্রাম হুন্দর মথুরা নগরে, যাবে নিশি-প্রভাতে

সেই বংশৌবারী, যাবে গো প্যারি তাজে বোঝুলে।
 নিধুবনে 'রাধা রাধা' বোলে,
 কে বাঁশী বাজাবে বলে ॥

সখি ! এই বুঝি সেই রাধার মনোচোর,
 নটবর বংশৌধারী।
 তাজে সেই কৃন্দাবন,
 গ্রাম এলেন এখন মধুপুরা।
 আমি সব পান কটাক্ষে চেয়ে,
 কোরে নিল চিতো চুরি ॥
 মথুরানগরী কহিছে সব,
 কক্ষেরো লাবণ্য হেরি।
 অকুর সহিতে, কে এলো ঐ রখে
 কালো রূপে আলো করি।
 শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম মই,
 দেখিলাম আজ নয়নে।
 কীধি মনোরো বিবাদ আমার
 বুচে গেল এত দিনে।
 এত শুণো রূপে না হলে সখি,
 গুণময় হয় কি হরি।
 এমন মাধুবি, কত নাহি হেরি,
 আহা মরি মরি মরি ॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

আমি যে তাহারে না হেরিলে মরি,
 জানাইব না এখন।
 দেখি আগে আমি প্রতি তাহার,
 আছে কি না আছে মন ॥
 ছুই মনে এক হয়, তবে অতি সুখোদয়,
 তা নহিলে আমি চাব তাহারে,
 আরে চাহিবে সে জন ॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমায় রে,
 বহিতেছে হু নয়নে শোক নীর ধার রে ॥
 বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
 ভাল তো আছেন প্রাণে প্রাণেশ আমার রে।
 হেরি তব স্নান মুখ, বিদরিয়ে ঘায় বুধ,
 উলিয়া উঠিতেছে, শোক পারাবার রে ॥

বনস্ত—একতাল ।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
 রয়েছ বসিয়ে শ্রাম সোহাগিনী ।
 যাহার লাগিয়ে, হুরাগে রাগিয়ে,
 ওগো স্বধামুখি রাই, সোহাগে গলিয়ে,
 তাজিয়ে ভবন, সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,
 কুহুম-ভূষণে সেজেছ মোহন,
 • কুল শীল লাজে দিয়েছ ছাই ॥ *

* এই গানটী এবং ইহার পূর্বের গানটী পুস্তক-
 বিশেষে হবিমোহন বাধেব রচিত বলিয়া দেখা যায় ।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
 ত্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে,
 এখানে মাধব সেখানে ॥

উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয় ।
 ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ।
 মনোরো তিমির ঘাবে মনো মিলনে ॥
 সাজা গো সাজ গো সাজ, সাজ তুরিতে ।
 হুচিতে চম্পকলতা, আরে ললিতে ।
 রঙ্গদেবী হৃন্দবী গো, যত সখীগণে ॥
 আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ।
 রাধা বলে বাজু পাশী শুনি অবগণে ॥

সাতুরায় ।

সাতু রায় বা সাতকটি রাঘ, জ্যৈষ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া শান্তিপুরের সন্নিকট বৈচি-গ্রামে জন্ম-
 গ্রহণ করেন । ঐহার নিজেব কোন কবিব দল না থাকিলেও, তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবিশ্রুতি-রচয়িতা
 বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি পেমাদাবীভাবে গান বাধার কার্য কখনও করেন নাই ; অল্প
 কবিত্ব, এবং অবৈতনিকভাবে কবিত্বলাভিকার কবির গান রচনা করিয়া দিতেন । প্রথম
 বধনে সাতু রায় শান্তিপুরের জমিদারগণের ভরফে কার্য করিতেন । এই সময় শিবচন্দ্র বাবুর লেখের কবির
 দলে তিনি অনেক গান রচনা করিয়া দেন । ভোলা ময়রাব দলেও তিনি অনেক গান বাধিয়া দিয়াছিলেন ।
 শেষ বধনে রাণাঘাটের জমিদার পাল-চৌধুরীদিগের পক্ষে অনেক দিন ধরিয়া তিনি বারাসতের মোক্তারী
 কার্য করিয়াছিলেন । বালাকাল হইতে তিনি সঙ্গীত-রচনায় নিগুণ ছিলেন । সাতু রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ ।

কও কথা বদন তুলে, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই ॥
 রাধার অধৈর্যে, এলেম অপার্যে,
 তোমার কংস রাজ্যের অংশ ল'তে আসি নাই ॥
 সঙ্গিনী প্রধানা, রঙ্গিনী যে জনা,
 ভঙ্গি ক্রমে কৃষ্ণে কয় ;
 ছিলে নব্য রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,
 এবে সভা এই কংসালয় ।
 আমার এই দশা (দেখ হে !)
 আমি ব্রজের সেই বৃন্দে ;—
 বিক্রীত ক্রীমতীর পদারবিন্দে ।
 পার কি চিনতে, কেন সচিস্তে,
 তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি, চিন্তা নাই ॥
 অধোবদনে রবে যদি, বীকা মদনমোহন,
 তোমার কুবুজার দোহাই ।

তোমার সহায় বদনে নাহি রহয়,
 কিসে এত ঔদাস্য ।
 তোমার চন্দ্রায় নহে আজি প্রকাশ ।
 যেন সর্ব্বথ নিতে এলেম ভাবছ তাই
 অল্প মনে কেন রইলে, কথা কইলে,
 ক্ষতি কি তোমার ।
 (শ্রাম হে) যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন,
 ল'তে হবে না রাধার ভার ।
 তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে,
 ওস্ত কৰ্ত্তে হয় একবার ;
 আমরা অর্থলোভে, আসি নাই হে
 কেবল স্বার্থ ভেবে ত্রীরাধার ॥
 সেও রাজার নন্দিনী, আর রাজেশ্বর ;—
 তুমিও নতন রাজা বংশীধর ! ।

তোমার কি ধর্ম, তোমার কি ধর্ম,
‘মর্ম’ জানতে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই ॥

বল উদ্ধব ! তোমার মনে আবার কি আছে ?
একবার এসে অকুব মূনি, কলে’ কৃষ্ণকাঙালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি, হ’রে লয়ে গিয়েছে ।
উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে ;
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে ।
কণ্ড হে উদ্ধব, কণ্ড কিমর্থে আগমন ?—
হাস্যামূলক, কি হে বৈলকণ,
কোন ছলে গোকুলে আসি করলে পদার্পণ !
দেখে মথুরা-নিবাসী ভয় হয়,
একজন এসে ছত্রবেশে,
প্রেম ভেঙ্গে, বাদ দেবেছে ।
সাপু হও বদ্যাপি, তথাপি সন্ধ হতেছে ।
যেমন সেই অকুব দেখতে সুধার্মিক ;—
তোমায় ততোধিক, দেখছি শতধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্জনানী সান্ত্বিক ।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী ধারা হয় ;
ধর্মরহিত, তাদের চরিত, ধর্মশাস্ত্রে লিখেছে ॥

ফেরো উদ্ধব ! শূণ্ণ ব্রজে প্রবেশ করো না ।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূণ্ণ, কানন শূণ্ণ, নগর শূণ্ণ,
কমলিনীর কুঞ্জ শূণ্ণ, সকল শূণ্ণ দেখ না ॥
কৃষ্ণের কথায়, আজ হেথায় আগমন তোমার ;
গোপিকার বিরহ-বিকার, কর্তে প্রতিকার ।
কৃষ্ণ প্রেমানল, মনানলময় ;—
সে কি নির্বাণ হয় ! দেখ গোকুলময়,
হতেছে খণ্ডবের মতন অগ্নিরষ্টিময় !
দিলে প্রবোধ বারি, কি হইবে তায় !
দাবানলে যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না ।
করি কুতাজ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না ।
দেখলে ত উদ্ধব, ব্রজের হৃৎ সর্ব ;—
আমরা গোপী সর্ব, জীবন থাকতে শব ;
সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব ।
বুচবে সকল জালা, এলে সেই কালা ;
নৈলে গৈচে কি স্থখ আছে ম’লেই বোচে বস্ত্রবা

নবীন বিরহিণি বিদেশিনি ! কোথায় যাসু গো, বল,
কুঞ্জবনে ফিরে ফিরে, কি জন্তে চা’সু ফিরে ফিরে,
নয়নের নীরে নীরে, ভাসে নয়ন শতদল ॥
চঞ্চল। চপলার মত, নিতান্ত চঞ্চল ।
হরি ভয়ে করী যেমন, পলাইয়ে যায় ;—
সখি ! তোর দেখি তেমনি ধারা,
ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা যেয়ের ধারা, কত ভাল নয় ।
এলি এমনি ছলে বৃন্দাবনে,
ভ্রমণ করি বনে বনে, কি আছে তোর মনেমনে,
মানের কথা আশায় বল ॥
হুজুয় মানেতে হয়ে অপমান,
কালাচাঁদ, সেই মানের কর্তে শেষ ।
ব্রজরাজ, ত্যাজে রাখাল সাজ,
যুবরাজ, ধরলেন আজ যুবতীর বেশ ।
কপালে সিন্দূর বিন্দু, সহ্য কর বদন ;—
তাতে সজল নয়নোপরে, কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা ধরে, বিজুলি যেমন ।
হে’রে মনমোহিনী মনের সন্ধে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি, বৃন্দাবন কি করতে এলি রসাতল ? ॥
কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো !
গলায় গজমতি হুলছে ;
কবরী আ-মরি কি শোভা পায় !
কনক চাঁপা তায় ঝুলছে ।
অঙ্গে সোণা, কাণে শোনা,
সেই সোণা গোকুলের ধন ;
প্যারী তায়, হুজুয় মানের দায়,
মানকুণ্ডে দেছে বিসর্জন ।
সেই হ’তে নিকুঞ্জেতে, কেহ সুখী নাই ;—
ভাসে শুকশারী নয়ন-জলে,
কোকিল কাঁদে তমাল-ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
কুঞ্জ কাঁদেন রাই ।
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রন্দনা,
কেউ কারো কথা শুনে না,
বিরহেতে প্রাণ বাঁচে না,
হৃৎস্থ বহে নয়ন-জল ॥

দেখে তোর ভঙ্গি রঙ্গিণি গো !
 চেচো চেচো চেচো জ্ঞান করি ;
 মদাই সঙ্গ মনে, তাইতে ব্যানে,
 কিছু বলি বলি বলিতে নারি ॥
 তরুণ অরুণ, যেন চুনয়ন,
 কিরণেতে জগত আলোময় ;
 শশধর জিনি কলেবর, অধর তুপনা নাহি হয় ।
 ক্ষীরোদ মগনে যেমন, নীরদ বরণ,
 সুরাহরে করে ছলা, মন্মোহিনী চিকণ কালা,
 ষোল কলা দেখে ভোলার ভুলে গেল মন ।
 অঙ্গে অমর সম্বর নাই,
 এলো খেলো দেখেতে পাই,
 চলে যেতে রাজপথে, প্লাতে লুটায় অকল ॥

এখন শ্রাম রাখি কি কুল রাখি গো সহী ॥
 যদি তাজি গো কুল, তবে হাসে গো কুল,
 যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণ বকিত হই ॥*
 হাঁ গো বৃন্দে ! শ্রীগোবিন্দের পায়,
 করে' প্রাণ সমর্পণ ;
 হ'ল এ গো কুল, আমার প্রতিকূল,
 অনুকূল কেবল শ্রামধন ।
 সে ধন সাধনে, হই বৃন্দি নিধন ;—
 সহী, চারিদিকে গজনা, পাপ লোকে তা বুঝে না,
 কৃষ্ণধন কি ধন ॥ †
 আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ,
 আমি কি রূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই ॥

*কোনও কোমত পুস্তকে এই গানের প্রথম ভিন
 গানের পর এই কবীট পদ অভিরিক্ত দেখা যায় ;—
 উভয় লব্ধট সম্প্রতি, সমগ্রমে বল কিলে রই ।
 নীতার স্বরণে মারীচ যেমন,
 গেলে—বধে জীৱাম, না গেলে—রাবণ ।
 হচ্ছি ভগোদিক, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাবিক,
 সহী আবার কটালে গঙ্গা দেয় সরে রই ।
 † অস্ত্র কোনও কোনও পুস্তকে আবার এই
 গানের পর নিম্নলিখিত পদগুলি অভিরিক্ত আছে ;—
 'আমার মন চাহে রাখি কুল,
 প্রাণ তাহে হয় ব্যাকুল লই ।
 পাইনে অকূল পাথারে কুল শ্রীকৃষ্ণ বই ॥

অপরূপ একি রূপ, কৃষ্ণের রূপ,
 লিখেছ গো রাই ।
 যে চরণ দেবের পূজ্যধন, গতি নাই সে চরণ বই,
 সে চরণ কই গো, কই, রাই রাই গো ।
 গুণগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই ।
 কি ভাব সুধাংশুমুখি তাই সুধাই ।
 বল কি ভাবে এ ভাবের হ'লো উদয় ।
 কিশোরি শ্রামেশ্বর লিখে লিখলো না কেন পদব্রজ,
 আমরা যে চরণের শরণ, লয়েছি সর্বজন,
 রাই রাই গো,
 আজ কি সেই চরণ লিখতে তোমার
 শরণ নাই ।
 কৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে কিশোরী,
 কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন ।
 অতি নির্জনে, শ্রামধনে,
 দেখ বার হ'লো আকিঞ্চন ।
 ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ করে লিখন,
 কি ভেবে, কি ভাবে, কি ভয়ে লিখে,
 লিখলেন না যুগল চরণ ।
 সেরূপ করিয়ে নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসে সখীগণ,
 রাই রাই গো, গুণগো রঙ্গমরি,
 একি রঙ্গ দেখতে পাই ।
 এই বিনয় করি, লেখগো কিশোরী,
 শ্রীহরির চরণ ।
 অঙ্গহীন মাধুরী শ্রীহরির করিতে নাই দরশন ।
 শ্রাম কি সামান্য তোমার কিশোরি,
 তুমি কি সামান্য নারী
 এ বিচ্ছেদ, মনোভেদ, শ্রাম নিতান্ত তোমারি ।
 তবে করবে কি, আছে সেই শ্রীদামের শাপ,
 তাইতে রাই, উপায় নাই,
 মানুষী লীলায় পাচ্ছ মনস্তাপ ।
 বিচ্ছেদ-বজ্রগা-পারাবার, যা হ'তে হবে পায়,
 বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই ।

ওকি করুবো ভা ভো হুখিতে ধারি,
 শ্রামের প্রেম ভাগ্য করুবো কি কুল ভাগ্য করুবো,
 আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ
 সহী আমি কুলে ধাক্কা কুলের নারী

যে চরণ লাগি, প্রফুল্ল বৈরাগী,
বিরাগী হ্রস্ব হয়, সকলি তু মী জান রাই ।
যে চরণ সাধন কারণ,
সদাশিব যোগধর্ম্য করেছেন আশ্রয় ।
ত্রিভঙ্গের সর্দাসের সারাংসার সেই পদধ্বয় ।
যদি সেই চরণ লিখিতে হ'লি বিষ্ময়ণ ।
দুঃসহ বিরহ বিশোরী কিসে করবি নিরারণ ।
যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ কৃষ্ণের কায়,
রাই রাই গো ।
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ
কইগো দেখতে পাই ॥

নিরদয় পদধ্বয়, লিখি নাই সেই আশঙ্কায় ।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে গেলে হাব ।
বিচিত্র কি গো তার,
যদি চিত্র শ্রাম মধুপুরে চলে যায় ।
গোবিন্দের পদারবিন্দে,
রুদ্রে গো, সন্দয়ে করছি দারণ ।
অগ্র সব অবয়ব ভূমেতে করেছি লিখন ॥
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই ত্রীচরণ ।
কি কারণ বিবরণ, শোনগো,
তার চরণের কি আচরণ ।
শ্রামকে লয়ে গেল মথুরায়,
আনুলে না আর পুনরায়, সই সই গো,
রইলো সচল গিরে, অচল হয়ে মথুরায় ॥

আনুটুনী সাহেব ।

আনুটুনী সাহেব জাতিতে পঞ্চগীজ । ইহার পিতা ফরাশডাকার এতজন অবতাপন্ন অধিবাসী ছিলেন । এক ব্রহ্মণ যুবতীর সহিত আনুটুনী অবিবাহিত বয়সে সংযুক্ত হইয়া ; সেই যুবতী কলভাগিনী হইলে, আনুটুনীর ফরাশডাকার বাস করা আর হইয়া উঠে ; তখন তিনি সেই যুবতীকে লইয়া পরীতি প্রাণে আসিয়া বাস করিতে থাকেন । আজও তাঁহার সেই বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে । এইরূপ কবিত আছে, সেই কলভাগিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা, য়েচ্ছ-ভোগ্য হইলেও, হিন্দুধর্ম্মমোদিত আচার-ব-বহার যথাসম্ভব প্রতিপালন করিত, এবং তাহারই অনুরোধে আনুটুনীকে হিন্দুর দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান করিতে হইত । এই সময় দেশে কবির গানের বড়ই প্রাদুর্ভাব । পূজার সময় আনুটুনীর বাড়ীতেও কবির গান হইত । বাস্কালিনীর সহবাসে আনুটুনী বাস্কালী ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন । সুতরাং কবির গান তিনি অনায়াসেই বুদ্ধিতে পারিতেন । ক্রমে কবির গানে আনুটুনীর কেমন একটা নেশা জন্মিয়া যায় ; তখন, নিজের বাবসায় বাণিজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, আনুটুনী নিজের একটা সখের কবির দল করিয়া বলেন । প্রথম প্রথম গোরক্ষনাথ ঠাকুর সেই দলের গান বাঁধিয়া নিতেন । শেষে গোরক্ষনাথকে জবাব দিয়া, আনুটুনী নিজের কবির গান বাঁধিতে আরম্ভ করেন ; আনুটুনীর সখের দল, অবশেষে পেশাদারীতে পরিণত হয় । আনুটুনী বাস্কালীর বেশে কবির আসরে নামিতেন ; দেখিতে সে এক অপূর্ণ দৃষ্ট হইত । আনুটুনীর রচিত গান এখন আর বড় পাওয়া যায় না । বাকী হই একটা পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশিত হইল ।

খুটে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই ।
ভুখু নামের ফেরে মাখুর ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই ॥
আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে—
ঐ দেখে শ্রাম দাড়িয়ে রয়েছে ।
আমার মানব-জনম সফল হবে,
যদি রাশা চরণ পাই ॥

অপাঙ্গে করুণা কর, ওগো মাতঃ মাতঙ্গি !
ভজন সাধন জানি না মা ।
জ্যেতে আমি ফিরিঙ্গী ॥*

যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিব মাতঙ্গী ।
• এই গানের পদ্যের দৃষ্ট হয় :—
আমি ভজন সাধন জানিনে না ।
নিজেতে ফিরিঙ্গী ।

জয়া যোগেন্দ্রজয়া,
মহামায়া মহিমা অসীম তোমার ।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার ॥
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, বিপদকালে,
ডাকি—দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ।
তব সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা,
পাষণে প্রাণ ধ্বংসি উম,
মায়ের ধন্য এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র বলে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমনি পাষণ-কূলে,
ধন্য ভেমনি রেখেছ ॥
দয়াময়ী আত্র আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ ।
জানি, তোমার চরণ সাধন করি,
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—ন ওধারী :
দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে
ভাসলেন শ্রীহরি ;
আবার শূণ্য করে সোণার কাশী,
গুণো শ্রুমা সর্পনাশী,
শিবকে করে শ্মশানবাসী,
সম্যাসী ত, য় সাজিয়েছ ।
নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা শূণ্য হ'য়েছ ॥
মা তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেধরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে, শিব অপমানে, মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞ ভঙ্গ দিলি,

দক্ষরাজ্য নিদয় হলি,—আপনি মলি,
তারেও মেলি, পিতার দুঃখ ভাবলি।
তখন, যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ তাজেছ বিষাদ মনে—দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা, কঠিন প্রাণে,
তার বুকেতে পা দিয়েছে ।
তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার,
আপনার গুণে তোরবো,
দুর্গানাম তরি, মন্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখ'বো ;
আমার অন্তে শমন এলে, অজ্ঞা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা বলে ডাক'বো ॥
মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয় ।
একবার তারা বলে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয় ॥
মা, বাবণরজা অস্ত্রমকালে, রঘুনাক্ষের বর্ণখলে,
দুর্গা বলে ডেকেছিল বদনে ।
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাবলিনে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রীতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি,—
দিতোও কারে রাখ'লিনে ॥
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি ভেজ ডঙ্কা,
আবার ছল করে তার সোনার লঙ্কা
দক্ষ করে এসেছ ॥ *

* এই গানটি আবুটীন্দীর দলে গীত হইত ।
কিন্তু কাহারও কাহারও মতে, গানটা—
ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর রচিত

নীলমণি পাটনী ।

নীলমণি পাটনী—হরু ঠাকুর ও রাম বহুর পরবর্তী কবিওমালা । ইহাঁরও এক কবির দল ছিল ।
এক সময় সে দলের বিশেষ প্রতিপত্তি হয় । ইহাঁর রচিত গান এখন অল্পই পাওয়া যায় । পদার্থ মূল্য-
বোধায় প্রভৃতি গান-বান্দনদারগণ তাঁহার দলের গান বাঁধিয়া দিতেন ।

মা হরারাম্য তারা,
তোমার নাম, মোক্ষদায়, তব্বে শুনতে পাই ।
তাইতে তারা, তোমার তারা,
তারা তারা তারা বোলে, ডাকছি মা সদাই ।
তুমি তারা, তুং ত্রিশূলধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমার ধরা, সে ত বিষয় দায় ।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায় ।
এবার বেঁধেছি মন আঁটা-আঁটি,
কোরেছি মন খুব বাঁটা,
তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটা,
আর পালাতে পারবিনে ।
তারা গো, আজ তরাধরা ঝাঁপ পেতেছি মা,
হৃদয় কাননে ॥
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরুমহামন্ত্র-জাল,
সাধনপথে সেই জাল পেতে
ধাক্কাবো কিছু কাল,—
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,
তারা যদি বাস সে পথে,
ধোরেবো মা তোর হাতেনাতে নীধবো দুটী চরণে ॥
মন-কারাগারে, তোমায় রাখ্বে
মা অতি কভনে ।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা,
ঝোড়শোপচারে পূজা,

তেমন পূজা কোথা পাব বল,
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে,
মানকে নৈবেদ্য করে,
দিব মা তোর চরণ ধোরে, নিম্মল গঙ্গাজল ।
আমি কোথা পাব অন্ন বলি, মহিষাদি অজাবলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে ।
মা এবার পলাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই ।
তারা ধোরেবো বোলে তারা,
মুদিরে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই ॥
মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও ;
কোরে যতন, বহু যতন,
ধনধান্ত নানা রতন, মিলেও তুষ্ট নও ।
তোমায় রারণ সেই লঙ্কাপুরে,
অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সন্ধ্যাশেষে যায় ।
তারা গো, আবার ত্রীমস্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে,
মশানেতে অভয় দিয়ে, বক্ষা কোরলি তায় ।
এখন পরমার্থ পরম ধনে,
আছিলু মা তুই পরম ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজছে,
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥

গৌরক্ষনাথ ।

ইহার নিজের কোন কবির দল ছিল না । অল্প দলে গান রচনা করিয়া দিতেন । প্রধানতঃ আবুটুনী সাহেবের দলের ইহা গান বাঁধনদার দি লেন । এক সময়ে দুর্গোৎসব উপলক্ষে চুঁচুদার কোনও বিশিষ্ট লোকের গৃহে আবুটুনী সাহেবের কবি গান হয় । আবুটুনীর নিকট তখন গৌরক্ষনাথের অনেক বেতন পাওনা ছিল । তাই তিনি আবুটুনীকে বহুদৈনিক, তাঁহার সমস্ত বেতন পরিশোধ করিয়া না দিলে বুড়ন আগমনী গান তিনি আর বাঁধিব না । সাহেব ইহাতে বড়ই রাগান্বিত হন, এবং নিজেরই আগমনী গান রচনা করিয়া সে আসন্ন বক্ষা করেন । গৌরক্ষনাথের অধিকাংশ গান এখন দৃশ্যাপা ।

(২)

ভাগো যা আছে তাই হবে সই,
কি হবে ব্যাকুল হলে ?
এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণ-মূলে ॥
কেন ব্রজধাম, ত্যজে যাবেন শ্রাম,
রাধার হৃৎকের কপাল না হলে !
মনে জ্ঞান হয়, জ্ঞানান্তরে,
আমরা কৃষ্ণ হরি সখি, নি'ছিলাম কার ।
বুঝি সেই শাপে এ মনস্তাপে,
দহিল প্রাণ গোপিকার ।
নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ মঁপে সেই শ্রামের পায়,
রাধার প্রাণ ষায়, গোকুল ভাসে দুঃখসলিলে ॥
গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ তাজিয়া শ্রীকৃষ্ণারণ্য,
কারে বল সই, শুনতে রাধার যন্ত্রণা ।
ওয়ে শ্রামের চরণ-চিহ্ন, সখি ঐ যার পদচিহ্ন,
সেই মাধব যখন হৃৎক বুল'লে না ।
অরণ্যে রোদন, করিলে এখন,
দুঃখ বে না মনের বেদমা ।
রাধার হৃৎকের কপাল তো নয়,
তা হ'লে কি এমন দশা হয় ?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধা, পড়ে ভূতলে ॥

প্রাণ তুমি আর পথে এসো না ।
শুধু দেখা, দিবে সখা, সে তো তা মনেতে বুঝেনা
তুমি যার, এখন তার, পুরাও বাসনা ।
তোমা হতে হৃৎক বা হবার ।
প্রাণ তো হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার ।
দেখা হোলে মরি জ্বলে,
এমন দেখা সখা আর দিও না ॥
আগে তোমায় দেখ'লে সখা,
হোতো পরমো আত্মদাদ ।
এখন তোমায় দেখ'লে ঝটে হরিষে বিষাদ ।
এসো ব'না বলা হলো দায় ।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায় ।
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা ॥
উচিত নয় রসময়, হেথা আসা এখন ।
নতন রঙ্গিনী তোমার করিবে ভৎসন ।
আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ-যুগান্তে ।
অনাদর নাহি কোরো নব্য প্রেমতে ।
নবরসে সে যে রঙ্গিনী !
প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী ।
আমায় যেমন জ্বলিয়ে ছিলে,
প্রাণ তারে এমন জ্বালা দিও না ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায় ।

রাম বহুর পরবর্তী—ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিশীতিরচরিতা । রাম বহুর জ্ঞান আসরে বসিয়াই প্রতিপক্ষের গানের উত্তর-রচনায় ইনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন । কালীঘাটের শব্দের দলে এবং ভোলা ময়রা, গঙ্গানারায়ণ বোপী, বলরাম বৈষ্ণব, হরিমোহন বন্দ্যো, নীলু পাট্টনী প্রভৃতি কবিত্বশালাদিগের দলে, ইনি গান রচনা করিয়া দিতেন । ইহাঁর রচিত প্রায় সকল গানই বিদ্যুৎভাবমূলক ও কবিত্বপূর্ণ । মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন যে দলের বাদ্যনদার নিযুক্ত হইবেন, তখন সেই দলেরই প্রতিপক্ষি বাড়িয়া উঠিত । অনেক সময় ইহাঁকে গান-বাদ্যনদার নিযুক্ত করা লইয়া, কবিত্বশালাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত ।

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ ।
শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাগী ধায়,
হলে—কৈ মা উমা কৈ ?
কৈদে রাগী বলে, আমার উমা এলে !

একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা ! করি কোলে ।
অমনি হুবাহ পদারি, মায়ের গলা ধরি',
অভিমানে কৈদে রাগীর বলে ।
কৈ মেয়ে বলে, আনতে গিয়েছিলে !

তোমার পাষণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষণ,
জেনে, এলাম আপু'না হ'তে, গেলেনাকো নিতে,
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে ॥

পরের স্বরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়ী কি পাসরি।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই ;—

“তো'র কি মা নাই ? তো'র কি মা নাই ?”
অম্বনি সরমে ম'রে যাই ॥

তাদের বলি, আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥

আমার মনের ব্যথা, আছে মনে গাঁথা,
মা, কি বলিবে অস্ত্রে, পিতৃদত্তা কস্ত্রে ;
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
এ কি ক'বার কথা !

স্বরেতে সতীনের জ্বালা গো, তাও ত গুনেছ সব।
শিব-সোহাগিনীর প্রায়, রেখেছেন মাখায়,
সদাই কলকল রব।

তরঙ্গিনীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না, আমার সয় না,
আমার হয় না সংস্কার।

আমি ভাবি কোথা ধাব, কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি ব'সে বিষরুদ্ধমূলে ॥

হিমালয় আর কৈলাস শিখর,
নহে দূর যাতায়াতে ;—

মনে হ'লে মা ! দিনে শতবার,
তব্ব নিলে ত পার মা নিতে ।

বাৎসল্য ভাবেতে তাজ্জ্বলা, কি সে,
শুনি, কহ মা ।

আমি হ'তেম তোমার মা, জানাইতাম মা,
মায়ের কত স্নেহ মা !

তোমার কাঠিন্য হৃদয়, পিতাও নিদয় ;
হোক্ মা, ও হোক্ মা !

একবার তব্ব ত নিতে হয় !

আমি এ মুখ শরণে, মরি মনের খেদে,
কথার কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে ॥

এসে মাথবের মধুধাম,
রূক্ষপদে প্রণাম করিয়ে হুতী বয়,

বংশীধর, বহুদিনের পর,
ও চাঁদবদন দেখ্লাম দয়াময় ।

ফিরে চাও, চাও, চাও হে কালশশী,
সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি ।

তুমি ব্রজের ধন, রূক্ষধন, গোপীস্বর্কধন,
হরি—শুনি বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায় ॥
কি ধন দিয়ে শ্রাম, কুজা কিনেছে তোমায় !

আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন,
দিয়ে সব গোপীগণ, শ্রাম, ল'য়েছি শরণ ;
তব্ব রাধানাথ, স্থান দিলে না রাজ্য পায় ।

এমন ধন, কও হে পেলে সে কোথায় ॥
আমরা ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন,
তোমার রাজ্য চরণে আছি বিকার ।

তুমি হ'লে না সানুকুল, মজালে গোপীকুল,
এখন অকুল পাথারে গোকুল ডুবে যায় ॥
আমরা আহিরিনী, মনে জানি সার,

শ্রামধনের তুল্য মূল্য, ত্রিভুগতে নাই ।
হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্য নিধি,
মূল্য দিতে সাধ্য কার ।

তবে কি জানি কি অর্থ, কি গুণ পদার্থ,
আছে হে কুজার ঠাঁই ! সেই ধন, হুর্লভ রতন,
পেয়ে রূক্ষ মোহিত হলেন তাই ।

এমন ধন আর কিহে কারো আছে !
দ্রব্যগুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুজার সঙ্গে মিশেছে
তুমি ভূলাও জগতের মন, ভূলালে তোমার মন,
সেই ধন এখন, কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকার ॥

তুমি ব্রজের প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,
রূক্ষধন, রাধার কেনা ধন, হ'য়েছ একবার ।
সে ধনে অস্ত্রের নাহি অধিকার ॥

শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে, কেন রূক্ষধন থাকতে রাই কাঙ্গালিনী ।
ক'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে কুজার নাথ,

হরি, মোলো চুহুধে রাই, একবার চক্ষে দেখ লেনা
হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুজার মনের বাসনা ॥
কুজা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,

তাই বামে দিলে স্থান ।
কিন্তু, রাধার বই, কুজার শ্রাম, কেউ বোলবে না ।

বোঝা ভার, শ্রাম হে তোমার, করুণা ।

যথা রও, তার হও গে, দেখ বুঝে ;

অগ্রে রাধা, রাধা নামের পর,

তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে ।

আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম,
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতে তো পারবে না ।

ঘোড়শ গোপিনী শ্রীকৃষ্ণারণ্যে, তার মধ্যে রাধা,

গোপীপ্রধানা, ধন্য মাত্র রাশিকল্পে ।

সবে দান্তক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুজার ফলো ফল ;—স্বপনে তাও ও জানিনি,

ওহে চন্দনদানের এত ফল ॥

আমরা ত ফুল তুলসী দিতাম সখা,—

ওহে হরি, ভাল, তাতেও ত ছিলে চন্দন মাখা,
বুঝি কৃষ্ণসাধনের ফল, ভাগ্যশুণেতে ফলে ফল,

সে ফল অত্যাগী গোপীরা ভাগ্যে ফেলো না ।

নিভৃত নিরুজ্জ্বল দেখেছি সবাই,

বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী,

সাথে বিনোদিনী রাই ।

লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,

দিলেহে কুণ্ডলতে, দয়াময়, তা ও মনে হয়,

সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে ॥

তোমার সেই দাসখত লও হে হরি,

খাতক গেল, মিছে খত রেখে,

কি করিবেন রাই কিশোরী ।

নিজ কণ্ঠের ফল পেলেন রাই,

তোমার দোষ কিছুই নাই,—হরি,

কিন্তু মর্শ্বচ্ছেদ ক'লে ধর্ম্মে সবে না ॥

হুই রাজ্যে হু'জন রাজা, বল প্রজা হ'ব কার ।

ভূমি রাজা, ব্রজ রাই রাজা,

কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন্ রাজার ।

ললিত বিসাখা, কুন্দ চিত্ররেখা, আসি মধুধাম,

রাজসভায়, রাজসম্মোখনে কয়,

রাজা কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম ।

শুন শুন ওহে বনমালী, ব'লি ব'লি,

সব মনের হৃৎকথন কথা তোমায় ব'লি ।

আমরা কোথায় বাই, ব্রজে রইলেন রাই,

ভূমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার ।

জাজ্ঞে এলাম তাই শ্রাম হে যমুনার পার ।

থাকি ব্রজে, একবার মনে করি ;

তা কি পারি শ্রাম, তোমায় না দেখে প্রাণে মরি,

এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,

প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার ।

যখন কুঞ্জে ছিলে হৃদীকেশ,—

প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে শ্রীরাধার হে ;

ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়,

নাহি ছিল হৃৎকথন লেশ ।

পরমহৃৎখেতে গোপিকাগণ হে ক'রিত হৃৎখে বাস,

উঠতো নিত্য রসের লহরী,

বাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস !

এখন কৃষ্ণ, হওয়ারে অস্তথা, দাঁড়াই কোথা,

কোন্ রাজ্যে থাকলে ঘূচিবে মনের বাধা ।

একবার মধুবন, আবার কুন্দাবন,

যাতায়াত পরিভ্রম. সহে না আর ॥

রাই শত্রু রেখো না হে শ্রাম রায়,

বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,

হৃৎখে রাজ্য কর লয়ে কুজায় ॥

বৃন্দে গে কৃষ্ণ কয়, শুনেছি দরাময়,

ক'লে ত সকল শত্রুনাশ ।

ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,

যজ্ঞবংশের বাড়লে উল্লাস ॥

তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,

সে মোলে সব কণ্টক ষোচে,

মোলে, সেও হে প্রাণেতে বাঁচে ;

রাজার নন্দিনী, হ'ল বিরহিণী,

বল হে, কত হৃৎখে সবে আর ॥

ঋণের শেব, শত্রুর শেব, রাখলে প্রেমান বটায় ॥

ভূমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,

ভায় কবলে কাঙালিনী,

তোমার ও গুণ জানি জানি,

এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মন,

মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায় ॥

তোমের মধুপুরে আছে—

শ্রীরাধার প্রাণের ঐরী কেন্ নারী ।

কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো,
 একবার দেখি গো,
 শুনেছি গো, তারি প্রেমে,
 বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি ।
 যত মথুরা নগরী, মথুর রাজ্য হেরি,
 বৃন্দে কয় বিনয় বচন ।
 দাঁড়া গো, একবার দাঁড়া গো,
 তোরা দু'খিনীর দুটো কথা শোন ।
 বড় বিপদে পড়ে তোদের রাজ্যে আমার আসা ।
 আমরা গোকুলের গোপিনী,
 শ্রাম তাপের তাপিনী,
 গোবিন্দ ক'রেছেন এই দশা ॥
 এই মথুরা নগরে, কুজা নাম কে ধরে,
 এখন যারে, কৃষ্ণ ক'রেছেন নতন হৃন্দরী ।
 বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি ।
 তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এ নাম শুনি
 সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, রাধার সর্বদ ধন,
 সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী ।
 বড় রসিকা সেই ধনী, রসিকমনোমোহিনী,
 প্রেমের কাঁদে পড়েছেন রসিকচাঁদ বংশীধারী ।
 তোমরা মধুপুরের কুলাসনা,
 আমরা ব্রজের ব্রজসনা,
 দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার,
 ওগো, ভাগ্যক্রমে আজ এখন,
 পেলাম যদি দরশন, শুধাই সমাচার ;
 তোরা ঘাসনে গো, ঘাসনে গো,
 বোসুগো একবার ।
 দেখে গোপিকা সামাজ্যে, করিসনে অমাজ্যে,
 যে জন্তে এলাম তাই শোন ;
 পরধন নাহি প্রয়োজন,
 সদা নিরুদন করি অবৈষণ ॥
 একজন তোদের দেশে ছিল,
 আগে কংসের দাসী ;
 এখন কংসের আর রাজ্য নাই
 দাসীর দাসীত্ব নাই,
 সেই দাসী হ'ল রাজ-মহিষী ।
 তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে,
 রাধার গলার নীলকান্তমণি ক'রেছে চুরি ॥

ওগো কুজা গো, আমার বলে দে গো,
 মনচোরের বাসা কান্ন ধরে ।
 ব্রজগোপীর মন চুরি কোরে,
 এসেছেন মধুপুরে, সেই চোর—এই চোর,
 ব্রজের মাখনচোর, এমন চোরের
 মন চুরি ক'লে কোন্ চোরে ।
 এই ব্রজের ব্রজনাথ,
 বলিয়ে ধরে হাত, বৃন্দের আনন্দহৃদয় ।
 ঈষৎ ভঙ্গি ছিলে, কথার কৌশলে,
 গিয়ে দূতী, কুজার প্রতি কয় ।
 ওকি কর গো রাজমহিষী, বেরো গো,
 আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেমকাঙ্ক্ষিনী,
 ব্রজের আমার বৃন্দে নাম কমলিনীর দানী ।
 তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী,
 এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে ।
 হ'রে মন, আছে কে এমন,
 বল গো, বল গো আমারে ।
 তাই ভাবি গো, ভাবি মনে,
 কুজা গো, যার রূপে জগৎ ভোলে,
 কার রূপে সে জন ভোলে,—বল গো,
 সে কি মনচুরীর মন্ত্র কিছু জানে ।
 তারে দেখবো গো একবার, কি আকার,
 কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্রমে, প্রেমভোরে ॥
 ব্রজনারী বুঝতে নারি, মনচোরের মন করে হরণ,
 এমন মোহিনী-বিদ্যাসিদ্ধ কোন নারী !
 শুনেছি পুরাণে, সমুদ্রমন্ডলে,
 হৃদা করিলেন বিতরণ ; গিয়ে মনোমোহিনীর
 বেশে ন.রাষণ, ভুলাইলেন মহাদেবের মন ।
 ও কার আছে গো এমন সাধ, যে হে জগদাধা,
 জগতের দুয়ারাধ্য ধন গো,
 এমন কে আছে তারে করে বাধা !
 সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে,
 কি গুণে বেঁধেছে নটবরে ॥

—
 বুঝি নিবল রাখে,
 তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল ।
 হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাণ সাধ,
 অন্তর কোরনা আর নীলকমল ॥

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল,
 এত দিনের পর !
 অন্তর জুড়াও গো কিশোরি !
 হেরে অন্তরে বাকা যংশীধর ॥
 যে শ্রাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
 সেই চিকন কালো, ছুঁদে উদয় হলো,
 এখন হৃদয়তল কর গো অন্তর ।
 যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'লো রাধানাথ,
 আছে এর চেয়ে বসি আর স্মৃৎসল ॥
 এ সময়ে পরশিতে ব'লো না, হয় পাছে অমঙ্গল
 বিধি এই করুন,
 ঘুচুক শ্রামবিচ্ছেদ রাই তোমার ।
 ও গো চন্দ্রমুখি, কৃষ্ণমুখে হুখী
 তোমায় সলা দেখি, সাধ সবাকার ।
 রাখে, তোমার দুখ আর নাহি সহ,
 গোপিকার করিলেন মাধব আজি,
 বিরহানল বুঝি হুশীতল ॥

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল ।
 রজনীতে, ছিলাম শ্রাম সহিতে, ললিতে গো !
 প্রভাতে সেই শ্রাম কোথায় গেল ॥
 দিবসে ক্রীড়ক-রূপ মনে ভাবিয়ে,
 নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হ'য়ে ।
 আমি দেখিলাম ও গো সখি,
 মূহু সহাস্ত বদন, রমণীরঞ্জন,
 কালবরণ বাঁকা আঁধি ।
 যুগল করে কর ধরি, বলে—“প্যারি,
 কেমন আছে বল বল ॥”
 কি ছলে শ্রাম ছলিতে এল !
 বলে—“উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি !
 তোমার হোমক্ষে প্রিয়ে, শ্রামাস দিও,
 একাজ হ'য়ে থাকি ।
 ক'রে আমার নিজাতঙ্গ, দি.য় ভঙ্গ,
 ত্রিভঙ্গ অদেখা হ'ল ॥
 কুহুম শয্যা ক'রে, শ্রীমন্দিরে,
 আমি করেছি শয়ন ;
 ইতিমধ্যে শ্রামহৃন্দর, যেন দিল দরশন ।

মন্তকে.মোহন চূড়া র'য়েছে হেলে ;
 বমমালা, গুঞ্জমালা, দুলিছে গলে ।
 বঁধুর অধরে মধুর হাসি ;—
 করে মুরলী ল'য়ে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
 দাঁড়াল সম্মুখে আসি ।
 মনে হ'ল হেন, কুঞ্জে যেন,
 কোটি চন্দ্র প্রকাশিল ॥
 সখি ! ব্রজপুরী, পরিহরি,
 গেছে যেই সে মাধব ;
 শুনি নাই আর, সেই হ'তে বঁধুর
 ক্রীমুখের রব ।
 আজ এক দেখি সখি, অবট ঘটন !
 সপনে শ্রাম কহে—“প্যারি, আছে হে কেমন ?”
 আমার ধ'রে সেই যুগল পদে ;—
 বলে—“হয়েছি দোষী, বিনয়ে তুধি,
 অপরাধ ক্ষম ক্রীরাধে !”
 ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে, ক্ষণে বলে,
 “শ্রীমতি ও আছে ভাল ॥”
 এ যে স্বপ্ন কথা, প্রাণের ব্যথা,
 ভয়ে করিনে প্রকাশ ;—
 কি জানি কি হয় ভাগ্যে, সলা ঐ মনে ত্রাস ।
 বলিতে ললিতে, আমার সিংহরে হৃদয় ;
 কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ জানেন, আমার বলা নয় ।
 আমি গো সই, রাজনন্দিনী ;—
 কৃষ্ণ-প্রেমে মজিয়ে, কৃষ্ণ ভজিয়ে,
 ছিলেম কৃষ্ণ-আদরিণী ।
 সে হুখে বকিল বিধি, কৃষ্ণ-নিধি,
 পেয়ে পুন হারাইল ॥

প্যারীর রাজহ-হুখেতে আর কাথ নাই,
 বাঁচিলে প্রাণেতে বাঁচি ।
 বিচ্ছেদ-জ্বালা রাই জুড়া'ত, যমুনায় ঝাঁপ দিত,
 কেবল আমরা তার প্রবেশ দিয়ে রেখেছি ॥
 বৃন্দাবনেবরী কিশোরী, যা বল সকলি সম্ভব ;
 যে মাধব, রাধার সে গৌরব,
 গিয়েছে তোমা হ'তে সব ।

ছিলেন ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী :—
 হ'রে রাজত্ব তুমি তার,
 করেছ রাজপথের ভিকারী।
 আমরা কথায় তো ভুলব না, শ্রীরাধার ধন্যগা,
 এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি ॥
 কব কি যে হুখে গোকুলে আছি।

রাধার দ'সী বত সহই ব্রজাসনা ;—
 রাধার চরণ বই জানে না,
 রাই মন্ত্র করে উপাসনা।
 কৃষ্ণ, তোমারে হারা'য়ে, রাধার পানে চেয়ে,
 আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি ॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ।

ইনিও একজন কবির দলের গান-রচয়িতা ছিলেন। গদাধর ও কৃষ্ণমোহনের স্তায় ইহাঁরও নিজের কোনও কবির দল ছিল না। আনুটনী সাহেব, রামহৃদয় স্বর্গদার প্রভৃতির দলে ইনি গান বাধিয়া দিতেন। ইহাঁর গানে রচনা-মাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমতি, এই মিনতি রাখ গো আমার।
 পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিবাদ,
 সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার ॥
 হবি কি পাগলিনী, কমলিনি,
 কৃষ্ণবিরহের দায় ?
 ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ কর দুখ,
 সময়ে পাবে শ্রাম রায়।
 আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে ;—
 সাধে কৃষ্ণসাধে বাদ, পরিবাদ
 ঘটালে এই গোকুলে।
 দুঃখ অকসরে রাখ রাই, প্রকাশে কায নাই,
 ঘটাসনে ছালায় উপর জ্বালা আর।
 জেনো সকলি কপালে হয়,
 রাখে গো, দোষ নাই কার।
 বাধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি,
 ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, বুচিবে এ বিপদ,
 বিপদের কাণ্ডারী হরি।
 ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অস্ত,
 হয় হুঃখান্তে নুখ, বিধি বিধাতার ॥

নাহি একান্ত জানি বিনা শ্রীরাধায়।
 যতনে চরণ শরণ লয়েছি রাধায় ;

এ দায়ে রাখেন রাই যদি পায়,
 নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সধি,
 আমার প্রাণ যায় ॥
 রাধার মাধব রাধার প্রেমে,
 সদা গো বাঁধা আছি সহই !
 নাহি অন্ত জনে জানি মনে সহই,
 একান্ত প্রাণের রাধা বহই।
 ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তা-স্বরূপিনী শ্রীমতী ;—
 কৃষ্ণবিরহে কি ভয় তার, বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার,
 তুচ্ছ অনন্বে কি হবে তার দুর্গতি ॥
 ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার, রাই কৃষ্ণের মূল্যধার,
 ভিকারী আমি রাধার প্রেমের দায় ॥ *

একবার বলি স্ত, আস্তে বলি মাধবকে,
 প্যারি, তোর সম্মুখে।
 ঐ দেখে কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়িয়ে,
 কেঁদে বলতেছে—“দয়া কর রাখিকে !” ॥
 প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিরুঞ্জের নিকটে,
 হেরিয়ে রম্ভে, শ্রীমতীয়ে কর ;

* কাহারও কাহারও মতে এই গানটি গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত।

রাধে, কৈদেছ হার আশীতে নিশিতে,
সেই শ্রাম প্রভাতে উদয় ।

কৃষ্ণ অতি মিয়মাণ, তাহে লজ্জা-ভয় ;—
মুখে আধ আধ ভাষা, গগলগবাসা,
কাতর মাখব অতিশয় ।

দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাই হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ।
যদি দেখেছা হয় বল গো প্রধানা গোপিকে ।

কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত ;—
যেন গ্রহগাত্রে শবী, উদয় হ'ল আসি',
সর্কাসে কলঙ্ক অঙ্কিত ।

নাহি সর্কাসে হরাগ, হৃদে কলঙ্কের দাগ,
নাহি লাভব্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে ॥

— — —
আমি অনন্ত, আমার অস্ত কেবা পায় ।

কতু কুবুজায় হৃন্দরী, করি হে হৃন্দরি,
কখনো ধরি রাখার রাস্তা পায় ॥
সকলে জানে সই, রসমই ! আমি ইচ্ছাময় ;
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে, আমা হ'তে হয় ।

কতু ইচ্ছা ক'রে করি রাজত ;—
করি কখনো স্বাটালি, কখনো রাখার দাসত্ব ।
কতু গোষ্ঠে চরাই গোধান,
কতু গোপের উচ্ছিন্ন করি হে ভোজন,
কতু বীণীর গানে ভুলাই গোপিকায় ।
কতু ভিক্ষা করি মান,মানিনী রাখার মানের দায় ।
কতু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন ;—
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে, রক্ষা করি গোপীগণ,
কতু পুতনা করি নিধন, কতু করি গো মধি,
কালীয় দমন, কতু উজ্জ্বলে বৃন্দেন যশোদাআমায় ।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য ।

ইনিও কবিদলের গান বচনার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে ইনি গান বাঁধিয়া দিতেন । গদাধর যুথোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের ইনি সমসাময়িক ছিলেন । ইনি মাধুর গান বচনায় বিশেষ সূখাতি লাভ করেন । ইনি কবির দলের বেতনভোগী গান-বাঁধনদার-রূপে জীবিকা-নির্বাহ করিতেন ।

আজ কৃষ্ণ ! চল হে নিকুঞ্জবন,
প্রাণাহতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ ।
আছেন চল্লমুখী রাই, চাহিয়ে ও চন্দ্রবদন ॥
তুমি যে ছলে শ্রামরায়, এলে মথুরায়,
হ'য়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ;
করলে সে যজ্ঞ সমাধান, হ'ল তা জগতে বিদিত ।
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম ;—
নীল আসি' ত'ও পূর্ণ কর শ্রাম !
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে ক'রেছি সব যজ্ঞের আয়োজন ।
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়,
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয় ।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ,
তোমার ঐ ত্রীচরণে সমর্পণ ॥

ক'রে যজ্ঞের সঙ্গল প্যারী
আছেন যজ্ঞ-বেদিতে বসিয়ে ;
সঙ্গল জলধরে করিয়ে ধ্যান,
তবিত চাতকিনী হ'য়ে ।
তোমার বিচ্ছেদ হতাশন, ক'রে সংস্থাপন,
সমিধ আপনারি অঙ্গ ;
যোগিনীর প্রায়, আছেন মৌনে,
তাজিয়ে সখীর সঙ্গ ॥
ক'রেছেন রাই আশ্রমনসংযোগ ;—
অপেক্ষা নাই সবই হ'য়েছে ত্রিযোগ ।
আপনি কর্তা হ'য়ে, সমুখে পাঁড়িয়ে,
হৃৎখিনীর যজ্ঞ কর সমাপন ॥

স্বজনি গো ! আমার ধর গো ধর,
 বুঝি কি হ'ল আমারে ।
 নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঙ্কন,
 কে আসি' প্রবেশিল অন্তরে ॥
 দারুণ বসন্ত তাপে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে,
 কৃষ্ণরূপ ভাবতে ভাবতে রাই ;
 হলেন অচেতন, ধরে সখীগণ,
 রাইতে রাই যেন আর নাই ।
 ওখন চৈতন্ত পেয়ে কমলিনী কয় ;—
 এ কি দায়, বিধ্বস্তের প্রায়,
 কে আমার হৃদয়ে উদয় ? ।
 হেন হ্রান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার,
 পশিল আমার হৃদিপিঞ্জরে ।
 সই, ভাবিতে কেন অঙ্গ সিংহরে !
 একে শ্রীকৃষ্ণবিহনে দেহ শূণ্য,
 এতে অশ্রু ভার কি সয় গো সই !
 এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে,
 কে আসি' হ'ল অবতারণ ।
 একে সহজে দানৈ ক্ষণে মলিনে,
 বিরহ-বিষেতে জ্বরা,
 আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার,
 বহিতে দুঃখের পসরা ॥
 আমার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এ ন ;
 যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে প্রাণ আকর্ষণ
 মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার,
 দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ করেছে ॥

এমন দুঃখের সময় কালাচাঁদ,
 কেন দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয় ।
 আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,
 পাছে তাঁর শ্রামঙ্গ সই, দগ্ধ হয় ॥
 অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,
 কার বা অসাধ ?
 কিস্ত লগিতে ! কপাল গুপ্তেতে,
 ষটিল হরিবে বিবাদ ॥
 কৃষ্ণবিলাসের সই, আমার এ অঙ্গ,
 হৃৎসহ কৃষ্ণবিরহ, ততে আসিয়া জালায় অনঙ্গ ।

সে যে ত্রিভঙ্গ কাশিয়ে, মানসে হেরিয়ে,
 জুড়াই সই ! তেমন কপাল আমার নয় ॥

গোমার কমলিনী, কাল খেঁষ দেখে,
 কৃষ্ণ বলে ধংসে যায় ॥
 আমরা তায় বলি করে ধরি,
 ও রাই, ধোর না গো ও নয় ত্রিহরি ;
 তবু, কৈকৃষ্ণ বলে, প্যারী মুচ্ছা যায় ॥
 রাধার নবম দশা হেঁ'রে, ব্যাকুল অন্তরে,
 সন্তরে আসি' কংসধাম ।
 শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে,
 পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম ।
 ব্রজে শ্রামবিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে ;—
 (রাধানাথ হে !) তোমার রাই বলে,—
 হৃদপদ্মের নীলপদ্ম নিলে কে !

কেন এমন হলেন প্যারী, নারী বুঝিতে নারি,
 শ্রাম হে, তোমায়, সমাচার দিতে এলেম মথুরায়,
 একি ভ্রান্তি হ'ল শ্রীরামের, কহ শ্রামরায় ।
 কেউ বা বীণে লয়ে, বসন্তেরে,
 বিনয়ে বীণের প্রতি খেদ জানায় ।
 ওরে ও বীণে ! ব্রজে শ্রাম বিনে,
 বীণে আজ শান্ত হুরস কে বাজায় ॥
 কেবল নারদ বাজায় বীণে, সে বিনে,
 তুই সাজবিনে, বাজালে হুরস বাজবিনে ;
 বলি শোন্ বীণে রে, আমরা নবীনে রে ;
 বীণে কি নারীর করে শোভা পায় ।
 তুই ত যাবিনে রে, যাবিনে যথা শ্রাম রায় ।

হরি বিনে মার বীণে,
 তোর রসেতে আর ডুবিনে,
 ও রস ভাবিনে রে—ও রস ভাবিনে ;—
 বলি বারে বারে, যা বীণে, যমুনা পারে,
 না গেলে সেই মধুপুরে, কৃষ্ণ পাবিনে ।
 তুই কাঠের বীণে, বসন্তে রে,
 কৃষ্ণবোল বল বীণে—বল বিপদ যায় ॥

মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ ক'রে রাই,
 বনফুলের মালা গায়ে পাটালে ।

আজ কুজার প্রেম সম্বোধনে,
ব'সে রাজ সিংহাসনে ; ছাদে হে চিকণকালা !
রাই দিলে চিকণ মালা,
ও মালা কার গলায় দিব মধুমণ্ডলে ॥
কুহুম-হার করে ল'য়ে,
বৃন্দে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায় ;
বধু হে, এলে রেখে, শ্রীমুখ না দেখে,
শোকে রাই অশোক বনে সীতার প্রায় ॥
তোমার মধুর শ্রীবন্দাবন, কুঞ্জবন ফেলে রাখে,—
মনের বিষাদে, তোমার বিচ্ছেদে ;—
বসন্তে কিশোরী, বনে ভ্রমণ করি,
“কোথায় হে বনমালা !” ব'লে কাদে ।
রাধার চক্ষের জল চন্দনমাখা,
মালায় আছে রেখা, লেখা কৃষ্ণন্যাস ;
কৃষ্ণ, তার পথে পথে কাদালে ॥
ক'রে চিত্র বিচিত্র সাজালে ।
(শ্রাম হে, তোমার গরবিনী রাই)
বনের কুহুম তুলে, নানা জাত, জাতি ধ্বি,—
দধি হয়ে শ্রাম শোকে,
মুগ্ধ মধুর বন দেখে শ্রাম হে !
তোমার গরবিনী রাই,
মধুর ভাবে গেঁথেছিল মধুমালতী ॥
হ'য়ে বিচ্ছেদ ব্যাকুল, বকুল ফুল,
গেঁথে মালা প্যারী সে জালায় ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, গেঁথে কৃষ্ণকলি,
মুচ্ছা যায় কৃষ্ণ ব'লে পড়ে প্লায় ॥
কৃষ্ণ, দেখ হে, একবার দেখে যাও,
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল ।
ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হয়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সন্দেশে পুড়ে যোলো ॥
বসন্তে ত্রীকণ্ঠে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ ;
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দধি,
তোমার সেই মধুর বন্দাবন ।
শুক শরী ডাকে না হে কৃষ্ণ ব'লে ;
মধুকরের মধু মধু রব, সে রব নাই হে ;

কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে ।
হ'ল সুখহীন বন্দাবন, শুন মধুহৃদন !
এ মধুর কাল ফলে শুকালে ॥
কেন শ্রাম, তার গোকুলে পাঠালে বল ।
ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব, তরুলতা সব,
মুখে মুঞ্জরিয়া ছিল কুঞ্জকাননে ।
তাহে মলয় সমীরণ, জালায়ে হতাশন,
বন্দাবন সেই অনলে দহিল ॥
বল উদ্ধব হে, কি লিখন কান্দালিনী দেখালে ।
সজল আঁধি, মলিন বদন দেখি,
কি দুঃখের দুঃখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মুচ্ছাগত রাই ব'লে ।
বন্দাবন-বাসিনী আঁজি কি প্রমাদ ঘটলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কোন ক্ষণে, পত্র দৃষ্টি মাত্র চিত্ত চমৎকার,
যেণ ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায়,
পড়লেন এই রাজসভার হরি,
যেন শক্তিশেল বিধলো ~~জল-কল~~ ॥
শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উজ্জবেয়ে কয়,—ওহে কৃষ্ণ সখা,
দেখ দেখহ কৃষ্ণের কি ভাব উদয় ।
যেন কি ধন হয়েছেন হারা,
কি মনের দুঃখে, চক্ষের বারি বকে বহিছে ধারা ।
হয়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবস্তুটিত,
হরি তাজে রত্নাসন, কালবরণ ভূতলে ।
দুঃখী ভাগী কত দেখতে পাই,
এই মধুরাজ্যধামে এসে যার হে ।
এমন কান্দালিনী, শ্রাম মনমোহিনী,
কখন ত দেখি নাই ।
কান্দালিনী বুঝি নয় সে,
নারীর বুকেতে নারি কি লীলে,
সে কোন মনোমোহিনী, দিয়ে মোহিনী,
দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে ।
মাগা করে এসে মধুরাজ, কান্দালিনীর বেশে,
কৃষ্ণদন কান্দালের পাছে লয়ে যায় ।
নারী মায়াবী, জানে ছল, মননে বহে অক্ষয়ল,
আগে আপনি কৈদে শ্রামকে কাদালে ॥

ভবানী বেণে ।

ভাবানীচরণ পদ্মবিনিক—“ভবানী বেণে” নামে প্রসিদ্ধ-লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিজের কবিত্ব দল ছিল, এবং নিজের কবির গান বাঁধিতে পারিতেন। বর্তমান জেলার অধিকা-কালনার মন্ট্রিকট মাঠেই গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রাধ পরিভাষণ করিয়া, কলিকাতার উপনগর বরাহনগবে ইনি মপরিবারে বাস করিতেন। এক সময়ে ইহার কবির দলের বিশেষ স্থাতি ছিল, এবং সেই দল হইতে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।

বোকা গেলনা হরি, তোমার কেমন করুণা।
জানা গেল—নাহি নারীষণের ভাবনা।
তাজে ত্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুব্জার মনো বাসনা।

সকলি বিশ্বতো, ত্রজনাপ, হোলে কি একোকালে
তোমার লেখ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
ভেবে দেখেছে গোহুলে, করিলে কি লীলে,

তা কি তোমার পড়ে না মনে।

শ্রাম, নন্দ উপানন্দ হৃন্দ,
আরো রাণী যশোমতি।

হা কৃষ্ণ হো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণে কৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি ॥

আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ত্রজেরো সমাচার
কি কব মাধব, সে অতি চমৎকার।
ত্রজ-গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি ধমুনা ॥

সখি কণ্ড শুনি সমাচার আসিবেন সে হরি পুনঃ
কি ত্রজে আর।

হবে কি আমার হেন কপাল ভাবার ॥
মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে
কিরূপ ব্যবহার।

না হেরে নবীন জলধররূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান,
দিবা নিশি আমার সেই শ্রাম-ধান।
জীবনধোঁবন ধনপ্রাণ, হরি বিনে সকলি আধার।

হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,
মধুপুর-সুখধিলাসী,

স্বরূপ কহনা সেখানে রাজার কোন মহিষী ॥
ত্রজের চুড়া-খড়া নাকি ত্রজেচেন শ্রাম রায়।

কুব্জা নাকি বামে শোভা পায় ॥
ত্রজের হৃথের কথা শুনে হরি
কি দিলেন উত্তর তার ॥

একবার কুব্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাকরে কোকিলে।
মধুর কুব্জধনি শুনে, তাপিত প্রাণ,
জুড়ায়ে গোপীগণে।

নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল-ডালে ॥

জুড়ায়ে গোহুলবাসী গোপী সকলে,
শুনো মধুমাধা মধুস্বর, ওরে পিকবর,
রাধার কর্ণকুহরে।

হুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্কাণ হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের জ্বালা ধাবে কৃষ্ণনাম নিলে ॥

বসন্ত সময় ত্রজে হল না বসন্তের অভ্যাস,
দুতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়,

সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যা, কৃষ্ণগদ পক্ষে,
অঙ্গ ফেলে আছে রাই ;

জুড়ায় কমলিনীর জীবন,
ব্যথার ব্যথী এমন কে,—

ওরে পক্ষ, হও সাপক্ষ, দুখিনী বলে ॥

আমরা দুখিনী গোপী বিরহিনী কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বনে ত্রিভঙ্গ, অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর,

শোনরে ওরে পিকবর,

সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে ॥

মানিনী শ্যামচন্দ্রে রাবে কি অপরাধে ।
কে গেল বল গো তুমি এ বাদ মেখে ॥
ঠেকিলাম আজু এ কি প্রমাদে ।
মান শশীমুখে কেন লো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে ॥

এই দেখে এলাম,
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হস্তকৌতুকে,
ছিলে গো রাই অতি প্লক্ষে ;
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদে অনল
উঠিল কি বাধাবাদে ॥

দাশরথি রায় ।

দাশরথি রায় বাঙ্গালার পাঁচালী রচয়িতাদের সম্মতি। তাঁহার বচিত পাঁচালী বাস্তবিক নবরসের অমৃতভাণ্ডার। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আজিও বঙ্গদেশে এমন নগর বা গ্রাম নাই, যেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে বাঞ্ছন্য কৃপক পর্য্যন্ত আজিও সকলেরই মুখে সমন্বয়ে তাঁহার পাঁচালীর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদবাসী ধনী হইতে পর্ণ-কুটীর-বাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি মোহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পাঁচালীর পালাগুলি—ভাষা ও ভাবের রত্নাকর—আমাদের দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার অহুল সম্পত্তি।

সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার গন্মিকট বাঁধমুঠা গ্রামে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় এবং মাতার নাম জীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের চারি পুত্র ; তন্মধ্যে দাশরথি দ্বিতীয়। তাঁহার মাতুলের নাম—রামজীবন চক্রবর্তী ; মাতুলালয়—পীলা-গ্রামে। শৈশব কাল হইতে দাশরথি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষার পর, তিনি কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। তবে বাল্যকালে অল্প শিক্ষার অপেক্ষা গীতবাদ্য শিক্ষাতেই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই উক্ত গ্রামের ব্রী-কবিওয়ারী অক্ষয় পাটনির কবির দলে তিনি প্রবেশ করেন। সেই কবির দলের গান ও ছড়া তিনিই রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া, তাঁহার মাতুল মহাশয় বড়ই বিরক্ত হন ; এবং অনেক চেষ্টার পর কোনও আত্মীয় লোকের সাহায্যে সে দল হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনিয়া এক নীলকুঠিতে তিন টাকা বেতনের মুহুরীগিরি কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সে চাকুরীতে জবাব দিয়া দাশরথি আবার সেই অক্ষয় কবির দলে প্রবেশ করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের পুনরায় মাথা হেঁট হয়। প্রায়ই সকলের ভৎসনায় অবশেষে দাশরথির মনে একদিন হঠাৎ কেমন যুগা জগ্মগ, এবং সেই দিন হইতে তিনি উক্ত কবির দলের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

জীবনে তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এই বার তাঁহার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইবার নিজে পালা রচনা করিয়া তিনি নিজেই একটি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন। দেখিতে দেখিতে সেই অঙ্কুরিত বীজ কলগুপ্পসুশোভিত এক বিশাল মহাদ্রুমে পরিণত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত পাঁচালীর সুখ্যাতি একবারে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তৎকালে বাঙ্গালার এমন জেলা, এমন মহকুমা, এমন গ্রাম বা নগর ছিল না, যে স্থান, রসরাজ কবির দাশরথি রায়ের অমৃতময়ী পাঁচালীর বিজয়-যোধ্যায় প্রতিরুদ্ধিত না হইত। প্রথমে লোকে যে দাশরথীকে তিনটি মাত্র টাকা দিয়া পাঁচালীর গান করাইত, শেষে শত যুগা দিতে স্বীকৃত হইলেও সেই দাশরথি তাঁহাদের দুঃখাপ্য হইয়াছিলেন। এই পাঁচালীর দল হইতে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া পীলাগ্রামে এক সুন্দর অট্টালিকা এবং দুইটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সন ১২৩৪ সালের ২রা কার্তিক কৃকপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে সন্ধ্যাবেলা তাঁহার গঙ্গাভ্রম হয়।

হুট—রাঁপতাল।

মম মানস! স্নান ভজ, বিজ-চরণ-পঙ্কজ।
বিজরাজ করিলে দল্ল বাসনে ধরে বিজরাজ ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নহি পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল, ত্রাসন-চরণ-রজঃ ॥
যার গমন বিজরাজে, নথরে বিজরাজ সাজে,
বিজপদ-শোভিত ব্রজরাজ-হৃদয়-সরোজ।
জান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে,
দাস না হয় দাশরথি হুখ পায় সে দোষ নিজ ॥

নলিত—রাঁপতাল।

হর নিবর, হরি নিবর, মোরে হর-কামিনি!
ভুজি ধর্ম নিভার-পথ কর ত্রিপথ্যামিনি!
বীর কর্তব্যে দোষে ভবে, পেয়ে হুখ পদ পদে,
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাধো,
পতিতপাবনি! পদে, শুনে ধরেছি পদ,
হস্তি-পদ-রক্ত-বিহারিণী!
আজ্ঞাধরে সীতাম্বর, হর পুঞ্জ না পেয়ে বর,
বড় হুখ পেয়েছি গিরিবর-নন্দিনি!
জীবনান্ত জেনে অস্ত, এসেছি তব জীবনে,
এখন, জীবনরূপিনি পদে!
তোমা বিনে ত্রিভুবনে,—
কে আছে আর দাশরথির হুখ-নিবারিণী।

হুট-স্নান—টিম-তেতাল।

ভার্য, দেখে রূপ হরের নয়ন উথলে।
ভূতায় হারিণী স্বয়ং ভূতলে।
শশী আঁধি বনবাসী, তরুণ অরুণ আসি পদতলে।
কেঁচি ধোপেন্দ্রকামিনী, হরপিনী সোদামিনী,
হতসামিনী, গগনে যখন চলে।
যদি কি রূপ-মাধুরী, হিমগিরির-বুমারী,
হেমগিরি মলিন হুখানলে।
নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের শ্রীতর্থে,
জলমিল যোগমায়া আসি, যশোদানন্দিনী-ছলে।
ত্রিলোচনী এলোকেলী, হরুপসী ধর্মকেলী,
শশী মসী-দোষী মুখ-মণ্ডলে।

ঋতি-নাসার ভুলনা, ঋতি-মূল্যেতে মেলে না,
অতুলনা ললনা ঋতি বলে,—
দাশরথি ভুল, পাণি দরশন,
কর স্নান-চন্দ্রযোগ, যোগমায়ার পদ-কমলে ॥

দিকু-স্নান—কাওয়ালী।

সে কি কালো দেখে এলি কাল যার!
কালের কাল যার, সে কাল-পুজার,
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যার।
আমি ভাল জেনে তোরে ভালবাসি লো অস্তরে,
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয়!
আজ, ভাল জানা গেল, তোরে ভাল নয় লো ভাল,
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয়।
কাল ভালরূপ জেনে ভালরূপ,
শশিভাল যাকে ভাল বাসে,—
তোরে ভাল লাগে না তার!
ও জটিলে একি হটে, থেকে জলধি-নিকটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়!
দাশরথি! কেন জল, গুণজলধির জল,—
যত দূরে মিলে গিয়ে, ঢাল কায়!
ও-পার মিল রে,—জনমিল রে—
জল-রূপিণী জাহ্নবী ঐ জলদ-বরণ-পায় ॥

ধাধাজ—পোস্তা।

যে ভাবে তারা-পদ, ষটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদারিণী ॥
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যার পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী ব'লে,
কাল ভয়ে পালায় অমনি ॥
মায়ের মায় জনন্ত, অনন্ত না পার অন্ত,
কালহরা কালীমত্ৰ তারিণী ত্রিগুণ-হারিণী ॥
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কড় রাধা মন্দাকিনী ॥

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রজধামের তুলা ধাম আর কোথাও নাই।
সম্মুখে বদনে কেবল হরি ধনি শুদ্ধে পাই ॥

রূক্ষ-প্রেমে সবে মত্ত, ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব,
বলে কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই ।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, তাদের মুখে রূক্ষ-কথা,
অনুক্রম অনুগত, জানে কেবল তাহারাই ॥

লিভ-স্মিথিট—স্বাপতাল ।

আয়রে কানাই আয়রে গোষ্ঠে রজনী পোহাইল ।
ডুকিছে ঐ সম্বনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল ॥
থেরো রে রাখালের রাজা, শ্রীনন্দ্রের নন্দন,
করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটা বন্ধন,
রাখালমণ্ডলী-মাঝে নেচে নেচে চল ॥

ও ভাই ! মায়ে বল বুঝাইয়ে,
দেবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা-আবৃত করি বদন কমল,—
মোহন চূড়ে বকুল-মালা মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বন্ধ-মাধুরি !
গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলো ।

অহং স্মিথিট—৭২ ।

বলরাম রে ! আজি মোর নীলমণি-ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না ।
কুশপন দেখেছি কালি,
না জানি কি করেন কালী, রে,—
ধেন কালীদেহে ডুবছে আমার কালিয়ে সোণা ।
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে, নন্দ মন্দ কম আমারে,
এ পাশ সংসারে রব না রে,
গোপালকে লয়ে স্বরে স্বরে,
রাখিব প্রাণ ভিক্ষা করে,
তবু গোপালের মা-ঘশোলা নাম থাকবে ঘোষণা ।

স্মিথিট—৭৩ ।

দেখ দেখ মা দেখ হুগে !
নীলমণি তোর বনে যায় ।
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল,
দিলাম মা তোর রাজা পায় ॥
দাসীরে করুণা করি, সম্বটে রেখ শকরি !
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে,
মা কেবল তোর ভরসায় ॥

তারা-হারা হয়ে,—তারা !
দেই বনে নয়নের তারা,
মাগো ! তুমি করুণ নয়নের তারা,—
বিতরণ কর বাছায় ॥

অহং স্মিথি—৭৪ ।

ওকে যায় গো কালো মেঘের বরণ !
কালো রতন রমণী-রঞ্জন ॥
মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, মই !
আবার কটাক্ষে চান্দ্র, নাচায় ছুটি নয়ন খঞ্জন ॥
নিরঞ্জে বিদরে প্রাণি, যেমেছে চাঁদবদন থানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো,—
কুলের শঙ্কা না থাকিত,—সই !
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন ॥

লিভ-স্মিথিট—একতাল ।

কানাই ! একি ভাই ! রইলি প্রভাতে অচেতন !
উঠিল ভানু, ও নীলতনু,
যায় না দেখে বেণু ভিন্ন ॥
অঞ্জন আঁধি যুগলে, গুঞ্জ-হার পর রে গলে,
কদম্ব-মুঞ্জরী পরি, সাজাও যুগল কর্ণ ।
পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া, ও নীলবর্ণ ।
রাখাল সাজে, রাখাল মাঝে,
নেচে নেচে চল অরণ্য ॥
গা তুলে যাও, শীত্রে সাজাও,
গোষ্ঠে বাবার রূপ-লাবণ্য ।
তোর কালো কায়, দিক অলকায় করি চিহ্ন ॥
সাধ করে তোয় সেখে বলি,
যখন ক্ষুধায় আমি কালি,
তুই এনে মিলালি, বনমালি ! বনে অন্ন ॥
একদিন বনে, রাখালরূপে,
বিষজীবনে জীবন শূন্য ।
দিলি জীবন-কানাই, তুলনা নাই গুণে অজ্ঞ ॥

ললিত—একতালী ।

আমার এই কথাটা পাল,
আজি রেখে গোপাল,
গোপালের গোপাল ল'য়ে যা ছিদাম ।
ওরে, কাঁচা ঘুমে আমার,
উঠিলে অশোধ কুমার,
কৌর দিলেও হবেনা আঁখির জল-বিরাম ॥
যায় না ধেনু গোপাল না গেলে পর,
গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর,
ধর মুরলীধর, তুই মুরলীধর হয়ে যা রে,—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম ।
গোপাল-বেশে হও রে গোপালে প্রবেশ,
সাজিবে তোকে বেশ, প্রাণ-গোপালের বেশ,
তুই বাজালে বেণু, অমনি ফিরিবে ধেনু,
তার কি ভয় রে, ধেনু চিনিবে না রে ছিদাম,
ছিদাম কি তুই শ্যাম ॥

ললিত—কাঁপতাল ।

আয় রে গোষ্ঠে যাই রে কানাই,
গগনে উঠেছে ভানু ।
চকল চরণে চল, তাই ! চকল হয়েছ ধেনু ॥
অকল ছাড়িয়ে মায়ে'র শিরে পর মোহান চূড়া,
মুরলীধর ! মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া,
অলকা তিলক অঙ্গে পর নীলতনু ॥

ধাধাজ—২২ ।

বাল্লীর রব শুনে কানে,
মন কেনে সই এমন করে ।
রাখিতে পীতবাসে সদা বাসে অন্তরে ॥
বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি,
জীবন যৌবন কুল শৌল,
সঁপি শ্রামের কমল করে ॥

জয়জয়ন্তি—কাঁপতাল ।

শ্রাম জলদবরণ বামে, রাম রক্ত-গিরি দক্ষিণে ।
দেখে যশোদা যুগল কক্ষে,
যুগল-রূপ যুগল নয়নে ॥

পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটি কোটি সুধাকরে,
ঐ রূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে ॥
দাশরথি কুমতি অতি, কি হবে তার ভবে গতি,—
সঙ্গতি ও ধন বিনে,—
তায় হয় কি দৃষ্ট, রামকৃষ্ণ—
যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥

বাহার—কাঁপতালী ।

যায় কালো কালো বলিলি মো জটিলে !
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল-পান কালে কালে ॥
হেরিয়ে সে রূপ কালো, অন্তরেতে জাগিছে,—
সদা বিরিকি-বাহিত্রি আছে এ কালো পদতলে ;
যখন চিনিতে নারিলি কাল,
তো'র ত নয় ভাল ভাল,
তো'র জলাভাবে গেল জীবন,—
থেকে জলধিজলে ॥

ললিত-ঝিকিট—একতালী ।

প্রাণ যায় ! এ সময় একবার আয় রে কানাই !
ও রাখালের জীবন ! জীবন রাখ রে,
ও জীবনধর-বরণ !
জীবনান্ত-কালে আসি, দেখা দে রে ভাই !
আমরা বিধ-জীবন-পানে, ভোজেছিলাম প্রাণে,
তো'র রূপা-রূপাণে সে জালা নিভাই,—
ব্রজে বেজেছিলি, (গিরিধর রে !)
গিরি ধ'রে করে,—
আজি বুঝি গিরিশুহে জীবন হারাই ॥
ভাই ! তো'র মহিমা যে, থাকে মই মাঝে,
যদি গিরি-মাঝে আজ দেখা পাই,—
ও নীলকমল-তনু ! ঐ দেখ কাঁদে ধেনু—
না শুনে মধুর বেণু,
ভবে, নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ॥

সিন্দূ-ভৈরবী—পোস্তা ।

যাবনা করি মনে, মন কি মানে বাঙ্গী শুনে ।
বাঙ্গীতে মন উদাসী, হই দাসী ত্রীচরণে ॥

মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালো-শশী,
কাল হলো মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে
পারিগ কেহ সহচরি । রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালোচাঁদ-প্রেম-ভুরি, বৈধে মনে বনে টানে ॥

বাঁশাজ-১৭ ।

ওগো সজনি ! রাই-অঙ্গ সাজাব, দিয়ে কি ভূষণ ।
ও ষার, রূপে রইল ঢাকা, রাকা-শশীর কিরণ ॥
রাই রমণীর শিরোমণি, ও অঙ্গে সাজে না মণি,
যার ভূষণ শ্রাম-চিন্তামণি, চিন্তে মনিগণ ॥
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তার সাজে কি স্বর্ণ-হারে,
যে রূপ হেরিয়ে হরে, মূনি জনার মন ॥

ললিৎ-রাগতাল ।

নিবগিতে ব্রজরাজে, ত্যজি কল-লাজে,
গতি নিদে গজরাজে, চলে ব্রজরাজ-রাণী ।
ভাবো অঙ্গ চল চল, প্রেমে আঁশি ছল ছল,
বলে, মদি ! চল, চল, যেন চকল হরিণী ॥

সিন্ধু-ভৈরবী-আড়া ।

কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাপুরী,
ধরো না, ননদি ! তোমার চরণে ধরি ॥
কৃষ্ণপ্রেম-কৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে,
জলে রাই-চাতকী,—বিনে বৃক্ষ-প্রেম-বারি ॥
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণদরশনে,
আমি, বিচ্ছেদ-ভাষনে কেমনে তরি ।
হরি ব্রহ্ম পরাংপর, আমারে কি হলো পর,
আমি জানি পূর্বাংপর, আমারি হরি ।
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবো না মনে,
মন তাতে মন-অভিমান, মরে গুমরি ।
পুরাইতে মনোরথ, কৃষ্ণপদে মন রত,
সংসার বিরত মন, দিবা-শরীরী ॥

জয়জয়ন্তী-১২ ।

তুমি হে কমলাকান্ত ! এত ভাস্ত কি ক্লারণ ।
নাশিতে রাবণে কর, বনপশু-আরাধন ॥
তোমার নামেতে নিস্তার, হরি !
ভাষসিদ্ধ—জগজ্জন ॥

গোলোকেতে বিরাজিত, তুমি ইন্দ্রাদি-পূজিত,
তুমি কাঁদ শক্তি বিনে, শক্তি কাঁদে
অশোক বনে হে !
আবার শক্তিশেলে মরে প্রাণে,
তব আঁপের লক্ষণ ॥

বারোড়া-১২ ।

যদি ভক্তের মান ঘুচাতাম রাখিকে !
তবে ভুগুমনির পদচিহ্ন কেন আমার নুকে ॥
আমি ভক্তের ভক্ত রাখা !
ভক্তপ্রেমে বন্দী সদা,
নৈলে বেন নন্দের বাধা, বহি আমি মস্তকে ।
দ্বিজ দাশরথি দীন, তার কি বাবে হুখে দিন,
দীনবন্ধু বলি যদি দিনান্তরে ডাকে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী-পোস্তা ।

কালো রূপ নৈলে তোমার কি শোভা
রাই কমলিনি !
মেজেছো শ্রাম-জলদের বামে, রাখে !
সোদামিনী ॥

তুমি শ্রাম-অঙ্গের ভূষণ,
তোমার ভূষণ চিন্তামণি ।
হয়েছে স্বর্ণ-লতায় জড়িত নীলকান্ত মণি ॥

সিন্ধু-কাওয়ালী ।

কুঞ্জ-কাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে ত্রীরাধাকান্ত ।
শ্রামা-শ্রামে ভেদ কেন কর রে জীব ভাস্ত ॥
গীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি ! হেরি কি রূপের অস্ত ।
কিবা, কালোপরে কালো-শশী,
লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী, অটহাসি, বিকট দন্ত ॥
যে গোবিন্দ-পদধরে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,—
হর-নরে সাধে সারা দিনান্ত ।
দিয়ে সে চরণে রাসা জবা,
রঙ্গিণী রাই করে সেবা,
কে পারে শ্রাম চিন্তামণির ভাবে অস্ত ॥

বাঁধাজ—যং ।

একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি ।
তোমার পাদপদ্মে পদ্য কেন,
কেন তায় হৃদয়নী ॥
কমলময় সকলি দেখি, কমল কর,
তায় কমল আঁবি,
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী ।
কমল-মুখ তায় কমল হাসি,
কমল-কর তায় কমল বাঁশী,
কমল-মেবিত কমলপদ-জুখানি ॥

বাচো!—যং ।

তুমি রাই হতে কি বড় ভাব হরি !
তুমি অগতির গতি,
তোমার গতি রাই-কিশোরী ॥
কৃষ্ণ ! তোমার নামের গুণে,
হরে বিপদ ত্রিভুবনে,
তোমার বিপদ হলে, বাজাও রাই ব'লে বাঁশরী ।
রাই হতে যে তোমায় মানে,
তা দেখিছি দুর্জয় মানে,
বাকৌ কি শ্রাম ! অপমান,
সাধিলে চরণে ধরি ॥

শিবু-ভৈরবী—পোস্তা ।

ঐ দেখ, আসছে আগ্নান, নশিবদান ! বনমানে ।
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন !
তোমায় ভাজে ॥

দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবে কেমন ক'রে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে, দাওহে অভয়-পদাশ্রয়ে ।
রাধ করুণা করি, তব করুণায়,—শ্রীহরি !
সহস্র-বারায় বারি, এনেছিলাম আমি ব্রজে ॥

শিবু-ভৈরবী—পোস্তা ।

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান,
দুষ্ট আগ্নান এসেছিলো ।
সাধ পুরাতে সাধের বন্ধু,
শ্রাম আমার আজি শ্রামা হলো ॥

যারে ছিদাম ! ত্বরায় বলে,
দেখুক রে সখা সুবল,
শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে বলো ॥
সেজেছে সুন্দরী তারা,
শ্রাম আমার নবনের তারা,
ভালে তারা সেজেছে ভালো ;—
যে অধরে নন্দরসী, দিত রে ক্ষীর নবনী,
বংশীধরের অধরে আজ, যোগিনী সুখা মঁপিল ॥

জলিত—একতালী ।

বেদে পায় না অন্ত, নামটী হার অনন্ত,
তার অন্ত কি পায় সামান্তে ।
হ'য়ে ঐ চরণ অভিলাষী, শিব যাতে উদাসী,
কমলা হার দাসী, ত্রিলোক-মাতে ॥
কিন্তু যে চরণে রত্নাকর আপনি,
পদ নখাশ্রিত চন্দ্রকান্ত-মণি—
শিরে হার শোভা করে কৌন্তভমণি,
সেই চিন্তামণি,—
ভবে মুক্তিদাতার চিন্তা মুক্তার জন্তে ॥

বাঁধাজ—কাওয়ালী ।

কি ধন গর্ভে ধরেছ রাণি !
যে রত্ন-কিরণে আলো হলো ধরণী ;—
ও পদ-পরশে হয় কত রত্ন মণি ॥
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়,
মনের তিমির হয় লয়,
কটাক্ষে উৎপত্তি-লয়,—করেন বেদেতে স্তনি ॥

হুট-মল্লার—টিমে তেতালী ।

সই গো ! ডুবলাম ঐ রূপ-মাগরে !
এই গে.কুল নগরে, আছে কে হেন সুন্দ-
আসি তরঙ্গে রাখারে ধরে ॥
মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি
দিল লাজ নীল গিরিধরে ॥
কাল তো কত দেখি লো,
মধি লো ! একি লো কালো,
অবিল ভুবন আলো করে ॥

ভবে এ নীল ধন কে আনিলে,
 বিনি মুলে তরুণলে,
 ও নীলবরণ কিনিল মোরে ॥
 আমি একা কোথা রাখি,
 কিছু ধরো গো ধরো গো সখি !
 রূপ আমার আঁখিতে না ধরে ।
 কোটি আঁখি দিলে বিধি,
 কিছু কাল ঐ কালনিধি—
 হেরিলে আঁখির দৃশ্য হরে ।
 ঐ যে কালরূপ, বিশ্বরূপারূপ,
 দাশরথি কয়, শ্রীমতি । দেখ নয়নমুদে অন্তরে ॥

—

বাহার—কাওয়ালী ।
 আর কি করি করি, বলো গো বৃন্দে ।
 শ্রীহরির প্রতিকূলে, কাখ কি সহি পোকুলে,
 হারালাম অকূলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে ॥
 ধন মন কুল নীল সঁপিলাম ঘাহারে,
 সে তাজিল,—না দিল স্থান চরণারবিন্দে ॥

ললিত—রাগাতাল ।

অপরূপ বিশ্বরূপ, হেরে হয় মন মোহিত ।
 নাল গিরিবরে যেন, কনকলতা-জড়িত ॥
 বদনতলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত ॥
 হেরি শশী হলো মসৌ, ভয়ে পলায় মমথ ।
 ও যুগল পদানুব্রজদল, দাশরথির বান্ধিত,
 ভবের ভাবনা ঘাবে কি করিবে রবিশূত ॥

শলিত—একতাল ।

প্রথমে মন্ত চিত্ত,—যে ধন
 ত্রিলোচন বুকে রেখে !
 তাকি পায় শ্রামা ! সামান্ত লোকে,
 ওমা কালি কালবারিনি !
 কালের শঙ্কা কে না রাখে ।
 মা তোর ধ্বংসে চরণ কার এত বুক,
 হাত দিবে তোর কালের বুক ॥
 অভয়া ! তোর অভয়চরণ
 অভিলাষী আর হবে কে ?
 করে স্বহস্তে সহি, শিবকে চরণ,
 দিচ্ছে সনন্দ লিখে ॥

• হুয়ট—কাওয়ালী ।

হায় হায় ! লজ্জায় শ্রাবণ যায়,
 গিরিজায় পূজে যায়, পতি পাব অবিলম্বে ।
 সেই নবনৌ-চোর, নবীন নাগর,
 ঐ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদম্বে ॥
 আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাখার বস্ত্র লয়ে,
 আছে রাখার নাম-অবলম্বে ।
 রমণী হৃৎথে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে,
 হৃৎ-আশে পড়েছি বিভ্রমে ।
 হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ,
 আর কি আছে ভাগ্যে
 মোদের এই তো আরস্তে ॥

গান্ধাজ—কাওয়ালী ।

তোমার এ কেমন বাসনা, হরি ।
 কুলবধুর নিলে বাস হরি,—
 আর কতরূপ জলে বাস করি,
 যাব আমরা বাস, ওহে নিদয় পীতবাস !
 বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী ॥
 নীতে ঋতু নীতল, জলে কাঁপে কায়,
 কি কর হে জলদকায় !
 রমণী বিরহে দহে, এ রসে পৌরুষ কি হে !
 এই যে শুনিলাম তুমি রসবিহারী ॥
 কত সাধের সাধনায় তোমায় সাধিলাম,
 সাধ না পুরালে হে শ্রাম !
 অধিনীদের হবে কান্ত,
 তাতো হলো না হে একান্ত,
 অধিকান্ত একি হে লাজে মরি ॥

ললিত—একতাল ।

জলে স্থলে রই, তোমার অন্ত কই,
 অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখি !
 কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম,
 অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি ॥
 আমি-ভিন স্থানে লুকায়ে কীরূপ,
 অপরূপ আমার নামটা বিশ্বরূপ,
 নৃসিংহ-রূপে, দনুজ ভূপে, নাশিতে হে,—
 আমি স্তম্ভ মধ্যে গিয়া প্রহ্লাদে রাখি ।

ব্রিটিশ-ঠেকা ।

ননদিনি বলো নগরে,—সবারে ।

ভূবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-মাগরে ॥

কাজ কি বাস,—কাজ কি বাসে,

কাজ কেবল সেই পীতবাসে,

সে থাকে বার জন্ম-বাসে,

ওলো! সে কি বাসে বাস করে ॥

কাজ কি গো কুল! কাজ কি গো কুল!

গোকুলের কুল সব হ'ক প্রতিকুল,

আমিত সঁপেছি গো কুল—

অকল-কাণ্ডারীর করে ॥

আলিয়া—একতালী।

রাধে! কে চিনিতে পারে তোমায় ।

এলে গোলোক করি শ্রুত, ধরায় অবতীর্ণ,

পাতকীর কুল উদ্ধারিবার জন্ত,

জগৎকর্ত্তা ত্রিলোক-মাগ

ভব মাগ করেন যায় ॥

রাধাকৃষ্ণ এক আশ্রয় বলে বেদে,

চারি ফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে,

দৃষ্টি মুদে যে জন পদ ভাবে হৃদে,

এড়ায় শমনের দায় ॥

ব্রিটিশ - মধ্যমান ।

প'রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে ।

কালী-কলঙ্কিনী নাম রটালে সব প্রতিকূলে ।

হরি ত্রিলোক-পূজ্য জগৎমাগ,—

যে ভজে সেই ধরায় ধন,

হলো সেই পদ ভজে জন্মজ,

অগণ্য রাই—এ গোকূলে ॥

ললিত—একতালী।

কি শোভা হইল কুঞ্জে রাধাশ্রমে ।

নীল-গিরি যেন জড়িত হেমে ॥

কল্লস-নখরে, হেরে সুধাকরে,—

চকোরী চোকরে ভমিতেছে ভ্রমে,—

দাস দাশরথির—দুঃখে নয়ন গলে,

ঐ পদ-যুগলে, পাব কি চরমে ॥

বেহাগাদি জংলা—ধেমটা ।

আমি তনু আশ্রিত,—প্যারি !

যাহা মোরে আশ্রা কর, তাই ত আমি করি ॥

তব নাম চূড়াপরে, রাখিয়াছি যৎ ক'রে,

ঐ নাম বংশী ধ'রে গাই দিবস শরীরী ॥

শুন রাধা রসময়ি! তোমা ছাড়া আমি নই,

যথায় তথায় ঐ, নাম পান করি;—

দাসপত্নি লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া,

তোমার তরে শেগী হৈয়া, কুঞ্জ-দ্বারে ফিরি ॥

বিভাস—আড়া ।

উঠ উঠ উঠ রে কানাই !

গো চারণে বেলা হ'ল, উঠ রে হরায় রাই ॥

গত সব রাখালগণ, দাণ্ডাইয়া সর্বজন,

তন অপেক্ষ। কারণ, দেখে প্রাণের ভাই ।

ধেনু বৎস হান্স-রবে, (কৃষ্ণ !)

ডাকিছে তোরে সবে,

কেন আছ মৌন-ভাবে,

কিছু বুঝিতে পারি নাই ॥

বাহার বাগেবন্দী—থররা ।

তবে আনতে বারি, চন্‌লেম হরি !

ওহে নন্দের নন্দন ।

দেখ নাথ, দয়াময়! দাসীরে না কর বঞ্চন ॥

একেতো অংলা নারী, কুল লাঞ্ছন করি,

শুন শুন বংশীধারি! হয় পাছে কলঙ্ক-হটন ।

কুটিলে দুষ্ট ননদী, সদা তোমার বিবাদী,

ঐ ভয়ে সদা কাঁদি, সে দোষ কর ভঞ্জন !

বাঁদাজ—একতালী ।

মূলের লিখন আমি আমি ।

সকলেরি মূল যে গোবিন্দ ! তুমি ।

কোথা যাবে অস্ত্র মূলের অধেষণে,

অমূলক কথা শুনি না শ্রবণে,

মূলময়-শুণে,—মূলধারে তত্ত্ব—

পেয়েছি, হে ভবধামি ॥

পরজ—একতালা ।

এ কপল তোমার,—কালী !

কলঙ্কী হয় রাজবাণী !

যার গলে হে, গোফুলচন্দ্র ! অকলঙ্ক

চাঁদের মালা ॥

যে চাদে করেছে দূর, সদানন্দের মনের অন্ধকার,

রাধার পক্ষে ষট্টলো কি দায় !

খাটিলো না সে চাঁদের আলা ॥

নাথ হে ;—গোফুলের মাঝে,

কুলকণ্ঠা হ'য়ে কুল ত্যজে —

অকুলের কাণ্ডারী ভঞ্জে, রাই হলো না

কুলোজ্জ্বল ॥

ললিত-বিতান—রাঁগিতান ।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমল-পতি !

ওহে ভক্তপ্রিয় ! আমার ভক্তি হবে রাধা-সত্যী ॥

মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বুলে গোপ-নারী,

দেহ হবে নন্দের পুরীস্নেহ হবে মা যশোমতী ॥

আমার,—ধর ধর জনার্দন !

পাপ-ভার গোবর্দ্ধন,

কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সংপ্রতি ।

বাজায়ে রূপা বাঁশরী, মন-ধেনুকে বণ করি,

ভিত্তি হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাণ ইষ্ট, এই মিনতি ॥

আমার প্রেমরূপ-বধূনা-কুলে,

আশা-বংশী-বট-মূলে,

সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি ।

যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,

জ্ঞানহীন রাখাল তোমার,

দাস হবে হে দাশরথি ॥

খট্ট-ভৈরবী—একতালা ।

যদি ঘৃণাও শ্যাম ! কলঙ্কিনী নাম —

বল্বে গোফুল সকলে সাধের ।

দেখিব কেমন লয়া, যদি দাও দাসীরে,—

একবার দরশন,—মহাকালের ধন !

ওহে কালারি ! কাল-বারির মধ্যে ॥

অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে,

দেখবে হে ত্রৈলোক্যে যক্ষে রক্ষে—চক্ষে

দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা-রক্ষে ভিক্ষে,

বাক্যে কেবল তোমার চরণ-পদ্মে ॥

এ ভার—কি ভার, ভুভারহারি ! তাতো জানো,

করাসুলে ধর গিরি-গোবর্দ্ধন,

করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন,

অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে ॥

— — —
আগিষ্ণা—একতালা ।

এখন যা কর হে ভগবান !

ছিদ্র-ষটে বৃক্ষ বিপদ ষটে, হরি !

কিন্তু আনতে যদি নারি এই বারি,—

তবে এই বারি, ওহে হৃৎ-বারি !

বারিতে ত্যজিব প্রাণ ।

অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,

প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উজ্জ্ব,

দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব !

কুন্তে হয়ে অধিষ্ঠান ॥

শঙ্কা এই,—কৃষ্ণ নামের হবে নিন্দে,

ভাসাইলে হৃথিনীরে নিরানন্দে,

করলে বৃক্ষ নাথ ! চরণারবিন্দে—

স্থান দিয়ে অপমান ॥

— — —
জয়জয়ন্তি—কাওয়ালী ।

তোরা কেনে সখি ! বলিস রাধার জয় ।

তোরা বল গো, সই ! শ্যাম-চাঁদের জয় ॥

তারি জয়ে জয়, দারী জয় আর বিজয়,—

জয়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে,—

যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয় ॥

গিয়ে জল আনতে নয়নে না ধরে জল,

জলাকার দেখি সকল,

যত চক্ষে জল ধরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে,

জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয় ॥

আমার এ কুন্তমাঝে রূপাসিদ্ধুর জল,

এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল,—

যে পদে জন্মে গো ধনি ! জলরূপা হরধূনী,

এ ষটে জল আনি, করি তাঁরি পদাশ্রয় ॥

স্মৃতি—খাপতাল।

বাম-ভাগেতে শ্রামমোহিনী,
শ্রামচাঁদ শোভিছে দক্ষে।

কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে ॥
ব্যাকুলা হয়ে নন্দ-নারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি কি শ্রাম হেরি,
কোন রূপের করি ব্যাখ্যে ॥

কিবা বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি,
নৌলমণি নির্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে ;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,—
একঅঙ্গ রাধাকৃষ্ণ, একবার দেখো জননি জ্ঞানচক্রে

আলিয়া—একতাল।

আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে !
অন্তাচলে সখি ! ভানু প্রকাশিবে,
কুমুদী মুদিবে,—
হ'লে দিবে কি এনে দিবে গোবিন্দেন ॥
দেহ-পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ-পাখী,
কৃষ্ণ-প্রেমাহারে দিয়ে তারে রাধি,
সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখি !
প'ড়ে প্রাণকৃষ্ণ-আশা ব্যাধের কান্দে ॥

স্মৃতি—একতাল।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শরীরী !
করি রূপা-দান, কর এ বিধান,
করণানিধান হরি ॥

ওব ওত সছ গুরুর গঞ্জন,
কর হে বিখ-বিপদভঞ্জন !—
তুমি মনোরঞ্জন, এসো নিরঞ্জন !
নয়নের অঞ্জন করি ॥

পূর্ণব্রহ্ম ! কর পূর্ণ অভিলাষ,
কিকিৎ অবকাশ করহে প্রকাশ,
অন্তরেতে যেন ভেবো না আকাশ,
ব্রজেশ্বরী হৃদে স্থরি ।
হই বনদগ্ধা হরিণী যেমন,
হরি হে ! করিলে ক্রীহরি এখন,
যেওনা ক্রীহরি ! হরি দাসীর মন,
হরিবে বিধান করি ॥

সিকু—জং।

বৃন্দে গো ! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে ।
আমার শবরূপ—যে, সব আধার,
সেই প্রাণ-কেশব বিনে ॥
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্রাম-শরীর,
করে কি শরীর বিশেষরীর, সে গোবিন্দ জানে ॥

বেহাগ—জং।

রাধার হৃদয়ের ধন ! আজি বৃন্দাবনে ।
কর হে বাণিজ্য-কার্য্য আজ দাসী-সনে ॥
আমার সৌকার,—তোমায় সব সম্প্রদানে ।
তুমি যে ধন দিবে,—সেই ইঙ্গিত নয়নে ॥
ইথে কি লাভ, বধু ! ভাব দেখি মনে ।
তোমায় স্থান দিয়া ছন্দে,
আমি স্থান লব চরণে ॥

রামকলি—মধ্যমান।

বল হে নিদ্রয় ! নিশি কোথা বকিলে ।
কোন ধনীর বাড়লে ধনি,
গ্রাম-ধনে ধনী করিলে ॥
যার সনে করলে বিহার,
সে হারে নাই তুমিই হার,
না দিলে চিন্তামণি-হার,
চিন্তামণি যার গলে ॥

বাঁশজ—একতাল।

ছি ! তোর মানের মান কি এত !
করলি সাধের শ্রামের মান হত ॥
যে গোবিন্দ-পদ, আপদের আপদ,
শঙ্করের দদা-সম্পদ, পদে যার ব্রহ্ম পদ,
খটে,—সে তোর পদে প'ড়ে পণচ্যুত ॥
যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি,
কণ্ঠভূষণ তোমার নীলকান্ত-মণি,
রমণীর দায়ের সে মণি অমনি,
মণিহারী ফণীর মত ॥

হুট—কাওয়ালী ।

ন রহিবে মান,—সে মানে ।
ফিরে যাও হে রুহ ! নিজ মানে মানে ।
না হেরি নয়নে কভু সে মান-সমান মান,
রাখিতে মান, মানা যদি হে মানো,
সে মান বিদ্যমান,
গেলে হবে হত-মান, মানসে রতন ক্রান,
মানে মানে ॥

অহং—একতাল ।

কর এ কি রঙ্গ !
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,—
আজি এমন কেন, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ !
কি লাগি উদাসী,—বল না দামীরে,
বিগলিত কেন শিথিপুচ্ছ শিরে,—
শোভে কি হে শ্রাম-অঙ্গ !
বংশীধর ! কেন বংশী ধরণীতে,—
তোজে রাখা-গুণ-প্রসঙ্গ ॥
কেন না হেরি কেশব, প্রাণাধিক রব,
সখা হে ! সখা-সঙ্গ !
কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত,
কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত,—
ব'রে যুগল অপঙ্গ ॥
কিসে মথ্যে ব্যথা, কও না ডাকুলে কথা !
মাধব ! আমি কি হে বৈরঙ্গ ॥

ললিত—একতাল ।

কি শোভা রে কুঞ্জ রাই-ত্ৰীগোবিন্দ ।
নবধন-পাশে যেন উদয় হলো রাকান্ত ॥
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ ।
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ ॥
ডাকিছেন সুধাংশুযুথী,
শ্রাম এলো, আয় শ্রামা সখি !
শ্রাম,—শোকে অহুতী হয়ে, বলিছি তোয় মন্দ ।
ডাকেন শুকে, নাচ রে সুখে,
হুথের সময় কি আর সন্ধ !
মধুকর ধনি ক'রে, পান করে মকরন্দ ॥

হুট—মল্লার—৩৭ ।

বল বৃন্দে হে ! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ !
বুঝি হা-রাই ব'লে হারাই ভীবন,
দাঁড়াই কার কাছে সহি !
আর সবে না বিচ্ছেদ-ব্যাধিগত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রসমই !
বৃন্দে হে, কোন প্রকারে,
বাচাও এ বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখাতে পথ অন্ধকারে,
কে আছে আর তোমা বই ॥
ওহে, রাই-কুঞ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি,
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল মোরে সহি !
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি,
যার জন্ত গোলোক ত্যজি, নন্দের বাধা মাথায় বই

যোগেশ্বরী-বাহার—কাওয়ালী ।

সই ! কালো-রূপে সদা হরের মন হরে !
প্রাণ-সই রে ! গৌরাক্ষী হ'য়ে যখন,
হরের ভংগে র'ন, হররাণী পূজা করেন হরে ।
আবার শ্রামাক্ষী যখন, তখন হরের ছন্দে বিহারে
রাধার হরে মনের কালো,
কালো-নিধি চিকণ চির-কাল,
কালো,—কাল নিবারণ করে ॥
ধিক ধিক ধিক জানে, ধিক সে মানীর মানে,
ধিক প্রাণে ধিক তার অন্তরে,
কালো মানিক ত্যজিয়ে রাধে,
মান লয়ে কাল-হরে ॥

ললিত—একতাল ।

দেখলাম ত্রিরাধার, শ্রাম হে, শ্রামা প্রাণ,
অসি-ধরা,—ধরা যায় রসাতলে !
(একবার,) তুমি হে ত্রীধর, হয়ে রক্তাধর,
ধর-গে রাই-চরণ ছাদি-কমলে ॥
সে ধনীর ধনিতে নাই কোন উৎসব,
অকালে ভয়ে গুঁকিণী এসব,
সংসারবাণী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় হে,
এখন তুমি হে কেশব ! সব না হ'লে ।

সিন্ধু-খানাজ আঁটা ।

তা কি নাই মধু মনে !

যাবে তুমি কোন তীর্থ ভ্রমণে !

সর্ব্ব তীর্থময়ী গঙ্গা,—উদ্ভবা তব চরণে ॥

বধু হে ! কি জন্তে যাবে সাগরে,

গঙ্গ-গমন কিসের তরে !

ঐ চরণ তো গয়াপুরের শিরে, ভব-নিস্তারণে ॥

বধু হে, যাবে কালীতে, কোন্ পূণ্য প্রকাশিতে,

কি অধর্ম্ম বিনাশিতে, হয়েছে মনে ;—

শ্রাম ! তোমার ঐ চরণ-কালী,

কালীকান্ত অভিলাষী, দাও হে গোলকবাসি !

সদা বাহ্য-ফল সেই পকাননে ॥

ললিত—কাওয়ালী ।

মরি হায় হায় ! শুনে হাসি পায় !

কালী যাবেন কাল-শলী ! ভস্মরাশি মেখে গায় ॥

বধু হে ! যাবে কালীতে, কি বলবে কালীবাসীতে,

কালীধামে প্রবেশিতে, কালীনাথ পড়িবেন পায় ।

হে কৃষ্ণ ! এ কষ্ট সব হে কেমনে,

কি বলাই, মুখে ছাই, চন্দ্রবদনে !—

তাজে বাসী, ও শ্রামশি ! ধরবে নাকি দণ্ড,

ভাসিবে নয়ন-নীরে—হাসিবে ব্রহ্মাণ্ড,

পীতাম্বর ! তাজে পীতাম্বর,

বাসাম্বর কি শোভা পায় ॥

বেহাগ—ষৎ

বধু হে ! পরাধিনী ! নারীর বেশ তোমায়ে ।

পরতে পরাণ-বধু ! পরাণ বিদরে ॥

পর-পরাধিনীর হৃৎ আনাতাম তোমায়ে,—

পরাতাম,—পরাণ-বধু ! পর হলে পরে ॥

পর নও পরম সখা ! তুমি ইহ-পরে ।

গোপীগণের পরম নিধি পণ্য পরাণ-উপরে ॥

রমণী-রঞ্জন প্রাণবধু হে !

তোমায়ে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে ;—

হরের রমণী তোমায়ে সাধেন সাধরে ;—

বধু ! হতে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে ॥

ঝিঝিট—ঠেকা ।

কে ধনি । তুই ভ্রমিস গোকুলে ।

অকুলে হয়েছিস আকুল,

কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে ॥

বয়েস দেখে—দেখে আকার,

অসভা তো হয় না বিচার,

কি বল যৌবনের সঞ্চার, হয়েছে হৃদয়-কমলে ।

হয় নাই রস রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,

জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ,

দাশরথি তা কি বলে ॥

বিভাস—একতাল ।

আর কি থাকে কুল, এসেছ গোকুল,

ডুবাইতে কুল, অকুল সাগরে !

একবার দেখলে কালো শলী,

আর কি যাবি কালী,

দাসী হবে বাশী তুললে পরে ॥

আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস,

অন্তরে প্রবেশ করেন ত্রীনবাস,

স্বামী-সহ বাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো !

শ্রামের বাঁশের বাশী বনবাসিনী করে ॥

বংশীরবে সতীর সতীত্ব লমন,—

হরে লয় সতীর পতি প্রতি মন,

মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজোন, বেগে ধায় গো !—

যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে ॥

ঝিঝি—ঠেকা ।

অপরূপ রূপ কেশবে— কে শবে ।

দেখ রে তারা, এমন ধারা,

কালোরূপ কি আছে ভবে ॥

আমরি কি প্রেমভরে, সদানন্দ হৃদে ধরে,

ঐ রমণী মন হরে, যে ভজে সে মুক্ত ভবে ।

মা-বারি-মুক্তিকা মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ

দিন সব হরিতে থাক,

নইলে মা হৃৎ আবার দিবে ॥

গলিত—ঝাঁপতাল ।

দেখিছেন অতুঃর, রূপে রাম যেন রজত-গিরি !
 বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন-মন নিল হরি ॥
 হীরক-মণি মান-হত, রামের অঙ্গে শোভা কত,
 তাহে মিলিত মকরত,—নিন্দিত রূপ-মাপুরী ।
 অতুঃর বাম নয়নে দেখেন রাম, দক্ষিণ নয়নে শ্যাম,
 এক আঁখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে
 আঁখিতে বারি,—
 দাশরথি কয়, গুরে নেত্র ! রাম-শ্যাম অভেদগাত্র,
 সারে দেব দেখরে মাত্র, দুই কই রে একই হরি

অহং—একতাল ।

পারি ! কার ভরে আর গাঁথ হার যতনে ।
 গলায় হার—কিশোরি !
 আরাধনের ধন তোমার চিত্তামণি,
 সে হার হারালে, হা রাই !
 কি শুন নাই ভাবণে ॥
 একজন অতুঃর নামে সে যে, সাপুর মূর্তি মেজে,
 কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে, দহ্যরুদ্ভি ক'রে,—
 হ'রে গয়ে যায় তোমার সর্পিধ-ধন,—
 আমরা দেখে এলাম,—রথে তুলেছে রতনে ॥

ঝিরিট—ঠেকা ।

কেন চক্রে ধরো সকলে ।
 ঐ চক্রে কি যায় গো ! রথ,
 জান না কার চক্রে চলে ॥
 ভেবেছ রথ টান্ছে বাজী,
 সই ! তোরে কই, বাজি কই, ও কেবল বাজি ।
 আজি আমাদের হুখের বাজি,
 সাঙ্গ হলো এ গোকুলে ॥
 হয় ধর, হয় হতে কি হয়, এ দশা যা হতে হয় !
 আগে তা বুঝিতে হয়,—
 হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে,
 না হয় দাও অনলে ॥
 কেন কও সব কুভারতী,
 সারথি রে বল সই ! অসার অতি,—
 কি করিবে সারথি এর মূল রথী—দাশরথি বলে ॥

ধাঝাজ—পোস্তা ।

আমরা আছি রে অতুঃর !
 কৃষ্ণ-প্রেমের যজ্ঞে ব্রতী ।
 যন্ত সব পূর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহতি ॥
 অজ্ঞান অবলার ত্রুট, বৈগুণ্য হলো কত,
 রাসা পায় ব'রে তা তো,
 ম'পি কে গো বন্দ প্রতি ।
 একবার গোপিকার কারণ,
 বোত করি রাসা চরণ,
 শান্তিজন দিয়ে দুঃখের,
 শান্তি ক'রে যান শ্রীপতি ॥

ধাঝাজ—পোস্তা ।

জগতের ভাতকে পাবি,
 এ ভাত হতে সে ভাত ভাণ ।
 বার বার আর এসে ধরায়,
 টানা-কাড়ার ফল কি বল ॥
 কলুষ-আস্ত্রের তাতে, জ্বালাতন ছিল তাতে,
 তাঁত ! তোর কপালগুণে,
 সে আস্ত্রের তাত জুড়াল ॥

খই ভৈরবী—একতাল ।

ওরে নিদ্রে ! কেন অঙ্গে এলি ।
 তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার,
 রাধার মূলধার, কোথা লুকালি ॥
 হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন,
 অমূল্য রতন সে নীলরতন,
 সদা সাধে গারে সনক সনাতন,
 ব্রহ্ম-সনাতন কারে বিলালি ॥
 হৃদি-পদ্মান, করি অবেষণ,
 পাইনে দরশন, সে পীতবদন,
 ওরে নিদ্রে ! শোন, ক'রে আকর্ষণ,
 বিচ্ছেদ-ভাশান, তুই জেলে দিলি ॥

খই ভৈরবী—একতাল ।

নয়ন ! কে নিলে রে হরি হরি !
 নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,
 ছিল রে নয়ন ! দিয়ে শ্রহরী ॥

কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর !
কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর,
নয়ন-অগোচর, করলে মনোচোর,
মরি রে, সে চোর কেমনে ধরি ॥

হুরট-মল্লার—বাঁ।পতাল।।
বল দেখি রে শুক শারি !
ভোরাতো কুঞ্জে ছিলি ।
কোন পথে গেল রে আমার,
মনোচোরা বনমালী ॥

কি দেখে তাজিল কাত, সে তবু না জানি ।
অন্তরে ছিল রে অস্তর্যায়ী সে চিত্তামণি ।
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি ॥
ওরে শুক ! আমার আজি কি হইল,
হৃৎ-সম্পদ দুটিল,
হৃৎসাগর শুকাইল, হৃৎ কারে বলি ।
হৃৎ ছিলাম শুক ! লয়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী,
হৃৎপিঙ্গর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাকি,—
কে আর শুনবে ব্রজে রাধা রাধা পুলি ! ॥

ললিত স্মিট—কৃত্তাল।।

দেবকীর দব-হৃৎ নাশিতে এতকালে ।
কে ডাক মা বলি, বুঝি কৃষ্ণন আমার এলে ॥ ১ ॥
এলি তো হৃৎখিনীর হৃৎ দেখ রে যহ্নন্দন !
করেছে নিদ্র কংস কর-চরণে বন্ধন,—
চক্ষুতে হের রে গোপাল ! বক্ষেতে শিলে ॥
তোরে রেখে যশোদা ভবনে,
তোর আমার আশা-পবনে,
আছিরে জীবনে, গোপাল ! এত হৃৎখানলে ;
একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আশি,
ভবের বন্ধন মুক্তি কারণ, বাছা তুমি,
তবে বন্ধন দশাতে কেন মায়ে হৃৎ দিলে ॥
বাছা ! বধি জননী জনক, ব্রজে কি হৃৎজনক,
জানি রে যাদব ! যত যতনে ছিলে ;—
জানে কে সন্তানের মায়ী, না ধরিলে উদরে,
কিঞ্চিৎ নবনী-তরে, ধবলী-পুচ্ছ-ডোরে,
বক্ষলে যশোদা কর-কবল-যুগলে ॥

ছায়াট—কাণ্ডালী ।

গোবিন্দ গুণধাম ! কে জানে তোমার মায়ী ।
হর হর, হরারাম হরি ! বন-জন মায়ী ॥
দীন হীন ভ্রাতা পামরে দেহ পদছায়া ।
দারাদি তনয়, কেহ নয়, এ মিছে প্রাণয়,—
দৌনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে ! শ্রাম হে !
শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে হর বিপদ,
নিরাশয়ে নিরাপদ কর হে নীরদ কায়ী ! ॥

খিটি অহ—যং ।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ-
কালো রতন রমণীরঞ্জন ।
মোহন করে মোহন বাশী, বিধুমুখে মুহু হাসি,
মই ! আবার কটাক্ষে চায়,
নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন ॥
নিরখি বিদরে প্রাণী, বেমেছে চাঁদবদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো ;
বিধি আমায় সদয় হ'ত
কুলের শঙ্কা না থাকিত সই ।
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধু-বদন ॥

পাখাজ—গেমটা ।

কুংসিতের বেশ দেখে, শ্রাম !
ঠেস্ করে কি কও আমাকে ।
ভালো নই, কমল-আশি !
হাঁ হে ! হৃন্দরী কি সবাই থাকে ॥
এমন নয় যে গায় পড়েছি
আমার এই রূপটি দেখে,
খাকি চুপটি করে মনের হৃৎ ॥

হুরট—যং ।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্রমে ।
রাধা কোটিচন্দ্র মাজে, কালো জলদেবি বামে ॥
কিবা নিম্নি কালো জলধর, রূপ রাধার বং শীঘর,
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলো ব্রজধামে ।
পূর্যাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রজা গঙ্গাগঙ্গ,
পুঞ্জিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুহমে ॥

আলিঙ্গা—ঠেকা ।

তোমার এই কি ছিল হে কপালে লিখন ।
 শ্রীমদুদ্ভদন । বিপত্তিভঞ্জন নামে
 বিপদ হলো ঘটন ॥
 পূর্ণ-সবোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাবীনী,
 তাঁর ভাজে চিন্তামণি, কুজাতে হইল মন ।
 অনি যেমন পদ ছেড়ে, কোথায় বসে উড়ে,
 শেষ কালে যায় পাখা ছিঁড়ে ভাগ্যে রয় জীবন ॥
 সন্ধ্যা পরে তোমার পদে, ভুললে তুচ্ছ রাজ্যপদে
 পূর্বে কুজাদাসীর পদে, করিতে তার মানহরণ ॥

ললিত-বিন্দিত—একহালা ।

বধে রাধার প্রাণ, এলে কালাচাঁদ !
 বল এ তোমার কোন ধর্ম্য !
 কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অন্ধ,
 কে করে গোবিন্দ ! এমন কন্ধ্য ॥
 তোমার মাতা যশোমতী,
 কি কব হৃৎপতি, ওহে যতপতি ! পতিত-পাবন ।
 ওহে তব সঙ্গিনে, তব হৃদশনে,
 ধবাসনে তারা করিয়া শয়ন !
 বহে চক্ষে বারিধারা, বলিতেছে তারা,
 বলেছিলে,—ছাড়া হব না আজন্ম ॥

ইম্ব—পোস্তা ।

বল, হৃদিক কেমনে রাখিবে কানাই, শুনি তাই ।
 হুই গুরুতে হলে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই ॥
 হু-রাজার প্রজাদের মন্দ, হু-দল হলে বাধে বন্দ,
 হুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না,—
 ওহে প্রাণাধিক ! বলি কি অধিক,
 তার সাক্ষী হুরধুনী দেখতে পাই ॥
 ওহে, হু পা দিলে হুই তরিতে,
 বল, কেমনে পারে তরিতে,
 কোনরূপে তরিতে পারে না,—
 উভয় বিদ্যমান, রাখবে কার মান,
 বল হে গোবিন্দ ! আমি মনের সন্দ মিটিয়ে যাই

ইমন—পোস্তা ।

ওহে কালাচাঁদ ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয় ।
 বড় প্রেমে বড় জ্বালা, হব না তাতে সুখোদয় ॥
 বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় তুষ্কর,
 বড় হ'য়ে ছোট হলে অপমান,—
 বড় লবণাক্ত সিদ্ধবীর, অধি বড় সুগভীর,
 বড় বীর, শুভ্র বীর, বৃথাতে হইল ক্ষয় ॥
 দেখ বড় আশা করি, কালনিমে পাকায় দড়ি,
 ভাগ ক'রে লব বলে লঙ্কায়ান,—
 শেষে হনর করে যমঘরে, গেল এসেই দুরাশয় ॥

ইবদী—ঠেকা ।

রাগে ! উঠ উঠ একি অলক্ষণ ।
 ধনীতে তুমি ধরা, ধরাশয়া কি কারণ ॥
 তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ,
 মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উন্মোচন ॥
 শুন মন নিবেদন, তুমি হে ! মম জীবন,
 জীবন ত্যজিয়ে যৌন, বাঁচে আর কতক্ষণ ॥

খট-ভৈরবী ।

শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী ।
 নীলান্বজ-বামে রাধে—পূর্ণ-সবোজিনী জিনি ॥
 ঠাকা দুটি পদ-আঁধি, রাকাক্ষ পদমুখী,
 রাধাক্ষ চক্ষে দেখি, লাজে লুকাই সৌদামিনী ॥
 পদ-জ্ঞান করি রাধাকে, ধায় অলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
 এ কথা আর বলি ক'কে, যেন কমলে কামিনী

মিথিত শাখাজ—কাওয়ালী ।

তব বিচ্ছেদ রাহ দেখিলাম ।
 প্যারী-পূর্ণচাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম ॥
 রাহ গ্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে,
 পূর্ণাপরে জানি আমরা সবে,—
 শ্যাম ! তুমি রাহ কেন নবদণ্ডে ঘাবে,
 প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম ॥
 যে হ'তে করেছ গ্রাস, শরীরো নাহি প্রকাশ,
 অবকাশ হৃৎখে আর দেখিনে,
 ওহে গোবিন্দ ! প্যারীচলে বিনে,
 ষোর অন্ধকার হ'লো ব্রজধাম ॥

আলিয়া—একতালি ।

নাথ ! গোহুলে আর দিন নাই !
যে দিন আইল অকুর মুনি, নিদ্রা গুণমণি,
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি,
আমরা জানি, কি দিন-যামিনী,
কেবল অন্ধকারে, হে কানাই ॥
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা,
শুন ওহে তাগনাথের নয়ন-তারা !
তারায় বহে তারাকারা ধারা,
তারায় তারা দেখি সর্বদাই ।
মনে ক'লাম একবার দেখি রাধিকারে,
আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখা হলো না শ্রাম ! অন্ধকারে,
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ॥

অহ—একতালি ।

এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে,
আমরা ফুলের কুলবালা ।
কেবল তুমিই বাধ সেধেছো, অবলায় বধেছো,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ-জালা ॥
তোমারি লিখন মাত্র, কার স্বর্ণ-ছত্র,
কার শিরে ব্রজ বেণু হে কালা !
ষটে যা গিয়েছে লিখে, কার অট্টালিকে,
কার পক্ষে মাধব ! বৃক্ষের তলা ॥
তুমি লিখেছ দ্বিভঙ্গ ! সেই ত রসভঙ্গ,
সাক্ষ হ'লো তোমার সঙ্গে খেলা ।
তোমার লেখায় আসি, তোমার বামে বসি,
কুজা কথসের দাসী, হয় প্রবলা ।
রাগকণ্ঠে কমলিনী, সে হয় কাশালিনী,
নীলমণি ছিল যার কণ্ঠমালা ॥

বাঁজ—পোস্তা ।

এই কি সব বৈভব, ঘরে লক্ষ্মী কই হে তব ?
তব দুখে পশু পক্ষী কঁদে লক্ষ্মীবল্লভ ! ॥
হরারাম রাই-লক্ষ্মী হারিয়েছো, হে মাধব !
যদি বল হে চিন্তামণি ! লক্ষ্মী আমার কুজাধনী,
জগতে বলে তেজবদনী, তুমি পদ্মমুখী ভাব ॥

বাঁজ—পোস্তা ।

ঘরে নাই লক্ষ্মী,—
তুমি দুঃখী বই নাথ কিনের খুঁধী ।
হরের আরাধ্য ধন রাই,
হারিয়েছিন হে পদ্ম-আঁখি ! ॥
যদি কও চিন্তামণি ! লক্ষ্মী আমার কুজাধনী,
লোকে কয় তেজবদনী, তুমিই বল পদ্মমুখী ॥

আলিয়া—কাঁওরানী ।

প্রেমের উদয় করে না বিনে ব্রজের রূপী ।
ব্রজনাথ ! কই পরূপ ॥
সেই যে নবীন জলধর, দ্বিজুজ মুরলী-বৎ,
গঙ্গাধর-ভাব্য যে রূপ অপরূপ ॥
অলকা-তিলকযুক্ত কায় হে,
যে রূপ চিত্তিলে নাথ ! শমন লুকাই হে,
জীবের গমন স্বর্গাদি সকাই হে,
ভক্তের হৃদে যে রূপ বিকায় হে,
রাজসিংহাসনোপরি, আছ রাজভূষণ পরি,
এ নয় হৃদুশ, ১৮ বিধরূপ ! ॥

ভৈরো—একতালি ।

চল চল চকল পদে নাথ ! চল হে বৃন্দারণ্যে ।
বিতরণ করে প্যারী নিখনকালে আর অগ্র ধন,
ওহে কৃষ্ণধন ! কেবল জীবন
রেখেছেন তোমার জন্তে ॥
চল চল ওহে জীবন রাখার !
একবার সে যমুনা-জীবন-পার,
জীবনের জীবনকান্তে জীবনান্তে,
ডেকেছে রাজার কণ্ঠে ॥
ধলেন প্যারী,—এখন কৃষ্ণ-শোকানলে,
বৈচে আছেন কৃষ্ণ নামোষধি-বলে,
দেখা দাও একবার অভিমকালে,
নাথ ! কে আছে আঁরি তোমা ভিন্নে,—
বিলম্ব করো না ওহে রদময় !
কিশোরীর এখন বড় অসময়,
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময় !
মনের কথা তোমা বিনে কে জানে অস্ত্রে

পরজ—একতারা ।

কুজা প্রাণের প্রায়সী,
কাঁদবে কেন কালোশিশি ।
তার কি নিরানন্দ থাকে,
গোবিন্দ যার হৃদয়-বাদী ।
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে,
যত এক-বয়সী নারীর সনে,
জটিলে মা দেই হবে গুর,
বড়াই হবে দেখনহাসি ॥

খাজ—কাণ্ডর নী ।

কে রমণী মহাকালের স্বরে !
অশিখণ্ড বায়ার বাম করে ॥
পরবাসে স্ববাসে কি কাননবাসে,
লাজ নাহি বাসে, বামা ভ্রম্মাগিয়ে বাসে,—
কীর্তিবাসের হৃদে বাস করে ॥

শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ,
তাই শিবের রসরঙ্গ,
স্বপ্নী-সহিত বন্দ, নিরখিয়ে সদানন্দ,
ভাসিছেন সনানন্দ-সাগরে ॥

খাজ—কাওরালী ।

কি শোভা কমলিনী শ্রাম সনে ।
যেন সৌন্দর্যমিনী জড়িত যনে ।
দেখে রজনী বাসরে, ভ্রুস ডাকে ব্রজধরে,
পদ বনাইরে গুণ গুণ স্বরে
হেরে যুগলরূপ কিশোরী-কিশোরে,
কোকিল পঞ্চমন্ডরে ডাকে সন্ধনে ॥

খাজ—কাওরালী ।

সঙ্কটহরা শিবে শ্রামা ! শ্রাম কবে আসিবে !
গোকুল-অঙ্ককার কবে নাশিবে ।
গোপিকা সুখে ভাসিবে,
সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে,
নিম্ন গোবিন্দ রাখায় ভাল বাসিবে ॥
তুমি কৃষ্ণপ্রদায়িনী, দিবে হর হররাপি ।
দন্তাপহারিণী বলে শোকে দৃষ্টিবে ।

গোপীর প্রীতি রাগ সম্বর, দেখি দুর্গে পীতাম্বর,
না দিলে নিত্যন্ত রাধা ডুবে মরিবে ॥

হুট—৮৭

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে,—
সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ-বরণে ।
তার পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন,
আসি বলে অদর্শন, হৈল বৃন্দাবনে ॥
শুন গো সজ্জনি ! শুন, না পেলে তার অধেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে ॥
তার কমল যুগল কর, কমলিনী-মধুকর,
নিম্নে কোটি মুখাকর, চরণ-কিরণে ।
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে ॥

খই-ভৈরবী—একতারা ।

হরি ! প্যায়ী প'ড়ে ধরাসনে ।
গুহে ব্রজরাজ ! কি সুখে বিবাজ—
কর তুমি দ্বাজ-সিংহাসনে ॥
স্বর্ণ-বরণী রাজকুমারীর,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর,
কব কি বাতনা তব কিশোরীর,
আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে ॥
নব নব নারী করিছে সোহাগ,
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ,
কিসের রঙ্গরাগ কিসের অমুরাগ,
সকলি বিরাগ, কিশোরী বিনে ॥

হুট—৮৭

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্রামে
রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদেব বামে ॥
কিবা ত্রিভুবন-মনোহর, রূপ রাধা-বংশীধর
নিরখিতে পঞ্চাধর, এতেন ব্রজধামে ।
পুরাইতে মনসাধ, তাবে ব্রজ গগন গগন,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুহুমে ॥

পরজ—একতারা ।

কেমন ধর্ম তোমার শ্রাম !
দিননাথ ! ধারে দাও শুভদিন,
তারে দাঁনের অধীন করে,
আবার কাঁদাও চিরদিন ॥

হুয়ট-মল্লার—তেতারা ।

শমন-সঙ্কটে তরি কেমনে ।
ও মন পাতকি !—ভাব কি মনে,
কিসে হবে রে বিশ্বাস,
এ বি-খাস বিনাশ,—জীবনে ॥
ভেবে দেখ মন ! মনে, একবার ভবে আগমনে,
আমি বলিতে বলিছি রাখারমণে,—
তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে,
বিজনে সে জনে তো পুজিলিনে ॥
এখন কি করি কি দিবা কর,
ভয়ঙ্কর দিবা কর,—হুত-বিহিত ভব-বন্ধনে ।
আশা-কুগুতি হ'তে, যদি নিরুত্তি হ'তে,
তবে প্ররুতি হ'তো হরির চরণে ॥
জঠরে যন্ত্রণা-পেয়ে, জঠর কঠোর-দায়ে,
অযত্তনে হারালি সে রতনে ।
ভেবে অহংকার, যদি অহংকার-হত-চিত,
হ'তে চিত, তবে, ভব-পারে ভাবি কেনে ॥

হুয়ট—বাঁপতারা ।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামরূক্ষ-যুগলেতে,
অমরপুর-পুর বন্দিত রজঃমণি মরকত ।
ইন্দ্রনীল-নিমিত্ত, নীল নলিনী-দলগত,—
জল-জলদ-রুচি-রুচির হস্তি-হর যেন মিলিত ॥
কিবা শিঙ্গা-শোভিত রাম-কর,
বাঁশীতে শোভে গ্রাম-কর,
"রেবতী-মনোরমণ রাম, রাখাযোহন রাখানাথ,—
দাশরথি কর ও দেখকি !
ও রূপের তুলনা দিব কি ?
শুক নারদ বাতে বিবেকী,
বিধি আদি বাতে মোহিত ॥

ধিরিট—একতারা ।

হুখে গেল রে জীবন !
ওরে দুখিনীর জীবন !
পাষণ-হরে আমার হৃদয় কাতর,
কোথায় পাষণ-হৃদয় নিদ্রয় বারিদ-বরণ ! ॥
কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে,
গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে—বান্ন !
একি তাপ, একবার জীবনান্তকালে,
মাকে দেখা দিলে,
হুখের বেলায় তবু যুঁড়াতে জীবন ॥
কংস-ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি,
সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাকি,
হায় ! একি দায় ! কেবল ভঠরে যন্ত্রণা,
দিলি কেলোসোণা,
আমার ক্রেশ না হ'লো নিবারণ ॥

খাষাজ—গোপালা ।

কারাগার হ'তে আবার,
বললে কারাগার রে তেতে ।
গেলে সেই কারাগারে,
কার-আগারে হবে যেতে ।
জন্ম-কারাগারেতে, কর্ম-কারাগারেতে,
ব্রহ্ম-কারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে ॥

নলিত-ভৈরবী - একতারা ।

ও বহুদেব ! তোর সঙ্গে
প্রাণ-গোপালের কি সম্বন্ধ ।
তাই ভেবে কি আমার
ফাঁকি দিয়ে, রাখবে গোবিন্দ ॥
হারি কপাল, হারাই গোপাল,
বিধি ঘটালে বিবন্ধ ।
ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই,
উপায় কিরে উপানন্দ ॥
কৈদে নন্দ চেতন-হারি, হারিয়ে নরনের তারা,
ছিলাম আদি হত তারা, সবে নিরানন্দ ।
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সধা করে রে আনন্দ,
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদ্র-হৃদয় নন্দ ॥

ত্রিবিট—মধ্যমান ।

আয় আয় কোলে, ডাক মা ব'লে রে ।
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ ! হারাই হারান তোরে ॥
আয় হেরি হারানে-সোণা !—
এই দেখ বৃকে, ও তোর শোকের উপর যাতনা,
পাষণ তুলে বাঁচাও ও নীল-বরণ ।
পাষণ-জালা জননীরে ।
ঐ দেখ ক'দিছে বহু, আয় কোথা হে—
দেখা দে রে অমূল্য বহু !
বধিলে বধ রে—ও মাধব ! আসি কংসাহুৱে ॥

ষট-ভৈরবী—একতালা ।

মা, আজি কর ত্রাণ, কাতর সন্তান,
বড় বিপদে প'ড়ে ঈশানী ।
যে ধন সাধন ক'রে তোর, পেয়েছিলাম স্বরে,
কৃষ্ণধন অমূল্য রতন, নিল যজ্ঞস্থলে
আমার সে নীলমণি ॥
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হ'য়ে হারা,
যে নন্দন নন্দরগীর নয়ন-তারা,
ত্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন-তারা,
আমায় নয়নতারার তারা তারিণী ।
এ ধন নিধন হ'য়ে কি ধন ল'য়ে যাব,
গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব,
কি ধন দিয়ে যশোদামের বুকাইব,
তারিণি গো, তার নিধন প্রাণী ॥

জঙ্গলা—একতালা

ওরে ভাই কানাই !

শুনলাম তুই নাকি আর বাধিনে দুন্দাবনে ।
ও তোর খেলু কে চরবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিধ-জীবনে ॥
আমরা ছিদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু, তা তো জান তো মনে ।
ছি ভাই, ভাস্লে কেন, ওহে রাধালরাজ,
ব্রজের ধূলা খেলা (ছি ভাই ভাস্লে কেন)
(আর তো হবে না) (হ'লো এ জন্মের মত)
বল কি অপরাধ হ'লো তোর রাজ্য চরণে ॥

লালিত-বিবিট—একতালা ।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায় ।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী-মায় ॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পকানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র-ইন্দ্র-মোহ মোহমায় ।
জ্ঞান-সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে,
বলে, রে গোবিন্দ, তুমি থাক মধুপুরে,
নন্দে ত্যজি সদানন্দে রবি রে সান্দরে,
বারেক দিওরে দেখা, গিয়ে যশোদারে,
তজিব যখন আমরা জীবন মায় ॥

স্বরট-মলার—একতালা ।

কোথায় রহিলি রহিলি হুত,
রাধালের জীবন নন্দহুত ।
ও তোর শোকে রে গোবিন্দ ।
নিরানন্দ নন্দ, জীবনে জীবনুত ।
জীর্ণ জীর্ণ দেহে শূন্য হিতাহিত,
নয়নাস্থ নয়নাস্থ হুত,
পুত্র হ'য়ে করলে হিতে বিপরীত,
পিতায় ক'রে তাপিত ।
তপন-তনয়-তীরে-নীরে তোর,
কাদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর,
কতু কান্দে ভূমিতে, কতু বা ত্যজিতে—
জীবনে জীবনোদ্যত ।
একবার পরকালের কালে দরশন,
দে রে আসি কৃষ্ণ, পরকালের ধন ।
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ ।
মরণ-কালে যা হিত ॥

গিরিঃ—ঠেকা ।

কৃষ্ণ-শূন্য গেরি গোকুলে ।

চৈতন্যরূপিনী পড়েন অচেতন প্রাণ্ডলে ॥
দেখে হৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে,
জগদেব জল বাসে, জল করে আঁধি-যুগলে ।
এ বিকার নির্বিকার, কে করে বিনে নির্বিকার,
আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমণ্ডলে ॥

জন্মলা—একতাল। ।

প্রাণ যায় নন্দরায়।—প্রবোধ ঘটনে।

ছি ছি! ধিক্ জীবনে,—

জীবন হারায়, জীবন চলে,

এলে ছি ছি, ধিক্ জীবনে,

জীবন দিতে কি পার নই যমুনার জীবনে?

আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,

মৃণমণি, লয়ে গেলে বা কেনে,—

যল কোন পরানে, রেখে এলে নাথ।

অন্যথার ধনে, বল কোন পরানে,

অজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে ॥

ললিত ঝিরিট—একতাল। ।

হায় কি এতকাল,—

কথা তোর যতনে দেহ পতন করিলাম আমি।

কেন কি লোবে নীলমণি।

তাজিয়ে জননী, দেহান্তরী হ'লে, বল রে তুমি ॥

গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দারণ্য,

তোমা-শুভ্র দেহে রয়েছি আমি,—

আরতো কেউ ডাকে না—ও গোপালের মা।

(তোমার গোপাল কোথায় ব'লে)

পথের কাঙ্গালিনী মত পথে পথে ভ্রমি ॥

ললিত—একতাল। ।

সই, কি হলো হলো, বন্ধেতে দংশিল,

শ্রাম-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ।

সে বিষ কে বাঁচাবে আর, জীবন রাখার

রাগার মূল্যধার বিনে বাঁকা ত্রিভঙ্গ ॥

এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়,

বিস্মেতে আচ্ছন্ন হলো অঙ্গময়, আর কি দুঃখ ময়,

ভেবে বিষময়, এ অসময় গো,—

রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ॥

স্বহট—বাঁগতাল।

হরি হেরিতে হরি-সোহাগিনী, চকল চরণে চলে।

যেন মত্তা স্বাভিনী এই ভূমণ্ডলে ॥

পূঙ্গম হ'তে শলী যেন উদয় আসি ভূতলে,

স্বাধীন যেন তারা, খেরিল তারা সকলে;—

জন্মে কাতরা, গমনে তরা,

ভাসে আঁখি-তারা জলে ॥

ধারার চরণতল-কিরণ, যেন তরুণ অরুণ,

নখে দশধণ্ড শলী আছে পদ-কমলে,—

দাশরথি কহিছে যখন মূর্খি আঁখি-যুগলে,

হৃদয়-পদ্মে যেন দেখি ও-পাদপদ্ম-যুগলে,

তবে কি আর ভয় ভবে কালে সে কালে ॥

ধাওয়াজ—বাঁগতাল।

আসি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্ন-ভিন্ন ব্রজ-মণ্ডলে।

হেরি কৃষ্ণশূভ্র অচৈতন্ত, পড়ে সব ধরাডলে ॥

ভ্রমে না ভ্রমর সব, কুহুমাদি কমলে নাহি রব,

হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে,—

না শুনিয়ে মধুর বেণু, কাঁদে খেচু সকলে,—

যমুনা হইয়েছে প্রবল, গোপি মার নয়ন-জলে ॥

বিভাস—বাঁগতাল।

হেরি অককার, হে উদ্ধব, ব্রজের ধব মাধব কিনে।

অকুর হরে লয় যে দিন দীনবন্ধকে,

দিন গেছে দে দিন,

নিশি দিন হয়েছে আজি দীনে ॥

তারানাথের নয়নতারা, হারায় কাতরা,

গোপদারা সবে বৃন্দাবনে,—গেছে নন্দনতারা,

তারার তারাকারা ধারা, তারা-আরাধনের ধনে

না হেরে নয়নে ॥

ধাওয়াজ—কাওয়ালী।

শুন কি বিচার করলেন ত্রিহরি।

ওবে কোন বিচারে মরে কিশোরী।

অচৈতন্ত জ্ঞান-শুভ্র, দিবা শর্করী ॥

এই কি তার হ'লো বিচার,

গোকুলে করিলেন প্রচার,

সঁগিলাম মন কুলাচার পরিহারি,

অগৎ ব্রহ্মাণ্ড যার করে যার ভূত্যাচার,

সে বিচার-পতির একি অবিচার,

হলো রাখার কি পাণাচার, তার উপরে অত্যাচার,

কুপাচার করলেন ব্রজে কৃষ্ণবিহারী ॥

হুট—কাণ্ডালী ।

ও ভাবে কি হুট ভক্তের মোহিত মন,
সে যে ভাব, সব অভাব, এখন কি ভাবে—
কুজার ভাবে আছে মম্বথমোহন ॥
ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটে বিকায়,
যে ভাব ভাবিলে শঙ্কর শমন অন্তরে গে লুকায়,
ভাবের ভাবনা যায়, জীবের সকায়ে—
গোলোকতে হয় গমন ॥

আলিয়া—মধ্যমান ।

কি দেখিলাম কেশব ! ব্রজবাসী সব,
শব্দশ্রায় সব প'ড়ে ধরাসনে ।
জীব শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোমা ভিন্ন,
হয়ে আছে বৃন্দাবনে ॥
গোকুল আকুল গে কুলচন্দ্র হয়ে হারা,
ভন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা ।
তারায় বহে বারা, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর,—বাঁচে কত তারা,
নয়ন-তারা বিনে ॥
মা যশোদা সঙ্গ করে লয়ে সর,
ডাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উঠেঃসর,
একবার গুণেশ্বর, হয় না অবসর,
আসিবার রে, ধর ধর সর
তোয় দিই চন্দ্রাননে ॥

ঝিকিট—যং ।

মধুর কৃষ্ণধনি কে শুন্মায় গো সই ।
গেলো প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে—
আমি ত আর আমার নই ॥
নাহ শুনে বার আঁধি কোরে,
বিধি যদি মিলায় তারে, সই—গো !
রাখি হৃদয়-মাঝারে তারে,
রাজ্য পায়ের দাসী হই ॥
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট—
সই গো, আমার দিগে কৃষ্ণ—মনোভীষ্ট,
পূরাবেল কি ব্রজমই ॥

হুট—কাণ্ডালী ।

কিং ভবে, কমলাকান্ত, কালাস্ত কাল-করে ।
কৃষ্ণ করুণা,—কাতর কিঙ্করে,—কৃষ্ণ সংসারে ।
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত পাতকিকুল-নিস্তারে ।
কেশব করুণাসিন্ধু কালি-কলুষ-সংহারে ॥
ওহে কুলবিহীন-কুল, কুলকামিনী-কুলহর কান্তে ।
কালীয়-কপি-কাল, কালবরণ, কাল-নিবারে ।
কম্পে কায়া কামাদি কজন কুধন ব্যবহারে ।
কাতরাদহং রক্ষ, কমলাক্ষ, দাশরথি রে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—যং ।

সখি, ঐ দেখ, মোর শ্রাম-নবধনে উদয় গগনে ।
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে ॥
ঐ পদে রেখেছে মতি, ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি,
ভবভাষ্যা ভাগীরথীর জয় ঐ চরণে ।
গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ ধার,
ধ্বজ মুরলীধর, পীতবাস পরণে ॥

হুট—যং ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন ।
অপে গুণ যোগীন্দ্র-আদি যতনে বারে যোগিনীশ ।
যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন ।
বদুকুলোদ্ভব জলদর্পণ জনরঞ্জন ॥
তুমি জীবের জীব আত্মরূপ, তৎ যন্ত তুমি জগৎ,
যন্তি-জন্ম-যন্ত যম-যন্ত্রণা-নিবারণ ॥
জগত-আরাধ্য, জগদান্য জগমোহন ।
এই জগজ্জ দাশরথিরে তার হে জগত্তারণ ॥

টৌরী—কণ্ডালী ।

ভাব ক্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,—
মিতান্ত কৃতান্ত-তদান্ত হবে ভবে ।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রান্তে হয়ে রে,
তরল তরঙ্গ ভ্রান্তে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ॥
মন ! কিমধ্যে এ মর্ত্যে কি তন্ত্রে এলি,
সদা কুকীর্তি হুর্দ্বস্তি করিলি,—কি হবে রে ॥
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে ।
কর প্রার্থিত, রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—৮৭ ।

তুমি রে বিহঙ্গ, তুই কি ধ্যান করি,
ধান ভাস্কিতে এলি ।

ছিল হৃদয়কমলে কমললোচন,

রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি ॥

পাকি রে, কি করি বল,

হলেম অচল নাই অঙ্গ বল,

ছিল চন্দ্র বল, তুর্কলের বল বনমালী ।

মনে প্রাণে ঐক্য ছিল, রাম মোব সাপক্ষ ছিল,

কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হ'য়ে,

আমার মোক্ষধন হারালি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—৮৮ ।

মাধবের নিশি নীলাঞ্জন নীরদধরণ ।

তাঁহে কমলা, স্থির, চপলা, বামে শ্রামারি ভূষণ ॥

নীলকান্ত মরে জ্বাসে, নীলাবুজ নীরে ভাসে,

হেরি রুক্করূপ, অভিমানে বিমানে রন নবধন ॥

হুরট—৮৯

যাতে জীবের জন্মে জন্ম, যাতে মুক্ত জন্মে জন্ম,

জন্মে জ্ঞানোন্মত্ত, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে ।

তুলসে জীব, যাবে চিত্তে, যাবে চিত্তামণি-পুরে ॥

যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন এ ভারতে,

ভার ভার কি পার হ'তে ভূভার-হারী ভার হরে ॥

ফিরিট—৯০ক।

এই ছিল কি মন রে, তোর মনে ।

আমারে মজালি মন, না ভঙ্গে রাখারমণে ॥

তুই আমার আমি তার, তোর মনে কি মনান্তর,

মনান্তরে রাখিলি কেন, আমার মন্থমোহনে ।

ধারে চিত্তে বিধি হরে, না চিত্তরে চিত্তা হ'রে,

তুই আমার ডুবালি অস্তে চিত্তাসাগর-জীবনে ॥

আলিরা—কাওরালী ।

দীননাথ, হবে দীন-দুঃখ নাশিতে—

জাসিতে তুষ্টিতে ।

হয় নেহ শ্রীপদ, না হয় বালো এ আমোদ,—

আমি দেখে বো না তোর, আর হবে না আসিতে ॥

আর যাতনা সহে না সদায় হৈ,

বুঢ়াও যদ্যপি নাথ, যাতায়ত-দায় হৈ,

হই জনমের মতন বিদায় হৈ,

নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হৈ,

না হয় ভবে জন্ম-মরণ, দুঃখের তরু, অসিতবরণ ।

যদি ছেদ কর রূপা-অসিতে ॥

হুরট—ধামাল ।

ভজ পরমাদরে মন, পরমার্থের কারণ,

পরমাত্মা-রূপ পরমব্রহ্ম পরদেব হরি ।

পরম-যোগি-পুঞ্জিত সদা পরম সঙ্কটহারী ॥

পরম শিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী ।

চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী ॥

পরমাপু-নির্মিত পরম শাস্ত্র কলেবর-ধারী ।

পরমেশ পরমারাধ্য পরমাত্ম-রূপধারী ।

পরদ দীন দাশরথির পরম দুঃখ-নিবারী ॥

ফিরিট—একতালা ।

এত হোয়ার খেলা নয়, কান্ত, বুকিলায় একান্ত ।

এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি,—

বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকান্ত ॥

এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ, তব,

বিপদ-সম্পদ-কালে তোমার মাধব বান্ধব,

পাশায় রাজ্যধন, নিলে দুঃখোদন,

কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ-ভদ্র ॥

কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এ সব,

রঙ্গ ভঙ্গ করেন জানি আমি—সব সেই কেশব,

একবার বলেন যায় অস্তঙ্গ, আবার তার বৈরঙ্গ,

ঐ রঙ্গে তাঁর দিন-রজনী-অন্ত ॥

আগিরা—৮৭

তবে তার কারে তয় ।

যারে সাপক্ষ হইরে হরি, পেন পদ অস্তয় ॥

বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হ'লে সর্ব পরাজয় মানে,

রণে বলে কি জীবনে, রাখেন তন্তুর জীবনে,

রূপায় রূপা-রূপাণে, রিপু করেন ক্ষয় ॥

তার, যে ভাবে চরণ হুড় জ্ঞানে,

শমনে সামান্য গণে,

তাবে না মূঢ় অজ্ঞানে, দাশরথি কর খেদে ॥

হুইট-মালার—চিমে জেজালা।

ভব-সঙ্কটে ও তরি কেমনে।

ভেবেছ রে মন, কি মনে মনে।

গেল কুপথে ভ্রমণে দিন, না ভেবে রাখারমণে ॥

হুংগে থাকি জননীর-উপরে, ব'লেছিলি দামোদরে,

সাহসে পুঞ্জি চরণ,—বিজনে,—

আসি সংসার-রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে,

ও রত্ন হারালি রে অথতনে,—

সেই দুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে,

ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আসিবে কর বন্ধনে ॥

আশা-কুর্তি আছে তোর,

নিরুত্তি করে তারে, প্রবৃত্ত হ রে, হরি-সাধনে,—

ভাবো বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ-ভঞ্জন

নিরঞ্জন জ্ঞানাজ্ঞান দিবেন নয়নে ;—

ভবে সে পদ, হলে সম্পদ,

দাশরথি কি বিপদ, থাকে ভবপার-গমনে ॥

জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।

কলুষ-গর্ভধর্মকারী, কুর্ত করুণা কংসারে ?

যদি হে গতিবিহীন-জনে,—তার তারে দুস্তারে।

তবে হুং মাহাত্ম্য-গুণ-বিস্তার হে মুরারে ॥

ছজন কুজন-সঙ্গে, ভ্রমণ সদা-কুপ্রসঙ্গে,

মধ সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে,—

ক্রিয়াহীন কুমতি দীন দাশরথি দাসেরে,—

দেহি হুং চরণে স্থান,

শমন-শাসন সংহারে ॥

থাপাজ—কাওলা।

বিশ্বরূপ-রূপ হেরিয়ে অন্তরে।

যায় অন্তরের হুং অন্তরে।

ভ্রান্ত বুঢ়াও মন, বলি শৌন তোরে ॥

ও পদ করে ঐকান্তে, তাবিলে কমলাকান্তে,

জয়ী হবি অন্তে সে কৃতান্তে ॥

যদি করি বিভবের হুং ধর্ম, রে।

পরিহর ধন জনে, কুমতী ছজন কুজনে,

নির্জনে বিপদ-ভঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে ॥

জঙ্গলা—একতাল।

ভক্তাধাম চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে।

ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তা কি জাননা।

ভক্ত দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি মস্তক-উপরে।

হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত,

ভক্তগণে স্থান দি গোলোক' উপরে,—

ভক্তে দিতে পারি,—

প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহারি,

দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধরে ॥

দেখ, নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত,

রই অনন্তরূপে জীবের অন্তরে,—

আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্যকশিপু,

প্রহ্লাদে রাখিলাম নঃসিংহরূপ ধরে।

জঙ্গলা—একতাল।

তাই বলি মন, মিছে বারবার ভ্রমণ,

করিছ ভব-সংসারে।

সদা বিষয়-মদে মত্ত, মন রে, কুতন্তে প্রবর্ত,

এ তন্ত্রে আর তত্ত্ব, নাই প্রসংসারে ॥

পান কর সেই নাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা,

ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে,—

দিবাকর-সুত, বাঁধিবে দিলে স্তত,

করের তরে করে,—

কি কর দিলে তার করে, করবি মীমাংসারে ॥

ওরে, অমাত্য বজ্রবর্গ, ভ্যঞ্জে এ সংসর্গ,

এরাই উপসর্গ কেবল সংসারে,—

একবার হয়ে বিজন. ওরে দাশরথি,

ওপদ কর ভঞ্জন,

সে জন-ভবনে যাও, ছজন-কুজন ধ্বংস করে ॥

আলিঙ্গা—একতাল।

গেল রে দিন গেল একান্ত।

কি কর রে মন, মানস ভ্রান্ত।

নিদ্রি রূপ-নীলকমল,

হৃদকমলে ডাব সে কমলকান্ত ॥

মুদিলে নয়ন সব নরেকার,

কেহ নয় আমার, আমি নৈরে কার,

কর সেবা কার, যত্নে কেবা কার,

২য় রে জায়া সূত :—

না স্তন অবগ, সুজন-ভারতী,
ভব-নিস্তারণ ;—তোমার ভারতী,
কেন চিত্ত না রে দাশরথি,—
পৌর শিয়রে অহর-ভাবে কৃতান্ত ॥

—

বসন্ত—কাওয়ালী ।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত !
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত ॥
হর পাপ কৈলাস-বিহারি পাপহারি ।
ফণিহারি, নৈলে অমি এ জনম হারি,
কে আর লইবে ভার, কে আব করিবে পার,—
অপার সংসার-মাগব-ষোর হর,
তুমি যদি কর হৃৎপের অন্ত ॥
তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি,
কাতর অতি দাশরথি,
দেহ-রথে আমার অজ্ঞান-সারথি,
মন-অধ বাধা তাতে, আমার সারথি মতে,
না চলে ভক্তি-পথে, মজ্জলে হৃতে,
করে কৃপণ-গমনেতে কালান্ত ॥

—

হরট—কাওয়ালী ।

(মা !) তারিণি তাপহারিণি ।
তার তারা, প্রদানে পদস্তরী ।
তপন-তনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু,
ত্রাস নাশ, তারা, ত্রিবিধ পাপ-বারিণি ॥
তপাদি লোক-মন-রুপ্তি-কারিণী,
তুমি তপ্ত-হেম-বরীণী,
তন্ত্রে তপস্ত-বিহীন—
জানে কে তন্তু তব, পদ তরঙ্গ তরঙ্গি ॥
ত্রিশূল-ধারিণি ত্রিলোচনি,
তৃণাতীত তপ, তপ-বিহীন,
তুচ্ছ তব তনয় দাশরথি তিমির-দূর-কারিণী ॥

—

মূলতান—কাওয়ালী ।

শ্রীকান্ত-শ্রীচরণ ভাব রে মন ।
বলি স্তন দিন ও অন্ত, কৃতান্ত, আগমন ।

এ পসার কেন আর, সব আমার রে কর সাগর,—

কেবল ভরসার স্থান যে জন ॥
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহারা ।
নিদানে কি ধন দারাহুত দ্বারা,
মুদিলে তারা কে তারা তখন :
না রেখে পার্থ-সারথি-পদে রতি,
বার্থ দিন তো রতি-গত দাশরথি,
দেখ না,—মম শিয়রে শমন ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—গং ।

এসো গো রাই রাজকুমারি,
ভেসোনা আর নয়ন-জলে ।
সাধে বিধি দিলেন জল,
তোমার চিত্তামণির চিত্তানলে ॥
ব'লে গেলেন মুনিবর,
তাজ দলায় লুপ্ত কলেবর ।
রাধে, অসুর সদর, পীতাম্বর শ্রামকে পেলে ।
রুহিন আজ হরিলেন হরি,
কর শীত্ৰ গমন পারি,
এলেন কুরুবংশ-ধ্বংস-কারী,
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ-স্থলে ॥
একে বিষ্ণুদ-উদ্ভাদিনী তাতে বিবাদিনী ননদিনী,
সদা ভাবছো গো ;—
রাই বিনোদিনী, গোকুলে অকুলে,
অস্তরে বুকিলাম অন্ত,
শ্রীদামের শাপ হ'লো অন্ত,
তুমি পাবে নিজ কাণ্ড, চল রাই, শ্রীকান্ত ব'লে ॥

খট—গং ।

ও নয় গো পগনের চাঁদ,
খোকুলচাঁদের শিরোমণি ।
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী ।
দেখ পদস্থখানি, প্রভাতেতো ভাঙু জিনি,
রুকতাহুত ভাহুজ-ভগবাবীণী ।
চাঁদের কি এমনি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ,
ঠা গো, চন্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমণি ॥

বলিত ঝিঝিট—এইগতান ।
 আয় রে ! প্রাণ যায় রে !
 মাকে দেখা দে বে মাখন-চোরা !
 মরি রে নীলমণি রে ! তোর,—
 শোকে জননী সকাঁতরা ॥
 কি ছলে গোবিন্দ মায়ে কালি ব'লে গেলি তোরা
 আমার কেঁদে কেঁদে নয়নের তারা—
 পেছে ওরে নয়ন-তারা,—
 তারা-আরাধনের নিধি তোরে হ'য়ে হারা ॥
 বাছা গগনে না উঠিতে ভানু, চকল ফুধায় তনু,
 অকলের নিধি মায়ের অকল-ধরা,—
 ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ফার নবনী,
 কার মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি !
 বাছা ! কে জানে বেদন, বিনে জঠরেতে ধরা ॥
 বাছা, উদ্ভিত হ'লে দিন-মণি,
 সাজাতাম রে নীলমণি !
 ও রূপ-পসরা—সে রূপ যায় কি পাসরা,—
 সাজাতাম তোর ইন্দু-বদন অলকা-ভিলকে,—
 রাধা-নামাক্তিত-শিখিপুচ্ছ-চূড়া মস্তকে,
 গলে গুঞ্জমালা কটী-বেড়া পীতধড়া ॥

গলিত—একতালা ।
 রাম-দীতা-যুগলেতে কি শোভা হ'ল উজ্জ্বল ।
 নীল-গিরিবরে ধেন কনকলতা জড়িল ॥
 আসি সব প্রতিবাদী, হেরে ঐরূপ মন উদাসী,
 হ'য়ে উদয় যুগল-শশী, অযোধ্যা করেছেন আলো
 দাশরথি খেদে কয়, মিছে আশা হ্রাশয়,
 রেখেছে সেই ঐ পদবয়,
 বন্ধে করি চিরকাল কাল ॥

মজার—কাওয়ালী ।
 কি কর রে মন ! অনিত্য ভাবনা ।
 শমন-সঙ্কটার্ণবে, অনায়াসে পায় হয়ে বাবে,
 যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা ॥
 ওরে, কুমতে কুপথে সনা ক'র না ভ্রমণ,
 চল রে চরণ ! ত্রীরামের ত্রীচরণ,—
 দরশন করিলে তবে, হবে সিদ্ধ কামনা ।

ওরে পদ ! কর দে পদ সম্পদ, আপদের আপদ,
 এ সম্পদ মিছে আর ভেবা না,
 কর হৃদয়-পদ্মেতে সে পদ-স্থাপনা ॥
 অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন,
 হরের হৃদয় ধন, করিলে আরাধন,—
 যুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর-যন্ত্রণা ॥

ধাশাক—আড়াখেমট ।
 কে বনে গৌরবরণ ! নিলাম শরণ হও হে স্বামী
 কামিনীর মনোচোরা ধন,
 এলন যোগীর যোগ্য নও হে তুমি ॥
 মনের মতন, পেগাম রতন, ত্রিভুবন ভ্রমি,—
 হও আমার প্রেমের গুরু কলতরু,
 তোমায় দিব হে যৌবন প্রণামী ।
 সামান্য রমণী নই হে, হও প্রেমের প্রেমী,—
 শুনেছ শমন-দমন,
 সেই রাবণ, রাজার ভগ্নী আমি ॥

অহং—একতালা ।
 কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না,
 তোমারি তুলনা, তুমি হে হরি !
 আছেন নাভিপদ্মে বিধি, তোমার গুণনিধি,
 তুমি বিধির বিধি, সর্বোপরি ॥
 ভ'ঞ্জে তোমার পদবয়, মৃত্যুকে কল্লেন জয়,
 মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি ।
 চরণে জাহ্নবী, পাষণ মানবী,
 স্বর্ণময় হ'লো কাষ্ঠতরী,
 ওহে তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তি পায়,
 ভবের উপায়,—পারের তরী ॥
 বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ,
 দিলে ইন্দ্রপথ, অর্গোপরি ।
 দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিদ্ধ,
 ত্রাণ কর ভবসিদ্ধবারি ॥
 হলে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভুভার,
 রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি ॥

আলিখ একতালা।

ওবে, রামকে চিনতে পারা ভার।

ভজে ইন্দ্র চন্দ্র, ঐ পদারবিন্দ,

মহাধেণীর আরাধ্যধন,—

সে সব ধন, কি পায় রে অগ্নে,

এত পুণ্য আছে কার ॥

যার পদোপরে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন,

গোপ্পাদি স্বর্ণরেখা ভিন্ন ভিন্ন,

অবনীতে যাসি হলেন অবতীর্ণ,

করিতে জীব-উদ্ধার ॥

পদযোনির ছাদি শূন্যে যে ধন,

অলেশে যার না হয় অশেষণ,

অনশনে বসে ভাবে অবিগণ,

অভয় চরণ তাঁর ॥

খট—একতালা।

আমি জানিনে গো আর, মা। তোমার,

কেবল অভয় পদ ভিন্ন।

হ'য়ে সীতে, ভার নাশিতে, অবনীতে অবতীর্ণ ॥

হই বক্ষিত, নাই সক্ষিত, জম্মার্জ্জিতকৃত পুণ্য।

হের দৌনে, এ দুর্দিনে, তোমা বিনে, নাই আর অশ্র

করিতে মা! তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব,

পরম পদার্থ পদ দিয়ে কর ধন্য।

ম! তোমারে নিরাচারে পুঞ্জ পদ-পাবার জ্ঞা,

দাশরথি-প্রিথা সতি! দাশরথির স্থানশূন্য ॥

অহং—একতালা।

তোমার, কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব,

মুহুন্দ-মাধব! ত্রীমুহুন্দন।

হরি! কে পায় তব অশ্র, অনন্ত যায় ক্ষান্ত,

তুমি হে নিতান্ত কৃতান্ত-দলন ॥

কল্পে ক্ষীরোদ উদ্ধার, তুমি গদাধর!

হুজিয়ে সংসার, কর হে পালন।

তোমার ব্রহ্ম আঞ্জাকারী, গোলোকবিহারী,

হ'লে বনচরী কমলোচন।

কিব, বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল,

অনীল নীলকণ্ঠ-ভূষণ,—

অমার সংসারে,

আসা বারে বারে,

ঘূচাও একবারে বারিদবরণ,—

আমার পঞ্চ-সময়,

দীন-দয়াময়!

দিও হে অভয়! অভয় চরণ ॥

অহং—একতালা।

এ মা জগৎ-জননি!

ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনি! তারিণি! সর্বাণি!

ভবরাণি! বাণি! নারায়ণি!

এ মা কমলে! কামিনি! মাতঙ্গিনি! রঙ্গিনি!

করাল-বদনি! মহাকাল-রাণি!

কাল-বারিণি! শিবানি! ভবানি!

তারি নিরদবরণি! নবোনে রমণি!

ত্রিনয়নি! এ মা! গুটাজ্জবারিণি!

নিশুহৃদলনি! মায়াজ্জবারিণি!

কোট-চন্দ্র-ভাতি.

জিনি নিভাননি!

দিখাসিনি! রাতুল-চরণি!

দাশরথি চাণে চরণ ভূখানি ॥

নলিভ—একতালা।

সুপুই হরি হরি কলে হরি পাওয়া ভার।

নামের দল, হয় কেবল,

অজান-তিমরাচ্ছন্ন, দেহে আছে পরিপূর্ণ,

সাপু ভিন্ন কেবা নাশে অন্ধকার ॥

সাপু-দরশনে পাপ থাকে না,

জনম সকল তার সিদ্ধ হয় কামনা,

একবারে যায় সব যন্ত্রণা,—

গণ্য নয় আর অশ্র মতে, সার্থক সাধুর পথে,

পথের পথী হ'লে, হরি মেলে তার ॥

বিভাগ—রাপতাল।

তাজ রে বিষয়-বাসনা, ভজ রে রামচরণ।

ভবের বৈভব রাম,—ভব-ভঙ্গ-ভরণ ॥

দশরথের নন্দন, জগত-মনোরঞ্জন,—

দিয়ে তুলসী চন্দন, লহ রে তাঁর শরণ ॥

দেখ রে মন! হইও না ভ্রান্ত,

র.মনাম বি-অক্ষর-মন্ত্র, জপ রে সেই মহামন্ত্র,

দেখ ক্ষান্ত হবে শমন ॥

গুণাতীত সে রম্যপতি, আরাধিয়ে পশুপতি,
পতিত জনার গতি, হরি পতিত-পাবন ॥

বাখাজ—একতাল।

গেল দিন ভবের হাটে ।

ও কি হবে ! রবি বসিল পাটে ॥
আশা-যাওয়া মার, হ'লো বারে বার,
কিসে হবে পার, ভবের বাটে ॥
না দিলো আমার আশা-বুকের ফল,
কস্ম-ফলে বনে খেয়ে বেড়াই ফল,
নাইকো পূর্ণাফল, কস্ম-ফল-ফল কি ফলে কাটে ।
গুরদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবদী,
তাই ভাবি নিরবধি, পায় গুণে রাখ সঙ্গটে ॥

কিষ্কিট—রাপতাল।

বসিলেন যোগে, যোগ-সাধনে ।

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ না পায় যাবে ধ্যানে ॥
বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন,
কে করে তার নিরূপণ, ব্রহ্ম ভাবেন লক্ষজ্ঞানে ।
বৎসময়ীর কিবা বর্ণ, লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ,
বর্ণিতে পরাশর বর্ণ—বর্ণে পরাভব মনে ।
অসাধ্য সাধনে অতি, গুণ গান গণপতি ।
পতিত জনার গতি, দাশরথি কিবা জানে ॥

মল্লার—একতাল।

এপাং কুরু কমলাক্ষ ! রক্ষ এ দীন পায়রে ।
গতি-বিহীন, ভেবে হীন, বর্ণনা করো না মোরে
ছ'জন কুজ্ঞন তাজে, বিজ্ঞন হয়ে তোমারে,—
ভজ্ঞন ক'রেছে যে জন, সে জন অনাসে তরে,—
ক'রে তার চুখ ভজ্ঞন, পাঠাও ভবপারে ॥

ভৈরবী—ঘা ।

নিলে তারকব্রহ্ম রামের নাম ।
যায় ভবভয় দূরে, শমন পলায় ডরে,
জঠর-যন্ত্রণা হয় না বারে বারে,
গোপদ জ্ঞান হয় জলাধারে,
অন্তে পায় মোক্ষধাম ॥

মম তুল্য কে ধরায় ভাগ্যবত,
অশোক বনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীকান্ত,
হয়ে দ্রাস্তা যার পদ ভাবেন উমাকান্ত,
শাশানবাসে অবিশ্রাম ॥

কিষ্কিট—রাপতাল ।

কমল-চরণ দেখি কমলা ! বাঁধা আছে দরশনে ।
রূপগতা ক'রো না মা ! এ অকৃতি-সন্ত'নে ॥
ঐ পদাশিতে দাস তোমারি,
জন গো যা ধরা-কুমারি ।
পদে পদে দোব আমারি,
তোম যদি মা নিজ গুণে,
এ মা ! পুরশঙ্কা-বিনাশিতে, রাবণ কুল নাশিতে,
ভ্র-হুতা হইয়ে সীতে, এলে লক্ষ্য ভুবনে,—
কভু সীতে কভু অসিতে, কভু অন্নদা কালীতে,
এবে হবে মহিমা প্রকাশিতে,
যদি তার দাশরথি দৌনে ॥

কিষ্কিট—ঘা ।

আয় তোরা কেউ দেখবি.—রামরূপ দেখসে আয়
যেমন শরৎশশী, পড়ল খসি,
নববন-মিশেছে তায় ॥
একটির অঙ্গ মেঘের বরণ,
একটি যেন চাঁদের কিরণ,
সই গো ! তাতে চাঁদ বলে ধায় চকোণি,—
মেঘ বলে চাতকী ধায় ॥

টৌরী—কাওয়ালী।

জগদে ! মাতা জগদম্বে ! জননি !
যোগেশ্বরমণি ! জগা জগদানন্দকারি ! ॥
জগমোহিনি ! জগজ্ঞান-প্রসবিনি ! মা !
যমযাতনাবারিণি ! যোগমায়া জগদৌষধি !
মা যশোদে-নন্দিনি ! যশঃপ্রদা যোগেন্দ্রমণি !
জীবের জীবাত্মা-রূপা যজ্ঞেশ্বরী ! ॥
জগতব্যাপিণি ! জলদরূপিণি !
জ'হব ! জীবের জনমবারিণি !
জনততারিণি জহু-কুমারি ! ॥

স্বৰূপ—৪২।

ভানুজ-ভয়হারী রাম অনুজ সহ কি বিহরে।
সজল জলধরে যেন শশধর উদয় করে ॥
শরণার্থে শরদিন্দু পড়ি পদনখে,—
হেরি চিত্তামণি-কান্ত মুনীন্দ্র-মন হরে ॥

থাযাজ—কাওয়ালী।

ওগো দিদি! বিধি বুঝি বিধবা ষটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ ত বাচানো দায় ॥
ভূলায়ে রমণী মুনিবরের সজ্জায়,
ধরে গিয়া ছলে, একি স্বরপোড়া ষটালে,
ঐ যে স্বরপোড়া বাণ লয়ে যায় ॥
আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন,
অখপাল যার শমন,—
আজ্ঞাধর শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর,
সে আদর আজ আমাদের সব দুয়ার ॥
এখন কুল ভয় ছাড়, যদি কুল পাবে,
কুলরমণী সবে অফুল হ'য়ে হরি,
অকুলে বিলাবেন তরি,—
ধরি গে সেই অকলকাণ্ডারীর পায় ॥

থাযাজ—একতালী।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এপি বিকল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সকল,
মোক্ষফলের রুক রাম-হৃদয়ে ॥
শ্রীরামচরণ কজ হৃদ-মূলে রাই,
যে ফল বাঞ্ছা করি সেই কল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই,
যাযো তোদের প্রতিকল বিলায়ে ॥

বাগেজী-বাহার—একতালী।

জানি জানি পাষাণের হুতা!
তোমার দয়া মায়ায় কথা।
ভিন্নমস্তা হ'য়ে অভয়ে!
ভূমি আপনি কাটি আপনার মাথা।

তোমার পিতা সে তো শিলে,
তার গুঁরসে প্রকাশিলে, বড় হুশীলে,—
লোকে জানে হে তোমার শীলতা ॥

ললিত ঠৈর্বো—একতালী।

এ যাঁতনা আর সহেনা, জবনি! জগদসে।
দিয়ে চরণ, হুখ হরণ, যদি করো অবিলম্বে ॥
হের শ্যামা! হর-রমা! হের উমা! হের অপ্সে,
হের করুণা নয়নে, যেমন,—হের মা! হেরসে ॥
বিগ বিপদ-বারিণী,—সুর-সঙ্গট হারিণী,—
হ'য়েছ তারিণি। নাশ করিয়ে নিশ্চয়ে,—
এ সংসারো, নাশ করো, যেমন নাশে জল-বিসে
দাশরথির হুখ নাশিবে, শিবে! আর কত বিলম্বে

ঠৈর্বো—একতালী।

দৌনের দিন গত কিন্তু নহে রাম!
তব চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপবাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে,—
দেও হে চরণ, হলাম চরণে শরণাগত ॥
সংসদে হ'য়ে স্তম্বর, করি অসংক্রিয়া সত্যত,
তোমায় শত শত মন্দ, বন্ধাম হে রামচন্দ!

না ভাবিয়ে ভবিষ্যত ॥

ওহে গুণধাম! সগুণ প্রকাশে,
গুণহীন জ্ঞানহীন—দোষ নাশ,
সগুণে তারিলে কি পৌরুষ,
সে তো সগুণে পাবে হুপথে,—
জননী-জঠরে কঠোর যন্ত্রণা
আব দিবে হে রাম! কত,
ওহে দশরথাজ্ঞ! দাশরথি!
ঘুচাও দাশরথির গতায়াত ॥

ললিত—৪২।

ধর চোরকে ধরো দণ্ড কর হে রাম রাধ চোরে।
এ জনমের মত বন্দী কর চরণ কারাগারে ॥

ওহে যদি বাঞ্ছা হয় অভয়ে,
রাখতে চোরকে দ্বীপান্তরে
সেই তো পার করবে তবে, পাঠাও ভবসিন্ধুপারে
ক'রে কত কুমন্ত্রণা, মাঝে দিয়েছি যন্ত্রণা,
স্থান দিও রাম করো মানা, আমায় জননীজঠরে

থানিয়া—একতালি ।

প্রাণ ত অস্ত হ'লো আজি আমার বমল-জাণি,
একবার হৃদয়কমলে দাঁড়াও দেখি ॥
ইন্দ্র বেটা হার ধোঁগাত অঞ্চপানে কালকে রাখি ॥

এই কল পেয়ে কাল পাছে ধরে,
ঐ ভয়ে রান, তোমায় ডাকি ।
ঐহিকের ঐশ্ব্য করা আর,
কিছু মোর নাই হে বাকী ।
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে,
কাল বেটাকে দেখাই ফাকি ॥

। মুরট—একতালি ।

শাশান-ভবনে ভব যায় ভাবে ।
পাব ভবের ধন সে রাববে, হবে এমন দিন,
দাননাথের দয়া দানে, এমন দিন কি হবে ॥
আমি দান হান অতি নিরাশ্রয়,
করিবেন আমার আশ্রমে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ-পলবে,
ওহে বন-যাত্রাকালে, একদিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আবার দয়া ক'রে আসিবেন কি রাম,
এত দয়া কি সম্ভবে;—
ওবে যদি হেতু নিঃসঙ্গে নিস্তার,
স্বপ্নে গুণসিন্ধু-অবতার,
দাস বিনে দাশরথির ভার,
গ্রহণ করে কে ভবে ॥

গলিত তৈবো—একতালি ।

কি শোভা রে, রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ ।
রথাদনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখী মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আভঙ্গ ।
মরি, হরির হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নে, শ্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন নয়নে, ছেড়ো না রামরূপের সঙ্গ,—
চিত্তমণির রূপের বাণী বলতে বাণীর বাণী মাঙ্গ ॥
গীতানাথের তুল্য কে আর আছে অন্যথা অন্তরঙ্গ

মূলতান—কাওয়ালী ।

ও বীণে, লবিনে জানকী-প্রাণকান্তের নাম বিনে,
ভরসা করেছি ভবে তোয় রে,
বাণে, দেখো রে যেন ভুলিনে ॥
ভাবিলে দুঃখহারী শ্রীকান্ত,
দুঃখান্ত একান্ত, জ্ঞানপথে চল চল !
যে পথে আছে কাল-রবিস্ত রে,—
সে পথে যেন রবিনে ।
ওরে হর-আরাধ্য,—হরি চরণ-পদ,
মনে ভাবিলে রে ভাবনা ভাবিনে,
মজনারে কুরঙ্গ-শ্রেঙ্গে কুরঙ্গে কুরঙ্গে,
রাখ দাশরথির শেষ,—
মিছে রস-আশে আর কে —
যা হ'লো হ'লো নবীনে ॥

মুরট—কাওয়ালী ।

রাম-চরণে মজ না রে ।
ভ্রান্ত মন, নিকটে চরম দিন আমার,
পরম বিপদে পার,—
কারণ চরণ যার ব্রহ্ম সাধে সাদরে ॥
যার পদ হয় সম্পদ, পরশে পরমপদ,
পাষণ মানবী রূপ ধরে ।
কি চরণ মরি মরি !
ধীবরের কাষ্ঠতরী, রত্নবর-পদে হেম কার,—
ঘাতে জন্মহরা, মুরধুনী শিবদারা,
নরকবারিণী নরাদি কিন্নরে ॥

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী ।

কিনর করিছে গান, তল মান,
তাহে মিশাইয়া রাগ বাহার ।
দিব্ কুট কুট তানা নানা তাদিম তা তাদিমানা,
ঝেমা ঝেমা কত বাজায় সেতার ॥
গাঃ শুনি নাদের দানি দানের দানি,
ওদের তানা দেবতানা,
তাদিম তায়রে তায়রে দানি,
দে তারে তারে দানি খেতেলে,
তেলেনা বাজে সভায় রাজার

আলিয়া—একতাল্য।

শিখরনাথ, হে শিখরনাথ ! শঙ্কর !

অপার-পার-মহিমে !

আদ্য বজ্র হে ! অনাদ্য, পাদপদ্ম দেহি মে ।

লট-পট জটাজুট-শূলহস্ত-ধারিণে !

দেব-উক্তি পঞ্চবক্তা ভক্তমুক্তকারিণে ॥

তালে ভাল শোভা সিদ্ধহৃত-ইন্দ্র-কিরণে ।

দেবাদিদেব, সর্ষ-গর্ষ খর্ষ-কারিণে ।

বিগ্ননাথ, ত্রীঅঙ্গভূষণ ভদ্মভূষণে ॥

সর্ষদ্রোতা মোক্ষদাতা কস্তাভো ত্রিভুবনে ।

রসে ভঙ্গে ভূতসঙ্গে, যজ্ঞভঙ্গ-মানিনে ॥

ব্যোমকেশ ভৌম ঈশ পতি-প্রদায়িনে ।

প্রমীদ প্রমীদ প্রভু পতিতপাবনে ॥

দুঃখে রক্ষ বিরূপ ক্ষ ত্রৈলোক্যোপায়িনে ॥

গাথা—৭২ ।

কে সমরে শবোপরে নবধনবরণী ।

রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নাল-নলিনী ॥

প্রভাতের ভাগুপ্রভা, চরণ-কিরণ-শোভা,

রণশোভা করেছে ঐ রণরঙ্গিনী ।

দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্য প্রকৃতি নয়,

করে ধরে নরশির হর-বরণী ॥

গাথা—৭৩ ।

কেন গ্রামা গো, তোর পদতলে পামী ।

তুই সত্য হইয়ে পতি-পরে, করিলি কি বদনামী

কর মনে মা বগড়া করে,

আপনার ছেলে আপনি মারো,

বুঝি বগড়া নইলে রইতে নারো,

নারদ-মুনির মাগী ॥

মান অপমান নাই ভবানি,

মাতুল বোটা বাতুল জানি,

আমি কখন জানিনে আছে—

তোর এতো ক্ষেপামী ॥

৭৪ ভৈরবী—একতাল্য।

তুমি কি গুণ ধর ভবানি,

দেখি ভাগ্যবান, তোমার অধিষ্ঠান,

আমি যত দীন-হীন-জননী ॥

জীবমুক্ত জীব শিবতুল্য হয়,

জীবনাতে মম জীবনে যে রয়,

যমতয় নয় কৈবল্য-আলয়,

সে লয়,—প্রলয়কারীর বাণী ॥

আমি ভয়হরা এ ভব-সাগরে,

দ্রাণকরী কৃত-পাতকী নরো,

আমি না তারিলে দাশরথিরে,

তারো দেপি তবে মহিমা জানি ॥

গাথা—একতাল্য।

হে কি গুণি ত্রিশূলপাণি !

নাচি পাই কল, ভেবে প্রাণাকুল,

শিরে কুল-কুল কিসের ধ্বনি ॥

সে ভূষণ কোথা লকাইল সব,

করিত অঙ্গেতে ভূজঙ্গেতে রব,

কল-কল রব শুনি কলরব,

ভয়েতে নীরব সে সব ফণী ।

কর দিয়ে শিরে বলো হে কারণ,

কারে শিরে তুমি করেছে। কারণ,

দাশরথি বলে শুন মা, কারণ,

কারণ বারি ও পাপবারিণী ॥

সিদ্ধ-ভৈরবী—বাঁওয়ালী।

কি করি শবাসনা, তুমিতে। পবনেশে রবে না ।

মত্ত করবে যাতে, নিজ বাসনা ।

তব জ্বালাতে শঙ্করি, মৃত্যু শাস্ত্রী মনে করি,

মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতে হ'লো না ॥

শুন হে সর্দমঙ্গলে, মরণ মঙ্গল ব'লে,

দণ্ডিয়ার করিলাম গলে, তারা দংশে না ।

বিধস্তর নাম ধরি, বিধ খেয়ে জীর্ণ করি,

বিধে প্রাণ যায় না, কি বিষম যাতনা ॥

পশুপতি নাম শুনে, শঙ্কা করে পশুগণে,

ব্যাধি-সিংহ তারা আসি, প্রাণে বধে না ।

জীবনে কি গুণ ব'লে, দিলাম আশুনে কপালে,

কপাল-বিগুণে সে আশুনে দহে না ॥

বেষ্টিত—গৎ ।

রূপ কি বিহরে বে, কৈলাস-শিখরে ।
হরবামে হর-মনোমোহিনী—
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো, উভয় শরীরে ॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অনুরে ।
হেরি হৈমবতী মুখ, হর-দুঃখ হরে ॥
মুখে সদানন্দ ভাসে প্রেম-মুখ-সিন্ধু-নীরে ॥

স্বরট—কাপ্তান ।

ভব-তিমির-নাশা, শিবের আশা-পথে
কবে আসিবে ।
কবে হুং নাশিবে, শিবে,
শিবে করুণা প্রকাশিবে ॥
অসিতরূপা অসিধারিণি, অসাধারণ-গুণধারিণি ।
আশু হুংনাশিনি, আসি আশুতোষে
কবে তুষিবে ।
নীলবরণি, নিস্তারো, নীলকণ্ঠে কত আয়ো,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসাইবে ।
হর হুং হর-কারণে, আপদ হর পদ প্রদানে—
কবে হুং, দাশরথির ভব ভাবনা বিনাশিবে ॥

টৌরী—কাওয়ালী ।

দয়াময়, দীন-দুঃখ হর ।
হে দীননাথ, দীনোহং ॥
দুঃখ দুঃখ দনুজদল-দমন,—
দিনকর-হুত শুভাগত,—দয়া দীনে কর ।
দেব, দরশন দেহ, হ'লো মম জীর্ণ দেহ,
নাহি মম ভক্তি-সমাদর ॥
দেবদেব-দোষ আদি দ্রোহিকর্মে হরোছি দৃঢ় !
সদা হুংপথে ভ্রমি, করি হুকরণী ।
ভব-হুংপার পার,—
যম হুকর দায় ভানি বড়,—
দুঃখ-দাবানলে দহে দিবস রজনী,
দ্বিজ দাশরথিরো দুঃখাট্ট নিবারি,
দস-দুঃখতি কর দর ॥

সিন্ধু—কাপ্তান ।

শিব-শঙ্কর, শশধর, হে গঙ্গাধর,
অশেষ-গুণধর !
শেষ-বিষধর-ধারি, গিরীশ, গৌরীশ ।
অশেষ-কল্মষ,—কুশকর, ত্রিপুরহর !
আশুতোষ, এ শিশু-দোষ,
আশু বিনাশ করিয়ে তোষ,—
হে মহেশ, আশু দুঃখহারি !
কাল-ভয়ে শব্দাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু, ওহে কাল-কালবারি ।
ও পদে মতিহীন মূঢ়মতি,
গতিবিহীন আমি অতি,
হে স্বপ্নে গুণ-বিহীন দীন দাশরথিকে—
তুমি ত্রাণ কর যদি ভব-ভয়বারি ॥

১০২০—একতাল ।

যায় দিন, জীব, মজ না
জানকী-জীবনাসুজ-চরণে ।
মর না মনে, সে রঘুবংশ-তিলক,
ত্রিলোক-পালক, পূলক পংখে যাবে শেক,—
হবে সব পাপ-লাবণ,—রাষবের স্বরণে ।
দিনমণি-কূলে উদ্ভব দিনমণি-হুত-বারণে,
ভব-জলধিজলে তরিবি ভাবো—
দয়ালু জলধি—জলধবরণে ।
যে চরণ-রাজীবে জনমে জাহ্নবী,
পরশে চরণে পাষণ মানবী,
অহল্যাণি বিধি শশী রবি,—
পদে অধান দত্ত কারণে ।
নক্তচরাতক, ভক্তভয়ান্তক,
ব্যক্ত বেদাদি পুরাণে,—
দাশরথি কুপা-বিনে বিকল আছে,
দাশরথি দীন-দুঃখ-হরণে ॥

খট-ভৈরবী—একতাল ।

গিরি ! গৌরী আমার এসেছিল ।
স্বপ্নে দেখা গিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো ॥

কহিছে শিশুরী কি করি, অচল !
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চকলার মত জীবন চকল ; —
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার !
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি, গিরি ! কি লোম অভয়র,
পিঙ্গুদেবে মেয়ে পাষাণী হ'লো ॥

আলিয়া—কাওয়ালী ।

গিরি হে ! গিরিশপুরে দ্রুত যাও ।
বড় বাগুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী,
হর-ধরণী বরেতে মিলাও ॥
সম্বৎসর হ'লো গত, সময় হ'লো অবগত,
ওষ্ঠাগত প্রাণে বাঁচিলে—বাঁচাও ।
শৈল ! যাও হে শৈল !
যাও, মেয়ে এনে অঙ্গনে,
হুঃখিনীর দুর্গতি মুচাও ॥
বিনে জীবন-কুমারী, ভুবন তিমির হেরি,
ভবনে ভুবনেশ্বরীর দেখাও ।
ক'রে আরাধন, মহেশ-ভাবান,
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পূরাও ।
গৌরীর বিচ্ছেদাশুন, দহিছে জীবন মন,
জানি গুণ,—যদি আশুন নিবাও ॥

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী ।

তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই !
কেউ না কি জান তাঁরে ।
এ পাথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে ॥
চিহ্ন কৈ পদ ছাণি, তরুণ অরুণ জিনিরে ॥
দিলে বিধু খণ্ড ক'রে, বিধি চরণ নথরে ।
মা আমার কৈলাসকন্ঠী, পতি-হানের গতি-দাত্রী,
দণ্ডি-ধরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডী নাম ধ'রে ॥
আমাদের সেই জননীকে,
মা বলে স্বপ্নে ডাকে রে !
তাঁরে না জানে—কে জগৎছাড়া
জগতে আছে রে ॥

ললিত-মিথিট—বাঁগতাল ।

কৈ হে গিরি । কৈ সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী ।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী ॥
ধ্বজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা বলে মা ! ডাকে মুখে আধ আধ বাণী ॥
এ যে করি-অরিতে করি ভর,
করে করিছে রিপু-সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী,—
প্রবলা প্রথরা মেয়ে তহু কঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক ধরা ত্রিলোক-জননী ॥

ললিত-মিথিট—আপতাল ।

বাধা কিছু পূর্ণ তবে হয় হয়-মহিমি ।
রয় যদি মা ! শত যুগ এ হুঃ-সপ্তমী-নশি ॥
মনের মনসে তবে ওমা সর্বমঙ্গলে !
পূজি পদ বিদলে, জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী ॥
এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ-নিবারণ,
আন্ত ল'য়ে যায় গো মা ! আন্তোষ হাসি ॥
তুমিতো আপন বশ নও জানি মা অভয়ে ।
হর-বাসে হর-বশে হর কাল হরপ্রিয়ে !
শাশানেতে ল'য়ে যাবে সে শাশান-নিবাসী ॥

মিথিট—একতাল ।

গিরি ! যার তরে হে আমি পুঞ্জিলাম শ্রাম ।
কৈ মোর শশিধর-প্রিয়ে উমা-শলী,
ঘোড়নী অতনী কুহুম সমা ।
তুমিতো সেই হুঃখ—ভক্তিনীর চাঁদমুখ,
নিরখিয়ে দুখ হয়েছ তব ভঞ্জন,
হে রাজন ! বল কি লোম পেয়ে,
আমার সে নিদয়া মেয়ে,—
হয় তোমারে সদয়া আবারে বাঘা
দাশরথি বলে দেববি যদি মেয়ে, হনয়ন—মুদিয়ে,
ছাদি-পদ্মাসন কর অযেযণ,
তাঁরে অবৈষণের তরে, কাজ কি অগ্নি ধরে,
অস্তরে বিহরে সে হর-রমা ॥

সিন্ধু—একতালী।

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা । কুতল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
গিয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাকছে মা তোর শশধরবন্দী।
মা গো ত্রিভুবনে মাগে, ত্রিভুবনে ধজে,
তোর মেয়ে সামান্তে নয় গো রাণি।
আমরা ভাব্তেম ভবের প্রিয়ে,
মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয় হারিণী ॥
ধরলি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী,—
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,—
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অককার,
হবে মা ! তোর হর-মনোমোহিনী ॥

বিভাগ—রাঁপতাল।

গিলেন মা হেমবরণী, হেরগেরে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণণ জননী-রূপ,
রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
একদি বাগক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পলতলে বাগক ভাঙ, বালক-চন্দ্রধরা,
বালক ভাঙু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি,
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন রূপে সঁপিবে রাধি নয়ন-যুগলে,
দাঁশরথি কহিছে রাণি ! দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব'লে ॥

গলিত-মিষ্টি—রাঁপতাল।

নন্দি ! গিরিনন্দিনী,—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা হারা হ'য়ে আমি,
হ'য়ে আছি রে তারা-হারা ॥
যে দিন তিন দিন ব'লে,
গেছে রে সেই দিন-তারা,
সেই দিনে তখনি আমি,

দেখেছি রে দিনে তারা,—

তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা ॥
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে,
যারা আছে রে তারা সঁপে,
ও'র নন্দি ! তারা কি ধন জেনেছে রে তারা,—
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হারিলি,—
জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষু,
মোর তারা না হেরিলি,—
জনাভাবে আকুল,—সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা ॥

বিভাগ—রাঁপতাল।

গিরি ! যার হে লয়ে হর, প্রাণকণ্ঠা গিরিজায়।
পার তো রাধ প্রাণের ঈশানী,
বাচে পাষাণী, গিরি ! রা'য় ॥
রবে কুমারী, হরে গিরি ! আশু পূর্ণ মানস,—
দিয়ে বিশ্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,—
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-রূপায় ॥
নাথ ! হর-চরণে যদি ধর,
দোষ নাই হে ধরাধর !
চরণে ধরে তুমি হে নাথ ! দিলে কণ্ঠা যায়,—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ ! ধর গঙ্গাধর-পায় !
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায় ॥
নাথ ! কিসে যাবে আর এ বেদন,
ভিন্ন হর-আরাধন, রথিতে বরে তারাধন,
নাহি অস্ত্র উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি।
কেন মুক্তি-কণ্ঠা, তুমি হারা হও দাঁশরথি,
কি হবে, কাল এলো—
আজি কি কালনিশি পোহায় ॥

হরট—কাওয়ালী।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে।
হর-পালিনী শির মালিনী,
দেবী হরিত-দুর্জয়ল-দশনে নণ্ডে।
কিবে আসন করি করিবরাণি-পৃষ্ঠে,
রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে ॥

স্বপ্নে নাশ করে, বদনে গ্রাস করে,
গলিত রুধির ধারা গড়ে ।
হর-বনিতের, ষোর ধ্বনিতে,
কাপে থর থর কলেবর জীব-ব্রহ্মাণ্ডে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।
অসিতবরণী মনের উল্লাসে,
অসি-পাশে অমর-কুল নাশে ।
কাতরে ভাবে, অমরসেনা,
মা ! মেরো না বনবরণ !
নিরুৎসাহ ! ঘন হাসে ॥
মৃগেন্দ্রোপরে জগৎ-নন্দিনী,
পলাবে বাসনা—সেনা—সঙ্কট গণি,
তা না পায়, অস্থায়, বলে হায় ! একি দায় !
গেল নিতান্ত প্রাণ, পর-দায় অনাসে ॥
অভয় যাচিছে ভয়ে দৈন্তগণ,
লয়েছি শরণ, শ্যামা ! সপ্নর মারণ,
সাধিছে সমরে, মা ! তোরে কাতরে,
বধ না হুগা ! দাশরথিরে কি দোষে ॥

ধাবাজ—৪৭ ।
দুঃখদল-দলনি ! মুরপালিনী শিবে !
আমার দেহাত্মেরে পাপাত্মেরে কবে নাশিবে ॥
কামাদি সেই দৈত্য-সেনা,
তায় বাপে,—লোলরসনা !
মা ! তোমার করুণা-ইন্দ্র পদ—
করে বিলাবে ॥

মলতান—একতালী ।
রূপাং কুরু কৈলাসপতি ! কুমতি পতিত দীনে ।
আমি পাতকীকুল-উদ্ভব, ভব !
কিসে তরি তব করুণা বিনে ।
কতু করি নাই ভজন পূজন, ভূষায় হজন কুজন,
যদি কর হৃৎখতজন, পেয়েছি দেখা বিজনে ।
ও হে মম মন-মস্ত করী, বল তার
উপায় কি করি !
দয়া করি বদন করি, রাধ যদি দীনে নিজগুণে ।

ত্রিগুণযুক্ত ভক্ত-অমুরক্ত ব্যক্ত জগজ্জনে,—
তবে কেন দাশরথিরে রাখ,—ভব ! ভব-বন্ধনে ॥

ইমন—একতালী ।
ও বাণে ! তুই কার হবি নে, হরি বিনে ।
যদি হয় চুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবি নে ॥
বাণে রে নাহিক গতি, যিনে বাণে ! ধরাপতি,—
তার প্রেমে ডুবিলে মতি, তবে ত ডুবি নে বাণে !
কর হরি হরি রব, যে রবে রবে গৌরব,
রবিমুহুত-দণ্ডে রব, সে রবে যেন রবি নে ॥

ললিত—একতালী ।
নারি চিনিতে এ নারী,—নয় সামান্তে ।
কালরূপিনী এলো কার কন্তে,—
ধনীর ধ্বনিতে কাপে ধরণী, ধরণীতে ধন্তে ॥
একি অসম্ভব হেরি, নারীর বাহন হরি,
নিমিষে নাশিল সব সন্তে ।
সদা অভয় দেয় অমরে, স্বপ্নে ভ্রমে সমরে,—
ওর সম রে সমরে কে আছে অন্তে ।
ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ,
দাশরথি কয় পারি চরণ, ভাবনা কি জন্তে ॥

স্ববট—কাওয়ালী ।
কে রে কার রমণী শতদলে ।
কণধার, করি কি অপরূপ দরশন,—
করৌন্দ করে ধরি উগারে করে ভোজন,
ধখা ধনী ভুজলে ॥
তরুণার্ক বিনিমিত চরণ-যুগ্মজলে ;—
উজ্জ্বল জল মাঝে জলে ।
কামিনী-বর্ণ হেরি তাপিত স্বর্ণ-গিরি,—
চকলা তাপে স্বনে চলে ॥
হেরে বদনচন্দ্র, অধোবদন চন্দ্র,
তাপে মলিন হয়েছে গগনমণ্ডলে ॥

টোরা—কাওয়ালী ।
হরিপদ-পঙ্কজে মজ ।
মন ভঙ্গ রে, বিষয় কিংবদন্তে, বিহর কি হুং,
হৃৎ-সরোবরে সাজ ॥

বিষয়-বিষ ত্যজি বিশাল কাল সামাল,
কি কর কল-মতে কাল গেল গেল,
নিকট চরম কাল আর কেন কর কালবাজ ॥
ওরে মুঢ়মতি ! ত্যজ যত অসার পমার,
যদি সুসার বাসনা কর, কর সারাংসার,—
সেই ব্রহ্মরাজে জন্মাবধি কর, মম ধন মম গৃহ,
জনমে নীলদেহ-সরণে না মন দেহ,
ধিক দাশরথি ! দেহ ধরিয়ে কি করিলে কাজ ॥

—
তৌবী একতাল।

রসনা ! অলস ত্যজ, ওরে ভঙ্গ হরির পদাঙ্গ ।
যে পদপঙ্কজে, ছদ্ম-মাঝে, ভজে তমোরঙ্গ ॥
নিজ গাত্র পত্ন করি, যেবা তাহে লিখে হরি,
তার সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে পলায় হৃদ্যাসঙ্গ ॥

—
বাঁহার—তুলনা ।

পকানন কিসে পকাননে গায় —
পকম হুরে রাম-নাম ।
গায়ে স' সা নি নি ধা পা মা গা রে রে,
গা মা পা মা পা পা মা পা পা নি সা,
তোমতানা মাত হুরে উঠে মাতগ্রাম ॥
বাজে পাখোয়াজ কিবে
তাকেটে থাকেটে তাকুধেলং,
ধুমকিটি তা ধা তা দারে দানি,
দেরে না দেরে না দানি,
নদেরে দেরে দেরে দেরে দেরে—
যেতেলাং তেলে না অতি অহুপাম ॥

—
পাখাজ—ধেমটা ।

যদি ভজবি সৌণ্যর বরণ গৌরাসঙ্গ ।
ডাড় রঙ্গ, পর কোঁপিন কর কি মন !
করে কর করঙ্গ ॥
মন ! তোর পত্না বলি, কর সার কস্তা-মুলি,
কর হালীকে বেহাল ছাড়া হালি,
দেখে হৃৎধর তরঙ্গ ॥

পাখাজ—একতাল ।

দিম তানা নানা দেরেনা দেরেনা,—
গায়ে গুণী মনি ভবনে আসি ।
ওদানি ওদানি তোম' দর দানি,
সা রি, গ ম স ম সা গরি গারি,
হুরেতে মোহিত হুর-পুরবানী ॥
ধেতে লাং ধুমকিটি কিটি ধা, ধুমকিটি ধা—
ধিক্ ধিক্ দিক্ দিক্ দিক্ দিক্ বাজিছে তেলেনা,
ত্রেকোটো তোম' তায়রে তায়রে তোম',
তায়রে তায়রে দানি,
ঝব্ ঝব্ ঝব্ ঝব্ যেন ঝবে হৃদ্যারশি ॥

—
হুরা—ম।

মন ! ভাবরে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা ।
একে পক পকে এক,—ভাস্ত ভেবে হয় সারা ॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভৈল ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা ভব-উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা ॥
ওরে ভাস্ত মন ! শুন্ তো বলি,
দুন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা ।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রাম-রূপে রাবণে ধনু,
ত্রিনোক নিস্তার জন্ত, গঙ্গা রূপে ত্রিধারা ॥

—
ভৈরবী—আধুধেমটা ।

কেন ভাবলিনে তাই ! শ্যামা মা.য়র চরণ ছুটি ।
ভাল ব্যাপার, করলি এবার, ভবের হাতে উঠি ॥
ভবে জন্ম অর কি হতো ?
জলে জল মিণায়ে যেতো,
মনে ভাবলে তারাজগত,
তারা মা দিত তোয় ছুটি ।
মা.য়ের চরণে ভাবলে পরে,
হুরেই ছেলে যেতিস্ স্বরে,
ও তুই স্বর না বুকে বসতে পেরে,
কাঁচালি পাকা দাঁটি ॥

ঝিঝিট—১৭ ।

মরি রে, রাম কোমল নামটী যে জন লয় ।

রাম তারকব্রহ্ম নামের ধর্ম্মে,
ভবে জন্ম তার কি হয় ॥চরণের গুণ তুলনা,
পাষণ মানব কাষ্ঠ সোণা, হয় রে !—
ভাসে নামের গুণে জলে নীলে,
বন-পশু বন্দী রয় ॥

শ্রীমাজ—১৭ ।

শ্রীম। মার কি নামটী কোমল বলি ডাকে রে ।

অতি দুষ্কপোষ্য বালক,
অগে মা বলিয়ে ডাকে রে ॥
কমলে কি তার উপমা,—
নীলকমল-বরণী শ্রীমা,শঙ্কর বার চরণকমল, হৃৎকমলে রাখে রে ।
বসতি কমলাসনে, কালীদেহে কমল-বনে,
কমলে কামিনী মাকে শ্রীমন্ত বার দেখে রে ॥

ঝিঝিট—১৮ ।

মা তোর একি ভাব পো' ভবদার' !
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগদরী,
কি ভাবে আজ পীত বসন কেন পরি,
হ'লে বংশীবাদী, বজ্রনারীর মনচোরা ॥কোথা লুকাইলে বল গো মা !
সে রূপ তোর গো শঙ্করবাণী শ্রীমা ।
অমিতবরণী মুক্তকেশী অমিথরা ॥

ধট্টটেরী—একতাল।

ওহে হরি ! কি রূপ ধরিলে ।
তাজ পদাশ্রয়, মণনমোহন !
মদনাত্তক-জুড়ে পাড়ালে ॥
কেন হরি ! পীতবাস পরিহারি,
কি ভাব, সে ভাব পাসরি,
গোপোকেব্র স্তম্বরী ! কোথা সে কিশোরী,
মোহন পাশরী কোথায় পুকালে ॥

হুটট—১৮ ।

মন! ভাব রে গবপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা ।
একে পক, পকে এক,—এ স্থ ভেবে হয় সারা ॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা ভব-উক্তি ভবে মুক্তি পায় তারা ॥
তাদের উভয়ে হইল ঐক্য, হৃৎজনে করি সখ্যা,
বলিছে প্রেমবাণী, নয়নে বহিছে ধরা ।
গেল ধন্দ গেল দ্বন্দ, দূরে গেল মন-সন্ধ,
জানিল যে ত্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা ॥
ওরে ভাস্ত মন ! সন্ততো বলি,কৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাশে মহেশ-রূপ, রনে কালী ভয়ঙ্করা ।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রামকণ্ঠে রাবণে ধস্ত,
ত্রিলোক নিস্তার জন্ত, গঙ্গা-রূপে ত্রিধারা ॥

পরজ—একতাল।

বুঝি কুল-শীল রাখা হলো দায় লো ।
একি দায় লো ! হায় হায় লো,
বুঝি জীবন যার লো ॥
যে যাতনা—কন সখি, কায় লো ॥
পতির সহ বঞ্চিত, পেলাম না তাতে বঞ্চিত,
যে হৃৎখ চিতে, অলে প্রাণ যেন রাবণের চিতে ;
থাকে প্রাণ কদাচিত্তে, কিমে রস বজায় লো ;—
মরি লাজে—লাজ পেয়ে লাজ যে যায় লো ।

আলিরা—১৮ ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে ।
ডুবিলাম বুঝি খোর তুফানে ॥
যদি আসিয়ে তুরায়, লাগায় কিনারায়,
তবে রই সই, আর ডুবিবে ।
মলময় সমীরণে,
নদীর তুকান বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেসে গেল হাল, ছিড়ে গেল পাল,
কত থাকে আর আশা-গুণে ॥

হুটট—একতাল।

বল হে, কার ভাবে, কি ভাবের অভাবে,
এ ভাবেতে, কবে হ'লে মত ।

কে তব প্রেমমাতা, কও হে সত্য কথা,

তব-কথার কেথায় পেলে হে তব্ব ॥

বড় দয়াল আমার নিতাই ত্রীচৈতন্য,

রূপ। ক'রে তোমায় দিয়েছেন চৈতন্য,

তাইতে হ'লে ধন্য, জন্মান্তরের পুণ্য,

তোমার ছিল হে,—

তাইতে গৌর-প্রেম তুমি হ'লে প্রাপ্ত ॥

বই—গোস্তা ।

ভেমন হৃথ সজনি লো,

বিচ্ছেদের পর পিরীত খানি ।

অনারাষ্ট্র পরে মেঘ দেখে থেমন চাতকিনী ॥

যদ্যপি পড়ে খুলে, অকলের মাণিক জলে,

আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয় লো ধনি,

পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদ-শরে, চৌদ বৎসরের পরে,

থেমন রামকে হেরে, অযোধ্যা-বাসীর পরাগী ॥

বাহার—কায়ালী ।

সার ভাব ত্রীপোবিন্দ-ত্রীচরণ ।

অধর্ম-আচরণ, ত্যাগ করিলে কালের হাতে—

তারিবেন বিপদ-তারণ ॥

সংসার অসার সাগরে,—

কেন ডুবিলি, ও নাম ভুলিলি, ভুলিলি,—

সদা বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে,—

জঠর-যন্ত্রণা কঠোর দায়ে, কে করিবে নিবারণ ॥

বাষাঙ্গ—গোস্তা ।

দাও দাও ক'রো না কথা, পুরুষের গুণ জানা আছে

খাক চুপটি করে, মুখ টি বুজে,—

জাক করোনা, আমার কাছে ॥

পুরুষেতে কাম মত্ত, কুসংস্কার সদা প্রবৃত্ত,

পরশর বিধামিত্র অগাধ বিদ্যা দেখিয়ে গেছে ॥

শিখিট—৭২ ।

আমায় যদি জেতে তুলে, যেতে পারিস্ ভ্রমরা ।

তবেই ভোরে রসিক বলি, নগিনীর মন-চোরা ॥

করে হুং বলব যাত্র, প'ড়ে থাকি হুং-হুং,

দাঁড়কাকে খায় হুং-হুং মধু, আতঙ্কেতে অঙ্গ অরা ॥

বাষাঙ্গ—গোস্তা ।

পদ্মিনীর পদ্যবনে বদ্ধ হয়ে আর কে রবে ।

হরি-পাদপদ্ম-মধু পান করি, এ প্রাণ জুড়াইবে ॥

কাজ কি আমার মধুর মায়া, ক'রে যাই মধু-গয়া

বিপত্তে মদুন্দন, পদছায়া আমায় দিবে ॥

বাষাঙ্গ,—থেমটা ।

মজ্জ মন ! নন্দলালা, খোদায় তালা, দিনত গেছে

কর পান গঙ্গা-পানী, বল পানী, শূলপাণি,—

আর এমাম হোসেন ;—

মৎ কিঞ্চে রামরহিমকো ভিন্,

মন আমার ভেবনা মিছে ॥

চল মকা কানী, মন উদাসি !

দোনো বিনে তরবো ক্যাসে ॥

মল্লভান—কওয়ালী ।

ধনি ! বিচ্ছেদ-বিকারে প্রাণ যায় লো ।

বুঝি যায় লো, কর সজনি ! বজায় লো !

কি করে লজ্জায় লো, অ'ন গে,—

আমারে যে, মজায় লো ।

লাগিল রিপু নাচিতে, দিলে না বুঝি বাঁচিতে,

কদাচিত্তে হইরে প্রেমে বকিতে,—

না খাই ঐশ্বর্য রুচিতে,

সদা চিত্তে জলে রাবণ-চিত্তে-প্রায় লো ॥

কালি-ডা—একতাল ।

মিছে কেন বিবাহ করা, কুলের কর কুল কিনারা

মানে মানে মান ফিরে দাও,

মন ফিরে দাও মনচোরা ।

কুল-শীল সব তোমার হাতে,

যদি শীল ফিরে দাও শীলভাতে,

নতুবা তোমার বাটীতে, শীল ক'রে সব লব তরা

বেহাগ—কওয়ালী ।

মন দিলে অরসিক মরি !

মরি মরি মনোজনে গুমরি,—যায় বুঝি যায় গো !

ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে,—

বিরলে কাঁদি জন জন রবে সহচরি ॥

অবলারে ক'রে ধাওয়া সহ !
মজলে মজিব ঝল, সে মজিল কৈ ?
সে আশায়, যে কাঁদায়,—প্রেমদায়—একি দায় !
তথাপি তহারে কেন মন চায়,—কি করি ॥

হুঁট,—কাওয়ালী ।
কি হুখে আর আসবে অলি !
যে গুমর, সে গুড়ে বালি ॥
এখন তোর ফৌপল লয়ে ফৌপল-দালালি ।
এখন শ্রী-ভিন্ন হলে, অতি প্রাচীনকালে,
আছে কি চিহ্ন ফলে, রসহীন,—যদি গিয়েছে,
হয়েছে কদিন,—করলে যতনে যতন যতদিন লো
কমলিনি, বুকে ছিল, হুকোমল হুখের কলি ॥

ললিত—একতারা ।
বধিব না,—আয়রে নলিনীর অবোধ ভঙ্গ !
কি যশ আছে, লোকের কাছে,
তোরে বধে রে পতঙ্গ ! ॥
ডাকে যত, পলায় তত, অলি পাইয়ে আতঙ্গ ।
মানবাড়িতে মান-ভরে, ছিলাম মান-সরোবরে,
সে মান হবে, হাসালি রে বৈবঙ্গ !
কমল ফেলে, রসকি পেলে,—
করে মালতীরে সঙ্গ ।
তোর কি দুধের তৃষ্ণা বোলে হয়েছে রে ভঙ্গ ॥

খট—গোস্তা ।
যেরে নাম মলুজ ফকীর
মোকাম মেরি মটীয়ারি ।
কট হিৎ দে মুখে !
এংনে কাহেকো শেকদারি ॥
এয়সে হেয় তোম লোককো,
মালিক গ্রাম জ্ঞানে পীরকো,
মেই কান্দেহেকে ওনকে তই, নিয়া ককীরী ॥

খমন্—যথামান ।
মানস ! গপেণ ভাবনা ।
ভাবিলে তব রবে না,—রবিহৃত-ভাবনা ॥
মানন্দে সদা সাধে হুরেন্দ্র যাকে,

ভজ গিরীন্দ্র-সুতা-সুত করীন্দ্রমুখে,
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা ॥
ভাব,—খর্কদেহ—হুখে-খর্ককারীয়ে,
হবে সর্ব সুখ তব লভ্য শরীরে,
ভেবে,—দিব্য জ্ঞান লভ না ॥
মুক্তি-কারণ গুণযুক্ত হৃদয়,
প্রভু—ভক্তকায় অনুরক্ত ভক্তপ্রিয়,
ব্যক্ত গুণনিধি-বক্ত্রে,—
সত্য লভে মুক্তি, সাধে যে জন ॥

হুঁট—কাওয়ালী ।
শমন-দমনি শিব-রমণি মা তরঙ্গিণি !
এ ভবতরঙ্গে তারো পক্ষে !—গতিপ্রদায়িনি !
বরদে ব্রহ্মাণি ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মগুজননি !
ব্রহ্মগুরুশিপি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-নিবাসিনি ॥

আলিয়া—একতারা ।
হে মা ! অপাঙ্গ-তঙ্গ !—
হুখ-মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে !
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-হর-শরণি !
শশধর-ধর-শিরো-বিহারিণি !
শমন-ভবন-গমন-বারিণি !
দমন-কারিণী—হুব-মাতঙ্গ ॥
স্বরণ-মনন-সাধন-ভকতি,—
সঙ্গতিহীন দীন দাশরথি,
দীপ্ত গুণে প্রাণবিয়োগ সময়ে,
দিও হান মা ! এ পাপাঙ্গে ॥

হুঁট—কাওয়ালী ।
ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভববিপদভঞ্জিনী,
ভক্তমনোরঞ্জিনী, নাচে দৈত্যরাজিনী ।
পদভরে কাঁপে মেদিনী, বন বন ভীষণধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে, ভুবনাকার ধনী ॥
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
কপালে শিশুহৃদাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী ;—
অসিতে অসিগ্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে এ রণে, ত্রাণ নাই রে দাশরথিবানী ॥

ধাষাজ—কাওয়ালী ।

শঙ্করে করে বাস,—বিবসনা ।

কে লোল রসনা, পুরায় কার বাসনা,—
জবা দিয়ে পদোপরে, কে করে উপাসনা ॥
দহুজ-রণে প্রবেশি, নাচে উম্মত্তবেলী,
খোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা,—
অতি প্রকট ভঙ্গিমা গুণমা বিকট-দশনৌ ।
যদি কোপাঘিতা ধনৌ কেন সহ্য করি বদনৌ,
বরাভয় যোগে হুরে সন্তাথনা,—
শব-অঙ্গ সব স্থলে, যুগল প্রতিমণ্ডলে,
শব দিলে তাহে শবাসনা,—
দাশরথির চুখ-হরা শিশুশিশি বিভ্রমণা ॥

গত—একতালী ।

গমিত গলে মুণ্ডমাল, দ্রুততা ধনী—মুখ করাল
শ্রুতি পদে মগ্যকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী ॥
দিগসনৌ চন্দ-ভাল, আলয়ে পড়ে কেশ-জাল,
শোভিত-অঙ্গ করে কপাল, প্রপরা শিখরনন্দিনী
চারিদিকে যত দিকপাল,
ভৈরবী শিবে ভাল-বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কণ্ঠশব্দিনী ॥

ইম্ব—একতালী ।

কার রমণী নাচে সমরে ।

বিপ্লবিত কেশ কে সে,—বর দেয় অমরে ॥
দত্তজ নাশে গগনে, রক্ত পিয়ে স্বগগনে,
গতি হেরি ত্রিভুবনে,—এ বামার সম রে ॥

আলিয়া—একতালী ।

বামারে কেউ পারো রে চিনতে ।
এর সনে রণ,—মরণ-চিত্তে ।
শরণ লয়েছে চরণ-প্রান্তে ॥
বামার এ কি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা-প্রভা তিন আঁখি,
উষাকালে ঘেন হেরি হাঙ্গমুখী,
কোট চপালে খেলিছে বিকট দন্তে ॥

টৌরী—একতালী ।

জগ জাগ জননি !—

মূলধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত,—
হ'ল কুলকুণ্ডলিনি !
স্বকাঁথ-সাধনে চল শিরোমণ্ডো,
পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
ক'রে যটচক্র ভেদ, পুরাও মনের বেদ,—
চেতনরূপিনি ।

ঈড়া পিঙ্গলা হুয়ুমা,

চিনতে নারি এ তিন নাড়ী,—

ব্রহ্মা বিশ্ব মহেশ্বর শিবরূপে দেবভারা,
নিয়ত জপে তারা, তারা গো !

তোমার অবিষ্টান,—হ'য়ে পাঠিষ্টান-পরে,

চিত্তাহরা, চল চিত্তামণিপুরে,

জীবাস্ত্রা যে স্থানে অনাহত চক্রে,—

দীপ-শিখার ছায় জ্বলে দিবা-রজনী ॥

এই দেহ-বিগ্ৰহে, যে বিস্কৃত মৌল-দল,—

কমল—শোভা পায় তাহে অঙ্গ নাভি-স্নেহ,

সদা দেবা ববে,—শাকিনী নামে শক্তি,—

তথা ওগো কুণ্ডলিনি !

কর গো গমন আদ্য-অক্ষরে-মধ্যে,—

বিদল পদ্মে—মন,—ক'রে যটচক্র-ভ্রমণ,

গম্বধনকে সাধন করাও মা সর্বাঙ্গিণি ॥

হুণ্ট—কাওয়ালী ।

ও মোর পামর মন, এখনো বল না কালী ।

ক'রো না রে মন, আর আজি-কালি ॥

আজিকালি ক'রে কি কাটাবি চিরকালি,

কি হবে রে কাল এলো,

কেন কালী-পদে না বিকালি ॥

তাজে মিছে কাজ, ভজ না রে কালী,

মিছে কাজে থেকো না, মন-কালি !

অগ্নিতে লিখিয়া কালী, কর কালী-নামাবলি,

না লিখিয়া কালী,—কেন বিষয়-কালি মাখালি ॥

জঠরে বসনা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শিখালি,

এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালি,

সে বচনে দিয়া কালি, দাশরথি, কি আঁকালি,

বলিব বলিয়া কালী,—কেন বদন খাঁকালি ॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

কালি, অকূল সাগরে কূল দেখি নে,
কি হবে কু-লানে !
আকূল দেখিয়ে যদি অকূল হ'য়ে—
কূলকুণ্ডলিনি ! কুলাও কূল-বিহানে ॥
আমি কূলহীন দীন ভাত্ত,
কূলের পাতক মা, হয়েছি একাত্ত,
কাল-বশে করিয়ে কালাত্ত,
কূলে এলাম হ'য়ে কূলশাত্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথি প্রতিকূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা, স্বপুনে ॥

বাগেত্রী—একতাল।

এ কি বিকার শঙ্করি, তরি—পেলে কৃপা-ধনস্তরী
অনিতা গোরব সধা অঙ্গে দাহ,
আমার কি বাটল পাপ-মোহ !
ধন-জন-ভৃগু না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥
ও মা, অনিতা আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,—
সত্তত গো সর্বমঙ্গল !
মায়াক গা কাকিন্দ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে,
হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে ক্রিমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হলো ভ্রমি,
এ রোগে কি বাচি, উন্মাদে অরুচি, দিবসশর্করী ॥

বাগেত্রী—একতাল।

দোষ কারো নয় গো মা !
আমি, স্বখাদ সগিলে ডুবে মরি শ্রাম !
যড়রিপু হলো কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটলাম কূপ,
সে কুপ ব্যাপিল,—কালরূপ জল, কালমনোরমা
আমার কি হবে তারিণি ! ত্রিগুণবারিণি !
বিশুণ করেছি স্বপুনে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
বারি ছিল চক্ষু, ক্রেমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণতরী দিলে ক্ষেমকরি ! করি ক্রমা ॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণি ! ঋণী তব পায়।
মা ! আমার অনুপায় ॥
ভঞ্জন পুঞ্জন দিয়ে বিসর্জন, জননি গো !
বিষয় বিষ-ভোজনে প্রাণ যায় ॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চলিলাম,
মুপ্ত হব রব স্বপনে, ত্রিপন্ন দিা তব শ্রীপদে,
ধরায় পতিত হ'য়ে, রয়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনি ! ভুলে মা ! তোমায় ॥
হলো না সাধনা আর হয় না।
হে দুর্গে মা ! আমার দুঃখ তো আর নয় না,
অপার দাশরথি, শঙ্করি !
হয় না মানস বশ, কি করি !
মা ! যদি মোহে মনে করি, স্বপুনে বন্ধন করি,
কর মুক্ত, মুক্তকেশি ! এ ভববন্ধন-দায় ॥

হুলতান—কাওয়ালী।

আপদের আপদ তারিণী-পদ,—চিস্ত ভ্রান্ত মন-
যে জন যতনে ভাবে তারা-পদ,
তারা হরে তার আপদ,
যে পদ বাস্তবিত্ত যে ষোলীন্দ ফণীন্দ,—
ভাবিলে যে পদ, ভবসাগর গোপদ-বোধ,
যে পদ সদা সদাশিবের সম্পদ ॥
ও রে দেবের দেবত, যখন হরিল দৈত্য
পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ,—
যে পদ স্মরণে, পরমার্থ কৃতার্থ,—
যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে, নিরুত্তর পদধ্যানে,
দাশরথির কর মতি নিরাপদ ॥

চৌরী কাওয়ালী।

দিন দিলে না মা ! দিনতারিণি দীনে !
দীন-দরাময়ী হয়ে, কেন দুঃখ দিলে দীনে !
অতুল মহিমে,—দীন-নিষ্ঠারিণী নামে ;
কেন ডুবায়ে সে নাম,—অম্বশার্বব জীবনে ॥
দিবস রজনী দুঃখানলে জগে কলেবর,
স্বকর্ম-ফলে ভাবী গতি দুঃখ ভাবিনে,
দিলে দুঃখ বড়—ভাতো সাঁহল মা।

আর সহে না দুঃখ,—দিও না,—
লঁপে এ দীন দাশরথিরে দিনমণি-সন্তানে ॥

ভৈরবী—একতারা ।

ভাব নবজগদধর-বরণীরে ।
যদি তরিতে মরি রে ।
দুঃখ-নাশিনী ঈশানী ঈশ-জদ-বাসিনী,—
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে রে— ।
ওঁ রে অন্তর ! ভাব দনুজাত্যকারিণী —
সে কৃতান্ত-বারিণী শ্রামা মা'রে !
বে রূপে অসিতবরণী অসি ধ'রে,
বাসন-পূরে জননী বাসনা-কল-দায়িনী,
বাস করে, সদা পতিপরে,—
কিবা হৃদয় কর শোভা করে,
নয়-নরক-বারিণী নরশিরে ॥
শিবে শঙ্কর-দারা, সব সঙ্কটহরা,
নাম-রসে—বশ কর রসনারে.
তারা-নাম পরিণামে দুঃখ হরে ;—
গত দিন ক্রুতগতি, গতির কর সম্ভতি,
দাশরথি কেন চিত্ত না রে—
শ্রামা জনমহারিণী জননীরে,
কেন জনম-মরণ ফিরে ফিরে ॥

ভৈরবী—একতারা ।

ত্রফাণী ভবানী সে বাণী,—
বল না রসনা ! অনিবার ।
ভব-তিরবার তরণী তারিণী-চরণ-মরণ-সার ॥
মন ! তারা বল বল,
বল পাবে—হবে সম্বল, পথ চনিবার,—
নিত্যধন ত্যজি অনিত্য-আশ্রয়,
কেন পাপচয় কর রে সঙ্কর,
দ্বারা-মুতচয়, পথ-প'রচয়,
পরিণামে বানী পরিবার ॥
ভয়-নিবারণ অভয়-কারণ,
অভয়-চরণ অভয়র,—
দশানন-ভয়ে ভীত, হইয়া আশ্রিত,
দাশরথি ত্রিচরণে যার ॥

ভৈরবী—একতারা ।

দীন-তারী ভব-তারা ভব দারা,—
গুণালাপে দিন হর রে, সার কররে,—
শমন-ভবন-গমন-বারণকারিণী তারিণী,
ত্রিতাপ-হারিণী,
যে তারিণী-পদ তরণী, বিপদ-দাগরে ॥
আপনি আপন, এ পদ-স্বপন,
বুখা আলাপন ছাড় রে ।
সদা ধর ধর, গঙ্গাধর-প্রিয়ে,
ধরাধর-মেয়ের গুণ অধরে ॥
তাজে মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ,
কররে মরণ জননী-চরণ,
জন্মিবে হুধ জনম-বারণ,—
বারম্বার—অঠরে !

সখন সে স্বনবরণী,—হরেশমরণীয় গুণ মার রে,
যেন লয় কালে, নাহি লয় কালে,
কালি-দাস বলি দাশরথিরে ॥

ভৈরবী—একতারা ।

মা ! সে দিন প্রভাত কবে হবে ।
পুরাতে বাসনা, ও মা শবাসনা !
রসনা গোল-রসনা অপিসে ॥
কলুষাকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি,—
হারা হয়ে আছি, শিবে !—জগদ আকাশে,—
তারা কবে এসে, পুণ্যের বিপাকতিমির নাশিবে
দেহ-মুক্ত হব, দেহ যাবে হারা,
এ দৌনে সে দিনে হে দীন তারা ।
প্রকাশিও করুণা-নয়ন তারা ! ক্রিয়াবিহীন জীবে
মিছে কাজে দিন, গত প্রতি দিন,
এ দিন দীনের কি হবে, —
দীন দৈন্ত গণি, যে দিন জননী,—
বিজ দাশরথি দৌনে দিন দিবে ॥

বদন্ত—একতারা ।

ও রে রসনা, রসনা বুকে,—
ধেন তুমি কুরসে মজেছো ভাই ।
ড'ক তারা তারা বলে,—তারা চিরকালে,—
আমি যেন তাই পাই ॥

তারানাথ-বাণী—তাড়া নাম-রস,—
পাইয়ে সুরন সুদেশাদি বশ,
তা তাজিয়া কেন অস্ত্র সরে ভাস,
যে রসে পৌরুষ নাই,—
রসময় শকা ভাব যদি তব,
রসজ্ঞ বলিয়া বশ দিবে সবে,
দাশরথির অস্ত্রে বিরস ঘটাবে,
হোর নাকি অন্তরে তাই ॥

ইম্বু—কাওয়ালী ।

ত্রাণ কর,—তাড়া ত্রিনয়নি !
হে ভবানি ভবরাণি ভব-ভবরাণি ।
ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভার-হারিণি ।
ত্রিভুবন-তারিণি ত্রিগুণ-ধারিণি ।
ত্রিজন-সৃজন-কারিণি !
এ মা শারদে শুভদে সুবৈষ্ণবপালিকে,
গিরীশ-বাণীকে কালিকে,
যে'গেন্দ্র-মনোমোহিনি !
হে শিবে শর্করাণি গিরিজা গৌর্দাণি ।
নির্বাণ-পদ-দায়িণি ।
তাড়া, এ ভব হস্তার, দাশরথিরে তার,
ভবাক্কার-বারিণি ॥

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

মন, কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর ব'সে ।
জান না রে, অন্তরার অগ্নি হ'য়েছে নিজ-দোষে ।
রিপুবশে তাজে ধর্ম, হত ক'রে সে গত জন্ম,—
ভবে না করেছ কর্ম, ক'রে ভাবিছ এসে ॥
যখন পেলে জন্ম তুমি অবনীতে,
হর্লভ যোনিতে, কেন ছনীতে !—
হারালি দিন হুর্জন-সহবাসে ॥
সদা করেছ পরানিষ্ট,
পরমিষ্ট পরদেবে ছিল না দৃষ্ট,
দাশরথি যে পরে কষ্ট,—
পাবে—ছিল না তা মানসে ॥

মুগতান—কাওয়ালী ।

শমন নিকটে গো শঙ্করি ।

কি হবে,—হারালাম পরিণাম তন্মাম না করি ॥
না ভাবি তব চরণ, তন্মাম-উচ্চারণ,
মুঢ়মতি আমার তৎস্মরণ,
বিস্মরণ, বিবণ দিবস বিভাবরী ॥

পুরবী—কাওয়ালী ।

ভাব কি,—ভাবনা মন, ভবানীয়ে ।

গেল দিন, দীনতারিণী পদ-তারিতে,—

তরণা মন, ভব-নীরে ॥

ওরে মনোমধুকর, কি কর রে সুধাকর-শেখর—
রমণী-নাম-সুধা পান কর, গান কর,
হৃদর ভাস্কর-তনয়—ভাবনা য'বে দূরে ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী ।

কু-সম্র ছাড় রে ও মোর পামর মন ।

ভবাণী-বাণী ভব-নিস্তারকারিণী,

বল বল বল মন, নিকটে বিকট শমন ॥

গেল গেল দিন, কি দিন এলো ভাব না,

হৃদয়ন্ত সে কৃতান্ত দায় রে, হাঙ্গরে,

তাড়া-নামে দিয়া সাড়া, রিপু কর বপু ছাড়া,

তাড়া ছাড়া হ'লে হবে, তারাদন আরাদন

বল সাগরিন দে দীন-তাড়া মন রে ।

তাড়া-নাম পরমার্থ গুরুদত্ত ধন রে,

মন রে, সে ধন সাধন কর, শুধিয়ে শমন-কর,

করো না হৃদর ভবে দাশরথির পতন ॥

আলিঙ্গা—একতাল ।

কর কর নৃত্য নৃত্য-কালি, একবার মন-সাথে,

রণক্ষেত্রে—মা ! মোর হৃদয়-মাঝে ।

দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,—

এরা বাদী ভজন-পূজন-কাঞ্জে ॥

জান-অসিতে তার কর ছেদন,

নিবেদন,—চরণ-সরোজে,—

আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কু-মতি-বন্ধনাজে,

ও তোর তক্ত দাশরথি,—

অমৃত হই ঐ পদাঙ্গুজে ॥

স্বরট—আড়া ।

এ কি রে হইল আমায় ।

নয়ন মেলিতে দেখি,—নয়নে শ্রামায় ॥
যদি আঁধি মুখে থাকি, বলা যায় সে কথা কি,
অহরে ব্যাপিত দেখি, সদা শ্রামা মায় ॥

ভৈরবী—একতালা ।

• ত্রাণ কর, হে শঙ্কর ।

আন্তরে নাম, গুণে গুণ-ধাম,

হর মম হৃৎখ হর,—হর !

বিপদ-কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি !

বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর,—

পাপে হ'য়ে ভারি, ভবে ভুবে মরি,

ওহে গঙ্গাধর ! ধর ধর ॥

ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ-হারি !

ত্রিপুরাত্তক ত্রিশূল-ধারি !

ত্রিঙ্গগং-পাপ-তাপ নিবারি !

রূপা-নয়নে হের,—

কি করি শঙ্কর ! শমন-কিন্ধর,—

ধাধে কর হে ! কি কর কি কর !

কর শত্রু-জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয় !

দাশরাথি কাঁপে থর থর ॥

লিঙ্গ—পোস্তা ।

হুং মায়া-রূপিণী দুর্গে,

কে জানে মায়া,—জননি !

কখন দরিদ্র-জায়া, কখন হও রাজরাণী ॥

হুং পুরুষ,—হুংহি কস্তা,

ধন্য তুমি,—তুমি দৈত্যা,

দয়াময়ী দয়াশূন্যা, স্বজন-লয়-কারিণী ॥

তুমি হুং,—তুমি ক্রেশ, হুং পীড়্য, তুমি বিষ,

তুমি আশ্রয়, তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যা-রূপিণী ॥

মরলা—অতি দুর্বলা, অচলা—অতি চকলা,

কুলহীনা—কুলবালা, কুলোজ্জ্বলা—কলঙ্কিনী ॥

ছায়াসট—কাওয়ালী ।

হেরম-জননি ! হের মা দীনে ।

হে দীনতারিণি !—হুংখ দিওনা আর দীনে ॥

যায় যায় যায় প্রাণ,—মা !

দেহ দেহে পাপাণ্ডনে ॥

ডাকি অনিবার,—একবার রূপা-নয়নে,

কর দৃষ্ট,—দুর্দৃষ্টহরা তারা !

ভূ-ভার-হারিণি ! তোরে,—

কি ভর দানের ভারে,—

সুধাকরে করে ধরে,—করুণা হৈলে বামনে ॥

লিঙ্গ—পোস্তা ।

যা কর গো দুর্গে ! ভব-হৃৎখে—হুংখহরা তুমি !

করিয়ে কু-কর্ম,—অঙ্গ চেলছি তরঙ্গে আমি ।

নিত্য ধন না করি তত্ত্ব নীচ-কর্ম্মাশ্রিত নিত্য,

সাধিলাম অনিত্য অর্থ, ব্যর্থ এসে কর্ম্ম ভূমি ॥

বাঁহাজ—কাওয়ালী ।

দুর্গে ! পার কর এ ভবে ।

দেখ পাপের ভার,—কুব্যবহার,

তুমি ভার হ'লে মা ! কে ভার সবে ॥

রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন,

কে তব আশ্রয় কে বা শ্রিয়জন,

কি স্বজন দীন-জন কি দুর্জন,—

স্বজন তোমারি সবে ;—

যা কর মা ! শমন এলো শীঘ্রগতি,

নাও যদি মা ! গীত—দেখিয়ে দুর্গতি,

তবে দাশরাথি গতি,

(নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সদত রবে ॥

বাঁহাজ—একতালা ।

জীব-মৌন রে, জীবন গেল ।

হ'য়ে কাল, পেয়ে কাল, কাল-ধীর এলে ॥

বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্ম-সূত্রে,

ফেলিয়া জঞ্জাল জাল ॥

কেন আশ্রয় করিল এ সংসার-বারি,

কাল, জাল বায় ফেলিতে অধিকারী,

এ পাপ-জল অরি, পরিহারি হরি,

চরণ—গভীর-জলে চল ॥

দাশরথি বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
জল কেন হ'য়ে এ জল-অভিলাষী,
যে জল মাঝারে জলে দিবা-নিশি,
কলুষ বাড়বানল ॥

শাখাজ—একতারা ।

মম মানস শুকপাখি ।
হৃৎ-মোক্ষধাম,—হুকোমল নামটী কমল আঁখি,
ঐ বুলিটি ধর, আমায় হৃৎখী কর,
শুক নারদ যাহু হৃৎখী ॥
সদা বল তুমি কৃষ্ণ-রাধা-রাধা,
পাবে হৃৎখা,—ক্ষান্ত হবে ভবের দুঃখা,
কেন খাও রে ফলহীন ফল সদা,
বিষয়-কাননে থাকি ।

আশা-বৃক্ষে বাস আর কেন নিয়তি,
এখন হও দাশরথির অহুগত,
আর রে আমি তোরে হেম-দিনিনিত,
প্রেম পিজুরেতে রাখি ॥

লিঙ্গু—আড়-কাওরালী ।

মন রে, বিপদে ত্রাণ আর আর হ'লিনে ।
বলিতে হরি তোর আর বলিনে ।
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে ॥
যখন জরুরেতে ছিলি, হৃৎ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে হৃৎ পেয়েছি,—আর ভুলিনে ।
স্ব কাথ্য পরিহারি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে,—
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন,
সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে ॥
পাপ-ধূলি গায় মাখিলে,—হরিপদ-হৃদজলে,—
একবার প্রবেশিলো, সে ধূলী তুই ধূলিনে,—
নিরধিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানোজন,
দূরে রেখে আধিতে মাখিলিনে ।
রে অথমাধিপ, তুইতে জ্ঞানপ্রদীপ,—
নিতাইলি—দাশরথিরে নিস্তার-পথ দেখালিনে ॥

মল্লার—কাওরালী ।

চল গো হেরিগে কালার কাল-বরণে ।
কালান্ত কেন আরো, প্রাণান্ত হলো মোর,
একান্ত যাব সখি, সে কান্ত-সদনে ॥
সাজ সাজ সখি, সব সাজ সদনে,—
চল সে বনে—সেই পদ-সেবনে,
বিপদভঞ্জন হরির ত্রীপদ-দরশনে ॥
সাজ সাজ সবীসব, যাতনা কত আর স'ব,
দিলে সব হয়ে সব শবাকার,—
হৃদয়ে উৎসব নাই আর সবার ;—
ব্যাকুল হইয়ে কালার শাসীর রবে,
কুল-গোরবে কেবা রবে,—
গোকুল মাঝারে সখি গো, কুল-ভয় কেনে ॥

শাখাজ—আড়া ।

জীবের আর ক-দিন,—এ দেহে জীবন রবে ।
আজ যদি না বলে, তবে কৃষ্ণ-কথা কবে কবে ॥
দেহ-তত্ত্ব মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ,
চিত্ত নৌল দেহ,—(কেন)
মিছে দেহের গোরবে র'বে ॥
কি চিত্ত রে দাশগণি, বাকী দিন আর অল্প অতি ।
আর কবে শরণ,—হরির চরণ-পদ্মে লবে ॥

ভৈরবী—একতারা ।

ভাব,—নির্জিকার নিত্য-মিরঞ্জন ।
যে করে ত্রিজন-জন-স্বজন, আরোজন বিসর্জন ॥
সে জনে নির্জনে ভাব,
স্বস্ত-রক্ত-তমো-বিসর্জন ॥
ভাব ব্রহ্ম সনাতন, চেতনে বতনে,
সে রতনে সহস্র প্রেমে কর উপার্জন ;
বৃথা পূজনে কি আছে প্রয়োজন ॥
সর্ব-মনোরঞ্জন, সর্বজন-প্রিয়জন,
সর্ব স্বর্গে স্বর্গে বিরাজমান,
দেখা স্বর্গে কুপা করলে সাধু জন,
গুরু দিয়েছেন বার চক্রে জ্ঞানোজন ॥

সুৰট—কাওরালী ।
দেখি রে কত জ্বালা সয় ।
জল-আশয় ক'রে কিসে পাব জলাশয় ॥
পিপাসা কেমনে বারি,
যাই,—যথা পাই বারি,
ও করি পলাবারি, তাতেও নিরাশয় ।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে, আশিয়ে প'ড়েছি করে,
এখন ডাকিব কা'রে, জীবন-সংশয়,
সদি-পূর—দীর্ঘিকায়, কিম্বা মণি-কবিকায়,
১ কালী-ভঙ্গে শিব-কায়, পড়িলে ডুবায় ॥

আলিয়া—কাণরালী ।
সইলো, তোর মরা মানুষ কিরেছে ;
কিন্তু পচে নাই কিঞ্চিৎ ব'সেছে ।
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে ।
ভাস্তে ভাস্তে আস্তেছে ॥
নেড়া মাথা বুনা পল, ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল,
বোধ করি, রসা সান্সা খেয়েছে,—
ভন ও লো মতি, হবে তোর পতি,
আবার অভিমানে, মনের দুখে,
বাড় নীকায় রয়েছে ॥

কমলাকান্ত ।

রামপ্রসাদের স্মার, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও একজন সাধক ও কবি ছিলেন। রামপ্রসাদের স্মার, গুনও জগদারাধা 'জগদম্বর আন্ধারে ছেন'। ইহঁার রচিত গানেও ভক্তির প্রসবণ প্রবাহিত।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অবিকা-কাল না গ্রামে কমলাকান্তের জন্ম হয়। ১২১৬ সালে মহারাজ ভেটশঙ্কর বাহাদুরের সভাপতিত্বে পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বৰ্দ্ধমানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভেটশঙ্কর, সাধক কমলাকান্তকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহাকে ভক্তিসহকারে আপনার মন্ত্রগুরুপদে বরণ করেন : এবং রাজবাটার অনতিদূরে কোটাল-হাট গ্রামে গুরুদেবের বসতবাটা নির্মাণ করাইয়া দেন। প্রতি বৎসর শ্রাম্যপূজার রাত্রে ভক্ত কমলাকান্তের এই বাটিতে বিশেষ ধুমধাম হইত।

কথিত আছে—কমলাকান্ত একবার দহ্য-হস্তে পতিত হন। প্রাণ রক্ষার অন্ত উপায় না দেখিয়া, তিনি তখন উচ্চকণ্ঠে মায়ের নাম গাহিতে আরম্ভ করেন ; এবং তাহাতেই দহ্যগণের পাষণ্ড-হৃদয় দ্বীভূত হইয়া যায় ; দহ্যগণ তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থা হয়। দ্বীর মৃতদেহ দাহ করিতে গিয়া সংসার-দিগার স্মার শ্মশানে মার নাম গাহিতে গাহিতে কমলাকান্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। মা কালীর প্রতি ভক্ত কমলাকান্তের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ ভেটশঙ্কর যখন তাড়াহাড়ি গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ করেন, সেই অন্তিম শয্যাতেও মুমূর্ষু কমলাকান্ত একটা সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতের প্রথমোক্ত এই :—

"কি পরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব ; আমি কাল মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শ্রবণ লব ।"

পরজ—জলদ তেতালা ।
মা, আমরা তরিডে হবে,
আমি অতি হীন হুয়াচায় ।
না ভাবিয়া কারণ, মজিলাম ভবে ॥
পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভব জলধি,
পতিত পাবলী নামে কলঙ্ক রবে ॥
কমলাকান্তের মন, বিষয় না ভাজ কেন,
ঐখা জনম মম থিক মানবে ॥

পরজ—একতালা ।
ইন্দ্রাবীর নিন্দিত তুমু সজল জলদ জিনি কায় ।
নীলাপুজ নীল মরকত হিমকর
দিনকর কিবা হরজায় ।
অঞ্জল দলিত স্থমিত জঘনা,
ধেন অপরা কুহুম সম নীলকায় ।
কমলাকান্ত আশ মন মানসে,
শীতল চরণ বৃগল ছায় ॥

পরজ—একতালী।

তনু-রি ভাসিল আমার ভব-সাগরে ।
মনের যুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
দেখ যেন ডুবাও না পাখারে ॥
দশেক্ষিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে ॥
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
বেয়ে দে ভাই, সুধাময় সমীরে ॥
কামাদি জগতি ছয় মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে ।
কমলাকান্তের লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে ॥

ধামাজ—জলদ তেতালী।

তুমি কার স্বরের মেয়ে কালি গো !
আপনার বঙ্গরসে মগনা আপনি ॥
কে জানে কেমন তব, রূপ নিরূপম,
নিরখিয়ে না বুঝি মা, দিন কি যামিনী ॥
দলিত অঙ্কন জিনি, চিকণ বরণধানি,
না পর অঙ্গর হেমমণি ।
এলায়ে চিকুর পাশ, সদাই স্থানে বাস,
তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি ॥
পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ,
তার শিরে অটাজুট ফণী ।
তুমি কে তোমার গুকে, হেরি অসম্ভব লোকে,
হেন অনুমানি যে ত্রিধন চূড়ামণি ॥
অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন,
অতি ধন চরণ দুখানি ।
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুল,
ভব রূপে আলো করে গগন ধরণী ॥

সুবট মল্লার—তিওট।

শ্রামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন ।
মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন ॥
চকলরে মানসা মধু আশে,
অভয় চরণ কর সার, রে ।
মন রে স্মৃতি বট, সদা শ্রামা শায় রট,

রে অনাশে নাশ ভব-ভার ।

কমলাকান্তের মন, মিছে ফেরে ফের কেন,
কালী বিনা কে আছে তোমার, রে ॥

ধামাজ—জলদ তেতালী।

তুমি আর কেন কর বিষয়-বাসনা রে ।
মিছে কাজে গেল দিন, দিনে দিনে তনু ফাণ,
দূর কর মনের বাসনা রে ॥
চারিপাশে মায়াজাল, কেশাগ্রে ধরিয়ে কাল,
ইহা তুমি জানিয়ে জান না রে ।
কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে,
কালী ভাব পূরিবে কামনা রে ॥

মল্লার—একতালী।

দেখ-না, সমর আলো করে কার কামিনী ।
কেরে সজল জলদ জিনিয়ে কার,
দশন মধ্যে দামিনী ॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ,
হুঁরাহুঁর মাঝে না করে ত্রাস ।
অটহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঞ্জিনী ॥
কিবা গোভা কষ্টে শ্রমজ বিন্দু,
হন তনু বেরি কুমুদ বন্ধু,
অমিয় সিদ্ধ হেরিয়ে ইন্দু, ম'লন এ কোন মোহিনী ॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব,
পদতলে শবসদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভবকে বটে ও গজগামিনী ॥

বি'য়ট—জলদ-তেতালী।

শ্রামা আমার কালোকে বলে,
আমার মন, কি বল ।
ষোর রূপে ষোর ভিমির নাশে,
কাম রিপু অমনি ভুলিল রে ॥
কালীরে অনন্ত রবি শলী তেজ,
আরে কোটি ইন্দু সমান লীভল ।
কমলাকান্ত গুরুপ হেরিয়ে,
নাহি দেখে সমতুল, রে ॥

পরজ—জনদ-ভেতালী ।

তার বল কি হবে বিফলে দিন যায়, মা ।
মন যে চকল অতি নিবেধ না মানে,
ওবে আমি কি করি উপায়, গো ॥
বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ,
সুত দারা ধন, আরাধিতে চায় গো ।
কমলাকান্তের চিত, সদা উন্নত,
শ্রামা মা, যদি রাখ রাস্তা পায় গো ॥

রিখিট—জনদ ভেতালী ।

তোমা বিনা কে আছে আমার, গো শ্রামা ;
মন চুপে করে কন, কিসে প্রাণ জুড়াব, মা ॥
বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে,
উভয় সঙ্কট অতি ভার ॥
প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাবুজে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, ভ্রমি অহঙ্কারে ।
রিপু পরিবারে, হরিত বিস্তারে,
ঠেঁই মন হলো হুরাচার ॥
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
মা, মোরে ভবান্বিত করিবে নিস্তার ।
অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ,
ঠেঁই পদ করিয়াছি সার ॥

সিদ্ধু—চিৎ ভেতালী ।

মা ! আমি গো তোমারই অকৃতি তনয়,
আমার গুণাগুণ সম্বর হরহৃন্দরি ।
বকন অধীন জনে উচিত না হয়, মা ॥
মৃত জানি অচেতন, আরাধিতে মম মন,
মা ! অভয়া চরণে মন, কদাচ না রয় ॥
কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে,
মা হয়ে কি অকিকনে, না হবে সদয় ॥

কাল্যাড়া—টিমে ভেতালী ।

করে বামা ! হর হৃদিপরে নগনা ।
আমাকে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা ॥
ভবন আলো দীল চান্দে, মুক্তকেশ নাহি বাক্যে,
আপনার রক্তরসে, আপনি মগনা ॥

কে কোথা দেখেছ ভাই, নয় রস এক ঠাই,
চকল কি ধীর কিছু জানা গেল না ।
কালো কি উজ্জ্বল তনু, শনী কি নিখিল তানু,
ওরুপ হেরিয়া কুরুপে তুলনা ॥
বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রং যম জন্ম যাতনা ।
ওরুপ অন্তরে রাধি, হৃদয়মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনের বাদনা ॥

কাল্যাড়া—জনদ ভেতালী ।

বকনাতে তের, আ-মরি,
বাজি হইল তোর রে মন !
কালীপদ সুধারসে, না হালি চকোর ।
হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা,
একি অবিচার দেখি সাধুরে বাক্যে চোর ।
কত বা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে,
ভাবিয়ে করেছি সার নাথের ডকা জোর ।
কমলাকান্তের মন, তুমি মিছা ফেরে ফের কেন,
যরে থাক যারে ডাক মিনতি রাখ মোর ।

দলিত ঝিঝিট—একতালী ।

নিশি জাগিয়ে পোহাও, জননীর গুণ গেয়ে ।
কি সুখ চৈতন্ত দেখে, অচৈতন্ত হইয়ে, রে ॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হইল,
মন, তখনি মনের সাধ, পূরাবে ঘুমায়ে, রে ॥
যদি না ঘুমালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
শ্রামারূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে রে ॥
কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত,
মন, সকল সুখের হৃদ্যানিধি,
পিরিয়াজের মেয়ে, রে ॥

কাল্যাড়া—একতালী ।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই ।
ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই ॥
ক্রোশেক হুই ক্রোশ যেতে,
পেঁটে বেঁকে লও খেতে,
এ বড় হৃদয় পথে, মাথা হুইলে পেতে নাই ॥

বাণিজ্য ব্যবসায় এঁর, মূলে টানটানি শেষে,
এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই ।
কমলাকান্তের মন, তথা আছে মহাবন,
সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই ॥

গণিত বোঝিরা—জলদ তেতাল।

শ্রামা যদি হের নয়নে একবার, গো ।
ইথে বল ক্ষতি কি তোমার ॥
জননী হইয়ে, এত স্বপ্না দেখিয়ে,
দয়া না করিলে এ কোন বিচার ॥
‘আগম নিগমে শুনি পতিত পাবনী তুমি,
আমি যে পতিত দুরাচার ।
অথমতারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ,
কমলাকান্তেরে কর পার, গো ॥

গণিত—একতাল।

এত চকল হইয়াছ তারা, কি কারণে বল মা ।
শ্রাণনে মসানে ক্ষেয় মা, সেখানে কি ফল, গো ॥
‘তারা, মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা,
ক্ষেপা-মেয়ে ছন্দ মন্দিরে বসি খেল, গো ॥
না বৃষ্টি কারণ, বাস না সম্বর কেন,
তোমার তিলক অবসর নাই
মা ! ব্যক্তি কুন্তল গো ॥
কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ি ।
তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ
পালকে বসি দেল, গো ॥

গণিত—একতাল।

কেন রে আমার শ্রামা মারে বল কালে ॥
খদি কালো ঘটে, তবে কেন ভুবন করে আলো ॥
মা মোর কখন খেত, কখন পীত,
কখন মীল লোহিত রে !
আমি জানিতে না পারি, জননী কেমন,
ভাবিতে জন্ম গেলো ॥
মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূদ্র মহাকাশ রে,
আরে কমলাকান্ত, ও ভাব ভাবিয়ে,
সহজে পাগল হলো ॥

ধৃৎ—একতাল।

তারা-চরণ কর সার, রে মানসা ।
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে ॥
এসেছ অসার তবে, কেন মর মিছা লোভে,
ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার ॥
এ ধন ঘোঁবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে,
এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে ।
কমলাকান্তেরে যদি এ শব্দটে নিস্তারিবে,
এখন যতনে রাখ বচন আমার পে ॥

কান্নেড়া-বাগেই—একতাল।

দয়াময়ি কল্পশাময়ি দৌনে তার, গো কারি ।
এ তনু জীর্ণতার স্ববশ নয়,
ভব তরঙ্গ অনিবার, গো ॥
সাজাইয়াছি পাপের ভরা গমনে হইয়াছি ভরা,
বিদিত চরণে, যত বাণিজ্য আমার ।
কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম,
ভরসা তবাবধে ভব কর্ণধার গো ॥

সিন্ধু—টিমে তেতাল।

শঙ্করি শিবে শ্রামে ভীমে উমে ভবানি ।
‘বরদে সারদে আশুতোষ হররাণি ॥
হুং হর ভয় হর, রিপু হর মর হর,
মনোমোহিনি ।
চরাচর নাগ নর মুর পানিনি,
ভবে অগ্নিকে, অরুণত মৃত বিহিত কারিণি ॥
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি, শরণাগত কলুষনাশিনি,
কমলাকান্ত-হৃদি-বিহারিণি ॥

কালাংড়া—জলদ তেতাল।

মানব দেহ পেয়েছিলাম ভবে,
তোমার এ তনু তোমায়ে সঁপিলাম ।
যা কর জননি আমি অবসর হইলাম ॥
অনিভা সংসার হুং, তাহে হইলাম বৈমুখ,
মান অপমান হুং, দূরে তেয়াগিলাম ॥
কমলাকান্তের তার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়া চরণানুজে শরণ লইলাম ॥

মলান—জলদ-তেতাল।

মা! তব চরণসুখ হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব ধীচে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ,
অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিরা নচে ॥
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে,
আপনার বলিয়ে আমি,
বাণ গো মা কার কাছে ॥

৮ট জলদ—তেতাল।

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলই সকল যদি না ভুলি তোমায়ে ॥
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি,
জলদ-বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্রুমা ॥
বিত্তি ভূষণ কি রতন মণি কাকন,
ওকতলে বাস কি রাজ সিংহাসন;
কমলাকান্ত উভয় মম সাধন, জননি!
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।

কালী বলে ডাকরে মন!
আর ভার তোমায়ে দিব না।
তুমি এই কর মন, কথা রাখো,
যত্নের বাহির হইওনাকো ॥
যত্নে আছে ছ'জন কুজন,
তাদের সঙ্গী হইও না মন!
কেবল রসনা রসিয়া বটে, যত্নে তায় স্ববশে রাখো ॥
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুরক্ত,
দুঃখ জানে এনেহ জানে, তুমি তো আনন্দে থাকো
কমলাকান্তের ছদ্ম, কমলে অমূল্য নিধি,
আমি আপন বলে তোমায় দিলাম,
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেখো ॥

সিন্ধু কাকি—টিমে তেতাল।

ভ্রময়ে মন, তারা, তোমারই বশে।
এই দেহ যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,
তব গুণে বাধা গুণময়ি, হে মা!
আমি দোষী হই কি দোষে ॥

দুর্গম নহে অতি সুখপ্রিয় দুর্গনাম,
তাহে কেন তনু অঙ্গসে, মা।
দুর্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মৃত মানসা,
সদা লোভী সেই বিষে ॥

সিন্ধু কাকি—টিমে তেতাল।

তারা, বল, কি অপরাধে, অব অনুরোধে,
বঞ্চনা করিলে আমার ॥
এ ছার মানব জাতি, সত্যত চঞ্চলমতি,
তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায় ॥
শ্রুতি স্মৃতি পরিহারি, যা মানস তাই করি,
ভরসা দিয়াছি তব দায়।
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা!
এ তনু সঁপেছি রাঙ্গাপায় ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।

সদানন্দময়ি কালি।
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ,
আপনি পেও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্তরূপা শলী ভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা,
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্বনাশি, ধরে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটাই খেলি ॥

কালান্ধা—টিমে তেতাল।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্রামা মাকে।
তুমি দেখে, আমি দেখি,
আর যেন তাই কেউ না দেখে ॥
কামাদিরে কাকি, এস তোমায় আমার
জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি,
সেও যেন মা বলে ডাকে ॥

অন্তান কুমারী দেব,
তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেনে প্রহরী রাধ, খুব যেন সাবধানে থাকে ।
কমলাস্তের মন, ভাট,
আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন,
সেও কি অজান্তরে রাখে ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।
তেই শ্রাম'রূপ ভালবাসি,
কালি জগন্ম-মোহিনী এলেকেশি ।
তোমায় সদাই বলে কালো কালি,
আমি দেখি অকলঙ্ক শব্দী ॥
বিষম বিষয়নলে মা, দহে তনু দিবা নিশি
যখন শ্রামার রূপ অন্তরে জাগে,
আনন্দ সাগরে ভাসি ॥
মনের ভিমির খণ্ড কবে, মায়ের কণের অসি ।
মায়ের বদন শব্দী, মধুর হাসি,
হুধা জ্বরে রাশি রাশি ॥
কমলাকান্তের মন, নহে অস্ত্র অভিলাষী ।
আমার শ্রামা মায়ের যুগল পদে,
গয়া গঙ্গা বারাবসী ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।
আর কিছু নাই শ্রামা তোমার,
কেবল হুটী চরণ রাসা ।
শুনি তাও নিষেছেন ত্রিপুরারি,
অভেব হ'লাম সাহস ডাক্সা ॥
জ্ঞানি বন্ধু হুত দারা, হৃথের সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
বর বাড়ী ওড় গায়ের ডাক্সা ।
নিজ গুণে যদি রাধ, করুণা নয়নে দেখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভুতের সাঙ্গা ॥
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁধ,
জপের স্বরে রইল ঠাঙ্গা ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।
তোমার গলে জবা ফুলের মালা,
কে দিয়াছে তোমার গলে ।
সমর পথে, নেচে যেতে,
রয়ে রয়ে রয়ে চলে ॥
রণতরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, চিহ্নের এলায়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে ॥
অভয় বরদ সখ্য হস্ত, বামকরে শিরসি লগ্ন,
দেখে হুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে ॥
মুকুট গগনে ঝোর বরণ,
খল খল হাসি ভিমির হরণ,
কমলাকান্ত সত্যত মগন, শ্রীচরণ কমলে ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।
মন! ভ্রমে ভুলেছো কেনে,
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে ।
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ় কর সেই চরণে ॥
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে ।
তোমার দ্বৈতভাবে দিবস গেলে,
চিদানন্দ রয় কেমনে ॥
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে ।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে ॥
কমলাকান্ত কাণীর তত্ত্ব অনুমানে কেবা জানে ।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই,
সে নান্দা মূর্তি নানা স্থানে ॥

মট বেলোয়াল—টিমে তেতাল।
আমার মন! ভুল না,
মন ভুল না লোকেরই কথা ।
গুরে! অনিত্য সংসার,
নিত্যভাব শ্রামা মায় ॥
কে বলে মা নিদ্রা গেছে,
নিদ্রার কি নিদ্রা আছে ;
যে নিজে অচৈতন্য ভাবে তায় ॥
যুগাচারী যে জন হয়, তার কাছে কি কলির ভয়,
সত্য আদি চারি যুগ, বাঁকা রাস্তা পায় ॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্ত্র আলাপন ;
তুমি আপন হৃথে আপনি রজ, করে কে হৃথার ॥

গৌরী একতারা ।

মন ! চল শ্রামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে ।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই বটে ॥
অন্ন পূণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা,
এনেছ ভবের হাটে ।
যা কর উপায়, পাঁচে মেলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে ॥
কায় রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব কররে পাটে ।
অছে একজন, লইতে খাজনা,
জমি যে বিকায়ে লাটে ॥
হে কমলাকান্ত, কি ভাবনা ভাব,
দাঁড়িয়ে নদীর তটে ।
দেখ হুকুল পাথর, নাজান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে ॥

রামপ্রসাদী হুর—একতারা ।

পরের কথায় আর কি তুলি ।
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেরেছি শেষ,
যা কর দক্ষিণা কালি ॥
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম,
সকলের কর্তা সুওমালী ।
মায়ের চরণকমল, অতি নিরমল,
মন, গিয়ে তায় হওনা অলি ॥
কালীনাম স্তুতাপান কর রে মন !
নাচ গাও দিয়ে করতালি ।
নীল শশধর করেছে আলো,
মহানিশি প্রায় হয়েছ কলি ॥
ভাজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ,
মাথায় লও কালীনামের ডালি ।
কমল বলে দেখে দেখি মন,
কত হুণে হুণী হলি ॥

সিন্ধুকাঞ্চি—টিমে তেতারা ।

আপনারে আপনি দেখে, যেওনা মন, কার স্বরে ।
যা চাবে এখানে পাবে, বোঝ নিজ অন্তঃপুরে ॥

পরম ধন পরশমণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে
এমন কত মণি পড়ে আছে,
চিন্তামণির নাচহুয়ারে ॥
তীর্থ গমন হুণে ভ্রমণ, মন !
উচাটন হেখোনা রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে,
নীতল হও না মূল্যধারে ॥
কি দেখে কমলাকান্ত,
মিছে বাজি এ সংসারে ।
ওরে ! বাজিকরে চিন্লে না যে,
তোমার স্বটে বিরাজ করে ॥

সিন্ধু—টিমে তেতারা ।

মন, ভেবেছ কপট ভক্তি করে, শ্রামা মারে পাখে
এ ছেলের হাতের নাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে থাকে ॥
সাত গেয়ে আর মামুলো বাজি,
কেবা কারে ঝাঁকি দেবে ।
সে কড়ার কড়া তস্ত কড়া,
আপনার গুণা বুকে লবে ॥
আইন হুরত গঙ্গাঅলি, করেছে সাবধান হবে ।
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে থাকে,
একথা কি জানতে রবে ॥
কমলাকান্তের মন, এখন কি উপায় করবে ।
কালীনাম ল'ও সস্তর হও,
নামের গুণে তারে বাবে ॥

সিন্ধু টিমে তেতারা ।

মন পবনের নৌকা বটে, যেয়ে দে ত্রীহুর্গা বোলে
মন মহামন্ত্র যন্ত্র বার, স্থাবতাসে বাণাম্ তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
হুজুন কুজুন আছে বার,
তাদের দেয়ে লাড়ে ফেলে ॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নদর জেল হুর্গা কোয়ে ;
পড়িবি কুবানে বখন, সান্নি পাখি সবাই মিলে ॥

পুঁবি-একতাল।

মন পরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে ॥
বাজিকরের মেয়ে তারে,
যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥
ভুনেছ দীনদয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে,
পরের বেদন কি তার কাছে ॥
আপনি যেমন শঠের মেয়ে,
তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটো থাকে, তস্য মাথো,
লোকে ভাল বলে পাছে ॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অস্ত, নৈলে কেন সারকরেছে ॥

টোকা কাওরালী।

তবে কেন হইল মানব দেহ,
গুরুচরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তমু ধম্ব,
কেন সে পথে আমার মন গেলো না ॥
আমার ধন, আমার পরিজন, আমার হৃত দারা,
এই কোরে হইলাম পথহারা,
সারাসারি পরাপরা, তারা নাম লইলে না।
কমলাকান্ত হইল নিত্য উদ্যত,
কুপথ ভ্রমণে কুমা দিল না,
সুপথ মনেরে শিখাইলে না ॥

রামপ্রসাদী-হর-একতাল।

শ্রামা, ভাল ভেবেছে। মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়,
তারে বিষয় বিবে রাখ'বে কেনে ॥
কিঞ্চিৎ করুণাময়ি, কালি যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় না।
সদানন্দ স্থাপানে ॥
বিষয় পথের পথি ধারা,
সে চলবে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে,
হেসে হেসে চায় ব্যক্তিগণে ॥

কমলাকান্তের এই, নিবেদন মা! শ্রীচরণে।

আমার একুল পেল ওকূল রাখ,
সকল হও নাথের বচনে ॥

রামপ্রসাদী-হর-একতাল।

যেমন কলি তেমন উপায়,
কালীনামের জোর ডকা, বাজেরে।
তারা নামের বলে, যে জন চসে,
সে কারে করে শঙ্কা ॥
উত্তম মধ্যম দীন, তুমি কারে না ভাবিও ভিন্ ;
তোরে লোকে যদি বলে হীন, কদিন সে কলঙ্ক।
যে ধর্ম্মার্থ বদে রটে, সে নাম শূণ্ণ জনে বটে ;
কিন্তু কমলাকান্তের স্বটে, মিছা সে আতঙ্ক, রে ॥

রামপ্রসাদী-হর-একতাল।

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখ'বি কি না রাখ'বি সেটা ॥
তোমার যারে রূপা হয় তার,
সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কোপীন ঘোড়ে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥
আশান পেলে হুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মনি কোঠা
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
বুঢ় না তার সিদ্ধিখোঁটা ॥
হুখে রাখ'বে রাখ,
করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি লাগু দিয়ে পরেছি আর,
পুঁজুতে কি পারি নাথের কোঁটা ॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ,
কমলাকান্ত কালীর খোঁটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্শ্ব জানবে কেটা ॥

সিদ্ধু-ঢিমা তেতাল।

সুকুন! তরু মুকুরে না,
ভর লগে মা, তাকে পাছে।

তরু পবন-বলে সদাই দোলে,
প্রাণ কাঁপে মা! থাকতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে ।
তরু মুগুরে না শুকায় শাখা,
ছটা আশুন বিগুণ আছে ।
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটা উপায় আছে ।
জম্জমা-মৃত্যুহরা, তারানায়েম্ হেঁচলে বাচে ॥

রিম্বিট—একতাল।

যত্ন কোরে, ডাকি তোরে,
আয়, আয়, মন শুয়া পাখি ।
কালী-পাদপদ্ম পিজরে, পরমানন্দে থাক দেখি ॥
সদা স্তন কুমহুণা, নিত্য নতন বিড়ম্বনা,
মায়ের নাম-সুধায় ভাস্ক সুধা,
কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি ॥
পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম,
এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি,
নিত্য সুখে হওনা সুখী ॥
কমলাকান্তের গন, ত্যজ অস্ত আরাধন,
এসো কালী মামে ডগা দিলে,
শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি ॥

খই কাণ্ডাড়া—পোস্তা।

কে রে, পাগলীর বেশে, দিনবাসে, কার রমণী ।
চিকুর আলিয়েছে, হইয়াছে বিবসনী ॥
নর-কর কোমরে বাম করে অসি ধরে;
দশনে চমকিত, লোল প্রসনা-বদনী ॥
ও বিধুবন্দনে হাসি, সুধা করে রাশি রাশি;
ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলেরে গো জননি ॥

রামপ্রসাদী-স্ব—একতাল।

তারা মা! যদি কেশে ধোর তোল ।
তবে বাঁচি এ সঙ্কটে ॥
আমার একল ওকুল হুকুল পাখার,
মখো সাঁতার বিবম হলো ॥
সদা হলো হ'লো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে ঘাই,
ধরিতে গেলে আমার ধরে,
ডোবে ডুবায় প্রাণটা পেল ॥

করেছিলেম যে ভরসা, না পুরিল সে সখ আশা,
ভুলালে তখন ডুবলে এখন,
আর কখন কি করবে বল ॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর ;
ওমা! চরণতরি শরণ দিয়ে,
সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল ॥

বেহাগ—একতাল।

কালি! কত আগিয়ে ঘুমাও, গো ।
আমি কেমনে, তোমারে জাগাইব ॥
তুমি হুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি,
তুমি শূদ্র সঙ্গেতে মিশাও ।
কারে রাধ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে,
কারে ত্রাস্তি রূপেতে ভ্রমাও ॥
কারে দেহ যন্ত্র-সাধনা-মন্ত্রণা,
কারে যন্ত্রণা যোগাও ।
কমলাকান্ত নিত্যন্ত অনুগতে,
নাম রঙ্গে বরযাও ॥

পুণ্ডরী—একতাল।

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে !
বিবসনা সমরে, নর-কর কোমরে,
অসিবর বামকরে ধরে ॥
ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে,
হরছদি পরে শ্রামা বিরাজে,
রণ সমাজে, না করে লাজে,
কুলরমণী বামা কে এলো বে ॥
মহু মহু হাসে, চপলা প্রকাশে,
কমলেরি আশপূরে ॥

পরজ-কাণ্ডাড়া জলদ তেতাল।

হায় গো আমার কি হইলো,
জদি সরোবর-দলে ।
কালো কামিনী লুকালো ॥
যংন লক্ষম মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল,
চাহিতে চকলা মেয়ে, পলকতে মিশাইল ॥
আমরি কি হুন্দরী, অতুল পদ রাতুল,
আদ্য বামে হংস বেমন অংকতে উজ্জ্বল ॥

কমলাকান্তের মন ! মিছে ভাব অকারণ,

যদি পাবে শ্রামা ধন ;

নয়ন মূলে থাকা ভালো ॥

মূলতান—তিওট ।

শিবে, চাওগো তারা তুমি, ওমা পাষাণের মেয়ে ।

এতরু সফল কর মা ! বারেক হেরিয়ে ॥

ধরেছ বাপের রীতি, কঠিন হয়েছ অতি,

ঠেঁই দয়া না উপজে, গো, দীনের মুখ চেয়ে ॥

যদি বা কুপ্ত হয়, মাঘের বৈ আর কারো নয়,

কে কোথা তনয়ে তাজে, জননী হইয়ে ।

কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর,

কিন্তি করুণাকর, মা, কাতর দেখিয়ে ॥

ঘোষিয়া—একতাল ।

ও জননি গো ! শোন ড়াওনা সাধের তরি মোর ।

বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি

ভোর ॥

মন-বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্মরেখা,

দাঁর ধরে অনঙ্গ, তরঙ্গ অতি ষোর ॥

ধর্মার্থ বোঝাই কার, যতনে সাজানাম তরি,

বদলে পাইব জ্ঞান, বাণিজ্য কঠোর ।

কমলাকান্তের আর, কে আছে মা ! আপনার,

মা ! তুমি হওগো কর্ণধার,

কাট কর্ম-ভোর ॥

গোয়ী—চিমী তেতাল ।

মা ! মোরে লয়ে চল ভবনদীপার ; গো তারা !

আমি অতি অকৃতী অধম দুরাচার ॥

সম্মল আছিল ধার, অন্যায়সে হৈল পার,

কিছু ধন নাহিক আমার, যে নাথিকে দিব মা ।

প্রদোষ-সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে,

চেয়ে আছি চরণ তোমার, গো তরিণি ॥

অস্ত্রানে হয়েছি অঙ্ক, পণে নানা প্রতিবন্ধ,

ভগসিদ্ধ অনিবার, কিসে পার হবো গো মা !

কমলাকান্ত নিত্য ভরসা মনে,

তারা ! মোরে করিবে নিস্তার ॥

সোহিনী—একতাল ।

কেমন কোরে তরাবে তারা ! তুমি মাত্র একা

আমার অনেক গুলা বানী, গো !

তার নাইকো লেখা জোকা ॥

ভেবেছ মোর ভক্তিবলে, লয়ে যানে বলে ছলে,

অভক্তের ভক্তি যেনো পেতনীর হাতের শাঁখা ॥

নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেও এ আমার অতি ভার

মনের সঙ্গে রদনার, খাবার সময় দাখা ।

কমলাকান্তের কালি ! হৃদে বোস উপায় বলি ,

এ বিষয়ে উচিত হয়, চৌকি দিয়ে থাকি ॥

গবজ কালাড়া—জলদ তেতাল ।

নাচ গো শ্রামা ! আমার অন্তরে ।

সদানন্দময়ি নাচ ! চিদানন্দ উপরে ॥

নাচগো নাচগো শ্রামা ! নাচন দেখি ;

তোমার দিগবান অটহাস, গলিত চিহ্নে ॥

মণিময় মন্দির, হরতরুন্মলে,

ঐধাম আরত, হৃদা-সারোবরে ॥

কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ি !

এতরু সফল কর মা ! তুংখ থাকি দূরে ॥

হুট-মল্লার—তিওট ।

আগুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ-শ্রেণী ।

আর তাহে স্ফটক, শ্রামা নীল সৌদামিনী ॥

আরে হৃৎকার গরজে, গভীর নিনাদিনী ।

হরিষে বরিষে হৃদা হৃদানন্দ তরঙ্গিনী ॥

আরে অতি নির্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী ।

নথর মুকুর কর, হিমকর কর-জিনি ॥

আরে ! চরণাঙ্কণ কিরণে আবৃত কত দিনমণি ।

কমলাকান্তের হৃদি, কমল-সুপ্রকাশিনী ॥

রাধপ্রসাদী হুব—একতাল ।

আমার মনে ইচ্ছা আছে ।

এবার কালী বলে, বাহ তুলে,

যাব শ্রামা মাঘের কাছে ॥

কালীনাম সারাংসার, নিঃসরে বদনে ঘর,

সেজন ভক্ত জীবনমুক্ত,

দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে ॥

যার কালীনাম আপুসার,
কালের ভয় কি আছে তার ;
তুমি এই কোরো সতর্কে থেকো,
কালোবরণ ভোল পাছে ॥
কমলাকান্তের কথা, দৃঢ়িল আমার মনের ব্যথা
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি,
পথ বড় স্থগম হয়েছে ॥

—
১৩৪র্থী—একতালী ।

জননা রে মন । পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয় ।
মেষের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হাযে এলেকেনী, করে লয়ে অসি
দন্ডতনেয় করে সভয় ।
কত ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
বজ্রাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
দ্বিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করয়ে স্বজন পালন লয় ।
কত আপনার মায়া আপনি বাঁধা,
যতনে এভব-যাতনা সয় ॥
যেকপে যোজন্য, করয়ে ভাবনা ;
সেকপে তার, মানসে রয় ।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোরেরে,
কমল-মাকারে করে উদয় ॥

—
শিষ্ট—পোস্তা ।

মঞ্জিল মন-ভ্রমরা, কালাপদ-নীল-কমলে ।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল,
কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো,
কালো কালোয় মিশে গ্যালো ;
প্যাথো স্বপ্নস্থ সমান হোলো,
আনন্দমাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে ;
পাথ পকতত্ত্ব প্রধান মন্ত,
রক্ত দেখে ভক্ত দিলে ॥

খানাজ—জলদ তেতালী—তাল কেবত ।
তারার বুঝি ইচ্ছা নয় মা !
তোমার বুঝি ইচ্ছা নয় গো !
এ দীন ভবে মুক্ত হয় ।
নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয় ॥
(জলদ তেতালী)
দিছেছ দৃষ্ট আর বাবু শিব ;
সয়েছি মা আর বাবু সবে ;
অকলঙ্ক তারা নামে,
লোকে পাছে কিছু কর ॥

—
একতালী ।

শরীর সাধন, মিছা যতন,
হয় পুরাতন আবার নতন ;
হোচ্ছে যাচ্ছে আবার আদর্শে,
ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয় ।
কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই ;
মৃদলে আধি যেন দেখি,
কালো বরণ স্থামর ॥ (জলদ তেতালী) ॥

—
দ্ব্যট-সঙ্কীর্ষ—একতালী ।

আর কিছু নই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার, রে ।
(আমার) মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার, রে ॥
(কেহ) সংসারে এসেছে, বড় স্থখে আছে
পেয়েছে রাজ্যভার ।
(আমার) দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার, রে ॥
এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে, যাঁতনা নাহিক আর ;
কিন্তু হেরিলে গুম্ব, দূরে যায় হৃথ,
এই গুণ জামা মার, রে ॥
কমলাকান্ত হয়ে ভ্রাত, বেড়াইছে বায়ে বার ।
(এবার), অভয় চরণ, লুড়ে শরণ,
অনায়াসে হবে পার, রে ॥

—
টোকা ১৩৪র্থী—জলদ তেতালী ।

শিবসুন্দরি গো মা ! স্তবিত্ত ন জানামি ।
কর বা না কর পার, তবু তোমারি আমি ॥

তুখা নিদ্রা গুণা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া ;
 নির্ভণা সপ্তশাস্ত্রিকা সর্বস্বরূপিণী ।
 হে কালি ! তুং শাস্তি ভাস্তিত্তরহারিণী,
 হরবধু স্কেরস্বজননি, প্রণমামি ॥
 সুরাসিদ্ধ সরসিজে, সদানন্দ নিত্য ভজে,
 পকাশমাত্তকারুণা, চন্দ্রাঙ্গিহারিণি, মা ।
 কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে,
 তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি ॥

কালান্ধা একতারা ।

শ্রামাধন কি সবাই পায় ।
 অবোধ মন ! বুঝ না একি দায় ॥
 শিবেরো অসাধ্য সাধন,
 মন ! মজনা রাস্তা পায় ॥
 ইন্দ্রাসি সম্পদ স্থখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায় ।
 সদানন্দ সুখে ভাসে,
 শ্রামা যদি ফিরে চায় ॥
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায় ।
 নিগুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায় ॥

বিষ্ণিট একতারা ।

তরুণী মানি মেয়ে, রে ! চল দেখে আসি গিয়ে ।
 এতব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে ॥
 দশ মহাবিদ্যা রোয়েছে ঘেরিয়ে ।
 তার মাকে বসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে ॥
 বাজিছে মদঙ্গ মাদল, তাতা খেয়ে খেয়ে ।
 দেব সারি গায় কমল, অতুল ভাবিয়ে ॥

গৌরী—জলদ ভেতলা ।

ওরে মধুকর রে ! মজিলে কি রসে ।
 হেরিয়ে না হের মা মোর, মুখা বরিষে ॥
 ভাজিয়ে পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিববশ,
 আপনায় অলসে ।
 অচেতন মূঢ় সম, মিছা আশে সদা ভ্রম,
 কমলা নিখিল প্রেম, রাখিবে কিসে ॥

বেহাগ-ভেতল ।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে ।
 গিরিরাজ ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে ॥

এই এখনি শিয়রে ছিল,
 গৌরী আমার কোথায় গেল,
 হে ! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবনে ॥
 মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
 বিতরে অমৃত রাশি স্থললিত বচনে ।
 অচেতনে পেয়ে নিধি,
 চেতনে হারলাম গিরি,
 হে ! ধরণ না ধরে মম জীবনে ॥
 আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবারব ;
 হে ! তার মাঝে আমার উমা
 একাকিনী শ্মশানে ।
 বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,
 হে ! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
 কমলাকান্তের বাণী,
 পূণ্যবতী গিরিরাণী, গো !
 ঘেরুপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
 ওপদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো !
 হরহৃদয়মাকে রাখে, অতি যতনে ॥

কোদারা—একতারা ।

গিরি ! প্রাণগৌরী আন আমার ।
 উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক,
 এখর লাগে অন্ধকার ॥
 আজি কালি করি দিবস যাবে,
 প্রাণের উমারে আনিবে কবে ;
 প্রতিদিন কিহে আমারে ভুলাবে,
 একি তব অবিচার ॥
 সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে,
 সে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে ;
 ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে,
 জীবনে কি সাধ আর ॥
 কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
 কেন্দনাকো রাণি হও গো ! শান্ত ;
 কে পাইবে তোমার উমার অন্ত,
 তুমি কি ভাব অসার ॥

ভৈরবী—জলদ ভেতলা ।

কবে যাবে বল গিরিরাজ ! গৌরীরে আনিতে ।
 ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে, হে ॥

গৌরী দিয়ে দিগন্তের, আনন্দে রোয়েছ স্বরে,
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে ।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমাতে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্রাশানে রহে
তুমি হে ! পাষণ তাহে, না কর মনেতে ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি !
কেনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে ॥

যোগিয়া—জলপ তেতালা ।

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্গর !
কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে ॥
ক্লেপে ক্লেপে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে ॥
স্বাস্থ্য নাই নরে, আমারে স্মরণ করে,
কত না দেখেছি স্বপনে যোগনিদ্রা ঘোরে ।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা বলে ডাকে সপনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁধি,
আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুষয়ে বদনে ।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনে হুঃখ কব কাহ,
বল প্রাণ ধরি কেনে ॥
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান,
নিবেদন করি চরণে ।
কমলাকান্তের, দেহ নাথ ! অনুচর,
বোলো ঘাই আসির ত্রিদিনে ॥

বিতাস যোগিয়া—জলপ তেতালা ।

এলো গিরি-নন্দিনী,
লয়ে সুমঙ্গল ধনি, ঐ শুনগো রাণি ।
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি যেয়ে,
কি কর পাষণ-রমণি, গো ॥
অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হয়ে,
ধাইল যেন পাগলিনী ।
চলিতে চকল, খসিল কুন্তল,
অকল লোটায়ে ধরণী ॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী ।

অমিয়বরকি উমামুখশলী, চুষয়ে যেন চকোরিনী ॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা হৃদয়ী,
ভবনে লইল ভবানী ।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর,
হেরি ওবিধুমুখ খানি ॥

মালসী—তিতু ।

এলে গৌরি ! ভবনে আমার ।
তুমি ভুলে ছিলে, মা বলো বুঝি এতদিনে ।
চিরদিনে ।
মায়ের পরাণ, কাম্পে রাত্রিদিন,
শয়নে সপনে হেরিগো, ওমুখ তোমার ।
কত কামনা করিয়ে কাননে,
আমি রতন পেয়েছি যতনে ;
সচন্দন ফুলে নব বিশ্বদলে,
পূজিছিলাম গঙ্গাধরে গো ! হৈয়ে নিরাহার ॥
গিরিপূর রমণী চারিপাশে,
কত কহিছে হাস পরিহাসে ।
তরু মূলে স্বর, স্বামী দিগন্তর,
তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার ॥
তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি,
শুন কমলাকান্তের বাণী ।
জগত জননী, তোমার নন্দিনী,
বিরিকি-বাক্তিত ধন গো ! চরণ ঘাহার ॥

খট যোগিয়া—জলপ তেতালা ।

শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী ॥
মায়ের কোলেতে বসি, ত্রীমুখে ঈষদ হাসি,
ভবের ভবনস্থ ভগ্নে ভবানী ॥
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত স্বর,
মা, জিনি কত সুধাকর, শত দিনমণি ।
বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয়,
মা ! তোমার অধিক ভাল বাসে সুবধূনী ।
যোরে শিব জন্মে রাখে, জটাতে লুকায় দেখে,
কার কে এমন আছে হৃদয়ের সতিনী ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাণী !

কৈলাস-ভূধর ধরাধর-চূড়ামণি।

তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভরগৃহে, ভূধর-রমণি ॥

পবজ কালা ডা—জলদ তেতালা।

ওরে নবমীনীশি! না হৈ ওরে অবমান।

ভুলেছি দাক্ষণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥

খেলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত,
আপনি হইয়ে হত, বধ রে প'ররই প্রাণ ॥

প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে কবে,

কৃতজ্ঞলি হৈয়ে তেমীর, চরণে করিব দান।

মোরে হৈয়ে শুভেদয়, নাশ দিনমণিভয়,

যেন নাসহিতে হয়, রে! শিবের বচনবর্ণ।

হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাশবিলাম সব দখ;

আজি সে কেমন হুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান।

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!

পুকায়ে রাখ না মায়ে, হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥

গিফটি—চুংবি।

জয়া বলগো! পাঠান হবে না,

হর মায়ের বেদন কেমন জানেনা ॥

তুমি যত বল আর, করি অঙ্কোকার,

ওকথা আমাবে বোলোনা ॥

ওগো! হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,

প্রহরী দুটী নয়ন।

যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া!

ওখনি ত্যজিব জীবন।

সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,

তিন দিন যদি রয়না।

তবে কি হুখ আমার, এছার ভবনে,

এদুখে প্রাণ আমার রবে না।

যাতনা কেমন, নাজানে কখন,

বিশেষে রাজার কুমারী।

আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া!

হর যে জনম ভিখারী ॥

ওগো! শশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে,

আপনার গুণ কিছু জানে না।

আবার কোন লাজে হর, এসেছেন হইতে,

জানেনা যে বিদায় দেবে না ॥

তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি।

উপদেশ কহি তোমায়ে।

কত বিরিকি বাঞ্ছিত ওই পদ,

তুমি তনয়া ভেবেছ বাহারে।

কমলাকান্তের নিবেদন ধর,

শিব বিনা শিবা পাবে না।

যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে,

তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥

পবজ কালা ডা—টিমে তেতালা।

আমার গৌরীয়ে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।

কি কর হৈ গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে ॥

বিনয়বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত;

ভুলিয়ে না তনে কাণে, চলে পড়ে হাসিয়ে ॥

একি অনন্তব তার, আভরণ ফনিহার;

পরিধাব বাষড়াল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।

আমি হৈ রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি.

সোণার পুতলি দিলে পাখারে ভাসিয়ে ॥

শুনি গিরিবর কয় জামাতা সামান্য নয়,

অনিমাদি আছে যার, চরণে লোটিয়ে।

কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি!

পরম অনন্দে গো! তনয়া দেখ পাঠায় ॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।

পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস ॥

ত্রিপুরদহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ।

ত্রৈলোক্যপাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ ॥

কমকল স্ত ত্রিতাপবিনাশ।

দাতা দিগম্বর, ভো, আশুতোষ ॥

— — —
রামপ্রসাদী হর—একতালা।

আমার মন! ভাব ভোলায়ে।

যা ইচ্ছা কর দিতে পারে ॥

ত্রিপুরারি কয়াময়, কখন ভুলিবার নয়; মনরে।

পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কেবা হরে ॥

শুন মন! হুরাচার, শিবনাম সায়ামসার;

দেখ ব্রহ্মময়ী পদাংপর, জটায় ভিতরে ॥

কমলাকান্ত বলে, খোড়ো কালীর পদতলে ;
মনরে, স্থিতিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, ধরণী যার স্বরে ॥

ভৈরবী—কাণ্ডর নী ।

ভৈরবী আইল, মায়া পলাইল,
ত্রিশ ডমরু হাতে ।

দেবদল প্রবল, ভৈরবেল সমকল
মিলিব জননার সাথে ॥

ভৈরবী বালা, জগমন জালা,
নর শিরমালা সোহে ।
সদ্যট বদন্ত, বিকট কপট লট,
পরশু দেখাইল মোহে ।
জটাজুট আর, সিঁদুর ভালে,
বম্বম গাল বাজাইল ।
তাকর পিছে, অশ্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল ।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

নন্দীয়া জেলার অন্তর্গত এজন্যটে সন ১২১৭ সালে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম যুবলাধর গোস্বামী। ইত্যাদেব আদিনিবাস পূর্ববঙ্গ। যুবলাধর মাতা বংসব বয়স্ক কৃষ্ণকমলকে শিক্ষাদানের লইয়া গিয়া, ভাতাব ব্যাকরণ-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছয় বৎসর পরে কৃষ্ণকমল শ্রীকৃষ্ণাবন হইতে যথেষ্ট প্রভাগত হইয়া নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করেন। ছগলী সোমড-বাঁকীপুর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। ‘রাই উদ্গাদিনী’, ‘স্বপ্ন-বিলাস’, ‘সুবল ন বাদ’ প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ইহার ‘বাঁহ উদ্গাদিনী’ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, কি রচনা-মাপুর্বে, কি কবিত্ব-প্রভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াই গোস্বামী মহাশয় অমর হইয়াছেন। ১২১০ সালের ১২ই মাস চাঁচড়ার নিকট পদ্মাতীরে ইনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

কৃষ্ণ-লীলা ।

বেলচ - একতারা ।

তবে, রাই রাই, রাই রাই, মথুরা নগরে ।

আনতে তব ব্রিন্দন নগরে ॥

যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

দেখব অবেশন করে ।

খেগানেতে পাব, লম্পট মাপন, রাবে

যেয়ে এনে যে দিব, বসি বলি, এনে যে দিব,

অমি চল্লম এ প্রতিজ্ঞা করে এখনি ধনি

তবে, তোর আর ভাবনা কিসে, রাখে প্রেমময়ি ।

ভবনা কিসে বসে আছে তোর চরণ ধরে ।

(রাই রাখ রাখ রাখ বলে)

এক বার হেসে কথা কওগো রাই,

অনেক দিন যে,—ও তোর

শশিধরে হাসি দেখি নাই ।

বলি, বলি, যাত্রাকালে,

ও তোর হাসি বদনধানি দেখে বাই পুরে ॥

মনোহরমাহী—গোষ্ঠ্য ।

যখন নব অনুরাগে, ছলয়ে লাগিলি দাগে,

বিচারিলাম আগে পাছের কায়ে ।

(যা যা কর্তে হবে গো সখি আমার বন্ধু লাগি)

প্রেম কোরে রাখালের মনে,

ফির্জে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কটক পঙ্ক মাঝে ।

(সখি আমার যেতে যে হবে গো,

রাই বলে বাজিলে বাঁশী)

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,

চল্যচল তাহাতে করিতেম ।

(সখি আমার চলতে যে হবে গো,

বন্ধু লাগি পিছল পথে)

হইলে আন্ধার রাতি, পথমন্ডে কাটা পাত্তি,

গভাগতি করিয়ে শিখিতেম ॥

(সদা আমার ফির্জে যে হবে গো,

কটক কানন মাঝে)

এনে বিষ-বৈদ্যগুণে, বসিয়ে নির্জন বনে,

তব মন্ত্র শিখেছিলাম কত

(কত যতন করে গো, ভুজঙ্গ দমন লাগি ।)
বজুর লাগি কৈলাম যত, এক মুখে কব কত,
হত বিধ সব কৈল হত ।
সে সব বুঝায় গেল গো, আমার করম দোষে ॥

মনোহরসাহী—গো৩।

রাই, ধীরে ধীরে চল গজগামিনি ।
অমন কোরে ঘাইসনে গো ধনি ।—
বারে বারে বারণ করি রাই ।
একে বিষাদে ভোর কুশ তরু,—রাধে প্রেমময়ি,
মরি মরি, হাটিতে কাঁপিছে জাহ্নু গো ।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাণি—
চকলা হইলি কেন ?
(না জানি আজ) কোথা প'ড়ে প্রাণহারাণি গো ।
কত কণ্টক আছে গো বনে, ধীরে যোগো কমলিনী
ফুটিবে হুটি চরণ গো ।
কত বিজ্ঞাতি ভুজঙ্গ আছে,—
(দেখিস্ ধনি) গহন কানন মাঝে ।
(দেখিস্ দেখিস্) কমলপদে দংশে পাছে গো ।
হ'লো নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
আর কান্ধিস্না বিধুমুখি ।
(বলি) ঘাইস্ না রাই এত ক্রত গো ।
মোদের কাঙ্ক্ষে হুটি বাহু খুয়ে,—
আমরা ত ভোর সঙ্গে বাব,—(কমলিনি) ।
চলগো পথ নিরখিয়ে গো ॥

মনোহরসাহী—গো৩।

এই কাননে গো, এইত কাননে,
সখি গো, এই ত কাননে ।
কাহ্নু চরাইত গো খেদু,
এই ত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু
বজু মনের কতই বা সুখে ।
বেণুরবে খেদু চরাইত বজু কতই বা সুখে ।
আমি তোমা সবায় নিয়ে সনে সনে (ও সখি)
সদা আস্তেম শ্রাম দরশনে,
মনের কতই বা সুখে ॥
এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে,
চাঁকের হাট মিলাইত গো—

সে রূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো ।
সখি প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রী অঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াইত গো—বজু কতই রঙ্গে !
কত সহচর দলে, ফুল ফলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো—
তখন সে মুরলীধরে সে মুরলী ধরে বাজাইত গো
অভাগিনী রাণায়, কলঙ্কিনী রাধায়,
তখন শুনিয়ে মুরলীধরিনি,
আমি হতেম যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি, অমনি বাহির হতেম গো,
বর লাগি সখি, চলিতে চরণ কত,
বিষধর বেড়িত, মণিময় নৃপুত্র মানি,
ফিরে চাইতেম্ না কোঁ চরণ পানে ॥
আমি আশিতেম্ দাঁশীর তানে, (সখি)
তখন কেবা চাইত পথপানে, কতইবা সুখে সখি,
একদিন চম্পকের ফুল,
হেরি য়ে ব্যাকুল, হইল গোকুলশশী গো ।
(অমনি) কোথা রাধা ব'লে, পড়িলেন ভূতলে,
ধরিল সুবল আঁসি গো—হায় কি হলো বলি ।
সে যে দেখে অচেতন, করিল যতন,
চেতন যদি না হ'লো গো,
তখন বজুর সে বোল, বাইয়ে সুবল,
সকাতরে জানাইল গো—সুবল কেন্দ্রে কেন্দ্রে
তখন শুনিয়ে বজুর কথা,
আমার মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে,
হায় হায় কি করিব গো—বজুর লাগি ।
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
এলেম আমি সুবল হইয়ে
ধড়া চূড়া প'রে গো—সুবলের ॥
দেখি নীলগিরি ধরায় পড়ে,
অমনি তুলে নিলেম ঘূলা কেড়ে,
রাখিলেম শ্রাম হিরার মাঝারে,
কত যতন করে গো ।
আমার পরশে চেতন পেয়ে,
বলে আমার মুখ চেয়ে,
কোথা আমার পরাণ কিশোরী—
সুবল বল্ বল্—কেন্দ্রে বলে ।

কহিলাম আমি তোমার সেই দাসী—
আমায় বুঝি চিন নাই হে নাথ !
অমনি চন্দরে ধরিল হাসি বন্ধু কতই বা হুখে ॥

সিদ্ধু—রূপক ।

মরি হায় গো সখি ! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে
কতই হুখে নিশি কাটাইতেম,
দেখে মনে পড়লো বন্ধুর গুণ যে ॥
• সেই কুঞ্জে শূন্য রয়েছে, শ্রাম গেছে,
তার চিহ্ন আছে, সখি দেখে কি পরাণ নাচে,
আমাব বিশ্রুণ জলে মনোন্তপ্ত যে ॥
বন্ধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এই স্থানে এই থানে বসিত গো ।
কত আদরে বিনোদ নাগর আমারে,
আদর কেবা জানে, আমার বন্ধু দিনে
এত আদর কেবা জানে ।
উরু পরে ক'রে বসাইত গো ।
করে করি কর-দশন চিকুণী,
আঁচড়ি চিকুর বানাইত বেণী,
সখি ! সে বেণী সম্মরি, বান্ধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত গো
কত সাজে সাজাইত, মুখপানে চেয়ে রত,
বন্ধুব বিন্দুদন ভেসে যেত ছুটি নয়নের জলপুঞ্জে
বন্ধু আপন আঁকরে, কুহুমনি করে,
তুসিয়া আনিত গো ।
কত যতন কোরে, মনের মতন কোরে,
বন্ধু মনোমত শয্যা নিরমিত গো ।
শয়ন করিয়ে সে কুহুম শেখে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কোতুকে, মনের উৎসকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত গো
কি মোর পাষণ হিয়ে,
দন বন্ধুহাড়া হোয়ে, যায় নাই কেন বিব্রিয়ে,
এখন থাকিয়ে কি হ'লো গুণ যে ॥

টোড়ি—বধ মান ।

ভাই বলিয়ে ভাই হুবল !—
ভুই ত কানাই পেয়েছিলি ।

না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি ।
যখন শ্রাম হুধাকরে, নয়ন ভোরে ছিল করে,
তখন তার ধস্তে করে, মোদের কেন না ডাকিল
পুন যদি কোনকালে, দেখা দেয় কমলকপে,
যতনে করি রক্ষণে জানাবি উৎকপে ।
কেউ ধরব তার কমলকরে,
কেউ থাকুব তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে
যেতে নাগবে বনমালী ॥

বসন্ত—ভেতালা ।

ভাই রে হুবল ! বলরে হুবল !
উপায় কি করি বল ?
কেবল রিপূবল, হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে
হুর্কলের আর কি আছে বল ?
পুন কি কালীয়াদহে, বিষজলে প্রাণ দহে,
কিবা দাবানলে দহে, দহে বৃন্দাবন সকল ।
দেখি আর দিনেক দুদিন,
যদি বিধি না দেয় দুদিন,
তবে আর কেন দিনের দিন,
দিন গণে দিন কাটাই বিফল ॥

আলোয়া—ধরহা ।

ও হুবল রে ! এ দুখিনী নয় কাকালিনী ।
এখন আমায় চিনবিনে বাপ,
তোদের রাখালরাজার আমি হই জননী ।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারিয়ে সে ধন, হইলেম কাকালিনী ।
আর কি আছে বল, জাতিসনে হুবল,
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্তমণি ।
নিশিতে স্বপনে, দেখলাম নীলরতনে,
ননী দে মা বলি করিছে রোদন ।
হল প্রভাত রক্তনী, কৈ সে নীলমণি,
আশা করে আছি ঘারে,
ঐ দেখ নিয়ে কীর সর নবনী ॥

মনোহরসাহী—লোভা ।
 কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ?
 দেখ দেখি গো ও বিশখা কে, দেখ দেখি গো,
 ওকি বারিধর কি গিরিধর ?
 ওকি নবীন মেঘের উদয় হলো ?—
 দেখ দেখি ওগো ললিতে !
 নাকি মদনমোহন স্বরে এলো ?
 ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা,—
 নব জলধরের মাঝে
 নাকি চূড়ার উপর ময়ূরপাখা ।
 ওকি বকশ্রেণী যায় চলে,
 নিশ্চয় করিতে নারি গো,
 নাকি মুক্তামালা দোল গলে ।
 ওকি সৌদামিনী মেঘের পায়—
 দেখ দেখি গো সহচর !
 নাকি পীতবসন দেখা যায় ।
 ওকি মেঘের গর্জন শুনি
 বল দেখি গো ও সজনি ।
 নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ॥
 —পলিত—আচ্ছা ।
 আয় আয় দেখ দেখি গো সবে এসে,
 (মোর)) যার উদ্দেশ্যে বনে এসে,
 হৃৎথের সাগরে ভেসে, দেখিলাম সই সকল ।
 (ঐ দেখ)) সে আমাদের ভালবেসে,
 আপনি এসে দেখা দিল ।
 এখে বড় ভাগ্যদায়, সে নিরু হয়ছে সদয়,
 (মোদের) জুড়াইতে তাপিত হৃদয়,
 বৃন্দাবনে উদয় হ'লো ।
 তনু গো প্রাণ সজনি, আশ বৃষ্টি গত রজনী,
 হবে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল ॥
 বহুদিনে অরি করি পরাজয়,
 স্বরে এল হরি, হ'য়ে গো বিজয়,
 সহচরীয়ে, শুভ পরিচয়,
 কর ব'লে সবে হরি জয় জয় ।
 হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কম লেপন,
 মুক্তাহার তাহে দিব আলোপন,
 পয়োধরে করি ষটের স্থাপন,
 অস্ত্রশাখা দিব কর-কিশলয় ।

হৃদ্যাসনে বসায়, নয়নজলে চরণ ধুয়ে,
 দিব কেশে ঝুঁকাইয়ে,
 হেরিব মুখকমল—চুটি নয়ন ভরে ॥
 কিবা দলিত কজ্জল, কলিত কজ্জল,
 মজল জলদ শ্রামল সুন্দর ।
 যেন বকাবলী সহিত, ইন্দ্রধনু যুত,
 তড়িত জড়িত নবজলধর ।
 স্থূলমুক্তাহার ঝুঁকিতেছে গলে,
 জ্ঞান হয় যেন বকপাতি চলে,
 চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
 সৌদামিনীকান্তি ধরে পীতাম্বর ॥
 আমরা গোপিকা ভূষিত চাতকীর মত,
 চেয়ে আছি বজুর পথ,
 তাইতে নীলামৃত দিতে এল ! জলধরের মত ॥

—
 তৈবব একতালা ।

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়াইয়ে ওখানে, এসে হে,
 একার নিকুঞ্জকাননে, এর পর পদার্পণ ।
 একবার আসিয়ে সমক্ষে,
 দেখিলে স্রক্ষে, জানবে,
 সবে কত দুঃখে রক্ষে কোরেছে জীবন ।
 ভাল ভাল বন্ধু ! ভাল ত আছিলে,
 ভাল ভাল সময় এসে দেখা দিলে,
 আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা,
 দেখা হ'তেনা তোমার,
 বিরহে সবার হইত যে মরণ ।
 আমার মত তোমার অনেক রমণী,
 গোমার মত আমার তুমি গুণমণি,
 যেমন দিন্মণির কত কমলিনী,
 কমলিনীগণের ঐ এক দিনমণি ।
 নেত্রপলকে, যে নিম্নে বিধাতকে,
 এত ব্যাঞ্জে দেখা মাঝে কিহে তাকে বন্ধু,
 যা হউক দেখা হইল, দুঃখ দূরে গেল,—
 ষাউক হে, এখন গত কথার আশ নাহি প্রয়োজন
 (আমার) সুদয়কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
 ভিল আধ বসো বসো হে শ্রীপদ,
 না সেঝিয়ে পদ হোলো যে বিপদ,
 সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ ।

যদ্যপি বিরহতাপে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হ'বে পদব্রজ,
কোট শরীর শীতল, হোতেও হৃশীতল,
তোমার পদতল,
একবার পরশেতে শীতল হইবে এখন ॥

মনোহরসাহী—লোভা ।

এম এস নাথ রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে—
যদি দামী বলে দেখা দিলে,
দুটি নয়ন প্রহরী করিয়ে ।
আমিয়ে কংণের চর, কাটিয়ে মোর এ পাঞ্জর,
বন্ধু তোমায় নিতে আর নাগিবে হরিয়ে ।
বন্ধু আমার হৃদয়মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তাতে সুখে শয়ন কর তুমি,
দুটি শীতল চরণ সেবি আমি,
বন্ধ পরম যতন করিয়ে ।
বন্ধু তুমি আমার বন্ধের রতন,
ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভূজঙ্গিনীর মণি, তুমি আমার হও তেমনি,
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিবনা ছাড়িয়ে ॥

রাম লীলা ।

মল্লারমিপ্রিত—মনোহরসাহী ।
যতদিন দাদা আমার না আসিবেন স্বরে ।
ততদিন শোব আমি কুশের উপরে ॥
জল ক্রিষা বনফল ভোজন করিব ।
চাঁরবাগ কিছা বৃক্ষ-বাকল পরিব ॥
শক্রঘ্ন বটকীর কর আহরণ ।
এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥

মনোহরসাহী—লোভা ।

এখন আখার যোগী সাজায়ে দেরে ভাই (যোগী)
আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে
(যোগী সাজাইয়ে) ॥
যদি যোগী হ'লেন রঘুবর,
তবে আমাকেও ভাই যোগী কর ।
(আমার রাজবেশে কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে)

দেবগিরি বিভাস—ধররা ।

এই লয় মনে বাছা রামধনে,
পেলেম নাকো বুঝি যেন আর ।
পাব বলি আশা, করি যে চুরাশা,
আশার বাসা বিধি, জেতছে আমার ॥
বাজে অঙ্গ যার কুহুমের শেষে,
এ দারুণ পথে, কেমনে বা সে যে করেছে গমন ।
ভাবি অরুক্ষণ ও তাই বগরে হায়,
কত যাতনা হয়েছে বাছার ॥

মিথিট—ধররা ।

কোথায় রলি রে দুঃখিনীর তনয় !
দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়,
চন্দবদনে একবার আমায়,
মা বলে বাপ ! কোলে আয় ॥
আমি অনাখিনী হ'য়ে, তোদের মুখ না হেরিয়ে,
দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে, দুঃখ নলে জলে যায়
আমার সাগর সঁচা ধন, বাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন করে পেয়েছিলেম ।
আমি করে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই বতনের ধন,
তুই যে রামরতন, অঘতন করে হারায়েছিলেম ॥
একবার এসে অভাগীরে
জন্মের মতন দেখে যারে ।
আর যে মায়ে দেখবি নায়ে,
মা যদি তোর মরে যায় ॥

মল্লারমিপ্রিত—ধররা ।

কি ওনালি ও তাই ভরত রে,
পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলাম নায়ে ।
মুনি মনস্তাপ, পেয়ে দিয়েছিলেন শাপ,
সে শাপ কাল সাপ হ'য়ে দংশিল কি তাঁরে ॥
আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চিরদিন আর জ্বলবেন না বোলে,
হরায় তাজিলেন জীবন, না জানিয়ে তখন.
কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে ।
পিতাকে শ্রদ্ধা কর, যখন আসি বনান্তরে,
তখন তিনি ধরতে পড়ে,শোকে ছিলেন অচেতন

সে বেদন রে আমার শেল সম হ'য়ে
রয়েছে অন্তরে ॥

জ'লা—একত'লা।

হুখাও কি গো ভগি, হুখাংগুবদনী,
হুখের কাহিনী বলবো কি।
বিধি হুখ আহরিয়ে, (দাক্ষণ বিধি
হুখ আহরিয়ে)

বিষ মিশাইয়ে গড়েছিল হুখের মুরতি জানকী ॥

কোরে হরধনু তঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়,
পরে ত্রীরাম আমার কলে পরিণয়।
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়,
অভাগীয়ে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়।
ওগো আমার এনে ধরে প্রভু,
(ওগো! আমার এনে ধরে) রাম রঘুবরে
একদিনের তরে হলেন না হুখী ॥
যখন ক্রিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি
আমি অভাগিনী হব রাজরাণী।
কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
রাজমহিষী হ'তে হলেম কাঙ্গালিনী ॥
দেখ তরুতলে বাস তাজে রাজবাস
কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাণি ॥
আমি দেখি নাই জন্মে জননী কখন
আমার জননী ধরণী জানে সর্বজন।
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন,
না জানি কপালে কি আছে লিখন।
দেখে প্রভুর ত্রীচরণ, দেখব বদন,
আমার সকল হুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥

দেবগিরি বিভাস ধরায়

নিয়ে জানকীরে, আর কি ধরে ফিরে,
যাবি নে রে বাপ হুখধীনীর জীবন!
আমি তোদের খুঁজে বনে, বাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ বেদন ॥
আর কি রে বাছা, দেখবো পো তোমাকে,
আর কি রে মা বলে জুরাবি নে মাকে,
তা কি জান না রে গুপ্ত মাঝারে, তোমা বিহনে,
আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছধন ॥

যোগিয়া—একত'লা।

এই ছিল কি মোর কপালে লিখন। (রাম রে)
কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,

সাধ করে বসেছি মনে;

কোথা রাম ধন দিয়ে বনে, অযোধ্যাভবনে,

হ'তে হ'লো কাঙ্গালিনী এখন।

হ'তে হলো এখন; সেই ধন হারাইয়ে,

আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে;

(আমি কত আরাধন, কত যাগ যজ্ঞ কঠিন ব্রত,

কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,

হতে হলো এখন; (আমার কতই আরা);

ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে,

ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পূজিছি

(সেই ধন হারাইয়ে, হ'তে হলো এখন)

দণ্ডে দশবার না দেখিলে যায়,

জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,

চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়,

কেমনে বাঁচিবে এ হুখধিনী মায়!

তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,

কেন্দে কেন্দে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,

এক বার এস বাছাধন ও বিশ্ববদন,

জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন ॥

বিভাধ—একত'লা।

প্রাণের তরত রে তুমি আমার মাকে দেখো।

মা যেন না মরেন প্রাণে সলা সাবধানে রেখো ॥

মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদবেন রে ভাই!

রাম রাম বলে, তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে,

চাঁদমুখে মা বলে ডেকো ॥

আমি মায়ের এমনি কুসন্তান,

দূরে থাক্ মায়ের হুখসম্প্রদান।

জনম অবধি কেবল নিরবধি,

হইলেম তার হুখের নিদান ॥

যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,

নাহি করিতাম ভাই! জনম ধারণ।

তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন,

ও তাঁর পূজ্যশোকাললে দহিত না প্রাণ।

চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ধরে,

তবে তখন মায়ের সেবা কোরে,
করিব জীবন সার্থক ॥

টোরাই বৈশ্ববী—চোঁতাল ।

কি ভাবে কিসের অভাবে
গৌর আমার কোথায় গেল ।
নবদীপচন্দ্র বিনে, নবদীপ আকার হ'লো ॥

আমি অতি দুঃখিনী রে !
আমার ভাগাইয়ে দুঃখনিরে,
সে হেন গুণধনিরে কেন বিধি হয়ে নিলে ॥
গৌরান্দ-চাঁদের উদ্দেশে, •
যা'ব আমি কোন্ দেশে
কৌশল্যার দশা কি শেষে
আমার কপালে ষটিল ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি—বাঁটা বান্ধালী কবি । ইহার স্তার স্বভাব-কবি, অতি জন্মই দেখিতে পাওয়া যায় । কবিভাষ্য শ্রেণ ও বাঙ্গ-প্রকাশে তিনি অতিষ্ঠ ছিলেন ।

চল্লিচ পত্রণার অন্তর্গত কঁচড়াপাড়া গ্রাম ১২১৮ সালের ২৫এ কাঁজুন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম হরিবাবুগুপ্ত । ইনি আশৈশব কলিকাতা ঘোড়াশাঁকোর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন । বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়ার তাদৃশ যত ছিল না । তবে সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি যুগে যুগে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন । যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সখের ও পেশা-পারী কবির দলে ও হাফ-আণ্ডাইয়ের দলে গান বঁ বিয়া দিতে আরম্ভ করেন । ভবানীপুরের সখের দলে এবং রসময় বহু, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দাস প্রভৃতি ভাব্যকালিক এসিক্স কবিওয়ারাদিগের কবির দলে তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন । ১২৩১ সালের ১৬ই মাঘ তাহার 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয় । উক্ত সংবাদপত্র বাতীত, "সংবাদ-বত্সলি" "পাণ্ড-কীদন", "সাধুরঞ্জন" নামক অপর তিনখানি সংবাদপত্রও কিছু দিন তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন । 'পাণ্ডকীদন' আর 'বসবাজে' এক সময় কবিতা-গুহ্মে কলিকাতাকে মাতাইয়া তুলিয়া ছিল । তবে 'প্রভাকর' সম্পাদন কবিয়াই তিনি যলদী হন । সে সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ সম্রাট ও কৃষিদিগের 'প্রভাকরের' গ্রাহক ছিলেন । "প্রভাকরে" অনেক প্রাচীন কবিগণের লুপ্তপ্রায় কবিতা, গীত ও গানবানী বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা বাতীত গদ্য ও গদ্যে রাজনীতি এবং সমাজনীতিও এই 'প্রভাকরে' আলোচিত হইত । "প্রবোধ প্রভাকর" ও 'হিত-প্রভাকর' নামক দুইখানি কবিতা-গুহ্মকে শ্রেণ ও বাঙ্গময়ী কবিতা রচনার তাহার অধিষ্ঠার ক্ষমতা প্রদর্শিত হয় । "বোধেবু নিকাস", "কলি নাটক", "শকুন্তলা" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও তিনি রচনা করেন ।

এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মিথ্যা-মুহুরা-সংবাদ প্রচারিত হয় । তিনি সেই অশ্লীল সংবাদ উপলক্ষ করিয়া 'প্রভাকরে' একটা কবিতা লিখিয়াছিলেন ;—

"কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যক্ত চরাচর ।
যাহার প্রভার প্রভা পায় প্রভাকর ॥"

কবি ও হাফ আণ্ডাইয়ের দলের গান বাতীত তিনি অস্বাস্থ্য অনেক গানও রচনা করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে কয়েকটি আগমনী ও প্রণয়-সঙ্গীত মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি । তাহার মচিত গানগুলি অসাধারণ কবিরূপ । ১২৩৫ সালের ১০ই মাঘ রাত্রি প্রায় একটায় সময় ৪৮ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন । এক সময়ে, ঈশ্বরচন্দ্রের, যশ ও প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সাধারণে তাহাকে 'কবীশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র' বলিয়া সম্মান করিত ।

আগমনী ।

সুৰটমল্লার। আড়াঠেকা ।

কলাস সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে ।
কি কর হে গিরিবর, যাও যাও এস জে'নে ।
হুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়ে ভার,
সার করি' যোগচার,
শিব নাকি আছেন শাসনে ।

যোগাচারী হে'র হরে, সবলেতে যোগ ক'রে,
শিবের বেতব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে ;
(ঐ দেখ) শশী গগন-জলে, সুরধুনী ধরাডলে,
কলীগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে ।
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে তাজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয় ছে হুখাপানে ॥

বেহাগ—একতাঃ ।

কে রে বামা, বারিদ-বরণী, তরুণী, ভালে,
ধ'য়েছে তরুণী, কাহারো বরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দমুজ জয় ।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অমরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ, চণ শরণ লয় ॥
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয় ॥
বামা, চলিছে চলিছে, লাগিয়া গলিছে, সখনে
বলিছে, গগনে চলিছে, কোপেতে জলিছে,
দমুজ বলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥
কে রে ললিত রসনা, বিকট মশনা, করিয়ে
বোষণা, প্রকাশে বাসনা, হ'য়ে শবাসনা,
আসবে মগনা রয় ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

বল গিরি এ দেখে, কি প্রাণ রহে আর ।
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥
দ্বিবাশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা,
বুধা এই আশিতারা, সব অন্ধকার ।

খেদে ভেদ হয় মর্ষ, মিছে করি গহে কর্ষ,
মিছে এ সংসার ধর্ম, সকলি অসার ॥
তুমি ত অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী, কুমারী অমার ।
বাঁচি বল কার বলে, দুখানলে মন জলে,
ডুবিল জলধি-জলে, প্রাণের কুমার ॥
ত্রিভুগতে নাহি অস্ত্রে, একমাত্র সেই কস্ত্রে,
না ভাব তাহার জন্তে তুমি একবার ॥

বাঁজা—আড়া ।

ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ ।
এমন মেয়ে, করে দিয়ে হয়েছ পাষণ ॥
ননীব পুতলি তারা, বধিকরে হয় সারা ।
শ্রিত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান ।
বরেতে সতিনী-জালা, সদা করে কালাপালা,
হ'য়ে উমা রাধালা, কিসে পাবে ত্রাণ ॥
শিরে হুতুরঙ্গিনী, হ'য়ে শিব মোহাগিনী,
করি কল কল ধ্বনি, করে অপমান ।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথা কালে খায় হ'লে, দিবা অবসান ॥
তাহে কি উলর ভরে, পেটের জালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে বসে করে সিদ্ধির পান ।
ভাল মন্দ নাহি চায়, হুখ দুখ তৈলে পায়,
ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥
ত্রীফল পাইল হায়, আর তরে কেবা পায়,
মহানন্দ নাচে গায়, হাজায়ে বিষায় ।
ভৈরব ভরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কি না ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥
নাহি মানে ধর্মার্থ, নাহি করে কেন কর্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ষ, নিজে করে গান ॥
লোকে বলে মহাবোণী, অঞ্চ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ, করে সমাধান ॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপন, কৈলাসে প্রাণ ॥
হুর্গানমে ধাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান ॥

ভৈরবী—আড়া ।

জনক ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিঃস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরী, কেঁদোনাকো আর ।
হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কিদোষ আমার ।
• যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি,
কখন কি করি আমি অন্তথা তাহার ॥
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার ।
মায়া, মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনৌতে,
কে তোমার মাতা-পিত্তে, কত্মা তুমি কার ॥
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধা কার ।
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া, হব না তোমার ॥

কবির প'ন ।

হরায় উঠ রে ও ভাই প্রাণের বংশীধর ।
গোষ্ঠেতে যাবি যদি বংশী ধর ॥
একবার চেয়ে দেখে নাই রজনী,
মুদিল কুমুদিনী, নীলমণি,
প্রভাতে কুহপরে, গান করে পিকারে,
গগনে প্রভা করে প্রভাকর ॥
নিশি হুপ্রভাতে রাখালগণ, ঐ নন্দালয় ;
হ'য়ে উপস্থিত, ত্রীদাম হুললিত,
বচনে ডেকে কহ কয় ।
গোপাল, উঠ রে,—জাগিল গোকুল,
ল'য়ে যাই গো-কুল, আর কেন ভাই নিদ্রাকুল ।
পূর্বদিক্ ঐ প্রকাশিত, পশু পক্ষী উল্লাসিত,
পতঙ্গকুল হরষিত, বিকশিত ফুল ।
তব পলবে নিরাধি, করে ডাকাডাকি, সব পাখী,
হ'ল অবনী আলোময় কি মনোহর ॥
নলিনীর দলে দলে মধুকর ।
গোপাল ভাই রে, গোষ্ঠে যাবি আয়,
মধু ব'য়ে যায়, নিশির শিশির ঐ শুকায় ;—

আমরা যত ব্রজগোপাল,
গো-পাল ল'য়ে এলেম গোপাল,
প্রাণের গোপাল বিনে
গো-পাল, গোষ্ঠে নাহি যায় ।
আমরা সব গোপাল চেয়ে রই, গোপাল
গোপাল রে গোপাল কৈ । কৈ রে কৈ ?—
চেয়ে দেখে ভাই অন্ত যায় ঐ শশধর ॥
গোষ্ঠে কখন যাবি, কখন যাবি, বেণু বাজাবি ?
কখন গাভী ল'য়ে রে ভাই, বেণু পরে গান গাবি ।
ভাই রে, ক'বে শয়ন,
মুদে নয়ন, কতক্ষণ আর দুয়াবি ।
ক্রমে বেলা হ'ল উঠরে কাহু ভাই ।
সুবর্ণ বরণ, দিনকর কিরণ,
তরুণলবে দেখতে পাই ।
কানাই ভাই রে, ব্রজতে, নিশি প্রভাতে,
প্রতি বনে বনেতে, তরুলতায় ঐ দৌপিয়মান,
পতঙ্গকুল দৌহুলায়মান,
পক্ষী সকল উড্ডীয়মান, ঐ গগনপথে ।
হ'ল গোকুলে জনরব, কর্ছে মা মা রব শিশু সব,
কর্ণে শুন্তে কি পাগুনে এ সব গিরিধর ॥
ভানু উদয়ে, নন্দালয়ে, ত্রীদাম যায় ;
বলে উঠ রে গোপাল, হরায় ল'য়ে গো-পাল,
ভাই গোপাল, গোষ্ঠে যাবি আয় ।
তাই শুনে নিদ্রাভঙ্গে, কয় নীললণি,
সাজিয়ে দে মা নন্দরাণি,
উদয় হয় ভানু ;— করে দাও বেণু ;—
নন্দরাণী মোহন সাজে,
সাজিয়ে দিলেন রাখালসাজে,
ব্রণের মদনমোহন সাজে, নব নীলভূম্ব ।
সাজয়ে নীদ্রাগতি, শিশুমতিকে ;
কহিছে যশোমতী কাতরে ।
ধরধর ত্রীদাম, আমি তোর করে,
সঁপে দিলাম মাখনচোরে ॥
দেখিস্ দেখিস্ রে গিরিধরে, যেন না গিরি ধরে,
আর যেন অনল খায় না ব্রজপুরে ;—
কহিতে জীবন জ্বলে, আর যেন যায় না জ্বলে,
জল অনল অগোধ ছেলের বোধ নাই রে ॥

ভাবিলে ভয়ে অঙ্গ সিহরে ।
 কার ছেলে অনল কোথায় আহার করে ।
 কল ভুজঙ্গের ফণা ঘরে ।
 ধরে গোবর্দ্ধন ;—অবোধ কৃষ্ণধন ;
 বোধ বোধহীন আমার গোপাল,
 ওরে, চ'রাতে কি জানে গোপাল ?
 করিম তোরা ধারণ গোপাল, গোপালকে যতন ।
 গোপাল গেলে গোষ্ঠে, ভীবন যায় কষ্টে,
 তিলেক না হেরে প্রাণে মরি রে ॥
 কেমন গোপাল সাজে, গোপাল সাজে,
 গোপাল মাঝে, বিদায় দিই বা কি ক'রে ?
 পাষণে ষাধিরে জীবন, বিদায় দি জীবনের জীবন,
 দেশিস ত্রীদাম, রাধিস জীবন, জীবন তোর করে;
 কাল রতনে গহন বনে, বাস নিয়ে ভায়;
 হুঙ্কার ভাহুর তাতে, ছত্র ধরিস তাতে,
 তা'তে না তাতে যেন কায় ।
 বাপ ত্রীদাম ! অকলেতে কীর ননৌ,
 বেঁধে দিলাম যাহুমাণি !
 জুখা হ'লে পর ;—দিওরে তৎপর ;—
 প্রাণ গোপাল তুল না রে !
 ওরে গোপালের নাই তুলনা রে !
 মনে কিছু তুল না রে ! ভেব না রে পর ।
 আমার সর্ব্ব ধন, কাল রতন রে !
 সাধনে এ ধন ধরি জঠরে ॥

সখি ! এ দানী কে ও যমুনায় ॥
 প্রাণ সহি রে, এমন দেবি নাই ;—
 দানীর ত্রীমুখদরোজে, মুরলী গরজে,
 গরজে ডকে আবার ত্রীরাধায় ॥
 এদানি এ দানী সহি, কে গো ঐ,
 আহা মরে যাই ; অপরূপ রূপ যনপ,
 এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই ।
 নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার ;
 দানী কিসের আশে, আমার কাছে আসে,
 অর্শক হাসে ভাবে নাশে অককার ।
 মরি কি রস ! ত্রিভঙ্গ বরস উরঙ্গ,
 অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায় ।
 নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায় ।

দানীর দাক্ষণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ ;
 আমার ছলে ছলে, প্রেমকথা বলে বলে,
 আবার বলে রাধে দেহ দান ।
 হ'ল অধৈর্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান,
 দেহ দান দেহ দানীর রাস্তা পায় ॥

ওহে কৃষ্ণ মধুকর হে, আর কেঁদ না ফুলে ফুলে !
 তুমি যেমন বেড়াও ফুলে ফুলে,
 তেমনি দায় হে বটল গোফুলে ;
 কেঁদ না রাধা বলে ;—সে রস রসস্থলে,
 যাও চল, বঁধু, বনে যথা বসেছিলে, নতন ফুলে
 কুঞ্জে ত্রীরাধার ধ'রে পদে, পদে পদে রসময় ;
 হয়ে অপমান তায়, কেঁদে গাম যায়,
 রাজপথে প্রভাত সময় ।
 দেখে তখন বুদে কয় অমনি,
 বলেছিল, ম তখনি রাই ধনী মানে উচাটন ;—
 কৃষ্ণধন, শুনলে না সে নিবারণ ;—
 কুঞ্জে গেলে হাসতে হাসতে
 প্রেমসাগরে ভাসতে ভাসতে
 আবার বঁধু কাঁদতে কাঁদতে, এলে কি কারণ ।
 বুঝি পায় পায় পায় হে বঁধু অহুপায়,
 কি উপায় হে !—ফুলে যমবে কি,
 বিচ্ছেদের সা দেখে ফুলে !
 ভেস না হে বধু অকূলে ।
 ওহে কৃষ্ণ ! এ কি প্রেমের সঙ্গিপাত !
 কোথায় গিয়ে পাতলে পাতলে পাত ?
 মান নিপাত, চক্ষে অশ্রুপাত,
 কি উৎপাত শিরে যেন উন্মাপাত ;—
 রাধাপত্র তাজে হেলায়,
 হেলায় গিয়ে বসলে হেলায়,
 এখন কেন প্রভাত বেশায়, কাঁদতে এলে নাথ ।
 মরি হায় ! হায় ! হায় ! হায় হে !
 এ কি হ'ল দায় ;—শ্রেয় দায় হে !
 দেখে গাম ! কারা পায় সব নারীর কূলে ॥
 বঁধু, শুনলে না হুমাধিনীর কথা কুঞ্জে যেতে যেতে,
 বলেছিলাম ওহে বঁধু ! রাই পড়ে বাড়ন্ত মধু,
 ও হে মধুকর ! গিয়ে কি অপমান,
 রেল না মান, হাসলে নারী জেতে ।

ভূমি নাকি রমিক নাগর, রসের সাগর,
ভাবের সাগর কুম্ভধন !
গুণের সাগর শ্রাম হে, প্রেমসাগর হে,
ভবসাগরে কর তারণ ।
ওহে কুম্ভ, পাঁড়ে, মালের সাগরে,
এই ব্রহ্মনগরে, নাগর হে !
কৈশে বেড়াও শ্রাম ! গুণধাম,
বলৈ রাখা রাখা নাম ;—
সঁজা দেখি ছিন্ন-ভিন্ন, অঙ্গের রাখার পদচিহ্ন,
কুম্ভ, হ'লে কুম্ভবর্ণ, কষ্টে অবিশ্রাম ।
বঁধ, যাও যাও, যাও যাও হে বঁধু, এ সময় ;
রসময় হে, দেখ অসময়
হৃদা দিলে কেউ না ভুলে ॥

কুম্ভ, দেখে তোমার এ দুর্দশা,
ভয় দশা, প্রাণ দয় ;
এখন সে ত ভব নাই হে, সে রস নাই হে,
রাস বিরস হে রসময় ।
ওহে কুম্ভ, ছিল প্রেম হৃদায়,
আপনি কল্পে বিষময়, অসময় যাও হে বংশীধর,
বলব কি তা গুণাকর !—
আমার কাছে দিলে ধনা, অরণ্যেতে যেমন
গোর দিতে কি পারে পান্না ভয় হলে পর,
এ যে নয় ত নয় হে, কারো সাধ্য নয়, দয়াময় হে
কান্না, ভূমি অসাধ্য প্রেম ভেঙ্গেছ কেন ভ্রমে ।
কাঁড়লে এখন কি হবে নাথ, বটল দশা
কপাল ক্রমে ॥

আগে ছিল তোমার রাখার সাধা,
সে রাখা হে শ্রীঅঙ্গের আধা ;
সে রসের নাগরালি, গিয়েছে বনমালি !
তাই বলি তোমার কাল হ'ল চন্দ্রাবলী ;
সাধের প্রেমে একি দায় হে, বৃন্দাবন ধামে ॥
শ্রাম হে, ভজি কি দায়ে রাইপ্রেম দায় ।
অমনি কুম্ভপ্রেম দায়, এ কি দায় হে গোবুলে,
অকুলে ভাসিলে আর ভানালে,—
বটীছাড়া এ কি সৃষ্টি, প্রেমে হ'ল অনাবৃষ্টি,
বটল চন্দ্রাবলীর দৃষ্টি, তোমার কপালে ।
বিচ্ছেদ হয় ওহে বঁধু, এমন নয় সৃষ্টিময় হে ।—

বৈচে থাকি ত দেখব অ'রো কত ক্রমে ক্রমে ॥
হয় হে ভাবলে ভাবনা বুদ্ধি, ভাবছ কেন হরি,
দশা মন্দ হ'লে পরে, লোকে তীর্থ যাত্রা করে,
তাই বলি হে শ্রাম,
যেথৈ ভয়রাশি, যাও হে কালী, কুম্ভ পরিহারি ।
ওহে, শ্রিয়ে যা'য় বিবাস করে,
তার কি স্বরে প্রয়োজন ।
হ'ল কি গ্রহেতে নিগ্রহ হে,
অকালেতে লাগিল গ্রহণ ।
শ্রাম হে, এখন যোগী হয়ে তীর্থে যাও,
প্রেমে জলাঞ্জলি দাও,
কুম্ভা দাও হে কালশশি,
শ্রামশশি, সাজো নবীন সন্ন্যাসী ;—
ব্রহ্মণীর মান কেন বাড়িও,
আপনি সাধো পূর্বক সাধাও ;
কেন হে আর কৈশে কাঁদাও, চ'লে যাও কালী ।
এখন জয় জয় জয় দাও হে বঁধু,
চন্দ্রার জয় ; রসময় হে !—
মিছে কাজ কি আর বিচ্ছেদজ্বালার পরিশ্রমে ॥

কাল ভাল বেসে হ'ল এই যাতনা ।
আগে মানি নাই কালী, কালে জানি নাই কালী,
কালে জানিলে কালর প্রেমে মজতাম না ॥
বকিতা ক'রে আশ্রয়, কালাচাঁদ,
জুড়ালে চন্দ্রাবলীর মন ; প্রভাতে,
আশ্রয় ছলিতে, এলেন কুঞ্জে মদনমোহন ।
দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গরি, অঙ্গ দহিছে হুশে ;—
করেছি এই পণ,
আর কাল বরণ, নাহি হেরিব চোখে ।
মাথায় কাল কেশ ধরব না,
কুঞ্জে কাল সখী রাখব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না ।
শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ, আগে জানি না
কাল অঙ্গ কাল প্রাণ, জ্ঞান হয়েছে মনে ;—
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখিতে আর আশ্রয়,
সখি, বলিস নে ব্যানে ।
কাল চক্কর তান্না আর রাখতে সাধ নাই আশ্রয়,
কাল ওমালের তরু কুঞ্জে রাখব না ॥

শ্রীকৃষ্ণের আশায়, হ'য়ে নিরাশয়,
এই দশা ষটেছে আমার ;
পূর্ক্সভাবে তাই ভাবান্তর,
মনেতে যন্ত্রণা অপার ।
ব্রজে আনুব ব'লে ব্রজের জীবন ধন,—
গেলাম করিয়ে বড় সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ,
বিষাদে মগ্না তাই এখন ।
মাধব এলনা ব্রজেতে, ম'জে কুলুজার প্রেমতে,
এখন বল গো সই, কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায় ।
জান্লেম নিশ্চিত গো প্রাণ সই,
ব্রজে আসবে না শ্রামরায় ॥
প্রাণ সই, ভন কই ; কৃষ্ণ ভুগেছেন
রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব,
আর কি শ্রাম জুড়াবেন রাধিকায় ॥
এই দশা ষটে থাকে সখি গো,
হুথের দশা যখন যায় ।
মিছে ভাবলে সখি, কি হবে এখন ?—
রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো
হওয়া ভার, গোপিকার জুড়াবে না মন ।
সুখ হবে না ব্রজে আর, মনে বুঝেছি সার,
এখন অকূলে ছুকুল বুঝি ভেসে যায় ॥

— — —
এই দশা ষটল ক্রোধে শ্রীরাধার ।
হায় ! শ্রীদামের অভিশাপে মনস্তাপ ;
গোলোকধাম হল শূণ্যাকার ।
কেন বিরজা সই, ভাব আর শ্রীমতৌ,
আশ্রু প্রকৃতি, প্রাণনা সবাকার ।
করি হরি সে বিষাদ, হরিষে বিষাদ,
হইল মাধে গো তোমার ।
কেন সখি ভাব অকারণ, হ'য়ে আমার প্রেমময়ী,
হ'লে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সই
জুড়াব জীবন ।
গোকূলে হব কৃষ্ণ অবতার, রাবা ইচ্ছাময়ী,
সকল ইচ্ছা তাঁর ॥

বিবিধ ।

ললিত—আড়া ।

কি হবে কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে ।
কতদিনে পাব আমি প্রবোধকুমার হে ।
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ।
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে ॥
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ।
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে ॥
সকলে ভোমায় কয়, নিরাধার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ।
কত রূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ,
তাহাতেই তব রূপ, রেখেছে প্রচার হে ।
দেখে এই তব রূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বুঝা জন্ম তার হে ।
অচল সচল-চয়, রূপশোভা যত হয়,
সকলেই দয়াময়, তুমি মূল্যধার হে ॥

ললিত—আড়া ।

যতনে মন প্রাণ তোমায় দান
করেছি লো প্রাণ, নিয়ত তব আশ্রিত,
তব বল হে পরের প্রাণ ।
ভুলে ধর্য্য পানেও চেয়ে দেখ না ।
নিশি দিন তুমি মন তোষ না, তব মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না ।
উচিত নয় বিধুমুখি, অলুপত করা দুঃখী,
হান কি দোষে নির্দেবীরে ব্যাকা-বাণ ।
বুঝ্লেম প্রেমদী, আমায় ক'রে দোষী,
অন্তজনে দিবে প্রাণ ।
আমি নিতান্ত অলুপত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়'ও মন অভিমান ॥

খিখিট—৭৭ ।

বারণ কর গো সই, আর যেন শ্রামের
বাঁশী বাজেনা বাজেনা ।

না বুঝিয়ে অনুরাগ, ননদিনী করে রাগ,
আর যেন প্রেমরাগ, শ্রাম ভাজেনা ভাজেনা ।

আশাইয়া—আড়াঠেকা ।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলাল
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয় ।
প্রকৃতির কার্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয় ॥
ভাবের ভাব গোরা ভাব, মাস পক্ষ তিথি বার,
স্বাক্রমে বার বার হয় আর লয় ।
কত ভূত হলো ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিবূত, হতেছি বিষ্ময় ॥
ভূতে ভূত অংশ ভূতে ভূত হয় ধ্বংস,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময় ;
সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয় ॥

বসন্তবাহার—আরবেষটী ।
দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার ।
হ'ল পুন্নিমেতে অমাবস্তা, তের পহর অন্ধকার ।
এসে বেঙ্গাংনে ব'লে গেল বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী ;
কা'ল ভান্দর মাসের সাতুই
পোষে চড়ক পূজার দিন এবার ।
ঐ ময়রা মাগী ম'রে গেল মেরে নুকে শুল,
আর বামুনগুলো ঋগুণ নিয়ে মাখায় বচ্ছে চুল ;
কাল বিষ্টিজলে ছিষ্ট ভেসে পুড়ে হল ছারখার ।
ঐ স্থজি মামা পূর্নদিকে অন্তে চলে যায়;
আর উত্তর দক্ষিণ কোন থেকে আজ
বাতাস লাগছে গায় ;—
সেই রাজার বাড়ীর টাট্টা ষোড়া
নিং উঠেছে দুটো তার ।
ঐ ঋগু বামী ধোপা শামী হাসতেছে কেমন,
এক বাপের পৈটেতে এরা জন্মেছে ক'জন ;
কাল কামরুপেতে কাক মরেছে,
কাশী ধামে হাছাকার ॥

শ্রীধর কথক ।

১২২০ সালে হুগলী জেলার বাশ-বেড়িয়া গ্রামে একটি মহামনসী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।
কাব্যে, দর্শনে, অলঙ্কারে, স্মৃতিতে, সঙ্গীতে—চরম প্রতিভা লাভ করিয়া, এই মনসী পুরুষ আপনার কুল
সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । একদিন ইহার সর্গতোমুখী প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া বঙ্গের আবালাদ্রু বানিতা,—
সকলেই বিশ্বাসভিত্ত চিহ্নে, দিদিগণ্ডে ইহার যশো ঘোষনা করিয়াছিলেন । এই মনসী পুরুষ কে ?
ইনি সেই কথকশিরোমণী—শ্রীধর ।

বাল্যে প্রতিভা,—যৌবনে প্রতিভা,—প্রৌঢ়ে প্রতিভা—এ প্রতিভা পূর্ণজ্যোতির্জ্বিত কত পুণ্যের ফল বল
দেখি ? শ্রীধরের যৌবন-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা প্রচার হইরাছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহার বাল্য-প্রতিভার
পরিচয় অপূর্ণ । পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীধর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন । এক মাসের মধ্যেই বালক
শ্রীধর ধারাপাত সান্ন করেন ; এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে শ্রীধর অলৌকিক
স্থাপত্য লাভ করেন । হুগলী জেলার গোখামী মালিপাড়া গ্রামের ৮ রামচন্দ্র বিন্দ্যাবাপীশ, শ্রীধরের
ভাণ্ডার-শিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষার গুরু ।

বাল্যে সঙ্গীতে ও কবিত্তে শ্রীধর প্রকৃতই অলৌকিক । সহাধ্যায়ীগণের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে
শ্রীধর সর্গাশ্রে পাঠ সান্ন করিয়া, কোন একটি সহাধ্যায়ীর নামে গান রচনা করিতেন এবং গাহিয়া
সকলকে শুনাইতেন । তত্ত্বকাবননিভ হুম্বর সুপুরুষ শ্রীধরের সু-কণ্ঠে সেই গান শুনিয়া, সহাধ্যায়ীরা
আশ্চর্যবিশ্মৃত হইত ।

যৌবনে কবিত্তশক্তির পূর্ণ বিকাশ । যৌবনে তিনি সঙ্গীতের সহিত পাঁচালী ও কবি গাহিতেন ।
ইহা শ্রীধরের গুরুজনের প্রীতিপ্রদ হয় নাই । জ্যেষ্ঠতাত ৮ জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি একান্ত তাঁহাকে ভৎসনা

করেন। মনেব হুণে ঐধর একটি বন্ধুর সহিত মুরশিদাবাদে গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভাগবত বিশারদ স্বভাবকবি, সুকঠ গায়কের রসতরঙ্গ-ভঙ্গমর কাব্যোজ্জ্বলে, ব্যবসায়ের কূটপ্রবৃত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। ঐধর ব্যবসায় ছাড়িলেন। বহরমপুরে গিয়া তিনি কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করিলেন। ওখার আশ্রয়সাধনার কথকতার চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। কথকতা, নাট্য-ভাবরসাদিবি অভিযুক্তি। কোন্ অবস্থার মানুষের কি ভাব হইয় থাকে, কথকতার অঙ্গভঙ্গে বা বাকারূপে তাহার বিকাশ করিতে হয়। কথকতাশিক্ষার কালে ঐধর কখন কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটা বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকেরও ভণ্ডনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন; আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখেব কথার ভাব এতবের জন্ত কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেমে তাহার রসনার গতিপ্রকৃতির পুথ্যপুথ্য পর্যালোচনা করিতেন। সর্ববিধ ভাবাভিযুক্তির বিকাশ-শিক্ষায় তাহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ-কথক হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক ৮ লালটাদ বিদ্যাভূষণ তাঁহার পিতামহ। কথকতার ঐধর পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৮ রতনচক্ৰ শিরোমণি তাঁহার পিতা। ইনি পণ্ডিত। পণ্ডিতো ঐধর পিতার গৌরব-পতাকা আরও উজ্জ্বল তুলিয়া ছিলেন; কিন্তু কবিও তিনি কলভিলক পাঠক! ঐধর যে সু-কথক ছিলেন; ইহা বোধ হয় জানেন; তিনি সু-কঠ সুপুংস ছিলেন, ইহাও বোধ হয় শুনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিরূপ কবি, তাঁহার কবিহুই বা কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় সরিমিঞা। তাঁহার রসময় ভ বময় টপ্পা, অনেকের মুখে শুনা যায়; কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পাব রচয়িতা কে? যিনি পাণ্ডিতে জানেন, তাঁহার মুখে ঐধরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাহারও মুখে শুনি। যিনি পাণ্ডিতে জানেন, তিনি ভাবে হুবে বিভোব হইয়া পান; যিনি পাণ্ডিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব-মুখে গাহিয়া কেবল ভাবের উজ্জ্বলে উদ্ভূত হন। ঐধর কথকের যে টপ্পা আছে, কেহ তাহা জানিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে প্রামাণ্যবিশেষে ও কৃষ্ণবিশেষে অপূর্ণ ভাবময় গানের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকই জানেন।

অনেকগুলি ঐধরের গান, নিধুবাবু নামে ইদানীং চলিয়াছে। ৮ রামনিবি গুপ্ত (নিধুবাবু) টপ্পা-সঙ্গীতের রাজা। কালপক্ষে ঐধরের নাম বঙ্গের “শিক্ষিত-সাহিত্যসমাজে” একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্তপ্রায় হউক,—কিন্তু তাঁহার ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবাব নহে। সঙ্গীত জ্ঞা যে চির দিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই ঐধরের গানগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদা গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সকল গান কাহার বিরচিত তাহা লোকে দৃষ্টিতে না পারিয়া, নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন, এমন সুন্দর, সুকবিত্বপূর্ণ, সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অগ্ৰ কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকেই স্থির করিয়াছিলেন,—

“ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!

আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।

বিধুমুখে মধুরভাসি,—দেখিতে বড় ভাল বাসি,

তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আশ্বিনে ॥”

উপরিস্তি এই গানটা নিধুবাবু কর্তৃক বিরচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্বে হুগলীজেলার প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, এ গান নিধুবাবুর নহে,—ঐধর কথক, গান ঐধরের নামসঙ্গীত উদ্ধার করিবার আমাদের আগ্রহ জন্মিল, তখন ঐধরের জাতপুত্র হবিচ কথক পণ্ডিত জীও অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বয়ং ঐধর তদীয় সমগ্র গান একখানি ষাভায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ষাভাখানি জীব এং হানে হানে কাটুদুঃ। সেই ষাভাউক্ত জাতপুত্র পণ্ডিত অতুল্যের নিকট ছিল। ঐধরের স্বহস্তলিখিত সেই ষাভা খানিতেই, এ

ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে।

গানটা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ষাভায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পাঠ্য আছে। ঐধরের ষাভায় লিখিত গানটা এইরূপ;—

“ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে।

আমার সে ভালবাসা, তোমা বই, জানিনে।

বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই,—আমি দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে!”

ঐশ্বরের নিম্নলিখিত কয়েকটি গানও এতদিন নিধুবাবুর বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অদ্য
“আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। হুই একটি গান এ হানে উদ্ধৃত হইল ;—

১ম গান ।

“ঐ যায়। যায়! চারু কিরে সজল নয়নে! ফিরাও গো! ফিরাও গো! ওরে অমিয়বচনে!
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান!— অহিহির হওছে প্রাণ, প্রতি পদার্থেই!”

২য় গান ।

“তবে কি স্থ হ’ত!

মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভাল বসিত। কিন্তু শোভিতত্বাণে! কেতকী কটক হীনে,
ফুল তইত চন্দনে! ইশুতে ফল ফলিত! প্রেম সাগরেরি জল, হ’তো যদি স্মৃশীতল!

বিচ্ছেদ-বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত ॥”

নিম্নলিখিত এই গানটীও অল্প একজনের নামে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল; এখন ঐশ্বরের বলিয়া
চলিল ;—

“সখি আমায় ধর ধর। উকনিভব-রুদি-পাশোধর-ভারে,

ভ্রমেতে চলিয়া পড়ি! ছিলাস অল্প মনে, রেণু-রব শুনে,

কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে, উহ মরি মরি! বাজিছে চরণে,

নব নব কুশাস্কুর। যোরা ভিমিবা রজনী, সজনি!

কাধার না জানি শ্রাম-গুণমণি! পৃষ্ঠে ঢুলিছে লম্বিত বেণী,

কাল হইল মোর ;—

চাতকিনী যেমন ধার বারি পানে, তেমতি আমি কিরি বনে বনে,

নবজলধরে না হেরে নয়নে,—প্রাণ হতেছে অহির। ইত্যাদি।”

ঐশ্বরের কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, এবং কালী-বিষয়ক সঙ্গীত যেন সুধার প্রসবণ! তাঁহার টপা ভাল,
না দেব-দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত ভাল, একথা লইয়া সুধীগণমধ্যে মধ্যে মধ্যে বাদ্যসুবাদও হইয়া থাকে।
আমরা বলি, তাঁহার সবই ভাল।

তাঁহার টপা গানও বেশ-বেদান্ত-ভাব মাথা। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্ক নাই,
সেই প্রেমই জীবের আদর্শ প্রেম হওয়া উচিত। তাই ঐশ্বর্য সিদ্ধান্তেরবীথে আলাপ করিতেছেন,—

“পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে? ছিল না,—রবে না,—প্রেম! পরে বিচ্ছেদ-কারণে!

স্মৃতিভরি রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম, অপনাত্তে হ’লে প্রেম,—কি স্বাক্ষর করে হৃদয়ে?

আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়? বাহ্য-বাহ্য শ্রুতি কর,—জনশ্রুতিতেও জানে।

নিজ লহ প্রেম হ’লে কেউ তাহে কিছু না বলে, ভাল না কলঙ্কজলে, পোড়ে না মন-আঙুলে।

ঐশ্বরের গান সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্দেশ্যে প্রেম-বিষয়ক একশত এতদূর, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত
পরিত্রাণ, শ্রীমা-বিষয়ক সঙ্গীত চারি গৌরী-বিষয়ক সঙ্গীত নয়টি, বিবিধ সঙ্গীত ওহী। ইহা বাক্যে
তাঁহার পদাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে। পদাবলীগুলি কথকতার গীত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য কথকের
গানের গৌরব যদি বাদ্যলী বৃষ্টিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পদাবলী প্রকাশ করিবার
বাসনা রহিল।

ঐশ্বরের আত্মশ্রুত কথকশিরোমণি শ্রীমুক্ত অভুলাচরণ ভট্টাচার্যের সাহায্য নাপাইলে, আমাদের
পক্ষে ঐশ্বরের সমগ্র গান প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব হইত। ঐশ্বরের অনেক গান তিনি সুমধুর
ধর-সংযোগে আমাদের সমক্ষে গাহিয়া, আমাদের নিকটে বোধিত করিয়াছিলেন। সুপ্ত-রত্নের উদ্ধার-
সাধন হইল, আজ ইহাই আমাদের অভুল আদান।

প্রাণ-সঙ্গীত ।

খাবাজ—রূপক ।

মিলনের সুখোদয় যখন হয়,
তখন কুল-মানের অনুরোধ না রয় ।
পিয়ে প্রেম-রস, হইলে অবশ,
অপবশের ভয় নাহি রয় !
ব্রহ্ম-পদে প্রাণ নাহি ধায় ;
হায় ! হায় ! হায় !
সদা প্রেমের পথে বিচরয় ।

হাবীর—খয়রা ।

দীর্ঘা ঘার কাছে মন, সেই মোর প্রিয় জন ;
সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন ।
এসেছে যে দিন বলে অন্ন দিন,
গেছে সেই দিন, হবে বহুদিন
আর কত দিন, হেঁবি সে দিন, সে বিধুবদন ;
যারি অদর্শন বাঁচিলে বাঁচিলে,
জলে মরি প্রাণে, ধৈর্য নাহি মানে,
আর কত মনে, প্রবোধ বচনে, বাঁচে এ জীবন ॥

পরজ—চৈকা ।

অনঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ, মন-বন-ভঙ্গ করে ।
বিধির অসাধ্য সেই কার সাধ্যা নীধে তারে ॥
মতর্ক কর্ত্ত করণ, সমূলে করে দলন,
বিবেক বজ্র আঁটন, ভঙ্গ ক'রে ফেলে দূরে ।
উপদেশ তরুণ, শিক্ষা-শাখায় সুশোভন,
সমূলে করে ভজন, (মদেরই) আমোদে ফেরে
প্রবোধ-বৃক্ষ-মিলিতা, বিবেচনা ক্ষমা লভা,
ধৈর্য্যপুষ্প বিকসিতা, ক্রমে সকলি সংহরে ।
মান মৃগ উচাটন, দূর করে পলায়ন,
লজ্জা-ভয় পক্ষীগণ, উড়ে যায় দেশান্তরে ॥

খাবাজ—চৈকা ।

মন কেমনে সুখে রবে, মানিলে পরেরি কথা ।
পোড়া লোকে তাই করে, লাগে যাতে প্রাণে ব্যথা
মজ্জেছি দিয়েছি প্রাণ, করছি প্রেম-বিধান,
যায় জাতি কুল-মান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা ॥

খাবাজ—চৈকা ।

প্রাণ পণে যতন ক'রে, ধোয়েছি পরেরি মন ।
পোড়া লোকে কেন এত ঘূচাতে করে যতন ॥
প্রেমে পরাধিনী হ'য়ে, দিবা-নিশি মরি ভয়ে,
পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে পরে করে জ্বালাতন ।

খাবাজ—চৈকা ।

বারণ কে করে বলো, সরল হইতে !
বিধান কে দেয় বলো, চাতুরী করিতে ॥
যে তোমার অনুরাগ, তাহারে ক'রো বক্ষিত,
এ নহে তব উচিত, না পারি সহিতে ॥

খাবাজ—চৈকা ।

যদি একবার মন বলে—সে জনে ভাবিব না !
সেই স্থলে প্রাণ বলে—‘এ দেখে থাকিব না !’
কি করি প্রাণেরি দায়, মন, সেই পথে ধায় ;
সেধে ডেকে এনে তাই, পুরাই বাসনা !
যে যা বলে, বলুক লোকে, কারু কথা শুনিব না ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

বড় চতুর (ও) হয় যদি কোন জন ।
পিরীতি করিলে তার, দিবা-নিশি জলে মন ॥
পাইলে প্রেমেরি রস, সদা সে থাকে অবশ ।
দূরে রেখে অপবশ, প্রেম করে আভরণ ॥

ফিল্মিট—মধ্যমান ।

এ সময়ে যদি তারে পাই, (প্রাণ চায় যারেরে) ;
তবে এ যাতনা হ'তে জীবন জুড়াই ।
প'রে যার প্রেমকাঁসি,
লোকের কাছে হই ছুঁই, হেরে তার মুখশশী,
মরি তাহে ক্ষতি নাই ।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

সারা হলেম, সারা নিশি আগিয়ে ।
যামিনী পোখালাম, কত যাতনা ভুগিয়ে !
বহু দিনের অভিসাধে, সুখ পুরাইবার আশে,
বসেছিলাম আশা পথে গিয়ে ;
কি দশা না হলো, সখি, ভালবাসা লাগিয়ে ॥

সিন্দু—মধ্যমান ।

কারে কব যে হুং আমার,
হলো এবার প্রাণে বাঁচা ভার ।
দিনে উপবাসী প্রায়, আগিয়ে যামিনী যায়,
হলো একি দায় !

মনে কোন মতে স্থিরতা না মানে একবার ।
যা'তে আমি হই সুখী, তা'হতে বিগুণ দুখী ॥
করি কি উপায় !
ভেবে উপায় না পাই কিছু, সকলি দেখি আঁধার ।

শ্যামাজ—মধ্যমান ।

কেবলি কথায় এত দায় ; যে সুখ, সে দরশনে ।
যতনে অঙ্কুর হ'লো, গেল কথা বরিষণে ॥
জানা-জানি পরস্পরে, যা না জানি পরস্পরে ।
কত হুং ই'তো পরে, পরশনে পর-মনে ॥

শ্যামাজ—মধ্যমান ।

অশেষ কণ্টক, প্রেম বনে ।
বিশেষ বিচ্ছেদ শেষ, ততু শেষ সে দংশনে ॥
ফুটিলে কলঙ্ক-ফুল, যারি গন্ধের নাহি ভুল,
পরে হরে জাতি-কুল, প্রবেশিলে, সে কাননে ।
সুখ-ভরু সাধারণ, দুখ বৃক্ষ অগুণন,
ভয়ানক পশুগণ, কে বাচে তারি গর্জনে ॥
যত্না শাঙ্গল ভয়, গঞ্জা গগুর-ময়,
ভৎসনা-ভল্লুকচয়, কার সাধ্য বনে গণে ॥

স্মিথিট—মধ্যমান ।

কে বলে বিচ্ছেদ ভাল নয় । সে'ত ভাল নয় ॥
আমি জানি সেই ভাল, তাতে অতি সুখোদয় ।
আমি ত বিচ্ছেদে ব্রতী, হয়েছি সখি ! সস্ত্রতি,
তাতে কি হয়েছে ক্ষতি, বরঞ্চ সুখ সঞ্চয় ।
দিনান্তে প্রাপ্ত হ'তো, তা'তে নাহি দেখা দিতে,
এখন সে যে অবিরত, অন্তরে আছে উদয় ॥

বাহার বাগেজী—ঠেকা ।

বলো দেখি, বিধুমুখি, আমার কি ছিল মনে ?
মতত তোমার লাগি, সধা পুড়েছি পরাণে ।

পরেরি পরাণ তুমি, তব অনুগত আমি,
দেশেতে আছে বদনামী তব কারণে ॥
প্রাণ তোমারি আশা ক'রে,
এ দেশেতে আশা ফিরে,
এসে পেয়েছি তোমারে, দেখেছি নৈচেছি প্রাণে ।

স্মিথিট—মধ্যমান ।

নিশি আর রবে কত কাল । হইল সকাল ॥
স-কালে না এলো শশী, ক্রমশঃ হ'লো সকাল ॥
প্রথম উদয় কালে, কোন গ্রহে বাধা দিলে ॥
সর্বগ্রাসী বুঝি হ'লে, স্থিতি হবে চিরকাল ॥

বাহার—ঠেকা ।

সাধেরি প্রণয়ে,—যদি করো রে মান ।
তা-ও কি হ'বে না রে সমাধান ॥
যদি ব'লো,—মান ছিলে, অধিক প্রেম উথলে,
ভিলে ভিলে এমন হ'লে, কিসে বাঁচে প্রাণ !
তুমি ত হ'লে মানিনী, আমি বা কবে মানি-নি,
বুঝি গেল ব্যবহারে, আছে তোমার অন্তে টান ॥

স্মিথিট—মধ্যমান ।

প্রেমের ঋণ, চিরদিন, শুধিতে নারিব শ্রিয়ে ॥
বাঁচিব হে যতদিন !
হ'ত যদি অশ্রু ঋণ, স্থানান্তরে পেতাম ত্রাণ,
ঋণসংখ্যে তত দিন, যাবত জীবন ;
পরিশোধ সেই দিন,
যে দিন, দেহ হবে পরাধীন ॥

পিলু—আড়াঠেকা ।

কি করে কলঙ্কে ? যদি সে তোমারে ভালবাসে ।
আমি যার বাধা সধা, সে পড়িল সেই কালে ॥
বিচ্ছেদে যাতনা যত, কলঙ্কে কি ষাটে তত,
অচেতন অবিরত, মিলনের অভিলାষে ॥

ভৈরবী—ঠেকা ।

এই মনে বাসনা,—
আমায় কেউ যেন ভাল বাসে না ।
পরে ভাল বাসিলে পরে, পরাণে পাব বেদনা ॥

পরে চাতুরী করিলে, আমিও ফিরিব ছলে,
ভাসিব না নয়ন-জলে, এড়াব প্রেম-যাতনা ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ।

অপমান, প্রাণ জ্বালাতন ।

কে জানে যে হবে এত ॥

সজোপনে মন দিয়ে, হ'লাম পরের অহুগত ।

বিবাদী হলো সকলে, ডবলাম কলঙ্ক-জলে ।

ভেবে মরি ! সদা সশঙ্কিত !

অন্তরে গুমুরে থেকে, এ জ্বালা আর শ্রাণে, সব কত

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ।

যে যাতনা, যতনে, মনে মনে মনু জানে ॥

পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে ।

প্রথম মিলনাবধি,—যেন কত অপরাধী ॥

নিরবধি সাধি প্রাণ-পণে ।

তবু তো সে, নাহি তোষে,

আরো দোষে অকারণে ।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ।

বুঝি প্রেম দায়, ষটিল রে আমার !

অন্তরেরি লাজ ভয়, অন্তরে হলো বিদায় ॥

মনে মনে নাহি মানে, অনাগরে কুল-মানে,

পেয়ে আপন সমানে, মন যে রহিল তার,

আর যা মনেতে ছিল, ত্যজিল সে সমুদায় ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ।

সাধের পীরিতে, কি হইল দায় ।

বাই আমি বলি যদি, কাদিয়ে কাঁদায় ॥

বারে দেখিবার আশে, থাকি নানা স্থানে ব'সে,

যে জনে কেমনে হেসে, দিব রে বিদায় ।

ধাধাজ—আড়াঠেকা ।

মনু ধার পীরিতে মজেছে,

সে কি স্বভাবে-তে আছে ॥

জাতি-কুল-কলঙ্ক-ভয়, স'লি তুচ্ছ তার কাছে !

যে ভাল বেসেছে ধারে, মনে মনে ভাব তারে,

না হেরিলে প্রাণে মরে,

দেখিলে তার প্রাণে বাঁচে ॥

ধাধাজ—মধ্যমান ।

মানু ষরেছিলাম তার পরে ।

কেবল মানেরি তরে ॥

আদরে সাধিবে ভেবে, ছল করে ছিলাম দূরে ।

পীরিতেই যত রীত' সকলি সে বিদিত,

প্রকাশিত জ্ঞান ব্যবহারে তারে !

তবু আমার কপাল দোষে,

গোপনে তোষে না এসে,

এখন আমি সাধি কিসে,

তাই ভেবে মরি গুমুরে ॥

ধাধাজ—মধ্যমান ।

এই মানে, সে মানে কি না মানে ।

সেই জানে মনে মনে, তাই ভাবি মনে মনে ॥

আমি ত অকুল প্রাণে, মনে বুঝতে পারিনে ।

এত যে থাকে না কাছে, তবু মন তারি পাছে ॥

বাঁধা আছে প্রকাশ করিলে মানে,

মনে হ'লে তারি গুণে, পুড়ে মরি মনাগুনে,

সে ভাবে না কোন দিনে,

(তাই) আমি ভেবে সারা প্রাণে,

আমি ত ভেবে বাঁচিনে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

লোক ভয় সয়ে রয়ে, হয় যে যাতনা রে ।

মনে মনে থাকে সকল, মনেরি বেদনা রে ॥

প্রাণ ধনে রেখে দূরে, অপরে আপন ক'রে,

মিছে আশায় প্রাণ ধরে, কতই যাতনা রে ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

সে অভাগী, হুথের ভাগী, ধার লাগি এ যাতনা,

শয়নে স্বপনে মনে, আমা বই সে আর জানে না,

হিলেক দর্শনভাবে, মনে মনে কতই ভাবে ॥

মজিয়ে আমার ভাবে, অশ্রু ভাবে,

সে আর ভাবে না ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

কত ভালবাসি তারে, বলে কি জানানো যায় ।

কুল মান মন-প্রাণ,—সকলি সঁপেছি তারে ॥

নিতান্ত হয়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর,
ডিলমাত্র যে আমার, মন ছেড়ে নাহি যায় ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

প্রেম, ভাল-বাসি বলে, জইতে লোকে কত বলে ।
এখন এমন হলো, আর কি আছে কপালে ॥
নবীন প্রেমতে ব্রতী, হয়েছি, সখি সম্প্রতি ;
প্রেম করার এই রীতি,
গঞ্জনা প্রথম কালে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

মঃমে মরম যাউনা, ভালবাসার অবতঃনে ।
একা যে এ কাজে মজে,
বাজের অধিক বাজে প্রাণে ॥
যে জন পীরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সদা যারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে

সিন্ধু-খাখাজ—মধ্যমান ।

পোড়া লোকে তারে বলে পর ।
(কেন, না বুঝিয়ে গো !)
দিবা নিশি রয়েছে যে, প্রাণেরি ভিতর ॥
যার আশয়ে প্রাণ রাখি, দেখিলে বিগুণ হুঁসী,
মানসে মিশায় রাখি, প্রেমমাখা পরম্পর ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

সে জনে, মনু কেন ভাল বাসে ।
(প্রেম-রস যে না জানে !)
এ কি দায়, (অকারণে,
প্রাণ যায়) হায় ! হায় ॥
কেবলি নয়নের দোষে ।
এত যে করি যত্ন, যাউনাতে আলাতন,
তবু ত বুঝে না মন, হেলন করিয়ে হাসে ॥
আমার মন-বেদনা, সে জন ছেনেও জানে না,
কিসে বুচে এ যন্ত্রণা, জই ভেবে মরি হতাশে ॥

রিফিট—মধ্যমান ।

সাথে কি ভালবাসি তরে । ওগো ! আমি ।
মন প্রাণ নয়ন জলে, ডিলেক না হেরে ধারে !

ছলে ক'রে অভিমান, করি কত অভিমান,
তখাচ আকুল প্রাণ, কাদিয়ে চরণ ধরে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

সে বিনে যে নাহি বুঝে মনে । (প্রাণ-সখি রে !)
প্রাণে সদা রাখা আছে, ভুলিব তারে কেমনে ॥
কুল মান গেল গেল, লোক-নিন্দা হ'ল হ'ল,
দেই কথা বল-বল ! প্রেম থাকে যেমনে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

বাধা নাহি মানে,—মনে আর । (প্রাণ-সখি রে !)
বাঁধা বাঁধি হ'য়ে আছি, আমি তার, সে আমার ॥
যত বলে বলুক লোকে, হাত দিব কার মুখে,
আমি ত থাকিব হুখে, মিলনেতে অনিবার ॥

রিফিট—মধ্যমান ।

সে কি দিবে রে—নিদারুণ,—আপনারই মন ।
যারি লাগি ভেবে ম'লাম,—হ'লাম জলাতন ॥
লোকেরি লাঞ্ছনা স'য়ে,—না ডাকিতে দেখা দিয়ে,
আমার সমান হ'য়ে—করিবে যতন ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

পরের বেলা পারে দৃষ্টিতে,—
প্রেম-রসে রুখিতে,—
এমন অনেক দেখিতে পাই ।
(কিন্তু) যা হ'তে হয়েছি দৃষ্টী,
তুখিতে,—সে বিনা নাই ॥
পরেরি কথা শুনে, পুড়ে মরি মনাগুনে,
যার জালা যায় যার শুণে,—
প্রাণ-পণে তায় ভাবি তাই ॥

খাখাজ—আড়াঠেকা ।

সখি রে ! তাঁর কারণে ।—
কি কারণে হ'ল সেরূপ !—ভাবি আকুল প্রাণে ।
যরে পরে যে লাঞ্ছনা, মলেও ত পরে ভুলিব না,
পরের হাতে আর যাব না,
পুড়িব না, মনাগুনে ॥

খানাজ—আড়াঠেকা ।

প্রেমে মন দিলে,—যবে জ্বল,—প্রাণ-ধন ।

মন সতত হ'বে উচাটন ॥

স্বপ্নেতে পরেরি মত, কথা ক'বে কত শত,—

দহিতে নারিবে—মরিবে গুমুরে,

প্রেম ক'রো না,—মন দিও না,—

বাজে,—ধাকিটি-তাক্,—ধুম কিটিতাক্,—

খুন্না-ধা-খুন্না,—খুন্না-ধা-খুন্না,—

ধেকুড়াং ধুম কিটিতাক্ কিটিধা,—করি বারণ !

যেমন আধারেতে সাপ-খেলান,—

প্রেম করাটি, তেমনি জেন, সাবধান ।

জ্ঞান হয় না, রম্য না,

সকল দিক্ বাধা, চতুরেরি খেলা,

দূর হ'য়ে যায় পীড়িতরি বড় রাস্তা বাঁকা,

দেশে দেশে ঢল ঢলি, লাভ মাত্র গালাগালি,

বলা-বলি করে লোকে, রাখে না ক অশুরোধ,

প্রেমে স্বটে দায়, খেদে প্রাণ যায়,

ঠক্ ঠকিতে ঠেকে ঠকে,

ঠিক-হারা জরা মরা, হতে হ'বে জ্বালাতন ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

ভাল বাসিবে ব'লে, ভাল বাসিনে ।

আমার যে ভাল-বাসা, তোমা বই জানিনে ॥

বিধু-মুখে মধুর হাসি, দেখিলে স্নেহেতে ভাসি,

তাই আমি দেখিতে আসি,

দেখা দিতে আসি-নে ॥

সিন্ধু-পিলু—আড়াঠেকা ।

কেন স্বীারে-তারে মন দিতে,

বলে গো নয়ন আমার ।

নিবারণ করি যদি, অগ্নি ভাসে,

জলে গো, নয়ন আমার,

মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অঙ্গুগত,

বুঝায়ে রাখিব কত, নানা পথে চলে গো ॥

মূলতাম—আড়াঠেকা ।

আর কেন বারে বারে, আমারে মজিলে বল ।

এ পীরিতের হৃথ-লাভ, যে হয়েছে, সেই ভাল ॥

কি আর রেখেছ বাকী, প্রেম ক'রে হবে বাকি

মিছে কর আঁকা বাঁকি,

নে পীরিতের কিবা ফল ॥

মূলতাম—আড়াঠেকা ।

দিবানিশি যার লাগি, বারে আমার হৃ-নয়ন ।

ভুলিয়ে পর-মস্তবা, পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ ॥

আগে মন দিলে ক্রি ভেবে,

এখন বুঝি ফিরে লবে,

দণ্ডাপহারী লোকে ক'বে, ঝড়িবে দ্বিগুণ মান ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

জ্বলন্ত মন, গেল প্রাণ-মান, ভাল-কেসে ।

পরের প্রাণ, প্রাণ পণে, ভুবে, প্রাণে মরি শেষে ॥

যতনে যাতনা এত, কে জানিত,

আগে ভাল স্নেহের আশে,

এখন কেবল আমার দোষে,

দেশের লোকে দোষে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

প্রণয়, পরম রত্ন, যত্ন ক'রে রেখ তারে ।

বিচ্ছেদ-তরুরে যেন, কোনরূপে নাহি হারে ॥

অনেক প্রতিবাদী তার,

হারালে আর পাওয়া ভার,

কখন যে, সে হয় কার, কেবা তা বলিতে পারে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

প্রণয় পরম নিধি, বিধি রেখেছে অন্তরে ।

কেহ না জানিতে পারে, জানিলে হবে অন্তরে ॥

নানা শত্রু তার উপরে, জানে না যেন অপরে,

অপরে জানিলে পরে, রবে না হৃ-স্নেহের অন্তরে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

পর-মনে প্রেম করা, স্বটে কেমনে ?

ছিল না রবে না প্রেম, পরে বিচ্ছেদ কারণে ॥

পীরিতের রীতিক্ষেত্র, অভ্যাস ক'র প্রথম,

আপনাতে হ'লে প্রেম, কি কাজ করে হৃ-জনে ।

আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়,

বারংবার ভ্রুতি কর, জনশ্রুতিতেও জানে ॥

নিজ-সহ প্রেম হ'লে, কেউ তারে কিছু না বলে,

ভাসে মা কলঙ্ক-জলে, গোড়ে না মন-আগুনে ॥

শিদ্ধ—মধ্যমান ।

পরেরি কথায়, কে কোথায় প্রেম তাজেছে ।

বে জন মজেছে, হৃথ বৃতেছে ॥

বনীভূত সবাই যতে, অস্ত্রের বেলা সবাই তাত্তে,

ভেবে দেখে যাতে তাত্তে,

প্রেমে কে না কেনা আছে ॥

শিদ্ধ—ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

মনের কথা প্রকাশিয়ে, সবাই যদি বলিত ।

তবে সম ভাব মবে পরস্পারে বৃদ্ধিত ॥

মনে মুখে ভিন্ন-ভাবে, ছলে-কলে চলে মবে,

গোপন করে স্বভাবে, কথা কয় রীতিমত ।

সবাই পাগল রিপুযোগে, মজে আছে কৰ্ম্ম-ভোগে

অশ্রু অর যোগে-জাগে, সঙ্গেপনে সঙ্গিলিত ।

দেব হিংসা অহঙ্কার, কোথা ছাড়া আছে কার ?

মনে মনে রহে ঘাঁর, ঘাঁর বলে সেই খ্যাত ।

শিদ্ধ—ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

বোনে বা সন্তোষাভাসে, প্রেমসী যদি সন্তুষ্টে ।

তবু ত সে, মন তোষে, নাশে বিচ্ছেদ-ভ্রাতাশে ।

শীত হিংসা উষ্ণ নীয়ে, নিবারে প্রবলাগ্নিরে ;

রবি-গোপে নলিনীরে যথা উল্লাসে বিকাসে ॥

শিদ্ধ—মধ্যমান ।

হৃথ দুঃখ, সম ভাব যার, সে যদি রাখিতে পারে ।

অভিমান-শূন্য যেই, বিচ্ছেদ, বিজয় করে ।

করা ত হৃদয় নয় ; রাখা বিচিত্র প্রণয়,

হজনে প্রেম-নির্ণয় অসম্ভব অগ্র পারে ॥

খাখাজ—আড়াঠেকা ।

সাথে বিষাদ ষটিল ।

হৃথ-সন্তোষিতে মোরে, কে বাদ সাধিল ॥

পীযুষ প্রয়াস করে, প্রবেশিয়ে রহ্যকরে ;

হৃথার আকর করে পরল উঠিল ।

দোষ দিব আর কারো, সকলি কপালে করে ।

বিধি বিবিধ প্রকারে, বৃদ্ধি প্রতিফুল ॥

খাখাজ—মধ্যমান ।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে,

যতনে হৃদি-মাঝারে ।

জনমের গুণন তোমায়,

সে, সাঁপে গেছে আমারে ॥

পীরিত ম'লো, ফুরাল, হৃথ-সাধ মিটে গেল,

অবশেষে এই হ'লো, গঞ্জনা দেয় বরে পরে,

হুসাধে কি সাধ, বিধি সে ঘটালে বাদ,

মার হ'লো এ সম্পদ, দুখ রহিল অন্তরে ।

এখন তোমার হল্যাম আমি,

আমার হয়ে থাকো তুমি,

থাকহ মম অন্তরে, হইয়ে অন্তরধামী ;

তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,

মবে হ'লে স্বতন্ত্রে, প্রাণান্তে পাবো না তারে * ॥

খাখাজ—গেমুটা ।

ভাল-বাসার আশা, কেবল জাত-কুল-নাশা,

তাহে বেওনা ।

সে বড় দায়, ভেবে প্রাণ যায়,

পাঁচিবার উপায়, কিছু থাকে না !

বিষম রসতে ডুবে, অবশ হয়োনা ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

তোমারি প্রণয়ের আশে, বৃদ্ধি বা কলঙ্ক হ'লো ।

জাঁথির মিলন বৃদ্ধি, রহিল হে চিরকাল ।

যত সাধ মনে ছিল, সে সব হ'লো বিফল,

সদা জাঁথি ছিল ছল, মনোহৃথ মনে রহিল ॥

খাখাজ—মধ্যমান ।

আর করি নে প্রেমের অনুরোধ ।

বৃদ্ধিলাম তোমার নাহিকো রস-বোধ ।

মিছে কেন পায়ে ধরা, ধরিলে না দাঁও ধরা,

এ কি লো গোঁড়বের ধারা,

ধরা করে সরা বোধ ।

আগে ছিল আমায় যেমন যতন,

হাঁ লো ! এখন তোমার নাহি সে তেমন,

এখন আলোয় আলোয় বিদায় হ'লাম !

এই দেখা, জনমের শোধ ॥

* কোন কোন পুথকে এই গানটী গোপালচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া দেখা যায়

কেদারা—আড়াঠেকা ।

ও কি গগনে সহী কর নিরুপণ ।
যদি বল, হিম-কর, এ যে অতি ধরতর,
তপনের মত যেন দহিছে জীবন ।
বজ্রবলি একবার, জ্ঞান হ'তেছে আমার,
চারি দিকে চেয়ে দেখি নাহি মেঘের সঞ্চার,
তবে কি বলিবে বল, উপজিল দাবানল,
তা হ'লে, গগনে কেন দহিবে কানন ?
শেষ হেন লয় চিতে, ফণী আসিছে গ্রাসিতে,
দুঃখিনী বিরহিণীর জীবন-পবন ॥

ত্রিখিট—মধ্যমান ।

প্রেম করা কঠিন নয়, রাখা অতি সুকঠিন ।
পীরিতের ভঞ্জন যেই, মর্য্য জানে সেই জন ॥
পীরিতের প্রেমমাবস্থা, জ্ঞান হয়, রবে চিরস্থা,
শেষে ঘটে নানাবস্থা, কোথা রয় সে আলাপন ॥

ত্রিখিট—আড়াঠেকা ।

তবে কি সুখ হ'তো ।
মন ধারে ভালবাসে, সে যদি ভাল বাসিত ॥
কিংসুক শোভিত ব্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল হইল চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত ॥
প্রেম সাগরের জল, হ'তো স্থলীভল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

সাধে কি ভাল বাসি তারে ।
তাহা কি জানিবে পরে ॥
বারেক না হেরিলে যারে,
থাকি যে মরমে ম'রে ।
লোক-ভর ভাবিনে মনে,
(সদা) তার ভাবনাই পড়ে মনে,
তাই ভাবি মনে মনে ;
ভাবি নে কি হবে পরে ॥

বাহার—আড়খমট ।

হায় হায় ! প্রেম-দায় কে জানে ?
কভলে সাধনে, সে ধনে রাখে না মনে ॥

প্রেম-অনুরোধে পড়ে, মান্ অনুরোধ ছাড়ে,
সজল নয়নে ।
দিবানিশি প্রাণ পুড়ে যারই কারণে ;
বিনে সে ধনে ॥

মূলভান—আড়াঠেকা ।

ঐ যায় যায় ফিরে চার সজল-নয়নে ।
ফিরাও গো, ফিরাও গো, ওরে অমিয়-বচনে ॥
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ॥

খানাজ—মধ্যমান ।

এমন হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না ।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, পীরিতে বিচ্ছেদ হ'বে না
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হ'য়ে র'ব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তার হ'বে না ।
এখন হলো অন্তর, পীরিতি হ'লো অন্তর,
জাঁধি করে নিরন্তর, প্রাণান্তর তার হলো না ! *

খানাজ—মধ্যমান ।

হায় ! কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা ।
ভেবে ত প্রাণ বাঁচে না ॥
সে গেছে, তার প্রেম গেছে,
আমার ত পীরিত গেল না ।
কবার নয়, কব কার কাছে ?
যে হৃথে ভাসায় গেছে,
আমার মনেতে সে যে,
বিনা স্তোত্র গাঁথা আছে ॥
পীরিতেরি যে রীত আছে,
তার মত সে ক'রে গেছে,
চিহ্নমাত্র রেখে গেছে,
লোকে, কলঙ্ক-বোষণা ॥

ত্রিখিট—আড় ।

কাজ কি পীরিতে, সহরে !
সে যদি আমার নয় ॥
যারে আমি অভিলাষী, সে যদি না বশে রয় ।

* নিম্ন বায়ুতে দেখ ।

কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
পীরিতের ভার মাথায় লয়ে
লোকেরি লাঞ্ছনা খেয়ে, আছি তার কেনা হয়ে ;
সে যদি সাবধানে রয়, না করে বিচ্ছেদ-ভয় ॥

বিস্মিট—আড়া।

যে নয় আমারি বশ তারি বন্দীভূত হ'লাম ।
নিয়ত, যতন ক'রে, কতই যাতনা পেলাম ॥
যারে ভাল অভিলাষী, বিধিমত ভালবাসি,
আদরেতে দিবানিশি, কি লুপ্তে রাখিলাম ।
সে হলো না অমুগত, থাকলো না ত মনোমত,
হয়েছে মিছে মিলিত, এত দিনে বুঝিলাম ॥

বিস্মিট—আড়া।

কৈ রে আমার সে বিধুবন্দী ধনী ।
যারি মুখ না হেরিয়ে, পলকে প্রলয় গণি ॥
সে বিনে রব কেমনে, তাই ভাবি নিশি দিনে,
অস্থির হতেছি প্রাণে, ভেবে দিবস রজনী ॥

বাগাজ—আড়া।

রাখি প্রাণ, তোরে রে নয়নে নয়নে ।
অনিমিষ হয় জ্ঞাপি, বাসনা মনে মনে ॥
সিন্ধু সম হও তুমি, হেরি গুরে প্রাণ! আমি,
নয়নে নয়নে রাখি, অতি যতনে ।

বিস্মিট—মধ্যমান।

সে কেন রে করে অপ্রণয়! ও তার উচিত নয় ।
আমি জানি, তারি সনে বিচ্ছেদ কখন নয় ।
আমার সাপেক্ষ হয়ে বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে হলে হৃথ হৃথ সইতে হয় ।
বলেছি তায় অভিমানে, সে সব রয়েছে মনে,
তাই জেবে কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

প্রেম ক'রে পর-সনে, পাইতেছি এ যাতনা ।
প্রাণ সম ভাবি পরে, পর আপন হ'ল না ।
না বুঝে মজিলাম পরে, না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হ'বে লাঞ্ছনা ।

বিস্মিট—ভেলেনা।

যতনে যাতনা দিবে, আগে সখি! জানি না ।
যাতনা হবে জানিলে, যতন করিতাম না ॥
অযতন ছিল ভাল, যতন হইল কাল,
যটল কি জঞ্জাল, গেল প্রাণ আর রয়ে না ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ যায়! অর ভাবিব না!
যার ভাবে ভাবি আমি, এ ভাবে সে ভাবে না!
আমি যেমন ভাবি ভাবে, সে যদি সে ভাবে ভাবে
তবে কি অভাব ভাবে, তবে রবে নাহি ভাবনা ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

মান ক'রে এ মান গেল, আর মান করিব না ।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা ।
মানী জনে হ'লে মান, সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান, হত মান হইত না ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

না বুঝিয়ে ভালবেসে, ভাল ত হইল না ।
এমন জানিলে পরে ভাল বাসিতাম না ॥
মজিলাম ভালবেসে, ভাল হইবার আশে,
নহে ভাল, ভালের দোষে, পাই কত যাতনা ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

কেমনে বাচে প্রাণ, সেই প্রাণ বিহনে ।
দেহ মাত্র আছে কেবল, তারি বিরহ-মহনে ।
প্রিয়্যার পীড়নপানে, দরশন পরশনে,
জীবিত আছে জীবনে; জীবনের জীবন বিনে,
বঞ্চিত জীবনে ॥

বিস্মিট—ভেলেনা।

খৈর্য কেমনে মনে, বিনে তার হয় ।
প্রাণহীন দেহ যেমন, নহে তাহে ফলোদয় ॥
জীবনের জীবন বিনে, বিফল এই জীবনে,
আর সাধ নাই জীবনে;
বান্ধিত বঞ্চিত হ'য়ে, প্রাণ আর নাহি রয় ॥

পিলু—আড়া ।

সখি ! আমি কেমনে ভুলিব তারে, বলো না ।
সে ত নয় মনেরি মত ; তবু মন মানা মানে না ।
সে ত গেছে দেশান্তরে, তবু মন ভাবে তারে,
মিছে আশার আশা ক'রে সহি কত যন্ত্রণা ॥

দেশ—আড়া ।

মিলন না হ'তে সই ! আগে প্রকাশ হইল ।
না হ'তে প্রেম-মিলন গঞ্জনা তা'দি ষটিল ।
একদিন তাহারি সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
আকিঞ্চন মনে মনে, হুজনারি হ'য়েছিল ।
মনোমত ধনে দেখি, মনোমত কথা সখি,
মনে করি বলি বলি, বিধি সে বাদ সাধিল ।

ঝিকিট—মধ্যমান ।

সে যদি পর, তবে আর কে বল আপন ।
মন বাঁধা যারি কাছে, সে যে প্রাণাধিক ধন ॥
এত যে গুরুগঞ্জনা, স্বরে পরে যে লাঞ্ছনা,
তবু ভাবি সে ভাবনা, কিসে হবে রে মিলন ॥

খান্ধাজ—আড়া ।

সাধের প্রেমতে বুকি বিবাদ ষটিল ।
না হ'তে প্রেম মিলন, বিচ্ছেদ আসি পশিল ॥
সাধি তারে কত 'করে' সে তবু চাহে না ফিরে,
অরমে মরি গুমুরে কি দায় হইল ;
গঞ্জনা দেয় স্বরে পরে, তবু মন যে পাগল ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

কলঙ্কেরি ভয় যে করে, সে ত প্রেম জানে না ।
যে জন করেছে প্রেম, সে মানে না গুরুগঞ্জনা ॥
প্রেমেরেও নিয়ম আছে, কলঙ্ক ধায় পিছে পিছে,
লোকভয় ছুছ করে, মানে না গুরুগঞ্জনা ।

ঝিকিট খান্ধাজ—মধ্যমান ।

কিসে তার প্রেমধার শুধিব গো ।
শয়নে স্বপনে হেরি যারে, কেমনে ভুলিব গো ।
সে বত বতন করে, তত কি পারিব তারে,
যে করেছে প্রাণদান, কি দিবে তুমি গো ॥

দেশ-মল্লার—আড়া ।

তে মরি বিরহ স'য়ে বাঁচি যদি দেখা হবে ।
হেন মনে জ্ঞান হয়, যেন প্রাণ নাহি রবে ॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হ'লে প্রলয় ষটবে তবে ।
মরি তাহে ক্ষতি নাই, আমি মাত্র এই চাই,
তুমি সুখে থাক, মম শব্দ-দেহে সব সবে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া ।

মন অভিলাষ যদি মনে নিবারণ হতো :—
অন্তর উপাসনা তবে বলনা কে করিত ॥
করিতে পরেরি ধ্যান, গুষ্ঠাগত হ'লে রে প্রাণ,
স্বরে পরে অপমান, এ সব যাতনা যেত ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

প্রেম-ধন উপজিলে, প্রাণে যে সকলি সয় ।
না বুঝে যে কত বলে, না মানে লোক নিষেধ,
সদা সাধে মন-নাথ, তোজ আগের অমরোধ্য,
বাধে কি তার জাতিকুলে ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

ভালবাসা ভালই, ভাল ভাবি মনে ।
তা হ'তে যে সুখে থাকে, তাতে বিবাদ করিনে ॥
কিন্তু কত কিন্তু ক'রে, যাতনা সব অন্তরে,
গুমুরে থাকিব মরে, দূরে থেকে তাকে হেরে,
প্রাণ যে কেমন করে, গোপনে মিলন বিনে ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

প্রাণ যে করে কারে বলিব । (গো)
মন জানে, সে বিনে কি চিরদিন জলিব ॥
প'ড়ে আছি পরবশে, হৃৎ থেকে লোকে হাসে,
কলঙ্ক প্রকাশে, বাঁধা যার প্রেম কাঁসে,
কিসে তারে ভুলিব ॥

বল দেখি, সে কি ভুলিয়ে র'বে, আমারে ।
তার বিরহ-যাতনা, আর কত সব অন্তরে ॥
তার কাছে মন আঁধি, হৃৎ প্রাণ ল'য়ে থাকি,
কিসে প্রাণ রাখি ; যদি দেখা না দিবে আমারে ॥

খানাজ—ম য়ান ।

চোখের দেখা এসে দেখে যাব ;
কিন্তু আশা না ছাড়িব ॥
তোমার এমনি কঠিন প্রাণ,
কোন দিনে অপমান হবে ।
মনে ছিল যত আশা, দুঃরে গেল সে সব আশা,
রহিল প্রেম-পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিব ॥

খানাজ—মধ্যমান ।

প্রেম গেলে হাম্বে লোকের,
এই বড় মনেতে বেদ ।
কথায় কথায় ছুতো-নয়, ক'র না আশ্ববিচ্ছেদ ॥
আগে ছিলে রসহীন, আমি ত শিখলাম প্রেম,
এখনো হইল রে প্রাণ, চণ্ডালে পড়ান বেদ ॥

রিফিট—মধ্যমান ।

মনে মনে মনেরে বুঝাইয়ে ।
প্রাণের আশা মনে রেখে থাকিব আর কত সয়ে ॥
প্রতিবাদী চারি দিকে, বাধা দেয় প্রেম-স্থখে,
পুড়ে ম'লাম, পরের অধীন হ'য়ে ;
আমায়ও মনের সাধ, প্রবাব কি মরে গিয়ে ॥

খানাজ—মধ্যমান ।

বিরহ-বেদনা হুখায়ো না ।
আমার যে কত দুঃখ, কহিলে ফুরায় না ॥
তাপিত চিত্ত কত মত, নাহিলেই বিপরীত,
মনাকলে সত্যত, দহিছে জুড়ায় না ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

উজ্জয় প্রকাশ নহে, মনে মনে মন সাধ ।
কে আগে সাধিবে রে প্রাণ ! হুয়েছে প্রমাণ ॥
নয়নেরি লাজ অতি, হৃদয় আকুল,
স্বজনে ত্যজিতে নারে, মান অহরোধ ॥

সিন্ধু খানাজ—আড়া ।

সবি ! সে কি তা জানে ।
আমি যে কাতর অতি, তাহারি বিরহ-বাণে ॥

নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাশরিতে নারি, সেই জনে ;
দেহে মাত্র আছে প্রাণ, তাহারি ধ্যানে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ।

তোমার বিচ্ছেদে যদি, বিয়োগ না হ'ল প্রাণ ।
ইথে বোধ হয় বুঝি, ছিল ভিন্নতা-বিধান ।
অভেদ-আশ্বা দেহ ভেদ, ছিগ না কোন প্রভেদ,
তবে কেন এ বিচ্ছেদ, বেদনা নহে নিবারণ ॥

খানাজ—আড়া ।

কি করে লোকেরি কথায় ।
সে যে আমার প্রাণধন, মন যারে চায় ॥
উপজিলে প্রেম-নিধি, নিষেধ না মানে বিধি,
মন-প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ পায় ॥

খানাজ—আড়া ।

পরে বুঝিবে কেমনে ।
যে পেয়েছে প্রেমধন, মনে মনে সেই জানে ॥
স্বভাবে অভাব হ'য়ে, বিধি নিষেধ ত্যজিয়ে,
সদা মনে স্থখী রয়ে, বাধে কি তার কুলমানে ॥

মলতান—তিওট ।

প্রেম করিবে, মরিবে কেঁদে ; রবে বিষাদে,
সাথে অ-বাদে বিবাদেই যাতনা ।
আপন ভাবিয়ে পরেতে হ'বে পর,
মনান্তর হবে পরে পর হবে স্বতন্ত্র,
ভাবিলে নিরন্তর, পাবে না তার অন্তর,
অন্তরে থেকে দেখা দিবে না ॥

রিফিট—আড়া ।

প্রেম করা ভাল, কিন্তু করিতে পারিলে হয় ।
পরসনে প্রেম করা, চিরকাল নাহি রয় ॥
পরে প্রেম ক'রে পরে, কোথা থাকে পরস্পরে,
বিচ্ছেদ হইলে পরে, পরাণে নিরন্তর ॥
আপনাতে কর প্রেম, কখনো হবে না ভ্রম,
বিচ্ছেদেরও উপক্রম, মনেও বিভ্রম ;
হৃদে নিজে নির্দিকার, যাতনা পাবে না আর,
প্রণয়েই এই সার, বিরহে না হয় কদ ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া ।

ভালবাস ভালবাসি ; লোকে মন্দ বলে তা'তে ।
কাহারও নই প্রতিবাদী, তবু কেন মিছে তাতে ॥
কি নৃপতি কি দীন, সব দেখি প্রেমাদীন,
কেউ ছাড়া নয় কোন দিন,
তবে দেখ যাতে তাতে ॥

সিন্ধু—মধ্যমাস ।

তুমি যে ভামারো ;

আমি বাঁধা আছি তোমার গুণে ।

কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ নহি, পরের কটু কথা শুনে ॥

সলিলে ডুব'ও যদি সলিলেতে র'ব ;

তুমি যাতে ভাল থাক, প্রাণে সব দ'ব ;

তুমি যদি হুখে থাক, পুড়িতে পারি আগুনে ॥

সিন্ধু—মধ্যমাস ।

তবু কেন প্রাণ তারে চায় ।

ফেলিলে প্রণয়-সাঁদে, পরে না বাঁচায় ॥

সেখি চরণে ধ'রে, বেঁধেছি যুগল করে,

যে কোন কৌশল করে, ফিরে যে না যায় ।

মূলতান—আড়া ।

বারে বারে বারণ করি, পরে প্রণয় করিতে ।

মনোহুখে বল ভাসে, পরেরি বিরহ সহিতে ॥

মিলন-অকুল বিনে, উপায় কিছু পাবিনে,

আমি ও পরে ভাবিনে, সলিলে ডুবে মরিতে ॥

মূলতান—আড়া ।

বার লাগি এত ভাল, নিয়ত অন্তরে সই ।

সে কেন আমারে তুলে, অনেক অন্তরে সই ॥

বার অস্ত্রে কুল-মান, ভাবি তপসরিমাণ,

সে না ভাবিলে সমান, বসে, কেমনে অন্তরে সই

মূলতান—আড়া ।

প্রেমধন করিতে পারি, সক্ষিত সে নাহি রয় ।

বিরহ-ওগুরে করে, নিরন্তর অপচয় ॥

পরে ভাল ভালবাসি, পর-হৃৎ-অভিলাষী,

আরি-হার হ'লাম দাসী, সে যে আমার দাস নয়

সিন্ধু-ধাবাজ—মধ্যমাস ।

বিচ্ছেদ না থাকিলে, প্রেমে কি যতন হ'ত ।

দুঃসন্তাবনা হেতু, হৃৎকণ্ডে আগর এত ॥

উভয়েরি বাদী উভয়ে, পরস্পরে ভয়ে ভয়ে,

কত হৃৎকণ্ড, সন্তরে সাধন যেমন,

অভয়ে না হয় তত ॥

খিষ্টিট—আড়া ।

তোমায় সঁপেছি চিত ।

তাবত তোমারি রব, যাবত জীবিত ॥

ক'রে কত আকিঞ্চন, স্বটেছে তব মিলন,

যত যতনেরি তুমি, জান ও তুমি ত ॥

খিষ্টিট—আড়া ।

লোকে কেন না বুঝিয়ে, কোথা করে প্রেম ।

কেবল সে কষ্টভোগ, সার হয় পরিশ্রম ॥

পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি,

না জানিয়ে প্রেমের বাড়ী,

কিবা ঘুবা, কিবা খাড়া, সকলেরই ভ্রম ॥

পরে হ'রে প্রণয়ে বঞ্চিত, হইতে হয় বঞ্চিত,

যা থাকে কিছু সক্ষিত, ক্রমে পায় উপশম ।

যত দেখ সবাই ছাত্র, কেহ নহে প্রেমের পাত্র,

আভাসে সরম মাত্র, কৃত্র অতিক্রম ॥

নিয়ত আছে নিকটে, ভালবাসে অকপটে,

এই প্রেম-সিন্ধু-তটে কেন না ভ্রমে প্রথম ।

প্রেম-বিদ্যা পড়াইতে, প্রেম-গাছে চড়াইতে,

মুখের রত্ন ছড়াইতে, বার এই উপক্রম ॥

ভৈরবী—আড়া ।

সদা হরিষে বিবাদ ।

তাহা ও স্বটে না, স্বটে হরিষে বিবাদ ।

হৃৎ-হার পরিবার, প্রতিবাদী পরিবার,

এ স্বরূপ অনিবার, বিনা হরিষে, বিবাদ ।

অনুকূল হ'য়ে হরি, লন যদি বজ্রগা হরি,

তবে হৃৎকণ্ডে বিহারি, পরিহারি, সে বিবাদ ॥

সিদ্ধ ভৈরবী—আড়া ।

কে তোমায়ে শিখায়েছে, বল এ প্রেম ছিল না ।
যে তোরে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না ॥
পরের মন নিতে জানো, দিতে বুঝি নাহি জানো,
এমন ক'রে কত জনার, বধেছ প্রাণ, বলো না ॥

০ সিদ্ধ ভৈরবী—আড়া ।

মনের মানস যদি, সফল নাহিক হয় ।
কি ফল এ প্রাণে তনে, রয় কিবা নাহি রয় ॥
যত সাধ ছিল মনে, সব রহিল গোপনে,
গোপনে তাপ জীবনে, জীবন নীতল ময় ।
দ্বিম যদ্যপি কই, কৈ জলে স্নিগ্ধ হই,
হই দগ্ধ প্রাণশূন্যে, আশু মন নীরস রয় !

কিষ্টি—আড়া ।

কেম প্রাণ, এত অপমান ।
সুধামুখি, সুধামানে কিরালে বিপ্লবান !
সুধাকন, চকোরে, যদিও বকনা করে,
কেমনে সে প্রাণ ধরে, বল তার কি সন্ধান ।
চকোর, চন্দ্র-আশ্রিত, অলি যে, নলিনীগত,
যনে চাতকী নিশ্চিত, তুধিতে করে জল দান ।
এ তনু তদনুগত, তদনুপরিগত,
বিতরিয়ে কথামৃত,—
বাঁচাও প্রাণ রাখো মান ॥

বেহাগ—একতাল ।

আমার আমার আর ব'লো না ।
আমি তার, সে আমার,
সে তা জেনেও জানে না ॥
'সে যদি আমার হ'ত, আসিয়া তুধিত কত,
বিরহ-যন্ত্রণা এত, সহিত না সহিত না ॥

বাঁশজ—আড়া ।

তারে মনে হ'লে আর কিছু মনে থাকে না ।
সজল ময়ল হ'রে অশ্রু রূপ আর হেরে না ॥
একে ত মন-অবোধ, প্রাণে না মানে প্রবোধ,
কুল-মানের অনুরোধ, কোন মতে রাখে ন' ॥

বাঁশজ—মধ্যমান ।

যতন করিতে তারে, বাকি কি রেখেছি আমি ।
আপন-করম-দোষে, সে হলো কুপথ-গামী ॥
সে জনে যে প্রয়োজন, সেই জানে আপন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অপরগামী ।

সিদ্ধ বাঁশজ—মধ্যমান ।

মনে কত সাধ করে রে ।
লোক-ভরে গৃহ থাকি, সরমে মরমে মরি রে ॥
আশা-ডোরে মন বান্ধি, ভেবে মরি নিরবধি,
যার লাগি সদা সাধ করে রে ।
যদি দিন দেন বিধি সকলি বলিব তারে ॥

ভৈরবী—আড়া ।

নয়নেরই দোষ কেন, নয়নেরই দোষ কেন ।
আধি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন ॥
আধি কত জনে হেরে, সকলে কি মনে ধরে,
মন ধারে মনে করে, সেই হয় মনোরঞ্জন ॥

বেহাগ—আড়া ।

ভালবান বলে, কিরে আসিতে ভাল বাস না ।
আপন করম-দোষে, না পুরিল কামনা ॥
সতত আমার মন, তব রূপ করে ধ্যান,
অবিন রেখেই কেবল, ভাবিতে তব ভাবনা ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা ।

ইমন্—তালনা ।

বারে বারে তুমি কত জ্বালাইবে আর ।
বারে বারে,—শুধমণি ।
আমি জানি, যেমন-মন তোমারি,
রাধারে করিলে মিছে কলঙ্কিনী ॥
বারাণ্ড মুরলী,
বার বার স্নানও ত স্ননি বেণু,
রাখালিয়ে মতি, তোমারি নটবর,
এখন এলে হে,—শ্রাম,
মজাইতে কুল-কামিনী

খিখিট—আড়া।

কোন কামিনীর সহবাসে, বামিনী পোহাইলে।

সারা-নিশি ও হুখে ছিলে ॥

নয়ন অরুণ, অর্দ্ধ উন্মীলন,—

অলসে অবশ অঙ্গ পড়িতেছে ট'লে ট'লে ॥

না জানি কেমন মেয়ে, তার কি কঠিন হিয়ে,
পরেরি পরাণ পেয়ে, নিশি জগোলে।

নব অমুরগে, সারা নিশি জেগে,—

স্বীয়-পাশেতে যেন, পড়িতেছে ট'লে ট'লে ॥

খাখাজ—মধ্যমান।

আর গৃহে কি হবে, সখি বল, বল।

অবশ নয়ন হন জীবন চকল ॥

বিস্তারিয়ে প্রেম কঁসি,—

বরষিয়ে হৃদা রাশি,—

মমোচোরের মোহম-বানী,

ঐ বাজিল! (ওগো সখি!)

সবলে আ কুল হ'য়ে, দুকুল তাজিল।

গৃহে মাতিল শ্রবণ, দূরে ল'য়ে গেল মন,

মল যে কেমন হয়ে গেল, (ওগো সখি)

এখন দেখিতে তারে, নয়ন পাগল ॥

খিখিট—আড়া।

নটবরে হেরে আমার মন ভুলিল গো।

প্রাণ যে কেমন করে, কি দশা ঘটিল গো ॥

যত ছিল মনে আশা, কাল-রূপে ভালবাসা,

মনে রহিল,—

বুধি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক ঘটিল গো ॥

খিখিট—আড়া।

কালার বঁশীর রবে, কুল মান গেল গেল।

কি ক্ষণে হেরিলাম কালো,

কালো আমার কাল হ'লো ॥

মনে করি তাহি না, কালো রূপ আর হেরব না,

মন যে মানা মানে না, কি করি শো সহচরি,

এ যে বড় বিধম দায়, কুল রাখা হ'লো দায়,

বঁশীতে ঘটিলে দায়, মন, বনবাসী হ'লো ॥

না হেরে সে নটবরে, প্রাণ যে, কেমন করে,
গঞ্জনা দেয় স্বরে পরে, তবু মন ভাবে কালো ॥

খাখাজ—আড়া।

তা'র কি বরণ কালো।

অতি সুকোমল, নিরমল শ্রামল ॥

কি ক্ষণে যমুনায় এলায়, অপরূপ কি হেরিলাম,

দেখিলাম যে, যমুনারি দুকূল ক'রেছে আলো ॥

খাখাজ—মধ্যমান।

কাল-ই কালি দিব কুলে।

এ মোহন মুরলীরবে, কে আর র'বে গোকুলে ॥

পরার্থেরি পরিমাণ, নহে কিছু কুল মান,

মন, মানা না মানে।

মজিল গোকুলে (ওগো সখি!)

কবে বুলাবেন কালী, কালচাঁদের অকুলে!

খিখিট—মধ্যমান।

বাতিছে, বৃন্দাবনের বনে।

কোন জন নাহি জানে,

কুল-রমণীর মন বাঁধে মধুর তানে ॥

কি সন্ধানে, কি সাধনেরি সাধনে,

বনের মাঝে প্রবিশিল, হৃদে এসে প্রবেশিল,

অকস্মাৎ একি হ'লো, উদাস করিল প্রাণে ॥

খাখাজ—মধ্যমান।

কি অপরূপ হেরিল ম, যমুনারি কুলে।

র'য়েছে রাখালের বেশে, তবু নিরুপম বলে ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বঁাকা, তবু মনোরম,

কালো অঙ্গ ধরে তবু, আলো করে ভ্রমণ্ডলে ॥

কিশোর বয়স, তবু, যুবতী-মোহন;

ব্লা-মাখা অঙ্গ, তবু, বিচিত্র ভূষণ;}

স্বভাবে রয়েছে, তবু, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে ॥

স্বজের রাখাল, তবু অস্ত্র দেশেরে নয়,

বারে বারে হেরিলে, তবু নৃতন বোধ হয়;

মদন-মোহন, তবু সহজ অবলা জোলে।

মূলভান—আড়া।

লাগিল নয়নে, কি ক্ষণে ।

নবীন কিশোর, যুগ্মর,

ঐ সেই, যমুনা-পুলিনে ॥

আরও গৃহে যাওয়া হ'ল না, বুঝি রহে না,

কুল মান, মুরলী শুনে,

• চলিতে চরণ বাধে চরণে ॥

বিশিষ্ট—আড়া।

অপরূপ দেখে মলিতে ।

নব যোগীর বেশে কে গো এসে ছলিতে ॥

বাধায় শিশু ধরে, সদা রাখার নাম করে,

হেন মনে অভিলাষ,—যোগিনী হ'তে ।

ভ্রমাসে ভ্রমস-হার ! শিরে শোভে জটা-ভার,

হেরি কুঞ্জের দ্বারে বসে, নারি চিনিতে ॥

সিদ্ধু—মধ্যমান ।

মনে করি ভাবিবা না, সেই শঠ নটবরে !

বারেক না হেরিলে পরে, অস্থির করে অন্তরে ॥

ক্ষণেক যদি নাহি হেরি, গৃহ-কাল পরিহারি,

গজনাতে প্রাণে মরি, ওই মন ভাবে তারে ॥

বিশিষ্ট—মধ্যমান ।

বৈচে অ'ছে সেই কিশোরী । (ওহে ও শ্রাম !)

আজি মথুরায় এসেছ, হরি যারি প্রাণ হরি,

দিবা-নিশি প্রাণ-পণে, যে রাখারি আরাধনে,

দুন্দাবনের বনে বনে, বাজাতে বাঁশরী ।

প্রণমে অভিষেক করে, সিংহাসনে বসে যারে,

আপনি ছিলে হে দ্বারে হ'য়ে প্রহরী ।

ভেসে দু'টা নহন-জলে, পড়ে যার পদতলে ;

যোগি-বেশে সেজেছিলে, যারি মানে ভিহারী ॥

বিশিষ্ট—আড়া ।

কি হেরিলাম রূপ, আহা মরি ।

কিবা শোভা, হয়েছে কলম্বুলে ।

দাঁড়ারে জিত্তর ভাবে, ঐ রূপ হ'ল সদাই ভাবে,

মন মড়ল কালার ভাবে, তলাজল দিয়ে কুলে ॥

বেহাগ—ঠেকা ।

হরি হে কোথা লুকালে ।

দারুণ যামিনী কামিনী একাকিনী ফেলে ॥

তোমার বাঁশীর রব, না শুনে কেমনে র'ব,

লাভ মাত্র, জনরব, হ'লো গোকুলে ॥

পতিপুত্র পরিহারি, শরণ ল'য়েছি হরি ।

কাননেতে প্রাণে মরি, এই করিলে ॥

ধই—বৎ ।

বাঁশী কি বিষম যন্ত্র, ধনি যার মহা-মন্ত্র,

স্বতন্ত্র করে কেবল জাতি-কুলে ।

কাটিতে কুলেরি বাধ, মন বাধা পেতে কান্দ,

কালচাঁদ বাঁশী কোথা পেলে ॥

শত্রু ছিল কে কোন স্থানে,

মজাতে অবলাগণে, কুল-মজানে বাঁশী এনে,

মনোচোরের করে দিলে ।

একে কালোরূপ হেরে, র'য়েছি মরমে ম'রে !

মনে করি থাকি তারে ভুলে ।

মজাতে অবলাগণে, কালা বত ছালা জানে,

মোহন-বাঁশী, মধুর গানে,

দিশুণ আগুণ জ্বালাইলে ॥

বিশিষ্ট—মধ্যমান ।

বাঁলো বাঁলো উজ্জব তারে সেই তারে ।

(তার) এত সাধের দুন্দাবন, দিয়ে গেছে কা'রে ॥

প্রলয়েরি বরিষণে, রেখেছিল দুন্দাবনে ;

অবহেলে গিরিবর সে করে ধ'রেছিল ;

এখন তার বিরহানলে, সকলেতে পুড়ে মরে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কে রে বাজালে বাঁশী নিবিড় কাননে ।

এমন মধুর রব, কর্ণে কড়ু শুনিবে ॥

ধনি বর্ণে প্রবেশিবে, মনের সঙ্গে ঐক্য হয়ে,

আনতে গেছে তারে ল'য়ে, থরী আছে যেখানে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কে রে বাজালে বাঁশী, কুল নশিতে ।

অ'য়ে, বলস ল'য়ে নাহি পারি চলিতে ॥

গৃহ-কাজ পরিহরি, মন ধায় যথা হরি,
অন্তরে গুম্বরে মরি, গৃহে নারি থাকিতে ॥

দেশ-মল্লার—ঠেকা

কি অপরূপ হেরিলাম যমুনার তটে।
যে রূপ হেরিছি পটে, সে-ই বংশী-বটে বটে,
মন হইল ব্যাকুল, বুঝি না রহে গো কুল,
আশু সত্বপায় বলো, যেমনে ষটে না রটে ॥

ব্রিকিট—মধ্যমান।

কেন বাজো রে, শ্রামের বাশি।

ও বাশি শুনিতে সদা ভাল-বাসি ॥

তোমার মধুর রবে, হয়েছি উদাসের দাসী।
সত্তত অন্তরে বাজো! আসিয়ে অন্তরে বাজো।
তোজ গৃহ-কাজ লাজ, পরেছি প্রেমের কাঁদা ॥

বাহার—একতালা।

এ সখি ও কে বটে।

তপন-তনয়ার উট-নিকটে ॥

কদম্ব-কাননে, তুলিলাম শ্রবণে,

‘জয় রাধা শ্রীরাম’ নাম রটে ॥

(উহার) বিপুল নয়নে মন্থ-বাণ,

কটাক্ষে নিক্ষেপ করয়ে সন্ধান ॥

মোহন মুরতি, হেরিয়ে যুবতী,

প্রবেশিল হৃদি-মন-মঠে ॥

বাস্তব—মধ্যমান।

অপরূপ রূপ কি কালো রূপ, উপমা ছাড়া।

মদনের তুলনা দিতে প্রাণে ব্যথা পাই,

হর-কোপানলে পুড়ে, যে হয়েছ ছাই,

ত্রিভঙ্গেরই প্রতি অঙ্গ, র’য়েছ অনঙ্গে বেড়া।

সে রূপের তুলনা কি শশধরে হয়.

যে শশী, সকল দিনে সমান না রয়.

সকল পক্ষে সম ভাবে,

কালচাঁদের আলো বাড়। ॥

বাস্তব—আড়াঠেকা।

নিশি গেল কালো-শশী কোথা হ’লো সমুদিত।

দুঃখেতে রহিল মন, কুমুদী হ’লো মুদিত ॥

আপন শীতল করে, সকলে শীতল করে,

সুধা মাধা নাম ধরে, জগতে বিদিত।

কি দোষের উদ্দেশে,

আমার এ দেশে হ’লো বকিত! ॥

শশধর না আসাতে, চারি দিক, কু আশাতে,

দারশ ও রুকার দশাতে হ’লো ব্যাপিত।

শেষে মজ্জিলাম বুঝি, না বুঝিয়ে হিতাহিত ॥

বেহাগ - একতালা।

সখি আমার ধর ধর।

উদ্ধ-নিতম্ব-হৃদি-পয়োবর ভারে

ভ্রমেতে ঢলিয়া পড়ি।

ছিলাম অজ্ঞ মনে, বেগু-রব শুনে,

বেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে;

উহ মরি মরি বাজিছে চরণে, নব নব কুশাস্তুর ॥

খোরা তিমিরা রজনী সজনি,

কোথায় না জানি শ্রাম-গুণমণি,

পৃষ্ঠে ঢুলিছে লসিত বেনী, কাল হইল মোর ॥

চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,

তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,

শ্রাম জল-ধরে না হেরে নয়নে,

প্রাণ হ’তেছে অস্থির ॥

মদন তাড়ন করে স্বন স্বন,

তাহে চর্যকিত চরণ জঘন,

খসিয়া পড়িছে কটির বসন, শ্রাম প্রেম ভরে ;

মৌবন-মল, নারীর বিপদ,

প্রেমের পুলকে হ’য়ে গদ গদ,

ইহারি কারণে নাহি লে পদ, গতি হইল মম্বর ॥

বেহাগ—ঠেকা।

সখি! করি কি উপায়।

বাজয়ে মোহন বাঁশী শ্রাম ষটালে কি দায় ॥

একে ত স্বোর ঘামিনী, তাহে সব কুল-কামিনী,

লোক-ভয় মনে মানি, না দেখি উপায় ॥

চল সখি, সবে মেলি, যথা আছেন বনমালী,
বাজায় মোহন মুরলী, নন্দরই তনয় ;
গৃহ-কাজ পরিহরি, মন ধায় যথা হরি,
লাজ-ভয় ভুঙ্খ করি যথা শ্রামরায় ।
কত গুণ জানে বাঁশী, সবে করে বনবাসী,
কোথা আছ কালশশি, দেখা দেও একবার,
আমরা গোপের নারী, আর যে চলিতে নারি,
উছ মরি, প্রাণে মরি,
দেখা দিয়ে হও হে সদয় ॥

শ্যামাজ—মধ্যমান ।

সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে ।
ভুলিতে যতন করি, ভুলিতে না পারি প্রাণে ॥
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
তবু কালো ভাল বাসি, অভিলাষী নিশি দিনে ॥
ভাবি অন্ত মনে থাকি, গৃহ কাজে মন রাখি,
কিছুতে যে হই না হুঁসী, উপায় দেখিলে ।
যার লাগি এত জালা, সে রূপ হলো জপমালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হলো কুল-মানে ॥

শ্যামাজ—মধ্যমান ।

রবে কি না রবে কুলবালা, ও প্রাণ-সখি ।
জনরর হল সব,—কেশবে কে সবে জালা ॥
শুনিয়া বাঁশীর রব, বদনে না সরে রব,
কেমন গৃহেতে রব, কুলে মানে ক'রে হেলা ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান ।

কালো রূপ কাল হ'ল !
অবশ ইন্দিয়গণ, আমি কি করিব বল ?
এ আরও কেমনে সবে, মম আশা ছাড়ি সবে,
দেখাইরে কেশবে, ব'লো, বিরহেত মল ॥

সিকু শ্যামাজ—মধ্যমান ।

ওগো, আমি সাথে কি কালো ভালবাসি ।
ভাবের ভাবে কালো রূপে,
মন ভাবে দিবা নিশি ॥
মন দিয়ে কালাচাঁদে, পড়েছি তার শ্রেম ফাদে,
যে অবাধি শুনেছি তার বাঁশী ;
কালা আমার আভি-কুলে, করেছে উছা

মূলতান—ঠেকা ।

আজ কেন যমুনার গেলাম । (জল ভরিবারে)
(আমি কারো কথা না শুনিলাম ।)
অসিত বরণ বরণ ভাতি,
নব-বন-বন-শোষণাজ্যোতি ;
যিনি রতি-পতি রূপ-লাবণ্য, অবয়ব ভিন্ন ;
ইন্দু-বদনে ইবং হাত,
আমা পানে চাহি জলদ আন্ত,
হেরে হরিল জ্ঞান, কি নয়ন-বাণ ।
আমি দেখে এলাম ।

বিনতা-তনয় জিনিয়া ঘ্রাণ, যন্ত্রেতে মরি
দিতেছে তান, বুঝি গেল রে শ্রীরাধার প্রাণ,
গেল গেল গেল, নিলে নিলে নিলে,—
ভুলালে ভুলালে, ধরম-করম-সরম-সহিত জ্ঞান,
কি নয়ন-বাণ, আমি দেখে এলাম ॥

ঝিঝিট—ঠেকা ।

সাধের বন, বৃন্দাবন, ভুলিতে কি পারি আর ।
জন্মের মত বিকিয়েছি, চরণে রাখার ॥
রাই আমার শরতের শশী,
তাইতে রাইকে ভালবাসি,
সং-কমলে দিবানিশি, জাগিছে আমার ।

সিকু ভৈরবী—আড়া ।

আমি ত ভুলিতে চাই গো,
ভোলে না যে পাপ মনে ।
ঘুমালে স্বপনে দেখি, শ্রাম যেন নয়ন কোণে ॥
জাগিলে দ্বিগুণ জালা, সেইরূপ জপ-মালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা, হ'ল কুল-মানে ॥

ঝিঝিট শ্যামাজ কাওরালী ।

সাথে কি তারে ভালবাসি, (ওগো আমি)
বারেক শুনিলে বাঁশী, মন হয় বনবাসী ॥
এও যে গুরু-গঙ্গনা, তাহে ত প্রাণ বাঁচে না,
যরে পরে যে লাঞ্ছনা, ক'রিয়ে জানাব কার ;
লোক-ভয় ভুঙ্খ করি, সদা মন ভাবে হরি,
গৃহ-কাজ পরিহরি, হেরি সে কাল-শশী ॥

বেহাগ—আড়া ।

হরি, তোমার একি ব্যবহার,
বারেক করিয়া দয়া লুকালে আবার ।
একে ত বোর রজনী, তাহে কুলের রমণী,
লোক-ভয় মনে গণি, দেখা দাও একবার ॥
ভেবে আইলাম যে ভাব, সে ভাবে হইল অভাব,
কুটিলেই এই ভাব, আনিলাম এখন ।

করিয়ে মুরলীধনি, মজায়ে কলরমণী,
ওহে হরি গুণ-মণি,
এখন, দেখা দিবে করহে নিস্তার ॥

ভৈরবী—আড়া ।

ভাবনা কেন মন ।

ভাব না কেন ভবে ভৈরবী ভরসা,
প্রভাত সময় হ'লো, অথও মণ্ডল-দ্বিজে,
ব্রহ্ম-রজ্জ-সরসিজে, যত চরাচর মানে,
গুরুরূপে করে আলো, ত্রিকে প-মণ্ড-আকার
তাহে পঞ্চ-গুণাকর, সেই যজ্ঞ সরাংসার,
আধার-মূল প্রকল্প রক্ত কমলে ।
এত ক'রে অষ্ট দলে ভূপূরের দ্বারমূলে,
দাস হ'য়ে থাকা ভাল, ত্রিপুর-রিপুর পরে,
কপূর-কর্ণ-মন্দিরে, বামা কেরে বিহরে, রে ।
শোভিছে ভাল, ইন্দু বিন্দু শোভে শিরে,
বীজ রূপে সৃষ্টি কর, মন, ভ্রমে ভুল না রে :—
মুখে সদা কালী বল ॥

কিষ্কিট—আড়া ।

কালো-রূপ ভুলিতে না পারি ।

আমরি, হৃদয় রূপের বালাই ল'য়ে মরি ।
বধন যোগে নিজা ঘাই, শ্রামারে দেখিতে পাই,
শবোপরে নাচে বামা, হ'য়ে দিগম্বরী !
সুশাগ কৃপাণ বরে, ধরা টলে পদ-ভরে,
নর-মুণ্ড শোভে গলে, মুক্তকণী দিগম্বরী ॥

আলোয়—আড়'ঠেকা ।

কৈলাসবৃত্তান্ত কিছু শুনগো, মেনকা রাণি ।
যে রূপে যে রূপে আছে তোমার নন্দিনী ॥
শিব সদা শ্রাশনে থাকে, সংসার কিছু না দেখে ।
মকল সংসার রাখে, উমা একাকিনী ॥

কেহ হৃগমে পড়িয়ে, ডাকে হৃগা হৃগা বলে,
উমারে কহে কান্দিয়ে, রাখ জননি ।
অশেষ পশু-মাঝারে, তোমার উমা বাস করে, *
শ্রীধর ভাবে অন্তরে মহেশ-মোহিনী ॥

ভৈরবী—মধ্যমা ।

রণ-মাঝে কেরে, কালোপরে, কার কামিনী ।
মহাকাল-রপিনী, একাকিনী গভীর-নিদানিনী ॥
নর-শিরহার, গণে দোলে, কিবা ও বামার,
মুক্তা কি শোভার, জিহ্বা সুবিস্তার,
কিবা দেখ আর,
নাহিক নিস্তা, ধর গো বাগার পদস্থানি ॥

ইমন—ঠেকা ।

কেবে নবদন শ্রামা, হর উপরে নাচিছে ।
আহা মরি, কিবা শোভা,
আব শশী ভালে শোভিছে ।
দিগম্বরী মুক্তকণী, বস করে ধরে অসি,
মুখে অট অট হাসি,
দমুজ-দলে নাশিছে । কে গো, বরদা অভয়প্রদা,
দমুজদলনী সদা, সদাশিব মনোভোভা,
কে গো, নিত্যানন্দময়ী, লম্বোদরী গিরিহতা,
অভয়ে অপরাধিণী নরমুণ্ড গলে শোভিছে ॥

দেশ-মল্লার—আড়া ।

ওহে গিরি গৌরী অভিমান করেছে ।
নারদেবে বেখে, কত কেঁদে বলেছে ॥
সভিনী আছে তাহার, হরদুর্নী নাম তার,
সে নাহি দেখে সংসার, পতিশিরে বাস করেছে ।
কেমনে চলিবে বর, ভিখারী হ'লেন হর,
তাই ভেবে ভেবে উমার,
সোণার বরণ কালী হয়েছে ।

গিরি হে চরণে ধরি, যাওহে কৈলাস-পুত্রী,
যথা সেই ত্রিপুরারি, উমা সহ বিরা'জিছে ॥

দেশ-মল্লার—ঠেকা ।

কৈলাস সংবাদ শুনে, মরি হে পরাগে ।
কি কর হে গিরিরাজ, যাও যাও এস জেনে ॥
রাখিতে সব সংসার, উমার প্রীতি দিয়ে তার,
সার ক'রে যোগাচার, শিব নাকি থাকে শ্রাশনে ॥

যোগাচারী হেরে হরে, সকলতে যোগ ক'রে,
শিবের ভবর ভেজে, চ'লে গেছে স্থানে স্থানে ।
শশী, গগন-মণ্ডলে, সুরমুনী ধরাডলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে ॥
শিবের সভাব দেখিয়ে, ভেবে-ভেবে কালী হ'য়ে
উমা আমার রাতার মেয়ে পাগলিনী অভিমানে
সে যে নিদ্রারূপ সাজ, রণ করে, ভুজে লাড়,
সমূহ দনুজ মাঝে, উমাতা হুধাপানে ॥

বাহার-বাগে—আড়াঠেকা ।

একি অপরূপ শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
অতসী-কুসুম-আভা । অসুষ্ঠ মহিষোপরি
আহা মবি, কিবা আভা ।
দশ করে দশ দিশ, হইয়াছে সুপ্রকাশ,
তরুণ অরুণ জিনি, নতন আভা,
দশ করে অস্ত্রাবলী, নাশিতে মহিষ-বলী,
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, শ্রীধর-অন্তর-লোভা ॥

দেশ-মল্লার—আড়া ।

সংসারেরি কর্তী আমার প্রাণের কুমারী,
সকলে বলে হে গিরি ।
নিম্ভূণ আমাতা সদ', সধাশিব শ্রাশান-চারী ॥
একে ভূত-পরিবার, আসে যায় অনিবার,
তাহে অব্যবহিত দ্বার, শিবের কৈলাস-পুরী ॥
সে বলে, জননী আছে, ব্যবহারে হতেছে মিছে,
কিছুদিন রেখে কাছে, তুষিতে বাসনা করি ।
গিরি হে, ধরি চরণে, আন গিয়ে উমা-ধনে,
তুমি না করিলে মনে, আমি নারী যেতে নারি ॥

আলোয়া—ঠেকা ।

যাও গিরি ! আনিবারে আমরা সেই প্রাণ-ধনে
না হেরে সে উমা-শশী, অস্থির হতেছি প্রাণে ॥
শিবের যত বৈভব, ভূষণ কেবল উরগ
তুনিচ্ছাছি সেই ভব, সধা থাকেন শ্রাশানে ।
পতির দেখিয়ে ভূষণ, তাকিয়ে স্বর্ণ-ভূষণ,
পরিষে কাষায় বসন, ভিখারিণী অভিমানে ॥

সিন্ধু—আড়া ।

এ আনন্দময়ী আইল জনক-ভবনে ।
জয় জয় হুমঙ্গল, নগর-বিমানে ॥
গিরিপুর-বাসিগণে, যেনকারে ডাকে স্বনে,
কি কর বদিয়ে, উমা হের নয়নে ।
ধেয়ে রাজনন্দিনী আসি,
চুষে উমার বদন ধ্বনে ॥

ত্রিগিট—আড়াঠেকা ।

গিরিরাজকে ডেকে দেগো,
আমার গৃহে গৌরী এল ।
নাশিতে আধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল ॥
এই নগরে, লো ১ ছিল স্বরে স্বরে,
না ডাকিতে আমার স্বরে,
কেবা কবে এসেছিল ॥
কেল উমার আগমনে, সকলে সানন্দমনে,
গিরিপুরবাসিগণে ; গিরিপুর অস্ত্র পুরে গেল ।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অগুরুণ,
ভক্তিত বে ঘটস্থাপন, চণ্ডীপড়া সকল হল ॥

ভয়রো ।

বারে-বারে ডাকি তোরে, হের মা, হেরম্ব-অম্ব ।
পড়েছি ভব-সঙ্কটে, আর ক'রোনা বিলম্ব ।
ক্লিষ্টিতে ক্লিষ্টি মিশাল, জলে জলে মিলে গেল,
অনলে গেল অনল, অম্বরে অম্বর ;
পবনে গেল পবন, বাকী কেবল আছে মন,
বিনে ও রাস্তা-চরণ, নাহি কোন অবলম্ব ॥

ভঙ্গম ।

এমা, বিশ্বকর্ত্রি, বিশ্বহত্রি,
বিপদপাল তৎপর । বিশ্বেশ্বর-প্ৰদাবাসা,
বিশ্বেশ্বর-মনোরমা । দাক্ষায়ণী দক্ষ-কন্তা,
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনি । অপর্ণে অন্ধিকে উগ্রে,
অভয়ে অসি-ধারিণি । ত্রিলোচনি, তত্ত্বরূপে,
আরে ত্রিগুণ-ধারিণি, দীন-দুঃখহারিণি,
দরিদ্রে দুর্গমে জীনে দুর্গে, দুর্গতি নাশিনি ।
চন্দ্রানল চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রাঙ্কাক্ষিত-মন্তকা ।
চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রবলা, চন্দ্রেশ্বর-বক্ষঃশা !
চন্দ্রলোক-নিবাসিনি ।

যোগস্থা যোগিনি যোগ্য।—যোগচিত্তা-পরায়ণা।

যোগিণ্যে যোগযুক্তা, মহাযোগেশ্বরী।

হরপ্রিয়ে হৈমবতী, হর-বক্ষ বিলাসিনী

যগদ্ধাত্রী যোগময়ে, জগদানন্দদায়িনি।

স্বয়ম্ভবে শৈলহুতে, সর্বাশুভ-নিবারিণি।

চণ্ডিকা চণ্ডিকা মা, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী।

হরপ্রিয়ে হৈমবতী, দরিদ্রে দুর্গতি দৌনে,

দুর্গে দুর্গতি নাশিণি।

করুণাময়ি, করুণাং করু, তাপং হর তারিণি।

কাকি—সিকু।

যদি বাহুসি ভবরোগ-বিনাশং।

শুণু রে মানস, গুরুপদেশং॥

নিদান-বোধক, সাধুচিকিৎসক,

নিয়তপথামতে কুরু বাসম্॥

হৃদয়-খল-গতং, প্রেম মধুমিলিতং,

সতত সেবয়, লক্ষী-বিলাসম্॥

ইলশ—কল্যাণ।

জয় জনার্দন, জনমনো-রঞ্জন, জগত-জন-কারণ।

ভব-জল-বাসন-ভীষণ, শমন-শাসন কারণ নাম,

নব জলভাসন, পিহিত-পীতবসন, মধুমুরমর্দন

আলোয়া।

জয় জয় বহুন্দন যমলার্জুনভঞ্জন হরি।

পীতাম্বর পতিতপাবন।

পুরুষোত্তম প্রণত পারি।

বৃন্দাবিননাটক, ত্রিগ্রাবারস-রসিক ;

মুরলী ধুবপীথারক, দীন-জীবন-হৃদয়চারি।

কাল্যাড়া।

জয় জয় মরকত-কন্দ-সুন্দর,

বর-চাখীকর,—পীতাম্বরধর,

বৃন্দাবন-জন বৃন্দ পুন্দর,

সৌরভ-সেবিত, পুষ্পবিনির্মিত,

নিখিলধনমালা-পরিমণ্ডিত,

হৃদয় তরম্বিত, কাণ্ডিত-করম্বিত,

হর-হৃদয়পুঞ্জ,—বিভ্রম পণ্ডিত॥

কাল্যাড়া।

কেশব নটবর বেশধর।

জয় কাতর কিস্কর।

ভয়ভয়ঙ্কর, কামদ কলুষ নাশ কর হে।

অলকজাল কপাল-মুশোভিত,

চারুচমৎকৃত চূড়া মনোরম,

মুহু কপোল, বিশালমুগোচন।

কাম-বিরোচন,—ক্রুণ ভাস্বর॥

পাখাজ।

পীতবসন বনচারি হুললিত নটবর রাসবিহারি।

রমণী মনোমত, মুরলী কুজিত,

গোপিত গোপ-মুখা প্রেম বিচারি॥

সিকু—পাখাজ।

কেশব হে, নাশয় মে বিষয়ভিলাষম্।

মামিহ মোচয়, ছেদয় মম মন-তামসম্।

হৃদয়-সম্মতি হীন, নিয়ত কৃ-কৃতি-লীন,

ক্ষৌণমলিন, হৃদয়-দুরাশম্।

সদয় ভব, হৃদয়, মম হৃদয়ে উদয়,

দেহি নিজ জন সহবাসম্॥

ইমন—টেকা।

ভব-বারিষি পার।

হরি হে! তোমা বিনে কে করিবে আর।

নাহি মম দৃঢ়া ভক্তি, হৃৎহে দৌনের গতি,

অভয় চরণ বিনে গতি নাহি অ'র॥

পড়েছি বিষম ফেঁদে, কুল নাহি ত্রিসংসারে,

কার সাধ্য যায় পারে, এ অকূল পাথার,—

তাহে হুরন্ত শমন এসে, বাঁধে হস্তি চক্ষুপাশে,

লয়ে যায় নিজবাঁধে, রাখ হে এবার॥

রিকিট।

পামর মম মানস।

বিষয়-বিপিনে মা বস বালিশ॥

হটপদ-সম ভ্রমসি, বিষয়-বিষে চরসি,

বিষয়-বিষং বিবং মা পিব বালিশ॥

ব্রিটিশ ।

কৃষ্ণ হে ! কামস্য নাথ ! দুর্কলাধিকারিণং ।
কেবল পৃথগ্বিষয়া, কৰ্ম্মকাণ্ডবর্জিতং ॥
ষটং ষটং পৃথক পৃথক, চিত্তস্যামি সত্ততং ।
তাং ন চিত্তস্যামি কৃষ্ণ সর্বভূতসমুত্তমং ॥
দেহি তত্ত্ববোধ-মাণ্ড, দুর্কলে মহৎবলং ।
তাং ন চিত্তস্যামি কৃষ্ণ, আদিভূত-কারণং ॥

ব্রিটিশ ।

করুণানিধানম্ । কমলাপতে ।
দীনসীনে দিনং দেহি হে লীনপতে ॥
কুবলয়-করিবর-কেশিমথন-কর ।
কালীয়-বিষধর-কংসারাত্তে ॥

মলতান ।

স্বর তমাল-দল-সদৃশ-নীলম্ ।
কৃন্দাবন-গত-রাধাধাননীলম্ ॥
ব্রজজন-মানস-সার-রসাগ্রহ,
প্রেম-তড়াগ-মরাণম্ ।
নিয়ত-বিনোদ-বিলাস-ন-তৎপর—
বাঞ্ছিত-মোদ-মুণালম্ ॥

টৌরী ।

ভব-ভয়-বারণ হে !

মধুমর্দন, মুর-কুন্তন, ভয়-ভীষণ হে ॥
স্বীয়-জন-গণ, হৃদয়-চারণ,
সত্তত সুরকর, সাধু-রঞ্জন,
বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন,
প্রেম-নির্ম্মল, সু-কারণ হে ॥
পাহি পতিতম্, (নাথ হে !) ভঞ্জন-রহিতম্,
দেহি নির্ম্মল-পদাঙ্গুলম্ ॥

আলেয়া ।

হে মদন-মদ-দমন বিধুবদন, গুণ-সদন, হরি ।
কমলা-কমনীয়-কলি-মনোমথন, কনুযারি ॥
ব্রজভুবন, জন-ভবন, কৃত-গমন, সুবিহারি ।
নীত-নবনাভ, সুবিনীত, কৃত হিতকারি ॥

বাগেশ্ব ।

শ্রীরাধানাথ-চরণম্ চিত্তম্ চিত্তম্ মন ।
দিনং গত কালাগত, প্রাণাধনা শমনম্ ॥
বিকলং বিষয়াশ্রয়া, সম্বলং সাধনং বিয়া,
কথং ন মত্তমে শুভং শুভহীনং কুবাসনম্ ॥

ধাবাজ ।

গোকুল-জীবন-ধন-হরে ।
মামতি দীনমেব জয় দনুজারে ॥
অকুল ভব-তারক, গোপকুল-বালক,
গোপকুল-বাল-বল্লভ-দৌরে ॥

দেওদ্বিরি ।

নরকনিবারণ, হে হে নারায়ণ ।
মুরহর ! হর মম কলুষম্ ॥
কাতরে পামরে ময়ি,—কুরু করুণা-লেশম্ ।
ব্রজজন-জীবন, রাধা-মনোমোহন,
মদন-মদ-দমন, নাশয় মে ক্রেশম্ ॥

পরজ—বাহার ।

তুলসীদল-নীতল-পদকমলম্ ।
স্বর পরমেশম, স্নানার, মতুলম্ ॥
জলদ-দ্যুতি-জিত, নীল-কলেবর,—
গুণ-বসনবর-বেশম্ । চরণোপরি-পরিলাপিত,
পীতাম্বর-সমুত্ত-কটদেশম্ ॥
নিজ-পরধর্ম্মী, বিনিম্বিত নির্ম্মল
বনসু-মনোময়-মালাম্ ।
রসিক-রসালয়,—হৃদয়-বিকারক,
গুঞ্জাহার-বিশালম্ !

রামকেলী ।

নট, নটবর-বেশ !

শেষ-দেবিতং পদ-নলিনম্ কটিতট-পট,
বিজিত-তড়িত-জড়িত-পীতবাসম্ ।
কৃন্দাবিনি-গগন-চন্দ্র-মন্দ-মধুর-হাসম্ ।
গিহিবর-ধর, নবীন-কিশোর-শেষ-রহিত-নলিনম্

কালোৎস ।

চিত্তম্ রাধাকাণ্ড, মুনিমুহঃ ।
কৃন্দাবিনি-বিলাসম্ ।

কঙ্কেক্ষণ, কুঞ্জর-পতি গমন,
 ত্রিভুবন-রঞ্জন, মধুল-বেশম্ ।
 স্দয়-তিমির-হর, শশধর-মোহনম্,
 নতন-জলধর-ভাসম্ ।
 গোপীপুণ্ডর-গ-ন-পরায়ণ,
 পুজন-সুগোপিত-প্রেম-বিকাশম্ ।
 সকল-রম্যশ্রয়, দূরিত-মনোভয়,
 ভাবিত-ভাব-বিকাশম্ ॥

বেহাগ ।

ভাবি কদা, মম বৃন্দা-বিপিন-বিলাসম্ ।
 শ্রীরাধা-প্রিয়রূপ-সমীক্ষণ-হৃদয়, নয়ন-পরিতোষম্
 মধুল-বাঞ্ছন-কুঞ্জ-নিবেশম্ ।
 সিক্তি-পৌতবর, গুঞ্জিত-মধুকর,
 কাননভ্রমণ-মনোজ্ঞাসম
 হরি পরিতোষিত, সতত-বিকসিত
 সাধু সমূহ-বিকাশম্ ।
 নব-ভক্ত পূরিত, হরিকর-ধারিত,
 গিরিবর-বারিত-তাপ-বিশেষম্ ॥

গৌরী ।

মন, চিত্তয় ব্রজমধুল-কুঞ্জগতম্ ।
 ব্রজবন্দিত-নন্দিত-নন্দ-সুতম্ ॥
 নটবেশ-মনোরম-রূপধরম্
 মুরলী-মধুর-ধ্বনি-মোহ-করম্ ॥
 বল্লব-নব-যুবতী-মিলিতম্ ।
 রম্যভাস-সুতা-প্লুত-বাম-করম্ ॥
 দয়িতাঙ্গরপুতি-প্রেমভবম্ ।
 সঙ্গীত-মতিমিব-মুনি-মুদিতম্ ॥

দেওগিরি ।

হে মাধব, মামনুস্কম্পয় দী-ম্ ।
 বারয় শমন-ভবন-গমনম্ ॥
 নগত-পতিতজনম্, কুরু কলুষান্তরম্,
 ণট, নটবর । মনসি নিরন্তরম্ ॥

খাবাজ ।

জয় জয় গোপবধূরমণম্ ।
 ব্রজজন-জীবন-বিপিন-বিশারণম্ ॥
 নবধন-ধনজিত, রুচির-শরীরম্ ।
 রাধারাদন-সাধনকারণ, জিতমুরলীবদনম্ ॥

ঘোগিয়া ।

মধুমথন হে মুরারে ভব তরে,
 নবধন-সম্বোধন, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম,
 কাম-কান্তরানুকারে ।
 ব্রজজন-ধন, রমণীমোহন, পীত-বসন,
 বিপিনবিহারে ॥
 রসিক সাধক, রাধিকারাবক,
 কালীঘ-কেশ-বকারে ।
 রস জলনিধি, সুপুরুষ-বিধি,
 বিধি-মদ-হর, প্রণত-পারে ॥

ব্রজ-বনিতাজন-চিত্তপরীক্ষণ,
 চৌরিত-লোলনিচোলম্—
 বিপিনবিহারক, বেণু-সুগাথক,
 কুল-রমণী, হরিলীলণ,
 ধৃত-বিস্তৃত-মোহনজালম্ ।

ভয়ধোঁ—মধ্যমান ।

কেও বিহরে হরসুদি পরে
 হরমন হরে মোহিনী :—
 চরণে অরুণ রবিশশী যেন,
 নথরে প্রথরে আপনি ॥
 শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষদ,
 আপদে সম্পদ দায়িনী ॥
 চমকে নৃপ, আলো করে পুর,
 মণিময় পুরবাসিনী—
 রজতশিখরে, করে অসি করে,
 শিশির-শিখরনন্দিনী—
 যেন চরম সময়, মরমেতে হয়
 কালী কালভয়-বারিণী ॥

কালী মির্জা ।

বালাদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালী মির্জা হুগলী জেলার ভূপ্তিপাড়া গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহার পিতার নাম—বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রামের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কালিদাস বা কালী মির্জা; কনিষ্ঠ রঘুনাথ। মির্জা মহাশয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বিখ্যাত ঠাকুর-বাণীর মূর্ত্ত মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যা এবং বিবিধ নদুগুণে মোহিত হইয়া মহাত্মা গোপীমোহন তাঁহাকে আপন পরিদমধ্যে গণ্য করিয়া লন। ইনি পলাশীৰ যুদ্ধের মাত্ৰ আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশতি বৎসরমধ্যে পরলোক গমন করেন।

বালাকালাবধি তিনি প্রথম বুদ্ধিমানী ছিলেন। অল্প বয়সেই সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সঙ্কত বাতীত পাবন্যভাষাও তিনি গিৰ্ধিষাছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় অনুলীলনে প্ররুত হইয়া, তিনি কালী, লক্ষ্মী ও দিল্লী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয় প্রাপ্তির পূর্বে কিছুদিন তিনি বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপ-চন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। বর্দ্ধমান পবিত্রতাপের পরেও প্রতাপচন্দ্র মির্জা মহাশয়কে মাসিক ১৫ টাকা দ্বিয়ার তত্ত্বা দিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে মহাত্মা রামমোহন রায় কখনও কখনও মির্জা মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিখা কবিত্তে যাইতেন। পশ্চিমাংগলে তবিরকদিন বাস করিয়া হিন্দুহানী বেষণভূষা পবিধান করায়, সে সময়ে বড়লোকেরা তাঁহাকে ‘মির্জা’ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অতি সদাশান্ত ও অমায়িক ছিলেন। প্রবাদ আছে, ভূপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণ-মহাজের চিবিখাত দলাদলি মির্জা মহাশয়ের মাতৃপ্রাকুল্যে তাঁহার অমায়িকতা-জ্ঞপে বিদূরিত হয়। কলিকাতায় কৈান নুতনায়ক উপস্থিত হইলে, তপায লে মজলিগ হইত মির্জা মহাশয় প্রায়ই তাহাতে নিমগ্ন হইতেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। সেই কাবণ শেষ জীবন কালীধামে অতিবাহিত করেন।

মির্জা মহাশয় দেবভেট গোবাল, দীপকায়, বলিষ্ঠ ও বিশালবক্ষ ছিলেন। তাঁহার ঘন কৃষ্ণিত কেশ-কলাপ পশ্চাত্তানে প্রণবিত থাকিত। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি কালীপ্রাপ্ত হন।

১৬৭৭—আড়া।

বিতর করণাময়ি ওনয় কাতরে । (ধরা)
সর্কসজীবময়ী হয়, তাহাতে কি নাই মুই,
এ তোমার অকিকিত, বর্কিত আমারে ॥
তুমি পাপ তুমি পুণ্য, নগে কোন দেহ শূণ্য,
জানও শরের অগ্রগণ্য করে ।
পুজা অর্প ধ্যান জ্ঞান, সকলই তোমায় অর্পণ,
যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শন দর্পণভিতরে ॥

রামকেলী—একতাল ।

সভয়ে অভয়ে ভাবিগো অভয়ে,
কাতরে মা তোরে ডাকি কি জানি কি হ'য়ে ।
সত্তত ব্যথিত চিত করে পাপচরে ।
কালিকে করণ কর তপিত ওনয়ে ॥

রামকেলী—ফরোতাল ।

শ্রামা চরণ শোভা, মম মানস লোভা ।
হরের হৃদয়ে পদ, জ্ঞান হয় কোকনদ,
কোটী অরুণ আভা ॥
(অবশেষে হৃদয়প্রাপ্য)

রামকেলী—রাপতাল ।

প্রদীপ পরমেশ্বর, অধীন দীনে ।
যুচাও দুর্গতি সতি গতিবহীনে ॥
বংগারে নিলুভারে, রাবণারে ত্রিপুয়ারে,
এ হৃদয়ে কে নিলুভে মা তোমা যিনে ॥
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি,
* হয়, লয় হয় তব কটাক্ষেরি কোণে ;
ও পদ আপদ পদ, আমার যোয় আপদ,
কালিকে রাখ চরণে ॥

* উৎপত্তি হয় ।

সরফরদা—তিতট।

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী—
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননী হাত ধরা, ঠাঁটিছে হৃদা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধরা ধরা গণি ॥
অচিন্ত্য বস্তুরূপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলায়ে পর ত্রুঙ্গ সনাতনী।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিরিবালিকে হয়েছেন আপনি ॥

আলাইয়া—তিতট।

গিরিবাে শশিভালে জপ রে বদন করালে।
শবশিশু কুণ্ডল, মণিময় মণ্ডল,
গলেতে দোলিত মুণ্ডমাে ॥
নবীন নীরদ আভা, মরকত কত শোভা,
চরণে পতিত মহাকালে।
ভুবনমোহন বেশ নিরখিছে কালিদাস,
এলায়ে পরেছে কেশজালে ॥

সিকু-টোরা—আড়া।

আমার ভার এবড় কি ভার তোমারা (গো মা)
লইতে বিপের ভার, হয়েছ রূপ বিস্তার
কালিকে কর নিস্তার ডাকি বারে বার;
যে লয় শরণ তারে বিড়ম্বন, এত অবিচার,
দীন দয়াময়ী নামনা হইবে দীনে বাম,
কলঙ্ক হবে তোমার ॥

মুলতান—৭৭।

নাচে এলা কেণে শবে দিগবেশে
অধরে রক্তের কখির ধারা—(মা)
কি দিব তুলনা, নাহিক তুলনা,
ত্রিভুবনে রূপ ভরা—(মা)
আইল বসন্ত, লইয়ে যামন্ত,
হ'ল পরাজয় তারা,
লগ্নে শরাসনে, রাখিলে নয়নে
কটাক্ষেতে তুণ ভরা ॥

গোঁরী—একতালা।

কখির-অঙ্গে বদনরঙ্গে নাচিছে
শিবে যোগিনী সঙ্গে।
লোল জিহ্বা শবোপরে উলঙ্গ,
শোণিতের ধারা পড়িছে অঙ্গে,
হ'য়ে ত্রিভঙ্গে ঠাসিছে রঙ্গে,
গাসিছে কত জগত রঙ্গে,
কিনিত ভঙ্গিমা করি অপাঙ্গে,
কানী তার কালী দীম পতঙ্গে ॥

কেদারা—আড়া।

কেও রজতপর্কত পরে, রতন নগ্ন পরে,
নক্ষত্র নখরোপরে।
পদতলে মহাকাল, গাঁথিয়ে চন্দের মাল,
জদয় মাঝারে পরে ॥
দিগবসন পরে, দশনে রসন ধরে,
কখির অধরে ধরে।
অসি মুণ্ড বরাভঙ্গ, অর্দ্ধচন্দ্রের উদয়,
নীলশিখর পরে ॥

পরজ—একতালা।

শবাসনার কি বাসনা আমারে এ প্রবঞ্চনা।
কালি কালি যত ডাকি, তত বর বিড়ম্বনা ॥
যতই ভাবি অন্তরে, ততই হও অন্তরে
দিতে চাই গো মন তোর,
মন ত মনে থাকে না ॥

ভৈরবী—স্বধামান।

যদি ভবনদী পার হ'তে থাকে বাসনা।
দক্ষিণে কাগিতে কৃষ্ণ ভেদ ক'রো না ॥
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
ত্রিভুজ মুরলীধারী লোলরসনা।
বনমালী মুণ্ডমাণী, শিখিপুচ্ছ শশিভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল, বড় শব শিশু বালি,
কমলাক্ষ ত্রিনয়ন, শ্বগাসন শবাসনা।
দেখি এই কৃষ্ণকালী করি মননা ॥

পরহ—মধ্যমান ।

আমি ঐ ভয়ে মুদ্রিনে আঁধি ।

নয়ন মুদ্রিনে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি ॥

ধ্বন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,

না হেরে হারাই পাছে চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ॥

মাহানা—আড়া ।

মা বিনে কি জানে আনে অন্যেরি ব্যথা ।

অকিঞ্চন হুতে যোগ করে

পিতে বল আর যাব কেথা ॥

বাপের ভূষণ ছাই, কি আর বলিব ছাই.

শিরিতে ধরে বিধাতা ।

আপনি বাতুল, দিতে সমভূগ,

না জানে বিধি বিধাতা ॥

পাপেতে হইয়ে কালি, কাতরেতে ডাকে কালী.

হয়েছো হইয়াছ কালি কালি শুন হুতের দীনতা

*জ্ঞানতা বাপ্যজ্ঞানতা. তুমি সকলই জানতা,

হুয়ি জগত প্রহতা ॥

বাঁশাজ—বাপতাল ।

অশ্রুদল বলহারিণী, দেবদল-পানিনী,

কাল পরে কাল হরে কালরাণী ।

শূলকমল চরণতল, গরল পানে হয় সীতল,

হৃদয়ে ধরে পদযুগল শূলপানি ॥

বরণ কানো করে আলো,

গলেতে দোলে মুণ্ডমাণ,

মুখ করাল করে কপাল খড়গপানি ।

শশী বিমল শোভে ভাল, এলায়ে পড়ে ৫৭জাল.

নিরখি কালীর হয় কাল রূপখানি ॥

বাঁশাজ—একতাল ।

ওরে আমার পিপাসা, না হবে আর তামা.

ভাবরে অসিতরংগ সীতল হবে আশা ॥

চাহিতে চাহিতে জল, আশিবে নধনে জল,

দেখিবে রূপ সজল, কারণজলে তামা ॥

বিষয়ের মৃগতৃষ্ণা, কেন হও মতিভ্রষ্ট,

জীবনের আশায় ।

নাহিক আর উপায়, কালী নাম কর পয়,

ত্রিভুবন বনময়, কোথা রবে বাসা ॥

গোড়—মধ্যমান ।

কানিকে করুণা কর কাতর কিস্করে ।

কালরাণী কানখিনী কুপাময়ী তারে ॥

কহ মা কিরূপে তরি কলুষমাগরে ।

কাল যায় কর্ণধার ডকি মা তোরে ॥

দিবার প্রভাকর পদ শোভা করে ।

কটিতে কিস্কিনী, আর দোলে নর করে ॥

করাল বদন করি কত গ্রাস করে ।

কপালে কপোল আর গলিত চিকুরে ॥

হুয়ট—মধ্যমান ।

শব পরে নাচে শ্রামা নগন হ'য়ে ।

লাঞ্ছরে দিয়েছে লাজ, এ কেমন মেয়ে ॥

ভয়ঙ্করী অসি ধরা, শবের ভূষণ পরা,

অধরে কুধির ধারা পড়িতেছে ব'য়ে ॥

জংলা—মধ্যমান ।

রসনা বশ না হ'ল তেমার শরণে ।

রূপা কর বিবসনা বিবশ না হয় মনে ॥

মুখেতে বচন না মরে, থাকিব ধ্যান-ধারণে ।

দেখাইয়ে অস্তরূপ চকল করে নমনে ॥

কি হবে মম উপায়, বিকলে জনম যায়,

দয়া করি রাখ পায়, কালিদাসে নিজস্বপে ॥

কাফি সিদ্ধ—মধ্যমান ।

হুটি চরণ দ'ব তাই ভাবি নিশি দিবে ।

শুব করি পঞ্চমন, হৃদয়ে করে ধারণ,

সে দেব-দেবে কিবা দিবে ॥

শিবের দর্শন ধন, অতি অসাধ্য সাধন,

সে বাণ কেবা সাধিবে ।

কালীর এই বাসনা, রূপা কর শবাসনা,

রসনা এই নাম লইবে ॥

কাফি সিদ্ধ—আড়া ।

হল না আমার তরা ওগো মা ভবদারা !

আমার ভায়ে এত কি কাতরা ।

* জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত ।

একে মম জীর্ণ ভরি, বগ মা কেমনে ভরি,
কালি ভরেছে পাপের ভরা ॥

বাহার—তিওট ।

কিবা শোভা পায় পায় ।

দেখ নানা বর্ণ ফুল কুটেছে শ্রামা মায়ের পায় ॥

অমর হয়ে ভয়ে মধুলোভে শুঙ্করে,

যে পদ যোগেশ্বর ধ্যানে নাহি পায় ।

আসিয়ে ঋতু রাজন, চামর করে ব্যজন,

তাহে মলয় পবন চারিদিকে ধায় ॥

কোকিল নগর হ'রে পকম গায় ।

পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কালীর রূপায় ॥

গৌড়—মধ্যমান ।

এ কেমন কাল, কালরূপে করে অল ।

কালরাত্রি কালজায়া পদতলে মহাকাল ॥

কাল যায় কালজায়া, এইকালে কর দখা,

কলিদাস সে কাল ভেবে অয়কালে হয় কাল ॥

ভরবী—তিওট ।

আমার কালা আলয় আলো এলোকেশী ।

উমা ও মা যত ডাকি তত দেখি পূর্ণমাসী ॥

যেমন উদয় হয়, কহিতে লাগয়ে ভয়,

যত ভাবি তত হয়, আরও তেজোরানি ।

রূপের তুলনা স্থানে, শশাঙ্ক ছিল বিমানে,

সে দশখণ্ড অভিমানে চরণে পড়েছে বসি ॥

ভরবী—মধ্যমান ।

বিপিনে বাসে বাঁশরী—অবশ হইয়ে অঙ্গ

শ্রমেয়ে ভাবে কিশোরী ।

মোহন বেণুর স্বর, জন্মে বিধিল শর,

চিস্তয়ে ব্রজ-কিশোর পড়ে আপনা পাসরি ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

ওহ দীননাথ, পাতকী তারিতে এত কি কাতর ।

রূপাসিদ্ধ শুধবে কি করণাবিন্দু দিতে তোর ॥

আপনি হইয়ে বর্ক, নাশিলে বলির গর্ক,

বামনরূপে, উদারিলে অহল্যা পাথর ॥

ভৈরবী—ঋগতাল ।

বিশ্বস্তরং বিশ্ববিশ্ববিনাশনং

বরাহ বামনং বহুদেবনন্দনং ।

বন্দে গোবর্দ্ধনং বল্লবী * বর্দ্ধনং বসতি বৃন্দাবনং,

ব্রজপুরপালনং ।

বিপিনবিহারিণং বনমালাধারিণং বক্রবিশাধর,

পর বংশীবাদনং ।

গং বরুণবরং বৈকুণ্ঠকারণং বদতি কালিদাসং,

জং বহুদেবনন্দনং ॥

ললিত—মধ্যমান ।

কে এলো গে সখি, দেখে দেখি,

শ্রাম অঙ্গে অরুণআভরণ,

চরণে অরুণ, নয়নে অরুণ, চূড়তে অরুণ কিরণ ।

সিন্দুরচিহ্ন অরুণ,

পানে অধর অরুণ, করতল অরুণ,

বরণ এত অরুণ প্রকাশি, তাহে নাহি লাজ বাসি,

বলে নিশি আছে এখন ॥

ললিত—মধ্যমান ।

এ কেমন মান রাধে হায় ।

নাগর নিকটে বসি, সাধিয়ে পোহায় নিশি,

ঠেলেছ তাহারে পায় ॥

আসিয়ে তোমার বাসে, গলে দিয়ে পীতবাসে,

তবু না হেরিলে তার ।

সে রসিকশিরোমণি, ফিরে যায় যে অমনি,

কালী হয়ে নীলকায় ॥

আশাবরী-টৌরী—তিওট ।

আমার মনের কথা শুনে ওলো সাই ।

কে আছে আর তোমা বই ।

হেরিয়ে দেহরূপ, হয়েছি বেকরূপ,

আমি যে আমার নই ।

নবীন-নীরদ-শ্রাম জানিলে তাহার নাম,

সে থাকে গোকুলে, চল গো যমুনা-কূলে,

কি কাজ আর আছে কূলে সহোদা খানিক রই ॥

আশাবরী-টৌরী—তিওট ।

শ্রামবিগোণী যেণী হয়েছে ব্রজবাল ।

করিয়ে রোদন, নয়ন অঙ্গন,

গলিয়ে গলেতে গুঞ্জমাগা ॥

এলাইয়ে বেণী, শেলে জটেশোণী,

কাণেতে কুণ্ডল কাণবালা,

পঙ্কজ লেপন জলে হতাশন বিরহ জ্বালা ॥

—
আশাবরী টৌরী—তিওট ।

জলধরে হেরে আমার নয়নে না জল ধরে ।

নবান-নীরদ-শ্রাম, ত্রিভঙ্গ বস্মি ঠাম,

মুরলী বরে অধরে ।

দিতে সে তুলনা, সে কথা তুলনা

অতুলন রূপ তার ।

যদি বা করিবে তুল, নাহি হবে সমতুল,

বাতুল হবে অন্তরে ॥

—
মলতান—আড়া ।

ওগো আর যাবনা আমি যমুনারি কুলে ।

হেরেছি রূপ যাহার, কুলে মোর থাকা ভার,

নাম জানিনে তাহার, সে থাকে গোকুল ॥

যখন সে চায় ফিরে, আসিতে না পারি ফিরে,

নিয়ে নাহি দেয় ফিরে, মনে ঘে হরিয়ে নিলে ।

গুরুজন ছিল সাথে, মরেছিলাম মরমেতে

পুরিয়ে এনেছি কুন্ত নয়নের মলে ॥

—
মলতান—টৌরী ।

ওহে নবান নেয়ে, কানাই-শ্রাম পার কর ।

ভরুণী তরণী ধরি রহে মুখ চেয়ে ॥

দেখিয়ে যমুনার কুল, হ'য়েছি অতি ব্যাকুল,

তুমি রাখ যদি কুল, কহে গোপ-মেয়ে ।

আপনি হয়েছ মাঝি, ডুবাইওনা মাঝামাঝি,

কালি কয় বড় ভয় ভব-ভরঙ্গ দেখিয়ে ॥

—
পরজ—আড়া ।

এত সাধের কালা গেল, কলঙ্ক পেলানা কাল ।

গঞ্জনে সমস্ত সখি হানয় হইল কাল ॥

ভাবিয়ে ভাবিয়ে শ্রাম, আপনি হইলাম শ্রাম,

কালা-কলঙ্কিনী নাম, থাকিবে আর কত কাল ॥

বংগো—মধ্যমান ।

যাও গো বৃন্দে,

আনিতে গোবিন্দে,

বৃন্দাবন শূত্র আছে ।

এ সব কেশব বিনা সবে শব হ'য়ে আছে ॥

শ্রীমতী যশোদানন্দ, সকলেতে নিরানন্দ,

নয়ন থাকিতে অন্ধ, স্পন্দহীন হ'য়ে আছে ।

ব্রজের বালক লোক, বুঝি হয় পরলোক,

হেন কেহ নাহি লোক, কহে লোকনাথ ক'ছে ॥

—
খাখাজ—আড়া ।

ভনি ধনি শ্রামের বাঁশরী ।

যত গৃহকাজ লজ সকলই পাসরি ॥

যমুনায় ভরি কলস, তুলিতে হয় অলস,

শরীর হয় অবণ, পড়ি পাসরি ।

কালি একপ হেরিয়ে, এমনি করয়ে হিহে,

মন তার চরণে দিয়ে, কোথা না সরি ॥

—
খাখাজ—আড়া ।

কে—গো বংগীবটে ।

ভনি যে মধুর ধনি ঐ কি ক'নাই বটে ॥

বন বন বাজে বাঁশী, আর কিছু নাহি ভাগ বাসি,

ইই গিয়ে বম্বানী দাসী উহারই নিকটে ॥

—
বেহাগ—মধ্যমান ।

বলো ওগো বৃন্দে,

আর কি গোবিন্দে,

আনিবে না বৃন্দাবনে ।

শ্রামবিরহে,

রহে কি না রহে,

যত বৃন্দাবন বৃন্দে ॥

না হেরে রূপ তাহার, অশয়ন নিরাহার,

জীবন-ধারণ ভার, ভূষণ পরেছি নিন্দে ।

আহারে করে আহার, বসে পাঁধিতেছি হার,

নয়নের জলবৃন্দে ॥

—
বেহাগ—একতালা ।

ঝুলিছে প্যারী নাগরসঙ্গে,

অলস অবণ হইয়ে অঙ্গে, শ্রাম-অনুরাগিণী ।

দাঁড়িয়েছে কিবা হয়ে, ত্রিভঙ্গ পরশিয়ে,

হুই অঙ্গে অঙ্গে, যেমন নবান মেঘের সঙ্গে,

চমকে সোণামিলনী ॥

স্বপ্ন-জরজরন্তী একতারা ।

বিশেষর শ্রীব্রজকিশোর, বাহুবাব বাণেশ্বর,
কালীবাসী গোকুলবাসী, শৃঙ্গধর করেতে বাঁশী,
বৃষভবাহন গরুড়াসন, নৌনে দয়া কর হর মূবহর,
কাম্যাক্ষর পৌভাষর, নীলকণ্ঠ নীলকলেবর,
ময়ূর মুকুট শিরে জটাভার,
গলেতে বিহরে ফণী মণিহার
রূপের তুলনা হুজনা দৌহার,
কালিদাস কহে কি দিব কাহার,
স্মরণাগত হও হরিশর,
কর বা কৃপা না করো না করে ॥

— —

বারোয়া—চুঁচু।

ওরে গোকুলবাসী কেন রে বাজাও বাঁশী ।
তুমি অন্তরে বাজাও বাঁশী,
আমার অন্তরে পমিল আসি ॥
বেগুণবে নীরব হইয়ে বত ব্রজবাসী ;
দুকুল হারাইল যে তারা, বয়ুনার তীরে আসি ॥
চুড়ান্ত ময়ূরপাখা মুখে মুহু মুহু হাসি,
(একি) অনঙ্গ স-অঙ্গ হইয়ে কলশের ডালে বসি ॥

— —

বাহার—তিওট ।

বৃন্দাবনে বনে বনে বিহরে হরি হয়ে বসন্ত ।
কোথায় ময়ূর ধায়, কোথায় কোকিল গায়,
ভ্রমর গুঞ্জরে অবিশ্রান্ত ॥
নানা জাতি শোভে ফুল, গন্ধেতে করে আকুল,
সকলেতে হইয়ে মধুমত্ত ।
বিরাজে মুরলীধারী, চায়ি দিকে ব্রজন'রী,
রাগ রাগিনী মূর্তিমত্ত ॥

— —

জংলা—একতারা ।

বলনা আমায়ে সখি কালিয়ে আমার সখা ।
কুবুজের ভাল, ভাল মিলেছে বাঁকাতে বাঁকা ॥
যায় রূপ কাল মন কাল, বনচারী গো রাখাল,
তুলিয়ে কেমেছি ভাল, বাঁশীটিতে মধুমাখা ॥

— —

কাফি—আড়া ।

যেমন বয়ুনার গিয়েছিলাম জলে রে ।
ওলে নিরখিয়ে কাল। পরাণ জলে রে ॥
জলন্ত অনল প্রায়, কালি হইল হৃদয়,
ভরিয়া এনেছি কুন্ত নয়নেরই জলে ।
হেরিয়ে ক্রাম নয়নে, কহিতে না পারি আনে,
মনে মনে মন দিয়ে এসেছি তারে ।
মনোমত তার মত না দেখি এ সংসারে :
মনমথ মন হত করিল আমারে ॥

ইমন—একতারা ।

আমার মন কেমন করে ॥
না হেরিয়ে শ্রামরূপ, অনুপম মূলৌঅধর
কারে কব সই, সরমে মরমের কথা,
মুখে বচন না সরে ॥

গিজু—মধ্যমান ।

সখি কি হ'ল আমার রে ।
শ্রাম বাম হইয়ে আমার মনে না করে ।
ডেকে সখী ললিতায়, যদি কিছু বলি তার,
কি জানি কি মনে করে ॥
নয়নে বহিছে বারি, কদাচ বারিতে নারি,
অঞ্জন বহে কান্দিয়ে হৃদয় 'পারে ।
হুচিল হু'টি নয়ন, তবু কেন অকারণ,
'মম-বারণ না ফিরে ॥

বাহার—আড়া ।

মোহন মন মোহিল সখি মোর ।
লেগেছে মরমে গো সপথই তোর ॥
মধুর মুরলী করে, মধুবনেতে বিহরে,
মন্দ মধুর স্বরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥

বাহার—তিওট ।

ওরে পদাঙ্গ স্তন এই বচন,
আন দিয়ে মাধব আমার ।
যদি লাহি প.র, পার হ'তে, ইহ ভবসাগরেতে
পার হও নায়েক স্বরূপে তোমার ॥

মনেরে নিপুণ করে, পাঠায়েছিলাম তারে,

পুন না আইল ফিরে আর ।

আশা স্থলকায় অতি, পমানে নাহি শক্তি,
কালি কর দয়া হয় এই দেহেরে আমার ॥

জংলা—মধ্যমান ।

ধানী বাজাইও না শ্যাম, যাবে অবলার প্রাণ ।
মুখুহেরি হেরে প্রাণ, তাহে মুরলী বয়ান,
রূপ অমুপম ॥

কাফি—আড়া ।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদ্বিয়া নগরে ।
কিবা রূপ ভেজ-পুঞ্জ, হরে পাপ-তাপ-পুঞ্জ,
যে নয়নে হেরে, অবনীতে অবতরি,
ভবেতে তরিতে তরি,
হরিনামে পরিণামে জীবেরে উদ্ধরে ।
কহিতেছে কালিদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম অধমাম কে আছে সংসারে ॥

কাফি-সিন্ধু—মধ্যমান ।

কি কর শিখরবর, আন গিয়ে আনন্দময়ীরে ।
হ'য়ে রাণী এলো খেলো, গিরির নিকটে এলো,
ওমা উমা নাহি এলো, স্বরে ॥
এ হুং কি সহে মা'তে, তুমি তা'র তাত তা'তে,
তা'তে বুঝাতে হয়, উমাকে তোমায়,
মনেতে হয়ে হুহিতে, অস্থির হ'য়ে হুয়েতে,
কালী কালী বলে আঁধি ঝোরে ॥

মালনী—তিওট ।

যাও হে অচল চল থাকিতে স্ট্যানজার ।
আমি দেখেছি স্বপনে, যম-নিকেতনে,
'মা' বলিছে মহামায়া ॥
বহুদিন হ'ল, উমা নাহি এলো,
তা'তে নাহি তব মায়া, তুমি-হও ক্রতগতি,
পাছে সেই সতী, আভ্যমানে ত্যজে কারা ॥

জংলা—একতালী ।

ভাব ন ভাব না সদা সদাশিবের চরণ ।
কি মিছে করিয়ে নিভা, অনিচ্যে কর ভ্রমণ ।
নিখাসেতে প্রাণ যায়, বিশ্বাস কর না তার,
কি আখাসে বিষয়-বিষে বুঝা হও জালাতন ।
যাবৎ জীবন জীব, ভাবৎ নাহি তুলিবে,
কালেরে করেছে কালি প্রাণপণে প্রাণার্ণব ॥

প্রণয় সঙ্গীত ।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া ।

পরে যে পরেরি তরে, বুঝায় যতন করে ।
আপনা ভাবিয়ে পরে, আশাত প্রাণের প'রে ॥
পরশ আনিয়ে পরে, সুখী হয়ে পরস্পরে,
বুঝিতে নাহিক পারে, কি হবে তাহার পরে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া ।

পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা ।
আমায়ে মজালে আমার নয়নেরি তারা ॥
বাসনা করি যে মনে, চা'বনা তাহার পানে,
আঁধি নিষেধ না মানে, বহে বারিধারা ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া ।

এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান ।
হের না দর্পণে মুখ আপলি হারায়ে প্রাণ ॥
নয়ন অক্ষয় তৃণ, তাহে কটাক্ষনিপুণ,
যদি বিধি দিত স্তব, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ।

যে নহে আপনবশ কি সাধ প্রেমসাধনে ।
চলিতে আঁপিতে দেখে, হরিয়ে বিষাদ মনে ॥
অন্তরে অন্তর নয়, অঞ্চ অস্তরে রয়,
সদাই উভয়ে ভয়, পরশনে পর মনে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

যায় বা'ক প্রাণ বদল যায় রে ।
আর 'কি হবে' 'কি হবে' মলে মুখ'বনা কায় রে ।
মুখ-আশাতে পীরিত, হিতে হ'লো নিপরীত,
মুখদ দেখি কুরীত, কালী হ'লো কায় রে ॥

ভৈরবী—তিতট ।

তাতে কি হয়েছে এত মান ।

ভাগ বাস বলে আমি করেছিলাম অভিমান ॥

হলে অনুগত, দোষ করে কত,

তারে অনুচিত অপমান ॥

ললিত—মধ্যমান ।

নাগর যাও হে সেই ভবন, যে তব মনেরঞ্জন ।

রোদনে গিয়েছে আমার যে ছিল নয়ন-অঞ্জন ॥

আমার যে প্রয়োজন, যে তোমার প্রিয়জন,

হ'য়েছে, করে হরণ, ভানুর প্রকাশ :

আমার নিবাসে এসেছ দিতে গঞ্জন ॥

শালি ডা—মধ্যমান ।

ললিত ললিত হয়ে মান ভরে ।

একি অপরূপ রূপ মৃগাল কমলোপরে ॥

অধোবদনেতে বসি, কেশমেষাচ্ছন্ন শব্দে,

কেবল হয়ে সম্মল তার। বরিষণ করে ॥

ললিত—আড়া ।

এত যে চঞ্চল হলে ওহে গুণমণি ।

বুঝি মনে পড়িয়াছে আর কোন ধনি ॥

আসায় না গেল আশা, এ কেমন তব আসা,

আসিয়ে শেনিনিতে যেতে চাও এধনি ॥

সরস্বতী—আড়া ।

এ কি কথার কথা প্রেম হয় যায় ।

ক্ষণে ঘারে দেখা যায়, তাহা কি ক্ষণেকে যায়,

লোকের কথায় ॥

যে জন থাকে প্রমাণ, কত কহে অপ্রমাণ,

দোহারই বাড়ায় মান থাকে না কথা ।

দু'জন হলে উত্তম, প্রিয়তম সম সম,

দূরে যায় মনের তম হইলে কথা ॥

সরস্বতী—আড়া ।

তুমি বল 'ভালবাসি' এ কেমন ভালবাসা ।—

তোমার আশ্রিত জনে, না পুরাবে মন আশা ॥

দেখ কত দূরে বন, চাতক হয় অধীন,

করে বারি বরিষণ ঘুড়ায় তার পিপ:সা ॥

পবজ—মধ্যমান ।

নিচ্ছেদে বিচ্ছেদ প্রাণ, এ তো অনুচিত নয় ।

যে দিয়াছে মন, তার কি কখন হয় মরণের ভয় ॥

তবে যে প্রাণধারণ, প্রিয়জন প্রয়োজন,

মিলন হবার আশায় ।

উভয়েরই মন থাকিলে কখন বুঝা কি

জীবন যায় ॥

পাহাড়ী—মধ্যমান ।

জানিরে তোমারে জানি, তুমিত জাননা জানি ।

সে কথা কহিলে পবে পাছে হয় আনাড়ানি ॥

যেইভাবে প্রিয়তম, তার প্রতি তত তম,

কিনে হবে মম সম, যম সম যে আপনি ॥

মোহিনী—আড়া ।

চাহিয়ে চাদের পানে তে'বে হয় মনে ।

তুল না হইনে দোহে তুলনা হ'বে কেমনে ॥

যদি সমতুল করি নয়নে নয়নে,

মৃগাক হইয়ে শব্দে প্রকাশ তব বদনে ॥

মোহিনী—আড়া ।

ভ্রমর আর কেন ভ্রমেতে কর ভ্রমণ ।

কেতকী চাতকী জান এত কি সে কি অধীন ॥

যে তোমার প্রিয়কর, তার প্রিয় দিবাকর,

তবে কেন বুঝা কর, পরধনে আরাধন ॥

মাহান—আড়া ।

যতনে যত যত্ননা এ যাতনা কব কায় ।

পীরিত কুরীতি অতি হইল বিষম দায় ॥

যদি করি অভিমান, তার উপজয়ে মান,

মানাইতে তার মান, আপনার মান যায় ॥

সুজনে মিলন হয়, উভয়েরই থাকে ভয়,

আকিঞ্চন অভিশয়, যাতে প্রেমধন রয় ।

একের হয় অধিক, আনে নাই উত্তোধিক,

লোকে বলে দিক্ বিক্, কালি দহে প্রাণ তায় ॥

ফিকিট—তিতট ।

এই ত পীরিত-রীতি হইল দোঁ হতে,

যেমন দর্পণে মুখ পাওত দেখিতে ॥

দোহার উপজে মান, কেহ না থাকে প্রমাণ,
উভয়েরই মান যায় বাড়িতে বাড়িতে ॥

দ্বিবিট—মধ্যমান ।

আর কি তারে কভু পারিবে ত্যজিতে ।
তিল আধ পরমাদ না পোলে দেখিতে ॥
কতই বলেছি মানে, সে কথা কি মন মানে,
বুঝিতে পারে কি আনে, তারে না হেরিতে ॥

দ্বিবিট—মধ্যমান ।

সই, যে যার মরমে লাগে,
সেকি তারে ত্যজিতে পারে ।
না ঘুচে আখির আশা ওমুখ হেবে ॥
যার যাতে মজে মব, সে তার পরমদন,
সতত সে প্রাণপণ করে তাহারে ॥

দ্বিবিট—মধ্যমান ।

তুমি যদি আমি হইতে এমন দুঃখী আমি হইতে
ভালবাসার আশায় বিচ্ছেদ জানিতে,
আমায় তবে একি পরিচয় হইত দিতে ॥

দ্বিবিট—মধ্যমান ।

পীরিতে স্নেহ হ'ল না হ'ল,
আমার তাহাতে কিবা কল ।
আমার আশায় পরাণ নাশ হয় হয়ত দেও ভাল ।
বুধিবে জগতে মরেছে পীরিতে জানিবে ত সকল ।
আমার তাহে যেদ তোমার বিচ্ছেদ
হৃদয়ে কালি র'ল ॥

জংলা—একতাল ।

যারে না হেরিলে পোড়ে প্রাণ,
কেন তারে দেখিলে উপজে মান ॥
শোন প্রাণসই দুখ ভোরে কই ইহার প্রমাণ ॥
না হেরি যবনি মণিহারা ফণী হয়ে থাকি স্রিয়মাণ
আমার অবিক সে নহে ততোধিক
ধিক ধিক হেন প্রাণ ॥

কাকি সিদ্ধ—ভাল যৎ ।

কহ প্রাণ কেমন ছিলে, হৃৎথেতে নিশ বকিলে ।
শরীর অবস, নয়নে অলস, ঘুমে ভ্রমে পড়িলে ॥
তব ধ্যান কর, গোয়াই শরীরী, ভাগিয়ে নয়নজলে ।
তুমি অনেকের প্রাণ, আমাব এ প্রাণ,
কি হবে তোমার গেলে ॥

বাহাব—আড়া ।

আইল বসন্ত প্রিয়ে বিরাজে তব শরীরে ।
কাকন ভূষণ যেন, বাঙ্করে লমরগণ
কৌকিল কর্তৃ ভিতরে ॥
করি চন্দন লেপন, পরেছ পীত বসন,
প্রকাশে কুহুম-বন রজনী অন্তরে ।
তব গমনাগমনে বড়ে মলয় পবন
ভীত হয়ে লীত যায় দূরে ॥

বাহাব—আড়া ।

সুখের বসন্ত হ'ল, সকলের কান্ত এল,
মম শ্রিয়তম বিনে সকলে এল ।
পথিক দেখিতে পাই, বেগেতে ধাইয়ে যাই,
বলি ত এ'ল এ'ল ॥
কোকিলের কুহুরব, শুনি হইয়ে নীরব,
রব প্রাণে কেমনে বল ।
মথি এ সে মনমথ, মনমত করিছে বাণাথাত,
হই ভূতলে পতিত কি বিষম কাল ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

হ'ল যৌবন ভারি আমি আর ত রইতে নারি ।
তরঙ্গী নাহিক তরে বিনে কাণারী ॥
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ, নহি করে অঙ্গ সঙ্গ,
বিনে পতি এ দুর্গতি হ'ল আমারি ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

সাদতেতে প্রাণ সঁপেছি বাহারে ।
জ্যোত কি ত্যজিতে পারি তাহারে ॥
যদি বা কচিং সেই অনুচিত,
আমার কদাচিত চিত না দেয়ে ।
উপজিয়ে মান হই অগ্র মন,
অগ্র অবেষণ মনেতে করে ।

বুকে বা নয়নে নাহি হেরি আনে,
কি জানি কি ক্ষণে হেরেছি তারে ॥

কাফি—আড়া ।

যা'রে হেরেছি নয়নে, তাকি এত্রে জানে,
মন যা' করে আমার ।
হইয়ে আকুল, সদাই ব্যাকুল,
প্রাণ রাখা হ'ল তার ॥
ভাবিলে সেরূপ, হয়েছি যেরূপ,
কিরূপ ক'হিব তার ।
স্বরূপেতে কই, শুন প্রাণ সহ,
তোমা বিনে কে আমার ॥

কাফি সিদ্ধু—আড়া ।

সাধে কি সাধি তেরে গুরে প্রাণ রে ।
না দেখিলে মন যে কেমন করে ॥
মনে কর অপমান, শীতল উষ্ণ সমান,
জলেতে নিভাও অনলরে ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

মন যে কেমন করে কেমনে কহিব কা'রে ।
আমার যেমন মন তার কি তেমন হয় রে ॥
শুনেছি লোকেতে কয়, মনে মন পরিচয়,
তবে কেন নাহি হয়, তাহার আমার তরে ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

মন যে মনের মত হ'ল না আমার ।
নিদ্রয় হৃদয় দিয়ে দহে অনিবার ॥
যারে যত প্রয়োজন, সে না ভাবে শ্রিয়জন,
সে আমার নহে কে হবে আমার ॥

বেহাগ—একতালী ।

বাসনা বাসনা করে ভালবাসিতে যারে ।
সে যদি হয় বিগুণ, গুণাগুণ না বিচারে ॥
আছে লোকমুখে শোনা, পুরণিতে লোহা সোণা,
হতাগনে হেম পরশ করিলে তারে ॥

বাহার—আড়া ।

বিরহ বিচ্ছেদে বাঁচি যদি,
ঝড়রাজ শাসনে সবা ভীত অতি ॥

গেল মান লাজ ভয়, পরাণ হ'ল সংশয়,

কেন বা করেছিলাম এ চার পীরিতি ॥
মলয় পবন বয়, ভ্রমর কোকিল চয়,
সকলে করি বিনয় যত সেনাপতি ।
ম'লে যার ভয় নাই, পড়েছি তাহার সাঁই,
হরে প্রাণে শরাসনে, আঁসি রতিপতি ॥

কাফি—সিদ্ধু—মধ্যমান ।

কোথা হ'তে এলো প্রেম কোথাই বা যায় !
কি তার আকার কেহ দেখিতে না পায় ॥
যেমন জলের বিষ জলেতে লুকায় ।
নয়নেতে বহে জল জ্বালাতন কাঁয় ॥

বেহাগ—তিতাই ।

তুমি যাই যাই করোনা'রে প্রাণ একতাই ।
কত আছে কথা মনে, কহিব তে'মার সনে,
দেখিলে সকলই ভুলে যাই ॥
আগে মোর যাবে প্রাণ, তবে তুমি যাবে হ্রাণ,
কি সাধে বিবাদ প্রাণ চাই ।
শুনিয়ে তব গমন, প্রাণ যে করে কেমন,
সরমে মরমে মরে যাই ॥

কাফি সিদ্ধু—মধ্যমান ।

পরেরে আপনা ভাব, আপন কি পরে হয় ।
যদ্যপি হও আপনা, সদাই থাকে ভাবনা,
কি জানি কি পরে হয় ॥
তবে বল কর কেন, উভয় উভয় জন,
পরস্পর জ্ঞান হয় ।
না করিয়ে বিবেচনা, শেষে অশেষ ঘটনা,
কি হ'ল, অপরে কর ॥

কাফি—সিদ্ধু—আড়া ।

একি অপরূপ মুখ শশধর ।
তাহে শোভে বিশ্বাধর হৃদার আধার ॥
দশনে রেখা অঞ্জলি, আঁধি ধঞ্জলগঞ্জল,
শিরে যেন শোভে বন কেশ অলধর ॥

রাধামোহন সেন ।

রাধামোহন সেন দাস—কারহুলোড়ব। কলিকাতা-কীসারীপোড়ার ইহার নিবাস ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইনি সংস্কৃত ভাষার বিশেষ পারদর্শী হন ; পরে কেবল সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনার জীবন উৎসর্গ করেন। রাধামোহন যেমন সুগায়ক তেমনিই সুকবি, এবং যেমন সুকবি তেমনিই সুরনিক ছিলেন। সংস্কৃত বাতীত পারস্ক-ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। এক সময়ে তাঁহার রচিত গানগুলি প্রায় সকল মজলিসেই গীত ও প্রশংসিত হইত। তাঁহার প্রণীত “সঙ্গীত-ভরঙ্গ” একখানি অমূল্য সঙ্গীত-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। তিনি যে কিরূপ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এই গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। “রসসার-সঙ্গীত” তাঁহার রচিত অন্ততম সঙ্গীত-পুস্তক। ১২৪৫ সালে তাঁহার এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়। চুইখানি সঙ্গীত-পুস্তক বাতীত “অম্লপূর্ণা-মঙ্গল” নামক একখানি পুস্তক ইনি রচনা করেন ; ভারতচন্দ্রের “অম্লদামঙ্গল” প্রভৃতি পুস্তকের সে যে হানি অমায়িক মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তিনি সেই সেই সম্বন্ধে নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জীবিতকালে ইনি এক জন উচ্চদরের কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

রূপক ।

তাঁর গুণ গান কর, ওরে মন-গায়ক ।
পরিণামে ঘাঁর নাম, অতি সুখ-দায়ক ॥
প্রদ্ধা-বীণা বাজাইয়া, ভক্তি রাগ আলাপিয়া,
নাম-সংখ্যা তাল দিয়া, হে সঙ্গীত-নায়ক ॥

হিণ্ডোল—আপতাল ।

হৃদি-কমল-হিন্দোলে দোলে যত্নপতি ।
ললিত ত্রিভঙ্গ্যামে, বামেতে ক্রীমতী ॥
ধ্যান-ডোর-বেড়ি দিয়া, ভক্তি-সুত্তেতে বাধিয়া,
ধীরে ধীরে দোলাইছে, রতি আর মতি ।

পরজ—আড়াতেতাল ।

শশী আর প্রেম, সমান গগন ।
কহিতে বিদরে বুক, চুই দুঃখভের দুখ,
দুয়েতে কলঙ্ক আছে, দোঁহে সদা জ্বালাতন ॥
শশী সিন্ধুমাঝে ছিল, বাড়বানে পীড়িল,
নয়ন-সাগরে প্রেম, নাহিকা-গুণে দহিল ॥
শশী গেল হর-ভাল, সেধা অনলের আল,
মনে পশি প্রেম হলো, মনেরাশুনে দাহন ।
ভাঙ্গিয়া লগটি-বাসে, শশী গেলেন আকাশে,
তথাকারে আসি রাহ, সমধাতুসারে গ্রাসে ॥
মনে থাকি প্রেম হয়, প্রচারাকাশে উদয়,
সেখানে বিচ্ছেদ-রূপ, রাহ করয়ে গ্রহণ ॥

বাহার—আড়াতেতাল ।

তুমি ভাব তোমারে দরশন । ও প্রাণ,
করে নাহি পুরুষে কংন ।
মোরে দেখি এ কারণ, ঝাঁপিয়া বসন,
আপনি হইতেছে গোপন ॥

তড়িং মেঘের কাছে, বারেক যে দেখিয়াছে,
সে তব রূপ কেশ করিয়াছে লোকন ॥
কেবা নাহি শশধর, হেরে নিরন্তর,
তথাপি লুকাইলা বদন ॥

সৈন্দবী—মধ্যমান ।

তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে, সই ।
আমি দেখিতেছি কাছে, উজ্জ্বল মন্দিরে ॥ সই,
মম হৃদয় গগন, শরৎ-শশধর সম সেতন, সই !
আমি কি প্রকারে দূরে সই কহিব শশীরে ।

যে জনার উদরে মম,
বিনাশ হইল মানস-তম, সই !
তিমিরে কি আচ্ছাদিবে তাহার শরীরে সই ॥

ললিত—আড়াতেতাল ।

বিষাদ কেমনে হরে না হইলে বিষাদিত । প্রাণ !
বিরস হেরি তোমারে, হইব কি হরষিত ॥
পিরিতে আমি দর্পণ, তুমি ও আশ্রয়-জন,
যে ভাবে বধন র'রে, নিরখিবে সেই রীত ॥

করি হরিষ বদন, কর বারেক লোকন,
তাহে যদি ম্লান হের, তবে বিপরীত ॥

মোহিনী—আড়াতেতাল।

আমারে দহিতে লাগিল । সই, •
যারা আমাতে জ্বলিল ।
অনল যেমন করে স্ব-ধোনি-দাহন,
তেমতি ইহারা করিল ॥
বিগ্ধে কাতরা হ'য়ে করিতে রোদন,
তার গুন গুন ধ্বনি হ'লো অলিগণ,
উত রব করিলাম পাইয়া বেদনা,
সেই রব—এই কোকিল ॥
বন খাস ভাঙিতে জনমিল পতন,
শোক-পুষ্পের সৌরভে খেদোক্ত বচন,
জনরবে উপজিল কালিমা-কলঙ্ক,
তাই শশধর হইল ॥

মিষ্টিট—আড়াতেতাল।

পাছে মলিন সই, হয় নাথের বিমল বদন ।
শ্রম-রবির তাপ সহিত নায়ে সে,
প্রাণ সই লো সহজে কখন ॥
আমার অন্তরে নাথ সদা বিরজিত, সই,
ভাগ্যে হটিল সখি একি বিপরীত,
বিরহ-শ্রবলানল, সই ! অন্তর করিছে দাহন ।
অন্তর-নিবাসী জন অন্তরে দহিবে,
এই তো আমার এক কলঙ্ক রহিবে, সই ।
আমি মরি, সে ভাবনা আমার নাহি কদাচন ॥

ভৈরবী—আড়াতেতাল।

যোগ—বিয়োগ, দুই রবি-শশী-রূপে চরে ।
পিরীতি-স্বমেধ-গিরি, বেড়ি প্রদক্ষিণ করে ॥
যো-রবির উদয়ে, সূর্য-দিবা প্রকাশয়ে,
বিয়োগ-শশীর বারে, দুঃখ-রজনী সঞ্চারে ।
এরূপ কাল-যাপনা, ইথে কি দুঃখ-শোচনা ?
দিবাশি পুনঃপুনঃ, হয় ঝার পরে পরে ॥

বেহাগ—আড়াতেতাল।

বাইবার কালে কি আমার জ্ঞান ছিল ।
তোমারে ভাবিয়ে মনে, বিনোদিনী চেতন হরিল ॥

তোমার অনুমতি লব,
মনে এই অনুভব, ও প্রাণ রে।
শোক আর রোদন মিলি, ভুলাইয়া দিল ॥

কাফি একতাল।

কেমনে বল তুমি মম জীবন
তুমি আমি এ প্রভেদ,
ও বিধুবদনি। আছে ত এখন ॥
দেখ পিরীত প্রকাশ, কুহুম আর সুবাস,
এক তনু ভিন্ন গুণ, এক দরশন ॥

মালকোব—আড়াতেতাল।

সে দেশে এখন, ওহে গুণমণি, করো না গমন
তব প্রেমসৌর আদেশে,
আইলাম আমি, করিতে বারণ ॥
দিনে তিন রূপে রবি ভ্রমিয়া গগন,
যাভাবিক তাপে সবে করয়ে দাহন,
পুনঃ আর ঝার হয়,
নিশিতে উদয়,—প্রচণ্ড তপন ।
পবনের সনে গিয়া মিলিল অনল,
কোকিল ভ্রমরগণ উগারে গরল,
একে সে জ্বলিছে ইথে,
তুমি কি যাইয়া হবে জ্বালাতন ॥

মালকোব—আড়াতেতাল।

হয় সে দাহন, সই,
আমি করি প্রেমসৌর স্মরণ ।
তাহা না বুঝিয়া প্রিয়া—
উদ্ধাপনে দোষ দিল অকারণ ॥
নিশিতে তপন কেন উদয় হইবে,
পবনের সনে কেন অনল মিশিবে,
কোকিলে আর ভ্রমরে বা
করিবে কেন গরল বমন ॥
বিরহ-অনল হয় বিয়োগ-পালিত,
আমার অন্তরে আছে সদা প্রজ্বলিত,
সে অনল মাঝে তারে,
ধ্যানের প্রভাবে, আনিল যখন ॥

মালকোশ—আড়াতেতাল।
শুধু নয়ন শ্রবণ থাকিলে কি হয় !
মন যার—নাহি তার,
ওলো সহচরি! কিছুই কিছু নয় ॥
শরীরে কি সংজ্ঞা আছে, মনো যে নাথের কাছে,
যে সংযোগে দেখি শুনি, সে যার নিদয় ॥

মলতানী—আড়াতেতাল।
ওলো প্রাণসাগি,
নাথ আসিয়াছে বুঝি মোর কাছে ।
তা নহিলে পুরে কেন,
কৌতল উজ্জ্বল হেন, তম হরিয়াছে ।
সেই সুমধুর স্বর, শুনিতেছি নিরন্তর,
সেই নিশ্বাস শরীরে লাগিতেছে ।
পেয়ে সে অঙ্গের স্মরণ,
ব্যাকুল আমার প্রাণ, আর হইয়াছে ।
কিস্ত না হেরি সে জন, নাহি পাই অবেষণ,
ধরিতে না পারি তাকে, উত্তর না দেয় ডাকে,
লুকি রূপে আছে ॥

মলতানী—আড়াতেতাল।
ওরে বিনোদিনি, কারে বল কান্ত, আইল বদন্ত,
হের শরীর কিরণ,
ভাব নাথের আগমন, কেন হেন ভ্রান্তি ॥
কিন যে মধুর রব, কুহরে কোকিল সব,
ঝঙ্কার করিছে যত অলিগণ,—
য হারে পবন মান,
সে মলয় পবমান, বহে অবিশ্রান্ত ।
অকুল কুহুমচর, হৃগন্ধে আমোদ হয়,
অঙ্গের দৌরভ তাহা জ্ঞান কর,
সেই ভাবনাতে রবে, সদাই ব্যাকুল। তবে,
কবে হবে শান্ত ॥

ভৈরবী—একতাল।
মের কথা, সই, এমন অরি—
না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি ॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে ছদি, অনলের তেজ সে ধরি ॥

কিঞ্চিৎ কহিতে যার, কি কব যাওনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি ॥

মলতানী—আড়াতেতাল।
কেন ভুরু-ধনু টান, হানিবে কি প্রাণ ?
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি, করিছ সন্ধান ॥
শুন হে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি,
কেবল আমার বদনে, কুরঙ্গ-নয়ন ॥

কিঞ্চিট—আড়াতেতাল।
মনের নয়নে, ও সই, মজা-লে আমারে ।
দেখিতে না চাহি যারে, সে দেখে তাহারে ॥
না হেরি যার বদন, না করি যাহার ধ্যান,
সে জন উদয় সদা, মানস-আগারে ॥

মলতানী—আড়াতেতাল।
পড়িয়াছ রূপ-কঁাদে, পিরীতি কাননে,—
বধিবে কি বিহঙ্গম কপট নিষাদে ?
হায় রে আমার আঁখি, নর্তক খঞ্জন পাখী,
বন্ধনে পড়িয়া আজি, গণিছে প্রমাদে ॥

পরিয়া-ধানশ্রী—আড়াতেতাল।
পুরুষ যেমন পারে, নারী কি ভেমন ?
সদা এক মনে নহে, প্রাণ, প্রেম-আলাপন ॥
নিদর্শন অলিকুলে, নাহি বসে এক ফুলে,
নবপ্রেম নিতি নিতি, নতন যতন ॥

ভৈরবী—আড়াতেতাল।
ভুলালে প্রথমে রূপে এ হই নয়নে ।
বন্ধন করিল গুণে, ক্রমে ক্রমে মনে ॥
নহিলে মোহিত কেন, থাকিবে সদাই হেন ?
করিল মোহন যোগে, আবৃত চেতন ॥

বেহাগ—তেওট।
যদি স্ববিষয়, প্রাণ, জানিতে পারিতে,
পরেরে মজাইতে না ।
প্রেম-জনন সম্পদ, ও বিধুবদনি, তব শরীরে উদয়
হুশীলতা হৃদীরতা, স্নেহ-করণা মমতা,
যে রূপ কিরূপে কব, দেখিলে বোধ সে হয় ॥

লহ মম আঁখি মন, লোকন-বোধ কারণ,
অখনি আপনি লবৈ, আপন প্রেম-আশ্রয় ॥

দেবী—আড়াতেতাল।

দেখ প্রাণনাথ, পলক বাদ সাধে ।
নহিলে নয়ন ভরি দেখিতাম মনের সাধে ।
একে তব রূপ-দানে, তুষিতে নারি নয়নে,
তাহাতে ব্যাঘাত আর, না জানি কি অপরাধে ॥

সোহিনী—আড়াতেতাল।

বেগে আসিতেছে মগন সহ, নহে বসন্ত কখন ।
তার পাছে পাছে রতি কহিছে বিনয়ে,
না বধ না বধ ভীষন ॥
নৃপূরের বনবনি ভ্রমর-ঝঙ্কারে,
গর্জনে বিনয়ে দু'য়ে কোকিল-ভঙ্কারে,
আমোদিত করিয়াছে অঙ্গের সৌরভে,
কোথা মলয়ের পবন ॥
অভিশয় প্রভাষিত করি দরশন,
শলী বলিছে, সখি, তা নহে কখন,
উদ্ধ করি আনিতেছে হুশাগিত অদি,
আমাকে করিতে ছেদন ॥

ভরবী—তেওট ।

শলীর সহিত অরুণ,—প্রাণ, হইল উদয় ।
মুখ হৃদয়কর তব,—প্রাণ, রবি ছবি আঁখিবয় ।
মম হৃদয়-কমল, কোন্ ভাবে থাকে বল,
কেমনে মুদ্রিত রয়, কিসে বা প্রফুল্ল হয় ॥
বুঝি আমার মন, এই কালে নিরুপণ,
নিশিদিগি এক-ময় কালরূপী এ সময় ॥

কাফি ।

শলীকে দিয়াছি রবি—যেন মুকুতার হার ।
হেরি চকোরের হৃদি—হতেছে বিদার ॥
মান-তপন-প্রতাপে, কোণ-হতাশন তাপে,
বিন্দু বিন্দু ষামিয়াছে—বদন তোমার ॥

বিভাস—আড়াতেতাল।

চান্দে সে বিপরীত, যা তোমার সুললিত ।
জাহার তুলনা কেন, ওঁলা বিনোদিনী
দিব তোমার সহিত ॥

তাতে যে কুবঙ্গ-অঙ্ক, সে তো কেবলি কলঙ্ক,
তব নয়ন-হিলোলে মুগ-চিহ্ন শোভিত ॥
হইলে তার উদয়, কমল মুদিত হয়,
তোমার উদয়ে হৃদয়-কমল বিকশিত ॥
যামিনীতে জ্যোতি তার, তাহে দ্রাস-বুদ্ধি সার,
তব জ্যোতি এক সম,—দিবা নিশি স্থগিত ॥

গৌরী—আড়াতেতাল।

প্রেম নামে আছে এক পুরী মনোহার,—
প্রাণ !—সে অতি সুখকর ।
দ্বার—ফুল-শরাসন, ফুল-শরে আবর্তন,
দ্বারী তার পঞ্চশর ॥
কোকিল ভ্রমর শিবী চকোর চাতক,
নীরদ কুহুম শলী এ পরিচারক, প্রাণ ।
বিচ্ছেদ বিষাদ বাদ, মান মোন হৃদিবাদ,
এ সকল শোভাকর ॥
মনের নিকটাবধি আর সে পুরীতে,
মিলনে মিলনপথ-পাইবে দেখিতে প্রাণ ।
হেনপূরী মনোলোভা, তবে হয় তার শোভা,
তুমি যদি বাস কর ॥

পূর্ববী—আড়াতেতাল।

কটাক্ষে মরি গুলে, কটাক্ষে ওরি আমি তোমার
এ আঁখি যেমন, না দেখি এমন, কখনে কার ॥
বিষদৃষ্টে একবার, জীবন কর সংহার,
আর বার চাপ, হৃদয় বাঁচাও, সে অনিবার ॥
মরণ জীবনামার, বস তব বাসনার,
যেন প্রাণ থাকে, কি কব তোমাকে অধিক আর ।

গৌরী—আড়াতেতাল।

প্রেম-সিন্ধু-মথনেতে, এই উপার্জন প্রাণ,
কি কেবলি যাতন !
মন্দর মনে আমার, অনন্ত গুণ তোমার,
মদনের আকর্ষণ ॥
উঠিল কলঙ্ক-শলী গঞ্জনা-মাতঙ্গ,
উঠে লোক-লাজৌষধি চমক-তুরঙ্গ প্রাণ ।
চিত্তরূপ পারিজাত, উঠে দুঃখ-শাখা-সাধ,
কোথা করিব রোপণ ॥

উঠিল কলসনা চকলতা বেশে,
উপজিল সুখ-সিদ্ধ সুখার আবেশ,—প্রাণ ।
উঠিল বিচ্ছেদ শেষে, বিষম বিষ-বিশেষে,
দহে শরীর-ভুবন ॥

মালকোশ—ত্রিষ্ট ।

এলন্ত হইল রাজা, সেই, ছয় রাগিণী রাণী ।
হুলজ জলজ কুহুম-কনন মাঝে রাজধানী ॥
শোভাকর শশধরে, শিবীগণে ছত্র ধরে,
নৃত্য করে খজন, গুঞ্জরে গান গায় মধু মানি ॥
মন্দ মলয় মারুত, হ'য়ে মন্দগতি দূত,
নগরে নগরে, প্রতি স্বরে বরে, কহে এই বাণী ॥
কি কুমন্ত্রী পকশর, কু-কোকিল নিশাচর,
কিরিতেছে বিরহ-ছল চাহিয়া, হয় কি না জানি ॥

ভৈরব—আড়াতেতাল ।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী ।
ভষা করিবারে পুন, ওহে শ্রাম হে,
বিপ্লু-রতিপতি ॥
রাগ-ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলু-খালু বসনেতে, নগনা যুবতী ॥
বেণী—জটাজুট মত, প্রাণ-বিষ কর্তৃগত,
বিষাদ-বিভূতি মুখে,—মাখিয়াছে সতী ॥

রামকলী—আড়াতেতাল ।

আমার এ তনু—যন্ত্র ।
যে বোল বলিয়া বাজাইয়াছে, শ্রাম ।
হলো তাই মন্ত্র ॥
সুখ হুংখ খেলাফাদ, মালন্ত মোহ বিষাদ,
এই সাত হুরে তিন গ্রাম, তিন নাড়া তন্ত্র ॥
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই ।
কি রাগে বিরাগ হে করিলে, এ কেমন তন্ত্র ॥

রামকলী—একতাল ।

শ্রামের গুণ সেই, কেন কর গান ।
মিশায়ে শ্রেম-রাগে, বিচ্ছেদীয়-তান ॥
বিহারীয় ক্রিয়া-কাল, বিষয় বিলাস-তাল,
বারে বারে দিওনা এ, 'হায়-হায়'-মান ॥

বিগুণের অগুণ গীত, কর বিরাগে মিলিত,
তবে আর হবে না সে, রাগ মূর্ত্তমান ॥

জগকলী—আড়াতেতাল ।

কেও বুঝে না সেই, শ্রেম-পরিচ্ছেদ ।
সবে বলে শ্রাম সনে, করিতে বিচ্ছেদ ॥
শ্রাম-শ্রেমে বাধা রাখা, রাখা শ্রামজের আধা,
তবু পাণ লোকে করে, অভেদে প্রভেদ ॥

জগকলী—আড়াতেতাল ।

নয়ন সদাই ডাকে রূপের ইঙ্গিত-বিধান ।
কে বলে পলক পড়ে সেই, পালট-প্রমাণে ॥
যে দিগে যখন চায়, শ্রাম-রূপ দেখিতে পায়,
ইহাতে রূপের গতি, হৃচকল মানে ॥
তাহে এই করে ভয়, পাছে রূপ অন্তর হয়,
তেজ তেজ মিলিয়াছে, তাতে নাহি জানে ॥

দেওমাক—ভৈরব ।

ওলো নিত্য সখি, বল দেখি,
নারী-বধের ভাগী কে হইবে ।
একেবারে সপ্তরথী করিছে প্রহার,
একাকিনী রাখে কেমনে বাচিবে ॥
হুরাচার অহঙ্কার নিদ্রয় হইয়া,
বাধিয়াছে শ্রীমতীকে কোপ-লতা দিয়া,
কাম হানে ফুল-বাণ, শশি-কর শেল,
পিক-স্বর শর কিসে নিবারিবে ॥
কতনাথ করে কাল-করবাল-পাত,
সমীরণ করিতেছে গতি বজ্রাঘাত,
কুহুম দৌরভ শূল করিছে ক্ষেপণ,
এরূপে অবলা নিতান্ত মারিবে ॥

ষট—ত্রিষ্ট ।

মম জন্ম-কমল মাখ, দেখ বিকসিত ॥
মানস-গগন-দেখে, তব রূপ অরুণ-বেশে
হয়েছে উদিত ॥
হুংখ-নিশি পোহাইল, সুখ দিবা প্রকাশিল,
আগিল জীবন ।
তোমার গুণ-ভ্রমর, মরমে করিয়া ভর,
গুঞ্জে ললিত ॥

এমন যে দিনকর, অন্তর হতে অন্তর,
কি জানি বা হয় ।
এই সে কারণ তার, এ হুই নয়ন-দ্বার,
করিলাম মুদিত ॥

ক.লাংড়া—চিমে-ভেতাল।

সলিলে ডুবিয়া কেন, কুমুদ-নয়ন ।
কহ বিনোদিনী রাধে, ইহার কারণ ॥
একবার প্রাণেখরি, এই অনুমান করি,
বুঝি অন্তাচলে শলী, করিল গমন ।
আর বার মনে লয়ে, তা হলে অরুণোদয়ে,
প্রফুল্ল হইত তব, কমল-বদন ॥

ভেটিয়া—কাপড়াল ।

সাধিছ রাধে ! গুরু মান ।
তবে বুঝি রহিল না তব মান ।
মানিনী হইয়া যোবা হয় মানিনী,
মান-ব্রাহ্ম-মুখে তার মান-শলী সমাধান ॥
পরিহার-কুলে মাধি মিনতি-চন্দন ।
রসনা পুরিয়া তোমায় করিলাম অর্পণ,
অগৌরব-কুপে তাহা ত্যাগিলে তুমি,
অবশের দ্বারে তার নাহি লইলে দ্রাণ ॥
আমার সাধনা তব চরণে ধরিয়া,
তুমি অ ছ মানের পদ সার করিয়া,
সাধনীয়া হবে কোথা মম সাধনে,
তা না হয়ে, হলে রাধে, সাধিকার সমান ॥

হুহা—গওয়ারি ।

একি অসম্ভব তব, যৌবন-সলিল প্রাণ !
ভূগের সমান, ভাসিছে পাষণ,
পাষণের মত তুণ, মগন হইল প্রাণ ॥
প্রের্যসি : তোমায় কুচ-গিরি বলি যায়,
অনায়াসে ভাসিতেছে লাভবর প্রাণ,
তব কলেবর, কেমন সাগর,
অধীনের মন-ভূণ, তাহাতে ডুবিব প্রাণ ॥

মজকোশ—ত্রিষ্ট ।

কি হেরিলাম অপরূপ যমুনার কূলে সই !
ঐ দেখ দাঁড়াইয়া কলসের মূলে সই !

মব-জলবর শ্রাম, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমাঠাম,
নয়ন নাহিক ফিরে, মন নাহি ভুলে সই !

মালকোশ—ত্রিষ্ট ।

অক্ষি-মন গেল গেল, চল ফিরে ধরে যাই,
আমি কুলবতী নারী, কুলের গৌরব চাই ॥
ইতে যদি প্রাণ যায়, হুঃখ নাহি ভাবি তায়,
কুল পাছে মজ্জে, সধি, এই বড় ভয় পাই ॥

গৌর-শারঙ্গ—আড়াতেতাল।

সকলি চকল সই, কহিও মাধবে,
তাহারি বিরহে ।
কেবল আমার মন, লয়ে তাঁহার শরণ,
হলো অচকল ॥

এই দেখ করের ককল,
বাহুমূলে করিছে গমনাগম,
বাস, বকনে রহিয়া, তবু পড়িছে ধসিয়া,
ধরাতে অকল ॥

স্থান ত্যাগিয়া এ জীন,
ওঠের সহিতে সে করিল মিলন,
এই অভিপ্রায় তার, না বাইবে পুনর্বার,
হৃদয়-অকল ॥

গাধার—একতাল।

প্রাণনার্থে-নিশিনাথে সই, সমান যে গণিলে ।
কায় কিবা গুণ-গুণ সই, কিসে কি বুঝিলে ॥
শশি-দরশন-ছলে, বিচ্ছেদ-সাগর উথলে,
স্রোত বহে নয়ন-যুগলে :—
সে সিদ্ধ স্তবাক, শ্রামে বারেক হেরিলে ॥

হারা-মট—আড়াতেতাল।

অবশে যে অঙ্গন,—হে মনোরঞ্জন !
মম হৃৎ-তরু শাখা,—প্রাণনাথ !
কে করিলেক ভঞ্জন ॥

সু-রঙ্গ সুপরিমল, সুমধুর বিষফল,
ধাইল মধুর তারে, কায় নয়ন-খঞ্জন ॥

বাগেজী—আড়াতেতাল ।

হৃৎথের আকার—হরি হে ! করিব স্বজন ।
না হলে সাকার-ময়, ধ্যানে বৈলক্ষণ্য হয়,
বিচলিত মন ॥
ভাবনা আকাশ ময়ন-জল,
ধৈর্য্যতা-দ্রবী, মনের অনল,
সবন-খাস-মাকুত, এই পক্ষে পক্ষভূত,
করিয়া স্থাপন ॥

বাগেজী—আড়াতেতাল ।

হৃৎথের শরীর সঞ্চরে, মিলনে তোমার ।
শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ, সৌরভ—এ পক্ষ রূপ,
পনভূত তার ॥
তব হৃৎথের মধুর ধ্বনি,
তাহাতে শ্রেয়সি আকাশ গগি,
কৃৎ ধরাধরোপরে, ধরণীর ধ্যান ধরে, হৃৎথ আমার
তব রসনার সরস জল, রূপের কিরণ-রূপ অনল,
সমীরণ অনুভব, অঙ্গের সৌরভ,
বহে অনিবার ॥

লগিত—টিমে-তেতাল ।

সহে না প্রাণে আর, রিপুব অহঙ্কার । ।
হৃৎথের মনসি প্রাণসখি, করিছে ধনু টঙ্কার ॥
ফুল করে উপহাস, কহিয়া সৌরভ-ভাষ,
পাইয়া সহায়-বল, মধুকরের বাক্যর ॥
এখন না এলে হরি, এ বিপদে কিসে তারি,
ওই জন জন জন, কোকিল ছাড়ি হঙ্কার ॥

বেলায়ল—আড়াতেতাল ।

বিরহ-অলে ওহু, হলো তো ভ্রমের রাশি ।
তাই আরাম-রূপে, সমীরণে সন্তাপি ॥
এ রূপে মরি মরিব, ও মৃৎধবে পাইব,
সে তো কোন মতে সখি, সদয় হলো না আসি ।
যদি বায়ুসখা হয়ে, এ ভয় কিঞ্চিৎ লয়ে,
দেয় শ্রামের শরীরে, এই, মন-অভিলাষী ॥

টিমে—ধিমা-তেতাল ।

তুমি হৃৎথ লেহ তাহে, হৃৎথ নহে নিয়ত ।
তোমাকে নিদ্রা বলে, শ্রাম হে
এ হৃৎথ অবিরত ॥
হয়েছে গোপীগণের জিহ্বা শরাসন,
তাতে শর-সম তব কুশো-বচন, হে শ্রাম !
সতত সন্ধান করে প্রাণে, প্রাণে হে,
প্রাণে তা সবে কত ॥

দেওগিরি—আড়াতেতাল ।

মরিলে—শ্রামেরে যেন সহি, পাই তা করিও ।
পক্ষভূত স্থানে স্থানে, বলি যেখানে যেখানে,
মিশ্রিয়ে রাখিও ॥
যে সলিলেতে দেখিবে, মাধব কেলি করিবে,
এ সলিল নে সলিলে প্রদান করিও ॥
যে পথে গমন তার, পৃথিবী-ভাগ আমার,
তথা মিলাইও ॥
যদি সে আমার তরে, হৃৎথের করাঘাত করে,
তখন আকাশ রেখো হৃৎথ-উপরে,—
চামরে রেখো পবন, তেজ-ভাগ হৃৎথের,
মুহুরে সঁপিও ॥

বেলাগ—আড়াতেতাল ।

কে জানে কেমনি তব, রূপে, আশ্রয়ের গুণ ।
নাশক হইল সখা, এ এক দারুণ ॥
অকণাকি চন্দ্রনন, তাহে কোপ-ভতালন,
তখাচ বিষাদ-তম, বহিছে দ্বিগুণ ॥
আমারে তে একজন, আশ্রিত-গগনে গণ,
তবে কেন মম প্রাণে, দহে কোপাঙ্গুল ॥

বেলাগ—আড়াতেতাল ।

তোমার শ্রীমতী ভয়রাশি হইল হইল ।
কৃত, মদন, বিচ্ছেদ, সমীরণ, শলী,
এই পাঁচে মিলি দিলিল ॥
এ ঋতু সে শ্রীমতীর মনে কুণ্ড নিরমিল,
মনমথ, শর-ভৃগু দিয়া তাহা সাজাইল,
বিচ্ছেদ, অপন মত সময় পাইয়া,
বিরহ-অনল জালিল ॥

সখা-ভাবে পাথকে, পবনে আলিঙ্গন দিল ।
তাহাতে তারো আর বিগুণ গৌরব বাড়িল ।
প্রজ্বলিত করিবারে অনিবারে তার,
শশী, হৃদা-হৃত ঢালিল ॥

দেবী—আড়াতেতাল।

শ্রাম, ভূমি ননদন, মম হৃদয় গগন ।
তবে তাহাতে উদয় হও নাহি কি কারণ ॥
চাতকিনী মম মতি, হুরায়ে কাতরা অতি,
পুরাও তাহার আশা রম্যমতি !
করুণা-রূপ সলিল, কর কণা বরিষণ ॥

কাষণ—একতাল।

আসিয়া কাননে, শ্রাম অগ্না সনে,
হারালে চাহনি ।
যে দেখি তোমার, বুঝি আর-বার,
হারাও বা চারু চলনি ॥
তব নয়ন-হিস্রোল করিয়া হরণ,
ঐ দেখ কুরঙ্গ করিছে পলায়ন,
হেন দুঃখ-রীতি, বারেক দেখিতে,
এ সময়েতে বহুমণি ॥
কলহাস্তরিতা হয়ে ত্যজিলে সে মনে,
ইবে কাতরতা-ভাব হলে অগ্না সনে,
ভবন ভবন, করিলে ভ্রমণ,
জঁইরেও না গাইলে, ধনি ॥

কেশরা—একতাল।

আমি নারী, হর নহি, শুন হে মদন ।
বিনা অপরাধে বধ ব্রাহ্মণ জীবন ॥
পরাজয়-রূপ যদি চাহে তথিবারে,
যাহ তব বধের সঙ্গ ॥
হারে কি বুঝিলে কবী, বেণী জটাজুট,
নৌলয়ণ-আভা কর্তে, নহে কালকূট,
ললাটে চন্দন-কিশু-সিন্দূর দেখিয়া,—
মানিলে কি চন্দ্র-হতাশন ॥
বিদ্বহ-সম্মাপে মোর ধরায় শরন,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ তাহারি কারণ,
তাহা না বুঝিয়া ভূমি রানের প্রভাবে,
তাবিরাছ বিভূতি ভূষণ ॥

মাগন্ধী—আড়াতেতাল।

এ বেশে বসিয়া বসিয়া কেন,
চিন্তা-রূপ তরুতলে ।
মানেরে ভুলালে বুঝি রাধে,
কলহ-কৌশল ছলে ॥
রোষ-রূপের চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলকাবলি, শ্রম বিনা শ্রম-জ্বলে ॥
মুক্ত-কুন্তল-ভার, তাহে ভূষা রজ-সার,
বিষাদ-বসনারূত, হেরি বদন-কমলে ॥

পুরী ধানী—আড়াতেতাল।

মান-সরোবরে রাধে, নিশিতে কি প্রয়োজন ।
এ জলে কি নিবে জালা, বিগুণ জ্বলে মন ॥
রোদিন-কুমুদোপরে, খাস-ভ্রমর গুঞ্জরে,
সেই ছলে ভ্রম-শর, হানিবে শ্রম-মদন ॥
দেখহ উভয় ভাগে, কোক-বধু কোক আগে,
ভাবনা-বিষাদ-রূপে, শোক-কূপে নিমগন ॥

কানড়া—আড়াতেতাল।

না হ'তে পতন তরু, দাহন হইল আগে ।
মরণের দোষ-গুণ সই, আর ভার নাহি লাগে ॥
দুঃখ-রূপ ত্রণ দিয়া, চিন্তা-চিতা সাজাইয়া,
আগনি বিচ্ছেদানল, প্রজ্বলিত অনুরাগ ॥

বারোয়া—জিহত।

শ্রাম যদি আমারে নাহি চাহে, তাহে কি বহিবে ।
আমি তো শ্রামের চাহি,
গুলা সই, শ্রামে কহিবে ॥
সে তাহার আগে চরে, আমার অন্তরে চরে,
ন, শ্রাম-রূপ পেয়ে স্থির রহিবে ॥
তবে বিনা নয়নে, বাহ বিচ্ছেদ-কারণে,
সবনে স্বনের মত, বারি বহিবে ॥

ইমন-কেশরা—খামার।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে ।
মানস প্রবেশে বোধ, নাহি লয় চিতে ॥
শ্রাম,—শ্রাম-রূপ তব, মনোহর হৃদাণব,
মাধুর্য্য-মাদক-রূপে, প্রণত আখিতে ।

ধানী—আড়াতেতাল ।

বিচ্ছেদ-ভরস মূলে, কেন গো রাধে,
করিছ রোদন ।

বল দেখি, বিষবৃক্ষ, কে করে সেবন ॥
পাইয়া নয়ন-জল, মুঞ্জরিবে নবদল,
ফলিবেক দুঃখ-ফল, বিব আস্থাদন ॥

আসারী—ত্রিট ।

বসন্ত উদয়, প্রাণসখি, আমার অন্তরে ।
প্রফুল্ল হইল, সখি, বিবাদ-কুহুম,
অনঙ্গলতা মুঞ্জরে ॥
বিচ্ছেদ-মলয়গিরি, বিরহ-পবন,
মন্দ মন্দ গতি তাহে বহিছে সন্ধান,
কুহরে খেদ-কোকিল, মাতি শোক-আমোদে,
রোদন-ভ্রমর গুঞ্জরে ।

যেই প্রেম-শশী ছিল সদয় তখন,
বসন্ত-সামন্ত হয়ে দহিছে এখন,
অধিক ইহাতে আর হৃদয়-কমল,
দলিছে দুঃখ কুঞ্জরে ॥

পুরী-আসারী—আড়াতেতাল ।

যাবে বাণ্ড শ্রাম হে, ক্ষণেক রহিয়া ।
নিভান্ত ঘাইবে যদি, আমারে দহিয়া ॥
করিয়াছ সমিভ্যারী, হৃথ মন চুই আমারি,
ঘাইতে নিষেধ তিনে, 'কত্র হইয় ॥
নৈরাশ-বচন দিয়া, আশা প্রবোধ করিয়া,
জীবনের সঙ্গে দিব, চড়ার করিয়া ॥

ললিতা-গৌরী—আড়াতেতাল ।

পিরীতি-বারণ করিছে দলন ।

অক্লান্ত তোমার করে, শ্রাম হে, কর নিবারণ ॥
সরোবর মম কায়, ঘোবন সলিল তায়,
মান-বশ-লাজ-ভয়, কমল-কানন ॥
মন নাল, প্রাণ মূল, বুরি তা হলে নির্মূল,
কি দিয়া তুবিব আর, ওহে, তব মন ॥

নটনারায়ণ—ত্রিট ।

অনলে সলিলে প্রাণ লহে সমাধান ।
আর মরণের সখি, আছে কি বিধান ॥

যদি হত্যাশন আলি, তাহাতে শরীর ঢালি,
নির্বাণ করয়ে আঁধি, করি যারি দান ॥
ভ্রমে সঁপিলে শরীর, মনোমি শোথয়ে নীর,
মারে না, মরিতে দেয়, মনোক্ষি সমান ॥

মল্লারী—আড়াতেতাল ।

পাইয়া বিরহ ছল, কেন বাদ সাধিছে সই !
পিরীতির উদ্দীপন, ছিল যাহারা তখন,
এখন তারা দহিছে ।
শশী ক্ষরে খর কর, অনিল, অমলতর,
কুহুম-হৃগন্ধ শূল হালিছে ।
অলি কহে গুণ, অগুণ, তাহে কোকিল দারুণ,
কত কুখ্যা কাঁহিছে ॥

নারদ-সতমারী ।

সকল বিরূপ সখি, বিচ্ছেদ-কারণ ।
বিরহের আদেশ লয়ে, শশী এলো রবি হয়ে,
চন্দন হলো গরল, করিছে লেপন ॥
অগুরু মাধায়ে দিলে, এ হেন কুহুম-হার,
যেন কণ্টকপ্রায় হৃদে ফুটিছে আমার ।
মন্দ মন্দ সমীরণ, করিছে বস্ত্র-ক্ষেপণ,
হয়ে নীল-বাস, করিছে লেশন ॥
ভূষাইয়া দিলে, সখি, বত রতন-ভূষণ,
জ্ঞান হয় আলিয়া দিরাছে দেহে হত্যাশন,
কোকিল-ভ্রমর গানে, বাণ হেন হানে কানে,
এ যন্ত্রণা হ'তে ইবে কুশল মরণ ॥

জরোত্তরী—আড়াতেতাল ।

হইলাম না শ্রাম, কেন আমি, তোমার স্বরূপ ।
যারে বে তাবে, সে হয় তাঁর অস্বরূপ ॥
নিদর্শন দিব্য মান, নিশি করে শশী ধান,
প্রকাশিয়া নিশিপতি, যেন নিজ রূপ ।
বুঝি, তোমার সাধনে, করেছিলাম বিধা মনে,
কিন্তু ভূমি অধীনীরে, তাঁকিলে বিরূপ ॥

শঙ্করাচার্য—আড়াতেতাল ।

অরুণে কলক ইবে, হইল ঘটন ।
চাণ্ডেতে কলঙ্ক আছে বিধির ন্যসন ॥

প্রেম-রূপ দিনকরে, বিচ্ছেদ-কলঙ্ক ধরে,
 লাজে হৃদি কমলের মলিন বদন ।
 তাহু হলো কলঙ্কিত, দিনে কমল মুদিত,
 হুংখ-কুমুদিনী হাসে এই সে কারণ ।

সম্পত্ত—আড়াতেতাল।

চকল হইল অচকল, তোমারে হেরিয়া ।
 চকলতারে রাখিল ও-রূপে ঘেরিয়া ॥
 দেখ এ চকল আঁখি, রহিল নিমেক রাখি,
 পলক-বিচ্ছেদ সনে বিচ্ছেদ করিয়া ।
 তাজিয়া বিচিত্র গতি, তোমাতে রহিল মতি,
 দেখাইতে পারি ভুরু-মাঞ্জে বদারিয়া ॥

সামন্ত—আড়াতেতাল।

কারে বল রজনী, সজনি লো,
 ও যে কাল-ফণি ।
 বিরহিণী গ্রাসিতে আনিতেছে, গ্রাসি দিনমণি ॥
 হেরি অতি দৌণ্ডিমুন, করিছ যা শশিঞ্জন,
 তা আনিও নিতান্ত গগনেতে, রাখিয়াছে মণি ॥

হারী—রূপক ।

পিরীতে এই করিলে, বাধিত এ হুংখ-ঝণে ।
 কত নয়নের নীরে শ্রাম, শোধ দিব কত দিনে ॥
 হুংখিনীরে হুংখ-ধার, দিয়া কে পেয়েছে আর,
 কি আশ্বাসে এ বিবাস, হইল হুংখ-বিহীনে ॥

জয়জয়ন্তী—ত্রিষ্ট।

হে বিরহানল, আমার আঁখিরে রাখিও,
 আর সকলি দহিও ।
 হিংমাংস-বদন তার, নয়নেরে একবার,
 দেখিবারে দিও ॥
 নাসিকা, রসনা, আর হৃদয়, শ্রবণ,
 একেবারে সবাকারে করিও দাহন,
 শ্রামের বিচ্ছেদ-বণে, মন-জীবনেতে আগ্নে,
 আহতি লইও ॥

সিদ্ধুরী—আড়াতেতাল।

কমল কোমল অতি, কেমনে বলিলে ।
 সম্ভব হইত যদি, থাকিতে সলিলে ॥

কমল নয়ন তব, কটাক্ষ-বাণ উদ্ভব,
 সেই শরে আঁখি ভেদি, মনেরে দলিলে ।
 কুচ কমল-আকৃতি, কিন্তু কঠোর প্রকৃতি,
 ঙ্গণ-গ্রাহকেরে কেন এ রূপে ছলিলে ॥

বড়হংস—একতাল।

ইন্দীবরে প্রভাকরে হলো এক অঙ্গ ।
 আঁখি নীলবরণ আঁখি সুরঙ্গ ॥
 তব আঁখি-ইন্দীবর, তাহে রঙ্গিমা ভাস্কর,
 মিলনে বাড়িল রাধে, রাগের তরঙ্গ ॥
 যে করিল এ ঘটনা, তার পুণিল কামনা,
 লাজে শোকে অচেতন, মগ মনোভঙ্গ ॥

পরজ—আড়াতেতাল।

হাসিতে হাসিতে কেন করিছ রোদন,
 ওহে শ্রাম হে !
 সরস বিরস, একত্রে ত'রস,
 বিসে হইল মিলন ॥
 যদি বল রমানাথ, পলক-হস্তপাত,
 এতো নহে বিচ্ছেদের পরেতে সাক্ষাৎ,
 তা হলে কখন, হয় না এমন,
 মুদিত হুই নয়ন ॥

পরজ—আড়াতেতাল।

মম নয়ন নীরদ করে বরিষণ,
 ও বিনোদিনি !
 মুকুরে বদন, করিছ লোকন,
 তাহা করিতে মলন ।
 রাধে, তব মুখচন্দ্র-মণ্ডল-দর্পণে,
 এইরূপ দেখিলাম মানস-গগনে,
 চন্দের মণ্ডল, হইলে নিশ্চয়,
 বারি বরিষয়ে ঘন ॥
 নয়নে সদয়া তুমি হলে এক বেণে,
 তাব প্রকাশ করিলে মানসের দেশে,
 এই সে কারণে, আনন্দে নয়নে,
 প্রেমধারা বহে ঘন ॥

গোবিন্দ অধিকারী ।

হুগলী জেলার (খানাবুল-কুমলগরের সরিকট) জাদিগাড়া গ্রামে অসুমান ১২০৫ সালে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম হয়। ইনি বৈরাগী কুলোত্তব। বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ইনি সামান্ত লেখাপড়া শিক্ষা করেন; তার পর আমতার নিকটবর্তী ধুবলী-গ্রাম-নিবাসী গোলকচন্দ্র দাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সূত্রে অনেক মহাজন-পদবলী তাঁহার কণ্ঠ হইয়া যায়। বালকাল হইতেই ইহার কণ্ঠ অতি মধুর ছিল। গোলকচন্দ্রের কীর্তনের দল ছিল; প্রথমঃ ইনি উক্ত দলে কীর্তনের দোহারী করিতেন; শেষে নিজেই একটা কীর্তনের দল করিয়া বসেন। কিন্তু সে দলের সেরূপ সূচন হয় নাই। অবশেষে সেই কীর্তনের দলকে তিনি যাত্রার দলে পরিণত করেন। তাঁহার যাত্রার দলের প্রথম পালা—“কালীর দমন।” এই যাত্রার দল হইতেই তাঁহার দোভাণ্ড লক্ষ্যের সূত্রপাত হয়, এবং তাঁহার সূচ্যটি বঙ্গদেশময় পরিবাগ্ত হইয়া পড়ে। তিনি কেবল ঐকুলীনার যাত্রা করিতেন। কৃষ্ণবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান তিনি এই উপলক্ষে রচনা করেন। যে সকল গানের অঙ্গপ্রাঙ্গণের ঘটায় একদমই তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে মাভাইরা তুলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কৃষ্ণযাত্রার নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশ কোশ রাত্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে বাহিত। দূতী সাজিয়া যখন তিনি আসরে নামিতেন, তখন চারিদিকে একটা মহা হৈ-হৈ পড়িয়া বাহিত;—আনন্দে শ্রোতৃবর্গ হরিশ্রবণ করিয়া উঠিতেন। যাত্রার সম্প্রদায়ের সহিত তিনি হাবড়ার সরিকট শালিখার অবস্থিতি করিতেন। এই শালিখার গম্ভাতীরে প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার গম্ভালাভ হয়। গোবিন্দ, যাত্রা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। চুক্তির টাকা ব্যতীত তিনি আসরে অনেক টাকা ‘পেলা’ পাইতেন। তাঁহার গানে মোহিত হইয়া অর্থহীন লোকের গান-উত্তরীয় পর্যন্ত খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন। শেষ বয়সে তিনি কয়েকখানি জমিদারী পর্যন্ত ধরিদ করিয়াছিলেন।

পাহাড়ী—একতাল।

দীনবন্ধু হে, সেই দিন দেখে তোমার,
কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমনজারি করে,
কোন ফেরে ঘোরে, ধারে বন্দি হই আমি।
হরি, তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নগু হে প্রেমী;
যদি অকপট প্রেমে, ডাক্তরে তোমার ভ্রমে,
তবে এমন প্রেমে ভ্রমে কি আমি।
হরি, তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ,
অসৎ সঙ্গে বসত, অসৎ গারী;
এখন যেরূপ নিরস্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্বাস্তর, অন্তর্ধামি।
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অস্ত গতি, তারত তুমি;
কর বা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী।

পিলু—পোতা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর, আছে শমন-দমন।
ভাবি লি না সে কাল বরণ,
কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ।
মত্ত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন।
যে পদ লক্ষ্যের সম্পদ, ভাবি লি না সে হরিপদ,
ঘটিলি আপন আপন, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন,
কর যে মন কি আলাপন,
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;
আপন যে চিন্তি লি না তারে, যে ভব দুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কর স্তাব্ধে তোর, পলাবে শমন।

বিভান—ভিওট।

বুন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবন-চাঁদ ।
অস্তাচলে চলে ঐ গগন-চাঁদ ॥
গেল শরীরী, অমুমান করি,
কোন চকোরী চাঁদ উদয় হেরি,—
বুঝি ফাঁদ পেতে ধরেছে মোর কালাচাঁদ ।
বিনে ত্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে শুক্ল পক্ষ,
সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ,—
এ পক্ষে আষাঢ়, যেন, পক্ষাষাঢ়,
একি ব্যাঘাত,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ;
নেত্রে শিলাঘাত হতেছে নক্ষত্র চাঁদ ॥
করে নির্দোষের-দ্রুদগতি, কোন দুর্মুখী কল্পে নষ্ট,
দুষ্টধন অদৃষ্টে নৈরাশ,—
না পুরিল আশা, কে পূরালে আশা,
আমার মুখের গ্রাস, কে কল্পে সর্বগ্রাস,
যেন রাহগ্রাস হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ ।
একে নিশিকাল, তাহে শশী কালো,
কাল কোকিল কাল, কালার সর্ব কাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি নখচাঁদ ॥

মনোহরসাহী ।

শ্রাম শুক পাখী, হৃদয় নিরাধি,
পাখী ধরেছি নয়ন ফাঁদে । তারে হৃদয়পিঞ্জরে,
রাখিতাম ভরে, প্রেম শিকলিতে বেঁধে ।
যখন পড় পড় বলি, দিভাম করতালি,
পাখী ডাকিত ত্রীরাধা বলি ।
পাখী কিছুদিন রয়ে, শিকল কাটিয়ে,
এসেছে পাখী উড়ে,
এখন পরল্পরা শুনি, কুজা নামে রাণী,
রেখেছে সে পাখী ধরে ॥
ওহে দোহাই মহারাজ, কইতে পাই লাজ,
এসেছে পাখী এ পারে ।
আমি কহি পুটানুজ্ঞে তোমার তজবিজ্ঞে
পাইতে সে কি পারে,
কহে তার পাখী সেকি পাইতে পারে ॥

মনোহরসাহী—রূপক ।

একি অপরূপ যেন গগনের শশী বসি ভূতলে ।
অরূপ বরণ হয়ে নিদারূপ, এত সাধের তরুণ,
তরুণী আজ কে ভাসালে ॥
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে ভাসে কমল,
কমলে হেরি অসম্ভব, যা না হয় সম্ভব,
তাকি হয় সম্ভব,
এ যে দেখি গঙ্গার উত্তর,
যেমন বিফুপদোদ্ভব চরণ কমলে ।
যা না হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন,
হলো কি দুর্দৈবের ঘটন ।
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে ॥

মনোহরসাহী ।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
অন্তরে কি কাল তার ।
কাল ভালবেসে ভাল,
বল কোন কালে হয়েছে কাল ॥
না বুঝিয়ে ভঞ্জে কাল, দুখে মজে গেল কাল,
কাল ভাল বেসে হল আসন্নকাল গোপীকায় ।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার ।
ভুঞ্জিয়া বলির বলি, ত্রিপাদ ভূমি ছিলে ছলি,
হরিয়ে বলির বলি, পাতালে দিলে আগার ॥
রামচন্দ্র ছিল কাল, স্বর্ণবিধা বেসে ভাল,
সঙ্গি আশে পাশে গেল, তারে কল্পে কদাকার ।
ছিল সৌভাগ্য মহাসতী, নির্দোষে কল্পে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী, বনে কল্পে পরিহার ॥

মনোহরসাহী ।

নুপুর শোনিরে শোন, যিনে হুজুন,
হুজনের বেদন জানেনা ।
অবোধ যদি উচ্চ ভাসে, স্বভাব বুঝার মুহূর্ত্তে,
ভাবের আভাসে ভাসে, কভু ভুবনা ॥
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত দায়,
পেলে এক দিন বড়ই পায়,
বড় বড় বড় গাছ বই লাগেনা ।
যদি বেগীর কবরী হতো, সরমে মরে যেতো,
নির্লজ্জায় থাক ভারী পায়, ধানীর হাসি পায়

শুনে মোদের কারা পায়, মনোহুৎ কব কার,
যে দিন ভাগবি পায়, ছাড়িব কুমন্ত্রণা ॥

আলোয়া—আড়া ।

বলে সখি, জলধর নয় ।
শ্রাম জলধর বাজায় বাঁশী,
যাগো দূতি, আনন্দো বাঁশী,
অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশী ;
জলেছে সেই বিরুদানল,
জালতে আর হবে না অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল,
আনগে সেই বাঁশী, সে অনলে দিব বাঁশী,
হবে বাঁশ ভস্মরাশি,
গেলে কুল-মজানে বাঁশী, তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী,
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি,
প্রভাতে বাজায় বাঁশী,
আমি কেবল দোষের দোষী, দুঃখতে ভাসি ।
দুঃখের ভাগী আমি হব,
হুঃখের ভাগী চন্দ্রা দব,
বলে দ্বিগুণ সদাশিব,
কুহুমসজ্জা হলো বাসী ॥

ও ধিনোদিন, ও নয় বজ্রের ধ্বনি ।
তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীরব,
ও নয় বাসব-অস্ত্রের রব,
হলে সে রব গোপীসব বলতো জৈমিনি ।
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস,
বিদ্যা-বাস মেঘের সহিত ।
বাসব নয়, বাঁশী করেতে, চূড়া শিরেতে,
রাইনাম তায় লেখা ধনি ॥

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি,
ও ধনি বিপরীত ধ্বনি, ধেন বজ্রাঘাত তুল্য
ধনীর ঐ ধ্বনি ।
আমায় ধর ধনি, শুনে প্রাণ যায় ধনি ।
সখি ইন্দ্র কি উপেক্ষা করে ধ্বনি ॥
যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি ।

সহিত থাকিত নীরদ, এ নীরদ বিহনে হয় রদ,
শুনে ঐ ধ্বনি হৃৎকম্প হলো ধনি ॥

ঠেশ—কাওয়ালী ।

চিত্র লিখিলেম নয়ন জজ্জলে,
দেই নাই চরণ চলিবে বলে ।
যদি কেউ বলে চিত্র কি চলে,
সময়ে চলে, অচলাচলে,
নলের দল্ল মীন যেমন জলে চলে ॥
আমি শুনেছি ইতিহাসে, বলে পর শত্রু হাসে,
যখন যায় বিধাতার রোষে সময় দোষে,
কি দব দোষে, বল্লম আভাসে, লোকেতে ভাবে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার যায় কৌশলে ॥

মঙ্গল-বিভাস—তিতু ।

বড় বিপদ হয় হে মধুহৃদন নাম নিলে ।
দেখ তার সাক্ষী প্রহ্লাদ ভজে কত দুঃখ পেলে ॥
সেই সভাযুগে ভক্ত বলা, বলে সে মহাবলী,
কল্পতরু হয়,—তারে ছলিবার কারণ,—
শ্রীমধুহৃদন ভূমি হোলে বামন,
বামন হয়ে নাগপাশে, বেঁধে পাতালে পাঠালে ॥
ও সে রাবণ রাজা মরণকালে,
ডাকে মধুহৃদন বলে, দয়া কর রাম,
ওঠ ওহে নিচুর শ্রাম, সেই রাবণে হলে বাম,
সহায় করে হনুমান,
খেবে ব্রহ্ম অস্ত্র ধরে তারে বধিলে ॥

কালেন্দা—টিমেত্তোলা ।

শঠতা কি শঠের সঙ্গে থাকে গুণনিধি ।
ওহে কুসঙ্গ করে ত্রিভঙ্গ,
রাধার অঙ্গ হেয়বে চোখে ॥
এসেছ ঘুমের ঘোরে, নারীর বসন অঙ্গে পরে,
নিশিভোরে চলেছ কোথাকে ।
ওহে বাঁকা, উপরোধ রাখা দেখা দেওয়া মিছে,
নয়নের কাজল বয়ানে, কঙ্কণের দাগ বুকে ॥
কোথা পোহালে শরীরী, ওহে রাধার বংশীধারী,
ওতিচিহ্ন অঙ্গে হেরি মরি মনোহুৎ ॥

স্বভাবের হয়েছে অভাব, ভাবিতেছি ভাব দেখে,
যেন শিবের মত এলে আজ কুচনীপাড়া থেকে ॥

কালেন্দা—আড়াশেখমটা ।

যাও হে যথা আছে প্রয়োজন,
হেথা নাই প্রয়োজন ।

যে জন তোমার প্রিয়জন,
হওগে গিয়ে তার প্রিয়জন ॥

যখন হে ছিলাম প্রিয়জন, তখন ছিল প্রয়োজন,
পুরাতনে নাই প্রয়োজন, নতনে নতন প্রয়োজন,
স্তন বঁধু বলি বলি, তোমার স্বভাব বলি,
পাতালে পাঠালে বলীভূমি হে সেজন প্রিয়জন ।

ভৈরবী—একতাল ।

সখী কে তারে বলে গো কাল ।

ও যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শ্রীশানবাসী হয়ে আছেন চিরকাল ॥
কালারই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কাল,
কালারই ভঞ্জে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কাল তরি পরকাল ॥
তাহারি চরণ করিলে স্মরণ,
জীবনে মরণ হয় নিবারণ,
তার যে চরণ হয় কি বিবরণ,
করিলে স্মরণ ভয়ে পলায় কাল ;—
তিনি কখন সাকার, কখন নিরাকার,
কখন যে আকার হয় সে বাকার,
কালরূপে কাল নাশে অন্ধকার,
(রূপ) কোটি চক্ষু জিনে নাম মাত্র কাল ॥

ঝিকিট—ভেওট ।

কমলিনী গো তোমার কৃষ্ণ প্রেমমাধা
অস্তর বাহিরে ॥

কি জলে স্থলে, এই গগনমণ্ডলে,
তোমার কৃষ্ণময় কৃষ্ণ জগৎ সংসারে ॥
তোমার বদনে কৃষ্ণরূপ, ভূষণে কৃষ্ণরূপ,
কৃষ্ণময় কণ্ঠে কণ্ঠহার !—
করে মণিহার কর এ বিহার,
ধস্ত ধস্ত প্রেম তোমার,

ওগো এমন দেখি না আর,
কে যোর হৃদয়কে রেখেছে শিরোপরে ॥

ঝিকিট—ভেওট ।

ওগো বিশাখা গো রাধার
প্রণমখা সখ রে কাঁদ লে কে ।
গলিত অম্বর, নাইকো সন্মর,
কঁদে পীতাম্বর, পীতাম্বর দিয়ে চোখে ।
ওগো কে কল্লো এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন,
অরণ্যেতে রাম যেমন সীতা হারিয়ে
কঁদে ছিল স্ত্রীর শোকে ॥
শ্রামের মুখে নাই সে হাশ্র,
ওদাশ্র দাশ্র ভাব উদয়, হেরে শ্রাম-উদয়,
আকুলহৃদয়, খেদে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয়, রাধার হৃদয় ধন
হৃদয় ছাড়া কল্লো কে ॥

ললিত—ঝাপতাল ।

ওগো রাধিকা সম্প্রতি
একবার শ্রাম প্রতি সঙ্গর সঙ্গর রূপিণী সংহরা,
শ্রীধর শ্রীপদানুজ্ঞে ।

যার জন্তে এ অরণ্যে, হে শরণ্যে কুলকণ্ঠা
হয়ে তাজিয়ে কুল ভয়,—রাধা সে কালা চরণ-
তলে, লুটত মহীমণ্ডলে, কুণ্ডলে মকর কুণ্ডলে
ধরা করানুজ্ঞে ॥

একবার দূর কর চিত্ত দূরবৃত্ত সমান,
তোমার অনিত্য মান হেরিয়ে মৃত্যু সমান,
হও কান্ত প্রতি শাস্তমতি, ভাস্ত হইয়া ভাস্ত মতি,
সম্মতি হে শ্রীমতী সম্মতি হও হৃদ্যানুজ্ঞে ॥

ঝাংঝা—আড়াশেখমটা ।

ওগো কমলিনী, চেয়ে দেখ ধনি,
পদে চিত্তামণি গড়াগড়ি যায় ।
মঞ্জলি কি ছার মানে, চাইলি না শ্রাম পানে,
পা নে পা নে শ্রামের চূড়া ঠেক্বে পায় ॥
ধনী হুগুধনী উদ্ভব যার পাথ,
সে পড়ে চরণে তুচ্ছ মানের দায় ।
যাহার রূপায়, জাবে মোক্ষ পায়, সে নিরূপায়,
করগো উপায় ॥

বিভাগ—একতারা ।

সুরধুনী যার পায়, সে রাই ধনীর পায়,
নিরুপায় হেরিয়ে চক্ষে, রক্ষ রক্ষ নিরুপায় ।

বলবো কি মা কান্না পায়,

এমন কান্না কার না পায়,

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুর যার পায়,

তার মাথায় কি পা শোভা পায় ।

• কমলা সেবিত যে পায়,

বিমলাপুঞ্জিত সে পায়, প্যারী আর ঠেলনা ছুপায়,

কৃষ্ণ ধন কি যে পায় সে পায় ॥

ললিত—তিওট ।

চড়া বিক্রে বন্ধু, চড়া বিক্রে তোর ।

ছি ছি, নারীর চরণ তোমার উপরে ॥

তুমি গোকুলের কাগচাঁদ, কপালের তিলকচাঁদ,

কর্ণের কুণ্ডলচাঁদ রাখায় নয়নচাঁদ,

হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে ।

বড়র বড় গুণ কপালে আগুণ,

তোমার এই কি গুণ,

নারীর মন বাড়ায় দ্বিগুণ,

চুড়া কোন গুণে তুমি ত্রীকক্ষের শিরে ॥

ললিত—তিওট ।

বৃন্দে যাই গো যাই,

আজি ত্রীরাধার পদারবিন্দে হই বিদায় ॥

ওগো বৃন্দে যাইনো যাই,

একবার একবার ফিরে চাই,

(আর) আস্তে পাই না পাই,

জন্মের মত দেখে যাই ॥

আমি না জানি অপরাধ,

আমায় দিলেন রাই পরিবাদ,

তোরাও তো কিন্তু ভাবলি নাই ।

রাধাকুণ্ডের তীরে যাব, রাই বলে প্রাণ তাজিব,

যেন মলে ঐ ত্রীরাধিকার চরণ পাই ॥

টৌরি তৈরবী—একতারা ।

আই আই ছিছি তার মনে মন,

করে কি প্রাণ হারাবি কালিয়ে ।

চোরের উপর মন করি, ভূমেতে ভোজন হেরি,

আহা আহা লাজে মরি গিয়েছে বহিয়ে,

বিপং বুঝাতে পার,

আপনি বুঝিতে নার, তোমার জ্ঞান

গিয়েছে, নন্দের গোপন চরাইতে ।

উত্তলার কণ্ঠ নয়, স্থিরপানি পাথর নয়,

নিজ কাষ সাধে লোকে দুখ না ভাবিয়ে,—

আমার বচন ধর, চুড়া চিরঞ্জীবী কর,

তুমিত হৃবোধ বট, শ্রাম, সে যে অবোধ মেয়ে ॥

ললিত বিভাগ—তিওট ।

রাই একি মানদণ্ড, নিজ দাসের প্রাণদণ্ড ।

কেন কেমন,—কর রাই লঘু পাণে গুরুদণ্ড ॥

এ দণ্ড কি দণ্ড,—ওহে যেমন শমন দণ্ড ।

দণ্ডীর দণ্ডে বাড়ি দণ্ড খেদে ইচ্ছা হয়,

দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড ॥

যে দিন তাজিব দণ্ডধর, আমি তাজিব দণ্ডধর,

হরো দণ্ডধর ; সেইদিন জানি রাই বিচ্ছেদ,

দণ্ডের কি দণ্ড ॥

১৬৪বী—মধ্যমান ।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজিয়ে ।

সর্বভাগী হব আমি ত্রীরাধার মানের দায় ॥

এই লওগো গুণ্ডা হার, কুঞ্জে না রহিব আর,

কাশীবাসই গঙ্গাকার, কাজ কি বাশী বাজিয়ে ।

এই লও গো পীতাম্বর, পরায় দেও বাবাম্বর,

ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে ।

তাজে বাজুবন্ধ বাল্য, ঘুচাইব সকল জালা,

লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরায় ॥

দেশে না রাখিব ঘেব, তাজিব নাগরালী বেশ,

ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে ।

ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,

এই লও গো চুড়াবাশী, দেও যমুনায় ভাসিয়ে ॥

অঙ্গচন্দ্র দাঁও আনি, শিরে ধরো সুরধুনী,

চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখিয়ে ।

আর কিছু নাহি অপক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,

রাই মান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গে ডবুর ঝাজয়ে ॥

গলিত—টিমেতেভালা ।

ক বা যায়, কে বা বাজায় বোঁলে ।

এ নহে সে বোঁলে, মধুর বোঁলে,

কে বাজাতে পারে মধুস্বদন বিনে ॥

ছিল না জীবন যা বিনে,

পেলাম জীবন শুনে বোঁলে,

যায় জীবন জীবন বিনে,

কাজ কি জীবন কৃষ্ণ বিনে ।

অলি যেমন কমল বিনে, চকোর যেমন

চন্দ্র বিনে, চাতক যেমন বারি বিনে,

আমি তেমন হরি বিনে ॥

বিভাগ—তিওট ।

রাই কঁদ যা বিনে, ওই বাজে তার বাণে,

ওয়ে ও তা নইলে ভাণ, যেহে কাদিবে কেনে,

এ বিনে সে বোঁলে নয়, নারীমূর্খের বোঁলে নয়,

দেবের দুর্লভ বোঁলে, এমন বোঁলে কে বাজাতে

পারে—আমার শ্রাম বিনে ।

তোরা জেনে আয় সহচরি, পুরুষ কি কপট নারী,

কি আমার হরি,—

দেখ দেখি নবীন কি সে ও প্রবীণে ॥

গলিত—একতালী ।

ধনি কালী যাওয়া কিসের জন্তে ।

কালীনাত আসি, বৈরাগ্য প্রকাশি,

শুনে মোহন বাঁশী ভ্রমে অরণ্যে ॥

এ বয়সে ধনি কেবা যায় কালী,

যার ক্ষয় কাশি সেই যায় কালী,

বল গো প্রকাশি যেরূপ রূপরাশি,

শ্রামা অভিলাষী, শ্রামাকান্ত আসি হরে শরণে ॥

বুন্দাবনে ধিনি আছেন ব্রজেশ্বরী,

সর্বেশ্বরী তাম্র বলান সর্বেশ্বরী,

তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী ;—

দেখলে সে কিশোরী, সাধ্য কি পামরি,

এক পা সরি কোথা যাবে কি জন্তে ॥

রিম্বিট—টিমে ভেতালী ।

শোন কমলিনী (আমি) পরিচয় দি তোমারে ।

আমি না জানালে আমার কেবা জানতে পারে ॥

আমি চলে, আমি স্থধ্য, আমি দিবারাত্রি,

আমি তন্ত্র আমি মন্ত্র, আমি সন্ধ্যা গায়ত্রী,

যখন জমিলাম আমি যে অবতারে,

দুষ্টির দমন শিষ্টের পালন করি ত্রিসংসারে

এ কথা শুনিয়া রাধার আঁখি ছিল ছিল,

কোথা গেল প্রাণ বল বল বল ;

চিন্তিত না হয়ো রাধে কি চিন্তা অন্তরে,—

যার পতি চিন্তামণি, সেও কি কখন চিন্তা করে

রিম্বিট—টিমে ভেতালী ।

এসেছি ঠেকিয়ে যে দায়, করে কব দায় ।

যার দায় সেই তো জানে, পর কি জানে

পরের দায় ॥

মরে দারে কতবার কত রূপ ধরি,

কখন পুরুষ হই সই কখন হই নারী,

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,

কথা বলতে নারী কহিতে নারী ।

নারী হওয়া বিষম দঃ ॥

যার দারে কতবার কত রূপ ধরি,

জহরিণী নাপুতিনী হয়ে চরু ধার,

রাখ্‌বো না আর কাল অঙ্গ, স্বরূপে মিশাব অঙ্গ

হবে গৌরান্ব বর্ণ দেখাইব দাও বিদায় ॥

গিত—৩৭ ।

কি ফল বিফল এ বাসে, যেকপ সে বাসে,—

আমার গৃহ-বাসে গৃহ-বাসে অনুগ্রহ নাই বাসে,

গৃহে যারে ভালবাসে, তারে ভাল ভালবাসে,

গৃহে যারে না ভালবাসে,

কি করে তার কালীবাসে ।

কি করে কৈলাস-বাসে, কি করে বৈকুণ্ঠ-বাসে,

তুল্য স্বর বনবাসে ॥

কখন ব্রাহ্মণ-বাসে, কখন ক্ষত্রিয়-বাসে,

কখন বৈশ্য-বাসে, কখন শূদ্র বাসে,

পূর্বে যখন ছিলাম বাসে, অপূর্বে স্থখ ছিল বাসে

এখন গমন আমার শমন বাসে,

নৈরাশ হইল বাসে, কাজ কি আর বস-বাসে ॥

রিম্বিট—আড়াঠেকা ।

এ হাটে বিক্রয় না অঞ্জ সুত,

বিক্রয় নন্দরাণীর সুত ;

দর না জেনে নামটী শুনে, ভয়ে পলায় রবিসুত ॥
এ হাটের প্রধান তাঁতি, পশুপতি প্রজাপতি,
আছে শত শত আর আর তাঁতি,
তাদের কেবল গতায়ত ॥
যে না চেনে এই সুত, ত্রিজগতের সেই পশু তো,
যে চিনেছে এই সুত, চায় নাক সে দারাহুত ॥

ললিত—রূপক ।

কার আছে এমন জাল, আছে যোর যেমন জাল,
কার বা বটাই জাল, কার ঘুচাই জঞ্জাল ।
না ডুবি ডুবো জলে, ডুবায় রাখ জালে,
জগৎ ডুবাই জালে, এমনি মোর মায়াজাল ॥
আছে এক মায়াবাদী ধরি মৌন নিরবধি,
কত বা ধরি মৌন, নাহিক অবধি,
জাল ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি,
সাধ্য কি এড়াইতে পারে ভব ভেজাল ॥

কালেক্টা—একতাল ।

মুখ দেখবে চল্লমুখী, ভূমি সে মুখে আছ বিমুখী ।
দেখাবার মুখ হলে কি হে,
সম্মুখে মুখ লুকিয়ে রাখি ॥
যে কথা বলেছ মুখে, শুনেছি সব সখীর মুখে,
পরে শুনবে লোকের মুখে, কাজকি মুখে,
ওলো ধনি কাজ কি মুখে মুখোমুখী ॥

ললিত—৮৭ ।

পার না পার না চিনিতে । পারি চিনিতে ॥
ছিলে যে শ্রেণীতে, এখন নাহিক সে শ্রেণীতে ॥
যখন বেগু চিনিতে, তখন খেলু চিনিতে,
তখন ত্রজের রেগু চিনিতে ॥
যখন বাধা চিনিতে, যখন বাধা চিনিতে,
যখন রাধা চিনিতে, তখন আমায় চিনিতে ।
তোমার সে বাক্য গুলি, স্নিগ্ধ বারি বর্ণিতে,
দুঃ প্রায় হলো মুগ্ধ, যেন দুঃ চিনিতে,
পড়েছ পদ্ব চিনিতে, হয়েছ বন্ধ চিনিতে,
হৃদ মুখী হলে চিনিতে,—
পূর্বে পারি নাই চিনিতে,
পরে পারিলাম চিনিতে,

পর কি পর পারে চিনিতে,
আপনার হলেই চিনিতে ॥

ভৈরবী—গোষ্ঠা ।

তোরা যাস্নে যাস্নে দৃতি ।
গেলে কথা কবে না সে, নব ভূপতি ॥
যদি কথা না কয় তোদের সনে,
ফিরে আসবি অভিমানে,
আমি শুনে মরব প্রাণে জ্বাঘের কি ক্ষতি ॥
দয়া মায়া হীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট,
যাওয়া আসা মিছে কষ্ট, কেন পাবে সৈ ।
যদি যাস্নে মধুপুরে, আমার কথা কোশনে তারে,
বুন্দেরে তোর করে ধরে করি মিনতি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতাল ।

ত্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি ।
দেখিলাম তোর বিরহে মুর্ছাগত শ্রীমতী ॥
মা যশোদা পিতা নন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছ অন্ধ,
বলে দেখা দেবে প্রাণ গোবিন্দ,
কান্তেছে যশোমতী ॥
যমুনা পার হয়ে এলাম,
রাই মলো রব শুন্তে পেলাম,
রাই মলো রাই মলো বলে, কান্তেছে সব যুবতী ।
কোকিল কাঁদে তমাল ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
গোবিন্দ দামেতে বলে
(এমন) হৃথের হাটে ডাকাতি ॥

বিভাস—একতাল ।

ধর ধর পত্র এনেছি হে পত্র,
যে পত্র লিখেছেন রাই তোমারে ।
ভূমি রাজা ছত্রধারী, গরবিনী প্যারী,
সগৌরবে পত্র দিলেন আমারে ॥
লয়ে তুলসীর পত্র, লিখিলেন পত্র,
অত্র পত্র মাত্র ধরিয়ে করে ।
পত্র লিখিতে প্রথম ছত্র, ভাসিল কমল নেত্র,
রোমাকিত গাত্র, কি হলো অন্তরে ॥
বঁধু ভূমি মহাপাত্র, তুল্য মন্ত্রী পাত্র,
পাত্রোপাত্র বোধ না হয় অন্তরে ।

পত্রের নাহি দোষাদোষ, যদি থাকে দোষ,
দোষীর কপালে দোষ ষটতে পারে ;
তাতে অবলার চিত্র, সহজে বিচিত্র,
বিচ্ছেদেতে চিত্ত চাক্ষু্য করে ॥

ভৈরবী—একতাল।

কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছ হে সখা,
কেবল চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়।
কুবুজা কংসের দাসী, সে হয় রাজমহিষী,
পূর্ণ শলী রাখা লুপ্তিত ধরায় ॥
ওহে, কারেও কর ধনী, কার হয় ধনি,
কারে বা নির্জনী এর চিন্তামণি,
এমন যে ফণী, খলয়ে শিরোমণি,
দিয়েছ হে মণি সে ফণীর মাথায় ॥

খানজ—ধররা।

মরি কি লিখন তোমার,
লিখেছ হে নাগর চিন্তামণি।
দাসী কর রাণী, রাণী কাকালিনী,
শাকে বালি, কারো হৃদে চিনি ॥
কারো ভাগ্যে কান্না, কারো ভাগ্যে হাসি,
কারো ভাগ্যে হাসি, কারো ভাগ্যে কঁাসী,
কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী,
বাঁশের বাঁশী করে বনবাসিনী ॥

মনহরসাহী—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমার দয়াময়,
হরি বলে কেন গুণে।
কেহ চন্দনদানে, বসে সিংহাসনে,
কেও বা গ্রাণ দানে স্থান পেলে না চরণে ॥
কুজা বিপিনে, হ'ল নবীনে,
হেলে ও শ্রাম তোমা বিনে, যেমন রাম বিনে,
জনকী অশোক বনে ॥
রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কুপায়, যারে রাখ পায়,
সে সকলি পায়, হরি যারে না রাখ পায়,
বিপদ ষটপায় পায় পায়, হাসি পায়
হে, পায় ধরার দিন পড়লে যনে ॥

হরট—ধং।

আমি ব্রজেরে লিখিতে পেলাম কই।

শিশু কালাবধি। নিরবধি,

আনি না ত্রীরাধা বই ॥

ওহে রুদ্রে গুরু মহাশয়, যে বিদ্যা করাচ্ছে সার,
অবিদ্যার আশায় আশায়, সকল বিদ্যা জলসই ॥

আর সকল জেতের হাতে খড়ি,

আমার জেতের হাতে বাড়ি,

বেড়াইতাম ব্রজের বাড়ী বাড়ী,

চুরি করে খেতাম দই ॥

আমি চিনি না কলমের খং,

শিখিয়েছ নাকে খং,

লিখিয়েছ দাসখং দিয়েছি তার দেবা-সই ॥

ভৈরবী—একতাল।

এখন চিন্বে কেন চিন্তামণি।

হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুজা,

আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাকালিনী ॥

যখন ছিল রাখার চিন্তে, তখন আমার চিন্তে,

বসেছ নাম কিস্তে, পারবে না হে চিন্তে,

কুজবিহার বনে, এ মধুর ভুবনে,

অন্তে দিও রাজা চরণদুখানি ॥

রাখার পায়ে ধরা, ধরতে অধরা,

চক্ষে শত ধারা, বক্ষে শত ধারা,

দীনের অধীন করে এলে কমলিনী ॥

ত্রিবিট—তিতট।

এই কি তোমার কুবুজা,

এই কি তোমার কু বুঝায়।

দেখ দেখি রই পক্ষে,

আর স্বপক্ষে তার কে বুঝায় ॥

এক হৃদেবের নির্বন্ধ,

যেমন ছাগপালে বাধ অন্ধ, ত্রীগোবিন্দ হে ;

যেমন আজন্ম অন্ধেরে অন্ধ বুঝায় ॥

সিদ্ধ—একতাল।

মিছে কেন আর, গাঁথ কার ভরে হার,

যে পরিবে হার, সেই অতৃষ্ট।

একজন সাধুর মূর্তি ধরে,
দগ্ধ রুতি করে হরে, হার করিলাম দৃষ্ট ॥
অক্লুর নামেতে, ক্লুর নাই তা হতে,
ব্রজেন্তে পাণিষ্ঠ হয়ে প্রবিষ্ট ।
রজনী প্রভাতে, মথুরার পথে,
তুলিছে পারথে ত্রীরামকৃষ্ণ ॥
চলে কালশশী, বলে আসি আসি,
ব্রজবাসী কেউ বলে না তিষ্ঠ ।
নন্দ বশোমতি, আনন্দ সমিতি,
অসম্মতি কায় নাহিক স্পষ্ট ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল।

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ,
মকরন্দ পান কর মন-ভুঙ্গ ।
বিষয়-কেতকী, কাননে ভ্রম কি,
সেই বনে ভ্রম—যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥
বৃন্দাবন-প্রেম হরেবরমধ্য,
অনন্তরূপিণী কোটি গোপপদ্র,
পদ্রমধ্যে নীলপদ্র রাধাপদ্র,
ব্রহ্মাও গাঁথা য়ার মৃণালসঙ্গ ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি,
মধুর শ্রীমতি বামে বিহরতি,
রাধ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
(মন) মধুপুরে যেন দিও না ভঙ্গ ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
মধু পাবে যাবে ভবের দুখাশুন,
বাড়িবে সদগুণ, তাজিবে নিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণপ্রসঙ্গ ॥

তিলককামোদ—ধেমটা ।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের ।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
শারী বলে, আমার রাধা বামে বতকণ,
নৈলে শুধুই মদন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল,

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সকারিল,
নৈলে পারিবে কেন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাধব মধুরপাখা,
শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চুড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে
চুড়া তাইতে হেলে ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ বশোদাজীবন,
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ অগংচিত্তামণি,
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদারিনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানি ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বানী করে গান
শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছে সে গান ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
শারী বলে, আমার রাধা বান্ধকজড়রু,
নৈলে কে কার গুরু ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ডেউ কিশোরী ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা ॥
শারী বলে, আমার রাধা করে আনা-গোনা,
নৈলে যেত জানা ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো,
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আধার কালো ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী,
শারী বলে, সত্য বটে সাক্ষী আছে বানী,
নৈলে হত কালীবাসী ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ,
শারী বলে, আমার রাধা হৃদিগুপবন,
সে যে স্থির পবন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ অগংগের প্রাণ,
শারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ ॥

শুক শায়ী দুজনার দ্বন্দ্ব দূচে গেল,
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল
(বলে কন্দীবনে চল) ॥

বসন্ত—তিতট।

কমলিনি গো, সতত কি থাকে অলি কমলে ?
তোমার শ্যাম রায়, যেন চকল প্রায়,
যখন যথা যায়, মধু খায় গো, সেই ফলে ॥
ত্রিভঙ্গ কাল, সে ভঙ্গ কাল,
জনা আছে চিরকাল, এরা হুই কাল,
ভাল নয় কোন কালে ॥

দেখ কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর, অলির গুনগুন স্বর,
হুই স্বর সরমার যেমন,—স্বর্ণকার যেমন,
কুন্তকার যেমন, স্বভাবে তোর কৃষ্ণ ভেমন,
হ'লে সকার্য-সাধন, ফেলে যায় চলে ॥

ইন্দু—বঃ

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম-বাখা বিষম দায়।
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেমদায় হয় প্রমদায় ॥
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুষ্টক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায় ॥
তুমি হে প্রণয়দাতা, আমি প্রণয়গ্রহীতা,
তরুলতা বিভিন্নতা, কে কোথা দেখিতে পায় ॥

ইন্দু—একতাল।

মিছামিছি, পাঠাপাঠি আমারে আমার বল।
সভাবে সকল তেষ, অভাবে আমি কেবল ॥
তোমার যে ভালবাসা, ভদ্রাসনে ফলীর বাসা,
সাপুর স্থানে চোবের বাসা, পায়ূষ মিশা গরল ॥

বিতাস—তিতট।

চন্দ্রকবরী বলি, দিলি যে চমক কলি,
এ ফলে এক কল আছে কে জানে।
এতো কল নয় ভাই, ত্রিশূল অসি,
মরমে রহিল পশি,
রাই-রূপদীর রূপ-অসি হানে প্রাণে ॥
ত্রীরাধাকুণ্ডবাসী, ত্রীরাধাতুল্যবাসী,
অসি সরসী বাসি কাননে।

এখন বিনে সেই রাই-রূপসী,
জ্ঞান হয় সব বিষরাশি, গরল গ্রাসি নাশি জীবনে
আমার মিথ্যা নাম রাখালাজ,
রাখাল সঙ্গে বিরাজ,
রাখালের রাজ অঙ্কে কাজ কি জানে।
যদি নাই পাই রাধা, জীবন যার নাই রে রাধা,
আনিতে জীবন রাধা,
যারে সুবল সুবোলবদনীর স্থানে ॥ *

চপের—সু র।

হরি, এই দেখ কমলে।
কমলিনী পড়ে স্থল-জলে ॥
জলেতে না জুড়ায় জীবন,
জলে আরো দ্বিগুণ জলে।
বলিতে আমার অন্তর জলে,
রাই রয়েছেন অন্তর্জলে, এলে যদি অন্তকালে,
বাজাও বাঁশী রাধা বলে ॥
হেরিয়ে উৎকর্ষা রাধার হ'লে কণ্ঠধাস,
নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ,
রাধার স্থির হয়েছে কমল-আঁধি,
মুমূর্ষ-লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী,
আছে তোমায় দেখুবেন বলে ॥ *

ব্লিফিট—গেম্‌ট।

পোড়া লোকের মিছে কথায় রাধা মিছে কলসিনী,
গ্রামের বামে থাকে সুবল, লোকে বলে কমলিনী ॥
কোন দোষে দোষী নয় ত্রীরাধে,
সদা দেবতা আরাধে, শ্রীগোবিন্দ পরিবাদে,
কতই বলি মন্দবাণী ॥

* পুস্তক বিশেষে এই গানটির নিম্নলিখিত
পাঠান্তর দুই হয়।

ব্লিফিটগাঁজ—মধ্যমান।

দেখ না কমলে কমলিনী, পড়ে জলে।
এ ছালা জুড়ায় না জলে, সোণ, র কমল জলে জলে।
কহিতে মোর অন্তর জলে, প্যারী পড়ে অন্তর্জলে,
এসে কৃক, অন্তিম কালে, বাজাও বাঁশী রাধা বলে।

আলিয়া—চুংরি ।

দেখ কুটিলে আমার স্বরের বধু আছে স্বরে ।
দেখে আপন স্বরে, লোক হাসালি স্বরে স্বরে,
গোপন কথা স্বপ্ন দেখে,
আগুন জাল আপন স্বরে ॥
রূষভানু ভানু গণ্য, কৃত্তিকের কীর্তিকে ধন্য,
তাদের কথা নয় সামান্য, অমান্য কি মান্য স্বরে ॥

ছড়া ।

সুরস সরস বাচ্য হেরি গুরুজন ।
প্রণাম করিয়া রাখা করে নিবেদন ॥
আমার দুঃখের কথা শুন ঠাকুরাণী ।
যে যা বলে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
আলুয়িত কেশ আর বাঁধিতে না পারি ।
তথাপি আগারে কহে কলঙ্কিনী নারী ॥
ভালবাসে ভালবাসি ব্রজ নারী সব ।
গোবিন্দ কহয়ে সব জানয়ে কেশব ॥

বিভাস—একতাল ।

আমি কেমন বুঝাই মনকে ।
ভুলে ভোলে না কুগমনকে ।
অধাস্ত্রিকে যেমন ধর্ম্য দরশন,
অভয়ায় যেমন ভয় দর্শন,
অঙ্কজনার যেমন চন্দ্র দরশন,
দাস-দরশন কৃপণকে ॥

টপ্পা—ধেমুটা ।

কুটিলে বলে মা । একবার দেখ না গো বার হয়ে ।
জল আনিতে গেল রাখা বাধা না মানিয়ে ॥
জুজ্ঞে এলাম তি ষাটে, নাইকো বট কোন ষাটে
ষাটে ছেড়ে গেছে আষাটে,
আয়ান দাদার মথা খেয়ে ॥

খান্ধাজ—রাং তাল ।

অনেক মায়ী জানে ।

ইন্দ্রবীর কুল মজায় বংশী বাজায় মনে বনে ॥
কেউ মন চোর, কেউ ভ্রমণ চোর,
কেউ মাখন চোর, কেউ মন-চোর,

চোরের কথা নাহি অগোচর,
দশ বারো চোর এক খাপনে ॥
কেউ করে গেয়েদাগিরি,
কেউ বা করে সিঁদেল চুরি,
তাছে চতুর বৃন্দানারী,
শাক দে, মাছ দে ঢাকে গোপনে ॥
চোরের গুরু নন্দনের বেটা,
সে বেটা এক বিষম চোঁটা,
তার কদমতলায় যত লেট্টা,
যেন সঁয়াকুল কাঁটায় কাপড় টানে ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

আর মালা গাঁথা কি কারণ ।

(রাজনন্দিনী গো !)

যার তরে গাঁথা মালা সে গেছে মধুভবন ॥
মালতী কুহুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
যে মালা ভুজঙ্গ হয়ে (তোমার)
শ্রীঅঙ্গে কর্বে দংশন ॥

পিলু—গৎ

বেণু কি ধনু কানু করেছে ধরেছ হে ।
যার স্বরে অবলার তনু অবশ করেছে হে ॥
সরল বংশীর পর, সর্ব্ব আকর্ষণ কর,
নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে নৈধে হে ।
কিশোর, কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনছ হে ॥
শ্রবনে মোহন বাঁশী সেই ক্ষণে বনে আসি,
দামো উদাসী করা, কি বাঁশী শিখেছ হে ।
বাঁশী ধরিতে বনবাণী হয়েছ হে ॥
যে তব বাঁশীর রব, কেমনে গোকুলে রব
গোবব-সোরভ গোপীর হরিষে লয়েছ হে ।
নারীধরা বন্ধনো মঙ্গল সেবেছ হে ॥

পিলু—গোষ্ঠা ।

হরি হরি বল ওরে আমার মন ।

হরি বিনে গো আন, আছে শমন দমন ।

ভাবলি ন' সে কাল ব-ণ,

কসে হবে কাল নিবারণ ?

সদা যেন মত্ত প্রাণ, পরিছ ভ্রমণ ।

মত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন ।
যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ,
ভাবিলি না সে হরি পদ,
যট'লি আপন আপদ, এ আর কেমন ।
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন ?
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন ;
আপন যে চিন্তিলি না তারে,
যে ভব দুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কর ভাবলে তাঁরে, পলাবে শমন ॥

কীর্তনাপ্ত—চৌপদী ।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না হয় ।
সে চরণে তীর্থ ভ্রমণ এ বড় সংশয় ॥
যে কটিতে শোভে সীতধনী পীতাম্বর ।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাসাব্বর ॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দন সেবা করে ।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাব কেমন করে ॥
যে করে ধারণ করে মুরলী মধুর ।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গে ও ডম্বুর ॥

যে শলী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে ।
সে শলী ফিরয়ে কিহে ভালে ভাল সাজে ॥
যে পদ উদ্ভব বারি নাম সুরধুনী ।
সে ধনী ধরিলে শিরে কি হবে সুরধুনী ॥
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তী মালা ।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা ॥
যে শিরে মোহন চূড়া কুন্তলের ছটা ।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব গুটা ॥
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে করিহে বিনয় ।
হে গোবিন্দ গোবিন্দদাসে হয়েনা নিবয় ॥

বিভাস—কাওরালী ।

মরি হায় হায় শুনে হাসি পায় ।

যাবে কানী কাল শলী, ভস্মরাশি মেখে গায় ॥
বুধুহে যাবে কানীতে, কি বোলবে কানীবাসিতে,
কানীধামে প্রবেশিতে, কানীনাথ পড়িবেন পায় ॥
হে রুক্ষ, সে কষ্ট সবে হে কেমনে ।
কি বলাই মাথবে ছাই- ও টান বদনে ;
তাজে বাঁশী, ও শ্রাম শলী, ধরবে নাকি দণ্ড,
কানী যাওয়া নয় কেবল গোপীর প্রাণদণ্ড,
ভাসাবে নয়ন নীরে হাসাবে ব্রজাণ্ড,
পীতাম্বর তাজে বাসাব্বর কি শোভা পায় ॥

মধুকান ।

মধুসূদন কিল্লর বা মধুকান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুগাই গ্রামে ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম—ভিলকচন্দ্র কিল্লর । ভিলকের চারি পুত্র, তন্মধ্যে মধুই জ্যেষ্ঠ । পিতার দৈন্যবশা-প্রবৃত্ত মধু বাল্যকালে কিছুই লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারেন নাই । এইরূপ কবিত্ত আশে,—তিনি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেন বটে, কিন্তু লিখিতে আদৌ সমর্থ ছিলেন না । কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতে সংস্কৃতমূলক শব্দ বিস্তার এবং অনুপ্রাণ ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না । বাল্যকাল হইতেই ইহার গীত রচনার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল । ইনি যথোপযুক্ত ডাকানগরীর প্রসিদ্ধ গায়ক ছোট ঐ বড় ঐর নিকট গিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন । ঢাকা হইতে যশোহর জেলার হাটবাগিয়া নিবাসী রাধামোহন বাড়লের নিকট তিনি ঢগ সঙ্গীত শিক্ষা করেন । এই উপসঙ্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে । তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাধুর, অকুর-জবাদ ও কুরকৈত্র প্রভৃতি পাণা রচনা করেন । তাঁহার সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসপ্রধান । শ্রাবণের মূর্তি তিনি কাহার অঙ্করণ করেন নাই—যহুই আধিকার করিয়াছিলেন । “মধুকানের সুর” এখন প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে । তাঁহার অধিকাংশ গীত “সুদন” ভণিতাযুক্ত । এক সময়ে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন,—“মধু, তুমি ‘মধু’ নাম ত্যাগ করে, ‘সুদন’ ভণিতা দাও কেন ?” তাহার উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন,—

“মধুপাছে বিব হুয়, এই ভরে মধু নাম দিতে আমার সাহস হয় না।” ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে উপ
গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃত ৩ বৃকে পিঠে ভরস্বর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল স্রবও দেখা
দেয়। এই রোগে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পবলোক গমন করেন।

বিভাগ—কাওয়ালী ।

এখন কেন পারবে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,

চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,

চিন্তনা শ্রাম সে সব চিন্তে ।

কর তব সম স্বচিন্তে, চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে

আমি পেরেছি চিন্তে, তুমিত পারনা চিন্তে ।

বট নবীন নবীন চিন্তে, নবীন হলে পারতে চিন্তে,

নবোনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ আমার চিন্তা চিন্তে

এখন তব কা চিন্তে, রাজা বট রাজা চিন্তে,

গিরেছে পা-ধরার চিন্তে,

যে চিন্তে শ্রাম আমার চিন্তে ;

এসেছি যে ভেবে চিন্তে, পার কিনা পার চিন্তে ।

যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমায় এখন সে চিন্তে,

হৃদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমিত আছ নিশ্চিন্তে ॥

বিভাগ—কাওয়ালী ।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড, করে হেথায় এসেছে ।

ত্যাগ করে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লবু গুরু, রাজা হয়ে ভুলে গেছে ॥

তখন ঝাঞ্জেছি কুলে, যখন শ্রাম ছিল গোকুলে,

এখন দেখি গোকুল গোকুল,

কেবল ভাসিছে অকুলে ।

দেখে তোদের রাজা স্থলীল,

আগে দিয়েছি কুলশীল,

দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতা সব ঘুচায়েছে ।

তোদের যে ধর্ম অবতার, কেবল ধর্মনাশার গুরু,

হৃদন কহিছে ত্রীগুরু, কেবা শিষ্য কেবা গুরু,

দোহাকেই বলব গুরু, সেই গুরুভয় হয়েছ ॥

বিশিষ্ট—ঠেকা ।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যাজ্ঞান করি শুন রে বারি ।

ভ্রমেছ বৃন্দাবন তীর্থ, এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী ॥

তোমরা যেতে বল তীর্থে,

তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে,

ত্রিঙ্গপং বাস্ত্রে যে তীর্থে,

সেই তীর্থে এসেছি বারি ।

ভ্রমেছ যে রাখাক্ষ দেখে নাই বারি,

দেখ নিতাপুরে নেত্র সেই রাখা প্যারী ;

আগে রূক্ষ পেয়েছিলে,

তাইতে এখন রাইকে পেলে,

পেয়ে আর যেওনা ভুলে,

যদি যুগল দেখবে বারি ॥

হারী হওয়া কেমন তাও জাননা বারি,

হারীর সঙ্গে করে হৃদ গোঁহে তো হারী,

উভয়ের অভিসম্পাতে, উভয় এসেছে হেথাতে,

হৃদন বলে ছাড়বে পথে,

আর হ'তে হবেনা হারী ॥

বিভাগ—কাওয়ালী ।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে সেই যমুনাপুলিনে,

পক্ষে পড়ে পরমুখী আছে পক্ষজবনে ।

লয়ে বারি পদ পত্রে, কেউ দিচ্ছে ত্রীমতীর পায়ে

তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে ॥

কেউ বলে রাই মরে মরে, উভয় মারে মারে,

বাচাইতে নারিলাম মা রে,

কি বলবে হরি আমারে ।

কেউ বলে আর কেন জলি,

এস করি অন্তর্জলি, শেষে হ'য়ে গলাগলি,

মরি গিরে জীবনে ।

বিসধ' বলে বিষধা কেবা নাকি হয়ে থাকে,

এমনত দেখি নাই কেহ

প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে ।

কোথা বা তোর প্রাণ-লখ্য,

কর জন্তে বা মরিস্ একা,

হৃদন বলে ও বিসধা,

যে বিসধা সেই জানে ॥

বিভাস—কাওরালী ।

দেখে এলেম তব রাখারে, হরি যমুনার ধারে ।

প্যারী চন্দ্রধরে, কোন সখী ধরে,

জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্ছে ধারে ॥

হস্ত দিয়ে কেহ দেখে প্রাণধারে,

তাহে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে ।

তব প্রেমধার এতই কি রাই ধারে,

বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ-অসি ধারে ॥

কেহ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়,

তুলসীমঞ্জরী আর গঙ্গামুক্তিকায়,

পকবটী ক'রে যমুনাপুলিনে,

রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে,

কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে,

যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে ।

অন্তর্জল কেবল রাখার আছে বাকী,

অন্তর্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি ।

রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ,

কে আর বলিবে তোমার রাধানাথ ;

মনে ভাবি তাই শ্রীধারকানাথ,

রাধানাথ হ'লে বাঁচতে রাখারে ॥

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়,

প্যারী তোর রক্তা পায়,

চরণকমলে নীলকমল আহামরি কি শোভা পায় ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ধার পায়,

তাঁর শিরে কি পা শোভা পায়,

পাট্টী আর ঠেলিসনে দুপায়,

কুণ্ঠন কি যে পায় সে পায় ।

হৃদন বলে ও রক্তা পায়, বলি পাতালে পণ পায়,

আর শুনেছি ও রক্তাপায়, জাহ্নবী জগম পায় ॥

সিদ্ধ—কাওরালী ।

কায় হরেছে অর এ ব্রজপুরে ।

বার হইরাছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি,

অন্তে তাকি জানে বিধি, দিয়ে তার ঔষধ আদি,

দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ করে ॥

প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোহেরি অন্তর,

প্রেম-অর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্ত্র ।

সতত হয় দেহ দাহ,

ক্লেণে ক্লেণে হয় মোহ, সে দাহ নির্বাহ

দেহে দেহে মিলন করি ॥

হতাসে পিপাসা ত্রাসে সদা তনু জলে,

বরে জল জল, বলে দে জল, ত্রাসে নয়নজলে ।

সতত হয় মনঃসীড়ে, নয়ন বরে মনে পড়ে,

চিকিৎসা জানে সে সীড়ার,

মনঃসীড়া আছে যার ।

কোন বৈদ্য না পায় বুদ্ধি,

প্রেমস্বর অবস্থা, নাইকো শাস্ত্রে

নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা ;

আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,

হৃদন কয় আছে জলপড়া, দিলে ব্যাধি যানে দূরে ।

স্ট্রীক্স—মধ্যমান-ঠেকা ।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভাল না,

কান্দালের প্রাণে সাজে না ।

একা প্রাণ দেও যারে তারে,

দেখিতেছি পরস্পরে,

এমন প্রাণের আশা কে করে ।

যে তোমারি প্রাণ দিলে তখন তার প্রাণ নিলে,

কেউ নিলেত হুখে থাকে না ॥

শাস্ত দাস্ত সখ্য আর বাৎসল্য মধুর রস হরি,

জানি তোমার পঞ্চরসে যে রসে যে রসে হরি,

বলি তোমার একি লীলে,

বলি তোমার প্রাণ কিনিলে ।

তবে কেন পাতালে নিলে,

অদিতি কণ্ঠপ ত্যজিলে,

তাঁহেতে তারা প্রাণ ত্যজিলে

এই কি তব লীলার মন্ত্রণা ।

ত্রেতাযুগে করে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,

জানকী জানিলে, পুন জানকী ত্যজিলে ;

তার পরে স্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,

বান্দিশালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে,

কেউ লবে না প্রাণ যারিলে,

হৃদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥

ব্রিটিশ—ঠেকা ।

এই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি ।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী ॥
ও হরি অন্তর্ধামী, কি ছিলাম কি হইলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি, আমি যে চিনিতে নারি ॥

আমরি কি ব্রজের বাঁকা,

বাঁকা হেরে ঘূলে বাঁকা,

চিস্তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দৌনের সখা ।

তুমি স্থিতি স্থিতি প্রলয়, স্থপনের মনে এই লয়,

হইগে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্রমে মরি ॥

বিভান—মধ্যমান—ঠেকা ।

দেখলেম কুবুজায়, কুবুজায়,

রাই রক্ষে কি ভাল বুঝায়, সদা কুবুজায় ।

যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,

তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায় ।

এলেম দেখতে শুভে শুভে চাই তার গুণ,

প্যারী পারেন শুভে যা শুভে নিপুণ,

দেখে এলাম এমন কু যেমন ভেপেঁচা কু,

হরি হয়েছে কু পড়ে কুবুজায় ॥

বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়,

যেমন শ্রেম স্বটেনা বুঝায় অবুঝায় ।

পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কুবুজায়

স্থান যে প্রাণে যায়, তারে কে বুঝায় ॥

ব্রিটিশ—মধ্যমান ।

রথ রাথ বংশীবদন, হেরিব বদন ।

রথ রাথ, কথা রাথ, একবার মোরা দেখি দেখ,

যাই রাই বলে ডাক,

শুনে যাই কথাটা মিঠে কেমন ॥

শুভ্র করি ছদ্ম-রথে, কেন অশ্রু রথে,

এ রথ কেন্দ্রে ব্যাকুল হইল, দেখে মনি রথে,

রথ যেতে চায় তোমার সাথে,

এ রথ লইয়ে যাও ও রথে, তা নইলে মথুরার

পথে, রথে রথ করব পতন ।

ব্রজে এইসে অক্ষরমুনি, হয়ে নিল মণি,

মণিহারী কণী কি হবে গুণমণি ।

প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখে গো
মুনি নারী হতো, স্থান কর বাঁচি কি কভে,
ঐ পাদপঞ্জে দিলেম জীবন ॥

বেবগিরি—কাওয়ালী ।

আর কি পাব সে নীলমণি ।

মা বলে আসিবে কোলে, খাওয়াইব ক্ষীর ননী ॥

পেয়ে নতন জননীরে, ভুলেছ এ দুখিনীরে,

খেদে ভাসি আধিনীরে, হয়ে মণিহারী কণী ।

শ্রীদুর্গা কমলপদ, পুঞ্জিয়ে কমল দলে,

সেই নীল কমল কোলে, পাইয়াছি সেই ফলে,

আসিবে আমার নীলকমল, হেরিব চাদবদনকমল,

প্রফুল্ল হবে হৃৎকমল, কমল মুখে মা-বোল শুনি ॥

সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, হরিয়ে লইল বিধি ;

পূন সদয় হয়ে ফিরে, দিবেন আমারে সেই নিধি,

কৃষ্ণ গোফুলে আসিবে, মা বলে কোলে বসিবে,

মুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুখ রজনী । ১

যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, জুর অক্ষরের সনে,

সেই হ'তে জননী বাণী, আমি শুনি নাই শ্রবণে,

আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর এ গোফুলে,

স্থান বলে শোঁকাকুলে, মরে জনক জননী ॥

বেবগিরি—কাওয়ালী ।

সামান্তে কি রাখারে পায় ।

বিনা আরাধনে কি পায় ॥

ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়,

মুক্তি শক্তি আছে যার পায় ।

ভ্যজে বিষয় বাসনা, বশ করিয়ে বাসনা!

করিলে তার উপাসনা, ছদ্মপদ্বাসনেতে পায় ॥

রাধা আকাজিক্ত হয়ে,

ভ্যজিলাম গোলোক অধিকার ;

গোফুলে গোপবান্ধ নিলাম,

পরিত্র কি দি অধিক আর ?

কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,

স্থান বলে রাখার কারণ,

বাঁধা সে গোলাম নন্দের পায় ॥

হুট—কাঁওরালী ।
 নিল মুনি নীলমণি যে দিন ।
 আমার মনে হইল সেদিন,
 ফিরে কি আর হবে আমার হুদিন ॥
 যে থাকে না তিলেক ছেড়ে,
 সে আমার গিয়েছে ছেড়ে,
 জানলে কি রে দিতেম ছেড়ে,
 গোফুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সেদিন ॥
 “ও মা, যাই যাই” বলে, কারে বা স্থখায় গো,
 “নেরে খারে কীর ননী” কে তারে বা কয় গো,
 কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় কীর নবনী,
 খায় কি রে সে কীর ননী ।
 হুধিনীরে মনে হয় কি এক দিন ॥

দেবগিরি—কাঁওরালী ।

মরোরথ, যাও রথে ।
 ত্যাজ্য ক’রে জ্যায় পথে, কেন ভ্রম পথে পথে ।
 পেয়ে সুপথ ছুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে ॥
 পথের সমল মন হরি বল,
 হবে পথের অয় ; ভেনো সবাই পথের পথিক,
 পথের পরিচয় :—
 ধর্মপথে রেখো যতন, যদি পথে হও রে পতন,
 হবে তোমার কালের দমন,
 কালীরদমন ভাব চিতে ॥
 সম্প্রতি হুর্দ্বতি তাইতে, পাঠাইলে কংস ;
 যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস ;
 হ’লে হরির কোপের অংশ,
 বংস হইবে নির্বংশ, হুদন কয় এমন কুবংশ ।
 কাজ কি থেকে মথুরাতে ॥

হুট—কাঁওরালী ।

কি জানি কি হলো আমার মনে ।
 কি শরনেকি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি হু-নয়নে ॥
 যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
 কি আছে তার অন্তরে অন্তরে তা
 বুঝিতে পারিনে ॥
 যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ),
 সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ) ,

মনে পাইনে মনের কথা,
 তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
 কারে বা কই মনের কথা,
 তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে ॥
 যে দিকে যাই, যে দিকে চাই,
 দেখিতে কৃষ্ণ পাই,
 কৃষ্ণভবে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ্টি কৃষ্ণ পাই,
 কালরূপ চিনিতে কে সে,
 নাম বৃষ্টি তার হৃষীকেশ, ধরিল আমার কেশে,
 হুদন বলে শেষে জান্বে মনে ॥

বাহার—মধ্যমাম ।

বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে । (ভাব রে)
 জান না মুরারে হরে, যে ভজ্ঞে সেই মুরহরে,
 তার কি প্রাণ শমনে হরে ॥
 মন বাঁধিলে মনোহরে, কার সাধ্য তার মন হরে,
 দেখে ভেবে মুরহরে, হরির গুণ জেনেছে হরে ॥
 শুন নাই প্রহ্লাদের কথা, ভজ্ঞে গুণমণি,
 এককাণে হইল বৈষ্ণবচুড়ামণি,
 ভুজ্ঞে না দংশে কাষ, মাভঞ্জে না বধে তায়,
 জীবনে না জীবন যায়, বিষপানে না মরে ॥
 শুন নাই যে ঙ্গব মুদিত করে
 হু-নয়ন একমনে ছিল,
 পদ্মপাশলোচন রক্ষা করিল, বনে বনে,
 কি মরণে, কি জীবনে,
 মধুহুদন ভজ্ঞে হুদন কতু কি পড়িবে ফেরে ॥

বিভাস—টিম্বা-ভেডালা ।

বলো তারে, কারাগারে
 আর কতদিন রইতে হবে ।
 সে দিনের আর বাকী কদিন,
 চিরদিন কি কেঁদে যাবে ॥
 এমনি কপাল পাথর-চাপা,
 বুকের মাঝে পাথর চাপা,
 নয়ন জলে নয়ন বাপা,
 ক্রীকৃষ্ণের পূণ্যপ্রভাবে ॥
 পূণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,
 তেমনি হুখে বন্দিশালে জন্ম গৌরাম,

যে সুখেতে হেথায় আছি,
একবার কৃষ্ণ দেখ্লে বাঁচি,
কিংবা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ॥
অসিত-অষ্টমী রেতে এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্তি দেখাইল করুণা ক'রে,
কোন পুণ্যে বা গর্ভে ধরে,
কোন পাপে বা কারাগারে,
হৃদন বলে ব'লো তারে
এ বন্ধন ঘুটিবে কবে ॥

দেওগিরি—টিমা-তেতাল।

যাচ্চ যদি গোকুলে ।
ব'লো তার যেয়ো না ভুলে,
পাষণ চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে ॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণদন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে,
জনকের যত্নবা ব'লো, তনে হবে সুখজনক,
পাসরি ব'য়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক,
ঐ দেখ দাঁড়িয়ে পায়, আরও প্রহার পায় পায়,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ।
ব'লো তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা-পিতা-হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
হৃদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমতি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥

জয়জয়ন্তী টিমা-তেতাল।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল ।
কিরূপে হবে প্রতিকুল,
যাবে ব্রজের এ কুল ও কুল হকুল ॥
হুমাতে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ার নবনী,
সে মা হবে কান্ধালিনী, ত্যজবে প্রাণী,
যে দিন যাব ও কুল ।
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাতে,
মরবে সকল বৎস ধেনু, ধাবে না ধাবে না ভূপ,
তভাবে সব ভগ-বন, বন হবে ব্রহ্মাবন হবে আকুল

যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কাণে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজবে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে,
তার মন লয়ে যাই কেমনে,
বলবে এই তার ছিল মনে,
মরবে হৃদন পায় না কোন কুল ॥

গিরিটি—মধ্য মান ।

দেখিলাম তোমার জননী জনক,
তঁারা বন্দিশালে বন্ধন করে ক্রন্দন করে,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ।
যখন দূতে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে,
তঁাদের দুঃখে পাষণ গলে,
কাঁদে মোহে গলে গলে দাঁড়কা পায়
উঠিতে না পায়,
এমনি তাদের কপাল ভগ্ন অপরাক্ষে না পায় অন্ন,
উঠিতে চরণ সংলগ্ন, করে কিছু বলতে নাহে;
পদাতি সব দ্বারে দ্বারে,
দেখ্তে চাইলে অমনি মারে,
“মলাম মারে” তোর মা বলে ॥
দেখি দ্বারিগণের নেত্র সদাই নেত্র মুদে থাকে,
দেখি দস্ত গাত্র কম্প কভু দস্তে দস্ত লাগে,
পুনরায় চৈতন্ত হ'লে নয়ন মেলে কৃষ্ণ বলে ;—
হৃদন কয় জানে সকলে,
ওই দশা হয় ওনাম নিলে ॥

মঙ্গল-বিভাগ—টিমা-তেতাল।

রাই ভূমি অমূল্য মালা
গাঁথিছ যাহার কারণে ।
মথুরায় তার মাণ্ড্যবদল হবে না জানি কা'র সনে ॥
কেন গাঁথ চিকণমালা, ছেড়ে
যাবে চিকণমালা, শেষ কেবল ঐ মালা
অপমালা হবে মনে ॥
মালা হেরে হবে জাল', মরবি প্রাণ জলে,
শেষে মালা ভেসে যাবে নন্দনের জলে,
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা,
মতিয়া মালা দিবে এনে ॥

কাল হারাবি মোহনমালা মালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই হুঃখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি,
হরে নিতে মাথার মণি, হৃদন বলে
বিনোদিনি বুঝা মালা গাঁথ কেনে ॥

কীর্তনাস্ত—বৃথা ।

তুই রে আমার কৃষ্ণ গোপের নন্দন ।
তোর কেন হলো এমন ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
কৃষ্ণ রে তুই গোপের ছেলে,
শঙ্খ চক্র দে রে ফেলে,
কেন হৃদনদড়ী নাহি স্বকের উপরে ;—
গাভী-দোহনেও হাণ্ড নাহি তোর করে ॥

ভৈরবী—চিমা-কাওয়ালী ।

কিরপে এরূপ হলি ।
কোথায় বা ভোজবিদ্যা পেলি ॥
তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ, একি মানুষ হলি,
চতুর্ভুজ আমারে দেখালি ।
তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল,
থাকিস্ গো-পালে,
ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল, কে যাবে পালে,
তুইরে আমার হৃদের গোপাল জানে সকলে,
ভাঙ্গি হৃদের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি,
ছাদন দড়ি ছিন্ন করে কোথায় লুকালি,
হৃদন কয় চেন না রাণী কেমন ছেলে পেলি,
ও ছেলের ছেলে সকলি ॥

পরজ চিমা কাওয়ালী ।

বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি যায়
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী, 'যায়' বলে বাজায় ॥
'কৃদাবনং পরিগ্রহ্য' করিবে না এই ছিল ধার্য্য,
সে কথা হলো অগ্রাহ্য, না বলে যে যায় ॥
জন্মের মত দেখিবি যদি চল গো প্যারী চল,
ফুরালো বল, কি করি বল, গিয়ে হুটা বল,
যারলাগি সকলে বলে, সেত ভোমায় যায় না বলে,
গিয়ে হুটা দেখনা ব'লে দেখ কি বলে বা যায় ॥
কাঁদিলে কি হয়, বুঝিতে হয়, একবার যেতে হয়,

কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়,
হৃদন বলে কি হয়, না থাকিলে হয়,
ধরিলে কি হয়,
প্রভাসে মিলন পুনরায় প্যারী যদি যায় ॥

ট্রিকিট—মধ্যমান ।

আয় না গো রথ দেখতে যাই প্যারী ।
তুরা করি সকলে সকালে গেল
আমরা কেনে কৈঁদে মরি ॥
আয় না ভক্তধাত্রী হেরি,
এক যাত্রায় যাত্রা পরিবর্তন করি,
কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়,
এক যাত্রায় যাত্রা করি ॥
কই কিশোরি আয় কিশোরি কি কাজ শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি ।
প্রাণতুলা বল যারে, সে ভাস্করো ব্রজের বাজ্রাবে
হৃদন কয় রসের বাজারে,
একবার এসে দেখনা প্যারী ॥

কীর্তন ।

তখন বেরুলে' রাই কমলিনী ।
চারিদিকে চায় রে আসু খালু পাগলিনী ॥
উঠে পড়ে যায় ধায়, কৈঁদে বলে বলগো আমায়,
ফুরালো বল বল গো আমায়,
আমার মদনমোহন কোথায় গেল ॥
প্যারীর হুই নয়নে শতধারা,
করে ডুবু ডুবু নগ্ননতারা, যেমন
মণিহারী ভুজঙ্গিনী, দাবদল্ল কুরঙ্গিনী ॥
তখন উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী ।
আসু-খালু কেশে যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব শূন্যমণি ॥
(আহা!) নিভসে চরণ ভারী,
সঙ্কর চলিতে নারি, ব্রজনরীগণ করে ধরি ;
কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বর করে,
হেরিতে পরাণলীধু হরি ॥
(আহা!) একে ব্রজের কঠিন মাটি,
তাহে কমলকোমল পদ হুটী,

কমলিনীর চরণে তৃণটী ফুটে,
কৃষ্ণ উজ্জ্বল করে উঠে ॥

খাশাজ—চুঁরি ।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি ।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥
রাশি রাশি শলী, পদনখে বসি,
‘অধোমুখে থাকে রজ লাগে যদি ।
যত গুণ লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি ॥

খিঁটিট—মধ্যমান ।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি ।
খাব নিলে নীলকান্তমণি ঐ এলো ॥
সেই চান্দবদনী, রমণীর শিরোমণি,
যারে ধ্যানে না পায় মুনি,
ঐ এলো সেই চন্দ্রাননী, যেন মণিহারী কণী ।
কি মোহিনী বলে নিলে, মনোমোহিনীর
মদনমোহন, মন চোরকে করেছ
চুরি, সাধু হয়ে কি অকারণ,
গায় হরি নামাঙ্কিত, দেখতে যেন সাধুর মত,
‘সুদন বলে যে চোর এত, কে বলে ইহারে মুনি ॥

জয়জয়ন্তী—টোমেতেতাল ।

রথ রাখ সারথি দেখাও রথী,
দয়া নাহিক এক রতি ।
যুগল করে করিব এই আরতি ॥
কালসোণা কাঁচাসোণা, যুগল মস্ত্রে উপাসনা,
হরে নিলে কালসোণা,
হেরিব না আর এ যুগলাকৃতি ॥
হরি ত চলেছ পথে এ পথের পথী,
দাঁড়াও হে পথের পরিচয় করি শ্রীপতি,
জানা ছিল রবে নিশ্চয়,
এখন পেলেম খুব পরিচয়,
পেলেম হে পথের পরিচয়,
কেহ কার নয়, জানিলাম হে সম্প্রতি ॥
যদ্যপি এক দিনের ওরে কোথায় থাকতে হয়,
প্রভুঘেতে যাবার বেলা বলেও যেতে হয়,

তোমার নাইকো বলাবলি,
আমরা কেবল ভুলায় ভুলি,
সুদন কয় কি ভুলায় ভুলি,
আর ভুলিব না এবার পাঁচি যদি ॥

পরজ—মধ্যমান ।

ও মন রথ রাখ রথ রাখ থাক,
বারেক গিরিয়ে দেখ ।
আর হবে না দেখাদেখি, দেখি দেখি দেখ দেখ ॥
ত্যাগ্য করে মনোরথ আরোহিলে মুনিরথ
আমরা কেবল অবিরত কাঁদতে বত চেয়ে দেখ ॥
একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়ে তুরঙ্গরঙ্গ আতঙ্কেত মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্রে, বুচাই অক্রুর চক্রে,
এখন দেখি চক্রীর চক্রে তুমি এত চক্রে রাখ ;
আবার ভাবি মরি গিয়ে মিছে কেন ভাবি,
পরে ভাবি সে ভাবেনা আমরা কেন ভাবি,—
কি করি বুঝে না যে মন,
মন তোমার পাষণ কেমন, সুদন কয় কথা
কেমন, বলেছিলেন যাব নাক ॥

পরজ—মধ্যমান ।

এই কি তব দয়া দয়াময়, কও আমায় ।
এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত
যে হয় । তার কি দশা এমনি হয় ॥
যার পদ ধরেছ শিরে, তাজিলে সেই প্রেমসৌন্দর্যে,
সে করাঘাত করে শিরে,
ফিরে একবার দেখ না তায় ।
যে রাধার কারণে বাধা বহিতে মাথাত্তে,
ধেঁলু মনে গোচারণে ভ্রমিতে বনেতে,
তোমায় ঘোড়ে পান না যোগী,
যার লাগি মেজেছ যোগী,
এখন তার করেছ বা কি,
যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায় ॥
রসময়, কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময়,
দেখিলাম আমি অদময়ে কোণ বিষময়,
দেখিলাম তোমার যত মায়া,

কেবল মাত্র সকল ছায়া,
হৃদন বলে মিছা মায়া,
করে রেখেছ জগৎময় ॥

—
বেশাগ—আড়া ।

কণেক দাড়াও ঝু আগে আমি যাই ।
মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই ॥

হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ,
তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ,
তাজি অঙ্গ দেখ তাই ।

আজ আমাদের শুভযাত্রা,
দেখলাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা
ঝু দিগে দেখ তাই ॥

কেন রব কৃতজ্ঞালি, করে যাওহে অকৃতজ্ঞলী
হৃদন বলে কেন জ্বলি এখনি জ্বালা বুটাই ॥

—
দেওগিরি—টিমেতে ভাল ।

চেয়ে দেখ কে কাল, দেখি নাই ত এমন কাল ।
হেরিয়ে চিহ্ন কাল, গেল যে মনের কাল ॥
দেখেছি ত এত কাল, দেখেছি ত কত কাল,
দেখি নাই এমন কাল, কালোতে এত ভাল ॥
শলীমুখে হাস্য করে আরও করে ক'রে ঝাঁপী,
ঐরাধিকার মন ভুলাত সে নুঁকি গোকুলবাসী,
কোন প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, বিদায় দিলে হেন ধন,
কি বধে এলো তার প্রাণ, জ্ঞান হয় তাহারি কাল ।
সেই রমণী দুর্গবনৌ যে নারীর ঐ কাল ছেলে,
কেমনে ঝাঁচিবে সেই, কাল হবে কিছু কালে,—
হৃদন বলে হাসি কলসী তোর যায় গো ভাসি,
দেখতে পারিস্ বরে বসি ঐ কাল চিরকাল ॥

—
বিশিষ্ট—মধ্যম:ন ।

সে হাটের স্তোভ ভবে হাটে পাওয়া ভার ।
যার কলে হয় কলের স্ত,
যার কলে হয় স্তোহত,
সেখানে সেই নন্দহৃত পারিবে এবার ॥

এবার স্ততার বাজার গরম ভণের বাজারে,
সে হাটে নাই কমী বেশি চল রে সস্তরে,
সে হাটের এমনি বাখানি,
রবি-স্বতের নাই আমদানী,
নাই সেখা অধিক রপ্তানী, হবে রে ব্যাপার ॥
সাধু মহাজন কেবল যাচ্ছে সে হাটে,
তা নইলে কে যেতে পারে স্ততের নিকটে,
খেই হারালি ভবের তাঁতে,
চলরে তুই বৈকুণ্ঠেতে হৃদনে লয়ে যাও সাত্তে,
দেখিতে বাজার ॥

—
ধানাজ—মধ্যমান ।

ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কি ।
আর বা হইব কি, কোন মুখে এ মুখ দেখাব,
কালি চিনিবে না দেখি ॥
যেমন বা মুদেছি আঁখি,
তেমনি আমায় বানালে কি,
যুচালে শ্রাম ঝাঁকঝাঁকি, আর কিছু নাহি বাকি ॥
মথুরা-নাগরী যত, কার রূপ দেখি নাই এত,
আগে তাদের দেখাই গে ত,
তারা কি বলে দেখি ।
আগে দেখে হাস্ত সবে,
তেমনি এখন দেখতে পাবে,
হৃদন কয় রাজরাণী হবে,
তোমার আর ভাবনা কি ॥

—
বিভাস—টিমা ভেতলা ।

মথুরা-নাগরী যত নাগর হেরে নয়নে ॥
বলে তুরায় আয় লো সখি,
কে যাবি শ্রাম দরশনে ॥
কোন ধনী বলে সখি, ধরে দে ঐ কাল পাখী,
জুদি-পিজুরেতে রাখি, হেরিব রূপ মনে মনে ।
কোন ধনী বলে সখি কে আনিল উহার,
কেমনে ঝাঁকিয়ে মন ছাড়ি দিল মায়,
বুঝি হবে মাতৃহীন, কিবা মাতার ব'ধে প্রাণ,
অথবা করিতে ত্রাণ, ছাড়ি এলো বৃন্দাবনে ॥

কোন ধনী বলে সখি, আয়লো দেখে সে আয়,
গগন হ'তে শশী খসি পড়েছে ধরায়,
দেখেছি ত পূর্ণশশী, দেখি নাই ত কালশশী,
হৃদন বলে রাশি রাশি পূর্ণশশী ঐ চরণে ॥

গিকু—মধামান।

আয় কৃষ্ণধন আমার অঞ্চলের ধন,
কোলে আয় রে দুঃখিনীর প্রাণ-ধন।
কৃষ্ণ তুই কি এত পাষণ,
জানিস্ না রে বৃকে পাষণ,
মোদের দুঃখে গলে রে পাষণ।
থাক্তে মোদের তুই নন্দন,
পায় দাঁড়কা করে বন্দন,
আবার তুই নাকি রে শ্রীনন্দের নন্দন ॥
পেয়ে তুমি যশোদা মায়, ভুলে গেছ মায়,
মায় পাসরি আসতে নার দেখিতে আমায়—
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে, দিত্ত নাকি গোচারণে,
ধেনুর সনে বনে বনে,
তাতে কত পেয়েছিহু বেদন।
ডুবেছিল কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে,
হৃদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব বা কি,
যে হুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

পরজ—টিমে-কাওয়ারী।

প্রাণ দিতে চাও আমায়।
(প্যারী ত বেঁধেছে হৃদয়,)
ওবে যে দেও যারে তারে কথায় কথায় ॥
প্রাণদান গ্রহণ করি, পতিত হয়েছেন প্যারী,
নে কেন দিবে ফিরি, হরি হে তোমায়।
প্রাণ হতে চরণ ভাল জানি গুণকারী,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি,
পায়ে পাষণ মানব হগো,
প্রাণ লয়ে পিতার প্রাণ গেলো,
সীতা বনবাসী হলো কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায় ॥
ইদানী রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী,
প্রাণদান গ্রহণ করে হয় কাঙ্গালিনী,

চরণ দেও চরণে ধরি,
অন্তে মম প্রাণ হরি, রেখো রাঙ্গা পায় ॥

হরট-মল্লার—ভেতালা।

দেখ শ্রামের প্রেমে কেবা না
মজেছে সখি এই গোকুলে।

• সবার হয় আনন্দ, হেরে ওই গোবিন্দ,
কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে ॥
দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে, যে না হরি বলে,
যে না বলে সে জন বিহ্বল,
নারদ আদি ঋষি, যে পদ আখ্যাসী,
দিবানিশি তারা বলে হরি বল,
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী,
অমনি সরি কি না সরি,
ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।
দেখ গয়্যাহুর শিরে যে চরণ ধরে,
বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী,
যে পাদপদ্ম হতে গঙ্গা অবতীর্ণ,
হয়েছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী,
আমার ভাগ্যে এই হলো,
কুল বাড়তে দুকুল গেল,
হৃদন বলে আর কি বল,
কপালের কপালে এমন কি দলে ॥

মঙ্গলবিভাস—ভিতট।

আমি কারে কি বলি কি বলে।
সকলে আমারে বলে, আমার কে বলে ॥
বলে কৃষ্ণ কথা, বলে রুক্মির কথা,
ভয়ে কইনে কথা, পাছে কি বলে।
যদি যাই গো নদী, পিছে ননদী,
আর যত বৃষ্ণ করে গো গতি,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, যত কুলধনী,
সবে করে কাণাকাণি ঐ কথা বলে,
একবার বলি বলি আবার বলিনে,
বলে বা কি বলে ভয়ে বলিনে,
বলিব যাহার বলে, সে বাণীতে বলে,
হৃদন হেসে বলে বলুক যে বলে ॥

পরজ—টিমা-কাওয়ালী ।

হৃৎথে পায় হাসি, সবাই বলে শ্রামপ্রেমসী,
অকলঙ্ক শলী ভেজে কলঙ্কে ভাসি ।
যে পদ আশ্রয় করে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে,
সেই পদ আশ্রয়ে আমি হয়েছি দোষী ॥
যথা তথা হরিকথা শুনি জগতে,
জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি পায় অন্তে, •
আমি যদি বলি হরি, নন্দী হয় বিষহরী,
নিতে এনে প্রাণ হরি, ধরিয়া আমি ।
যে চরণবারি ভবে জ্ঞাপকারিণী,
সেই পদ আশ্রয় করে অপবাদিনী,
হৃদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর,
হরিনামে ডঙ্কা মান, শমনে নাশি ॥

থাঙ্গাজ—তেতাল ।

তিনেছি তোমায় তুমি নয় মানুষ,
যে বলে তোমারে মানুষ,
সে আর কোন মানুষ ॥
দেখেছি ত অনেক মানুষ, সকলি ত মানুষ,
দেখি নাই ত এমন মানুষ,
মানুষের পায় হয় যে মানুষ ॥
তোমায় চিন্তে কেবা পারে, কেবা না পারে,
যে পারে সে পারে, সে থাকে না এ পারে,
তোমায় ভেবে কে পাবে পার,
না ভেবে বা কে পাবে পার,
কি তোমার মানুষ অবতার,
মানুষ ভাবলে হয় সে মানুষ ।
আর কিছু দেও পদরজ রাখি অকলে করে,
যদি ফিরে সে দণ্ড হয়, তবে ভয় কারে,
একে আমার কপাল পোড়া,
পোড়ার পর যদি পোড়া, হৃদন কয় এ প্লা পড়া,
যে পাবে সে হবে মানুষ ॥

বিভাগ—তিওট

দেখ ঐ পায় কি শোভা পায় ।
এ প্লা নয় ডেমন প্লা, যে যলে না যায় ॥
কি হবে ধোয়ালে প্লা, প্লাতে কি দোষ,
(নাবিক) চেয়ে দেখে রণতলে

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভিত,

নৈলে কেন এ পায়, পাষণ্ড মানবী জন্ম পায় ।
আর শুনেছি জাহ্নবীর জন্ম এই পায়,
বলিরাজা ওনেছি, বান্ধা এই পায়,
সনকাদি ঋষি মিলে তারা ঐ পদ দেখায়,
(নাবিক) মনে ভাব এ পায় যে পায়,
সে ভবঘাতনা না পায়, হৃদন বলে এমন পায়,
কেবা কোথা পায় ॥

বিভাগ—টিমে-তেতাল ।

কত এমন দেখি নাই,
জলমাছে নারী হেরি আঁহা মরে ঘাই ।
রাঙ্গা চরণ কালজলে,
অরুণ যেন মেঘের কোলে, কামিনী দামিনী চলে,
জলে দেখতে পাই ॥
পরশে চরণ তরুণী, পাণ্ডাণী হয়েছ তরুণী,
তরুণী তরুণী হবে ভাবে জানতে পাই ।
হৃদন কয় মাধবে বণী, ডুবাও রে তোমার তরুণী,
এ তরুণী ডুবিলে চরণতরুণী পাই ॥

জয়জয়ন্তী—টিমা-কাওয়ালী ।

নীলবরণ হইল নীলমণি, দেখে যা দিদি রোহিণী,
কপালেতে কি হয় না জানি ।
দস্ততে লাগিল দস্ত, কি হলো পাইনে তদন্ত,
হেরে আমার লাগ্ণো দস্ত,
কান্দ মন্দ করি নাইত জানি ॥
তাজে গো-পাল, এসে গোপাল কোলে বসিল,
বসে কোলে, কয় নে কোলে,
কয় এলো মেলো, তার পরে হইল অঙ্গান,
আমি জানি গোপাল অজ্ঞান,
এখন দোষ অজ্ঞান, অজ্ঞান
বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন জ্ঞানী ॥
হেরে কৃষ্ণের গায়ে উষ্ম উগ্রায় বাঁচিলে,
ধরে মাগো নেনা কোলে জ্বরে বাঁচিলে,
কইতে কইতে কয় ন কথা,
হৃদন কয় কি নবর কথা,
যে কথায় জ্বরেছে যামুনি ॥

কালিাড়া—গঙ্ক-ধেমটা।

বলে উঠরে কানাইরে, ও তোর ভয় নাই রে,
মোরা সে খেলা আর খেলিব নারে।
গোঠে না যাস যদি ও ভাই কানাইরে,
মোরা রাখাল রাজা কর্ব কারে ॥

দেওগিরি—টিমা-কাওয়ালী।

দ্বাবল যাদব ব'ধানে, যে কথা ছিল তোর সনে,
নৈলে যে ত্যজিব জীবন যমুনার জীবনে ॥
বলেছিলি আছি বাধা, ডাকিলে এসে নিবি বাধা,
বাধা নিতে কে দেয় বাধা, কে এমন বন্দাবনে ॥
তাজবি যদি ওরে গোপাল,
ছিল যদি তোমার সনে,
গোপ-গোপালে গিরি ধরে কেন পাচাইলি প্রাণে,
কালীদেহের বিষ জীবনে, পাঁচালি তোর সখাগণে,
যে ছিদাম মরে তোমার জন্তে,
তারে বা পাঁচালি কেনে ॥
তাপিত শ্রাণ মোর শীতল কর,
জনক বল চল্লমুখে, যশোদাকে ডাক একবার,
শুধুক রে গোকুলের লোকে;
হৃদন কয় জানিলাম হরি,
রাধার প্রেমে হল ভারী;
এত প্রেমে দিলে ডুরা,
এই ছিল তোমার মনে ॥

গিঙ্কু—টিমা-কাওয়ালী।

কথা জ্বরেছে প্রেমজ্বরে, এই নগরে বল শুনি।
এখনি স্নান করাইব খাওয়াইব ক্ষীর নবনী ॥
পড়া আছে নাড়ীচক্র, জানা আছে হটচক্র,
ঘুটাতে পারি কুচক্র, এমি আমি চক্র জানি ॥
নিদানেতে বিদ্যা জানাই নিদানের কালে,
যে করে মম মরপ রক্ষা পায় হেলে,
নিদানেতে বিধান বটী, সেই রাজা রামচাঁদের বটী,
গোপালের নাস দিলে কত,
গোপাল ভাল হয় তখন ॥
দেখিলে রোগের প্রাণ্ডুর্ভাব তাতে না চটি,
হটিকাভরণ দেই কিংবা দেই চটী,
পড়া আছে রাখা-ওস্ত, আর কত জানি মস্ত,
নানা রোগ করি ক্রান্ত।

কুতান্ত যায় শুনিলে ধ্বনি ॥

আরও আছে রাখা গুড়ি, সকলে না পায়,
বেগী বুঝে দেই তাহা, যারে সেই পায়,
নাম রতনমণি গুপ্ত, আমার সব গুণবি গুপ্ত,
হৃদন কয় আজ হবে ব্যক্ত,
শক্ত দায়ে ঠেকেছে নীলমণি ॥

বিভান—টিমা-কাওয়ালী।

শুন মা জনম কথা, নয় কো কবার কথা।
সে হুংখের কথা,
কোথা জন্ম নাহি জানি, মাতা পিতা নাহি চিনি,
কেবল লোকের মুখে শুনি সে সকল কথা ॥
জন্মের পরে পত্রোপরে ভেসেছি জলে,
মা কেমনে চিনিতে মা গো কারে মা বলে,
বহুকাল ভাসিয়া জলে, পরে এসেছিলাম কূলে,
দশভুজা নারী পেলে সেই হবে মাতা ॥
তার পরে এক দ্বিজনারী তাঁকে মা বলিলাম,
খর্বরূপে আমি তথায় কিছু কাল ছিলাম,
তার পরে এক রাজা রাণীকে,
মা বলিয়াছিলাম হুংখে,
তার পরে মথুরায় আছে দুঃখী এক মাতা;
মথুরায় মা বলি তাঁকে গোকূলে এখন,
এখানে আছে এক মাতা তোমারি গঠন,
হৃদন কয় মাতৃহীন ছেলে,
যারে পায় তারে মা বলে,
চিকিৎসা নাই নিদানকাল বিনা সেই কথা ॥

বরফরা—টিমা-কাওয়ালী।

নরীর গন্ধ কয় বদনে,
কেমন বৈদ্য জানিব কেমনে।
যেন গোপাল সেই হতেছে মনে।
সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা, সেই ঠাঁট সেই ঠঙ্গিমা,
হেরি যেন সেই চল্লিমা, যার পূর্ণচল্ল চল্লননে ॥
দেখতে কাল, যেন কাল, আমার কালাচাঁদ,
চাঁদ পড়েছে ফান্দে এসো,
এসো বৈদ্যচাঁদ, সেই চাঁদে হয়েছে গ্রহণ,
করগে তার রাহ গ্রহণ,
গ্রহণে ঘুচিবে গ্রহণ, চল্লগ্রহণ দিনমানে ॥

কোন শাস্ত্র পড়েছ বাছা আছ কোন ধ্যানে,
বৈদ্য বলে আর জানি না কিঞ্চিৎ নিদানে,
সেই নিদান করিতে সংখ্যা,
দেখিলাম যে সে অসংখ্যে,
হৃদন বলে আছে সংখ্যে, অীরাধার ঐ অীচরণে ॥

জয়জয়স্বী—টিমা-কাওয়ালা ।

যে জরে জরেছে মা তোর কানাই,
মা তোমায় কেমনে জানাই ।
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই ।
রসেতে হয় অপচার,
বাতপৈত্তিক এ দুয়ের বিকার ;
ব্যাধি ঘুচার সাধ্য কার,
এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই ॥
ছন্দর-নাহ মোহ হুচ্ছে এমনি বোধ,
কইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্যরোধ,
বায়ুকে ঢেকেছে কফে ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে,
তার পরে পিপাসা হবে ;
তখন প্রমাদ ঘটবে জানাই ॥
আমায় এনেছিলে ভাল, তাই চিনিলাম এ রোগ,
যে জনা এ রোগে ভোগে সেই জানে কি রোগ,
হৃদন বলে যেমন ব্যাধি, রাখা জানেন এর ঔষধি,
আমায় দিলে অমৃতমতি,
তুমায় ডাকি তাকে আর বেলা নাই ॥

ব্রিটিশ—মধ্যমান ।

কাজ নাই ষটে জেনেছি যে ষটে,
ও ষটে কলঙ্ক ষটে ।
দেখিতেছ এ যে ষটে, এ ষটে কি ভাল,
তা নহিলে আমার কুষ্টিতে,
কিছু নাই ও তোমার ষটে,
তাইতে যেতে চাও ষটে,
জাননা যে কখন কি ষটে ।
এ নহে সামান্য ভাণ্ড,
অখণ্ড নিমিত্ত জন্ত,
যে অখণ্ড ভাণ্ডের তাহারি ষটিও জন্ত,
লৈলে কি আজ ছিদ্র ষটে সতীর কল্লু ছিদ্র ষটে
জান্না না কিসে কি কু ষটে, যায়ে দেখে গোষ্ঠে মাঠে

সে বিরাজে বংশীবটে, সেই বৃদ্ধি ষটেছে এ ষটে
কুস্তুর কথা কইতে আমার দুঃখে বেরায় হাসি,
কেবা চিন্তে পারে এত কলসে কলুষ জল,
হৃদন বলে ষটে,
তুমি ত চিনেছ ষটে, তা ১০ লে বা কার
এমন ষটে, যার পূজে ষটে পটে,
যে জন বেড়ায় ষটে ষটে,
সেই ত ষটেছে এ ষটে ॥

ব্রিটিশ—মধ্যমান ।

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব ।
মায়ে বিয়ে ব্যাকুল, বারি এনে বাড়াবি কুল,
ভেসে যে গেল ও কুল, এখন কুল কুল,
হাসি পায় হে,—জগদীশ্বর যথার্থ ॥
বারি আনতে বাখালি তুল, ও মা তোরা
এমনি বাতুল, নাই মেয়ে তোরদের সম তুল,
তোদের দুয়ের ষটে নাই পদার্থ ॥
কল্লি এত বাড়াবারি, কেমনে ফিরে যাবি
বাড়ী, হৃদন কয় শমনের বাড়ী,
যাওয়া এখন নিতান্ত ॥

দেওগিরি—টিমা কাওয়ালা ।

গণায় পেয়েছি সতী, জ্বাটে তার বসতি ।
চিন্তে নারে কেহ তারে, সবাই বলে অসতী ॥
কে সতী সে সতীর কাছে, মিছে তার
কলঙ্ক রটেছে। যে জল দিলে
জলধর পাঁচে, দেখি নাই এমন সতী ।
সে নহে এমন সতী, যাকে বলে আদ্যাশক্তি,
চরণ-তরণী দিয়া ত্রাণ করেন কত সতী ।
সবাই বলে রাখা প্যারী,
আমরা কি ভায় চিন্তে পারি,
চেনেন কেবল ভববারী,
যিনি তাঁর সাধের সাধী ॥
সতীকে জানিতে সতী, গণনায় পেয়েছি সতী,
কে জানে তাঁহার মায়া, মায়া সেই প্রকৃতি ;
মহামায়ায় মায়া করি, আজ মায়া দেখালেন হরি,
হৃদন বগে মরি মরি, আজ সতী হবেন সতী ॥

কানেকা—গড়খেমটা ।

দেখে ললিতা সখী, নিরখি দেখি,
কেদে কয় উঠেঃঃহরে ।
দেখনা দৃতি মোদের ধনী,
কেনে এমন হল আজি রে ॥
আমি কি বলিতে কি বলিলাম,
শ্রাম বাঁচাতে রাই হারালাম,
আগেজানি না এরা এক মরণে চুজন মরে ॥

—
মঙ্গলবিভাগ—তিওট ।

দেখ না গো জলে,
নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জলে ।
একে জল কালো তাহে কালো কালো,
পাছে কালোয় কালো মিশে যায় জলে ॥
নয়ন ঠেঁয়ে বলে তোল রাই জলে,
পড়িবে না এ জলে, আমি যে জলে,
প্যারী লয়ে যায় জল, দূরে যাক নয়নজল,
হেরে যেন এই জল বিপক্ষ জলে ॥
বলে, হেসে হেসে আর জলে ভাসে,
ভেবে মরি ত্রৈস, পাছে যায় ভেসে,
হৃদন কর কেন ডর, ভাসিয়ে ন্তন তার,
ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥

—
দেওগিরি—কাওয়ালী ।

এসেছিলাম ঠেকে দায়, ডেমনি দিলে বিদায় ।
ঘুচিল সে দায়, পেলেম বিদায়,
চিকিৎসা করিব আর কি দায় ॥
পেলেম যে অজয় সোণা, আর কি করব
উপাসনা, কেবল রসনার মিলাব সোণা,
সদাই রাখব ছন্দয় ছন্দয় ।
এ নহে সামান্য বিদায়, বিদায় হলে দায়
থাকে না, যে হয়েছে এখন বিদায়
সে দায় বিদায় আর ঠেকে না,
(এই) বিদায়ের লাগি ব্রজে
উদয় বনে বনে ভ্রমি সদায়,
ঠেকে এই বিদায়ে দায়ে, বাঁচিতে বলি সর্বদায় ॥
এই বিদায়ের দায়ে আমি
যোগী হয়ে ভিক্ষা করি,

বিদেশিনী জহরিনী সেজেছে বা কত নারী,
এবার হলেম বৈদ্যরূপ, আর বা ষটিবে কিল্লপ,
হৃদন কর ঐ কালরূপ, বুঝি গৌরাজ হতে হয় ॥

—
সিদ্ধু—মধ্যমান ।

কে জানে তোমাতে কেমন সতী,
জানে না যে আদ্যা সতী ।
তোমা হতে সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি তব শক্তি ।
অজ্ঞান কুমতি জনে বুথায় জীবন ধরে,
তোমায়ে চিন্তে নায়ে নরে,
তুমি রাখে পুরুষ কি প্রকৃতি ।
তাজে গোলোক, শিখাতে লোক, জনম নিলে,
কন্তে লীলা অবলীলায় কলক নিলে,
ভ্রমি করিলে কলক, তুমি ঘূচালে কলক,
এ কেবল তব কলক, সতী,
ফিরে হন ন্তন সতী ॥
বৈদ্য প্রতি রেখে দয়া ও প্রেমময়ি,
তুমি রাখে ব্রহ্মময়ী হও শক্তিময়ী,
তব লাগি বৈদ্য হলাম, মন-আশা পুরাইলাম,
হৃদন বলে ঐ পদে থাকে যেন রতি মতি ॥

—
মিলন—গীত ।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন ঐধুরা সনে,
উভয় যুগল মিলন হলো,
গেল বিচ্ছেদ হতাশনে,
লগিতা কর আর দরশনে ॥
কালচাঁদের করে তানু কত চন্দ্র পায়,
রাই কিশোরী চাঁদের মাণ চাঁদে চাঁদে মিশায়,
তুল্য অতুল্য তুলনা রূপ দেখি নে,
শ্রামের তুল্য রাই যিনে ।
কোন ধনী বলে ধনী যেও হরিদ্রবনি,
মিলিল মিলিল বামে হেম রাই ধনী,
হৃদন বলে ও যে রূ । ক্রিলোক না ধ্যানে ;
ধন্য ব্রজবাসিপণে ॥

—
ব্রিটিশট—মধ্যমান ।

কৌনু গুণে আর কর বে গুণ
গুণে নির্গুণ অংল ।
এ গুণে যে বাড়ে আশুন,
আমরা বিস্তার আলার জলি ॥

যার গুণেতে তুমি গুণী, হারিয়েছি সেই গুণী,
 আবার কি গুণগুণ গুনালি ।
 মধুসূদন বিনে ভূঙ্গ কেন হতেছ বিহ্বল,
 মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল,
 তবে কেন মধু কর, বুখা মধু মধু কর,
 যাও না কেন মধুপুর,
 সেখানে মধু সকলি ॥
 ও ভূঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
 যে ছিল স্মৃতি নির্ভূৎ বেড়েছে তার গুণ,
 আমরা সব হয়েছি নির্ভূৎ,
 কেবল রুদ্ধি বিচ্ছেদ-আগুণ,
 সূদন কয় জুড়াবে আগুন,
 যদি এসেন বনমালী ॥

জয়জয়ন্তী—চৈমা-কাওরালী ।

ঘটপদ রাই এদ ধরি কাঁদে,
 যার ছায়া না লাগে চাদে,
 সেই ধনী আজ পথে পথে কাঁদে ।
 যার পদ সবার সম্পদ, পরশে হয় নিরাপদ,
 গিরিধর ধরে যে পদ,
 সেই পদ আজ পদাপর্ণ বিপদে ॥
 যে বিরাজে কুঞ্জবনে, সেই রাই আজ বনে বনে,
 একি হলো বন্দাবনে, যাব কোন্ বনে,
 হারিয়ে সেই বন-বিহারী, প্যারী হলেন বনচারী,
 কি মুখে আর বনে চরি,
 মরি মরি প্রাণ ত্যজি ঐ পদে ।
 আর কি বিপিন-পুলিনে শ্যাম আসবে ফিরে,
 এনে গোপাল সঙ্কল গোপাল চরাবে চরে,
 আর কি এই বিপিনে বাঁশী,
 শুন্বে সকল গোকুল বাঁশী,
 রাস করিবে-রাস বিলাসী,
 সূদন এসে হেরবে যুগল পদে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

প্রাণ যায় এ রবে, কোকিলারবে,
 রবে প্রাণ আর কিসে রবে,
 প্রাণনাথ বিনা প্রাণ, তিলেক না রবে রবে ।
 ডলারে মরলীরবে, আবা আবা ধনি রবে,

এখন ঐধু রয়েছেন নীরবে ;
 মরি মরি কুহু কুহু রবে ॥
 এনে বনে বনে বনে, যে কুশের পক্ষম স্বরে,
 পক্ষম পরে আর পদ না সরে,
 যেন মারে বনে বনে, মারে মারে সয় না প্রাণে,
 প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে,
 বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে,
 কইতে কথা মুখে না সরে
 যদি সরে হা হাকার রবে ॥
 কয় কিশোরী আর কি স্মরি, শুন গো সরি সরি,
 যেন স্বরে হানে বুঝি মরি,
 বিনা সেই কিশোরীর সঙ্গ,
 স্বর শুনে যে হয় স্বরভঙ্গ,
 কোথা বা রহিল সে ত্রিভঙ্গ,
 সূদন বলে একি রঙ্গ স্বর শুনে যে কাঁপে অঙ্গ,
 বুঝি প্যারী সঙ্গ এই রবে ॥

খিখিট—থররা ।

হে কোকিলে, বসে ডালে,
 ডেকে না আর কুহু বলে ।
 এ কোন্ হৃথের গান, নাই হৃথ জ্ঞান,
 প্যারীর যে যায় প্রাণ, পড়ে অনলে ;
 ভ্রমিতেছেন প্যারী বনে বিপিনে,
 শুনে কুহু ধনি, করে হুহু ধনি,
 শুনে ধনির ধনি, আমরা বাচিনে ;—
 কুহুর পক্ষে কুহুপক্ষ তুমি কি জান না পক্ষ,
 তবু যে হয়ে বিপক্ষ,
 কমলিনীর বুকে শেল হানিলে
 দেখে কাঁদে অলিহুল, হইয়ে ব্যাকুল,
 কাঁদিতেছে শুক মনের অজুখে—
 কান্দে সখীগণ হইয়া অজ্ঞান,
 তুমি সখা গান কর কি মুখে,
 আমরা যত ব্রজনারী, ত্রীহরি বিহনে মরি,
 সূদন বলে, ভজলে হরি, পাওয়া যাবে অন্তকালে

জয়জয়ন্তী—কাওরালী ।

হু-আধি মুদিত করে, দেখেন সন্দয়-মন্দিরে
 মুরলী অধর ধরে, বিরাজে রাধাকান্ত ।

একে যমুনা তরঙ্গ, তাহে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ,
উখলিল প্রেমসিদ্ধি বাড়িল মনের আনন্দ ॥
প্যারী দেখেন এ শুভযোগ, কৃষ্ণ করে মনযোগ,
ঘূচালে এ দুর্যোগ যোগাযোগ হলো গোবিন্দ ॥
ঘূচাইল প্যারীর অত্রযোগ, উদ্যোগে সিদ্ধিযোগ,
ভাঙ্গিল এই নিদ্রাযোগ, অন্তরে পেয়ে অনন্ত ॥
যে দেখিলাম নন্দালয়ে, কুন্তুমধ্যে জলে গিয়ে,
সেই রয়েছে মনে লয়ে, এই হবে নিত্যন্ত ;
হৃদনের মনে এই লয় সৃষ্টি স্থিতি এই লয়,
যার মনে লয় না লয়, সে ভ্রান্ত হয়েছে এ কান্ত ॥

দেওগিরি—টিমা-কাওয়ালী ।

দিলাম আমি লও সোণা তবু ত ভাল বাস না ।
ভূমি চাহ যে সোণা দিচ্ছি সেই সোণা ॥
ও সোণা হৃদয়ের সোণা, কেলে সোণার
সমান সোণা এই কাঁচা সোণা,
ঘুচে যাবে উপাসনা, নিলে এই সোণা,
তবে আর দাঁড়াও কেনে পেলে ত যা শোনা ।
লয়ে সোণা, আর এসো না রাখ অতি
সাবধানে, হৃদন কয় করো না সোণা
ওতো জারা সোণা ও সোণা রোগশাসনা ॥

ভৈরবী—টিমা-কাওয়ালী ।

যাও না কেন মথুরায় পায় ।
কে আছে আর তরায় তুরায় ॥
কৃষ্ণ বিনা ব্রজবাসী সবে যে কৃষ্ণ পায়,
পায় ধরি পায় যাও না পায় ।
করে প্রাণপণ, এই প্রাণপর্ণ করিতেছি পায়,
পদ রাখ পণ কর পদাৰ্পণ অনায়াসে পদ পায়,
কাতরে করিতে দয়া তোমার কি ক্ষতি পায়,
যদি ত্রাণ পায় তব রূপায় ॥
রূপা করে হও সানুকূল অকূল দেও কুল পদ,
ভূমি যদি রাখ গোকুল, নিলে যায় যে কুল,
পদ পায়, যদি দেখাতে পার সে ছুটী রাক্ষা পায়,
হেরিলে সে পায়, হৃদন দিন পায় ॥

বিশিষ্ট—মধ্যমান ।

প্রিয়সখি রে সেই তরী ঐ যে পারে ।
এ পার থাকিত যে তরঙ্গী, পায় হতেম যত তরঙ্গী

এখন দেখ তরুণি সেই তরঙ্গী.

এখন থাকে পরপারে ॥

তুরিতে তুরিতে মোরা যেতেম বিকিতে,
আসিতে আসিতে আনন্দে পেতেম তরীতীরেতে,
এখন বিনে গো সেই কর্ণধারে,
ভাসিতেছে তরী ধারে ধারে,
আর তো চেনে না রাখ রে,
যেন কত ধারি ধারে,
শ্রীহরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে,
আমাদের তরাত তটে তুরাতরিতে,
এখন আমরা বলি তরি তরি,
তরীর নাই আর তরাতরি,
হৃদন কয় পেলে ঐ তরী,
হরি আনতে যাব পারে ॥

মঙ্গল-বিভাতি—টিমা-কাওয়ালী ।

রাজনন্দিনী পড়ল ধরায় ও মা

তোরা তুরা আয় আয় ।

কমলিনী চিয়াও তুরায় তুরায় জেনে যাই মথুরায়
কর দিয়ে গো দেখ নাশায়,
বুঝি প্যারীর জীবননাশ হয়,
জীবন ছিল যাহার আশায়,
সে যদি এসে বাঁচায়,
ও মা এসে দেখ দেখি দন্তেতে দন্ত,
কি হলো পাইনে তদন্ত,
এমনি কি দন্ত, বুঝিলাম তদন্ত,
রাজনন্দিনীর সময় অন্ত, এখন কোথায় সে অনন্ত
অন্তে এসে হও না উদন্ত,
হল ভাল কল্পে ভাল গেল হে জানা,
কৃষ্ণপ্রেমে প্যারী মলো রইল ষোষণা,
এ কথা শুনিলে কাণে, ত্রিঙ্গণে মান্বে কেনে,
হৃদন বলে কাণে কাণে
তুলো না আর কোন কথায় ॥

বিশিষ্ট—মধ্যমান ।

অঙ্গ কর না দাহ, (সহচরি গো) ।
আলাইও না ভাসাইও না,
যাইলে এ জীবন, যদি এসেন রাখার জীবন,

হেরিবেন জীবন-শুভ্র দেহ ॥
 হইল শব বাকি গো সব রাখিস তমালে;
 এলে কেশব বলিস ঐ শব, বাক্য তামালের ডালে
 যদি কেশব, চাহে এ শব,
 তোরা তাহা দিবি কি সব, বলিস বাক্য,
 আছে সে শব, যে শব কেশব তুমি চাহ ॥
 মৃত্যু ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে,
 তবে সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে,
 যেরূপে মৃত্যু হবে, লয়েছিল কান্দে করে,
 হৃদন বলে, সেই প্রকারে,
 লবে এই মৃতদেহ ॥

ভৈরবী—চিমা-কাওয়ালী।

যোগী হতে কি বাক্য, যোগে যাগে হলেম যোগী,
 সদা কৃষ্ণতত্ত্ব মত্ত হয়ে মর্ত্যে থাকি,

তত্ত্বজ্ঞানী অচুরাগী।

আর আমারে সাজাবে কি, সেজে যে আছি,
 (হাগো) ব্যায়চর্য বিনা শুষ্কচর্য পরেছি,
 (মথি) অস্থিমালার তরে অস্থি সার করেছি,
 (মথি) অস্থিমালা তার ভাবনা কি ॥

হরি দেখেছিলেন যোগী মান বিষাদে,
 আমারে সাজালেন যোগী পেড়ে প্রমাদে,
 মধুহৃদন আনতে হৃদন হওনা উদযোগী,
 আর কবে যোগী।

জয়জয়ন্তী—চিমা-কাওয়ালী।

দৃত্য যদি যাবে মধুপুরে,
 আগে ভাই বলো না পুরে
 ভূপতি মে বনে আছেন পুরে।

চিন্বে না সে চিন্তামণি একে ত চিন্তামণি,
 তাতে পেয়েছে রমণী, যার মণি চরণপূরে।
 যদি বলে চিনি নে রাই কোথা সে গোকুল,
 তবে বল যে গোকুলে চরাতে গোকুল,
 যখন ছিলে বৃন্দাবনে, বৃন্দা গিয়ে বস্তু বনে,
 জান না নিকুঞ্জবনে, সার্থিতে হে সুগল করে ধরে
 যদি একবার না চায় ফিরে, না এলো ফিরে,
 বলো তারে ফিরে ফিরে,

যাতে সে ফিরে, সানুকুলে চাও হে ফিরে,
 চল হে গোকুলে ফিরে, রাই বাঁচায় এস ফিরে,
 হৃদনে দেও দেখা ফিরে ॥

ভৈরবী—চিমা-কাওয়ালী।

দেখ না ও কে নারী, ঐ যে যমুনা কিনারী।
 দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারী,
 ও নারী চিন্তে নারি ॥
 যে নাগর এসেছে তারি তরে এ নারি,
 এ নারী কেমন নারী বুঝিতে নারি,
 কুল ছেড়ে অকুলে ভাসে একা নারী,
 ও নারী কেমন নারী, মনে অনুমান করি,
 ব্রজনারী এ নারী হেবে পলাবে কুজা নারী,
 হৃদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী
 সে নারীর দাসী এ নারী ॥

শিখিট—মধ্যমান।

ভাব যে দহি এ নয় সে দহি।
 কেবল ব্রজগোপীর প্রাণ দহি ॥
 কি হবে তোমাকে কহিলে,
 এই দহিতে প্রাণ দহিলে,
 তাইতে বলি দহিলে দহিলে;—
 এলেম দহিতে দহিতে, আর না পারি সহিতে,
 দহিলে দহিলে দহি ॥
 শুন বলি পদাতি এ সামান্য দধি নয়,
 দেখিতে দধি খেতে অনল,
 খায় তারে খায়,
 খেয়েছিলাম দধি বলে, এখন দেখি অনল জ্বলে,
 সদা যে বলে দহিলে,
 দধি নয় সে এমি অনল গোকুলে,
 হক্কে দাবানল সেই অনল এনেছি নয় দহি ॥
 দহির কথা করে কহি, শুন ওরে তোরে কহি,
 দহির কথা কইতে আর অন্তর দহি,
 যার দহি তার ফিরে দিবি,
 আমাদের মন ফিরে লব,
 কেমন দহি তারে জানাব;
 বলিব সে কাহ্ন ষোষণের, দধি খেলে মানুষ মরে
 হৃদন কয় দেখাব যে দহি ॥

মঙ্গল-বিভাস—কাওয়ালী ।

এনে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী,
হরি ষোল পারে চল ।

দীপায় বল হরিশ্রবণি, শমন পালবে আপনি,
দালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলেছিলো
এনেছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষফলে
মজমিল তরিল হেলে, নারায়ণ বলেছিল ।
শ্রদন বলি কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দি হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম
আসা যাওয়া সার হ'ল ॥

দেওগিরি-টিমে—কাওয়ালী ।

আন্ত এনেছি মোরা বরাহত কও কারে ।

আবাহন করেছে রাজা

তাই এনেছি তোদের দ্বারে ॥

যদি যেতে দেওরে বাঁধা ধর এই দেখাওনে বাধা,
হেধলে আর মানিবে না বাঁধা,
আসবে বাধা মাথায় করে ।
আমরা ত নই অত্র মানী,
তোদের রাজার পত্রে জানি,
জানি পায়, শুনতে পায়,
আগে হোক রে জানা জানি,
তোদের রাজা যে যদুয়ায়,
তায় রাখার নফর গোকুলে বয়,
কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায়
দ্বারি গোকুল তোরা চিনিম্ নারে ।
তোদের রাজার নীলমণি নাম,
ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
গয়ে আমরা সকল ধেনু চরাইত বনে বনে,
শ্রদন বলে শুন দ্বারি, কেন কর তেরিমেরি,
তোদের রাজার দালন মেরি,
একবার এনে দেখাও দ্বারে ॥

দেওগিরি—টিমে তেতলা ।

পাখা চাপা মায়ের বুক, বচক্কেতে দেখে গেলে,
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণদন,
যনে নাই হুখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে ।
জনকের যত্নণা বল শুনে হবে হুখজনক,

পাসরি রয়েছ জনক, গে কুলে পেয়েছ জনক,

ঐ দেখ দাড়িয়ে পায়,

আরও প্রহার পারে না রে,

দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে ।
বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাগ ক'রে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে !
শ্রদন বলে, ও দেবকি, ও কথা আর বলব কি ;
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ।

শ্রিগিট—ঠেকা ।

এ কে ভুবন মোহিনী বিদেশিনী ।

কে নারী চিনিতে নাগি, নারী হেরে ভোলে নারী,
আহা ! মরি কি মাধুরী,

যেন এ নারী সৌদামিনী ।

মরি মরি কি লাভবো, যেন রাজকণ্ঠে,

কি জন্তে এসেছে হেথায় দেখি মনঃ-সুখে,

তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী ।

মলিন চাদবদন যেন নতন প্রণয়ে বিরহিনী ।

এ রমণী দ্বার রমণী, সে যে শিরোমণি,

কি জন্তে তাজেছেন তারে, কি তাজেছেন তিনি,

কি জানি কি রসাত যে, সদা নয়ন জলে ভাসে,

জ্ঞান হয় অভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী ।

এলোবেশে এলো কে সে,

তোরা কি পারিস্ চিন্তে,

হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে ।

যায় হেরে যায় ভবচিন্তে,

তার যে দেখি ভাবাচিন্তে,

শ্রদন বলে তাইতে চিন্তে,

হারিয়েছেন চিন্তামণি ॥

বিভাস-ঠেস—কাওয়ালী ।

শ্রাম-শুক নামে শ্রম-পাখী,

এ দেশে এসেছে উড়ে, স্ত্রীরাধারে দিয়ে ফাকি ।

এসেছি তার অধেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,

জানে না সে রাই নাম যিনে,

রাই নামেতে সদা সুখা ॥

পাখা যদি কিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম,

যে বনে প্রাণপাখী আছে
সে বনে তায় খুঁজে নিভেম,
পেয়ে থাকিস দেখা দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
আছে রাখার নামটী লেখা,
দেখা নাই তাই নোরে আঁধি ॥

বিভাস—কাওরালী ।

মোহনচূড়া লাগে পায়,
আমাদের প্রাণে ব্যথা পায় ।
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী,
যা করিস তা শোভা পায়,
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়,
তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস বাঁপায়,
তবু তায় চাইলে কুপায়,
যাঁর পায় ধরে কেউ পা না পায় ॥
যা হইতে তুই নারীর চূড়া,
ভাঙ্গিলে গো তাঁর মাথার চূড়া,
শুনেছিস যে হেসে চূড়া,
কে কোথায় হয়েছে চূড়া ।
যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস পায়
ত্রিঙ্গণ তাঁর পায় পিণ্ড পায়,
হৃদয়নীর জমে যে পায়,
তাঁর অপরাধ কি পায় পায় ॥
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়,
তা তুমি জানত প্রায়,
পায় ধরে তার ধরাণি পায় ।
যাঁর সনে পূতনা দিল পায়, বকাসুর সমাজ পায়,
হৃদন বলে ধরি হুপায়,
তায় আর ঠেল না হুপায় ॥

ধাওয়াজ—ভেতলা ।

কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী ।
দেখিতেছি বড় গৌরব ভাঙ্গিবে এখনি ॥
বেঞ্জেছি তোমার রাজ্যারে,
এখন বাক্ষিতে এলাম তোরে,
লয়ে যাব দুজনের, নূতন দাসী কর্ণ বেন তিনি ॥

মনে বুঝি ভেবেছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে রাজা আছে তাকি শুননি,
শুনে দাসের দাসীর কথা,
তাই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমার তথা,
দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী ॥
জান কি না জানে কেনা,
জানবে কে না বলে কে না,
জানে কে না রাজা যে কেনা,
আমি রাখার দাসীর দাসী,
নিতে এলেম তুল্য দাসী,
হৃদন বলে হাসি হাসি,
এমন ত কভু শুনিনি ॥

ধাওয়াজ—মধ্যমান ।

কুবুজী কি বলিব কি বুঝি, জান ত যত বুঝি
যা বুঝে করছ প্রেম আমরা কি তা বুঝি ।
তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল,
পাঁচ বাঁকা ত তুমি আকুল,
ভাসাইয়ে গোকুলে এই কুল করছ বুঝি ॥
রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে বেঁকেছ বুঝি,
নূতন কুল করে হয়েছে, কুলীন রাজাজী ;
দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী,
হৃদন বলে দেখলে তিনি হবে বোকাবুঝ ॥

বিভাস—ভেতলা ।

কে জানে আগুন, তার শুণাগুন,
সেই জানে এ কেমন আগুন,
যায় মনে এ আগুন ।
দেখিলাম নানা স্থানে, না দেখি নয়নে,
মনে মনে জলে এ আগুন ॥
প্রজ্জ্বলিত অন্তরে হয় মাকো সংকার,
কেবল দেহদাহ সদাই হাহাকার,
পিপাসায় প্রাণ অলে, যদি ঘাই রে জলে,
জলে আরও জলে, জালা হয় বিগুণ ॥
সে না হয় নির্বাণ এমি এ আগুন,
নিবালে চতুর্গুণ এমনি তাঁর বিগুণ,

হৃদন বলে হরি, উছ মরে ঘাই তার বলিহারি,
যে দিলে আশুন ॥

সরফবুগা—টিমা-কাওয়ালী ।

চিন্তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তা গণি ।

চিন্তা করে কেনে মরবে ধনৌ ॥

চেনে কিনা চেনে হরি, আমরা চেনে চেনে করি,
নেখেছিলাম ব্রজপুরী, দেখে চরাতেন আপনি ॥

মাখনচোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে,
নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে,
করিতে গোপীর বস্ত্রহরণ, এখন বুঝি নাইকো স্মরণ,
আমাদের খব আছে স্মরণ,
বিস্মরণ কেবল আপনি ॥

বুলাবনে নিধুবনে শ্রীরামের মানে,
চুটী চরণ লৈতে মাথে নাই কি তা মনে,
হৃদন কয় ও কথা কেনে, এখানে সকলি মানে,
ক্ৰমা দেও ও কথা মেনে,
কাজ কি এত চেনাচিনি ॥

জয়জয়ন্তী-টিমা—কাওয়ালী ।

গোহুলেতে মা বলিতে যারে,
সে পড়ে ধুলার মাঝারে,
আমায় কয়, চল মথুরার মাঝারে ।
নবনৌ লও আর দিব কি,
নৈলে তার খেতে দিব কি,
দেখব সে কেমন দেবকী
কাঁচা ছেলে ভুলে কয় মা যারে ॥
সে কি আমার থাকিবার ছেলে,
ভাজ্য করে মা,—সবাই মিলে বলেছে মা,
ঐ দেবকী মা মা ;—মা পেয়ে ভুলেছে মারে,
আর কেন ডাকিবে আমায়,
বুঝব এবার মারে মারে,
সেই হবে মা গোপাল মা কবে যারে ॥
বহুদেব হয়েছেন এখন দেবতার শ্রেষ্ঠ,
অনায়াসে করে বসে পেয়েছেন কৃষ্ণ,
লয়ে যাব সকল দেবে, দেখিব কেমন বহুদেবে,
গোপাল দিবে কি না দিবে,
হৃদন কয় ছেলে কয় যারে তারে ॥

দেওগিরি—টিমা-কাওয়ালী ।

তব মাতার পিতার বিষয়
বলিতে গেলে বিব হয় ।

হেরে আমি জানলাম আশয়,
বুঝি তাদের জীবননাশ হয় ॥

দোহে পড়ে অন্ধকারে, না বলব বা অন্ধ কারে,
হুধাইতে সন্দেহ করে,
উঠতে পাছে জীবন শেষ হয় ।

জেনেছি শুনেছি হরি, তুমি জগতের গুরু,
তুমি কি জান না শাস্ত্রে পিতা মাতা মহাশুরু,
এমনি কি হলো, হৃদশা গুরুর আবার গুরুদশা,
আমাদের কপালের দশা,
তোমাদের পেয়েছে দশায় ॥

মাতা পিতার মৃত্যু হলে হবে তোমার কালাশুচি,
অবশ্য হবিষ্য করবে তব সে হইবে শুচি,
হৃদন কয় ভুলনা আমায়, এবার লয়ে যাব গয়ায়,
পিও দিব আপনার পায়,
দেখব তাতে কি শোভা পায় ॥

খিঁঝিট—মধ্যমান ।

সব রাখাল লয়ে পাল দেখলাম ভূমেতে শয়ন ।

পড়ে আছে গাভীর গায় গায়,

কেহ কেঁদে কালার গুল গায়,

কেহ বলে আর নয় না গায়, তাজিগে জীবন ।

কোন শিশু করে রোদন,

ধরে গিরি গোবর্দ্ধন,

কেউ বলে কি করিস্ ও তোর নয় ত কৃষ্ণদন,

কেহ ঘিরে ধেহু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে,

নয়নে না বারি ধরে, অমনি ধরায় হয় পতন ॥

কোন শিশু ধৈর্যে নবনৌতরুর ডাল ধরে,

ডাল জেঙ্গে যায়, পত্র শুকাই, আর এক ডালধরে

হৃদন কয় যার বিধি লাগে,

যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে,

কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন ॥

জয়জয়ন্তী-টিমা—কাওয়ালী

দেখলাম কত নারী বসে তীরে ।

লয়ে সেই কমলিনীরে, নীরে নিবারিছে

আধিনীরে ।

কেহ বলে আর গো ধনী, কেহ বলে যায়
গো ধনী, কেহ বলে দেখ হরির ধনি,
ধনীর ধনি আর আর কি শুনব ফিরে ।
কেহ বলে আন তুলসী করে গঙ্গাজল,
কেহ বলে মা অন্তর্জলে কর অন্তর্জল,
যার কৃষ্ণ লাগি অন্তর অলে, কাজ কি রে তার
অন্তর্জলে, এখন অন্তিমকালে, কি করিবে
কালে কিশোরীরে ।
কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে মা ধর আশ্রয়,
যে পা ধরে বন্দীঘরে সে পা আজ ধরায়,
যার চরণে শ্রাম নাম লেখা, তার কাছে
কেন নাম ডাকা, হৃদন বলে ও বিশাখা,
মরবে না রাই দেখা পাবে ফিরে ॥

বিস্মিট—মধ্যমান ।

ধর্ম অবতার, কি ধর্ম রাখলে তার,
গুরুমারা বিদ্যা হে তোমার ।
রাখা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছিলাম
ওহে চারু, এখন দেখি তুমি গুরু তার ॥
যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব
শিখালে, ধর্ম খেলে লয়ে ধর্ম ভার ॥
পা পোয়েছ গুরু এখন গুরু, চিনলে না
গুরু দেবে গুরু, হয়ে সে গুরু মান না হরি ;—
রাইকে করে কুলভাগী, তুমি হলে গুরুভাগী,
দেখ দেখি ধর্ম রইল কি ;
সইলাম বড় কুলঙ্গনা, কিন্তু শ্রাম
ধর্মের সবে সবে না, কেহ সবে না
তোমারি এ ব্যবহার ॥
গোচারণ ঘুচেছে কিন্তু আচরণ ঘুচে নাই
হরি, গুরুমারা পাতকের ফল কিছু
কি ফল হবে না হরি, বলে যাব কুজাকে,
বড় ভালবাস থাকে, গুরুভাগী
জানবে তোমাকে ;—
গুরুনিন্দা অধোপতি, গুরু বধলে কি
তার গতি, হৃদন বলে কি গতি আমার ॥

বিস্মিট—মধ্যমান ।

বল্ব কি অধিক আর, নাই আর তব অধিকার ।
তব পূত্র অধিকারী, হয়েছে ত্রীনাথিকারি,

এখন করের অস্ত্র তলীল ভারী,
হচে রাধিকার ॥

নিরুত্তর ভূমে ছিলাম ব্রজে নিকুঞ্জকাননে,
তাতে জরিপ কলে গিয়া দয়ম কাননে,
যে রাধার ছিল দেবস্তর, তিনি
তিনি হয়েছেন নিরুত্তর,
কে করে আর প্রভুত্বের সদাই হাহাকার ।
থাকতে কৃষ্ণ বর্তমানে প্যারী কৃষ্ণ পায়,
বলব কি হে হৃৎথের কথা বলতে কাগা পায়,
একবার ব্রজে যাও না পায় পায়,
রাই বাঁচায় এসে সেই পায়,
হৃদন বলে ধরুক না পায়, কি শব্দা তোমার ॥

বিস্মিট—মধ্যমান ।

এখন বাণী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে,
নইলে থাকত যাওয়া আসা,
আর সে আশা রাখিনে ॥
যখন ছিল ব্রজে বাণী,
তখন ভালবাস্তাম বাণী,
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি,
এ কোন বাণী তা চিনিনে ॥
বাণী ভালবেসে মোদের কাছে কি বাকী,
আবার দিতে চাও যে বাণী বিবেচনা কি,
শুনলে তোমার বাণের বাণী,
ধাকুতেম না হে বাসে বাসি,
গেছে মাসামাসি এখন ঘেঘাঘেঘি রাখিনে ॥
যে বাণীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে,
আর কেন সে বাণীর কথা গিয়েছি ভুলে,
শুনলে হতেম বনবাসী,
হৃদন বলে দেখতে আনি, বাণী নিতে আসিনে ॥

মঙ্গলবিভাস—টিম-কাওসালী ।

লাজে মরি, হেসে মরি, হৃৎথ মরি হে কৃষ্ণধন ।
যে তোমার দান করে চন্দন,
সেই হয়েছে প্রেম প্রয়োজন ॥
কতু হৃৎথ সাগরে তাসি,
কতু তোমায় দেখতে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ ।

রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ,
গঙ্গা তাজে কুপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ,
মধুরায় পেয়ে রাজটিকে রাণীর বিষয় দিলে টেকে
এত দিন যে আছ টিকে,
কেবল সেই বিধাতার স্বটন ॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তা ত বুঝেছ,
কি বুঝে কুবুজার বোকা মাথায় করেছ,
হৃদন কর বুঝেছ বোকা তুমি হরি চতু হুঁজা,
তাজে রাখা মাথার বোকা,
পাক বেকে হয়েছ রাজন ॥

খবাজ—মধ্যমান ।

শ্রীপতি তাজিলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি মতি হে সম্প্রতি নৃপতি ॥
তাজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুজা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কচো নাকে মতিতে মতি ॥
আমাদের রাই গজমতি, আর তার মন একমতি,
তোমা বিনা মন্তমতি, এমনি হৃৎগতি,
দেখতে এলেম এখন কি ভাব,
যায় নাই রাখালের স্বভাব,
হৃদন বলে ঝাঁকায় বেকেছে মতি ॥

পরজ—ঠেকা ।

কে এলি আমার রতনমণি,
বুঝি মনে পড়েছে দুঃখিনী ।
এ মাতা পানরে ছিল পেয়ে মাতা দেবকিনী ॥
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, আমি বেঁধে ছিলাম তোরে,
তাইতে কি তাজে আমারে,
কায় মাকে বলি জননী ॥
ধর্ম্য মাতা পিতা বলে ছিলি মধুরাতে,
পরের মাকে কী বলিলি মরি ঐ হৃৎখেতে,
মনে বুঝিলি ননী দিবে, পিতা বলে বহুসেবে,
সে নবনী কোথা পাবে, ঐ দেখে রেখেছি ননী ॥
গোচারণ ভয়ে কি তোর এ সব আচরণ,
নন্দের বাধা এত ভারী হলো রে এখন,
কুপূত্র হইলে তুমি, কুমাতা হব না আমি,
হৃদন কর কি বল রাণী,
কোথায় তোমার নীলমণি ॥

কানাদা—একভাঙ্গা

নারদ রে কেনই বা এখানে এলি রে ।
এলি এলি রে ও তোর বাঁধা
কেনে বাজাইলি রে ॥
ও তোর বাঁধাধিনি শুনে কাণে,
কৃষ্ণের বেণুর রব পড়লো মনে রে ; —
নারদ তুই এসে এই করিলি,
আমার নেতা অনল জ্বালাইলি রে ॥

পরজ বাহার—টিম-কাওয়ালী ।

আর কি, হবে সে কপাল,
আর কি ফিরে হবে সে কাল ।
দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গোপাল ॥
গো পালিতে গোপাল ঘাবে,
গোপের গোপাল সঙ্গে লবে,
মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধাবে পাল ।
চঞ্চল হয়ে অঞ্চল ধরে নবী দে বলে,
বলতো মা চরণে ধরি একবার নেও কোলে,
এখন হাজিয়ে কুলে, ফল পেয়েছে বহুকুলে,
বিজ হল গোপের ছেলে,
আর সে নাই রাখাল ॥
আর কি দেখিতে পাব গোহুলটালের চক্রানল,
সাজাইব নাচাইব পাঠাইব বন ; —
হৃদন কর বুঝ নাই কার্য,
রাখাল পেয়েছে রাজ্য,
বাধা বওয়া ক'র ত্যাগ্য, হয়েছে ভূপাল ॥

সরফরদা—ঠেকা ।

আর কি আমার রাজা বল,
আর কি আছে সে স্বনাম বল ;
হারাইয়াছি সে সবল ।
ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী, পড়ে ধেনু সব লক্ষী,
এখন কেবল উপলক্ষী, অলক্ষী আছেন প্রবল ॥
যে হতে গিয়েছে কানাই, চরে না রে গাই,
লয়ে সকল গোপাল কেবল,
গোপালের গুণ গাই ; —থায় না তারা তুণ বারি,
কিসে দুঃখ নিবারি, যেমন বারিবিহীন মীন মরির
যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ো মতি,
সত্য উদ্ভা মতি এমনি হৃৎগতি,

নাইক মরে জানা ননী, কি দিব তোমারে মুনী,
হৃদন বলে বাহুমণি, দেখিব কবে তাই বল ॥

রিফিট—একতাল।

দেখ দেখে কানাই, মনে কি কিছু নাই।
মনে ভাবি মরেছিলাম মরে ত মরি নাই ॥
যখন মোরা মরে থাকি, হৃদয়ে তোমাকে দেখি,
চেতন পেলে দেও রে ফাঁকি,
কিছু দয়া তোমাতে নাই।
আমরা যে এই বাদশ গোপাল, তাকেছি গোপাল,
পিতা মন্দের গোপাল, মরে যে গোপাল,
যখন রাণী ডাকে গোপাল,
হাস্যরবে ডাকে গোপাল,
একবার এসে দেখরে গোপাল,
তৃণ বারি ধায় না গাই ॥
আমরা এ প্রাণ নারি ধর্তে, হলেম যে হতো,
মাতৃ-হতো পিতৃ-হতো আর গোহতো,
হলি এত পাপের ভাগী,
কিছুতে ভয় নাইক দেখি,
হৃদন কর নৃতন কিছু নয়
বরাবরি দেখিতে পাই ॥

পরজবাহার—ঢালা-কাওয়ালী ।

হায় কিনা জানি, কমলে রাই কমলিনী।
কমলবদনী হচ্চেন কমলকামিনী ॥
কিরা শোভা পদ্মপাতায়,
পদ্মমুখীর চুটী পা তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাখায় করেছেন শুনি।
আহা মরি উছ মরি কমলে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে,
ওমা কি বলবে লোকে, ত্রুজের বালিকা বলকে,
খোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি ॥
কেহ বলে মোল প্যারী স্তনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম,
হৃদন কর বিনা শ্রামবরণ, প্যারীর ত লীলাসম্বরণ
যে ভঙ্গে তার হৃৎক মরণ, চিরদিন শুনি ॥

পরজবাহার—ঠেকা ।

এ সময়ে কে শুভালি বাণে পলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবি নে,
শুনি নাই হুমধুর বাণে,
সেই মধুহৃদন বিনে।
বাণায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি,
বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী,
সেই কৃষ্ণ নাম কি আর বলবিনে ॥
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি,
কত সবে মই লো বল সবে হরি,
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাচে,
সেই কৃষ্ণ কি ত্রুজে, তবে কে বাঁচালে মিছে,
কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।
এই ত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বাণায় বল্ল কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বাণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ার হলেম বাম,
হৃদন বলে এমনি নাম, ম'লে বাঁচে ধ্বনি শুনে ॥

বাঁজাজ—ঠেকা ।

হরি পাখিনে হরি ত পাখিনে,
শুন রে অবোধ বাণে।
অন্য কেন জেনে শুনে শুন না শুনাও না বাণে ॥
আমি ভাবি পর পারে, ভাবনা যে যাবে পারে,
ভাবিলে পরে কি ভাবনা পারে,—
আমি বলি পারি পারি,
তোমার ত নাই পারাপারি,
তাইতে তোমারে না পারি,
পারবিনে কি পারাবি নে ॥
তুমি মিশেছ আকরে কুণ্ড যদি রে মনে
করে, তোমার লয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে,
(বাণে) যখন এসে থাকিবে করে,
কেহ বলবে দেরে করে, হৃদন কর কি
করবে, তখন ত আর পার পাখি নে ॥

সোহিনী—মধ্যমান ।

তবদ্বারা তবে তারা নাম শুনি তোমার।
তাইতে এখার দিয়েছি ভার ভার ভার না ভার ॥

মায়াখণ্ডভাণ্ডারী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা,
কে জানে তোমারে তুমি কালিকা রাধিকা ;
গোলোকে সর্বমঙ্গল। ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অনূর্ণা অনন্তরূপিনী,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্য,
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
তত্ত্ব জ্ঞাত চরাচরে তুমি গো সাকার,
পক্ষে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার ॥
তুমি গো মা আগম তন্ত্র তুমি বেদমাতা,
কেজানে তোমারে তুমি দেবের দেবতা
ষটে ষটে সর্বষটে আছ গো আপনি,
মূলধার কমলে মা গো শিবের কামিনী,
তদুর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দলে পদ্র আছে তথায় অধিষ্ঠান,
চতুর্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়দল পদ্রে সিংহাসনে মা আপনি,
তদুর্দ্ধে নাভিস্থল মা ব্রহ্মা-সরোবর,
রক্তবর্ণ পদ্র আছে তাহার ভিতর,
পাদপদ্র দিয়া যদি সে পদ্র প্রকাশ,
হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ,
তদুর্দ্ধে স্থান তায় হৃদিস্থল কর,
নীলবর্ণ ষাটশদল পদ্র যে তথায়,
স্বয়ম্বর পথ ক্রমে এস গো জননি,
কমলে কমলে এস কমলকামিনী,
তদুর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম কর্ণস্থল,
দ্ব্যবর্ণ পদ্র আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্রমধ্যে আছে অম্বর আকাশ,
সেই আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ,
তদুর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে বিন্দুপদ্র,
সেই পদ্রে থাকে মন হইয়া আবদ্ধ,
মন যে শুনে না আমায় মন ভাল নয়,
হৃদলে বসে কু-রুদ্ধ করিছে সদায়,
তদুর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদলপদ্র আছে তাহার ভিতর,
তথায় পরমর্শিব আছেন আপনি,
সেই শিবের স্থানে আসিবে শিব গো আপনি,
তুমি গো মা দশেস্ত্রির জিতেন্দ্রিয়া নারী,
কত বোগীন্দ্র মূল্যে আন্ব মঙ্গলকুমারী ।

হরশক্তি হর শক্তি হৃদনের এইবাগ,
যেন না আসিতে হয় মা এ ভবসংসার,

পরজ-বাহার—টিমা-কাওয়ালী ।
গোকুলের সে দীপ কোন দীপ ছিল না যে দীপ,
অন্ধকার কক্ষে সে দীপ নিভাইয়ে দীপ ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দ্বীপাধীপ,
হারিয়েছে স্বজের প্রদীপ ॥
আমি গো হলেম অপ্রতিভ,
তার দিনে চায় প্রদীপ ।
অন্ধকার করেছ গোকুল নাইক দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধারে মদন বলুছে দিবা কর,
তুমি হলে স্থানান্তর, তার হল প্রাণান্তর,
কেনে হলে দ্বীপান্তর, তাদের করে নিশ্চরদীপ ॥
বাঁশীতে গাইতে যার নাম জয় রাধে জয় রাধে,
এখন ত্যজিলে সে রাধে, কি অপরাধে,
হৃদন বলে শুন ঝড়ি, এখন আর থাকবে না বাঁশী,
করঙ্গধারী সম্যাসী, হবেন নবদ্বীপ ॥

পরজ-বাহার—টিমা-কাওয়ালী ।

হার কি করিলে ।
গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে,
সে কান্দে আজ ধলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে ॥
অকলে বাক্সিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি,
শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অম্বনি,
পাষণ যে পাষণ গলে ॥
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখতে না পায়,
সময় পেলে, কার বা ছেলে,
কা কত পরিবেদন দেখতেই তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিনলে না,
মা পেয়ে মা দেবকীরে, তুলেছ মা ধনোদ্যারে,
শুনল কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে ॥

জয়জয়ন্তী—টিমা-ভেড়ালী ।

ডাকলে কথা কর না কার সনে ।
গোচারণে খেচু সনে, অচেতনে আছ নিরশনে,
বারেক চৈতন্য পেলে,
একবার একবার কেনে বলে,

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে,
 বারিধারা বহে ছুন্নয়নে ॥
 কেউ যদি কয় কৃষ্ণ কথা, অমলি কয় কথা,
 সে নয় কোন কাজের কথা, পাগলের কথা,
 দেখে আমি এলেম ফিরে,
 তুমি যদি না যাও ফিরে,
 পড়বে তারা বিকল ফেরে,
 হৃদয় কল বাঁচাবেনাক প্রাণে ॥

ভ্রমরজী—চিমা-ক ওয়ালী ।
 তাঁরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে,
 বলে কোথায় কর্ণধার রে ।
 সখীগণ কান্দিছে ধারে ধারে ॥
 কেউ বলে হইল সময়, এ সময়ে কোথা রসময়,
 এসে দেখা দেও এ সময়,
 পেয়ে সময় এ কি বাল সাধ রে ॥
 হইয়ে প্রসন্ন, শূন্যথে এস শ্রাম,
 স্বর্ণময়ীর জীবনশূন্য দেখে গুণধাম,
 কেউ বলে আর কেন ডাক,
 রাইপ্রবণে ঐ নাম ডাক,
 প্যারীর ত পরকাল রাখ,
 এই কাল ত গেল ধারে ধারে ॥
 এস করি অন্তর্জলি কোন তরুণী,
 কর বৈতরণী যাতে পাবে তরুণী ।
 হৃদয় কয় শুন তরুণি, নাই যার চরণ বৈ তরুণী,
 তার কেন আর বৈতরণী,
 যে তারে সেই পড়ে ঐ ধারে ॥

শিখিট—ঠেকা ।
 চল প্রভাসে, আর কার আশে রব সুখবাসে ।
 মুখিলাম কথার আভাসে,
 আর কানাই এসে না এসে ॥
 এত দিন ছিলাম যার আশে,
 সে যদি নাহিক এসে,
 তবে চল কানাই-নিবাসে,
 এ বাসে না প্রাণ বসে
 ব্রজনাথ হইতে কি তাঁই হল এত ব্রজের মায়া,
 এ কি মায়ায় ডুলে আছি নিছে মায়ায় কেন মায়া ॥

ত্রিগুণং ভুলে যার মায়ায়,
 সে ভুলে আছে যার মায়ায়,
 চল গিয়ে দেখি গে মায়া,
 কি মায়া জানে সে দেশে,
 হৃদয় বলে কর সজ্জা হবে না মৈরাগে ॥

পরজবাহার—ঠেকা ।
 কি কাজ আছে হৃগুণিনীর ভূষণে ।
 দরশনে যাইতে শ্রামের সনে ॥
 হেথা করিলে ভূষণ কেবা দেখে কেবা শুনে ॥
 যাব শ্রামের অন্তঃক্ষে, যত মহিবীর সনে,
 আমায় দেখে হাসবে সব বদনে দিয়ে বসনে ॥
 হেসে বলবে এই কি তোমার শ্রীরাধা রূপসী,
 এসেছেন বেশভূষা করে হতে রাজমহিষী,
 তখন আমি মরিব লাজে, লুকাব অবনৌমাঝে,
 আরও রমণী-সমাজে, হরি যে মরবে গঞ্জে ॥
 বেশে কি কাজ আছে সখি এই বেশময়,
 বিনা সেই বিশ্বমিত্র বিষয় বিষময়,
 হৃদয় বলে বিশ্বময় বিষয়র হয়েছ তাই,
 তুমি রাখে বিশ্বজয়ী কে বা না তোমাকে জানে ॥

ঝিখিট—ঠেকা ।
 আমি কান্ধালিনী নই, হারি ! শোন রে কই ।
 যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধনহারা কান্ধালিনী,
 আর কিছু নিতে আসিনি,
 আমার সেই কৃষ্ণধন বই ॥
 অস্ত্র ধন কি গণ্য করি,
 মাস্ত্র যে ধন সেই ধন গণি,
 আমার সে ধন অতুল্য ধন রতনমণি ;—
 নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,
 হারি তোরে দিব মণি, দেখাও বাহুমণি কই ॥
 রজত-কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
 আমার সে বাহু বাহাদর,
 একবার পেলে আর ভুলবে না,
 হৃদয় বলে তুমি মণি, তুচ্ছ করে অস্ত্র মণি,
 যে ধন সাধন করে মণি,
 সেই ধনের কান্ধালিনী হই ॥

শিখিট—একতাল।

আমার যে কেশব চিনিসনে তোরা সব ।
যে চেনে না আমার কেশব তারা রে কে সব ॥
যে হেরে মোর প্রাণের কেশব,
তঁখনি ভুল যায় সে সব,
কেশবের রূপ বলিব কি সব,
কেশব বিনা হলেম রে শব ॥
আমায় কেশব কেলে সোণা, তোদের নাই তনা,
কালিয়ে সোণার কাছে কি, আর কোন সোণা,
হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা,
কঁরছি তোদের উপাসনা,
দেখাও রে পুরাইবাসনা,
তো'রা দেখেতে পাবি রে সব ॥
সে যে আমার প্রাণের ঢুলাল,
তার পদ দুই লাল,
কর দুই লাল তাইও তারে বলে নন্দলাল,
অতি যতনে সে লালন,
করেছিলাম লালন পালন,
সে করলে না প্রতিপালন,
হৃদন কর নতন কি সব ॥

১৩২১—টিমা-কাওরালী ।

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে
যা ছিল হ'ল কপালে ।
মারে রে তো'র বারের ভারী,
কাকালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে ॥
আর আমি বান্ধিব না রে তো'র কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে মরি জ্বলে
প্রেম-ডোরেতে বাঁধতাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি স্মার আস্তে ফেলে ॥
আর নইলে প্রাণত্যাগিব রক্ত রে বলে,—
মাকুহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,—
হৃদন কর সেই জ্বরে ভীত বড় তোমার ছেলে,
ধর্মশীলে চিরকেলে ॥

অজয়তী—টিমা-কাওরালী ।

দেখতে যেন কাকালিনীর মত ।
কিন্তু নয় কাকালী এত ;

তা হলে বা কাঁদবে কেন এত ॥

আয় রে গোপাল গোপাল বলে,
করাখাত হানে কপালে, বলে এই ছিল কপালে,
আসতাম না রে জানতাম যদি এত ।
মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা,
যদ্যপি কাকালিনী হ'ত, তবে তখনি ধন চাইত,
ধনহারা কাকালী নয় ত,
কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণগত ॥
মুক্তকেশে, মুখতো ভাসে নয়নের নীরে,
বলে ম'লাম ধারীর হাতে মুক্ত কর মোরে,
হৃদন কর চেন না ব'রি, উনি ত রাজার মাতারী,
ঐ দশা হয় যে মাতারি,
দেখিলাম হে মা তারি কত শত ॥

বিভাগ—ভিত্তি ।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই ।
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই ॥
আমাদের সে ভূপাল,
তোদের সে গো-রাধীশ, কা বলিস্ রে রাধাল
বিবেচনা নাই ।

এ বিশ্ব সব যাহাতে হল রে,
তোদের সঙ্গে রাধাল বলিস্ রে তারে,
যারে যারে রাধাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবি রে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই ।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালা রে সব শিশু পাবি রে সাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস্ না গোরক্ষক,
হৃদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই ॥

পরজবাহার—টিমা-কাওরালী ।

গঙ্গাতে কি পায় ।
বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জমেছেন যাহার পায়, সেই ধরে এই পায় ।
যেমন গঙ্গা ভবের তরী, তাঁর তরী এই চরণতরী,
বিপদে জেবে যার তরী, সে বলে তরী পায় ॥
কৃষ্ণপূজা কর্তে বল আমা সবারে,
সেই কৃষ্ণের পরমপূজারী দাঁড়াবে যারে ;

হারি তোমের রাজা যিনি,
তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুন্তে পেলো ধ্বনি, এসে পড়বে পায় ॥

পরজবাহার—টিমে কাওরানী ।

এসে হারিকায়, যে লজ্জা বলিব হারি কায় ।
যস্ত কি আমাদের যোগ্য ও যস্ত এই পায় ।
বাগ যস্ত বাহার অস্ত্রে, এই দেখ সেই যস্তকস্ত্রে,
তোমের রাজার কত পুণ্য, এসেছেন হেথায় ॥
আমরা কি এসেছি যস্তে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়া সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিলে আন্ত্রে,
বা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে, দেখাব সবায় ॥
নাতক খাতক বলে আমরা আসি নাই হেথা,
শুনে এলেম ঋষিযুখে বৈভবের কথা,
হৃদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ,
রোকা করে দিব এখন ধরাইয়ে পায় ॥

বাংলা—ঠেকা

হারি দেখ রে খত, এনেছি দাসখত,
শুধু খত বলে নয় এ খত ।
দেখ চেয়ে রাধার পায়,
তোমের রাজার দস্তখত ॥
জান না এই খতের সন্ধি,
পড়ে এক বিপদে বন্দী,
করেছিলেন কিস্তিবন্দী,
হবে দুই যুগে শোধ বাণ ।
খত দিতে যে সাধাসাধি,
হৃদন তার আছে ইসানী,
এখন কপালগুণে তোমের সাধি,
যদি পথ পাবি দে পথ ॥

কাননদা—চুংরী ।

দন্দ ডাকে আর রে গোপাল, এনেছি গোপাল,
এই চুংখের বেলা দেখা দে রে ।
আমি বাঁচি বাঁচি, আমি মরি মরি,
আর আর বাধা নেবো মাঝে করে ॥

পরজবাহার—টিমে কাওরানী ।

এস এস মেবকি, তোমারে গোপাল দিব কি ।
এস মৌহে ডাকি, করে মা বলে দেখি ॥
হার গোপাল তার কোলে যাবে,
তারে মা বলে ডাকিবে,
পায়ের ধূলা মাথায় লবে, সভায় সব সাক্ষী ॥
শুন্তুহুগু দেও না মুখে দেখি কেমন মা,
নইলে আমি দিব মুখে দেখ মা কিনা,
যারা জানে না এ হুত, তারাই বলে পুত্র পুত্র,
সে কেবলি কথামাত্র, এখন বলবে কি ॥
যস্তহুত দিয়ে এখন করছে ত্রাস্তগণ,
জান নাই শুন নাই ব্রহ্ম নন্দ্রি নন্দন,
হৃদন বলে দেখলাম এত, “
য র ছেলে তার ছেলে নয় ত,
কেবা মাতা কেবা হুত সকলি কঁাকি ॥

বিভাগস—তিমট ।

নেরে খারে ফল দে বদনে ।
তো বিনা আর খাই নাই বনফল শুকফল বনে ॥
এনেছি যে ফল, একপে আর কি ফল,
তুমি খেলে ফল জানি রে মনে ॥
তো বিনা সব বিফল, একবার দিয়া বনফল,
পেয়েছি প্রতিফল, আবার দেই এটো ফল,
(কিছু) করিস না মনে ॥
আমরা দিলাম বনফল, তুমি দেও কোল,
শত বৎসর যে ফল, দেও না সে ফল,
আমাদের জনমের ফল হ'ল এক সফল,
এখন হৃদন চায় মোক্ষফল রাস্তা-চরণে ॥

সরকরা—টিমে-কাওরানী ।

ফল কেন দেও কাহুর হাতে ।
একবার ব্রজে ফল দিয়ে ঐ হাতে,
ফল পেয়েছি সবাই হাতে হাতে ॥
এক হাতায় পৃথক ফল, করমগুণে ফলাফল,
গোকুলের ফল হলো বিফল,
সফল হল হারিকাতে ॥
পাষ বলে অমূল্য ফল, যোগাইতাম বনফল,
আমাদের কপালের ফলে গয়ল হল ফল,

দিয়েছ তার খুব প্রতিক্ষণ,
আর কেন দেও তার প্রতিক্ষণ,
একবার দিয়া উচ্ছ্বষ্ট ফল,
প্রাপ্ত ফল হারাইলাম পাথে ॥
কলতরুমূলে ছিলাম পাব বলে ফল,
মূল রইল সেখা দেখ হেথা ফলিল ফল,
হৃদন বলে জান না রে, মোক্ষফল কি গাছে ধরে,
• যে ফলের লাগিয়ে হরে,
পাগল হলেন শাশানেতে ॥

পরজ-বাহার—ঠেকা ।
এস রাজমহিষি, শুন কথা ।
এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাথা মধুর কথা,
শুনে যে সরে না কথা ॥
যায় কথা শুনে মন হরে,
তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে,
সে কি গো সামান্য কথা ॥
শুনেছি যে কথা সে ত কবার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বলে পাছে যায়,
যে ধনীর এমনি ধনি, না জানি কেমন তিনি,
জান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যায় কথা ।
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
হৃদন বলে কও কি কথা,
শুন নাই ত্রিগাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা,
হেথা কেবল কথার কথা ॥

দেওগিরি—টিমা-কাওরালী ।
আমি নই রাধা প্যারী,
আমি গো তার ঘরের ভারী ।
আমায় এসে প্রণমিলে ওমা যে লাঞ্জে মরি ॥
তুমি নাকি রাজার রাণী,
নারী চিন্তে নার নারী,
হাসালে ঝারিকাপুরী, আরও হাসবেন কিশোরী ॥
বলে বুঝি গোপের মেয়ে তাই
সামান্য ভেবেছিলে,

তিনি না হলে সানুকূল
কে পারে যেতে ও কূলে,
তিনি কুলকুণ্ডলিনী, জান না গো রাজার রাণী,
তাকে দেখতে কত মনি রয়েছে ধ্যান ধরি ।
আমায় তুমি চিন্বে কেন,
আমি রাধার দাসীর দাসী,
এখানে এসেছি নিতে নিজ দাস আর নৃতনদাসী,
দাসখত এনেছি বেঁধে, দেখাব আর লব বেঁধে,
হৃদন বলে কাজ কি বেঁধে, রাধা আছেন ত্রিহরি ॥

দেওগিরি—টিমা-কাওরালী ।
কমলিনী আজ এ কি, কমলে কামিনী দেখি ।
চরণকমলে নীলকমল কে দিলে কমলমুখি ॥
একে ত গ্রাম কালকমল,
জলে ভাসে নয়ন-কমল,
করকমলে চরণকমল, কমলাসেবিত কমলপদ গো
সেই কমল-জাঁধি পড়ে তোর চরণ-কমলে,
ও মা ওমা কল্পে এ কি, গঙ্গা যায় চরণকমলে,
হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিল,
সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল,
তুই কেন তায় হলি সুখী ॥
যায় নাভিকমলে ব্রহ্মা হয়ে, কল্পেন সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মানভরঙ্গে, দেখি নে তার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
হৃদন কর আজ মনে এই লয়,
প্রলয় করে চাঁদমুখী ॥

ভৈরবী—টিমে-কাওরালী ।
রাই চেরে চরণ-পানে,
বধি' নে আর মানকূপানে ।
অলি শিরে করে পদ যন্ত মধুপানে ।
বাঞ্চে প্রাণে পানে পানে ॥
এই ভাল আচরণে হরি চরণে,
কে না দেখে চন্দন তুলসী হরির চরণে,
(প্যারী) যে পড়ে নিদানে,
সে ত সকলের নিদানে,
কে না জানে মনে মনে ।
মানে মান খোয়ালি ক্রমকে হারালি মানে,

গিরিধর ধরালি পায়ে এছার মানে,
(প্যারী) স্থদন কয়,—
ত্রীদামের কথা পড়ে নাকি মনে,
পড়বে মনে কিছু দিনে ॥

দেওগিরি—কাওয়ালী ।

শোন রে বৌণে, কি শুনবিনে ।
যোরে নাম কি শুনাযি নে ॥
ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল,
হরি-বোল বিনে বলবি নে ॥
যখন বন্ধন করবে তারে,
তারে তারে ডাকবি তাঁরে,
জান না ভব হস্তারে,
কে তারে অর তিনি বিনে
যতন করে বৌণে তোরে, রেখেছি এই করে করে,
চিনিলি সে বেধুকরে, যে দীনেরে রূপা করে,

যারে ধ্যানে না পায় ভব, বৌণে যদি তাঁরে ভাব,
স্থদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে ॥

দেওগিরি—কাওয়ালী ।

বিফলে দিন যায় রে বৌণে ।

ত্রীহরির সাধন বিনে, অসার থলু সংসারে,
সারাংশার নাম শুনাবিনে ।
বুখা শুন শুন রবে, কি শুণ পাও সগৌরবে,
শনির্ভবে আর কে তারিবে, শুণাতীত শুণ বিনে ।
জান বৌণে অনুরাগ, জান কত রাগিণী রাগ,
ভক্তিরাগে যুক্ত কর, রাগে যেন ষটে বিরাগ;—
মূল কথা শোন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল ভানে ॥
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ঝাণে পাইবে মুক্তি মল্লয়ের আনহ জ্বলে;—
তাজিয়ে মনের ভাস্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
যখন জয় জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে ॥

গোপাল উড়ে ।

উৎকল দেশে কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয় । গোপাল অতি ছুঁচুীর সন্তান । তাহার পিতা বেড়নের ও আসার চার করিয়া জীবিকানির্ভর করিত । গোপাল জাতিতে কয়ণ; তাহার পিতার নাম যুগ্ম । যুগ্মের তিন পুত্র; তিন পুত্রের মধ্যে গোপাল মধ্যম । গোপাল যখন কলিকাতার আসে, তখন তাহার বয়স ১৮ বা ১৯ বৎসর । ইতিপূর্বে গোপালের বিবাহ হইরাছিল । প্রথমে গোপাল গান গাহিতে জানিত না, কিন্তু তাহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল ।

সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বের কথা । সেই সময় কলিকাতার বহুবাজারে রাধানামোহন সরকার নামক এক জন গণ্যমান্য লোক বাস করিতেন । তিনি “বিদ্যাহুম্বরের” একটা যাত্রার দল স্থাপন করেন । এই ‘বিদ্যাহুম্বরের’ যাত্রাই কলিকাতার বা বাঙ্গাল দেশের প্রথম সপ্তের যাত্রা । রাধানামোহনের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর । যাত্রার আধড়াই রাজিকালে হইত; কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত । বহুবাজারের মতিলাল-গোষ্ঠী, (সদয়রাম) বাঁড়ুঘো-গোষ্ঠী, ধর-গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রার যোগদান করিয়াছিলেন । কবিতা আছে, ‘টেলিমেকস’ অনুবাদক ৮রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যাত্রার সার্থী লাগিতেন ।

একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ক্রিষ্ণওয়াল “চাপাকলা” বলিয়া পথে চীৎকার করিয়া উঠিল । চীৎকার বৈঠকধানার বাবুদের কর্ণে আসিল । বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুত্ব মিলেন,—“ওরে কে আছিস্ রে, ‘গাঙ্গার’ বলেছে, চাপা-কলা ওয়ালকে ধরে আন ।” লোকজন গিয়া চাপা-কলাওয়ালকে ধরিয়া আনিла । এই চাপাকলাওয়াল—গোপাল উড়ে ।

ক্রিষ্ণওয়াল আসিলে, তাহাকে নানা প্রশ্ন হইতে লাগিল । বাড়ী কোথায়, কি জাতি, কোন্ বর্ণ, পিতার নাম কি, বয়স কত, গাহিতে জানে কি না, বাবুদারে কত উপার্জন হয়, প্রেরের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল । গোপাল একে একে সকলের প্রশ্নের দিয়া, বলিবার স্থান পাইল । বাবুদের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ গোপালের ক্রিষ্ণওয়ালগিরি হুচিল ও রাধানামোহনের নিকট দশ টাকা বেতন ধর্য হইল ।

গোপালের চাকরী হইল; কিন্তু কাজ কিছু নাই। বাবুদের ওস্তাদজি হরিকিষণ মিশ্রের নিকট সে গান শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রকৃতির অসুত্রাহে গোপালকে 'সারে গা মা' ভাঁজিতে হইল না। গলার একেবারে পর্দা বলিতে লাগিল। গোপাল অতি সহজে ফুরি গান আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিল ও এক বৎসরের মধ্যে দলের সকল ছাত্রের অপেক্ষা অধিকতর গুণী হইয়া উঠিল। এই এক বৎসরের মধ্যে গোপাল এত ভাল বাঙ্গালা কহিতে শিখিল যে, কেহ তাহাকে উড়িয়া বলিয়া আর বুঝিতে পারিত না। বেশভূষার চালচলনে গোপাল, সঙ্গীতভাষে বাঙ্গালীকে অমুগ্ধ করিয়া, বাঙ্গালী হইয়া গেল।

ছুই বৎসর আখড়াইয়ের পর, রাধামোহন সরকারের যাত্রা খোলা হইল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রথম আসিল। এই আসরে গোপাল মালিনী গাজিয়াছিল। দর্শকেরা সকলেই মালিনীকে প্রমত্ত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছিলেন। মালিনীর গানে ও ভাবভঙ্গিতে দর্শকমাত্র যেন চিত্তপুতলাক। গোপালের জয়জয়কার হইল। রাধামোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। গোপালের বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়া গেল। আর ছুইবার রাধামোহনের যাত্রার আসর হইয়াছিল। একবার হাটগোনার দপ্তর বাবুদিগের বাটতে আর একবার নিমুলিয়ায় হাট বাবুর বাটতে। এই যাত্রা ও তাহার আনুমানিক ব্যাপারে রাধামোহনের লক্ষ্যবিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে রাধামোহনের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতেই দলের মৃত্যু হইল; কিন্তু সাহা থাকিবার, তাহা রহিল; রহিল—গোপাল উড়ে ও বিদ্যাহুম্বরের পালা। গোপাল, রাধামোহন সরকারের দলের সকল আশ্রয় পাইল ও নিজে এক দল গঠন করিল।

গোপাল রাধামোহনের বিদ্যাহুম্বরের একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা করিয়া, গোপাল নূতন পালার যষ্টি করিল। সেই পালাই এখন 'ভুলা বাজাওমালা' সজীব রাখিয়াছে।

নিজের দলে দশ বৎসর কাল যাত্রা করিয়া গোপালের মৃত্যু হয়। এই দশ বৎসরের মধ্যে, গোপাল বাঙ্গালা দেশের সকল কুশিষ্ট বারংগারীতে আসর পাইয়া আসিয়াছে। যে তাহার গান একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলে নাই ও ভুলিবে না।

গোপাল দেখিতে সুপুরুষ ছিল। তাহার বর্ণ গোব, আকৃতি শরীর ও কৃশ ছিল। মুখে দাড়িগোপের চিক কম ছিল। গোপাল বড় ভাল কথা কহিত; বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিল। এই যাত্রা শেষের ছিল না, যাত্রা হইতে গোপালের জীবিকা নির্দাহ হইত। গোপাল নিঃসন্তান ছিল ও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

মূলভান খানবাজ—ঘং । *

হায়, রসিক সজ্জন, নারীর মনোরঞ্জন ।
প্রিয়া মনে সন্মোহনে করেন সুখ-আলাপন ॥
ছলে বলে কৌশলে, মালিনীয়ে কাঁকি দিলে,
উভয়ের প্রেম অন্তঃলীলে, বহে কল্লনদী যেমন ।
কি হৃদয়ের ভিত্তি হৃদয়ের বিদ্যাহুম্বর উপাখ্যান,
মাটির ভিতর আনাগোনা, আর কার সাধ্য বলনা,
বিনা দেবেরই স্বটনা, না হয় স্বটন ।
যেমন রত্নপতি, তার চেয়ে বিদ্যাপতি,
মাটির ভিতর একি রীতি, উভয়ে গমনাগমন
বৎসর পনের ঝোল হইল বয়ঃক্রম ॥
ভবে মরে রান্না রাণী হইবে কেমন।

* পরবর্তী যে গান উল্লিখিত কেবল ভাল লেখা আছে, কিন্তু সুর লেখা নাই, যে গান উল্লিখিত পূর্ববর্তী গানের সুরে গীত হইবে।

পূর্ববা—ঘং ।

হায় হায়, বিধম বিধম চিন্তা, ভেবে প্রাণ ব্যয়,
মরি হায় হায় ।
বিপত্তে সম্পত্ত হয়, এতে যদি মান রয়,
সেই মোক্ষ এ সময়, যদি তারে পায় ;—
হায়, কেন মাটি খেয়ে পড়লাম বিদ্যায় ॥
দিবানিশি ঐ কথা, করে কব মর্য্য ব্যথা,
যেই হৃৎক সর্বদা হতেছে আমায়া ।
কবে এ কুদিন যাবে, সুপ্রভাত রজনী হবে,
বিদ্যা বিদ্যায় হারায়ে, পাবে কে কোথায় ॥
গুণসিদ্ধ-রাজহুত, রূপে গুণে অতুত,
সর্বগুণে গুণযুত, সকল ব্যর্থীয়া ।
হায়, বর আনিতে গঙ্গাভাট পেছে কাঞ্চীপুর,
সে আসিলে তবে মম হৃৎক দূরে যায় ॥
হায়, দিবসে না হয় তৃপ্ত করিলে জোজন ।

হায় হায়, নিশিতে না হয় নিদ্রা করিলে শয়ন ।
হায় হায়, লাজ বাজে,
লোকমারোঁ কথা নাহি যায় ॥

কাওরালী ।

এত দিনের পরে বুঝি বিধি অনুকূল ।
ফুটাইয়ে দিল মম বিবাহের ফুল ॥
দেখিবে সে বিদ্যা কেমন, বুঝব বিদ্যার পণাপণ,
দোড়খানা দেখব কেমন, হারি কি জিতি !
হায় ! যা হবার হবে যাব সম্প্রতি ;—
কেমন রূপসী বিদ্যা, শিখিয়াছে কত বিদ্যা,
বিচারে বুঝিয়ে বিদ্যা, মজাইব কুল ॥

টোড়ী ভৈরবী—একতাল ।

জয় দে গো মা কালী ।
আদ্যাসনাতনী, সর্ব্ব ধরূপিনী,
অচিন্ত্যাব্যক্ত করালী ॥
দলবল যত যোগিনীসঙ্গে,
মাঠে মাঠে ভ্রষ্টে রঙ্গে,
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কুতাজলি ।

গারা-ভৈরবী—আড়া ।

কোথা গো মা, ত্রিলোকতারা দুঃখহরা ত্রিনয়নি ।
বর্জমান যাব মাগো, কটাক্ষে হের জননি ॥
কত অসুখ বিনাশিলে, তন্ত্র-বাহু পুরাইলে,
ঋতুরাজে বাচাইলে, নিজ গুণে গো মা আপনি ;
ইহকালে পরকালে, কালে কালে বিপদকালে,
তোমা কিনে গো মা, আর কিসে হব পার, *
বল,—বিনে ঐ চরণ-ভরণী ।

আড়ধেমুট ।

কি মনে অধোবদনে ।
ধরাসন করেছ আসন, হাদি নাইক চন্দ্রাননে ।
নয়ন নিরখি যেন নবধন,
অনুজবে বুঝি হবে বরিষণ,
হলো হলো যেন, হয় হেন মন,
জ্বলাকাশে হেরি চাতকীসনে ।

চিকুরে নিরখি খেলিছে পবন,
ধূল্যাতে ধূসরা করি নিরীক্ষণ,
আজি মন-করী, কেন দুঃখবারি,
মত্ত হলো ধরায় বরিষণে ॥

আড়ধেমুট ।

জিহ্বাসি তোমারে হে রাজনু, শুনি তব বিবরণ ।
রাজকার্য্য কি এমনি ধারা, এই কি আচরণ ॥
যেমনি মন্ত্রী তেমনি গাত্র, দেখি কেবল নামমাত্র,
সবাই কি এক গুরুর ছাত্র, তারাই বা কেমন ॥

চুরি ।

প্রকাশিয়ে বল লো ধনি ।
কি মনে অধোবদনে বিধুবদনি ॥
মলিন হেরি মুখশলী, কি গোবে হয়েছি দোষী,
যখন যাতে থাক খুসি, তুধি তখনি ।

৪৭

ওহে মহারাজ, বল শুনি মন্তরণী কেমন ।
বিষয়-কাজে মত্ত সদা, হয়ে আছ অচেতন ॥
যরে বিদ্যা রূপবতী, হইল মব যুবতী,
আর কি সে পাইবে পতি, অতীত হলে বৌবধ ।
বুঝি ভাবিয়াছ মনে, কাজ কি বরের অবেষণে,
মন-কলা খাও মনে মনে, কালনেমির মত্তন ॥

কাওরালী ।

কেন ধনি, চিন্তা কর অকারণ ।
সত্তরে মিলায়ে দিব জামাতা মনোমত্তন ॥
যে দেখি বিদ্যার পণ, কঠিন এ সম্বন্ধটন,
যা আছে ললাটে লিখন, তেমনি হবে মিলন ॥

আড়ধেমুট ।

মরি মরি একি মনোহর, হেরি লীখি সরো বর ;
মুখপাতে মুখ জুড়াইল, রসিল অন্তর ।
শতদল শোভিছে জলে, ভয়র বেড়ায় মধুর ছলে,
ফুল ফুটেছে নানা ফুলে, ডাকে পিকবর ।
ষাট বাধান পরিশাটী, চুহায়ে ফুল সঁউতি পাটী,
বকুলে ঢেকেছে মাটী, নবীন তরুবর ॥

আড়ধেমুটা।

চল সজনি,

জল আনিতে যাই গো মোরা সরোবরে।

মনোজ্ঞাসে হেসে খুঁসে, আসবো এখন ফিরে যবে।

যবে গুরুজনে ডরি, কথাটি না কইতে পারি,
সতত গুমুরে মরি, লোকলাজ ভয় করে ॥

আড়ধেমুটা।

মরি মরি আর হেরেছ সই, তরুমূলে বসে ঐ।

ও রসিকে পেলে উহার প্রেমে বাঁধা রই ॥

কোন্ রমণীর মনচোরা ধন, রূপে হরে মন-নয়ন
হেরে উহার চন্দ্রবদন, মর্মে মরে রই ॥

ঝিনুটি—একতাল।

আমরা কুলের কুলনারী।

শুভ্র কুন্ত কক্ষে করি, আনতে যাই বারি ॥

এক মনে এক ধ্যানে, চেয়ে চল পথপানে,
করি মনে সই, কি আছে লো, বলতে না পারি ॥

ধাধাজ—একতাল।

যাব কি না যাব লো সই জলে।

দাঁড়িয়ে ভাবছি কুলে ॥

এমন দেখিলে কোথাও,

জলের ভিতর আগুন জলে ॥

এ যে দেখি বিষম ছাটা, বলে নারী কুলের কাটা

সাপ ক'রে কি হয় গো নারী কুলের কুলটা,—

চেয়ে লেখ রূপের ছটা, চলিতে চরণ টলে ॥

আড়ধেমুটা।

চেয়ে দেখে বকুলমূলে।

গগন ছেড়ে গগন-শী উদয় ভূতলে ॥

যেন কণী মনের ভূলে, গিয়েছে সেই মণি ক্লেলে,

এমনি রূপ বলকে চক্রে, তাতে নয়ন জলে ॥

মধ্যমান।

ধরে মে ধরে মে প্রাণ-সখি, ঐ কার প্রেমপাখী

যৌবন-আহার যোগাইব, হৃদয়-পিঞ্জে রাখি ॥

প্রেমের শিকল দিব পায়,

যেন না পালাতে পায়, অস্ত্র কার আশ্রয়;—

সেবা-সোহাগ-বডনে, সলাই করবো প্রাণে সুখী।

আড়ধেমুটা।

সই রে, কেন বা এলাম আমরা লইতে বারি।

আবেশে ভাবিল পা, চলিতে নারি ॥

ধর ধর সখি ধর, কাপে অঙ্গ ধর ধর,

জর জর মঙ্গলবাণে সহিতে না পারি ॥

আড়ধেমুটা।

কি অপরূপ, হায় কিরূপ,

চাঁদের স্বরূপ বকুল-মূলে।

হেরে, অতি রতিভূজ ভুরু-যুগ্ম শ্রীমূলে।

আলরে আবৃত দেহ, ছন্দে রাখি করি স্নেহ,

আহা মরি, কি অমিয়, হৃদয় শ্রীমুখ-মণ্ডলে ॥

আড়ধেমুটা।

কি করি সখি, ভুলিয়ে রাখিল আঁখি।

ঐ রূপ হেরে চলিতে না পারি ॥

বল সখি কি করিব, কিরূপে উহারে পাব,

অভিলাষ পুরাইব, কুল পরিহারি ॥

আড়ধেমুটা।

জ্ঞপ্ত সখি, ও কি গগন-চাঁদ তরুমূলে বসে।

ইচ্ছা করে রাখি ওরে হৃদয়-আকাশে ॥

কামিনী-কুমুদীগণে, অকুল হয়ে মনে,

প্রকাশিত ধরাসনে, প্রেম-অভিলাষে ॥

আড়ধেমুটা।

ওলো, তাই বটে সজনি।

ও যে রসিক রসের শিরোমণি ॥

রূপেতে কন্দর্প হারে, দেখলে পরে ও রূপখানি ॥

খুঁজি পুঁথি কক্ষে দেখি, করে আবার শুক-পাখী,

পড়বার বেশ হবে একি,—

ওগো সখি, কোথাকার ও নাগর-মণি ॥

আড়থেমটা ।

আমি আজি মালকেতে যাই ।

যতনে গাঁথিব মাশা, ফুল যদি পাই ॥

চির বিরহিনী নারী, চিরদিন হৃৎথে মরি,
এ আলা কিসে নিবারি, হৃৎথের দোসর নাই ।
শয়নে শয্যা-কণ্টকী, মনোহৃৎথে থুরে আঁখি,
সব শূণ্যময় দেখি, যে দিকেতে চাই ॥

আড়থেমটা ।

যাওয়া ভার হয়েছে আমার কুহুম-কাননে ।

মন-আগুনে জলে মরি বাঁচিনে প্রাণে ॥

আর কি আমার সে বল আছে,

মুচুড়ে কলি ভেসে গেছে !

মালঞ্চ সব বন হয়েছে,—মালী বিহনে ॥

ঝিন্টি—আড়থেমটা ।

কে করেছে এমন সর্বনাশ, হেনো অরাজকে বাস
আটকুড়ীর ছেলেদেও আলায়, জলি বারোমাস ॥

ডাল ভেসেছে ফুল তুলেছে,

পাতা ছিড়ে ডাটা মার করেছে,

পাপড়ি গুলো মুচড়ে দেছে, খার যে অভিলাষ ।

পবজ —একতাল ।

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার ।

ফুলে নাই বাহার ।

কেউ গেছে কুড়িতে মুচড়ে,

কেউ হয়েছে পোঁটামার ॥

ডকে না কেউ আদর করে,

যদি বেচি ধারে ধরে,

পয়সা দিতে বগড়া করে,

বচলে নেয় না পুনর্কার ॥

ভোলে না খোদেবের মন, যতনে করি যতন,

কেউ বা নয়ম কেউ বা গরম,

পাঁচ রকমের মন পাঁচ জনার ॥

আড়থেমটা ।

আমরি কি হেরি নয়নে, এসে কুহুম কাননে ।

কন্দর্প কি শরৎশী, জ্ঞান হয় মনে ॥

হেরে উহার চন্দ্রবদন, অঙ্গেতে না রহে বসন,

সচকল চিত-নয়ন, কেন কে জানে ।

চলে যেতে চরণ টলে, আবেশেতে পড়ি টলে,
ইচ্ছা হয় ফুলসাজি ফেলে, বিকাই চরণে ॥

থেমটা ।

একলা বসে কে বকুলতলায় ।

বুঝি মন-চোরা চাঁদ-অভিপ্রায় ॥

হবে কোন বিদেশী এ প্রণয়ের সন্ন্যাসী,

আ মরে যাই কি মধুর হাসি,—

উহার হাতে আছে প্রণয়-কাঁসি,

তুলে দিবে কার গলায় ॥

আড়থেমটা ।

কে বিদেশি, রূপের শশী, বসে আছে বকুল-মূলে
অবলা কিনিতে পারি, অন্যায়সে বিনি-মূলে ।

ওনা গেছে অনুভবে, এতে কি গৌরব রবে,

কত নারী কুল হারাবে, আজকে সরোবরের কূলে

বাঁশাজ—আড়থেমটা ।

বিদেশি তুমি কে, এ বয়সে, এমন বেশি কি জন্তে
বিরাগী কি অনুরাগী, আছ কোন সজ্ঞানে ॥

তোমার মায়ের কেমন প্রাণ,

বুক বেঁধে হয়েছে পাষণ,

ছেড়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণ,

বঁচে আছে কোন্ প্রাণে ॥

বাঁশাজ—একতাল ।

নাগর, কে তুমি হে বিদেশি ।

কোন্ রমণীর মন-চোরা ধন,

মুখে মুহু মধুর হাসি ।

রূপেতে নয়ন গেছে রে ভুলে,

মনের আগুন আমার উঠলো জ্বলে,

কি জানি কোন্ ছলে, বকুলের মূলে,

কার গলে দিবে প্রেমের কাঁসি ॥

বাঁশাজ—আড়থেমটা ।

আমার যে আশাতে আসা,

খুলে বলি যদি পূরে আশা ।

গোপাল উড়ে ।

আসা কেবল বিদ্যার আশা,
থাকি পেলে ভালবাসা ॥
পড়েছি অকূল পাথারে,
পাছে ভেদে যাই জোয়ারে,
কেমন করে ঠেকুবো চরে,
এই ভাবনা,—ভেবে পাইনে ভাল বাসা ।

—
আড়ধেমটা ।

আমার যে আসা বিদ্যালাত আশা,
কালী যদি পুরাণ আশা, তবে মেলে বাসা ।
দিবা হলো অবসান, বাসার নাহি অবশেষণ,
ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান, কালী নাম ভরসা ॥

—
আড়ধেমটা ।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার,
চারিদিকে মালক বেড়া ।
ভ্রমরেতে গুল গুল করে,
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, অনন্দিত কুহুমবনে,
আমার ঐ ফুলবাগানে,
ভিলেক নাট বসন্ত ছাড়া ॥

—
আড়ধেমটা ।

হয় যদি আজ এমন উপকার ।
তবে কেনা হই তোহার ।
গাছতলা সার করে আছি অকূল পাথার ।
এসেছি বিদ্যার আশে, রাখ যদি নিজ বাসে,
আশার আশে থাকি পাশে, বাসেতে তোমার ।

—
আড়ধেমটা ।

যাহু ! ভাবছ কিসের করে ।
খড়ি দিয়ে দিব তোমার করে ॥
হৃদনে শিখার বিদ্যা, বিদ্যাবাগীশ করবো তোরে ।
টোঁটকাটোঁটকা এমনি জানি,
কত পণ্ডিত ধরে আনি,
চুড়ামণি রত্নমণি শিরোমণি,
করি শিরোমণি সমাগরে ॥

—
আড়ধেমটা ।

তবে আর কিনা গো পার,
তোমার গুণের নাইকো পারাপার ।
আজ অবধি হলে মাসী,
ও হিতাশী, বোন্‌পোরে এ দায়ে তার ॥
চাই না গো সাংগত বিদ্যা, বুঝিব বিদ্যার বিদ্যা,
দেখিব সে কেমন বিদ্যা,
গোপনেতে বিচারেতে বিদ্যা তার ॥

—
আড়ধেমটা ।

য'হু, এমন কথা কেন বলি ।
ভোরের বেলা স্থখের স্বপন,
এমন সময় জাগলি ॥
কেমন করে বলি মাসী,
আমি রে তোমার মাসীর মাসী,
হই যে তোমার দাসীর দাসী, একি কস্ম কলি ॥

—
আড়ধেমটা ।

মাসি মাসি বলিয়ে, কেন বিষ দিলে গায়ে ঢেলে ।
আগি তোমার হই রে আয়ি,
তোমার বাপ ডাক্তো মাসি বলে ॥
অল্পকালে ক'ড়ে রাঁড়ী,
তোমার বাপের হই খাশুড়ী,
নিত্য বেড়াই রাজার বাড়ী,
পেলাখেলি নানা ফুলে ॥

—
আড়ধেমটা ।

তবে আয়রে রতনমণি ।
ও মোর চৌদপুরুষ ও চাঁদমণি ॥
আমি তোরে দিব বাসা, ভাবনা কি রে,
যাহু ভাবনা কি রে, বল শুনি ॥
যে আশাতে তোমার আসা,
তাতে হবে না নৈরাশা,
হুমার হবে আমার আশা,
মিলিয়ে দিব রাজনন্দিনী ॥

—
আড়ধেমটা ।

এস যাহু আমার বাড়ী, তোমায় দিব ভালবাসা ।
যে আশায় এসেছ যাহু পূর্ণ হবে মন-আশা ॥

আমার নাম হীরে মালিনী,
কোড়ে ঝাঁড়ি নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজমহলে যাওয়া-আসা ॥

কাওরানী ।

মাসি, চল চল হাই চল তোমারি আলয় ।
আশাতে নৈরাশ করো না দীনহীন নিরাশ্রয় ॥
ছমাসের পথ ছয় দিবসে, এসেছি অতি সাহসে,
মরি না যেন আপশোসে, শেষ যেন রয় ।

আড়ধেমটা ।

বাহু ! চিন্তে তো পার নাই,
আমি স্তর ডাকায় পানী ঢালাই ।
এ নয় রে তোর তেমন মাসী,
সর্ব্বনাশী, নিমেষেতে কাশী-মকা দেখাই ।
আমি যদি মনে করি, কাঁদ পেতে চাঁদ ধন্তে পারি,
কুহক দিয়ে কুলের নারী, বাহির করি,
বাহির করে, ভেঙী লাগাই ।

আড়ধেমটা ।

মাসি, কও দেখি আমারে ।
আমি প্রাণ জুড়াই সুসমাচারে ॥
রাজবাটীর সব বেওরা কথা, খুলে বল,
ও সে বিদ্যা কত বিদ্যা ধরে ॥
এ রাজারই কেমন বিচার, সন্তান-সন্ততি কি তাঁর,
প্রকাশিয়ে বল একবার,
কি ভাবে রেখেছেন সেই তনয়ারে ॥

আড়ধেমটা ।

একি ওঠ ছুঁড়ি তোর ব্রি়ে ।
বাহু চাঁদ ধরা কি হাত বাড়ারে ॥
উত্তলার কাণ নয় রে বাহু, সবুর কর,
মনকে রাখ প্রবেশিয়ে ।
চেয়ে দেখ বাহুমণি, ভেজন্তর দিনমণি,
সাত্তা দিনটে যায় অমনি, ও চাঁদমণি,
বল্‌বো কথা প্রাণ জুড়িয়ে ॥

কাওরানী ।

তাই ভাবছি মনে মনে ও হীরে মাসি ॥
হাট-বাজারের বেলা হলো,
কাজ বাজায় কে নাইকো দাসী ॥
মুখতে আর প্রাণ বাঁচে না,
উপায় কি করি বল না,
বুক ফাটোতে মুখ ফোটো না,
কেবল কাষ্ঠ-হাসি হাসি ॥

পোস্তা ।

বাহু, তার ভাবনা কিরে ।
আমি মাসী থাকতে য়রে ॥
ক্ষুধার সময় খেতে দিব,
পিপাসায় জল দিব তোর
বাজারের ব্যাপারী যারা,
আমার তো হাত-ধরা তারা
মাথায় করে প্রেম-পসরা,
বেড়ায় আমায় দিবার তরে ।
আমি যদি মনে করি, বুড়ার বিয়ে দিতে পারি,
পরসা পেলে কিসে হারি, প্রাণে রাখি যত্ন করে ॥

আড়ধেমটা ।

মাসি, যাও তবে বাজারে ।
যেন যেওনা গো মন-বেজারে ॥
বাজারের খরচ কিবা, স্পষ্ট কথা
ওগো মাসি,—স্পষ্ট কথা কও আমারে ।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, আনিবে করে বস্তন,
আমি করি আয়োজন, ততক্ষণ,
ভুমি এস একটু স্বরা করে ॥

আড়ধেমটা ।

বাহু, এই কি কথার কথা ।
তোর কাজে কি আমার ব্যথা ॥
তোর ভরে প্রাণ নিতে পারি,
আমি নারী, আমি নারি নাভুতে মাথা ॥
মনে বুঝে লাও রে বাপা,
তোমারে কি আছে ছাপা,
মাসীয়ে দিওনা খাপা, ওরে জেপা,
আমি কি করব অজ্ঞাথা ॥

আড়থেরটা ।

একবার দেখে রে ও বাহুধন ।
বাজার হলো কি না মনের মতন ॥
আমি যেই তোর শত্রু মাসী,
এনেছি তাই ক'রে যতন ॥
ফিরে সাগর হাট-বাড়ারে,
কত জিনিস আনলেম ধারে,
খাজা গজা জিবেরজা, তোমার তরে,
চাঁদসই আবার চাঁদের মতন ॥

আড়থেরটা ।

মাসি, দেখবো কি আর বল ।
যা এনেছ সকলি ভাল ।
তুমি কি এনেছ মন্দ,
কিসে সন্ধ্যা কিসে সন্ধ্যা করব বল ॥
ভূয়ো ছানা মিছরি চিনি,
আমি ও সব কিবা চিনি,
চিনি কেবল চুধে চিনি,—
পাই ধখনি, যেমন-তর চুধে জল ॥

আড়থেরটা ।

হাট-বাজারের হিসাব ক'রে
নাও রে এসে সোপার বাহু ।
আমি যেই তেঁই এনেছি,রে,
ক'রে কত ভেঁকী বাহু ।
টাকা দিয়েছিলে মেকি, মাসীর সঙ্গে কর কাঁকি,
কাঁকে কাঁকে ক'রে কাঁকি,
কাঁকে ফেললাম কত সাধু ॥
যা চাবে চাঁদ তাই এনেছি,
কিছু কি বাকি রেখেছি,
হাটের দশা শেষ করেছি, এনেছি চাকুভাঙ্গা মধু ॥

আড়থেরটা ।

মাসি, ও কথা বলোনা ।
আমি পাই বড় মনে বেঘনা ॥
তোমায় কি অবিবাস আছে,
ওগো মাসি, মনে তুমি ভাও করোনা ॥

মাহুসমা তুমি মাসী, কে আছে এমন হিতাঙ্গী,
স্থান দিলে দেখে বিদেলী,
প্রাণ দিলেতো শোধ বাবে না ॥

আড়থেরটা ।

মাসি, কও দেখি আমায় ।
মুখাই এখন তাই তোমারে ॥
ভূপতি সেই প্রজার প্রতি,
ওগো মাসি, হৃদয় বিচার কেমন করে ॥
রূপে শুণে বিদ্যা কেমন, করেছে সে যে পণাপণ,
মেয়েতে কে পারে এমন, সাবাস সে জন,
ওগো মাসি !—সাবাস নে জন, ধন্ত তারে ॥

আড়থেরটা ।

সে কথা আর তুলবো মিছে ।
সে রূপের তুলনা দিতে তুলনার কি জুলা আছে ॥
মেনকা উর্কনী আর ডিলোওমা,
এরা সব বাহু রূপে অল্পমা,
কিন্তু তবু নহে সে রূপসী সমা,
নখচন্দ্রে চন্দ্র হার মেনেছে ।
গুণের কথা কিবা কব গুণমণি,
কঠে বিরাজ করেন বাকুলদৌ আপনি,
তাজে পদ্মাসন, তার জিহবার আসন,
না জানি কি বিদ্যা বর পেয়েছে ॥

কাওরানী ।

ওগো মাসি, কেন তারি রূপ শুনালে ।
দুতাহতি দিয়ে যেন দ্বিগুণ আশুপ আলালে ॥
রূপের কথা শুনে কাণে, অস্থির হতেছি প্রাণে,
ঠেকা ঠেকি দেখি এখন হয় বুঝি প্রাণে ;—
হায়, তার কাঁপিছে কাণ মনের বাণে,—
কি করিব কোথায় বাব, কোথা গিয়ে জুড়াইব,
কি দিয়ে আর নিতাইব, শোড়া অনলে ॥

আড়থেরটা ।

বাহুধনি, ধর্য্য ধর ধর ধর ।
যে হলে কি স্বর চলেনা কেন এমন কর ॥

শুনিয়ে রূপলাবণ্য, কেন হও মনেতে দূর,
মন-আশা হবে পূর্ণ, ও যাহুমনি,—
পণ করে তো বসে আছে সে ধনী,—
বিচারে হবে হানাবে, দুহাতে এক হয়ে যাবে,
আইবুড়ো নামটি খণ্ডাবে, কেন ভাবনা কর ॥

আড়ধেমটা ।

কি কথা আমার শুনালে ।
বিশে জরা জেস্তে মরা, তাই যেন আমার করিলে
না শুনিয়ে বরং ছিলাম প্রাণে ভাল,
প্রাণে আশুপ ধিগুণ জলিল,
প্রাণ গেল গেল, কি করি গো বল,
শুনায় সে রূপ মন ভুলালে ॥

আড়ধেমটা ।

যাহুমনি, ধৈর্য ধর ।
এই তো কলির সন্ধ্যা বেলা,
ভোর না হতে হও অধর ॥
প্রেম কি পদার্থ কেবা চেনে বল,
যত সুখ তত তাতে রে গরল,
ফলানোর গুণে ফলে ফলাফল,
কতু মোক্ষ-ফল, সুফলধর ।
এক প্রেমে দেখে স্ত্রীহরি সন্ন্যাসী,
আর এক প্রেমে দেখে ধ্রুব রে তপস্বী,
হয়ে বনবাসী, হলো স্বর্গবাসী,
আর দেখে শিব গঙ্গাধর ॥

আড়ধেমটা ।

মাসি, ধন্ত গো তোমারে ।
বলিহারি তোমার ব্যবহারে ॥
গাছে তুলে মই কেড়ে নেও আচকা ফেলে,
ওগো মাসি, আচকা ফেল আতাত্তরে ॥
রস দিয়ে গো রসে ফেলে,
শেবে খোলা চাটনি দিলে,
চাটনি দিলে, নাথিয়ে নিলে, আশুপ জেলে,
ওগো, আশুপ জেলে মোর অন্তরে ॥

এখন বল সবুর কর, হিত করা কি এমনি তর,
ধরতর তৌকতর, তীর প্রহার,
ওগো মাসি,—তীর প্রহার মোর অন্তরে ॥

আড়ধেমটা ।

যাহু, কথায় কি কান্ন করে ।
যেমন যাহুকরে যাহু করে ॥
গাছে কাঠাল গোঁপেতে তেল,
তাতে কি আশা পোরে ॥
কাজে যখন হসার হবে, স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে,
মনোসাধে সাধ মিটাবে, প্রাণ জুড়াবে,
হুখে রবে প্রেম-সাগরে ॥

কাওয়ালী ।

ওগো মাসি, কি হবে বল বল দেখি ।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, না হেরে সে শশিমুখী ॥
তোমা বিনে কেবা পারে, নে যেতে অকূল পারে,
সদা প্রাণ কেমন করে, না হেরে তারে,—
যদ্যপি বাঁচাও এবে, তবেই মাসি প্রাণ রবে,
নতুবা এ প্রাণ যাবে, মুদিয়ে দুটী আঁধি ।

কাওয়ালী ।

আজ আমি, মালকে ঘাই যাহুমনি ।
না পেলে ফুল, বাদাবে তুল, সে রাজনন্দিনী ॥
তোমার হৃথের ভরা, তাসিবে রে অতি ত্বর,
হয়না রে সকাভর, মন মনেতে,—
সুখতরী আরোহিষে, তাগতে নাবিক হয়ে,
ধিকি ধিকি যাবে বেয়ে, লয়ে তরলী ॥

আড়ধেমটা ।

আজি কেন মালকে যেতে উদাস করে মন ।
কোন আঁটকুড় বাধ সেখেছে, তাই করে এমন ॥
একাকিনী পেয়ে মোরে,
নিত্য যে ফুল নে যায় চোরে,
ছলে কন্ঠে গায়ের জোরে কে করে বারণ ॥

আড়ধেমটা ।

মালকের ফুল কে করে চুরি ।
কিছু বুঝতে নারি ॥

মালী আবার স্বর্ণে গেছে,
তাইতে লোকের বুক বলেছে,
সে যদি গো থাকতো বেঁচে,
চোর বেটাদের ভাঙতো আরি ॥

আড়ধেমটা।

তুলবো কি ফুল, তুল বেগেছে করেছে নিশ্চল।
ডানপিটে ডাকুরাদের বুক ধরে না বুকশূল।
আচোট জমি চুটিয়ে গেছে,
আফুটো ফুল ফুটিয়ে দেছে,
হুড়ি গুল ছিড়ে নেছে, লুটেছে মুকুল ॥

আড়ধেমটা।

বোনপো, থাকরে বাছা স্বরে।
ফুলের যোগান দিয়ে আসি ফিরে ॥
ঘেতে হবে কত স্থানে স্থানে স্থানে,
আবার, বিদ্যার স্থানে, ত্বরা ক'রে ॥
ঘেতে হবে পাড়া পাড়া,
কায়েত পাড়া, বামুন পাড়া,
রয় না স্বরে কোন ছাঁড়া, পেলে সাড়া,
কেবল লাগায় তাড়া, ফুলের তরে ॥

আলিয়া-বাখাজ—কাওয়ালী।

কি ফুল ফুটেছে মজার
তারিপ বাহওয়া কি বাহওয়া।
সোঁরতে গা উলসে উঠে,
লাগলে গারে ফুলের হাওয়া ॥
জাতি যুতি শেফালিকে,
টগর গোলাপ কাটমলিকে,
চেয়ে একবার ফুলের দিকে,
ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া বাওয়া।
যারা ছিল উচু ডালে,
নাগাল না পাই হাত বাড়ালে,
কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে,
আপুশোসে আর যায় না বাওয়া ॥

আড়ধেমটা।

বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে।
রোজের ফুল যোগাতে ॥

পাড়ার যত ভেড়ের ভেড়ে, হাতে ধরে পায় পড়ে,
চায় বেলফুলের গোড়ে, পয়সা নিয়ে, কাঁকি দিয়ে,
আমি পারিনেকো কা'র হাত ছাড়াতে ॥

আড়ধেমটা।

ঠাকুরপো হে, ডাকুছো মিছে।
এখন কি আর সে ভাব আছে,
সেভাবে অভাব হয়েছে।
এ মালঞ্চ যখন ছিল ফুলে ভরা,
এক এক ফুল যেন মধুর ভরা,
কত যে ভ্রমরা, খাতক ছিল তারা,
ফেল করে এখন পালিয়ে গেছে।

আড়ধেমটা।

বিদ্যা লো তোর এ নব-যৌবন—
রুখা গেল অকারণ।
আর কবে করবে ধনী হুখ আলোপন ॥
কিঙ্কণে শিব গুঞ্জেছিলি,
আইবুড়তে কাল কাটালি,
পতির মুখ না দেখিলি, কোরে পোড়া পণ ॥
রমণী হুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী, কে করে বতন ॥

কাওয়ালী।

মনাশুণ জল্ছে গ্রাণে বিকি ধিকি।
শয়নে স্বপনে যেন শয্যাকটকী ॥
হ'নেছি বাড়বানলে, জলেতে অনল জলে,
দাবানলে বন জলে জানে সকলে, হ'য় হার,
বিচ্ছেদ বিরহানলে, অস্তর জলে,
নারী জন্ম কি অধর্ম, যেন পিজরের পাখি ॥

কাওয়ালী।

বল দেখি, ভাবলে এখন কি তা হবে।
ভবিষ্যতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা করিলে হবে ॥
পূজা কর গন্ধাধরে,
কোনকালে বর দিবেন তোরে,
ঠার বরে আশা কোরে আছলো ধনি ॥

সে আশাতে ছাই দিয়ে, যাতে এখন হয় বিয়ে,
যুক্তি কর মায়ে বিয়ে, যাতে বজায় রবে ॥

— — —
কাওরালী।

ওগো মাসি, রূপা কর আমার প্রতি।
আজ গের্গে হার দিব আমি,
হেরিবে সেই রসবতী,
মালা মধ্যে পত্র দিব, বিদ্যার বিষয়া বুঝিব,
পণ্যপণের দৌড়খানা দেখবো আভাসে;
হায় কি বলবো মাসি মরি আপসোসে;
দিব তায় মম পরিচয়, বুঝিব তার মনের আশয়,
আশয়েতে হয় নিরাশয়, স্বস্থানে করিব গতি ॥

— — —
আড়ধেমটা।

হুচিকণ চিকণ মালা, পারবে না গাঁথিতে।
আমি হীরে কত কোরে,
পারিনে তার মন যোগাতে ॥
স্তন ওরে যাহুমনি, সে যে বিষম রাজনন্দিনী,
মালাতে কি ভুলবে ধনী, যাহুমনি,
পারবে না তার মন ভোলাতে ॥

— — —
আড়ধেমটা।

কেমন মাসীর বুনুপো তুমি,
দেও দেখি আজ গের্গে মালা।
ভাল কুসুম বেছে নিয়ে, গাঁথ মালা মন দিয়ে,
কারিগরি কর্ত্তে গিয়ে, হয় না যেন ছেলেখেলা ॥
অবিচারে কোয়ে কথা, দাসীর মনে দিলে ব্যথা,
কর বা মাথার উপর মাথা,
তোমার কাজে করবে হেলা ॥

— — —
কাওরালী।

ওগো মাসি, দেখ দেখ দেখ নয়নে।
পারি কি গো হারি আমি এ কার্য সাধনে ॥
এ কোন্ সামান্য কথা, ফুলে ফুলে মালা গাঁথা,
কেন লাও অন্তরে ব্যথা, এ কেমন কথা;
নেই বল্লে থাকে না গো সাপের বিষ কথা;
আজ গাঁথব মালা দিব ভাল রাজভবনে ॥

বাহার—আড়ধেমটা।

তুমি কি পারবে হে, ওহে গুণের গুণমণি।
সাজায়ে নানা ফুলে, বিবিধ চিকণ গাঁথুনি ॥
তুমি গাঁথবে চিকণ হার,
ভুনি ভাবনা হল আমার,
সে যে জলন্ত অঙ্গার,
রাজার সাথের সোহাগিনী ॥

— — —
কালেওড়া—কাওরালী।

সোহাগের হার গাঁথা আমার,—
এত ফুল গাঁথা নয় মাসি।
ছল ক'রে মন বুঝাবো,—
কেমন রসিকা সে রূপসী ॥
কষ্টি হলে জানা যায়, সোণার কস লাগে ত'য়,
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়,
তাই ভাবি আমি আগে, পাছে কিছু হয়;
বিচ্ছেদ হলে জানা যায়, ভাল-বাসা-বাসি ॥

— — —
আড়ধেমটা।

মাসি, আর ভুলাবে কত।
আমায় পাঁচ বৎসরের ছেলের মত ॥
কথাতে চাঁদ দিচ্ছ ধরে, আমার করে,
আমি বারে বারে বলি যত ॥
হার গাঁথিতে কিবা বেলা,
ফুল লয়ে কি করব খেলা,
গের্গে দিব হাতের ঢেলা, যেমন ফেলা,
এক নিমেষ হবে না গত ॥

— — —
শ্যামটা।

ওবে. দেখাও বাহুমণি।
দেখি বানুপো কেমন গুণমণি ॥
কি বাহারে হার গাঁথিয়ে গুণ করিবে,
ওরে বাহু, বশ করিবে, রাজনন্দিনী ॥
দেখি তোমার গুণপনা, ধরলে হুতো যাবে জাম
শিকুরে বিড়াল বট কি না, পারবে কি না,
যোড় মেলাতে পোষাঘনি ॥

আড়খেমটা ।

তবে, গাঁথি মাল, মাসি সাজিয়ে ডালা,
আন গিয়ে ফুল ।
মালার মাঝে পত্র দিব বিদ্যার সমতুল ॥
সেউতি গোলাপ সেফালিকে, অতসী নবমল্লিকে,
জাতি যুধি অপরাঞ্জিতে, দোপাটী পারুল ॥

একতাল।

যাহু গাঁথ গাঁথ হার, কর কি বাহার,
হেরিব তোমার ও যাহুমণি ।
তবেই বাহাদুরি, বাই বলিহারি,
দেখুক এ চাতুরী সে রাজনন্দিনী ॥
সেউতি জাতি যুধি, মল্লিকা মালতী,
পুষ্প নানা জাতি নেরে রতনমণি ।
যেখানে যা সাজে, দিবে মাঝে মাঝে,
হেরে হারের কাক্রে, হারে যেন ধনৌ ॥

একতাল।

মাসি, কি বলিতে পারি, পারি কিম্বা হারি,
তুলাতে সে নারী, গাঁথিয়ে মালা ।
চিকণ গাঁথনি, গাঁথিব এখনি,
লয়ে বাও আপনি, সাজিয়ে ডালা ॥
শুন মাসি শুন, তোমারি এ গুণ,
আমি গো নির্গুণ, করি ছেলেখেলা ॥

একতাল।

বাছা, দাও দেখি হার, বয়ে যাওয়া ভার,
কি পাই উপহার, বিদ্যার কাছে ।
হয় তো পাব হার, নইলে গ্রহার,
অস্থি চর্ম সার, ললাটে আছে ॥
কল্লি ছেলেখেলা, দারে টেকি গেলা,
বুনি ঔষধ গেলা, হরে তার কাছে ॥

আড়খেমটা ।

আমি নিত্য নিত্য রাজবাটার ফুল, যোপাই
কমন করে ।
যামিনীতে কামিনী ফুল, নিত্য নে যায় চোরে ।
চোখের মাথা কে ঝেয়েছে,
অফুট ফুল তুলে নেছে,

মুচুড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে,
আটাতে গাছ ভাদিয়ে দেছে,
পৌটার নোঝা ঝেরে ॥

গাখাজ—আড়াঠকা ।

পোড়া লোকেরই জালায় বরে রব না সুই ।
আমার মন-বেদন বল কারে কই ॥
একে নারী অবলা, ফুল বেচি দুবেলা,
আমার এত কিসের জালা, গাছতলাতে রই ॥

আলিয়া-গাখাজ—খেমটা ।

যাবনা যাবনা মালকে ।
এমন ক'রে হুসকে কি প্রাণ বাচে ॥
যাব সেই বকুল তলা,
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথব মালা, সাজাব ডালা,
যা বলে বলবে রক্তাবলা,
ভাগ্যেতে মোর যা আছে ।
যাব সেই বাধা বাটে, নানা জাতি কুহুম কোটে,
যে পায় সে লোটে,—
বুক দাটেতো মুখ ফুটনা, মরি মনের আপশোষে

গাখাজ—আড়খেমটা ।

কে ফুল তুলেছে গাছের মূল ভেঙ্গে দিয়েছে ।
মনো-দুখে মরে যাই এসে মালকে ॥
কাল আমি এসেছি দেখে, ফুটেছে নব-মল্লিকে,
চোকখাকৌরে চোকে দেখে,
এমন কণ্ঠ ক'রেছে ॥

আড়খেমটা ।

এই কি লো তোর ফুল যোগান,
গুলো হাঁরে সর্বনাশী ।
বয়ে গেলা শিব-পুজা, সারাদিন রই উপবাসী ।
চেয়ে দেখ দেখি বেলা, পেয়ে মেয়ে করিস হেলা,
কাজ করা নয় বেগার ঠেলা,
বুধি ফুল এনেছ কালকের বাসী ॥

একতারা ।

ভাল, এলি সকাল বেলা ।

এখন বুঝি ঘুম ভাঙিল,

তাই এনেছি সন্ধ্যায় ডালা ॥

কাজ কি লো তোর মালা দিয়ে,

থাকুনে যা তুই স্বরে শুয়ে,

আমি না হয় কোথাও গিয়ে,

চেষ্টা পেয়ে, আনব কুহুম, গাঁথবো মালা ॥

— — —

আড়ধেমটা ।

কেন এলি মালিনি লো, এত বেলায় ।

পূজার সময় বয়েগেছে কাজ কি এখন ফুলমালায়

আমি কি আর বলব তোরে,

যা লো হীরে ফিরে স্বরে,

মনে ভালবাসিস্ যারে,

মালা দিগে তার গলায় ।

যা যা মালা দিগে তার গলায় ॥

— — —
আড়ধেমটা ।

হীরে, কাজ কি লো তোর ফুলে ।

মালিনি, ও ধনি, মালা দিগে যা তোর বঁধুর গলে ॥

নিয়মিত কর্তব্য যত, সকলি হইল হত,

করি যদি শিবব্রত, আপনি কুহুম আনবো তুলে ।

— — —
আড়ধেমটা ।

ফুল নে গো রাজনন্দিনী ।

চায় ধরি পায়, ক্ষমা দে আমায়,

দৈবে কি হয় না এমন বল শুনি ॥

একি বিধির হল তুল, মালাকে বুটেনা ফুল,

আমি সেই গিছলম, না পোহাতে রজনী ॥

— — —
ধেমটা ।

হায়, আর কি আছে গো আমার

মনোমত মালা ।

মন খুলে জন ঢলত গাছে, ফুটতো সব কলি ।

মালা আমার মাসে মাসে, গুম্মাতে দিত না বাসে,

সধা রাখতো টাটকা রসে, তাড়াতে অলি ॥

আড়ধেমটা ।

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে ।

তোরে হেরে অঙ্গ জলে ;—

মানে মানে যা মালিনি, অপমান হবি শেষকালে

শিবপূজা সাঙ্গ হল, এখন কি তোর ঘুম ভাঙিল,

রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভাল,

এক রকমে চিরকাল কাটালে ॥

— — —
জনদত্ততালী ।

মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে যায় ।

মিছে কান্না আর কাঁদিস্-নে,

জালাস্-নে আগায় ॥

মালিনি লো তোর জন্তে,

পূজা হয় হয় না ফুল বিনে,

উপবাসী রাজকন্তে, মরে পিপাসায় ॥

— — —
আড়ধেমটা ।

আজ কেন এত রাগত, আমার প্রতি ।

দৃশ্য মাত্র উগ্ৰ কর হয়ে ক্রোধাক্রান্তি ॥

ধর ধর মালা লও, হরষ হয়ে কথা কও,

না হয় মারত মেরে ফেলাও, হোগ গো নিষ্কৃতি ।

— — —
আড়ধেমটা ।

ওলো, রাখগে যা ঠাট ছলা ।

জানি তুই লো যেমন ষোলকলা ॥

প্রবীণে নবীনে হয়ে, শিখ্ছ এখন আঙ্ককলা ॥

বুক বেড়েছ কার মোহাগে,

তাই ছিল প্রেম অসুরাগে,

কাল জানাব বাপের আগে, জলচ্ছি রাগে,

ওলো পিপাসায় শুখাল গলা ॥

— — —
আড়ধেমটা ।

আমি যাই মানে মানে,

লয়ে নিজমান থাকুলো মালিনি ।

তোমার যত ভালবাসা, আশায় বোকা গেল ধনি ।

আর আসবোনা রাজবালা,

নিভ্য ফুল যোগাই হুবোলা,

যে গাঁথিত ফুলমালা,

চলে গেছে নাগর গুণমণি ॥

কাওয়ালী ।

প্রবীণে নবীনে হতে আরো বাসনা ।

নয়ন বিহনে মুখ দর্পণে হের না ॥

হৃদ করলে বৃদ্ধ কালে, মার্থক প্রেম শিখেছিলে,

ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা ধৈর্যে,—

প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ,—

হায় বাহার, কি বা হার,

‘যেতে হবে রবি হুতলয়ে,—

তার উপায় কি বলনা ॥

কাওয়ালী ।

রাজনন্দিনি, ধৈর্য ধর ক্ষমা কর ।

এনেছি চিকণ হার, ধর ধর ধর ॥

পাঁথিতে চিকণমালা, তাইতে হয়েছে বেলা,

হের হের রাগ হর, হরো না উতলা,—

দুর্গন্ধী আই তোমার, তোমার কাজে ব্যাঙ্গার,

যা বল সব দোষ আমার, পূজা কর কর ॥

আড়থেমটা ।

রাজনন্দিনি নাও গো মালা ।

তোমার কার্বেতে আমি কখন না করি হেল ।

বিনিস্তে যুতে যুতে, এনেছি হার তোমায় দিতে,

থাকে যদি সন্ধ্যা ইথে, হায় হায়,

না জানি কি হুটে জালা ॥

আড়থেমটা ।

আই, কণ্ঠ দেখি আমারে ।

সত্য বল আমার মাথুর কিরে ॥

এ ষাথনি কে গেঁথেছে, কেমন সে জন,

হুজ্ঞন বটে,—দেখছি হারে ।

যে করেছে কারিকুরি, গলায় দেছে প্রেমের ছুরি,

অনাসে মন নিল হরি, বল কি করি,

রেখো যত্ন করে নিজাগারে ॥

আড়থেমটা ।

নাতনি, বলো কি আর তোরে ।

বলতে কথা গা শিহরে ।

এসেছে এক বোনপো আমার, গেঁথেছে হার,

ওলা গেঁথেছে হার, বদ্ব কর ॥

রূপেতে বন্দর্প হারে, শুণের তুল্য বলবো কারে,

দেখলে পরে সে বাছারে, এ সংসারে,

ও কেউ চায় না কো আর থাকতে স্বরে ॥

কাওয়ালী ।

ওগো আই, দেখাইতে পার না কি তারে ?

যে জন ছলেতে মন হরিল ফুল-হারে ।

শুনি তার রূপ শুণ, অন্তরে জ্বলে আগুন,

ধৈর্য ধরে না মন, হইল বিগুন,—

ধরিগো তোমার করে, মিলন কর সত্তরে,

পাচিনে, আর প্রেম জ্বরে, রাখ বিকারে ॥

আড়থেমটা ।

নার্তিনি লো! তার জবাব কি আর ?

রাগীর কাছে কালি দিব সমাচার ।

এক হাতে দুই হাত হইবে লো তোমার,

হবে নিষিকার, যন্ত্রণা বিকার,

আইবুড়তে পার হবি লো এবার ।

কাওয়ালী ।

প্রকাশ করোনা আই, আর কারেও বলোনা ।

চুপে চুপে চুকিয়ে দিও চুপকরে থেকো না ॥

মা বাপে কি বলা যায়, যদি গোপনে রয়,

সইলে সকলি সয়, জেনে কি জান না ।

তুমি আমি তিনি ভিন্ন, একথা কি জানবে অন্য,

সখিরা কি আমা ভিন্ন, মনেতে ভেবনা ॥

আড়থেমটা ।

একি সর্ব্বনেশে কথা ।

ভয়ে মরি ওমা যাব কোথা ॥

গোপনেতে আনবো তারে কেমন কর, ও সে

কেমন কোরে, আসবে হেথা ॥

শুণ পিরীত কে শিখালে, কেবা এ যন্ত্রণা দিলে,

মরবার ঔষধ পরবে গলে, মরবে বলে,

শেষে খাবি কি লো আমার মাথা ॥

খেয়ট।

এমন সাধ্য আছে কার ।

সাগর হেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোম'র ॥
অজ্ঞাপরের নিদ্রা যেমন, তোমার তেমনি পণাপণ,
অপার নদী সাঁতরে যেন হতে চাওলো পার ॥

আড়থেষ্ট।

একি ছেলের হাতের পিটে ।

কথা থাকবে অমনি পেটে পেটে ॥

এত নয় লো বোবার স্বপন, থাকবে গোপন,
গোল হবে না বাটে মাঠে ॥
এ কুর্ষ কি ছাপা থাকে,
আপনি কাটি পড়বে চাক্রে,
দেশ বিদেশে জানবে লোকে,
ভাঙবে হাঁড়ি আপনি হাতে ॥

আড়থেষ্ট।

অসাধ্য সাধনা ।

তারে লুকিয়ে আনা, ঘোর যন্ত্রণা ।
বন্ধের স্বরে ষোণের বাসা,
সাপের মাথায় বেঁধে নাচানা ॥
পাপ কথা কি ছাপা থাকে,
দুদিন বাপে জানবে লোকে,
একটু কি ভয় হয় না বৃকে, ভয়ে মরি ও নাতিনি,
ভয়ে মরি, প্রাণ বাঁচে না ॥

কাওরালী ।

আলে। ধনি, গোপনে স্বটে কি না স্বটে ।

অষ্টটন স্বটান সেট। সহজে কি পেটে ॥

না বলিলে বাপ মায়, দোষী হবে পায় পায়,
উপায় কর লো ধনি থাকিতে উপায় ;—
হায় শেষেতে কি লো মজাবি আমায় ;—
করো না এ দাপাদারি, সবে হবে দিকদারি,
শেষে প্রাণ যাবে আমারি, যদি কথা রটে ॥

কাওরালী ।

ওগো আই, তোমার অসাধ্য আছে কিবা ।

নক্ষত্র দেখাতে পার থাকিতে দিবা ॥

দেখ আই মনে ভেবে, একথা কি প্রকাশ হবে,
কে জানিবে কে শুনিবে রবে গোপনে,—
নইলে কেন এলেন তিনি তোমার ভবনে,—
প্রকাশ্যে আসিতেন যদি, প্রকাশ করিতেন বিধি,
পেয়েছি সেই গুণনিধি, পূজে শিব শিবা ॥

আড়থেষ্ট।

একবার এনে দাও আই, দেখু'বো তারে ।

যতন করে রাখবো তারে হৃদপিঞ্জরে ॥

আই, আমার মাথাটী খাও,
একবার এনে তারে দেখাও,
তারে না দেখিলে প্রাণ বিদরে ॥

আড়থেষ্ট।

এনে দে বিনোদে আমার, কর গো এই উপকার ।

বাড়িল যৌবনানল, বিরহে বাঁচিনে আর ॥

তোমা বিনে কে আর আছে,
দাঁড়াব আর কার কাছে,
যে হুঃখ আমার হতেছে, বাঁচিনে বাঁচিনে আর ॥
তুখিতে তোমার ধার, বল কি আর আছে আমার,
এই নাও ধর ধর, গলায় পর, গলার হার ॥

একতালী ।

তারে কেমন করে আনি ।

ও কি কথা বল মোহাগিনি ॥

আমোদে প্রমাদ ঘটিবে, লোকে হবে জানাজানি

নাগর এনে রাখ'বি কোথা,

পাবি শেষে তুই মর্মে যথা,

আগে যাবে আমার মাথা, গুলে পরে রাজারানী

আড়থেষ্ট।

বল, কি করে তা হবে ।

লুকিয়ে আনা কি সম্ভবে ॥

দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি, আসতে নারি,

আমি নারী তাতে পুরুষ রবে ॥

বল'ব তারে যদি পারে,

আমার বোন্পো সে কি হারে,

পারিলে পারিতে পারে, আসতে স্বরে,

কালীর স্বরে, হয়তো হবে ॥

একতালী ।

তারে রেখ যতন করে ।
হৃথের নিধি বুকের মাণিক
মুখের অন্ন দিলাম তোরে ॥
নয়নে নয়নে রেখো, সতত নিকটে থেকো,
দেখো ধনি দেখো দেখো,
হারিও না মনোচোরে ॥

আড়থেমুটা ।

নাভিনি, কই তবে আভাসে ।
যদি দেখি বি নাগর মনোহাসে ॥
গোপনে দেখাব তারে, বাড়ীর কাছে,
এনে খিড়কী নাছে, রথের পাশে ।
শুন ওলো ও রূপসি, সবুর কর একটা নিশি,
দেখা দিবে শরৎশলী, আপ্নি আসি,
দেখে আশ মিটাবে মন আশে ॥

কাওয়ালী ।

ওগো আই, কাজেতে তা যেন ভুল না ।
আমার সঙ্গে শুধু যেন কথার বেগুন ভেজোনা ॥
মিষ্ট কথা বলে কয়ে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
কুমীরকে কলা দেখায়, শেষে কঁাকি দিও না ॥

আড়থেমুটা ।

নবীন নাগর, রসের সাগর,
ভুলবে কেন আমায় দেখে ।
প্রবীণ যারা দেখলে তারা,
পলায় বসন দিয়ে মুখে ॥
তোমার মতন নবীন নারী,
হতেম যদি ও হুন্দরি,
নাগরের মন করে চুরি,
কাল কাটাতাম মনের হৃথে ॥

আড়াঠেকা ।

রূপের নাগর গুণের সাগর,
আর কি তেমন আছে ।
তাহারি তুলনা তাহারি কাছে ॥

সেরূপ-তুলনা, ভুবনে মেলে না,
দেখিলে সে ঠাম, জ্বরে মোর কাম,
এত যে বয়স হয়েছে ।
মাসী বলে যেই, রক্ষে হেতু সেই,
লজ্জাতে ধর্ম রয়েছে ॥

আড়থেমুটা ।

নাভিনি, ঠাট শিখেছ ভাল ।
কথা শুনে তবু প্রাণ জুড়াল ॥
ঠাট কোরে কও ঠাটের কথা,
যাব কোথা, ওলো নাভিনি,—
যাব কোথা আমায় বল ॥
কথাত্তে ভুলাব তোরে,
একথা কও কেমন কোরে,
হাসি পায় হৃৎখ ধরে, স্তনুলে পবে,
এ কথায় শিউরে উঠে লোমসকল ॥

আড়থেমুটা ।

নাভিনি, যাই তবে লো বাসে ।
তুমি থেকো আমার আশার আশে ॥
কাল তোমায় দেখাব নাগর,
আনিয়ৈ রথের পাশে,
পরিপাটী চাক্র বেশে, থেকো তুমি নিম্ন বাসে,
আশার হুসার হবে শেষে, দেখবে বসে,
ওলো নাভিনি,—দেখবে বসে মন-আশে ।

আড়থেমুটা ।

আই ক্ষণেক সবুর কর ।
লিখে দিব চিত্র-কাব্য, মোর মাথা খাও, ধর ধর ॥
যে কোশলে গুণমণি,
লিখে দিচ্ছেন এই লিখনী,
কবিরের শিরোমণি,
অহুমানি, বিচারে হইবেন বড় ॥

ভিতট ।

আই, ধর ধর আমার চিত্রকাব্য ধর ।
না বুকে বলেছি দুটো অপরাধ ক্ষমা কর ॥
হৃৎখিনীর তরে, যাও তরা করে,
দও সেই গুণ-ধরে, আমার এই উত্তর ॥

আড়াঠেকা।

বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে, মরি মরি কিবা করি।
কেমন কোরে যবে সখি, আজি দিবা বিভাবরী ॥
কি দিবে গেল মালিনী, কি যাহু জানে সে ধনী,
বনপোড়া যেন হরিণী, অন্তরে পুড়িয়ে মরি ॥

আড়াঠেকা।

আর কেন গো ঠাকুরাণি, উতলা হও কি কারণে,
পূজা কর যজ্ঞস্থরে, যোগাসনে এক মনে ॥
ভাব সেই যোগমায়ী, তিনি দিবেন পদছায়া,
যা করেন সেই হরজায়া, হর কাল তাঁর সাধনে ॥

আড়থেমুটা।

সখি, পূজবো কি আর হরে।
মনে পড়ে লো সেই মনোহরে ॥
মুখে বোলতে হরে হরে, মনোহরে মন হরে,
কেমন কোরে পূজন হরে, হরে হরে,
আমার অন্তরের যে মন হরে ॥

তিওট।

ওহে ত্রিলোচন, একবার ফিরাও ত্রিলোচন।
আশুতোষ আশু কর হৃৎমোচন ॥
অবলা মুঢ়মতি, না জানি ভজন স্তুতি,
জর হে ত্রিলোকপতি, পতিতপাবন।
তুমি হে দ্বৈতময়, সর্বময় গুণময়,
আমায় দাও পদাশ্রয়, করি নিবেদন ॥

আড়া।

কোথা গো মা ব্রহ্মময়ি, ওগো ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি।
পতিতা তনয়ার প্রতি কটাক্ষে হের জননি ॥
দাও মা আমায় অভয়পদ, চাইনে সামান্য সম্পদ,
কর মাগো নিরাপদ, ওগো বিপদনাশিনি।
তুমি মা যদি না তার, কে আর করিবে পার,
তুমি সে সকলি পার, ওমা পতিতপাবনি ॥

একতালী।

বল গো সখি বল, কিবা করি বল,
জন্মে নাহি বল, চিন্তা যে চঞ্চল।

সেবিতে সেই শিবে, ভাবি কে আসিবে,
কে আর নাশিবে, আমার দাবানল ॥
ভাবতে শ্রমাপদ, ভাবি স্বামিপদ,
একি গো বিপদ, আপদ অমঙ্গল।
মাগিব কি বর, বলি কোথা বর,
ওহে কবির কর হে শীতল ॥

আড়থেমুটা।

বাছা ক্ষেত্রে যাহুমনি,
তোরে কি লিখন লিখেছে ধনী।
আমি নারী বুঝতে নারি কারিকুরী,
লেখাপড়া নাহি জানি ॥
মাপের হাই সে বেদনয় চেনে,
অত্র লোকে জানবে কেনে,
তুই জানিস্ আর সে তোর জানে,
মনে মনে গুরে মনের কথা গুণমণি ॥

জঙ্গদকাওয়ালী।

এস এস মাসি, বল বল বাঁচি,
আশয়ে বসে আছি, মুখ চেয়ে।
কেন এত বেলা, সেই রাজবালা,
খেলিল কি খেলা, হার লয়ে।
আমার মাথার কিরে, ধরি ছুটি করে,
রাখ রাখ মোরে, এ দায়ের ॥

ঢিমে তেতালী।

বাছা, বলবো কিরে আর, ভাবনা কি তাহার,
আমি কি তোমার, তেমন মাসী।
ধরায় পেতে কঁাদ, ধরতে পারি চাঁদ,
করি নানা হাঁদ, যেখানে বসি।
দেখাইয়ে হার, পেলাম উপহার,
রাজবালার হার, হইয়ে দাসী ॥

একতালী।

দেখ লে সে বিদ্যারে।
কত বিদ্যাধরী লজ্জায় মরে ॥
মোহিত হয় কন্দর্প, রূপের এমন দর্প,
বিদ্যাবতী,—বিদ্যুতেরে বিজ্ঞপ করে ॥

গজেন্দ্র-গামিনী ধনী, কটি করি-অরি জিনি,
নাভি-সরোবরে ভাসিছে নলিনী,—
ভূঅঙ্গিনী-সম বেণী পৃষ্ঠোপরে ।
যুগল কুচবয় বক্ষে, যেন প্রজ্জলিত অনলের শিখে,
মদনজয়ী শরাসন আকর্ষণ কর্তাক্ষে,—
চন্দ্রমুখার চন্দ্রের আভা চন্দ্রাধরে ॥

আড়ধেমটা ।

মাসি, কি দিব তোরে ।
বাঁকা রৈলাম আমি জন্মের তরে ॥
বল কখন দেখতে পাব, প্রাণ যুড়াব,ওগো মাসি,
প্রাণ যুড়াব চক্ষে হেরে ॥
কেমন কেমন করে মন, চকল হইল কেন,
কবে হবে হুমিলন, শুভ দিন,
ভক্তধনে হেরবে। তোরে ॥

আড়ধেমটা ।

বাহু, কাল তোরে দেখাব ।
তোরে রথের পাশে দাঁড় করাব ॥
ঠিক কোরে ঠিকানায় রেখে,
ওরে বাহু, আমি বাহুমণির কাছে যাব ॥
ধরায় থেকে চন্দ্রধরা, অথরাকে আচকা ধরা,
দে কি রে চাঁদ সহজ ধারা, ওমনি ধারা,
এনে গগনচক্র হাতে দিব ॥

কাওরালী ।

আয় লো নাভিনি, যদি দেখি শুণমণি ।
রথের পাশে, নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে বিনোদিনী ॥
করে ধনি শিবব্রত, বর পেয়েছ মনোমত,
আপনি এসে উপনীত, দেখে হই হত,
হায় ! তোর কপালের ঘোর বল্ব কত,
হা হোক বোন ভাল হলো,
কাণ্ডারী তোর মিলে কোল,
একাদশ গৃহস্পতি হলো, এখন লো ধনি ॥

আড়ধেমটা ।

দেখ দেখ দেখ ওগো ওগো রাজনন্দিনি ।
যার কথা কই, সে নাগর ক্রী,
ভুবনবিজয়ী, মনোহর ভূমুখানি ।
দাঁড়ায়ে রথের পাশে, রয়েছে তোমার আশে,
কোরে মম বাসে, আছে শুণমণি,
ফুটিল বিবাহের কুল, প্রজাপতি অমুকুল,
বুঝি তোমায় দিলেন কুল, কুলকুণ্ডলিনী ॥

আড়ধেমটা ।

ওলো, রাজনন্দিনি বিনোদিনি, দেখি যদি অয়
রথের পাশে নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায় ॥
অথর চাঁদকে ধরবে বলে,
প্রতিজ্ঞা ফাঁদ পেতেছিলে,
তাইতে নাগর ধর দিলে,
নইলে কি চাঁদ পাওয়া যায় ॥

আড়ধেমটা ।

আই গো কি হবে বল ।
তোরে চক্ষে হেরে চিত্ত গেল ॥
বিনয় করি, আই, ধরি চুটী করে,
আমায় এনেলে সেই চিত্তচোরে,
নইলে শরশরে মদনচোরে,
প্রাণ দদ্ধ করে, পাইয়ে ছল ॥

আড়া ।

কি করি উপায় সখি, বিহনে সেই শুণমণি ।
ব্যাহুল্য হতেছে মন, মণিহার্য যেমন ফণী ॥
কি ক্ষণে সে দেখা দিল, মন প্রাণ হরে নিল,
এবে কোথা লুকাইল, চিত্তচোর চূড়ামণি ।
এনে দে সেই চিত্তচোরে, রাখি তরে চিত্র করে,
চিত্রপট কারাগারে চেঁচরে দণ্ড দিই এখনি ॥

কাওরালী ।

কর যদি এই উপকার আমার ।
জবে আকুল বাঁচিলে গো আর

বহু রত্ন পাৰ বলে, আশা বৈতরণী জলে,
প্রাণ থাকে পার করিলে,—
নৈলে ডুব হই জলে, না জানি সাঁতার ॥

কাওরালী ।

ওগো ও হিটতবি মাসি, এই কি হিত করা ।
আলো-চাল দেখায়ে, জেড়া গোললে পোরা ॥
দেখা দিয়ে সে রূপসী, লাগায়ে কটাক্ষ-ফাঁস,
হানিছে বিরহ-রশ্মি, স্বরতে বসি,—
হায়, বলব কি মাসি, কপাল দেবী,
তুমি মাসি থাকুতে আমার
কল্পে না গো এ উপকার,
ওঠাগত-প্রাণ বাঁচা ভার, হতেছি জীয়েন্তে মরা ।

আড়ধেমুটা ।

আমি এমন করে বারে বারে, পারব না ক যেতে ।
মিছে আশা, ভুতের বেগার,
লাভটী কি আর তাতে ।
আমি মরি তোমার তরে,
তুমি আছ কি সুসারে,
পায়ে পড়া, হাতে ধরা,
আমার, ওঠাগত প্রাণ মন যোগাতে ॥

আড়ধেমুটা ।

পরের মন, সে আপন আপন,
যাহু, কেমন করে বুঝবে ।
আমারে মজাবে যাহু, আপনিও মজবে ॥
যদি পার এ সন্ধান, হতে হবে অপমান,
বিষোবে হারাবে প্রাণ,
(তার) কোথায় বিধান খুঁজবে ॥

আড়ধেমুটা ।

যাহু, অসাধ্য সাধনা,
সেখা লুকিয়ে যেতে তোর বাসনা ॥
ভোর তরে কি মান খুয়াব,
প্রাণ হারাণ, ফাঁসি ধাব, তা ত পারবো না ।
পারিস যদি দেখরে বাপা, এক কৰ্ম কি রবে ছাপা,
মহারাজা হবে খাপা,
সারবে লকা, হব রকা, এই দুজনা ॥

আড়ধেমুটা ।

মাসি, ভরসা দিলে ভাল ।
তোমার ফরসা কথায় প্রাণ জুড়াল ॥
আগে দিয়ে মন্ত আশা, কেন দিলে বাসে বাসা,
শেষে করিলে নৈরাশা, এমন দশা,
আমার দশা, এই কি হলো ॥

আড়ধেমুটা ।

যাহু, সয় না কি আর দেবী ?
কর দণ্ডে দণ্ডে দেখুনারি ।
উপায় যদি করিতে পারে,
বলে কয়ে লখবো তারে,
তা না হলে কি প্রকারে স্বর্গতে পারে,—
রাজার ঘারে ঘারে আছে দ্বারী ।

কাওরালী ।

মাসি, তোমার মন্ত্রণা পাওয়া ভার ।
বরের মাসি, ক'নের পিসি, দেখি সেই প্রকার ॥
দুপক্ষে ত এস যাও, সমান দুকাটী বাজাও,
তাহুমতীর খেল খেলাও,
মাসি, দেখতে চমৎকার ।
কখন হও সত্যপীর, কখন পেঁড়োর ফকির,
কখন বা মুখিষ্ঠির, ধর্ম অংতার ;—
বেড়াও তুমি যোগে যোগে,
হাড়ে তোমার ভেঙ্কী লাগে,
মুখের চোটে ভুত ভাগে, কথাই হই রের ধার ।
কখন হও সিদ্ধির মুনি, কখন গিরি কুমারী,
কখন কখন মাসি, হও নিরাকার ॥

আড়ধেমুটা ।

মাসি, তোমার অসাধ্য আছে কিবা ।
যে কুহক জান, তুমি নিশিকের করেছ দিবা ॥
আকাশে পাতিয়া ফাদ ধ'রে দিতে পার চাঁদ,
তোমার কাছে থাকুলে মাসি, কথা কর বোবা :
তোমার কাছে সবাই কুদ্ৰ, হেঁটে পার হও সমুদ্র
তোমার পেটে এত স্তন, কে জানে বাবা ॥

কাওয়ালী ।

এ বসন্তে, বাঁচি কি না বাঁচি প্রাণে ।

এমন কে ব্যথিত আছে,

জল দিয়ে নিভায় আশুনে ॥

তু হু করে মন, পোড়ে বন, গো,—

যেমন জ্বলে রাধণের চিতে হয় না নিবারণ,

এ শরীর, নহে স্থির, অস্থির করেছে মদন-বাণে ॥

অ'ড়া ।

কেথো আছ প্রাণপ্রিয়ে ওলো শশাঙ্কবদনি ।

দেখা দিয়ে লুকাইলে ওলো বিদ্যুৎবরবি ॥

না হেরে সে বিধু বয়ান, বিদরিতা যায় প্রাণ,

কে জানে পাষাণে নির্মাণ, তব নব তহুখানি ।

হানিয়ে কটাক-শর, এবে হইলে অন্তর,

অন্তরে দহে অন্তর নিরন্তর দিবা রজনী ॥

কাওয়ালী ।

মন্নি মরি সহচরি, কি করি উপায় ।

দাহন হতেছি প্রাণে, হলো একি দায় ।

ছলেতে হরিয়ে মন, কোথা গেল সেই জন,

কে জানে হবে এমন, এবে প্রাণ যায় ॥

হুঁস্বী ।

প্রাণ যায় হলো একি দায় ।

কেন দেখাইল তারে, মালিনি আমায় ॥

হেরিলাম যতক্ষণ, হুখে ছিলাম ততক্ষণ,

হলে অন্তর নয়ন, হুখে ছিলাম তায় ।

যে অবধি আর তারে, নাই পাই হেরিবারে,

এরূপ ক'রে আমারে, গেল সে কোথায় ॥

মজিল আমার মন, মজিল না সেই জন,

কেন হেন অঘটন ঘটিল আমার ।

আপে জানিলে এমন, হেরিত কি এ নয়ন,

কি করি মরি এখন, রিহনে উপায় ॥

আড়ম্বল ।

নাভনি, ভাবনা কি আশ্রয় বল ।

দিলে গঙ্গাধরে গঙ্গাজল ॥

মনে প্রাণে ঐক্য করে, পূজা কর মহেশ্বরে,

পাবি না তুই আপন করে, তাঁহার বরে,

এই বেলা দে বিশ্বদল ॥

আমি আই, নাভিনী তুমি,

তোমার হুখে হুখী আমি,

কতদিনে পাবে স্বামী, তাবি আমি,

ভেবে, রোচে না আর অরজল ॥

আড়ম্বল ।

আই, এ কোন ভালবাসা ।

কেবল মিত্র কথায় মন তোষা ॥

বুঝা যায় না কান্না-হাসি, অন্তরে গরল-রাশি,

লোক-দেখানো দৈত্যের হাসি, মিত্র ভাবী,

হুধু, মিত্র ভাষায় দাও লো আশা ॥

নামটী যেমন হীরে তোমার,

কথায় ভেঙনি হীরের ধার,

ধরে মাছি বলা ভার, বল্‌বো কি আর,

নাইক কমি-বেশি তৈলা-মাষা ॥

আড়ম্বল ।

নাভনি, এ কেন লো কথা ।

বলি, তোর সনে কি মোর শর্ততা ॥

তোর তরে মন যা করে, তা হরি জানেন,

ওলো নাভনি,—গুরু জানেন মর্শ্বব্যথা ॥

জলেতে ক'রে স্বর বাড়ী,

কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি,

ফুল বেচে খাই বাড়ী বাড়ী, তাও কি পারি,

ওমা, লজ্জায় মরি, যব কোথা ॥

কাওয়ালী ।

ওগো আই, ধরি তোমার হুঁত করে ।

আমার মাথার কিরে বলো শুণ্ধরে ॥

তিনি ভিন্ন অস্ত্র জনে, নাহি লয় মম মনে,

সম্বোধনে হৃদশনে হবে আলাপন,—

তা না হলে বলো কিসে রবে মম পণ,

শেখ না কল্লিঙ্গী নারী, মন সঁপে পণ করে জারি,

শুণ্ধ হতে দেখ হরি, কেশাকর্ষে হরে ॥

আড়ধেমটা ।

আই ! মন রাখা কাজ মিছে ।
তোমার বোল শুনে প্রাণ জুড়ায়েছে ॥
কাজের কাজী হয় যে জনা,
নয়ন দেখে লে যায় গো জানা,
কথাতে আর হাড় জেল না, খন্ করো না,
তোমার ভালবাসা জানা গেছে ॥
কথায় কেবল দিচ্ছ আশা,
কোথায় তোমার ভালবাসা,
কোথায় বা সেই ভালবাসা, ভালবাসা,
ভাল বাসায় ভুলে আছে ॥

আড়ধেমটা ।

নাতনি, তাই ভাবি লো মনে ।
কেমন করে আন্বো সংগোপনে ॥
হারী আছে ঘারে ঘারে, পাখী এড়াইতে নারে,
মানুষে কি আসতে পারে, এ সব ঘারে,
ও লো, রাজঘারে তোর ভবনে ॥
সুধু নয় লো সেই ভাবনা,
কথা ত গোপন হবে না,
লুকিয়ে পীরিত কি লাক্ষ্মীনা, কি যন্ত্রণা,
দিবে গন্ধনা লো গুরুজনে ॥

আড়ধেমটা ।

আই, নিত্য কও ঐ কথা ।
তোমার কথায় পাই গো মর্মে ব্যথা ॥
পারবে না তা জানা গেছে,
ওজর টালায় ফল কি আছে,
হঁচ বেচা কামারের কাছে, সে যে মিছে,
বলো আন্তে আন্তে আসতে হেথা ॥
আমায়ও গো এই পণাপণ,
গোপনে আসিবে যে জন,
ঝিচারে জিনিবে সে জন, হারবো তখন,
ওগো আই, হারবো তখন, নয় অস্তথা ॥

কাওরালী ।

ওলো ধনি, দেখে বো বেয়ে চেয়ে কবে ।
কোন রূতে যটে যদি থাক হু দিন সবে ॥

গোপনে পীরিত করা, মরবার ঔষধ গলায় পরা,
এতো নয় সুধারার ধারা, ওলো ও ধনি,
ইতোনষ্টন্ততো ভট্ট কর্ণতে শুনি,—
হারাইবে কুলমান, শেষে হবে অপমান,
লাভেতে ঘাইবে প্রাণ, দোষের ভাগী হ'য়ে ॥

আড়া ।

শ্রেম,—গোপনে না রয় ।
গোপনেতে শ্রেম করে অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হয় ॥
ধর্ম কাটি দেন চাকে, গোপনে কড় না থাকে,
হয় ত জন্মের মত তাকে, লুপ্ত হতে হয় ॥

আড়ধেমটা ।

শ্রেম কি গোপনেতে রয় ।
হু'এক দিন শ্রেম লুকা-ছাপা,
তিন দিনেতে প্রকাশ হয় ॥
পীরিতে হয়ে নিপুণ, জান না পীরিত-শুণ,
পীরিত করা যেমন ধারা, চকমকির আগুন,—
ঠুকরে স্বা মারলে পরে,
পাথর থেকে আগুন ধরে,
সে আগুনে মানুষ মরে,
সয়ে থাকলেই সওয়া যায় ॥

আড়ধেমটা ।

বাছা, শোনের রতনমণি ।
আজি পণ করে বসেছে ধনী ॥
সহজে হবে না দেটা, বিষম লেঠা,
লেঠা বাধিয়েছে রে চাঁদবদলী ।
যদি পার চুপিসারে, ঘাইতে তার আগারে,
তবে সে হারবে বিচারে, জিন্বে তারে,
ওরে জিন্বে বিদ্যা বিনোদিনী ॥

কাওরালী ।

ওগো মাসি, এ আবার বল কি প্রকার ।
শুপ্ত ব্যক্ত তুমি জস তোমারই সে ভার ।
আমি তোমার ভরসা করি,
তুমি দাও গো বামে ছুরি,
মরি মরি, কি চাতুরী বুঝিতে মরি,—
আর কেন গো আশার আশে, হতশে মরি,—

পারবে কিনা বল খুলে, না হয় যাইব চলে,
মজবো না আর নারীর জুলে, নাকে খত আমার ॥

কাওরালী ।

ওরে বাহু, আশার আশংসে লোক বাঁচে ।
সাধিলে হইবে সিদ্ধ এ কথা নয় মিছে ॥
ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল,
অজি না হয় হবে কাল,
হাল ধরে চালাও তরি, ঠেকবে কিনারায়;—
প্রেম-সাগরের উজান ভাটি,
তুমি তো সব জান খাঁটি,
জেনে শুনে পরিপাটী, মাটি কর পাছে ॥

কাওরালী ।

বাহুমণি, আমা হতে তো তা হলো না ।
করো করো উপায় করো, করো মন্ত্রণা ॥
হুল হুটেছে উচু ডালে, পাবে কিরে হাত বাড়ালে,
ভ্রমর হয়ে উড়ে গিয়ে বসো আপনি,—
হায়, তায় পাবে মধু ও বাহুমণি,—
এমন বা কার সাধ্য আছে,
প্রাণ দিতে উঠিবে গাছে,
কি ঘটনা! ষটে পাছে ভেবে দেখ না ॥

আড়ধেমুটা ।

বাহু, আমা হতে তা হ'ল না ।
শুণমণি আমার কিছু বল না ॥
অপার বাসনা, মনে করো না,
কুৰ্ব্বও বোঝ না, নিষেধ মান না,
সে যে প্রেমের পথে কোন মতে এলো না ।
সেধে সেধে বিধিমতে, করে ধরে বিনয়েতে,
নারীরে নারিলাম ভুলাতে,—
সে যে ভোলবার নয়, কঠিন অভিশয়,
তাইতে করি স্তব, মনের সজ্জ গেল না ॥

কালোড়া—একতাল ।

মাসি, এমন কথা কেন বললে ।
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
নির্ঝণ আশুস আললে ॥

হবে না তা জানি ভাল, দোঁড়খানা জানা গেল,
মুখে গোর গোর বল,
গোর এই দশা কি করলে ।
আশা দিয়ে মন ভুলালে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
অবশেষে এই করিলে, আমার দক্ষা সারলে ॥

ঠেকা ।

নম নম নম মাতা নম চণ্ডি নারায়ণি ।
ত্রিতাপহারিণি তরা কালভয় মিবারিণি ॥
ধারে দাও মা অভয়পদ,
তার কি আর রহে বিপদ,
বিপদে সে পায় সম্পদ, পদে পদে গো জননি ।
মাত, তোমারি প্রসাদে, যাই যেন নির্ঝিবাসে,
কি হবে লোক-অপবাদে, ঐ পদ বিনে না জানি ॥

আড়ধেমুটা ।

কায় কব মনেরি কথা, মনোবাখা মনই জানে ।
অবলা সরলা বালা, কভই জলা নয় গো প্রাণে ॥
বিষম প্রতিক্রিয়া করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে মারি, দিবনিশি যায় রোদমসে ॥

আড়ধেমুটা ।

সখি, আর ভাল লাগে না ।
আমার বাসেতে আর মন বসে না ।
এ নীল কাপড় হামছে কামড়,
ওলো সখি, অলঙ্কার অঙ্গে সহনা ।
কোকিল দম। হুকুরে, ভ্রমরা তাহে ঝঙ্কারে,
কানে বেন তীর প্রহারে তায় না হেন্দে,
ও বিরহে প্রাণ বাঁচে না ।

কাওরালী ।

পার যদি যৌবন-দ্রষ্টে বাঁচাতে ।
তবে এ জন্মের মত বাঁধা রব প্রেমমতে ॥
সদা হৃদয় স্তব স্তব করে, বৈধা না ধরে,
যদি যদি সহচরী, বিরহ-অয়ে,
আজ কাল ক'রে বয়স গেল,—
যায় বাবে বদ-মান কুল-শীল রাখিজে

পতির লাগিয়ে প্রাণ হতেছে ব্যাকুল,
হায়, বিধি কত দিনে ফুটাইবে ফুল,
যায় যাবে জাহ্নকুল, সব না আর গৃহেতে ॥

কাওয়ালী ।

ওগো সখি, কি হবে বল বল শুনি ।
যে পোড়া পুড়িছে, যত বাড়িছে রজনী ॥
শয্যা হইল শাল, সজ্জা হইল কাল,
কেমনে ঝাড়িবে সখি, বল এ পাপিনী ।
মন্দ মন্দ মন্দ যায়, লাগে বজ্রের প্রায়,
অঙ্গ কাপে হায় হায়, বিনে গুণমণি ॥

৪২ ।

প্রেম করা, পুড়ে মরা এ দুই সমান হয় ।
নীত্র আর বিলম্ব মাত্র, তা বলে ও প্রভেদ নয় ॥
বিচ্ছেদগাথি উঠলে পরে,
কারণ সাধ্য নিভায় তারে,
স্ব মা করিতে পারে, দক্ষে দক্ষে প্রাণ যায় ।
দৃষ্টি হয় না লুপ্ত আলো,
ক্রমে শরীর করে কালো,
এর চেয়ে যে অগ্নি ভাল, অঙ্গে মাত্র চিহ্ন রয় ॥

কাওয়ালী ।

ওগো সখি, কি হলো বল গো আমারে ।
দাহন হতেছে তনু বিচ্ছেদ-বিকারে ॥
রজনী হতেছে যত, যাতনা বাড়িছে ওত,
অন্তরেতে অন্তঃপ্রাণ হয় অশুভত ;—
হায়, কে দিবে বিধি এ রোগের মত,—
ক্রমে তনু জর জর, মর-মর সর-সর,
বিনে সেই গুণধর,—নাহি দেখি কারে ॥

আড়খেমুটা ।

এ সময় যুগময়, দেখা দাও অবলার ।
অলমেরি যত ওষ প্রেমাদিনি হয় বিদার ॥
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ-কাল, হুই কালে প্রাণ যায় ।
মোহল বেশে, গুণরাশি, মুখে মুহু মুহু হাসি,
দিকটে দাঁড়াও হে আসি,—
মনের কথা কই তোমায় ॥

আড়া ।

রমণী-সমাজ-মারো কে হে নাগর গুণমণি ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর কিন্না কোন নৃপমণি ॥
এ যে বোর তিমির-নিশি, বৃষ্টি হবে পূর্ণশশী,
ভুতলে উদয় আসি, কি কারণ বল শুনি ॥
আমরা অবলা নারী, ভরে কিছু বলতে নারি,
মনে হে কি আশা ধরি, মানস ব্যারেক শুনি ।
আলাপে সকল রয়, বিনালাপে কিবা হয়,
দেহ নিজ পরিচয়, নিজ গুণে হে আপনি ॥

কাওয়ালী ।

কামিনী-কমল-বনে কে হে তুমি গুণাকর ।
আশ্রয় হেরি নয়নে, শশী কেন পদ্মবনে,
বৃষ্টি কুমুদিনীর সনে, হয়েছে হে মনাস্তর ॥

আড়খেমুটা ।

একবার, হৃকটাক্ষে হের ।
লেখ কিন্নর কি হবে নর ॥
ভাট-মুখে শুনিয়া বার্তা, আসা হেথা,
ঠাহুরিতে নার কি পার ॥
কাকিপুরে আমার আলয়, গুণসিন্ধু রাজার তনয়,
মালিনীবাসে হ'ল আলয়, বাসা পেয়ে আশয়,
এখন যা হয় উচিত বিধান কর ॥

জলন-কাওয়ালী ।

ভাগ ভাল ভাল, শুনে প্রাণ জুড়াইল,
বসিতে বল বল, গুণধরে ।
ওলো স্থলোচনা, বিচারে যাবে জানা,
আজি আমার প্রবন্ধনা, কে করে ॥
একে মোরা রমণী, তাহে মোরা রজনী,
এ কোন চোর-চুড়াণি, যোর করে ॥

আড়খেমুটা ।

সখি, কাজ কি শো চোর-ঘরে ।
যে জন সিখ কেটে মন-প্রাণ হরে ।
বিচারে কি প্রয়োজন চোরে চোরে হয় মিলন
তাতে কি যায় সাধু জন, বল কখন,
আপনা হ'তে কেবা মরে ।

আড়থেষ্ট।

সখি, তার কেন পণ করা ।
যে জন লজ্জা ভয়ে জেস্তে মরা ।
আহা মরি কি চমৎকার,
তার সনে কি কর্ণবো বিচার,
দেখে বাক্ সরে না আমার, বল্‌বো কি আর,—
এর বাড়ি কি আছে হারা ।
না জানি গো কি প্রকারে,
জিনিস সব রাজকুমারে,
সহজে যে আপনি হারে ভয় কি তারে,
সে তো আপনা হতে আছে ধরা ।

আড়থেষ্ট।

যেশের এম্মি বিচার বটে ।
চোর হয়ে চোর ধ্বংসে ছোটো ।
এম্মি দেশের উণ্টা দাঁড়া,
নিজে চুরি করে ধার,
সাধুরে চোর বলে তারা, পেলে সাড়া,
বিপদ ঘটায় যাতে মতে ।

আড়থেষ্ট।

সখি, বল দেখি গো তোরা ।
দেখি তোদের কেমন সালিস্ করা ।
কোন লাজে চোর কন গো মোরে,
কটাক্ষে যে মন হরে, আপনায় খন নিব জোরে,
ধরে চোরে, উশ্টে আবার আমায় ধরা ।

আড়থেষ্ট।

মিছে কেন বিবাদ করা, কুলের কর কুল-কিনারা,
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও, মনোচোরা ।
কুল-লীল সব তোমার হাতে,
প্রাণ সঁপেছি লীলতানে,
নতুবা তোমার বাড়িতে,
শিল কোরে বিল কর্ণবো মোরা ।

কাওরালী।

আছ কি চিন্তায় মগনা, কি চিন্তে, কি বাসনা,
অচিন্তাকে চিন্তা করে, স্বচিন্তাকে দিয়ে দূরে,
প্রেরসি, তোমায় চিন্তে পাগা গেল না ।

বারোঙা—চুংরী।

অধরে একল ঝুঁপিয়ে, আজ কেন হে প্রিয়ে;
আধি-রবি প্রকাশিত, মুখ-কমল মুদিত,
শলী যেন রাহগ্রস্ত, আছ বসিয়ে ।
সুখিত চকোরে, বকনা করে,
আছ ধনি, মান-ভরে হুধা নাহি বরষিয়ে ।

কাওরালী।

কলষেতে ভয় করো না বিধুমুখি !
যে যা বলে, সয়ে থেকো, হয়ে আমার হুখের ছুখী
মাতঙ্গ পড়িল দলে, পতঙ্গেরে কি না বলে,
কণ্টকেরি বনে গেলে, কান্নি কোঁতে পায়,—
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ান যায়,—
ডুবোছ না ডুবতে আছি, পাঁতাল কতদূরে দেখি

কাওরালী।

গা ভোলে নিশি অবসান । (প্রাণ)
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক,
গাধার পিটে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ।
আজিকার মত আসি, উঠে ওলো প্রাণ-প্রেরসি !
স্ব-স্থানেতে গেল শলী, আগিল সব প্রাতিবাসী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান ।

আড়থেষ্ট।

এখনো রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ
হাঁনি নিশি পোহাইতে, কোকিলে স্বাক্ষর দিত,
কুমুদী মুদিত হত, শলী বেত নিজ স্থান ।

কাওরালী।

ঐ পোহাল রূপসি—নিশি ।
মন-দুঃখ বৈল মনে বিদায় দাও এক্ষণে আসি ।
চোরে চোরে কুটুহিতে আসাযাওয়া রেতে রেতে,
রাত পোহাল করসা হলো, জুরিয়ে গেল হাসিমুখি

দ্ব্যাকর বত সমস্ত, নিশিতে ছিল নিরন্ত,
সবাই হল শশব্যস্ত, অন্ত দেখে গগন-শশী ।

কাওরালী ।

ওই পোহাল রজনী,—খনি ।
বিপক্ষ আনিলে বিগদ, বিদায় দাও বিধুবদনি ।
স্বধ্বরা স্বধ তারা, স্বহানেতে গেল ত্বরা—
আগত দিনমণি ।

কাওরালী ।

ওহে রসরাজ, বল না যাই যাই যাই !
যাও তার ক্ষতি নাই ;—
এ দাসীরে মনে রেখো, দেখে যেন ভুল নাই ।
পরাস্ত হয়েছ পশে, ক'রেছি প্রেম সংগোপনে,
মর্শ্ব-কথা আমার ধর্ম্য তা জানে,—
যা করেন কালী নিদানে, সময় যেন দেখা পাই ।

কাওরালী ।

আহা মরি কি ক'রে বিদায় দিব, ত্রাণ ।
পলকে পলকে মোর প্রাণের সমান ।
তব মুখ হৃদাকর, মম এ নয়ন-চকোর,
কেমনে রহিবে চারি প্রহর,—
হেরি বিরহ-দাহনে বাঁচিরে যদি, রহে জীবনে,
তবে তো করিবে ঐ মুখ-সুখাপান ।

কাওরালী ।

বিধুযুধি, ও কথা বল অকারণ
আমি দেহ বিনোদিনি, তুমি সে জীবন ।
মরণ হবে বধন, বিচ্ছেদ হবে তখন,
বলিলে তুমি যে কথা আমার,—
বারিছাড়া হলে মীন, বল না বাঁচে কদিন,
তোমার আমার নহে ভিন, থাকিতে জীবন ।

কাওরালী ।

প্রাণধন, বা বল আপনাবি গুণে ।
দেখো যেন যথো না হে বিরহ-আগুনে ।
অবলা সরলা নারী, পুরুষেরি এতদ্বা অর,
পুরুষ পরেশ বলে আমি হে মনে,—

দেখো যেন ভুলোনা, দাসী বলে মনে রেখো, ।
সাবধানে থেকো থেকো, কেও যেন না স্তনে ।

আড়খেমটা ।

ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা ।
শুকাইলে তরু কড়, ছাড়ে কি জড়িত লতা ॥
ভেবে দেখ বিনোদিনি, লক্ষান্তরে দিনমদি,
জলে ভাসে কমলিনী, ছাড়া থাকে কেব। কোথা ।

আড়খেমটা ।

সঁপেছি ধন, জন্মের মতন, এ জীবন ঘোঁষন ।
আর কার অধিকার নাই হে চাঁদ-বদন ॥
দেখ সখা সন্ধোপনে, রেখো হে ভাব প্রাণপণে,
হারাওনা অযতনে, ছেড় না আশাস,—
অবশেষে ভাসবো, হুগুনায় কব্বো কালীবাস,
পূর্ণ অভিলাষ হবে তীর্থ পর্যটন ।
কর যাতে মান রয়, মলেও কিন্তু ছাড়বার নয়,
সতীধর্ম্য,—পতি-সঙ্গে সঙ্গী হতে হয়,—
পুরুষের মন পাষাণ, নারীর সরল হৃদয় ।
এক মুখেতে হুকথা কর, সে নারী কেমন ॥

কাওরালী ।

শুধমণি, মালিনী যেন শোনে না ।
চুপে চুপে চাপা ভিন্ন মুখ পাবে না ॥
দেখ-ঢালানী ঘোলকলা,
ঢাক বাজাবে পেলে ছলা,
সলা কলা কত জানে ময়না মালিনী,—
তার পেটে কি কথা রবে,
হৃদিয়ে প্রকাশ হবে,
উভয়েরি প্রাণ বাবে, প্রেম রবে না ।

কাওরালী ।

মাসি, আর কবে কি হবে ।
আর কত দিন অমনি বাবে ॥
আশা দিয়ে বাসা দিলে, আশার স্তসার, (গঙ্গো)
মাসি, আশার স্তসার হবে কবে ॥
তোমার ঘরে কুণ্ড করি, নিজ পুজি মহেশ্বরী,
কিরে তো না চান শকরী, হার কি করি,—
হায়, হতশে প্রাণ কি রবে ॥

কাওরানী।

যাহুগি, গোপনে এ ঘটনা কত ভাল নয়।
কর না উপায়-বুদ্ধি, তুমি তো রাজতনয়।
উঠেরি মন-আশা, শুণ্ডভাবে যাওয়া আসা,
হুমন্ত্রণা বটে কিন্তু শেষে যন্ত্রণা ;—
হায়, কি বল্বে যাহু তওতো জানি না ;—
নানাবস্থা নাস্তা খাস্তা শেষাবস্থায় হয় ॥

চুয়ি।

যেমন ভুলালে আমার মন।
এখন কই সে তেমন ॥
নয়নে হেরেছি যারে, অন্তরে না হেরি তারে,
এখন তাহারি তরে, দহিছে জীবন ॥

ধেমটা।

তাইতে নিষেধ করি যাহুগি।
যাওয়া হবে না,—হবে না,—মজাবে দুখিনী ॥
অষ্টটন ঘটতে, কে পারে গগতে,
বিধি ঘটলে, ঘটবে আপনি ;—
শঠের আলাপ, না হয় প্রলাপ,
মনস্তাপে মরবে তখনি ॥

জলদ ভেজালা।

আই, বল দেখি মনোগত মত কি তোমার।
সিকুরেকে তামা দেখান একি ব্যবহার ॥
সাধের বোনপো দেখায়ে, ভুলাইয়ে মন দিয়ে,
এখন আমার কঁাকি দিয়ে, চাওনা ফিরে আর।
জলবিন্দু ভাসা ভাস, যেন কত ভাল বাস,
যে করে গো তোমার আশ, কেবল কান্না সার ॥

জলদ ভেজালা।

আর কলো না ও নাতিনি।
তিনিই তোমার শিরোমণি,
হরো না লো বিবাকিনী ॥
তোমার হৃদয়ের নিশি, দেখ কবে হয় রূপসি,
পাইবে সেই শরৎশশী, হৃদয় আধার দ্বিগি।
সবুরতে বেওয়া কলে, উডলায় কি কল কলে,
থাকতে হয় লো কাদায় জলে, শুণ কলে ধনি ॥

কাওরানী।

বল তারে কথায় রাখিব কত টেলে।
অবশ সে বশ নয় পরের ছেলে ॥
হৃৎ-আশে সদা যায়, যেখানে তার মন চায়,—
পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানা ফুণে মধু খায়,
থাকে না থাকে না জ্ঞান, মানে না মান অপমান,
ভুলে যায় তত্ত্ব-জ্ঞান, মনে মন্ত হল ॥

আড়বেষটা।

জিজ্ঞাসি তোমারে যে গোসাঞি ॥
একবার বল শুনি তাই ॥
কোথা হতে আসা তব, যাবে কোন্ ঠাঞি ॥
যাবে বুঝি ভীষবাসে, কি আশয়ে মম বাসে,
এসেছ আমারি পাশে, আভাসে হৃদাই ॥

একতারা।

যাইব সাগরে, আসা নুগরে,
তোমারে আশীষ করিতে রায়।
দেখে দেখে করি অবগ,
তোমারি কল্যাণ করেছে পণ,
আন হে রাজন, দেখিব কেমন,
রাজাগণ সব হেরে পলায় ॥
বিচারে যদি হারাতে পারি,
যেঁটাব সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, দাসী হব তারি,
মাথা মুড়াইব তাহারি পায় ॥

আড়বেষটা।

মরি মরি, ঠেকিছু কি দায়।
বিদ্যায় বিধম বিদ্যায় ॥

সাপে ছুঁচো ধরা যেমন ষড়্ভিল আমার ॥
বিচারে হারিলে বোণী, অট মুড়াইবে একি,
জিনিলে উহাকে নাকি কল্যাণে বেওয়া যায় ॥

আড়বেষটা।

হবে কিনা বল মহাপাল, কেন বাড়াবে জজ্ঞাল ॥
এখন কেন মিছে জব আকাশ-পাতাল ॥
ভাবিতে উচিত ছিল, প্রজিজ্ঞা করব হইল,
এখন কে ছাড়িবে বল, ধরিত্রীকে কাল ॥

কহা কর হে সম্প্রদান,
ইথে তোমার বাড়িবে মান,
দেখাব নানা তাঁর-স্থান, পরাব বাসস্থান ॥

আত্মা ।

হায়, কেন না বুঝিয়ে পড়ানু তোরে ।
বিপাক ষটিল দেখি আজি মোরে ॥
একটা সন্ন্যাসী, দারুণ ভেজস্বী,
নিত্য বলে আসি, আন বিদ্যারে ।
পরণে বাসস্থান, গলাতে হাড়মাল,
বম-বম বাজায় গাল, জটা শিরে ॥

আড়থেমুটা ।

শুন শুন ও গুণমণি, আচম্বিতে কি শুনি ॥
এসেছে এক পরম যোগী জিনিবেন তিনি ॥
এসেছে সে রাজসভাতে,
বিচার হবে কালপ্রভাবে,
বজায় এখন রয় হে যাতে, বল হে শুনি ॥

আড়থেমুটা ।

প্রেরসি, তোমার নতন কপালে ।
তোমার নতন নতন সদাই মিলে ॥
প্রেরমরসেতে তুমি নতন, এসেছে সন্ন্যাসী নতন,
নতন ফুলের আদর নতন,
(ওলো) নতন মালা পরবি গলে,—
(ওলো) নতন মালা পরবি গলে ॥

আড়থেমুটা ।

আগে না জেনে শুনে মজ্জ,
ছায় প্রেমে দায় ষটিল ।
প্রতিজ্ঞাতে তোর, 'সোণার ঘোঁবন,
সন্ন্যাসীরে দিতে হল ।
শৃগালের বাস সিংহাসনে, মুক্তা পড়ে উলুবনে,
শুধু এসে মধুপানে,
তেমনি তোমার যোগী হল ॥

আড়থেমুটা ।

আর শুনেছ গুণধর ।
এসেছে এক ব্রহ্মচারী বাহু তারি হতে বর ॥

নিত্য এসে যায় মহারাজের পাশে,
বিচারে জিনিবে এই অভিলাষে,
এই ষটিল শেষে ;—
রব না এ দেশে, প্রাণ বাঁচে কিসে উপায় কর ॥

আড়থেমুটা ।

ধনি, তার কি আর ভাবনা ।
বুঁচে গেল এখন এ যন্ত্রণা ॥
হবে নবীন সন্ন্যাসিনী, চাদবদনি,
ওলো চাদবদনি, চাদের কোণা ॥
জলেতে জল বাধে ধনি,
তোমার তেমনি চুপে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি হয় যেমনি,—
ওলো, জাত হারালাম পেট ভরলো না ॥

আড়থেমুটা ।

মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত সে ভাবনা ।
ভেব না, সন্ধ কর না, যা হয় না, হবে না ॥
যে করেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে মান-তরঙ্গ,
তারি সঙ্গে রঙ্গরসে করবো কাল যাপন ।
লোকে করে কাণাকাণি, বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী,
যখন রূপা করবেন কালী, কালের মুখ হবে কালী
—শত্রু চক্ষু পড়বে বালি,—
আমি মনে ভাল জানি, সন্ন্যাসিনী হব না ॥

আড়থেমুটা ।

বলি ধর ধনি, রাজনন্দিনি সন্ন্যাসিনী বেশ ।
মহেশের মহিষী হরি এলিয়ে চাঁচর বেশ ॥
ও চুলেতে গ্রোদা কাটা, হৃদয়ে কাঁচলি আঁটা,
পরবি লো তুই হোমের ফোঁটা,
দেখবি দেশ বিদেশ ।

একতাল ।

সধা, কেন কর মিছে চিন্তে ।
অনিত্য চিন্তে, কর হুচিন্তে,
একান্ত চিন্তে গুণমণি,
কর চিন্তামণির চরণচিন্তে ॥
গরুড়ের ধন, কাকে কি কখন,
লইতে পারে সে প্রাণ-অন্তে ।

ভুলো না ভুলো না মনের ভ্রমে,
পুর্কের ভান্ন যদি উঠে পশ্চিমে,
সন্ন্যাসী আমায় সেও কি জিনে,
বিচারে কখন পারে কি জিন্তে ॥
দৃষ্টিমাত্র সখা যে হরিল মন,
জীবনের ধন, জীবনের জীবন,
পায় যদি রতন, করিয়ে যতন,
ভুলিতে কি পারে জীবন অস্তে ॥
পতিততা সতী স্পতি বিনে,
সুখী কি কখন হয় সে মনে,
পতির মরণে, সতী মরে প্রাণে,
ধর্ম বিনে কে পারে জানতে ॥

কালোড়া—একতালী :

আমার গতি কি হবে বল রসবতি ।
প্রিয়-সনে প্রেম-রণে হইলে প্রবৃত্তি ॥
নানাবিধ আয়োজন, রেষে পক্ষাণ ব্যঞ্জন,
ভোজনকালে কর বারণ, এ কেমন বিপত্তি ॥

কাওয়ালী :

বিধুমুখি, সুখী তুমি হলে লো এখন ।
তপস্বিনী হয়ে তীর্থ করবে ভ্রমণ ॥
প্রয়াগ মথুরা কালী, বাবে তীর্থ-বারাণসী,
হরিদ্বার স্বরিকাধামে করবে গমন ;—
ছাই মেখে অই সেণার অঙ্গ হবে সুশোভন ॥
শেষে গঙ্গাসাগর যাবে, বসে বসে চেউ খাবে,
গাছতলায় গাছতলায় রবে, গাছ তলায় শয়ন ।
আমায় দিয়াছিলে আশা,
সে আশা হলো নৈরাশা,
মন-আশা মনে মনে হলো নিবারণ,—
হায়, কি বলবো মম কপালের লিখন ॥
পাকী আম কাকে খেলে,
চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে,
হাত পোড়ালোম তপ্ত জলে,
হলো অরণ্যে রোদন ॥

কলো'ড়া—কাওয়ালী ।

কি বলি ফুটে, দম ফাটে মরি প্রাণ ধায় ।
সরমে মরমে মরি, কাঁদিলে লজ্জায় ॥

বিচারে পরান্ত ধনি, যদি হও লো চান্দবদনি,
হতে হবে সন্ন্যাসিনী, কি আছে উপায় ;—
দেবে তায় কি করে বিদায়,
নমঃস্তুতি বলে যখন সঁপে দিবে পায় ॥
যেমন বিধির দৈবযোগে,
চক্রে সুধা রাহুর ভোগে,
তেমনি বুঝি আমার ভাগ্যে অভিপ্রায় হবে,—
কি হবে—আমার কি হবে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে ল'বে, বলিব কাহায় ॥

কলো'ড়া—কাওয়ালী ।

আমার গতি, কি হবে বল চান্দবদনি ।
তুমি তো আনন্দে রবে হবে নবীন সন্ন্যাসিনী ॥
শেখ দেখি ছুকুল মঞ্জে, বর থাকতে বাবুই ভেজে,
তোমার প্রেমেতে মঞ্জে, কুলমান তাজে,—
আশা দিয়ে রেখেছিলে, তৈয়ের অন্ন ধূলা দিলে,
এ হুংগে বাবে না মলে, ভুলব না লো ধনি ॥
শুন ওলো রাজনন্দিনি,
তোমার এখন দুখে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি,—দিলেন ভগবান,—
না পুহিল মন-আশা,
না ভাঙ্গিল প্রেম-পিপাসা,
যা করেন কপালে এখন কালী কুলকুণ্ডলিনী ॥

কাওয়ালী ।

সখা, কি জন্তে যোগি-মনে হব যোগিনী ।
যে ক'রেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে প্রেম-তরঙ্গ,
রঙ্গ-রসে থাকবো আমরা দিবস রজনী ॥
সন্ন্যাসীতে কার্য্য নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই,
আছ, সর্কীতীর্থময়-গঙ্গা তুমি শুণবণি ।
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, বামরা রব পরম সুখে,
শারী-শুক যেমন থাকে সন্দের সঙ্গিনী ॥

কাওয়ালী ।

অবাক দুখে বাহু সরে না কথা কব কি ।
ভাবে বুঝলাম, সশার পিরীত সকলি ফাঁকি ॥
মনের আপুসোস মনে রৈল,
শুনে প্রাণ সন্তুষ্ট হ'ল,
রুষ্ট নই প্রাণ, যাতে ভুট থাক,—

আর কেন প্রাণ বিধুমুখি, শাক দে মাছ ঢাক,—
ঢাক বাজিয়ে ঢেকে রাখ ঢাকা হবে কি ॥

কালান্ধা—কাওয়ালী।

নৃতনে যেমন মন প্রকুল্লিত হয়।
পুরাতনে প্রাণপ্রিয়ে, ততোধিক নয় ॥
নৃতন সামগ্রী পেলে, যতনে লোক রাখে তুলে,
পুরাতনে অবতন করে সকলে,—
তার সাক্ষী দেখে প্রিয়ে, শালগেরাম নীলে,—
সমান ভক্তি, হয় না নিতি, করে না কেউ ভয় ॥

কালান্ধা—কাওয়ালী।

আজ প্রিয়ে, বিধি প্রশ্নের প্রতিবাদী।
অন্তে কি জানিবে বল গোপনে কাদি ॥
দিবসে তন্ময়ের বেশে, থাকি মালিনীর ব'সে,
প্রকাশে পাছে শত্রুকুল হাসে,—
কি জানি কি কব্দদোষে হলেম অপরাধী ॥

কালান্ধা—একতাল।

জানি বত ভালবাস, কেন শঠতা প্রকাশ।
হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস ॥
কথাতে তোষ হে মন, বাক্যে হৃদা-বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন,
দিব দিব বথায় ব'লে, পুরাও অভিশাপ ॥

জলদ-ভেতাল।

প্রাণনাথ হে, নারীর জনম অকারণ, স্তন-বিবরণ।
মাত্রের প্রাণ ব'লে এত হয় হৃৎ সন্মরণ ॥
পুরুষের মন অন্তঃশীলে,
সদাই ভাসায় শোকাতুলে,
মধুলোভে অস্ত্র ফুলে, ছুটে যায় চ'লে,—
এবার ম'লে জন্ম মিলে, লব না আর ও-শরণ ॥

জলদ-ভেতাল।

হুখে মধু হৃদে সুরের ধার, ওলো অবলার।
ছলে কলে মন ভাসিয়ে
নারীর মতন নাইক আর ॥
সরল-হৃদয় নারী, কভু না নয়নে হেরি,
মিষ্টভাষী হটে কিন্তু অটুটে ছুটি,—

লোক দেখান দেঁতোর হাসি, কেবল চাতুরী,—
উড়তে শিখলে পোষ মানে না
পিঞ্জরেতে রাখা ভার ॥

আড়ধেমটা।

পুরুষ যেমন সরল তা জানি।
মর্ধ্যভেদী কর্ম করে নারী পরাধিনী ॥
পুরুষ পরেশ বলে, মাঝ রমণীমণ্ডলে,
নারী হলে হতো কুলে কুল-কলঙ্কিনী।
নিত্য নৃতনে বাসনা, পুরাতনে করে ঘৃণা,
প্রতারণা-প্রবন্ধনা, শঠের শিরোমণি ॥

কাওয়ালী।

দৃষ্টহাসি মিষ্টভাষী অবিখ্যাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারি ॥
নারীর চক্রে বৃদ্ধা ভার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারি,—
মান ভাঙ্গেন ভগবান্ নারীর পায় ধরি,—
নারীর অন্ত্রে কীচক ম'ল, রাবণ নির্বংশ হ'ল,
আমি কি বৃক্ষিণ বল, নারীর ছল-চাতুরী ॥

একতাল।

না বুঝে রমণীর মন কঠিন কিসে বল।
নির্দোষী নারীর প্রাণ নাহি কোন ছল ॥
বের রান্তিরে বাসর স্বরে,
বেহলা সতীর পতি মরে,
মরা পতী কোলে ক'রে, জলে ভেসে ছিল ॥

জলদ-ভেতাল।

পুরুষ কঠিন জাতি সৃষ্টি বিধাতার।
নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক সকল কুব্যভার ॥
মিষ্ট কথা ব'লে করে, রমণীরে ফাঁকি দিয়ে,
ভুলাইয়ে মন নিয়ে, চায় না ক্ষির আর।
যদ্বিন যৌবন থাকে, সে কয়দিন মান রাখে,
শেষে পলায় পরাইয়ে, কলঙ্কের হার ॥

একতাল।

যা বল সকলি ভাল, পুরুষে তা পারে।
তাজে নিজ ধর্ম-বর্ষ অধর্ম আচরে ॥

পুরুষ নির্লজ্জ অতি, সরমে মরে যুবতী,
পাতি বিনে সতীর গতি, নাহিক সংসারে ।
পুরুষ পরশমণি, রমণীর শিরোমণি,
সকল গুণের গুণমণি, সব সমাদরে ॥

পোস্তা ।

নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক পুরুষ কুটিলপ্রাণ ।
দয়্যাহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্মাণ ॥
প্রথম মিলনকালে, ভুলায় কত কথা বলে,
জলেতে না ফলে, ফুরায়,—স্বকাঁধী হলে,—
নারীর ধন সর্বস্ব হরে কলে কৌশলে ;—
শেষে দোষী করে, পলায় ফেলে,
তুলে কলঙ্কের নিশান ॥
তেমন হলে নারীর প্রাণ,
রাখত না পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সৌভাগ্য রাম দিলেন বনবাস,—
দয়্যহীন গুণের কথা নলেতে প্রকাশ ;—
মহা-রাস ইচ্ছা করি, পঞ্চশ্রান্তে কাতর পারী,
এসো স্বপ্নে করি বঁচিলে, হরি হলেন অন্তর্দীন ॥

কাওরালী ।

আছা মরি, প্রেম-নাথ হলে একি দায় ।
ভালবাসি বলে রে প্রাণ মজালে আমার ॥
মনে করি হব স্থখী, রমণীর মন-চাতকী,
তাহে বজ্রাঘাত দেখি, বিধাতা ঘটায় ॥

আড়ম্বলম্ভ ।

বিধুমুখি, উপায় কি করি তা বলনা ।
তব অদর্শনে প্রাণ বাঁচে না,—বাঁচে না ॥
পরম পণ্ডিত সেই গোমাগ্ৰিহ,
তব মুখে শুনে তাই,
না জানি কি ঘটায় পাছে, আমার গতি নাই,—
চোরের ধম বাটপাড়ে নিলে,
দেশে মুখ দেখাই কি বঁচিলে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে,
আপুসোসে প্রাণ বাঁচে না ॥

কাওরালী ।

বল প্রিয়ে, কার মন রাখিবে কখন ।
একা রমণী ভূমি সখা তোমার হই জন ॥
আমার মন রাখিতে গেলে তার মন ভারি,—
কেমনে উভয়ের মন রাখিবে হৃদয় ;—
বল দেখি বিধুমুখি, তার উপায় ভেবেছো কি,
হুটিনায় পড়ে রে প্রাণ, হবে না প্রেম-উপার্কন ॥

কাওরালী ।

বসো প্রিয়ে, আমি রে এখন, প্রাণধন ।
অধীন আশ্রিত জনে রেখো গো স্বরণ ॥
অন্তগত নিশাপতি, স্বস্থানে করিব গতি,
হুখে সন্ন্যাসী-সংহতি, কর আলাপন ॥

পোস্তা ।

আজ আমি রূপসি, আমি আসবো সময় পেলে ।
হ'ল যখন মনের কথা, প্রাণ, তাও কি ভোলে ॥
দিয়েছ যে তার, পরোয়া কি লো তার,
নারকের ভিতরে যেন জলের সঞ্চার,—
পকাশ ব্যঞ্জনোপরে হৃদয়ের উপর চিহ্ন দিলে ॥

কাওরালী ।

আমার মন ফিরে লাগে মানে মানে
দেশে চলে যাই ।
ভাঙ্গলো পিরীতে বাসা আশায় পড়লো ছাই ॥
প্রবোধে অপ্রস্বেতন, নবীন কর যতন,
তুমি যেমন নবীনে, তেমনি নবীন সন্ন্যাসী ;—
ভাসবে হৃৎ-সাগরে হুখে থাকবে রূপসি ।—
দুর্ভাগ্য তোমার দেঁড়োর হাসি,
আর হেসে কাজ নাই ॥

আড়ম্বলম্ভ ।

নাতনি, কিন্তু গুজব উঠেছে ।
বিয়ের ফুল ফুটেছে ।
আজগুব্বী এক ঘোণী নাকি,
আচকা রাজসভায় এসেছে ॥
পূজা করে গন্ধাংরে, আছা বর পেলি তার বরে,
সিদ্ধি ঘুটনি কোদল করে,
ভাল কপাল তোর ফিরেছে ।

ঝিঝিট—ধেমটা।

ভাল সেবেছিলি হর।

তাইতে এমন মনের মত, পেলে রসিক বর ॥
যে বিধির নাইক বিচার, চাঁদে করে রাহুর আহার
সেই বিধি ষটালে তোর ছাংটা দিগম্বর ॥

ঝিঝিট—ধেমটা।

হলো এই তোমার সফল।

পুঞ্জ ছিলে পশুপতি, দিয়ে বিশ্বদল ॥
তুমি যেমন রসবতী, পেলে তেমন প্রাণপতি,
আজ তোমার, ও যুবতী,—ভাবে ঢল ঢল ॥

আড়ধেমটা।

নাভনি! তুই যেমন হুরুপা।

ডেমুনি বর জুটেছে নেওটা ক্ষেপা ॥
মনোমত ধন ব্রহ্মচারী জটাধারী,—
রজত গিরির কোলে দোলে স্বর্ণচাপা।

দেশ বিদেশে লয়ে যাবে, সিন্ধির খুলি বইতে হবে,
সোণার অঙ্গে ছাই মাখাবে, ওলো ধনি,
বাঁধবে বেণী এলিয়ে ঘোঁপা ॥

আড়ধেমটা।

আই গো, আর হাড় জেলো না।

কাটা ষারে নূনের ছিটে পৌঁচিয়ে আর দিও না ॥
কটাক্ষে ষাহারে সঁপেছি ঘোঁষন,
কেমনে করিব অস্ত্রেরে অর্পণ, সে উদাহরণ,—
রুস্তগী হরণ, দমরুত্তী-বিবরণ দেখ না ॥

ধেমটা।

তাই ভাবি লো ও নাভিনি,

এই ছিল কি তোর কপালে।

ডুমরার বৈরাগ্য হ'ল পদ্যের মধু স্তব্ধে খেল ॥
একি বিধির বিড়ম্বনা, বুঝালে বোধ মান না,
আহা কি তোর বিবেচনা, সোণার দাঁড়ে,—
ওলো নাভনি! সোণার দাঁড়ে কাক বসালে ॥

আড়ধেমটা।

কথা শুনে সরমে মরে যাই। ছিছি কি বালাই ॥
কোন্ প্রাণে চন্দ্রাবলে রাখাইবে ছাই ॥

করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে বর মন-মতন, সন্ন্যাসী গোসাঞি ॥

আড়ধেমটা।

ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে। এই রাজারি কুলে ॥
সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি সন্ন্যাসী-কুলে ॥

আকুড়াধারী মহং আশ্রম,
অতিথ আসবে রকম রকম,
গাঁজাতে লাগাবি লো দম, বোম কেদার ব'লে ॥

কাওরানী।

গেল, কুদিন হুদিন এলো বিধুবদনি।
শুনে হাসি পাষ, মরি লো লজ্জায়,
কালি প্রভাতে হবে নাকি সন্ন্যাসিনী ॥
অন্যহারে উপবাসে, পুঞ্জছিলে কৃতিবাসে,
এখন, ভাল কীর্তি রাখলি দেশে ধন্য লো ধনি ॥

ঝিঝিট—আড়ধেমটা।

কতি কি ওলো নাভনি,
তোমার হৃদিক্ বজায় রবে।
অতিথ সেবা, পতি-সেবা, তুই সেবায় কাল যাবে
তুমি যেমন রসের সাগর,
সন্ন্যাসী সে রসিক নাগর, সুখ সাগর দেখাবে ॥

ধেমটা।

আমি রাজবালা গো,
কি ছার বিচার লাগি সন্ন্যাসিনী হবো।
তুমি দেখাইছ ষারে, আমি ভজিব তাহারে,
যদ্যপি বিচারে হারে, প্রাণে মরিব ॥

আড়ধেমটা।

বল্গে যা সেই ধোঁগিবরে।
বিচারে এখন নাহি প্রয়োজন, সঁপেছি ঘোঁষন,
তোর বোনপোরে ॥
দান করে কি পারি দস্তাপহারী হতে,
তাহলে পতিত হব ধর্মপথে,—
পূরণে প্রকাশ, নরকেতে বাস,
আশাতে দৈরাশ যে জন বরে ॥

আড়ধেমুটা।

নাতনি, ঠাট করো না বেশী।
তোমার রবে না আর টাটকা বাসি।
ভুকে অতি পতিত এলে ভোগ পাইবে,
ওলো নাতনি, ভোগ পাইবে দিবানিশি।
কক্ষে খুঁটি টুকুনি করে, ফিরিবি কত আকড়া-ধরে,
রবি কি আর এমন ক'রে, এ পিঞ্জরে,
বাঁবি গঙ্গাসাগর গয়া-কানী।

আড়ধেমুটা।

তোমার এই হ'ল কি শেষে।
শুনে মরি লো মনের আপ্সোসে।
প'রে পেরুয়া বসন, করিবি ভ্রমণ,
নিত্য নিত্য তীর্থবাসে।
করল যত শিবব্রত, সকল হল ভূতগত,
আনিয়া ব্রহ্মার হুত, ভয়ে ঢালি অনায়াসে।

আড়ধেমুটা।

এখন, থাকিলো বিনোদিনী।
হয়ে নৃতন নবীন সন্ন্যাসিনী।
এনে দিলু মনোমত ধন, ক'রে যতন,
ওলো চিন্‌লি না সে রতনমণি।
যেমনি লো তুই রূপের ছটা,
বর মিছেছে মাথাখ জটা,
শিখি এবার সিদ্ধি ঘোঁটা, গাঁজা কাটা,
কাটুবি গাঁজা দিন-রজনী।
পূজা ক'রে গঙ্গাধরে, ভাল বর পেলি তাঁর বরে,
মনে হলে দেখ'বি বরে, দিগন্তরে,
দিগন্তরে সে বেশখানি।

আড়ধেমুটা।

আমা বলে নয় গো আই,
এমন পণ অনেক করে।
সীতা বে পণ করেছিল,
পতি পেলেন রত্নবরে।
ক্রপদ নামে রাজা ছিল,
দ্রৌপদী তার কন্তা হ'ল,
সেহ ভো পণ করেছিল,
পতি পেলে পাণ্ডবের।

আড়ধেমুটা।

নাতনি, নব যৌবন গেলে।
হুধু কথিতে কি নাগর ভুলে।
শুনা আছে পরম্পরে, সরোবরে হংস চরে,
বিল শুকালে চায় না ফিরে, যায় গো সে চলে।

আড়ধেমুটা।

আই, মিথো আমার বলা।
জানি তোমার যত শলা কলা।
নিত্য করি কুতাকলি, আনতে বলি,
কেবল আমার কাছে কর ছলা।
মাসাস হয়ে নাতনী বল, বুকেছি চাতুরী-ছল,
তোমারি তো হলো ভাল, আর কি বল,—
এখন ব'সবে পিরীত তলা গলা।
শুখে নাডজামারের সঙ্গে, সলা রবে রস-রঙ্গে,
আমি ফিরবো রাঢ়ে বঙ্গে, ধোঁগীর সঙ্গে,
বুঁবি, যোগ করে করেছ শলা।

আড়ধেমুটা।

তুমি শঠ, সে লম্পট, ভাল মিছেছে দুজনে।
হয় নিরুজ্জনে সঙ্গোপনে, বার বে বাসনা মনে।
চারিদিকে কুহুমবন, নাহি অন্তরে সমাগম,
তাহে আবির্ভূত মদন, লয়ে পক শরাসনে।

আড়ধেমুটা।

মনে ছিল যে বাসনা।
পোড়া কপালক্রমে তাও হ'ল না।
শিব গড়িতে বানর হ'ল,
এই কি বিধির বিড়ম্বনা।
হয়েছিলাম অভিজাতী, হবে তুমি রাজমহিষী,
আমরা হব প্রিয় দাসী, মন যোগাব এই কজনা।

আড়ধেমুটা।

সখি, চাই নে সে সন্ন্যাসী।
আমি সেই জনারই কেসা দাসী।
মন-প্রাণ লয়ে যে বা,
গলায় দেছে প্রেমের কানী।

কুল শীল তাঁরি কাছে,
তিনি বিনে আর কে আছে,
আর কি আছে,—তাঁরি তরে মন উদাসী ॥
বল গিয়ে সন্ন্যাসীয়ে, সন্ন্যাসীয়ে রাখি শিরে,
প্রণাম করি নতশিরে, দেখুক ফিরে,—
তীর্থে ফিরে তীর্থবাসী ॥

আড়ধেমুটা ।
যাহু, এই বেলা পথ দেখ ।
বিদ্যা পাবার সাধ থাকেতো চানমুখে ছাই মাখ ॥
বসন ভূষণ ত্যাগ্য কর, হাড়ের মালা গলায় পর,
সন্ন্যাসীর বেশ ধর, মাসীর কথা রাখ ॥

আড়ধেমুটা ।
যাহু, শোন রে তোরে বলি ।
তোমার সে শুড়ে পড়েছে বালি ॥
বিদ্যার নাকি বিয়ে হবে কাল প্রভাতে,
কে ক'রেছে এ ষটকালী ॥
এসেছে এক ব্রহ্মচারী, পরম যোগী গুণাধারী,
বিদ্যারে করিবে নারী, বিদ্যা ভাদি,
বিচার হবে আজি-কালি ॥

আড়ধেমুটা ।
দেখলাম, বিদ্যার বিচারে,
নব যৌবনেরি হসকায়ে ।
ফুই মুগেল কাতলা বাটা,
এলো যটা গেল তটা,
শেষে এক নূতন চিতোল,
বাধিয়ে লেটা আসে চারে ।
টোপ ধরে না ঠুকরে বেড়ায়,
ভেসে উঠে কাতার গোড়ায়,
প্রেমজোর কখন উড়ায়,
অন্ধ জলে তারে ধেরে ॥

কাওরালী ।
বাহুমনি, আপনা হতে সব খুয়ালি ।
তুলাডাকার হুখের তরী সাধ করে ডুবালা ॥
বলেছিলাম ভাল কথা, সে কথা ক'রলে সন্তোষ,
হয় রেখে মনের কথা, হুকুল হারালি ॥

কাওরালী ।
গুণো মাসি, তোমার অনন্ত লীলে ।
আশা দিবে বাসা দিলে, শেষে ভাসালে ॥
নিত্য কর আজি কালি, তোমার না ফুরাল কালি,
শেষেতে অন্তরে কালি, আমার গো দিলে ॥

আড়ধেমুটা ।
হায়, আমি কি তা করবো বল ।
হবে হবে বলে রাখলাম যাহু,
কপালক্রমে ফসকে গেল ॥
ভেনে কুটে তরুর ক'রে,
রেখেছিলাম তোমার তরে,
উড়ে এসে বসলো যুড়ে,
এমন (সন্ন্যাসী) নাগর, কোথায় ছিল ॥

আড়ধেমুটা ।
বিদ্যা লাগি হব সন্ন্যাসী । ও হীরে মাসি ।
সন্ন্যাসিনী হবে নাকি বিদ্যা রূপসী ॥
বিচারে যদ্যপি হারি, দাস হয়ে রব তারি,
নতুবা তায় সঙ্গে করি, হব কান্দীবাসী ॥

ধেমুটা ।
তুমি তার কোথায় লাগো বাহুমনি ।
ঘুর দেখেছ চান ঝাঁক তো দেখনি ॥
ডুবে ডুবে জল খাও, তার প্রতিফল পাও,
তরঙ্গতে ফুট দিতে হয় হুখানি ।
মনেতে করেছ আসা, বাঘের খরে ঘোণের বাসা,
আসকে ধেরেছ বাহু ফোড় তো গণা নি ॥

আড়ধেমুটা ।
ছি ছি ছি ছি ওহে রসরাজ ।
তোমার নাহি কিছু লাভ ॥
দিবসে তরুর বেশে এসে একি কাছ ॥
পুরুষ পরেশ জানি, তা বলে কর এমনি,
শুণ বাড়ালে শুণমনি, পুরুষ-সমাজ ॥

আড়ধেমুটা ।
ওনেছি চন্দ্রাননে, ওনেছি তোমারে ।
যে ভাল বাস আমারে, যে ভাল বাস আমারে ॥

মুখেতে বয় হুধা-হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
ভাল বাপ বলে আসি, বুঝিতে না পারে ॥

আড়া ।

মান ত্যজ ও মানিনি, ঘামিনী হলো আগত ।
অনুগত জন প্রতি বকনা করিবে কত ॥
চেয়ে দেখে বিরোদিনি, অন্তগত দিনমণি,
হুধাংস্ত আসি আপনি, গগনেতে সমুদিত ।
আরও দেখে চন্দ্রাননি, চাঁদে মস্ত চকোরিণী,
তাতে কোকিলের ধনি, শুনিয়ে হই প্রাণে হত ॥

আড়শে মটা ।

মরি মরি হলো একি দায় ।

হলেম একি প্রেমদায় ॥

হুধা আশে সিদ্ধু পেঁচে গরল উপায় ॥
আগে না বুঝিয়ে মর্খ, করিয়াছি কি কুর্কর্ষ,
শেষে এই ষ্টালেন ধর্ম, কর্ত্তভোগ আমার ॥

আড়াঠেকা ।

অভিমান ত্যজ মানিনি লো, ঘামিনী যে দার ।
নিরাশা আশা-সলিলে ভাসাবি আমার ॥
অপরোধী দোষী হ'লে, তারে কি ভাসাবে জলে,
রূপা করি চাহ ফিরে, ধরি তব পায় ।
একান্ত নিম্ন হ'লে, মম প্রাণ বিনাশিলে,
পড়ে আছি পদজলে, কর লো উপায় ॥

আড়শে মটা ।

যাও যাও মিছে দেখ না ।

পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি ভেবে দেখনা ॥

তার সাক্ষী দেখ নয়নে, রাম পাঠান জানকী বনে,
পকমাস গর্ভসনে, ক'রে মন্ত্রণা ।

আবার দেখে দুঃশাসন, কৃষ্ণার করে বস্ত্রহরণ,
পুরুষ নির্লজ্জ এমন, কোথাও দেখি না ॥

আড়া ।

বধু, আর মিছে দেখ না ।

তোমার জানা গেছে গুণপণা ॥

জান। গেল আরি-জুরি, তারি-ভুরি,

ওহে শশুর, কারিহুরি আর ক'রো না ।

না জানি হে কি প্রকারে, জিনিয়াছিলে বিচারে,
আপনি না হার মামিলে, কেবা পারে,—
ওহে নাগর, কেবা পারে তাও জান না ॥
পুরুষ কঠিন জাতি, কুমতি কুরীতি নীতি,
সকল কর্ণে আতিবিড়ি, ব্যস্ত অতি,—
ধর্ম প্রাতি তাও ভাবে না ॥

কাওলালী ।

বিধুমুখি, কখন কি ভাব নাহি জানি ।
কখন হও হুধামুখী কখন হও ভুজঙ্গিনী ॥
কখন দাও গগনচাঁদ, কখন দাও গলায় ফাঁদ,
কি ছলে কৌশলে ধনি ষ্টালে প্রমাণ,—
আমি কি ভাব বুঝতে পারি,
ও ভাবে যাই বলহারি,
কীরের ভিতর হীরের ছুরি,
জানবো কেমনে ধনি ॥

একভালা ।

এত অপমান, কিসে বাচে প্রাণ,
ওষ্ঠাগত হলো মন যোগাতে ।
যার অন্ত্রে মরি, সে করে চাতুরি,
প্রাণ গেল আমার শাখের করাতে ॥
আগে না! জেনে মর্খ, বরেন্দি কুর্কর্ষ,
নারীর জন্ম কি অধর্ম, আজম গেল পরের হাতে ।

একভালা ।

কি কহিলে প্রাণ, শুনে দহে প্রাণ,
পুরুষ নিষ্ঠুর,—ধনি ।
রঙ্গ শুনে অঙ্গ জলে অতিশয়,
নারী কি হে এত সরলজলর,
বাহিরে সরল, অন্তরে গরল,
মজায় কুহকে আনি ।
তার সাক্ষী ধনি, দেখনা ভাবিয়ে,
কীচক মরিল রমণী লাগিয়ে,
লঙ্কার রাবণ, হইল নিধন, নারীর মায়ী না জানি ॥
আর কেন মিছে শত্রু হাসাহাসি,
কেন বা এত ভাল-ভাসাবাসি,
হুধে থাক প্রাণ, যাই হে স্বহাশ,
হ'য়ে ক্রিয়ে অভিমানী ॥

আড়ম্বৰ্ণা ।

বঁধু, ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে । বিষাদ ঝটিল সাধে ॥
বরষাকালের নদী, রর কি কোথাও বালির বাঁধে ॥
অধিক বুদ্ধি ষটে যার, অধিক যন্ত্রণা তার,
উচিত বলে হয় সে বেজার,
আপনি পড়ে আপনার কাঁদে ॥

আড়া ।

বিদায় দেহ প্রাণ-প্রিয়ে, পোহাল ঐ বিভাবরী ।
অন্ত হলো শশধর আধার করি অন্তগিরি ।
বিমলিন কুমুদিনী, প্রফুল্লিত কমলিনী,
উদয় হলো দিনমণি, আলো করি উদয়গিরি ।
কোকিল ডাকে পক্ষসরে, ভ্রমরা গুণ গুণ করে,
কেমনে রহিব স্বরে, স্বরে পরে অরি ॥

আড়ম্বৰ্ণা ।

সখা সাজ ভাল সেজেছে ।
এমন সাজ কেবা দিয়াছে ॥
ভালেতে সিন্দূরের বিন্দু, মুখ ইন্দু শুকায়েছে ।
তাম্বুলের চিহ্ন গালে, আবশে পড়িছ ঢলে,
নয়নে অঙ্কন কে দিলে, কে সাজালে,
চুয়া চন্দন গায় লেপেছে ॥
এ সব চিহ্ন কেমন ধারা, এত নয় সুধাবার ধারা,
এমনি করে রঙ্গ করা, আমায় সারা,
(বুঝ) মালিনী সব স্বটায়েরে ॥

জ্ঞান ভেতাল ।

প্রিয়ে অমন কথাটী তুগি আমায় ব'লনা ।
প্রিয়ে তোমা বই, আমি কার নই,
তোমারি এ সব চিহ্ন চিনেও চেন না ॥
বিধুমুখি তোমা বিনে, নাহি জানি অস্ত্রজনে,
তোমার জন্তে, ছয়মাসের পথ আসি ছয়দিনে,—
মালিনীর বাসেতে রই, সিদ কেটে সিদ্ধ হই,
তাই বুঝি করিছ তার এত লাঞ্ছনা ॥

আড়ম্বৰ্ণা ।

নাথ, বুঝেছি অভাসে ।
(এখন) আর কি থাকে অপ্রকাশে ॥

মালিনীর বাসাতে বুঝি এগ্নি ক'রে, ওহে বঁধু
এমনি করে, মত্ত থাক নিত্য রসে ॥
আমি হয়েছি বাসি ফুল, কেন আর রবে অনুকূল
এখন হয়েছ প্রতিকূল, মজিয়ে ঢুকল, ওহে বঁধু,
মজিয়ে ঢুকল অনায়াসে ॥

আড়ম্বৰ্ণা ।

তবে আর ভাল বাসব না ।
আমি ভাল বেশে পাই যতনা ।
(আমি) যারে ভালবাসি,
সে দেয় আমার গলায় কাঁসি,
দূরে থাকি টানে রসি, ওলো মাসি,
ওলো মাসি লো ;
আমার হেঁচকা টানে প্রাণ বাঁচেনা ॥

গোস্তা ।

সই, শঠের সঙ্গে প্রেম ক'রে সুখ হ'ল'না ।
সুখ হ'ল'না লো আমার দুঃখ ঘুচ'ল না ॥
শঠে অশঠে যেমন, দস্ততে জিহ্বাতে তেমন,
জিহ্বা জানে দস্তের বেদন, দস্ত জানেনা ॥

চুঁরি ।

কেন তারে সঁপে ছিলাম মন ।
তারে মন সঁপে হ'ল অরণ্যে রোদন ॥
সে যে শঠের শিরোমণি, আগে আমি নাহি জানি,
শঠের পিরীতি খানি, জলের লিখন ॥

একতাল ।

যাও যাও তথা, মজিচ্ছ যথা,
নতন প্রেমেতে মাতি ।
কেন মিছে আর, হান বাক্যশর,
শরীর হইতেছে জর-জর,—সর সর সর,
ওহে প্রাণেশ্বর, কি জানি অবলা জাতি ॥
আমা সমা কত জুটিবে রমণী, মনস্থখে রবে
দিবস রজনী, তাই বলি প্রাণ,
যাও নিজ স্থান, পাবে কত রসবতী ॥

আড়াঠেকা ।

প্রিয়ে, প্রাণ বুঝি যায় ।

কি শেষ দেখিয়া দোষী করিলে আমায় ॥
তোমা ছাড়া কভু নই, স্বরূপে প্রাণ তোরে কই,
তোরে জগতে কত সই, জানাব কাহায় ॥

তাড়া ।

কেন কেন প্রাণ প্রিয়ে হান বাক্য-বাণ আর ।
তোমা বিনে জানি যদি শপথ করি তোমার ॥
কিবা শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে,
তব রূপ জাগে মনে, তাই বুঝি তার প্রতিকার ।
ভেবে দেখ মনে মনে, যাব যদি অচ্ছ স্থানে,
অপার নদী তব কেন, পার হ'তে দিব সাঁতার ॥

কাওয়ালী ।

অভিমান তাজ ও বিনোদিনী ।

অস্ত্রাচলে গেল শশী প্রত্যাহ হ'ল যামিনী ॥
সারানিশি করি মান, বসনে ঢাকি বয়ান,
নিরাসনে বসে আছ আদরিণী প্রাণ,—
রূপা চুষ্টে এ অধীনে চাও ওলো প্রাণ,—
চেষ্টে দেখে বিধুমুখি উদয় হলো দিনমণি ॥
তব ক্রেধানল লয়ে, চল এল স্বর্ঘ্য হয়ে,
সেই তাপে মম তবু হতেছে দাহন,—
শীতল কর ক'রে প্রেম-বারি বরষণ,—
যেমন জলধরের জল আশা চাতক দিবা যামিনী ॥

আড়থেমটা ।

আমি কি মন রাখতে পারি,
প্রাণ তোমার মনের মত ।

ভয়ে ভয়ে কথা কই খেয়ে গত মত ॥

ভূমি বড় মানুষের মেয়ে, আমি বড় তোমায় লয়ে,
অপার নদী সাঁতার দিয়ে, পার হ'তে উদ্যত ॥

থেমটা ।

মনের সাথে কুহুম-শয্যা বাসর সাজাব ।
গেঁথে হার বকুল-মালা তোমায় পরাব ॥
শিল্পকর্ম এমন জানি, ভুলে যাবে ঠাকুরাণী,
কি বাহার ফুল-গাথনি, চটক দেখাব ॥

আড়থেমটা ।

কন কন ওলো প্রাণ ধন । মনে ভাবি সর্বক্ষণ ॥
কেমনে ভুলিব তোমায়, থাকিতে জীবন ॥
যে অবধি এ নয়ন, হেরেছে এই চন্দ্রবদন,
হইলে পলক পতন, প্রলয় যেমন ।
পিরাতের এই নীত, সুখ দুঃখ সমুচিত,
কেমনে রব জীবিত, হবে বিচ্ছেদ যখন ॥

আড়থেমটা ।

যা বলিলে ও গুণমণি যখন হবে তখন ॥
তরঙ্গ দেখিয়ে কেন ডুবাও তরুণী ॥
রমণী হুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
জেনো যে তুমি নারী, ভেবে আপনি ।
ঝড়জল আর বৃষ্টি তুফান,
কত হয় তার নাই পরিমাণ,
ডাকিলে কোটী'লে বাণ, প্রাণে টানাটানি ॥

— ১ —

আড়থেমটা ।

বসো বসো ও প্রাণেশ্বর । তব করি ক্রীড়ারি ।
রহিল মোর মন প্রাণ, তব প্রহরী ॥
যখন কিছু মন হবে, মনে প্রাণে কথা কবে,
কায়্য মাত্র ভিন্ন হবে, ওলো হৃদয় ॥

থেমটা ।

তোরা সব উলু ধান দে ।

আজি আমাদের ঠাকুরাণীর কপাল ফিরেছে ॥

আয় গো আয় বড় দিদি,
গায়ে কাদা মাখ বি যদি,
গদ মাগিতে যা লো নদী, খোঁকা হয়েছে ॥

কাওয়ালী ।

ও গো সখি হ'ল একি উল্লসে আমার ।
বুঝি হলো গুহা রোগ বসলে উঠা ভার ॥
ধরেছে বিষম রোগে, বাচাসু যদি যোগে যোগে,
নতুবা রোগের ভোগে, বঁচিনাকো আর ॥
সদা মুখে উঠে জল, ইচ্ছা হয় খেতে অঙ্গল
শরীরে নাহিক বল, বল গো প্রতিকার ॥

আড়ধেমটা ।

তোমায় ধরেছে যে রোগে ।

সারবে না ও মুষ্টিয়েগে ॥

তিথির দোষে হলে ব্যাধি, আছে বিধি,

য-দিনের ভোগ ত-দিন ভোগে ॥

এখন বেনে ভাল হলো, গ্রহ ফাড়া কেটে গেল,

বালির বাধে আটকে ছিল, পো'টিকে গেল,

এবার গো জল ঢুকলো বো'সে ॥

আড়ধেমটা ।

ভন ভন ও হুলোচনা । হেরি একি কারখানা ।

ঠাকুরাণী গর্ভবতী, হয় বিবেচনা ॥

এখানে কেনে রহি'নু, না খাই'নু না ছু'ইনু,

বিপাকেতে প্রাণ হারা'নু, বুঝি ক-জনা ॥

ওরা হ'ল হুখের ভাগী আমরা এখন হতভাগী,

হলাম কেবল দুঃখের ভাগী, ভাগ্যে লাঞ্ছনা ॥

কাণ্ডয়ালী ।

ওগো সগি, দুঃখের কথা কি আর বল ।

মালিনী দে সন্নানী প্রগাদ পাড়িল ॥

আস্তো মাগী করে ন গা, ক'হিত এ সব কথা,—

ছুত নতা করে মাগী খেয়েছে মাথা,

শিরে এখন সর্পাঘাত থাক্ দিব কোথা, —

নাহিক এর ধরন্তরি, বল কিসে তরি,

জলের মাঝে যেমন তরি, দগ্ধ হ'ল ॥

কাণ্ডয়ালী ।

ওগো দিদি, চল চল চল চল ।

সেঁতা জল মিথ্যা কথা ক'দিন থাকে বল ॥

রাণীরে দেও সমাচার, যার খুন হবে তার,

অপ্রকাশ রবে না গো হইবে প্রচার,—

এই বেলা করিতে হয় তারি প্রতিকার,—

পাপ কর্ম কি ঢাকা থাকে,

হু'দিন পরে জানবে পোকে,

আপনি কাটি পড়বে ঢাকে, ঢেকে কিবা ফল ॥

ধেমটা ।

হায়রে, কইতে দুঃখের কথা প্রাণ কেঁদে উঠে ।

বুক ফাটে তো মুখ কুটে না কি আছে ললাটে ॥

ছি ছি ছি মরি লজ্জায়, এ কথা কি কওয়া যায়,

মান যায়, প্রাণ যায়, হলো একি দায়,—

হায় হায় কি বলবো বিধাতায়,—

দেখে অক্ষ জর জর, কাটা ঝায়ে ননের ছিটে ।

আড়া ।

বলবো কি গো ঠাকুরাণী,

বলতে বাণী কাঁপে প্রাণী ।

তব স্নাত গর্ভযুতা হেন মনে অনুমানি ॥

পন্নোবর নমস্তুখী তাহাতে ক্ষীর নিরখি,

গাত্রে শির-চিহ্ন দেখি, কিসে হল' নাহি জানি ॥

আড়া ।

কি বলি মনোরঞ্জন অঞ্জন অন্তরে দিলি ।

বিদ্যা আমার বিদ্যাবতী, গর্ভবতী কি শুনালি ॥

কি বলিবেন নৃপমণি,

প্রাণে কি আর রবেন তিনি,

প্রসবিত্র এমন ফণি, তুলিল কলঙ্কডালি ॥

তোরা বা কেনম সখী,

নুন খেয়ে গুণ গাইলি একি,

তোদের বা কি জানতে বাকি,

এখন সতী হতে এলি ॥

আড়ধেমটা ।

বিদ্যা লো তোর এই কি আচরণ ।

কেন না হ'ল মরণ ।

বিদ্যা শিখে বিদ্যা বুঝি জানালি এখন ॥

নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে, ভাল ধ্বজা দিলি তুলে,

ডুবালি কুল নীল অকুলে, রাখ'লি ভাগ পণ ॥

আড়ধেমটা ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ লো তোরে কালামুখী যা ম'রে

এক কেঁড়ে দুধেতে গোবর, দিলি কি ক'রে ॥

ভাল মেয়ে জন্মেছিলি, চিরকলঙ্কিনী হলি,

বাবের স্বরে বোণ ঢোকালি, কোথেকে ধরে ॥

আড়ধেমটা ।

মাগো মা, এর কিছুই জানিনে ।

পেটে কি হলো বেনে ॥

বুনিবা উদরী হবে, জ্ঞান হয় মনে ॥
ভেবে ভেবে নিরবধি, বুনি হলো গুয়া ব্যাধি,
চিত্তা জর রোগ বিধি, শুনি নিদানে ।
নিত্য পুজি ভবদেব, এ কথা মা কি সম্ভবে,
বৈদ্য এনে ঠাচাও এবে, ধরি চরণে ॥

আড়ধেমটা।

বনু দেখিলো কুলমজানো, কলঙ্কিনী আনলি কায় ।
না জানি সে কুটনৌ কেমন,
সাপের বাসায় ভেক নাচায় ॥

না হইল মনোমত, এলো যত রাজহৃত,
কেহ বেঙ্গে হাতে শূত, হারিয়ে পলায় ।
এখনি রাজায় কহিব, উচিত ফল ফলায়ে দিব,
মুড়য়ে মাথায় বোল ঢালিব, করিব বিদায় ॥

আড়াঠেকা।

ভাল বিদ্যা ভাল ভাল ভাল পড়েছিল ।
অকলঙ্ক রাজার কুলে কলঙ্ক রটালি ॥
যত ছিল নামডাক, সকলি হইল কাক,
রাজার স্বরের জাক, সকলি ঘুচালি ।
আইবুড় হল পেট, উচু মাথা বলি হেঁট,
মহারাজায় দিলি ভেট, গালে চূষ কালী ॥

আড়ধেমটা।

জননি, জানিবে আমার কিসে কি হয়েছে ।
গঞ্জনা দিওনা দিওনা লাঞ্ছনা করোনা মিছে ॥
দুষী নাহি কোন দোষে, পরের কথায় রোষে,
কেন কটু কহ ভাসে, কেবা কি দেখেছে ॥
পূরীয় ভিতরে থাকি, চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখি,
যেন পিঞ্জরের পাখী, করিয়ে রেখেছে ॥

আড়ধেমটা।

বলবো কি জননি আমি যে দুঃখে পোহাই বজ্রনী ।
সারা রাত্রি তারা গণি বিরহিনী একাকিনী ॥
ঘুমের ঘোরে দেখি স্বপন,
সুন্দর এক পুরুষ রতন,
নিত্য সে করে আলিঙ্গন,
কি অলঙ্কণ, কেবা সে জন নাহি জানি ॥

চোর বলে যাই ধর্তে তারে,
মেতো ধরা দেয় না ঘোরে,
বুনি বা কোন গ্রহ ফেরে বটগো ঘোরে,
রটগো কথা যেমন শুনি ॥

ঝিটি—আড়ধেমটা।

মরি মরি গুরু গল্পনায়, এ সহ্য না যায়,
বিচলিত হয়েছে মন সরমের দায় ॥
হয় মস্তুরি সাধন, নতুবা দেহপতন,
প্রতিজ্ঞা করেছি এখন বলি গো তোমাথায় ॥

কাওয়ালী।

ভাগ্যে এমন হবে জানিনে আগে ।
মজিলাম অনুরাগে ॥
পোড়া বিদ্যা গোরব পরাগে, জননী জনকের আগে
প্রতিজ্ঞা করেছি রাগে রাগে ॥
জনকে না বলে কয়ে, লুকায় করিলাম বিষে,
লজ্জায় ভয়ে প্রকাশ করে বলি না ;
বাচি না দুগায় বাচি না, সদা জলে উঠে প্রাণ ;
বিপক্ষের বাকবাণ শেলসম
হয়ে লো সুই বুকে লাগে ॥

আড়ধেমটা।

আর শুনেছ মহারাজা ।
বশের স্বরে বোণের বাসা,
কুলেতে উঠেছে খজা ॥
আইবুড়তে মেয়ে হয়েছে অসত্য,
সচক্ষে হেরিলাম সে যে গর্ভবতী,
কিনে যায় অখ্যাতি, একি হে দুর্গতি,
কি হবে এর গতি, একি সাজা ॥

কাওয়ালী।

নেমক হারাম বেট, পাঞ্জি বেহায়া ঠেটা,
বাদালি একি লোটা, সংসারে ।
নেমকের চাকর হয়ে, দেখলি না চক্ষে চেয়ে,
সকলে ঐক্য হয়ে, একেবারে ॥
তোরাতো আছিন্ ধারে, কে এলো অন্তঃপুরে,
পাখী এড়াতে নারে, যে ধারে ।
কোত্তয়াল বলি তোরে, ধরে নে বিদ্যা-চোরে,
নইলে তোয় ঘমপুরে, দিবরে ॥

আড়থেমুটা।

মরি এই ছিল ললাটে।

ঠেকাঠেকি কোঁকড়া কাঠে ॥

বিধাতা বৈমুখ হলে এমনি কে রে,

ওগো তখন, এমনি করে কপাল ফাটে ॥

রাজনন্দিনী বিনোদিনী, কি করে কি কল্লেন তিনি,

মর্য্য জ্ঞানেন ধর্ম্ম যিনি, নাহি জানি,

এখন আমরা মরি মাঠে মাঠে ॥

জলদ-কাওয়ালী।

চল চল ভাই, বিদ্যার আগারে যাই,

যদি চোর ধরা পাই, সেখানে।

আমরা নারী বেশে, রহিব ছুববেশে,

যদি চোর রেতে এসে না জেনে ॥

তখন স্বমূর্ত্তি ধরে, বাঁধিব সেই চোরে,

দেখাব দণ্ডধরে, তায় এনে ॥

আড়থেমুটা।

ঐ দেখ মোহিনী, বোগ বসান মস্তথানা ॥

এই বুঝি সেই চোরের গর্ত্ত, করে নিত্য,

করে নিত্য আনাগোনা ॥

হুড়ঙ্গ দেখিব চল, ভিতরের কি কৌশল,

দেখে আসি জল কি স্থল, চোরের স্থল,

চল করি ঠায় ঠিকানা ॥

আড়থেমুটা।

ধনি, এই কিলো পণ করা।

আঁচল চাপা দিয়ে চল ধরা ॥

ঘোমটার ভিতর খেমটা খানি, সাবাস ধনি,

ওলো ডুর দিয়ে জল পেতে পোরা ॥

পূজা করে আগুতোষে, ভাল ধ্বজা তুলি শেষে,

রাষ্ট্র হলো দেশ বিদেশে, গেল ফাঁসে,

এখন ঢাক্‌বি কিসে, কেমন ধারা ॥

কাওয়ালী।

পোড়া, প্রেম করে কি প্রমাদ হলো সই,

এ দুঃখ কারে কই।

মনে মনে মনান্তরে সরমেতে মরে রই ॥

কলঙ্ক গুরুগঞ্জনা, যরে পরে কি লাক্তনা,

অবলার প্রাণে বল আর কত নয়,

দিক কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,

পরাদীনী হতে হলো পরের বোকা বোই ॥

আড়থেমুটা।

মরি মরি এত গুণ তোমার।

প্রকাশ হলো লো এই বার ॥

দেখ তে শুভে শাস্ত বটে,

এত বিদ্যা তোমার পেটে,

প্রকাশ হলো জলের বাটে, বিদ্যা অসাধারণ ॥

১ বী।

ধর ধর রমণীর বেশ।

মনমজান খোঁপা বাধি বিনাইয়ে কেশ ॥

অঙ্গে পর নীলাঙ্গর, মণিময় অলঙ্কার,

মনে যেবা লয় আর, করহ স্তবেশ ॥

সে যে চোর চুড়া মণি, লম্পটের শিরোমণি,

মনে এই অনুমানি, শঠের সে শেষ ॥

আড়থেমুটা।

মরি মরি এ কিরে প্রমাদ! কেবা সাধিল এ বাদ ॥

না জানিল প্রাণনাথ, এসব সংবাদ ॥

অধীনীর আশা করে, অবশ্য আসিবেন স্বরে,

পড়িবেন কোটাল চাতুরে, পেতেছে যে ফাঁদ ॥

আড়া।

আজি কেন প্রাণনাথ এখন দিলনা দেখা।

কি জানি কোথায় বুঝি রহিয়াছে প্রিয় সখা ॥

মরি কি ষটিল দায়, সারা নিশি গত প্রায়,

ওহে নাথ গেলে কোথায়, আমারে করিয়ে একা।

প্রতিদিন এতক্ষণে, এসো অধীনী ভবনে,

আজি বুঝি অকারণে, সার হলো কাঁদা মাথা ॥

আড়া।

দারুণ বসন্ত কালে একান্ত প্রাণান্ত করে।

কে আর করিবে শাস্ত কান্ত রহিল অন্তরে ॥

কোকিলের কুহুস্বরে, সর্বদা প্রাণ দগ্ধ করে,

নারী বল কি প্রকারে, সহ করিতে পারে।

তাতে আবার সময় পেয়ে, স্বর শরধনু লয়ে,
হানিছে নির্দয় হয়ে, এই ক্ষীণ কলেবরে ॥

আড়ধেমটা ।

ষটে গ্রহের ফেরে ।
আমি আর বাসা দিব না কারে ॥
জানিলে কি এমন ষটে, জায়গা দিয়ে,
জায়গা দিয়ে সিঁদেল চোরে ॥
এ দায়ে দানবদলনৌ, দুর্গা যদি,
দুখিনীরে রক্ষা করে ॥

আড়ধেমটা ।

আমি কাঁচা মেয়ে নই ।
তুই রে বেটা রাজার কোটাল,
আমি রাণির মাসী হই ॥
খাইরে আমি দেশ বিদেশে,
সকলেতে হেসে ভোষে,
কোটাল রে তোর কটভাষে, মর্মে মরে রই ॥

আড়ধেমটা ।

ওরে কোটাল, আমি কি জানি যাদুমণি ।
কে রে হরিষে নিলো ফণির মাথার মণি ॥
ভালবাসে ভালবাসি, বলে আমার মাসী মাসী,
সে যে আমার বোনপো নয় রে, রক্তগত শনি ॥

আড়ধেমটা ।

ও সিঁদেলের জাপ্ত,
মাসী বলিস কারে অলপ্পেয়ে ।
তুই ব্যাটা সিঁদেলের জাপ্ত, আমি মালীর মেয়ে ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছলা করি, কার স্বরে করিলি চুরি,
মারি রাত্রি জেগে মরি, কোটালের মার খেয়ে ॥

আড়ধেমটা ।

কোটাল ছেড়ে দে রে মোরে ।
নিষে যা তুই চোরে দিগে ফাঁসি ।
মালির মেয়ে ফুল বেচে খাই,
কান্ বোটা বা চোরের মাসী ॥
এ যে দেখি সৃষ্টি ছাড়া, দেখিনাকো এমন ধারা,
যেমন শনিবারের মড়া, রববারে হয়েছে বাসি ॥

আড়ধেমটা ।

মহারাজ, অবিচার করো না ।
মোরে বিনা দোষে দাও যাতনা ॥
স্বরেতে চোর ছিল বলে, মল বল,
মহারাজ তপ্ত জলে, স্বর পোড়ে না ॥
এসেছিল বাসার আশে,
চোর বেটা কি সন্দেহে,
স্বরীত কুরীত কার কেমন রীত, জান্বে কিসে,
ও মহারাজ, গায় থাকে না নাম নিমান ॥

রূপচাঁদ পক্ষী ।

রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালের মাঘ মাসে জগদগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ণপুরুষ-
গণের আদি-নিবাস উড়িষ্যা-প্রদেশের চিলকা হ্রদের মরিকট। মহারাজ উল্কাহ্মের বংশে কোন
উত্তরাধিকারী না থাকায়, গোড়েশ্বর বড়সদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণ
দাস মহাপাঞ্জ সেই গোড়েশ্বর বড়সদেবের বংশসমুত্ত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র—গৌরহরি দাস মহাপাঞ্জ।
গৌরহরি, রাজা হরিহর ভক্তের আমমোক্তাবী চাকুরী করিতেন এবং এই তাঁহাকে কলিকাতায় বাস
করিতে হইয়াছিল। এই গৌরহরি দাসই রূপচাঁদেব পিতা। বাংলাকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনার
রূপচাঁদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইতে। ইনি সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনার সুনিপুণ ছিলেন।
বিশেষতঃ বিষ্ণুগায়ক সঙ্গীত-রচনার তাঁহার সমকক্ষ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত প্রায়
সমস্ত গানে পক্ষী বা স্বগভাজ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপচাঁদ বড়ই আত্মোদ্বিগ্ন ও রসিক
পুরুষ ছিলেন। পক্ষী উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার পাড়ীধানি কতকটা ষাঁচার আকারের মত ছিল।

বাঙ্গালীর গান ।

তিনি সেই গাছী চড়িয়া কলিকাতার বড় বড় লোকের বাড়ী গিয়া উপহিত হইতেন। তিনি বিস্তর লক্ষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোনরূপ আশ্চর্য ঘটনা বা হজুক উঠিলেই, তিনি তদ্বিবরণ লক্ষ্য রচনা করিতেন। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, গঙ্গার পোল, বিঘবা-বিবাহ, কল্যাণের প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষ করিয়াও তিনি লক্ষ্য-রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত গান গাহিয়া অনেক ভাখারীকে আমরা ভিক্ষা করিতে তাঁহার রচিত কতকগুলি গানে ইংরেজী শব্দের বুকুনী দেওয়া আছে।

সোহিনী-বাহার—একতালী।

সারলে বরলে বাণী, এমা বিশ্বরূপিনী ।
অনাদ্যা আদ্যা, তুমি মহাবিদ্যা, বিদ্যাধারিনী ।

ব্রহ্মময়ী পরাংপরী,
সরোজবাসিনী ব্যুৎবেগ-দারা,
সপ্ত হুর উদারা মুদারা,
তারা উচ্চস্বর ব্রহ্মধরূপিনী ।
বাক্যবাহিনী পুরাণেতে কর,
তব রূপায় মুকে স্পষ্ট কথা বয়,
বর্ণহীন জন কবিতা রচয়,
জড় মৃত জন নিস্তারকারিণী ॥
ঐশ্বর্য ধোয়াল, টপ্পা গজল আদি,
রেক্সা পাঁচালি কবিতার বাদি,
তাল লয় আদি সব তব বিধি,
রাগ উপরাগ ছত্রিশ রাগিণী ।
দীপ ধ্বংস কর মাতা পদাশনা,
ক'রে বহু শিক্ষা কামনা পুরেনা,
রাগে হুরে আছে তালেতে মেলে না,
মুদ্রা-লোষ বেইঁস কোন কোন গুণী ॥

পুরনী ইমন—কাওয়ালী ।

নাগর-রব মটবর গোরা ।

ত্রিভুবন ভবনিধান, ত্রিভুগুণ মনচোরা ॥
সজ্ঞা অগ্রে ত্রীচৈতন্য, বট পত্রিতে শরন,
পৃথিবী উদ্ধার কারণ, হুজিলেন ধরা ।
ব্রহ্মোত্তম ক'রে লীলা, সাগরে ভাসালে শিলা,
পাখাল মামবী কৈলা, বহু-বাস পরিধান,
শিরে জটা ধরা ॥
ঈশ্বর মুখের লীলা, আপনি রাখাল হৈলা,
কসে পোষৎসেরে চরাইলা,
ব্রহ্ম-পোষীপণ-জন-মনচোরা ।

কলিযুগে অবতরি, পাখণ্ড দলন করি,
ব্রহ্ম ত্যজ্ঞে এলেন হরি, তারিবারে ধরা ॥
ব্রজের রূপ ত্যজিয়ে, নদীয়ায় আসিয়ে,
চূড়া বাঁশী করে দিয়ে, ডোর কৌপীন পরা ।
খণ্ডবর বর্ণয়ে, চৌঘট্টা মোহন্ত লয়ে,
হরিনাম বিলাইয়ে, ধন্ত করিলেন ধরা ॥

ইমন,—কাওয়ালী ।

বারে বারে তুমি, ভেবোনা কমলিনী ।
তোমার কারণে, নিকুঞ্জ কাননে,
এখন হইব আমি হরমনোমোহিনী ॥
শ্রামরূপ ত্যজি, হইব শ্রামা,
মুক্তকেশী হরমনোরমা,
ত্যজিয়ে বাঁশী, করে লব অসি,
কটিতেটে কিস্কিনী করিব করশ্রেণী ।
শ্রাম অঙ্গে সর্বক্ষেত্র মাখিব গো রুধির,
পদভরে ধরাধর হইবে গো অধীর,
নরশিরঃ করে, অস্ত্র করে অভয় বর,
চণ্ডমুণ্ডবাভিনী, হব নৃমুণ্ডমালিনী ॥
পীতাম্বর পরিহরি পরিব দিকুবসন,
এ সব আসন ত্যজি করিব শবাসন,
বনমালা রাজবালা, হইবে মুণ্ডমালা,
বেণীমুক্ত রুধিরাক্ত তন্ত মুক্তকারিণী ॥
কর্ণমূল কুণ্ডল শব শিশু করিব,
শ্রাম নাম ত্যজিয়ে শ্রামা মূর্তি হইব,
লোলরসনা বিকটদশনা ভীমরবরণা ত্রিলক্ষনা,
হব ত্রিভূপহারিণী ॥
বিনোদিনী তব সঙ্গের সঙ্গিনী গোপিনী,
পরম রক্ত মম সঙ্গ, হবে ডাকিনী বোগিনী,
অসংখ্য আমার মায়া, নাম মম মহামায়া,
কহে ঋণাধম, তুমি হে পুরুষোত্তম,
অচিন্ত্যরূপায় নম, চিন্তনীর চিত্তহারিণী ॥

সাহসান,—একতালী ।

ঝুলিছে ঝুলনে । (একাসনে)
অনুপম, রাধা শ্রাম, নিরুজ্জ কাননে ॥
শ্রাবণ বন বন, গরজিছে নব বন,
ভূমিত চাতকীগণ, তৃপ্ত বারি পানে ॥
ফুল ফুল নানাজাতি, নাগেশ্বর জাতি খুখী
টগর চম্পক সৈণ্ডী, পুষ্পিত উদ্যানে ॥
নব নব গোপবালা, গাধি নব ফুলমালা,
সাজায়ে নব হিন্দোলা দোলায় যতনে ॥
রাধা-অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ, ঝুলিছে বাঁকা ত্রিভঙ্গ,
লীতগ হয় তাপিত অঙ্গ, হেরিলে নয়নে ।
দীন খগের অভিশাষ, রাই সহ পীতবাস,
করেন হিন্দোলা প্রকাশ, ছন্দ-বন্দাবনে ॥

সিন্ধু—ধামার ।

হোরি খেলিছে ত্রীহরি, সহ রাধা প্যারী,
বুকুম-ধুম, শ্রাম অঙ্গ ভরি ॥
পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী,
রাই শ্রাম, অনুপম, দোলে তরুণরি ॥
নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন,
গোলাব সহিত আবিরা ;
ঐ ঐ রসময়ী, শ্রামের বামেতে ঐ,
যুগলরূপ রস-কুণ্ড, হের নয়ন ভরি ॥
উড়ে আবিরা গোলাব, বন্দাবন লালে লাল,
লালে লাল যমুনার বারি ;
লালে লাল কেশিবাট, লালে লাল বংশীবট,
জাবট কালিন্দী তট, গোবর্দ্ধন গিরি ॥
লাল ত্রীদাম হুবল, লাল শ্রীমধুমঙ্গল,
লালে লাল জল স্থল, গোপ নর নারী ;
নন্দ আদি উপানন্দ, আবিরে করে আনন্দ,
সদানন্দ শ্রীগোবিন্দ, গোপবৃন্দে ঘেরি ॥
তাল, তমাল, হস্তাল, দ্বাদশ কানন লাল,
লতা বৃক্ষ, পশু পক্ষ লাল শুক-শারী ;
লাল হংসাদি শাবক, পিক ডাহকী ডাহক,
কহে ধগ মৃগী মৃগ, লাল ব্রজপুরী ॥

সিন্ধু—চুরি ।

হরি নাম হুণা রস, পিয় পুরি মানস,
অলসের কণে কাল হ'র না ।

হরির সহস্র গুণ, ত্রীহরি নামের গুণ,

তুলে তুলে নামের গুণ পেলে তুলনা ॥
সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণের তুলে তুলে,
মণি রত্ন আদি দিলে, তুল টলে না ।
তুলসী পত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি,
হরি হ'তে নাম ভারি, সেই হ'তে জানা ॥
লইলে ত্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনধাম,
প্রাপ্ত হয় কবলা ধাম, বেদে বর্ণনা ।
কর ত্রীহরি কীর্তন, শুন হরি গুণ গান,
হরি ভিন্ন অত্র কোন রাস ম'জনা ॥
বাসনায রসনা যন্তে, সাধনা ত্রীহরি মন্তে,
সুখের শূকণ্ড তন্তে, দিয়ে মুচ্ছনা ।
ছয় রাগে অরুরাগে ছত্রিশ রাগিণী যোগে,
তাল লয়ে ক্রতবেগে —হরি সাধনা ॥
হরেন্দ্রিমৈব এই কথা কর্তো নাট্যোব গতিব্রতখা,
তপস্বী কবির গাথা গীতা-বর্ণনা ।
দিন বার হরে হরে, বলিচুল কলুষ হরে,
হরি বল্লভ উচ্চৈঃস্বরে হরে বেদনা ॥
হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতি মতি,
নাম কর নিতি নিতি, দিবা রাত্তি ছেড়না ।
কহে দীন ধগপতি, ভব ধব পশুপতি,
কেবল হরি নামে মতি,—রতি টলে না ॥

মিশ্র দেশ—একতালী ।

ভাঙলো না তোর মায়ায় ঘুম ।
বিষয় মদে, চক্ষু মূদে, স্তরে আছ বেমা'লুম ॥
ঐশ্বর্যের মাংসর্থে তুমি মনে কর বাহুসা কুম ;
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ
ঠিক যেন তাই হাতুম থুম ॥
তোর সঙ্গের ছ'টা, বড় ঠেঁটা,
ওদের চটা বেমা'লুম ;
জ্ঞান অনলে, দে না জ্বলে,
ক'রে হরি পুজার হুম ॥
(গোলা) পায়রার বাচ্ছা, পুখে বাচ্ছা,
শুক জেবে তার খাচ্ছ চুম ;
ও না বলবে কৃষ্ণ, শুনিবি স্পষ্ট,
ডাকবে বলে বাহুম কুম ॥

(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র,

সকলে শুনছে হুকুম ;

শিবনেত্র হবামাত্র, আপনি হবি রে নিরুন্ম ।

রবিশ্রুতের দূতে ধ'রলে, হবে রে মজা মালুম,
কুমিত্রদে, দেবে-গেদে, বিপদে দিয়ে তুড়ুম ॥

স্বর ব্রহ্ম, না জেনে মর্য্য,

সাধ ব'সে তনুম্ তুম্ ;

রাগেতে তোর, নাই অহুরাগ,

কে শোনে তোর কিব্বিট লুম্ ॥

কপট ভক্তির, বিষম জ্যোতি,

ঝুঁঝাডম্বর বড়ই ধুম্ ;

খগ ভগ্নে, সাধন বিনে,

দেহ-গেহ শ্মশানভূম ॥

জগলা গোড়—একতাল ।

মানুষ চলে, কলের বলে ।

পঞ্চভূত, বড়ই মজবুত, ধেরেছে

সহস্রদলে ॥ (ওরে ভাই)

এই দেহ মেসিন, ইহা ভাই বড়ই প্রবীণ,
ইংরাজ চান ফ্রেক মারকিণ, সবাই হার মানিলে ;

মরি কি শিল্পবিদ্যা,

করেছেন মহাবিদ্যা, যোগারাদ্যে পায় না বুদ্ধে,
অসাধ্য হয় ভাবতে গেলে ॥

এ কলের কি কৌশল, কল থেকে জন্মাচ্ছে কল,

রেলওয়ে ইষ্টিম ভেসল, লোক-সাহায্যে চলে ;

টেলিফণ, ফণোগ্রাপ, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাপ্,

মানুষ কল সব কলের বাপ,

চৈতন্ত রয়েছে মূলে ॥

কলটা সাড়ে তিন হাত, এতে হয় ত্রিগুণ মাং,

মন পবন বচ্চে দিন রাত, জঠর অনলে ;

জীবাত্মা মহাপ্রাণী, এ কলের দুটো চিহ্নি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু, শূলপাণি, নাড়ে নড়ে পল বিপলে ॥

এই কল কি চমৎকার, নয় দিকে নটা দ্বার,

মণিকোটায় আছে একজন বসিয়ে বিরলে ;

হয় জন কুজন ধ'রে, কলেরে বিকল করে,

শ্রীরূপ কয় সায়তে পারে, গুরুমন্ত্র যন্ত্র পেলে ॥

ধাংধাজ—একতাল ।

ভগ্ন খাঁচার, বিরক্ত হয়, প্রাণপাখি ।

মাচার খুঁটা, হ'লো মাটি, ক্রমে বক্র হয় দেখি ॥

(দেখ দেখি) সাড়ে তিনটা হাত,

হাচে ক্রমে কাত,

উড়বে পাখি, দিয়ে ফাঁকি, বাজি ক'রে মাত ;

হ'লো খাঁচা জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন,

শব প্রায় হায় সব দেখি ॥

ধন্য শিল্পকার, কর'লে খাঁচার নটা দ্বার,

কলকৌশলেতে বানালে, গঠন পরিষ্কার ;

পাদপদ্ম, নাভিপদ্ম, হৃদিপদ্মের নাই বাকি ॥

এই খাঁচার যে কাণ্ড, কি জানবে পাশণ্ড,

খাঁচার ভিতর পরাংপরের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ;

এতে খুঁজে নিলে, সকল মেলে,

সহস্রদল নিরখি ॥

তিনটা খাঁচার তার, বেড়া নব দ্বার,

হেলে দোলে, পল বিপলে, খামলে অন্ধকার ;

কহে খগপতে, পাঁচ-ভূতেতে,

আছে ইথে ভাবচ কি ॥

জগ প্র মলতান—একতাল ।

হরির লুটের গুণ জান না ।

বেদেতে লেখেন বিধি, ভব ভয়ের ভয় থাকে না ॥

থেকে যে স্তৃতিকাগারে, যে শ্রীহরি স্মরণ করে,

ঝাল মসলা খেতে তারে, হরি ভক্তের মানা ;

ভোগে না কোন পাপ, বেদনা শোক তাপ,

বালকে মারে লাফ, পোওয়াতির পোরে কামনা

পোওয়াতির কাঁচনাড়ী, বলে সকল আনাড়ী,

ধরচ নয় অধিক কড়ি, সওয়া পাঁচটা আনা ।

বালকে কোলে রেখে, পাত্তা ভাত খাওয়াই হুখে,

মগরের ছেলে ডেকে, হরি নামের দেও বোষণা ॥

পড়ে বিষম শকটে, যে মানে হরির লুটে,

সব বিপদ কেটে ওটে, জোটে হুমন্ত্রণা ।

দেওয়ানি কোঁৱনরি, অপবাদ জোয়াচুরি,

সব রক্ষা করেন হরি, হরিংবাড়ীর হরগংনা ॥

রোগেতে জীর্ণ করে, কবিরাজ পলায় ডরে,

ডাক্তারে হেরে তারে, ভয়ে পাশ বেঁধে না ।

শ্রীরূপদাসেতে ভণে, হরির লুট যদি মানে,

নাড়ী আঁসে স্বহানে, শমনে হুঁতে পারে না ॥

খিখিট থাখাজ—পোস্তা ।

আমারে ফুড ক'রে

কালিয়া ডাম তুই কোথা গেলি ।

আই ম্যাম ফর ইউ ভেরি স্তরি,

গোল্ডন বডি হ'ল কালি ॥

হো মাই ডিয়র ডিয়রেস্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ,

ও মাই ডিয়র হাউ টু রেস্ট,

“ হিয়ার ডিঃ বনমালী :

(শুন রে শ্রাম তেরে বলি)

পুণ্ডর কিরিচার মিস্ত্র-গেরেল,

তাদের ব্রেস্টে মারিলি শেল,

ননসেন্স তোর নাইকো আক্কেল,

ব্রিচ অফ্ কন্ট্রোল করিল ।

(ফিমেল গণে ফেল করিল)

লম্পট শঠের ফরচুন খুললো,

মথুরাতে কিং হলো, অক্সেলের প্রাণ নাশিল,

কুবুজার কুঁজ, পেলো ডালি ।

(নিলে দাসীয়ে মহিষী বলি)

তীনন্দে বয় ইয়ংল্যাড, কুরুকেড মাইও হার্ড,

কহে আর, সি, ডি, বার্ড, এ

পেলাকার্ড কৃষ্ণকেলি ॥

(হাপ্ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী ॥)

খিখিট থাখাজ—পোস্তা ।

লেট মি গৌ ওরে ছারি,

আই ভিজিট টু বংশীধারী ।

এসেছি ব্রজ হ'তে, আমি ব্রজের ব্রজ নারী ॥

বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট,

আই ওয়াণ্ট সি ব্রক হেড,

ফার তম অভিয়ার রাখে ডেড,

আমি তায়ে সার্চ করি ।

শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেন্ট,

এই দেখে আছে দাস খত এগ্রোমেন্ট,

এখনি করব প্রেজেন্ট, ব্রজপুরে লব ধরি ॥

(দাস খত দেখে দুচবে আরি)

মর্যাদা ক্যারেক্টার সুন ওর,

বটরখিব নদী চোর, স্যার্থাড রাখাল পুণ্ডর,

চোর মথুরার লণ্ডধারী ॥

(রাখাল ভূপাল কপাল ভারি)

কহে আর, সি, ডি, বার্ড

কিং বেলাক নানুসেন্স ভেরি কনিং,

ফুগ্‌টেতে ক'রে সিং,

মজায়েছে রাই কিশোরী ॥

(ফুল নাশা, দাঁশী করে করি) ॥

মঙ্গল—কাণ্ডয়ালা ।

খগ-সম্পাতি, কশ্যপ নাতি ।

খগ লীলা, জাতিমালা, কুলজ, নবপুথি ॥

খগবর, শ্রীগুরু কশ্যপ ঋষিনন্দন,

জটায়ু সম্পাতি, পক্ষি জাতিতে এরা ব্রাহ্মণ,

রাজহংস বংশাবলি সবে ক্ষত্রিয় রাজন,

সারস বাবুই জাতি ব্যবসায়ী মহাজন,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষা শূদ্র, শুক শারী হীরামন ;

কুলীন কায়স্থ পরহায়া, নীলকণ্ঠ আদি খণ্ডন,

আষ্ট স্বর সেন সিংহ কর, গৃহবাজ,

বাজবউরি বাঁশপাতি । (দে দন্ত দাস,

হয় পাতিহাঁস, ভীমরাজ কপোত কপোতী)

গলা কোলা, মুক্তি গোলা, জবর জঙ্গ,

পরপঙ্ক সন্ধর খুরে,

পক্ষীর ওছা কাদাখোঁচা, কালপেঁচা বাহাড়ুরে,

পাখী আরগিন বজ্রের কুলীন গুহ পদবী ধরে,

উত্তররাড়ী কায়স্থ, হুরি মন্ত বুলি বার করে,

বারেন্দ্র ফরিয়াদি, বাদী পেলো ঝাল করে,

কোকিল বৈদ্য বুদ্ধি হৃদ, ঠকাব কালো কাকেরে,

নবশাক চক্রবাক নব রত্নের নয়জাতি ॥

(ময়রা মদনা চন্দনা কামার কুমার ভিলি তাঁতি ॥

(নাপিত নবশাক ধূর্ত কাক জগতে আছে খ্যাতি)

শঙ্খচিল গোলাচিল, হাড়গিল বক বকী,

কাকাতুয়া টিগা মোনিয়া ছত্রিশ বর্ণের পাখী,

করি উচ্চ নিজ পুঙ্খ নাছে আহঁরা শিখী,

বেনেবৌ স্বর্ণবণিক, পাণিগা পঙ্কবণিক,

যোগী চাতক চাতকী,

উগ্র ক্ষত্রি পেয়েল ঘোড়েল, শাখারি চকচকী,

ছুতর কেওর কাটোকরা,

বেরাপি শহুনি মড়ার করে সংগতি ॥

(পেরু মুরগী-গি, ৫. যেনকড়া বাগদি জাতি)
 গৃহিনী পোদ হাঁড়ীচাটা ধাই,
 পানকোঁচী জেলমালা, ফেঙে আর তল চড়াই,
 চামড়িকে লাখে লাখে
 ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতে পাই,
 কলুর ঘানির মত কল কল রব করিছে সবাই,
 বুনো বাহুড় মেথর, এক তিল অবসর নাই,
 টুন্টুনি মহাজ্ঞানী, সকল পক্ষীদের গৌসাই,
 মসৃণ, ১৩. দি, তুলার গাদি, ডুমুর বৃক্ষে বসতি ॥
 (মস্তবাবু বাস্তবঘু চণ্ডাল কাল আকৃতি)
 বিশ্বজয়ী পক্ষী বাবুই বিশ্বকর্মা হইতে শ্রেষ্ঠ,
 ফ্রেন্স চীন স্কোকমান হাকিম হ'তে ইনি উৎকৃষ্ট,
 চরায় শিল্পকর, সকলে এর কনিষ্ঠ,
 ইনি শিল্পবিদ্যাতে জয়ী জগতে,
 সকলের হ'ও জ্যেষ্ঠ,
 বিশেষে দেশ বিদেশে, বাবুই নাম আছে রাষ্ট্র,
 ইঞ্জিনিয়ারের বাদসা,
 খাসা বাসা দেবলোককে বলে স্পষ্ট ;
 ২১. র বাবুই পৃথিবী জয়ী, পক্ষীর প্রজাপতি ।
 (নন্দী চাল, হামেহান তালবৃক্ষে বসতি ॥)

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

গুরে সামাল সামাল, বাস্তবঘুর পাল,
 বেরোল সাজিয়ে যেন পদ্মপাল ।
 এরা কুহক মন্ত্র জানে, বশীকরণ শুনে,
 লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল ॥
 খোসামোদি ভোষা-মাড়ি আজ্ঞাকারী,
 মধুর চাটুবাধ্য বদনেতে পুরি,
 বাবুতোষা পেসা, খাসা দোকানদারি,
 ধোনে ভাড়া রসিক চোড়া, ফকড় গিরি,
 খেতে শুতে বসতে কুড়োর কত গাল ;
 ঘুঘু বাবুর নাম জগৎ রাষ্ট্র,
 বাপস্ত পিতাস্তে না হয় এদের কষ্ট,
 কথায় কথায় লোকের করেন অনিষ্ট,
 দেহটী বলিষ্ঠ বড়ই পাগিষ্ঠ,
 গলা কাটে নোট বেটে, করে জাল ॥
 এই ঘুঘু বাবু কৃপা করেন দারে,
 শিল্পি গ্রঃহে তাড় ব কি করিতে পারে,

গ্রহশাস্তি যাগে শনি হতে ভরে,
 ঘুঘু বাবু সাক্ষাৎ মহাকাল ;
 পূজা লন ঘুঘু বোড়শ উপচারে,
 ধনার গন্ধে যেন মনসা নৃত্য করে,
 এদের কুমন্ত্রণায় ভিটের ঘুঘু চরে,
 ধন হরে, মান হরে করে নাজেহাল ॥
 গৃহস্থামী যার আছেন বর্তমান,
 দূরে থেকে. দেখে দেখে হোটে ঘান,
 সূচাকু গাছ গোরু, বালক যদি পান,
 ছলে বলে চুকে বসেন ভাল ;
 প্রথম নাটক, ১. খর ভাল বাসা,
 চরস তালের রস অ-দ্যার নেসা,
 সুরার সলিলে ঢেলে সকল পরসা,
 খাসা বাসা কারাগারে হরে কাল ॥
 ভূতে পোলে ছেলে রোজাতে ছাড়ায়,
 মন্ত্র ঔষধিতে ঘুঘু না ডরায়,
 যারে পায় তারে শেষ ক'রে যায়,
 ঐশ্বর্য রাজ্য বেচার ২. ট খাল ;
 কবি কহে যার স্বন্ধে চাপে ঘুঘু,
 হুংখসিদ্ধ মাঝে খায় হা-ঘুঘু,
 ঘুঘুর মায়ায় কত খেওনা বাবু,
 শেষে হাপু শুনবে বাপু,
 তোরে প'ড়ে ছিড়ে যাবে ধৈর্য হ'ল ॥

লিঙ্গ কাকি—৪৭ ।

ধন্য ধন্য কলিকাতা মহর ।

স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥

পশ্চিমে জাহ্নবীদেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর ॥

(পূবে বালাচিড়ি হাটা পদ্মা নদী তহুস্তর)
 হেষ্টিংস-স্বীকৃত বাগবাজার' এই আশ্রয়ন তার,
 সরকিউলার রোড পোরামিটথার, চতুঃসীমাসার,
 অতুল্য মর্ত্য ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যার হার মেনে,
 হেরে টেলিগ্রাফ, ব'লে বাপ,

লাজে লুকায় পুরন্দর ॥

(ভয়েতে তার, বর্ণ বিস্তার, ধন্য শিল্পী কারিকর)

তার হেরে তার মাপলো দিশে,

তারে তারে ধবর এসে,

ছয় মাসের পথ এক দিবসে, মেনে তবু অনায়াসে

ধন্য ডাক্তার ওসগনেসি, সকলকে করেছেন খুসী,
ব্রিটন দেশী শুণরাশি, হৃৎপে বসি হউন অমর ॥
(রোগ শোক তাপ নাশি হউন সরল অন্তর)
স্বর্গধামে মদ্যাকিনী, কলকাতাতে হুসুখীনী,
নন্দনকানন ইডেংগার্ডেন সম নিছনি,
ইশ্বের বাহন ঐরাবত, কলকাতাতে ফিটেন রথ,
পারিজাতকে করে মাং গোলাব সঁউতি নাগেশ্বর
(ফুলের টবে ধাপে ধাপে
শোভা পায় সিঁড়ির উপর)
পরিষ্কার পথ নাইকো, ময়লা
সারি সারি, গ্যাসলাইট আলা,
চন্দ্র দেবের যোগ কলা হতে উজ্জ্বলা,—
শুরু পক্ষে উদেন শলী,
এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি,
বক্ষ পক্ষ শুরু পক্ষ উভয় পক্ষ নয় অন্তর ॥
(চাঁদে ত আর তাতে তুল্য
করে ইংরাজ কারিকর)
করিয়ে বুদ্ধির কোশল, পলতা হ'তে আনলে জল,
জলে শত সিংহের বল, লক্ষহাত প্রবল ;
ধন্য বুটন রাজধানী,
প্রজার ঘরে বাহরে হুসুখীনী,
অপছাতে ম'লে প্রাণী ;
তাহার ভূত-যোনিঃ নাহিক ডর ॥
(ঘাবে মনহুখে, স্বর্গলোকে, হইয়ে অমর নর)
আমরি কি পরিপাটী, বুটেন রাণীর রাজবাটী,
আকৃতিটী বাটী পাঁচটী, ফলত একটা ;
প্যালেস অব গবর্নমেন্ট, শোভা জিনিয়ে বৈকুণ্ঠ,
গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট, পের্ডোর মান্দরের ফদর ॥
(আধাখা সাততারা লম্বা,
ঘেন জগদম্বার বাবার স্বর)
ইষ্টম ভেসেল রেলওয়ে,
এই সকলের তেজ হেরিয়ে,
বেশ ব্রহ্মা ভোমা হ'য়ে গেলেন চাপিয়ে ;
অগ্নি জল আর পবনে,
বায় এক মাসের পথ একটা দিনে,
এক কোটি মন দ্রব্য টানে,
নাহি রাত্রি দিবা অবসর ॥
(রেলের বাঁশী, শুনে আসি, বোটে বত নারী নর)

লেন্দুগী সাহেবের বুদ্ধি নিজ,
হাবড়ার খাটে কাষ্ট্র ব্রীজ,
শিক্ষাবিদ্যা জগৎ আরাধ্য, হায় কি আজব বীজ ;
ত্রেতাতে ভেসেছে পাথর,
ইনি লোহা ভাসান জলের উপর,
মাঝে খুলিলে জাহাজ চলে, অর্ধ শতাব্দির ভিতর ॥
(রেল চলিবার হেতু, হুগলির সেতু,
জুবিলি ব্রীজ নামান্তর)
আমহউস অতিথিশালা, কত আছে খায় না বলা,
রাবণের চিতার মত খোলা, অলে হুবেলা ;—
আহার প্রস্তুত পাকি কাঁচি,
যাহার যেরূপ হয় অভিজুচি,
পিষ্টক পায়স মাংস পুচি, তরতাজম ধর্মের স্বর ॥
(গুড়া নেড়া, খালী বাড়ী কর্তা ভজা স্বতস্তর)
নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল,
করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ঘূলা খামে দিলে জল স্বতন্ত্র এক কল ;
অগ্নিদেব হলে প্রবল, নির্মাণ করে দমকল,
গোরাবের চেহারা দেখে, ভয়ে পলায় বৈবানর,
পাল্পে জল যোগাতে, সাধ্য মতে,
সাধ্য কি যে পোড়ে স্বর ॥
(মেসিনেতে দিলে দণ্ড, কোরে রম রম,
ভেজে থেরোর গুয়াটার)
সকল প্রস্তুত কলিকাতাতে,
এমন নাই এ ভূ-ভাগতে,
এক লামাটিনের ফণ্ড হ'তে তরে জগতে,
অনাথমান্দ্রির গুণ্ডালায়, জেনে জেলে অরবিলায়,
ঐ কুণ্ডের ধন, কারাগার হয় স্মোচন,
ইনসল্ভেন্ট পায় নর ॥
(অন্ধ ধ্বংস, টালিগঞ্জে,
টিকিট পায় বৎসর বৎসর)
সত্যের কুনিষ্ঠ অসুলী,
কলিকাতাতে আছেন কালী মা,
কালী কলিকাতাওয়ালা সর্কমঙ্গলী ;
শ্রামা ময়ের কি বৈভব, প্রত্যহ হয় উৎসব,
ঈশানেতে কালভৈরব ত্রীপ্রভু নকুলেশ্বর ॥
(কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর)
বারমাস নিশি দিবা, হংসেছে অজিৎ দেবা,

শ্রুতি যেরে দেব-সেবা, দেবী আর দেবা ;
 বাগবাজারের মদনমোহন, ভক্তগণের জীবন ধন,
 উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন,
 খড়্গদেহ শ্যামহৃন্দর । (নিত্যানন্দ হৃত,
 বীরহৃদ্র সেবিত, ওরাতে ভবেরি নর)
 বাগবাজার কুলিবাজার, বাজারে বাজারে একাকার,
 এত বাজার দোকানদার,
 কোন রাজ্যে নাই ক আর,
 পাহারাওয়ালা গলি গলি,
 হাতে লয়ে পুলিশ বুলি,
 দেখিলে মাতাল মাতোয়ালী,
 ঠেলে ঢুকায় গারদ স্বর ॥
 (উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর)
 পাটের কল, আর ময়দার কল,
 রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল ;
 জলতোলা কল, খোয়াভক্ষ্য কল,
 কলাকৃতি ঐরাবত, করে এক দিবসে সোজা পথ,
 কলের খুরে দণ্ডবৎ জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥
 (আনাচে কানাচে কল
 পেতেছে দাস দাসী মেলা দুষ্কর)
 সেয়ে দিলে কলে কলে,
 এর পর কলেতে বানাবে ছেলে,
 পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকুবে না মূলে,
 ম'লে করবে বিষয় ভোগ,
 পিণ্ড পাবার এই সুযোগ,
 পুত্রহীন মহারোগ হতে হবে অবসর ॥
 (একটা ম'লে কল চালালে,
 দশটা পাবে কি বৎসর)
 কলিকাতার কি নিছনি, বর্ণিতে অসক্ত বাণী,
 আর চলে না লিখনি সংক্ষেপে ভণি,
 কত রোড কত গলি, সাধ্য কি যে তাহা বলি,
 ইচ্ছা করে ছবি তুলি, হয়ে উঠা সে দুষ্কর ॥
 (অঙ্গে স্বঙ্গে ন্যূন কঙ্গে ভণে দীন খগবর) ॥

মিশ্র সিদ্ধু—হুঁরি ।

আমরি কি নাকাল, কত্মার বিবাহ কাল,
 আজ কাল হচ্ছে বহু দেশেতে ।

মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথাও,
 ভিটে ম'টী চাটী হয় বিয়ের ব্যয়েতে ॥
 (কত শত মানীর হতেছে মান হানি,
 ছাই চাপা পড়ে গেছে মানের মূলেতে)
 বজ্রালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নিঃশূল,
 বিশ্ব বিদ্যালয় স্কুল, স্কুল যে হতে ।
 এন্ট্রান্স এক পেশে, এলে দো পেশে,
 বিষে ভেপেশে মাছ ভারতেণ
 বলভি সর্বানন্দ, ফুলে খড়্গদেহ,
 হয় না সন্ধ, পাশ করা ছেলে পসন্দ,
 সকল মেলেতে ।
 কত্মা দিতে হন ব্যস্ত অর্থ নাই শূন্য হস্ত,
 হইয়ে ঋণগ্রস্ত পড়েন দারেতে ॥
 বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের ততোধিক
 কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে ।
 সম্বন্ধ না হতে বরের মুকবিত্তে,
 লম্বা ফর্দ দেন হাতে নবাবী মতে ।
 বাইশ পোঁচ কালা কাক্রি, পাশ করার
 বিষম জারি, পাত্রী খোঁজেন স্ত্রী,
 কিররী হতে ॥
 পাকা বাড়ী মার্কেল ম্যাঙ্গ,
 দরবারের রূপার ব্যাঙ্গ,
 হীরের আংটি সোণার লাজ, বুলুবে পশ্চাতে ।
 ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জাতির ছিল না কো এ পদ্ধতি,
 সর্ব বর্ণে হয় সম্প্রতি, দেশের রীতিতে ।
 জন্মে পাশ করা নয়, বওয়াটে কেবল বয়,
 বরের বাবা মিথ্যা কয় ধন লোভেতে ॥
 দাতব্য পাঠশালা, চিরকাল পড়ে ছেলে,
 বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে ।
 বিবাহে মেয়ে মারে মাল,
 ওমনি গুটিয়ে নেয় জাল,
 যে রাখাল সেই রাখাল পাঁচনী হাতে ॥
 চার পেশের কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ,
 যার ছেলে গণ্ড মূর্থ্য সে মরে দুঃখেতে ।
 ছেলে হলে গুণবন্ত, এক রাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত,
 পোড়া কপালী ভ্যাড়াকান্ত, ধরে গর্ভেতে ॥
 অলঙ্কার চায় না ইদানী,
 কোম্পানির কাগজ রেডিমানি,

বাড়ার পাট্টা সোণার গিনি, চায় হাতে হাতে ।

মেয়ের বেলা বেল ভলা,

নিমন্তলা ছাদ খোলা, মরা দুগাছা সোণার বাল্য,
ছাচলা তলাতে ॥

উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে,
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যা জ্যোতিতে ।
হিতে হল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত,
এ শিক্ষাকার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে ॥

সভ্য ভব্য গুণবস্ত্র, সকলে কর সিদ্ধান্ত
যাতে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে ।
বিয়ে কর্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়,
আর্থের কলঙ্ক রটার আর্ঘ্যাবর্তবাসীতে ॥
খগপতির এই মিনতি, যার ধেরূপ হয় সঙ্গতি,
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্মমতে ।
বিবাহের ষোর বিপদ, হায়রে কি হান্তাম্পদ,
মহুযা কি চতুষ্পদ হ'ল ভারতে ॥

বাহার ষাখাজ—একভাণা ।

ধন হীনে ত্রিভুবনে মায়া কে করে ।

ক্ষুদ্র লোকে হয় রুদ্র ধন-অহঙ্কারে ॥

চর্ম কর্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি,
তার স্বরেতে শোণ্ডা লুচি, ত্রাঙ্কণে মারে ।

নাই ব্যবসায়ে দোষ, দিয়ে সাহস,

এক শ্লোক ব'ড়েন পরে ।

ধন উপার্জন অন্তঃ ন দোষ ন দোষী নরে ॥

কড়ি থাকলে বুড়োর বিয়ে,

নির্ধনী বুঝা বসিয়ে, থাকেন হাঁ করে,

আইবুড়া হয়ে চেয়ে খেয়ে পথে ঘান মরে ।

তিথির দোষে শেষে তারে মহাপাপ খেয়ে ॥

পুত্র হয় না, পিশু পায় না,

আবাগের বেটা নাম ধরে ॥

জগতে মায়া টাকা, টাকায় সারে ছাকা ভাণ্ডা,

সন্ধ্যা মেলায় হয় বাঁকা, ফুলিয়ে ঘান ছাতি ।

টাকার জোরে ভেকে মারে হাতীকে লাথি ।

থাকলে পাতি সঙ্গতি খোঁড়া ঢোড়া ফৌস করে ॥

পতির না থাকলে সঙ্গতি, সাধনী সতী রসবতী,

সে বিরক্ত হয়ে অতি শয্যা ত্যাগ করে ।

ছলে আশুন, চাইলে দ্বিগুণ তিরস্কার করে ।

ফুডুক, ফুডুক, টান্ছ গুডুক,

উপায় কর্তে ধম ধরে ॥

ব্যাধি গ্রস্তের থাকলে রক্ত,

তার নারী হ'য়ে শশব্যস্ত, ইচ্ছামিত কর্তে

মুস্থ বিবধ মতে ।

বলে এসো জল খেতে ব'স, কাজ কি দেয়িতে ।

দিয়ে আদার কুচি খাও গো লুচি,

মিশ্রি দেও তুধের সরে ॥

দেশ—যং ।

আর্ধ্য জাতির উন্নতি আর দেখিনে ।

(এক্ষণে) কারে বলি, ষোর কলি,

হলোরে এতদিনে ॥

(নব্যদলে, বাহুবলে অধ্যাত্ম নিলে কিনে ।)

সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল,

যত নব্য বাবুর দল, খোসাবাসী খাস-বাগানে ॥

হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ু,

কথাটা কয় রগ টেনে ।

কখন বক্তৃতার বেগে, গলদ্বন্দ্ব উঠেন রেগে,
বুঝা গর্জনে প্রভাত মেখে, বধা ভরসা বিহীনে ॥

পীড়া হ'লে বাড়াবাড়ি,

দেবোদ্দেশে রাখতো দাড়ি,

এখন দাড়ির ছড়াছড়ি, স্বর্গ মর্ত্য পাভালপুর ;

গালপাটা নাই, চিনে কি মালাই,

মধ্যে চৈতন্য ফুরুর ।

কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক সমতান,

কেউ সেজেছে জাম্বুবানু, হিন্দু পাঠান কে চেনে ॥

হ'লে লোকের চাঞ্চল্যে,

চশমা ব্যবহার কর্তো শেষে,

বার কি তের প্রবেশে,

নাকের ডগায় চশমা লয় ;

যাদের গলায় অশ্লল বেধে দিলে দশল হয়

তুধের বালক কচি ছেলে,

চশমা ছাড়া নাহি চলে,

হুথালে স্ট-নাইট বলে,

হেই হা মাখে বাঁচিনে ॥

আর্ধ্য বিদ্যা অধ্যয়ন, করে না আর কোন জন,

এখন স্থলে গমন, কেবল অর্থের প্রয়োজন ;

একপেশে, দোপেশে, তেপেশের তো নাই কখন ।
 মুরুব্বী যার আছে পোক্ত,
 স্থূল ভ্যাগ করেই দাসত্ব,
 মুরুব্বী হীন কাঁঠাল আমসত্ত্ব, মরেন আহারবিহীনে
 খুতী চাদর, নাইকো আদর,
 কাটা পোষাক বর বর, সামনে গোটা,
 পেচুন ছাটা মাথার চুলের টেপ্ত ভাব ।
 পথে চলে টলে টলে, হুঠপাথে হয় পদলাভ ।
 পুলিশ পাহারাওয়ালার বোলা,
 হয় বাণ্ডের চতুর্দোলা,
 মধ্যে মধ্যে ডাঙার ঠেলা, এই শ্বকর্মের দক্ষিণে ॥
 ইংরাজী পড়ে পাত দুচার,
 ধরাটা দেখেন সরার আকার,
 মদ গরুর অঙ্কুর, জীব ভাবেন তবৎ ।
 দেখলে অভৌষ্ট, হন রুষ্ট, করেনাকো দণ্ডবৎ ।
 কেবল বুঝেন আপ্ত হুথ, পর হুথে নাই হুথ,
 হেরেন না জননীর মুখ, শয্যাগুরু বারণে ॥
 আর নাই আখ্যায়িকার কাল,
 এখন কার ইংরাজী চাল,
 মহামাত্র মদমাতাল, বাবু বলে হয় গাল ।
 স্তার, স্কয়ার না বলে পর অগ্নি করেন চক্ষু লাল ॥
 খোঁজেন না আর চটা চৌকী,
 চাই ভেড়াটা ঘোড়াটি, স্বরে মজুত মনের ভাটি,
 খুচরা খরচা কে কেনে ॥
 (বলেন) ইয়ং বেঙ্গল সভা ভবা,
 সাবেক হিন্দু সব অসভ্য, পড়েন কাশী রামদাস ।
 এলে, বি এ, এম, এ,
 এরা সাত জন্মে করে না পাশ ।
 লেখা পড়া য. কৃ. গোলায়,
 যদি ডিনার পার্টিতে যায়, তখাচ শরীফে বল পায়,
 তবে দশ জন ইংরাজে চেনে ॥
 ঐ যে রামায়ণ ভাগবত, হুপথ থেকে নেবার কুপথ,
 হয় কি বিক্রী মত, করে গেছেন বেদব্যাস ।
 এরা মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধুর,
 বুঝে নাকো ব্রাহ্ম ভাষা ।
 ধর্ম বহে একি বিপদ,
 ধর্ম কর্ম হলো রদ, গোড়িম ফুটেই খোঁজেন মদ,
 যান সদ্য শমনভবনে ॥

দিক্‌ধাষাজ—একতাল।
 আপন দোষে, যাচে টেসে ভারতী ।
 (প্রতে) খুঁরো লুসে যায় আপনি,
 দাসত্বের এই দুর্গতি ॥
 প্রাকৃত্য সমাপ্ত হলে,
 আহার হয় মধ্যাহ্ন কালে,
 থাকে হুহ শরীর শাস্ত্রে বলে,
 আর্থের ছিল এই নীতি ॥
 ইউরোপে সায়াং প্রাতে, বরফ জল থাকে পথে,
 হয় দশটা পঁচটায় আফিস সার্বতে
 শীতল দেশের এই রীতি ॥
 ভারতবাসীর পূর্বাপরে, প্রাতে বিষয় কর্ম সেরে,
 মধ্যাহ্নে আহারের পরে, বিশ্রাম করার পদ্ধতি ॥
 রাত্রের আহার হয় না জীর্ণ,
 প্রাতে উঠে ভুঞ্জে অন,
 পেট আঁটে অতি জবজ্ব,
 পাক যন্ত্র হয় বিকৃতি ॥
 কেহ এঁটে প্যানটুলন কোট,
 বলে দশটা বাজবে ত্বরায় ছোট,
 হাজিরে বইয়ে করবে নোট,
 অ্যাং-দেণ্টটা সম্ভ্রতি ॥
 দাসত্ব করা কি অর্থ্য হয় না দেহের ধর্ম কর্ম,
 জানতে গেলে যেতচর্ম, ধনঞ্জয় দেয় বিলাতি ॥
 দৈবে একদিন কামাই হলে,
 ড্যাম রাঙ্কেল কুলি বলে,
 বেগে বেগে বাছ তুলে, ঘুসিয়ে ভেঙ্গে দেয় ছাতি ॥
 ইংরেজ লোকের আফিসে ভাই,
 মলিন বসন পরবার যো নাই,
 কোট প্যানটুলন বুট পায় চাই,
 চলে না সাধা হুতি ॥
 হোটেলিতে খান খান,
 বেরিয়ে পড়ে সে সব দেনা,
 পুঞ্জির মধ্যে গাড়ী ধান,
 লণ্ডনের টোটা বাতি ॥
 বেতন অল্প আর নাই উপায়,
 পোষাকে সর্বস্ব যায়,
 দেনার জালায় ভুগতে হয়,
 কাদে সন্তান সন্ততি ॥

বিদেশীর লেখে শিখে চাল,
চাল বাড়ালে ইয়ং বেঙ্গল,
পানীয় পোষে চক্ষু লাল,
কালস্ত কুটিল গতি ॥

পিলে যক্ষ্ম অগ্রমাস, কারো হচে বক্ষাকাল,
মুরক্ষু দমা-বাস, কচে ক্ষয় আর্থজাতি ।
অত্যাচারে জন্মে রোগ, ভুগতে হয় কৰ্ম ভোগ,
ডাক্তারের বড় সুযোগ, রোগীর থাকলে সজতি ॥
যদি বৈদ্যতে চিকিৎসা করে, অজবায়ে রোগ সারে,
সার্টিফিকেট না পেলে পরে,
ফর্ফিট হয় বেতন পাতি ॥
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, অনেক ইহার পাবে সাক্ষী,
ছিল পালচৌধুরী দু'নাল চুখী,
হ'ল বিশ ক্রোর পতি ॥
কেহ কবি খগদাস, কেন হও ভাই পরের দাস,
কৃষি রেখে কর চাস, স্বারেতে বাঁধবে হাতী ॥

—
মিশ্র বাঁধাজ—একতাল।

আর্থ জাতি, মুনীতি, বোঝেনা হায় ।
পাশ্চাত্য শিক্ষার দীক্ষার দোষে,
অবিদ্যা শিখায় ॥

আর্থিকুল করিতে নিগ্ৰূণ, বেখুন করেছেন ইস্ত্রল
শিক্ষার দোষে বালিকারকুল, সমূলে নিগ্ৰূণ প্রায় ॥
করিয়ে বিদ্যা অতাস,
কেহ করচে চারটে পাশ,
গৃহস্থের হয় সর্বনাশ,
(যেন) কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায় ।

বিরে হয় পাশের জোরে, পড়েন যদি ধনী স্বরে,
মিলে যায় ধারে ধারে,
রক্তনশালার দায় এড়ায় ॥
কেতাব পড়া উল বোনা,
সময় থাকলে বাজায় পেয়াল,
দশটার সময় হাজরে খানা,
টিভি হ'য় চুটো বেলায় ।
শতরফি মাদুর আদি,
এ সব ব্যাভার করে মুদি,
চাই ইপ্তিৎ কোসেন কোচ পদি,
বাঁদী চাই পল-সেবার ॥

সাধারণ গৃহস্থ স্বরে,
পাশ করা মেয়ে এলে পরে, গৃহলক্ষ্মী পলায় ডরে
অলক্ষ্মী মেয়ের শিক্ষায় ।
শান্তি যদি হয় বুড়ী,
দেখে হেসে মরে ছুড়ী,
হোঁয়না বাসন হাতা বেড়ী,
ফি স্বড়ী তেড়ী ফোয় ॥
গিন্নী ডাকেন আদর করে, বোমা এস রান্না স্বরে,
বৌ বলে কাজ নাই পতির,
বাপের স্বরে যেতে চায় ।
রং ময়লা কি করি গিন্নী,
ওমা আগুন তাতে আমরা ঘাইনি,
পাক করিনে উল বুন,
বডি আঁটা জুতো পায় ॥
অফিস হ'তে এলে পতি,
দেখে বিরক্ত হ'য়ে অতি,
ভোমানের অসভ্য নীতি,
বৌ থাকে শান্তিডীর সেবার ।
এ যে নাইটিংস সেবুরি,
স্বাধীনতার আদর ভারি,
এই দণ্ডে বিবাহ কে.সল করি,
যাই চলে নিজ খেছায় ॥
ভোমরা নিউস পেপার পড় নাই,
পতির ত্যাগ কল্পে রুক্ষমা বাই,
নৃতন আইন হবে তাই ।
গোল বেখেছে ইণ্ডিয়ায় ।
ছলনা করে ননসেন্স থিফ,
কোরেচ ফলস কোর্টসিফ,
দাওনা খেতে মটন বীল,
ডাল চাল জঙ্কল কেবা খায় ॥
কি সাধ্য বন্ধ কর দেধ,
এই দণ্ডে ফ্রেণ্ডকে পত্র লিখি,
চলে যাব চেপে পালকি,
কায় সাধ্য আমায় ফেরায় ।
বিবাহ করবো না, থাকুব ক্রি,
ক'রবো মিডওয়াইফদির,
ডক্সরিণ স্কুলে শিব ডাক্তারি,
প্রাকটিস করবো সব পাড়ায় ॥

হৌড়া শুনে ভাবে গ'লে,
ধরে প্রিয়ার পদতলে,
মা বাপ ত্যাগ করচি বলে,
নয়ন জলে ভেসে যায় ।
পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে,
ষোমটা দেয় না মাথায় টেনে,
চিঠি লিখে লোক আনে, মানে না গুরুজনায় ॥
চোর মজার সাত স্বর নিয়ে,
এরা ডেকে এনে পাড়ার মেয়ে,
বিদ্যা শিক্ষার ভাগ করিয়ে,
বালার পরকালটা খায় ॥
স্বাধীন রমণীর পেয়ে অর্ডর,
মজুমদার কোম্পানি টেলর,
অবলা আবরণ বেচে বিস্তর,
কি ঢংটা ষোমটার, ছটা তায় ॥
খালি সাটি পরার রেওয়াজ নাই,
আং জামা আর ওড়না চাই,
দেখে তক্তা নামার বাই,
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকায় ।
কহে কবি খগমণি স্বাধীন রমণী ইদানী,
স্বর ভাঙ্গানি, দেশটেলানী পত্তিকে বান্দর নাচায় ॥

সিদ্ধ কাফি—একতাল।

গুলি হাড় কালি, মা কালীর মত রং ।
টানলে ছিটে বেচায় ভিটে,
বানায় চেন চুঁচড়ার সং ॥
খেলো হুকো কলকে ভাঙ্গা,
পাঁচ পো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কানার হুকোর সেঙ্গা,
মরি কি বৈঠকের ঢং ॥
হাত পা সফ্র পেইটা কোলে,
কালি পড়ে, ঠোঁটের তলে,
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে,
বাঁতবলে জবড় জং ।
মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট,
নানা ভক্তি ঠমকু ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং ॥
এই নেশাটী সর্ববনেশে, ছিল ইহা চীন দেশে,
চতু গুলির বড় পিসে, জম্মস্থান এদের হং কং ॥

খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আশ্র বিশ্বরিষে,
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে
সাজানার সোনার পালং ॥

দ্বিবিট খানাজ—একতাল।

পড়েছি বিপদে, শুনগো যশোদে,
তোর কালাচাদের লাগিয়ে ।
ননি নাহি চায়, তাও ভেঙ্গে খায়,
বলিলে পলায় ধেয়ে ধেয়ে ॥
ননি সর ল'য়ে সাধা সাধি করি,
খাবনা বলিয়ে যায় ফিরি ফিরি,
মোরা অগ্র মনে গৃহকর্ম করি,
পুন ফিরি এসে লুকায়ৈ ।
যত পারে খায়, মর্কটে বিলায়,
শেষে ভাও ফেলে ভাঙ্গিয়ে ॥
দোহন না হ'তে ছাড়য়ে বাছুরি,
বাথানেতে করে গণ্ডগোল ভারি,
ইচ্ছা হয় ধরি, আমরা নারী নারি,
বাজিয়ে বাঁশরী, দাঁড়ায় বাঁধা হ'য়ে ॥
সম বয়েসের বালক সঙ্গে,
কতু গৃহে পাশি বিবিধ রঙ্গে,
লক্ষ দিয়ে উঠে শয়ন-পালঙ্কে,
কোন শঙ্কা ভয় করে না ॥
দুগ্ধ সমুদয়, করে অপচয়,
বারণ করিলে শুনে না ।
উক্কে দুগ্ধ রাধি শিকার উপরে,
পুঞ্জে পুঞ্জে খুঞ্জে সন্ধান করৈ,
নল শর দিয়ে তাও ছিড় করে,
ফেলে গৃহ পরে ধোয়গো ভাসায়ৈ ।
আমরা তো ব্রজে আছি এত কাল,
ওমা দেখি নাই আর এমত ছাওয়াল,
গোপালের লাগি হলেম নায়েহাল,
একি গো অজ্ঞান কবো কারে ।
যুড়ি যুগল পানি, তবু নীল মণি,
রমণী বলিয়ে কমা নাহি করে ॥
বাঁকা ভক্তিভাবে সব ভুলে বাই,
আদরেতে ডাকি রে কাল কানাই,

কালো বলে আর রাগের সীমা নাই,
পাড়ে গালি মুখ খুলি, সম্পর্ক ছাড়িয়ে ॥

গোপালের দায় স্বর করা দায়,
নন্দের প্রমদা রাখ এই দায়,
এত কষ্ট পেয়ে এলাম হেথায়,
তোমার নিকটে জানাতে ।

ইহার প্রতিকার, কর এই বার,
ভালু দিলাম তব করেছে ।

কহে খগমণি, শুন বরজিনী,
গোলোক তোজে ব্রজে এলেন চিত্তামণি,
গোপলীলা খেলা করিতে আপনি,
এ লীলা তাঁহার ব্রকার অগোচর,
ব্রঙ্গ সম্বোধন গাথাতে লিখয়ে ॥

—

পরজ বাহার—কাওয়ালী ।
ফিরে আর কানাই ভাই, চল রে গৃহে যাই ।
তোমা বিনে হৃদপানে চেয়ে নব লক্ষ গাই ॥
তুমি রহিলে এজলে, কি করে যাব গোহুলে,
বল রে জীবন কানাই ।
যশোমতি জিজ্ঞাসিলে, বুঝাব তাঁরে কি বলে।
শ্রীধাম হৃদাম, সবাই এলি, ত্রিভঙ্গ শ্রাম সঙ্গে নাই
মোর্য করে জলপান, আগে তাজেছিলাম প্রাণ,
তুমি দিলে জীবন দান, ঝাঁকা ত্রিভঙ্গ ।
তুমি রহিলে জীবনে, জীবন রাখি কেমনে,
দহিছে অঙ্গ ।

শুনে কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে আজ,
এসেন নাই দাদা বলাই ।
কে আর ফিরাবে ধেমু, কে আর বাজাবে বেণু,
কে আর যুড়াবে তনু, দিয়ে মিষ্ট ফল ।
মুনি রমণীর অঙ্গ কে করাইবে হোজন,
বল রে কৃষ্ণ বল ॥

না পেলো ফিদে,
সেখে সেখে কে খেতে দিবে সদাই ॥
বনফল হ'লে মিষ্ট, খেতে-খেতে দিই উচ্ছিষ্ট,
তাইতে বুঝি রেগে কৃষ্ণ, ডুবিলি হৃদে ।
আমরা রে অবোধ গোয়ালী,
না জেনে তোর লীলা খেলা,
পড়লাম বিষম বিপদে ॥

কহে খগমণি, দমন হলে ফণি,
ফিরে আসিবে কানাই ॥

—

বিনোদ বিনোদ বিনোদ সাজে ।
বিহরে ব্রজমাঝে রে ॥

কত বিনোদিনী, হেরে সে নিছনি
তাজে কুলশীল লাজে রে ॥
নখচন্দ্র হেরে গগনচন্দ্র চমকি লাজে লুকায়ে রে ।

(অমানিশি শলী)

বিনোদ শ্রীপদে বিনোদ নপুর,
দূর হ'তে শুনি ধ্বনি হৃদধর,
কটিতে কিস্কিনী, মণিশ্রেণী জিনি,
রুণু রুণু রবে বাজে রে ॥

পরিধান তাঁর, বিনোদ পীতাম্বর,
বিনোদ পীত ধটী কটি আঁটার,
বিনোদ কঠে ষষ্ঠ, বিনোদ হার,
জড়িত রতন কাজে রে ।

(করেছে বলয়, মণি মুক্তাময়,
কি মেজেছে রাখণ কাজে রে) ॥

বিনোদ বরণ যিনি নবধন,
কোটিচন্দ্র জিনি শোভা চন্দ্রানন,
মর্দঙ্গাঙ্গ চর্চিত্ত অগুরু চন্দন,
নাসায় গজমতি সাজে রে ।

(কর্ণেতে কুণ্ডল, করে বলমল,
আবৃত কুণ্ডল মাঝে রে) ॥

কিবা বিনোদ বিনোদ মোহন চূড়া,
বিনোদ বিনোদ শুভমালা বেড়া,
বিনোদ ভাবেতে, বামেতে টেড়া,
নেহারে চরণ-সরোজে বে ।

(চূড়া ঝাঁকা, তায় ময়ূর পাখা,
কি সেজেছে বন্ধ-রাঞ্জে রে) ॥

বিনোদ অথরে বিনোদ মুরলী,
হরিশ রাগিনী ছয় রাগ তুলি,
একুশ মুচ্ছিনা সপ্ত হরে খুলি,
রাধা রাধা বলি বাজে রে ।

(শ্রামনীরনে, বিজয় শ্রীরামে,
কহে দীন খগরাজে রে) ॥

সিদ্ধ — জলদ্ব ভেঙালা ।

জলে জলে প্রাণ জলে, নীতল যমুনা-ল ।
 হরিদাস, পীতবাস, অপ্রদা কোথ হলে ॥
 অবলা সরলা বাল্য, বুঝতে নারি তব ছলা,
 না জেনে ত্রিভঙ্গকাল্য, হুকুল রাখিলাম কুলে ।
 ননীচোর তব গুণ, প্রকাশ এ ত্রিভুবন,
 গোপনে হরি বসন লুকালে কদম-তলে ॥
 ক্ষমা কর হে কেশব, বিবসনা গোপী সব,
 যাবে কুলের পেরে, লোকে জানিলে ।
 নারী করি বিড়ম্বনা, কি সুখ হবে বলনা,
 ধরে পরেতে গজনা, কেলে মোখা দিলে দিলে ॥
 (ওহে) বারদ-বরণ হরি, গভীর যমুনাবারি,
 নীতে হরি নৈপে মরি, রমণীকুলে ।
 রক্ত তেজ হে ত্রিভঙ্গ, ক্রমে উঠিছে তরঙ্গ,
 ভরেতে কম্পিত হ'ল, আতঙ্ক হ'লো অনিলে ॥
 ভ্রঞ্জে হবে অপবাদ, জাননা কি কালাচাদ,
 বুঝা কেন সাধ বাদ গোপিকা-কুলে ।
 অপমানে প্রাণে মরি, আমরা নারী মইতে নারি,
 দেহ পরিহরি হরি, ডুবে মরিব সলিলে ॥
 কহে দীন খগবর, তীরে গোপীকা উত্তর,
 হৃদয়ে প্রণত কর, দ্বি বাহু তুলে ।
 জলকেলি সমাপন হোলে পাইবে বসন,
 হ'য়োনাকো উচাটনি গোপিনীগণ সকলে ॥

শাবাজ — একতাল্য ।

সই, ঐ নীপমূলে । ত্রিভঙ্গ ঠামে বামে
 হেলে, অধরে মুরলী, উচর বব তুলি,
 ত্রীরাধে জহরাদে, রাধে র.এ বলে ॥
 সপ্ত হুরে যোগ করি, তিন গ্রাম একুশ মুর্ছনা
 আঁত অনুপম, ছয় রাগে বেগে নব ঘন শ্রাম,
 রাগিনী সহিত লয়ে তালে তালে ॥
 এ রবে কি রবে বরজিনী সবে, কেশবের
 আলা কে সবে কেসবে, যায় যাকু
 কুল শীল যাবে যাবে, হেরিখ মাধবে
 জল ছলা ছলে ॥

কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি নয়নে,
 আর আঁধি সব, কিরাতে পারি নে,
 হৃদি-মাকে শ্রাম পসিল গোপনে, অন্তর বাহির,

তিমির নাশিলে । করি অনুরাগ, দীন খগ কর,
 কষ্ট-নষ্ট-কারী কৃষ্ণ দয়াময় ।
 সর্মত্তে তহার আবির্ভাব হয়,
 ভূতলে কি জলে অনলে অনিলে ॥

মিশ্র হুট — কাওয়ালী ।

সই, হের নব-জলধর-বরণে ।
 কাট-তটে পীতাম্বর কিবা শোভাকর
 মনোহর মুরহর বংশীবদনে ॥
 চরণ অরুণ কর, নখরেতে নিশাকর,
 মনোহর শোভাকর জাহ্ন করি-কর জিনে,
 চূড়া টোরা মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার,
 পকু বিশ্ব গুষ্ঠাধর, হৃদাঙ্করে বচনে ॥
 শ্রীমন্দের কুচার পুতনা নিধন কর, ননিচোর
 কুন্দা বিপিনে, নট শঠ নাগর ব্রজবধূ
 মনচোর মুরশর নয়ন সন্ধান ॥
 ভণে দীন খগবর, সযতনে ধ্যানে ধর,
 শ্রামল হৃদয় ধনে ।
 যাযে যদি ভব পার, ভাব ভবকর্ণ-ধার,
 রে মৃত মন আমার, হৃদি-পদ্মাসনে ॥

দেশ-যৎ ।

হের হের নব জলধর-কায় । (ঐ সই)
 ধরাতে ধরেনা রূপ, নয়নে কি ধরা ধায় ॥ (যুগল)
 জিনি রক্ত কোকনদ, শোভিত তাঁর ত্রীপদ,
 পদোপরে দিয়ে পদ, দাঁড়ায় কদমতলায় ।
 পাইলে যুগলপদ,
 ভবেরে ভারি গোপদ, তুচ্ছ হয় ব্রহ্মপদ,
 ও ত্রীপদ ধোবা পায় ॥
 রস্তা তরু উরু ছুটি, কেশরী জিনিয় কটি,
 পরিপাটি পীতধটা, আঁট মাঁটি ঝাঝা জায় ।
 কক্ষতে পাচনী লাঠি, বক্ষ লেপা গোপীমাটি,
 বেরিয়ে সে ভঙ্গি দিটি, কোটাচন্দ্র লাঞ্জে ধায় ॥
 দিনকর জিনি কর, নখরেতে নিশাকর,
 কণ্ঠে লুঠে মণিহার, নাসা তিল ফুল প্রায় ।
 পকু বিশ্ব গুষ্ঠাধর, অধরে মুরলীধর,
 সপ্ত হুরে নিরন্তর, রাধা রাধা গুণ গায় ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, শিরে চুড়া টেঁড়া বামে,
বিহরই ব্রজধামে, বাধাপ্রেমে শ্রামরায় ।
খগ অনুরাগ ক্রমে, হৃদয় নিকুঞ্জ ধামে,
গাইকে রাধি শ্রামের বামে, অস্ত্রমে দেখিতে চায় ॥

ইমন-বিশিষ্ট—কাওয়ালী ।

ভব-পার কর্ণধার, তুমি ত আপনি ॥
যমুনায় কাণ্ডারী, হরি হই.য় ক্লেপণী ॥
এ যমুনা হৃদ নদী পার কর ভব জলধি
তুমি অনাপির আদি, পুরাণেতে শুনি ।
অবলা গোপের নারী তহে হরি জীর্ণ তরী
তরঙ্গের আতঙ্কে মরি, রক্ষ চক্রেপাণি ॥
(এদায়ে) প'ড়ে এই ভব-নীরে
যে ডাকে প্রভু তোমারে;
ভবপারে দাও তাঁরে চরণ-তরলী । (যুগল)
যমুনায় দেখে তরঙ্গ কাঁপিছে গোপিনী অঙ্গ,
রূপা কর হে ত্রিভঙ্গ, কহে খগমণি ॥

বিভাগ—কাওয়ালী ।

কৈ বনবানী, এ যে কালী, (বনে) ।
রাধে সখে, শ্রামাপদে, দি.য় পুষ্পাঞ্জলি ॥
তরুণ অরুণ যেন, ত্রীপদ শোভাকর,
চরণ-সরোজে সজে যবিময় নপুর,
অনুমানি ত্রিনয়নীর পদতলে শঙ্কর,
ত্রীঅঙ্গ দি'ছে ঢালি ।
কৌণ কটি তাহে আঁটি, নর কর কিঙ্কিনী,
শবাসনা, বিবদনা, নবধন-বরণী,
চতুর্ভুজ দরুজ নির্মূলকারিণী,
শিবরাণী নৃপওয়ালী ॥
করে অসি মুক্তকলী, অটহাসি বদনে,
মনোলোভা কিবা শোভা, জিহ্বা চাপি দশনে,
আসব পাঁনেতে মত্ত দৈত্য রক্ত মর্দনে,
বিধ্বালী বিশালী ।
সাক্ষী সতী ত্রীমতী পদসেবা করে,
জনম সফল হ'ল শ্রামা মায়েরে হেরে,
কুটীলা ত্যজিয়া ছলা, পূজ শ্রামা-মায়েরে,
অগতি খগপতির গতি গো করালী ॥

মনোহর গাহী—একতাল ।
নবীন নবীনে, নব কুঞ্জবনে,
নব দীপা করে বিপিনে ।
নব নব বাল্য, নবীন হিন্দোলা,
নব ফুলে সাজায় যতনে ॥
নবীন নীরদে, বামে নব রাধে,
মনসাধে খুলায় খুলনে ।
নব নব বন, নবীন গহন,
নব শাখা দোলে পবনে ॥
নব নব পিক, সরোবরে বক,
ডাংক ডাংকো গগনে ।
নব নব শাবী, ময়ূর মধু
নাচে পৃচ্ছ ধর স্বগণে ॥
নুরি কাকাতুয়া, মনিয়া পাপিয়া,
মোহিত করিছে হুতনে ।
নবীন আহীরা, করে করে ধরি,
নাচে ঘুরি ফিরি কাননে ।
নব অলঙ্কার, নব কুলহার,
নবাস চর্চিত চন্দনে ॥
ত্রীপদ পঙ্কজ, হেরি অলিরাঙ্গ,
মধু ভ্রমে বসে চরণে ।
পেলে পদহুধা, দূরে যাবে কুধা,
তরিবে সে ভব-বন্ধনে ।
সদা বাধা করি, যুগল রূপ হেরি,
শয়নে স্বপনে মননে ॥
হরি নাম বিনা, গোপিকা রসনা,
অঙ্ক নাম না শুনে শ্রবণে ।
সদা এ দ্বিকর, কিশোরী কিশোর,
খাক রে যুগল সেবনে ।
দীন খগপতি, করয়ে প্রণতি,
ত্রীমতী ত্রীপতি চরণে ॥

গোড় মল্লার—কাওয়ালী ।

ঝুলে ঝুলে যুগল পর, শ্রামল যুগল,
যুগল কিশোর কিশোরী । হো,
(ঝুলে ঝুলে ঝুলনি ঝুলে)
বহেত পবন স্বন, গরজেত নবধন,
চমকেত বিজয়, বেরি বেরি ।

বোলে মওরা মরি, হুরী শুকশারী,
মানিয়া, পাপিয়া, বাক্কারি ॥ হো,
লিয়ে বহু ফুলহার, কৈ করত সিংহার,
কৈ নাচে, সখি দিচে, দিয়ে করতালি ।
কৈ কৈ হরদম, আলাপে রাগ লয় সম,
বরখত কম্ কম্ কম্ বারি ॥ হো,
কৈ লিয়ে তম্বুর, কৈ সখি লিয়ে দারা,
বাজাওয়ে সপ্তহুরা, গাওয়াত গৌরী ।
কৈ লাগাওয়ে কেদার সোহানী হুর বাহার,
কৈ খেলে, কৈ খুলে, খেরা রাখে প্যারী ॥ হো,
খেরি ঝাঁকে ত্রিভঙ্গ,
করহি ঢং রং কৈ বাজারে মৃদং, তেহাই বিস্তারি ।
পঙ্কি ধায়ে মন হর, শ্রীরাধে শ্রীদামোদর,
রে মন কর স্মরণ চরণ দৌহারি ॥ হো ।

মিশ্র বাহার—খাপতাল ।

হোলি খেলে, লয়ে তালে, মিলে ব্রজ গোপিনী ।
মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে, কেড়ান ধা ধা, নি নি নি ॥
লালে লাল বন্দাবন, লাল পশু পক্ষীগণ,
লাল যমুনা-জীবন, লালে লাল রাখাগণি ॥
কেহ গাইছে সঙ্গীত, কেহ বা করিছে নৃত্য,
অনুরাগেতে নিয়ত, আলাপে রাগ রাগিনী ॥
ঠমকে গমকে চলে, কেহ নাচে তালে তালে,
ধরাধরী গলে গলে, হেলে দোলে কিকিণী ॥
ভেটে কেটে কা কা কা, হেরে গেল রাখালরাজা,
রাই রাজার জয় বাজা বাজা,
তাক্ তাক্ সিন বিনোদিনী ॥
খগ কহে গোপিকারা, হুর বেঁধে সপ্তহুরা,
কেহ বাজায় সেতারা, ডাড়ে ডারা, গং হুনি ॥

মিশ্র সিদ্ধু ঝাঝ—খাপতাল ।

খেলেত ফণ্ডা, কঙর কানাইয়া,
ধাক্কেটে তাক্ ধুম্ কেটে তাক্ বাজে মৃদং ।
ডঙ বং লাই, নাচে ব্রজ মাই,
ওড়েত তেহাই, তবড়তং ॥
বীণা তম্বুরা, দারা সপ্তহুর,
টিকারা মন্দিরা, হুর জম্ জম্ ।

মাধেলা, তবুলা, সারঙ্গি বেহালা,
কৈ ব্রজবালা, লিয়ে মোরচং ॥
সপ্তহুর তে চুনা, একুশ মুর্ছনা,
আলাপি অঙ্গনা, গায় অহং ।
ষড়রাগে যোগে, গায় অনুরাগে,
সোহাগে, বেহাগ গোড় সারং ॥
কণ্ণ কণ্ণ বুলি, বাজেত পায়েলি,
রঙ্গিনি ছবিলি হুরঙ্গে রং ।
কেদার, মল্লার, বসন্ত বাহার,
করেত বাক্কারি বিবিধ ঢং ॥
গোলাপ আবেরি, মারি পিচকারী,
ভিসায় সারি, কুঞ্জ পালং ।
কহে পঙ্কিবর, মন ধ্যানে ধর,
শ্রামল হৃন্দর ঝাঁকে ত্রিভং ॥

সিদ্ধু কাকি—ঘং ।

কাহে রঙ্গ ডার, হো ত্রিভঙ্গ মুরারি ।
সস্তার সস্তার, হো ঝাঁকে শ্রামর,
মং মার পিচকারী, ঝাশ্ শুনেগি,
ননদৌ লড়েগি, মোরে সঁইয়া,
দেগগি মুখে গারি ॥ (মুরারি)
ছোড় ছোড় বাট, ধানেবে যমুনা-ওট,
রে খিট লানেদে বারি, রঙ্গিলা ছবিলি,
রে নন্দ ভুলালা, ছোড়দে বঁইয়া হামারি ॥
(মুরারি) তু কেয়া জান লালা,
ফণ্ডা কে নিলা, হো হো গোয়লা গিরধারী,
বন বন টোড়ত, গোয়া চরাওত,
তু কেয়া জানত খেলেন হোরি ॥ (মুরারি)
কহে পঙ্কিবর, মন জাতয়ে মোর,
যুগল চরণ তুহারি, হো হো ত্রিভঙ্গ ভেড়া,
রহোজি জেরেসে খাড়া, ময়ূর মকুট বেড়া,
ঝাঁকে বেহারী ॥ (মুরারি)

পরজ বাহার—ঘং ।

এসে ফাঙন কে দিন, আই সজনী ।
পূর্ণমাসী শশী, ভঁই উজারা চাঁদনী ॥
বলে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে বন,
গায়ে সব সখী জন, বাহার সোহানী ॥

লালে লাল যমুনা তীর, ওড়ে কুকুম আবির,
জাবট বীর সমীর, লাল ব্রজ ভামিনী ॥
লালে লাল কুঞ্জবন, লাল রত্নসিংহাসন,
লাল মদনমোহন, লাল রাধেরাগী ॥
লাল তাল তমাল, পশু পঙ্খি লালে লাল,
কহে হাস পঙ্খিলাল, লাল গোপ গোপিনী ॥

মিশ্র টোড়ী—কাওরালী ।

সাঁচি কহ মন মোহন মুনে,
কাঁহা নিশি গোঁয়াই ।
(হো) ভোর ভয়েসা, চিড়িয়া বোলে,
আব্ কে তুনে আয়ি ॥
(হো) চপল নয়না, মদন মোহনা,
অরুণ বরণ কাহে ভয়ে ।
(হো) হো, নট নাগর, কোন সতিনী ভোর
মনকো লোভাই ॥
(হো) কহা হো অলকারুত, আব দেখা নথ দ্রুত,
তাম্বুল রাগ সোহাগ কে হো,
ডিট লম্পট শর্ট, কুঞ্জে সে হট হট,
রাখে রাগীকে হুকুম ভাই ॥
(হো) যিনে নিয়ে নিশি জাগো, ওড়পে হুঁহা হো
ভাগো, ভোর রাগ সোহাগ,
কো শুনেগা হো ভোরে চতুর আয়ি,
মিঠি ঝুট বাতাই, না শুনেগা ব্রজমায়ী, কাঁধাই
(হো) হুংথ দেয়ি ভগুমে আয়ি,
রে কপট চতুরায়ি, হাম্ সবে বিসরহি,
নিশি গোঁয়াই হে ।
বিরহে কহে খগদাস, নিকট রহ পীতবাস,
কৃপা কর পরকাশ, চরণ ধোই ॥

গোড় মল্লার—রাঁপতাল ।

বেজানা বেজানা বংশী ভূমি, ঘন ঘন বিপিনে ।
নিয়েছ নিয়েছ কুলমাল,
পূন প্রাণ নাশিবে করেছ মনে ॥
গুরুজন মাতে থাকি, গৃহকাজে,
সেই সময়তে বংশী বাজে, ছি ছি মরি লাজে,
একি ভোর সাজে, কোন বাজে মন রাখিনে ।

সতত ব্যথিত বনে ধার মন,
থাকি অনশনে করিয়ে শয়ন,
দাবদাওয়া বন হরিণী যেমন, তাজে সে ভীবন,
পশিয়ে ভীবনে ॥

অসার বংশেতে জম তোর বংশ,
মম কোপে ধ্বংস হবে তোর বংশ,
কখন জানিনা হুংথের অংশ,
স্বাধীনে, নবীনে গোপিনীগণে ।
বংশী হর কুর, শুনি হুংথমাখা, নিশিতে,
বনেতে ধায়রে গোপিকা, কৃষ্ণ মন রাখা,
তোষামোদে নেকা, কচি ঝোকার মত,
দেয়ালি করিস নে ॥

অসার কুলাঙ্গার তোমার বহ ছিড,
কৃষ্ণের মুখে থেকে হয়েছিস্ রুদ্র, বড় রে অভদ্র,
শাল হ'তে ক্ষুদ্র তব বাম খাস অরুণ্যে ।
তব বম ডোম, ঘুচায় সব ভ্রুকুটী,
চালনৌ ধুচনৌ করে কাটি ছাটি,
আমরা হ'লাম মাটি বনে হাঁটি হাঁটি,,
ধরি চরণ দুটি, জালাসনে জালাসনে ॥
(তোর) স্বপনে কখন হুংথের বেদনা জানে না হে,
ব্রজনারী, রে বাঁশরী ভূমি হয়ে অরি,
করিলে বনচারী, বনে বনে ফিরি,
ওরে বাঁশরী হরি মুখায়ত কর রে পান,
তবু না ছ'ড রে হুটিল জ্ঞান,
কহে খগবর, রাধায় পরিবর,
কৃষ্ণ নাম কর, হুংথের হুতানে ॥

বিহঙ্গম—একতাল ।

কেন এলে এ বনে । (গোপীগণে)
তোমরা কুলনারী, কুল পরিহারি,
ঝোর বিভাবরী না জেনে না শুনে ॥
(এলে এ বনে) হিংস্র পশু সব অতি ভয়ঙ্কর
নদ নদী আদি তাহে জলচর,
খালে ফিলে স্থলে কুশাকুর বিস্তর,
পাছে বাজে চরণে ।
না জেনে নিগম, করিলে আগম,
কিসেতে রাখিবে কুলের সন্তান,

অখলা অবলার এই কি ধরম,
নাহি শম দম, প্রেম ভ্রম টানে ॥
কুলের কুলবতী, ভোমরা সব সতী,
একা ফেলে গৃহে এলে প্রাণপতি,
হইবে অখ্যাতি, বাবে জাতি পতি,
এমন কুরীতি কেনে ।
যাও যাও যাও গৃহেতে ফিরি,
রাখ রাখ রাখ বচন আমারি,
ক্রমে ক্রমে হয় বোর বিভাবরী,
ত্ৰীহরি কর এক্ষণে ॥
করিয়ে মিনতি খগপতি কয়,
বাঁশীতে উদাসী হয় গোপীচয়,
সে রবে যমুনা উজানে বয়, মুক্ত পশু পক্ষিগণে ।
যে শুনেছে বাঁশীর মধুর তান,
সে কি ভয় করু করে কুল মান,
কন্দর্পে মোহিত করে তার প্রাণ,
শুন ভগবান নিবেদি চরণে ॥

শিল্পী বাবাজ—পোস্ত ।

বাঁশীর গানে এনে বনে,
এখন কেন হও কেন হও যে নিদ্রয়
দয়াময় জগতে কয়, সেই দয়ার কি এই পরিচয়,
তাজি কুল লীল লাজ, গৃহকার্য সমুদয়,
নিশিতে কাননে পশি, কালশশী করিনে ভয় ।
তব লাগি বহুগাজ, তাজিয়ে গৃহ ঐশ্বর্য,
বন কর্ত করি সহ এ কার্য উচিত নয় ।
শয্যা হইতে গোপিকা, পতিরে ফেলিয়ে একা,
পাব ব'লে তব বোঝা, এসেছি হে প্রেমময় ।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী, অশনি প্রায় কর্ণে শুনি,
রাখিতে পাপ পরাণী তিল মাত্র ইচ্ছা নাই ॥
শরচ্চন্দ্রে কৃকচন্দ্রে এসেছেন গোপিকাচয়
কয় খগপতি গোপীর প্রতি ত্রীপতি হে হও সদয়

বাবাজ—একতাল ।

মন প্রাণ দিয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে
হরি হরি বল বদনে ।
এ কলি কলুব, হইবে নাশ,
মধুর মধুর তানে ॥

বল উঠেঃস্বরে, যতন ক'রে
কেশব মাধব যাদব ত্রীহরে,
ত্রীপতি ত্রীধর ত্রীকৃষ্ণ কংসারে,
ডাক ত্রীনন্দ-নন্দনে ॥
যেই নাম লাগি, সদাশিব যোগী,
সর্বস্ব ত্যাগী হলেন বরগী,
নামে অনুরাগী, জটধারী যোগী,
হরি হরি শুনগানে ॥
হরি নাম ব্রহ্মচারী যুগে বলে,
নাম বলে জলে ভেসেছিল শিলে,
পিতা পুত্রে ডাকি নারায়ণ ব'লে,
গেল সে কৈবল্য ভবনে ॥
গজরাজ হ'য়ে বিপদে পতন,
উচ্চে ডাকে রক্ষ ত্রীমধুসূদন,
কহে খগে, বেগে চক্রে সুদর্শন,
হুটে নষ্ট করে প্রাণে ॥

ত্রিবিটি বাবাজ আড়ম্বলমটা ।

হেলায় হায় যায় বয়ে কাল ।
মন খুলে, ডাক ববম্ব ব'লে, বাজাইয়ে গাল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়া বশে, প্রগণ্ডে প্রকাণ্ড রসে,
যুবাতে যুবতী বশে, বার্ককো বেহাল ॥
সংসারে হ'য়ে স্বাভূত, ভুলেছরে নিত্য তত্ত্ব,
ভজ শিব নিত্য নিত্য ল'য়ে যপমাল ॥
অধৈর্য্য জীব ধর বৈধ্য তাজ ঐশ্বর্য্য মাংসর্ঘ্য
পাইবে রে সুধরাজ্য, কাট মায়াজাল ॥
করিলে হে দৃঢ়ভক্তি, শক্তি-পতি গিবেন মুক্তি
শিব-তত্ত্বে এই মুক্তি, কহে খগপাল ॥

মিঃ সিদ্ধু—পোস্ত ।

কাটালি কাল, হ'য়ে নাকাল, ভাবিলি না সেকাল
(জীব) দেখরে ভেবে, হৃদিন হবে,
আজ মোলে ভুই কা'ল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়ায় মাতি, যুবা কালতে যুবতি
বার্ককো হ'লে হীন শক্তি, হবে কালাকাল ।
কুখা কাছে কাল কাটে, মলি ভুজের বেগার খেটে,
জিহ্বা হাতজিটে, শুপচে রে ত্রিকাল ॥

লেগেছে কি কালের দিশে,
কাঁধ হারালি কালের বশে,
মহাকাল হাসেন বসে, পেতে কালজাল ॥
ফুলেতে কালি দিও না, (মল্লজ)
কাল যায় তোর নাই চেতনা,
কাল দমনে ভাবনা, কহে খগপাল ॥

• মূলভান—একতাল।

বার ত্রুত কর, বুঝা ঘুরে মর,
হর হর মুখে বল না।
লয়ে গঙ্গাজল পাত্র মিশায় ত্রিপত্র,
তিনেত্রের শিরেতে ঢাল না ॥
জান নারে মন, শিরেরে শমন,
কেন রে দমন কর না।
তাজিয়ে ভাস্ত, বল গৌরীকান্ত,
এ দিনতো একান্ত রবে না ॥
হারে জপে নিরবধি, ইন্দ্রচন্দ্রবিধি,
হেন নিধি পেয়ে ছেড়না।
তারে যতনে আরাধ্য, করি গালবাধ্য,
মায়াজালে বদ্ধ হও না ॥
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা,
কুতস্ত্রী কুমত্ৰী ছয় জনা।
তারে করে তাজ্য, শাস নিজ রাজ্য,
ঐশ্বর্য পাইয়ে ভুলনা ॥
কহে খগপতি কর রে হুমতি,
পশুপতি বলে ডাকনা।
তিনি অগতির গতি, পার্শ্বতীর পতি,
হারে প্রজাপতি, ধ্যানে পায় না ॥

মিশ্র বিষ্ণুটি—কণ্ডালি।

ভবব্যাদির মহৌষধি বাবা বৈদ্যনাথ।
অমুপান, গুণগান, নিদানবিহিত মত ॥
বার থাকে কর্তব্য ভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব রোগ,
হলে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ॥
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র,
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ॥
ওহে প্রভু কৃতিবাস, কাঁড়খণ্ডে তব বাস,
পূরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বভাত ॥

তুমি ধনুস্তরি বৈদ্য, তব হৃদিত ঐশ্বর্য,
তুংহি জগত-আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥

বিহঙ্গড়া—কাওরালি।

গিরিবর, যাও হর উষনে।
স্বপনে হেরেছি সে উমাধনে ॥
কি করি কি করি গিরি, কেমনে বৈধব্য ধরি,
বিনে প্রাণের কুমারী, বাঁচিলে আর পরাণে ॥
হে গিরি রাজন, তুমি ত পাষণ,
পাষণেতে তব হিয়া করেছ বন্ধন,
ভাস্কড়ে কস্তা সঁপিলে বলে কুলীন,
কৃতিবাসের নাহি বাস, সদা ফেরে শ্মশানে ॥
ধুতুরা করে ব্যবহার, অম্বর নাই দিগম্বর,
উমায় পরায় বাসাম্বর, স্তনে বাঁচিলে,
পার্বতীর অঙ্গে বিভূতি, প্রসূতি সহে কেমনে ॥
সদাশিব চাপিয়ে কৃষতপরে,
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে,
যোগে যাগে দিন হরে, সে পঞ্চাননে,
এক গ্রাসে উপবাসে কীদাসী ভেবে কীণে ॥
বৎসরাবধি হ'ল আসি, না হেরে সে মুখশলী,
চাতকিনী প্রায় বসি, উল্লস বদনে।
অচল হ'য়ে সচল, আন উমা জীবনে ॥
খগপতি করে স্তুতি যোড়কর করি,
এই বেশে কেলাসে যাও ওহে গিরি,
অবিলম্বে জগদম্বা, আন স্বগণে;
হরগৌরী একাসনে হেরিব আজ নয়নে ॥

মিশ্র বিহঙ্গরা—কাওরালী।

গো মেনকা! অশ্বিকার হের আসিয়ে।

একবার নয়ন প্রকাশিয়ে,
গগনের শলী আসি উদয় ওবালায়ে ॥
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, যড়ালন গগপতি,
এসেছেন পশুপতি, বুঝে চাপিয়ে;
গা তোল, মহলা এল, লহ লহ সস্তাষিয়ে ॥
নিকলক করে চন্দ্র, চন্দ্রমুখ নিম্নে চন্দ্র,
পদনখে দশ চন্দ্র আছে লুকায়;
তালে চন্দ্র চন্দ্রানলার, চাঁদের হাটে সঙ্গে লয়ে ॥
এই ভব কস্তা উমা, জগতে নাই ইহা সমা,

কিসেতে দিব উপমা, উমারে ল'য়ে ;
এ অভয়া, মহামায়া, আছে মায়া বিস্তারিয়ে ॥
হয়জায়া অনপূর্ণা, ধরা কর অনপূর্ণা,
ভুমি ধাতা, গিরি-কন্ডা, নহ সামান্য মেয়ে ;
অস্ত্রিমে খণ অধমে, দেহি মে চরণ অভয়ে ॥

শিখ মলভাষ—ধেমট ।।

গো সেনকা, শোণ তোর অধিকার হুগতি ।
গাঁজা টেনে, শ্রাশানে যায় পশুপতি ;
মাঠে বাটে বেড়ায় চুটে কার্তিক গণেশ দুই নাতি
শৈশব হ'তে যদি শিক্ষাতে হুটীরে,
বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ করে ;
অনার্যসে দুইটিতে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে,
হ'ত হাইকোটের বিচারপতি ॥
যত হট্টের সঙ্গে থেকে লিখেছে হট্টতা,
কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা,
কলা বৃক্ষ বার সঙ্গতি ॥
(দেখ) সংসর্গ ঘোষেতে তোর দশভুজা,
চণ্ডালেয় গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা,
ভোলা মহেশ্বর দিন রাত টানে গাঁজা,
সঙ্গে সব আবাহনের সঙ্গতি ॥
কহে দীন খণ বিকর যুড়ে,
ইন্দুরে, ময়ূরে, হুটি শিশু চ'ড়ে,
মাজারী সিংহ, বুড়োর বুড়ো এ ডে,
কে দিবে ষোড়া হাতী ॥

শিখ হামকেনী—কাওরালী ।

নবমী নিশি পোহাল, কি করি কি করি বল ।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখে না বিজয়া এলো ॥
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে হুঃখপশরা, আহারে বল ;
নবমী নিশি প্রভাত একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'রে চমকিত, মত শিরেতে রহিল ॥
(ওহে গিরি) বাণী শুনি যজ্ঞাঘাত,
করি শিরে করাঘাত,
কেস রে হলি প্রভাত, নবমী বল ;
পূজ শোকে জীর্ণ জয়, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,

হই যদি তারা হারা জীবনে কি ফল বল ॥
ও গো গিরিপূরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশির, করা কি ভাল ;
পুরবাসী করে ধরে, বুঝাও-গিয়ে মহেশ্বরে,
উমা যাবেন দুদিন পরে, আচ্ছা দেহ মহাকাল ॥
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
মা প্রকাশি নিজমায়া হ'লেন চঞ্চল ।
কহে দীন খণপতি, হুঃখিতা তব প্রসুতি,
মায়ে ভুল না পার্কীতি, ভাঞ্জন মা হিমাচল ॥

ভৈরবী—কাওরালী ।

কি দিবে গো শিবে, তব কি আছে বৈভব ।
সবে ধন ত্রীচরণ লয়েছেন শিব ॥
অশ্রু ধনের প্রয়াসী, নহি গো মা মুক্তকেন্দী,
ত্রীচরণ ধন ভালবাসি, কোথায় বা পাব ॥
আশায় ভুলে তোমার, এলাম আশী লক্ষ বার,
না হ'ল আশার স্রশার, আর কারে জানাব ॥
বক্ষ্য প্রসব বেদনা, কোন ক্রমে জানে না,
গভাব্যভের যে যাতনা, কারে বুঝাব ॥
তপি জপি ঋষি যোগী, তারা নয় মা ভুক্তভোগী,
খণে ভব-রোগে ভোগে মুক্তি অভাব ॥

কেদারা—জিমে ভেতালী ।

কাজে মজে দিন গেল ।
সে কাজের কি হল বল,
বুঝা কাজে করে ভ'জে আছ ম'জে রে বাতুল !
সেখানে কি ব'লে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি,
কি হুখেতে কাল কাটালি,
কালব্যাজ নাই কালকাল ॥

ভাজে পরমার্থ তত্ত্ব, কর রে পর-দাসত্ব,
কি হবে অনিত্য বিস্ত, সে তত্ত্ব বার নাই সম্বল ॥
জ্ঞাতি গোত্র দারা হৃত, তারা যদি সঙ্গে যেত,
বাঁচিত তোমার বাঁচাত হ'ল কত হুখ-মূল ॥
কহে দীন খণ-রাজ, কর রে সাত্ত্বিক কাজ,
ক'র না আর কালব্যাজ, ভাব সে সর্বমঙ্গল ॥

আলো—জলদ ভেতালী ।

নাথ্যাতীত তত্ত্ব দ্বিগুণ ।
হবার নয়ন অশাখ সাধন,

সে বিভূ অবাক্ত, জগত ব্যাপ্ত,
এই দীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন ॥
কোথায় আছেন তিনি, কে কহিতে পারে,
ভূধরে সাগরে কিবা মহীপরে,
আকাশে পাতালে সপ্ত তলাতলে,
কোথা গেলে মেলে, নাহি নিদর্শন ॥
যন্ত্রে তন্ত্রে শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গশ পুরাণে,
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রামায়ণে,
চণ্ডী কালীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে,
চৈতন্যমঙ্গলে আছে কি সেই জন ॥
রামাত নিমাত আর ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী,
কর্ত্তাভজা নেড়া নেড়ী পুরি গিরি,
বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি,
ফকিরী জপী তপী ঋষি, অনশনে বসি,
সেই গুণরাশির পায় না দরশন ॥
নিদেহ নিগূহ নাহি পদপাণি,
সৰ্বস্বাস্থ্য আছেন আত্মারাম তিনি,
ক্ষিত্যপতেজ আদি এই পক্ষে আনি,
কহে খগমণি, করেন মহাপ্রাণী আপনি সৃজন ॥

মিশ্র বাহার—একতাল ।

দেহ গেছে পঞ্চভূত । (আছে স্থিত)
জানহ নিশ্চিত, কেন নশ্বর দেহেতে অহংকার এত ॥
জান ত এ দেহ মর্শ্ব, অপ বায়ু তেজে জন্ম,
অস্থি মেধ চৰ্ম্ম । (দেহধর্ম) কুহুত দেহ-ক্ষেত্র,
মল মূত্র পাত্র মিত্র, আছেই পূর্ণিত ॥
শ্রোত্র বিজ্ঞ বুদ্ধিমান, বিন্যাবান ধনবান,
কর অভিমান, (করি বহু দান)
কিমাণ্ডর্য এ মাৎসর্য,
ক্রমে ঐর্ষ্য রাজা বর্ধ্য হবে হত ॥
তুমি কার, কে তোমার, কর না হে এ বিচার,
এ সংসার সং সাজা সার ;
কলত্র জ্ঞাতি গোত্র, পিতা পুত্র লবে নাকা তত্ত্ব,

মহুজ্ঞের কার্য ধরি, অজ্ঞানে দিবা শরীরী,
আহ আমরি, (তাঁরে পাশরি)
আমি কারে কব হায়, গুটি শোকার প্রায়,
আপন লালে জালে আপনি হও হত ॥
নশ্বর হে এ দেহটা, তাঁর ভিতরে ভূত পাঁচটা,
মরি কি নেটা (দ্বার নটা)
চূর্জন ছটা বড় ডানপিটা,
মণিকোটীর ভিতর প্রবেশ নিরত ॥
ভাঙ্গা স্বরে দিয়ে খুঁচি, ইচ্ছা কর অধিক বাঁচি,
এই আঁচাআঁচি, (অভিরুচি)
গোড়া ঢিলে, পড়ছে হেলে,
বলে লাঠি ধরে ঠেলে রাখিবে কত ॥
এই দেখে এই নাই, নিখাসে বিবাস নাই,
বেদের বাজি ভাই, (সব দেখতে পাই)
প্রতি পলে ঘেঁটা টলে,
পাপ বোকা মহামায়া কেন রে এত ॥
উন্নত সুবা বয়সে ঘুটে ওপাড়ে গোবর হাসে,
বলিনা ত্রাসে, (পাছে লোবে)
একটা যাচ্ছে, চ'খে দেখছে,
তখন হাসছে খেলছে নাচছে উন্নতের মত ॥
ব্যবসায়ী তেজা রাজা, দাস দাসী কৃষি প্রজা,
বয় ভূতের বোকা, (হয়ে সোজা)
এ জগৎ সব, সব অমিত্য,
সত্য পদার্থ বিভূ উৎসত ॥
ভূতে দেয় ভূতের মত,
যেন কান দেখায় কানারে পথ,
এইরূপ প্রায় জগৎ, (বাধি গৎ)
চালনি ভদ্র হুঁচে ছিন্ন, হ'তে চার রুদ্র,
ধর্ম কর্ণে রত ॥
পুরুষে ভূত, পরী শ্রেণিনী যে জীবেরা অধম প্রাণী
যেই অভিমানী, (শিরোমণি)
কহে খগ-রাজা, যত্নে করে সোজা,
শ্রীকৃষ্ণ ওঝা, খেড়ে নামামৃত ॥

রসিক চন্দ্র রায় ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত (ভদ্রেখরের পশ্চিম) পালাড়া গ্রামে ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রসিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পালাড়া গ্রাম ইহাঁর মাতুলালয়; এই মাতুলারেই ইনি শৈশবে প্রতিপালিত হন। হরিপালের প্রসিদ্ধ রায়বংশ তাঁহার পিতৃকুল। ইহাঁর রায়-উপাধিদারী কায়স্থ। রসিকচন্দ্রের পিতার নাম—রামকমল রায়। রামকমল মাতামহের কিছু বিষয়সম্পত্তি পাইয়া হরিপাত হইতে ঐরামপুরের সরিকট বড়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই সময় রসিকচন্দ্রও পিতার তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালে রসিকচন্দ্রের লেখাপড়ার প্রগাঢ় অনুরাগি ছিল। দশ বৎসর মাত্র বয়সের সময় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

পাঁচালীকারগণের মধ্যে এক দাশরথি রায়ের পরেই ইহাঁর আসন বিদ্বিষ্ট করা হইতে পারে। ইনিও একাদশ খণ্ড পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী বাডীত “হরিভক্তি-চঞ্জিকা” “কৃষ্ণ-প্রেমাসুহৃৎ” প্রভৃতি কয়েকখানি পদ্যময় গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। অনেক কবি, যাত্রা, কীর্তন, ভজ্ঞা ও বাউল সম্প্রদায়ের গানও ইনি বাঁধিয়া দিতেন। ইহাঁর আঠার বৎসর বয়সের রচিত “জীবন-ভাষা” নামক পদ্যময় অধ্যায়িকাখানি অঙ্গুলি দোবে ছুট হেতুবাৎসে, গবর্ণমেণ্টে উহার প্রচার বন্ধ করিয়া নেন। রসিকচন্দ্রের বাড়ীর সরিকটে এক সুন্দর গুল্মোদ্যান আছে। অবসরকাল এই উদ্যানে তিনি অভিবাহিত করিতেন। শেষ বয়সে মাইকেলের অসিত্রাঙ্কর ছন্দের অনুকরণে তিনি একখানি সুন্দর কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ মাত্র সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতসন্ধান” পত্রে প্রকাশিত হয়। মধ্যে মধ্যে দাশরথি রায়ও এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তথায় উভয় কবির মধ্যে বিলক্ষণ রসালোপ চলিত। ১৩০০ সালে ৭০ বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

ভৈরী—ঠেকা।

আছেন একজন, কন্ঠের কারণ,
হাঁহার আদেশে ভ্রমে সুধাংশু তপন।
একমাত্র অধিত্য, ত্রিঅগতের আরাধী,
জ্যোতির্ময় পূজনীয় পুরুষ রতন।
তিনি ব্যাপ্ত জলে স্থলে, বেদে নির্বিকার বলে,
কল্পানিধান বিভু নিত্যনিরঞ্জন ॥

মরায়—আড়াঠেকা।

ভাব মন তাঁরে ।
এ ভব অলবিজলে, যে জন তারে ॥
হয়ে মায়া নিরাগত, স্বপন দেখিছি কত,
কায় অস্ত্র অবিরত, ভাব এ সংসারে ।
কায় হৃত কায় দারা, কেহ কারো নহে তারা,
মুদিলে নয়ন তারা তারা কোথায়,
অসময়ে কেবা বন্ধু ? বন্ধু সেই বীনবন্ধু,
নাম বার কৃপাসিদ্ধ, জীব তরিরারে ?

বেহাগ—ঠেকা।

এই যে অনিত্য সংসার, নাহি কিছুমাত্র সার।
এ সংসারে সারমাত্র এক সারাৎসার।
তিনি পরমাত্মা হন, তিনি পরমাত্মা নন,
সকলেতে হিঁত রন, অন্ত কে জানে তাঁহার ?

আলাইয়া—একতাল।

মিছে দিন গেল বয়ে ;
কেবল ম'লেম ভুতের বোকা ব'য়ে।
ভবে এসে কালি, না পাইলাম কালী,
ধাক্কা দিকালি কতই স'য়ে।
সুয়ার আগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
কত নিদ্রা যাও তুমি গো জননী,
তোমা বিনে সুয়ার, এ দাসে কে সুয়ার,
শত্রু হ'লেম কি পুত্র হ'য়ে।
সত্যের প্রতি চাহ কৃপা চক্ষে'
রক্তাকালি, তোমা বিনে নাহি রক্ষে,
এস কালবারিদি, বীননিভারিদি,
বৈস রসিকচন্দ্রে কোলে ল'য়ে ॥

মদ্য। জ্ঞ।

যায় দিন দীন দয়াময়ি, দৌমের কি উপায় ।
যদি রাখ পায়, দীন দিন পায়, নলে নিরুপায়,
করুণা কটাক্ষে দৌনে তার মা রূপায় ।
গেল দিন এল দিন ও দীনতারিণি,
দীন প্রতি দিন দাও শমনবারিণি,
নিকট বিকট অন্তদিন জননি,
তাইতে রসিকচন্দ্র রাজ্য চরণ চায় ॥

মৃগভান—একতাল।

ডাকি মা অভয়ে, ভয়ে, ওগো অহয়দায়িনি ।
জাগ মম হৃদকমলে, কালি কুলকুণ্ডলিনি ।
শমনভয়বারিণী তারিণি ত্রিগুণে,
ত্রিগুণি ত্রিপ্রেথরি বিখ্যাত ভুবনে,
জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমেশ্বরী ।
গুরুদত্ত তত্ত্ব তুংহি শিবে শঙ্করি,
বরদে সারদে, সার দে সার দে, দে মা অভয় দে
রসিকচন্দ্রে রাখ পদে, ওগো বিপদনাশিনি ॥

ভৈরবী—আড়া।

সর্বনাশি, সর্বগ্রাসি, সর্বেশ্বরী ও মা তারা ।
আমারে বিরূপ কেন মা, আশুতোষ মনোহরা ।
ওগো শিবে মহামায়া, কে বুঝে তোর মহা মায়ী
রসিকচন্দ্রে দয়া মায়ী, কিছু নাই তোর একি ধারা ॥

খিঁঝিট—মধ্যমান।

জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে ভাই ।
বারেক বাজাও বংলী রাখালের জীবন কানাই ।
আমরা কৃষ্ণধনে ধনী শুনিব বংলীর ধ্বনি,
যে ধ্বনিতে ভুলে ধনী, ব্রজের কমলিনী রাই ।
কি শুণ জানে বাঁশরী, বাঁশরী বলে—“কিশোরী”
কেমনে শুণ পামরি, আহা মরি ম'রে বাই ॥

আলাইরা—একতাল।

ওরে সুবল ভাই, আজ কি কানাই
গোষ্ঠে শোভা পায় রে ।
বেন কোটি কোটি শশী, ত্রিচরণে পশি,
ভিমির নাপিছে তারেরে ।

পরবিষ জিনি কি বা ওষ্ঠাধর,

পদ্মনাল সহ যেন পদ্মকর,
কটিখটি বেড়া রূপমনোহর ভুবন ভূলায় রে ।
কাহুর চরণ কিরণ কি সাজে,
ভাহুর কিরণ লুকাইল লাজে;
কি সাজে নগ্নুর, কি বাজে মধুর,
রুণু রুণু শোনা যায় রে ॥

খাখাজ—একতাল।

কোথায় কৃষ্ণধন রাখালের জীবন,
দেখা দেরে ভাই, গোষ্ঠে আসিয়ে ।
লয়ে ক্ষীর ননী, তোর মা নন্দরাণী,
ঐ ঘেরে ডাকিছে গোপাল বলিয়ে ।
যখন হৃদাবে বল দেখি ভাই,
কেমনে বলিব সঙ্গে কানাই নাই,
বশোদা আর নন্দ কেঁদে হবে অন্ধ
কোথায় রে গোবিন্দু, আছ লুকাইয়ে ॥

খিঁঝিট—মধ্যমান।

হৃথালে কি কব বশোদায়, একি দায়রে ।
জন্মের মতন তুই কি কৃষ্ণ হইলি বিধায় রে,
রাধার হ'ল কি প্রেম দায়, কি বলিব সে প্রেমদায়
এমন করি ফেলিয়ে দায়, গোষ্ঠে কি কাঁদায় রে ॥

আলাইরা—একতাল।

কেন রে হবোল, না ব'লে হবোল,
শুনালি আমার এসে ।
শুনে অঙ্গ জলে, শোকসিন্ধুজলে,
গেল গেল আমার নয়ন ভেসে ।
সে যে আমার গোপাল, অতি ভূধের গোপাল,
প্রাণে উঠে গোপাল ল'য়ে গেল গো-পাল,
গোষ্ঠে রেখে গো-পাল কোথায় গেল গোপাল,
গোপাল এল কৈরে গোপালবেশে ॥

বিভাব—আড়া।

ওগো নন্দরাণি, কেন নিরানন্দ হও ।
পেয়েছ পরমানন্দ, পরম আনন্দে রও ।
রাণি গো তোর ত্রিগোবিন্দ জগতে জগতানন্দ,
মিলে নন্দ উপালন্দ, সবে হরি হরি কও ॥

ধাষাজ—কাণ্ডালি।

প্রাণে, বঁধো না বঁধো না মদনমোহন।
কালীয়েরে রক্ষা কর ওহে কালিয়ে রতন।
ভুজঙ্গ রাধ ত্রিভঙ্গ, পাতালে তুমি ভুজঙ্গ,
ভুজঙ্গের শিরোমণি ভুজঙ্গ ;—
ভুজঙ্গিনী হই, ভুজঙ্গোড়ে কই,
মহাভুজঙ্গ স্বপ্নে রাধ ক্ষুদ্র ভুজঙ্গের জীবন ॥

স্বরট মদ্যর—একতাল।

কহে যশোদা কাতরে।

বন বন উঠলে জল নয়নসাগরে।
বলে আমার নীলমণি, মূনির মাথার মণি
ফণীর মাথায় তারে কে দিলরে।
বলে আর যশোদা নিরপে সে বারি,
কালবারি মধ্যে শোভে কালবারী ;
বলে কৃষ্ণে লংশে ফণী, সে যে মহাফণী,
অনন্তদেবেরে চিন্তে নারে ॥

বিভাস—ভেঙট।

বৃন্দাবনে, একাসনে, বিরাজিত হইজনে।
প্রেমময়ী রাজনন্দিনী, কমলিনী কৃষ্ণ সনে।
বনমালা বিলম্বিত, উভয় গলে শোভিত,
কোটিচন্দ্র পদারিত, মন ভুলে দরশনে ;—
রাই অঙ্গে নীলাধরী, পীতবদন পরে হরি,
রসিক কহিছে মরি, কি শোভিত পদ্মাসনে ॥

ধাষাজ—একতাল।

কৃষ্ণের কালরূপ হ'য়ে কাল রূপ,
কি কাল ঘটালে ওগো প্রাণ সই।
কাল ফণী প্রায় লংশিছে আমায়,
সে কাল ভাবিরে আমি কাল হই।
যেন জলধর মধ্যে শশধর, সখি ধর ধর,
ধরগো বংশীধর, ব্রহ্মজ্ঞানে ধর
কিন্ধা ধ্যানে ধর, কে ধরে অধর অধরচাঁদে ঐ।
মৃগল রাক্ষা পায় কত শোভা পায়,
কিনা সে কৃপায় কে পায় ছুটি পায়,
রসিক নিরুপায়, না দেখি উপায়,
ও পায় প্রাপ্তি বই ॥

আলাইয়া—কাণ্ডালী।

সখি বল বল দুঃখ কারে কই।
বাস না পাইলে আর বাস না থাকিব সই।
কেন বা ত্যজিলাম বাস, না পাইলাম পীতবাস,
শ্রাম সঙ্গে সহবাস হল কৈ।
কি লাঞ্ছনা কুলাঙ্গনা উলঙ্গিনী হয়ে রই ॥

ধাষাজ—ঠেকা।

সখি, ভয় পাইও না তরঙ্গে তবে।
যদি সে হরির পদ-পল্লবে লবে।
পরম জ্ঞানে কর যত্ন, তবে পাবে পরম রত্ন,
চিন্তিতে কি পারে সখি, কেশবে সবে ॥

পরজ—আড়াধেমট।

হরি, কে জানে তোমার ভঙ্গিভাব।
কি ভাবের প্রাদুর্ভাব ;
নামটি করুণাময় কপট স্বভাব।
কারে কাঁদাও কারে হাসাও,
কারে বা অকূলে ভাসাও, হৃদয় নিদ্র
মটবর—স্বভাবে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব ॥

বাগজ—ভিরট।

কি শোভা শ্রীকৃষ্ণাবনে।
বিরাজিত কিশোর কিশোরী একাসনে।
নীরদে তড়িত ঘেমন, শ্রামের বামে রাখা তেমন,
হুখে শুক শারী,
সারি সারি নিরখিছে সখনে ॥

ভৈরবী—একতাল।

গেল গেল গেল গো কুল, হাসিল গোকুল,
সে মজার গো কুল ব্রজে যে চরায়ে গো-কুল।
আমরা কুলের নারী, গোকুলে থাকিতে নারি,
গোকুলচাঁদের বানী শুনে ;—ওগো প্রাণ সই,
কথা কারে কই, অকূলকাণ্ডারী
কেন করিল আকুল।
দিলে তার প্রতি কুল, লোকে হয় প্রতিকূল,
জীবন ব্যাকুল চিত্ত নিরাকুল,—
আর কি আছে কুল বোধ্য নারীকুল,
গিয়ে হারিয়ে হুকুল, গিয়েছে হুকুল ॥

সিন্ধু ঠেঁকনী—ঠেকা ।

তবে কেন মজায় গো বাঁশী ।
সদা ভালবাসি বাঁশী, আমরা বাঁশীর দাসী ।
ভুলিলে বাঁশীর গান, নীতল দাসীর প্রাণ,
তেরাগিয়া কুলমান, হ'য়েছি উদাসী ।
আমরা করি বাঁশী বাঁশী, বাঁশী দেয় গলে ফাঁসি,
কাছে আসি হাসি' হাসি, কত কহে প্রতিবাসী ॥

ঘট—কাণ্ডগালী ।

সদা মনে পড়ে সেই কালো, কিবা কালো ।
কাল রূপে আলো করে, নিকুঞ্জে একা লো ।
একে ত চিকণ কালো, ভালে কিবা অলকা লো,
হেরিলে কুলেতে ভার থাকা লো—
চাঁদে দিয়েছে যেন ঢাকা লো—
কালো রূপে নাশে কালো, কেমনে ভুলিবে কালো,
যে তার বাঁশীতে সদা ডাকা লো ॥

সুৰট মল্লার—কাণ্ডগালী ।

বাসনে বাসনে প্যারি, ভজিতে ত্রিভঙ্গে ।
রঙ্গে ভঙ্গে গো- কুল ভাসাবি কেন কলঙ্ক ভরঙ্গে
গোকুলে যে চরায় গাভী,
কি গুণে তার গুণ গাবি,
সকলে-রাগাবি রস রঙ্গে ;—কলঙ্কিনী রাই,
লাঞ্জে ম'রে বাই, করিস রজিগি,
গমন কোথা সজিনীর সঙ্গে ॥

সুৰট—মধ্যমান ।

বিপত্তিভঞ্জন হরি, বিপদকালে কর ত্রাণ ।
অসিতে নাশিতে প্রাণ, আসিতেছে ঐ আয়ান ।
রাখ হে শ্রাম রাধিকারে,
তোমার বিনে সাধি করে, এনে প্রেম অধিকারে,
মজাইও না ভগবান ।
ঐ দেখে হে রঙ্গে ভঙ্গে, কুটিলে আসিছে সঙ্গে,
কে যেন আমার সঙ্গে, হানিছে পরল বাণ ;—
ভন হে করুণাসিন্ধু, চরণে ধ'রেছে ইন্দু,
আজ বঁধু কৃপাবিন্দু, দাসীরে কর হে দান ॥

ধাখাজ—মধ্যমান ।

কুটিলে, কৈ সে নন্দনয়—তা নয় তা নয় ।
হাস্তমুখে ব্রহ্মময়ী ঐ যে শ্রীমা দৃশ্য হয় ।
হরহদি নিবাসিনী, ভবাক্ষকারনাশিনী,
বিতরিছে নিস্তারিণী, স্বকরে অভয় ॥

লগিত—একতালী ।

কি রূপ মাধুরী ত্রীমদাবনে ।
রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত একাসনে ;—
কুঞ্জবনে তরুণ নন্দমান যুগলরূপ দরশনে ।
মেঘে যেন সৌদামিনী, শ্রামের বামে কমলিনী ;
কিবা শোভা পায় রে, যুগল পায় রে,
হেরিবে মাধুর্যরূপ মন ভুলে যায় রে ;—
কি কুঞ্জ নিকুঞ্জ শোভা, ত্রিভুবন মনোশোভা,
যেন কোটিচন্দ্র আভা, উদয় চরণে ।
ধন্য পশু পক্ষিগণ, তারা করে নিরীক্ষণ,
যুগল বরণ রে—ধন্য বন্দাবন রে,
যথা অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীনারায়ণ রে—
ভুবনমোহিনী সঙ্গে, ভুবনমোহন রঙ্গে,
বিরাজ করিছে যেন, রসিকের মনে ॥

আলাইয়া—একতালী ।

কুলকামিনী, এ ষোর যামিনী,—
যোগে কেন এলাম সাধের কুঞ্জে ।
জেনে আয় গো বন্দে, লইয়া গোবিন্দে,
স্বজন রজনী কে ধনী ভুঞ্জে ।
ত্রীকৃষ্ণ-চরণ-পঙ্কজ প্রদাসী,
সকিত সম্পদে বকিত এ দাসী ;
পাদপদ্ম মনোহর, গাঁধা হৃদ্যকর,
তাতে মধুকর গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জে ॥

ধাখাজ—মধ্যমান ।

যামিনি গো, আর কি মান শোভা পায় ।
আকুবী উত্তর দায় পায়,
সে প'ড়ে তোর রাজা পায় ।
মানে ক্রমা চেয়ে চেয়ে, কৃষ্ণ আছে বদন চেয়ে,
নিদয়া লাই তোমার চেয়ে,
চেয়ে দেখে—এ কি দায় ।

কেন ওলো কমলিনি, অধোমুখকমলিনী,
রসিক বলে—রসিকমণি, পদে গড়াগড়ি যায় ॥

—
খট্টভৈরবী—একতারা ।

এরে অভিমান, যার মানে মান,
তাঁ'রি অপমান করি ভাল ।
পদে দিলে মাথা, জগতের মাথা,
কেঁদে গেলেন কোথা চিকণ কাল ।
ভাল ভাল তোর বাড়িল সম্মান,
মানিনীর গেল কুল শীল মান, হৃদয়েরি ধন,
সে রসিকরতন বিনে কে করিবে হৃদয় আলো ॥

—
সাহানা—৭২ ।

অকুলের কাণ্ডারী কৃষ্ণ, কুল হারালে রাখার মানে ।
কুলের কর্তা গোলোকের চাঁদ, অবতীর্ণ বৃন্দাবনে ।
যারে তুমি হও অনুকূল, বজায় থাকে
এ কূল ও কূল, যার প্রতি হও
প্রতিকূল, কূল পায় না সে ত্রিভুবনে ।
তুমি ব্রজের রসিকচন্দ্র, জনে ভক্ত রসিকচন্দ্র,
গোলোকের চন্দ্র গোকুলচন্দ্র,
চন্দ্র তোমার ত্রীচরণে ॥

—
বিস্মিট—মধ্যমাম ।

দাও হে বৃন্দে, নারী সাজিয়ে ।
রাখার কুঞ্জে বাব আমি বীণাযন্ত্র বাজিয়ে ।
আর যে সহিতে নারি, নারীর মানে হব নারী,
মান লব আপনারি, ত্রীরাখার মন মজিয়ে ।
নারীর দয়্য নারীর প্রতি, হবে তাতে বড় প্রীতি,
সাজিয়া নারী সম্প্রতি, আসিব মন ভুলায়ে ॥

—
বিভাব—একতারা ।

দেখ গো রই ধনি, এসে কোন্ ধনী
করে বীণার ধনি নিকুঞ্জ ঘায়ে ।
বীণা বলে রাধে, জয় জয় রাধে,
কোন্রাখার আরধে, এ ব্রজপুরে ।
কুল ভাঙে কেবা এল এ গোকুলে ?
কার কুলের বৌ পড়েছে অকুলে ? কোন্ কুলের
কামিনী, এই বিনোদিনী, চিনি নাই গো—
এ কার নুনোখিনী কলি রূপে মন হয়ে ॥

সিন্ধু—কাওরানী ।

কেন হারাবি দুকুল ।

শ্রামের বাঁশী শুনেলে পরে, হবে না তোর কুল ।
যখন বাজে শ্রামের বাঁশী,
শুনে মন হয় উদাসী,
হইবে বাঁশীর দাসী, ভ্রমি' এ গোকুল ।
মোহন বাঁশীর স্বরে, গৃহকাণে মন পাসরে,
ফিরে যেতে না হয় স্বরে, গো-কুল হয় আকুল ॥

—
খানাজ—একতারা ।

যেতে বল্ যেতে বল্, আর কেন ছল ;
করেন কালাচাঁদ বিচ্ছেদ কুঞ্জে আসি' ।
বাকা নয়ন ঐ দেখা যায় গো সহী
বীণা বাজান হরি পরিহরি বাঁশী ।
এমন কালরূপ কোথায় আছে কার ?
কাল রূপকৃষ্ণ নাশে অককার, পদে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বজ-
আদি চিহ্ন, দেখা যায় গো—
কেন আমার কুঞ্জে ঐ কালশলী ॥

—
ললিত—ঠেকা ।

কি শোভা ত্রীবৃন্দাবনে, শ্রামের বামে কমলিনী ।
যেন জলধর ক্রোড়ে, শোভা করে সৌদামিনী ।
চারিদিকে গোপবালা, তারা যেন তারার মালা,
শ্রামচাঁদ রাখা ;—উভয়ের ত্রীপাদপদ্মে,
শোভে শশী দিনমণি ॥

—
ললিত—একতারা ।

আমার মূল্যধার, প্রেম ত্রীরাখার,
আমি ব্রজের বংশীধারী, ধারি কেবল রাখার ধার ।
রাজকন্ডে কমলিনী সুধন্তে গোপকুলে,
যার জন্তে গোচারণ ক'রেছি গোকুলে,
পায় পায় বাঁধা পায় আছি ওহে বৃন্দে,
রাখা বাঁধা আছে আমার এ হৃদয়ারবিন্দে, বৃন্দে,
রাখার পদারবিন্দে, এ গোবিন্দের গতি সার ॥

—
স্বরট—কাওরানী ।

কে জানে হরি যে তোমার কাণ্ড ।
কাঁরে লাও হে বন, কাঁরে সিংহাসন, তোমার
মহামায়ার মুখ হ'লে বরিষে ব্রহ্মাণ্ড ।

কা'রে কাঁদাও কা'রে হাসাও, কা'রে রাজভক্তে
বসাও, কা'রে কর প্রেমবিচ্ছেদে দণ্ড ;—
তব গুণে মর' যাই, তোমায় বলি তাই,
যেন অন্তকালে রসিকচন্দ্রের আশা হয় না পণ্ড ।

সাহায্য—যঃ ।

জানি হে বিদ্যা তোমার, মহাবিদ্যার অরাধ্য ধন ।
নার কপালে যা লিখ শ্রাম,
কে খণ্ডিবে তোমার লিখন ।

এ কি লিখন কাল শশি, দাসী হয় রাজমহিষী,
রাজকন্যা রাই রূপসী, ধূলয় প'ড়ে হয় অচেতন ।
কপালের এ নি লেখা, কেউ কাঁদে কেউ
হাসে সখা, রসিকচন্দ্রের ভাগ্যে ঠাকা,
হ'লে ঠাকা মদনমোহন ॥

মৃগতান—একতাণ ।

এ কি মিলন হরি ।

পেলে শ্রামহৃন্দর, বেস্ প্রেম হৃন্দরী ।
আপুনি ঠাকা রণী বাকা, বাকা ভঙ্গির কি মাধুরী
কায কি রাধার ভাবে, আর কে ভাবে ?
ভাঙ্গল হেথা ভাবের তরী ॥

হরট—যঃ ।

দেখ কিশোরী কি শরীর হ'য়েছে ।
সোণার কমল কমলিনী, ধূলয় পড়ে র'য়েছে ।
তা'জ্ঞে গেছেন কালবারী, হুনয়নে বহে বারি,
এ বারি কিসে নিবারি, বলি কা'র কাছে—
সদা ঐ চিন্তা মনি, কোথা রাধার চিন্তামনি,
রসিকচন্দ্রের শিরোমণি, সে মণি হারিয়েছে ॥

ব্রিষ্টিট—মধ্যমান ।

যেও না যেও না প্রভাসে । (যথোদে)

পাবে না সে ধনের দেখা,
যাবে তুমি যে ধন আশে ।

আর কি আছে ব্রজের গোপাল,
আর কি গোপাল চরায় গো-পাল, সে গোপাল
হ'য়েছে ভূপাল, বারীপণ তার আশে পাশে ।
দেখ তোমায় কান্দালিনী, চিন্বে না সে নীলমণি,
অশমনী হ'য়ে ধনি, নরনজলে যাবে ভেসে ॥

হরট—কাওরালী ।

কে বলে দয়, দয় গোপীকান্ত ।

তঁার ত দয়া নাই, দেহে ধর্য নাই,
দয়া থাকলে ডাকলে তঁরে, হ'য়ে রনু কি ভ্রান্ত ।
ভুনেছি তঁার নামটি কাণ, কর্ণেও সে বিষম
কাণা, ডাকলে কথা শুনে না ত্রীকান্ত ;—
আর এক নাম কানাই, কায়তে সে কানাই (কারণ)
দৌনের প্রতি রূপাচক্ষে চাহে না একান্ত ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এখনো রণেতে হও ক্রান্ত ।

বলি একান্ত, শুন হে কান্ত,
নৈলে জানকী-জীবনের হাতে হবে জীবনান্ত ।
ভাই বন্ধু মৃত যত, সকলি হইল হত,
তথাপি রহিলে তুমি ভ্রান্ত ;—
করিলেন দীননাথ, তোমারে অনাথ, নাথ,
জেনেও কি জান না কি ধন কমলাকান্ত ॥

ব্রিষ্টিট—মধ্যমান ।

রামের বামে কি শোভিত জনকনন্দিনী ।
সজল জলদ কোলে যেন দৌদামিনী ।
রূপে আভা কি প্রকাশে, মনোগত ভ্রমঃ নাশে,
চাহে রসিকচন্দ্র দাসে, ত্রীচরণ পঙ্কজিনী ॥

সিন্ধু—আড়া ।

হরি, বিপদকালে রাখ রাক্ষা পায় ।
দীন হীন ক্রৌণ আমি, কাতরে ডাকি তোমায় ।
ভক্তবীন সে মুরারি, ভক্তের দুর্গতিবারী,
ভববারি ভয়বারী, বারিদবরণ ভায় ॥

ধট—কাওরালী ।

আমার ভরসা হরি ।

এ ভব জলধি জলে যাহার চরণতরি ;
উরাইতে ভক্তবৃন্দ আপনি হন কাণ্ডারী ।
কটাক্ষে করুণাদানে, কলতরু সে মুরারি ;
দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু কালবারী ;
রসিকের হৃৎ অস্তকারী, শম্ভু-চক্রে-গদা-
সরোরুহরাজধারী ॥

মল্লার—কাঁওয়ালা ।

গেল গেল দিন অকারণ ।

এলে কি কারণ ভবে, ভবে যে সম্ভবে, তা'র
ভবের আরাধ্য ধন-কৃষ্ণধন ।

ভূমি কার কে তোমার—একমাত্র আছে সার,
ত্রিসংসার মাঝে নিধি প্রশংসার ;—

সেই সারাংসার, সার ভরসার, সংসার
নৈরাশার বাসার আশা ছাড় এখন ।

তা'র ভাবের নিধি, যে নিধি বিধির বিধি
বিধির বিধি যে বিধির কৃপায় ;—

যা'রে রাখালেরা পায়, তাদের দেন উপায়,
পায় পায় দোষী রসিক পায় না পায় শ্রীচরণ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

কে বলে রে হরি দয়াময় ।

কি হৃদয় নিগম ; কৃপাসিদ্ধ হ'লে কি
তার বিন্দুধানে ক্ষতি হয় ।

ওরে প্রহ্লাদ গুণমণি, কোথায় তোর চিত্তামণি,
এমন বিপদকালে ভাই রে—

শুনৈছি নাম নিলে তাঁর, ভববন্ধন রয় না আর,
মুক্ত হ'য়ে চরণে পায় ঠাই রে—

বালাই লইয়ে ম'রে যাই রে,—

হেন দয়াময় যদি, তবে কেন গুণনিধি,
তব প্রতি হ'লেন কৃষ্ণ নিরদয় ॥

আলাইয়া—একতাল ।

এ সময়ে কোথা নারায়ণ ।

ব্রহ্মপরায়ণ ; আমি তব নাম স্মরি,

(হরি হে,) বিষয় বিধে তরি,

সর্গধিমে বুকি ধায় হে জীবন ।

তব নামের শুণে ওহে দীনবন্ধু,

মৃত্যুঞ্জয়ী হর খেয়ে বিবসিদ্ধ ; আমি যদি হরি,
বিষ পানে মরি, নিরুল্লস্ক নামে হবে কলঙ্ক ঘটন ॥

গারা-ভৈরবী—কাঁওয়ালা ।

ভক্তাবীন সেই ভগবান ।

প্রহ্লাদে করিয়ে দয়া করিলেন ত্রাণ ।

গুণের নাহিক অন্ত, পাতালে যিনি অনন্ত,

অনন্ত মহিমা তাঁর খেদে করে গান ;—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী নেবের প্রধান ;—

রসিক অস্তিম চায় শ্রীচরণে স্থান ।

ধাওয়াজ—১৭ ।

ঈশানি পাখাণী তুই চিরকাল ।

ও তোর রঙ্গ দেখে পদতলে

পড়ে আছেন মহাকাল ।

একে তুই উন্নতা রণে, থাকিস্ শাশ্বতে মশানে,

মুগ্ধ কল্লি অগজনে, পেতে মায়াজাল ।

কে জানে তোর অন্ত শিবে,

মায়ায় মোহিত কল্লি শিবে,

দয়া করি ঘুচাও শিবে, রসিকচন্দ্রের মায়াজাল ॥

মলতান—একতাল ।

বল মা কেমনে তরি,

এবার ডুবিল আমার তনুতরী ।

ভবসিদ্ধ নীরে মাথার তরঙ্গ,

কাল কুন্তীর তাহে করে কত রঙ্গ,

এখনি গ্রাসিবে, জীবন নাশিবে, শিবে শঙ্করি ॥

মা, কিসে যাব পারে, পড়েছি হস্তারে,

পারের সাধন মা'তার জানি না ।—

তাতে মনমাজী আনাড়ি, দিতে চায় না পাড়ি,

শুনে ছজন লাড়ির মন্তব্য ।

কালি, ভক্তি হালী ছেড়েছে মনমাজী,

সাধের তরী ডুবে কালি কিংবা আড়ি,

রসিক বলে তাই, আর বিলম্ব নাই,

উপায় কি করি ॥

কল্যাণ—একতাল ।

বারংবার, এলাম কত বার,

সুধুই পড়ে কচোবারো ।

পড়ে না পোয়াবারো পাশা, পূর্ণ হয় না আশা,

নাহি আর আশা আদিবার ॥

পুণ্যের পঙ্কুড়ি একটি দিন পড়েনা,

কালীনামের পাশায় বাজি জিত হবেনা

ঘুটি কেবল কেঁচে বসি, ও মা এলোকেশী,

খেলায় হবে আশি লক্ষবার ॥

পাপের আঠারো পড়ে বারে বারে,

যুক্তি করে ঘুটি উঠিতে না পারে,

রয় এ পারে, রসিকচন্দ্রের ঘুটি ষোরে,
পড়ে কেবল ষোরে, ষোরে ভবষোরে অনিবার ॥

বিভাগ—একতালা ।

ওমা শঙ্করি, আমি কেবল হারি,
জিত হ'ল না ভাগ্যফলে ।
খেলি সাধন শতরক্, করিয়ে ঐবক্,
পঞ্চভূতের স্বরে মন হারালে ॥
আমি যদি বলি বস্তি, দিতে পাপের কিস্তি,
মন্ত্রণা দেয় মনকে ছজন মিলে,
গুরুমন্ত্রের বাজী, রসিকচন্দ্র কয়,
ভুলায় ছজন পাঞ্জি,
মায়া মাতের স্বরে ফেলে আমারে হারালে ॥

খট্ট-ভৈরবী—একতালা ।

কালীসাধন প্রেমায়, খেলা হলোনা তার,
যদি যাই গো ভক্তিদানে, মন কি সে দান মানে,
ফুরে মেরে প্রাণে কর গো সায় ॥
পাপের ফুরে মেরে ডাকে যৌরন্ত,
হতে দেয় না আমার কালীনামের রেস্ত,
যায় সমস্ত, যদি পুনঃ রেস্ত করি, ওমা শুভকরি,
মায়া তাড়া শুনে বাজি হই হারা ॥

মূলতান—একতালা ।

আয় মা সাধনসময়ে,
দেখ মা হারে কি পুত্র হারে ।
আরোহণ করেছি মহাপুণ্য রথে,
ভজন পুণ্ডন দুটা অথ যুতে তাতে
দিয়ে জ্ঞান-ধনকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসেছি ধরে ॥
মা, দেখেবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি ম'বে,
ডঙ্কাগের লব মুক্তিধন ।—
আমার রসনা বঙ্করে, কালী নাম হঙ্করে,
কার সাধ্য আমার রণে রণ ॥
বারে বারে ভূমি দৈত্য-জয়ী,
এইবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে
বিন্ধো তোমারে ॥

বাহার—একতালা ।

গেল দিন আর কদিন বাকী,
হলো বা কি, কর বা কি,
হরিবোল বলিয়ে মুখে
এই বেলা দাও কালকে ফাকি ।
সময় গেলে অসময়ে অসময়ে
আর কিছু হবে না তখন,
বেলা থাকিতে হেলা করি হারাও না কৃষ্ণধন,
যায় রে হুদিন, আয় রে ও মন,
বৈকুণ্ঠনাথের ডাকি ।
বল কৃষ্ণ বল বাধা, ঘুচে যাবে ভবের পাঁদা,
রসিকচন্দ্র ভাবে সদা, লদকমলে কমল পাঁখি ॥

হুট—তেতাল ।

এইবার ধরেছি চরণকমলে,
রক্ষ রক্ষ গো বিমলে,
তোমার আদালতে আরজি দিলাম
দেখবো কি কপালকে ফলে ॥
বারে বারে ওগো শ্রামা, শমন হারায় মোকদ্দমা,
শমনে তাই ডাকি হোমায় মা বলে,
থাকতে সকলে, রসিক এই বলে,
মুক্তি ডিক্রী দিয়ে মুক্ত কর মা,
কিরণো না আর নিশ্ফলে ॥

মূলতান—একতালা

কাক কি কালীমৃত্যু ভাই,
যদি ধ্যানে হরির চরণ পাই ॥
হরির চরণ ভূলা কালী মৃত্যু নয়,
যে চরণ স্বর্গে গঙ্গা তীর্থ হয়,
যে পদ ভেবে ধ্যানে, স্থাণন ভংগে,
ভব মাখেন ছাই ॥
যার হরি পদে মন, ধস্ত সেই জন,
বাসনা দিয়েছে বিসর্জন,
যথা অভিলাষী, সেইখানে তার কালী,
সেইখানে তার মধুর বদন,
রসিক কয় অমূল্য, হরির চরণ তুল্য,
ভবে কিছুই নাই ॥

রামপ্রসাদী-স্বর ।
 মন ভূমি আর ঘুাইও না ।
 কর যাতে মায়ের হয় চেতনা ॥
 ছটা পদ্ম তিন শিবে ভেদ,
 করতে হবে তা জাননা ।
 লয়ে কুণ্ডলিনী,
 সেই চিত্রিনী নারীর পথে আনাগনা ॥
 বায়ুবহ্নিমধ্যানে কর মায়ের উদ্ভেজনা
 আগে আপ্নি জাগো,
 জাগো জাগো বলে জাগাও শবাসনা ॥
 ক্ষিতি বারি অস্থি বায়ু শূন্যমণ্ডল দিয়া হান ।
 ষষ্ঠে স্বীয় স্বরে ছিদ্র করে উর্দ্ধে দেখ ত্রক্ষ-থান ॥
 সেই পথ দিয়া কর ত্রক্ষে ত্রক্ষময়ীর ঘটনা,
 উভয় বিগলিত, সারামৃত পান করিতে তায় ভুলনা ।
 লয়ে যাবে রেখে যাবে, যাবে তায় ভবের ভাবনা
 ভেঙে ত্রক্ষরঙ্গ, রসিকচন্দ,
 চলে যাবে আর আসবে না ॥

ভৈরবী—একতালা ।
 কে নারী সে জিনে ত্রক্ষাণ্ড ।
 অধীরে রূপেরে ভাসিছে গণ্ড ॥
 এলো এলোকেশে, বণ বল কে সে
 ধরিছে করিছে অরুরে খণ্ড ॥
 এলো দৈত্যকুল গ্রাসিতে গ্রাসিতে,
 রক্তে যায় দৈত্য ভাসিতে ভাসিতে,
 সন্ত শূন্য রণে পশিতে পশিতে,
 হাসিতে হাসিতে, আসিতে আসিতে,
 অসিতে অসীতে নাশিল চণ্ড ॥
 যে সে ভয়ঙ্করী অহর নাশিকে,
 পদে ধরে শিব পরম সন্ন্যাসীকে,
 বুঝি হবে চন্দ্র স্থা প্রকাশিকে,
 যদি জ্ঞান শিখে, ডাকে তামসীকে,
 হবে না রসিকের, শমন-দণ্ড ॥

ভৈরবী—একতালা ।
 কেন রে মন ভুলেছ ভ্রান্তে ।
 রাখাক্ষর বিনে কে তারে অস্তে ॥
 মন্ত্রণ হরণ, তারণ কারণ
 লহরে শরণ চরণোপান্তে ।

অহঙ্কারযুক্ত আছে যে শরীরে,
 এ শরীর ফেলে কোন দিনে সরি রে,
 কেন না ভাবিলে কৃষ্ণ কিশোরীরে,
 অনিত্য শরীরে আছ পাশিরি রে,
 নীশরীণারীরে নারিলে চিন্তে ।
 চরম কালের কর্ম না করিলি ভবে,
 আসা যাওয়া এবার সারমাত্র হবে,
 নরাধম রসিকের নাম নাহি রবে,
 দিন হ্রাবে যবে, বহুলোকে সবে,
 যে নাম শুনাবে না পাবি সন্তে ॥

খাপাজ—একতালা ।
 এই বেলা তারিনি, তার ভবরাগি,
 এ ভব-যন্ত্রণা আর না সহে ।
 নিখাস পবন, বহিছে সঘন,
 কি জানি কখন রহে না রহে ।
 জলবিন যেন জলমধ্যে ভাসে,
 ভূপাশ্রে তুষার গোধূসে সরিনে,
 পর্কিতে যেমন পতিত জীবন,
 (এমা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে ॥

খই—একতালা ।
 কি হবে কি হবে, ভবরাগি ভবে ।
 আনিয়ে এই ভবে ভাবালি আমায় ।
 না জানি ভজন, না জানি পূজন,
 বিষয় বিষ খেয়ে প্রাণ বুঝি যায় ।
 কাতরেতে ডাকি ওমা ভবদারী ।
 কখন আছি কখন যেতে হয় মা তারা
 সত্যত সন্দেহ, ভ্রমায় দেখা দেহ,
 রসিকের দেহ জলবিন প্রায় ॥

গারা-ভৈরবী—একতালা ।
 কেরে নবীন নীরদ-বরণী কার স্বরণী ।
 জ্যোতির ঝলকে, চপলা চলকে,
 পলকে পলকে তিমিরনাশিনী ॥
 দিনকর-কর নখর চরণে,
 সুধাকর-কর নখর বরণে,
 নিবিড় নিভয়ে, নিন্দে নীলসন্তে,

শিখর-কদম্বে, তরাস-দায়িনী ।
 পৌনোম্যত কিবা যুগ্ম পয়োধর,
 করিকর-গুরু উরু মনোহর,
 কটিতট করি-অরি-নিন্দাকর,
 তাহে নরকর-কিঙ্করী,
 নরশিরো-মাণ্ডে শোভে ভয়ঙ্কর,
 চিবুকে রুধির দর দর দর,
 গভীর হৃদয়ে গর গর গর,
 খর খর ধর কাঁপায় মেদিনী ॥
 অর্ককোটি তেজ যেন তেজঃপুঞ্জ,
 ধক ধক জলে রক্তবর্ণ লব্ধ,
 লক লক জিহ্বা এলাইত কঙ্ক, বুঝি শঙ্ক-মোহিনী,
 সিংহ নিনাদিনী বিবাদিনী করে,
 ধর ধর ধর-এ বামারে,
 রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বর,
 কর এ হৃদয়-বাসিনী ॥

আলোয়া—আড়াঠেকা ।
 আয় গো ভুবনেশ্বর জগৎজননি ।
 জুড়িপদে রেখে সাজাই, পাদপদ্ম ছানি ॥
 এস গো মা মম বাসে, হেমঙ্গ সাজাব বাসে,
 যে কাল মন ভালবাসে,
 কৃতিবাসের মনোমোহিনী ।
 হয়ে অবিরত রত, দিয়ে মম কত শত,
 সাজাব গো মা ।—
 (ভব) ভাবিয়ে যে পায় না পায়,
 সে পদ বিনে পার না পায়,

ব্রহ্মা আদি হয় নিরূপায়,
 রসিকের কি উপায় শুনি ॥

সিদ্ধ—একতাল ।
 তারা কোথা হই উঠে বস্তি ।
 ছয় বেটাতে মিলে, মাতের ঘরে ফেলে,
 মায়া-বোড়ে ঠেলে, দিয়েছে কিস্তি ॥
 কুসঙ্গ কুরঙ্গ এই দুটা বোড়া, বলে পথ জোড়া,
 বল থাকতে হই বোড়া, ওমা তারিণি,—
 মিথ্যা প্রবন্ধনা নোকা দুইখানা,
 করেছে যোজনা, কি জবরদস্তি ॥
 পাপ-রোদ্দায় মারা গেল পুণ্য-দাৰা,
 আশা-চিত্তা-গজের রোকে পাঁচে কেবা, ওমা তরণি
 তাতে তুমি নও রাজি,
 হারি হ'ল এ বাজি দেখ মা তারা আজি,
 রসিকের শাস্তি ॥

আলোয়া—কাওরালী ।
 কাল হেরিব না আর নয়নে ।
 কি কাল হলো কাল, জ্বালায় চিরকাল,
 কালরূপ ভেবে অঙ্গ হলো কাল,
 তাজিব কাল কেশে, কাখ কি কালবেশ,
 দহে কাল ভূষণে ॥
 ওলো কালামুখি কাল মখি শুন,
 কাল যেন কালভুজঙ্গের দংশন,
 হত্যাশে মনে অলে হত্যাশন, আমার কথা শুন,
 হয়ে অদর্শন, যা গো কালো যেখানে ॥ ২১

ঠাকুরদাস দত্ত ।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাটরাগ্রামে ১২০৮ সালে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম—রাধ-
 ঘোষন দত্ত । ঠাকুর দাস প্রথমে পিতার সহিত কোট ডইলিয়ামে এক কেরানীগিরি কর্ষে নিযুক্ত হন। কিন্তু
 বালাকাল হইতেই সম্ভ্রান্ত-বচনায় ইহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অনেক সন্ধ্যা ও পেশাদারী বাজা-
 মলের ইনি পালা রচনা করিয়া দিয়াছেন। শেষে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ইনি এক পাঁচালীর দল
 করেন। অচিরে সেই দল বিশেষ বশবী হয়। ১২৮০ সালের ২১ এ বৈশাখ ইনি দুই পুত্র ও এক কন্যা
 রাখিয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করেন ।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা ।

এই যে ছিল, কোথায় গেল কমল দল বাসিনী ।
লোক লাঞ্জে ভয়ে বুকি লুকাল শশিবদনী ।
কোথায় গেল সে সুন্দরী,
কোথায় লুকাল সে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার রমণী,
যে দেখিছি কালী দয়ে, জাগিছে রূপ হৃদয়ে,
অপরূপ এমন মোরা দেখিনি কোথায়,
এখন সে কালীদয়, হেরি সব শূভ্রময়,
কেবল জলে জলময়, কোথায় সে করিবাবিণী ॥

বিভাস—আড়াঠেকা ।

তোর রাজার কি কার্য, করিস্ তোর কি মাংসর্ঘ্য
আমার মায়ের ঐশ্বর্য কি তা জান জন না ॥
জাসনা রাজ্যখণ্ড, শুনরে পাষাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে,
বিধি যার আত্মাকারী, কুবের যার ভাতারী
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা ।
চরণে দিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
মহাপ্রলয় হয়, কেহ নাচেনা ।

সাতু বাবু ।

আন্তোষ দেব বা "সাতু বাবু" আনুমানিক ১২১৬ সালে কলিকাতা-সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ।
ইনি বিখ্যাত রামচন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ইহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম—প্রমথনাথ দেব
বা লাই বাবু । সাতু বাবুর জন্ম দয়ালু ও দাভা লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না । ইনি
অনাধারণ সঙ্গীতাত্মবোধে জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি
স্থান হইতে বহু অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কালোয়াং আনাইয়া ইনি সঙ্গীতচর্চা করিতেন । ইহা
ব্যতীত সে সময় যে কোন উৎকৃষ্ট গায়ক বা বাদক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিই
সাতু বাবুর নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন । হিন্দুধর্মের সাতু বাবু আন্তরিক অহুয়াগ ছিল । ইহারই
চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা হয় ।
সভার উদ্দেশ্য—মিশনারীদিগের বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রবেশ না করা । ১২৫৬ সালে ইহার মৃত্যু ঘটে ।

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

যদি বাঁচিবে রে মন ।

(সংসার-চিররোগে) হৃবিচার

মহৌষধি কর রে সেবন ॥

ভ্রম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,

বিবেক-রসেতে কর সাধুলীলে স্বরষণ ।

অনুপান ভুল বলি, যাতে তুমি হবে বলী,

শুক নামাবলী আশু, কররে গ্রহণ ॥

ভৈরবী—ঠেকা ।

কালী নাম অগ্নি লাগিল, মম পাপকাননে ।

প্রবল হতেছে অতি, রসনা পবনে ॥

কাম আদি তরুণ, দগ্ধ হল পরম্পর,

কুমতি কুরঙ্গী তারা, পালাবে কেমনে ॥

অবশিষ্ট যারা মৃত, হইয়া বিহঙ্গ মৃত,

পলাইতে শূন্য পথ আছে আরাধনে,—

কালীনাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,

অমনি হইবে ভগ্ন, মহিমাগুণে ॥

শিঙ্গু—পোস্তা ।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত ।

পলাইতে পারিবে না পরশিতে হবে ভাত ॥

চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,

যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধ হাত ॥

ভৈরবী—ঠেকা ।

কালী কল্পণময়ী কণ্ঠ বলি বনা ।

এত হৃৎখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না ।

বড় সাধ ছিল মনে,

স্থান পাব ওচরণে,

আন্তোষ হৃদয়ে রেখেছে কারে দিবে না ॥

ভৈরবী—আড়া ।

দিবা বিভাবরী জীব করিছে গমন ।
জাগ্রতে হৃয়ুপ্তি আদি কি উপবেশন ।
বহিতেছে ক্রমে শ্বাস, ক্রমে হবে সর্কনাশ,
অদূরেতে কাল বসে, কর নিরীক্ষণ ।
তব সঙ্গিগণ সর্কি, এষার কেমন ॥
শুন মন তোরে বলি, সম্মল নিলি কলঙ্ক ডালি,
কেবানেত্রে দিয়ে অঙ্গুলি, করাবে সচেতন ॥

ভৈরবী—ছুরি ।

ভয় কিরে ভ্রাস্ত মন তুই হুগাঁ হুগাঁ বল ।
অমরে অভয়দাত্রী হস্তা দৈত্য বল ॥
শমনেরি বলহরা হুর্কলেরি বল,
তুনেছি হুর্লভ নামে চতুর্ষর্গ ফল,
প্রাণ ভরা নাম করে মরণমঙ্গল,
প্রসাদ বিদ্যাদ রে মন সত্তত সঞ্চল,
স্থির নহে দাবানল কররে শীতল ॥

দেশ-মল্লার—চিমেতেতাল ।

তারিণী মম মনে এই অভিলাষ ।
বিধব বাসনা তাজে হইব তোমার দাস
মুনি ঋষি আদি তব, দাসত্ব বাঞ্ছিত সব,
সে দাসত্ব আমি পাব,—কেমনে হতেছে ত্রাস ।
রূপাময়ী তুমি অতি, গতি বিহীনৈর গতি,
যদি আশু দীন প্রতি, কর করুণা প্রকাশ ॥

আলোয়া—চোতাল ।

শিব শঙ্কু সদানন্দ শূলপাণি সর্কেশ্বর ।
ষোড়শকোশ বদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর ॥
বামদেব বপু বিহীন বসন, বিধেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন,
ভক্তবৎসল দীননাথ হুংখমোচন,
দক্ষদলন দিগম্বর ।
পরম ধোণী পরমাত্মা পশুপতি পরশুধর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর ॥
গিরিশঙ্কর গোপেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক,
আশুতোষ অলকেশ্বর ॥

গঙ্করী টোড়ী—তেওরা ।

কালভয়বারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী,
শত্ৰুভাবিনী শুভ্ৰবাতিনী সমরবাসিনী শূরবন্ধিনী
পুরুষের মনোমোহকারিণী,
সত্যবাদিনী, তত্ত্বদায়িনী, ত্রাসনাশিনী,
ত্রাণকারিণী তিমিরধরী ।
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেবজননী,
ত্রিলোকেশী তেজরূপিণী ।
অন্নদায়িনী, অমরপালিনী, অম্বরদলনী,
আদিকারিণী, আশুতোষহৃদিবিশাসিনী,
আম্বুরূপিণী ॥

বাগেশ্বী—একতাল ।

মন বারণ না মানে বাগে, ঘাইতে বিষয় বনে ।
কাম শরে হয়ে মৃত, তৎকথা নাহি শুনে ॥
হেরি কৃতান্ত কেশরী, সে ভয় সামান্য করি,
পেয়ে কুমতি কুঞ্জরী, না চায় পচাং পানে ।
অসাধ্য হইল ধরা, শুদ্ধ আশুতোষ দারা,
ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমাঝনে ।
নাহি সাধু-সঙ্গ বল, ভাষিয়ে হই বিকল,
দেহি বিবেকশৃংখল, করো চরণ বন্ধনে ॥

স্বরট-মল্লার—চৈক ।

তারিণী গো কে আছে তারিতে তোমা বই ।
রূপা করি পদতরি দেহ ভবে পার হই ॥
কেন না পতিত রই, এতেক যত্নগা সহি,
জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি তো তা ছাড়া নই ।
আগমে নিগমে যুক্তি, এই আশুতোষ উক্তি,
দিতে মুক্তি আছে শক্তি তাই সে তোমায়ে কই ॥

দেশ-মল্লার—ঘং ।

কে ও রমণী সমরে বিরাজে ।
লজ্জাকপা দিগম্বরী অম্বরসমাঙ্গে ॥
পদতল বরণ, দিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাঞ্জে ।
শ্রীপদ নীল নলিনী, উরু রামরত্না জিনি,
কটিতে কর শ্রেণী কিঙ্কণী বাজে ॥
নাতি হৃদ্যসরোবর, ত্রিভা কি মনোহর,
পীনোন্নত পরোক্ষর উরুপরে সাজে ।

হুশাণ রূপাণ করে, বন ভঙ্কার করে,
বরাভয় মুণ্ড ধরে, ত্রাসে বাজি গজে ।
কিবা মুণ্ডমালা শোভা, হৃদশর্না গোলজিহ্বা,
ঋত্বেযুগে ইন্দ্ৰ শিশু অপরূপ সাজে ।
মুক্ত কুটিল কুন্তল, হৃদ্যপানে ঢল ঢল,
অগ্নি যেন আন্ততোষ হৃদয়স-রোজে ॥

কালান্ধা—ঢিমা তেতাল ।
কে ও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী ।
মগনা মগনা, গলিত কুক্কিত কেশ ধাইয়াছে ধরনী
রবি-শশিদহন, জিনিয়া ত্রিনয়ন,
অট্র অট্র হাসে যেন, বনে সৌদামিনী
কিস্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বাণা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কাল কামিনী ॥

পিলু ।
স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন ।
না করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন ॥
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হ'লে না রবে জীবন ॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতাল ।
মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার ।
অন্তরে উদয় কেন হয় আসি নিরন্তর ॥
ভাবিয়ে যাহার ভাব, ভাবনা হ'ল সত্য,
বুঝিতে নারি কি ভাব, কেন সেই ভাবে পর ।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ।
প্রেম যে পরশমণি, সে মণি
কি সবে চেনে ।
অরসিকে বলে এত ভাবনা কি প্রেম বিনে ॥
যার আছে রসবোধ, বুঝে পর অনুরোধ,
প্রেমে বিচ্ছেদ হলে কত দুঃখ সেই জানে ॥

বাবীয়া—১/৪ রি ।
নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে ।
দরশন হৃদে আমার বিমুগ্ধ করেছে ।
মন বাবে সঁদা চার, নয়ন বিবাসী তার,
স্বধসাবে একি দায়, প্রমাদ স্বটেছে ॥

দেশ মল্লার—আড়াঠেকা ।
হে উদিত প্রেমদ বন, হও দয়াময়,
তৃণায় আকুল হয়ে, দেখ অবসান প্রাণ ।
আছে বহু জলাশয়, তাতে নাহি পেয় প্রিয়,
তুমি হে মম আশ্রয়, যা হয় কর বিধান ॥
বজ্রশিলা বরিষণ, সযন কর গর্জন,
বিদ্রুতের দ্রুতি অতি ভয় দরশন ।
তথাপি তোমাতে মন, হবে না অস্ত্র ভাজন
অনন্তগতিকে আন্ততোষ, করি কণা দান ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।
হেরিব না আর সখি কাল বরণ ।
মুছাইয়ে দেগো তোর নয়ন অঞ্জন ॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে,
রুদ্ধ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন ।
কোকিল তমালোপরে, যদি কুছ রব করে,
ব'লো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।
হৃদে আছত এখন ।
সতত আমার লাগি হতে জ্বালাতন ॥
এস নাথ কাছে বোসো, বসিতে কি আছে দোষ,
তুমি যারে ভালবাস, সে বাসে কেমন ।
বল নাথ তার কথা, কেমন তার সুশীলতা,
শঠতা কি সরলতা, মমতা কেমন ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ।
অতিশয় নিদারুণ বিরহ বাতিকব্যাপি ।
করে জ্ঞান অবসান, মিয়মাণ নিরবধি ॥
অস্ত্র বাতিকেব দুখ, নিবারয়ে চতুর্মুখ ।
ইহাতে প্রেমীর মুখ, দরশন মহৌষধ ॥
সাধ না পূরিতে যদি সাধের পিরীতি গেল ।
জীবন ধারণে তবে এখন কি ফল বল ॥
জীবন হৃদেব লাগি, হয়ে প্রেমে অনুরাগী ।
হইলাম দুঃখভাগী, তনুত্যাগী সেই ভাল ॥

পিলু ।
বচনে বিরহ দুঃখ নাহি হয় নিবারণ ।
ভাবিতে নিবেদ করে লোকে অতি অকারণ ॥

মন দিতে দাবানল, পবনে করে প্রবল,
তব যোগে দিলে জল, নিভে কি সে হতাশন ॥

মন যে মানে না নিষেধ ।

আশা না পূরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ ।
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অবিক আর আছে কি খেদ ।

সিন্ধু তৈরবী—তেওট ।

মনেরে বুঝাব কত, মন তারি অন্তগত ॥
সেইরূপ অরূপ ভাবিতেছে অবিরত ॥
রোদন হইল সার, দুঃখ কি কহিব আর,
যে পথে গমন তার, প্রাণ আছে সেই পথ ॥

মল্লার ।

কে বলে সে অদর্শন, হৃদয়ে উদয় সতত যে জন ॥
নয়নে বিচ্ছেদ, তাহে নাহি খেদ,
হৃদয়ে অভেদ, সদা সর্সর্জন ॥
সে দেখে আমারে, আমি দেখি তারে,
এ ব্যবহার সদা অন্তরে মিলন ॥

পিলু—আড়া ।

দারুণ বিরহ দুখে প্রাণ পাচে কিনা পাচে ।
যেমন কাতর মন জানাইব ক'র কাছে ॥
কিবে দিবে ঐ রজনী, যেন মণিহারী দণ্ডী,
কারো মুখে নাহি শুনি, ইহার উপায় আছে ॥

ললিত—আড়া ।

রাধানাথ লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে ।
শ্রামের বেগুরবে ভুলে ॥
গোফুল নগরে তার, প্রেয়সী কি নাহি আর,
শ্রাম কলদ্বিনী তোমায় মিছে লোকে বলে ।
গাঁথবে কুসুম হার, রোদন হইল সার,
বল গলে দিবে কার, তাজ গো সলিলে ॥
সহচরীগণের যান্না, কখনত শুননা,
হইয়ে গো কক্ষপ্রাণী, প্রতিফল পেলে ॥

ললিত—আড়া টেকা ।

ওগো সজনী রজনী প্রভাত হলে
কক্ষ কুঞ্জে নাহি এলো ।

অসহ হইল শয্যা, বেশ ভূষা কিবা কার্যে,
কেমনে হব গো পৈর্থা, শ্রামের মনে এই ছিলো
গণিতে গণিতে তারা, স্থির হলো আঁখি তারা,
প্রিয়সী হয়েছে তারা, রাধা মলো মলো ॥
চন্দাবলী আদি সখী, তাদের মুখে আছেন সুখী,
ঝুরিলে রাধার আঁখ, নধু বাকি থাকেন ভাল ॥

তৈরবী—টেমে তেতালী ।

কেন প্রাণ হেন করিলে হে বল না ।
অন্তগত বিরত হইবে মনে ছিল না ॥
নিদয় হৃদয় তব আগে প্রকাশিলে না ।
ভাল আশা ভালবাসা প্রিয়ভাষা ছলনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ—আড়া তেতালী ।

বার বার কত আর সহিব যাতনা ।
প্রাণাধিক ভাবি যারে সে করে ছলনা ॥
লোক লাঞ্জে আভরণ, কৈরি বাহার কারণ,
ক্ষণে না করে যতন, কেবল লাঞ্ছনা ॥

কালান্ধা—চুংরি ।

প্রেমরস আশা দিয়ে নিরাশ করিলে কেন ।
মনে মনে গিশাইয়ে কেমন হ'লে বিমন ॥
দেন হয়ে মনমত্ত, মন করে অন্তগত,
বাঞ্ছিতে কর বঞ্চিত, এই কি উচিত প্রাণ ॥

কালান্ধা—আড়া ।

ভাল বাসা আশা ভাল দিয়ে ছিলে প্রাণ ।
সে আশে আশ্রিত হয়ে বুঝি যায় প্রাণ ॥
হেম হেন হেরি ফুল হইবে রতন ফল,
সিকিষে পুলক জল, লাভ হলো অপমান ॥

সিন্ধু—টেকা ।

প্রাণ যায় যায় হয় একি দায় প্রেম দায় ।
আগে যদি জানিতাম করিতাম সে উপায় ॥
কি কব করম দোষ, মন নয়ন অবশ,
না ভাবিলে জ্ঞান দোষ আশ্র মজে শঠতায় ॥

বারৌয়া—চুংরি ।

মন যে মানে না নিষেধ ।

আশা না পূরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ ॥
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অধিক আর আছে কি খেদ ॥

বারৌয়া—চুংরি ।

বিরহ দুঃখ করে কই ।

মনের বেদনা মনে নিবারিয়ে রই ॥
সদামন উচাটন, কিসে হবে নিবারণ
না চাহে অপরাধন, সে রতন বই ॥

বারৌয়া—চুংরি ।

আমি কি আমাতে আছি ।

অবিরত স্তন হত হয়ে রয়েছে ॥
বিনা সে রতন মণি, দংশিছে বিরহ ফণী,
মনে হেন অনুমানি, বাঁচি বা না বাঁচি ॥

বারৌয়া—চুংরি ।

যদি তার সনে বিচ্ছেদ হ'লো ।

কি সাথে বিষাদে তবে জীবন রহিল ॥

করিয়ে বহু যতন, বিধি মিলালে রতন,
সে হইল নিদারুণ বেঁচে কি ফল ॥

সোহিনী ।

বিচ্ছেদের এই ভাল সদাই রাখে চেতন ।
অন্তরেতে নিরন্তর সেই রূপ উদ্দীপন ॥
নয়নে না হেরি যারে, মননে নিরখি তারে,
দুরুহ বিরহ করে হেন অখটন ঘটন ॥

সোহিনী—আড়া ।

আমার মন যে বুকে না আমি কি করি ।
সতত হেরিতে চাহে সে রূপ মাধুরী ॥
যে রতন পাইব না, মিছে তাহার বাসনা,
এখন এ হুমস্রগা, সে ভাবনা পাসরি ॥

বেহাগ—ভেওট ।

বারে বারে মন তারে চায় ।

আমারে হ'লো একি দায় ॥

যে নিধি হরয়ে বিধি, ফিরে কি পায় সে নিধি,
মন তা বুকে না মরি করি কি উপায় ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ।

১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিশ্বপ্রাণে মদনমোহনের জন্ম হয় । ইহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায় । প্রমা পাঠশালার শিক্ষার পর রামধন পুত্র মদনমোহনকে কলিকাতার আমিনা সংস্কৃত কলেজে ভর্তা করিয়া দেন । স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লমপাঠী ছিলেন, এবং এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় । অসাধারণ মেধাভরণে অচিরেই ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যাপস হইয়া উঠেন । কলেজ শিক্ষা শেষ হইবার পূর্বেই ইনি, বাসবদত্তার পদ্যানুবাদ রচনা করেন । মদনমোহন প্রথম শিক্ষা বিভাগের পণ্ডিতের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া, অবশেষে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন । শিক্ষা বিভাগ হইতে তিনি মুরলিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদ পান । জজ পণ্ডিতের পদ হইতে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১২৬৪ সালের ২৭এ ফাল্গুন মুরলিদাবাদ কান্দিতে বিসৃষ্টিকারোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে । ইহার রচিত তিনভাগ “শিশুশিক্ষা” সর্ব্বজন-বিদিত ।

বিভাস—একতাল ।

হে হরহৃত, বহুগুণহৃত, হর দুর্গতিভারং ।
হে গণপতি, কুরু সম্প্রতি, হৃগতি অবহারং ॥
হে গজমুখ, ভব সমুখ, ত্যজ বৈমুখভাবং ।
দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি, ভববারিধি-নাবং ॥
আ শতমুখ, সচতুর্মুখ, পুঞ্জিতমুখপাদং ।
তৎ প্রীতি নতি, কুরু রে মতি, স ততৎ স্তুতিবাদং ।
সংহৃতি-কৃতি, স্থিতি-সংলুতি, কুরুষে কতিবারং ।
হে পশুপতিমুত মাংপ্রীতি, কুরু হৃগতিপারং ॥
ভো ভবহৃত, কুরু সমুত, হুরিতং দ্রুতদূরং ।
রবণপণ্ডিত, গুণমণ্ডিত হৃথভণ্ডিত পুরং ॥
ভূষিত-মণি, গণ্ডিত-মণি মণ্ডিত, মণিবন্ধং ।
গুণ গুণ নাদ- বহু যত্নপদ- হৃচিত-মদগন্ধং ॥
চকল-চল মণি-কুণ্ডল কিঙ্কণী কলনাদং ।
বাক্তিত-রজ, পদনীরজ, মদন ব্রজপাদং ॥

মল্লার—ঝীপতাল ।

কিস্করে করুণা কর খরকর হে ।
দিনে দিনে দয়া দেহি দিনকর হে !
মিরিচি-মুফচি রুচি ভাষর হে ।
খরকর, খল-দল নখর হে ।
ভিমিরারি তমোহর, তমো হর হে !
হুরিত-দারিদ্ৰ্য্য দুঃখ-দূর কর হে ।
পাপভাপ-পরিভাপ সংহর হে !
কাতরে বিত্তর রূপা দিবাকর হে !
মার্ত্তিগু-প্রচণ্ড-ভানু-ভাস্কর হে ।
মদনে সম্যোদ দেহ দিবাকর হে !

ভরবো—ষেপকা ।

কালিয় মর্দন, কংসনিহন,
কেশিমখন কংসারে ।
খগপতি বাহন, খেচর পালন,
ধন ধল-বলহারে ।
গোকুল গোলোক- চন্দ্র গদাধর,
গুরুডবান গিরিধারে ।
ধন ধন দুজ্বর, ষোষক ধনতরু,
ষোর তিমির সংহারে ॥
চকল চম্পক চাক্র, চট্টল চল চার,
চতুর্ভুজ বৈদ্য হয়ে ।

ছত্র বামন, ছিন্ন বারণ, ছলিত বলিবল সৌরো ।
জগজয় জীবন, জৈন জনার্দন,
জলদজলজ রুচি চৌরে ।
ত্রিভুবন তারক, তাপ নিবারক,
তরুণ তরুজিত তেজ ধরে ।
দৈত্য দলবল- দলন দুঃখ হর,
দূরিত হারক দেব হরে ।
নৃতন-নীরদ, নাল কলেবর,
নন্দ-নন্দন নরকারে ॥
পতিত-পাবন, পরম কারণ, পীড় পট্ট পটধারে ।
বল্লভ বালক, বিপিন-বিহারক,
বংশী বট তট তাঁরে ॥
ভুবন ভূষণ, ভবতি ভাজন, ভীক ভব ভয় তরো
মদনমোহন, মনসি মোদন,
মন্দ মধুসূর-মান হরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

শত শতকর, শঙ্কর হে,
দেহি পদধরমৌখর হে ।
ভয়বিভূষিত-বিগ্রহ হে ।
দৈত্য-বলাবলি-নিগ্রহ হে ।
ভোগি কণায় ভয়কর হে ।
পদভাষিত কিস্কর হে ।
ভীম কলেবর ভৈরব হে ।
ভূতরাজ নিসস্তব হে ।
ভীক ভয়াপহ ভৌষণ হে !
ভীমভবাসুধি তারণ হে ।
ভূত ভবৈরভিভূষিত হে ।
ভাল হৃদাকর ভাষিত হে ।
ভক্ত ভবাগতি ভঞ্জন হে ।
সর্ব হরাম্বর রঞ্জন হে ।
নির্ভর পামর গঞ্জন হে ।
সত্য সত্যক নিরঞ্জন হে ।
নিত্য বিপুল হৃথঞ্জন হে ।
পার্কীতামাস ধঞ্জন হে ।
ব্যাশবিলাসিত কুণ্ডল হে ।
কুণ্ডলি মণ্ডিত কুণ্ডল হে ।
লোটজটাপট লুপ্ত হে ।

ভোগিভরাভূতি গুণ্ডিত হে ।
 দীন স্তম্ভংখবিদারণ হে ।
 তুচ্ছ প্রপঞ্চিত কারণ হে ।
 যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিত হে ।
 ভূতি-বিভূতি সুমণ্ডিত হে ।
 দীন দয়াময় ধূর্জটি হে ।
 ব্যালবিলাসলসংকোটি হে ।
 ভক্তভবাক্তি বিমোচন হে ।
 কামনিমোলন লোচন হে ।
 মদনাশ্রিত পাদম্পঙ্কজ হে ।
 ক্ষুদ্র মনো-মকরধ্বজ হে ।

ভয়রৌ—ছেপকা ।

হে ভবভামিনি, ভীম বিলোচনি,
 তৈরব-নাদিন শৈলহুতে ।
 শঙ্খিনি চক্রিণ, বজ্রিনি শূলিনি,
 বাণরূপাংক তুণ্যুতে ॥
 হে শিবমোহিনি, শুভ নিহুদিনি,
 দৈত্যবিদারিণি হুংখহরে ।
 হে গিরিনন্দিনি, শত্রু বিমর্দ্দিনি,
 দীনদয়াময়ি মন্তুকরে ॥
 হে হরবন্দিনি, কশ্ম-নিবান্দিনি,
 পাপ বিনিন্দিনি বিশ্বহরে ।
 হে রণরঞ্জিনি, যুদ্ধ তরঙ্গিনি,
 অঙ্গ বিভাসিনি, রঙ্গ ভরে ॥
 হে বহুভামিণি, দৈত্যবিনাশিনি,
 যুদ্ধবিলাসিনি পাহি শিবে ।
 হে যুগ্মহাসিনি, ষোর নিনাদিনি,
 তারয় তারিণি মাং হি ভবে ॥

প্রভাত বর্ণনা ।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী,
 কুঞ্জতি ভূশমলুবারং ।
 বিকসিতকুমুদং, রৌতি চ বিষমং,
 কলকলমলিগরিপারং ॥
 গভবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে,
 ক্ষুটিতি চ নলিনীজালং ।

কুমুদকলাপে, বিহিত-কলাপে,
 সীদতি রহসি বিশালং ॥
 বিরহিতশোক, কুঞ্জতি কোকে,
 ছয়তি বিগত-বিকারং ।
 সকলকিশোরী, তৃষিতচকারী,
 রোদিতি সক্রুণ তরং ॥
 শ্রীকবি-মদনে, ধৃত হরিচরণে,
 রচয়তি রহিতবিষাদং ।
 বিহিতসুসাজং পরিহর শয্যাং,
 নৃপহুতম্বর হরিপাদং ॥

খিষ্টিট—একতাল ।

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে,
 ওলো হুলোচনে চেওনা চেওনা চেওনা ।
 উহার বেদনা তুমি জাননা,
 অনর্থ বেদনা পেওনা পেওনা ॥
 ওরে খরতর, নয়নের শর,
 কেবা আশ্রয়, জানেনা জানেনা জানেনা ॥
 পড়িলে রূপসি, খরখার অসি,
 কামার বলিয়া মানেনা মানেনা মানেনা ॥

খিষ্টিট—একতাল ।

ওলো ধনি পুন আর একটিবার চাওলো ।
 পাচি কিনা পাচি ইথে বুঝে চাই তইলো ॥
 কিন্তু শুনিয়াছি পুরাতন লোকে কয়লো ।
 বিষের ঔষধি বিষ বিষে বিষ ক্ষয় লো ॥

ললিত-জলদ - তেতাল ।

এম নাহি হয় যেন, তবু যদি হয় হেন,
 বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যেন, নাহি হয় সহিতে ।
 যদিও বিচ্ছেদ হয়, প্রাণ যেন নাহি রয়,
 মনে মনে বড় ভয়, পাছে হয় দহিতে ॥
 ভয়ে ভয়ে এইমত, ভাবিয়াছিলাম যত,
 হিতে হৈল বিপরীত, বুক ফাটে কহিতে ॥
 উজ্জ্বল দারুণ বিধি, মোরে দিল নিরবধি,
 সেইত ঘাতনা আদি, চিরদিন বহিতে ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ।

১২১৭ সালের ২২এ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা শিদিরপুরে কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। শিদিরপুরে তাঁহার মাতামহ রামনারায়ণ বহু সর্বাধিকারীর বাড়ী। ইহার বাংলাজীবনের অবিকাশ সময় মাতুলালয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। দাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কাশীপ্রসাদের রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। অবশেষে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং অসাধারণ গড় ও পরিশ্রম সহকারে তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে সমর্থ হন। এই সময় তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; এমন কি, তাঁহার ছাত্রজীবনের কয়েকটি ইংরেজী কবিতা ‘গবরমেট গেজেটে’ এবং এমিয়াটিক সোসাইটী জর্ণালে’ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী কবিতা ব্যতীত তিনি কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। তদাধ্যে ‘বঙ্গালী ভাষার গ্রন্থ ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ’ সম্বন্ধে তিনি যে ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি ভারতচন্দ্র, নিধু বাহু প্রভৃতির কবিত্ব সমালোচনা করেন। নিধু বাহুর অশ্রুক্ষেপে তিনি অনেকগুলি প্রণয়নশীল রচনা করিয়া যিয়াছেন। নিধু বাহুর স্মরণে তাঁহার সে সকল সম্বন্ধে বেশ বঙ্গাল ও ভাব-পরিপূর্ণ। ১২৮০ সালের ২৭শে কাঠিক কাশীপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

গার্ল-রিফিট—আড়া।

কত ভাল বাসি, প্রাণ, বুঝাব কেমনে ।
মন দেখাইবার নয়, কি কব বচনে ॥
অপরের অগোচর, হয় হৃদয় ভিতর,
কি রূপে জানিবে পর, যে করে তার কারণে ॥

ইমন কল্যাণ—আড়া।

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন ।
যেমন করয়ে মন, অতীত কখন ॥
মনেতে যতেক হয়, ভাব প্রেম হৃৎখোদয়,
বচনে সে সনুদয়, হয় কি বর্ণন ॥

বাগাজ—মধ্যমান।

একি আমার হ'লো দায়—সজনি ।
বিসে ফিরে পাব মন, কি করি বল উপায় ॥
পাইতে পরের মন, সঁপে ছিলাম নিজ মন,
না পাইলাম তার মন, আপন হারলাম তায় ॥

রিফিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা তুমি, কেবা তব সম ।
একাধারে সবরূপ শোভা অমূল্যম ॥
শশধর বদনেতে, হৃৎতারা নয়নেতে,
সুধামাখা বচনেতে, অতি মনোহর ॥

বেহার—আড়া।

এ কেমন চোর বল, নয়ন তোমার, প্রাণ ।
চিত্ত মন কিছু নাহি, থাকে আপনার ॥
অন্ত্র অন্ত্র চোর যারা, হেরিলে পলায় তারা,
এ চোর হেরিলে, হরু প্রাণ রাখা ভার ॥

বারেরীয়া—হুঁরি।

কেন সাধিলে না তারে ।
সে যে সখি, মন হুবে, গেল মন-ভারে ॥
মান বেশে অনুচিত, হইলেন রোষাঘিত,
এখন তার সহিত, মিলাতে কে পারে ॥

রিফিট-বাগাজ—মধ্যমান।

সাধরে সাপ তারে ।
যে আমারে তাজে যায় মনো ভারে ॥
কেবল সে নাহি যায়, প্রাণ আমার সঙ্গে যায়,
ফিরাইয়ে সখি, তায়, বাঁচাও আমারে ॥

রিফিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা হ'য়ে তুমি প্রাণধন ।
নিদ্রয় হ'লে কি বাঁচে প্রজার জীবন ॥
মনের বাসনা যত, সব তব অনুগত,
পুরাইয়ে মনোমত্ত রম্যের কর পালন ॥

বিশ্বিট-খানাজ—মধ্যমান।

যা য় যাবে বাড়িক রে প্রাণ, তাহাতে নাহি খেল।
শ্রুতের পিরীতে যদি হইল বিচ্ছেদ ॥
যারে ভাবিয়ে আপন, সঁপিলাম নিজ মন,
যাতনা দিলে সে জন, মরণে কি ভেদ ॥

বিশ্বিট—আড়া।

তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার।
আপনি দিয়াছ মনোসাধে আপনার ॥
নিজ দোষে নিজ ধন, হারিয়ে করি রোদন,
কি করিব অশ্রু জন, কি দায় তাহার ?

হুরট মল্লার—আড়া।

হেরিলে নীতল কতু হয় কি বিরহানল।
দরশনে সখি, আরো, অধিক হয় প্রবল ॥
যেমন দেখিয়ে স্বন, চাতকের কি কখন,
পিপাসার নিবারণ, হয় বিনে ধারাজল ॥
মনের ব্যস্তিত ধন, নিকটে থাকিতে মন,
হয় না শাস্ত কখন, বিহীনে তার মিলন ॥
বরক আশাতে তায়, শোতে হয়ে সহকার,
আকিঞ্চন বাড়ে আরো, হৃদয় করে বিকল ॥

গারা-বিশ্বিট—আড়া।

আখির মিলনে প্রাণ, কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে, নীতল হয় না ॥
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আরো আকিঞ্চন,
প্রবোধ মানেনা মন পূরে না বাসনা ॥

বাগেজ—আড়া।

এত যতন করিয়ে, পাইলাম না তবু,
তাহার নিদ্র মন।
কি কঠিন তাহার পরাণ, দেখি নাহি কখন ॥
সে যদি রসিক হ'তো, প্রেমের কর্ত্তব্য বুঝিত,
মনের বাসনা যত, পুরাইতাম মনোমত,
তবে কি জ্বলি এমন ॥

বিশ্বিট—আড়া।

প্রাণ অবসানে প্রাণ, হবে কি সদয়।
অনুকুলেতে কি ফল, বল সে সময় ॥

প্রাণপ্রিয়ে সেই জন, যারে প্রাণ সমর্পণ,
হৃৎ দিলে সে এমন, কিসে প্রাণ রয় ॥

পুরবী—আড়া।

আজি কি হুদিন, হুদৌনে হুদিন, তব দরশনে।
অধিনী বলিয়ে প্রাণ, হ'য়েছে কি মনে ॥
সদয় হইয়ে বিধি, আনি দিল হারানিধি,
অশ্রুটনে হুশ্রুটন, বল কি কারণে ॥

জয়-জয়ন্তী—আড়া।

অনেক সাধের ধন, তুমি প্রাণ আমার।
কত ভালবাসি আমি কি কহিব তার ॥
হেরিলে বিধুবদন, যে সূখ হয় সাধন,
জানে তা আমার মন, কে জানিবে আর ॥

বিশ্বিট—মধ্যমান।

প্রাণ প্রেমসী।

ও বিধুবদন হেরে মন হইল উদাসী ॥
কি ক্ষণে তোমার সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
কি জানি দিলে কেমনে, হৃদয়েতে প্রেম কাঁসি।

বিশ্বিট—আড়া।

আমার মনের কথা তুমি কি জান না—প্রাণ।
ভালবাসি কি না বাসি, বুঝে কি বুঝ না ॥
হৃদয়ে যার বসত, মন যার অনুগত,
তাহার কি অজানত, কেন এ ছলনা ॥

খানাজ—আড়া।

জীবন জীবন তুমি, প্রাণের ব্যস্তিত ধন।
কি কব যে হই হুঃখী, না হেরে বিধুবদন ॥
বারি ছাড়া মৌন হলে, কাড়র হয় যেমন।
তব বিরহেতে হয়, আমার মন ভেমন ॥

গারা-বিশ্বিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ, আসিবে কি বল সহী।
জীবন রহিত হ'লে, আইসে কি ফল সহী ॥
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে,
বুঝি প্রাণ তোমিবারে প্রাণ হত হ'ল সহী ॥

কেদারা—আড়া ।

এমন কে তারে বলিয়েছিল,
সাথিয়ে সাথিয়ে পিরীতি করিতে সহী ॥
অবলার মন, হরিয়ায় এখন,
বিচ্ছেদানলে জ্বালালে,
বল কি উপায়, দুঃখ নিবারিতে ॥

ইমন্-কলাণ—আড়া ।

ভাবিয়ে ভাবিয়ে সহী, কি হলো আমারে ॥
মনে করি ভাবিব না, তবু ভাবি তারে ॥
ভাবনার একি ভাব, স্বভাব হলো অভাব,
অভাব হয়ে স্বভাব, জীবন সংহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ—আড়া ।

শঠের সহিত প্রেম, কে করে জানিলে ।
স্থখ আশা করে ভাসি, নয়নের জলে ॥

অবলা সরলা পেয়ে, বিনয়ের ছলে ।
আমারে জ্বালালে ভাল, মনের অনলে ॥

গারা-বিস্মিট—আড়া ।

প্রাণ তে আমার জানি যত, আমারে যতন ।
নিরন্তর করে আঁধি বারি বরিষণ ॥
এ কেমন রীতি বল, জ্বালায়ে তৃণমানল,
করিলে নাহে শীতল, বধিলে জীবন ॥

কালংড়া—কাওরালী ।

ধনি শ্রীতের কি হয় রীতি এমন ।
আপনি ফেলনা, করে পরে জ্বালাতন ॥
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,
যে দীপ তাহার তরে, ত্যজে না জীবন ॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন ।

১২০০ সাল চন্দ্রিণ পুরণা হরিনাভি-গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম—রামধন শিরোমণি । পৈত্রিক চতুঃপাঠাতে ইহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় । তাঁহারে কলিকাতায় আনিয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন । সে শিক্ষা শেষ হইলে, ইনি উক্ত কলেজের অন্ততম অধ্যাপকের পদে বরিত হন । ‘হুল্লীন-হুল্লসর্গধ’, নাটক প্রণয়নে এবং ‘বেণীস হার’, ‘শঙ্করা’, ‘মালতীমাধব প্রকৃতি সংস্কৃত নাটকের অত্যাধুনিক ইনি বিশেষ যশস্বী হন । অনেকের মতে ইহার রচিত ‘হুল্লীন-হুল্লসর্গধ’ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক । কয়েক বৎসর পঞ্চরম্যেট প্রদত্ত পেন্সন উপভোগ করিয়া ১২৯২ সালে ইনি পরলোকে গমন করেন ।

অংলাইয়া—কাওরালী ।

দিনকর তাপ ব্যড়িল, ভূমি তাপিল,
শোষিল কুহুম নৌহার ।
আকুল করিগণ, মজ্জন কারণ,
ছাড়িল বিপিন বিহার ।
কাতর মহিষ, সরোবর পুরিল,
শতদল মর্দিত তাহে ;
ভ্রমরনিকর, হ’য়ে অতি দীন,
বিলাপ করে অনিবার ॥

সারঙ্গ—কাওরালী ।

তানুতাপে তাপিত ধরণী ।
বিহগ সব, হ’য়ে নীরব,

হরে কাল অমান ॥

হইল ম্লানতর ফুল ফুল দল,
স্থখী কেবল নীরে নলিনী,
পতি মোহাগে চাকুহাসিনী ।
নিভৃত শীতল বনে মৃগনিকরে,
প্রবেশ করে কাতর স্বরে ;
শাখী উপরে ডাকে চাতকনী ।
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে,
পথিকগণে ছায়া বিহনে ;
শাপে তপনে ধম সম গণি ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক ।

হাবড়া-জেলার আব্দুল-ক্রামের বসু-মল্লিকেরা অতি প্রসিদ্ধ বংশ । জগন্নাথপ্রসাদ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন । বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনায় ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত । কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ লোককে ইনি বেতনভোগী রূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন । ইহার রচিত সঙ্গীত সেই সকল কানোয়াতের বাণী গীত হইত ।

কালংড়া—কাওরাণী ।

শঙ্করি ! ককণা কর, কিঙ্করে কেন বকনা ।
কামনা পূরাতে কালা, কয়লতিকা কজনা ॥
অতি অসাদ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী জীবন, পুরিল মন বাসনা ।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাভ্যায়নৌ ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, দুঢ়ালে ব্রজ ভাবনা ।
শুভ্র নিঃশেষের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে ধুম-যন্ত্রণা ॥

বাগম্ভী—মধ্যমান ।

বিরহ সরসীরূপে, দিগ্বেশে শিরভালে ।
জগন্মনমোহিনী শ্রামা, সক্রন্দণে বৎকরালে ॥
শুভ্র নিঃশেষের রণে, নাশিতে দানবগণে,
ভুবন মোহিলে যথা দশরূপে গিরিবালে ।
প্রথমে কালিকা বেশ, ধনবর্ণা মুক্তকেশ,
শবাক্ষরা করকাদি, শবশিশু কণপূরা :—
ভালে অর্দ্ধ চন্দোদয়, ষড়্ভা মুণ্ড বরাভয়,
চতুর্ভুজে শোভে কিবা, ত্রিনয়না মুণ্ডমালা ।
দ্বিতীয়ে তারা ভীষণা, এক জটা বিভূষণা,
লোল তিস্তা নীলবর্ণা, লঙ্গোদরী কুণ্ডিবাসা ;
চতুর্ভুজ হুশোভন, শিবোপরি আরোহণ,
অর্দ্ধচন্দ্র পঞ্চতক, ত্রিনয়ন ভাল ভালে ॥
তৃতীয়ে রাজরাজেশ্বরী, রক্তবর্ণা শুভঙ্করী,
বিধি বিষ্ণু রুদ্র ঈশ, ঈশ্বর এ প্রেত পক্ষে ;—
সিংহাসন নিরমিত, চতুর্ভুজে হুশোভিত,
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর, ত্রিনেত্র শশী কপালে ।
চতুর্থ ভুবনেশ্বরী, আসন অম্বুজোপরি,
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, অর্দ্ধেন্দু ষটা ললাটে ;—
অলঙ্কার মণিময়, ভুবন প্রদীপ্ত হয়,
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চতুষ্কর জিত নালে ।
পঞ্চমে ভৈরবী মায়া, লোহিত বরণ কায়া,
চতুর্ভুজ মুণ্ডমালা, ত্রিনয়না পদ্মাসনা ;—

অফমালভয় বর, ঐরযুক্ত চতুষ্কর,
শিরে শিশু শশধর, হুশোভিত কেশজালে ।
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা বেণ, উপবীত শোভে শেষ,
নিজ মুণ্ড খড়্গো ছোদি, বাম করতলে ধরি ;
রক্ত উঠে তিন ধার, নিজমুণ্ডে এক তার,
আর দ্বিধারা পাখিনা, দ্বিসম্মুখ বিশালা :
মস্তমেতে পূর্নাবতী, পূর্নময় বরণবতী,
কাকধ্বজ রথাক্রুত, বুদ্ধানিলে দেলে স্তন ;—
বিধনা কৃষ্ণায় আকুলা, কলমালী আর কুলা,
দ্বিভুজে শোভিছে কিবা, ঞ্জালনে কাল জঞ্জালে ।

অষ্টমে বগলামুখী, প্ৰীতবর্ণা মহামুখী,
রত্নগেহে রত্নসনে, ভূষিতা নানা রতনে ;—
সোম সূর্য্যায় নিয়ন, চন্দ্রাঙ্গি ভালে শোভন,
দৈত্য রসনা মুঘল, দ্বিভুজে সমরকালে ।
নবমে মাতঙ্গী বামা, নানা গুণে গুণধামা,
ষড়্ভা চর্য পাশাঙ্কুশ, চতুর্ভুজে ধৃত করি ;—
রত্ন পদ্মাসনস্থিত, রক্তবাস কি শোভিতা,
ত্রিনেত্রা অর্দ্ধেন্দু ভালে বরণ জিনি তমালে ।
মহালক্ষ্মী দশমেতে, শোভিত বেদ ভূজেতে,
বরাভয় পদ্মধর, চাকর্মুদ পদ্মাসনা ;—
রত্নকুন্তে চারি করী, অভিয়েকে মৌলী পরি,
সুবর্ণ সুবর্ণ ঘ্যানি, সুবর্ণ যথায় জালে ॥

আশাবতী-টোড়ী—মধ্যমান ।

বুঝালে যদি না বুঝ, কে তবে বুঝাবে প্রাণ ।
ভালবাসা বেসে শেষে এত কিহে অপমান ॥
ভাল ভালবাসা তব, এ যন্ত্রণা করে কব,
প্রাণে আর কত সব, পিরীতে এ কি বিধান ॥
আমি সম চাতকিনী, তুমি যন কাদম্বিনী,
তবে কেন এ অধীনী প্রতি নহে বারিদান ॥

সোহিনী-জলদ-তেতালী ।

প্রেম আশে, দুকুল ভাসিল ।

আমার মনের সাধ মনে মিলাইল ॥

আমি ভাবি ও বয়ান, তুমি বাম ভাব প্রাণ,

ইতরে মিলন ভাবে, ফলে তা না হইল ।

মনে ছিল যত আশা, ভাসিল সে আশা বাসা,

লাভেতে জরতময়, কলঙ্ক ঘৃষিল ॥

খাষাজ—কাতরানী ।

বল কি হবে জানা'লে দুখে তায় ।

সে যদি আমার একান্ত না চায় ॥

জানা'লে যাতনা বোধ, নাহি মানে অনুরোধ,

তবু কেন পোড়া মন, তারি পানে ধায় ॥

কালাড়া—জলদ-তেতালী ।

তপন সমান প্রাণ হই তব প্রেম লাগি ।

কোথায় মিলন কিন্তু সদা থাক চন্দ্রে জাগি ॥

কে বুঝিবে এ কোতুক, কহিতে বিদরে বুক,

অলি করে মধুপান, অরুণ কীলকভোগী ॥

তুমি যে রাখনা মান, অগ্রে তা জানেনা প্রাণ,

লোকে যেন বলে তুমি, মম প্রেম অনুরাগী

কর্ম্ম হয় কিনা হয়, সে আমার ভাগ্যোদয়,

প্রকাশেতে মুখ রেখে এই মাত্র ভিক্ষামাগি ॥

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা ।

তুমি যে বাস হে ভাল, ব'লে হবে না জানাতে ।

জেনেছি ভাবেতে ভাব, পার কি আর লুকাতে ॥

সকলি বুঝিতে পারি, বুঝিয়ে বুঝিতে নারি,

চোরেতে করয়ে চুরি, সাধু কি পারে মনাতে ॥

এবে যে বাড়াবে মান, সে আশা করিনে প্রাণ,

কে দিলে মন্তব্য হেন, নালা বেটে জল আনাতে ॥

ভৈরবী—তিওট ।

হৃদয়ে পাইয়ে তে রে না পুরিল আশা ।

যেমন সাগর-নারে অগ্ন্যথা নহে নিপাসা ॥

যাবৎ হৃদয়ে থাক, নিজ জন বলে ডাক,

অন্তরে অন্তর ভাব, সে ভাবি ভাবি হতাশা ॥

ইমন—আড়া ।

উচিত না হয় এবে, অবলা জনে বধিতে ।

প্রথম মিলনে কত সাধিতে সাধে কাঁদতে ॥

বাড়াতে হুরাগ রাগে, নব প্রেম অনুরাগে,

বিরাগ রাগ সে রাগে, কি রাগ জান বিদিতে ॥

আর কি অধিক কব, বাড়তে মান গোরব,

বচনে পীযুষ মাখি, যেন শশী ধরে দিতে ॥

শিফিট—একতালী ।

আপন ভাবিয়ে যারে সে ভাবে আপন পরে ।

যে প্রাণ সমান সেই হস্তরক প্রাণপরে ॥

মুখে মধু মাখা হাসি, অন্তরে পরলরাশি,

ভাসি যদি আখিনারে, হাসি উপহাস করে ॥

বাহাব—মধ্যমান ।

কেবল হরেছ মন মধুর বচনে ।

নতুবা কি গুণ তব, ভাবি শয়নে স্বপনে ॥

যে করে তোমার আশ, তারি কর মচনাপ,

কিন্তু যে ঈশং হাস, ব'ধা সদা যে কারণে ॥

যেমন কোকিলগণ, না জানে স্নেহ পালন,

কুদপ প্রায় তেমন, নরিক বিধ ভুবনে ।

কেবল প্রিয় বচনে, প্রিয় ভাবে জগজনে,

আমি ত সেই কারণে, মজিয়াছি প্রাণপণে ॥

কাফি সিদ্ধ—মধ্যমান ।

হৃষিনারে হৃখনারে প্রাণ কি দুখে ভাসালে ।

আপনি না মজি প্রেমে অবলা মজালে ॥

ভাল হই মন্দ হই, তোমা বই করো নই,

এ যন্ত্রণা করে কই, এ জনে কাঁদালে ॥

শয়নে স্বপনে থাকি, সদা প্রাণ বলে ডাকি

মনোহুত মনে রাখি, মান না জানালে ॥

একি জ্বালা স্বকম্মাং, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,

মুখের গ্রাসের ভাত, হরিয়ে মজালে ॥

কানোদ—মধ্যমান ।

কিবা তব ভালবাসা, আশাতে প্রাণ অবশেষ ।

না পুরিল মন-আশা, বিপক্ষ হইল দেশ ॥

মুখে বল ভাল বাসি, মনে অগ্নি অভিলষী,

নহে কেন হৃৎ না শ, দিতেছ বাতনা শেষ ॥

কালেংড়া—জলদ-তেতাল।

কেবল তোমার ভাল আসিতে ভাল বাসনা ।
দুজনে ঝিমত হলে, প্রেম কি হবে বলনা ॥
আমি ভাবি ও বয়ান, সতত হেরিব প্রাণ,
তুমি মনে ভাব আন, এভাবে ভুলে ভাবনা ॥
এসে বল যাই যাই, সে কথা প্রাণে সুধাই,
প্রাণ বলে করি তাই, সবারি সম যন্ত্রণা ॥

কালেংড়া—জলদ-তেতাল।

অগ্নিরে ঝাল না বাস মুখে বোলো ভালবাসি ।
অন্ত্রে যেন আসে প্রাণ তুমি মম অভিলাষী ॥
প্রণয়ে এইত সুখ, যে চায় যাহার মুখ,
সে ভাবিলে তার হৃৎ, সেই প্রেম সুখরাশি ॥
তুমি তাজি সে বিধান, মানে কর অপমান,
আমি মনে ভাবি প্রাণ, বটে কিন্তু লোক হাসি ॥
পিরীভের এই ধারা, পিরীতে মজায় তারা,
না মজিলে মজে যারা, রয় পরিবাদে ভাসি ॥

সিন্ধু—আড়া ।

আশায় আশায় বুঝি, থাকে না জীবন আর ।
কিঞ্চিৎ নহিক স্থখী, বুঝা আকিঞ্চন বার ॥

ক্ষণমাত্র স্থখী হয়ে, চিরদিন হৃৎখে রয়ে,
অবশেষে লোকালয়ে, গঞ্জনা হল অপার ॥
এ নহে উচিত তার, অধীনী যে হয় বার,
তার কি হৃৎ সার, শোধয়ে প্রেমের ধার ॥
ছি ছি প্রেম সুখাশায়, প্রাণ সঁপিলাম বার,
দহে কায় কব কায়, সে দেয় জুতের ভার ॥

সোহিনী—জলদ-তেতাল।

রতন অধিক তোরে যতন করি রে প্রাণ ।
তিল-আধ না হেরিয়ে, বিরহে মরি রে প্রাণ ॥
বিনে তব চন্দ্রানন, মনাগুণে দহে মন,
নাহি দেহ দরশন, কর চাতুরী রে প্রাণ ।
আমি ভালবাসি যাহা, তুমিত না চাহ তাহা,
শয়নে স্বপনে তোরে, অন্তরে হেরিয়ে প্রাণ ॥

সিন্ধুভৈরবী—টিসেতেতাল।

ভালবাসি বলে কি প্রাণ, আসিতে ভাল বাসনা ।
কেমনই করম দোষ, নাহি পুরিল বাসনা ॥
হেরে শশিমুখ হাসি, সুখেয় সাগরে ভাসি,
তাই কি দাসীরে রাখ, ভাবিতে তব ভাবনা ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

১২৪১ সালের ৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামে প্যারীমোহন জন্মগ্রহণ করেন । গ্রাম্য পাঠশালার প্রথমে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয় । তৎপরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত ইনি জনৈক অধ্যাপকের চতুষ্পাঠিতে প্রেরিত হন । বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত ইনি ইংরাজি ভাষাও যৎসামান্য শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-চর্চার তাঁহার অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়, এবং পরে এই বিষয় তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া পড়েন । এক সময়ে কবিওরালা ও বাত্মা-ওরালা ব্যতীত, তাঁহার রচিত গান, ভিখারী ও বৈরাগিপদ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে গাহিরা বেড়াইত । কবিরত্ন মহাশয় বেদন সঙ্গীত-রচনার সিদ্ধান্ত ছিলেন, সেইরূপ সুগায়ক বলিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপটজই প্যারীমোহনকে “কবিরত্ন” উপাধি প্রদান করেন । ১২৭২ সালে ৪০ বৎসর বয়সে ইহার দেহান্তর হয় ।

গৌরী—একতাল।

কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন,
যে জন হৃদয় লয় করে ।
মি কটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
মদীয়ে কি চর্যে মদীরে ॥

শূভমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে,
ভূখরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রান্তবধে শব্দে ভূমণ্ডলে,
আলোয় কি অন্ধকারে ।
পাতে পোতে পথে বাটে বোটে বটে,

তপে জপে যোগে যাগে ঘোণী রাটে,
সরলে কি শটে, হোটেলে কি হাটে,
পথে কি পাথরে প্রান্তরে ॥

লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে,
বর্ষা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে,
ব্রহ্ম-অণ্ডে অণ্ড-বাহিরে ।

গয়া গঙ্গা বারানসী বৃন্দাবনে,
ষোষপাড়া পেরো নদীয়ার মদীনে,
রিভার জর্ডেনে, গার্ডেন অপ ইডেনে,
খাশানে সমাজে কবরে ॥

ভারত অশক্ত সে তার ধারণে,
সাংখ্যে হয় না সংখ্যে অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিলটনে, কোরাণে পূরণে,
বেদে কি তন্ত্র অন্তরে ।

তিনি কত্বে কি গোরাঙ্গ নানক আজ্ঞা বাঁশ,
কাশী কি কানাইএ বসু-শিশু বাহু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে,
স্বরূপ বলিতে সেই পারি ॥

ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরা কারাকার,
সহস্রলীঙ্গ স্বাকারে স্বাকার,
সে যে কিম্বাকার, বর্ণে সাধ্য কার,
ওকরে কি আছেন ওকরে ।

কে বলিতে পারে পরেন কোন্ বাস,
তঁার কোঁচা কি পেলটনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যাধি কি বাকলে, শুধুড়ি কমলে,
কোঁপীনে কি কাষান্নরে ॥

ব্রাণ্ডি কি জিনে, স্তোরি শ্যামপিনে,
কুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু লণ্ডনে,
মালপো মালসাতোণে, মোষে মেঘে ছাপে,
পাকা পাতা বাত-আহারে ।

বেণু বোণা বোলে খমকে কি খোলে,
তোপে কি তাউসে জয় ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে,
শিল্পে কাড়া কাঁদী কাসরে ॥

কিরীটে কি ক্যাপে, বোণী বোণা-বোণে,
কটা জটা জালে, গাল-পাটা গোঁপে,

টেকস ফুরুরে, খাসা খোলা হুরে, কিবা চাচরচিহ্ন

শক্রে রূপে স্বর্গে শক্রেণী সন্তোণে,
নরক নিকরে শুকরী-সংযোগে,
মহাদুঃখ মহাহুঃখে রাগে রোগে,
সমভাব ভেবে পাই যারে ।

পণ্ডিতে পায়রে সম্যাসী শবরে,
কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে,
যে নিগড় নির্ণয় তাঁর করে ॥

পারা ভৈরবী—একতালা ।

চিরদিন কখনো সমান না যায় ।
কতু বনে বনে রাখালের সনে ॥
কতু বা রাজতু পায় ।

অদৃষ্টের ফল কে ঝণাবে বল,
তার সাক্ষ্য দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভট্ট হ'ল দময়ন্তী হারাল,
গ্রহদোষে কষ্ট পায় ।

শুন হে ভারতী, কুম্বোধ্যার পতি,
রাজা হবেন রাম বনে হ'ল পতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে,
সীতা সতী হরে লয় ।

পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির,
সমাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর,
পাশা পণে হারি, সন্ধে লয়ে নারী,
অরণ্য করে আগ্রয় ।

শুনেছি পূরণে হস্তিনা ভবনে,
পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাটবন্দন,
দাসত্বে কাল কাটায় ;—

দেখ সুখ দুখ সকলি প্রত্যক্ষ,
যেন জলবিন্দু প্রায় ॥*

* এই গানটী কবিরত্ন মহাশয়ের রচিত বলি-
য়াই আমরা জানি এবং হুই তিন খানি সঙ্গীত
পুস্তকেও এই কথা উল্লিখিত দেখিলাম। কিন্তু
কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকের প্রকাশিত “পীতাবলীতে”
যে আমরা এই গানটী দেখিলাম না।

গোঁরী—একতারা ।

এই যে বিশ্ব, হতেছে দৃশ্য,
অবশ্য কেউ করেছে সৃজন ।
হেয়ে অসম্ভব, কাণ্ড ভাণ্ড সব,
জ্ঞান হয় কৰ্ত্তা আছে কোন জন ॥
অপার অন্তত অনন্ত অদিলে,
এ সৃষ্টিতে কেউ স্রষ্টা না থাকিলে,
ধ্বংস হ'ত জগৎ পড়ে বিলুপ্তিলে,
সৃষ্টিগলে কতু চলে কি অমন ।
কৃত্ত দেখে জ্ঞান হয় কৃত্তকারে,
বিশ্ব দেখে তেমি দৃশ্য হয় তাঁরে,
কৰ্ত্তা ভিন্ন কর্ম হয় কি প্রকারে,
ধ্বং দেখে যেমন অগ্নি নিরূপণ ॥
নিশ্চয় তাঁর করুণার গুণে,
স্নেহের সর্কার মা-বাপের মনে,
জনমের পূর্বে ছুঁ দেন স্তনে,
হবে ব'লে জীবের জীবন ধারণ ।
জীবন যাপনে যা যা প্রয়োজন,
চেষ্টে দেখি তাই আছে আয়োজন,
হাতে হাতে পাই চাই যা যখন,
তবে অবিশ্বাস করা অকারণ ॥
দৃষ্ট করে সব রচনা কৌশল,
কাঁর নয়নে না করে প্রেমজল,
গর্ভ গঠে পড়ে একবিন্দু জল,
কমনীয় কলেবর সুগঠন ।
তারকা তপন চলমা পবন,
বিগ্রামবাসনা দিয়ে বিসর্জন,
নবগ্রহচরে নিগ্রহ ভয়ে,
নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ ॥
অঙ্ককারে আলো ব্যাধিতে ঔষধি,
সমুদায় সেই বিধাতার বিধি,
এ সব উপায় না থাকিত যদি,
তবে তবে ভাবি স্বভাবে সাধন ।
যে জন্তুর ইচ্ছা মনুষ্য হননে,
তাঁর ইচ্ছায় থাকে নিবিড় কাননে,
কুতীরিণী নীরে, কেশরী ভূধরে,
সর্প বিকরে করে বিচরণ ॥

যদি বল কালে স্বভাবে হইয়,
সে সকল কথা যুক্তিযুক্ত নয়,
স্বভাব প্রবাহ নাস্তিকেরা কয়,
স্বভাব সমষ্টি তাঁর হুশাসন ।
পূর্বকালের লোক ছিলনাকো বোকা,
অবশ্য তাঁদের জন্মেছিল ধোকা,
মেনেছে ঈশ্বর তারা নয় খোকা,
অনেকে অনেক ক'রে আন্দোলন ॥
হুবিমল কান্তি বিশ্বাসে দর্পণ,
ভক্তিযোগ করে যে করে ধারণ,
ভক্তাধীন বিভু ভক্তির কারণ,
তখনি সে জনে দেন দরশন ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই পদে পদে,
নাই বলে থাকে যত চতুর্পদে,
কবিরত্ন কয় বিপদে সম্পদে,
সে পদে মরুদা থাকে যেন মন ॥

বাঁদাজ—একতারা ।

কিরূপে রূপ করিব চিন্তা চিদানন্দ হে তোমার ।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপে ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ॥
ওহে অনন্ত অনন্তরূপ, কে বলিবে তব রূপ,
কে দেখেছে কে শুনেছে কি আকার কিবা রূপ,
বেদে বলে এক রূপ, বাইবেলে বলে অন্তরূপ,
বৈষ্ণব কি অষ্টৈত রূপ, ভেবে বোকা ভার ॥
তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য রূপ, হ্রস্ব কি বিরাট রূপ,
স্বরূপ না দেখলে সে রূপ, কে জানার স্বরূপ ।
নীল নগিন কি মগিন রূপ, শুক্রাদি কি মিশ্ররূপ,
কুন্ড কি কদম্ব রূপ, অপূর্ব আকার ॥
তুমি রাম কি রহিম রূপ, জীজ্ঞাসু কি জিহোবা রূপ
কালী কি কংসারি কৃষ্ণ শিব সূর্য রূপ ।
মংস্ত্র কি বরাহ রূপ, নর কি নৃসিংহ রূপ,
বুদ্ধ কি গৌরাস্ত্র অস্ত্র, কঙ্কি অবতার ॥
না জেনে যথার্থ রূপ, যদি ভাবি ব্যর্থ রূপ,
ভাবান্তর ভাবিলে পাছে, দাসে হও বিরূপ ।
মনঃসাগরে এইরূপ, তর্কতুফান নানারূপ,
প্যারী বলে তব ধব ভাবনা অপার ॥

ভৈরবী—কাওরালী ।

মন নির্ঝাণ-নগরে যদি রবে ।
সমভাব ভাব সবে, লম্বোদরে,
দিবারে হরে কালী কেশবে ॥
ঈশ্বর নিরাকার, নিত্যানন্দ নির্জিকার,
সাধক হিতসাধনে ধরেন রূপ অপর —
কখন প্রকৃতিরূপা কখন পুরুষাকার,
মানস মণিমন্দিরে, বৈতভাব কেন তবে ॥
এক স্বর্গে অলঙ্কার, গঠন বিবিধাকার,
বাউটা বাল্য কণ্ঠমালা যুমকো সঁটি চন্দ্রহার,—
আকার প্রকারভেদে মানাবিধ নাম তার,
একত্রে সব গলিয়ে দেখ পূমকীর স্বর্ণ হবে ॥
ভিন্নাকার ভিন্নবেশ, দেখে করোনা ক ঘেষ,
অনন্ত নরকানলে পাইবে অনন্ত রেশ,
একূল ওকূল তব হুই কূল যাবে শেষ,
ঈশ্বরেষ্বরী কর্তৃ নিস্তার নাহিক ভবে ॥
যেমন ভারী ভার, দুইদিক্ সমভার,
একদিক ভাঙে যদি হুই দিক যায় তার,
প্যারী বলে কালী কৃষ্ণ অভেদ অন্তরে যার,
সে জন সাধক সাধু মরণে মঙ্গল লভে ॥

গৌরী—একতাল ।

কালী যে কেমন ধন কে জানে ।
ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের
আগেচর আগমে যারে রাখানে ॥
চিস্তায় চিত্তস্বরূপা চিত্তক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরজ-বাসিনী,
সংস্রবলেতে সদা থাকেন স্পর্শনমনে ।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
হৃদয়স্থ পাপপূর্ণা কিছুতে নন্নি গিণ্ড,
কর্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূভগণে ॥
হুটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তার,
পূরাত্রে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বপ্তগে ।
অন্ততোষ অজ ইন্দ্র বাদবেন্দ যে মায়ায়,
মৃণালের তন্তুমধ্যে গলকেতে আসে যায়,
পাখণ্ড প্যারী ভবে সে কালী পাবে কেমনে ॥

মলতান—তেতালী ।

ঐ নেংটা মেয়েটা এলো সমরে ।
চেয়ে দেখে তুণ, কি বিকট রূপ,
মড়ার মাথা, গলায় গাথা,
মড়ার আঁচল কোমরে ॥
যে বাণ হানিলে রোষে, সাগর সলিল শোষে,
সে বাণ অনাসে গ্রাসে, হাঁ করে ।
দেখ না ভক্তি, হয়ে উলাকী,
যেন মন্ড মাতঙ্গী বামা হেরে প্রাণ শিহরে ॥

* * * *

জয়হস্তী—সাপতাল ।

তব-হৃদিকুহ-রাজে, যে রমণী মৃগরাজে ।
রণেতে করিল জয়, দুর্জয় দনুজরাজে ॥
নাগরাজে নগরাজে, যক্ষরাজে পক্ষরাজে,
পাইল রাজত্ব পদ, পুজে যে পদ-পক্ষজে ।
রাবণ রাক্ষসরাজা, যে চরণ করি পূজা,
মুরামুখে দিলে মাজা, অথ পালে যমরাজে ॥
পাইল রমণী রাজে, রাঘব কানন মানে,
নীলাজয়বর্ণী মাকে, দৌরিয়ে হনৌলাপুজে ।
যে চরণ করি ভূষা, অনিরুদ্ধ পৈলে উষা,
ব্রহ্মাঙ্গনা ব্রত ফলে, ব্রহ্মভূমে ব্রহ্মরাজে ॥
অমরে অর্চনা করি, মহামায়া মহেশ্বরী
মহিষমর্দিনী রূপে, মখিল মহিষরাজে ।
কহে প্যারী কবিরত্ন, কাকনে ফেলি কাঁচ বহু
ভজ সেই রমণীরহ, পদে যার মহাকাল যে ॥

মধুকামের স্বর ।

এই বেলা মন নেয়ে ডেকে, নীলাজয়বর্ণী মাকে ।
নিলাম নিলাম কহে শমন,
কখন নেবে নিলাম ডেকে ॥
কাল নিলে নিলামে ডেকে,
কর শক্তি কে রাখবে ডেকে,
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে,
তখন আর কি হবে ডেকে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ডেকে,
কাঁদবে সব ডেকে ডেকে,
শাড়া কেউ পাবেনা ডেকে ॥

চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে,
পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥

হাবির—একতাল।

কালীপদ-পঙ্কজে মতি যার ।
ভব ঘোর সে ঘোর সে ঘোরেনা আর ॥
তার মনের মলা, বিনাশেন বিমলা,
অন্তরে থাকেনা অস্তান অন্ধকার ॥
রণে রাজধারে, শ্মশানে মশানে শূত্রাগারে,
শূত্রমার্গে হত্যাশনে, অন্ত্রাঘাতে উদ্ধাপাতে বিষপানে
বিস্ত্রী গমনে বিষ নাইকো তার ॥
দস্তী দস্তে শৃঙ্গি শৃঙ্গে নথী নখে,
নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রে,
রাক্ষসে কি খণ্ডে, পিশাচে পন্নগে,
প্যারী বলে সে পায় পারাবার ।

ধারার—একতাল।

এই যে কলবর, এটা পরের বগ,
ভাড়া দিয়ে আছি ভাড়াটে স্বরে ।
যে দিন নেটীশ দেবে, সে দিন টের পাবে,
উঠে যেতে হবে মন ভোমারে ॥
ভাড়াটে বাটার কে নেবেরে ভাড়া,
ভাড়াটে প্রজাকে আর কে দেবে তড়া,
তলব এলেই তুই হ'বি মূলুক ছাড়া,
এ উপভোগ করবে অপরে ॥
কোথা রবে অলঙ্কার অহঙ্কার,
কোথা রবে পরিবারের চল্লহাং,
হৃদয়ে যখন করিবে প্রহার,
কি বলে বুঝাবে তারে ।
চিত্রগুপ্ত এসে খুলে দেখাবে খাতা,
আত্মক অগ্নি উড়ে যাবে মাথা,
কালক্রুপ ফেরাবে কর্ণ-বিপাক-জা-
খাবি খাবি পড়ে মরক হস্তরে ॥
বিষয়ে বাসনা প্রবল প্রতিদিন,
পরিশোধ হ'লনা দেব পিতৃকণ;
পরিবারবর্গের পরিশোধিবারে ঋণ,
এলি কি এ সংসারে ।

কবিরত্ন কর যুক্তি শুন তবে,
অনন্ত সুখের ভাগী যদি হবে,
অনায়াসে ভবপাশে ত্রাণ পাবে,
ভাব ভবধবে ছন্দ মন্দিরে ॥

রামপ্রসাদী হর ।

আর কতকাল ভুগবো কাণি হয়ে আমি
কুয়ের বড়া ।
এই ভবকুপে, কোনরূপে নিরুত্তি নাই গুণা-পড়া
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্কাসে পড়েছে কড়া ।
আবার গলায় কশা, শক্ত কাঁশা মায়ো মোহ
দড়ি দড়া ॥
যুগে যুগে, মলাম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া ।
জীতে কাণি জলে ভিজি রোদেতে হই
বেগুন-পোড়া ॥

রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে,

যখন থাকি হয়ে খোঁড়া ।

জীবাত্মা কাঁসারি বেটা অমনি এসে দেয় যে
কি অপরাধ করেছে মা এত কেন শাস্তি কড়া ।
কবি কর তোর পায়-পড়ি,
আর করোনা ফড়া ছোঁড়া ॥

খট-ভৈরবী—৪৭।

কি দোষে করেছ দুর্গে
আমায় ছেকড়া গাড়ীর ষোড়া ।
পড়েছি ঘোর শঙ্কটে সংসার-শকটে ঘোড়া ॥
জীত গ্রীষ্মাদি বর্ষাতে,
কামাই পাইনা কোন মতে,
ছুটে ছুটে পাপের পথে, পড়ে পা হয়েছে খোঁড়া
অশ্রু যুতা হুটো ক্রোশ, সয়না প্রাণে এ আক্ষেপ,
জীবাত্মা কোচম্যান পিঠে,
দেয়ি হ'লেই মারে কোড়া ।
বীর কর্ণহৃত্ত বাল, আছি আশ্রম-আস্তাশ্রমে,
চক্রেতে না দৃষ্টি চলে, অস্তান-চর্যেতে মোড়া ।
পূর্ব পুণ্য পচা দানা, ত্রিপুরাইল খায় ছ'লনা,
ফুরিয়ে গেছে পেট জরেনা,
কি কষ্ট কি কপাল পোড়া ।

কবির কঁদে বলে, রেখনা আর আশ্বাবলে,
শিবের বচন শুনে বলে,
তুমি হুং মোচনের গোড়া ॥

মূলভান—৪৭ ।

লাভ না পেলাম, পুঁজি খেলাম,
মিছে এলম ভবের হাটে ।
কিছু ফলনা ফল, আসাই বিফল,
কেবল গেলাম বেগার খেতে ॥
অনিভা বাসনা নিভা,
কার কোথা কি ল'ব লুটে ।
আবার তুরকীভাজী বাজির মত,
মন আমার বেড়াচ্ছে ছুটে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,
মদ আর মাংসর্ঘ্য যুটে ।
তোমার মূলমন্ত্র জপতে গেলে,
আমনি বাড়ি মারে পিটে ॥
কি অপরাধ করছি মা, বলছি ছুটে করপুটে ।
কেমন করে জেনে শুনে,
করি। আমার রিপূর মুটে ॥

ঝিঝিট—একতাল ।

ভাঙ-বিভোলা ভোলনাথ
ভোলা ভূত সাথ নাচিছে ।
ডিম্বিকি ডিম্বিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে ॥
বম্ বম্ বম্ বাজিছে গাল,
তাল দিতেছে তাল বেতাল,
ভূত প্রেত প্রমথপাল, হি হি হি হি হাসিছে ॥
অঙ্গে ভয় ভূষণ ফণি, ভালে শোভে নিশামনি,
শিরে হুরধনী, কুলু কুলু ধনি করিছে ।
ধূতুরা পানে আঁধি ঢুলু ঢুলু,
কর্ণে শোভে ধূতুরারি ফুল,
কটিভটে বাঁহালা হুকুল,
হুলে হুলে খসে পড়িছে ॥
বামে বিরাজেন বিবমাতা,
সে যে কিরূপ তার কি কব কথা,
অত্যাচলে হেমলতা, জড়িয়ে ঘেন অলিছে ।

আনন্দে উন্নত নন্দী ভূমী,
নাচিছে অকুটি কুটিল ভঙ্গি,
পারী হ'য়ে অহুংসী, হৃদি-কৈলাস হেরিছে ॥

ইমনকলাপ—একতাল ।

জয় শিব শঙ্কর ।
ত্রিলোচন ত্রিপুরারি, কন্দর্প-দর্পহারী,
ত্র্যম্বক ত্রিশূলধারী, ত্রিতাপ সংহার ॥
সমুদ্রে মন্থনকালে, নালকণ্ঠ নাম নিলে,
অখিলে বশ রাখিলে, কপিলেশ্বর ॥

মূলভান—৪৭৭

সে পথের কি করলি তা'বল ।
যে পথে তোর যেতে হবে হবে সে পথের সম্বল ॥
ছাড়বেনাকো কোনমতে, কল্পে কোন ছল ।
বাছবেনাকো কালা কাটা জল কি জঙ্গল ॥
ধন্য ব'লে ডরাবে না দেখে ধনবল ।
বলী সম বলী হ'লে ষাটবেনাকো বল ॥
হুজন সরল পক্ষে স্নে পথ সরল ।
কুটিল কপট পক্ষে সে পথে গরল ॥
সে পথ লক্ষ শোভন তারাই
বলে মনে যাদের মল ।
পলকে পৌছিতে পারে মন যাদের নির্মল ॥
পথের মাঝে বৈতরণী,
সে নদীর জল যেন অনল ।
তায় নাই তরণী-মাঝা বাঘি একাকী কেবল ॥
যাবে সঙ্গে ধমদূত ভয়ানক অজুত সবল ।

তা'রা ধমকে বলবে
প্লবম জলে সাঁতার দিয়ে চল ॥
নির্জাণ ঐহীপে তৈল প্রদানে কি ফল ।
কি হেতু তুই বাঁধবি সেতু বয়ে গেলে জল ॥
পারী বলে শোন সে পথের আছে একটা কল ।
এই বেলা কেবল খালি কালী কালী বল ।

বেহাগ—পোতা ।

ওরে মন, তোমারে আজ বলে কাল
ভরে পটল তুলতে হবে ।
এখন উপায় আছে জেবে নে' ডালী তবে ॥

কোথা থাকবে বড়ী বাড়ী, প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে।

গালপাটা কটাগোঁপে

কে আগরে আতর মাখাবে ॥

পোমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।

বিধুমুখে নিধুর টপ্পা

গান ক'রে কে প্রাণ জুড়াবে ॥

বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক

মেরে কে জুড়ী হাঁকাবে।

আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খাসী থাকবে ॥

রম-টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।

ছ'টি নয়ন করে রাঙা রং টেনে কে কথা কবে ॥

টানা পাখা টানিয়ে দিয়ে

বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।

ফুলের তোড়া সামনে রেখে

সট্রিকা টেনে সাধ মিটাবে ॥

রোগ হ'লে ডাক্তারে যখন

নাড়ী টিপে জ্বাব দিবে।

তখন কুইল ধ'রে উইল ক'রে

পরের হাতে দিতে হ'বে ॥

এখন একটা পয়সা ব্যয় করনা

মহামায়ার মগেংসবে।

যখন পাঁচে পাঁচ মিসাবে তখন

পাঁচভূতে সব লুটে থাকে ॥

খাটে তুলে ষাটে যখন

সুঁদুরি কাঠে সাধ মিটাবে।

প্যারী বলে যাবার সময়

মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে ॥

—
বাঁশাজ—একতাল।

চাপদাড়ি রাখা, চ'খে চসমা ঢাকা,

ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।

এ পথের পথিক, নম্রের অধিক, (গণনায় অধিক)

দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে ॥

যাদের জাঁজুড়ে গন্ধ গায় পাওয়া যায়,

চসমা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,

সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়,

গভীর ভাবে ব'সে থাকেন চেয়ারেতে।

কিলোজকার বেন ডাবছেন ফিলোজফি,

নবাবী আমলের পুরোণ মৌলবী,

বেদব্যাস কিনা কালিদাস কবি,

নিমগ্ন রয়েছেন খিওরি চিন্তাতে ॥

বুড়া হলে যখন চালশে ধরে চোখে,

চসমা ব্যবহার তখন করে লোকে,

তবু পরাধীন বলে ধরেনা অনেকে,

অঙ্গ অভরণ হয়েছে কালেতে।

জোর করে যখন কেবল বিজ্ঞতা জানান,

অলীক আড়ম্বর আর দেশে কেন,

ছেলে বুড়ো সাজা সাজেনা কখন,

হাশাস্পদ কেবল হওয়া সমাজেতে ॥

দেশ যুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা দেউ,

বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকী নাইকো কেউ,

রাখেনাকো যার পোঁদে আছে ফেউ,

মনোহুখে তারা মলো আপশোষেতে।

না বুঝে অনেকে নিগূঢ় কৌশল,

অনুকরণেতে অমুন হন পাগল,

সাধ করে কেবল সাজে রাম-ছাগল,

দুশমন চেহারা কেবল পাই দেখিতে ॥

চেনা যায়না এখন হিন্দু মুসলমান,

চেহারা চ'খে ঠেকে সব সমান,

বাড়ুয্যে কি রহুলবস্ত্র রমজান,

অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।

দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ,

দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্মের সংযোগ,

তবে দাড়ি রাখা কেবল কণ্ঠভোগ,

কামান পয়সাটা পায়নাকো নাপিতে ॥

প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী,

নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি,

সাহেবেরা চটে দেখে চাপ দাড়ি,

কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে ॥

—
বিভাস—একতাল।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই,

সংসারে তার মরণ ভাল।

পয়সা ভিন্ন হয় না পুণ্য,মাশ্র গণ্য কে করে বল।

পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,

প্রাণের সহোদরে, সমাধারে আলাপ করেনা—

বজ্রগণে তায় না গণে, হুতাহুতে বশে থাকে না-

পিতা মাতা, কন না কথা,
মর্শে ব্যথা যেন তার প্রবল ॥

১ নারকী নরের করে, প.প পরমা হলে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে ঘণ গান,
অর্থ বশে, অনাগসে, সত্য বসে হয়ে মাক্রমান,
কুলেশীলে, দীন হলেও,
কুলীন বলে তারে মকল ॥

২ দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেমসী রসবতী,
রোষাবিত হয়ে অতি, পতির পাশে খেসেনা—
সদাই বলে, ঝাঁচি ম'লে,

পোড়া কপালে হুখ হলোনা—
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ,
অনশনে চিরদিন গেল ॥

৩ হত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনা গঞ্জন দাসে,
য়েতে থাকেন বাইরে শুয়ে,
চোরের মত হয়ে ভাই—
উঠে এসে, গিন্নীর পাশে,
যদি বলেন একটু আগুন চাই —
(গিন্নি, তামাক খাব আগুন চাই)

চাইলে আগুন, হয়ে আগুন,
বলে গয়র পাপ কেন এলো ॥
সেই পুরুষের পরমা হলে,
অমনি গিন্নী বোমটা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে,
কর্ত্তারে জলখাবার দাও—

পিস্তি পড়ে, হবে পীড়ে,
যদি না খাও আমার মাথা খাও,
কবি বলে, ভূমণ্ডলে,
পরসার পীড়িত জেনো কেবল ॥

জংলা—একতাল।

খেওনা খেওনা, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
মদৃ বদৃ জিনিষ ভাই রে ।

যারা খায় মদ, তারা হয় বদ;
নিবারণ করি তাইরে ॥

অদেয় অপেয় হয়ে বস্তু অতি,
মতিমান নরে করে হীনমতি,
অজ্ঞানে ষটে অশেষ দুর্গতি, সর্বনাশের চাইরে ।

বিনাশে পণ ঘটায় বিপদ,
ক'রে দুঃশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ, পাভকের হ্রদ,
মদ আপদের খাঁইরে ॥

সর্বনেশে হুয়া চাপে দার হাড়ে,
কলেবর ভাণ করে গো-ভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন্ড হয় তার হাড়ে,
আলস্যের বাড়ে গাঁইরে ।

যারে দংশায় হুমা-কাল-মাপ,
কলক সাগরে সেই দেখে ঝাঁপ,
নানা রোগে ভোজ্য পায় পরিতাপ,
অসুস্থ সদাইরে ॥

নেসায় ঢুল ঢুল নেত্র জবাফুল,
বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ষে ভুল,
হিত উপদেশ বেশ বলে শুল,
রেগে হ'তে হয় কাঁইরে ॥

অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্য গমন,
অহরহ অপকর্ষে ব্যাকিঞ্চন,
অধর্ম-মরদাশে করায় বিচরণ,
বাছোনা বলদ গাইরে ॥

কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে জাল,
চলে যায় কোঁকে লোকের কয় মাতাল,
পথে ষাটে পড়ে যায় কত টাল,
ছি ছি এমন পাঞ্জি দেশা নাইরে ॥

প্যারীচাঁদ মিত্র ।

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাতা নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম—রামনারায়ণ মিত্র। রামনারায়ণ সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহারই উদ্যোগে রাধাকোহল দেন মহাশয়ের প্রসিদ্ধ “সঙ্গীতভবদ্বন্দ্ব” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা, পারস্য ও ইংরেজী এই ত্রিবিধ ভাষাতেই প্যারীচাঁদ বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ‘ডেপুটি লাইব্রেরিয়নে’র পদে মনোনীত পূর্বে উক্ত লাইব্রেরীর সেক্রেটারীও লাইব্রেরীর পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। ক্রান্ত পরিশেষে, এই উচ্চপদে যেচ্ছায় পতিভাগ করিয়া, প্যারীচাঁদ স্বাবসায় মনোনিবেশ করেন। এইবার লক্ষ্মী ইহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং অচিরে সেই ব্যবসায় হইতে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার নিকট বিশেষ স্থানী। ইহার রচিত “আলালের ঘরের ছালাল” বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস। বঙ্গভাগকে ইনি এক নুতন চোখে গঠিত করেন। পিতার দ্বারা ইনিও সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। ১২৬০ সালে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ভৈরবী—একতাল।

মনোযোগে মনে যোগ করহে সাধন ।

এ নয় অসাধ্য সাধন ॥

কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন চন্দন,

রেচক পুরকে নাহি কিছু প্রয়োজন ॥

অনুতপ-অগ্নি জ্বালি, চিও মধ্যে দেহ ঢালি,

জ্ঞান ভক্তি হবি দিয়া করহে সাধন ॥

মন অতি সমল, কর তারে নিখল,

পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন ॥

ধাপাজ—মধ্যমান ।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী ।

(বিবেচন কর) যেখানে ভ্রমণ করি

সেই বারাগসী ॥

তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,

প্রকৃত অন্নপূর্ণ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী ॥

মান-তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থ সদা স্থখী ।

ধন মান চাহি না হে, শান্তি অভিলাষী ॥

রামকলী—কাওয়ালী ।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিবেচক ।

ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর ॥

দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মুঢ়মতি,

কল্পবোড়ে করি জড়ি, সদা পাণে জরজর ।

মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাংসার পরাংপর ॥

সোহিনী বাহার—আড়া ।

প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময় ।

প্রেমগতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্বাশ্রয় ॥

স্বপ্ন পালন, জীবন মরণ,

তারণ কারণ সব প্রেমময় ॥

কেথায় অশিব, সর্বত্রোত্তে শিব,

এ প্রেমে কি জীব উদ্ধার না হয় ।

যিনি প্রেমধার, নিকটে তাঁহার,

মাগ' প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয় ॥

পাপ বিসর্জন, অকপট মন,

তাঁহাতে অর্পণ, কর বিনিময় ।

আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব,

মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয় ॥

কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল,

ক্রেমশ হুর্দল, হবে অতিশয় ।

মরণের ভয়, হইবে অভয়,

সব সুখময়, পাইবে—আলয় ॥

বিশিষ্ট—আড়া ।

তব অর্চনার কি ফল ।

মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্মবল ।

ত্রাসিত তাপি ত মন, স্থখী না হয় কখন,
নইলে তব শরণ, আনন্দ বিমল ।
শোকের মোহিত জীব, তব ধানে সজীব,
চিন্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল ॥
মানবের যত ক্রেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপা কর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল ।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল ॥
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন নিষ্পাপ নিখুল ॥

জয়জয়ন্তী—চোঁতাল ।

মন শোধন সাধন কর সম্বন । *
চিত্ত নিখুল হইলে ব্রহ্ম দরশন ॥
কামের কুমতি নানা, পাইবে বোর যন্ত্রণা,
নিখুল না হ'লে মিথল, পাইবে কেমন ॥
কর্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ ভেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হ'য়ে কর তাঁর শরণ ।
ক্লেদ প্রাতি বর ক্লেদ, ক্রমা-অশ্রু কর রোধ,
নমতার অশ্রু অহঙ্কারের মরণ ॥

ত্রিষিট—আড়া ।

স্থখী গেল রে জীবন ।

কি বলিবে জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন ॥
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন ।
ইন্দ্রিয় হুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হ'লো কাল, কাল দরশন ॥
না হইল পরিহৃত, যা হইল অনুচিত,
পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন ।
নাহি কিছু সহল, ধ্বংস হ'লো বুদ্ধিবল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন ।
খেদ সম্বরণ নর, ভাব সেই পরাংপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্যভঞ্জন ॥

নানারাগ-মিষ্রিত—আড়া ।

এমন কল্যাণ হইবে কেমন ।

কেমনে করি আমি এই সাধন ॥

কে দারী কে হৃত মায়ী অঞ্জন,
সংসার অসার ভ্রম দরশন,
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন,
চরমে ইষ্টলাভ কর মনন ।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান,
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অমুঠান,
ললিত স্তবে গলিত হও মন,
প্রেম উদয়ে হৃদয়ের আগমন ॥
বিভাষ প্রকাশ সেই নিরঞ্জন,
মুদিত নয়নে কি হবে দরশন,
গোড়সারসে তাঁর সংকীর্তন,
এক মন হ'য়ে কর পুনঃপুনঃ ॥
মূলতান অকপট আচরণ,
গ্রাম হর মান নাহি প্রয়োজন,
পুরিয়া মনের সাধ সম্পূরণ,
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ ॥

মালকোষ—আড়া ।

ব্রাস্ত অশান্ত নর বড় না পায় অন্ত ।
দূরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে সর্বদা প্রাণান্ত ॥
জীবের নিধন, সমুদে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত ॥
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর মহে এ বৃত্তান্ত ॥
পাপপুণ্যফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
ভুভোগ্য কৰ্ম্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত ।
ভাই বন্ধু বৃত্ত, হবে সমাগত,
মিলিবে তাঁহারি যদি হয় একান্ত ।
ধর্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে হৃথ অসীম অনন্ত ॥
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অমৃতাপ,
তাঁহার কৃপান্তরে শেষে হবে ক্ষান্ত ।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভক্তি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত ॥

ত্রিষিট—আড়া ।

বিপদ কে বলে বিপদ ।

কুর্বাণি বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ ॥

তুমি হে প্রেম-আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
 চরমে হবে মিস্তার, এজ্ঞা বিপদ ।
 কত রাগ কত ধ্বংস, অহংকার অশেষ,
 পাপের দারুণ রেশ, বাড়ায় সম্পদ ॥
 বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন,
 করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ ।
 তুমি হে মদলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
 বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ ॥

—
 গিঁটিট—আড়া ।

কে গো রোদন করে ।
 সকল করি মারে মস্তক-উপরে ॥
 একাকিনী চন্দাননী, উম্মাদিনী পাগলিনী,
 এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে ॥
 সিন্দুর অঞ্জলি মিশি, মেঘে তড়িতির হাসি,
 ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে ।
 এলোকেনী এলোমনা, বিগত ধৈর্য-বন্ধনা,
 শোককেটে হয়ে উন্নতা, মগলা কান্তরে ॥
 জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতি-শোকে ছদ্ম দহে,
 কেন খাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে ।
 পতি মোর প্রাণেন, বৃথা মোর এ জীবন,
 মরিলে ঠাটে জীবন, এ শোকসাগরে ॥
 স্থির হও গুণবতি, পিতা পুত্র ভাই পতি,
 ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাব হে তাঁহারে ।
 জগৎপতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
 পুনর্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে ॥

—
 বৈরাগ—আড়া ।

দেখি ঘোর অন্ধকার ।
 তরঙ্গে গরজে তম মেঘ বারম্বার ॥
 পাপ প্রচণ্ড পঙ্ক, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
 মত্ততাডড়িতে বাড়ি কুহুতি-বিকার ।
 অহংকার বজ্রশক, নব্রতা হইছে স্তব্ধ,
 শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার ॥
 কত কুসঙ্গ-ভরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
 এ আতঙ্ক কবে ভঙ্গ ভরসা আমার ।
 নিগনের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
 ক্ষোভের কুপা অপার তুমি কর্ণধার ॥

পরজ—আড়া

কেমনে পাইব সে আলোক ।
 যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক ॥
 যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
 সে আলয়ে বিরাজে যতেক পূর্ণাশ্রোক ॥
 কিম্বদ অম্বর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
 হৃদয়সে ভাসে সদা নাহি দুঃখশোক ।
 সবাকার এই চিত্ত, কিসে হবে পর-হিত,
 প্রেমবিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক ॥
 হলে প্রেমের প্রাবন, করে তাঁরা দরশন,
 নিম্নল নিম্নল ব্রহ্ম আলোক আলোক ।
 যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
 কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক ॥

—
 খাওয়াজ—মধ্যমাম ।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত ।
 কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত ॥
 মুখেতে বল ঈশ্বর, যদিও এ শুভকর,
 কেবল এই রবে, না হইবে রক্ষিত ॥
 কি করিবে দারা পুত্র, চিন্তকর্ম্ম মূলহুত্র,
 চিত্তের সরল গুণে তরিতে নিশ্চিত ।
 অকপট ভক্তি কর, তাঁজ বাহ্য আড়ম্বর,
 ইহাতে তাঁহার প্রীতি, এই হে বিহিত ॥

—
 গলিত—আড়া ।

কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্তন ।
 সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন ॥
 সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
 বিকসিত পুষ্পগন্ধ, করে বিতরণ ।
 বন-উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
 কি আশ্রয় মনোতো, নয়ন-রঞ্জন ।
 ডাকে মানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,
 যোগীর ধ্যান ভঞ্জন, অবন-মোহন ॥
 আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পূজিত হৃষ্টি,
 দেখি এত প্রেমে রুষ্টি, স্থির কি কারণ ।
 উঠ উঠ সব নর, করপটে স্তব কর,
 সেবিলে সে বিশ্বাধার, হৃৎখেতে মরণ ॥

বারোঁরা—হুঁরি ।

ওহে কেন অচেতন ।

১. জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন ॥
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিখাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিত্তন ॥
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদগদ,
কেন তাজ মুরাশাদ, সর্বশাস্তি ব্রহ্মজ্ঞান ।
কেন বাহু আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাংপর, না কর হৃদয়ে ধ্যান ॥

বেহাগ—আড়া ।

এক দেখি ভয়ঙ্কর ।

যেন কে প্রহারে মেরে কাঁপি থরথর ॥
মনজ কর্ণজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন মরণ হ'লো ঘোর দণ্ডধর ॥
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ,
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর ।
পর-বনিতাগমন, পর-বিষয়-হরণ,
পর-পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর ॥
যেমন মন আমার, তেমন হ'লো আকার,
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর ।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর ॥
চারিদিক্ অন্ধকার, কেমনে হবে হুসার,
অসার কণ্ঠের ফল অবশ্য অসার ।
উজ্জ্বল করে গমন, পূণ্যবান্ এক জন,
নিকটে আসিয়া বলে হ'য়ে স্থিরতর ॥
অস্ত্রের পাপ-মোচন, অস্ত্রকে পূণ্য-প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি যন্ত্রির ভিতর ।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হ'লে কর্ণদোষে যন্ত্রণা বিস্তর ॥
দয়াময় ক্ষমাসিদ্ধ, দেন সবে রূপা-ইন্দ্র,
এ কারণ পাণ্ডী তাপী হয় কালান্তর ।
হ'য়োনা সান্ত্বনান্তর, ভাবান্তর গতান্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর ॥

মূলভাষা—আড়া ।

সুখ-ধামে যাবে যদি কর অয়োজন ।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্যাসে গমন ॥

ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিগাম,
এইখানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন ।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন ॥

গৌড়নারঙ্গ—মধ্যমান ।

রূপাময় রূপা কর এ অভাজনে ।
অনুরেতে সুখশ্রোত ভাসমান তব ধ্যানে ॥
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগ্রে অস্ত-ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে ॥

আড়ান-বাহার—মধ্যমান ।

মনজেল মদজেল চলে চল তাই ।
মনে করো না আগে মনজেল নাই ॥
যত মনজেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিব্যাত্ম নাই ।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভব-ভাবাতীত ভাব বাড়িবে সদাই ॥

হুট—আড়া ।

মঙ্গল সাধনা কর ভাবিয়া মঙ্গলময় ।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দূরশয় ॥
পর-দুঃখ-বিমোচন, পর-সুখ-বিবর্জন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয় ।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গল,
অনিতে যুথিতে নিত্য না পাবে আনন্দালয় ।
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয় ॥

দ্বিধিকট—মধ্যমান ।

কি দিব তোমারে বল না ।

(হৃদয়ের ধন !)

কেবল সম্বল মোর ভব আরামনা ॥
প্রদান করহ চিত্ত, তাপিত বিপুল নত,
হ'লে তোমার অর্পিত, পূরিবে বাসনা ।
যত স্নেহ প্রেম ধরি, রূপা করি লও হরি,
আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

রাজা-মহারাজের গান ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ।

নবদীপাধিপতি স্বনামধন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের
মুতি বঙ্গসাহিত্যে চিরদেদীপ্যমান। ইহার পিতার
নাম—মহারাজ রত্নরাম রায়। ১১১৭ সালে (১৭১০
খৃষ্টাব্দে) পিতার মৃত্যুর পর, ইনি পিতৃ-সিংহা-
সনে অধিরোধ করেন। কবির ভারতচন্দ্র ইহার
আশ্রয় পাইয়াই বঙ্গসাহিত্যে চিরস্বর্ণীয় কীর্তি
রাখিয়া গিয়াছেন। কবিরজন রামপ্রসাদ ও মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন।
সাহিত্যসেবীদের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ
অগ্রদূত প্রকাশ করিতেন। মহারাজ বাল্য-প্রতি-
পালক ছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণকে বহু বক্ষোত্তর
দান করিয়া গিয়াছেন। নবাবী আমলের শেষ
সময়, ইংরাজ বাহাদুরের নিকট মহারাজ বিশেষ
সন্মান প্রাপ্ত হন; তাৎকালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
তাহাকে ‘রাজেন্দ্র বাহাদুর’ উপাধি ও দ্বাদশটি
কামান উপঢৌকন প্রদান করেন। ১১৯৯ সালে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়; এবং ১১৭২ সালে
৭০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মহা-
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালীর প্রাক্তঃস্বর্ণীয় ব্যক্তি।

ললিত—আড়াঠেকা ।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী ।
না সরে নিখাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক ।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে, তমোরজোতে ব্যাপিনী ॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্রুথিনি ।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননি ॥

মহারাজ শিবচন্দ্র ।

নবদীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম।
মহিবীর গর্ভে মহারাজ শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।
১১৯৫ সালে ইহার মৃত্যু হয়।

ধাপাজ—একতালা ।

নীল বরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটাবিভূষণী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পক রেখাশ্রেণী ।
নরক-চারুকর মুশোভিনী,
লোলরসনা করাল বদনী ॥
নিতম্বে নিচোল শাদ্দুল ছাল,
নীলপত্র করে করে করবাল ।
নৃমণ্ড খণ্ডের অপর ঝিকরে,
লসোদরী লসোদর-প্রসবিনী ॥
নিপতিত পতি শব রূপে পায়,
নিগমে ইহার নিপাত না পায় ।
নিস্তর পাইতে শিবের উপায়,
নিতা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

ধাপাজ—একতালা ।

দীন তারিণী, দুরিতহারিণী,
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী ।
স্বজনপালন নিধনতারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী ॥
হুংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
তুংহি মীন কুর্খ বরাহ প্রভৃতি,
হুংহি স্থল জল অনিল অনল,
তুংহি ব্যোম ব্যোমকেশ-প্রসবিনী ॥
সাক্ষ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ত্রায়,
তম তম জ্ঞানে ধ্যানে সঙ্গা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রম হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি ।
নিরুপাধি আদিঅন্তরহিত,
করিতে সাধকজন্য হিত,
গণেশাদি পক রূপে কাগ বক,
ভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী ॥

সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্মজ্যোতির্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননী ।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরমা ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্কচনীয়,
সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী ॥

ত্রিবিটি—কাওয়ালী ।

এলোকেনী এলো কে রণে কালবরণে ।
ত্রিলোক এলো করে, দে রূপের কিরণে ॥
অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শোভা,
হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বয় গো নয়নে ॥
বিজ্ঞ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিলু রণস্থলে,
পতি তো পতিত পায়, শবরূপে চরণে ॥

মূলভান—আড়াঠেকা ।

মদনমথন-মনোহারিনী ।
অতমী কুহুম সম হৃবর্ণবরণী ॥
চতুর্দন্ত চারি খেত, করি করে বেষ্টিত,
রতনঘটে অমৃত, অভিব্যেক শিবানী ॥
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয় অভয় করে,
পাদপদ্মপদ্মোপরে, পদ্মসদ্য-বিহারিনী ।
শিবহৃদি-পদ্মাসনে, মহালক্ষ্মীনাথ সনে,
হলে যুগ্ম দরণানে, জয়-ধ্বনে হৈ অরুণী ॥

বাহার—১১ ।

ভুবনেনী মার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা ।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী হৃভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাসে, অর্দ্ধভাগা চন্দ্রমা ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি ত'র উপমা ।
মুহাবিদ্যা আরাধিতে, সধাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্ট সিদ্ধি অণিমা ॥

দেশ—পোস্ত ।

জকর মুক্তকেনী মুখ তুলে চেয়ে এবার ।
মামার আশার অন্তর মা জয় আশীলক্ষবার ॥

জগে জগে জয় যত, জানত মা কষ্ট কত,
বিশেষত মানব দেহে যন্ত্রণা যে সময় না আর ॥
হয়েচে নরের দেহ, মনোভীষ্ট সিদ্ধি দেহ,
নাম বলে নিঃসন্দেহ হবেনাকো জয় আর ।
বিচারিয়ে রাগবেশ, আছে গুরু-উপদেশ,
শিবের যে এই আদেশ, তত্ত্ব শুনি বারংবার ॥

ত্রিবিটি—১১ ।

এ নারী কে নারি চিনিতে, কার বনিতে ॥
শিরশেচন্দ্র স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে ॥
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিন গুণে শোভিত ত্রিকোণ যোনিতে ।
কঠোখিত রুধির ত্রিধার, তার এক ধারা,
ধরে কি মাদুরী জানিতে ॥
অরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
হুই ধার গিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে ।
বিপরীত রীত সহ রতি রতিপতি,
তরুপরি মূবতি রূপার পাণিতে ;—
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থিমুণ্ডমালা গলে
মুশোভিত যজ্ঞোপবীত ফণীতে
আধ কলা চন্দ্রননে, কি শোভিত কলানাথ,
ফলিত কপাল মালে দিনমণিতে ;—
তত্ত্ব তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ হরধুনীতে ॥

গুরবী—আড়াঠেকা ।

জয় গণেশজননী, সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ।
শঙ্করবাহিতপদ, জয় অধমতারিণী ॥
গতিত পাবনী তাঁরা, শোক-তাপ-দুঃখ-হরা,
মহেশ হৃদয়ে ধরা, অভয় চরণ হৃথানি ।
ভবানী ভবের ধ্যান, জননী জীব জীবন,
কজতরু শ্রীচরণ হরমনোমোহিনী ॥
তিরিতে মা ভবাবধ, তরি শ্রীচরণ তব,
অনিত্য জেনেছি সব, তুমি সত্য সনাতনী ।
ত্রিনয়নী ভারা শিবে, কবে কলুষ মাশিবে,
দীনে দয়া প্রকাশিবে, দেখা দিবে নিস্তারিণি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

তারা কর গো মা পার ।

মায়া-নদী মধ্যে পড়ে ভাবি অনিবার ।
স্নেহের তুফান তায়, বেগে বহে অতিশয়,
ডুবি তাহে নাহি ভয়, কলঙ্ক যে মহিমার ।
জলচর পরিজন, মনেই করে দংশন,
বিনা তব ত্রীচরণ, নাহি কর্ণধার ;—
শিবচন্দ্রের এই ত্রাস, নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস ।
যাইতে কালের পাশ, নাহিক নিস্তার ॥

কুমার শত্ৰুচন্দ্র ।

নবদীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়
মহিষীর গর্ভে শত্ৰুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ।

গারা-ভৈরবী—১২ ।

মন তুমি এ কাল মেয়ে,
কোন সাধনায় পেলে বল ।
কাল-রূপের আভা দেখে,
নয়ন মন সব ভুলে গেল ॥
ছিল বামা কার ঘরে,
কেমন করে আনলি তারে,
কাল নয় পূর্ণিমার শশী,
হৃদয়মারো করে আলো ।
অরুণ যেমন প্রভাতকালে,
তেমনি মায়ের চরণতলে ।
দ্বিজ শত্ৰুচন্দ্র বলে (ও পদে)
জবা দিলে সাজে ভাল ॥

গারা-ভৈরবী—১২ ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে ।
শ্রামার চরণ বিনে রে,
মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
শুনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে ।
পুন মুন লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
দ্বিগ্নে রক্তজবা কালীপদে, ৭বে ত রাবণ বধেছে ।

দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীরুদ্দাবন আদি করি,

কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে ।

সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
মায়া রূপা হয়ে তখন, কৃষ্ণের জীবন বাঁচিয়েছে ।
শিবের রূত কালী ক্ষেত্র, সকল তীর্থের সারতীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ।
শঙ্কু ভাবে দিবানিশি, ঘর রূত সেই কালী,
আপনি হয়ে শ্রাশানবাসী, ত্রীচরণ ছন্দে ধরেছে ॥

পাখাজ—একতালা ।

ভাব সেই পরমেশ্বরী ।

জন্মে ভ্রাতৃ হয়ে ভুল না রে মন ॥

প্রভাতে বালিকারুতি, আদিত্য-মণ্ডলে স্থিতি,
রক্তবর্ণা পরমা কুমারী ।
মধ্যাহ্নে যুবতী বামা, শ্রামবর্ণা নিরুপমা,
সায়ং বুদ্ধা সিতাস্নিনী নারী ।
ব্রহ্মরূপা নাভিমূলে, বিশ্বরূপা হৃৎকমলে,
ললাটে হয় শিব ত্রিশূল-ধারী ।
সহস্রদল কমলে, পরং ব্রহ্ম বেদে বলে,
নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী ।
দ্বিজ শত্ৰুচন্দ্রের বাণী, নিশুস্ত শুস্ত নাশিনী,
শঙ্কু মনোহরা শাক্তরী ।
শঙ্কু বাজিত পদ, হৃদ্যপংক্তি কোকনদ,
বিরাজে তার গঙ্গা গোদাবরী ॥

কুমার নরচন্দ্র ।

কুমার : নরচন্দ্র,—নবদীপ রাজবংশ-সম্ভূত ।
ঈহার রচিত অবিকাংশ শক্তি-সঙ্গীত অতি সরল
ভাষায় প্রথিত ।

নিম্ন ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

অনায়াসে যা হয় মন, তাই তুমি কর রে ।

রসনা মগনা হয়ে, কালী কালী বল রে ॥

কি কার্যে রে কোথা-কুহী, এস রে নির্জনে বসি,
ভাবি শ্রামা এলোকেশী, বসে কালী পাব রে ॥
যদি বল ধনে পুণ্য, সে পুণ্য ভ্রমতে পূর্ণ,
যাগ যজ্ঞে নানা বিয়, সে ধন যে পাবে রে ॥

দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, তার দৈ কালীর ত্রিচরণে,
কালী জ্ঞানে কাল জানে, সদানন্দে থাক রে ॥

কালিাড়া—একতালী ।

এমনি মহামায়ার মায়া,
রেখেছে কি কুহক করে ।
ব্রহ্মা বিহু অচৈতন্য,
জীবে কি তা জানতে পারে ॥
গুটীপোকায় গুটী করে,
কাটিলে সে ত কাটতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী,
আপনার নালে আপনি মরে ॥

বিল করে ঘুনি পাতে, মৌম প্রবেশ করে তাতে,
যাওয়া আমার দ্বার খোলা,
তবু মৌম পলাতে নারে ॥

ভৈরবী—পোস্তা ।

ওরে মন, তোর পায়ে ধরি, যা বলি তা শোন্ ।
ধিরলে বসিয়ে ভাব, শিবের সেবিত ধন ॥
কি কারণে মহারণে, অচৈতন্য অ ছ মন,
এ যে বেদের বাজি, সকল ফাঁকি,
হাঁসের ডিম দেখায় যেমন,
তুমি কার কে তোমার, কার জন্তে জ্বালাতন ॥
দেখ, পলকে হৃদয় হয়, পলকে হয় পতন ।
সকল কি তোর সঙ্গে যাবে, যত কর উপার্জন ?
মলে, হবে দণ্ডী, দিবে পিণ্ডি,
উর্গা তপ্পল সম্ভাবন ।

কুঁমি চকল হয়েছ বড়, যাবে ব'লে বৃন্দাবন ;
তোমার হৃদাসনে রাখাক্ষয়,
তাঁয়েই কর দরশন ।

৷ দ্বিজ নরচন্দ্র কয়, শ্রীমা কড় মেয়ে নয় ;
সে যে বাজায় বাঁশি, ধরে অনি,
অন্তে হয় সে নারায়ণ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কপালে যা আছে কালী, তাই যদি হবে ।
ত্রিচূর্ণা জয়চূর্ণা বলে, কেন ডাকি তব ॥
ললাটে লিখিছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
শির তের সত্যনামী কেমন সত্যকর ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কিস্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে ।
যেবা ধন তোর রাজ্য চরণ,
তাও বাঁধা হরের কাছে ॥
যদি পাই মা যোগে যোগে,
বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে ।
ঘুম নাই তার ধনের লেগে,
ঘুমে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কি করি মনকরী, মত্ত অনিবার তারা ।
ভ্রমিছে বিষয়ারগে, প্রাণপণে না দেয় ধরা ॥
পরমার্থ পঙ্কজ বন, সদা করিছে হলন ;
নিষেধ পাশ মানে না বাধণ,
আমি ভক্তি আলান হারা ॥

কুভাস্ত কেশরী ভয়, গণে অতি ভুজাশয় ।
কুমতি মাতঙ্গী তার, পেয়ে প্রিয়তম দারা ॥
আমি যে বিষয়াশক্ত, আছে ত্রিচরণে যুক্ত ।
কৃপা করি কর মা মুক্ত, জ্বলনী এবার তারা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেমন মেয়ের মেয়ে শ্রীমা,
দেখ দেখি মন বিচার করে ।
এমন মেয়ে না হলে কি,
হরের মন ভুলাতে পারে ॥
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরা কঠিন হয় ।
অন্ত মেয়ের কর্ম নয় মন,
মদন যারে শঙ্কা করে ॥

ভৈরবী—২ং ।

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই ।
থাকলে আমি দিত দেখা, সর্বনাশী বৈচে নাই ॥
শ্রীমানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম গুপ্তাগত, কেন আর যত্না পাই,
বিমাতার তীরে গিয়া, কুশপুন্ডুল সাহাইয়া,
অশৌচাত্তে পিণ্ড দিয়া, কালাশৌচে কালী যাই ।

দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে,

(মন) মায়ের জন্ত ভাব কেনে,

মা গোচ নাম বসন্ত আচ তদ্বিবার ভাবনা নাই ॥

গাড়া ভৈরবী—থররা ।

চল যাই কাজ নাই । (তারার তালুকে রে)
কখন আছি, কখন নাই,
এ তালুকের মুখে ছাই ॥
পঞ্চজনার জামিন দিয়ে,
এসেছ বয়নমা লয়ে, ভুলিলে বিষয় পেয়ে,
শেষতে পাবি সাজাই ।
ষড়িপুর জ্যেষ্ঠ যে, কানুনগুই হয়েছে,
সে হস্তবুদ্ধে জন্ম করে, কিরিতেছে রে সদাই ॥
কোথ হল পটয়ারি, লোভ মোহ মোহরী,
খাজাঙ্গী হয়েছে মদ,—
মাংসর্ঘ্য এই চুট ভাই ॥
যখন তোমার তসিল হবে, সাক্ষী সবে পলাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে,
আমার মা বিনে গতি নাই ॥

ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দিবে ফাঁকি,
রয়েছ যসমাই সে ত নিলাম করে লবে রে,
নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ মহলে ইস্তফা দিয়ে ।
হুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

নেংটা মেয়ের এত আদর,
জ'টে বেটা ত বাড়ালে ।
নহিলে কেন ডাক্তে হবে,
দিবা নিশি মা মা বলে ॥
শ্রীরাম জগন্দের গুরু, জ'টে বেটা তাঁর গুরু,
আপনি কেটা বুকেলেনা কো,
রইল শ্রামার চরণ তলে ॥
বিষম পাগল জটে ব্যাটা,
শাশান ত তার মোরস পাটা,
(আবার) বেটীর এমনি বুকের পাটা,
জ'টের বুকে পা-টা দিলে ॥

গাড়া-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

ভাব রে শাস্ত্রবা বিদ্যা, গোপনে সরোজলে ॥
হুদে কালী বহিঃ শিব, বদনে শ্রীহারি বলে ॥
আদ্যা বিদ্যা সিদ্ধাসনে, নেত্র পত্র চন্দনে,
ভক্ত মুক্ত হয় দানে, ইহকালে পরকালে ।

কালাংড়া—একতাল ।

যখন যে রূপে কালী রাখ গো আমারে ।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমায়ে ॥
ভস্ম বিভূতি ভূষণ, কিংবা মণি কাঞ্চন ।
তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসনোপরে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

যে ভাল করেছ কালি, আর ভালতে কাজ নাই ।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই ॥
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত ;
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ।
জঠরে দিয়াছ স্থান, কেমনা মা অপমান,
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥

গাড়া ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

শাস্ত্রবি তোমায়ে ভাবি, সন্তাবনা নাই মা এমন ।
যার হুখে হব সুখী, সে যে আমার নয় ভেমন ॥
পড়েছি মা যে নিপদে, স্থান দিখে রাখ পদে,
প্রাণ যায় গো ঐ বিষাদে, দুখা হলো আগমন ॥

গাড়া-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

শেত শতদলে কে গো, বিরাজে খেংবরনী ।
বীণাযন্ত্র করে ধরা, শিরে চুড়া ত্রিভঙ্গিনী ॥
পাদাঙ্গুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ ।
হেরিয়া হয় আতঙ্ক, শশধরে কুরঙ্গিনী ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

সংসারের যত হুণ, সকলি পড়িয়া রবে ।
জীবন জলবিষ প্রায়, জলে জল মিশাইবে ॥
ভালার উপরে তাল্লা,
তেতাল্লায় আর কেবা শোবে ।
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরনী লুটায় রবে ॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা, কেবা অভিমান করিবে;
বাজিলে সে কুচেরি কাড়া,
খাড়া খাড়া যেতে হবে ॥
হৃদের হৃদ গণিতেছ ভাল,
আট বছরে দ্বিগুণ হল ।

জাননা যে সে আট বছর,
তোমার জন্মায় খরচ যাবে ।
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মন তোর সঙ্গে যাবে ॥

কালাঙা—একতাল।

যে হয় পাষণের মেয়ে, তার হৃদয়ে কি দয়া থাকে
দয়া হীন না হলে কি নাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাইকো তাতে,
নৈলে গলে পরে মুগ্ধমাল।
পরের ছেলের মাথা কেটে ॥

(তারে) মা মা বলে যত ডাক,

(সে) শুনেতে পেয়ে শোনে না কো
নরা এগ্নি নাথি থেকে। তুমি মা মা বলে ডাকে ॥

ষাষাজ—একতাল।

সুসুবাণ হয়ে মানব-জমিন
আবাদ পত্তন করলি কেন ।
জল যদি শুকায় যাবে
তখন শুকনা ডাঙ্গায় বাঁজ লাগবে কেন ॥
মন, যদি পানি ফল, শুন তার কল,
ভক্তিরূপ জল কর রে মিচন ।
প্রেমরূপ বেড়া দিয়ে, বান্ধ ভক্তি দড়া নিয়ে,
দুর্গানাম বাজ কররে রোপণ ॥
কালীনাম কুঠারি ধর, কেটে ফেল পাপাস্কুর,
নয়নে প্রহরী করি থেকে। সচেতন ॥
একে মানবজমী জমায়ে আছে কমি,
নাই কিছু তার মাথট বাটা ;
মিছে কাজে ফির, তত্ত্ব নাহিক কর,
বোণ পড়েছে তার না দিকে নটা ।
ভেবেছ পলায়ে যাবে, পলায়ে নিস্তার পাবে,
শিয়রে বসিয়া কাল পলাবি কেমনে ॥

মহারাজ নন্দকুমার ।

মহারাজ নন্দকুমারের কাঁসি আজিও কেহ
ভুলিতে পারে নাই । বীরভূম-জেলার অন্তর্গত
ভদ্রপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন ।
বাঙ্গালার নবাব আলিখদ্দাঁর ঠাঁব রাজত্ব-কালে ইনি

হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন ।
নবাব মিরজাফর আলি ঠাঁর শাসনকালে মহারাজ
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত
হন । নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে
“মহারাজ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জালা-
কবার অভিযোগে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের এই আগষ্ট
ইয়ার প্রাণদণ্ড হয় । তথাবৎ হেষ্টিংস তখন গবর্ণর
জেনারেল । মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু
ছিলেন । অস্তায় বিচাবে রাজপুত্রের কাঁসি হওয়ায়,
সমগ্র হিন্দু-সমাজ ব্যাধিত হইয়াছিল । এই জন্ত
অনেক হিন্দু কলিকাতার বাস পরিত্যাগ করিয়া
গঙ্গাব অপর পারে গিয়া বাস করেন ।

সুবট-মল্লাব—জলদততাল।

আপন তনয়ে দধা না করিলে দ্বিজগত-অঙ্গে,
এ তোমার উচিত নয় ।
আমি যদি গুণহীন পাপী ছাচ্যার অতি,
জননীর রোষ নাহি সম্ভবে বালক প্রতি,
কিন্তি করুণা বিস্তরয়, তবে বিবে নাহি হয় ॥
স্বকর্ম ফলের ভোগ স্বরাজ্য ষটিবে জীবৈ,
ইথে মম মনে খেদ বদাচ নাহিক হবে,
নিখিল তারিণী নামে অশ্বশঃ এ ছুৎ নাহিক সয় ।
দীন-নিস্তারিণী পতিত-উদ্ধারিণী,
কি গুণে এ নাম ধর শুনি নগ-নন্দিনি
নন্দকুমার জড়মতি প্রতি, না হইও নির্দয় ॥

টোহি—ভেতাল।

হিণে-হীন-রজনীশ-বদনী,
তারা কোকনদ জিনি ত্রিনয়নী ।
বিসাধর মূহুহাস্ত, বিহিতামরগণ প্রীতি মা
ভয় ভাষা, অমৃত-মৃত, ভুবন মোহিত রূপ,
অতমৌক্যম-বরণী ॥
ত্রিশূল করবালাদি আয়ুধ শোভিত কর,
সসৈন্ত মহিষকুল সমূল বিনাশ কর,
কোটি যোগিনী আবৃত শিবে শিরে যুগেশ-বাহিনী
কমলদলাভিত শশী একি অদ্বুত,
সুস্বদিত পদে এ শোভা প্রকাশিত,
নন্দকুমার বাহিত পদে রাখ তারিণী ॥

রামকলী—একতাল।

বিহরে রণে কেবের বামা মুগেন্দ্রবাহনে।
নারী হুখে রণে একি রহস্য,
অনায়াসে নাশে দলুজ পশু,
ঈশং হস্তযুক্ত আশু, কহু অঙ্গনে ॥
রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত,
মহিম শিরসি ক্ষিপ্ত-বামচরণে।
নন্দকুমারে কয়, করেছ মা রিপুজয়,
বিশ্রাম কর গো মম হৃদিপদ্মধানে ॥

সুরট—তেতাল।

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায় ॥
সব সুখ সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥
মতি চঞ্চল অতি দূরিত দুরাশয়,
বিষম্বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পরে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয় ॥

কেদারা—জলদতেতাল।

তারিণি, তার দূরিত নিবার দানহীন
পতিভঞ্জে।
পাপেতে মোহিত আমি, পতিতপাবন তুমি,
ভাবিয়াছি তবির তব নাম-গুণে ॥
বিকসিত কোকনদ, নাশয়ে বিষমমদ,
বিরিঞ্চি-বাক্তিত পদ, পাবে কি এ জনে।
নন্দকুমার-শলী, শুন স্মর-হর-রাণী,
নিজ দাসগণে গণি, রাখিও চরণে ॥

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

ইহাদেব আদি-মিবাস, মুর্শিদাবাদ কাদি।
কলিকাতার উত্তরে পাইকপাড়া ইহাদেব অধুনাতন
অধিবাস। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড়লাট
ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতির সময়ে রাজস্ববিভাগের
দেওয়ান ছিলেন। মাতৃশ্রোত্রোপলক্ষে ইনি লক্ষাধিক
টাকা ব্যয় করিয়া ছিলেন।

ঘটভৈরবী—আড়াধেমটা।

কোলে আয় মা ভবদায়া নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা।
যারা তারা চায়, আমার মত হয় কি তারা।
বিধাতারে অরাধিব মা,
তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব,
মায়ের মায়া কেমন ধারা ॥

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

মহারাজ রামকৃষ্ণ,—নাটোরাবিপতি মহারাজ
রামকান্ত রায়ের বংশধর; ভারতপ্রসিদ্ধা রাণী ভবা-
নীর দত্তক-পুত্র। বিষয় লিপ্সা পরিত্যাগ কবিয়া,
তিনি ভগবচ্ছিত্তার জীবন যাপন করেন। ১২০২
শালে (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।
ইনি একজন প্রবন্ধ সাধক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ
বড়নগরের গঙ্গা-তীরে ইহার সাধনার স্থান আঞ্জিত
বর্তমান রহিয়াছে।

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দে মা অন্নদে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে।
ধন্য কাশী শিব ধন্য, সুরবুনী অবতীর,
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভব দে।
হয়েছে মা ক্ষুধা-ব্যাধি, দে মা গো সুখা-ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি রোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে ॥

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এখন কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা তোর মনের মত
অকৃতি সন্তানের প্রতি বকনা কর মা কত ॥
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
সংসার বিষে জলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিব হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত ॥
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ মা তারা
হৃৎকের ফাঞ্জিল বাকি কত ॥

মলিহ—আড়াঠেকা ।

কার রমণীসমরে বিরাজে ।

কে গো লজ্জাক্রপা দিগম্বরী অহর-সমাজে ॥

মায়েরপদতল-বরণ, জিনি তরুণ অঙ্গণ,

নখরে নিশাকর লুকাইল লাঞ্জে ।

প্রপদ নীলনলিনী, উরু রামরস্তা জিনি,

কটিতটে করশ্রেণী, কিঙ্কিনী বাজে ॥

নাতি সুধাস্রোবর, ত্রিবলী কি মনোহর,

পীনেরস্ত গরোধর, হৃদিপরে সাজে ॥

সুশাণ কৃপান করে, বন জঙ্ঘার করে,

নাশে যত দমুজেরে, গ্রাসে বাজী গজে,

(মায়ের) গলে মুণ্ডমালা শোভা,

অটহাসি লোলজিহ্বা,

ঋতিগুণে ইয়ু শিশু অপরূপ সাজে ।

মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধা পানে ঢল ঢল,

অলি যেন আন্ততোষ হৃদয় সরোজে ॥

বাহার—৪৭ ।

জয়কালী জয়কালী বলে, যদি আমার প্রাণ যায় ।

শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাঙ্ক্ষ কি বারানন্দী তার ॥

অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায়,

কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে, শিবপড়েছেন রাজ্য পায়

মহার—একতাল ।

জয় কালী রূপ কি হেরিলাম ।

হর-হৃদে মায়ের পদে মন সঁপিলাম ॥

কাল বরণে, জলধর বরণে,

হর পর রতন নৃপুত্র চরণে,

কঙ্কালী বেড়া কর কিঙ্কিনী,

শোণিত শোণিত কিংকুক জিনি ।

আমরা বালিকা ধ্যান, মুজিত নয়ন,

আপনারে আপনি পাসরিলাম ॥

চন্দ্র চমকে বয়ানে ধন্ত,

আহা মরি মরি কি রূপ লাভ্য,

হেরিরা হরিল জ্ঞান, বিক্রে প্রাণ,

প্রবা দান পদে না করিলাম ॥

যে আনিল মাকে ধরণীপৃষ্ঠ,

সেই নরপতি নৃপতি শ্রেষ্ঠ,

বিজয়ামকুণ্ড বলে, এসে ভূমণ্ডলে,

কালী কালী মুখে না বলিলাম ॥

(অথবা)

বিজয়ামকুণ্ড ভাল মহীপাল,

ইহকাল পরকাল তরিলাম ॥

পূর্বদী—একতাল ।

ভবে সেই সে পরমানন্দ

যে জন পরমানন্দস্বরীয়ে জানে ॥

সে যে না যায় তাঁর পৃথিটনে,

কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,

সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,

যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥

যে জন কালীর চরণ করেছে স্মুল,

সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,

ভবাব্দে পাবে সেই সে কুল,

বল সে মূল হাঠাবে কেমনে ॥

রামকৃষ্ণ কর তেমনি জানে,

লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে,

আঁধি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,

কালী নামায়ুত পৌষ পানে ॥

জঙ্কলা—একতাল ।

মন যদি মোর ভুলে ।

তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ॥

এ দেহ আপনার নয় রিপুগণে চলে ।

অনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে ॥

ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে ॥

আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ।

কোটবিহার রাজ্যধিপতি মহারাজা হরেন্দ্র-
নারায়ণ জুপ বাহাছর ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া,
১২৪৬ সালে (১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে) কালক্রমে দেহ-
ত্যাগ করেন । বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও,
বংশ নাহিতোর আলোচনার—সন্ধ্যা রচনার
প্রভাবে ইনি অকর স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন ।

টোড়ি—টিমা একতাল।

দিগ্বাস গলিত কেশ।

মরি ঘোর সমরে বামা করে।

কেরে সুন্দর হর-হৃদি সরোবর

রক্তোৎপল পদে প্রকাশ ॥

তাই এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,

এমন মূর্তি দেখি নাই।

ভূপে কয় মোর মনে লয়

বটে বটে বটেই ভাই

এমন মূর্তি দেখি নাই।

মায়ের ওষ্ঠার নব দিবাকর

বদনাক্ষিতে তিমির নাশ।

ভয়ে দিতিমুতকুল সব চেয়ে রৈল,

ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি,

ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি।

ভূপে কয় মোর মনে লয়,

তারার বরণ তারায় রাখি

তারার বরণ তারায় রাখি।

কিবা স্বকলারুল দন্ত উজ্জ্বল অমৃতার্ণব অট হাস

বেহাগ—টিমা একতাল।

ভুবন ভুলালে রে কার কাগিনী ঐ রমণী।

বামার করে করাল শোভিছে ভাল

করবাল খেন দামিনী ॥

সজল জলদ শোণিত অঙ্গে

নাচে ত্রিভঙ্গ তাল বিভঙ্গে রে।

মায়ের শিরে শিশু শশী ঘোড়নী কপসী

শশিমুখী কালীবাগিনী ॥

অট অট অট হাসিছে রে

নাশিছে দহুজ মা ভৈ ভাষিছে রে,

শ্রীহরেন্দ্র কহিছে হৃদি প্রকাশিছে

ওব রূপে ভঞ্জননী ॥

খাবাজ—একতাল।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্রামা ॥

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, তবে কি আর আছে ভয়,

অন্তে খাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা ॥

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ
গিরিশচন্দ্রের দত্তক পুত্র। ১২৫৫ সালে (১৮৪৮
খৃষ্টাব্দে) মহারাজ শ্রীশচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ
করেন। ৩৮ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

খাবাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।

অনন্ত গাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে ॥

বাঞ্ছন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার,

বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।

মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,

পঞ্চাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে ॥

সুরাহর কিম্বর, গন্ধর্ব্ব অম্বর নর,

মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে ॥

আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,

অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে।

চিন্ময় হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,

যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ॥

মল্লার—একতাল।

কেও রমণী নীরদ বরণী,

স্বরহর হৃদে সমরে নাচিছে।

শ্রীচরণ গুণে ত্রিতালত্রিগুণে,

সুধীরে মধুর নপুর বাজিছে ॥

অনিয়া সে ধ্বনি কনককিঙ্কণী,

ছিলে হর শ্রেণী স্মরণ লইছে ॥

নাভি সরোবর সলিল আশয়,

ত্রিবলীর ছলে করিবর ধায়।

কুচ-কুন্তবর বিধুমলাধার,

যার পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচিছে ॥

নরশির, হরি গলে সুশোভন,

বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,

করাল বদন করি দরশন,

দেব হৃষ্টমন দানব কাঁপিছে ॥

হেরি বামার বাম উরু, জিনি রামরস্তাতক,

কাজে কাজে লাজে লুকায়েছে।

কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী,
চির বনচারী, বিধি করেহে ।
চরণ তরুণ, অরুণ কিরণ,
নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে ॥
সুচারু চাঁচর, চিরুর কান্তি,
চাহিছে চাতক জহদ-প্রাপ্তি,
এ রণ প্রাপ্তি বঙ্গ মা শান্তি,
শ্রীশ মানস আসন পেতেছে ॥

মহারাজ মহতাবচন্দ ।

মহারাজ মহতাপ চাঁদ.—বর্ধমানাধিপতি মহা-
রাজ তেরশতাব্দের দশকপুত্র । ১২৪৭ সালে (১৮৪০
খ্রীষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল) ইনি ইংরেজরাজ কর্তৃক মহা-
বাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন । কলি-
কাতার ঐতিহাসিক সোলাইসী ভবনে ইনি ভারত-
বীর একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ।
১২৭৬ সালে (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর)
ভাগনপুর সহরে মহারাজ মহতাপচাঁদের মৃত্যু হয় ।

লুম্বাধাজ—হুংরী ।

অপরূপা কে ললনা, হেরি রক্তাশ্রুজাশনা ।
কিঙ্কণী-মণি-রচিত, মুকুট শিরোভূষণা ॥
কুটিল কুতলজাল, আদৃত মুখ-মণ্ডল,
গুপ্ত জিত-বিশফল, প্রতুলপঙ্কজননা ॥
ধনুশধর জলতা, ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহস্র বদনারিতা, মধু-মধুর বচনা ॥
বিগলিত মুক্তাশর, যুক্ত নবপয়োধর,
হেম-কর্ণপুর, মনোহর আশ্রনা ।
কাকিযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলি-শ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধারিণী, রক্তাস্রপরিধনা ।
পাশাঙ্কুশ যুগ বরে, ধনুর্কাণ শোভে অপর,
রোমাবলি অঙ্গোপরে, উরু কদলি তুলনা ॥
নিম্ন নাভি সরোবর, শ্রীপদ কঙ্কপাঙ্কর,
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর, বন্দিত চারু চরণা ॥
তাম্বলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কম লেপন,
গুড় গুলফ সুশোভন, সচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥
জগদানন্দ জননী, বিধাধর্য কাশিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজ-রূপিণী, জবা-কুহুম-বরণা ।

নাশ করে হুবৃষ্ট, মুক্ত করি ভব কষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ঘোড়নী ভব অঙ্গনা ॥

টোড়ী—একতাল ।

অপরূপ কামিনী, নীলবরণী, শশধর আভা জিনি ।
কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
বিরাজিতা তহুপরে, চতুর্ভুজধারিণী ॥
খেট খড়্গা যুগ করে, পাশাঙ্কুশ ধরাপরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নি ।

কালাঙা—একতাল ।

অঞ্জনাধিপতি ভীমা কেও শাশানবাসিনী ।
সদাশব মগ্না নগ্না, মাংসচর্কণকারিণী ॥
পিঙ্গাক্ষী রক্ত লোচনা, শুক মাংসাত্তিভীষণা,
ঈষৎ সহস্রাবদনা, বিমুক্ত কেশধারিণী ।
নালালঙ্গারভূষিতা, যুগলভুজ শোভিতা,
বামে মাংস-মদ্যধূতা, সদাঃকৃত্তা শবপাণি ॥
চন্দ্রের এই প্রার্থনা, তব শ্রীচরণ বিনা,
অন্তে না হই অশ্রুমনা, শাশানকাল সর্বাণি ॥

কিঙ্কট—টিমে-তেতাল ।

অপরূপ বামা রক্তাস্র পরিধনা ।
অর্ধচন্দ্র শোভে শিরে লোহিতবরণা ॥
পয়োধরভারে নতা, অন্নপ্রদান নিরতা,
হর-নর্তন-হরিতা, সংসারদুঃখহরণা ॥
করি কৃপাধলোকন, চন্দ্রের হৃদ দুর্দিন,
ভব-কষ্টে কর ত্রাণ, ত্রাণকর্ত্তী অন্নপূর্ণা ॥

লুম্বাধাজ—হুংরী ।

এ শশী কে নীলবর্ণা, মুগ্ধমালা-বিভূষণা ।
শঙ্করের হৃদিস্থিতা, প্রত্যাশীত শ্রীচরণা ॥
লম্বোদরী ধর্মাকারা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা,
পিঙ্গল-জটাধরা ফণি শোভে ধরে ফণা ॥
চতুর্ভুজা এ রমণী, কে কর্ত্তী কৃপাণ পাণি,
নীলোৎপল কপালধারিণী, ব্যাঘ্রচর্চা পরিধনা ॥
নিবেদন ভবদারা, চন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানহারা,
কৃপা করি হৃদ তারা, এ ভব-বরণা ॥

বেহাগ—জলদ-ভেতাল।

একি রূপ হেরি, আমরি মরি,
অর্ক আভা জিনি প্রভা, প্রভাতের তমোহরি ।
মিলিত হিমাংশু প্রভা, শিরে কিরীটের শোভা,
মুদ্রহাস্ত মনোলোভা, কিবা মাধুরী ॥
পাশাঙ্কুশ সব্য করে, অভয় বর অপরে,
চতুষ্করে শোভা করে, ত্রিনয়না শুভঙ্গী ।
বিমল হৃদয়োপরি, পীনোন্নত কুচনিরি,
চন্দ্রে প্রতি রূপা করি, তার গো ভুবনেশ্বরী ॥

বগেত্রী—জলদ ভেতাল।

এ কি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ ।
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ॥
জিনিয় কোটি অরুণ, অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারূপ তাহে সুশোভন ।
উচ্চ পীন পরোদধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥
জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
ধিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ ।
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুট শিরোধারিণী,
হে ভৈরবি ত্রিনয়নি, দেখি চন্দ্রে ত্রীচরণ ॥

লুম্বি-বিষ্ণুটি—টিমে ভেতাল।

এ কার অঙ্গনা, অম্বুবরণী, চন্দ্রশেখরা ত্রিনয়ন ॥
রক্তবস্ত্র-পরিধানা, রক্তকমণ্ডালিনা,
ষিভুজ-ধারণা বরাভঙ্গ-শোভনা ॥
মধুপাণ্ডবাস্ত, কালনৃত্যাসক্ত,
হেরি ফুর বস্ত্র, অনঙ্গ-অরি-অঙ্গনা ।
অদ্যাকালী রূপালেশে, বিনাশি চন্দ্রে কলুষে,
মুক্তকর মায়াপাশে, দিওনা যাতনা ॥

ললিত—জলদভেতাল ।

একি রূপ চমৎকার হেরি আমরি আমরি ।
অঙ্গ-আভা মনোলোভা প্রভাতের তমো হরি ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী, অঙ্কুশ-ধনুর্ধারিণী,
পাশ বাশে নক্ষ পাণি, অতিশয় শোভা করি ।
নিবেদন ভব পদে, সদা থাকি চন্দ্রে-হৃদে,
রক্ষা করিবে বিপদে, ভবে ত্রিপুরা হুম্মরি ॥

বাঁহাজ—টিমেভেতাল।

একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ—অসাধ্য বর্ণন ।
রূপের মাধুরী হেরি জড়াল নয়ন ॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নবেদী শোভা করে,
সিংহাসন তরুণে অতি সুগঠন ।
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতধর পরিধান, তাহে সুশোভন ॥
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমালা-বিভূষণ,
সুগন্ধী অঙ্গ লেপন, কুহুম চন্দন ।
সব্যো শত্রুজিহ্বা ধরি, মুদার নক্ষ করে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন ॥
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ-তরি,
পার কর ভববারি, লইলাম শরণ ॥

টৌরী-ভৈরবী—টিমে-ভেতাল।

এ বালা কার বালা অপরূপা হেরি ।
তরুণ অরুণ জিনি বর্ণ প্রভাকরী ॥
অর্কচন্দ্রে শিরোপরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
ভূষিতা নানালঙ্কারে, সিংহাসনোপরি ।
শোণিত বমনাঙ্কিত, মুণ্ডহার-বিভূষিত,
দশপাণি সুশোভিত, কিবা মাধুরী ॥
শূল ডমরু খেটক, পাশাঙ্কুশ পুস্তক,
রূপাণ বাণ পিনাক, অক্ষ মালাধারি ।
শত্রুক্ষেদ স্বয়ং করি, রত্নভৈরবী শঙ্করি,
চন্দ্রে প্রতি রূপা করি, ভব শুভঙ্করী ॥

বাঁহার—জলদ ভেতাল।

এগো ঐ বাণায় বাঁশী, কেশব ত্রীরাধা বলিয়ে ।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে ॥
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলী লয়ে ।
নিকুঞ্জে নির্জনে হরি, খেলিবারে আসে হোরি,
বংশীতে সন্তোত করি, চন্দ্রে কহে বিধি দিয়ে ॥

রায়া—চুরী ।

এ কামিনী কায় কামিনী, হরতরুমূলে একাকিনী ।
রমণীয় পারিজাত বনবিহারিণী ॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নসিংহাসনাধারে,
প্রফুল্ল-পঙ্কজাভরণে, ষ্টম্বকোণবাসিনী ।

পদ্ম-পাশ-বরাসন, পদ্মাক্ষ-পুষ্পবাণ,
যড় ভুজে করি ধারণ, রত্নমৌলি ত্রি-মুখী ॥
চরণে রত্নপুত্র, রত্নকাঞ্চী কট্টাপার,
কুচভরে নম্র ধর, অশ্রু-বরণী ।
সখীমধ্যে বিরাজিতা, চন্দের হয়ে চন্দ্রমণ্ডিত,
ত্রিপুটী করুণাঙ্গিতা কালান্তঃগরিণী ॥

১ শিল্প—জলদত্তেতাল ।

একি শোভা মনোহোভা জবাকুহুমবরণ ।
অরুণবরণ বসন, অঙ্গে সাজে হুশোভন,
মুণ্ডমালা-বিভূষণ ।
হৃৎকলসাকার, উচতপীন পয়োধর,
প্রভাজিত-প্রভাকর, চতুর্দর শোভাকর,
পাশাক্ষধারণা ॥
সপুস্তক জপমালা, অস্ত্র করে ধরে বালা,
অষ্টকুটী শুভঙ্করী, শুভলা ভব শঙ্করী,
চন্দের এই বাসনা ॥

আড়ানাবাণেশী—জলদত্তেতাল ।

একি রূপ হেরি নয়নে ।

বর্ণের লাবণ্য সুদৃশ্য বর্ণনে ॥
প্রাঙ্গণ কমলাসন, তত্পরি কৃতিকাসন,
চপলাজিভবরণ মৃদুহস্ত চন্দ্রনয়নে ॥
মূললিত চতুর্ভুজ, সযো অভয় অম্বুজ,
দক্ষিণে বর সরোজ, অতি হুশোভন ।
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধরোপর,
কমলা করুণা কর, চন্দ্রে রাখ ত্রীচরণে ॥

পিতৃ—যং ।

এসো গো কে ঘাবে হোরি খেলিতে, কেশব সনে ।
কুঙ্কম আবির লয়ে, চল নিরুজ্জকাননে ।
ত্রীঅঙ্গে আবির দিব, মন মাধ প্রহ্লাইব,
সকলে মেলি খেলিব, হারাব নন্দনন্দনে ।
বামে নিয়ে ত্রীমতীরে, নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলে সব সখীগণে ॥

গোড়সারঙ্গ—চৈম-তেতাল ।

কেও একাকিনী, কাহার রমণী,
শশি-শোভা জিনি মসিবরণী ।

চন্দ্রনে রসনা ধরা,

বদনে রুধির ধারা, করালবদনী ॥

এ নব বয়সী, বোররূপা মৃত্তকেশী,
শোভে দীর্ঘ বেণী ।

গলে দোলে মুক্তাহার, কটিতে নর-কর,
রচিত কিঙ্কিনী ॥

পয়োধর পীনোবত, কধির-ধারে আবৃত,
বিকট রূপিনী ।

মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে,
হেরি বিবসনী ॥

অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে,
রণে রণ-বঙ্গিণী ।

ভীমশো ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি,
দক্ষিণা রূপিনী ॥

চতুর্দিকে শিবা ধেরি, শাশানালয়ে শঙ্করী,
অট অট হাসিনী ।

চন্দ্রে দেহি এই স্ত্রান, অস্ত্রে করি তব ধ্যান
কালি ত্রিনয়নি ॥

কেশরা—চৈমতেতাল ।

কেও বিবসনা, রুধিরে মগনা,
রক্তবর্ণা কার নারী ।

কমলকর্ণিকোপরি, যোনিরূপাধর হেরি,
বিপরীত রতি কারি, রতিকাম তত্পরি ॥

তদুর্দ্ধে বিরাজমালা, প্রত্যাঙ্গীচ-চরণা,
মুণ্ডমালাবিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী ।

গলে অঙ্গমালা স্থিতা, মুক্তকেশ মুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলাজিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥

শিরশ্চেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী !

কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজ ধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥

উন্নতা উলঙ্গিনী, পার্শ্বধরে ষি যোগিনী,
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বদন করি

করি রূপালোকন, ত্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করি ॥

পরজ—টিমে তেতাল।

কেও দশভূজা রমণী, হেমবরণী ।
জটাজুট শোভে শিরে, ইন্দুমৌলি ত্রিনয়নী ॥
জিতচন্দ্র চন্দ্রানন, সর্কাত্তরণ ভূষণ,
শোভে পীনোন্নত স্তন, নবযৌবনী ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমাকারা, দত্তপঙ্ক্তি মনোহরা,
দক্ষে শূল-অসি-ধারিণী ।

শক্তি করে চক্রবাণ, চাপ পরশু ধারণ,
বামে খেট শোভমান, পাশাঙ্কুশ-পাণি ॥
চরণে মহিষাসুর, বামে লগ্ন হীন শির,
কণ্ঠোস্থিত দৈত্যাবর ;
শূল-বিদৌর্ব-সদয়, নাগপাশবদ্ধ-কায়,
সপাশ তৎকেশচয়, বর্ষণকারিণী ॥
সিংহস্বদক্ষচরণা, দেবগণ-সুয়মানা,
দৈত্য-দানব-দলনী ।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, চন্দ্র-বিপদহারিণী,
মহিষাসুরমর্দিনী, সর্লকামপ্রদায়িনী ॥

রিম্বিট-গাথা—টিমে-তেতাল।

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভূজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী ।
পাষণ্ড ডমরু শূল কপাল করে করি ॥
হিমাংশুকলা শেখরে, উর্দ্ধপিঙ্গ জটা শিরে,
সুক্রদন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি ॥
এই নিবেদন করি, চন্দ্র-প্রতি কৃপা করি,
ভদ্রকালী ভয়হারী, সদয়া হও শঙ্করী ॥

পাষা—টিমে তেতাল।

কেও বালার্কসহস্রবরণী ।

লোহিতান্ত-পয়োধরা লোহিতবসনা ॥
চতুর্ভূজা ত্রিনয়নী, অভয়-বর-ধারিণী,
পুস্তকাক্ষমালাপাণি, সংগ্রহবদনা ।
রত্নময়কিরিটিনী, স্খ্যাকর-কপালিনী,
মল্লজ-মুণ্ডমালিনী, সরসিজাসনা ।
ওব স্ততি নাহি জানি, চন্দ্র-বাহিত ভবানি,
ত্রিপুরভৈরবি রাণী রটে এ রদনা ॥

ভয়রৌ—টিমে-তেতাল।

কে নীলনীরদবরণা শোভে ত্রিনয়না ।
চতুর্ভূজধারণা সিংহোপরি বিরাজমানা ॥

শঙ্খ চক্রে কৃপাণ,

শূল করে ধারণ,

নিজ হেজে দীপ্ত-ত্রিভূবনা ।

অর্দ্ধচন্দ্র-শোভা ভালে, কটাক্ষে বিপক্ষফালে,
সদা ভয়দাত্রী ভীষণা ।
কৃপা করি জয়দুর্গে, চন্দ্রে রক্ষা কর দুর্গে,
তব পদে এই প্রার্থনা ॥

—৭—

গৌরী—জগদ তেতাল।

কেও বামা শ্রীমুখী রত্নসিংহাসনস্থিত ।
কল্পরক্ষতলে রত্নঅলঙ্কার-বিভূষিত ॥
জিত-নীলবনঘটা, পটাস্বর-পরিধানা,
দ্বিভূজধারণা ত্রিনয়না, বরাভয়াধিতা ॥
কালী কলুষনাশিনী, অখিলানন্দকারিণী,
বুদ্ধিরূপিত্ত সুরপীণী, হরি-বিধি-শিব-বন্দিতা ।
ললিত-বেশধারিণী, কামাখ্যা কামদায়িনী,
চন্দ্রে মোক্ষপ্রদায়িনী, হও গো ভব বনিতা ॥

শঙ্খ কাকী—জগদ-তেতাল।

কৃষ্ণাবর্ণা কৃষ্ণাস্বরপরিধানা ।

কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম, গলে নর-মুণ্ডমালাধারণা ॥

সর্গস্পর্শে এক জটা নাগাহার যুক্ত

লোহিত-লোচনা ।

শব সাদি বামপদ

সিংহপৃষ্ঠস্থিত-দক্ষিণচরণা ॥

মহাধোরা চতুর্কণা সাটহাসা

শবদয়-লেলিহানা ।

দক্ষেখড়্গা যুগ ইন্দীবর সয্যে

বক্রীকর্পর-শোভমানা ॥

ভয়ানক রবকারিণী ভীষণা

অঙ্গনা কার অঙ্গনা ।

মহাকালী কৃপাকরি দেখো

চন্দ্রে করনা প্রভারণা ॥

শঙ্খ-কাকী—টিমে-তেতাল।

কৃষ্ণবর্ণা কার নারী লম্বোদরী মহাধোরা ।

রক্তমুখী লোলাজিহ্বা কৃতনাগকর্ণধরা ॥

শবেন্ধে কপাল হেরি, বিরাজিতা ত্রুপরি,

পীনোন্নত কুচগিরি, পরিহিতরক্তাশ্বরা ।

বিপুলনাগবেষ্টিতা, বিপুল-নাসিকাবিতা,
নাসিকাগ্র-ধানরতা। শোভিতদীর্ঘচিহ্নরা ॥
দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘজঘনা, চন্দ্রস্থ্যাগ্নি-নয়না,
রুবিব পানে মগনা, পর্কিতহা চতুষ্করা ॥
দক্ষ করে পদ্ম-সুতা, তপস্বী বর-অগ্নিহা,
বামে অভয়-শোভিতা, তদুজ্জ্বল কপালধরা ॥
নাগধজ্ঞাপবাতিনা, সর্পসিদ্ধি প্রদায়িনী,
শত্রুগণবিনাশিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্য শিরে ধরা ॥
সাধক-সুখপায়িনী, সংসারত্ৰয়জননী,
নিত্যরূপা সনাতনী, সর্বলোক-ভয়ঙ্করা ॥
ত্রাণকত্রী ত্রাণ কর, শঙ্কট ভবে শঙ্কর,
চন্দের হুংস মন্ত্র, তারিণি ঈশানদারা ॥

পাশ্বজ-বেহাগ-টিমেতেতাল।

কেও প্রসন্নবদনা বিরাজমান।
কোটচন্দ্রপ্রভা ত্রিনয়না হারভূষণা ॥
দক্ষিণপদ সিংহোপরি, বামাস্থিত মূর্ধিবে ধরি,
বিচিরপটাস্বরী, মঞ্জারচরণা ॥
কেয়ুরে দশভুজপ্রভা, শিরে অর্দ্ধচন্দ্র-আভা,
ত্রিশূলে খেটক শোভে, শশাদি-ধারণা ॥
শঙ্খ-বট-শরাসনা, পাশ-নলিনী-ধারণা,
গোকপাল-সেবয়মানা, হরগণ-সুখমানা ॥
কাতায়নি এই বার, চন্দ্রে কণ্ঠ অনিবার,
করণা করি নিবার, বিপদভঞ্জন ॥

টোড়ী—জলদ-তেতাল।

কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ-লহরী ॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকরসমঞ্জসী,
অরূপ রূপ মাধুরী, জনমনোহারী ॥
মনোমোহন মোহিনী, হরি হরি-বিলাসিনী,
প্রেমময় প্রেমোদিনি, চতুর চতুরী ॥
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি রূপা করি ॥

সিদ্ধু-ভৈরবী—জলদ-তেতাল।

কেও কমলোপরি বিরাজে হেমবরণী।
পটাস্বরপরিধানা চতুর্ভুজবিহারিণী ॥

দক্ষ করে পদ্মবর, পদ্মভয়াবিভাবর,
শিরে শোভা কিরীটের, মুকুন্দ-মনোহারিণী।
জিতহিমালয়গিরি, চতুর্ভুজ ষট ধরি,
অভিযুক্ত করে বারি, অপরূপ রূপিণী ॥
মহালক্ষ্মী করি দয়া, বিনাশ সংসার মায়া,
চন্দ্রে দিও পদছায়া, হরিশ্রীয়ে নিস্তারিণি ॥

ত্রিটি-পাশ্বজ—টিমে-তেতাল।

করুণাক্ষতলে স্বর্ণগৃহে কেও সিংহাসনোপরি।
তরুণযৌবনোদিতা এ নারী কাহার নারী ॥
কুঙ্কুম সম-বরণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা,
মণিহার-বিভূষণা, ঈষদুচ্চ কুচ হেরি।
মৃণালকোমল কর, পদ্মদ্বয়ে শোভা কর,
তাহে অঙ্গদ কেয়ুর, অতি শোভাকারী ॥
মালিকা-মুকুট শিরে, মণিকুণ্ডল কর্ণোপরে,
চরণ শোভে নুপুরে, অপরূপ মাধুরী।
নীলনলিননয়না, ধনদে পুরাও বাসনা,
চন্দের ভবযন্ত্রণা, হর ভক্তকরি।

ভৈরবী—তিওট।

কেও রত্নপদ্মসনা, গৌরবরণা,
হারালঙ্কারভূষণা।
রক্তকৌষেয়বসনা, মেরুমুখী ওভাননা।
দ্বিভুজধারণা শোভমানা, বরাভয়াগিতা বামা,
হুনবীনযৌবনা ॥
চার্দঙ্গী মনোহরা, মঙ্গলচণ্ডীপরাংপরা,
চন্দ্র হুংসহরা হও মা তারা,
এ ভবযন্ত্রণা মনোহা ভব-অঙ্গনা ॥

সিদ্ধু—জলদ-তেতাল।

চল সবে বৃন্দাবনে ঘাই।
গ্রামাঙ্গে আবিব দিয়ে, মানস পুরাই ॥
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
তরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই ॥

মালকোষ—যং।

জলদ-শ্রামবরণা করে, সিংহপৃষ্ঠোপরে,
অষ্টভুজ ধরে।

ছুরি শূল বাণ রূপাণ করে,
পদ্ম গদা চাপ পাশ অপরে ॥
তিনয়ন শোভমানা, অর্দ্ধচন্দ্র শেখরে,
অসি খেটক ধরি, চারি সখী ঘেরে ।
শূলিনী করুণা কর চন্দ্রেরে,
অন্তে এইরূপ দেখি নয়নগোচরে ॥

হুয়ট-মল্লার—কাওরালী ।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর কেবা আছে
সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, মম কেহ নাহি আর,
দেহ প্রাণ যে আমার, সকলি তোমার কাছে ॥

বাণাজ—টিমে তেতাল।

নব প্রভাকর প্রভা ।

হেরি নয়নে ভূষিতা নানা

আভরণে অল্পম শোভা ॥

শশিমুকুটমণ্ডিতা, মুক্তাবস্ত্রবরপ্ণতা,
পীনোন্নতকুচাষিতা চতুর্ভুজমলোলোভা ।
চৈতন্তভৈরবী করে, পাশাঙ্কুশ শোভা করে,
দক্ষিণে অভয় বরে, কিবা হৃন্দর প্রভা ॥
অশেষ কলুষ নাশ, চন্দ্রের এই অভিলষ,
বিবিধসংসারক্লেশ হর হরবলভা ॥

খট—জলদ-তেতাল।

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিনী বিরাজে কার রমণী ।
জটাজুট শোভে শিরে অর্দ্ধচন্দ্রমৌলিনী ॥
শুদ্ধফটিকবরণা, মুক্তারত্নবিভূষণা,
স্করকোমপরিধানা, চতুর্ভুজধারিণী ।
কমণ্ডলু ধর করে, পুস্তকাখ্যমালা ধরে,
চন্দ্রের প্রতি রূপা ক'রে, মাতৃকা তার তারিণি ॥

কল্যাণ—জলদ-তেতাল।

বিরাজে কে নারী বারিজোপরি ।

হৃন্দরী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী ।

তরুণসিন্দুরাঙ্গণা, বলয়হারবিভূষণা,
কেও শোভন শিরোরুহ শোভে শিরোপরি ॥
কটিহত্র কটি ধরে, চরণে নুপুর ধরে,
ধরে বলয় করে, হার শিরোধরে ধরি ।

ফুল কমল করে, যুগল কমল ধরে,
আদর্শ ধন্যধারে, চতুর্ভুজা হৃন্দরী ॥
পরিচর্য্যাপরায়ণী, চতুষ্পর্ষে সখিজ্যেণী,
জিনি শতমৌদামিনী হরিপ্রিয়া হেরি ।
মহালক্ষ্মী সৌরিন্দারা, হৃবিতর ধনধারা,
চন্দ্রাগারে ভব স্থিরা, রূপাপাঙ্গে হেরি ॥

কিরিট—যৎ ।

বিষয়া এ কার নারী চিনিতে নারি ।

রূক্ষবর্ণা পূমাবতী, পয়োর্ধ্ব নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংস্ত পরি ।
কাক-ধ্বজ-রথে বাল্য, সুধাতুরা সচঞ্চলা,
দণ্ডাবলি বিরলা, দৌর্ধ্বকায়া হেরি ॥
শূর্ণ বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে আমরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত, নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত, কর শঙ্করী ॥

ভীমপলশী—টিমে তেতাল।

ভিন্নাঙ্গনচয়প্রভা কেও সিংহবাহিনী ।

জটাজুট চন্দ্রধণ্ড মুকুটধারিণী ॥

নাগাবলি শোভিতা,

স্বর্ণহারাবিতা হৃস্পষ্ট অষ্টাদশ পাণি ।

দক্ষিণে শূল খড়্গা শঙ্খ বাণ,

চক্রশক্তি বজ্রদণ্ডধারণ,

তদধে গদাপাণি, বামে পূর্ণকলস মন্তকোপরি,

দত্ত শোভাকারী সর্পসজ্জা অঙ্গোপরি,

আবৃত কোটি যোগিনী ॥

উগ্রচণ্ডা রক্তনেত্রা মহাকায়া,

চন্দ্র নির্গুণে কর দয়া, দয়াময়ী তারিণী ॥

বিভাষ—জলদ-তেতাল।

মহা মেঘপ্রভা ঘোর, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী ।

ঘোরদন্তা নীলাম্বরী ॥

অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শিরে, নয়নস্থিত কোটরে,

এক জটা স্পর্শ করে, অংকর বক্ষ উপরি ॥

ভূজঙ্গ শয়নে স্থিতা, নাগ-বজ্র উপতা,

নাগাংকর হৃশোভিতা, সাট হাসা মহোদরী ।

পঞ্চাশ মুণ্ডমালিনী, নরহৃৎকল ধারিণী,

নবরত্ন বিভূষণী, গণ্ডে শেষ শিরে ধরি ।

নাগকান্তি বিভূষিতা, নাগগণে হুবেষ্টিতা,
ভীষণা দ্বিজাধিতা, বাম পার্শ্বে ত্রিপুরারি ।
বামে তক্ষক-কঙ্কণ, অনন্ত দক্ষ ভূষণ,
নারদাদি মুনিগণ-সেবিতা ঈশান-নারী ॥
শবাস্বাদনকারিণী, সাধকাভিষ্টদায়িনী,
জগতুৎপত্তি কারিণী, তারিণি শুভঙ্করী ।
চন্দ্র অধীন নির্গুণে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষ দানে,
তার মা আপন গুণে, ভদ্রকালী শঙ্করী ॥

সিন্ধু—টিমে তেতাল ।

রক্তবর্ণা রক্তাস্বর-পরিধানা কার নারী ।
অখিলের অন্তরে রূপ অরূপ রূপমাধুরী ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, রক্তাভরণ ভূষণা,
অমর বন্দ্য চরণা, ইন্দু শোভে গিরোপরি ॥
পদ্মপাশাঙ্কুশ করে, পূর্বকপাল অপরে,
রক্তাঙ্গ রাগাঙ্গোপরে, শোভিতা সুর-সুন্দরী ।
মদিরা বিহ্বলাঙ্গিনী, নিত্য ভৈরবী তারিণী,
চন্দ্রে চরণ তরণি, অন্তে দিগো শঙ্করী ॥

শারঙ্গ—একতাল ।

রক্তার্ণবে রক্তপীঠে কেও রক্তবরণা
মড়ভুজধারণা ।
ছাদশদলকমলবাসিনী রত্ন-মৌলি ত্রিনয়না ॥
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ধারিণী, দাড়িষ কপালবাণপানি,
অর্দ্ধচন্দ্রশেখরা কুচভরা, নম্রকরা সাহাস্রবদনা ।
কৃপাময়ী কৃপা কর, এ ভবকণ্ঠে ত্রাণ কর,
চন্দ্রের কলুষ হর নিরন্তর,
বজ্রপ্রস্তারিণী এ প্রার্থনা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—চুরী ।

শ্রাম বর্ণে শোভা করে কার বনিতা ।
পটবস্ত্র পরিধানা, অষ্টসর্প বিভূষিতা ॥
দ্বিকরে অভয় বরে, তাড়কদে মনোহরে,
কাট কাণী গুণধরে, পদে মঞ্জীর রঞ্জিতা ।
শিখিপৃচ্ছ-চূড়া শিরে, ত্রিনয়নে শোভা কবে,
পীনোরত পদ্মোদরে, গুঞ্জমালা হুশোভিতা ।
পতিতে ভবসাগরে, তুমি বিনা কে উদ্ধারে,
চন্দ্রে প্রতি কৃপা কবে, ত্বরিতে তার স্মরিতা ॥

পিলু—৮৭ ।

শ্রীহরি খেলিব হোরি, আমরা গোপীসকলে ।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণযুগলে ॥
অতি প্রকুঞ্জিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্রামধনে, নিরখিব বিরলে ।
হরি কুরাইলে হোরি, ভুলনাহে ব্রজনারী
দেখ মনে রেখো হরি, থেকো হৃদিকমলে ॥

পিলু—৮৭ ।

হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি,
চল নিকুঞ্জবনে কিশোরী ।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে আজ, সাজাব মনোরঙ্গে
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী হেরি ।
মনোসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগল রূপ হেরি ॥

মোহিনী—মধ্যমান ঠেকা ।

হংসকিট্টা কার বালা নিখিল হাস্য বদনা ।
স্কন্ধহার শোভে গলে খেত সরসিঙ্গাসনা
শশিসম হুবরণ, শিঙ্গে চন্দ্রশোভমান,
বাম করে করে ধারণ, পুস্তক মধুর বীণা ।
শোভা করে দক্ষকরে, পুরিত পীযুষাধারে,
অক্ষমালা তরুণরে, চতুর্ভুজ ধারণা
কৃপা করি চন্দ্রে প্রতি, সদা হৃদে কর স্থিতি,
পারিতোত সরস্বতী, সম্পূর্ণ কর বাসনা ॥

স্ববট—ভিরই ।

সহস্র তরুণ অরুণ সমান বরণা,
বিরাজিতাকার অঙ্গনা ।

রক্ত উৎপলদলাকার, পদতল শোভাকর,
অমূল্য রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিত শ্রীচরণা ।
রত্নাকিত পদ্মাসুলি, উরু তুলনা কদলী,
অঙ্গোপরি লোমাবলি, নিম্ন নাভি মধ্য ক্কাণ ।
রক্তাস্বর পরিহিতা, কিস্কিনী মেঘলাধিতা,
উচ্চ পদ্মোদর স্থিতা, কৃষ্ণদর শোভমানা ।
রত্নে কণ্ঠ শোভাকর, গলে শোভে মুক্তাহার,
কর্ণমূলে কর্ণপুত্র, মনোহর বিভূষণা ।
মুক্তাময় মুকুটাবিতা, ধনু তুলা জলতা,
সরস্বতিলকাকিত, চক্ৰল পদ্মলোচনা ।

অর্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
প্রোলাভ চতুর্করে, শোভিতা কমলাননা।
ইক্ষুময় শরাসন, পাশাঙ্কুশ পুষ্পবাণ,
করে করেন ধারণ, সিন্ধিপ্রদাননিপুণা ॥
সর্বকামনা পূরণী, সর্ব দেব-স্বরূপিনী,
চন্দ্রহুং নিবাসিনী, ক্রীবিদ্যা শঙ্করাঙ্গনা ॥

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ।

কি সম্মান-সম্মানে, কি বিদ্যার প্রভাবে, কি
বিভব-সম্পদে, কি বশো-সৌরভে, কি গুণ-গৌরবে,
—মহারাজ স্মার যতীন্দ্রমোহন, অধুনা বাঙ্গালীর
শীর্ষস্থানীয়। কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ
ঠাকুর-বাগে ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) অক্ষয়
ভূতীয়ার দিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ
করেন। ইহার সাতগিলা-গোত্রজ, ভট্টনারায়ণ-
ধংশ-সম্ভূত। ইহার পিতার নাম—হরকুমার ঠাকুর।
হরকুমার নিজে যোগ্য পণ্ডিত ছিলেন, পুত্র যতীন্দ্র-
মোহনের বিদ্য-শিক্ষারও সেইরূপ ব্যবস্থা করেন।
সেই ব্যবস্থার ফলে এবং স্বীয় প্রতিভার প্রভাবে,
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন আজি বাঙ্গালা, ই রাজী,
সংস্কৃত প্রভৃতি বিবিধ ভাষার সুপণ্ডিত। যেমন
সুপণ্ডিত, আবার তেমনিই সুলেখক। কি ইংরাজী,
কি বাঙ্গালা, কি সংস্কৃত সকল ভাষার রচনাতেই
ইহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
অনেকে উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক পণ্ডিতদিগের মুখে
শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কে জানে—সেগুলি
মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বিবচিত? অনেক মধুর
সঙ্গীত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হয়; কিন্তু কে জানে,
তাহার রচয়িতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন? এ
যে গিরেটারে ‘উষা সঙ্কট’, ‘চক্ষুদান’, যেমন
কার্য তেমনি ফল’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের অভিনয়
দেখিয়া আসি, আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন—
উহা মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের লেখনীগ্রন্থ!
মহারাজ কখনও নামের জন্ত লালায়িত নহেন;
কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও সদ্গুণের প্রভাবে তাঁহার
নাম অমর হু লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল
সুলেখক নহেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের
উৎসাহদাতা তাঁহার স্মার আর কয় জন আছেন?
আজ যে আমরা মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-
চ্ছন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহারই বা দুল কে? মহা-
রাজের উৎসাহেই মাইকেল অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে

‘ভিলোক্তমা-সম্ভব’ কাব্য প্রথম রচনা করেন। মহা-
রাজের স্মার দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি অল্পই
দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অর্থের দ্বারা নহে;
অন্ত নানা উপায়ে তিনি লোকের উপকার করিয়া
থাকেন। মহারাজের গুণ-গরিমার গর্ব্যমেট পর্য্যন্ত
মুগ্ধ; গর্ব্যমেটের নিকট হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের
৭ই মার্চ ‘রাজা’ উপাধি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা
জানুয়ারী ‘মহারাজা’ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই
কে-সি-এম-আই, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুষ্কায়ুজমিক
‘মহারাজ’ উপাধি—ইনি প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৭০
খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য, ১৮৭৭
খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বড়লাটের বাবস্থাপক
সভার সদস্য, এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
‘স্ট্রাগোসিয়েশন’ জমীদার সভার সভাপতি ও ব্রিটিশ
বাব বড়লাটের বাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত
হন। মহারাজের বয়ঃক্রম এখন ৭৫ বৎসর।
ভগবানের নিকট আমবা তাঁহাব আবত দীপকীবন
প্রার্থনা করি।

স্মৃতি-স্মৃতি—থেমটা।

আহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে।

নির্জনে গড়েছে বিধি এ নবীন রতনে ॥

হরদের পূর্ণ-শশী, ভূমে কি পড়িল খসি,

অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে, বিহরিতে ভুবনে।

এরূপ দেখিলে পরে, রতি-মন মোহ করে,

রমণীর মন তাহে, স্থির হবে কেমনে ॥

মনে হেন সাধ যায়, এর লাগি পুনরায়,

নবীন বয়স পেয়ে, রাখি ছাদি যতনে ॥

সোহিনী-বাহার—থেমটা।

আখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তার।

রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায় ॥

যন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হ’লে পরে,

চিকণ চিকুরভার চরণে লুটায়।

তার মাঝে মুখছাঁদ, জিনিয় শরদ-চাঁদ,

দিবা নিশি সম শোভে, বিমল শোভায় ॥

সে অঙ্গের নাহি তুল, নাহে রূশ নহে সুল,

হেরিয়ে কনক লতা, লাঞ্জেতে লুকাই।

যৌবনের ফুল তার, কমল মুকুল প্রায়,

ছন্দয়ের মাঝে সাজে, যোগীয়ে তুলায় ॥

ক্ৰীণতঃ কটি তার, বিপুল নিভৃতাভ,
গমনেতে দোলে বন, নিজ গরিমায় ।
যুবজন বধিবরে, বিধি বা গড়েছে তারে,
ইঙ্গিতে মদন যায়, মোহ হয়ে যায় ॥

থাবাজ—একতাল।

কব কি তার রূপে তুলনা ।
বিনোদিনী ধনি গুণখা তুলনা ॥
সে যে রূপবান, হেরি সে বদান,
লাগে দুলবান, জ্ঞান থাকে না ।
হেরিয়ে সু-বর্ণ সুবর্ণ লুকাই,
হরিভাল যত হারিয়ে পলায়,
হরিভা চম্পক হাজবে কোথায়,
এসব হেরিতে মন চাহে না ॥
নয়নের শোভা চেরে শতদল,
লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজ দল,
জলে করে বাস, স্থলের নিবাস,
অভিলাষ করে না ।
সুধাকর জিনি বিখল বদন,
সেরূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন ;
অনঙ্গ হইয়ে করয়ে রেদন,
তুহু প্রকাশিতে তাই পারে না ॥

বারোয়া—ধেমটা ।

কায় কব দুখের কথা, মনের ব্যথা মনই জানে ।
অবলা কুলের বালা, কত জ্বালা সয় গো প্রাণে ॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অতরে গুমরে মরি,
লাঞ্জে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে ।
যৌবনের দুঃখভার, সহিতে না পারি আর ;
না জানি বা বিধাতার, কত আর আছে মনে ॥

সাহানা—রাঁপতাল ।

আজ কি আনন্দ সখি, সব দুখ মিটিল ।
কামিনীর মত কান্ত এত দিনে মিলিল ॥
হেরি রূপ হুঁপনার, গুণ মানি বিধাতার,
উভয়েরি তরে বৃন্নি, উভয়েরে গড়িল ।
দোষ শোভা রতিপতি, হইয়ে মোহিত অতি,
রতিসহ এ অবধি, দাস হয়ে রহিল ॥

থাবাজ—রাঁপতাল ।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ ।
যেথা পাব মিলাইব নাগর মনোমতন ॥
বাতাসে পাতিয়ে কঁাদ, ধরি গগনের চাঁদ ;
কি ছার নাগর ধনে, ভ্রুলাস রমণী-মন ।
তরিতে মিলাব আনি, সে নাগর গুণমণি,
তবে সে জানিবে ধনি,
হীরে মালিনী কেমন ॥

জলাং রিক্টিট—কাওয়ালী ।

প্রণয় পরম নিধি, বিধি না স্বজিত ।
অসার সংসারে তবে কি সুখ থাকিত ॥
সুজন সুজন মনে, পরস্পর সম্মিলনে,
সুরপুর-সুখ হয়, তবে অনুভূত ।
রমণীর হৃদয়-ধন, মন তাহে সমর্পণ,
জীবন মরণ তার সব প্রেম গত ॥

থাবাজ—ধেমটা ।

নাগর মনের মত মিলিল ভালো ।
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো ॥
কমল মধুকণা অলি পেলে না,
ভাগ্যগুণে বুঝি ভেঁকেরি হোলো ॥

পিলু-থাবাজ—শোস্তা ।

কি আর আমাদের আনন্দের সীমা আছে ।
এ চোরে ধন্তে পেরে, প্রাণের তরে ভয় ঘুচেছে ॥
চল যাই স্বরা কোরে, দিব চোর দরবারে,
শিরপা বাঁধবো শিরে, মনের সুখে রাজার কাছে ॥

ললিত—মধ্যমান ।

কহিব কি প্রাণ-সখি, কহিতে বরিষে আঁখি ।
যে জন পেড়েছে ধরা, তুমি যার হুখে সুখী ॥
যুগল কমল করে, রেখেছে বন্ধন কোরে,
বিদরিয়ে যায় বুক, সে মুখ মলিন দেখি ॥

শৈববী—মধ্যমান ।

কি শুনায়ে প্রাণসখি, নাগর পেড়েছে ধরা ।
তবে তো আমার আর, বিফল জীবন ধরা ॥

কি বলিব সহচরী, ধৈর্য্য ধরিতে নারি,
এখনি প্রবেশ করি, বিদৌর্য হইলে ধরা ।
প্রণয়ের প্রতিবাদী, দিয়ে হ'রে নিল নিধি,
এই কি বিধির বিধি, রমণী নিধন করা ॥

— —

ভৈরবী—মধ্যমান ।
আমায় বুঝিও কি সহি বল না ।
চিরদিন কত প্রাণে সময় যাতনা ॥
পেয়ে নানা মত দুঃখ, হইল উন্মুখ সুখ ;
যদি বিধি দিল নিধি, তা'ও র'ল না ।
যে যাতনা নিশি দিনে, প্রবোধি কেমনে মনে,
প্রাণধন বিনে কেন, প্রাণ গেলো না ॥

— —

সোহিনী-বাহার—ধেমটা ।
হায় কি সুখের আগমন ।
অশেষ হরষে পূর্ণ ভূপের ভক্স ॥
দুখ-ভয় দূরে গেল, সুখশী উদয় হ'লো,
কর গান সুমঙ্গল, যত পুরজন ॥
রাজবালা বিরহিণী, পেয়ে পতি গুণমণি,
অতি দুখ ময়ে ধনি, আনন্দে মগন ।
উভয়েতে চিরদিন, এ প্রণয় রয় যেন,
বিধি মিলালে যেমন, রতনে রতন ॥

— —

ভৈরবী—একতাল ।
মিছে ভালবাসা মনের আশা, মনে রয়ে গেলো ।
যার কারণ আকুল প্রাণ, সেতো বাসেনা ভালো ॥
প্রাণ সঁপিযে প্রেমলাভ, হইবে মনে ছিলো,
যত্নসকল বিফল তায়, যাতনা সার হ'লো ।
বিচ্ছেদরূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপ দেহ দহিছে,
অবলা প্রাণে ম'লো ॥

— —

দেওঝিঝিট—রাঁপতাল ।
হেরি তারে মন মোহিল ।
আগো সখি একি যন্ত্রণা হ'লো ॥
চাহি ভুলিবারে, আঁখি তা কি পারে,
প্রেমমদে চিত মাতিলো ।
কেন দেখিলাম, মন হারালাম,
নয়ন আমার সুখ নাশিল ॥

সায়ঙ্গ—কাওরালী ।

তাপিতা ভান্নর করে দিক্ চারি ।
গ্রীষ্ম দহন দহে দেহ সবারি ॥
তরু লতিকা যত, মুচ্ছিত অবিরত,
নীরব রয় শুক-শারী ।
জিনি দিনক-তাপ, ভূপ তব প্রতাপ,
বিক্রম অধিক তৌমারি ॥

— —

দেওঝিঝিট—মধ্যমান ।
য'রে হেরিতে সলা চাহে আমার মন ।
কখন ভুলিয়ে মনে না করে সে জন ॥
শশধরে সঁপে প্রাণ, নিরবধি করে ধ্যান,
অয় পানে কুমুদিনী নাহি চায়,—
শশীঃ তেমন তাগারে নাহি যতন ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ, কিসে পাব পরিত্রাণ ;
যন্ত্রণা মগিতে নরি প্রাণে আর,—
বিষাদে বিরলে বসিয়ে করি রোদন ॥

— —

হুণতান—রূপক ।
জনম বিফল, হ'লো কেবল, অন্তর আকুল,
চঞ্চল, দিন দিন যাতনা প্রবল ।
নয়নে বারিধারা বহিছে,
দুখানলে সদা তন্ম দহিছে,
তিলেক নাহি হয় নীতল ॥
যবে করি যে বাসনা, নাহি পূরে সে রাসনা,
বারে বারে লাঞ্ছনা কত ঘটিল ।
কিবা অপরাধী দেখে বিধি,
প্রতিবাদী হ'য়ে বাদ সাধিল,
সুধা আশে লাভ হয় গরল ॥

— —

চিতা-গোবী একতাল ।
অস্ত্র দিবাকর হয় রে ।
আসিতেছে রজনী সময় রে ॥
রাজ্যের কাজ, সারি মহারাজ,
চলিলেন হরিয় হৃদয় রে, বিরাম-আলয় রে

— —

বাহার রাঁপতাল ।
মরি মরি আজু হেরি কি মাধুরী হায় রে ॥
দরশন কোরে মন, নয়ন জুড়ায় রে ॥

নিরবধি ছিল বিধি, রাজবালায় প্রতিবাদী,
একবারে হুখনিধি, মিলাইল তায় রে ॥
সব পরিভাপ নাশি, প্রকাশিল হুখরাশি,
মেঘের মাঝে আসি শলী, সমুদিত প্রায় রে ।
দম্পতীর স্থখ-ভরণ, হেরি প্লকিত অঙ্গ,
এ রস না হয় ভঙ্গ, এই মন চায় রে ॥

খানাজ মধ্যমান ।

কেন হেরেছিলাম আমি তারে ।
বিষম প্রেমের জ্বালা, বুঝি ঘটিল আমারে ॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশি দিন ভাবে পরে ।
কত করি ভুলিবারে, মন ততো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে যানে অন্তরে ।
সরমে মরম-ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুম্বরে ॥

কালাড়া একতারা ।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল ।
জিনি অমরা পুরী, নৃপ-পুর হইতেছে,
বিভবে হুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥
মোহন মুরতি অতি, রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল ।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি,
শশীরে সাজিয়ে ধনী আনিল ॥

খানাজ খাঁপতাল ।

চল সকলে আরাধিব কুহুমবাণে ।
সম্মনে করতালি মেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মন ॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুহুম,
অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে ।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
ভূষিব দেবের মঙ্গল-পবনে ॥

মাঝহুট একতারা ।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ করিয়া রণ,
শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে ।

পুলকে সব হইল মগন, উৎসব-রত যত পূরজন,
জয় জয় রবে পূর্ণ গগন নোবত ঘন বাজে ॥
দৈন্ত্র সকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিকল বল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাহুকি নত লাজে ।
ভূপতি অতি বীরাবান বিভবনিবহ হুসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্যভুবনমাঝে ॥

চুম খাঁপতাল ।

আর কি কব তোমারে ।
যে জন পিরীতে রত, হুখ হুখ সহে কত,
পরেণি তরে ॥
হুখাকর-প্রেমাবিনী, অতি হুখা চকোরিণী,
কতু হয় বিষাদিনী, বিরহশরে ।
নলিনী ভানুর বসে, মগন প্রণয়রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিধাদনীরে ॥
প্রেম সম ভাব নহে, কতু হুখ-ভোগে রহে,
কতু বা বিরহে দহে, নয়ন বধে ॥

বারোয়া হুঁরী ।

পীরিতি পরম রতন ।
বিরহে পারে কি কতু হরিতে সে ধন ॥
কমলে কণ্টক থাকে, তু ভালবাসে লোকে,
কে তাহে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন ।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ হুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে, শশীর শোভন ॥

বাহার-ভৈরবী খাঁপতাল ।

মধুর বসন্ত আগমনে ।
মধুপ গুঞ্জরে, মাতি সম্মনে,
করি মধুপান হুখে ফুলকাননে ।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি, শ্রবণে ।
উপবন যত, সৌরভ-রসিত,
সত্যত মলয়-সমীরণে ।
হুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন, ত্রিভুবনে ।
রতিপতি রসে, মোদিত হরমে,
যুবক যুবতী, হুমিলনে ॥

বেহাগড়া পোস্তা ।

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ ॥
পাইলে হারানিধি, শ্রিয়তমা পুনরায় ;
বাসনা পূর্ণ হ'লো, সুখে কর রাজকাজ ।
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, ত্যরাপতি বিজরাজ ॥

রামকলৌ আড়াচকা ।

রজনী পোহ'ল, (এ) অরুণ প্রকাশিল,
হেরি শলী অমনি লুকাল ।
বহে শীত সমীরণ, বিকশিত ফুলগণ,
উপবন সৌরভে পুরিল ॥
হিমবিন্দু তরুদলে, অরুণ-কিরণ-ছলে,
মহীতলে তারকা জলিল ।
কোকিলের কুহরবে, মধুর-মধুরী সবে,
দ্রুম তাজি নাচিতে লাগিল ॥
জীবকুল সচেতন, তাজিয়ে তপ-শয়ন,
সুখী মনে হরিণী ধাইল ।
প্রভাতের সুখকর, শোভা অতি মনোহর,
নব বেশ ধরণী ধরিল ॥

কাঞ্চি-সিন্ধু যং ।

প্রধান! এই আশীষ করি ।
বিরহসাগরে পাবে, বহু সুখে কাল হরি ॥
সকলে । থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি ।
প্র । প্রাণনাথ-দরশনে, যাবে পুলকিত মনে,
বিতরিবে তরুগণে, সুখছায়া দেহোপরি ॥
স । থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি ।
প্র । হবে পঞ্চধূলি যত, শতদল-রেণুমত,
সরোবর সুশোভিত, কমলসহিত বাসি ॥
স । থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি ।
প্র । কুহুম সৌরভ সনে, মলয়াব সমীরণে ।
আশোদ পাইবে মনে, প্রেম সব পরিহারি ॥
স । থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি ;
প্র । কোন দুখ না রহিবে, সব আশা পুরাইবে ;
প্রেমলাভ সমভাবে, রবে দিবা বিভাবরী ॥
স । থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি ॥

বেহাগ-বাঁজ—কাওহালী ।

জয়ী হয়ে মহারাজ, থাক অনিবার ।
কৃপাধার, তুলনা মিলে না ভোমার ।
সদা প্রাণপণে পরম যতনে,
সকল প্রজার, কর উপকার ॥
রবির কিরণ, সহে তরুগণ,
ছায়া দিয়ে তোষে, মন সবাকার ।
সুজন সুমতি, তুমি হে ভূপতি,
পরিজনগণে, তুমি কৃপাধার ॥

কালাড়া ত্রিওট ।

ভ্রমরা নব মিলনে, ছিলে সেখানে ।
রমালমুকুল আর, পড়েনাকি মনে ॥
আদি প্রেম যার সনে, ভালবাসা যে জনে,
নলিনীরে পেয়ে তারে, ভুলিলে কেমনে ।
নিদয় পুরুষ প্রাণ, প্রয়োজন সাধনে ;
না ভাবে পরের দুখ, আপন কারণে ॥

শঙ্করভরণ একতাল ।

হা বিধি একি বিধি তোমার ।
কেন এমন ঘটন এ অবলার ॥
অরণ্যমালতী, তাহার যে গতি,
হল কি তেমতি মরি ইহার ।
অমূল্য রতন, তার অযতন,
চরণে দলন, হৃদয়-হার ॥
সরস পীযুষ, হ'ল কি বিরস ;
যাতে অভিলাষ, দেব সবার ।
যে শশী গগন, করয়ে শোভন,
ভূতলে পতন, হ'ল কি তার ॥

বসন্ত-বাহার মধ্যমান ।

বসন্ত আইল পুন, কত সুখ হায় রে ।
নব নব কিশলয়, কানন সাঁজায় রে ॥
বিকশিত ফুল মনে, বিহরিছে সমীরণে,
মধুর কোকিলগণে, কুহরবে গায় রে ।
সবে রস পূর্ণ হ'ল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল,
কেন ঘবজন-মন, না রসিবে তায় রে ॥

ভৈরব—কাওরানী ।
 বাইতেছে ঘামিনী, বিকসিত নলিনী ।
 প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে,
 প্রমোদিনী ভানুভামিনী ।
 শশী চলিল তাই হেরে,
 বিষদে বিমলিনী কুসুদিনী অতি দুখিনী ॥
 মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে,
 বিহঙ্গের মধুরস্বরে মোহিত করে ;
 প্রমোদ ভরে বিপিন চরে,
 নবতৃণাসনে হরষিতমন হরিনী ॥

সিন্ধু—বৎ ।

মনে বুকে দেখ না, এ মান সহজে যাবে না,
 তাকি জান না ।
 যে কবে তোমারে যতন অতি,
 চাতুরী তাহার প্রতি,
 তার প্রতীকার, না হ'লে আর,
 কোন কথা কবে না ॥
 যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
 হ'য়েছে অভিমানিনী ;
 সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
 পায়ে ধরে সাধনা ॥

বিষ্ণু—কাওরানী ।

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্বগুণাকর,
 ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর ।
 হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ হুশোভিত,
 মৌলিবিরাজিত-মুখাকর ॥
 পিনাক-বাদক, শৃঙ্গ-নিদাদক,
 ত্রিশূল-ধারক, ভয়ঙ্কর ।
 বিরিকিবাঙ্কিত, হুরেল্লসেবিত,
 পদাঙ্ক-পুজিত, পরাংপর ॥

বাঁশাজ—একতাল ।

কেমনে বা সরি, বল না কিশোরি,
 পড়েছি রূপের কঁাদে ।
 হানি খরভর, নয়নেরি শর,
 তাহে শরীর, করে জয় জয় ;

অথচ বলিছ সর সর সর,
 কি জানি কি অপরাধে ॥ ৳
 এ পথে আগিয়ে, তোমারে হেরিয়ে,
 পড়েছি এ প্রমাদে ।
 কি করি এখন, করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে ॥
 করিনি বটে রমণী-সঙ্গ,
 তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ ;
 এবে মানা কর ছু'ইতে অঙ্গ,
 এ রীতি কি রীতি রাধে ॥

গাথা—আড়াঠেকা ।

ঝুলে আজ ঝুলনে, হৃৎ কুঞ্জকাননে,
 শ্রাম রাধিকা একি আসনে ।
 সখী সবে মিলি, ঘেরি ঘেরি নাচিছে ;
 গাইছে মুগ্ধ মনে ॥

গাথা—আড়াঠেকা ।

বংশী মধুর বাজিল, জন, ঐ যে কাননে,
 ব্রজ-গোপিনী মন মোহিল ।
 মনোহর সরে, মরি মরি অন্তরে,
 নাশিল কুলশীল ॥

গাথা—আড়াঠেকা ।

তারা কবে তারিবে, দুখ-যাতনা নাশিবে,
 বারে বারে ডাকি মা কাতরে ।
 এ অবীন জনে, রাখ মা গো রাঙ্গা পাখ,
 মিনতি এই তোরে ॥

হুরট-খাযাজ—চিহ্নে তেতাল ।

মহিমা নামেরি কেবা জানে !
 পাপচয়, হয় ক্ষয়, যার ন্যরণে, রসনা জপন ।
 চরণাশ্রয় আশে, সব মম সঁপেছি
 যা কর দাসে, তার গো মা রসনা জপন ॥

মার-হুরট—একতাল ।

কি শোভে আজ ঝুলনে,
 কি শোভে আজ, কুণ্ডলিকা রসিকরাজ,
 রাখা সহ রাজে, আজ ঝুলনে ।

শ্রাবণশ্রী মেঘ-মিলিত,
কভু বিকাশ, কখন মদিত,
গোকুলশ্রী হেরি ত্বরিত,
লুকায় যেন লাজে ॥
গোপীগণ একসঙ্গ, গায় গীত রস-তরঙ্গ,
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ, যন মৃদঙ্গ বাজে ॥
ফুটিল সকল কাননকুল,
পবন বহন মন্দ মৃদুল,
ধন্য হইল যমুন'-কুল,
মধুর যুগল সাধে ॥

থাবাজ জংলা—মধ্যমান ।

হে দয়াময়ী তারিণী মা, দেগো কৃপা দাসে,
গতিহীন দীন অকিকনে তারা ।
অগতি তারণ, ও রাজ্য পদ,
ছায়া দিয়ে রাখ মা হৃৎখেরা ॥

থাবাজ জংলা—চুঃরি ।

জয় মহাদেব মহেশ্বর, বল মন অনুদিন
শত্রু শশাঙ্কশেখর, ভবভীতি ভঞ্জন
শিব শুভঙ্কর ।
পরব্রহ্ম মুক্তিদায়ক তারক,
ডম ডম ডিমু ডিমু ডমুরবাদক,
তাণ্ডব নাটক নর্তননায়ক,
যমভয়ব্যাক্ত ত্রিদশজনেশ্বর ॥
ভয়ভূষিত শুভ্রকলেবর,
মেঘমণ্ডিত রজতভূধর,
গর্জিত ফণী, বেষ্টিত কাট শাদ্দুল চম্পাস্বর ॥
আশুতোষ পরমেশ ঈশান,
পতিতপাবন সত্য সনাতন,
দীনদয়াময় আদিম কারণ,
দেহ পদাশ্রয় হে হর শঙ্কর ॥

স্মৃট-থাবাজ—টিমে তেতালা ।

কি হেরি বুলনে, রাখাশ্রমে ।
মেঘসহ শ্রী বসি সম মিলনে পগনে কাননে ॥
মেঘবাদ বিমানে, হৃদয়ঙ্গ বাজিছে গভীর তানে,
কিবা শোভা পগনে কাননে ॥

থাবাজ—চৌতাল ।

শোভা কত হেরি আজি মোহন, শ্রীকৃন্দাবন,
রাধা সহ নন্দলাল, বুলনে বিরাজমান ।
পুলকপূরিত চিত্ত, গোপীগণ দেয় দোল কত,
হাস পরিহাস কত মত,
কেহ গায় মধুর গান ॥
চিকণ চারু পুষ্পমাল,
কুকুম অগরু তায় মিশাল,
কেহ দেয় যতন সহিত, দেবদম্পতী গলে ।
গোপ গোপিকা মেলি,
নিরুপম হয় কৃষ্ণকেলি,
যেন যমুনা কুল আজ, গোলোকধাম সমান ॥

গিন্দু—মধ্যমান ।

হৃদীন জনে ভার কি তোমার হয় করিতে করুণা
তোমারি চরণে, স্থান কি পাব না,
কাতরে ডাকি গো, ওমা ওমা ওমা ওমা ॥

মাড়—থেমটো ।

আমার জীবন বৃথা যায় জননী, হবে কি উপায় ।
আগুন ক্রিয়া ফলে, করিনা ভরসা,
কেমনে পাব নিস্তার, এ অধমে কৃপা কর,
ওগো মা রাখ মাগো রাজ্য পায় ॥

বিস্মিট—একতালা ।

শুন ওগো মমহৃৎ জননি, আর সহিতে নারি ।
বাল্য বুদ্ধ যুবা কাল, ঝরিছে নয়নবারি ॥
কেন যে মম জনম ভবে, মনেতে বিচারি ।
কোন পাপহেতু দণ্ড, বুঝিতে না পারি ॥
দেখিনা উপায় আর যন্ত্রণা নিবারি ।
তাইতো জননি তোর কৃপাকণার ভিখারী ॥
দেহ ঠাই চরণ নিকট, পাতক পরিহারি ।
আর কার লইব শরণ, দাস যে তোমারি ॥

বিস্মিট—থেমটো ।

হে গোবিন্দ, রাখ মোরে, ব্যর্থ জনম যায় হে ।
পাপপুঞ্জ নিত্য নিত্য ঝেরিছে আমায় হে ॥

জীর্ণ জীর্ণ দেহ হৈল, কাল নিকট তাহে ।
ভক্তি-ভজ্ঞন-হীন দাস তার বোর দায় হে ॥
দীননাথ দয়া ব্যতীত নাহি আর উপায় হে ।
দূর করহ হৃৎপ্রবৃত্তি ভূত্য এই চায় হে ॥
কাতরে নিবেদি নাথ রাখ যুগল পায় হে ॥

• বেহাগ—ধেমটী ।

সংসারসিদ্ধ গভীর বোর কেমনে তরিব গো ।
নাহি যোর পুণ্যলেশ, পাপপুঞ্জ করি অশেষ,
কালি তোর নাম স্মরণ সার করিব গো ॥
আয়ুশেষ নিত্য নিত্য, ভোগে মত্ত চপল চিত্ত,
মোহে মুগ্ধ হইয়ে কত কাগ্ন রহিব গো ।
শোকদগ্ধ হয় শরীর, বুদ্ধিহীনি অতি অধীর,
দুঃখভার জননি আর কতই সহিব গো ॥
দেখি জননি বিপদ বোর, চরণ শরণ লয়েছি তোর,
সঁপেছি সকলি যুগল পায়, আর কি বলিব গো ॥

মাঝ সুরট—একতাল ।

মমামি কালীচরণে, নমামি কালী ।
মুণ্ডমাগী, নর-সুরালী,
যারে করে ধ্যান কালী চরণে ॥
চরণ সযম তিমিররানী,
অঞ্চ অখিল তিমিররানী,
ভানুরথিক দিক্ প্রকাশি,
রূপ দীপ্যমান কালীচরণে ।
চন্দ্র কলক তিলক ভাল, পদে পতিত মহাকাল,
বরাভীতি নরকপাল, করধ্বত হরুপাণ ।
সর্বজননী প্রকৃতি সার, মুক্তিদানে শক্তি যার,
তায় সঁপেছি সকল আমার
দেহ আর মন প্রাণ ॥

ত্রিখিট—ধেমটী ।

হে ভবানী জগজ্জননী ত্রাহি দীন দাসে ।
কাল বিগত হইল কালী বিনাশ অভিলাষে ॥
ভীষণ ধম নিকট হেরি মরি গো মরি ত্রাসে ।
অপার ভব করুণা গুণ বেদাগমে ভাষে ॥
মাগো ভব করুণা ব্যতীত নাহি দূরিত মাশে ।
তাই ত ডাকি সযম জননী করুণা-কণা আশে ।
গতিবিহীন, অতিহীন, রাখ চরণ পাশে ॥

ত্রিখিট—মধ্যমান ।

কি গুণ করে, 'ভন সখী বংশী',
ঐ শ্রাম আজ মন হ'রে নিগরে ।
সে স্বরে, অন্তরে মরি যে করে,
কুল গেল, গুরু জনেরি লাজ ॥

ত্রিখিট—মধ্যমান ।

কেমন করে পাবো মাগো কালী, ও চরণ তোর ।
মন আকুল হলো শঙ্করী কিন্নরে ডাকে তোমারে,
কালভয়ে হয়েছি মা কাতর ॥

বেহাগ—তিতট ।

কালী কবে পাবো তোমায় ।
অতি দীন, গতিমতিহীন তায় ॥
তব করুণা অপার, সেই সে ভরসা সার,
নিবেদন করি মাগো রাস্তা পায় ॥

যোগিয়া—চুংরি ।

ওরে মন কালী কালী বল না ।
গেল পরমায়ু, আশারূপ বায়ু,
দূর করে কেন ফেল না ॥
ভববন্ধন হৃৎথের কারণ, বুকেও কি তা বুঝ না ।
মিছে ক্রেশ হৃৎখলেশ,
না তাহে মায়া মরীচিকা ছলনা ॥
স্থখ অভিলাষে, ভোগবিলাসে,
অহরহ সহ কত যাতনা ।
গতিমতিশক্তিহীন, ক্রৌণ দিন দিন,
অহুদিন হয় ভগনা ॥
সময় নিকট হয়, ওরে বিলম্ব নয়,
ভরায় উপায় কর ভাবনা ।
ছাড়ি ধন জন, মায়া-বন্ধন,
কালীপদে হও মগনা ॥

জংলা-খাখাজ—চুংরি ।

বল কালী তরা মহেশানী ওরে মন অহুঙ্কণ,
মুক্তকেশী শিবানী, মহিষাসুর মর্দিনী,
ভবভারিণী ॥
চও মুগ্ধ খণ্ডনী চণ্ডী, বগলা কমলা বিমলা
ত্রিপুরা, মহামায়া বিবেকরী তাম্রা,

লগ্নোদয়জননী জগদম্বা ।

মুক্তিবিধায়িনী মাহেন্দ্রী, শুভ্র নিশ্চিন্ত বিনাশিনী,
ভুবনেশ্বরী শিবমোহিনী, ভক্তভয়বারিণী ।
দুঃস্থদৈত্যদলবলদলনী, দয়ামায়ী দাক্ষায়ণী,
পদান্বিত জন প্রতিপালিনী,
চরণ শরণ দেহ মা জননী ॥

জংলা খাম্বাজ চুঃরি ।

জয় মহাবালী কপালিনী, স্মর রে মম মন,
মুণ্ডমালী ভবানী, নবনায়কনন্দিনী ভবভাগিনী ।

কঙ্কাল উজ্জ্বল মণ্ডল ভাতি,
ন্যকৃত নীলিম নীরদপাতি,
নর্তন ঘনতর রণমদমতি,
নরশির অসিবর অতীতিপাপি ।
লক লক লোলিত, লোহিতরসনা,
ভীষণমুরতি শোণিত মণনা,
অরির ভয়ঙ্কর, ভক্তে করুণা,
জয় জয় ব্রহ্মময়ী শিবরংগী ॥
সৃষ্টিবিধায়িনী, স্থিতিশয়কারিণী,
পামরপাবনী, ত্রিতাপহারিণী,
মুক্তিপ্রদায়িনী, ভবভয়বারিণী,
তারঙ্গ তারিণী, মা—জননী ॥

জংলা খাম্বাজ চুঃরি ।

ভজ রাধাকান্ত বংশীধারী, মনসে নিশি দিন,
দীননাথ কংসারি, ব্রজবালকবান্ধব বনবিহারী ।

উজ্জ্বল পদতল নিম্নি প্রবালে,
নগ্নর বাজিত রুণ রুণ তালে,
চুড়া চকল চুম্বিত ভালে,
রাসরসিকবরে জগমনহারী ।
চন্দনচর্চিত-বক্ষ-বিশাল,
কণ্ঠহুশোভিত-নব বনমাল,
বেষ্টিত শত শত যুবতীজাল,
জয় জয় ব্রহ্মগোপাল হরি ॥
ত্রিতাপহারক, দূরিতবারক,
অশ্রিতপালক, মোক্ষবিধায়ক,
ত্রিভুবনতারক, ক্রম মম পাতক,
পদান্বিত ঘাচক ঘাচে মুরারী ॥

ঝিকি ঝি আড়া ।

নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয়মাকার ।
তুমি ত শ্মশানপ্রিয় শ্মশান হৃদয় আমার ॥
স্বজন-বিয়োগ-চিত্তে, জলে সদা এই চিত্তে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার ।
তুমি বিরাজিত যথা, আধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শ্মশানে এস, নাচ একবার ॥

বাণেশ্বরী মধামান ।

তুষারধবল হৃদে নীলিম নলিনী ।
হরহৃদিমানে আমার শ্রামা মা জননী ।
রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি,
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি দৌদামিনী ॥
সদা মনে অভিল্য, কাটিয়ে সংসারপাশ,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দুখানি ॥

রামদ্রসাদী হর ।

শিবের মাগো অবিচার ভারি ।
মাতৃধনে ছেলেয় ফাঁকি,
আপনি হন তার অধিকারী ॥
অমূল্য সে মাতৃধন, মুক্তিমাথা ত্রীচরণ,
যহ্নে তায় আপনি নিয়ে, রেখেছেন হৃদয়ে ধরি ।
উপায় নাহি যে আর, কেমনে পাব নিস্তার,
যার ধন তায় ফিরে দিতে, বলে দেমা দয়া করি ॥

পিলু জঙ্গলা যং ।

শিবের কিমা একলারি ধন ও ত্রীচরণ,
সেইটা আমি জানুতে চাই ।
তা হলে আর এ অভাগর,
দেখছি কোন উপায় নাই ॥
শিব পেলেন শিবত্ব পদ,
চান তিনি আর কি সম্পদ,
তবু কেন ও ত্রীগদ, রাখেন একা আপন ঠাই ।
ভন কৃপাময়ী কালী, কাতরে তোমার বলি,
সেই শিবের দোহাই বলে দে মা,
কেমনে ও চরণ পাই ॥

রাজা মৌরীন্দ্রমোহন।

রাজা স্তর মৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই-ই বাহাদুর ১২৪৭ শাশে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি,—হরকুমার ঠাকুরের পুত্র এবং মহা-রাজ ষষ্ঠীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ মহোদয়। সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনাষ্ট,—ইহঁাব জ্ঞানের মুখ্য ব্রত; এ প্রত্যাশনে ইনি নম কৃত্তপো সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। আজ ইহঁাব মণঃমৌরিতে পৃথিবীর দিকবিশ্ত প্রমোদিত। সঙ্গীত-শাস্ত্র মথকে ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহঁতে ইনি অদম্য উপাধি পাইয়াছেন।

ভূশ-শাস্ত্র চৌহাল।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

প্রকৃতি তোমার রাণি, দিবসে আরতি করে,
জালিয়ে তপন-দীপ হীরকের থালোপরে

(সমবেত গীত)

জয় জয়, জয় জয়, রাজরাজেশ্বরীর জয়,
আজি রে বঙ্গরাজ্যে ততুল আনন্দময়।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

নিশাতে গগন-থালে, কোটী কোটী দ্বীপ জেলে,
আবার আরতি করে, তোমার মঙ্গল ভরে।

(সমবেত পুষা) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

এ বঙ্গের স্বরে স্বরে, তোমার আশীর্বাদ করে,
গাইয়ে তোমার গুণ সকলে হরষ ভরে।

(সমবেত পুষা) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

আজি সুখ মহোৎসব, হইতেছে শঙ্খ-ধব,
অতুল হরষোচ্ছ্বাস, হৃদয়ে নাহিক ধরে।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

রাজরাজেশ্বরী তুমি, তব অনুগত আমি,
মানরে আরতি করি এ হেতু আজি তোমায়ে।

(সমবেত পুষা) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

চিরকাল স্মৃতি থাক, প্রজাগণে স্মৃতি রাখ;
বঙ্গীয় রাজ-ভক্তি তোমায়ে ভক্তি করে।

(পূর্ণ সমবেত গীত)

জয় জয়, জয় জয়, রাজরাজেশ্বরীর জয়।
আজি রে এ বঙ্গরাজ্যে অতুল আনন্দময়।

বাগেশ্বরী আড়াঠেকা।

রাণীয়ে তারহে, চিরায়ু কর হে ঈশ্বর।

করহে জয়িনী মহিমাশালিনী,

সবার পালিনী হে ঈশ্বর।

কলহ খামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক,

শান্তি বিরাজুক, আশীষ নাথ।

দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান।

রুমী রাজগণ, প্রতি সাধারণ,

মানক শাসন, দুবুক নাম।

সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অবীশ্বর।

পূর্ব পশ্চিম গাং হয়ে সম—

“রাখ বাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর ॥

ভারতেশ্বরীর কল্যাণ পান

(১৮৯৭ সালের ভারতেশ্বরীর

হীরক জুবিলি উপলক্ষে)

রাণীয়ে তার হে, চিরায়ু কর হে, ভো ভগবন।

কর হে জয়িনী, মহিমা শালিনী,

সবার পালিনী, ভো ভগবন ॥

(যুদ্ধ বা শান্তি সময়ে মহারাণীর

সহগণের কল্যাণার্থ গেয়।)

জগদীশ, উর, অরি কর দূর, বধিয়ে প্রাণ।

সুখী কর বীর, যুগে রাণী তরে,

আমা সবাকারে, কর হে ত্রাণ ॥

(বিপ্লবে গেয়।)

জগদীশ উর, অরি কর দূর,

বধিয়ে প্রাণ।

রাজদ্রোহে শাস, রিপুচক্র নাশ,

হে রাজ রাজেশ, শক্তিমন ॥

দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি,

কুশলমান।

নব নব মুখ, স্থিতি করুক,

সকলে যুবক, রাণীর নাম ॥

হে সুখসাগর, করুণা আকর,

দীন প্রাণ।

সুতামাতা সহ, রাণীর করহ,

মঙ্গল বিধান ॥ ভো ভগবন।

বিভাগ খাড়া মধ্যমান।

বিশাল ডুডাগ নীরে শোভে যথা কমলিনী।

অগ্নি মাংস ভিক্টোরিয়ে, যুদ্ধে তুমি ভেমনি।

রক্তাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি লতা

জ্বলে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী।

নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদ্ভূত হয়েছ,

জননী তুমি, সেই হেতু তোমার, পুরব পুরুষগণ,

দুরিয়া তোমার পুনঃ কীর্তিরাঞ্জী

বরণিব পূরিত যাছে ধরণী ॥

দেবশাখা ঝাপতাল।

মনে স্থির করেছিলি চিরদিন হৃথে যাবে।

জীবন-যৌবন-ধন-মান রবে সমভাবে ॥

এই আশা মনে করে, পাঞ্চালীরে কেশে ধরে,

বলিল কঠোর স্বরে, উলঙ্গিনী হ'তে হ'বে ॥

রে হুরায়া হুশাসন, না মানি গুরু-শাসন,

ভীষ্মে করি হতমান বনে পাঠালি পাণ্ডবে।

আজি প্রতিকূল তার, এখনি দিব বর্ষর,

বক্ষ রক্ষ হুরাহু, রাখিতে নাগবে ভবে।

কোথা কর্ণ কোথা দ্রোণ, কোথা রাজা দুর্যোধন,

আমি তোর রক্ত পান করি রে দেখুক সবে ॥

ভূগালী টিমতেতাল।

তোমার কটাক্ষে নাথ, হয় স্থিতি স্থিতি লয়।

পর্যাপ্ত পরমাত্মা তুমি কর বেদ চয় ॥

চরিত্রমুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন,

করি তব গুণগান, করেন আনন্দময়।

দুরাশ্রা দেবেশ্র-ছলে সতীত্বরত্ন হরিলে,

গৌড়মের কোপ-বলে, হয়েছি পাষাণ-কায়।

একবার পদাশ্রয়, পরশে অর্ক মনুজ,

হয়েছি অহে রজ, দেহ পদ পুনরায় ॥

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

১২৫০ সালের ১৮ই তারিখ (১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা)

সেপ্টেম্বর) মেদিনীপুর নাড়াজালের রাজা

মহেন্দ্রলাল খান জন্ম গ্রহণ করেন। বহু সদ্-

কাড়্যাশ্রমের জন্ম ইনি পবনমন্ডলের নিকট সবি-

শেষে সুপ্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। সকল বাঙ্গাল

সংবাদ-পত্রের ও বাঙ্গালা পুস্তকের ইনি উৎসাহ

দাতা ছিলেন। ইহার সঙ্গীতমালা বহুজন-বিশ্রুত।

১৩০৬ সালে রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের দেহা-

ন্তর হইয়াছে।

আশাগেরী আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়ে না আর।

ও ধনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার ॥

যদি থাকি গৃহ কাষে, বাঁশী আনে বনে,

ব্যথিত করিয়ে প্রাণে,—

মানে না বারণ, করে আলাতন,

কালসম হয় সদা স্ত্রীরাদার।

একে কুলের ললনা, আনে না ছলনা,

কেন কর হে লালনা?—

সরমেতে মরে, গুরুতন স্বরে,

এ কেমন শ্রাম তব ব্যবহার ॥

ইমকল্যাণ একতাল।

আর কি গোফুলে, আছি গো স্বকুলে,

দিয়েছি সকলে কুলে বিসর্জন।

বাড়াইতে কুল, গেল হুই কুল,

অকুল সাগরে মরি গো এখন ॥

শুনেছি যে দিনে শ্রামের বাঁশরী,

সেই দিন হ'তে কুল ত্যাগ করি,

হ'য়েছি সকলে স্বধীন তাঁহারি,

তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ।

তাজি গৃহবাস করি বনে বাস,

স্বামী সহগাস নাহি সে শ্রায়স,

অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস,

সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন ॥

ললিত আড়াঠেকা।

করি নতি উদ্ভূপতি থাক থাক ঐ ধানে।

তুমি গেলে অন্তরালে, হারাইব তাম্রপানে ॥

দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,

আসিবে নাকি শব্দর লইতে উমা রতনে।

সতত ভাবি যে তারা, সে তারা আধির তারা,

সে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

আহা কি অতুল শোভা, আজি রে গিরি-ভবনে ।

ভূধরে সারদা-শশী শারদ শশী গগনে ॥

ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশবিহারী তারা,
বিকশিয়ে আঁখিতারা, দেখি তারা মুখী মনে ॥

যামিনী কামিনী আজি, চুল্লিকা-বসনে সাজি,
নিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায় ;—

কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা পদতলে,
চকোরেরা কুতুহলে, চাহে উমাশশী পানে ॥

ভৈরবী—একতারা ।

ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে ।

জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ,

বারেক ডাক “মা” বলে ॥

পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,

ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,

যত্নে ক্রীর সর, রেখেছি মা ধর,

দিব বদন-কমলে ॥

তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,

প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,

মাগেরে হৃথিনী করে দরশন,

ছিল কি মা তুই ভুলে ॥

বাহার—আড়া ।

ছিছি আঁখি বল দেখি একি ভব আচরণ ।

মম কাছে থাকি তোর এ ব্যবহার কেমন ॥

একবার হেরি তারে, ভুলে গেলে একেবারে,

একা ফেলিয়ে আমারে হইলি তার অধীন ।

যাহার দর্শনে হ'ল, যন্ত্রণা সার কেবল,

পুন বা বাগনা কেন, হয় তার দরশন ॥

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় ।

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর,—রাজসাহী
আদালতের রাজকীয় শাসক । বঙ্গীয় সাহিত্যের এবং
বঙ্গদেশের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে ইহঁার অপরিণীত
অনুগ্রহ । ইনি একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান বিদ্বৎ ।
লম্বাজ-শব্দের সংরক্ষণ জন্য ইনি কায়মনোবাক্যে
বিস্বাস্য । ১০৬ সালে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য ছিলেন । ইহঁার মান সঙ্কল্পের
পুঙ্খানুপুঙ্খ গবর্ণমেন্ট ইহঁাকে রাজ্য উপাধিতে
ভূষিত করিয়াছেন ।

ভূধর তরে যতন করে,

কত বাস জল গাইকে দাও ।

বহর গেলে, গাই বিয়ালে,

- হাতে যেন স্বর্গ পাও ॥

যদি এক দিন যত্ন না হয়,

দুধ কমে যায় দেহে ।

আবার তখন করে যতন,

কত খৈল কঁড়ো খাওয়াও তারে ॥

এখন শুধাই, বল দেখি ভাই,

জমির বেলায় কেন হেন ।

জমি তোমার শস্ত দেয়,

তার খোরাকী দেওনা কেন ॥

জমি হ'তে বহর বহর,

শস্ত তুমি দুইয়ে নিবে ।

কিন্তু তার জলটিও হয়,

আশমানেন্তে বরাং দিবে ॥

ভূধর তরে গরুর সেবা,

ভাত কাপড় যে জমি দেয় ।

তবু তুমি তায় দেখ না,

কি যে দুঃখ হয় রে হয় ॥

তাই বলি রে—গুরে ও ভাই ।

গোরুর মতন কর যতন,

সার মাটি জল দেও রে ক্ষেতে ।

তবে দেখবে তখন, জমি কেমন

রাখবে তোমায় দুধে ভাতে ।

আসল কথা বলছি তোমায়,

এই কথাটা রেখ মনে ।

ক্ষেতের উপর ঢালবে যত,

পাবে তাহার হাজার গুণে ॥

সংসার জলে ভাসবে বলে দশ লোক বাটে ।

মহাজনের নৌকা নিয়ে দশে তাতে উঠে ॥

সবাই তাতে সমান হয়ে দাঁড় ফেলতে চায় ।

মাঝি বিনে মাঝি তুফানে নৌকা ডুবে যায় ॥

কেহ হ'ল মারি তখন কেহ হ'ল দাঁড়ি ।
মিলে মিশে সবাই তখন সুখে দিল পাড়ি ॥
ইহা দেখি ফুটিত আশি, এখন দেখি চেয়ে ।
ক্ষেতধামার নৌকা মোদের, ক্ষেতের নেয়ে ॥
রাজা মোদের মহাজন, নৌকা তার জমি ।
মারি তার জমিদার, দাঁড়ি তুমি আমি ॥
মিলে মিশে চল্ল পেরে সুখে যাব পার
দাঁড়ি মারি বিবাহ হ'লে, নৌকা-ডুবি সার ॥

মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ ।

ময়মনসিংহ জেলার হুসঙ্গ-হুগাঁপুর রাজবংশ
অতি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন । এই হুসঙ্গ-হুগাঁ-
পুরাধিপতি—মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ । মহারাজ
কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর নন্দীত-রচয়িতা বলিয়াও
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ইহঁারা বরেন্দ্র
ব্রাহ্মণ-বংশসম্বৃত । এক কালে এই রাজবংশ
স্বাধীন রাজ্যের স্তায় রাজ্য করিতেন ।

পাহাড়ী—আড়া ।

বিরলে বিজ্ঞান বনে কে মা তুমি বিবাদিনি ।
অবিরল নেত্রজলে, ভাসিছে বদন থানি ।
আর্য্যাবস্ত পুণ্য-ভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি,
কোম সুখে স্নান মুখ, নয়ননীর-বাহিনী ।
অকৃতি সন্তানগণ, করিছে কি অবতন,
তাই গৃহবাস তা'জ্ঞে ইয়াছে প্রবাসিনী ॥

রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

রঙ্গপুর জেলার কাকিনার রাজা শ্রীল মহিমা-
রঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর একজন আদর্শ বিদ্যা-
রাজী জমিদার । বঙ্গসাহিত্যের ত্রিপুরসিংহাসন সম্বন্ধে
ইহঁার অশেষ উৎসাহ । 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' পত্র
ইহঁারই পৃষ্ঠপোষণে পরিচালিত । বহু বঙ্গীয় গ্রন্থ-
কারগণের ইনি ভরসা-হল । ইহঁার বৈঠকখানায়
একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা বিলাসী রাজা মহা-
রাজগণের অঙ্কুরণে অজিত নহে ; তাঁহার বৈঠক-
খানার সেওয়ার, অর্জনধা বা নগা রূপদীর চিত্রের
পরিবর্তে, হুচিত্রিত মানচিত্রে সুশোভিত ; আর

গ্রন্থ-পাঠেই তাঁহার বৈঠকখানা বিভূষিত । এরূপ
বিনয়ী, নদালাসী, সুপণ্ডিত রাজা আজি কালি
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় ।

কালোড়া—টিমেতেভালা ।

ও হে ভূপ, বধ করেছ পুত্রধনে ।
আজ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করব যোরা আঙুলে
ও । জা দশরথ, হয়ে তুমি পাপে রত,
বিনাদোষে সন্তানেরে ক'ছ নিধন,
পুত্র-শোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হ'বে সেই পুত্রশোক কারণে ॥

স্থিতি—পোতা ।

শুন শুন ওরে মারোচ উপদেশ আমার ।
হিরণ্য-হরিন হয়ে হর মন সীতার ॥
ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
বাইতে হইবে ওহে নিশ্চয় তোমার ;
হায় একি প্রাণে সম, লক্ষ্মণেরে নাহি ভয়,
ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে দুরাচার ।
মম আজ্ঞা পালন করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার ॥

আলোয়া—আড়া ।

আমার মিকট মরণ ।
তাই মায়া যুগ হ'তে চলিছে রাজন ॥
কখন এই খলভাব রবে না গোপন ।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই ওব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিত্তা অকারণ ॥
শুন ওহে লক্ষ্যপতি, হ'য়েছে হে হৃদয়তি,
তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন ।
শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষা কুলের রক্ষা নাই,
যখন হ'য়েছে ইচ্ছা জানকী-হরণ ॥

পুতনী—আড়খুটী ।

যোগী এসেছে ছায়ে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি
উপবাসে দিন যায় আমার শীঘ্রগতি ॥
ওলো সীতে ভিক্ষে দিয়ে বিদায় কর এ অতিথে ।

দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ওগো নারি,
ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে,
দয়া ধর্ম রাখ আজি দয়াবতি !

বসন্ত বাহার—একতাল।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিলে আর ।

হরিলে আমারে, পেয়ে একা য়ে,
চোর তোর হবে প্রতীকার ।
ওরে দশানন, এই আচরণ,
কেবল রে তোর পতন কারণ,
ঐরামের নারী, যোগিবেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার ॥
ও রে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অস্ত্র প্রতি করে না মন ;—
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অস্ত্র জন,
ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার ॥

গৌরী—আড়া ।

আমার প্রাণের সীতে না দেখেরে,
হেরি সব শূণ্যময় ।

সীতে বিনা জীবন যা'বে ফিরে যাব না আলয় ॥
পেড়েছিলাম ছত্রদণ্ড, কৈকরী মা দিলে দণ্ড,
কখন কি ওরে লক্ষণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয় ।
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে স্বরে,
কে হরিল ওরে ও ভাই, হইয়ে নিদয় ॥

কালংড়া—আড়থেমটা ।

কেন বুধা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায় ।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার আমারে যে চায় ॥
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
তোমার কি হবে গতি, বুধা নাহি যায় ।
নারী কভু নিজ নয়, জেন রাজা হুনিচর,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিলে জানা যায় ॥

বিভাব—আড়া ।

ওহে মহারাজ আর যুদ্ধ করা অকারণ ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব আতি কুলমান ॥

দুষ্ট আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ ॥
এই দেহে প্রাণ থাকিতে,
সাধ্য কার আছে হুইতে,
নারীধর্ম না যাইতে, পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ ॥

কালংড়া—আড়থেমটা ।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দ্রুত যবন ।
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হ'বে তার অমুরূপ,
বুধা কেন যুদ্ধ ক'রে হারাবে জীবন ॥
রক্তভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
হুথের রবেনা দেশ, কেবল পতন ।
ওহে নৃপ লক্ষণ, কর সীত্র পলায়ন,
নতুবা যবন-হস্তে হইবে লিখন ॥

রামকৈলী—৭৭ ।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই ।
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই ॥
অস্ত্রভর সেনাপতি, মোহন লাল মহামতি,
করিছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই ॥
শুন ওহে বীরবর, বীর-ধর্ম রক্ষা কর,
ভূমি হ'লে অবিধ্বাসী, হ'ব কারাগারবাসী,
রাজা ধন সব যা'বে ভেবে মরি তাই ॥

বাহৌরী—লক্ষ্মীচূর্ণি ।

কপালে কি আমার, ছিলরে হায় ।
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায় ॥
বঁধে দিল ফকির বস্ত্র-অধীশ্বর,
কি করি নিজদোষে এবে নিরুপায় ।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লো না সাহায্য ॥
যে মিরজাফর, হ'য়ে যোড়-কর,
থাকিত নিরস্তর আমার সভায় ।
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায় ॥

সিন্ধুখান্জ—খামার ।

হায় কি শুনিলাম আমি, শুনে বুক ফেটে যায় ।
প্রাণের রামমোহন ছেড়ে গিয়েছে আমার ॥
ও গুরে বাণ্ রামমোহন, তোর শোক নিবারণ,
কিরাপে হ'বে এখন, দেখি না কোন উপায় ॥

বিশেষরূপে কুপা করে, বহুশত বর্ষ পরে,
তোর তুল্য সন্তানে, দিয়াছিলেন দুঃখিনীরে,
ওরে বাছারে ;—

কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু, অকালে হরিল তোমায় ॥

সকল ভাতার তরে, জননীরে ত্যাগ ক'রে
গিয়েছিল দেশান্তরে, নানা ক্লেশ সহ করে,
ওরে বাছারে ;—

বিশেষে হারালি প্রাণ, কেবল পরের মায়ায় ॥

বিশিষ্ট—খান্জ—কাওয়ালী ।

কাণপূর হয়েছে মমপুর আজ দেখতে পাই ।
বাল বুদ্ধ নর নারী, সব হুঁষ্টান ভূতলশায়ী ॥
মাতার সমুখে হুতে, খণ্ড করে খড়গাঘাতে,
কিরাপে এই ষোর পাণে জয় হইবে সিপাই ॥
তৈয়্যর সীরো নাগির, নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,
এখন নানা সাহেব হলো, তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী ।
হুষ্ট নানাসাহেব তুমি, কলঙ্কিত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে, কতু তোমার রক্ষা নাই ॥

পরজ বাহার—কাওয়ালী ।

চল কুটনের যত হুতগণ,

রবে বীরত্বের আজ প্রয়োজন ॥

কুটিশেরা প্রাণ-ভয় কোন কালে করে না,
দেখো সেই নাম ধ্বংস বেন আজ হয় না ।
জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন ॥

আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার,
করিয়ে দেখাব সবে কত চমৎকার ।

তাই হে উৎসাহে সতব,

শীত্র যেতে বলে নিকলসন ॥

বিশিষ্ট—মধ্যমান ।

প্রাণ যায় মা আমার বিশেষে । (ওগো মা, মা)
ফুলহুস্তে মরি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে ॥

ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, মিরুপায় হ'লেম এখন,
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে ।
জয় মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে ॥
জননী আমার তরে, বুধা চিন্তা শোক ক'রে,
প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকে হুখিনীর বেশে ।
এক মাত্র ভগবান, ক'রে সদা মনে ধ্যান,
শীতল ক'রো তাপিত প্রাণ বলি পরিশেষে ॥

খান্জা বিকিট—একতাল ।

কেন উইমফেন, বল অকারণ,
করিবারে রণ, এই নিডানে ।

বুধা বীরগণ, হইবে নিধন,
সহিবে না তাহা মম পরাণে ॥

জয় আশা নাই, জেনেজি হে তাই,

আত্ম-সমর্পণ করিবারে যাই,

করালীর মান, হ'লো অবমান,

নিদ্রায় বিধির, ষোর বিধান ॥

নৃপ বোনাপার্ট, মম স্ফোষ্ঠাত,

গাহার কারণে, ফরাসী বিধাত,

তাঁর সেই নাম, আমি নাশিলাম,

শত্রু পদে আজ অস্ত্র প্রদানে ॥

মুরট—খাঁপতাল ।

বণিক-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই স্বটাইল ॥

সেনাপতি রাজমন্ত্রী সকলেরে ভুলাইল ॥

লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,

ভাগ্য মন্ত্র প্রতিকূল, ফলে তাহা দেখাইল ॥

ঘাতনা দেখিবার তরে, বধিরাছি বহু নরে,

জাতি মান কত জনে মম লোভে হারাইল,

বণিকের কি সাধা হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,

আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক পাঠাইল ॥

মুরটমল্লার—আড়া ।

বুধায় জনম আমার, অন্ন নাই খেতে মরে ।

পরিবারগণ সবে, দুখায় ক্রন্দন করে ॥

প্রাণভূল্য পুত্রগণ, হয়ে ব্যাকুলিত-মন,

বলে শীত্র খেতে নাও, নতুবা যাই প্রাণে মরে

দুর্ভিক্ষ হলো প্রবল, আমার নাই অর্থবল,
কিরূপে পাঁচবা প্রাণ দেখিনে উপায় ;—
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
ভাবিলে সেই খোর মৃত্যু, সন্তত নয়ন ঝরে ॥
আর কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হর ।
কোথা ওহে ধনিগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশ্ল,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে ॥

ললিত—একতাল ।

ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি,
কত না যাতনা পেয়েছ ।
এ প্রাণ থাকিতে, পাবিনে ভুলিতে,
মা গো যত স্নেহ তুমি করেছ ।
দেখিলে আমায়, রোগ যন্ত্রণায়
হয়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল,
গুরু ঋণ-পাশে, জননী এ দাসে,
চিরদিন তরে বেঁধেছ ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক ফেটে যায়,
তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়,
চিরদিন তরে, শোকের সাগরে,
ভাসাইয়ে মাগো গিয়েছ ।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ ।

বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহ-
তাব বাহাদুর, ২৮৮ সালে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ
করেন । এই অল্প বয়সেই ইহার বংশদোষেতে
লিগন্ত পরিপূরিত । মহারাজের অশেষ সদুত্তমের
মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি অসুহাগ, বিশেষ
উল্লেখযোগ্য । “বিজয়-পীতিকা” নামক দুই খণ্ড
কবিতা-পুস্তক প্রণয়নে মহারাজের যশঃপ্রভা
সাহিত্য-সংসারেও সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ।
মহারাজ আবতাচন্দ্রের পত্নী মহারানী-অধিরানী
বনময়ী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই মহারাজ
বিজয়চন্দকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন । মহারাজ
বিজয়চন্দ্রের জন্মক, অশেষ গুণালঙ্কৃত রাজা জীল
জীলক বনবিহারী কপুর সাহেব বাহাদুরের সুবাবহা
ও মুশিকার ভ্রূণে, মহারাজ আজি সন্ন্যাসে গুণা-
বিত । ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়চন্দ প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রা-
মাণী দেবীর সহিত মহারাজের বিবাহ হ-
১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৩০৯ সালে
২৭এ মাঘ প্রাপ্তবয়স্ক হওরাদ, মহারাজের রাজ্যারি
বেক জিয়া সম্পন্ন হয় । উক্ত খৃষ্টাব্দের জাহ্নবা
মাসের দীপ্তির দরবারে “মহারাজাধিরাজ” উপা-
প্রাপ্ত হন । মহারাজ একজন বিশিষ্ট নির্ভাব
হিন্দু । আমরা ভগবানের মিকট প্রার্থনা করি
মহারাজ দীর্ঘজীবী হইয়া যশোমৌরবের ম
মুহুর্তে শোভিত থাকুন ।

গুরু মিত্র—একতাল ।

বিল-বিনাশন, করীন্দ্র-বদন,
অম্বিকা-নন্দন, কাতর-ভারণ,
কর করুণা এ দোনে ।
কোকনদাসীনা বীণাপাণি,
আধারমানে দীপকুপাণি,
জড়তানামিনি বাণি,
ভকতি প্রণতি কিছু না জানি,
১ চেও মা করুণ ময়নে ॥
দীন-জন-গতি জননি,
শিবভামিনি গিরীশানন্দিনি,
তুমি মা ভবজননী ঈশানী,
হৃদয়-সংসার-সাগর-তারিণী,
কর দয়া অধম সন্তানে,
বিজয় যাচে চরণে ॥

মিকা মল্লার—একতাল ।

ওহে যমরাজ, ছিছি নাহি লাজ,
এ কেমন কাজ, করহে আজ ।
কাঁদয়ে স্বজনে, হরিলে সে ধনে,
নয়নের মণি নাহিক ময়নে,
মোহ-মুগ্ধ জন, দোষে সে কারণে,
ক্ষম ভ্রম হম ধরমরাজ ॥

বিভাব মিত্র—রাঁপতাল ।

উঠে ঐ রাক্ষা রবি, আলো করি ভুবনে ।
জাগে সব নর নারী, দেখি তাঁর কিরণে ॥

হাসিল গগনতল, হাসিল সাগর-জল,
পুলকিত পাখিদল, ঝোঁবে হৃৎ-সুতানে ।
সবে কর তাঁর নাম, বৈকুণ্ঠ হাঁহার ধাম,
কর তাঁর গুণ গান, কিবা বনে বিজনে ॥

জঙ্গলা—কাওরালী ।

অন্তে বান দিনমণি, রাজ্য করি আকাশে ।
শশধর ঐ দেখে ধীরে ধীরে প্রকাশে ।
নীলতে কালিমা ভরি, ক্রমে আসে বিভাবরী,
তারা গুলি হাসি হাসি, চলে শশি-সকাশে ।
ফুটিল কুমুদকুল, মুগিল কমল ফুল,
ভাবুক নিরখি শোভা, ভাবে সেই ভবেশে ॥

বাথাজ—কাওরালী ।

য়ে মানব তুমি মাটি সেটা যেন তুলনা ।
এ সংসার ছায়াবাজী একবারও তা ভাবনা ॥
এ ছার জীবন, নিশার স্বপন,
আর সব অনিশ্চিত, নিশ্চিত মরণ,
অলাক অসার কাজে, ব্যস্ত থাক কোন্ লাঞ্জে,
হরিপদ সরসিজে, মজে থাক না ॥

পুরবী—আড়াঃ।

হে বিধি তোমার বিধি, বল কে বুঝিতে পারে ।
হুজনে পীড়ন কর, স্তম্বে রাখ হুরাচারে ॥
সতীরে কাঁদাও শোকে, সাধুরে ফেল বিপাকে,
যারে ভায় বলে লোকে, তুমি নাহি মান তারে ॥
অথবা হে অকারণ, হৃষি তোমা অনুক্ষণ,
তুমি শুভাশুভ দান, কর কর্ম অনুসারে ।
এক হাটে লোকচর, ভাল মন্দ করে ফের,
আপনার বখাশক্তি, সোযে কে হে বিক্রেতারে ॥

ভৈরবী—কাওরালী ।

আয়, ইয়ারেঁ! হুনিয়ামে সব লাগানারী ।
নেকুসে মিলনা বদিও সে হু সিয়ারী ॥
তু সোচো হরদম, ধব না রহেগা দম,
তবু লবাজি করকে কেয়া হায় কাম,
অজি মেহের পরবি হোতা আকিয়ারী ।

হুনিয়া পর করতে হো কেৎনা জুলুম,
কজা কি গুয়াখং সব হোগা মালুম,
আরে সোচো সম্বো! ছোড়ো গুণাহ গারী ॥

গৌরসারঙ্গ—কাওরালী ।

ঐ দেখে ভানু ক্রমে, মধ্যাকাশে বিরাজিল ।
নদী-সরসী-সলিল, তাঁর তেজে উজ্জলিল ॥
প্রথর-কর-প্রভাবে, অবসর সবে ভবে,
নলিনী হাসে গরবে, পাখী নীড়ে প্রবেশিল ।
পবন পাবকতুল, জরজর ফুলফুল,
হে রবি বিজয়ে বল, কে তোমারে প্রভা দিল ॥

ললিত—আড়া।

তারাদল নিশাসহ ধীরে ধীরে লুকাইল ।
বিকচ-কমলমুখী উষা হাসি দেখা দিল ॥
বিধু-ছবি স্মলিন, দীপশিখা প্রভাহীন,
ভুবন যেন নবীন, রুচির রাগে শোভিল ।
মৃৎ মৃৎ গন্ধবহ, বহিছে সৌরভ সহ,
হে উষে বিজয়ে কহ, কে তোমারে বি রচিল ॥

গিন্দু-মিশ্র—একতাল ।

সকলিতে গেছে, যাতনা রয়েছে ।
মন সাধ মম, সব মিটে গেছে ॥
পুত্র পরিবার, পিতা মাতা আর,
সকলিতে গেছে, আছে হাহাকার,
হৃৎ গেছে চলে, আছে তার স্থলে,
হৃৎখের অনল, সতত জ্বলিছে ॥

ভৈরবী—রাপতাল ।

জয় হব স্মরহর, বিখনাথ বিখন্তর ।
ডমরু-পিনাকধর, আশুতোষ শুভঙ্কর ॥
কৈলাশশিখরপর, মহাযোগমগ্ন হর,
উমাপতি কুপা কর, বিজয় দাসে শঙ্কর ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

নীলাকাশে পূর্ণশশী, দেখে হাসি দেখা দিল ।
প্রিয় বিজরাজে দেখি, কুমুদিনী প্রমোদিল ॥

স্বাসিত সদাগতি, বহিছে মধুর অতি,
তারাসহ তারাপতি, রাজা সম বিরাজিল ।
হেরি চারু শশবরে, বিজয় বিনত শিরে,
ঘাচে শশাঙ্কশেখরে, পরাভক্তি নিরমল ॥

মূলতান—একতাল ।

আজি নিশি শশি-হীনা, যেন মসীমাখা কায় ।
এত তারা তবু তারা, সে অভাব না ঘুচায় ॥
তমোময়ী বিভাবরী, আধারে মুখ আবরি,
কাঁদিছে যেন গুমরি, শশি-শোকে উভরায় ।
সবই আছে এক বিনা, যামিনী লাবণ্যহীনা,
সতী হলে পতি-হীনা, আর সে কিছু না চায় ॥
বিজয়-আখ্যাসবাণী, শুনগো নিশা-কামিনি,
পুন আসি নিশামণি, হাসি তুঘিবে তোমায় ।
কিন্তু কাল ক্রুরহিয়া, কত চিত আধারিয়া,
লয়েছে ঘাঘা হরিয়া, দেবে কি তা পুনরায় ॥

শাহানা—৫৮ ।

কার উপরে রোষ-ভরে শ্রামা মা রণে সেজেছ ।
পাগলিনি ভবরাণি, হরে চরণে রেখেছ ॥
করে নর-শির ধর, একি বেশ ভয়ঙ্কর,
তোমারি এ চরাচর, তা কি মা ভুলে গিয়েছ ।
শুনগো বিজয়-বাণী, হও প্রসন্ন জননি,
পদতলে শূলপাণি, চেয়ে না মা দেখিতেছ ॥

পরজ—কাওয়ালী ।

কার দোষে এত রোষে, শ্রামা মা নেবেছ রণে ।
কেপা মেয়ে লাজ খেয়ে, দলিছ পতি চরণে ॥
একি মার আচরণ, দুর্কল-সুত-স্বাতন,
হয় যে বিশ্ব নিধন, তুমি মা করিলে মনে ॥
জয়নে লভিতে জয়, চেষ্টা কি করিতে হয়,
শুভাশুভ সমুদয়, উদয় তব চরণে ।
বিজয় অবোধ ছেলে, বোঝেনা লীলা-কৌশলে,
শুণ-ক্লোভ না ঘটিলে, চলিবে ভব কেমনে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কেন শ্রামা নবেরমা এ ভীম বেশ ধরিলে ।
দুঃখ কবরী কেন রোষে মোচন করিলে ॥

করি ভূষা পরিহার, পর নয়-শির-হার,
ভবে করি ছারখার, হাহাকার রটাইলে ।
যে মহেশনিন্দা শুনি, তাজিলে দেহ ভবানি,
সেই শিবে শিবরাণি, কি বলে পদে রাখিলে ।
ছাড়ি মণিময় বাস, আশানে কেন প্রকাশ,
জিজ্ঞাসে বিজয় দাস, কেন মা রণে আসিলে ॥

মালকোথ—আড়াঠেকা ।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তি উন্মাদিনী কালী সম ।
শক্তিহীন জ্ঞান তথা শবাকার শিবোপম ॥
এখনি ভীষণ স্বরে, মাখিয়া নর-কুণ্ডিরে,
কেবল মত্ত সংহারে, বিকট ক্রুর নির্যম ॥
শিবে করি পরশন, হ'ল কি মুক্তি মোহন,
প্রসন্ন হস্তবন্দন, স্বভাব রুচির কম ।
সংহারিণী-বৃত্তিচর, ক্রমে নিয়মিত হয়,
সর্ব-সঙ্গ-উদয়, নিকৃতগুণ বিষম ॥
শক্তি জ্ঞান-যুতা হ'লে, সাধুরা স্থখী সকলে,
দুঃখ যায় অবহেলে, প্রচলিত হনিয়ম ।
তাই তারা শিব সনে, বিরাজ মা নিশি দিনে,
বিজয়-হৃদয়সনে, সতত বাসনা মম ।

কেদারা—কাওয়ালী ।

জয় মহেশ্বর, শিব জটধর,
ঈশান ঈশ্বর, অজেয় গিরিশ ॥
হিমাংশু-ভালক, মদন-দাহক,
মুক্তি-প্রদায়ক, অমর-উমেশ ।
বৃষভ-বাহন, হয় পঞ্চানন,
বিজয়ে পালন, করহে ভূতেশ ॥

জয়জয়ন্তী—খাঁপতাল ।

অনিভা সংসার ছেড়ে, যজ হরিপদে মন ।
এ ভব দুঃখ-প্রভব, মাধব হৃৎ-সদন ॥
নিখিল এ ত্রিভুবনে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
পূর্ণরূপে সর্বক্ষেপে, বিরাজিত নারায়ণ ।
বিজয় ভাব সে পদ, সকল সম্পদাম্পদ,
দূরেতে থাকে বিপদ, হবে হুরিও-মোচন ॥

ধানী-মিষ্ট—একতাল।
 নদী ও সময়, সমান উভয়,
 ধীরে ধীরে বয়, লয়ে সমুদয় ।
 সচেষ্ট হৃদয় লভয়ে রতন,
 জড় অভাজন, দুঃখভাগী হয় ॥
 ক্রমাগত ধায়, পিছে না তাকায়,
 হাসায় কাদায়, যথা মনে লয়,
 অনন্ত সাগরে, মিশে গেলে পরে,
 কিছুতেই আর, আসে না ত ফিরে,
 হ'লে অথবন, জন্মের মতন,
 আরতো কখন, পাবে না বিজয় ॥

ভজন—কাহারী ।
 ইস্কো উম্‌কো বুরা ন মানো,
 আপুনে কো ঠিক রাখো জি ।
 এ ছনিয়া মে সবি হায় বুটা,
 এক মুঠা থাকু জি ॥
 ছনিয়া ছনিয়া কাহে মিঞা,
 কহ তে হো তু হরদম জি ।
 দম ছুটেগো মাটি হোবোয়া,
 রহেগো এক ওহি মোলা জি ॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতাল।
 জয় দামোদর, মধু-মুর-হর,
 শ্রাম নটবর, বিপিন-বিহারী ।
 ভকত-পালক, অমুর-নাশক,
 দরিদ্র-পোষক, সর্ক-দর্প-হারী ॥
 হুরিত-দমন, কলুষ-নাশন,
 তাপিত-তোষণ, অকুল-কাণ্ডারী ।
 বিজয় কাতর, ডাকে হে তোমারে,
 ভবপারাবারে, তরাণু শ্রীহরি ॥

গৌরী—একতাল।
 মা বলে' তোরে ডাকিলে জুড়াবে এ পোড়া মন ।
 মা-হীনের বড় সাধ করিতে মা সন্মোদন ॥
 মা-স্নেহ-বিশ্ব-বাস্তবিত, বিজয় তাহে বকিত,
 সবল কেবল তাত, তিনি যেন হুখে র'ন ।
 হৃদয়েল তাঁর প্রেমে, জুড়াই এ মরুভূমে,
 সে ভাবে সত্যত তিনি, তোমেন যেন দীঘল ॥

জগদম্বে কৃপা-খনি, তুমি বিনা কে জননি,
 মাতৃহীন অভাগার, বুঢ়াবে মনোবেদন ॥

হুম-ঝিঝিট—পোস্ত।

হুংথ হুংথ ভিন্ন ভাবি হুংথ পাই অকারণ ।
 একেরই দুই দিকে দুটা নাম সংযোজন ॥
 আজি যাহা হুংথকর, তাই কিছু দিনান্তর,
 বোধ হয় বিষময়, ইহা দেখি অনুক্ষণ ॥
 তুমি যারে তপ্ত বল, অস্ত্রে ভাবে সুশীতল,
 হুংথ হুংথ অবিকল, এইরূপ বিবেচন ।
 হুংথ বলে যারে মানি, সেই আনে হুংথ টানি,
 বোধ-হুত্রে দুই ধারে, দুটায় আছে বন্ধন ।
 হুংথ প্রতি অনুরাগী, বিচলিত হুংথ লাগি,
 কল্পনায় কষ্টভাগী, এ নিখিল জীবগণ ।
 যে হুংথ কামনা করে, ক্রম হুংথ পায় পরে,
 চক্রাকারে বারে বারে, হুংথ হুংথের ভ্রমণ ।
 সাধুগণ সে অকারণে, হুংথ হুংথের স্থির মনে,
 ভাবেন মধুহৃদনে, বিচলিত কভু নন ।
 না চাহি স্বরগবাস, পদে রাখ শ্রীনিবাস,
 বিজয়ের অভিলাষ, হরিহে কর পূরণ ॥

বসন্তাহার—একতাল।

হেরি বসন্ত-সখায়, কোকিল হরষে গায় ।
 তরুগণ শোভা পায়, স্নীত ভয়ে পলাইল ॥
 দশ দিক্ আমোদিত, ত্রিভুবন হরষিত,
 ফুলকুল বিকশিত, আলিদলে মাতাইল ।
 স্বভাবের শোভা দেখি, জুড়ায় সবার আঁখি,
 বিজয় হইয়া হুখী, বিধাতারে প্রণমিল ॥

সাহানা—বাঁপতাল।

হেরি নিদায়ে আতঙ্কে মধু করে পলায়ন ।
 প্রাণের হ'ল তপন বহে তপ্ত সমীরণ ॥
 ধরা অবসন্ন ভয়ে, তটিনী যায় হুখায়ে,
 লতিকা পড়ে লুটায়, অনল সম পবন ।
 তরুকুল স্পন্দহীন, বিষম সবে হুদীল,
 মেদিনী-মুখ মগ্নিন, আকুল মানব-মন ॥

মাহান—রাঁপতাল ।

আইল বরষা-কাল, ছাইয়া আকাশ ভাল,
ঢাকি রবি-কর-জল ছুটিছে জলদ দল ॥
শ্রেষ্ঠজন শনশনে, ভগ্ন করে তরুগণে,
ভীষণ মেঘ-গর্জনে, কাম্পিত সদা ভূতল ॥
আধারিয়া চারি ধার, পড়িতেছে বারি-ধার,
অনিবার এ আঁধার, বিদ্যতে বাড়ে কেবল ।
দিগঙ্গনা স্নানমুখী, ধরণী মুখ নিরখি,
হ'য়ে পর-হৃৎথে হুংখী, কাঁদে বুঝি অবিরল ॥
গেলে এ হুংখ-ধামিনী, পুনঃ হাসিবে অবনী,
হইয়া শস্ত্র-শালিনী, পাবে সুখ নিরমল ।
হুংখ দেন ভগবান করিবারে সুকল্যাণ,
হুংখাতে হুংখ বিধান, এ নিয়ম অবিচল ।
শোক ক্ষোভে জ্ঞানোদয়, কষ্ট-ভোগে কর্ম লয়,
রমেশ-পদে বিজয়, বিশ্বাস রাখ অটল ॥

ত্রিখিট—গোস্তা ।

শরত-কমলমুখী, নবীন বধুর স্রায় ।
হরে মন্ত হংস-রবে সদা নৃপুর বাজায় ॥
রাজীব জলে বিরাজে, নব ধাঙে নীষ সাজে,
হরিত বসনে সেজে, শরত এল ধরায় ।
শশাঙ্ক সুরথে সাজে, তারকাবলীর মাঝে,
বরষা পলায় লাঞ্জে, ওটিনী পুরিত-কায়ে ॥
বহে মন্দ সমীরণ, হুশোভিত উপবন,
হরষিত প্রাণিগণ, ভূমে কুসুম লুটায় ।
হাঁহার এ সুহৃদজন, মধুময় ত্রিভুবন,
বিজয় ভকতি ভাবে ডাকে সেই বিধাতায় ॥

ত্রিখিট—জাফা ।

সুশাস্ত হেমন্ত আভা শোভিল বহুধা ভালে ।
স্বর্ণ-বর্ণ শস্ত্র গুলি হাসিছে গগন-ভালে ॥
কৈশোর গতে যৌবন, শীতের দেখি এখন,
নিস্তেজ রবি-কিরণ, শৈত্য সলিলে আনিলে ।
অজস্র রবে শিশির, গাথিয়া হার মতির,
যতনে প্রকৃতি যেন, দিতেছে অবনী-গলে ।
যিনি এ বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টিছেন ঋতুচয়,
সঁপ প্রাণ হে বিজয়, তাঁর ত্রীপদরাডুলে ॥

ত্রিখিট বাসাজ—কাওরানী ।

শরত কিশোর শীত শিশুময় সুকোমল ।
বিমল চন্দ্রিকা হাসি মধুময় নিরমল ॥
সুচঞ্চল চিত্ত তার, এই হাসে পরিহার,
তখন দেখি আবার, বয়ে অঙ্গ অবিরল ।
সলিলে মরাল গুলি, করে যে মধু কাকলী,
লীলাময় বালকের, নৃপুর রবে কেবল ।
মাঠেতে হরিত ধান, সুশীতল করে প্রাণ,
শরতের কলেবরে, যেন শ্রামল অঞ্চল ।
বহে ধীর সমীরণ, বিকশিত ফুলগণ,
বুক পোরা সুখে যেন, নদী জল ঢলঢল ।
অবীর জলদ রবে, ময়ুর নাচে গরবে,
বিজয় শরতে ভাবে, বিভূ পদ শতদল ॥

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

ধরায় অমরা-নিম্ন অলকা সুখ-আগার ।
জনম ভূমির মত বল কোথা আছে আর ॥
যথা ক্ষুদ্র, তরু লতা, থাকে মরমেতে গাঁথা,
বায়ু সদা স্নেহ-কথা, কহে কাণে অনিবার ।
এস্থান জননী সম, ত্রিলোকেতে নিরুপম,
মায়ের হৃদয় সম, শুভ প্রেম পারাবার ।
যেখানেতে ষাটে মাঠে সুখ স্মৃতিফুল ফোটে,
পল্ল, পক্ষী, পতঙ্গটী, মনে হয় আপনায় ।
স্বাস্থ, ধন, মান, আশে, ছাড়িয়া হেন স্বদেশে,
দেশান্তরে যায় যেবা, কত কষ্ট হয় তার ।
তাজি আজি নিজালয়, চলিলাম হিমালয়ে,
ত্রীপদে হিমাদ্রি-হুতে, অপরিয়া দাসের ভায় ।
বিজয় তব তনয়, কোথাও করে না ভয়,
চিরায়ী মায়ের কোলে, সুখেতে দেয় সঁাতার ॥

হাবিধ—কাওরানী ।

হেরি হিমধরাধরে, জুড়াই নয়নমনে ।
মনোশোভা শ্রামশোভা, ধবলাচলচরণে ॥
শতমণিহৃতধর হেমশৃঙ্গ মনোহার,
যত দেখি তত আশি মোহে নববিভাগুশে ।
ভীমকান্ত এ যুগতি, অনন্ত শোভা-বসতি,
হেরি চিত্ত বিমোহিত, শয়নে দেখি স্বপনে ।

থাকি গিরি ধরাবাসে, তুলেছ শির আকাশে,
ভবতর্প-দূরে রাখি, আবরি সদা তুহিনে ।
শিখাও নর-নিকরে, ক্রুরূপে থাকি সংসারে,
বিভ্রপ্রেমামৃতসরে, ডুবাতে হয় জীবনে ।
দেবাস্ত্রা তুমি ভূধর, সর্কদা স্বাস্থ বিতর,
বিজয় হৃদয়াময়, ঘুচাও যাচি চরণে ॥

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

বড়ই স্নেহপিপাসু কাকালী বাঙ্গালীগণ ।
তাই কি এস মা বক্ষে ঘুচাতে দীনবেদন ॥
হুংখে শোকে অপমান, মরিয়া আছে জীবনে,
পুনরায় পায় প্রাণে নিরখি তব বদন ।
অনাথ অধম হুতে; স্নেহ কোলে তুলে ল'তে,
কে আছে মা এ জগতে, তুমি তারিণি যেমন ।
তাইতো মা দয়া বশে, মা হয়ে হুঁহিতা বেশে,
বাঁধ মহামায়া পাশে, কাতরে করি যতন ।
মার মুখে মা মা বাণী, মানসে মধুর শুনি,
হুঁখিনী বন্ধরমণী, করে হুংখে সম্ভরণ ।
এস মা ভবমোহিনী, তুলে হাসি মুখখানি,
হৃদয় মাঝে জননী, পাত তব পদ্মাসন ।
বিজয় পুলকে কর, সত্যত বাসনা হয়,
হইয়া তব তনয়, করি মা মা সম্বোধন ॥ ৪৩ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

কি কাজ থাকিয়া আজ মা বিনে শূন্য ভবনে ।
ছেড়ে ভবখেলা মন চলরে জননী সনে ॥
জগত জড়তাময়, কঠিন নাহি হৃদয়,
হয়েছিল সচেতন মার শুভ আগমনে ।
চিম্বায় হইয়া হারা, পুনঃ শবাকার ধরা,
দেহে কিবা প্রয়োজন কাল হুরিলে জীবনে ।
চল সেই কূট পুরে, মেরু শিখর উপরে,
বিরাজেন যথা উমা সত্যত শঙ্কর সনে ।
সে শুভ মিলন দেখি, জুড়াও এ পোড়া আঁখি,
বিজয় কেন হে হুংখী সংসার-বিষ-দহনে ॥ ৪৪ ॥

বাক্য—আড়া ।

ভাবী হ'তে এক বর্ষ অতীত লইল হরি ।
কত শত আশা হায় স্মৃতিপরিণত করি ॥

বিজয় এ শুভ দিনে, দেখেহে বসি বিজনে,
গত বর্ষ লাভালাভ, সুখীর ভাবে বিচারি ॥
'অসীম কর্ম সাগরে, শুভাশুভ উন্নি হেরে,'
হুংখ, হুংখ, ভ্রমে ভাব কেন আপনা পাশরি ।
প্রাণ অস্থিরতাময়, হুংখ হেতু সদা ভয়,
চিরস্থির পূর্ণভাব উচ্চতম সর্কোপরি ।
এই হুংখ হুংখ পারে, যা'ন্তে লয়ে যেতে পারে,
সে জ্ঞান লভিতে চেষ্টা কর দিবা-বিনাবরী ॥
সংসার-হুংখ-সম্পদে, অবহেলি হরিপদে,
বাঁধ মন, সে রতন ভবার্ণব পারে তরি ।
ভেবে দেখ অনুক্ষণ, কে তুমি কি প্রয়োজন,
কি সংসার, কে স্বজন, কি শরীর কে শরীরী ॥

লুপ্ত বাঁধাজ—চুংরী ।

ভালবাসা বড় খাসা, লোভে মেশা কতু নয় ।
আশার পিপাসা যাতে সে যে নেসা বিষময় ॥
আপনা ভুলিলে পরে, ভালবাসা যায় পরে,
তৃষা আশা লোভ ইচ্ছা কিছু তা'তে নাহি রয়
স্বার্থ আছে মূলে যার, স্নেহ নাম দিলে তার,
সংহারক হলাহলে সুখা ধ্যানি দে'য়া হয় ।
প্রেম ত্রিদিবের ধন, পেতে তার আশ্বাদন
করেন সদা যতন, পূতচেতা সাধুচয় ॥
ভক্তি কল্পতরু-মূলে, এ ফল সত্যত মেলে,
ভবে হুং একটি স্থলে; পাবে কিছু পরিচয় ।
পিতা মাতা হৃদিপটে, সে মুরতি স্বপ্ন ফুটে,
সুন্দর বিকাশ তথা যথা ষটে চিত্তজয় ॥
পিতৃ মাতৃ মনোভূমে, অঙ্কুরিয়া ধরাধামে,
উঠি স্বর্গে ক্রমে ক্রমে, বিভূ পদে পায় লয় ।
পর প্রতি স্বার্থ লাগি, হলে পরে অহুবাণী,
সে লোভে বিষম ভ্রমে লোকে ভালবাসা কর ॥
হরি হে করুণা-গুণে, প্রেম কণা দাও মনে,
যা'তে পায় শ্রীচরণে, সে ভিক্ষা মাগে বিজয় ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

ভবখেলা পাতিবারে, হইয়া ত্রিগুণময় ।
তিন রূপে কর বিভূ, স্বজন, পালন, লয় ॥
সত্ত্বময় মূর্তি তব, শীতল শান্তি-প্রভব,
ভকত-জন-রঞ্জন, ধ্যানে মনে প্রেমোদয় ।

অপূর্ণ ভাব উত্থানে, শোভা বিনাশ পতনে,
তাই রজস্তমোগুণে, পূর্ণ শোভা নাহি রয় ।
সত্ত্বগুণ ফল স্থিতি, পূর্ণ শোভার বসতি,
ত্রিনিবাস সে কারণে, পুরাণে তোমারে কয় ।
রূপ, গুণ, একাধারে, কমলা-শারদাকারে,
করেন মাধব তাই, তোমার অঙ্ক আশ্রয় ।
তোমার পদ পরশে, বিরোধ সখ্যতে মেশে,
স্বপন্নীতে ভগ্নী ভাব, চিরবৈর পাশ ফয় ।
রমা-বাণী হুমিলনে, কি শোভা তব সদনে,
ভুজগ ভুজগাশন, আসন বাহন হয় ।
ভুজ করি এ হৃদয়, এস তাহে দয়াময়,
দূর কর ভব-ভয়, কাতরে যাচে বিজয় ॥ ৫০

রিকিট পাহাড়ী—৪২ ।

অনেক মণির খনি আছে, অবনী-ভিতরে ।
জানকী সম কি আর ধরিবে ধরা উদরে ॥
মাধু মুহু কমনীয়, যা কিছু সজ্জন-প্রিয়,
সে গুণ সম্পূর্ণ ভাবে, উদ্গিত সীতামুরীয়ে ।
ধর্মের হৃদয় প্রভা, নারীভাব মনোলোভা,
মরি মরি কি সুন্দর, মিশিয়াছে একাধারে ।
মা সীতে, গুণভূষিতে, দেখায়েছ স্বচরিত্রে,
আদর্শ-সতী-জীবন, নারীকুলে শিখাবারে ।
সুখ, দুঃখ, দুই ম'য়ে, থাকে জীব লোকালয়ে,
তুমি কিন্তু দুঃখ স'য়ে, করেছ সুখী অপরে ।

পাবকে কনক সম, সহিয়া হুংখ বিষম,
স্বর্গীয় সতী-মাহাত্ম্যে, মোহিয়াছ চরাচরে ।
মা তুমি জন্ম-দুঃখিনী, দুঃখি-তাপিত জননী,
দয়া-সুধা-কণা দাও, মাতৃহীন বিজয়েরে ॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল ।

ভারতে ভীরুতা কেন, যথা ভারত আখ্যান ।
কি দোষে পাপ প্রবেশে, যথা রাম-গুণ-গান ॥
রাশি রাশি পাপ-নাশি, স্ফুরিত দিবা নিশি,
পশি দেশবাসী কর্ণে, সঙ্গ করে স্তান দান ॥
যথা পার্থ ভীষ্ম ধীর, বলি, কর্ণ, যুধিষ্ঠির,
শতরবি স্নান করি, ইতিহাসে চ্যুতমান ।
সতী বীর-প্রসবিনী, পুত-চরিত-শালিনী,
ভার-রমণী-নামে, ভক্তি-পূর্ণ হয় প্রাণ ॥
যথা সীতা, উমা, রমা, ত্রিজগতে নিরুপমা,
জননী-রূপিনী নারী, সবে দেন এই জ্ঞান ।
যাহার উন্নতি লাগি, দেবগণ অনুরাগী,
যথা বুদ্ধ, কৃষ্ণ রূপে, উপদেষ্টা ভগবান ॥
তথা কেন হের্ন দশা, কাহারে করি জিজ্ঞাসা,
কে পুরাবে মম আশা, সবে করে স্তান ভান ।
শৃগাল সিংহ-ওঁরসে, জন্মিল কি পাপ-বশে,
দেববংশধরগণ, কেন পিশাচ সমান ॥
যাহাতে সুধা সত্তবে, তাহাই বিষ প্রসবে,
ভারতে সে দশা এবে, বিজয়ের অনুমান ॥

মাইকেল মধুসূদন ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১২০০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার যশোর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—রাজনারায়ণ দত্ত, এবং মাতার নাম—জাহ্নবী দাসী। গ্রাম্য পাঠশালায় মধুসূদনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। দাদশ বৎসরের সময় পিতা রাজনারায়ণ ইঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইনি বিজাতীয় আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অবশেষে স্বার্থ পর্যাভু পরিচ্যাগ করিয়া ইনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ যাত্রা করেন। এই সময় কাপটিব লেডী নাম্নী তাহার প্রথম ইংরেজী কাব্য প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ইংরেজী সংবাদপত্রেরও ইনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। অবশেষে এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি ইংরেজী শিক্ষার চূড়ান্ত পরিণাম প্রদর্শন করেন। আট বৎসর মাদ্রাজে অবস্থিতির পর ইনি পুনরায় মাদ্রাজ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঐযুৎ কয়েক জন মদ্রাজ লোকের অনুরোধে ইনি সংস্কৃত “বৃদ্ধাবলী” নাটকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ জে জুলাই বেলেগেছিয়া

বাগানে সেই নাটক মহানমারোহের সহিত প্রথম অভিনীত হয়। এই সূত্রে মাতৃভাষার প্রতি মধুসূদনের অল্পে অল্পে অনুরাগ জন্মিত থাকে। উক্ত নাট্যশালায় জন্ম ইনি ক্রমে ক্রমে “শশিষ্ঠা” “পদ্মাবতী” “একেই কি বলে সভ্যতা” “বুড়শালিকের ঘাড়ে রৌ,” প্রভৃতি নাটক ও গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইহার “তিলোত্তমা-সম্ভব” নামক প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়, তার পর একে একে “মেঘনাদ বধ” “কুমারী নাটক” “ব্রজপনা,” ও “বীরপনা” কাব্য প্রকাশিত হয়। তখন ইহার অসাধারণ কবিত্ব সৌরভে দিগ্দিগন্ত পূর্ণ হইয়া যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১ই জুন ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। প্রবাসে অবস্থিতি কালেই ইহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী” রচিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্যারিষ্টার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কিন্তু এই ব্যবসায় ইহার কিছুই উৎসর্জন হইল না। অবশেষে অশেষ দারিদ্র্যগ্রণা ভোগ করিয়া ১৮৮০ সালের ১৬ই আগাঢ় রবিবার ইনি পরলোকে গমন করেন।

মলিত্ত-বিভাষ—আড়াঠেকা।

যেথো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি লয়াময়ি এ পরাণ যাবে ॥
উদিলে নিদ্রয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি যোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে;
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা কুন্তলে
এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এমন জুড়াবে।
তিন দিন স্বর্গ দীপ জলিতেছে স্বরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।
দ্বিগুণ আধার স্বর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে।
নবমীর নিশা শেষে গিরিশের রাণী ॥

ভৈরবী-বাহার—১৭।

মধুরবসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সন্ধনে,
করি মধুপান স্নেহে ফুলকাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর নে ধ্বনি অবধে ॥
উপবন যত, দৌরভ-রসিত,
সতত মলয়-সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে ॥

বারোয়া—চুংরি।

পিরীতি পরম রতন।

বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন ॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে তাজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন ॥

ধাখাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।

বিষম প্রেমের জালা বুঝি ষটিল আমারে।
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, অন্তরে মরি গুমরে ॥

সোহিনী—বাহার।

আমি ভাবি যার ভাবে সে ত তা ভাবে না।
পোড়ে প্রাণ দিয়ে পরে, হ'লো কি লাহুনা ॥
করিয়ে দুখের সাধ, একি বিবাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেম-নিধি মিলিল না।
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
খেদে আছি ভিন্নমাণ বুঝি প্রাণ রহিল না ॥

ব্রিটিশ—মধ্যমান ।

এই তো সে কুসুমকানন গো ।
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন ॥
সই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবর-স্বরে হরে মন ॥
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ।
প্রাণনহুৎ নাহি হেরি, নয়নে বরিধে বারি,
এত দুঃখে আর নারি, ধরিতে জীবন ॥

পিলু-বায়েয়া—হুংরি ।

আরে পরবশ মন ।

পরে জানিবে পর যে কেমন ॥

ছি ছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরম্পর হবে পরে, সদা জ্বালাতন ॥
পর্যবসন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন ।
কেন মন পরেরি লাগি, হও সদা অনুরাগী,
হতে হবে দুঃখভাগী যাবত জীবন ॥

আশা-গোয়ী—আড়া ।

অস্থখী ভ্রমরদলে ।

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে মলিলে ॥
অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত কুমুদী হেরি
হাসিলো, যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিনী ভাসিছে আঁখি-জলে ॥
চক্রেবাক চক্রেবাকী বিরহে ভাবিত,
কপোতীপতি-মিলিত,
নিশি আগমনে কেহ হুখি মনে,
কার মনঃ দিছে দুঃখানলে ॥

ধানী-দলতান—কাওরানী ।

শুনিয়ে মোহন, মুল্লৌ গান ।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান ॥
প্রাণ কেমন করে, হৃদয় ধরে,
ধৈর্য মন না ধরে,
সাধ সত্য হয় শ্রাম দরশনে,
লাজ ভয় হ'লো অবসান ॥

নারি সহচরী, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ—শ্রাম—বিহনে,
চিত যে বকিত তুরিত-মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

ভৈরবী—কাওরানী ।

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী ।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে,
প্রমোদিনী, ভানু-ভামিনী,
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমদিনী,
অতি দুঃখিনী ।

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুল বনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিন চরে,
নবতৃপাসনে হরষিত মনোহারিণী ॥

কাফী-জংলা—যং ।

মনে বুঝে দেখে না ।

এ মান সহজে যাবেনা তা কি জাননা ॥
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি,
তার প্রতীকার না হলে আর,
কোন কথা কবে না ।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধ'রে সাধনা ॥

বেহাড়া—পোস্তা ।

সুমতি ভূপতি তুমি ওহে মহারাজ ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ ।
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ ।
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু বশোলাভ,
যেমন শোভে ক্রিতি, তারাপতি বিজরাজ ॥

বাঁহা—জলদ-ভেতালা ।
উদয় হইল সখী, সরস বসন্ত ।
মোদিত নশ দিগ পুষ্পগণে—
আর বহিছে সমীর—সমীর হুশান্ত ।
পিককুল-কুজিত, ভূঙ্গ-বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিত্যন্ত ।
হত বিরহিনী, মমথ-তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত ।

শব্দরা ধেমুটা ।
এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি সে মন আছে ।
নৃতন গেয়ে পুরাতনে
তোমার সে বতন গিয়েছে ॥
তখনকার ভাব থাকতো যদি,
তোমার পেতাম নিরবধি,
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছ ।
আ হবার আমার হবে, তুমি তো হে স্নেহে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন নৃতনে মন মজেছে ॥

খানজা ৪৭ ।
চল সকলে আরাধিব কুম্ভবাণে ।
সবনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পুজিব হরষিত মনে ॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুম্ভ,
অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে ।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুধিব দেবেরে মঙ্গল গানে ॥

লুম—৪৮ ।
আর কি কব তোমায়ে ।
যে জন পিরীতে রত,
হৃথ হৃথ সহে কত, পরেরি তরে ॥
সুধাকর-প্রেমাবিনী, অতিসুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিবাদিনী বিরহ-শরে ॥
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিবাদিনীয়ে ।
প্রেম সমভাব নহে, কভু হৃথ ভোগে রহে,
কভু বিরহে লহে নয়ন ঝরে ॥

গঙ্গাচরণ সরকার ।

হুগলীর সন্নিকট চুঁচুড়ার ১২০০ সালের আদিনি মাসে গঙ্গাচরণ সরকার জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম—রামবল্লভ সরকার । রামবল্লভ ইংরেজীনবীশ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার ডাক নাম ছিল—রামবল্লভ মাস্টার । পাঠশালার প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষার পরগঙ্গাচরণ হুগলী কলেজে প্রেরিত হন । এখানে ইনি ‘সিনিয়ার স্কলারশিপ’ নামক বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষায় সরকারের শীর্ষস্থানীয় হওয়ার, ইনি এক মেডেল পুরস্কার পাইয়া ছিলেন । মাতৃভাষার উপর ইহার আশৈশব অসুখাগ দেখা যাইত । সে অসুখাগের ফল—তাঁহার পুত্র সাহিত্য-রসী আমাদের প্রজ্ঞানন্দ— । হুগলী অক্ষরচন্দ্র সরকারে প্রতিকলিত হইয়াছে । ১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর কাল ইনি একাধিকক্রমে সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । ৭৫ টাকা বেতনের সেরেন্দাদার হইতে ১০০০ টাকার টাকা বেতনের সবজজের পদের গৌরব ইনি সমভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন । অবসরকালে সঙ্গীত ও সাহিত্যালোচনারই ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল । ইনি কয়েকটি পাঁচালীর পালা রচনা করিয়া ছিলেন । গঙ্গাচরণ নানা বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও রচনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার স্তায় সদালাপী, মিষ্টভাবী ও রহস্যপ্রিয় লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । ১৯১৫ সালের ২২ কার্তিক মঙ্গলবার রাতি তৃতীয় প্রহরের পর ইহার দেহান্তর হয় ।

গীহা-বাহার—৪৭।

আশ্চর্য তোমার কার্য বাক্যমন পথাতিত,
তাবিলে আনন্দসিদ্ধ হয় মনে উজ্জ্বলিত ॥
এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
কণেক বিলম্ব পরে, সব তম-আচ্ছাদিত।
কতু প্রভু অকমাৎ, হয় বাক্য বজ্রপাত,
কতু মন্দ মন্দ বাত সৃষ্টি করে আমোদিত ॥
এইরূপ তবাক্ষেপে, কাল প্রদেশ-বিশেষে,
প্রকৃতি বিবিধ-বেশে, হয় প্রকাশিত।
তুমি প্রভু মুণাধার, যা কর তা চমৎকার,
তব মহিমা অপার, তব কার্যে পরিচিত ॥

মলিত—আড়া।

ভাবিতে তাঁহারে মন কেন রে সংশয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার সমা দেশ পরিচয় ॥
দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে নিশাকর,
আর যত তারাগণ, ভ্রমে আর এই কয়।
এক সর্বশক্তিমান, যিনি ব্যাপ্ত সর্বস্থান,
আমা-সবার নিৰ্মাণ, সেই প্রভু হ'তে হয় ॥
যদি বল তারা সব, ভ্রমে সত্য নীলবে,
কেমনে সঙ্গীত তবে, তাঁরি গুণ কয়।
কিন্তু রে অবোধ মন, কর স্তান কর্ণার্পণ,
সে অপূর্ব কৌতুহল শুনিবে নিশ্চয় ॥

ভৈরবী—৪৭।

ভুবন ভুলালে হরি লীলার ছলেতে।
হরাসুর নরনাগ না পায় ভেবে মনেতে ॥
চক্রপাণি নীরব-তনু, কতু হাতে শর-ধনু,
কতু ব্রহ্মে বাজাও বেণু, চরাও ধেনু গোষ্ঠেতে।
যার প্রভু ধর পায়, কাঙ্গালিনী কর তায়,
কাঙ্গালিনী তব কৃপায়, বসে সিংহাসনেতে ॥

পুরবী—একতাল।

করে কাল-কামিনী, বাস-পরিহারিণী।
চরণে তরুণ অরুণ-নিকর,
নখর-নিভান্তি নিন্দা নিশাকর,
উরু রক্তা তরু নাতি মনোহর,
সুন্দর কটিতে কিকিণী।

সীমুখ-পূরিত সীন পরোধর,
পানে পূরকিত সুরাসুন্দর,
করে শোভে অসি মুণ্ডান্তর-বর,
কিবা নর-মুণ্ডমালিনী ॥
তড়িং জিহ্বা হস্ত স্থচর বদনে,
ধঞ্জন-গঞ্জন যুগল নয়নে,
শিশু-শব সব শোভিত্ত্র অবণে,
কিবা আধর্শ-ভালিনী। *
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে,
কাদম্বিনী কানে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদজলে,
শোভে যেন নীল-মলিনী ॥

বাসালা—কাওরালী।

(আজি) গিরিবাসে যান হর সাজি বর।
আনন্দ অপার, পরিহিত-বাহাসুর,
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল,
বারিছে বর বর ॥
অমর সকলে হইয়া মিলিত,
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরবাক্ত যান যবে বরের সহিত,
বাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর ॥
ধাধুম কেটেতাকু, ধাধুম কেটেতাকু—
বাজনা বাজিছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ
ভূতগণ নাচিছে,
বম বম গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুত্থলে বলিছে হর হর ॥

কিষ্কিট—কাওরালী।

রমণি তোমার গুণে সুধুময় এ সংসার।
জগজ্জ্যোহিনী তুমি জগতের অলঙ্কার ॥
তুমি যদি এ মহীতে বিধুমুখে না হাসিতে,
শিশিশুভ নিশিসম হুত সব অলঙ্কার।
তুমি যদি যেই মরে, নাহি হের প্রেমভরে,
নরপতি হয় যদি সংসারে সম্ভ্রম তার ॥

* এই গানটি অধিকাংশ পুস্তকে বাসপ্রদায়ক
রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য নহে।

দীনবন্ধু মিত্র ।

নবীনা জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৫ সালে (১৮২৯ খ্রষ্টাব্দে) দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। নীলদর্পণ সধবার একাদশী, নবীম তপস্বিনী, প্রভৃতি গ্রন্থ ইহারই অবসর লেখনী গ্রহণত। বঙ্গভাষাকে এই সকল অঙ্গুশম স্বতালকারে ইনি সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইনি কলিকাতা জেনেরল পোষ্টাফিসে চাকরী করিতেন। পৰ্ব্বমেট হইতে ইনি 'রাম বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১২৭৯ সালের ১৭ই কার্তিক ১৮৭০ খ্রষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ইহার মৃত্যু হয়। বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু নাম চিরদিন স্বর্ণাকরে খোদিত থাকিবে।

কালাংড়া—কাম্বিরীধেমুট।

মদনমোহন, মুরলীবদন,
বল বিবরণ, কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে, সিন্দুর দিলে ?
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিনবাসিনী, তোমার ভরে ;
বিনা নরশন, বিষম বদন,
কুলেছে নয়ন, রোদন ক'রে।
আর নিশি নাই, কেনে কেটে রাই,
ঘুমারেছে ভাই, তুল না তায়।
নীলবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে হৃন্দরী, বচিবে দার ॥

আড়ানা-বাহার—ভেওট।

হে মিরদয় নীলকরণ !

আর সহ না প্রাণে এ নীল-দাহন ॥
দাহনের সুকোশলে, বেত-সমাজের বলে,
লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন ॥
নীলজনে হুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাখা সমান মন।
ফটিন-বস্তাবে শেবে, কানী দিলে বঙ্গ এসে,
ভরিলে জলধি-জল পোড়া'তে স্বর্ণভবন ॥

ব্রিটিট—একতাল।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ-সজনি।
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই,
বিফলে গেল যে রজনী ॥
প্রেম-পিপাসায় নাশে প্রেমদার,
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপন। হ'তে কুলে কালী,
জল বাঁধলাম বাঁধ দিয়ে বালি,
ম'লে যদি এসে বনমালী,
বোলো শ্যাম ব'লে মরিল ধনী ॥

কালাংড়া—কাওরালী।

কি হেরিলাম আমারি, কিবা রূপ মাধুরী,
আসিতে না পারি কিরে, এলাম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ লাভ তরে, পারি নাই প্রাণ ভরে,
যদি বিধি দয়া করে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাগের মুখে ছাই দিয়ে, চাইব কিরে কিরে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি দাতনা।
অনাথিনী জানে সখি, অনাথিনী-বেদনা ॥
যেন ফণী মহিহারী, নয়নে সজলধারা,
দীনহীনা কণি কায়া, অবিরত ভাবনা ॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

মদীরা জেলার অন্তর্গত মেট্টারী গ্রামে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে চৈত্র বিষ্ণুরাম জন্মগ্রহণ করেন। মেট্টারী কাটোয়ার পরপারবর্তী। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনার ইনি অভ্যাস ছিলেন। “রাম-বালালীলাবৃত্ত” “গীতমালা” “হলকতার বিরাগমন” প্রভৃতি কবিতা-খানি কবিতাপ্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ছায় ভক্ত ও ভাবুক কবি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ৬১ বৎসর বয়সে ১০০৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন ইনি পরলোকে গমন করেন।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে । ২

সে দেখে আমি দেখি না,
ফিরে চাই আশে পাশে ॥

পেলাম দেখে লাম তারে, এই সে বলি ধরি যারে,
বুঝি নয় সে হলে পরে,
আর কি মন ফিরে আসে ॥

বল দেখি রে তরু লতা ।

আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা,
তাই তোদের কুহুম হাসে ।

বল দেখিরে বিহঙ্গকুল,
তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে তেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে ॥

বল দেখি রে হিয়াচল,
তুই কিসে এত হৃদীতল,

ঝরিছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে ।
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিদ্ধ, নাম ধরছিস্ রত্নাকর,
তাই উন্মাদ ভরস্ তুলে, নৃত্য করিস্ উন্মাদে ॥

সুঝিরে থেকে প্রেম করে,
এমন প্রেম ত দেখি না রে,
(একবার) দেখা হলে হৃদাই তারে,
কেন সে ভাল বাসে ।

টীকাখা আছে দেখা দাও, করুণানয়নে চাও,
হৃদয়-সখা সাধ পুরাও প্রকাশি হৃদিবাসে ॥

বিভাব—একতাল।

এই বিষ মার্বে, বেখাসে বা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাধুরে রেখেছ ।

বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,

তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ॥

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় যে তোমার ‘দয়াল’ নামটি লেখা,

“হৃদয়” নাম তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
“প্রেমানন্দ” নামটি নয়নে লিখেছ ॥

চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল,

দীপালোকে যেন করে ঝলমল,

তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে হৃদাসিদ্ধ,
‘হৃদাসিদ্ধ’ নাম তার অঙ্কিত করেছ ।

জলেতে লিখেছ “জগৎ জীবন”

পবন হিল্লোলে হয় দরশন,

জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,

“জ্যোতির্গর” নামে জগৎ দেখাতেছ ॥

ভূতরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,

“সর্বব্যাপী” নাম লিখেছ আক্ষরে,

লেখা দেখে তোমার দেখতে ইচ্ছা করে,

লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ।

হৃদয়ে লিখেছ “হৃদয়-বল্লভ”

প্রেমহৃদ্যোদরে হয় অনুভব,

হৃদ্যমে অঙ্কিত তোমারি ত সব,

হাতে-কলমেতে ধরা যে পড়েছ ॥

ইমন—কাওয়ালী ।

হৃদ্যমাধা নাম তোমার ।

ঐ নাম যখন মনে পড়ে, হৃদ্যময় হয় হৃদয় আমা

নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে করে আঁখি,

হৃদ্যময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি,

দেখি তোমার হৃদয় আখার ।

প্রেম করে যে বা বলে, প্রেমসিদ্ধ তোমার নাম,
 তুমি বলুক শ্রীমা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম,
 যে আতি বলুক যে ভাষায়,
 বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
 সকল ভাষার গুরু তুমি,
 তোমার কাছে নাই আত-বিচার ।
 তোমার কি আর পিতা আছে,
 নাম রেখেছে শিশুকালে ;
 সকলের পিতা তুমি,
 সবাই পালিত তোমার কোলে ;
 তোমার ভক্ত যেই সেই তোমার পিতা,
 সেই তোমারি জন্মদাতা
 নাম রাখে সে মনের ভাবে,
 সেই ভাবে হও নবকুমার ।

মল্লার—একতারা ।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার ।
 ফলভরে অবনত, শাখারি আকার ॥
 প্রাপ্ত হয় আশ্র-বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি
 লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
 মুখ-হৃদয়ে সমভাবে হৃদয় স্বর্গ তার ॥
 কখন হস্তবন্দন, কখন করে রোদন,
 কখনো মগন মন, বালা-ব্যবহার ;
 আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিড়েছে সাঁতার ॥
 শান্ত দান্ত বিবেকবৃত্ত, অনাসক্ত জীবমুক্ত,
 ভজনেতে অমুরক্ত, চিত্ত অনিবার ;
 কি আনন্দে কর হে তোর হৃদয়ে বিহার ॥
 তার প্রেম লাগি তোমাতে,
 তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
 আনন্দ-লহরী তাতে উঠে বারে বার,—
 মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার ॥
 এমন দিন কি আমার হবে,
 তোমার সঙ্গে সকল সবে,
 সম্ভব হবে সে তবে, করুণা তোমার,—
 একাকৃপা হি কেবলমু জানিয়াছি সার ॥

রামপ্রসাদী হুর ।

প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে ।
 জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে ॥
 জ্ঞান-আলোকে দেখবে যদি,
 প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে ।
 আছে স্বরের মধ্যে পরম নিধি,
 কোল আধারে ঘুরে মলে ॥
 প্রম বিনে তা মিলবে ত না,
 কি ধন মিলে প্রেম না হলে ।
 তোমার ভাই বন্ধু কোথায় রবে,
 প্রেমের বাধন কেটে দিলে ॥
 প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়,
 প্রেমে কঠিন পাষণ গলে ।
 এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য,
 প্রেম আছে সকলের মূলে ॥
 প্রেম আছে তাই জগৎ আছে,
 প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ।
 ওরে, প্রেম লয়ে যার তাঁরি কাছে,
 এই প্রেম পবিত্র হলে ॥
 প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না,
 প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ।
 তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
 ধরা পড়েন প্রেমের কলে ॥

বাঙালির হুর—একতারা ।

ভেকেরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে ।
 তবু তার, না পাই বেদ-পুরাণে ॥
 তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
 হৃদয় বন্ধু কিংবা পুত্র কন্তে,—
 তোমার এ নহে সম্বন্ধ, এ কি অসম্বন্ধ,
 সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে ।
 ও হে, শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছে সর্ব ঠাই,
 কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে ;—
 তুমি হবে কেউ আমার,
 আপনার হতেও আপনার, (তোমার পানে)
 আপনার না হলে মল কি টানে ॥

নগিত বিভাস—একতাল।

বিনি মহারাজা, বিশ্ব ধীর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার ॥
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কেবল দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার,

কণ্ঠের হার রে,—

পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার ॥
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,
রক্ষণ নানা ফল-ফুলে তোবে,
বায়ু বহে গায়, জলদ ধোঁগায় জল রে ;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।

কোথায় কুশল তব, আয়ুর্ধাতি দিনে দিনে ॥
দারা হুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাধি,
জান কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
যুক্তি বেদ মতে চল, মিছে মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জন ॥

রামকেলী—আড়াধেম্‌ট।

তরু বল রে বল ও তরু বল রে।
কে তোরে সাজালে দিয়ে গায়ে গায়ে,
পত্র পুষ্প ফল রে ॥
ছিলি এক বালির মত, হ'লি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে।
রে বল রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ করে যাস উদ্দেশে,
হ'লি সংসারে এসে কার প্রেমে অচল রে ॥
এমন লীল উৎসব স'রে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে,
কি ভাবিস নীরব হ'য়ে,
ভাব দেখে বিহ্বল রে ;—
ওরে, ত্যাগ করে ভোগ-বাসনা,
তরু করিস রে কার ধোগ সাধনা,
কলঙ্ক যোগী জনা, সার করে তোর জল রে ॥

অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে,
কার গুণ গান্ধ রে জিলে, স্বরে হই লীতল রে।
কেন, দেখতে পাই রে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,
না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে ॥

শাধি তোর শাধা পরে,
পাখীতে কি গান করে,
তাই প্রেম-ভরে মাথা নড়ে,
বরে পাতা দল রে ;—

মাথা নোয়ায়ে পারে, তরু,
প্রণাম করিস বারে বারে,
কি জানাস্ করযোড়ে হইয়ে চঞ্চল রে ॥
পর-হিতেরি তরে, প্রাণ দান দিস্ অকাতরে,
বলব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্য বলরে ;—
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস রক্ষা,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে ॥
রূপ গুণ ভঙ্গী ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ;—
বল রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখলে ছত্রে ছত্রে
এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥

রামকেলী—আড়াধেম্‌ট।

পাখি বল রে বল ও পাখি বল রে।
কে তোদের রূপে গুণে এ ভুবনে
করেছে উজ্জ্বল রে।
গায়ে বিচিত্র পাখা, ঘেন পোষাকে ঢাকা,
রত্নবৎ চক্ষু রাঁকা গল চক্ষু যুগল রে ;
কোথা, যাসরে পাখি শূন্তে খেয়ে,
ডানার দাঁড়ে ডিন্দী বেয়ে,
কার গুণ বেড়াস্ গেয়ে,
কার কাছে চঞ্চল রে ॥
নিশি পোহালো দেখে, নিত্যলোক আগান্ধ ডেকে,
নিত্য যাস্ বৃক্ষ থেকে, সুদূর অঞ্চল রে ;
আবার, সন্ধ্যা হ'লে আসিস চল,
দিন গেলো দিন গেলো বলে,
কার কথায় পথ না ভুলে, করিস চলাচল রে ॥
সামান্য চক্ষু দুটা, এনে তার কাটাইয়া,
করিস্ বর পরিপাটি, যার টাটি সকল রে ॥

হুখে থাকবে বলে শিশু ছানা,
বিছাস্ তার কোমল বিছানা,
এ কোথা হলো জানা, রচনা-কৌশল রে ॥
নাই রোগ নাই কোনো বালাই,
না চাই ঔষধ বৈদ্য দাই, সক্ষম স্বচ্ছন্দ সদাই,
সর্বদাই নির্মূল রে ;—

তোরা, যেমন চতুর চুড়ামণি,
সতর্ক সাবধান তেমনি, তেমনি অনুসন্ধানী,
অগম্য কোন স্থল রে ॥
পালকে তিলক প'রে, ভক্তের ছায় ভাবটী ধ'রে,
নগরকীর্তন কি ক'রে, বেড়াস্ বেঁধে দল রে ।

গান গেয়ে বেড়াস্ যথা ওথা,
কষ্ট দিলে ও মিষ্ট কথা, এ প্রথা শিখলি কোথা,
দেবতায় বিরল রে ॥

কভু এক পদে নন্দ, মূদে চোখু ধ্যানে মগ্ন,
সকল না করিস্ অন্ন, রত্ন যেন মল রে ।

দারুণ লীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে,
সমভাব পাই দেখিতে, জ্ঞান লভে শুকপাবীতে,
সেই শিক্ষার কি ফল রে ॥

শুণে হোস্ মহৎ ভাসি, নোস্ কারো সঁধাকারী,
এ লোকে উল্টো তরি, নর নারী খল রে ।

বুঝি, তাইতে যেতে চাস্নে কাছে,
লোক ছেড়ে বাস করিস্ গাছে,
গাছ তাই আচ্ছাদে নাচে,
দুলিয়ে শাখা-দল রে ॥

কি পুণ্যে পূর্বমত, তোরা স্বপ্নে রত,
সত্যত দৃঢ়ব্রত, স্বজাতিবৎসল রে ।

কারো কুহুতে নাই উচ্চমতি,
উচ্চে তোদের স্থিতি গতি,

নীচে নীচ হয়ে অতি, আমরা রই কেবল রে ॥

কে বলে তোনিকে হীন,
তোরাই স্থবী সং স্বাধীন,

নাই প্রভু দাস ধনী দীন, ভাঙার ভূমণ্ডল রে ।

তোদের, পবিত্র দম্পতী-প্রীতি,

পড়েছিস্ কি ধন্বনীতি,

পাড়া কি পুরাণ পুথি, চোপাড়া জঙ্গল রে ॥

গিলু—পোস্তা ।

শুনতে হুখ সকলি হুখ সংসারে সকলি জালা ।

রোগের জালা শোকের জালা,

চিত্তা-জরে মনের জালা ॥

যের বাহিরে জালা, হুজন দুর্জনের জালা,

জ্ঞাতি-কুটুম্বের জালা, বিষম জালা বাক্য-জালা ।

হ'লে জালা নইলে জালা, রইলে জালা

গেলে জালা, জালায় প্রাণ বাশাপালা,

জলে গেলে না জুড়ায় জালা ॥

প্রথম আগুনের জালা, শেষে আগুনের জালা,

মারো আগুনের জালা,

আগুন-জালায় চঠর-জালা ।

অধীনের অধিক জালা, ততোধিক ঋণের জালা,

চার চালায় কত জালা,

সংসার-জালা ভরা জালা ॥

বিষয়ের বিষের জালা, তার কাছে কিসের জালা

স্থান দিয়ে লীতল পদে,

ঘুচাও হরি, পাপের জালা ॥

গিলু—পোস্তা ।

মিছে হুখ মিছে শোভা মিছে ভালবাসাবাসি ।

মিছে সাধ মিছে আচ্ছাদ

কাল সাধে বাদ প্রমাদরাশি ॥

মিছে ধন মিছে স্বজন, মিছে এ জীবন যৌবন,

যৌবন বন-ফুলের মতন, মূলে পতন হলে বাসি ।

মিছে ভাব মিছে ভঙ্গী, মিছে জাকজমক জঙ্গী,

কে হবে সঙ্গে সঙ্গী, কোথা বা হবে দাস দাসী ॥

মিছে সমাদর সম্মান মিছে অহং অভিমান,

কেশে যেই পড়িবে টাল, শুকাবে মুখ ধাবে হাসি,

জগতের উপর নীচে যা দেখে সকল মিছে,

ছাড় রে মিছের পিছে, ধর রে সেই অবিনাশী ॥

গিলু তৈরবী—পোস্তা ।

বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে লোক আগিরে

অনিরে যায় ।

আজ বস্তুর-বাড়ী সোণার বেড়ি,

পরিতে চলিলাম পায় ॥

বাৰজীবন কারাবাস, তায় কত মনে উল্লাস,
গলায় দিয়ে শ্রেমের কাঁস, বেদেনী বান্দর নাচার ।

হুঁলি দিয়ে টানায় স্থানি,
বাঁর করে তেল খাওয়ার ছানি,
হাঁকায় ঘেরে পার স্ততানি,
চড়ে আর পাথর চাপায় ॥
হ'তে হয় শেষ ধোঁবার গাধা,
চড়ে চাপার লাগার গালা,
ডাকায় হাঁকায় ঘেরে গদা,
ছোলা হাস চুটো না পায় ।

ভরে না বাসনার খাদ, পেতে সাধ পগনের চাঁদ,
সদাই মুখে দে দে নাগ, বজ্রনাগ চেয়ে চমকায় ॥

কেউ করে খেদ বো না পেয়ে,
কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে,
দিলীর লাভড, কেউ বা খেয়ে,
কেউ বা না খেয়ে পস্তায় ।
জড়ায় দেই আঁটা-কাটিতে
উড়তে যায় পড়ে মাটিতে,
জুড়তে ভরের ভাটীতে,
হরিভঞ্জন বই আর নাই উপায় ॥

খাজাজ—আড়াখেমট ।

আগে আপনার মনকে বোকা ।

তবে ষাড়ে নিস্ বোঝানোর বোকা ॥
ভূত ছাড়তে গিয়ে দাতে দাত লাগে যার,
ওরে, পাগল দাঁত লাগে যার, সে কি গুঝা ॥
কানায় কানায় পথ দেখাতে, গর্তে পড়ে হুলনাতে,
হু জ্বর হুঁজ করিতে সোজা হাস পশাতে,
ওরে পাগল আপনি আগে হ'রে সোজা ।
যে নয় ষাড়ীর কাজের কাজী, সে যদি হয়
নায়ের মাঝি, মজার আর সে মজে নিজে,
মাঝামাঝি, ওরে পাগল,
সব কাজে চলে না গোঁজা ॥

ঢাল তরয়াল ক'রে হাতে, বেহাতো হয় বেজন
ততে, পরের স্বরে সে কি পারে, চোর তাড়াতে
ওরে পাগল, মুখ সাপোটে হয় না বোকা ।
মুখ সাধু মনে পাজী, মেলে তা অনেক বাবাজী,

মনে মুখে সমান হলে, সবাই রাজি,
ওরে পাগল, হুই ভাল নয় পুজা রোজা ॥

বাহার—কাওরালী ।

কাল হয়েছে কলি দুখের কথা বলি কায় ।
আসল যে তা অচল হ'লো আদরে নকল বিকার
পুরাতনে আর রোচে না,
তাই দেশের দুখ খোচে না,
ভাল কি মন্দ বাছে না,
শস্তা চায় বজ্রের বোকার ।
হবে কি ধাতু গোধুম, যজ্ঞ-বেদিকা নিধুম,
এখন কেবল সভার ধুম, কু-মংলবে মত পাকায়
দেখে শুনে পায় লাজ, বক হয়েছে হংসরাজ,
চড়াই এখন শিকুরে বাজ,
দ্বারকার ছাবা কাকের কাথ ।
সফরী শেষ করবে সিদ্ধ
চাঁদ নিম্নে খন্দোৎ এক বিদ্যুৎ,
বামনে ধরিবে ইন্দু, বিড়াল বাথকে মুখ বাঁকায় ॥
বাস বশিষ্ঠ আদি দেবে,
আসন পান না হেথা এবে,
না জানি পরে কি হবে, ভেবে যে রক্ত স্তম্ভায় ।
বলে, যোগ-তপস্বী বিড়ম্বনা,
উপবাস ভোগ-বকনা,
শ্রাদ্ধ শান্তি প্রতারণা, সাধ্য কার কথায় ঠকার ॥
নারী-পুজাই প্রধান কর্ম,
গলদ ভয়ে গলদধর্ম,
কথায় যত স্ত্রান ধর্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই টাকায় ॥

হুয়ট মজাট—কাওরালী ।

পোড়া দেশের কথা বলতে বড় ব্যথা পাই ।
সে মুখ সৌভাগ্যের এখন নাই এক পাই ॥
বিধির বিধি গেলো নিধি
গেলো, উদরান্নে পড়লো ছাই ।
প'ড়ে ছপাত ইংরেজি,
হেঁজি পোঁজি হ'লো খুঁজি,
মহা তেজী পুঁতি পোঁজি মানে নট,
বাপের বাপের নাম সবাই জানে নট,—

চায় না পয়সির দিতে সে নামে,
নেড়ানেড়ীর গৌত্র গাঁই ॥
হ'লো, একাকার ব্রাহ্মণ হাড়িতে,
সাধু সন্ন্যাসী দাড়ীতে,
মজা'লে দেশ রাঁড়ীতে আর তাড়ীতে,
—লাগিয়ে আঙুন বেশ ফুৎকার,
ধুমায় ভারত অন্ধকার,
ধুগিয়ে ধুমিয়ে ধরলো সকল বাড়ীতে,
বেড়া আঙুনে হবে পুড়িতে, নিজে,
পুড়বে তবু পরের পোড়ার মজা
দেখবে মজা তাই ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

ভুলিতে বতন করি তার, ভোলা হ'লো দায় ।
জীবিত হ'তে মরণেতে সকলে মনে পাড়ায় ।
গৃহ শয্যা সজ্জা আর, বসন ভূষণ তার,
রূপ গুণ ব্যবহার, যেন তায় ধরে দেখায় ॥
খে'তে শুতে দিনে রে'তে,
ছোটে মন তার ভাবে মে'তে,
না পারি ধরে রাখিতে, কোথা সে খুঁজে বেড়ায় ।
বঁচে থেকে দিগে হুখ, মরে কেন দেয় হুখ,
বিচ্ছেদে ফাটিছে বুক,
কাছে গে'লে প্রাণ জুড়ায় ।

খট-ভৈরবী—৭৭ ।

নীচ কুলে জন্মিলে কি হয় পঙ্কজের ত জন্ম পাঁকে
রূপে গুণে ফুলের শ্রেষ্ঠ, দেবে তুষ্টি পেলে তাকে ॥
জন্ম হটক বধা তথা, কর্ম ভাল ল'য়ে কথা,
রবি বই মুখ খোলে কোথা,
ককি বই কার কথায় থাকে ॥

খট-ভৈরবী—৭৭ ।

চুপে চুপে মুখটা চেপে একি হাসি গোলাপ ফুল
কতক ঢাকা কতক খোলা ঐটা ত হয় জ্বালার মূল
স্নেহের হাসি ভালো, সবাবি মুখ করে আলো
ভেমুনি করে হেসে ফেলো,
হবে তার শোভা অতুল ॥

খট-ভৈরবী—৭৭ ।

বাগানের ফুল সেজে কুঞ্জে
রূপে বটে করে আলো ।
রীত চরিত্রে সকল হ'তে
বুনো ফুল কেতকী ভালো ॥
ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি,
ফুল পড়ে তাঁর ভাবে চলি,
কেতকী রয় খাঁড়া তুলি
চায় না লম্পট কপট কালো ॥

ধামজ—মধ্যমান ।

হৃদনের খেলা খেলতে আসা,
কতই আশা মনে মনে ।
আমি যেমন তেমনি দেখি,
আশার পাগল জগজনে ॥
হেসে খেলে নেচে গেয়ে,
কঁদে কেটে কষ্ট পেয়ে,
যেতে হবে জানুছে সব,
যাচ্ছে কত দেখেছে চেয়ে,
তবু, গাছতলায় রয় আঁচল পেতে,
ভবিষ্যতের ফল করণে ।
লেগেছে বিষম খাঁধা কালো দেখে বলে সাদা,
কেউ কারো নয় নিজ ভেবে কয়,
বাবা কাকা মামা দাদা,—
কথা, যে মোলো সেই ফুরিয়ে গেলো,
হরি বল চাঁদবদনে ॥

কাফি—বাপতাল ।

মন যে তোমারে চাহে তোমারি সে গুণে ।
গন্ধ পেয়ে ধায় বধা বটুপদ গ্রাসনে,
না দেখে না শুনে ॥
কেমন কুহুম তুমি না দেখি নরনে ।
সৌরভেতে আমোদিত করোছ তিন ভুবনে ॥
যথা বাই তথা পাই সৌরভ তোমারি,
সন্ধান না মিলে বিকশিলে কোন উদ্যানে,—
অরূপ সৌন্দর্য্য তব জগত বাধানে,
তব পথে মত্তা সাধু তব নমু পানে ॥

মলভান—৪৭ ।

কিবা চাঁদটা উঠে ছুটে ছুটে আলো করেছে ।
 বেন, জ্যোতিষ্ময়ী খজ্জুরী জাহ্নবী-জলে পড়েছে ।
 শশী বেন নান করি, মুক্ত-গাত্র স্থলোপরি,
 যেন ধৌত-রূপ বারি, রঙ্গে বারি ভরেছে ।
 দেখে সাধ হয় মনে, তুলে লই দ্বন্দ্বতনে,
 রতনের ক্ষণি গলনে, কন্ত যেন করেছে ॥

কুলে যেন ফেলে মণি,

খেলে বেড়ায় সোণার ফণী,

উপ্তিতে মনেতে গণি, অযুত ফণা ধরেছে ।

যেন হীরকের দণ্ড, হিলোলে হয় খণ্ড খণ্ড,
 খণ্ড যেন ধজুকণ্ড, জল যেন সাজ পরেছে ॥

যেন প্রকৃতি স্তম্ভরী, স্তবর্ণমার্জ্জুনী ধরি,
 করিছে মার্জ্জনা বারি, ভাবে মন্যুহ'রেছে ।

পরিবর্ত পলে পলে, সাঁজের প্রদীপ জলে জলে,

চাঁদ জেলে আজ যেন জলে,

জরির জালে জুড়েছে ॥

ভাসিয়ে না ঘাই ভেটেল জলে,

যেমন ঘাই জাল সঙ্গে চলে,

এত নয় সামান্য ভেলে, ইন্দ্রজাল যিরেছে ॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা ।

মানিলাম হও ভূমি বড় লোক ভবে বৈভবে ।

বড় বাড়ী বড় গাড়ী বড় বাড়াবাড়ি সবে ॥

শূরবীরে ঝিরে থাকে, আগে আগে নকীব হাঁকে,
 হজুরালি বলে ডাকে, ঢাকের মত ঢাকে রবে ॥

যা ভাল খাও পর মাখ, সুখের অস্ত্র যা চাই রাখ,
 প্রমোদে প্রমত্ত থাক, মান্ত গণ্য মান-গৌরবে ।

কিন্তু জেনো মনে সার, তোমা হ'তে হুখ চাষার,

পাবে পার বারি কৌশল সার,

তোমায়, যাটে ব'সে কান্দতে হবে ॥

রাজা হও পাতসা হও,

কলের কাছে কিছুই নও,

কশাখাতে করবে সোজা,

তখন, সোজা মুখে কথা কবে ।

ভেঙ্গে ধাবে ভারি ভূরি, বাহির হবে বাহাদুরি,

ক'রবে এক ঘাটে বাধ-বকুরী,

এক চড় সন-কোড়ে লবে ।

ধরে বাহিরে আলোক,

ধরে লোক বাহিরে লোক,

প্রত্যপে কাঁপে ভুলোক, কালে সকলি উল'টবে ।

অন্তএব এই বেলা, পারে বাবার বাধো ভেলা,

মাধুকরী করলে লালা,

তেমনি ভ'জলে কালা ত'রবে তবে ॥

বাখাজ—কাওরালী ।

এ কটা দিন, দুখে-সুখে জীবন কাটাও ।

হবে না যা চাও, খাটো খোটো ভানো কোটো,

খাও দাও ফেলে পলাও ॥

আয় ব্যয় স্থিতি ক্ষিতি, বুঝে লয় নিতি নিতি,

না এড়ায় মাথা রতি, মোহ-মতি ছেড়ে দাও ।

দক্ষিণ দুরারে গিয়ে, যেতে হবে বাড়ি দিয়ে,

কি ধন যাবে সঙ্গে নিয়ে, ভবের ধন ভবে বিলাও

ঘটনাতে যা ঘটবে, কেবা তাহা নিবাবিবে,

যা হবার তাই হবে, সদা হরির গুণ গাও ॥

বুহাগ—রাপভাল ।

নিশীতে হেরি নিশানাথে,

দিবা ভ্রমে ভাবেন রাই ।

এত বেলা হ'য়েছে উঠিতে,

গিয়ে দেখিতে পাই না পাই ॥

কালিয়ে কালিন্দীকুলে, সে কলিকল্পমূল,

এসে হয় ত গেছে চলে,

কি ছলে বা এখন ঘাই ।

কনু রাধে চেতন করি, একি ঘুম গো সহচরি,

তপনোহরে তাতে মরি,

তাতে নাকি গা কহ তাই ;—

সখী কহে, কালার পিরীতে,

নিশি কি দিন নার বুঝিতে,

বিরহ-তাক লেগেছে চিত্তে,

তপনতাতে তাতে নাই ॥

সোহিনী—কাওরালী ।

নিশি শোহাইল সই, কালা এসো কই ।

হ'লো অকারণ, জাগরণ আহরণ, প্রভাত-

সমীরণ, আলো হতশন, কিসে বল নীতল হই

থেকে থেকে পাতা পড়ে, বাতাসাতে লতা নড়ে,
মনে করি এই বারে এলো অই ;—
আবার ভাবি এসে কাছে, গাছের আড়ালে আছে,
নয়নের জল মুছে মুছে চেয়ে রই ॥
সাধ ছিল দাঁড়াব বামে, প্রাণ ভরে দেখিব স্রোমে,
বামে বাম তার দেখিনে আর আঁধার বই ;—
সুকাশো বনফুলের মালা, মালা গেঁথে হ'লো জালা
আমার, কেনা কালা হরিল কোন রসময়ী ॥

মোহিনী—কাওরালী ।

তখন, ব'লেছিলাম রাই বনে থাকুনে ।

একে ঘামিনী, তাতে কামিনী, ঘনী,

কি জানি কি হ'তে কি হবে স্বরের বাহির হোসনে

বলি, লম্পট নটবর, তরুণ তাহে নাগর,

তার প্রেম-তরঙ্গে ভাসিসনে ;—

ভুগুতে হবে আপন ভুলে, মাছিতে হানিবে হলে,

চাকে চে'লে গেলে মধু খাসনে ॥

নিবানিশি কালা কালা, কালা ভেবে হলি কালা

কালা-রোগে কথা ত শুনিসনে ;—

যেমন কর্তব্য তেমন ফল, এখন রাখে স্বরে চল,

সাধের কামা কেঁদে আর কাঁদাসনে ॥

পরজ-বাহার—কাওরালী ।

হায়, শ্রাম শুকপাখী ।

ভুজ-দাঁড়ে বাঁধা থাকি,

পালিয়েছে কাল শিকুলি কেটে দিয়ে গো ফাঁকি ॥

আমরা স্বত্ব-অধিকারী, তত্ত্ব ক'রে বেড়াই তারি,

দেখলে পরে চিত্তে পারি, মন-চোরা আঁধি ।

তোমরা কি দেখেছ পাখী বন্ধিম সূঠাম,

পাখীর আখার পাখীর পাখা (ভায়)

লেখা রাখার নাম,—

সদাই পাখী বাঁশীর স্বরে, রাধা রাধা গান করে,

কে ধ'রে ছদ্ম-পিঞ্জরে দিয়েছে রাখি ।

আজ ব'লে নয় চিরদিন তার শিকুলী-কাটা রোগ,

এক সমানে কোন খানে করে নাক' ভোগ,

ধাকুতে দশরথভবনে শিকুলী কেটে পলায় বনে,

আবার পালিয়ে আসে বন্দাবনে,

ভুল নাই তা কি ॥

আমাদের সে পোষা পাখী জানে সব লোকে,
শারী শুকে মুখে মুখে ছিল গোলোকে—
সেই শারী শুককে না দেখে, সারা হ'লো ডেকে
ডেকে, খুঁজে বেড়ায় মনের দুখে,
বনের সব শাখী ।

পাখাজ—একতালী ।

প্যারী, ঐ এলো তোর ।

ও তোর লম্পট-শঠ-শ্রামনটবর,

পরবশ-বাসে করে নিশি ভোর ।

ত্রিলোক-রঞ্জন তিলক-অঞ্জন, ঐ দেখ প্যারী ।

হ'য়েছে ভঞ্জন, বেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন কি লঞ্জন,

সিন্দুরের চিহ্ন কপালে ওর ।

সারা নিশি জেগে আসিতেছে উঠি,

আসিতে অলস টলে পদ হুটী,

জু'ন্ত খাকি খাকি চায় আঁধি উলটি,

রয়েছে ঘুমের খোর ;—

শ্রান্ত প্রাণকাত প্রেমের অন্ত করি,

দেখে দুঃখ হয় রাগে জলে মরি,

ফুল-শয্যা ক'রে দে দে কিশোরী,

পাসরি যে আগা দিলে কিশোর ।

গোপীর প্রেমভারে তিন ঠাঁই ভঙ্গ,

ভারের উপর ভারে ভঙ্গ মর্ক অঙ্গ

প্রভাহীন প্রভাবে করে অপসঙ্গ,

সে চাঁদ নয় ঘেন চোর ;—কমল-বন উদ্দেশে

এসে পথ ভুলে, পড়েছিল অগ্নি কেতকীর ফুলে,

কৃষ্ণ-সেবার সে কি জানে গোকুলে,

বলুণ্ডে পারি আমরা করিয়ে জোর ॥

রামকলী—আড়াঠেকা ।

কত ডুবে ডুবে রতন পেলি সাগরের তলায় গো ।

পর-পরশন দোষে (আজ) তাজিল ধুলায় গো ॥

যে রতন রয় হৃদকমলে,

সে প'ড়ে তোর চরণ-তলে,

চেয়ে দেখ রাই ! নয়ন মেলে,

আখা, মলিন মলায় গো ।

অমূল্য নীলরতন, নাহি আর হাঁহার মতন,
পাবার তরে কত জন, রাজ্য ধন বিলায় গো ;—
চায়ে যদি হরে লয়, তায় কি রতন দোষী হয়,
ভাগ্যে নিধি মিলিলো যদি,
গেঁথে রাখ গলায় গো ॥

• বারোয়া—হুঁরি ।

রাই, তোর হৃদয় কি পাষণ্ড ।
একবার দেখলিনে শ্রাম যায়, ফিরে চায়,
হ'য়ে ভ্রিয়মাণ ।
কাতর হয়ে বিনয় ক'রে, সাধলে কত পায়ে ধরে,
আর কি করবে বল তাই ক'রে,
ডেকে কবু নয় অপমান ।
চাইলিনে যেন শ্রামপানে,
তজিলি গো যেন মানে,
আঁকা যে হৃদয়-পাষণ্ডে,
বাঁকার টাঁদবয়ান ॥

বাঁধাজ—একতাল ।

যেতে বল ফিরে যোগীরে ঈজিনি,
আছে কি রাই ধনী তোষিবে দানে ।
সর্বস্বাস্ত আসি, নয়ন-জলে ভাসি, বাসি ফুলের
রাশী ল'য়ে এখানে ॥
কইলে “নবীন যোগী কালোয় আলো করে,
ভয়-মাথা মেবে ঢাকা চাঁদ বিহরে,”
মনের-মত ভিক্ষে মিলবে যানু নগরে,
আমি চাব না আর কালোর পানে ।
আমরা অবলা আছি এ নির্জনে,
কাজ কি আলাপে উদাসীনের সনে,
ভণ্ড-যোগীর কাণ্ড শুনি রামায়ণে,
কি আশ্রয় তার মনে তাই কে জানে ॥
কালো হ'তে গেল কুলশীলমান,
কালো যাত্রা কুঞ্জে পাবেনাক স্থান,
কালো গৌর হলে এমনি কাঁদলে প্রাণ,
পায় সে কালা যদি যুগাবসানে ।

খই-ভৈরবী—মধ্যমান ।

আয়রে বীণে, বিপিনে গাই কিশোরীর গান ।
শ্রীরাধে জয়রাধে জয় জয় রাধে ব'লে তুলে তান ॥
যে নামে সাধা মুরলী,
সেই সুধা-নাম বল আর বলি,
বলিতে বলিতে চলি, কর রাধে রূপা দান ॥
যোগে সপ্তস্বর সংযোগে যুক্ত হব বৃথা রাই,
বীণে তোরি গুণের গুণে যদি গুণময়ী পাই ;—
রাই আমার প্রেমের আদো,
রাই আমার পরমারাধো,
জালায় তায় অপরাধ-রঞ্জে
প্রবেশি মান দহে প্রাণ ॥
মানভরে রয় নতশিরে চেয়ে কথা কহে না,
গর্জে যেন কাল সর্প মানের মর্গ সহে না ;—
বীণে তুই হ শরাসন, আমি হরে যড়ানন,
রাগে শর করি যোজন, আজ বধিব হুর্জয় মান ।
(কিসা) বীণা তুই হ স্বরাসন,
আমি হ'য়ে স্বরানন, রাগে শর করি যোজন,
আজ, ঘৃচাব হুর্জয় মান ।

বাঁধাজ—আধি একতাল ।

বিদেশিনী, বীণাতে দিয়ে বাক্যার ।
গিরে কুঞ্জদ্বার, কয়, ভিক্ষা পাই কুঞ্জ-
বাসিনী, কখনও আসিনি আর ॥
কেবল, মেবার প্রত্যাশী, ডাকি দূর হতে আসি,
ধনি, দয়া কর হৃথিনীয়ে, হই উপবাসী ;
প্রেমের কণায় তুটু কি অদৃষ্ট
তাও জগতে মেলা ভার ॥

বাঁধাজ—আধি একতাল ।

কি বলব গো, আমি হই বিদেশিনী ।
বড় হৃথিনী ॥

হার কপাল দোবে এই বয়সে হ'য়েছি বিরহিণী ॥
আমি হই সাধ্বী সতী,
কথা বলতেছি সত্যি, আমার,
বিনাদোষে দোষ নিয়ে ত্যাগ করেছেন পতি ।
বাইনে ধর্মভয়ে লোকালয়ে,বনে রই একাকিনী ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

ওগো রাই, এমন রূপ দেখি নাই রমণীর ।

দেখে, পুরুষের ত হতেই পারে,

নারীর মন করে অস্থির ॥

যেন, ঝাঁকা বাঁকা চুটী বাঁকা আঁখি,

নাচে তায় খঞ্জন-পাখী,

যত দেখি, তত করে দেখি দেখি মন,

মজালে মৃগ-নয়নী নয়নে নয়ন ;

কইলে ঘুরায় নয়ন হেসে কথা,

কন্দর্পের ঘুরে যায় শির ।

তায়, বাঁকার মত নীরদবরণ,

বাঁকার মত মুখের গড়ন,

বাঁকার মত বাঁকা ভাবে দাঁড়ায় রূপসী,

ধড়া চুড়া পরাস্ যদি সেই কালশশী ;

তোর কাছে রাখ তায়, ক্ষতি কি তায়,

পিপাসা যায় দেখলে নীর ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

এসো সই, এক যোগে রই আমরা দুজনে ।

বনে বসে মনের কথা কব দুজনে নিরুজনে ॥

তুমি ধেমল স্বামী ত্যাগী,

আমি তেমনি শ্রাম-ত্যাগী,

দুজনে এক রোগে রোগী, ভোগে ভুগি তায়,

তোমার যে দায় বিশেষিনি, আমারও সেই দায়,

আজ, মিলাইল বিধি ভাল হুখিনী হুখিনীর সনে,

সই, হুখের কথা তোমায় বলি,

পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী,

শ্রামকে নিয়ে করলে হুখে নিশি জাগরণ,

আমায় দিয়ে বনবাসে তুলে তারি মন ;

সে শ্রাম কি রাম চিন্তে নারিলাম

একই রীত আচরণে ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

তোমার কাছে রই আমার ত বাসনা মনে অই ।

তুমি সই বল নৌভাগ্য আমার,

আজি দাসীক্য পদে রই ॥

তোমার সহচরী সর্ব, দেখিতে দেব গন্ধর্ব,

রত্নির গর্ব করে খর্ব এমনি রূপ ধরে,

যা, কুবেরের ভাণ্ডারে নাই, সে রত্ন গায় পরে ;

আমি, অনাখিনী দীনহুখিনী কুরুপা কুংসিতা হই ;

তুমি, বুঝভানুরাজ-নন্দিনী, রাজরাজেন্দ্রবন্দিনী,

বিনোদিনি, এ অধীনী এই ডিক্কা চায়,

যেন ব্রজলীলে সাক্ষ হলে আবার সঙ্গ পায় ;

পায় ঠেলোনা আর—এ মিনতি,

গতি যে নাই তোম। বই ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

শুন রাই, করছি এক মন্ত্রণা মনে ।

সতে সন্ততা ব্যবস্থা, শঠতা চাই শঠের সনে ॥

তোমার, নতন সখীর শ্রাম-অঙ্গ,

শ্রামের মত ভাব ত্রিভঙ্গ,

হবে রঙ্গ দিয়ে ধড়া চুড়া বাঁশরী,

বসো, শ্রাম সাজিয়ে কোলে,

কিন্স। লও কোলে করি ;

যেমন, দিলে জালা দেখে কালা

জলবে মনের জলনে ।

তোমার মান ভাঙ্গিতে বারে বারে,

আসে শ্রাম নিকুঞ্জের দ্বারে,

এবার এলে দেখাব তাই ব'লব আর তারে,

বাও, চাঁদের কাছে চাঁদ মিলেছে, চায় না তোমারে,

একে বাসি, তায় দাসীর উচ্ছিষ্ট,

কি কাজ কৃষ্ণ দুজনে ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

আমরি, সখারে শ্রাম সাজান হুন্দরী ।

পরশে প্রেমরসের বশে অঙ্গ উঠে শিহরি ॥

করকমলে অধর ধরি, ত্রীধর-তিলক চিত্র করি ।

চুড়া বাঁধি বদন হেরি মুখটা ঢাকেন রাই,

সেই, শ্রামকে শ্রাম সাজালেন,

জেনে লজ্জা হলো তাই ;

যেমন লজ্জা হলো হাসিও এলো

হাসি সহ সহ্যেরে ॥

তখন, শ্রাম বলেন দাও পারিয়ে ধড়া,
নয় ফিরে দাও পায়ের ধরা,
এই ত প্রেমের ধারা করেন ধরাধরি তার,
কুঞ্জে, বাধিল আয়ুধ-যুদ্ধ বাধা বাজে পার;
রণে, হুয়েরি মান হ'লে হত,
জয় ত্রিরাধে ত্রিহরি ॥

বিভাষ—কাওতালী ।

রাধে, তোর কি পীরিতি এত ভারি ।
মরি মরি, ভারে শ্রাম কান্তর ভারি ॥
হ'রে বাঁকা দিয়ে ঠেকা দাঁড়ায় হেন গিরিধারী ।
একে ভার আশ্রয়ান, তার উপরে অপমান,
সয় কি নবীন শ্রামে হো'ক শক্ত-ভারী ;—
যা রয় বয় সয় হয় করা তা উচিত প্যারী ॥

ধাংসাজ—একতালী ।

একবার দাঁড়া রাই, শ্রামের বামে ।
হেরি, একত্রে মেত্রে রাই শ্রামে ॥
আমাদের যুগল মত্রে উপাসনা,
যুগলরূপ সনা দেখিতে বাসনা,
মিলুক তাই কাল-মানিক কাঁচ'-সোনা,
যে মিল রাখাক্ষর নামে ।
যুগলরূপ কেবল দেখিবার জন্তে,
সকল ত্যাজ্য ক'রে এসেছি অরণ্যে,
কথা রাখ নতুবা খত গোপকন্তে,
রব না আর ব্রজধামে ॥

কাফিরিঙ্গ—পটতাল ।

দুনয়নে, যুগল রূপ ধরে না কি করি ।
আবা রাই হেরি কি শ্রাম হেরি,
কি শোভা মরি মরি ॥
ত্রিভঙ্গ মূলী ধরা, কিবে ধড়া চুড়া পরা,
মলোহরের মনোহরা, বামে রাই হৃন্দরী ।
চানে চানে মিলিয়াছে, নীলকান্ত হেমের কাছে,
যেন নবযনে আছে জড়িত বিজরী ।
এই বাসনা সনাই, যুগলরূপ দেখিতে পাই,
হ'রে ধাকি শ্রামরাই চরণের সহচরী ॥

বেহাগ—রাঁপতাল ।

বলো মা, তারা এ কি ধারা,
আমি কি তোমার ছেলে নই ।
জন্মকালে পোড়া কপালে,
লেখ নাই কি কষ্ট বই ॥
কারে দাও মা, হুখে ভাতে,
কারে বা রাখ আঁতে দাঁতে,
তেল দিয়ে মা ভেলা মাথাতে
নাম পাড়া'লে নয়ামই ।
বকিত করেছ সব, শবাসনা তা সবি সব,
সবে না যদি চরণ-ধনে বকিত হই ;—
যারে, ভালবাস মা,
ভাল ব'লে তারে আদরে ধর কোলে,
এ দীনে রাখ চরণে ফেলে,
নাম ল'য়ে মা, প'ড়ে রই ॥

আলাইরা—আড়াঠেকা ।

মা ব'লে কামিলে ছেঁলে জননীর কি প্রাণে সয় ।
ধে'য়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয় ॥
এই ত মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া ভূমি তার,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয় ।
আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই,
নিয়ত কাঁদাও আমারে এতো তোমার উচিত নয়
মাটিতে প'ড়ে কেঁদেছি,
সংসার-আলায় কামিতেছি,
কাঁদতে হবে মরণ-কান্না,
মরেও কাঁদতে আসতে হয় ।

আমি হই দুর্বল অতি, নাই হেন গতি শক্তি,
কামিতে কামিতে গিয়ে লব যে ভব আশ্রয় ॥
লও মা, ভুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি ত্রিচরণে,
এবার আর যেন শরণো, অরণ্যে যোদন না হয় ॥

বিভাষ বা ধাংসাজ—একতালী ।

এই কি সে দেশ সেই আর্ধ্য-ভূমি
ভারতবর্ষ যারে পুরাণে বাঞ্ছনে ।
এই কি সে পবিত্র, বজ্রকরে তাঁর,
বহু সত্যক হইয় বেধনে ॥

যেখানেতে রাম পিতার আদেশে,
রাজ্য ত্যাগে যেন গেলেন যোগীর বেশে,
সীতামুগামিনী পতি-সেবা আশে,
অনুগ্ৰহ অনুগামী বৈভব তুচ্ছ-জ্ঞানে ।
যেখানেতে সত্য-নিষ্ঠ পাণ্ডুবংশ,
বনবাসী হয়ে ছিলেন দ্বাদশ বর্ষ,
ধর্ম-ধন সর্বত্র মহারথী ভীষ্ম,
পিতার জন্তে বিমুখ বিবাহ-বিধানে ॥
ধরার মধ্যে খেবা স্বর্গতুল্য স্থল,
তুল্য ছিল ধর্ম জ্ঞান বুদ্ধি বল,
যেখানে ফলিত চতুর্বিধ-ফল,
সদা রত মানব তত্ত্বানুসন্ধানে ।
যেখানেতে ছিল সবে সদাচারী,
দেবতুল্য নর দেবীতুল্য নারী,
মানবের কাছে দেবে মানি হারি,
মানব সাহায্য ল'ভেন সন্মানে ॥
দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি,
সতী ছিলেন যথা যশে পূর্ণ ক্ষিতি,

প্রহ্লাদাদি শিশুর শৈশবে বিরতি,
মথ মন সদা চৈতন্ত্যর ধ্যানে ।
কপিল বশিষ্ঠ নারদ শঙ্কর,
ব্রহ্মা কৃষ্ণ আদি হয়ে কৃপাপন্ন,
প্রচারিলেন যথা বেদাদি বিস্তর,
ভক্তিজ্ঞানে মুক্তি পাইত নিদানে ॥
শরণ্য-পালন বিপন্ন-তারণ,
ক্লেবে অগ্নি সাক্ষী আছিল গ্রহণ,
না ছিল পরস্ব-হরণ অকাল-মরণ,
না চাহিত যথা পরদার পানে ।
(যথা) অনাথ, আতুর, শিশু, দীন, বিপন্ন, ১
রাখি গৃহী কভু না ভোখিত অন্ন,
যথা আতিথেয় বলি আদি কর্ত্তব্য,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সুবিধাত্য দানে ॥
এই যদি হয় দেই আর্ধ্য-স্বর্গ,
সেই আর্ধ্য-বংশ এই নারকির্বাণ,
হারারে সৌভাগ্য উদরান্নে ব্যগ্র,
অধিক কি বলিব শত যিক এ প্রাণে ॥

কান্দাল ফিকিরচাঁদ ।

হরিনাথ মজুমদার ওরফে কান্দাল ফিকিরচাঁদ ফকীর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । “কান্দাল” ভূমিতাত্ত্বিক ইহার রচিত অনেক দলীত পূর্ববঙ্গাঙ্গার মগরে মগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে । ইনিই পূর্ববঙ্গের প্রধান দলীতকার বলিয়া প্রসিদ্ধ । কেবল দলীত-রচয়িতা নহেন ; ইহার রচিত “বিজয়-বনস্ত” এবং “কান্দালের ব্রহ্মাভিবেদ” বঙ্গভাষার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । বঙ্গভাষিক বলিয়াও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে । প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহার লোকান্তর হইয়াছে ।

বাউলের ঘর—একতাল ।

এত ভালবাস, থেকে আড়ালে ।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি,
হুটী হাত বাড়ালে ॥
ছিলাম যখন মার উল্লসে,
যোর অন্ধকার ঘর কারাগারে,
হার রে, তখন আহাির দিয়ে, বাতাস দিয়ে,
তুমি আমায় বাঁচালে ॥
আমার যখন ক্ষুধিষ্ঠ হলেম,
কোমল কালে আমায় পেলোম,

হার রে, আমার স্তনের রক্ত (হে দয়াময়),
তুমি কীর করে দিলে ॥
দিলে বহু বাক্য দারা হুত,
ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি ত,
হার রে, ও নাথ ধন ধাত্ত সহায় সম্পদ,
পেলায় তোমার দয়াবলে ॥
ও নাথ, তোমার দয়ার লবল পেলাম,
কিন্তু তোমার একদিন না দেখিলাম,
হার রে, তুমি কোথায় থাক, কেন এসে,
আমি কীরকম কর কোলে ॥

আমি কান্দলে বসে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চোখের জল নাও মুছাইয়ে,
হায় রে, আবার কথা ক'রে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দাও বলে ॥
ও নাথ, দেখা নাহি মেবে আমার,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার,
হায় রে, ওহে নাথ, তবে কেন শাকের ক্ষেত,
তুমি দেখালে কাজলা ॥

ললিত বিভাষ—ধেমুটা ।

ভোলা মন, কি করিতে কি করিলি ।
সুখ বলে গরল খেলি ॥
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি,
রতনমণি, না চিনি নিলি ।
কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে,
আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি ॥
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্ ছুটে,
লোভের মুটে তুই কেবলি ।
না বুঝে মিঠে ঘুঁটে, ভেবে মিটে,
মিঠের স্বাদ মিটিয়ে নিলি ॥
না জেনে ভাল মন্দ, এমনি ধন,
সাপের ফাদ গলায় দিলি ।
পাসরি পরমার্থ, পুরুষত,
তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি ॥
ফিকিরচাম ফকীর বলে, গেলি ভুলে,
যা করিতে তবে এলি ।
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি,
তায় না চিনি' মাটি হ'লি ॥

ললিত বিভাষ—ধেমুটা ।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ,
উঠছে সদা দোল করিয়ায় ।
কখন হয়ে রাজা, মারে মজা,
মনেতে মন, মনকলা ধায় ।
কখনো পানসা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকীর হয়ে বেড়ায় ॥
কখনো ধনের আকাল, কখন কাজলা,
অটালিকার বকতলায় ॥

ওরে, তার মনের মাঝে হাসি কাজলা,
যর কমা এই সমুদ্রায় ॥
ওরে ভাই, মনের কথা যেথা সেথা,
বলে আবার লোকে ক্ষেপায় ।
এ পাগল কে নয় রে ভাই ॥
বলে দবাই, মনের কথা তা জানা যায় ।
কাজল কর যে জন মোরে, পাগল করে,
মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায় ।
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা,
তবে সফল পাগল হওয়ার ॥

ললিত বিভাষ—ধেমুটা ।

যার ফুল নকল ক'রে, গহনা গ'ড়ে,
নিচ্ছ রে মন, কত বাহার ।
তিনি যে জগৎগুরু, কলতরু,
তারে ভোলো একি ব্যাভার ॥
কখনো হয়ে আন্ধ, বল মন্দ,
গুরুমারা বিদ্যা তোমার ।
ওরে যার আকাশের রং, দেখে রে রং
কর্ত্তে শিখে জগৎ সংসার ।
আবার তাঁয় সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে,
নাচাও তুমি কি অহঙ্কার ॥
কাজল কর যাকে দেখে, লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাঁহার ।
ওরে, তাঁয় কর প্রণাম, হেমক-হারাম,
তাঁয় মত কে আছে রে আর ॥

ললিত বিভাষ—ধেমুটা ।

হুনিয়ার আজব পাছে,
সধা ব'সে, আছে দুই পাখী ।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, হুজনে মাখামাখি ।
ভালবাসায় একুটি পাখী, কত ফল বিলায় ;
সে ত ধায় না সে ফল,
আর এক পাখী বসে বসে ধায় ;—
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে,
অন্তে হচ্ছে ফলভুকী ।
ইচ্ছামত পাখী নেহ কাহারো অধীন ;
ও যে ফল ধায়, সে কল চিনিরে হয়েছে বধীন ॥

যে ফল দেখে শুনে, নাহি চিলে,
ফল খেয়ে হারায় আশি ।
নিজ গোথে মনের ক্রেশে, কাক্সাল কান্দিছে ;
আমি, স্বাধীন হয়ে না পারিলাম,
ফল নিতে বেছে ;—
আমি দেখলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি ॥

ললিত বিভান—খেমটা ।
মন তাঁতি, কি বুনতে এলি তাঁত ।
এসে প্রথমেই হারালি আঁত ॥
ও ভোর শানার হুতো মানায় না ও রে,
পোড়া পোড়েন হল না জাত ।
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি ; (হায় হায়)
তুন্নি কি খেই, ঘুচলনা খেই, কৌচকা পাড়ালি;
যত আনাগোনা যায় না গোণা রে,
হল সকলি তোর ভয়াসাত ।
পেয়ে এমন তানা জানলি না ভাসন,
কিসে তাই ভাবি রে, নিবাবি রে, মনের হতাশন;
এ যে ঘটনি টানা আর খাটে না রে !
যে তোর পাছে আছে ছ' বজ্জাত ।
যত আশা করে তুলতে গেলি ঝাঁপ ;
দিলি এককালে, চিরকালে, পাপ-সলিলে ঝাপ ;
ভেবেছিলাম কি এবার, উঠিবি আবার রে !
ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত ।
হাতে গালে হুতো যত জড়ালি কেবল ;
এলে রবিশূভ, এ সব হুতো, কোথায় রবে বল ;
ভজ নন্দহুত কই আশু তোরে,
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত ॥

বাউলের হুয় ।

হুনিয়ার ভোজের বাজী, খোন্না কাকী,
ভাকুল পাগল পণ্ডিত জানী ।
সন্তানের সন্তাবনার, কি বাজী হায়,
স্তনের রক্ত দুধ অমনি ।
ওরে দুধ ছিল কোথায়, কেবা যোগায়,
এমন দয়াল বল কে শুনি ॥
যত দিন দাঁত না উঠে, সেই দুধ চাটে,
স্নায়ের কোলে বাচমনি ॥

আবার রে দাঁত উঠিলে, ভাত চিবালে,
লুকায় দুধের প্রভাবণী ।
কাক্সাল কয় অমৃতেরে, গরল করে,
গরল হয় অমৃত জানি, দেখে রে তার প্রমাণে,
গরল পানে, বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি ॥

বাউলের হুয় ।

অরুণের রূপের কাঁদে, পড়ে কাঁদে,
প্রাণ আমার দিবানিশি ।
কাঁদুলে নিরুজ্জনে বসে, আপনি এসে,
দেখা দেয় সে রূপরশি ।
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অরুণরূপ,
শত শত সূর্য্য শশী ॥
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে,
সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি ।
আবার রে তারায় তারায়,
ঘুরে বেড়ায়, বলকু লাগে হৃদে আসি ॥
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি,
চিরদিন সেই রূপরশী ।
ওরে তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে,
কুসাসনা-মেঘরাশি ॥
কাক্সাল কয় দয়া করে, যে জন মোরে,
দেখা দেয় রে ভালবাসি ।
আমি যে সংসার-মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়,
প্রাণভরে কৈ ভালবাসি ॥

বাউলের হুয় ।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে ।
হায় রে, তবে কি মা এমন করে,
তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে,
আবার জানি নে মা, কোন কথা বলতে ।
তোমার ডেকে দেখা পাই নে তাইতে,—
আমার জনম গেল কাঁদতে ॥
দুখ পেলে মা তোমার ডাকি,
আবার দুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে ।
তুমি মনে বসে মন দেখ মা,
আবার দেখা দেবে মা আঁততে ॥

জাঁকার মত ডাকা শিখাও,
না হয় দয়া করে দেখা দাও আমাকে ।
আমি, তোমার থাই মা, তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম কর্তে ।
কাসাল যদি ছেলের মত,
তোমার ছেলে হ'ত, তুমি পারতে জানতে
কাজল জোর কোরে কোল কেড়ে নিত,
নাহি স'রতে ব'লে স'রতে ॥

বাউলের হুর ।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
আপন কান্দন কেউ কান্দ না ।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছানা ।
খাম্বে তোর ষড়ঋতু বোল,
বলবে সকল লীল্য ধ'রে বাইরে নেনা ॥
মনুরে ভোর আশ্বজনে বাইরে এনে,
দেখবে কিছু আছে কি না ।
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বলবে আছে নাম ডাক না ।
কিছুক্ষণ কামা কেঁদে, গামছা কাঁধে,
খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি-জনা,
আছে সব জাতবেহারা, এসে তারা,
হুগু তোমায় ধোবে না ॥
ফিকির চাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,
ষোচে তার ভব-ভাবনা,
অন্তিমে কলসী কাঁচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এবার তাও মেলে না ॥

বাউলের হুর ।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ।
মনে তোর ঢাকা কড়ি, কোটা বাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা ।
বাহিরে ভিলক কোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুলবে না ॥
বাহিরে মোড়া মাথা, হেঁড়া কাঁধ,
মনের মধ্যে কুবাসনা ।

তাইতে মাগীর তরে, ভিকি ক'রে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না ॥
কাজল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে,
খাম্বে না হয় উপাসনা ।
যদি বৈরাগী হতে, ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা ॥

বাউলের হুর ।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্যপথের সেই ভাবনা ।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে,
হেঁবে না রে সোণাশনা ॥
সেই পথে মনসাথে চলরে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা ।
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা ॥
দেখ আবার ছয়টি চোরে, ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে, সব সাধনা ।
কখন বাড় বাতাসে, উড়ে এসে,
জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা ॥
পর্যাপ্ত নয় এত কি, ঘোরপাতকী,
সহে যেন যমযাতনা ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পরভাবনা ।
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর হবে না ॥

বাউলের হুর ।

করিস্ তুই এত বতন, কেন রে মন,
মাটির লেহ ছাপাই তরে ।
শরীরে লাগলে ধূল্য, তাবিস্ জালা,
মুছাস কত বতন কোরে ।
সে শরীর কোথা রবে, কে ধোয়াবে,
যাবি যেদিন নদীর চরে ॥
কোথা তোর রবে সাবান, তেল পমেটম্,
ধরবে যে দিন শমন তোরে ।
খাম্বে না আয়না চিরুণ, যার জোরে মন,
বেড়াস এমন টেরি কোরে ॥

ওরে তুই ষাটে গিয়ে, গামুছা দিয়ে,
মাজিস্ দেহ বতন কোরে।
সে দেহ আগুন দিয়ে, ছাই করিয়ে,
দেবে তোরে ছারেখারে ॥
যে বদন বারে বারে, যতন কোরে,
দেখ রে মন আয়না ধরে।
সে মুখে বিম্বুধ হোয়ে, আগুন দিয়ে,
পোড়াইবে জ্ঞাতিত্ত রে ॥
ফিকিরচাঁচ বলে রে মন, একি মরণ,
অসারকে সার ভাবিয়ে রে।
যেতে রস-পারাবারে, পথ ভুলে রে,
মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে ॥

— — —
বাউলের হুর।

নদি, বল রে বল, আমায় বল রে।
কে তোর ঢালিয়ে দিল এমন সীতল জল রে ॥
পাষণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে ॥
ওরে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি)
ওরে, সেই নাম আমায় একবার বল।
দেখি আমার হৃদিস্থলে,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে ॥
কার ভাবে বীরে বীরে, গান কর গন্তীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে ॥
নদি রে, তোর ভাষাবেশে, (মরি হায় হায় রে নদি)
যখন যায় রে বক্ষস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে ॥
ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম-ভরঙ্গে তুমি কর টলমল রে,
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায় হায় রে নদি)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চ রবে কার নাম পাও, হইয়ে বিকল রে ॥
সর্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাহি গুণের অভাব,
মরিরে তোমার অভাব, শক্তি কি অটল,
তুমি ঘৃণা করে না দেও ফেলে
(মরি হায় হায় রে নদি)

যত সরা মরা কর কোলে,
করলে পরশ তোমার জলে,
অঙ্গ হয় সীতল রে ॥
যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদি, তোমার তাঁরে, দেখি শ্মশানস্থল রে,
ওরে, যোগী ঋষি আশ্রয় ক'রে,
ওরে, তোমার তটে সাধন করে,
হ'রে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মৃত মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ ক'রে, মৃত আর মল রে,
ওরে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব,
তুমি মায়ের মত সম্বর সব,
কাসলের ভব-বান্ধব, শ্মশান গঙ্গাজল রে ॥

— — —
বাউলের হুর।

ওরে ময়ূর বল রে মোরে,
কেবা তোরে এমন করে সাজিয়েছে ॥
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ,
রঙ্গের পোষাক পরিয়েছে।
তুমি রে কার সোহাগে, অনুরাগে,
প্যাক্স ধরে বেড়াও নেচে।
একে অপূর্ব পাখা, পালক ঢাকা, চাঁদের রেখা
তায় শোভিছে; যে তোরে এমন করে চিত্র করে,
সে চিত্রকর কোথায় আছে ॥
ময়ূর তোরে সর্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
হুটা পা কুৎসিত করেছে; সে তোরে একাধারে,
রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে ॥
কাদাল কয়, এ যার ময়ূর, গুণের ঠান্ডুর
সে যে আমার জগৎ মার্কে;
ওরে তার গুণের অস্ত, বেল বোম্বাস্ত,
না পেয়ে নিশ্চ'ণ বলেছে ॥

— — —
বাউলের হুর।

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি,
বল একবার আমার কাছে ॥
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে,
সোহাগ ঝুটি বাঁধিয়েছে।

আবার সেই চুড়ায় চুড়ায়, চুড়ায় কেবা
তোমায় হারায় টোপর পরায়েছে ।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে বলক,
চুপি মণি টোপর মাঝে ॥
ওরে, তোর মাথার উপর এমন টোপর,
কোন কারিকর গড়ায়েছে ॥
এত যে সোহাগ তোমার,
ডুবু আবার ছুটি নয়ন বারিতেছে,
তাইতে বর বর নিরন্তর
নির্ঝরের জল পড়িতেছে ;
কাজাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে ।
অথবা ভারতের দুখ,
দেখে রে বুক, ফেটে পাষণ গলিতেছে ॥

বাউলের—স্বর ।

এই কি সেই আধ্যাত্মান আধ্যসন্তান, ও যার
অপাবলে, যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ ॥
সদা ও যার হেরে বীর্ঘ বল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল'
সভয়ে কাঁপিত গিরিসাগরের জল ।
দগ্ দিগন্তের শূন্য ভরে, উড়িত বিজয় নিশান ॥
ও যার শিল্প আর বিজ্ঞান,
যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান করিছিল
পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান ॥
ও যার বিদ্যাবলে, আকাশে চলে যে পুষ্পদান
ও যার যুদ্ধ যুদ্ধস্থল, রক্ত-স্রোতে টলমল,
রক্তময় হত বৃত্ত নদীতে জল ;
বসে রক্তোপরে, শূন্যভরে পাখী করত রক্ত পান ॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্ধ্যকুমার,
শৃগালের রব শুনলে বাঁধে ঘরের দুয়ার ।
দেখ্লে রক্ত জবা, শুকায় জিহ্বা,
চমকে উঠে সবায় প্রাণ ॥
কাজাল বলে, বিদ্যাবল, দেহ-বল কল কোশল,
ধর্মবল বিনে রে ভাই সকলি বিফল,
সেই ধর্ম বিনে, দিনে দিনে,
সকল হারায়ে শ্মশান (ভারত) ॥

বেহাগ—ধামাল ।

কুবের-ভূষণে কি কাজ রে আমার ।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন দার ॥
নিম্ন আমার বিখ্যাত তত্ত্ব মাথেন পায়,
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর ॥
সবাই বলে সতীর পতি কেপা মহেশ্বর,
শ্মশানে শ্মশানে ঘিরে, কেহ না মানে তাঁর ॥
হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার,
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার ॥

ললিত বিভাষ—ধাঁপতাল ।

এস কোলে করি উমা, বল “মা” বিধুবদনে ।
তোমার মারে “মা” বলে মা,
কে আছে তোমা বিনে ॥
হৃৎধিনী জননী বধে, স্নানি, যাবে কেমনে ।
তুমি আমার নয়ন তারা,
তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা-হারা নয়নে কেমনে রহিব ভবনে ॥
ও মা, তিন দিনের তরে আসিয়ে,
নির্কাণ আগুন জেলে দিয়ে,
নিদ্রা হয়ে বিদায় দিতে, বল গো কি কারণে ;
প্রাণান্তে নয়নপ্রস্বে, যেতে দিব না তোমা ধনে ॥
সাগর সিকন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর জীবনে ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

গুন গো রজনী, বরি মিনতি তোমায়ে ।
অচলা হও আজকার তরে, অচলায়ে দয়া করৈ ।
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অন্তে গেলে নিশি,
অন্তে যাবে উমাশলী, হিমালয় আঁধার করৈ ।
কি বলবো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্ধামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥

ভৈরবী—একতাল ।

মরি হর-বামে গৌরী বসি ।
হর হৃৎ হরে রক্ত-শেখরে,
অলো করে যেন শরদশলী ॥
হরগৌরী মিলিত অক কি হৃৎসর,
আধ ধবল স্নিগ্ধ আধ শশধর,

আধ বেণী আধ জটা মনোহর,
আধ আঁধি জবা আধ বে সরসী ।
দক্ষিণ প্রবণে ধুতুরার ফুল,
বাম কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
ধপচক্ নামা আঁধ তিলফুল,
অথরে না ধরে মধুর হাসি ॥
বলয়া কঙ্কণ কর-গোড়া করে,
অক্ষ মণিহারে মুনি-মন হরে,
বিভূজ সজ্জিত ত্রিশূল-ডম্বুরে,
অস্ত্র ভূজধরে করাল চক্র অসি ।
বাঁধাধর সনে নীলাধরী সাজে,
মৃগলচরণে স্বর্ণনুপুং বাজে,
হর-গোঁরী রূপ হৃদয় পরোজে,
হরি দরশন করে দিবা নিশি ॥

ললিত-বিভাঘ—একতাল ।

আমার উমা ধায় বৈলাসে, হিমাশয় করি শূন্ত ।
নয়নভারা হলেম হারা, নয়নভারা তারা ভিন্ন ।
জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন ;
পুরবাসী দে গো আসি,
মায়ের সিঁথায় সিঁদুর-চিহ্ন ;
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হর বিদৌর্ণ ॥
দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ-পুরী হেরি শূন্ত ।
হরি বলে মা আমার, দে গো বিদায় ঘাষ তুর্ণ ॥

অহং—একতাল ।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি
শত্ৰু-হৃদয়-বাসিনী ।
শ্যামি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত,
শঙ্কর-সহিত, শঙ্কর-দোহিনি ॥
দেখ, তারা সনে শলী, অন্তে গেল নিশি,
গোহাইল তারা ত্রিনয়নি ।
পূজায় সময় হ'ল, উঠ শিবে,
ম-মদ্রোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি ॥
দিনে দিম গভ, সে দিন আগভ,
গেল কাল গভ, ভুল হরির রাশি ;
দিনে চেতন পাব মা,

মায়-নিদ্রাতে সদা অচেতন্ত,
তুমি চেতন্ত না হ'লে চেতন্ত-রূপিনি ॥

টোঁরী—কাওয়ালী ।

নবীন-কিশোরে কিশোরী রাই রঙ্গিনী ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম শ্রাম, প্যারী ত্রিভঙ্গিনী ॥
নীলাকাশে শলী যেমন,
শ্রামের বামে প্যারী ডেমন,
তারকা-গোপিকাগণ, প্রেমরসের সঙ্গিনী ॥
জয় রাধা শ্রীরাধা বলি, গোপিকা দেয় করতালী,
নৃত্য করে বনমালী, বামে রাধা বিনোদিনী ।
কৃষ্ণচন্দ্র সুধা-ভরা, গোপিকা-চকোরী বেরা,
ফিকির, যুগল প্রেমে মাতোয়ারা, করে হরিধ্বনি ।

কীৰ্ত্তন-জংলা—গড়ধেমুটা ।

ছি ছি, কিশোরি, কি য়রি,
কি করিতে কি করিলি গো ।
কি বলিয়ে রাই ষাটে এলি ;
গেলি সে কথা ভুলিয়ে, আপনি আসিয়ে,
বাচিয়ে রাখালের দাসী হলি ॥
(ছি রাই, তুই যে রাজার মেয়ে)
বলি, রাখালে বলিব, দিবিব করাইব,
বাঁশী নাহি বাজে রাখা বলি ।
এখন, কালরূপ দেখিয়ে, গরব পাশরিয়ে,
শ্রামের বামে অমুনি ঠাঁড়াইলি ॥
(সকল ভুলে গিয়ে, এসে)
প্যারি, বা হবার তা হ'ল এখন গৃহে চল,
অন্তে গেল কিংমালী ।
কাদাল ফিকিরচাঁদ বলে, কালরূপ দেখিলে,
জাতি-কুলে জলাঞ্জলি ॥ (হর)

অহং—একতাল ।

আহা, কি হেরি, হরি লীলাকারী,
কত পুরুষ কত নারী ।
রাধার, হৃদয়রমাবে, পীতাম্বর সাজে,
বাছিয়ে বিরাজে নিম্বরী ।
(আজ রাই রক্তার তরে)
আহা, রাধা দেখে বাঁশী, আদ্যদ দেখে আঁ
মুখকলী ভাষা সুন্দরী ।

ওরে, যে যেমন ভাবে, ঐরাখা-মাখবে,
তেমনি দেখে ভাবের ভাবমাধুরী ।

(ওরে যার যেমন ভাব সে)
হরি, কখন হৃদয়ের নবজলধর,
কখন নবীনা কিশোরী ।

কাজাল ফিকিরচাঁদ কয়, তর্কে দূরে রয়,
বিবাসে মিলয় এসেই বন্দীধারী ॥

বাউলের হুর ।

সেই দিনে তুই কি করিবি রে ।

ওরে মন বল শুনি তাই আমারে ॥

ওরে, যে দিন এসে শমনের চরে, ও তোর,
ব'সে শিরে কেশে ধ'রে, টানবে রে জোরে,—

(ভোলামন) তখন বন্ধুগণে,

(ভোলা মন মন রে আমার)

দেখে শুনে, খোঁবে এসে বাহিরে ॥

ওরে বাতাসে প্রাণ-বাতাস মিশিলে,

বাতের ভেবে আপন, করিস্ যতন,

তরাই সকলে (ভোলামন),—

দিবে কলসি কাচা (ভোলামন মন রে আমার)

বাতের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে ॥

ওরে, মাটির শরীর হ'লে রে মাটি,

কোথায় পড়ে র'বে তোমার ঐ সব স্বর বাটী,—

(ভোলা মন সোণার স্বর বাটী)

এত করছিস্ যতন, (ভোলা মন মন রে আমার)

যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে ॥

ফকীর ফিকিরচাঁদ কয়, ভয় পেয়ে রে মন,

সময় হ'তে খাড়া ওলব আসবে রে বখন,—

(ভোলা মন মানবে না বারণ)

ভেবে দেখে তাই, (ভোলা মন মন রে আমার)

কি কল তাই, তখন নিকশ দেবে রে ॥

বাউলের হুর ।

দোকানি তাই, দোকান সারি না ।

কত কদুবি আয় বেচা কৈনা ।

ও তোর লাভের আশায়, দিন কেটে গেল,

লোকদের সব ভাল মসলা, তোর হৃদয় মিল

(দোকানি); ও তোর কবির মাকে,

(ওরে ও দোকানি) সিঁদ কেটেছে,

তাও কি একবার দেখ না ।

পৎগের, ঠকাতে গে নিজে ঠিকি,

যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোঁগালি

(দোকানি); ও তোর মহাজনের,

(ওরে ও দোকানি)

কি করিবি, তাগাদার দিন বল না ॥

ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,

এখন, মহাজনের শরণ ল'য়ে জানাও পো যথা

(দোকানি) তিনি বড় দয়াল ;

(তাঁর মত আর দয়াল নাই রে),

ভুলে আগুয়াল, তোরে নিদ্র হবেন না ॥

বাউলের হুর ।

কার হিসাব লিখ'ছিস্ ব'সে,

মনের খোঁবে, আপনার কাজ মূলতুবি রেখে ॥

ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,

পরের চোখে দেখ'ছিস্ চোখে ।

তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস্ তৈক,

আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে ॥

লিখ'ছিস্ পরের বাকীজার, আপনার দিল বাধ,

তোর ঠিকানা নাই সে দিকে ।

পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল,

আপনার ভাল না বোঝে কে ॥

শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে,

হাবা লোকে ঠেকে শিখে ।

নিকেশে ঠেকুবি যে দিন, বুঝি সে দিন,

সরবে না তোর বাক্য মুখে ॥

ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে খেলে, দিল থাকিবে,

আপনার হিসাব নে রে বেখে ।

যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,

তবেই নিকশ দিবি মুখে ॥

গানাক—৭৭ ।

দেখ লগিত, আচরিত,

ভ্রাম যে আমার ভ্রামা হ'ল ।

ঐ যে চুড়া বাধা, বৃত্তবৎ, মুক্ত হ'লে পদে পদ

(বাউলে বৃত্তবৎ ছিল, বাউলে বৃত্তবৎ ছিল)

ছিল শ্রামের পীতাম্বর, কে করিল দ্বিগম্বর,
কনমালা কেড়ে নিয়ে মুণ্ডমালা গলে দিল ॥
(কার এমন কঠিন হৃদয়)
থড়া বেড়া ছিল কটি, কর বেড়া কোটা কোটা,
করে, বেড় না পার, ঘুরে বেড়ায়,
দ্বিগম্বরী হরি তাই হলো ॥
(নীলাম্বরে কোটা করে)
অধরে মধুর হাসি, চমকে চপলারানি,
শ্রামের মোহন বাঁশী, ভীষণ অসি,
আঁখি দেখি রক্তোৎপল ॥
(কুলবালার কুলহরা)
ব্রাহ্মণনার মন উদাসী, করেছিল মোহন বাঁশী,
বাঁশী কেড়ে নিয়ে,
দিয়ে অসি কুলনারীর কুল রাখিল ॥
(কে এমন হৃহাদ বল)
অজ্ঞান আরনের ভয়ে, ধর ধর কাঁপে হিয়ে,
ও তাই, রসরস ভুলে গিয়ে রণরঙ্গে মেতে পল ॥
(ওরে আঁখি মরি, একি হেরি)
শ্রামশোভা মনোভোতা, রক্তোৎপল লোলজিহ্বা,
আবার রক্তজবা রক্তমাখা, ভক্তরাখা পদে দিল ॥
(এই কাঙ্গাল-সিকির দেবে কিবা)

বাউলের—স্বর ।

চিরদিন জলে বেলে, বগড়াইলে,
করলার ময়লা যায় না ধুলে ।
যদি রে কর শুঁড়া, দিয়ে নোড়া,
গেথে তাঁরে পাখর শিলে ।

ওবে সে হবে চূর্ণ,
সে বিবর্ণ থাকে না আর কোন কালে ॥
ওই তাই, করলা ঘসে, অবশেষে,
ফেল যদি কোন স্থলে,
ওবে রে তখার করলা, করে ময়লা,
আপনার স্বভাব বলে ॥
বীল বীল কাঙ্গাল বলে,
কাঙ্গাল বলে, একি রে সৎকর বলে,
ওবে রে কাঙ্গাল লাগায়, অকারের গায়,
কাঙ্গাল করলা যায় রে বলে ।

বাউলের—স্বর ।

আগে ভাই, আপন খ'লে দেখ খুলে,
পরে দেখ পরের খ'লে ।
তুমি যে ধর্ম্মার্থ্য কষ্টার্থ্য,
এতকাল যা উপজিজ্ঞাসে ।
তাতে সব মজুত আছে, খ'লে মাঝে,
দেখতে পাবে মন খুঁজিলে ।
মানব যা করে বখন, তার ত কখন,
ক্ষম হয় না কোন কালে ।
হবে রে মরণ বখন, যাবে তখন,
কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে ॥
করেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার,
ফল পাবে তার পরকালে ।
পাপের নাই গুনাগুন-বাঁকি, তেবছ কি,
সে পাপ যাবে ভোগরণ দিলে ॥
পরের খ'লেতে করলা, বড় ময়লা,
তাই দেখিছ নান্দ্রমলে,
আপনার খ'লে যে ছাই, দেখ নাই তাই,
চোক বোঁজ দেখায়ে দিলে ॥
কাঙ্গাল কর চিত্তশুদ্ধ, প্রার্থশুদ্ধ,
কর অনুতাপানলে,
নইলে ভাই, পাপ যাবে না,
ত্রাণ পাবে না, মহানরক পরকালে ॥

বাউলের—স্বর ।

কার গোখে দিচ্ছ ধূলি,
চতুরালি করে রে মন তাই বল না ।
সে যে হয় অগ্ন্যহর্তা, বিচারকর্তা,
অভ্যর্থামী তা জান না ।
সে যে তোর হৃদে আগ্নে, মনের আগ্নে,
দেখেছে রে সব ঘটনা ॥
সে যে হয় মনেরই মন্দির যেমন মন,
সকলি তার আছে জানা ।
ওরে ঘর মন নর নোড়া, আঁখি বোঁঝা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ।
তুমি এই অবশেষে, লোকের বলে,
বখন কর যে ছলনা ॥

সে ও সব দেখেছে রে, তার কাছে রে,
ছাপালে ছাপা থাকে না ।
আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান,
সে ত নয়রে ডারাকাণা ।
তার চোখে ধূলা গিয়ে, ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না ॥
কাজাল কয়, যা ভেঁবেছি, যা ক'রেছি,
সব জেনেছে সেই একজন ।
ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়,
দঃখয়ের দয়া বিনা ॥

বাউলের হৃদ ।

দেখ ভাই, জলের বুঝু বুঝু, কিবা অদ্ভুত,
ছনিয়ার সব আশ্রয় খেলা ।
আজি কেউ পাদুমা হ'রে দোস্ত ল'য়ে,
সংমহলে করছে খেলা ।
কা'ল আবার সব হারিয়ে ফকীর হ'য়ে,
সার করেছে গাছের তলা ॥
আজি কেউ ধন-গরিমার, লোকের মাথায়,
মারছে জুত এরিতোলা ।
কা'ল আবার কোপনী পরে, টুকুনী ধরে,
কাঁখে ঝোলে ভিকার ঝোলা ॥
আ'জ রে যেখানে সহর, কত নহর,
বসিয়াছে বাজার মেলা ।
কা'ল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করছে রে তরঙ্গ খেলা ।
কাজাল কয়, পাদুমা উজীর, কাজাল ফকীর
সকল ভাই, ভোজের খেলা ।
মন ভূমি বখল যা হও, ঠিকপথে রও,
ধন্যকে ক'র না হেলা ॥

বাউলের হৃদ ।

পাশি মোর সেই কথাটা বল না ।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা,
কব'ব কর্তে পারি না ॥
অতি প্রভাত কালেতে হ'লে গাছের ডালেতে,
তুই উর্জরুখ ডাকিস্ কানে মদানকোতে ।

তঁারে না ডাকিলে প্রভাতকালে,
সুখা পেলেও গিলিস্ না ॥
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বলনা আমারে ।
যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা,
সুন্দর তা আজ ছাড়ব না ॥
তোর গর্ভে সকারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন ক'রে কর রে বাসা কে বলে তোরে ।
আবার ডিম হ'লে তায় তা দিলে,
কে বলে হবে ছানা ॥
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাগী বলিয়ে,
বলে না সে কথা পাখী, সেল উড়িয়ে ।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব;
কেও নে কথা বলে না ॥

বাউলের হৃদ ।

তবে কি বড়লী খেও, টোপ গিলিত,
যদি মা'ছের মন থাকিত ।
একবার সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে,
আবার এসে না গিলিত ।
গলাতে বড়লী হানে, ছিপের টানে,
ছটফটানি অবিরত ॥
একবার সে পেলে রে টের, করে না ফের,
তাইত জানি মনের রীত ।
ওরে সে প'ড়ে হুঃখে, ঠেকে শিখে,
হয় না লোভের অনুগত ॥
কাজাল কয়, সাহুস হ'য়ে, মন হারিয়ে,
হ'লেম আমি মাছের মত ।
যাহাতে দিন-রজনী আশ্রয়ানি,
তাই করি রে অবিরত ।

বাউলের হৃদ—বেহুটা ।

এ সংসারের এই ত দশা ।

ভালবাসার আশা এতে মরুভূমে জলপিপাসা ॥
শরীর খাটায়ে বখল, করে রে ধন-উপার্জন,
সকলেই জানায় ভালবাসা ; ওরে,
শরীর অচল হয় রে বখল, পূর কত্যা হা পরিজ
বিব-সজনে দেখে তখন, কয় না করে জিজ্ঞাসা ॥

কমতা বধন থাকে, সন্ময়ে সবাই ডাকে,
কর্তা বলিয়ে করে প্রার্থনা ; ওরে,
কমতার হানি হলে, তখন, বারাত্তরে বুড় ব'লে,
কত নিন্দা করে ছলে, পড়'সী বলে কটু জায়া ॥
চিরকাল বাতাস খেয়ে, মাখার ঘাম ফেলে পায়,
সংসারের করলে সেবা শুক্রবা ; ওরে,
রোগে হলে জীর্ণ দেহ, বিবাস না করে কেহ,

বকেয়ার নিকাশ খ'রে, বোকা বলে মাঠের চাষা ॥
জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে কোরে পীরিত,
কাদালের বিপরীত, হুর্দশা ; ওরে,
বলতে প্রাণের কথা ব্যথা,
স্থান নাহি সে পায় কোথা,
বোকা কাদাল তবু বুথা,
না ভাদে সংসারে বাসা ॥

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ।

মদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ।
বালাকালে সংস্কৃতশিক্ষার অন্ত ইনি নবরীপে প্রেরিত হন । অল্প বয়সেই ইহার প্রভিভার পরিচয়
পাওয়া যায় । মর বৎসর বয়সের সময় নবরীপের এক পণ্ডিত-মহার কোম সংস্কৃত শ্লোকের পাঠপুরণ
করিয়া ইনি পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন । কথিত আছে, তিন মাসের মধ্যে ইনি সাহিত্য-পাঠ
শেষ করেন । ইনি সুবক্তা ও সুলেখক । “ভদ্রতত্ত্ব” “শৈবী” “গীতাঞ্জলি” প্রভৃতি ইহার রচিত কয়েক-
খানি পুস্তক আছে । ভদ্রশাস্ত্র লবন্ধে ইনি একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি ।

আলোরা—একতালী ।

রাণি—ধর ধর প্রাণ-নন্দিনী ।
আমি, এনেছি সেই উমায়, ত্রিজগতে যায়,
হুয়াহুরনরে পুজিবারে চায়—
পথে, কত বাধা পেয়ে, এনেছি এ মেয়ে,
শোন শোন সে কাহিনী ॥
শুনেছিলাম বাধা হবে মেয়ের পায়,
এখন দেখি মেয়ের বাধা পায় পায় ;
বাছা, চলিতে না পায়, যে পায়-সে পায়,
বিধি বিধু শূলপাণি ॥
কৈলাস হতে হবে বাত্রা করিলাম,
পথদ্বায়ে এসে বৈকুণ্ঠধাম পেলাম ;
দেখ'লাম চক্রেধরে, অর্ঘ্যপাত্র করে,
ধরেন উমার পা-চুখানি ॥
অতি কষ্টে কুরুক বিদায় দিলেন উমা,
কিছুতেই হারি সজ ছাড়িলেন না রমা ;
এসেই সেই থামা, দেখ কি সুখমা,
উমারে না বলেন তিনি ॥
কিন্তু ত সব বড় কথা বলে লোক,—
কিন্তু কখনো পায়স এসে ব্রহ্মলোকে ;

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, কৃতাজলি হয়ে,
ব্রহ্মা করেন জয়ধ্বনি ॥
সিদ্ধ করি ব্রহ্মার সাধন-কাহনা,
পথে চলেন উমা গজেন্দ্র-গমনা,
অম্বনি, বলেন সরস্বতী, কোথা যাও মা সতি,
আমি যে সহচারিণী ॥
দেবলোককে বত নৈব-বিড়ম্বনা,
কি ব'লে তোমারে বুঝাব বল না ;
কত দেব-ললনা, কত যে ছলনা,
করে তারা রাণি ॥
কেহ বলে আমরা উমার হই হুহিতা,
কেহ বলে উমার আমরা পিজামাতা ;
তলে সে সব কথা, কত যে পাই ব্যথা,
জানেন ত অভয়ামিতী ॥
একা আমি পথে কত নিবারিব,
কি ব'লে কি ছলে করে নিবেধিব
কত বা কাঁদিব, কত প্রবেধিব,
সবাই, উমার বলে জননী ॥
কি পূর্বের দক্ষা হুই কি অনুর,
কি অপসর দক্ষ কিম্ব কি নর ;

য দেখে সেই বলে, ধর, ধর ধর
উনি যে অগজজননী ॥

ত্রিঙ্গগতের লোকে ডাকে মা মা বলে,
কেনে আকুল হয় গণেশ আমার কোলে ;
কার্তিক বলে দাদা, এরা কি মোর দাদা,
মা কি এ স্বভাব জননী ॥

আমি বলি ভাই, কেমনে বলিব,
গৃহে গিয়ে তোমার মাকে সব মুখাব ;
বধি বিরু ভব তোমার মার প্রসব,
লোক-মুখে এই শুনি ॥

কত বিপদ পথে ঘটে পদে পদে,
এ পর্যন্ত উমা ছিলেন আমার মতে ;

পরে তোমার মেয়ে, কি জানি কি হয়ে,
বলেন নিরাক্ষর বাণী ॥

পথে এসে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কি জানি কি হৃদয়ে বিশ্ব প্রাণমন ;
ধরে, উমার হুটি চরণ, কেবল করে রোদন,
বলে, কোথা বাও, দীনতারিণি ॥

আমি মা, তোর দীনহীন অন্ধ ছেলে,
কি বলে মা, আজ আমার বাবি ফেলে ;
কত জন্মফলে, কত পুণ্যফলে,
পথে পেলাম পতিতপানী ॥

উমা বলে, বাছা কাঁদ কেন শুনি,
বিজ্ঞ রূপে আমার কিছু নাই জননি ;
হার, মহাপুজার দিন, কেমনে এ দীন,
কাটাবে এ তিন দিন রজনী ॥

পূর্ব পুরুষের চণ্ডীমণ্ডপ আমার,
তুমি আপনি না বাও যদি তবে এবার আধার ;
হাই মা মহাশক্তির, পূজার শক্তি আমার,
তাই, হই মা আমি চিরকণী ॥

আজ, কোথা পাব অর্থ ভাবিতে ভাবিতে,
পথমধ্যে পরমার্থ পেলাম হাতে ;
দামার দীনহীন দেখিয়ে, বলনে মা, রাখিয়ে,
সঙ্গে নে ভবতারিণি ॥

“কিসের অভাব তোমার” তারে বলেন উমা,
তার কি অভাব থাকে, আমি হই হার মা ;
হারে অব্যাহত ছেলে, আর দেখিয়ে কোলে,
আমি যে তোর হই জননী ॥

আমি হুর্গা থাকতে হই হুর্গাৎসব বাধ,
এ যে, হুর্গানামে আমার ঘোর অপবাদ ;
চল বাব তোর ঘরে, আপন পূজা ক’রে,
আপনি হই উল্লাসিনী ॥

তুই দেখি আমারে আমি দেখি ব তোরে,
এ দেখা তোর সনে চিরদিনের তরে ;
আর—যাবনা গিরিপুরে, তোরে কোলে ক’রে,
সাজব দীনজননী ॥

দেখে উমাধনে এইরূপে বামা,
রাপি, আমি আমার আশার দিলাম ক্ষমা ।
কেনে বল্লেন উমা, এ কি করলি মা,
প্রাণে মরিবে যে পাবাণী ॥

উমা বলে আমি কি করিব পিতা,
মেয়ের প্রতি তোমার স্নেহ যদি এত ;
তবে ছেলের প্রতি আমার, স্নেহ সন্তব কত,
একবার বল ভাই শুনি ॥

পারলাম না উমারে ধরিয়ে রাখিতে,
চলিলাম উমার সাথে সাথে পথে ;
গিয়া দেখি পরে, সে দরিদ্রের ঘরে,
সিদ্ধাসনে বসলেন ঈশানী ॥

উমা বলে আমার নিমানন্দে আসন,
আমি বলি উমা, শোন মা, কথা শোন ;
উমার, সে দিকে নাই মন, হল যেন কেমন,
আর, ফিরে চায় না জিনরনী ॥

তখন, এক দিক্ আমি কাঁদি অন্ধ দিকে বিজ,
কি জানি কে উমার পর কেবা নিজ ;
আমার পূর্বাপর চির, সম্বন্ধের বীজ,
(উমা) সমূলে উন্মূলিনী ॥

পরে শুন্সলাম বাছার নামটী শিবচন্দ্র,
গ্রহদোষে বার্ষিক পূজার নিয়ানন্দ ;
তার সনে মোর মেয়ের, আহে কি সম্বন্ধ,
তুমি, কিছু কি জান রাখি ॥

শিবচন্দ্র বলে গ্রহ মন্দ বার,
মায়ের অপুত্র হই সম্বন্ধ হয় তার ;
এ সম্বন্ধ বার, বটেহে একবার,
হায়ার সব সম্বন্ধ সে আপনি ॥

আমি, হৃদিত হই অমূলি পঙ্কিলাম তুজনে,
কি জানি কি বদ মেথিলাম সেই হলে,

আমার, গৌরী উমাশ্রী, শ্রামা এলোকেশী,
 ত্রীমন্দির-বিহারিণী ॥
 সঙ্গাশিব-সরোবর-মধ্যস্থলে ;
 ভৈরব-ভ্রমর-হৃদয়-সঙ্গিলে,
 ভাবের হিল্লোলে, পড়ে ঢলে ঢলে,
 যেমন নীলনগিনী ॥
 শ্রামাঙ্গে অপাঙ্গভঙ্গী কি মধুর,
 বিধুমুখ হেরি বিধু হয় বিধুর,
 মধুর অধরে, হৃদাধারা বরে, হাসে হৃদাতরঙ্গিণী ॥
 “হেসে বলে বাছা, এই আমার ধর,
 বেরূপে যে ভাবে পার পূজা কর,
 তিন দিনে নয় তুমি, যতদিনে পার,
 পূজা কর দিনবামিনী ॥
 আমি আছি সর্বমঙ্গলাস্বরূপে,
 যখন বেরূপ চাবে, পরে স্বরূপে,
 বিদায় দাও এরূপে, যাব গৌরীরূপে,
 কাঁদিয়ে মা গিরিরাজি ॥”
 স্বপ্নভঙ্গে দেখি হিমালয়-প্রাঙ্গণে,
 এসেছি এই, সঙ্গে ল’য়ে উমাধনে,
 দেখ হৃদয়নে, ত্রিনয়নের ধনে,
 দাও আনন্দে অয়ধ্বনি !!

— — —
 আলোয়া—তেতাল।

এ কি রঙ্গ কর গিরি, কৈ উমা ।
 অঙ্গনে এ এল আমার কে রণরঙ্গিণী বামা ॥
 উমার আমার প্রাণে কত মমতা,
 মায়ের প্রতি মহামায়ার কত মায়ার আনন্দা,
 এতক্ষণ কি উমা হলে, ও সে নীরবে রয়,
 ‘মা’ না ব’লে, আমার কেঁপে এসে পলা ধ’রে,
 কোলে উঠে হররমা ॥
 সে কেন আসিবে গিরি এ রূপে,
 এত বিতুজা নয় দণ্ডতুজা, সেজগছে অপরূপ রূপে,
 সেবি, দক্ষিণে সিংহবাসিনী বামে মহিষমর্দিনী,
 আমার, উমা কি হে বিবাহিণী ।
 এ যে উমাদিনী-সমা ॥
 আমার, উমার করে অস্তর বর বই কিছু নাই,
 এ যে, যে দিকে চাই সকল করেই,
 অর-শর দেখিতে পাই,

উমার চোখে দয়ার বৃষ্টি,
 এ যে, কোপকটাক্ষে উজ্জ্বলি,
 অকালে লয় হয় হে সৃষ্টি,
 জ্ঞান হয় সেই কালরমা ॥
 গিরিরাজ হে এ আবার সব কি হেরি,
 ঐ যে, চৌষটি ঘোমিনী
 বামার চারদিকে রয়েছে খেরি,
 অন্তরীক্ষে দেবতা সব, কৃতাজলি করিছে স্তব,
 কি বিরিকি কি শিব কেশব,
 বলেন, রক্ষা কর, দাও মা, কমা ॥
 এ সব অসম্ভব কি উমায় সম্ভবে,
 আমার উমার মত শান্ত-মেয়ে
 কে দেখেছে কবে ভবে,
 সে হবে এমন প্রথরা, কেমনে যায় বিশ্বাস করা,
 ওহে তার ভয়ে কি কাঁপে ধরা,
 গর্ভে ধ’রে আমি মার মা ॥
 বিচল বনে রাগি, কি জান,
 তুমি যারে গর্ভে ধর, তার গর্ভে ব্রহ্মাণ্ডের স্থান,
 উনি, একাধারে উমা শ্রামা,
 কতু রমা কতু ভীমা,
 তুমি অগ্নয় যত দেখ মা,
 তার প্রতি মা ঐ মার প্রতিমা ॥

— — —
 গৌরী—তেতাল।

(বোর) সমরমাঝারে কে দিল প্রাণ উমায় ।
 আমাদের হতেও তার প্রাণ কি পাষণ হায় ।
 কোলে বই থাকে নাই আমার,
 যে উমা এই গিরিপুরে,
 আজ, সেই মা তুমি একেশ্বরী,
 রণে বাও অহুরপূরে,
 কার এমন মেহের ধর্ম, কে তেরে পরালে বর্ম,
 ও করকমলে খড়গ-চর্চ কি শোভা পায় ।
 বিকচ কুহুম-শয্যা বাজিত মা, ত্রীমন্দির বার,
 অহুর-শাবিতশরে সে অজ অর্জর তোমার ;
 অমৃতের দ্বার বেত সুখা, তার মুখ বারুণী হুখা,
 এ সব দারুণ ব্যথা, প্রশ্নে কি লভা যায় ॥
 হরিজা কুহুম চন্দন মোরোচনা যে শরীরে,
 ব্যথা পাইলে লগ্নে বলে মাঝাইতল অতি বীরে

আজ, সে অঙ্গে রুধিরধারা, কেমনে যায় খেঁচা ধরা
এই সব দেখাবে বলে গিরি কি আনলে উমায় ।

ও মা, কৈলাসের সেই হৃথের বার্তায়,
হৃথের সংবাদ দিলি ভাল,
এহু চেরে সে হৃথ আমার শতগুণে ছিল ভাল,
দেবতাদের এই কি কাজ,
ছি ছি একটু হয় না লাজ,

ওদের স্তবের মাথায় পড়ুক বাজ, পূর্ণ প্রবকনায় ॥
আমার মেরে নইলে ওদের রাজ্য উজ্জার হয় না,
একবারে নয়, হুবারে নয়, বারে বারে এই লাক্ষনা
কখন কৌন বোর সঙ্কটে,
বাহার আমার কিবা স্বটে,

ভাবতে হৃদয় ফাটে এ হৃথ বলিবা কায় ॥
অঙ্গ-অঙ্গান্তরে কত শত্রুতা আমার ছিল,
সেই বাদ সাধিতে বিধি দেবতাদের বুদ্ধি দিল ;
ভাগ্যে সঙ্গে সিংহ ছিল, নাগপাশে অম্বর বাঁধিল
তাই ত উমা ফিরে এল, নইলে কি হ'ত হায় ॥

দেবতাদের রাজ্য গেল,
তোর তাতে কি ক্ষতি মা,
তুই কেন তোর মায়ের
মাথা খেতে রপে গেলি উমা ;
তুই, দৈত্যের বৃকে কোন সাহসে,
ত্রিশূল হানুলি অনায়াসে,
বলু দেখি কি হ'ত শেবে, অম্বর রুমিলে তার ॥

কি জানি তুই কি বিষাদে,
সাধ করে বাস করিতে রণ,
কারণ কিছু বুঝিলে ওর,
কিন্তু দেখি আমার মরণ ;
অথবা এ অম্বরবধে, মায়ের মরণ বাস সাধিতে,
তোর প্রহৃত্তির যে হৃগতি,
প্রহৃত্তি কেনেছে তার ॥

পাগল হ'ন দরিত্র হ'ন
আমাই আমার নির্ভিকার,
সেই আমাইয়ের সঙ্গে খেকে,
তোর কি এত ক্রোধ বিকার,

দে শিবচন্দ্র বলে, তোর মেরের গুণ কেবা বলে,
উলি সেই আমায়ের বৃকে চড়ে,
সাক্ষেন রণধামায় ॥

গৌরী—ভেজালা ।

সাধে কি মা আমি খাই সমরে ।

আমারে দেখিয়ে তোমার প্রাণ কেমন করে ॥

আমার প্রাণ যেমন তোমার,

সেইসোহাগ গিরিধারা ।

এই, ত্রিভুবন-সন্তানে মাগো,

আমারও হয় তেমিধারা,

হৃদান্ত অম্বরের ভয়ে, কাঁপে সন্তান সন্তান হ'য়ে,
আমি, শাস্ত হয়ে কৈলাসে মা,
থাকি কেমন করে ॥

হৃগমে পড়িয়া যখন হৃগা ব'লে ডাকে লোকে,
আমি, থাকতে নারি কৈলাসপুরে,
কি বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোকে ;

এতে যে বা বল, বল,

মা তোমার সে মায়ার ছিল,

আমি, নিজে হয়ে মহামায়া,

সে মায়া ছাড়ি কি করে ॥

শত্রু মিত্র কেহ আমার,

নাই মা কভু কোন লোকে,

যত দেখ যত্র তত্র, পূত্র আমার সব ত্রিলোকে ;

আমি কোলে করে আছি সবায়,

কোল-ছাড়া কেউ নাই মা, হেথায়,

আমি কারে ফেলে দিব কোথায়,

আমিই যে সব চরাচরে ॥

তবে যে মহিষাসুরে বিধেছি মা এ সমরে,

ওত বধ করি নাই কোলের ছেলে,

কোলে নিয়েছি আগরে ;

যেমন আমার কার্তিক পবেশ,

তেমি মহিষ নাই মা বিশেষ,

ওত শিরশ্ছেদ নয় পশুপাশে,

দিয়েছি মোচন করে ॥

নাগপাশ বেঁধেছি ব'লে, মনে কিছু কর না তার,

সংসারের পাশ কাটে যে জন,

আমার পাশের বন্ধতার ;

আমি, এইরূপেই তার বটাই বন্ধন,

সর্ব হয় সন্নিহিত হৃদয়,

তোর আমাই তার শেব নির্দশন,

কালভ্রমর অঙ্গ হয়ে ॥

তাই মহিব মোর হলেও আমি,
 বাম চরণের অধিকারী,
 দক্ষিণ চরণডলে বাহন পত্তনাজ কেশরী ;
 দক্ষিণে পথাচার গতি, বামে বীরক্কের উল্লাসি,
 তাই বীরেন্দ্র মহিব আমার, রণে থড়া চর্ম ধরে
 আমি, সাধ ক'রে কি ত্রিশূল বিধি,
 তক্তি-মাখা হৃদয় ওর,
 ও যে, দিরেছে ও হৃদয় আমার,
 ওতে কেবল অধিকার মোর,
 আমি, এইরূপেই বিধি ত্রিশূলে,
 সাধকের সেই হৃদয় খুলে,
 ও সেই, হৃদয়-রক্ত হয় অলক্ত,
 না আমার বামচরণ পরে ॥

যে দাঁড়ায় মা এ সংসারে, আমার সনে সমরে,
 তার ভরে যে মরে অমর,
 সে কি আমার কভু মরে,
 সে যে, অভয়-চরণবলে আমার,
 মৃত্যুকে ভয় করেনা আর,
 শিব বলে সে মৃত্যু হ'লে,
 মৃত্যুঞ্জয়কেও চাইনা ফিরে ॥

বিতাব—একতারা ।

মা কি আমার ছেড়ে গেলি ।
 মা কি আমার ছেড়ে গেলি ?
 মাগো, মায়ের মায়ার ভুলে, ছেলের গেলি ফেলে,
 ও চরণে কেন বকিত করিলি ॥

আমি, সকল ছেড়ে লক্য করি তোমার চরণ,
 উপলক্ষ তার করেছিলাম রণ,
 তোমার রণে জরী হ'লাম, চরণ ত পাইলাম,
 পেবে, আচরণে মা তুই চরণ হরিলি ॥

বহু জন্ম পরে এবার এ সমরে,
 পেয়ে, জন্মহরা তারার চরণ হৃদি পরে ;
 এ সৌভাগ্য ধরে, কে এমন সংসারে,
 ছেবেছিলাম, মা, তার বাদ সাধিলি ॥

এবার পুত্র ছেড়ে শত্রুর সনে রণ,
 নাই মা এক আবার অস্ত্র গ্রহণ ;
 ক'রে, হৃদয়-অবরণ, চরণ-প্র-হরণ,—
 ক'রে হ'ল আবার এই করিলি ॥

দেহবুদ্ধ গেলেও নামে বুদ্ধ ছিল,
 “মহিবমর্দিনী” এ নাম কে ভোর দিল ;
 তুই, সে নাম হারালি, মায়ের মেয়ে হালি
 মা হ'রে মা, মায়ের মায়া পাশরিলি ॥

দশভুজা তুমি ছিলে আমার তরে,
 ছিল, সাধনার সিদ্ধি অস্ত্র দশকরে ।
 আমার, তা কোথা লুকালি, দ্বিভুজা সাজিলি,
 জয়ে পরাজয়—অবশ বোঝিলি ॥

আমার, সাধনার সাধ্য-নিধি রণমুর্তি,
 ও তোমার, এ মূর্তিতে আমার হয় না প্রাণে ভূপ্তি,
 আমি, এ শূন্য হৃদয়ে, বাঁচিনা নিদয়ে,
 সন্ময় নয়ন চাও মা মেলি ॥

শিবচন্দ্র বলে শোন দানবেশ,
 ও চরণে বাবু প্রাণের হয় সম্বন্ধ ;
 কিবা ইন্দ্র চন্দ্র, উপেক্ষা যোগীন্দ্র,
 কার সাধ্য তারে ফেলে ঠেলি ॥

গিরিরাজী একা মেয়ে বই ত নয়,
 তোমার সহায় মায়ের অগম্য তনয় ;
 তুমি, ধর গিয়ে বলে, কার সাধ্য কি বলে,
 না হয়, সাক্ষ্য দিব আমরা সবে মেলি ॥

স্বর্গ-মল্লার—ভেতাল ।

গিরির ভবনে পূজা গিরিজার ।
 পূজায় তুলনা, কোথায় বলনা,
 প্রত্যেক চিন্ময়ী উমা, সেজেছেন আশ্র প্রতিমা বার ॥

গিরি, ভাবে একি অপরাধ,
 বাহিরে মোর যে উমারূপ ;—
 অন্তরে আবার যেহি সেইরূপ ;—
 পূজি, কোন উমার, বল তাই আমার,
 (আমার) এ মা ও মা, ও মা উমা,
 কোন্ মা হয় স্বরূপ তোমার ॥

গিরি বসি বোণাসনে, সংকম ভাবে মনে,
 বিকম ভাবে তবল অন্তরে ;—
 কি বলে সংকম করি, কোন্ কামনা হৃদে ধরি ;
 রাজ্যস্থখ ঐক্য পূবে না পরে ;—
 তাই, কামনা এবার, মা, তোমার পূজার,
 “সংকম সমাধি” এই চাই—
 বিকম আশ্র বৃত্তি আমার ॥

করিতে বিদ্যোৎসারণ, মাসভক্ত বলি গ্রহণ,
করি, গিরি নিবেদিতে বার ভার ;
অমনি, দৃষ্টি পড়ি পঙ্কমুখে,
মন্ত্র আর সরে না মুখে
ভাবে—বিদ্যোৎসারণ কি এই বিদ্য হায় ।
বিদ্বহর বার ঐশ্বর্যে কুমার,
আমারুসেই উমার পূজাতে আজ্ এ—
বিদ্যোৎসারণ করি বা করি,
অন্ধে গ্রাস করিতে গিরি,
ভাবে কার গ্রাস কোথা করি ।
কোথা উমা আছে কোথা না আছে,—
ব্রহ্মরজ্জ হ'তে আমার, পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত আর,—
কোন সত্তা বলতে যখন না আছে ;—
তখন, তোমার গ্রাস তোমার,
করুতে হাসি পায়,
আজ আমি যদি স্বতন্ত্র হ'তাম,—
গ্রাস করিতাম মা, তোমার ॥
গচ্ছিত ধন রাখে লোক,
তাকেই ত গ্রাস বলে থাকে,
কি ধন আছে উমা, আমার সংসারে,—
আমার সবে ধন তুই উমানিধি,
তোকেই গচ্ছিত রাখি যদি,
মা, তোমার এই—আমার দেহ-ভাণ্ডারে ;
তবে, বঞ্চিত ক'রে ধন, পূর্ণ কর সাধন,
জীবের নিধনকালে দেখা দিয়ে,
চরণধনে কর উপকার ॥
গিরি, করিবারে ভূভক্ত, বারে বারে হত বুদ্ধি,
মুলাধারে ভাবে যখন ধরারে ;
যখনই আগে অস্তরে, ধরারে হায়, কেবা ধরে,
মুলাধারে বেরিল আজ জাঁধারে ;—
অমনি দেখেন ধরাভার, ধরি উমা তাঁর,
আধার-শক্তিরূপে হাসি—
ধরে না সে অধরে আর ॥
গিরি, ভেদ করিতে বইচক্রে,
কলস মা, তোর এ কি চক্রে,
কোন চক্রে না আছে তুমি, কবে কার ।
কোন চক্রে ছাড়িলে তোমা,
কোন চক্রে উঠা গো মা ।

এ যে চক্রে দেখি ধরতর ধার ;
তুমি, আপনি উঠ মা, আমার দাও কমা,
আমি, যে চক্রে চাই, তোমার দেখি,
কি মুলাধার কি সহস্রার ॥
আমার, থাকলে চতুর্কিংশ-তর,
করিতাম মা, তার একতর,
তারা, তোমার তত্ত্বাতীত স্বরূপে ;
ভুবোহে মোর সকল তর,
পাই না আর করিয়ে তর,
তাই একতর অসম্ভব হয় এ রূপে ,
নাই মা, চতুস্তর, চতুর্কিংশত,
আমি, কোথায় পাব বলে দাও তাই—
তত্ত্বময়ি মা, আমার ॥
আবার, পূরক কুস্তক রেচকে,
ধরি ছাড়ি কোন বায়কে,
পাপ পুঙ্খ, কোথায় পাই তার শরীরে ॥
পাপ ও কি সম্ভবে তার,
স্থান নিলে মা, ঐশ্বর্যে বার,
তুমি পতিতপাবনী এই সংসারে,—
মূল, হৃদয় দেহ মোর, দুইই মন্দির তোর,
আমি, সেই মন্দিরে তোর রাখি,
দহন করি কেমনে তার ॥
ক'রুতে চন্দ্রবীণে সুধাস্রবীণে সেই অমৃতবৃষ্টি,
ভাবতে হাসি পায় অন্তরে মা, আমার ;
চন্দ্রশেখর চরণে বার,
তার পূজায় চন্দ্রের অধিকার,
এ যে, চন্দ্র-পূজায় অধিকারের উপহার,—
তুমি, হৃদয়-চন্দ্রমা, কোথায় চন্দ্র মা,
চন্দ্রে কি সেই সুধা আছে ।
তোর মুখে মা, যে সুধার ধার ॥
সহস্রার-সরোবরে, ত্রিকোণকুলকূহরে,
হংসীরূপে হংসসনে বাড়িয়ে ;
কুলকুণ্ডলিনী কুলসম্মে, নাচিলে মা, কুলপদে,
কুলতরু-সুধারস গিরে ;
মা, তোর, তেঁকে পে খেলা, কেবল্যলীল
আমি, কোন আশে আনিব তোমার,
কুলসম্মে পদে আবার ॥

শিবচন্দ্র বলে রাজন, অনিবার আর কি প্রয়োজন
বাহুপুঞ্জায় মূর্তির অভাব হয় গো যার ;—
অনিবার বিধিপদ্ধতি, তার তরেই ত নিরবধি ;
সে অভাব কি তোমার কড় আছে আর ।

কি অন্তর্ধানে, কি বহির্ধানে,
অন্তরে বাহিরে উমা—
সমান ভাবে দাঁড়িয়ে যার ॥

বিভাষ—একতাল।

জটাজুটমাণ্ডিতা, অর্দ্ধেন্দুশোভিতা,
ত্রিনয়না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ।
অতসীবরণা, হুনবর্ষাবনা,
হুখাসনা শুভ পঙ্কজলোচনা ॥
সুচারুদশনা, পীনোন্নতস্তনা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম—স্থান—সংস্থানা;
ঐশ্বর্য সমরে, মহিষ অহরে—
করিয়ে মর্দিত, নর্ত্তিতচরণা ॥
দুর্গা দশভুজা দশদিগন্তরে,
দশবিধ অস্ত্র ক্রমে দশকরে,—
দক্ষিণে ত্রিশূল খড়্গা চক্র শর,
শক্তি,—পঞ্চকরাসুত্র-সুশোভনা ॥
বামে খেটক—পূর্ণচাপ পাশাঙ্কুশ,
রণজয় স্বর্গ—সহিত পরশু ;
সুশোভিত পঙ্ক—ভুজে এ প্রপঙ্ক,—
দুর্গাভিরূপে দানবদলনা ॥
নিয়ম ছিন্ন—শিরঃ মহিষে উত্তব,
কোষযুক্ত অসি ধরিয়ে দানব ;
শূল্যবাত দেবীর, বিদীর্ণহৃদ বীর,
ককে বকে নিকাশিত অস্ত্র নানা ॥
নিজ দেহরক্তে দামব হয় আরক্ত,
উত্তে বিস্ফারিত নয়নধর রক্ত ;
নাগপাশবন্ধনে, আবদ্ধ বগনে,—
জুহুটী-ঐশ্বর্য বিকট-দশনা ॥
পুলকে সিংহের পলকে পলকে,
অহর-রথির বলকে বলকে,
বদনে বদন,—মোড়ে আক্রমণ,
পূর্তে বেরী-সম-দক্ষিণচরণা ॥

কিকির্দুর্দ-বাম—অসুষ্ঠচরণা,
অহর হৃদয়ে প্রসন্নবদনা ;
সাধকে সকল—কামনার ফল—
প্রদারিনী শত্রুসংক্ষয়করণা ॥
দৈত্য-দানবাদি—দর্পসংহারিণী,
দেবকুলস্তুতি—নতি বিহারিণী ;
শিবচন্দ্র ধ্যান—সমাধি-সন্ধান—
চকল চরণে গজেন্দ্রগমনা ॥

ব্রীকিট—১৭ ।

মা, আমার দেহপীঠে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করব তোমার ।
তবে, এ প্রাণে কি এত দিনে—
সত্য সত্যই স্বত্ব আমার ॥
আপন প্রাণে স্বত্ব নাই যার,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা সে করে কার,
প্রাণের প্রাণ তুমি মা উমা,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার আবার ॥
যদি বল, ছিল যে প্রাণ,
থাকলেও এখন নাই আর সে প্রাণ,
যে দিন হ'তে তোমার পেলাম,
প্রাণ দিলাম ঐ মুখে তোমার ॥
প্রাণ আমার ঐ মুখে এখন,
(তুমি) পিতা বলে ডাক যখন,
আমি, মৃতমেহে প্রাণ পাই তখন,
সে প্রাণ দিলে বাঁচি কি আর ।
আর এক ভয় আছে মা। প্রাণে,
তোর প্রাণ দিলে আমার প্রাণে,
এই, পাব্যপ্রাণের সম্মিলনে,—
তুই পাব্যি হ'স্ বা, আবার ॥
শিব বলে হায়, ও গিরিরাজ,
সেই ভরে কি তাবিহ আজ,
সে তব অনেকদিন মিটেছে,
কর—নির্ভরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা যার ।
পিতৃ-ধর্ম আছা এত,
দেখি নাই এ ক্ষণতে ত,
তোমার মেয়ের ঐ ভরণেই ত,
ইচ্ছা হয় না মা বলতে আর ॥

ভৈরবী—একতাল।

বল মা, পূজা আজ হয় কেমনে ।
ওমা কোন্ উপচার, কি আছে আমার,
সকলই ত ভব এ ভবভূবনে ॥
বাহুপুঞ্জার বস্তু সবই দেখি তোমার,
আবার তাবি মা গো, অন্তরই কি আমার,

পত্র পুষ্পও বেমন, মনঃ প্রাণও তেমন,
কি নয় তোমার, পূজি কোন্ উপকরণে ॥
আমার বস্তু যদি তোমায় দিতে হয়,
তবে, আগেই তোমার বস্তু আমার নিতে হয়;
কি দিব চরণে, এ বোর আচরণে,
আমার, আহরণ পরিণত হয় হরণে ॥

মনোমোহন বসু ।

২৪পরগণার জাঙলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য-কাল হইতেই বাঙ্গালা রচনার ইহঁার অসুৰাগ দৃষ্ট হইত। সেই সময়ই ইনি যুগে যুগে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বালাে যে বীজ উাহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিন্যাস মহীরুহে পরিণত। বাজা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই কবি, বাউল, সংকীৰ্ত্তন প্রভৃতি নান্যপ্রকার সঙ্গীত-রচনা, ইহঁার কৃতিত্ব দেখা যায়। ইহঁার ‘রামাভিষেক’, ‘সতীমাটক’, ‘হরিশ্চন্দ্র’, ‘প্রণয়গরীক্ষা’ প্রভৃতি নাটক বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ মধ্যে গণনীয়। ‘মধ্যাহ্ন’ পত্র সম্পাদনায় এবং হিন্দুবোলা প্রভৃতির সভাহলে বক্তৃতায় ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্যালয়-পাঠ্য ইহঁার রচনাবানি পুস্তক আছে; তাহাও মনোরম।

ইমন্ কল্যাণ—জলদ-ভেতাল।

আমি যথা তথা বাই, বিভূ, তব গুল গাই ।
দেখিয়ে তোমার ভব, নয়ন জুড়াই ॥
কি স্বদেশে কি সুদূরে, একস্থানে কিম্বা ঘুরে,
নিরাশি বা তব পুরে, বিচিত্র সব তাই ।
ভীষণ ভুধররাজ্য, ভীষণ জলধিকার্য,
তবু তার হেরি আশ্চর্য, মাধুর্য্য সনাই ॥
জরহীন মরু ভীষণ, তরুণ বন তেমন,
চারু তাব তবু কেমন, সে ভীষণে পাই ।
নব নদী হ্রদ করী, একতানে প্রাণ তরি,
তব মহিমা-মাধুরী, গাইছে সবাই ॥
বিহঙ্গ-পঙ্ক-গান, সর্বত্র হুধা সমান,
জুড়াতে পথিক-প্রাণ, তুল্য তার নাই ।
এ বিভব, ভবধব, মানব তরে কি সব,
আমিরা এ দ্বা তব, আপনাই হারাই ॥
এই কইরা তব ঘুরে, নাহি হই তব-ঘুরে,
নিভা-চিন্তামণি-পুরে, যেতে যেন পাই ॥

ইমন্ কল্যাণ—চৌতাল।

তাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন ।
অরূপ অচূর্ণম স্ববরূপ, নিখিল অবিলকষণ ॥
অব্যয় অক্ষয় অনন্ত, অজরামর অপ্রান্ত,
অনাদি পূর্ণ অনন্ত, পরমাশ্রা পুরঞ্জন ॥
মানস-কমল-মলে, পবিত্র তকডিমলে,
অপদ-শ্রীপদতলে, করয়ে অর্পণ ।
প্রণয়-সীমূষ-পূরিত, সখ্য সাধুচরিত,
উদ্দেশে কর অর্পিত, মঙ্গল হবে সাধন ॥

ভৈরবী—পোতা।

হুখেতে, হুখেতে, তুমি যথা ।
জাকিতে না জানি তোরে, আপনি এসে,
(স্নিক গুণে)
আপনি এসে যে বা দেখা ।
কিসে ভাল কিসে মন্দ, সন্দেহে নাহি মনে,
মনে এসে সবাই কন্দ, বলে যে বা, দেখা করে
কেহে যে মোর করেন যোগ ।

দর্শন শাস্ত্রে কি ছাই লেখে,
প্রত্যেক সব মিছে বকে,
তুর্কের কাজ নয় ধর্মে তাকে, হৃদয় নৈলে,
(ও সরল) হৃদয় নৈলে কেবল ঠকা ॥

হাফ্ আখুড়াই ।

মহড়া ।

সখি জাননা, কুখের প্রবঞ্চনা,
প্রাণে ম'কেই না, শুধু ছল ।
চক্ৰী কুচক্ৰে সঝারে, বক্র সে যাহারে,
সইরে, ছলে তাহারে ;
প্রেমের সঙ্গিনী গোপাঙ্গনা, যে নারী কৃষ্ণপ্রাণা,
সে বিনা আ'ঙে না পারিবে চল ॥
চিহ্নন ।
কমলনয়ন মুদি, কমলাখি আ'ঙ অচেতন ।
কৃষ্ণ ত্রিভুজ, এই বৃন্দারণ্য সুখশুভ্র,
তুনে প্রাণ আমার উচাটন ॥
সবে প্রাণহীনা প্রাণের কৃষ্ণ বিনা,
গোপিনী সব আছ মলিনা ;—
কহে বিরহে সমুদ্র, সুখহীন ব্রজময়,
সইরে, হৃদয় লজ্জা হয়,
দেখে প্রাণ আর বাঁচে না ;—
বারিহীন মীনের জীবন, যেমন,
তেরি আ'ঙ বৃন্দাখনে, নিরানন্দ সবাই প্রাণে,
সইরে, বিগুণ আশুন্স জলে,
তুনে বৈদ্যুরি বচন ;—
সতীর জল ছলে জালা দেয় কেবল ॥

মহড়া ।

মিছে মানে আর ম'জোনা মানিনি ।
এবার মানে মনে হবে না কমলিনি ॥
সই, নারীর কৃষ্ণ, সখীর রতন,
মান ধন, জানি হারাই,
কিন্তু মনোহরী হ'লে, অভিমান সাজে তার,
কেন মনোহরী নয় বিনোদিনী ॥
কেন মনোহরী না, কালাচাঁদ,
মিলে কি মনোহরী আসি ॥

মায়াধারী হরি, তাকি জাননা কিশোরি,
কালার কত ছলা—কত চাতুরী । প্রীয়াথে গো,
অতি কুটিল কপট, নিলাজ লম্পট,
তবু গতি নাই বিনা সেই বংশীধারী ।
তাই বলি রেখো না আর,
মনে অভিমান—মান অপমান,
মানের তরঙ্গ হেরে, আত্মকে ব্যর্থ যদি ফিরে,
রাই গো, সবে না তবে অন্তরে, বিদরিবে প্রাণ,
পরব তায় হবে কি পরবিনি ॥

তেহরান ।

তাই বলি কিশোরি গো, মানে আর ম'জোনা ।

চিহ্নন ।

বিমল বদন কেন ঘন বিবানে ঘেরিল ।
নিশা-নলিনীর প্রায় কেন কমলিনি ॥
আখি-কমল মুদিল ॥
ঘন ঘন হাস, ঘেন প্রবল সমীরণ,
হাস্ত রহিকিরণ, হ'লো অদর্শন, প্রীয়াথে গো,
ঘনগর্জল—হাহাকার, বর্ষণ—অক্ষধার,
খেলে দামিনী যেন স্বর্ণঅভরণ ॥
হরিবে বিবাদ আ'ঙ কেন গো এমন,
বল কি কারণ ।
সুখের বসন্তে সখি, কুখের বরষা দেখি, রাই গো,
মনোরূপ সুখপাখী কুখণ্ডে মগল ।
সাথে বাত্ সাথো কেন সজনি ?
এখন যোড়লী রূপসী, কত আর মহিষী,
আর কি মানের দার সাথ বে তোমার পার ধরি,
এ যদি বিনোদি তোর ছিল মনেতে—
ম'জবি মনেতে ;
কেন পাগলিনী হ'রে, কুলে জলাঞ্জলি দিবে,
এলি শুধু কলঙ্কের দার গলার পরিত্তে ।
কি ভাব তোর পারিলে রাই বুঝিতে ॥

তেহরান ।

তাই বলি প্রত্যয়ে রাই, মানে আর ম'জোনা

চিহ্নন ।

বিচ্ছেদে বিবানে রাখে, এক বিপদে কেঁপিলে—
প্রেম উদ্বাহে কি হ'লে উদ্বাহিনী,
এসব প্রকাশ্য আখিলে—

ভ্রমে কিছুমুখি, একি স্বপন দেখিছ,
এ যে সে গোকুল নয়, তাকি জুলেছ ;
ত্রীরাথে গো ।

গেরে ত্রীপতির নিমন্ত্রণ, দেখে তে সেই হৃদয়ধন,
তাজে বৃন্দাবন, প্রভাসে যে এসেছ,—
প্রভাসে নিরুজ্জ্বল, দেখে গো আবার—
একি চমৎকার ;
যেন সেই মাধবীকুঞ্জ, তেমি তরুলতাপুঞ্জ,
রাই গো,
অগ্নির তেমি রব গুঞ্জ, ব্রজের ভাব সবার ;
আশ্রমে শ্রাম ব্রজের ভাবে জুড়াতে ।

মহড়া ।

বিনয় করি তাই অভিমান তোলিতে ।
পাছে সাধে বাণ, নিরাশা হয় আশাতে ॥
হায়, যে কাল-রতনে, না হেরে নয়নে,
দহিছ জীবনে, রাই,
শত বৎসর শূন্তকার, মহিহীন ফণিপ্রায়,
মানে তার এলে কি আশ হারাতে ॥
আর কি নন্দলাল, সে রাখাল,
এখন মহীপাল মহীতে ।
আর কি তোমারি হরি,
আছে তোমার গো কিশোরি,
আর কি রাখা বলে বাজার বাঁশরী, ত্রীরাথে গো ।

মহড়া ।

ঘটিলো কি বিবাহ, সাধে বাণ,
সাধলে কে আমার ।
না জেলো না তেলো প্রাণ,
কি হোবে বিচ্ছেদ-বাণ, আরিলে আমার—
পরে বাতনার প্রাণ রাখা তার ।

চিহ্নন ।

হৃদেছ খণ্ডনসত্ত্ব মলিন বয়ান ।
ফাটে বুক, কেবল তোমারি মুখ, হৃদে দখে প্রাণ ॥
হেসে কথা কও, কেন রও, ধরাডলে আর ।
সোনার তরু, তাজে লালস রেণু, অসহ আমার ॥
অনন্দময়ী, লাবণ্য মলিন, দুর্ভিক্ষ আতি ;
আমি কি কতি কহিয়াছি কার ।

তেহারাম ।

ভুলিলে আমারে প্রবেশ না মার্গে মন,
এখনি তোলিব বিরহে এ জীবন,
ও প্রাণ কি কব, হেরি গৃহ শূন্তে শূন্তাকার ॥

মহড়া ।

কুঞ্জে হৃদেতে থাক হে, বসন্ত ।
বদি গোকুলে আস্তে পার ত্রীকান্ত ॥
সেই ত্রীপতি বিহীনে, ত্রীমতী ত্রীহীনে,
বিপিনে পড়িয়ে ঐ ;
তোমার দেখিলে ঋতুরাজ, অনর্থ হবে আশ,
ব্রজরাজ বিনা করে কে শান্ত ॥

খান ।

ওহে বসন্ত, হও ক্রান্ত, করি মিনতি একান্ত ।
হুকার ।

গুণ গুণ স্বরে, যত গুঞ্জরে মধুকর ;
প্রাণে সহে না হে, দহে কলেবর, ঋতুরাজ হে,
একে কোকিলের, কুহবর, করিছে জর জর,
তাহে পঞ্চর, হৃদে হানে ফলশর ॥

ডবল হুকার ।

বিরহে কি রহে আর হৃদবাসনা, ওহে ঋতুরাজ ।
আমরা কুলজা অবলা, একে তো বিরহ-আলা,
সই হে, আলায় উপরে আলা, আরো নিঙ না ।

বেলতা ।

অবলায় বঁধো না হে নিভান্ত ।

চিহ্নন ।

হৃদয়ের বসন্ত ঋতু, তুমি এ ব্রজে কেন আর ।
কুক ভিন্ন, এই বৃন্দারণ্য, হৃৎশূন্ত,
মাগ্ন রাধিবে কে তোমার ।

হুকার ।

আশা দিয়ে হরি গেছে করিয়ে ছলনা ।
আশার নিরাশ হ'লো, কুক এলোনা ॥

ঋতুরাজ হে,

রাখার বটেছে যে দশা, জীবনে নাই আশা,
ব্রজের এ দশায়, তোমার আসা সাজে না ॥

ডবল হুকার ।

তুমি হে হৃদয়ের কাল, আমি চিরকাল ।

ওহে ঋতুরাজ,

শোভনে আসিবে বসন্ত

সরসে তুহিতে ওখন, সব হে,
দিয়েছে সেদিন এখন ভেঙেছে কপাল।
বেলতা।

এ সময় ক'রোনা আর প্রাণান্ত।

বহড়া।

যোগি বেশে আজ কোথায় চ'লেছ।
বল শ্রাম, গুণধাম, মনের রূপে কি বিরামে,
কিবা কার সোহাগে, বিবাহী গৃহত্যাগী হ'য়েছ।

বিতৃতি অঙ্গে মেখেছ।

যেতে যেতে, শ্রাম, কেন শঙ্কা পাও;
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চলো দাসীর দিকে একবার ফিরে চাও।
কত সুহাসে, সুভাষে, হুরসে, সন্তোষে,
বিলসে দাসীরে ক'ল তুবেছ।

চিহ্নন।

অমল শ্রামল ভব কমলবলন।

আহা, মলিন হ'য়েছ হরি, বল কি কারণ।

একি ভাব, আ'জ ভব, দেখি শ্রাম।

অজ ধর ধর, কাঁপে নিরন্তর,
আঁখি নীরবর, বুঝে অবিশ্রাম।
নাহি চলোতে সুহাস্ত, একি হে রহস্ত ?
কেন হে ওঁদাভ ভাব ধরেছ।

বহড়া।

বিনয় করি শ্রাম, গৃহে ফিরে যাও।

ব্রজরাজ, পাবে লাজ,
একবার ভাঙতে গে রাধার মান,
ভেঙেছ আপনার মান;
আবার কি সেই হত-মান হ'তে চাও।
যেহোনা আমার মাথা বাও।

আহা হরি, আর হরি, কেঁদো না;
ধাক চুপিন স'রে, বাবে সেমে নিয়ে,
রাখক মাথায় দিবে, এখন সেধো না।
একবার ঘেঁ নিয়েছ, পায় ধ'রে সেবেছ,
মাথায় পদাঘাত আর কেন বাও।

চিহ্নন।

কল্যাণি বলমানি খাটবে না এবার।

কল্যাণের কলট-কোন বেলায় হে তোমার।

ভেবেছ কি, ছাই মেখে তুলাবে।

তোমার বাঁকা নয়ন, বাঁকা ভদ্রী চরণ,
ভুগুচিৎ ধারণ, কিসে লুকাবে।
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিন্বে রাই কটাক্ষে,
পরীকে ক'রে কেন লোক হাসাও।

রাখে, সাথে কি স'য়েছ।

প্রেমময়ি, শুভ কই,

ছিল ছিদামের অভিশাপ, মনস্তাপ তাই।
এখন শাপান্তে আবার আমার হ'য়েছ।
হ'লো পুনর্বার, শোভা কি চমৎকার,
কিবা নবরূপ ধ'রেছ।

যেন মেঘ অস্তে হ'লো চন্দ্রাধর,
যেমন ঘুচিয়ে হেমন্ত, উ'লিলে বসন্ত,
ভেগি আ'জ ভাব হৃৎকমর;
এসো হৃৎকমলে কমলিনি,
ব'সো সেই ভাবে ব্রজে যেমন ব'সেছ।

কেন সদয়ে নিদর হ'লে রাখারজন।

কোথা যাও হরি, শূন্য করি ঐক্যদাবন।
তুমি ব্রজের ধন, পরম ধন, গতি মতি ঐ ঐচরণ
কেন প্রতিকূল গোকুলে,
কি দোষে নিদর হ'লে, দরামর,
দিবে অকুলে গোপকুল বিসর্জন।

ব্রজনাথ হে, কারে সঁপে যাবে তোমার গোপীগণ

রথ রাখ রাখ, দাঁনবজু হরি;
আমরা যত গোপীগণ, বুড়াব নন্দন,
বারেক ঐমুখচন্দ্রে হেরি।
ব্রজের বিভব, কি দোষে মাধব,
তোজিবে এখন, বলনা হে,
ধপনে আদিনে, কতু মনে,
এ মুখেতে বঞ্চিত হব।
তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমা খিলে,
এ বাতলা সহিব কেমনে।
রাধার খেদে বিদরে ধরা, লরনে হবে ধরা,
মলিনা স্বর্ণলতা মনোহরে,
প'ড়ে কুতলে আছে লেখ পুতলন।
একবার রথ রাখ বাকীধারি,
আমরা বিনয় করি, চক্রে পরি।

মধুর বৃন্দাবন শূন্য করি,
ও রথের কোথায় যাও হরি ।
রব কেমনে, তোমা বিনে, দরাময়,
দেখ গোঁড়ুলে গোঁড়ুল, সকলে শোকাঁড়ুল,
অকুলে ভাসালে গোপনারী ।
চেয়ে দেখ ঐ হে, শ্রীরাধার দশা শ্রীহরি ।
শ্রেয়স্বরী কমলিনী প'ড়ে ভুতলে,
মানের দায়, ও দায় ধ'রেছ পায়,
শ্রাম হে, এখন সেই রাখা ভাসিছে নয়ন জলে ।
শ্রাম তোমায় হারায়ে,
ও রাই রবে কি ধন ল'য়ে ;
শ্রেয়-সাধে, প্রাণ সঁপে শ্রীপদে, এ বিচ্ছেদে,
মরে রাখে, একবার দেখ হে চেয়ে ॥
মদি-হার্য্য কই যেন কিশোরী তোমার,
হ'লো শ্রীহীনে শ্রীমঙ্গ শ্রীরাধার ।
ও সে তোমা ভিন্ন, অস্ত্র নাহি জানে হে,
কুকু ব'লে কাঁদে রাখে বিবাদেরে,
এলো খেলা পাগলিনীর মত হে,
রাধানাথ, রাখার গতি কি হবে হে ।
বত গোপিনী বৃন্দাবনে, শরণ্যে তব চরণে,
কৃষ্ণ, কি দোষে ত্যজিবে ব্রজনারী ॥

ভকত-রঞ্জন, বিপদ-ভঞ্জন, ওহে জনার্দন ।

আমি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন,

পুরাও দীনের আকিঞ্চন ॥

তনেছি হে শ্রীরাধাব, দীননাথ নাম তব,

দীন ক্লেশ পৃণ্য-শূন্য আমি অভাজন ।

নিজ গুণে কৃপানিধি, কৃপাদান কর যদি,

তরি তবে ভব-সদী ধরি শ্রীচরণ ॥

বাহ্যকলডঙ্ক ফুসি, এই বাহ্য করি আমি,

চিত-পাদী হ'য়ে কর বজ্র এ জীবন ।

বপু ময়—ব্রহ্ম ময়, প্রময়—নিরুদ্ভবাম,

শ্রীতি-পুণ্ড্রে মলোন্নয় করিব সাক্ষ্য ॥

মতি, গতি, গতি—বেদ, হুদী, আতি,

মলিকা, মালতী—প্রভা, ককতি ।

হবে দ্বিত-বন্দরাম—কাকলপরাণ,

বৈরাগ্য—কলম বিকলিবে তথি ।

দেহ-মিত্র কহ রবে, কিবা হৃদয়িবে ।

শান্তি শম, সারী শুক, কি হৃদয় অর্পিয়ে ।

ত্রিভঙ্গ বক্সিম ঠামে, সে কুঙ্কধামে,

কিশোরী লইরে বামে, পাড়াইবে হে ।

হবে, কিবা শোভা, মনোলোভা,

হৃদে সে নব মাদুরী ।

যেন, নব নীল-নীরথরে,

সৌদামিনী—রাই কিশোরী ।

আমার মন মস্ত শিখী নৃত্য

করিবে সে রূপ হেরি ।

ও সেই-যুগল সাজে, হৃদয় মাঝে,

উদয় হ'য়ে জুড়াও জীবন ॥

বিখিট—আদর্শমুখ ।

ওহে রসরাজ, কেন-আঁখ,

ডাকিলে আমার, এমন সময়ে বলনা ।

মনোলোভা, বন-শোভা,

কুঞ্জে হেরিব, ছিল হে বাসনা ॥

প্রহুঙ্গ কুহুম ক্লান্তি রসে,

আমোদিত হৃদা সঁম হুবাসে,

সরসি সলিলে কুমুদী হাসে,

হেরিলে নয়ন কিরে না ॥

এ হৃদ-যামিনী, শারদশক্টি,

সখনে বরিবে পায়ুষরাশি,

হৃদ-জনমন হয় উদাসী, ফুলশর কহে সবে না ॥

মদ্য—একভালা ।

নব-জলধর, রাম রত্নধর,

বিরাজে অবোধা মাঝে ।—

কিবা বিরাজে অবোধা মাঝে ।

হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ,

মিলিত হেমাঙ্গী আনকী-সঙ্গ,

পরম পবিত্র প্রবর-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে ।

আঁজু-ললিত বাহু ফুলগিত,

কোষে শোভিত তাহে ।

লোকভিরাম, গুণ অশ্রুগম,

অঙ্গ-অঙ্গ-মন মোহে ।

অতি গভীর বীর শান্ত,

হৃদয়-সরস-চিত্র একান্ত,

অদ্বৈত-প্রিয় সিতমুখ, বিজয়ী সমর-বাহে ॥

সাহান—চিষেতেভালা ।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার ।
রাম রাজ্যেশ্বর হবে—শুভ সমাচার ॥
মধুর মঙ্গল-গীত, শুনি অতি মুললিত,
মঙ্গল-বাজনা কত, বাজে অনিবার ।
পল্লব-কুমুদ-হারে, কিবা শোভা ধারে ধারে,
প্রতিধ্বরে সবে করে, মঙ্গল-আচার ॥

যোগিনী-ভয়রৌ—কাওয়ালী ।

উঠ গা তেলো ওহে নৃপমণি ।
দেখ, প্রভাতা হইল সুখ-যামিনী ॥
অযোধ্যার প্রভাকর, তুমি রাজা দণ্ডধর,
প্রতাপে দ্বিতীয় দিনমণি ।
আসিয়া প্রকাশ প্রভা, উজ্জ্বল করহ সভা,
সিংহাসনে বসিয়া আপনি ॥
নিরখিয়ে দিবাকর, তেজোহীন নিশাকর,
নিশাচর ছাড়িল মেদিনী ।
তম পলাইল ত্রাসে, কুমুদিনী হুখে ভাসে,
সরসে হাসিছে কমলিনী ॥
তেমতি তব প্রভাবে, হুগু জন দূরে যাবে,
শিষ্ট জন হাসিবে এধনি ।
প্রভাতে মুরতি অতি, সমীর-সুধীর-গতি,
তব যশ বহে অনুমানি ॥
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, জগত উল্লাস করে,
সুখা সম সেই কল-ধ্বনি ।

তেমতি তোমার ভাষা, শুনিতে করিছে আশা,
কত রাজা কত ঋষি মুনি ॥

বিমল সরযু-জলে, স্নান হেতু কুতূহলে,
চলে যত পুরুষ রমণী ।
তেমতি পবিত্রা নদী, তব দয়া নিরবধি,
দীন হীন হুখা জন জানি ।
আসিয়াছে আশা করি, পুরিয়াছে রাজপুত্রী,
করিতেছে জয় জয় ধ্বনি ॥

* বিভাব—আড়াঠেকা ।

উঠ উঠ মহারাজ, বারেক সম্ভাব কর ।
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর ॥
আমরা চির সঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাধিনী করি গেলে প্রাণেশ্বর ॥

অকুল দুখ-পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার ।
কি করিব কোথা যাব । কোথা গে প্রাণ জুড়াব,
আর কার মুখ চাব, হেরি সব অন্ধকার ॥

কেপয়া—চিষেতেভালা ।

প্রণয়-বারিধি-মাবে হুখ-নিধি যদি চাহ ।
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ ॥
একান্তে যে একে মজে, কতু না দ্বিতীয় ভজে,
পবিত্র হুখ-সরোজে, বিরাজে সে অহরহ ।
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ষটে সোহাগে, যাতনা সহে হঃসহ ॥

বেহাগড়া—বেমটা ।

ভাঙা মন জোড়া দিতে,
কার আছে আর গো ছুটে ।
বারমেসে আড়া-আড়ি,
এক নিমিষে যাবে টুটে ॥
এমি মোর গাছ-গাছড়া,
ডেলপড়া আর জাড়ি জাড়া,
সতীন হ'য়ে ভাতার ছাড়ি,
মারে বেটা মাথা কুটে ॥
এ অযুগ মোর ছুঁতে ছুঁতে,
জড়কো বোঁ যায় আপনি শুতে,
বাঁ'র-ফটকা পুরুষ যারা,
আঁচল-ধরা হ'য়ে উঠে ॥

খাখা—একতালা ।

সখি, প্রেম যে জেনেছে ।

পেয়েছে হুখ,ভুগেছে দুখ,সুখে রসাতলে গেছে ॥
প্রণয় পবিত্র নিধি, অমৃত পড়েছেন বিধি,
বিরহ-বিপত্তি যদি না থাকিত পাছে পাছে ॥
যতনে পায় রতনে, প্রেম জন্মে অযতনে,
কিন্তু যতনে এ ধনে, রাখে বা কার সাধ্য আছে ।
কীট জন্মে মধুর ফলে, মধুর প্রেমে যারা গলে,
অমি যেন তলে তলে,
বিচ্ছেদ কীট সঙ্গ নিয়েছে ॥

সাহান—খামার।

কৈলাস ভূরোপরি, হায় আজ একি হেরি।
বিরাজিত হর গৌরী, কি যুগলমাধুরী ॥

রজতে কনক-কান্তি মিলিল আমারি।
আখ অঙ্গে বিভূতি, আখে চুয়া কলুরী ॥
একাক্সে ডুজঙ্গণ, একাক্সে মনি-কাঞ্চন,
আখ বাহাঘরখানি, আখ কোম বদন;
আধতে জটাভূট, আখ শিরে কবরী;—
সার্কি নয়ন অঞ্জন, মরি কি আখি-রঞ্জন;
চুলু চুলু চুলিতেছে, আর সার্কি লোচন;
কপালে আখ শলী, অনল কোলে করি ॥

খামাজ—মধ্যমান।

ঘাতনা সহ না, (সহে না সহি),
আশার প্রবেশ আর অবোধ মন মানে না।
ভনেছি নিদাষে সখী, চাতকী নীরদমুখী,
নিমগ্ন নৌরদ নাকি, ওগো, তথাপি বারি বর্ষে না ॥
আমার সে নবধন, কভু তো নহে ভেমন,
লীতল-বারি-মিলন, তাতে, বঞ্চিত কভু করে না।
আজ সে জীবনকান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিভাস্ত,
বুঝি, এদেশে আর রহে না ॥

আলোয়—আড়াঠেকা।

ভাব সেই অভয় চরণ।
যাত্রাকালে নাম নিলে জয়ী ত্রিভুবন,
তরিতে এ দুখার্ণব, তরী সে পদপল্লব,
শব হ'য়ে করেন ভব, ছদয়ে ধারণ।
অম্বিকা-মন্দিরে চল, পূজ সে পদকমল,
অবস্ত্র হবে মঙ্গল, সফল মনন ॥

আলোয়—একতালা।

যা কর প্রাণমাধব, পাণ্ডব নিভাস্ত তব।
তোমা হ'তে বশোমান, বিজয় বিভব ॥
রণে জয় পরাজয়, মান-অপমান-ভয়,
কিছুই আমারি নয়, তোমারি সে সব ॥
বাড়িয়েছ উচ্চ করি, রাখতে রহিব হরি,
না রাখ মরিব মরি, জীপদ পল্লব।

কিস্ত পার্থ-পরান্ধবে, তোমারি কলক হবে,
কেবা আর ভবে তবে, নাম লবে তব ॥

গার-ভৈরবী—তিওট।

কোথায় রহিলে, হরি, এ সময়।
অতি কাতরে ডাকি সখা, সঙ্ঘটে দাও হে দেখা,
বিপদ-সাগরে তার দয়াময়।
কুরু-সমরানলে যাহারি কারণ,
প্রতিজ্ঞা ভুলে অস্ত্র করিলে ধারণ,
চক্রে ঢাকিলে তপন—
বাঁচাইলে—চক্রে ঢাকিয়ে তপন,—
করি অগ্রজ অপমান, অনুজা দিলে দান,
সেই অর্জুন হতমানে গত হয়।
কি কব অসম্ভব—অক্ষয় তুণ আজি শূন্য।
সামান্য ধনু তুল্য, গাণ্ডীব হ'লো ছিন্ন;
অস্ত্র অতি অবসন্ন—
আঁখ বুঝি—মৃত্যু আমার আসন্ন;
সে সব ব্রহ্মশর মনে নাই, কেবলি দেখতে পাই,
সজল জলদ-রূপ জগৎময় ॥

রামকেলি—একতালা।

আর এখন, কি মানে বিপিনে রব সহি।
গৃহ-সজ্জা পরিহারি, বাস-সজ্জা বনে করি,
যার লাগি জেগে মরি, সে লম্পট এলো কৈ ॥
বিহঙ্গ ললিত ধরে, কিশোরীর প্রাণ হরে,
হিমকর হীন-করে ঐ।
কপটে কপটা কালা, মজাইল কুলবালা,
ফুলমালা হুনো জ্বালা,
অবলা হায় কড়ই সহি ॥

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

তোমু তোমু তা না না না, ললনা একি ছলনা,
নুখের ঘামিনী হুবে যায়, প্রাণ রে।
ধস্ত ধস্ত, ধনি, ধস্ত এ মান করা,
সা'ধতে সা'ধতে হ'লেমু সারানিশি প্রাণে সারা,
ধর থর কলেবর, নিয়ত নয়নে ধারা;
প্রান্ত ক্রান্ত দেখে কান্ত তব, তাক্ তাক্ খেলাং ॥

মল্লার—টিমেতেতাল।

ঐ জলধরে ধরিব কেমনে ।

সচকল পবনে, সঞ্চরে গগনে ;

ধরি ধরি জ্ঞান করি, ধরিতে তাই পারিনে ॥

গিরিশিরে শিরে ছুটি, উঠি পড়ি সন্ধনে,

পসারিয়ে ছুটি বাহ তবু হুঁ তে পাইনে ।

ধরা নাহি দেয় সাধি, উপায় কি করি ?

এমন চাতুরী, করিবে কে জানে ॥

সদয় ভাবে উদয় হ'য়ে, নিদয় হ'লো কোন্ প্রাণে,

আশা দিয়ে দহিল হায়, নিরাশা দহনে ।

পাখা পাই তো উড়ে যাই নই, শরণ লই ঐ চরণে

সাধ করে দামিনী হ'য়ে, মিশি গে মেঘের সনে ॥

বসন্ত-বাহার—মধ্যমাম ।

চরিত্র হেমন্ত সাধি, কৃতান্ত সমান ।

নাহি পিকবর ; শশধর মলিন প্রভায় ;

এ অসময়, তবু হয়, অমদার প্রেমোদয়,

শিশিরে সিংহে তলু, অতলু হানিছে বাণ ।

দামিনী বাড়িছে তত, কামিনী অলিছে তত,

বিষম বিরহে প্রাণ দহে নিয়ত ;

অবলা সরলা বালার এ হাউসার গেল প্রাণ ॥

বসন্ত-বাহার—একতাল।

প্রাণে আর সহে না সাধি রে ।

বিরহ-বাসরে চিরকাল বাস রে—

দেখা দিবাহ-বাসরে বলবো কি রে ॥

সাধ ছিল, মনে রৈল,

সব ফুরালো আশা না পূরিল—

পিপাসায়, নিরাশায়, এ লশায় গেল প্রাণ,

দেখা প্রাণপতি হ'য়ে প্রাণ হ'য়ে ॥

বিজি—আড়াঠেকা ।

চিত্তা কি রাই প্রাণপ্রেরণি,

করুক সাধি আমি ।

জন্ম মরণ, বিবাহ, শক্তিপূলা কর তুমি ।

কলিঙ্গ আশাশক্তি, তব শুণে হব শক্তি,

কলিঙ্গ আশার জক্তি, তব হব ত্রজতুমি ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

মরি, যুগলরূপে ভুবন ভুলায়, নয়ন জুড়ায় ।

শ্রামের বামে কমলিনী,

যেন মেঘে সৌদামিনী প্রায় ।

দেখ গো কদম্বতলে, দাঁড়িয়েছে বামে হেলে,

বনমালা দোলে গলে, আহা কিবা শোভা তায় ॥

আলোরা—আড়াঠেকা ।

উমার কারণে প্রাণে, যে বাতনা নিশি দিনে ।

মা হতে বুকিতে চিতে, ছলিতে না দিতে এনে ॥

প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি,

কৈলাসে তাই যেতে সাধি,

রেখেছ তো বছরবাধি, প্রবেশি ছন্দ-বচনে ।

উমা ভাবে মা পাষাণি,

লোকেও কর পাষাণি রাণি,

আমি যে পাষাণ-অধিনী,

এ কাহিনী কেউ না জানে ॥

করা তব পাষাণ ব'লে,

অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে,

অমন্ মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে ।

কৈলাসে বাই বলে যেতে,

শিবের দোষ এসে শুনাতে,

“শরতে আসবেন পুরেতে” ব'লে ভুলাতে ;

(ভাল) আমি যেন অবোধ নারী,

বা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,

অনিতে গৃহে কুমারী,

তোমার কি সাধ হয় না মনে ॥

সরফরঙ্গী—জলদতাল।

ওহে গিরি । ত্বর করি,

আন গিরে প্রাণের পৌরী ।

না হেরে সে মুখ-শশী, ধৈর্য ধরিতে নারী ॥

কি ছার মিছার গেহে, রব কার মুখ চেয়ে

সবে গাত্র উমা মেয়ে, তাহে আমাতা ভিখারী ।

যরে আমার ললা নতন,

যার আমার বিজুতি জ্বল,

অবর বিহনে বসন, বাধায় হুয়েছে তলি;

তুমি তো পাষাণরাজ, লোকে মোরে দেয় লাগ,

বলে, “সবাসরে আবেদা তব না দিলে দেখরি ॥

বঙ্গল-বিভাঘ—আড়াঠেকা ।

হাগানিধি উমা আমার,

আমি মা একবার করি কোলে ।

তাপিত শ্রাণ জুড়াও মা আমার,

ক্রীমুখে ডেকে মা বলে ॥

অভাগী মেনকা আমি, অচল আমার স্বামী,

সবে মাত্র কত। তুমি, বৎসরান্তে দেখা দিলে ॥

কত লোকের কত কথা, শুনে পাই মরমে ব্যথা,

সত্যি করে বল মা কথা,

শিবের স্বপ্ন কেমন ছিলে ।

জামাই নাকি শাশানবাসী,

ভয় মন দিবা নিশি,

গৃহে তুমি উপবাসী, সন্ধ্যা ভান নয়ন-জলে ॥

বিভাঘ—আড়াঠেকা ।

ভরা কর গিরিবর, দিবাকরে কর মানা ।

তাহার উদয়ে আমার উমাশলী রহিবে না ॥

তুমি তো অচলপতি, উদয়াচলের প্রতি,

আজ্ঞা দেও যেন সম্প্রতি, দিনপাতিকে ছাড়ে না ॥

তোমার শেখরোপরি, জলধর আছে গিরি,

তার যদি রহে ঘেরি, তা হলেও পূরে বাসনা ।

আনি তো অবলা নারী, বল কি করিতে পারি,

কর বাহে রহে গৌরী—গৌরী গেলে বাঁচি না ॥

সিন্ধু ভৈরবী—টিমেতেতলা ।

কেন রে এমন হ'লি আজ নিমাই ধন ।

নদীয়া আধার করি, কোথা রে গমন ॥

কিশোর বয়স তোর, সাজে কি রে এ কঠোর,

কটিতে কোঁসীম ডোর একি অলঙ্কার—

সহে কি মায়ের প্রাণে রহে কি জীবন ॥

নদীর পুতুলি সম, বিহুগ্রিয়া বধু মম,

অকুলে কেমনে তারে দিবি বিসর্জন ।

হৃদয় বিদরে যেহে সে বিধু-বদন ॥

লোকলাজ ডেয়ারিয়ে, যেন পাগলিনী হ'য়ে,

রাজপথে লুটায় ঐ করিছে রোমন ।

বারেক রথের বোলে কর সহোদন ॥

ভুলিয়ে মায়েরি মায়া, ভুলিয়ে প্রাণেরি আরা,

রেখে যদি শূন্যকারা, হরিয়ে তেজ ।

সোনার গৌরব দিবা শূন্য সিকতন ॥

অভাগা জননী ডাকে, উত্তর না দিয়ে ডাকে,

হরি বলে, বাহ তুলে মুদিয়ে নয়ন ।

কেন রে চৈতন্ত-শূন্য চৈতন্ত-বতন ॥

বাউলের স্বর টিমেতেতলা ।

এসে ভবের হাটে, খোর সন্ধটে, মারা বাই ।

বেচা কেনা, হু চা'র আনা,

কিছুই আমার হ'লো নাই ॥

বোকা পেয়ে হুট বেনে,

জিনিশ দিলে সব ঠকানে,

আসল নকল নাহি চিনে,

ধোকার পড়ে ঠকলেম ভাই ।

বেচ'তে গেলেম হ'য়ে ব্যস্ত,

তাতেও আরো ক্ষতিগ্রস্ত,

অবশেষে শূন্যহস্ত—রেস্তা-হীন ঘুরে বেড়াই ॥

ছ বেটা গাঁইকাটা জুটে, যা ছিল তা নিলে লুটে,

পুঁজিপাটা নাইকো মোটে—

দেশে যাবার (ভবপাত্রে) যাবার সম্বল নাই ।

মনমোহনের মন বুকে না,

দেখে ঠেকেও তো শেখে না,

কুসঙ্গ তবু ছাড়ে না,

মায়ার বশে (স্ত্রী পুত্রের বশে) রয় সলাই ॥

বাউলের স্বর একতলা ।

হরি নামের সারি গেয়ে চল বেয়ে ।

শুনে, বোম্বটে বম পাগিয়ে যাবে—ভয় পেয়ে ।

রিপুর তুফানে কি ডর, পাকা মাঝি পীতাম্বর ;

পাণীর ভরা পায় করা তার পেসা নিরন্তর ।

যদি ভক্তি-পাঁড় ভাই টানতে পার,

তবে মুক্তিপুর বাই পার হয়ে ॥

গাঙে মাঝার ঘূর্ণিপাক,

ও তার ঘটায় খোর বিপাক,

লোভের বাঁকে কলুষ-কুমার থাকে লাখে লাখ ।

কিন্তু অভয় পড়ে ঝিকি মেরে,

মাঝি কাটিয়ে সে যায় পাশ দিয়ে ॥

নামের পাল তুলে হুখে, শান্তি-বাড়াসের মুখে,

মোহ-নব শারে বাব মনের কোঁড়কে ।

করে শঙ্কা, বাব ডকা মেরে,

ও সেই কালের মুখে ছাই দিয়ে ॥

হ'লো ভবের হাট করা, পায়ে বাধি কে তোরা,
বেলা পেল, সমুদ্রা হ'লো, আর ভবে তুরা ।
ও ভাই, এমন সুদিন আর পাবিনে,
ভবের নেয়ে ডাকছে দ্যাখ চেয়ে ॥

কোরা—রূপক ।

কালী করালবননা, রবিশশী-বিভূষণা,
করে নর-শির অসি, বোড়শী লোল-রসনা ।
হুধাপানে ঢল ঢল, অট হাসি খল খল,
বিনাশিতে নৈত্য দল, ভৈরবী দিগবসনা ॥

ভৈরবী—একতাল ।

দিনের দিন সবে লীন হোয়ে পরাধীন ।
অন্নভাবে লীর্ণ, চিত্ত-জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তরু ক্ষীর্ণ ॥

সে সাহস বীৰ্য নাহি আৰ্য্যভূমে,
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব সৰ্ব্ব ধৰ্ম হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগোঁববে ভ্রমে,
লজ্জা-বাহুযুখে লীন ।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
বাহুকর জাতি মগ্নে উড়াইল,—
কেমনে হইল কেহ না জামিল,
এমি কৈল দৃষ্টিহীন ।

তুল বীপ হ'তে পদ্মপাল এসে,
সার শস্ত গ্রাসে, বত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে ধোঁসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি করিল ।

তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,
হুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অন্ন বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দিন ॥

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুলরাজ,
কলের বসল বিনা কিসে রবে লাজ ।
ধর্মের কি লোক ভবে দিনহরের সাজ—বাকল,
টোনা, ডোর কপীন ।

হুতা জাঁতা পর্বাঙ্গ আসে তুল হ'তে,
হুতা জাঁতা কাটি, তাও আসে পোতে,
হুতা জাঁতা আশিতে, খেতে ভেতে, বেতে,
কিহতেই লোক নর বাধীন ॥

বিভাব—একতাল ।

নরবর নাগেশ্বর-শাসন কি ভয়কর ।
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর,—
করের দায় অজ জর জর ।
সিদ্ধ-বারি যথা শুভে দিনকর,
শোণিত শোষণ রূরে শত কর,
কর-নাহে নরনিকর কাতর,
রাজা নয় যেন বৈখানর ॥
ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জামিত এত কর হুধাকর,
কর বিনা রাজা করে না বিচার—ধর্মের নয়,
ধনে জরী নয় ।

বাড়ী-স্বর-আলো-শান্তি-জল-কর,
হলপথে আরো সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর,
শুভ বৈ গতি নাহি আরো ॥

গো-অব-শকট-কর বহতর—পদ্ম,
নয়, কারো নাহিক নিস্তার ।

নীচ কর্ণে খাটে, তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এমি রাজ্যেশ্বর ॥

আয়-কর শুনে গায় আসে জর,
অস্থিভেদী রথ্যাকর কি হুজর,
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর,—
কত আর কব মুনিবর ।

মাৎকতা-কর-হলে রাজ্যময়,
মদ্যের বিপণি নিত্য যুক্তি হয়,
সে গরলে দত্ত ভারত নিষ্ঠর,—
হাহাকার রব নিরন্তর ॥

কাকী-সিদ্ধ—বধাবান ।

শরদিলু-সরদি বয়াল,
ওরে প্রাণ, তাজ অভ্যমান ।
কমলিনী হ'য়ে তব কোমলতা কোথা রে প্রাণ ।
যদি থাকি অপরাধী, দণ্ড দেহ যথা বিধি—
হাদি-চূর্ণে রাখ বাঁধি, চাপানে যুকে পাখান

বিধিটাবান—বেহটা ।

আমার প্রাণবীধু সই মত্ত মত্ত
কল-করা-কল-কলের বধ-পানে ।

লোকের আশ্রয় ক'রে দুকাণ-কাটা
ফ্যান-চাটী কয় তাই শুনে ॥
খাঁটিশ্রম-মধু ফেলে, উড়ে বেড়ান,
ক্যা—ফুলে, কপট সৌরভে ভুলে ।
এই মর্দ-পোড়ায় জন্ম গেল,
ধর্ম ভেবে সই গ্রাণে ।
জ'রে কুচেফা-জরৈ, ফেরে, কুচেফা ক'রে,
হেরেণবিক্রম ধরে ।
ও তাই, শেষটা এখন, চেষ্টা মনে,
দেশটা ছেড়ে ঘাই বনে ॥

বাউলের হর ।

কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ আমিরা,
ইতিহাস ভোর চ'লছে কেমন ।
ছিল মা হুংগের রাজ্য, ধরা-পুজ্য,
আর্য্যধাম এই ভারত ভুবন ।
বাণিজ্য ধন ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য,
আশ্রয় সব ছিল তখন ॥
তার পরে জোর প্রভুত্ব, খোর দৌরাত্ম্য,
সত্য বটে ক'র্ত্তো ধ্বন ।
কিন্তু মা এমন ক'রে, অম্মের তরে,
কাঁ'নতো না লোক এখন যেমন ॥
সে নারী ঠেকতো তারা, ধনী যারা,
আমীর ওমরা জমীদারগণ ।
যারা মা সাধারণ লোক, পেতেনা শোক,
হুখে কাটতো তাদের জীবন ॥
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ—চিত্তাশূন্ত—
ধাত্ত-পূর্ণ ধাঁজো ভবন ।
কে কখন রাজত্ব পায়, তাদের কি দায়,—
হ'লেই হ'লো উন্নয় পূরণ ॥
ক'র্ত্তো যে লড়াই বকুড়া, রাজা রাজড়া,
রাজ্য নিয়ে হিন্দু ধ্বন ।
না হ'লে কমল নষ্ট, চাবের কষ্ট,
তাদের তাতে দায় কি এমন ॥
আজো মা উকীল মোজার, জজ ব্যারিষ্টার,
আইন কানুন রহস্য শরন ।
ছিল না ছিল চাষুরী, কৃষাচুরি,
পান্থ বি কোল্লি এমন ॥

প্রবীণ লোক গাঁয়ে গাঁয়ে, পঞ্চাং হয়ে,
বিচার-দণ্ড ক'র্ত্তো ধারণ ।
নিখর্য্যায় স্বরে ব'সে অনায়াসে,
মিহঁতো বিবাহ মনের মতন ॥
এখন এই পোড়া দেশে, কপাল-দোষে,
হ'য়েছে সব উল্টো ঘটন ।
ছারপোকায় বিধ্বন মতন, নিত্যা নুতন,
আইনে দেশ হয় জালাতন ॥
জেলাতে রন মাজিস্টার, ইন্সপেক্টর,
পুলিশের চর সাক্ষাৎ শমন ।
জোরে কেউ হাইটী ভুলে, গানটা ধুলে,
গোলটা পিটলেও করে বন্ধন ॥
পেনালকোড কথায় কথায়, বেত লাগায় গায়,
যানি টানায় গরুর মতন ।
বংশ মান দায় মা যেমন, জন্মের মতন,
দাগ চড়ে তার—হয় না মোচন ॥
দেওয়ানি বিচার বিক্রী—পেতে ডিক্রী,
খরচাতেই ধায় সর্ব্বস্ব ধন ।
আবার তায় ব্রাক্স আমলা, বাধলে মামলা,
সামুলানো ভার জিতে আপন ॥
তাই বলি সোণার দেশে, শাসন দোষে,
ধনে মানে প্রজার মরণ ।
একে তো রোগে জরা—ট্যাঙ্গে মরা—
মামলায় সারা, সারা জীবন ॥
দেশে নাই লাঠালাঠি, কাটাকাটি,
চোর ডাকাতি আগের মতন ।
শাসক জাত করেন গর্ক, “ঠোরা সত্য,”
তবু পর্ক কেন এমন ॥
কল্‌তে মা শকা করে, পাছে ধ'রে,
জেলে গোরে চোরের মতন ।
কিন্তু মা তোরে জিন্ন, কারে অস্ত্র,
বলবো মোদের হিদের বেদন ॥
দিলী লুট গেছে উঠে, সত্য বটে,
তার বদলে ইংলিস ফাসন ।
অসাড়ে জোঁকের মতন, রক্ত শোষণ,
বিশিতি লুট চ'লছে এখন ।
দিলী লুট চলতো বধন, কুসুমো তখন,
বড় জোড় তার বাছা কখন ॥

বিলিভি আলের কাঁটি, কাঙলা পুঁটি,
 সব বাঁধে, নাই কারোর মোচন ॥
 প্রধান লুট লম্বকা কলে, ধারে বলে,
 “হোম-বার্জ” আর “কন্সটিটিউশন” ।
 তা ছাড়া বোজন-বোড়া, লম্বা তোড়া,
 সাহেব পাড়ার পেন্সন বেতন ॥
 ম্যাক্কেষ্টার ধ’লে আবার, কাপড় সূতার,
 ডিউটি অগ্নি হয় রেমিশন ।
 তাদের পেট পুরিয়ে তখন, দেখছি এখন,
 আর-করের দায় মোদের মরণ ॥
 হুঃখী লোক নীল দাননে, জোর বাঁধনে ।
 ষোর রোদনে কাঁটছে জীবন ।
 খাটছে মা চার বাগানে, আকুল প্রাণে,
 কুলিগণে দাসের মতন ॥
 ফুরসৎ নাই হাঁক ছাড়তে, স্বামি মুহুর্তে,
 প্যায়দা ফেরে পেছন পেছন ।
 আ মরি ষড়ি ষড়ি, মাতে ছড়ি,
 গরু তাড়ায় রাখাল যেমন ॥
 পাঁচ টাকা মাসমাইনা, তাও পায় না,
 জরিমানায় অর্দ্ধ হরণ ।
 রোজের যে কাজ নিশানা, অহুর বিনা,
 কেউ পারে না মানসে তেমন ॥
 বলতে গা শিউরে উঠে, বর্ষ ছুটে,
 পড়ির সামনেই পত্নী-হরণ ।
 করে এই ভীষণ কাণ্ড, তবু বণ্ড,
 পায় না দণ্ড, পাপের মতন ॥
 হাকিম তার ক্রেণ্ড ডিয়ার—হোয়াটফিয়ার,
 ডোস্টো কেম্বার ড্যাম নিগারগণ ।
 স্বজাতি-পক্ষপাতী, বিচারপতি,
 পক্ষপাত প্রীতি অন্ধ-মন ॥

ডিসিসন আগেই প্রার্থ্য—কলসো চার্জ—
 ডিসচার্জ এই ডিয়ার বুলজন ।
 বাদিনীর সব তিরিবি—বুঝা হুবি—
 উঠে তাই তার বেড়ি খাটান ॥
 ধ’লো, রক্ত-স্রাবির চোটে, রক্ত উঠে,
 কানো কানো মরে যায়ন ।
 কানো কানো লুট, চুকায় ল্যাঠা,
 লুট লুট লুট লুট লুট ॥

আবার মা কথার কথার, ছুতোর লতায়,
 গুলি চালায় বধন তখন ।
 নেটিভকে পণ্ড জ্ঞানে, টি গার টানে,
 ভিলেক প্রাণে হয় না বেদন ॥
 বিচারে বহরাস্ত, অধ-ডিম,
 দণ্ড পেয়ে হস্ত-বধন ।
 খুনের প্রফ ধুনে ফেলে, জুরির কলে,
 ম্যাক্সিমডেন্ট হয় নিরুপণ ॥
 নয় তো হয় সাফাই আরি, টেম্পোরারি,
 ইন্স্যানিটির কোকে তখন ।
 ছিল সে ইন্সেন্সিবল, রেসপন্সিবল,
 আইনমতে নয় তো সে জন ॥
 অপূর্ব এই বিচারে, জামাই-আদরে,
 করে তারে বরে প্রেরণ ।
 সরকারী খরচায় রক্ত, সেবক সঙ্গে,
 দেশে যায় সে রাজার মতন ॥
 দিন কতক ম্যাড হাউসে, রেখে শেষে,
 ছেড়ে দেয় তার দিয়ে পেন্সন ।
 এইরূপে ক্রৌশ্যান-ধর্ম, বিচার-ধর্ম,
 দয়ার কর্ম, হয় সমাপন ॥
 এক-চ’কো এমন কার্য, অনিবার্য,
 রাজ্যময় মা নিত্য ঘটন ।
 আর যে মা হয় না সহ, রয় না ধৈর্য,
 যে কর্ণা হ’চে শাসন ॥
 পক্ষপাত প্রবরদান্তি, লজ্জা নাশ্ত,
 মত্ত হস্তীর মতন ধরণ ।
 মানীর মান খামখেয়ালে, পায়ে দলে,
 ধরা দেখে সরার মতন ॥
 এমন যে অসামান্য, দয়াপূর্ণ,
 তোর আটম সালের বোষণ ।
 জনকত বণ্ডা মিলে, ধ’ণ্ডে মিলে,
 স্বজাত-স্বার্থ ক’র্তে সাধন ॥
 ভেবো না এই সব কীর্তি, কর্ছে নিতি,
 ছুটলে দলের বিটলে কজন ।
 দেখতে পাই, তারাই কানাই; তারাই কানাই,
 তারাই গোটে চরায় পোখন ॥
 দয়া জের প্রধান রাহেব, কর্তা সাহেব,
 কে দেখে পায় উত্তর বধন ॥

কঁবল মা রিপণ ছাড়া, তাঁদের সাড়া,
কখনই মা পাইনি ডেমন ॥
তাই বলি, রাষ্ট্রের মাথা হ'য়ে হেথা,
আসেন ষায়া ক'র্ত্তে পালন ।
কৈতে মা তাঁদের কথা, পাই গো ব্যথা,
মুণ্ড মাথা ধেরুপ সাশন ॥
কেবল মা স্বার্থপোরা, হুখের পায়রা,
সখের ঈশ্বরী তাঁদের জীবন ।
ক'লকাতার নামে তাক্ত, পাহাড়-ভক্ত,
প্রজার হুখ আর দেখ্‌বেন কখন ॥
একটু যেই গর্শ্বী হুটে, অগ্নি ছুটে,
সবাই জুটে সিমলে গমন ।
সঙ্গে লোক হাজার হাজার, উর্ধ্ব বাজার,
ব্যাপার যেন বাদশার মতন ॥
প্রজাদের রক্ত শুয়ে, রক্ত রসে,
ঘোর বিলাসে তথায় মগন ।
এদিকে নে কর, নে কর, রব ভয়ঙ্কর,
কন নিরস্তর, কলেস্তরগণ ॥
অষ্ট মাস কৃষ্ণ-লীলায় রসের খেলায়,
সিমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন ।
সঙ্গে সব বিড়লাকী, ধবল-মুখী,
রাস-লীলায় মন করেন হরণ ॥
অপূর্ব কুঞ্জকানন, বিহার ভবন,
মর্ত্যে যেন ইন্দ্র ভবন ।
বঁধুয়া বধু সনে মধু পানে,
নিধুবনে, মধুর মিলন ॥
হস' রেস, ক্রিকেট খেলা, দিনের বেলা,
নাট মন্দিরে নিশি ঘাপন ।
হুঁড়ে এই রং তামাসা, আর কোয়াসা,
উঠতে পার না মোদের রোমন ॥
উঠলেই বা কি ছাই হবে, কে তা শুনবে,
শোন্‌বারি বা ফুরসৎ কখন ।
যদিই বা পান ফুরসৎ, সকল হজরৎ,
রুস-কেরামত পেখেন ষপন ॥
রুস যেন ক'রে হো'র্শৎ, লোক জমায়ৎ,
হিমাযত পার আসছে তখন ।
এই ভাবে সোর সরাবৎ, জোর জরাবৎ,
হয় তরবিৎ, কোঁজের চালন ॥

যদিই এই মহা-প্রস্থান, সিংহলা-পরান,
সঙ্গে সৈনিক-আফিসারগণ ।
তদিন মা, রুসের জন্তে, তাঁরা হ'য়ে,
হাইড্রোফোবির রোগীর মতন ॥
সেই যোগে উঠে বৈকে, থেকে থেকে,
আফগানিস্থান হয় আক্রমণ ।
বৈজ্ঞানিক সীমানার তান, কান্দাহার চান,
হিরাট পক্ষেও বিরাট মনন ॥
তারা নয় জোর-কাডালী, ক্ষীণ বাডালী,
নীচ উমিচাঁদ কুতার মতন ।
তারা সব বীরের বাচ্ছা, স্বাধীন সাঁচ্চা,
হয় না তথায় দস্ত ফুটন ॥
কিন্তু মা সেই হিড়িকে, লাখে লাখে,
ধনে প্রাণে প্রজার পতন ।
সে কথা ভাববে বা কে, ওদিকে যে,
রিওয়ার্ড আর পান প্রোমোশন ॥
মাগো আর কত ব'লবো, কোন মিক্‌ থর্কো,
যেটা তুলবো সেইটাই ভীষণ ।
বণিকৃৎসল লেগিয়ে মিলে, বর্খা নিলে,
খর্চা জোগায় অভাগাগণ ॥
ধর্ম নাই বুকলেম ধরায়, নৈলে কি হার,
ভক্তের মর্ম পোড়ায় এমন ।
আমরা মা শাস্ত শিষ্ট, অঙ্গে তুষ্ট,
অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন ॥
যারা মা দ্রোহী হুষ্ট, ঘোর অশিষ্ট,
স্পষ্ট দেখায় রুষ্ট বদন ।
ক'র্ত্তে তায় অসন্তুষ্ট, দিতে কষ্ট,
সাহস পায় না শাসকের মন ॥
তোরে মা ভোগা দিয়ে, স্তনায় গিয়ে,
রেলওয়ে আর শান্তি-স্থাপন ।
বিদ্যালয়, কল কারখানা, ব্যবসা নানা,
তাইতে ভারত স্বর্গের মতন ॥
ভারতের খুব উন্নতি, এই ভারতী,
নিতি নিতি করায় অবন ।
কিন্তু সেই কল কারখানার, কে মালিকদার,
তাই কেদ মা কর না মরণ ॥
পদ্মপাল বেত পুরবে, হেথায় এসে
এসে দেশের সকল সার ধন ।

প'ড়ে রয় যে খোসা ভূমি, আগড়া বাসি,
তাই খেয়ে রয় যোনের জীবন ॥
হয় কি নয় সত্য কথা, এসে হেথা,
একবার কর মা নিজের দর্শন।
নয় তো কেউ তোর বিধাসী, দেখুক আসি,
গুপ্তভাবে ক'রে ভ্রমণ ॥
কমিশন বসাসনে মা, তায় কাঁপে গা,
লোক ভুলাবার কাদ কমিশন।
আমরা তোর হুখী সন্তান, কর পরিত্রাণ,
অভয় দে মা ধরি চরণ ॥

সিন্দু—ধেমুটা।

এই, ডাংডেঙিয়ে চলে যায়,
তোর মনমোহন—রাজার মতন।

বুড়ি, রাঁড়ী হয়ে থাকুবি পড়ে,
বুঝবি তখন স্বামী কি ধন।
যদি, বৌ বেটা সব করে তক্তি,
সেবে তোরে ধ'রে নিক্তি;
খেতে দেয় রোজ বাদামতক্তি,
তবু তায় যাবে না রোমন—
(পালটা) ওরে জানিস্ যে এ শিবের উক্তি,
ঘুচবে না তায় মনের বেগন।
তখন, তোর নামে সন্তান হবে—
কত পুত্র, পুত্রাণ তুলা দিবে,
ধন্তি মেয়ে লোকে কবে,
তবু ক'র্ত্তে হবে রোমন—
(পালটা) তোরে, রত্নগর্ভা সবাই কবে,
তবু বুঝবে হুটা নয়ন ॥

আনন্দচন্দ্র দ্বিত্য।

বিজয়পুর জেলার অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি একজন সুলেখক। ইহার কবিত্বশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে পরিচালিত হয়। ইহার রচিত 'ভারতবর্ষাশান নামক আমি রে বিধবা বালা' গীতটী সর্বজন-পরিচিত। ইহার রচিত অনেক গানে 'পথিক' ভণিতা আছে।

স্বক-খিরিট—পোতা।

ভারত-প্রাশান-নামে, আমি রে বিধবা বালা।
খিবে মুরতি ক'রে বিধি আমার পাঠাইলা।
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মুরতি;
তথাপি যুবতী হ'রে পেতে অন্ন নাই হ'বেলা ॥
বিবাহ কি তাও জানিলে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক হৃথের খেলা,
প্রীতা মাতা নিদ্রা হ'রে পুত্রের হাতে সঁপে দিলে,
হিড়ে দিলে কোমল কলি,
কষ্টকে গাঁথিল মালা ॥
না বুঝিলে ভালবাসা, নাহি হুথ নাহি আশা,
ক'রে ক'রে হৃদয়, কে বুঝিবে মর্ম্মমালা।
পথিক বলে দেশান্তরে, গেল ভারত হারিয়ে,রে,
পাশিষ্ট আরউখালী, পায়শ হ'বে না রেখিলা ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারতভ্রমণ,
একবার এসে হুখিনীয়ে কর দর্শন।
সুখম্য কুহুম্বন, দাবানলে লহে বেল,
নিষ্ঠুর খাপন পদে করিছে দলন ॥
কোথা রাম রত্নমণি বীরত্ব-বীরত্বখনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন।
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন ॥
অজানতা-অবকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে;
জনমীর এ বাতসা, কেউ বেখেতে সোঁপে না,
পথিক বলে সবে বোহ-দিল্লার মন ॥

বিভাষ—রাঁপতাল ।

উঠ উঠ উঠ সব, তারত-সন্তানগণ ।
থেকো না থেকো না আর,
মোহ-নিদ্রায় অচেতন ॥
পোহাইল হৃৎ-লিপি, হৃৎ-স্বৰ্ঘ্য ঐ রে,
পথিক বলে হাসিতেছে,
দেখ রে মেলে মেরন ।

ধোরতর অঙ্ককার, পাণ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল, আর হৃৎ-রবে না;
জানালোক প্রকাশিল রূপবন বহিল,
তারত-কাননে ডাকে, আশা-বিহঙ্গিনীগণ ॥
হৃৎপ্রভাতে শুভকর্ষণে, চল সব সন্মানে,
আলস্ত-ঔদাস্ত বশে আর কেহ থেকো না;
এমের পতাকা তুলি বিভূষণ অরি রে,
ভাসাও জীবন-ডরী কর সীত্র আরোজন ॥

বিস্মৃতি ধাংসজ—চুংরি ।

কত প্রিয়তম, কে ব্রিজে পারে,
হৃৎ-জন্মভূমি, জননীসম রে ।
ভ্রামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
প্রীতিপূর্ণিত রূপ অশ্রুপম রে ।
কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে,
হেরি ঐ মুরতি, হৃদয়কলসে ।
জনক জননী, হৃৎ-স্পর্শরশি,
বিরাজিত বে হৃৎ-রসাকরে ॥
কিবা সেহমাধা, যত বালাসখা,
ছিল পুণ্ডিত যে বনে ধরে ধরে ।
প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী,
হলো বিকশিত বেই হৃৎ-সরে ॥
সে হৃৎ-সরসে পরিমল-আশে,
তুণ্ডিত মাল-মণ্ডাল বিহরে ।
সেই পুণ্য দেশে, ফল-ফুলে হাসে,
কল-কালন এ অবনীমাকারে ।
সে দেশেই তরে, হৃদয়ন করে,
হেরি ভগদশা জ্ঞান বিহরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি ।
স্বভাব সুন্দর এতি, নব রসে রসবতী,
শত কোটি চন্দ্র বিনি প্রভাময় মুখখানি ॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে হুশোভনী ॥
বিবাহে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বঁসে,
নয়ন জলে ধাও তেজে, কোন্ হৃৎখে বিনোদিনী ।
ছাড় ঐ জীর্ণ বানী, ত্বরা লব মালা আসি,
আমি যাহা ভাল বাসি, সাজ রথ-বিনাসিনী ॥
পথিক বলে মত্তভাষা, হায় তোমার এ হৃদশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি ॥

বিকট—আড়া ।

তারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ।
দেখে বিভাষ-মুরতি হৃদয়নে অক্ষ করে ॥
রূপে গুণে অতুলনা, যত তারতললনা,
দলিত কুহুমসম অনাদরে অভ্যাচারে ।
যে দেশে সাবিত্রী জন, সীতা দময়ন্তী,
ধনা, জন্মেছিল, সেই দেশ ঢেকছে কি অঙ্ককারে ॥
তারতযুবকগণ, কর কর নয়নন,
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে হৃৎসাগরে ॥
গৃহলক্ষ্মীরূপা যারা, মৃতপ্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ,
তারতের ঘরে ঘরে ।
অবলার যত বিনা, তারতের এ বাড়না,
ঘুচিবে না ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে ॥

ধাংসজ—আড়া ।

চেরে দেখ দেখ ওহে তারত-সন্তানগণ ।
জননী জনমভূমি চির বিবাহে যগন ॥
হারাইয়া রত্নাসন, অরুণ করে ভ্রমণ;
অনাদরে অভ্যাচারে, নীরবে করে রোদন ।
অজ্ঞানতা অদীনতা, পাপ জাপ দরিদ্রতা;
শত শত চিতানলে তারতে করে দাহন ॥
না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনজপে,
কনকপুতলীসর, তারতরসীগণ ।

শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি,
(সেই) অসহায়, অভাগিনী,
হেরিতে বিদরে প্রাণ ॥
কিন্তু হার বত দিন, অবলা রহিবে হীন,
রবে চির অন্তঃগত, ভারত সুখতপন ॥

বিখিট—একতাল।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল ।
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল
কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাভণ্যের রাশি ;
উঠিল তপন মূহু হাসি হাসি,
উল্লাসে পবন বহিল ।
ভারতজননী চির বিবাদিনী,
পুত্র কন্তা লয়ে বসিলা আপনি ;
বহু দিন পরে দেখে রে দেখে রে,
আহা কিবা শোভা হইল ॥
ঐ দেখে চেয়ে গত কথা স্মরি,
বহিছে নয়নে বিবাদের বারি ;
ঐ দেখে আশা, ঐ দেখে প্রীতি
বদনেতে পুনঃ ভাঙিল ।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে,
ভুলিব কি প্রাণ বত দিন রবে,
শুভদিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই,
জীবন সঞ্চার হইল ।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন,
এস তবে ভাই, করি প্রাণপণ,
জয় বিভূ জয় গাও রে সকলে,
ভারতের হুঃখ ঘুচিল ॥

বিখিট—চুংরি ।

আজি এ আনন্দ-দিনে মিলে সকলে ।
করি যে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় ধুলে ॥
বদলে যতক নারী অজ্ঞান আধারে,
পানবন্ধ-পানী প্রায় ছিল এককাল ;
চেয়ে দেখে তবে ভরা গেয়ে হৃৎসমর,
চলেছে উল্লসিত পথে মনকুতুবে ॥

আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উল্লাসীম ভাবে সবে থাকিব ঘুমায়ে ;
যার বতর্হু বল আছে দেহ মনে,
প্রাণনিব তাহাদের সহায়তা তরে ।
হুর্কল বলে যোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায় ॥

মনোর—আড়াঠেকা ।

সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে ।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরভ্রমে,
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, চূর্ণালয়ে দগ্ধ করে ॥
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূত্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব স্বরে স্বরে ;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি মেহ নাই,
সঁপিয়াছে হুঃখিনীয়ে, জন্মভূমি জননীয়ে ।
এই দস্ত-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রাণ,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ॥
কেহ চির পরবাসে, হুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবমৃত, অনাদরে অত্যাচারে ।
পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
হুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাগারে ।
জনহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছায়েধারে,
পানিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখেও তা দেখেনা রে ॥

বারে—চুংরি ।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ ।
এক দৈত্যাকুর নরশন ॥
পিসল নয়ন দুটি খন দত্ত বটমাটি ।
অগ্নিছে উদর-মাঝে ঘোর হত্যাশন ॥
লোল জিহ্বা তুর মেহ, কারো প্রতি নাহি মেহ,
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ ।
সতীর সতীত্ব নাশে, যা হ'রে শিকরে প্রাণে ;
নাহি রুচি নাহি ভুতি, এমনি হুর্কল ॥
কড়ু ধরি উগ্র বেশ, হুড়িকে লগিছে বেশ ;
লক্ষ লক্ষ নারী মরে করিছে চরক ॥
দারিদ্রের অত্যাচারে, গেল দেশ ছায়েধারে ;
লক্ষ্মীর জগৎ লো, রবে হত্যাশন ॥

ভারতের নরনারী, আলস্ত সকলে ছাড়ি;
অহুরের অত্যাচার কর নিবারণ ।
ছিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ;
চিরহুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন ।
বার গৃহে হাহাকার, গৃহ-হুঃখ কোথা তার,
গৃহ-হুঃখ-লালসায় দেহ বিসর্জন ॥
সাহস সামর্থ্য আর, অধিক বলে কর সার;
অবিভবোন্মন প্রাণ কর সমর্পণ ॥

ভৈরবী—আড়া ।

যেওনা যেওনা সতি, বারে বারে করি মান ।
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিব, ভাসাইও না ।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাছি লয় এ হৃদয়ে,
জরে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ হুচনা ।
ভাই বন্ধু মাতা পিতেকেউ নাই আর এ জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না ॥
সতীমত্তে ব্রহ্মচারী (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীখ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা,
কি খাশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীপতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না ।

বলন্ত বাহার—ভেতাল ।

ধজ ধজ শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান;
কোটা কোটা নারীনের করিছে অভিবাধন ।
রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হ'য়ে,
জীবের হুঃখ নিবারিতে করিবে সাধন ।
দয়াক্রমে অবতীর্ণ তুমি হে হুজন,
ধরার হুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্মবিসর্জন ।
ধেমের প্রাণনে তুমি, ভাসাইলে আর্ধ্যভূমি,
আহিংসা পরম ধর্ম করিলে প্রচার,
পার্থল্যাশে খুলে দিলে স্বর্গের দ্বার,—
সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাপাইল ত্রিভুবন ।

সাহালা বাহার—৭৭ ।

সমি আমি কবিত্তর তব চরণ কমলে ।
যরিতে তোমার দ্বার অকৃত্রিম প্রেম উৎসলে ॥
আর্ধ্যবৈদ্য শিরসমণি, তুমি শক্ত রত্নমণি;
লগত মোহিত কিবা পদচ্যুতি প্রকাশিলে ।

সুভক্ষণে কবি গুরু রোপিলে যে কল্পডঙ্ক ।
ভরিল ভারত হার তার কত ফুল কলে ॥
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্তিবাস,
সেই গুপ্তে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে ।
পুণ্ডর্য ভাণ্ডার সম, তবচিত্ত অনূপম,
অপূর্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাভূলে ॥
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিনী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে ।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারতভূমি,
জয় বাগ্মীকির জয়, জয় সীতারাম বলে ॥

ত্রিবিট—একতাল ।

আহা রে একি হ'ল রে আমার,
এই ছিল কপালে ।

যত আশা করেছিলেম, সকল গেল বিফলে,
রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমহুঃখিনী,
তোমের মুখ চেয়ে লক্ষণ, সকল হুঃখ আছি ভূলে,
বাঞ্ছিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জন দিলে ॥
ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যাবার কালে ।
জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাখব স্বামী,
এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে ॥
ওরে লক্ষণ, ধরি হাতে, ল'রে আমার রত্ননাথে,
হুঃখে থেকে অযোধ্যাতে
(কত) ভেব না জামকী বলে ॥

পাহাড়ী—আড়া ।

ওরে নিকারূপ বিধি, এই কি করিলি রে ।
দয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে ।
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে ।
জীবনের হুঃখভারা আঁধারে ঢাকিলি রে ।
অকারণে পাণ-রঞ্জে বধিলি হৃৎখিনীধনে,
হাতে ধরে হৃৎখিনীকে সাগরে ভাসালি রে ।
কোথা পিতৃ-হৃৎধর, কোথা কৃক বিষময়,
অভাবিনীত প্রাণি রুহি বিমুখ সকলি রে ॥

শিল্প বাহার—৭৭ ।

সল চল প্রাণেশ্বর সময়ে করি প্রস্থান,
একাকী ঘাইবে বল বঁধো না হুঁখিনীর প্রাণ ।
একাকী সময়ে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে,
তা হ'লে যে হবে নাথ, পৃথিবীর অপমান ॥
‘বহ শুল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান ।
যদ্যপে শত্রু বত, যবনে করিব হত,
মরিলেও নিত্যধামে তব পদে পাব স্থান ॥

বেহাগ—একতালা ।

গাও রে আনন্দ সবে “জয় ব্রহ্ম জয়” ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হা’রে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা “জয় ব্রহ্ম জয়” ।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগৎ-কারণ,
জ্ঞানময় বিধাধার বিশ্বপতি-জয় ।
অচ্যুত-আনন্দধাম, প্রেমসিদ্ধ প্রাণায়াম,
জয় শিব সিদ্ধিলাভ মঙ্গল-আলয় ॥
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তি-ধামে,
‘ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্’ কি ভয় কি ভয় ।
এ প্রভু-দিনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ,
অধম সন্তানে নাথ দেহ পলাপ্রয় ॥

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান ।
শুভ আলীকাঁদ নাথ কর বরবণ ॥
তব কৃপা সরোবরে, ফুটিয়াছে একস্তরে,
মুগল কুম্ভকলি, অতি সুশোভন ;
প্রেম হস্তে লহ তুলে, সে দুটি হৃদয় ফুলে,
গাঁথি পৌঁছে এক হৃদে রাখ চিরদিন ।
‘বাহিনী হৃদয় বেন, এ দুটি হৃদয় মন,
বাঁধি লক্ষ-পদপাশে, করে আকর্ষণ ;
উভাপ-আলোক প্রায়, জীবনমতে মিশে যায়,
সাক্ষি হইয়া কবি করে আত্মসমর্পণ ।
‘হৃদয় হস্তে লহ তুলে, চুই হস্ত এক হবে,
‘হৃদয় হস্তে লহ তুলে, এক পথে প্রবাহিবে ;
‘হৃদয় হস্তে লহ তুলে, সম হয়ে, ওড়প্রোড,
‘হৃদয় হস্তে লহ তুলে, হইবে মঙ্গল ॥

বারোহা—চুঁরি ।

সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁ’রে—গায় যারে নিখিল ভুবন ।
বিহঙ্গ কাকলি ক’রে, বার নাম সুখা করে,
মোহিত গগন গিরি, সুখাংস্ত ওপন ।
ছাড়ি মোহকোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন ।
সেই পূর্ণ প্রাণেবরে, জগৎ ভজনা-করে,
প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন ।
হৃদয় মন্দির মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ’য়ে কর তাঁর গুণাহুর্কীর্জন ।
ভাই ভগ্নী সবে মিলে, গাওরে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রূপে, হও রে মঙ্গল ॥

সাহান বাহার—৭৭ ।

যে হৃথে করে’ছে সুখা ভুলিবে কি এ জীবনে,
তোমার ভালবাসা ভেবে ধরা বহে হৃ’নয়নে ।
হৃদয় সংসার নাথ, সাজিয়েছ কত মত্ত ;
আনন্দের উপায়ে কি দিব তুলনা নাথ ;
উখলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে ।
আশার আলোকসম, আজি শিশু অহুপম,
আহা কিবা শোভিছে এ আনন্দ-নিকেতনে ।
সরল মধুর অতি, শশিকলাসম স্যোতি,
তব আলীকাঁদে নাথ, বাড়়ে বেন দিনে দিনে ।
কর আলীকাঁদ পিতঃ, করি তোমার প্রসিপাত,
হৃথে হৃথে কভু নাথ, তোমাকে বেন ভুলিনে ॥

বিবিট—রাঁপতাল ।

এমন হৃদয় ক’রে, কেন তরে নিরমিল ;
কেন ভালবাসি তোর গুণে শিশু বল বল ॥
হুটত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত ;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো
শিশু রে তোর কচি মুখে,
তোমার ঐ সসল চোকে,
এমন অগের সুখা বলবল কে ঢালিল ।
আখ আখ কথা কও, প্রাণ মন কেঁতে দগত ;
এ হৃদয় সেবতাবা কে তোমার শিখাইল ॥

এমন কৌশল করে, ভূলা'তে পাবাণ-নরে,
তোমার জীবনে কে রে, স্বর্ণ মর্ত্য মিশাইল ।
ধন্ত ধন্ত ধন্ত তিন, ধন্ত জগত্তজননী,
স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল ॥

বিভাষ—একতাল।

আয় রে তাই সবে, মিলে সবাধবে,
আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,
আজি শুভদিনে হৃথের মিলনে,
(ও তাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন ।
এই শুভদিনে এমন সময়ে,
এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,
পিতা মাতা দৌহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে
এমন সময়ে এ মুখ নিরিপি,
আত্মীয় বান্ধব হ'য়েছিলেন হৃথী,
কত যে আনন্দ ভেবে দেখে দেখি হয় রে,
ও তাই সেই শুভদিন করিয়ে স্মরণ ॥
জীবনের পথে আমরা সকলে,
চলিয়াছি তাই বড় কুতূহলে,
দাঁর অবাচিত করুণার বলে, তাই রে ;
সবে মিলে আজি কর আলীকাদ,
এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,
প্রিয়কর্য তাঁর, করি অনিবার, তাই রে ;
(ও তাই) করি যেন তাঁ'তে আত্মসমর্পণ ॥

ফিফটি—আড়াঠেক।

এক অপরাধ হেরি হৈমসিঁরি-কলেবরে,
মোহিত ললন মন বচন নাহিক সরে ।

অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অমূগম,
অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে ।
শিরে শোভে জটাতার, তাহে কিরণ বিস্তার,
শায়দ চন্দ্রিমা যেন যোগীশ্বরের শিরোপরে ।
কটিভটে মেঘবাস, বিজলীয় পরকাশ,
যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীর অঙ্কে শোভা করে ।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কেবা স্নেহ,
ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে ।
মানব-সন্তানগণ করিভেছে বিচরণ,
জনকের বন্ধে যেন শিশুগণ ক্রৌড়া করে ।
বল বল গিরিবর, ভাব কা'রে নিরন্তর,
কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ধরে ॥

বাউলের হর—খেমটা।

আচ্ছা এক রত্নভূমি এ সংসারে ।
ইহাতে দেখিচি যত চমৎকার ।
আজ রান্ধা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আক্সি উৎসব রত্ন, পরে হাছাকার ॥
আবার এই কান্দী এই হাসি,
লোকের তবু এত অহঙ্কার ।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর,
থাকবে না লগু হুই পর,
যত গীত বাণ্য রং তামাসা, হৃথের আড়ম্বর ।
যখন সময় হ'বে সব ফুরা'বে
তখন দেখবে কেবল অন্ধকার ।
পথিক কর শোন রে আমার মন,
পেরেছিস ভাল আরোজন,
এখন সাবধানে খেল, খেলা করিয়ে যতন ।
নৈলে পটকেপণ হইলে পরে,
পাবে অহুযোগ আর তিরস্কার ॥

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৮৫৮ সালে ভবানীপুরনিবাসী জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক দাঁড়াকবির মনের দৃষ্টি করেন।
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই লেখক রচিত রচনা করিতেছেন । ইহার কবিতাবলি বিশেষ প্রাণসম্মীলিত
গদ্যভাষি বচন—কবিতাবলি । ইহার দৃষ্টি দ্বারা লিখিত লম্বা দৃষ্টিভঙ্গি । যোজনটায় লম্বা হইলে
গঠিত।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জবিহারী,
 কোথা রাই, কোথা রাই'
 ব'লে রাখার কুঞ্জে উদয় মুরারি ।
 দেখেন মৌনাব-লক্ষ্মিনী, কমলিনী মানিনী,
 হেরে অধৈর্য্য মুরারি, চক্ষে ঝেঁব বারি,
 ভাসেন চিত্তাধরে সাধের চিত্তামণি ।
 সাধেন বিধি মতে, মানভঞ্জনার্থে—
 ধ'রে চরণে, হেরে গোবিন্দে,
 কুন্দে সুধায় ইঙ্গিতে ।
 মাধব, একি হে ভাব রাখার ভাবেতে,
 নটরূপ, একি অপরূপ,
 তোমার অনন্ত ভাবের ভাব যোঝা দায়,
 কেন নীলকমল, ধরে কমল পদেতে ।
 হেরে কত ভাব উদয় হয় মনেতে ।
 যার অন্তর চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয়,
 সে আজ রাখার পদে ধরি, সাধেন মরি মরি,
 দেখে ছন্দে হৃদয়ে দগ্ধ হয় ।
 ধর কি হৃদয়ে রাখার পায়,
 একি শ্রাম, শোভা পায়,
 পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্রেতে ॥

বাঁদি মাধব রাখার, মাধব, হতেছে নিশ্চয়,
 ত্রিভঙ্গ, রাখার ত্রীভঙ্গ,
 কিহে ভাব অনন্তেতে দয় ।
 দেখ, স্বর্ণলতা রাখার সীর্ষবেশ, ছবীকেশ,
 যেজন ত্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়,
 তার কি এই দশা কর অবশেষ ॥
 ওহে—শ্রাম হে ;—
 বারে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে,
 কেন পায় ধ'রে তারে সাধিতে এলে ।
 মাধব, আর সাধার কাঁদার রাই ভূলে ;
 কালাচাঁদ, মটেছে প্রমাদ,
 জেয়ার বিচ্ছেদ রূপ রাজ আসি নিশিতে,
 দেখে ঘেরেছে শশিধ্বজ মণ্ডলে ।
 এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে ।
 প্যারী মুখভঙ্গ—রাহগ্রস্ত হবে সফুরে—
 জোষ দাবী সজ্জন, রাখা আর অন্তরূপ,
 দান করিছে, দিগন্তরে ।

ওহে কালশশী, নয়নযুগল ধরি,
 দেখে দান করিছেন সুখসলিলে ।
 দেখ, কুঞ্জ বোর সারি শুকে শ্রাম,
 করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্জন, বাদ্য করে বজ্রী,
 কপাল যন্ত্রে হরি, শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ ;
 গগন-চাঁদে, গ্রহণ হ'লে, স্থিতিতে নিয়ম হয় ।
 হে কেশব, দেখি অসম্ভব, নাহি স্থিতির নির্ণয় ॥
 রাখার হৃদয়ে দেখে খেদে যুরে আশি করি কি ?
 আমরা তাই ভাবি অন্তরে,
 কি প্রকারে এ দায় মুক্ত হবেন চন্দ্রমুখী ।
 ওহে—শ্রাম হে !
 যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক'র হে ভাব ।
 নইলে কি হবে অভাসে ভাব মিশালে ॥

— — —
 শুন গো গোপীয়ার অগ্রগণ্যা জগদ্ধাত্রী,
 মাতা ত্রীমতি, করি পরিহারি, তোমা ভিন্ন আর,
 নাই আমার অন্ত যে গতি ।
 বদাস যদি কিকিঁদপি
 মধুরং অধরং কিবা দত্তরচি,
 কোঁমলী বিনোদী, তাহে হরতি তিমিরছোরং
 রসময়ী গো তোমার মানের বাণে,
 জলে মলায় প্রাণে,
 এ মান সম্বরণ করে কর পরিজ্ঞাপ ।
 ওগো মানময়ী রাই !
 তাজ হৃদয় মান, নিজ জন প্রতি কি কারণ,
 এত মানিনী, কেন গো, কমলিনী,
 তোল চন্দ্রানন হেরে জুড়াক চকোর-প্রাণ ।
 করি মিনতি, কর এ মান সমাধান ।
 ও রাই চন্দ্রমুখী—সদয় কটাক্ষে এপক্ষে,
 একবার চাও ব্রজকিশোরী,
 কৃপা করি কর প্রেমপঙ্কজের সন্ধান রক্ত ।
 তব পদাভিত, আমি যে দিগন্ত,
 আমার কথা না হানি দারুণ মানের বাণ ।
 রাখো গো এ কি আজ দেখি গো রক্ত ।
 তব মান-দাবালল, প্রত্যেকে হেরে প্রবল,
 জলে ম'ল এ মান দাতক ।
 কটাক্ষে কৃপা কর রায়ে,
 এ বিবাহে দিলি প্রবল ।

কম অপরাধ, পুত্রও মন-সাধ,
ধরি রাই, কমলচরণ ।

দারুণ অপরাধী, হস্তে থাকি বদি, রাজা পায়,
সে দোষ কম-কমলিনি; ও মানিলো,
তোমার মানের দায় বুঝি গ্রাণে বার।
মান দাবানল, কর সুশীতল
রাখে বশুণে কৃপাবারি করি দান ॥

আজ আমার কিবা শুভানুষ্ঠ
মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল ।

পেরে বাক্য জল, হল সুশীতল,
অন্তঃপর মানের অনল ॥

তোমার কথা শুনে আমার পুরিল পণ,—
সে কেমন, তীয় কদাভরে, বাণ যুদ্ধ করে,
চক্র ধরালেন চক্রেই বেমন ।

গুণো কমলিনি । তোমার ভেমনি,
কথা কহারে ভেসেছি প্রেম সলিলে,
মানের পর্ক করে, ধর্ম করিলে রাগে মন,
করে সমর্পণ, করে বসিয়াছিলে ধনুকভাঙ্গা পণ,
সেই ত প্রতিজ্ঞা তাজে কথা কহিলে ।

প্যারী । নিজ পণ পূরাইতে নারিলে ।

কথকইলে ব'লে, বলি গো তাই গুণো রাই,—
করা অভিশর পণ, উচিত নয় কখন,
অতি শব্দ শো মন্দ বলে সবাই ।
ক'রে অতি মান, বলো বলি পাড়ালে বান,
হ'লে অভিশর শেব থাকে না শেব-কালে ॥

কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে,
গ্রাণে সেই, কমল ভেসে যায় ।

বলি শোন্ গো সে সব রসের পরিচয় গ্রাণে সেই ।
বে হেতু ঘটিল এ দায় ।

সাথে কমল ভাসে কমলের জলে ।

কমলকলের পক্ষ, হইবা বিশক প্রমাদ ঘটালে,
নিষিদ্ধ গুরুক বন, ত্রিরাধারে সঙ্গে এসে,
সই, হইবো । গ্রাণের ফল নধা হলেন অপর্ণন ।
তাই গো গ্রাণসই, কমল-জলে গুই;
ভাসে কলপবান ।

চিত্তাক্রপা বে জন সখি, সেই রাধা চন্দ্রামুখী,
সই রে, কাঁদেন একাকী হারা হয়ে কুবন্ধন ।

দর্প ধর্মকারী শ্রীমধুসূদন ।

রাধার দর্প ধর্ম করিতে হরি
লীলা ছল করি, ও গ্রাণে সহচরি !
ভাজলেন কিশোরী ।

অনন্তের অনন্ত ভাব, কে করিবে অনুভব,
সই রে, আজ এই নব ভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ ।

আমি হে বেই জন বিবরণ কর হে অরণ ।

ব্রজে কর আমার অগম্য হর্তা কর্তা শ্রীমধুসূদন ।

কাল বিবধর, তোমার গ্রাণেশ্বর, তার বিবশনে,
ব্রজবালকগণে, সবে হ'য়েছে শব-কলেশ্বর ।

তাই বিবানে তাপিত মন হয়েছে আমার,
গ্রাণ জুড়ান করি কালিয়দমন ।

আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে,
ইচ্ছাময় আমি নারায়ণ ।

আমার শ্রীপদ প্ররশে,

ভুঞ্জক অনাসে নিকীর্ণ হবে পাবে এ চরণ !

ইথে বিবাহ কেন ভাব অকারণ ?

শিষ্টের পালন করি, দুষ্টের দমনকারী,

আমি দর্পহারী, দর্পে সইতে নারি,

দর্পে হইলে ধর্ম তার করি,

ইথে ভেব না অস্ত ভাব কালিয়নারি !

তোমার পতির অন্ত হবে না জীবন ॥

কালিয় বিবধর বোরতর কঠিন হৃদয় !

কব কি, ও গ্রাণসখি !

তার হেথায় থাকা উচিত নয় ।

দ্বিলাম অন্তরদান তোমার গ্রাণধনে,

শিরে মন চরণ-চিহ্ন করে ধারণ,

মুখে রবে ধোঁ জুড়িয়ে জীবন ।

উহার এ জলে দিব না আর থাকিতে,

গ্রাণে সই । দ্বিলাম অন্তর দান,

ধন্যসেব্রি অন্তরে,

গ্রাণে বর্ষন না তোমার গ্রাণপতির,

ভেব না দুখ কলহেত ।

বে পথ কল্যাণি বৈবজ্য, সাধনার নাহি পায়,
নিমাই সে পথ উহার শিরেতে ।

মলিন হেরি মুখারবিন্ধ যেন ইন্দু রাব্রব্রন্ত প্রায় ।
 নাহি পূর্ক বেশ, বিগলিত কেশ,
 বদনে বাক্য নাহি তার ।
 অতি দীনা কীর্ণা, কৃশাঙ্গিনী, অভিমানী;
 হেন অমুমানি—যেন মণিহারী ভুজঙ্গিনী ।
 তোমার হেরিয়ে ভকীভাব,
 স্বভাবে হয় অভাব,
 একবার কথা কও রাধে, তুলে চন্দ্রানন ।
 দেখে কাঁদে শ্রাব, পরিহর মান,

প্যারি রাখ গো শ্রামের মান, ক'র না অপমান,
 মানের দায় কাভর শ্রীরাধারজন ।
 মাস্ত দায় মানে, তার প্রতি মান এ কেমন ?
 উচিত নয় শ্রীমতী কালাচাঁদের প্রতি করা মান,
 জীবন ঘোবন ধারের দিয়ে,
 দাসী হ'য়ে সঁপেছ কুলশীল মন প্রাণ ।
 এ নয় কথন হুবিধান,
 ত্যজ রাই দুর্জয় মান,
 মানের দ্বারে কাঁদেন ভুবনমোহন ।

যদুনাথ ঘোষ ।

হীতড়া জেলার অন্তর্গত বেগুড় গ্রামে ইহার জন্ম হয় । ইহার রচিত ঐতিহাসিকগুলি বড়ই মধুর ও মনোহর । বৌদ্ধধর্মকালে ইনি দাঁড়া করিব দলের একজন গুরুপারক ছিলেন । ইহার কঠোর বড়ই মিত ছিল । ইনি “সঙ্গীতমোহরজন” নামক একখানি সঙ্গীতপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ।

আদানী—জলদত্ততাল ।

কেমনে ভুলিব তারে বেকপ আগিছে মনে ।
 মনেরে বুকাতে পারি, না পারি পাপ নয়নে ॥
 সকলে বলে আমারে,
 সে ভুলিল, ভুল তারে,
 তারে ভুলে, ল'য়ে কারে, থাকিব মী-ভুবনে ॥
 জান ত দেহ আমার, সাগরে ডুবি একবার,
 কেমন সে দেহ আর, ভাসাব কূপ-গীর্ষনে ॥
 বহু দিন বেঁচে থাকিব,
 শুভ দিন মনে রাখিব,
 সে দিন তারে ভুলিব, যে দিন লবে শমনে ॥

সোহিনী—জলদত্ততাল ।

মিছে আর কেন এলে হে জ্বালাতে ।
 শেষ কি রেখেছ বল দেশেতে চলাতে ॥
 সকলিত ঘটে কালে, সে সব কথা ভুলে গেলে,
 কত বয় করেছিলে, আমার মন টলাতে ॥
 মনে হয় না যে কাভরে,
 কত কান্না পায়ে ধ'রে,
 ভাল বাসি হে তোমারে কথাটি বলাতে ॥
 হৃৎ না করি মনেতে, অবশ্য হবে মরিতে,
 তুমি থাক এ জগতে, অধর্ম ফলাতে ॥

পুরবী—জলদত্ততাল ।

অন্তরের নিবি তুমি কেমনে গেলে অন্তরে ।
 বল বল কেমন আছ, কিয়ৎ নরনাড়রে ॥
 তুমি হ'য়েছ বিরূপ, তথাপি কি অপরাধ,
 আমি কেন তব রূপ, সত্যত তাবি অন্তরে ॥
 মনো কি মনে তেবে, অভাব ঘটলে তাবে,
 কহিত নাহি বতাবে, তব ভাব ভাবান্তরে ॥
 মনে বেঁচে থাকিব, বপনে নাহি ভুলিব,
 সেদিন সেবা করিব, থাকি রাখি কপালধরে ॥

খট—মৎ ।

যতনে লইয়ে করে কেন অবতন করে ।
 প্রকাশিতে নাহি পারি প্রমানে হৃদি বিদরে ॥
 থাকিতে সে কত জয়ে, সাধিত কত আশয়ে,
 মানিত কত কিসরে, এখন পাই না পায়ে ধ'রে ॥
 রাজ্যলাভ হ'লে পরে, বেতসী জাহ্নবী পায়ে,
 এখন দেখি অকাভরে বাই বেশ ঘোঁরাভরে ।
 কহিত সে সর্বদাই, আর আমার কেহ নাই,
 এখন আমার দেখতে পাই, রাখব বংশ নগরে ॥

কুজবিহারী দেব ।

কলিকাতা নগরী ইহার নিবাসস্থান । ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী । দ্ববিধান বস্তু ইহার বশেষ আদর্শবীর ।
ইহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরের সহিত পীত হইয়া থাকে ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কত যে মানবে, মাগো করুণা তোমার ।
কে বুঝিতে পারে বল, হেম সাধা আছে কার ।
যে তোমারে ভুলে থাকে, একবারও নাহি ডাকে,
না চাহিতে কেন তাকে যোগাচ্ছ আহার ॥
ইন্দ্রিয়ের দাস হোয়ে, কামিনী-কাকন লয়ে,
তোমারে ভুলিয়ে যারা করিছে সংসার ;
তাদেরই মঙ্গলের তরে, গিয়ে তাদের ঘরে ঘরে,
ডাকিতেছ প্রেমভরে কত শত বার ।
জীবের শিবের তরে, জলে স্থলে শূক্ৰোপরে,
রেখেছ মা সাজাইয়ে অক্ষর ভাণ্ডার ;
দীপ রূপে যবি শশী, অলিতেছে দিবানিশি,
অবিরত খোলা তব সঙ্গীত বার ॥

কীর্তনের স্বর ।

কেন এত করুণা তোমার হে ।
পাপী ভাগীদেয় প্রতি, দীনহীন কান্দালের প্রতি
বুঝি কান্দান তুমি ভালবাস,
নইলে কেন বা এত হে,
বুঝিতে পারিনে পারিনে ক্ষুদ্র জ্ঞানে,
আমাদের সামান্য জ্ঞানে,
দুঃখতে পারি না হে অগণ্যবানী ।
কেন পাপীকেও ত্যাগ না তুমি ।
বুঝিতে পারি না পারি না,
আমি পালিয়ে বাই ঐ চরণ ছেড়ে ;
কতবার পলাইয়াছিলাম নাথ,
কেন খুঁজে খুঁজে আন ধোরে ॥
দুঃখতে পারি না পারি না,
ঐতু তোমার ভুলে থাকি আমি ;
সংসারের মায়াজে মজে হে,
কেন আমারে ভাল না তুমি ।
বুঝতে পারি না পারি না,
কে জন সর্বদা ক্রুশে রলে,
সংসারের সাধায়ে মজে হে,
কেন তারেও তুমি কর কোলে ।

বুঝতে পারি না পারি না,
যে জন সদাই তোমার ভুলে থাকে ;
পাপের প্রলোভনে পড়ে হে,
কেন তুমি নাথ ভোলা না তাকে ।
বুঝতে পারি না পারি না,
যে জন চিরকাল বিরোধী তোমার ;
তোমার নাম শোনে না কানে হে,
কেন তারেও তুমি যোগাও আহার ;
বুঝতে পারি না পারি না ।

কীর্তনের—স্বর ।

তোমার ভালবাসা ভাবিলে মনে ।
উথলে প্রেমের ধারা বহে হৃদয়নে ।
তোমার আমি ভুলে থাকি,
একবার ভক্তি কোরেও নাহি ভাকি মাগো,
কিন্তু তুমি আমার ভালোমনাকো,
রাখ নরনে নরনে ।
জরায়ু-শয্যার মাঝারে,
আমি ছিলাম বধন অকৃতকারে মাগো,
তুমি দয়া করে তার ভিতরে, রক্ষা করেছ বক্ষণ
গর্ভ হ'তে ধরাভলে,
আমি এনেই হুখে খাব বলে, মাগো ।
তুমি বডনে রেখেছ দুঃখ (আমার) জননীর ভনে
তদবধি বধন বাহা,
আমার প্রয়োজন হতেছে তাহা মা গো,
আমার যোগ্যতাহে দয়াময়ি তুমি নিজ দয়াক্ষেপে
নিশীথ সময়ে বধন শয্যার পড়ে থাকি শব্দে মা
মা গো একা জেনে থেকো তুমি উত্তর,
রক্ষা করেছ বডনে ॥
সংসারের বরণী পেরে,
আমি কাঁদলে বনে কাতর হইব না হে
তুমি দুঃখ আমার সকল আশা,
থেকে সংসোপনে ।

মানবীর জলের মত,
 মা গো, তোমার প্রেমপ্রবাহিত,
 মা গো, মালায় স্ত্যায় মত,
 প্রেম-স্ত্যায় গীর্থা অগ্জনে ॥

(শাপস গোপনে) সংসাররূপ লাগ চুমিম দিয়ে
 তুমি রেখেছ সব ভুলাইয়ে,
 মা গো, কিন্তু চুমিম কেনে কাঁদলে ছেলে,
 কৌদে ভুলে লও বতনে ॥

(থাকিতে পার না গোপনে)
 তুমি ভাল বাস যেমন,
 এই সংসারে কে আছে এমন, মা গো ।
 এমন অনুপম ভালবাসা
 আর নাই কো ত্রিভুবনে ॥

କୀର୍ତ୍ତନେର—ସ୍ତବ ।

তোমার দয়ার কথা হ'লে মনে ।
 আনন্দে হৃদয়, পরিপূর্ণ হয়,
 প্রেম-অঙ্কুরাধার বসে দু-নয়নে ॥
 যের অঙ্গকার জন্মায় শয্যায়,
 বেঁচে থেকে জীব তোমায়ই-কৃপায়,
 তোমার দয়ার, এসে এ দয়ার,
 খেতে পায় দুই জননীর তনে ॥
 সেহ সক্ষম অজ বাহা প্রয়োজন,
 একেবারে তাহা করিয়ে স্বজন,
 দয়া করে সব কোরেছ অর্পণ,
 সন্তোষের কারণ জীব জন্তুগণে ॥

পিতা মাতা গ্রহণ সখা তবী ভাই,
 বেখানে বাহার কিছু মাত্র নাই,
 সেখানে তোমার নয়াই আঁধার,
 সহায় সম্বল জীবনে মরণে ॥

বিপদে সম্পদে সজনে শিকড়নে,
 পর্বতে পাথারে বিজন কাননে,
 তোমারই নয়ায় সব খেতে পায়,
 হৃদে করে বাস স্বয়ংসং সনে ॥

মহাকাশের স্তর ।

আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো,
এখন আর ভাল লাগে না ॥

হুধে জলের মতন
মিশে থাকুব সদাই এই বাসনা ॥

কাছাকাছি মেশামিশি, মাখামাখি ঘেসাঘেসি,
এইটিই এখন ভালবাসি,
ছেড়ে থাকতে মন চাহে না ॥

প্রেমসুখা বরষিয়ে, রাখ তাকে ডুবাইয়ে,
বিশ্ব বিশ্ব সুখা গিয়ে এখন আর সুখা যেটে না ॥

একবার দেখা দিয়ে হরি, কেন আর কর চাতুরী,
পায় ধরি বিনতি করি লুকাচুরি আর খেলা না
যেমন ক্ষুধ নদী গিয়ে, সাগরেতে যায় মিশিয়ে,
তেমি তোমাতে মিশিয়ে
থাকুব, সদাই এই বাসনা ।

আমি আমি, তুমি তুমি, তুমি তুমি,
আমি আমি, আমি তুমি, তুমি আমি,
বাহিরে কেউ দেখতে পাবে না ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

কর্তব্যকৃত্যে যিনি মুগ্ধতার উপহিত। করিষ্যেহ, নব নব নাটকের নটী-লোকবোঁ যিনি বক্সভার
হস্তাঙ্গ-ন্য বর্জন করিষ্যেহ, সেই নটীছায়া যিনি গিরিশঙ্করের নৃত্য পরিচর আর কি নিব ? আপন কৃত্য-
কৃত্যে আজি তিনি বাক্যগার লক্ষ্যই মুগ্ধবিত্ত।

১৮৬০ সালের ১৫ই কাত্তন কলিকাতা বাগানভারের বহুপাড়ার গিরিশচন্দ্র ভদ্রাচরণ করেন। ইহার পিতার নাম—বীলকমল ঘোষ। তিনি একজন ব্যাচনার। 'শুক-কিপার' ছিলেন। গিরিশচন্দ্র পিতার ধ্যান অনুসরণ করি বয়সে ইনি বাড়ুড়ীন এবং চতুর্দশ বর্ষ বয়সে গিড়ুড়ীন হন। পাঠশালায় বাংলা-লিপি পড়ি। এখানে "শরিকোতাল সোমদারী" বিদ্যালয়ে এক গড়ে 'হোতার' হলে। এখানেই পদার্থ-বিদ্যা, ইতিহাসের পড়া শিক্ষা করিতে বাধ্য হন। ভগ্নপরে গারি বংশের কাজ করে বাসিরা পড়াশুনা করি। অন্য পড়াশুনার জন্য 'স্বামিন্দ্র সোমদারী' দেবদ হন। কলিকাতা বহুপাড়ার

মিকট পৌরাণিক রঙ্গ শুনিতে শুনিতে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পৌরাণিক চিত্র দৃঢ় অঙ্কিত থাকে । পরে বাগধারাজের ভগ্নবতীচরণ ধকোপাধারের বাড়ীতে ‘হাক্ আকড়াইয়ের’ গান-রচনায় গিরিশচন্দ্র ভণ্ডের বণেশীর্ষন ও সংবর্ধনা দেবীরা, গিরিশচন্দ্রের মনে কবি হইবার ইচ্ছা বলবতী হয় । তখন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন ।

বাংলা দেশে বরেন্দ্র গিরিশচন্দ্র ‘আটকিন্সন টিলটন্ কোম্পানীর’ আপিসে কৰ্ম্ম শিক্ষার জন্ত প্রবিষ্ট হন । কিছু দিন তথায় শিক্ষালব্ধি করিয়া ‘ল্যাজেলি মিগিজ কোম্পানীর’ আপিসে ‘এসিষ্টেণ্ট বুক-কিপার’ পদ প্রাপ্ত হন । এই কার্যে গিরিশচন্দ্র বিশেষ ব্যাতি লাভ করেন । এই সময় (১২৭৪ সালে) কয়েক জন বন্ধুর সহযোগে বাগধারাজের এক অবৈতনিক বাজার দল সৃষ্টি করিয়া গিরিশচন্দ্র ‘শর্ষিতা’ নাটক অভিনয় করেন । এই নাটকের গান গিরিশচন্দ্রই রচনা করেন । পাইকপাড়া রাজবাটিতে নাটকাত্মক দেবীরা, গিরিশচন্দ্রের মনে একটা ‘থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠার বাসনা হয় । পরে বাগধারাজের ‘সংসার একাদশী’ অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র শিক্ষক ও নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করেন । ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের (১২৭৯ সালে) ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর বহুস্থলন সাত্তালের বাড়ীতে ‘স্বাসস্তান থিয়েটারে’ নীলদর্পণ নাটক প্রথম অভিনীত হয় । উক্ত থিয়েটারে ‘কৃষ্ণদ্বারী নাটক গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের অংশ অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, নাটোলের মহারাজ চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (রাণী ভবানীর প্রপৌত্র) নিজ রাজ-পরিচ্ছদেই ইহাঁকে ভীমসিংহ সাজাইয়া দেন । তৎপরে ‘এট স্তানস্তান থিয়েটার’ (বর্তমান ‘মিনার্ভা থিয়েটারের’ জমীতে) স্থাপিত হইলে, গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে অবৈতনিকভাবে অভিনয় করিতেন । ক্রমে ঐ থিয়েটার নন্দ্যাদারের অধ্যাক হইয়া ‘আগমনী’ ‘অকাল-বোধন’ প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন । পরে প্রতাপচাঁদ জহরী উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইলে, গিরিশচন্দ্র এক শত টাকা বেতনে অধ্যাক নিযুক্ত হন । তাঁহার ‘মোহিনী প্রতিমা,’ ‘আলাদিন,’ ‘আনন্দরহো,’ ‘সীতার বনবাস’ এই সময় রচিত হয় । ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ সালে) ঐকান্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতির সহযোগে, ৬৮ নং বিজনল্লীটে ‘ষ্টার থিয়েটার’ স্থাপন করেন । দক্ষযজ্ঞ, ‘নলদময়ন্তী’ প্রভৃতি এই সময় রচিত হয় । পরে কলুটোলার গোপাললাল শীল স্বয়ং উক্ত থিয়েটার জয় করিয়া ‘এমারেল্ড থিয়েটার’ (বর্তমান ক্লাসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন গিরিশচন্দ্র এককালীন হুড়ি হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন । ঐ হুড়ি হাজার টাকার ১৬ হাজার টাকা স্বত্বাধিকারের ‘ষ্টার থিয়েটার’ নির্মাণের জন্ত প্রয়ত্ন হয় । ক্রমে গিরিশচন্দ্রও ঐ ‘ষ্টার-থিয়েটারে’ যোগদান করেন । এই সময় ‘হারানিধি,’ ‘প্রহর’ প্রভৃতি রচিত হয় । তৎপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে (১২৯১ সালে) ‘মিনার্ভা থিয়েটার’ স্থাপিত হইলে, গিরিশচন্দ্র তাহার অধ্যাক হন । এই সময় ‘সাক্ষ্যেব’ ‘বৃহৎ-মুক্তা,’ ‘স্বপ্নাভ্যাস,’ ‘জনা’ প্রভৃতি প্রণয়ন করেন । ইহার পর ক্রমাগত ‘ষ্টার,’ ‘ক্লাসিক’ ও ‘মিনার্ভা’ নাট্যচর্চা ও অধ্যাক পদে বরিত হন । গিরিশচন্দ্রের কবিতা, গিরিশচন্দ্রের তাত্ত্বিকতা, আজি বঙ্গবাসী বিস্মৃত ।

সহানু-বৎ

ওমা কেমন করে, পরের ঘরে,

ছিলে উমা বল মা তাই ।

কত লোক, কত বলে, শুনে ছেলে মরৈ ঘাই ।

মা’র প্রাণে কি খেঁচা ধরে,

জামাই লা কি ডিকা করে,

এবার নিচে এসে, বোলবো ঘরে,

উমা আমার ঘরে ঘাই ।

ধরাক—বহুটী ।

তুসে সে হামা কহল,

হামা গার পানবো তলে ।

চল তরা, পূজাবা তরা,

ধাক্বে মা আর মনের কালো ॥

নাচবে শ্রীমা লোকমলে, খোব চরণ নয়ল-জলে,

বদন তরে ডাকবো ও মা ।

মায়ের রূপে জনৎ আলো ॥

বই তৈরী—বৎ ।

পাবাশী পাবাঘের ঘেরে,

বাব সেমেই আমার মনে ।

পানাজি দির পাবে,

মল্লের সাক্ষর হইল মনে ।

রাক্ষা চরণ পুজে তারা,
নয়ন-তারা হলেম হারা,
দেখ মা তারা তাপহরা,
বঞ্চিত নাস্তিত ধনে ॥

মূলতান—আড়াঠেকা ।

বাঁধা পূর্ণ কর মা শ্রামা ইচ্ছাময়ী কলতরু ।
পুজে ভোরে বাঁধা পূরে, বলেছে শিব জগদগুরু ॥

তমোময়ী ষোর ত্রিধামা,
মা বলে গো কাঁদি শ্রামা,
হর-রমা দেখা দে মা,
মা তো কঠিন নয়গো ক'রু ॥

মঙ্গল বিভাং একতালী ।

এলয়-দামিনী চরণে নলকে
নখরনিকর ভাতে প্রভাকর,
বরণ নিবিড় কাঁদামিনী,
ব্রহ্মডিগ ফুটে পলকে পলকে ॥
নরকরনিকর কপালমালা,
তরু তরু ত্রিনয়ন উজ্জ্বল জ্বালা,
হন ষোর গরজন, হর-নর-কম্পন,
শব-শিব পদতলে, ভালে অনল জ্বলে,
ত্রাহি ত্রিভুবন এলয়-কলকে ॥

বাহার-তৈরবী—মধ্যমান ।

নেচে নেচে চল মা শ্রামা,
হু'জনে ভোর সঙ্গে বাবে ।
দেখবো রাক্ষা চরণ হু'টী,
বাজবে নৃপুয় গুসতে পাবে ।
ষোর আঁধারে তরু বা কারে,
ডাকবো শ্রামা অন্তরারে,
ও মা বলে হাব চলে,
'মা' ব'লে মা প্রাণ জুড়াবো ॥

বাহারবী—কাওরালী ।

দেখিছে দেখিতে লুকাল' ।

দেখিছে দেখিতে লুকাল' ।

আসে বা' না আসে কিরে,
আশে আশি আধিনীরে,
ভুলিবে না ব'লে গেল,
ব'লে গেল তবু ভাল ॥

কাকিবিজিট—একতালী ।

ছাড় মান ধর' না পায়,
নৈলে নাগর মান বাবে'না ।
না হলে মানিনী ত বদন তুলে আর চাবে না ॥
সেখো না করি মানা, তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে,
মান কিরে ত আর পাবে না ॥

বেহাগ-বাবাজ—একতালী ।

দেখ হে দেখ বদন
যেহ হ'তে চাঁদ বেরিয়ে এল' ।
ছি ছি হে তুলে গেল, অথর হুধা উঠলে গেলা
তুমি ত প্রেম জান না, ব'লে দিলে তাও মান না,
কত আর সয় হে বল, মান করে ত পড়েছিল ।

হারানট—ধামার ।

প্রেমে ডাক' হরি ব'লে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে
প্রেমের হরি প্রেমে কাঁদে,
ধারে তারে প্রেম নে সাধে ॥
মন প্রাণ সঁপলে পায়,
দয়াল হরি ঠেকবে দারে,
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন, প্রাণের সাধে ॥

মোনার—একতালী ।

আঁধারে আর হরি ব'লে, বাঁধ তুলে নেচে আর ।
ডাকলে হরি রইতে দারে,
সাধ বে ভোরের রাক্ষা পায় ॥
কাজ কি আর হারি কামলা,
হরিশে প্রাণ সঁপা,
হরিশে কামলা কামলা—

হরিনামের পণে হরি কেনে,
নামের গুণে তঁরে যায় ॥

অহংবাহার—একতাল।

বাঞ্জে গায় মলয় মারুত,
বল যেন সই বরলো বীরে ।
ফুলে আজ গন্ধ তারি,
সন্না লো সই মাখার কিরে ॥
সাথে কি পড়ি টেপ, চলা কি যায় মেখে চলে,
কান গিরেছে পাখীর গানে,
মন-সরে না যাব ফিরে ॥

সাগর সোনার—টিম্বৈ তেতাল।

এখনও এ প্রাণ আছে সই ।
এলে সখি, দেখা হ'তো, কালা এল কই ॥
বদি লো না দেখা হ'লো,
দেখা হ'লে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানিনা যে কুক বই ॥
ব্রজে বদি আসে কালা, গৌথে দিও বনমালা,
বাজাতে ব'লো গো বাঁদী,
রাখা বলে রসমই ॥

বাখাজ—একতাল।

ধলায় লুটায় সোণার কিশোরী ।
ভুলে আছে ভাল আছে, দেখিতে হলো না হরি ॥
কমলিনী সরলপ্রাণী, কুক বিনা রাই জানে না,
চতুরে সরল-প্রাণে, প্রাণ সঁপেছে আহা হরি ॥
বদি ভ্রমে না হেরিত, প্যারী কি প্রাণে হরিত,
হরিত কি ব্রজাসনা, না বাজিলে বাঁশরী ॥

পিলু—জলপ একতাল।

চলো লো বেলা গেল লো,
দেখবো রাখার ভ্রমের বাসে ।
হ' কথা ভুলিয়ে দিব, কপট দিহুর বাঁকা ভ্রমে ॥
বলবো কি পড়ে মনে, কলী ছুরি বুলাবনে,
কাল, কি হয় না ভাল,
এসি কি ভণ কক মনে ॥

যুগলে দিব মালা, ভুলবো সই প্রাণের জালা,
মোহন-ছাদে রূপের কাঁদে,
কাঁদবে পড়ে রুতি-কামে ॥

বুরুডা—ত্রিতালী ।

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয় ।
প্রাণ-মন সমর্পণে, এতই কি সে দোষী হয় ॥
ছি ছি সখি কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ বজ্রণা,
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ও বাবার নয় ॥
ছি ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় ॥

খেউগিরি মিজ—একতাল।

পুরুষ । প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
ভ্রামের বামে রাই-কিশোরী ।
স্ত্রী । চাঁদের কাঁদে, চাদে বাঁধে,
চাঁদে চাঁদে ধরাধরি ॥
সকলে । আমরা যুগল ভালবাসি ।
চোকে চোকে মেশামেশি,
চলে পড়ে প্রেমের তরে,
স্ত্রী । কলকে রূপের রাশি,
প্রাণের কাঁসি প্রাণে পরে
পু । মরি মরি যুগল মাধুরী,
বয়ে যায় সুধার লহরী ।
স্ত্রী । সখি কি দেখি দেখি আপনা পাসরি ॥
সকলে । আমরা যুগল ভালবাসি ॥

গাছাড়ী—জলপ একতাল।

কেন রাই ! একলা বসে,
বরান আসে মদন নীরে ।
কৈদে কি পাখি তারে, ভ্রাম কি সখি চাবে কিরে
ছি ছি ছি ভালবেসে,
বাসনে লো সই বাসনে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কিরে ॥

পাহাড়ী—জলদ একতারা ।
 ধরম করম সকলি গেল লো,
 শ্রাম-পূজা মম হ'ল না ।
 মন নিবারিতে, নারি কোন মতে,
 ছি ছি কি জালা বল না ॥
 কুহুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
 ত্রিভঙ্গি ঠাম পড়ে সখি মনে,
 শীতলসনে হেরি গো নয়নে, ভাবিতে দিকবসনা ॥
 ভাবি নরমালী কালো অঙ্গি করে,
 হেরি বনমালী—বাঁশরী অথরে,
 জিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম-নয়নে
 হরি হই সহী—বিমনা,—
 একিলো একিলো ছলনা,
 মোরে নিদ্রা হর-ললনা ॥

লরী—জলদ একতারা ।
 নীলবসনা যমুনা ধাইছে, সাগরে মিলিতে সাথে ।
 মৃদু মৃদু কলনায়ে ।
 ধার মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব শ্রামটানে ।
 আশা কেন করে লো রত,
 ছদ্ম-মাঝে কত নাচে তরঙ্গ,
 নেচে ধেঁটে প্রাণ, পাব ত্রিভঙ্গ,
 ডোবে সখি বিবাদে ॥

ব্রিটিশ-খানজ-গোষ্ঠা ।
 আমার এ সাধের তরী,
 প্রেমিক বিনা নেইনি কারে ।
 যে প্রেম জানে না চড়তে মানা,
 ডোবে তরী একটু ভারে ॥
 মনে মন বুকে দেখে, এস যদি প্রেমিক থাক,
 কে ধর প্রেম-পসরা, এস ফরা সে বাই পারে ॥
 প্রেম-ভুজানে তরী ভালে,
 দেখলে প্রেমিক কুলে আসে,
 ঢেউ দেখে যে তর পাঞ্জর না,
 অকুল-পারে সে বাই তরে ॥

খানজ-বৎ ।
 চল চল বাজনা ।
 চল চল সখি মিলে নে কলা ॥

বিলম্বে কি ফল বল, চল সখি গৃহে চল,
 বাড়িবে বিপিনে মিছে জালা ॥
 লোকলাজে জলাঞ্জলি, ভাবিয়ে সেই বনমালী,
 মাথিয়া কলঙ্ক-কালি, মজিল অবলা ॥

খানজ-জিলা-বেমটা ।
 মরি কি সাধের উপবন ।
 ফুটেছে মাণিক-হীরে চুরি করে মন ॥
 সোরভে গরব ডরে, কনক-লতার ধরে ধরে,
 কেন না হেরি অলি, প্রেমিক সে কেমন ॥

দেখ—একতারা ।
 আমি রসাই ধরিব মন ।
 কার প্রাণে না ফুটেবে কলি, নীরস কে এমন ॥
 কে কেমন নর-নারী, দেখি যদি বুঝতে পারি,
 যে দস্ত করে, আগে তারে করি বিমোহন ॥

সরকদা-জিলা—একতারা ।
 সাগর কুলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর মালা ।
 মনোবেদনা কব সমীরণে, গগনে জানাব জালা ॥
 প্রতারণাময় মানব-প্রাণ,
 আর না হেরিব নর-বমান,
 সমাজ শ্রাশানে, রহিব না আর,
 বহিব না হৃৎ-ডালা ॥

পাহাড়ী পিনু-বেমটা ।
 না জানি সাধের প্রাণে,
 কোন প্রাণে প্রাণ পুরার ফাঁসি ।
 আমি ও প্রাণ সেব না,
 প্রাণ নেবো না, আপন প্রাণে ভালবাসি ॥
 চপলা করে খেলা, ধরে গলা,
 বেড়াই সদা অভিলাষী;
 তারা ফুলে, পরবো ফুলে,
 করবো চুরি চুরি হাসি ॥

ব্রিটিশ-বেমটা ।
 হাস রে দামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে ।
 লাগ পেরেই তরে, তার কাঁধে বসি ॥

হৃৎকে হাস কুহুমকলি, মন বুঝি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে বার হুধার রাশি, হুধার রাশি রে ॥

বগন্ত—একতালী।

ধিকি ধিকি ধিকি, জলিছে অনল,
কেন এ জালা মরমে ঢাপি ।
পাখীকুলগরে, পরাণ শিহরে,
অনিদ্রা বহিলে কেন লো কাঁপি ॥
কি যেন কি যেন, মনে হয় যেন,
এল এল এল, চলে গেল কেন,
হৃদয়-স্বার্থারে কত কথা কই,
মনে মনে সাধি, কত জালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধি কেমনে, কেমনে পাব,
নাহি সহ্য আর, হয় বা প্রচার,
অনল কেমনে বসনে কাঁপি ॥

লগ্নী—দাদরা ।

ধীরে মোরা ভীরে খেলি, ভরা দোলে ।
ডেউয়ে টানে যত, ফিরি তত,
না জেনে অকূলে বাই নে চলে ॥
লহরে লহরে মন ভুলে, তবু ফিরি কূলে,
কৈশে কৈশে ফিরি, প্রাণ টলে, ভরা দোলে,
কূলে চলতে নারি, তাই পড়ি টলে ॥

ব্রিটিশ-মিশ্র—কাহারবা ।

কার তোরাকা রাশি আর ।
বাশ ম'রেছে, বালাই গেছে, কাল শালায় বা
ধারি ধার ॥
রুট সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে
পগার পায় ।
হট্কে চলো, মৃৎ হুচ্ বোল সামারো
বে-ধবরদার ॥

বিভাব-মিশ্র—দাদরা ।

কেয় করে, কেয়ে কেয়ে, কেইনে শালায়
হাত ছাড়ি ॥

দায় বা বলে, কায় কা জেলে,

দায়ের দায়ের দায়ের ॥

একি রে আপশোষ খোড়া, এল বুড়ো
পোড়া নোড়া ।

বাতে শালা মাং ক'রে দেয়,
বা থাকে আজ খুব চড়াব ॥

পাহাড়ী মিশ্র—কাহারবা ।

যেৎনা মুদর সেইয়া জালা দিয়া ।
আবি বেহুস হয়, সেইয়া সরাপ পিয়া ॥
রাতি ভর মজ্জেমে রোসনি জলে,
ঠুমকি ঠুমকি নাচনা পায়ের টলে,
আগু ছুটতা,
শির ফাটতা ফট ফট ফট,
মাছুয়া গিরেহে লট লট লট,
মে গিলেডি শট ;—
সব কৈনে সেইয়া কো তেয়ার কিয়া !
মুখে সেইয়া নে ছাড়িমে লাগায় দিয়া ॥

বাবাজ—একতালী ।

দৈত্য-দন্ত-ভঙ্গ, নরসিংহ ভীমরক্ত,
গর্জন বন, দুর্জন-মন কল্মিষ আভঙ্ক,
স্তম্ভ-গর্ভে অঙ্গ ধারণ, ভক্তবান নারায়ণ,
ভক্তচিত্ত মত্ত প্রেমে নর্তন-ভরজে ॥
অপার করুণা হরি, অরি পায় পদ-তরি,
হরি তুমি কারো নয় আর,—
সবা ব'লে খেল সবা প্রেমিকের সঙ্গে ।
হের নীনে অপাঙ্গে ॥

দেশ-বিজিত—একতালী ।

পু। কেশব কুরু করুণা নীনে, কৃষ্ণকলমচারী ।
ত্ৰী। মাধব মনে মোহন, মোহন, মুরলিধারী ॥
সকলে । হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল মন আহার ।

পু। ব্রজকিশোর, কালীমহর, কায়রতনভঙ্গ,

ত্ৰী। নরম-বীক বীক শিখিপাখা,

রাধিকা-হৃদিরঞ্জন,

পু। গোবর্দনধারণ, বলকৃষ্ণ ভুবন—

দায়ের দায়ের দায়ের ॥

স্ত্রী । শ্রাম রাসরসবিহারী ॥
সকলে । হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল মন আমার ।

পু । কার ভাবে গৌরবেশে, জুড়ালে হে প্রাণ ।
স্ত্রী । প্রেমমাগরে উঠলো তুফান,
থাকবে না আর কুলমান ॥
সকলে । মন মজালে গৌর হে ।
পু । ব্রজ-মাঝে রাখাল সেজে চরালে গোধন,
স্ত্রী । ধরলে করে মোহন বাঁশী,
মজলো গোপীর মন,
পু । ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন;
স্ত্রী । মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদবয়ান ॥
সকলে । মন মজালে গৌর হে ।

বিভাব—একতাল ।

কাঁহার মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই ।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই ॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মৌহন মুরলি,
ক্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই ॥
কাঁহা মেরি ষমুনা-ভট, কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই ॥

বিভাব—কাওয়ালী ।

রাই কালো ভালবাসে না ।
কালো দেখে বলেছিল, কুঞ্জ যেন আসে না ॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখবো এবার মন যদি পাই,
এবার গৌর হইয়ে ধরবো পায়ে
আর তো কালো রব না ॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগিবেশে, ফিরবো দেশে,
অরেতে' মন বসে না ॥

মঙ্গল-মিহ্রিত—একতাল ।

রাধা বই আর নাইকো আমার,
রাধা বলে বাজাই বাঁশী ।
মানের দায় সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে
রাধা নামে বেড়াই মেখে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভাল বাসি ॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতাল ।

আর যুমা'ও না মন ।
মায়া বোরের কতদিন রবে অচেতন ॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলো
চাহরে নয়ন মেলে, তাজ কু-স্বপন ॥
হয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে
ভমো পরিহর হের তরুণ-তপন ॥

লুঘ-মিশ্র—একতাল ।

হারে রে রে, ওঠরে কানাই,
বেলা হলো চল, চল' গোঠে যাই,
আয়রে, কানু আয় ।
ওঠরে গোপাল, দাঁড়িয়ে রাখাল,
পথ পানে সব চায় ।
বেলা হলো চল' গোঠে খেলা করি,
কদম-তলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়া'য়ে পায় পায় ॥

বনকুল তুলে সাজাব তোর,
আয় আয় কানু ওঠরে ওঠরে,
ব্যাভুল দেখু, নাহি স্তনে বেণু,
কাননে নাহি যায় ।
স্তন হান্ধারবে, তোর ডাকে,
দেখু বনে যেতে—নাহি চায় ॥

লিঙ্গুড়া-খাম্বাজ—ঢিমে তেতাল ।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী ।
মুখে শুক-শারী, মুখ' মুখি করি,
হের নৃত্য বরে মধুক-মধুরী ॥

মস্ত ভুঙ্গ ঘায়, হৃদে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন হৃদে ভেসে যায় ;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোর, উঠ নো কিশোরী ॥

ভৈরবো-মিথিত—একতাল।
কিশোরী-প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায় ।
বইছে রে প্রেম শতবারে,
যে যত চায় তত পায় ॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমের বল রে হরি,
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে,
প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়
রাধার প্রেমে হরি বলি আয় ॥

ধাবাঙ্গ-মিথিত—একতাল।
হরি মন মজা'য়ে লুকালে কোথায় ;
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা,
প্রাণ-সখা রাখ পায় ॥
কালশী বাজলে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি,
হৃদবিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায় ॥

কামোদ-মিথিত—একতাল।
ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিতপাবন পুরাও সাথ ।
দানের ঠাকুর কোথায় গোরচাঁদ ॥
নামের গুণে এসো গুণবান
হৃদয় ভরি হেরি হরি, ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাম ভরসা করি আশা পূরবে মনস্কাম,
আমার মন রসেনা, প্রেম জানে না,
ব'ধো পেতে প্রেমের সঁদ ॥
রাসা চরণ ছুটি চাই,
মধুর গোর নামটী ঘেন পাই,
রাইকিশোরীর দোহাই,
হরি তোমারি দোহাই,

আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,
দাওহে প্রেম-সুধার স্বাদ ॥

লুম-খাবাজ—একতাল।

আজ ধরবো লো সই মনচোরা আমার ।
নয়ন-জলে গোঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার ॥
সইলো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ-মন দিছি সাধে,
আমার চিকণকালা ভালবাসি
কালা রাধার প্রাণাধার ॥
কথা কইবো লো কত,
বলবো তাঁরে কেঁদেছি যত,
দেখবো যদি হ'তে পারি তাঁর মনের মত,
সে আমায় হয় বা না হয়,
আমি তো সই হব তাঁর ।
আমার আমি রব কি সই আর ॥

ভৈরবো-ঝিল্লার—একতাল।

কর' পার নেয়ে এবার, কুতূহল ভারী যমুনায় ।
না হেরি কুল-দিনারা,
টেউ দেখে সই প্রাণ লুকায় ॥
তরঙ্গ রঙ্গ করে, আভঙ্গে প্রাণ শিহরে,
পুষ্টি সই রপট নেয়ে, পাথারে ভাসায় ।
এসে সই পরের কথায়,
কুল ত্যজে কি হ'ল দায় ॥

টোরী-ভৈরবী—একতাল।

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী ।
প্রেমের দারী আছে দ্বারে, করে মোহন বাশরী ॥
বাঁশী বলছেরে সদাই,
প্রেম বিলাবে কলতরু রাই,
কাকু যেতে মানা নাই,
ডাকছে দারী,—‘আয় ভিখারী,
জয় রাধা নাম গান করি’
রাবা ব'লে নয়ন-জলে ভাসে প্রেমের গ্রহরী ॥

সরফর্দার-মিথিত—কাওয়ালী ।

কি দোষে তৈলিলে রাসা পার ।
তুমি তো নিদ্রয় নহে প্রাণসখা প্রাণ খায় ॥

ওষ পদ অভিলাষী, কেন হে বঞ্চিতা দাসী,
একাকী অকূলে ভাসি, রাখ নাথ অবলায় ॥
বাড়ালে বাজিল আশা, প্রবল হ'ল পিপাসা,
গেছে আশা আছে তৃষা, দহিতে এ প্রমদায় ॥

বাগম্ভী-মিত্র—কাণ্ডলালী ।

যখন আসবে লো সে, মান ক'রে সহ,
ঢাকবে লো বয়ান ।
বঁধু আদর ক'রে, চিবুক ধ'রে,
অধর-হৃদা করবে পান ॥

চাবনা রব গরবে, আগে সে কথা কবে,
কথা কইব লো তবে ;—
আমি তার আদরে আদরিণী,
তাইতো সহ্য করবো মান ।

নয় তো লো মান,—করবো প্রেমের ভাণ ॥

সিক্ত তৈরবী—ধেমুটা ।

শুক'ল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল' না ।
রক্তনী পোহাল সখি, প্রাণ কেন গেল' না ॥
বাসর সাজায়ে সাথে, না হেরিনু ছবি-চাঁদে,
কে বাদ সাধিল সখি, কাঁদাইতে ললনা ॥
বায়স কর্ণ স্বরে, গজনা দিচ্ছে মোরে,
শুনলো বলিছে ছলে, স্বরে ফিরে চল না ।
বাসর সাজায়ে আজ, কার আশে বল' না ।

পাহাড়ী-পিলু—ধেমুটা ।

ছি ছি ছি ভালবেসে, আপন বসে কে রয়েছে ।
সাথে বাদ আপনি সেখে,
কৈশে কৈশে দিন ব'য়েছে ॥
চেষ্টে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে,
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে,
সাধের খেলা কাল হ'য়েছে ॥

সাহানা—আড়বেমুটা ।

প্রাণের মত পেলে পরে,
প্রাণ কি কার' মানে মানা ।
না পেলে প্রাণ দেবে না,
কালবাসা সে জানে না ।

চাইনে তার ভালবাসা,
দেখ'ব কেবল করি আশা,
পিপাসা ভালবাসা,—
ভালবাসা যায় কি কেনা ॥

সাহানা—ধেমুটা ।

যতনে কিন'ব' যতন, মনের আগুন কিন'ব কেন ।
একি হয়, এত কি সয়,
ফুলের মতন প্রাণটা যেন ॥
ফুটেছে সকাল বেলা, রাত্রা আভা ক'চে খেলা,
শুকাবে সাধের নীহার,
না জানি কার সোহাগ হেন ॥

বাগম্ভী—মধ্যমান ।

জানি নে কেন যে ভালবাসি ।

যতনে যাওনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী ॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিকল-আশ, বাসনা-সাগরে ভাসি ॥

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

দেখা দিয়ে দেখা দাও না ।
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না ॥
বিভারে আঁখি ভরৈ, দেখিরে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে নাও না ॥

লুম-বাগম্ভী—ধেমুটা ।

ফুল তুলি আয় লো সজনি,
সাজাব' মনের সাথে ।
দেখ'ব' কেমন প্রেমিক অলি,
কাদে কি না কাদে ॥
কুহুমের মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
তুল'ব' রতন, কুহুম ভূষণ, ধর'ব' রসিক চাঁদে ॥
ধর'ব' মোহিনী ছবি, সাজাব' আজ বনদেবী,
রাখ'ব' খোঁপাতে বৈধে, মদনেরি কাদে ॥

বাগম্ভী—কাণ্ডলালী ।

যে ধরতে পারে ধরা দি তারে ।
বাধা থাকি মিনি স্তোর সোহাগের হারে ॥

নইলে পরে মজ্জতে পরে,
সাধ ক'রে সই, মন কি সরে,
থাক্তে বশে পড়ব' কঁপে যেচে কার তরে ?
জোরে মন কেড়ে নিতে,
যে পারে সই, সেই পারে ॥

বাহার—ভারতসী।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
জাঁধিতে দেয় লো কঁকি, হাসিতে পরায় কঁসী ॥
ছি ছিলো হ'লো এ কি দায়,
বন বন কেন যোগী মুখের পানে চায় ?
কি জানে কি আছে মনে, কায কি—সরে আয়,
উলসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি !
শেষে ছাই, ম'খ'ব' কি ছাই, ভাল না ত হাসি ॥

মিশ্র-খাম্বাজ—দাদরা।

মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ মারে এঁপে।
তাতে সই হুমকি নাচে,
রগ' বাঁচে কি কে জানে ॥
রসকে বঁধুর রূপের চোটে,
লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,
এঁপ নে বধু গাছে বা উঠে,—
করে যদি এ ডাল ও ডাল,
নাথিয়ে তখন কে জানে ॥

কৈদারী—কাওয়ালী।

জয় পরমেশ্বর পরম তিখারী।
কলমের-গুরু, বোণ-আচারী ॥
তরুতল-আলয়, বসন-দিশাচর,
ভাও-নিরাশ্রয়-ভবভয়হারী।
হর করুণা কর, বরদাত্তরকর,
মদন-মানহর, শিব শুভকারী ॥

মিছুড়া—কাখারী খেমটা।

ধরা ত দেয় না হাওয়া, ফুল ফুলে চলে যায়।
একলা খেলে একলা চলে, মন বেধা তার ধায় ॥

হাওয়া কারুর কথা রাখে না,
মন ছুটে ও একটু থাকে না,
উষার বরণ, চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না,
এই বীর অলে কমলে দোলে,
এই নাচে লহর-মালায় ॥

মধ্যমবী—চৌতাল।

ঘোর গভীর ভীষণ বাজে।
বিভূতিছাদিত ধ্বজাট সাজে ॥
জালা-উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত,
ভূজসমালা গলে বিলম্বিত,
ভৈরব সঙ্গীত, ভূকর বিকল্লিত,
সমিধা চল চল, ত্রিনয়ন উৎপল,
ডমরু ডিমি ডিমি জলধর গাজে।

ভৈরবী—চুংবী।

মুড় চন্দ্র-চুড় হর ভোলা।
ভূতনাথ ভব, বোম্ব বব বোম্ব বব,
নিদাধ ভৈরব, অশু-উথলা ॥
মনমথ-শাসন, নয়ন-হতাশন,
ফণামালাগল,—দল দল দোলা ॥
তমাল-নিদ্দিত কণ্ঠে হলাহল,
জলদজাল জিনি জটাভূটদল,
কল কল চল চল গঙ্গা বিলোলা ॥

গিনু—জলদ একতাল।

কিরণ-অগ্নিনী, কিরণ-সঙ্গিনী,
খেলি কিরণ মিলায়ে কিরণ-কায়া।
মধু-মারুত ধায়,—মধু কিরণে মিলায়ে ধায় ॥
কিরণ-বাসী, কিরণ-হাসি,
কিরণ-রাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে, কমলে কিরণে নাচি লো আয়া।
কমল-কামিনী, না পশে কণিনী,
দিনমণি-মানা তায়,
রবির কিকরী, রাশি সতী নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
হু-ক-কমলিনী দেখে লো যায় ॥

ধর্ম হেলা কতু ক'র না বালা,
রাখ' ধর্ম মতি সতী ঘুচিবে আলা,
হুখ ধর্ম আনে, হুখ ধর্ম শুনে,
করি মানা লো, ক'র না ধর্ম হেলা,
খেলা নারী-আঁধি নাহি দেখিতে পায় ॥

* * *

চল চল লো চলিল অভিমানী,
যেণি কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী,
কিরণ-আকর সকলি নেহারে,
প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে,
সতী পীড়নে যে জন ধায় ॥

হুল-সারঙ্গ—দাদুয়া।

পুলিনে কালা খেলে, জলে যাব না লো।
গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব না লো ॥
ওলো সাথে কি বলিলো ঘাসনে জলে,
কত রজ করে হেরে অঙ্গ জলে,—
মানা মানে না, হেসে লো সঙ্গ চলে;
কথা কইতে এলে কথা কব না লো।
কুলমান গেলে ফিরে পাব না লো ॥

ঘোষিয়া ভৈরবী—নক্টা।

ওমা কেমন ঘোণী ছি ছি লাজে মরি।
সাথে পায়ে ধ'রে, বল কি করি লো ॥
ভাসে নয়ন হুটী, জুলে বদনখানি—
বলে রাখ' রাখ' মানিনী লো।
যোগী অনুগ্রহে, মান ভিক্ষা মাগে,
ওলো যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী ॥

পুরবী—দাদুয়া।

পাখী তোর পেলে মধুর স্বর।
জোর মত কুঞ্ঝবনে, গাইলো নিরন্তর ॥
ফুলের মাঝে সোহাগ করি,
ফুলের রেণু অঙ্গে পরি,
বেলি চকোরের মনে, মেখে চাঁদের কর ॥

বাখাঙ্ক—বৎ।

মনের কথা বল কি জানে সই।
কুখাই কুখাই করে বাক্যে কলমে পাবে কই ॥

কি তাবে মগ্ন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে,
কে জানে কখন কাকে চায়,
কতু খেলে মলয়-বার,
কতু চাঁদের আলোয় ফুলমালা দোলায়,
আড়-নয়নে তারার পানে চায়,
হয় তো মাতে বন্ধাবাতে, হেথের সনে গায়,
বাজ পেতে মের বুকের মাঝে,—
মন নিয়ে সই সারা হই ॥

কাফিসিদ্ধ—শেষুটা।

মন সদা চায় আপন বিলায়,
মনের মতন মন যদি পায়।
বোরেনা কি তার ব্যথা,
তাই তো ঘোরের থেথায় সেথায় ॥
ফুলের হাসি দেখতে পেয়ে,
হাসিবে বলে যায় সে থেয়ে,
ফুলের বৃকে অলির খেলা দেখেলে চেরে,
আপন হিয়া শূন্য হেরে মুদিত হ'য়ে ফিরে যায় ॥
মেখে দামিনীর খেলা, হেরে তার বাড়ি জালা,
আপন ভাবে হয় লো বিভোলা;
বুঝতে নায়ে, চায় সে কারে,
বাজে বৃকে তাই নিতে চায় ॥

নট মল্লার—বৎ।

ভালবাসি বিভূতি তোমার।
নাইতো ভূষণ তোমার মতন তাইতো মাখি পায়
তরু ভেরে ভালবাসি,
তাই তো লো তোর তলার আসি,
দেখ কেমন বালক বসন, সেজেছে আমার ॥
বিজনে হুতুরা ফোটে, হেরে সাথ কত ওঠে,
কে জানে কি মনে তার, কার পালে সে চায় ॥

হাথির—কাওয়ালী।

দেখলে তারে আপন-হারী হই।
গেলে পরে, আর জে ফিরে আসবে না লো সই
এখনে সই পাখাণ বেঁধে, এসছি কানারে বৈদে,
খাধে কত মনোরম বৈদে ॥

কি বলে বল আসবো চলে,
জানেন না সে আমা বই ।

দ্বিধিট—খেমটা ।

বিলাস । মন কেড়ে নে দেখ গো পালায় ।
তরলা । একলা পেয়ে মজার অবলায় ॥
বিলাস । তুমি কি ঋ মজবার মত ।
তরলা । দেখ ঠাট জানে কত ।
উভয়ে । কলে-বলে কথার ছলে
দেখ গো ভোলায়,
তরলা । দেখ গো জ্বালায় ।
বিলাস । ওই দেখে প্রাণ নিয়ে পালায় ॥

বেহাগড়া—কাওরালা ।

কেমনে মন নিবারি ।
যতনে যাতনা বাড়ে তারে কি ভুলিতে পারি ॥
বাসনা-বারি বিরাগে, মলিন বদন মনে আগে,
অনুরাগে গলি সোহাগে,—
ছিঁড়িতে নারিলো ডুরি, কি করি মন যে তারি ॥

বেহাগ—খেমটা ।

প্রেমের এ প্রেমোদবনে,
প্রমিক কেমন বাবে জানা ।
মনোহর প্রেমের বাসর,
মিছে প্রেমের ভাণ সাজে না ॥
প্রেমিকা অনুরাগে, একাকিনী কুঞ্জে আগে,
সোহাগে সোহাগিনী,
নাও যে হৃদে নাই তো মানা ॥
প্রেমিকা বার যেখানে,
প্রাণে প্রাণে সে তো জানে,
প্রেমের বার প্রাণ টানে না,
ছলনা তার প্রেম কামনা ॥

আম্বল তৈমব—৩৭ ।

ঠেলে পায় ভুলে আছ কেমনে ।
হও যে উদয় হৃদয়শ্রী, আবার তোমা বিহনে ॥
রাখ পায় কিশোর-সন্ধ্যাসী,
রাখ চরণ-চুড়া-শিশী
হও যে চাক কাল-মালী, কতক মন-কোণে ॥

এস হে কুমার-কুলহার,
কুপায় মুছাও নয়ন-ধার,
ব্যথার ব্যথিত তোমায় জেনে—
তাই এসেছি কান্দনে ॥
অয় অয় পরম পুরুষ সনাডন,
কাকনগজ্ঞন-কায় মদনমোহন ॥

মারোয়া—চিহ্ন-তেতাল ।

নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব হৃদিনী মায়ী ।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাজা-পায় ॥
শিখ হাদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ-মস্ত্রে লহ দীক্ষা,
তাজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবার ॥
যে নামে ছরিত হয়ে, রাখ যবে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ন বার ॥

আলাহিয়া-মিজ—সোলন ।

আদর ক'রে ডাকুরে গোরহরি ।
আসবে গোরা রাখ কেঁদে ধরে, দেখে বো নয়ন তররি ॥
সে যে পাগল গোরা, পাগল প্রেমের দার,
যে ডাকে তার, অমনি কাছে বার,
অরুণ নয়ন ঢল ঢল, ছল ছল চার,
বলে, —“ডাকলে কে আমায় ।”
আর বাবে না থাকবে কেনা, গৌর বল নাগরী ।
গৌর নামের অতুল মাধুরী ॥

কামোদ-মিজ—৩৭ ।

বাসি হলো বনমালা, দেখে হলো প্রাণসই ।
ধূসর গগনে শশী, কালশশী এলো কই ॥
মজিয়া শঠের ছলে, জামিলো নয়ন-জলে,
দেখলো কমল-দলে, ভ্রমরা বসিল ওই ॥
এল' না এল' না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ-বিধুরা বালা, বল বল কত সই ॥

মহার-মিজ—সোলন ।

আমি আপনি চিকণ কালো ।
আমার মাইয়ের রূপে জুবন আলো-
মাইয়ের বরণ কেবেছি কার, মাইকে বাসি আলো-

কিশোরীর রূপের কিরণ, ঢেকেছে কালরবণ,
ছাই বিনা আর সোণার চাপার বরণ কার এমন।
আমার অঙ্গে অঙ্গে রাই কিশোরী—
রাধা নাম সন্ধানি করি,
কিশোরীর গেমের ঋণে বোণী হতে হ'লো ॥

বাণিজ্য-বাণিজ্য—একতাল।

কিছুটা ভব করুণাময়ী করুণা কর কমলা।
ওমা রমা, দেখ' ভুলো না ভুলো না
ডরি মা তুমি চপলা ॥
রমেশ-রাণী, রাজা পা দু'খানি,
দিও মা দাসীয়ে কমল-পাণি,
হীনা, সন্ধানি চকলা, অনুবালা হও মা অচলা

বেহাগ—একতাল।

ডাকুলে আমি রইতে নারি,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
সন্ধানি সন্ধানি ভাসি, মিষ্টভাবী ভালবাসি ॥
ডাকে যে সরল-প্রাণে,
প্রাণ টানে মোর তারি পানে,
ভারে কই মনের কথা, তারি কাছে ব'সে হাসি।
এসেছি জলে ভেসে, ঘুরে বেড়াই দেশ-বিশেষে,
যে কথা কয় মা হেসে, হইগো তারি গৃহবাসী ॥

ব্রজ-মল্লার—চুংরী।

আমি রয়েছি সাথে, চল কানন-পথে,
হার বিজন গহন—হার বিজন গহন।
বীরে বীরে, ঘোর ভিমিরে,
চল চল অরিদল করিছে ভ্রমণ,
ঐ করিছে ভ্রমণ ॥
রবে না রবে না, দিন বাবে বয়ে,
প্রাণ বাঁধ বাঁধ, থাক থাক সয়ে,
ধরি মানব-কার, কতু সমান না যায়,
রাখ মতি সন্ধানি মাধবপায়;
ডাক শোক ডাক, আর হরো না বিমন
আর হও না বিমন ॥

শিব-বাণিজ্য—একতাল।

মন বোঝে না মনের কথা, বুঝিয়ে দের লো আঁধি
হৃদয় খোলে, অমনি ভোলে,
শেকল পরে আপনি পাখী ॥
হৃদি-চাঁদুহুবে ফেরে, রেখেছে মেঘে ফেরে,
হেরুলে শলী মন পিয়াসী,
হয়লো হৃদয় মাখামাখি ॥

শিব-ভৈরবী—একতাল।

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী।
আদরিণী যার আদরে, তারই তরে বিশেষিনী ॥
পতি মোর বনমালী, গাঁথে না হায় দুয়ার খালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমার,
তাই তো থাকি একাকিনী ॥

বাণিজ্য-মিশ্র—ধেম্‌ট।

চ'লে যাই আপন মনে, চাই না কারো পানে।
গোপনে প্রাণের কথা, কই প্রাণে প্রাণে ॥
আপনি থাকি আপন পরবে,
(নইলে) কুজনে সই কুখ্যা কবে,
কোমল-প্রাণে অত কি সবে,
নাই তো ভেমন মনের মতন,
যে জন নারীর মন জানে ॥

বানি মিশ্র—একতাল।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে বাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা বাই সন্ধানি ভাবি গো তাই ॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
আগিয়ে ঘুমাই কুহকে বেল,
এ কেনন ঘোর, হবে না জোর,
অবীর অবীর বেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিরত থাই ॥

চরনেত্রে 'দেহ পরিচর
কেবা ভূমি প্রমোদ ভরদে।

অনিলা কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কোথা নিয়ে যায় ।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাদে গায়,
এই আছে তব ডাকি নাই ॥

* * *
কি কান এসেছি কি কাজে গেল,
কেমনে কেমন কি খেলা হ'ল,
বাহের বারি, বহিতে কি পারি,
বাই, বাই কোথা কুল কি নাই ।
করহে চেতন, কে আছে চেতন,
কত দিনে আর ভাবিবে স্বপন,
যে আছে চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপার,
তব পদে তাই শরণ চাই ॥

বেহাগ—৮৭ ।

আমার এ সাধের বীণা, যত্নে গাঁথা তারের হার ।
যে বস্তু জানে, বাজার বাঁধে উঠে সুখা অনিবার ॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি,
তারে শতধারে বর মাধুরী,
বাজে না আল্পা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার ॥
সাধের বীণার মরম যে জানে,
সে ত বাঁধে না টানে,
বীণের কথা মধুর গাঁথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর করে ডোর বাঁধবে টেনে,
বীণা নীরব রবে তার ॥

পরজ-কালংড়ামিঞ—বেহুটা ।

বস্লে অলি হুলে ফুলের গায় ।
সইলো প্রাণ শিউরে উঠে, মলয়া-বাগরায় ॥
কাকিলে ফুল বলে, উহ প্রাণ হ হ অলে ;
খেলে গো চকোর-টানে,
প্রাণ বারে চায় সে কোথায় ॥

নাওন-মিঞ—একতালী ।

ফুল জল ঘোম, তপন, পবন,
গাও গভীর তানে ।
জাগ কুহুমলতা, শাখী পাখী গাও নবীন প্রাণে ॥
আজি আনন্দ উৎসব ।
গেল কুস্বপন, পোহাল যামিনী,
জ্ঞান-স্বরূপ হাসে,
দীন হীন তরে দীন উদাসী, একা তরুতলে বাসে
সত্যত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্য-সত্য জানে ।
চিত্ত চকোর, রহ বিভোর, চরণে স্থাপানে ॥
আজি আনন্দ-উৎসব ॥

পরজ-মিঞ—পোস্তা ।

মা, তোমার এ কোন্ দেশী বিচার ।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দাওনা একটা বার ॥
মদ খেয়ে বেড়াই ধরে,
কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখুলি নি চেয়ে ;
আমিও মাংসো মদে,
মা বলে ডাক্‌বো না আর ॥

(করিব হুস) বিভাব-মিঞ—আড়াশেহুটা ।

রাণী-মুন্সীর পলি, সরাপের দোকান খালি
যত চাও তত পাবে, পরমা নেবে না ।
চোড়া করে শালপাতাতে,
চাট দেবে হাতে হাতে,
ভেলমাখা মটরভাঙা—মোলাম বেহানা ।
চুচ্চরে হ'য়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হরষড়ী ভাষাক দেয় সেবে ;—
বাপের বেটা মুন্সীর মেয়ে,
জুড়ুর বেঁধে দেয় সে পায়ের,
নাচ গাও বড় পার' তার কি ঠিকানা ॥
মুন্সীর এমুলি কেতা,
পুঁড়ে থাকো বেধা দেখা,
জমাদার পাহারালার নাইকো নিশানা ॥

ভৈরবী—পোস্তা ।

মন আমার দিন কাটালি, মূল ধোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত করলি ভবে ।
একুলা এলে, একুলা যাবে,
মুখ চেয়ে কার ঘুরছ ভবে ।
কে তুমি বলছো আমি,
দেখু তেবে আর ভাবি কবে —
ভাঙবে মেলা, ঘুচবে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে ॥

ইমন-ববহাগ—একতালী ।

হায়রে হায়, প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা ।
দিলে মিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিয়াসা ॥
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব'না, পরবো কাঁসী,
চায় না প্রেম কেনা-বেচা,
আগবেসে পুরার আশা ॥

সিকুড়া-খান্জ—একতালী ।

প্রাণে যায় সর না বাখা,
সে কেন কয় প্রেমের কথা ।
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে—
প্রেমিক যে জন সে ত জানে ।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে,
বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে,
বিচ্ছেদে-অবিচ্ছেদে—হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে ॥
যে আপনা হারে, চায় সে কারে,
সাধের কাঁসী খুলতে নারে,
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে ?

অহং-কান্দি—পোস্তা ।

প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা,
বলে গেল সোণার পাখী ।
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা,
চাখে চাখে রইল বাকী ॥

নয়ন-কোণে চাইবি দত,
বাণ খাষি বাণ হানুবি তত,
নীরবে প্রাণের কথা,
আঁখি সমে যবে আঁখি ॥

গারা-সিরা—একতালী ।

আগে কি জানি বল,
নারীর প্রাণে সর হে এত ।
কাঁদাবো মনে করি, ছি ছি মধি, কাঁদি কত
সাধ করি—সে সাধবে এসে,
প্রাণের আলায় সাধি শেষে,
লাজ-মান ভাসিয়ে দিয়ে,
অপমান আর সব কত ?

সাতন-বাহার—একতালী ।

কোনু গগনে ছিল রে এ ছুটি চাঁদ,
এলো ধরাডলে ।
চাঁদে মিলে, দেখ, কত খেলে ॥
আধ হাসেরে চাঁদ, আধ ভাসেরে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে ।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত হাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে,—
পিয়ে হৃদ্য প্রাণ দোলে ॥

লজিত-বাহার—বং ।

কুহতানে আকুল করে প্রাণ ।
বুঝি রাখতে নাহি কুল মান ॥
কুহুম হেরি ভুলতে নাহি, মনে পড়ে সে বরা
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পড়ে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান ॥

অহং-কান্দি—পোস্তা ।

বলে কুল ফলে ফলে, তুলে দে লো বঁধুর গলে ।
সোহাগ আর করবি কবে, বাবে মধু বাসি হলে ॥
ফুটেছি আশোল করে, তুলে সে বা আঁধর করে,
ভোল না, আর পাবে না,—
বলে কুহুম হেরে ফলে ॥

মালকোষ-বাহার—কাওরানী ।
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে ।
কোথা রবে, দেখা দেবে,—
ভালবাসে সে আমারে ॥
এদে প্রাণ তারি তরে, সে ত' তা বুকে অন্তরে,
জেনে শুনে কোমল-প্রাণে—
বেদনা সে দিতে নারে ॥

ভূপ-বাঁধাজ—একতাল ।
হুস্র নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল-উজ্জ্বল-বরণে ।
মধুর-হাস ভ্রমোবিনাশ, মনবিকাশ স্ররণে ॥
নগবালা নব মলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল,
নব-নিশাকর শোভিত-ভাল,
তড়িতজড়িত চরণে ॥
তম্বুড়ী তারা ত্রিভূপতারিণী,
শরণাগত-শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রথমচারিণী, দুর্গে দুখহরণে ॥

জয়জন্তী-মল্লাহ—রাগতাল ।
তুমি মা রয়েছ কাছে, মা আমারে বলে দেছে ।
ছেলে বলে নে মা কোলে,
ভয়ে মরি ডুব পাছে ॥
কান্দিলে মা এস খেয়ে, কেন মা' না দেখ চেয়ে,
মা কি তুমি নও মা তারা,
মা তুমি ত মা বলেছে ॥

পরজ-ঠেরো—কাওরানী ।
ফুরাল সুখ-স্বপন ।
কমলবাসিনী লুকাল কামিনী,
লুকাল করী কমল-বন ॥
মরি কি মাধুরী, ভুলিতে কি পারি,
বিমল বারি, কুহুম মারি,
অমলিনী মারি, এসে করী ঘরি,
নিরত নেহারে মধি ।
রাঙা-পদ বলকে, দামিনী খেলে পুলকে,
একি একি একি, দেখি দেখি দেখি,
ভুলিতে মারে নয়ন ॥

যোগিনী-ঠেরো—যৎ ।
কিঙ্করে রাখ' শকরি পদে, বিপকে ।
কোথা মা দেখা দে মা, শ্রামা নিবিড়-নীয়ে ॥
ডাকি প্রাণভরে অভরে, রাখ মা রাখ তনয়ে,
মা বিনা জানিনি, ও মা হুহুয়াশি,
বরবন্দিনী বামা বরণে ॥
চারিদিকে আর, হেরি আঁধার,
শশি-শেখরা শকটে তার, দুর্গে দুখ বার,
ওমা মরি গো মরি, দেখে কৃপা করি,
সহায়হীনে শুভদে ॥

টোড়ী-ঝিরা—একতাল ।
চরম সময়, হও মা উদয়,
দেখে মরি তারা ত্রীপদ-মলিনী ।
ডাকি দুর্গা বলে, কেন আজ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানবদলনি ॥
ত্রীপদ মারিয়ে, সাগর বাহিরে,
মশানে মা মরি, দেখ না আসিরে,
ও মা শবাসনা, 'কর' মা করুণা,
কাতর কিঙ্কর, কেশরি বাহিনি ॥

আলাহিরা-বাঁধাজ—রাগতাল ।
কেন ভোল, দুর্গা বল দুর্গা বল মন আমার ।
জীবনে-মরণে মন, চরণ ছেড় না মা'র ॥
বাসনা ছলনা করে, মাতা-মোহ রাখে ধরে
তা'তে ত শমন-করে, পাবে না নিজার ।
দুখ পেলে কর্মফলে, ডাক' দুর্গা দুর্গা বলে,
অস্তিত্বে মোহের ছলে, ভুল না রে আর ॥

ঝিঝিট—আড়বেহুদা ।
গুণা-নাবা প্রেমের তুফানে,
টানে প্রাণ বারের তেলে,
কোথায় নে যায় কে জানে ॥
কোথাও বিষম ঘূর্ণণপাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, হুমিয়া দেখে লোক ;
কোথাও তরুণের ধার, তাসিরে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে ॥

কাকি-মিষ্ট—একতাল।

ওমা, কেমন মা কে জানে।
মা বলে মা, ডাকছি কত,
বাজে না মা, তোর প্রাণে ॥
মা বলে তো ডাকব' না আর,
লাগে কি না দেখ'ব' তোমার,
বাবা বলে ডাকব' এবার, প্রাণ যদি না মানে ॥
পাখাণী পাখাণের মেয়ে,
দ্যাখে না কো একবার চেয়ে,
পেছনী নিয়ে খেয়ে খেয়ে, বেড়ায় সে খাশানে ॥

গোঁরী—একতাল।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তদের পাগলী মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্রামা ॥
বাবা বব বম্ব বলে, মদ খেয়ে মা গারে পড়ে ঢ'লে,
শ্রামার এলোকেশ দেলে;
রাভা পায়ে ভ্রমর গাজে,
ঐ নৃপুংর বাজে শোন না ॥

কামড়া-মিষ্ট—একতাল।

সাথে কি গো খাশানবাসিনী।
পাগলে করেচে পাগল, ওই ত ঘরে থাকি নি ॥
সে কোথা একলা বসে, নয়ন-জলে বয়ান ভাসে,
আমা-হারা দিশেহারা, ডাকুচে কত না জানি ॥
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ'চি যেন মুখখানি তার,
ঘোর হামিনী, একলা আছে প্রাণের চিত্তামণি ॥

ভৈরবী—কাহ্নক।

কি ছায়, আর কেন মায়া,
কাকন-কাহ্ন ত হবে না।
দিন বাবে, দিন হবে না ত, কি হবে তোর তবে,
আজ পোখাল, কাল কি হবে;
দিন পাবি কুই কবে;
সুলায়েলি চলে চলে, মাঝে পদ্মক বাজ;
কেই কাল' নয় ব্যাধি না চেয়ে,
কবে কবে বাধি,

আপন রতন, যেচে নে চল,
হরি বলে ডাকি।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে বাই, নে যায় সাথে,
আমায় বলতে হয় না জোর করে ॥
মুখখানি সে বহু মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কত রাখে আদরে।
আমি জানতে এলম তাই,
কে বলে রে আপনার রতন নাই;
সত্যি মিছে দ্যাখ'মা কাছে,
কচুে কথা সোহাগ-তরে ॥

পঞ্চ-ধোঁগিরা—একতাল।

আমায় বড় দেয় লাগা।
সারা রাত কি পাগল নিয়ে, যায় গো মা, জাগা ॥
সারা রাতই সিঁকি বাঁটি, ভুতে খায় মা, বাঁটি বাঁটি,
বল'ব' কি বল, বোকে না মা,
তার উপর মিছে রাগা।
কাছে এসে, ছাই মেখে বসে,
মরি গো মা, ফণীর তরালে,
কেমন করে ঘর করি বল,
নিরে এ স্তম্ভটা নাগা ॥

দাখ-মিষ্ট—পোতা।

যাই গো ওই বাজার বাঁকি; প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদম-তলায়,
দাঁড়িয়েছে আমার তরে ॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পূর্ণ পানে চায়,
পাগল বাঁকি ডাকে উঠায়;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে,
চলে বাবে মানজরে ॥

ভৈরবী—বাং।

ছাড়ি যদি দাখাবাজী, কখন পেলো পোতে পারি।
আমি ক পায় হালী

দখি বেবে পারি হারি ।
যদি কেউ বাত্ লেদিত,
এমত লোক দেখ'লে হতো,
গণবাজীর উপর রাজী,
খেলা বড় বিধম তারি ॥

পাহাড়ী—কারকা ।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে খেয় চরাব' ।
খেলব কত ছুটোছুটী, বাণী বাজাব' ॥
খেলতে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইত আসি,—
আমার মনের মতন খেলার জুটী
কত জন পাব' ॥

ভৈরো আড়ধেমটা ।

আমি কুণি-কাটা রসের নাপ্তিনী ।
ছোঁড়াকে বলবো এবার,
করে যেন কমিসানী ॥
ন-পাড়ার গিল্লী মাগী,
গাল দিগ্ধেছে গভর ধাগী,
নাইক' কড়ি কিন্তে দড়ি,
কিসের আরি আনি নি ॥
ছোঁড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হচ্ছে কত, ব'লেছে ভূতা মিড়িনী ॥

ছাপালী-মিঙ্গ—দাদ্বা ।

ইয়ারগণ । হুঁ হুঁ পেয়লা ক্যারা রং বেদম্ ।
আখিয়া লালে লাল,
নেশামে চল'তা হার কাম্ কাম্ কাম্ ॥
হইন্দি ডাক্, মং দেও কাহ্,
ঝাঁকে কাঁক উড়াও কাহ্,
লিঞ্জিরে পিঞ্জিরে চম্ চম্ চম্ ॥
নষ্টকী । হেলকে দোলকে বীরি বীরি
মার মরসা-ভুরি, শিলেনা কিরা মেরি,
নরমে রুমে আঁচোরী কাশ বদনুমে,
আজ যৌথ কা লিন ছোড় দোলা গুদম,
দারোলা মাথে কে বদু বদু বদু ॥

খাপাল-মিঙ্গ—কাহারবা ।

রাম রহিম না জুলা করো;
দিলকি সাঁচা রাধো জী ।
হাজি হাজি করতে রহো,
হনিয়াদারী দেখো জী ॥
অব্ বেগা অব্ ভেঁসা হোনে,
সদা মগল কে রহে লা জী,
রাতি মে ইস্তা বদন বনি হার,
ইয়াহ্ হরদম্ রাখ্ না জী ।
যব তক্ সেকো কবক্ রহো তাই,
যিস্ যিস্ কামুমে মানা জী,
কেয়া জানে কব্ লম ছুটে গা,
উস্কা নেই ঠিকানা জী ।
হুস্মন তেরা সখ্ ফিরতা,
দেখে তাই যব সেকো জী ।
হুস্মনুমে বাঁচানেওয়ারে,
উন বিন্ হার নেই একো জী ॥

রামকৈলী—দাদ্বা ।

মিল' আখি চিড়িয়া মিঠি বোলে ।
(মিল' আখি, মিল' আখি মিল' আখি)
হুবা হয়, বহত্ মিঠি হাওয়া,
ফুল চুম্কে পাতি ঝুম্কে বীরি চলে ॥
পুরব লাল, উঠে সোপেকা খাল,
হররংকী গুল্, দেল্ ডরপুর মজগুল,
মাহুক পাশ্ পৌছা হার আসক্ বুলবুল ।
পিয়া মিল। গোলাব হাসক্ দোলে ॥

কাঙ্কি-মিঙ্গ—দাদ্বা ।

জুটলো অলি হুটলো কত ফুল ।
দোলে হার বীর পবনে সৌরভে আতুল ॥
কর কর করছে শিশির,
যেন সোণার গাঁথা মালা মতির,
পাখীর তানে প্রাণে হানে তীর;
আকাশে উধা হাসে জলে কমলফুল ॥

বিজা—দ্বাপদাল ।

হুজব দতর মন, অতর হুজব ।
হুজব ডাকিরে মনে কোয়ারী মনে ॥

ফল-ফুলে মনোহরা, হুজলা শ্রামলা ধরা,
নাহি পাপ, নাহি তাপ, ধর্মের শাসনে ॥

বিভাল-বীণতাল।

প্রখর রবির কর ব্যাপিল তুবন।
কি হৈছে কমলবল রবিছবি আলিঙ্গন ॥
অনিল বহে অনল, ছায়াহীন স্থলজল,
কুণার লুকার পাখী, স্পন্দহীন তরুণণ ॥

পিলু-পাহাড়ী-ধেমুটা।

চাও চাও, বদন তোলো, কথা কও মুচকি হেসে,
দেখ'না প্রাণ ব্যাকুল হ'লো ॥
দেখি হ ছুটি আঁখি, হৃদয়ে এঁকে রাখি,
দিয়েছ প্রাণে কাঁকি, আর কি বাকী আছে বলো ॥

আড়ান-বিশ্র-একতাল।

তুমি শিখেছ কত ছলনা।
ভাল ভুলাতে জান ললনা ॥
মজেছি মজিব মজিতে ধাই,
কেমনে পোড়া মন ফিরাই;
ভুলিছি ভুলিব, শেষে অথজনে কত কাঁদিব,
ভাবি তাই মন! মনোমত মন হ'লো না ॥

বেহাগ-দাদরা।

কি কর কি কর, ধর ধর, তুমি জর জর,
মজাতে মজিমু টুটিল মান।
এ কি অকিঞ্চর, জিনে বল হার,
মানি পরিহার, কত সব আর;
মন-প্রাণ করি চরণে দান,
ভাল ভুলালে, ভাল জান' ছলা তাপ,
সখিগণ। — রণ হলো অবসান ॥

শিখু বাঁধা-বৎ।

বিবাহ-নিশি মন বিভোরা।

ভুলি যদি মনে করি, আঁখির নেহারি ধরা ॥
ভুলেছি অঙ্গন হলো, মজেছি মজাব হ'লে,
হৃদয়ে হয়েছি হার, মরিখে দিগেছি ধরা ॥

খাখা-বিশ্র-দাদরা।

একে লো তোর এই ভরা বোঁবন।
রূপে ক'রেছে অবশ, আবেশে চলে নরন।
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে,
জোর করেছে নারীর স্বাভে,
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,
ভরা হানি, গুরু উরু বিষম কুলক্ষণ ॥

কামোদ-বিশ্র-একতাল।

কি জানি কি হলো প্রাণসই।
মন তো বাঁধিতে নারি, এ স্বাভনা কানে কই ॥
নরন সাধিল বাদ, সুখসাধ অবসাদ,
কি ক'ব লো তবু উঠে সাধ,
বিষাদে ভাসিলো, সখি! আমি ত' আমার নই ॥

ভৈরবী-বিশ্র-দাদরা।

গুণমণি, দাসী তব পার।
রমণী-জগদমণি ঠৈল' না এ অবলার ॥
প্রেম-অভিলাষী দাসী, আঁখি হেরি মন উদাসী,
বাসি মনে সখতনে, হৃদয়ে ধরি তোমার ॥

মল্লার-দাদরা।

আমরা চার রকমের চার বিরহণী।
বিচ্ছেদে মনের খেদে,
ঘুরি দিবা-রাতিনী ॥
কাকর বুক ছার পিরীতের লমা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কহনীতে জ্যাস্তে মরেছে,
কাকর লজ্জা-সরম, ধরম-করম, সকল হয়েছে,
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি,
তবু পিরীত ছাড়ি নি ॥
প্রেম ক'রে কেউ আড়-নয়নে চার,
কেউ ধুলে মাখে গার,
পিরীত তোরে বলিহারি হার! ॥
কেউ নয়ন-জলে গাঁধে মালা,
কেউ বা প্রেমে মানিনী ॥

কানড়া-বিশ্র-বীণন।

হোরি চম্পক-কলি, পড়ে কলি কলি,
ছায়া দিবা সে কি ছায়া ॥

চাঁদ গিরিখি, তাসে হুঁটা আঁখি,
কিরে কিরে চায় চাঁদের পানে ॥
মনোমোহনে, আন বভনে,
কৈদে কিরে গেছে অভিমানে ।
না হেরে আখায়, লুটাল ধরায়,
তার-প্রাণ আনি ত' প্রাণে প্রাণে ॥
ওলো যেমতি সজনী, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ মন না মানো ।
মরম-বাখায়, সে আছে কোথায়,
কাজ কি ছার মানো !

বেহাগ—ভরতঙ্গ ।

চাও চাও, মুখ ঢেক না, সরম রবে না ।
চ'খে নাও মুখের ছবি,
ভাকলে খুগল ভাব রবে না ॥
যে ভাব বার উঠে মনে,
দেখ' সে ভাব চাঁদবদনে,
চ'খে চ'খে চাও না হুঁজনে,—
না হ'লে আঁখির মিলন,
মরম-কথা কেউ পাবে না ॥

পিলু বীরোয়া—দাদুয়া ।

শ্রেমের এই মানা, না হ'লে শ্রেম ত রবে না ॥
পিন্না বিনা কারো, পানে চাইতে পাবে না ॥
শ্রেমে সদাই অভিমান,
শ্রেমে চায় বোল অনা প্রাণ,
সর না কথার টান ।
শ্রেম সরু হুঁতার বাঁধা-বাঁধি,
বাঁড়াসের ত' তার সবে না ॥

বই মজ—ভরতঙ্গ ।

বিরহ বরষ ভাল এক রকমে কেটে যায় ।
শ্রেম-ভরসে, রঙ্গ নানা,
কখন হাসায় কখন কাঁদায় ॥
এই পারে গরি, এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জলে
কাহ খেঁকে সরি,
আখায় না সেবে জয় তখনি সরি,
হাস রে হাস বলিহারি,
মাটির বেলায় পায় পায় ॥

পাহাড়ী-পিলু—বেহুটা ।

রাজা জবা কে দিলে জোর পায় মুটো মুটো ।
দে না মা মাখ হয়েছ,
পরিরে দে না মাখার মুটো ॥
মা বোলে ডাকুবো তেরে,
হাততালি দে নাচ বো ঘুরে,
দেখে মা নাচ বি কত,
আখার বেঁধে দিবি মুটো ॥

বেহাগ—বেহুটা ।

কৈদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে
মা বলে,—‘আয়রে কোলে’,
মুখ মুছরে কোলে টানে ॥
পেয়েছি অভয়াং, আর কিরে ভয় করি কারে
মা ব'লে বারে বারে, চেয়ে রব চরণ পানে ॥

বাহার—বৎ ।

মালকোব—আড়াঠেকা ।

মা আমার ভক্ত বই আর আনে না!
ছন্দ খুলে ডাক মা ব'লে, পূরবে মনের বাসনা ॥
মা বলে ডাকলে পরে, তাপিত প্রাণে বারি করে,
শ্রেমময়ী শ্রেমের ভরে, ডাকছে রে তাই শোলনা

মালকোব—আড়াঠেকা ।

রাজা কমল রাজা করে, রাজা কমল রাজা পায় ।
রাজা মুখে রাজা হাসি, রাজা মালা রাজা গায় ॥
রাজা ভূষণ রাজা বসন, রাজা হাতের ত্রিসূল,
কত রাজা রবি শশী, রাজা নখে পড়ে হার ॥
পদ্ম ভ্রাম পদতলে, পড়ে আলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী,
ডাকলে তাপিত-প্রাণ জুড়ায় ॥

দোহিনী-বাহার—জল ভেজাল ।

পিক কুছ বোলে, মুক্ত কুছ দোলে,
মুখ সবারি যবে বীরে ।
ফুল দিনকর, ফুল সরোবর, ফুল রতনরাশি নীরে
শ্রাম রূপীতল, শ্রাম তরুণল,
কুহব-কুহব নিরে,

ফুল ফুল আকুল, আকুল অলিফুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে ।
ফুল আকুল হুগিছে সমীরে ॥

ভীমশলজী—জলগ-একতালী ।

সদা মনে হারাই হারাই ।

কি আছে কপালে ভাবি তাই ।

কত কথা পড়ে মনে, কিশোরের সঙ্গিনী মনে,
গিয়াছে সে দিন, আর সে দিন ত' নাই ॥

পড়ে মনে রাম মনে, ভ্রমণ বিজন বনে,

মায়ামুগ ছায়া হেরি, হৃদয়ে ডরাই ।—

তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥

বাহার-খাবাজ—কাওরালী ।

কত মেচেছি লো, ময়ূরী মনে ।

ফুল প্রাণে, মরি মধুর তানে,

কত গাইত শাবি-শিরে পাখীগণে ॥

ফুলফুলে, সখি ছলে, হাসি, হাসি,

সত্তাবি প্রাণ খুলে,

হাসি, হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,

কিশোর-কথা কত জাগিত মনে ।

নাথ মনে, সখি, গহন বনে ॥

পাহাড়ী-গিলু—দাদুয়া ।

সীতার সখীগণ,—

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে শুষ্করি লো ।

নাহি ছেরি কুমুদ-মঞ্জরী লো ॥

চিত চকল গাইছে সরোবরে,

শুণ শুণ করে, মনোযথ্য কহে সকাত্তরে,

শুভ সরোনার সেহারি লো ॥

আশোয়ারী—আড়াঠেকা ।

লজ্জা রাখ শিবরাশি; ও মালজ্জা-নিবারিণি,

পর্জনী পতি-দায়্য, কন-মাত্রে পাগলিনী ।

বোরা বাবিলী, ছবিদী একাকিনী,

চিত্র চমকে, মা তমোলিনী ।

কল কল পলক, ও মা পরাণ আকুল,

আঁখির ফুলে জলধরে প্রারিণি ।

অবলার রাখ গো রাগা পার,
তারো তাপহরা দীন-জননী ॥

বেহাগ—আলাপ ।

চিঙ্কামনি চরণাঙ্গুল-রজ চিত ভুখা ভুখা রহো,

পিও রাম-নাম হুখা,

গাওত রাম নাম, অপত রাম নাম,

বোলত রাম নাম বদন ভরি ভরি,

ধনুধারী, তাপ-দাপহারী,

নারায়ণ মদন-মান-মখন রে ।

বেহ—একতালী ।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,

চাহ মা চপলা-হাসিনি ।

হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,

রাখ মা মহিম-নাশিনি ॥

কড় কড় কড়ে কুলিশ নাগিছে,

ভীম-লিনাদিনী কলুষ-হরা ।

গরজে গরজে ঘন, ঘন ঘন,

দেখা দে বিজ্ঞাবাসিনী ॥

রামকলী—দাদুয়া ।

রাম নাম গাও রে বনের পাখী ।

প্রাণ ভরে আর রাম ব'লে ডাকি ॥

রাম নাম গাওরে বীণে,

নামের স্তব্ধে ভাসে শিলে,

রাম নাম গেয়েছিল' বনের বত বাবর মিলে;

শুধক প্রেমের তরে নাম গেয়েছে,

পেরেছে নীলক মল আঁখি ॥

বিরা-বল্লার—দাদুয়া ।

ডাকে পাখীগুলি, চপ' ফুল ফুলি ।

ধরি ধর করে, শরে শরে,

চল বাঁধিছে সরসু-ধারাগুলি ।

চর গগনে পবনে যৌথ করি,

শত শত কত রাঁধি করি,

চল গিরি, কুলি, বাঁধি রণ রসি ॥

পুরবী—আচার্য্যে।

মন-হুখ শুন বাসিনী ।

শুন শুন তরুণতা, সীতার হৃৎকথের গাথা,
সমীরণ, শুন শুন হৃথিনী-কাহিনী ।
শুন শুন তার-মালা, তাপিত প্রাণের আলা,
নিদ্র বিধাতা, শুন কানে অনাধিনী ॥

লাহন—ধামার ।

নেহার নেহার হৃদি-অরবিন্দ মাঝে—
আনন্দে সাধু ।

পুর প্রেমে পুলক ধাম গোলোক সম ।
রস তরঙ্গ খেলা, সীতারাম লীলা,
চির বিহার ভকত-চিত-হুল-সরোজে ॥

নারদ—ঝাঁপতাল ।

হর শকর, শশি-শুভ্র, পিনাক ত্রিপুরারে ।
বিভূতি-ভূষণ, দিক-বন্দন, জাহ্নবী-জটাভারে ॥
অনল তালে মদনদমন, তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলবর্ণ রক্ত-বরণ, মণ্ডিত ফণি-হারে ॥
উদ্ধারক গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা-লক্ষ্য, পিশাচ-পক্ষ, রক্তক ভবপারে ॥

ভৈরবী—একতাল ।

আর রে আর ডাকছে দয়াল রাম,
কে যাবি আর ভবপার ।
দিন পেল বরে, মিছা মোহে,
বাঁধা কেন থাকুনি আর ॥
হরে আপ্নি কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী, ভাসবে তরী,
সে যে প্রেমে ভেলা, করবে খেলা,
তুকানে কি করবে আর ॥

বদন-বিভাদ—রসম একতাল ।

বিক্রে বনের বাসর সিরে,
চতালে হে দিলে কোল ।
জেল রে ভবে, অর সীতারাম হোল ॥
পাখি মদনীরে

এ প্রেম বুকে লে মা ভ্রমে ।

প্রেমে পাখি পলে,

অন্তঃস্থলে নারীর হৃদয় সমান বয়,
আননে বসায়, সাইক' তর,
ওরে কলঙ্কিনী কে রমণী—
রামসীতা নাম ভবে জোল ॥

প্রেমে ভোলো আলা, তাপিত বালা,
রামসীতা নাম সদাই বোল ।
পাঙ্গী তাঙ্গী, প্রাণ ভরে ডাকু,
কাব কি রে, ডাই মিছে গোল ॥

উচ্চ প্রাণে নাম ডাক' না,
দুখা মালা কাণ পেত' না,
রাধি, নীলকমলে হৃদকমলে,
হও রে ভোলা ভাবে ভোল ॥
দেখ পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ,
চড়লে সবাই চতুর্দোল,
অয় অয় অয়, আর কিরে ভয়,
হুরিরে গেছে গণ্ডগোল ॥

পুরী—একতাল ।

কেন ফুল কোটে কে জানে ।

কেন যায় শুকায়ে ব'রে, কি অভিমানে ॥
অবতনে ফুটলে বনে, মলিন হবে অবতনে,
কে জানে শূন্যপানে চাওলো কার পাশে ॥
বল' ফুল মনের কথা, অবতনে পাও কি বাঁধা,
মনোমাখ আর হ'জনে কই প্রাণে প্রাণে ॥

সিন্ধু-বাখা—বধ্যমান ।

কে জানে মজাবে নহনে ।

না বুকে অবোধ আঁখি, কি ছবি একেছে প্রাণে ॥
যাহুল নয়ন আশে, অকুলে হৃদয় ভাসে,
বোঝালে বোঝেনা মন, কত আলা অবতনে ।
হৃহবে লাগি সে শোভা, নহে শশী মনোতোজ,
কি জানি কি কথ' কত, দিবানিশি উঠে মনে ॥
লাহুলা মন মানে না, বঁড়ল করে বধনী,
কব' কথা কার মনে, কে হৃদয়ে সে বিহনে ॥

মাদ্র-খাভাজ—দাদ্রা ।

(আমার) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণসই ।
বৈধেছ ভালবাসার আর তো তার' নই ।
মলিন হ'লে বনে চ'লে, কে বসাবে তরুতলে,
জাঁচলে মুখ মুছাবে, সাথে তোমার দাসী কই ।
বনফুল এনে তুলে, যতনে কে দেবে চুলে,
অকূলে বাচ্ছ ভেসে, কি নিরেে সহ কূলে রই ॥

সিন্দু-খাভাজ—দাদ্রা ।

ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায় ।
বুঝি হেঁড়া ফুলের ভালবাসা
কথায় কথায় ছড়িয়ে যায় ॥
ভালবাসার মোহাণ জানে না,
বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা ।
ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা, ছড়িয়ে পাবে না,
যায় প্রাণ দে কেনা ভালবাসা,
ছড়িয়ে দিতে সে কি চায় ॥

লুম-ঝিল্লা—দাদ্রা ।

তারার মালার, আর রে শশী, দেখ' বি যদি আর ।
ধরাডলে চাঁদের মালা, ফুলমালা গলায় ॥
দ্যাখ' রে শশী, অধরে হাসি,
হবি-নে আর কুমুদিনীর হাসি প্রয়াসী,
মোহনহাসি মনন-রতি মোহিত হ'য়ে ফিরে চায় ॥
বলিস্ অলি, ফুলের কলি, তেদের বড় ভাব,
ভাব শিখে যা, চোখে চোখে দেখে প্রেমের ভাব,
তোর বুক ফুল, কত মধু,
মধুর লহর উছ'লে যায় ॥

গাছারি-টোড়ী—আদ্রাঠেকা ।

চরণে শরণ মানি কিস্করী তোমার ।
হরশির-নিবাসিনী হর হৃৎভার ॥
নাহি স্থান স্থলে জলে, এসেছি জুড়াব ব'লে,
নে জননী নে মা কোলে, কেহ নাহি আর ।
প্রেমমরী প্রেম-বারি, অকূলে অবলা নারী,
কর মা স্নিগ্ধপহারী, তাগিতে নিস্তার ॥

মারেকী কামাড়া—আদ্রাঠেকা ।

ক'র না বঞ্চনা, কর মা বঞ্চনা,
অন্তিম রাধ মা ও রাক্ষাচরণে ।
এসেছি আশায়, রাধ তনয়ার,
কে রাধিবে পায় জননী বিহনে ॥
হর-আদ্রিগী, সাগর-গামিনী,
হর মা হর মা তিমির-গামিনী,
কাতরা কামিনী চাহ মা ।
নিদারূপ জালা সহে না মা আর,
গিরিবালা, কর' হৃৎগরে নিস্তার,
বহি দেহ ভার, কলক পাথার,
তরিব তারিণী, তনু বিসর্জনে ॥

মাহাশা-যৎ—একতাল ।

যদি যত্ন করো, দিই তোমার করে ।
নইলে কাঁচা সোণা, চাঁদের কোনা,
আদরে রাধি যেরে ॥
অতুলনা আমার এ রতন,
কায়র যেরে আছে কি এমন,
পরকে দিতে সরে না তো মন ।
মাধ থাকে নাও, নয় সরে যাও,
দিতে চাইনি জোর করে ॥

আড়না-খাভাজ—জলদ একতাল ।

আঁচোরা না গায়ে দিব, চলে গরমি হাওরা ।
পিয়া পিয়া লো সখি,
আনুলো আনু প্রাণ বঁধুয়া ॥
ওলো, অজ ঢলে, আমি চলতে নারি,
নারী হ'য়ে কত সহিতে পারি,
ওলো, দেখ' না দেখ' না, এলো না এলো না,
প্রাণ কেমন করে, সখি আন' ধ'রে মনচোরে,
মালা যায় না সওয়া, বড় গরমি হাওরা ।
আঁধি চুলু চুলু, আর যায় না চাওরা ॥

মিরা-মল্লয়—জলদ একতাল ।

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি, কেন কাঁদিতে চাই লো ।
সে ত' কর না কথা, সে ত' চায় না কিরে,
কেন বাঁধিতে থাই লো ॥

কৈঁদেঁ মরি, সখি তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে তাঁরে হেরি,
ভাল বাসেনা, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো ॥

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

কাতরে করুণা কর', হর-হাদি-বিলাদিনী ।
দীনজনে দেখা দে মা, দনুজদল-নাশিনী ॥
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাধা মা অভয়পদে,
বর দে গো হুবরদে, রক্ষ রণে দাক্ষায়ণী ॥

জরজরন্তী—আড়াঠেকা ।

নলিনী-নয়ন তারা হরিলে নশিনী ।
দীন হীনে বিড়ম্বনা করো না জননী ॥
তানি মা নয়ন-জলে, ফিরে দে গো নীলোৎপলে,
অর্পিব পদকমলে, কপাল-মালিনী ॥
শত-অষ্ট নীলোৎপলে, আনিমু সহিত ললে,
হরিলে এক কমলে হইয়া পাম্বাণী ।
সংসারে মোরে সকলে, নীল-কমল-আঁধি বলে,
এক আঁধি পদতলে, অর্পিব ঈশানী ॥

খানাজ—দাদরা ।

রমণীগণ । সই লো সাজো সমরে !—
দেখি এই পূজোতে মিন্বে কি করে ।
পুরুষ । রাগ ক'র না চন্দ্রাননী আছি জোড় করে ।
১ রমণী । শাড়ীর মুখে কাঁটার বাড়ী,
আমার গাউন চাই,
১ পুরুষ । তাই হবে লো তাই ।
২য় রমণী । হামিলটনের নেক্লেস এবার,
তার-হারের মুখে ছাই,
২য় পু । তাই হবে লো তাই ।
৩য় রমণী । কাঁটরে তেলের আগুয়াজ বেজার,
তাল দ্বারে বার,
পূজোর ক'দিন ঈশ্বরকে বেড়া'ব গজায়,
৩য় পু । ছ'জনে সামনে ব'সে হুবুহুরে হাওয়ার ।
৩র্থ রমণী । আমার কিনে দাও টমটম,
পড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে,
রাখবো খানিক কয়,

শো-টু-হেল্ বাজালী-টোলা,

পূজোর ভিড় কি কম ?

৩র্থ পু । পাশাপাশি ব'সে ছ'জন বাব রমারম ।
সকলে । পূজোটা কেটে বাবে আমোদের ভরে ॥

কীৰ্ত্তন-মিত্র—লোকা ।

রাধা—ধিনি কেটে তিনি তা,
তুই পায়ের ওপর দে না পা ।
কৃষ্ণ ।—মানময়ী রাধে,
তুই গেলাস তুই আর হইন্নি খা ।
রাধা ।—চাট নে বুঝি আসছে রুদ্রে সই,
কালাচাঁদ, হইন্নি তোমার কই ।
কৃষ্ণ ।—বগলে এই যে বোতল,
প্রেমময়ী ঢালো না ।
তবে প্রিয়ে, বাঁশরী বাজাই,
রাধা ।—ফেলবো কেশে দাড়াও মাধব,
হইন্নি আগে খাই ;
কৃষ্ণ ।—সব খেও না একটু রোখো,
শুকুচ্ছে আমার গলা ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতাল ।

এল তোর খাপা দিগম্বর,
ওলা রাধিস ধ'রে ।
বড় সেয়ানা খাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে ॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না ;
আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা,
খাপা বেদনা বোঝে না লো ;—
মজার ব্যারে, তারে কাঁশায় এমনি করে ॥

বিফিট—খানাজ ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে ।
আর সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' বলে'
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাধা মা, ওরে দেখেই চেয়ে,
খেই খেই খেই, আর খেয়ে খেয়ে,
মা পেরেছি রে, আমরা মায়ের ছেলে ॥

বাঁধা—কাঁড়ালী ।

আয় অবা আনি, নইলে কি দিব পায়ে ?
সোণা সাগে না রে, মা'র রাসা পায় !
দেখ রে বাবার যেমন, মায়ের ডেমুনি চরণ,
ডেমুনি রাসা, ডেমুনি মনের মডন ;
আয় রে 'মা' বলে, চরণে দুটাবি আয় ॥

সাহায়া বাহার—৬৭ ।

এহে হর, বাঁধাঅর, কুপা কর' অবলায় ।
আকুলা আকুস মাঝে, রাখে ভোলা, রাসাপায় ॥
না জানি এ বিসম্বাদে, কেলিবে কি পরমাণে,
প্রাণ কাঁদে ;
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অকুনা আশ্রয় চায় ॥

ইদনকলাপ—রাঁপতাল ।

গাও গাও সবে জানকী মিলন ।
অপ জন তারণ প্রেমে,
ভক্তি মুক্তি পতি, রাম রঘুপতি,
পরমা-প্রভুতি সতী জানকী বামে,
পুলক আলোক, নিরখ নিরখ ভবে
চুড়িল জ্বাস, পীতবাস, ভয়হারি, ধনুর্ধারী,
হরি হরি হরি নাম, গাও অঙ্গ-অন তর-ভঞ্জন ॥

বাহার—৬৭ ।

কাল সকালে রাজা হবে রাম ।
ও তাই ধরা হবে গোলোক ধাম ॥
জরা জীবন, অকাল-মরণ, রাজ্যে থাকুবে না,
বাঁধে-সকল বরণ, ও বে প্রেমের রাজা,
প্রেমের প্রজা, প্রেমের দুর্কানল শ্রাম ।
প্রেমে ভরা রামের নাম ॥

সোহিনী—অলদ একতাল ।

চলগো সখি, চলগো তোরা চল
কাল রাজা হবে নীলকমল ॥
করে করে গাইবো গো মঙ্গল ।
আরলো সবাই, রাম-চুর পাই,
রাম বলে সব দেহে চল ॥
রাম চরণে ধের কোল,
রাম-সখ-সীতা নাম বোল ॥

শ্রীরাম দয়াময়, ঘুচ'লো বধের ভয়,
প্রজা বলে রাখে কোলে,
বার নামে জনম হয় সকল ॥

রামকলী—ছন্দী ।

গাও কোকিল, বিহঙ্গকুল,
ফুলকুল পরিমল চার্ন' সোহাগে ।
হাসি হাসি, তমাল-বিলাসী,
খেল তমাল সনে নব অনুরাগে ।
খেল অনিল, অরুণ ভাঙিল,
নীল গগন সাধ' রঞ্জিত রাগে ।
শ্রাম বসন পরি, সাজ' শ্রামা মেঘিনী,
শ্রামচাঁদ মম, হৃদি-মাঝে আগে ॥

নটমল্লার মিত্র—ধেমুটা ।

প্রাণ কেমন-কেমন করে সজনি ।
কেন এলনা গুণমণি ॥
ভুলে ত থাকে না সই,
ভুখালো কমল-মালা বল এল কই,
কোমল প্রাণে কত সই,
কেন এল' না বল না, আনিগে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে ধনী, বিহনে হৃদয়মণি ॥

হানির মিত্র—ত্রিতালি ।

এলো তোর, প্রাণ বধু এলো ।
টেনেছ প্রেমের ডুরি,
লুকিয়ে কোথায় থাকুবে হলো ।
ওলো এত কি মানা,
হাতে ধ'রে কাছে বসি না,
নইলে সই বলবে বধু, সোহাগে আনে না ;
ওলো পরব কিসের তোর,
বার পরবে পরবিলা কর তারে আদর,
ধাক্ ধাক্ মান ভুলে রাখ,
মানে কিবা এলো হলো ।

বিজয়-মিত্র—লোকালী ।

জোলাবাঁধ পাক মুখে গায় ।
হরিনাম প্রেমভরা, হরি বলি গায় ॥
নাচ তাই হরি বলে, হরি নাম কিংবদন্তে গায় ॥

কর' নাম রাখল ত'রে, নামে মন মাতার ।
হরিলাম করবি বড়, সাধের তুফান উঠবে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে, উজান ব'য়ে যায় ।
হরিলাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারো নাইক' মানা, যে চায় সে ত' পায় ।

দেশ-মিত্র—চুংরী ।

যোগী ।—কনকুল ভূষণ শ্রীম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী ।
প্রমথ ।—বিভূতিছানন, বিদ্যাবাদন
ঈশান ভীষণ শাশনচারী ।
যোগী ।—দুকুলচোরা রাঙ্গরসিকবর,
প্রমথ ।—উল্লস ভৈরব ধ্বজী সুরহর,
যোগী ।—রঘু রঘু রঘু মঞ্জির গুঞ্জন,
প্রমথ ।—ডমরু ডিমি ডিমি ডাণ্ডব নর্তন ;
যোগী ।—মানোমাদিনী রঙ্গিনী,
গোপিনীমোহন মানসিধারী ।
প্রমথ ।—মৃদু চন্দ্রচূড় হাড়মাল গল,
জটা-ডরকিত-আলুবা বারি ।

বাঁধাক-মিত্র—দাদুর্কা ।

ডালবাসি তাই বসি দেখায় ।
কাপিয়ে পাতা বাঁধে বধা
মল্লর মাল্লত ব'য়ে যায় ।
বেধা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল বধা গায় কুহবরে,
কোটে ফুল সৌরভের ভরে,
সৌরভে দিক ভ্রামোদন করে,—
মধুপানে মত্ত ভ্রমর,
চলে পড়ে কলির গায় ।

বাঁধাক-মিত্র—চুংরি ।

দাখরী সৈথে থালা স্বয়ং পরার নাগরে ।
দইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে ?
অহরহে ফুলে জানে দাখরী দাখর,
দাখর ফুলফলের এক কি ভাষায়,
কি বলে কোমল ফুলে

ধেরে আসতো কি ভ্রমর ?
নইলে কি বর মল্লর বাতাস,
কোকিল গায় কুহবরে ।

বেহাগ-মিত্র—বেহটা ।

একে সহি ছোটো মল্লর যায়
কোটে ফুল কোকিল কুহ গায় ।
দেখিস দেখিস সামলে থাকিস—
প্রাণ নিয়ে, না যায় ।
চলে বা ফিরিয়ে বদন,
নয়নে না মিলে নয়ন,
হয়েছে কেমন কেমন,
তাই বলি আর চলে আর ।
কেনলো কাঁদবি শেষে,
ফেলবে কাঁদে মুচুকে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সহি, ফুলতে অবলায় ।

ভাষাসিদ্ধ—দাদুর্কা ।

ভুলো না কথার ভুলো না,
হেথায় তো থাকা হলো না ।
থাকলে হেথা ঠেকবে দারে, ফিরে চলো না ।
এসেছে ছলবে বলে,
শেষে কি ভাস্বো জলে,
চেও না, চাইলে বাবে নারীর মন টলে,
ওলো সরলা ললনা ।
দেখিসলো থাকিস সাবধানে,
আঁধি-বান প্রাণে না হানে,
মনচোরারে বরা কেন দেখে হলো না ।
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না ।

কাণাড়া—দাদুর্কা ।

ওলো সহি দেখে লো কত কাণা
কথার কথার প্রাণ রাখে পাণ,
তুখু কথার প্রাণ ।
কথার কথাই যে জন ধরে পাণ,
কেউ বেদ না ভোলে তার কথার,
কথার কথার প্রাণ রাখে পাণ,
দাঁড়িয়ে চলে পাণ ।

মন-মজানের মজলে কথার,
থাকে না লো মান।
যেমন আদর তেমন অপমান ॥

আনন্দ-ভৈরব ত্রিতালী।
ভৈরব। ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর
গঙ্গাধর হর শাশানবিহারী।
ভৈরবী। বোরা দিগন্তরী, ঈশ্বরী শঙ্করী,
উমাদিনী ভীমা ভবনারী ॥
ভৈরব। বিধাধগজ্জন বিধবিনাসী,
ভৈরবী। অট অট হাসি প্রলয় প্রকাশি,
ভৈরবী। জয় জয় চামুণ্ডে,
ভৈরবী। মহাহরকারী ॥
ভৈরব। মাতে ভৈরব ভৈরব রঙ্গে,
ভৈরবী। প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
ভৈরবী। কুখির দশনা,
ভৈরব। জয় পিনাকধারী ॥
ভৈরব। ব-বয় বব-বয় গভীর স্বোর রোল,
ভৈরবী। করাল কুতল আকুল দল দল,
ভৈরব। জয় ফণিকুণ্ডলা,
ভৈরব। জয় কণীহারী ॥

গৌরী-পুরি—দাদুয়া।

ফুটলো কলি নরন-জল ঢেলে।
প্রাণন্তরা ফুল প্রেমের গঠন,
‘প্রেম ফোটে হেথায় এলে ॥
এ ফুল ফুটেছে ধরায়, পাষাণ-মন রমায়,
‘যায় মন উঠে নি, প্রেম ফোটে নি,
‘প্রেম বিলাই তারে পেলো ॥
বেধি কে কোথায়,
কোমল বাঁধন পরতে চায় গলায়,
কান্না-হাসি মান-অপমান পঙ্কনা কে চায়,
কৈদে কৈদে মনের মলা ‘নেবে কে ঘুরে ফেলে।
ওই ডাকছে আবার শুনে আসি,
আলসে আবার সে পেলো ॥

দাড বাবাজ—দাদুয়া।

‘যদি লগ থাকে তো চেয়ে দেখ, নয় তো তেও না।
‘যজ্ঞে যদি তর থাকে তো যজ্ঞে যেও না।
‘দুঃখ, লজা, ক্লেশ, ভীষণ থাকতে নয়,

মান অপমান সমান ক’রে সহিতে কত হয়,
সয় যদি তো সয়ে খেঁকো, নয় তো স’ও না।
পাও যদি পাও হীরে মণিক, আবার পেও না ॥

মটমটার—একতাল।

যেখানে রায়, বাই সাথে সাথে।
কিরে না চায়, বারেক দেখি, কাঁদি ব’সে তাকাতে ॥
যদি জানতে পারি কোন পথে বাবে,
আগে গিরে জল রেখে দি, এলেই তো পাবে,
ফল রেখে দি ডিক্কা ক’রে,
ঘাতে কিছু খেতে পার পথে ॥
জানিরে মন প’রবে না বাঁধন,
সাধ্য কি কার বুক রাখে এ পুরুষরতন,
কোন পথে হায় চল বাবে,
একবার যদি এ মাতে !!

পিলু-জজ-মরায়—৮৭।

সেই ভাল সে চাহে বারে।
আমি তো ব্যথার ব্যথা, ব্যথা তো শেষ না তারে।
ভালবেসে হেসে হেসে, সে পাশে বসিবে এসে,
মনে বারে ভাল সে বাসে,
দূরে ব’সে দেখে হাসি, তাসির নয়ন-ধারে ॥

ডেলকা—দাদুয়া।

কেন আর বাঁধবো বেণী, বল লো স্বজনী।
যদি বেণীর ডোর বাঁধতে নারি স্তম্ভমণি ॥
ভায় যদি না কৈপে উঠে প্রাণ,
কেন আর হানুব নয়ন-বাণ,
মান কিসের লো মধুর হাসির,
সে না রাখলে মান,
যদি ধরতে নারি,
তবে নারীর গরব কি তা জানি নি ॥

বিদা-মরায়—ত্রিতালি।

পারে তৈলে যদি চলে যায়।
ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িরে কেন প’ড়ায় ॥
এতকে লাহুনা সবে, নিশি ও বাবে দিল কি রই
এত আর স’য়েছে কে কবে;
খুড়মার এ পর ও আলো,
বিভিন্ন মতো দেখে জয় ॥

মূলতানি-মিঞ্জ—দাদুবা ।

যদি প্রেম করো, প্রেমে যাও গ'লে ।
 প্রেম করো তো রিষ রেখো না,
 বিষ খেও না হুধা ব'লে ॥
 আপনার নিধি দিতে পরে,
 পারে যদি প্রেমু'সে করে,
 নইলে পরে রিষের বিষে জলে সে মরে ।
 যার বুকি জলে রিষের আশুন,
 নিধিরে ফেল প্রেম-জলে ।
 প্রেম-পরশে নেস্তে আশুন,
 দিবা-নিশি নয়ন জলে ॥

শিশুভা-মিঞ্জ—যৎ ।

নারীর কথা বুঝিবে কি হে নারী না হলে ।
 যাতনায় লাক্ষ্মী করি, কঁদে মরি চ'লে গেলে ॥
 জানে না তো যে পায়ে ধরে,
 নারী কত কাতর তারি তরে,
 গুমোর আছে তারির কাছে, তাই গুমোর করে,
 যে বোঝে ছল, তার কাছে চল,
 কাতর হ'লে প্রাণ জনে ॥

ধাখাজ মিঞ্জ—ভৈরবী—ধেমটা ।

যার সখ থাকে, এ রাক্ষা নেবু কিনে নিয়ে যাও ।
 রাক্ষা হাতে ছাড়িয়ে থোসা, রাক্ষা মুখে দাও ॥
 এ নেবু রসেতে টস্ টস্,
 রসভরে যার মুখে দেবে, অমনি হবে বশ ;
 সোহাগে ব'সে চাঁদের হাট,
 রাক্ষা সেবি ঢেলে, করো রাক্ষা নেবুর চাট,
 এ নেবুর কদর তারি, ক'লে দেবি,
 পাও কি না আর পাও ॥

মূলতানি মিঞ্জ—পোস্তা ।

যো লেগরে, যো পাগরে, দিল মেরি নাহি ।
 ধোয়দি সহি, বেদরদি সহি ॥
 মস্গুস্ হোকে, কই কদরসে গুলকো দেবে,
 ছাতি'পর উঠায় রাখে, জমিনসে তোড়কে বৈকে,
 গুলু গুলসে রাখে, যো ব্যারনা রাখে,
 ধুয়ে রায়সি রাখে, ম্যার রায়সি রাহি ॥

শিশু-ধাখাজ—আড়াঠকা ।

ডোরে করিলো মানা;
 ফুটোনা ফুটোনা কলি, পাবে বেদনা ।
 যে পাবে সে তুলে নেবে, অথতনে শুধাইবে,
 প'ড়ে রবে ধলায় নীরবে ;
 কলিকা, জান না কেউ তো কদর জানে না ॥
 নিয়ে যাবে হাট-বাজারে,
 বেচবে ডোরে যারে তারে,
 সোঁরডে সে ভুলাবে কারে ;
 তাই বলি লো কমল-কলি,
 যাতনা প্রাণে সব না ॥

শিশু-বারোয়া—পোস্তা ।

অথতনে ছিল এ রতন ।
 মরি হায় বুক ফেটে যায়, দেখলে চাঁদ বদন ॥
 মেখে ফুলের রেণু চাঁদের কিরণে,
 নয়ন হুঁপী ঐকেছে ধ্যানে,
 এলোকেশে বেশ করেছে,
 পাতায় ঢাকা ফুল যেমন ।
 মরি নারী হেরে মজে নারীর মন ॥

দেশমিঞ্জ—পোস্তা ।

মনের মতন রতন যদি পাই,
 বৃকের নিধি বৃকে নিয়ে উগাও হয়ে যাই ॥
 আমার ব'লে ডাকে সে আমার,
 আবেশে মুখের পানে চায়,
 হ'য়ে তার প্রেম-ভিখারী বিকিয়ে থাকি পার ;
 আমার ফুটলো কলি হৃদ-মাঝারে,
 আমারে বসাবো কারে,
 মন নিয়ে যে মন দিতে চায়,
 মনের মতন কেউ তোড়ুনাই ॥

ধাখাজ মিঞ্জ—ধেমটা ।

ফুটেছে কমল-কলি, আপনি এসে জুটলো অলি ।
 সে কেন শুমবে মানা মিছে কেন বলাবলি ॥
 গোপনে কমল বিকাশে,
 মনে মনে মন জেনে তাই ভ্রমরা আসে,
 যারে যে ভালবাসে, সে যার তার পাশে ;
 কেনো গো প্রেম দেখানে, দেখানে চম্পকলি ॥

বিশিষ্ট-বাখা—৮৭।

প্রেমে সই মানা কি মানে ।
যেখানে মন টানে তার সে তো তা জানে ।
রূপে সই মন মনে না,
যে বলে, সে মন বোঝে না,
তুমিতে সখা রূপ-সাপরে মনের বাসনা ;
খেলো প্রেম রূপ-লহরে, রূপের টানে আশ টানে ।

কাকি-সিদ্ধ—বখায়ান ।

কে জানে কেমনে দিন বয় ।
না জানি কঠিন প্রাণে সয়ে সয়ে কত সয় ।
বহিরে জীবন-ভার, বস্ত্রণা হয়েছে সার,
পঞ্জনা আমার আমি তার ;—
বেদনা রাখিতে বিধি গড়েছে মম হৃদয় ।
কে জানে কি আছে বাকী,
দেখি আরও কত হয় ।

আলোয়া-মিষ্ট—৮৭।

কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে ।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা,
কুর্তে পারে কে কবে ?
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল,
ভেবে বদলেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল হুখে রবে, আসে না সে কাল,
সময়ের জোড় বয়ে যায়,
উঠা নাবা টেট চলে তার,
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে,
জরে জরে সে রবে ।
ছেড় না, দিন পেয়েছ,
আমোদ করে নাও ভবে ।

বেহাগ-বাখা—একতাল।

বিনুনে যদি যারা যায়, তাবছি জই,—
মনের মডল মাহুর পাওয়া হবে দায় ।
একটু যেমন বলস হয়েছি,
সে তেমন থাকে না কাছে,
সেবার যেমন আমনসে আছে,—
বিশিষ্ট মন, যেসে কথা কয়,
মনের মডল মাহুর পাওয়া হবে দায় ।

কল্যাণ, মন আমন, কিয় লসে পাশ পাশ

ভৈরবী—ধেমতী।

সজনী, ফুরিয়েছে তোর হৃৎকর রজনী ।
আদরে কসবি বামে আসছে তোর গুণমণি ।
হৃদয়ে কত অহুয়ার, বিচ্ছেদে বেড়েছে সোহাগ,
মিলনে সোহাগ টোটে হয় কত বিরাগ,
বিরহ প্রেমের ভূষণ, প্রেমিকার হৃদয়মণি ।
বিরহ তাইতে এত বড়ন করে রমণী ।

টৌটী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তে তব কিঙ্করে রেখে ছোড়িছ, রাজীবচরণে
আসি ধরাপরে, নরনেহ ধরে,
বঞ্চিত চিত নিরন্ত সাধনে ।
বৈশবে হৃদে ফুটিল বাসনা,
যৌবনে সখা যুবতী কামনা,
কাকন, নিশিদিন আকিঞ্চন,
জানে না রসনা, ডাকিবে কেমনে ।
সম্পদ মদ পিয়ে অবিরত,
মাতুরারা মতি ভ্রম-পথে রত,
সাথে ছায়া সম কিরিছে শমন,
জাগেনি স্বপন অচেতন মনে ।

পরজ বাহার—ধেমতী।

আমোদ করে দেখলে পরে, আমোদে মিলন ।
আমোদ জরে, দেখবে পরে
আমোদভরা চাঁদবদন ।
আমোদে চলে রজনী, আমোদে চল সজনী,
আমোদ করা ধারা লো যায়
আমোদে তার ডালে মন ।

কানোন-মহার—একতাল।

নয় তো মিছে আমার কে আছে ।
অন্তমনে থাকি বখল, সে প্রেম কল কাছে ।
কোথায় বেল ডারে কেবেছি,
সে দিন থেকে মনের ডিডর লুকিয়ে রেবেছি,
সে বসেছে জই তো এসেছি,
মন রেখে তার সবাই চুলি, অভিমানে করে পাছে
লুকিয়ে থেকে আমার দেবে, দেখলে সরে যায়,
ফুলে বাই কত কথা কল সে আমার,
কলতে কি তার ফুরায় না কল
হৃদয়ে যদি সে বসে কি তার ফুরায় না

দেশ বিভাগ—একভাগ ।

হানিত কিরণে ভাসে দশশিশি,

মৃতল যুয়লী বোলে ।

মৃত মৃত হাসি, লক্ষী পড়ে খসি,

বিচোর চকোর ভোলে ।

গোপিনীগণ নিরন্ত সঙ্গ, নব নটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে ।

* * *

উত উত্তরালি, বন কনকজালি,

রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,

কুলকামিনী, কুলমান ডালি, মঞ্জীর ধীর বোলে ।

* * *

গোষ্ঠে চলে কাহ্ন, নাচিছে খেচু,

গগনে সজনী উঠিছে রেণু,

নখরে বগলকে তরুণ ভান্ন ফুলকলি আঁধি খেলে ।

* * *

কদম-তলায় মাধব মাধবী,

আগরে ঘনুনা স্রসে ধরে ছবি,

আর শ্রাম শ্রেমে মাতোয়ারা হবি

রাধা বোলে উত্তরালে ।

রামকলী—ভরতঙ্গ ।

অর রাখে শ্রীরাখে ।

রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি পাখা,

রাধা ব'লে বেণু সাধে ।

রাধা শ্রেমে ভাসি, রাধা অভিসাষী,

রাধা কুলমবাসী, রাধা রাধা রূপ-কাঁদে ।

রাধাময় রাধা-প্রাণ, রাধা নাম হুখা পান,

রাধা-শ্রেমে বিকসেছি অভিমান,

রাধা আঁকায়, রাধা সলা হেরি,

মোহিত মোহল হাঁদে ।

মদায়—লোক ।

সই তো তার মনের বড়,

সব শোনে না, বুঝে না, না,

কখনো তার দিই কত ।

পোড়া মন সদাই বেড়ে চার,

তারির কথা ভোলা পাড়া,

থাকে সেই কথা, কত যে আলস্য,

পোড়া মন মান-অপমান মাঝে না ত পার,

আলার সোহান জেলে-দিয়ে,

জ'লে জ'লে মন কত ।

ছি ছি ছি মন জানে না এত ।

দেহার—দাহা ।

বালিকা।—চাব না আর চাব না,

শ্রাম ত ভাল নয় ।

বালক।—জেনে শুনে শ্রাম কি করে,

নারীকে প্রত্যয় ।

বালিকা।—শ্রামের মোহন বেণু শুনে,

ফিরেছি বনে বনে,

কুঞ্জে একা রাত কেটেছে, শ্রাম অতি নিদ্রয় ।

বালক।—বলো না করি মানা,

ব'লো তারে যে জানে না,

ছি ছি শ্রাম কৈবে কৈবে ধরল কত পার ।

শ্রাম ব'লে তাই সইল অত,

নইলে কি কেউ সর ।

যে ছল জানে তার সকল ছলা হরকে করে নয় ।

বালক।—ছি ছি ছি নরকে করে ।

বালিকা।—ওলো সই নরকে করে হয় ।

বাবাজ মিত্র দাব্য ।

রাধা।—শ্রাম চেও না, শ্রাম পাবে না,

শ্রাম কি করে চার ।

কৃষ্ণ।—ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্রাম,

ফিরবে কেন পার ।

রাধা।—শিখেছে শিখিয়ে পেছে,

ঠেকেছে যে মজের,

মনচুরি শিখেছে তান ভোলায় অবলায় ।

কৃষ্ণ।—শিখেছে কপট নারী,

নারীর শ্রেমের খোয়ার কান্দি,

ছল জানে না, জ'লে জ'লে জেলে ক্রিয় বায়,

চাতুরী সব চাতুরী কাথ কি আর কথায় ।

বালক।—জেনে শুনে শ্রেমের কেন দায় ।

বালিকা।—ওলো কখনো মানি পার ।

আশা ভৈরবী—দাদুবা ।
 বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনা তীরে ।
 কে জানে কার প্রেমে শ্রাম
 সদাই ভাসে নয়ন-নীরে ॥
 যদি কেউ হয় মনের মতন,
 কত সে করে তায় যতন,
 আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম-বন,—
 রুণু রুণু নপুং বাজে নেচে যায় ধীরে ।
 নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে,
 নিয়ে ঘাও, প্রেম যত চাও,—
 নাই ত তার প্রতি হীরে ॥

সিন্ধু মিশ্র দাদুবা ।
 বাঁধা পড়ি বারে বারে ছল ক'রে ।
 বাঁধা পড়ি ডুবি আপন প'রে ।
 বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায় ।
 আমার কেন্দে কাঁদায়, আমার যোগী সাজায়,
 প্রেমভরে মানিনী মান করে,
 মানে ম'জে মজায় হে,
 যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে ॥

দেশ-বিভাগ—৪৭ ।

শ্রামকে যে চায় তারে ভালবাসি ।
 শ্রামকে যে জন আপন ভাবে,
 আমি লো তার কেনা দাসী ॥
 শ্রাম নামে মাতৃগারা,
 শ্রাম নামে বার বর লো ধারা,
 দেখে তারে হই আপনহারা,
 দেখলে তারে হৃদয় ভরে,
 শ্রাম-প্রেম নীরে তাসি ॥

আশোয়ারী—একতালী ।

মন আমার ষোক না মানে, চায় কি মেনে,
 আশমানে আশমানে ঘোরে ।
 কত হায় যতন করি, রাখতে নারি,
 কেন্দে মরি পালায় সুরে ॥
 কিছুতে পাইনে বিশেষ, মিশে-ঘুবে,
 রাখবো বিসে আলপা ডোরে ॥

হায়রে হায় খ্যাপা পারা, আপন হারা,
 ঘুরে সারা কিসের তরে ।
 কখন' সোজা পথে, চায় না যেতে,
 মেতে থাকে নেশার ঘোরে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কৈদে ফিরে যায় ।

সে ত আসে মম আশে, কেন মন নাহি চায় ॥
 নিয়ত কাতর প্রাণে, চেয়ে থাকে মুখ পানে,
 ভালবেসে অথতনে সে ত কত ব্যথা পায় ।
 মান অপমান সে মানে না, বিকায়েছে প্রেমদা

মল্লার-মিশ্র-কৌর্জন—একতালী ।

গহনেন সজনী, বাঁশরী-ধ্বনি, ব্যাকুল বন বো
 এস তুরাতুরি, ডাকিছে বাঁশরী,
 করুণ-বোল দোলে ॥ (সজনী)
 ধারা নহনে, ভ্রমে বনে বনে,
 পথপানে চাহে সহি-
 না জানি কেমনে, আছি সে বিহনে,
 সে জানে না আমা বই ;
 রব গৃহ-কাছে, আর কিলো সাজে,
 বেদনা কতই সবে,
 সে কত মেখেছে, সে কত কেন্দেছে,
 যতন বরেন্দি কবে ;
 রব না রব না, বেদনা দেব না,
 ছি ছি আছি তারে ডুলে ।
 সখি, মম আশে, অকূলে সে ভাসে,
 কেন আর রব কূলে ॥

গোবী—ত্রিভালী ।

মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে,

তপন শুধিল বারি ।

তপন নিভিল, অনিল বহিল,

বিপুল ব্যোমচারী ॥

নীরব রব শূন্য শরীরে,

শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে,

নিবিড় তিমিরে চেতন বলসে

মায়াকায়ারায়ী ॥

১৩৪৮—একতাল।

আমার বাকল বসন,
লতার ভূষণ, ফুল ভালবাসি ।
সরল মনে ডাকলে পরে তার কাছে আসি ॥
চাই ফুলের মতন ফুল নয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে,
ফলে-ফলে শ্রামা ধরা সাজে হরষে,
আমার সদাই বাসনা,
ভাল মনে ভাল বাস না,
নইলে বেস' না, কাছে এস' না—
ডরি কপট হৃদয় তাইতো আসি নি,
বিপিনবাসিনী—
সরলা বিমলবালা সরলতা-পিয়াসী ॥

সিদ্ধ-মিশ্র - হুঁ'রী ।

ফুল সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে, হৃকুল বসনে ।
যে ভালবাসে কাছে আসে, রাখি তারে যতনে ॥
নাচে ময়ূব-ময়ূরী, যুখে সারী-ওকে গায়,
ফুল-আঁখি-কুরঙ্গিনী ফুল-মুখে চায়;
ডরে ফণী ফণা তোলে না, মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা, যে থাকে আছে—
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে ।
শরতের বিমল আকাশে, ঝেঁব যেমন ভাসে,
খদি ছলনা আসে, নয়ন হেরে অমনি সরে,
থাকে না তো তার মনে ॥

জীমপলঙ্গী একতাল।

আমার মোহমবসন, মোহনভূষণ, মোহনভাষিণী ।
দেখলে ভাল ভালবাসি, নইলে বাসিনি ॥
নৃত্য করে ময়ূব-ময়ূরী, কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী আদরে ধরি;
কুরঙ্গিনী সোহাগে গ'লে,
আপনি আসে যায় না তো চ'লে;
ডরে ফণী পুকারি বিবরে, কেশরী বনে শিহরে,
চাতুরী নাই আমার মনে,
যে যেমন তেমনি তার সনে;
সকলে হই সরলা, ছল করি, যার মনে ছলা,—
ছলতে কারোয় আসিনি ॥

খান্ধাজ-মিশ্র দাদরা ।

পরি মনের মতন বসন-ভূষণ,
হব যার মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাষে চাতুরীমাথা নয়ন ।
বাছিনে মন্দ ভাল, আপনি ভাল থাকলে ভাল,
কি এল গেল মন্দ কি ভাল;
দেখতে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে,
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নইলে কে করে—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই, আপন হারা নই
কথার কথা ভালবাসি,
আমোদ ক'রে পরাই সঁকাসি,
যে আপনহারা নয় চতুরা,
বুঝতে নারি সে কেমন ॥

জাজ-মল্ল - একতাল।

নীল গগনে চাঁদ ভেসে যায় চাঁদ সরোবরে ।
গোপনে যতনে চাঁদ রেখেছি স্বরে ॥
হৃদয়-শশী নয় তো সে তো কার,
তার নাইক তারার হার,
আমি তায় বলি আমার, সে বলে আমার;
বিরলে কেউ দেখে না, দেখি তায় নয়ন ভ'রে ।
ঘেন দেখে না পরে, রেখেছি তাই আদরে ধ'রে ॥

গোড়-নারদ ত্রিতালী ।

সরোবর সাজিয়েছে বাসর ।
দোলে ওই ফুলের মালা সৌরভে বিভোর ॥
তালে তালে দোলে পাতা ভ্রমর গেয়ে যায়,
সোহাগে সলিল দোলে তারা হেসে চায়,
মেখে ফুলের রেণু মলয় লাগে গায়;
আদরে আকুল কানন আদরে বিলাও আদর ।
ধামিনী প্রমোদিনী প্রেমিকের আলো কদর ॥

হৃদয়-খান্ধাজ হুঁ'রী ।

কে জানে কে এ বিদিলী ।
কথা ত কয় না বেশী, চায় না সে মেশামিশি ॥

মুখ তোলে না থাকে গুমোরে,
দেয় না ধরা পালিয়ে যায় সরে,
ধরতে তারে কে পারে জোরে, স্বৈতে ভয় করে
পাছে সে পরায় কঁাসি, কঁাসি না পরে,
কায় ভাবে একলা বসে, বিভোর দে দিবানিশি ॥

বেহাগ-ধেমতী (হুঁরী মিশ্র)।

আছে যায় নয়ন।

রূপে যদি না ভোলে তার মন,

না জানি নয়ন তার কেমন ॥

ধীরে ধীরে নয়নে পশে, রূপ হৃদয়ে বসে,

গুমোর যায় ভেসে। রূপে মন বসে,

জোর চলে না বুঝ মানে না,

সাধে মন পরে বাঁধন।

নয় তো পরে কে করে যতন ॥

পিতৃ-বারোয়া-দাদরা

এলো বর দেখ্‌লো দিগন্তর।

মুচকে হেসে তোর পানে চায়, কর্কে নিয়ে ধর ॥

দ্যাখ্‌লো তোরে ভালবেসেছে,

আপুনি দিয়েছি ধরা, সেধে এসেছে,

হেসে হেসে কাছে বেসেছে ;—

দেখিস্‌ যেন অঘটনে, নাগরমণি হয় না পর।

পঙ্কাবি সই নয় তো নাগর ধর ॥

আসোয়ারী মিশ্র—জিতালী।

আশা তোরে রাখি যতনে।

নিবিড় আঁধারে নহে প্রবোধ কি দিব মনে ॥

পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সে কি জানে,

নয়ন-জলে ভাসে অভিমান,

কে আছে কে বুঝাবে তারে,

আছে কি আশা বিহনে ॥

মুরটমিশ্র—আড়াঠেকা।

কঠিন বিধাঃ ভাল কাঁদালে কামিনী।

ত্রিদিববাসিনী ভূমি বনমাঝে তুরঙ্গিনী ॥

আলিতে স্মৃতির জালা, নিশীথে অবলা বালা,

পগনে তারকামালা, ছিল গো মম সঙ্গিনী ॥

ভূমিতাম্‌ ছায়া-পথে, ছিন্ন পদ মৃত্তিকাতে,
তীক্ষ্ণ তৃণ বিধে অঙ্গ, মন্দার-ফুল-অঙ্গিনী ॥

ইমন-কল্যাণ—জিতালী।

দয়াময় রাখ হরি রাখা পায় !

দীন-শরণ, ছুরিত হরণ,

বিপদ-বারণ, কলুষ-তারণ,

অবলায় হের করুণাঙ্গ ॥

দারুণ হতাশে, ভাসে নিরাশে,

শ্বশি-রোষে ষোর প্রবাসে,

দেহি বিপদে ত্রীপদ প্রমদায় ॥

কেশব-মিশ্র—চৌতাল।

অকূল পাথারে, রাখ' অবলারে.

বিপদবারণ ক্রীমধুদন।

বারে বারে হরি, আসি দেহ ধরি,

নয়নের বারি কয়েছ মোচন ॥

তারা সম খসি, ধরাভলে আসি,

কাঁদি দিবানিশি, এস' কালশলী,

উপায় না হেরি, বিনা পদতরী,

হে দীনশরণ কোথা হে কাণ্ডারী,

কাতরা কিঙ্করী তব পদ স্মরি—

এস নাথ এস, কর না নিরাশ,

ক্রীনিবাস উঁত-ত্রাস-বিভঞ্জন ॥

কীর্তন-মিশ্র—লোকা।

ষোরা যামিনী, ভেব' না ভামিনী,

হরি-পদে প্রাণ ঢালো।

দেখনা গহনে, রূপের কিরণে,

গগনে উঠিছে আলো ॥

দেখ' রূপের ছটা উথলে উঠে—

চল লো চল লো চলো,

মুছে ফেল' মনের কালো ॥

* * *

ধীর মাধুরী, নীত লহরী,

মৃদল রোল কানন ভরি,

ধীর তান তরঙ্গে, এস এস ভূমি এস লো সঙ্গে,

রঙ্গিনী, হের রঙ্গ-ভঙ্গ চলিছে গোলোকনারী,

সারি সারি,—

রাখ' মনে মলা, নয় ত ভালো
বরাননা, করি মানা,
কেন সরল-প্রাণে গরল জালো, নয় ত ভালো ॥

* * *

গোলোকবিহারী সাখী, হরি ব'লে চল' মাতি,
হের রাজীব-চরণ ভাতি,
চল চল ওলো পোহাল' রাতি,
যুবতী, কোথা ভকতি, মনে সন্দ করা নয় যুক্তি,
হুমতি তুমি সত্য—

তোমারি কারণে, গহন বনে, বনকুম-মালো,
আঁধি বাকা, বাঁকা পাখা,
এল তোরি তরে বাঁকা কালো বনমালো ॥

* * *

ধীর গহনে মঞ্জীর-ধ্বনি,
উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনী,
হেলিছে হুলিছে চলিছে শ্রাম,
ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম,
ভুবনমোহন ঠাম ;
দূরে দূরে চলে ধীরে ধীরে,
মঞ্জীর রণু মিলে সমীরে,
চাহে ফিরে ফিরে,—
বালা, কুল পাবি লো অকূল নীরে,
দেখ ঢেউ দে উঠে রূপের আলো,
গিরিধারী শুভকারী,
কেন জড়িয়ে রাখ' সন্দ জালো, রূপে আলো ॥

বিভাগ—খাঁপতাল ।

শিব দে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী ।
ভুল' না ভুবনেশ্বরী ভীতচিত-বিভাসিনী ॥
মারি পদ হররাণী আশ্রিতে অভয় দানি,
তোমা বিনা নাহি মানি জননী,—
দেহি অন্তরা অন্তর বাণী,
প্রসাদ প্রসন্নময়ী প্রপন্ন পদদায়িনী ॥

মল্লার মিশ্র—ত্রিতালী ।

বিয়া তামিরা মরমালী ।
খোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥

অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর ত্রাস,
প্রলয় জলদ-ঘন গভীর ভাষ,
দন্ত বিনাশ, অম্বরহ্রাস,
কোটি অরুণ বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, বামিনী রূপিণী,—
অস্বে জগদম্বে, জয়ন্তী জয় কালী ।
অশ্বিকে ত্রাসক-কামিনী কপালী ॥

শঙ্করা-মিশ্র—একতালী ।

হের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে,
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোক থাকে তো দেখ না চেয়ে ॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে বসি,
এলোকেশী শ্রামা বোড়শী ;—
ভ্রমর ভমে, কমল ভমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

ধিষ্ণিট খাযাজ ।

ক'রেছি সাধের বাগান সখ ক'রে ।
হেথা নেশা কাটে, পিয়াস মেটে,
আমোদ ছোটে তরতরে ॥
হেথায় পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে দেখে যে খেলা,
তার যায় মনের মলা,
হেথা ভালাবাসায় ভাসিয়ে নে যায় গুমোর ছলা,
হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান,
ঢেউয়ে ঢেউ কাঁপিয়ে তোলে ডোবায় অভিমান ।
কান করে কি থাকতে পারে,
ভুলে যায় আপন পরে ;—
পরের ব্যথা বুকে নিয়ে, বুকের ব্যথা যায় সরে ॥

ইমন-কল্যাণ—ধেমুটী ।

কমন ফুল প'রেছে মেদিনী ।
তাগার হারে তাইত গেছে, দেখতে এল বামিনী ॥
বামিনী মোহিনী বেশে,
দেখে চান যায় ভেসে হেসে,
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী !

রাখতে শশী, রাখতে নিশির মান,
অবলা পাখীর মুখে গান,
গানে প্রাণ মিলিয়ে সমান,
ঢালবো তান-তরঙ্গিনী ॥

ত্রিবিট-বাস্তব—মধ্যমান।

কি যেন মনের মতন নয়।
কে জানে কি যেন হ'লে মনের মতন হয় ॥
ধারা কেন আসে চোখে,
একি ভুফান খেলে বুকে,
বন খাস বহে কেন, কে জানে কি অস্থখে।
কাটে দিন স্থখে কি স্থখে,—
নিয়ত কি বারি যাচে পিয়ানী হৃদয় ॥

হৃদয় মল্লার—খেয়ট।

এ কিলে বুঝতে নারি সহ,—
হ'য়েছি কেমন কেমন তেমন যেন নই ॥
কে যেন, কাছে থাকে, কে যেন সদাই ডাকে,
কি কথা লুকিয়ে রাখে, মন বলে—সুই, কই ?
সরমে বুঝতে নারে,
ভুল দেখে আর দেখে করে,—
পাখীর স্বরে বারে বারে,
চায়লো ফিরে ওই !
কিরণে ছবি আঁকে,
নুকে ছবি লুকিয়ে রাখে,
চমকে ছুঁলে মলয়, জালায় সারা হই !

ত্রিবিট-মিশ্র—খেয়ট।

ছি, ছি, এ ভুল না তো কি সহ !
আপ্নি বিকিয়ে কেন পরের হয়ে রই ॥
না বুকে সঙ্গে চলে, ভুল বলো আর করে বলে,
চায় কি না চায় সমজে দেখে—
মন চলে সহ কই ॥
এ ভুলের মোহন ছাদে,
ভুলতে এ ভুল প্রাণ যে কাদে,
আলস ক'রে ভুল-বাজারে ভুলের ব্যাসাত বই ॥

হাসির—গধম সোমারী।

অভিমান তার সাজে যে রাখতে যানে মান।
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুল-ধরা বাগান ॥
না জানি কেমন মনের কান,
নায়ে ছাড়তে অভিমান,
মনের ছলে আশ্রন জ্বলে, প্রাণ করে শাশান।
সাধতে কি সাধ করে না,
ধরতে সেধে মন সরে না,
মানের ষোরে বুঝতে নারে মনের টান ॥

ত্রিবিট—হুঁসরী।

(চল) যাইলো সরে, পাছে সঙ্গে ফেরে।
ঘুরে ফিরে যেন ফেল না ফেরে ॥
পেতে ছল দাঁড়িয়ে ছিল, এ কিলো এ কে এল,
এল কি চলে গেল দেখ আঁখিঠেরে।
বোঝে না কলে মানা, মানা করা হাস তো মানা,
তারে কি যায় লো জেনা, হারায় যে হেরে ॥

বাঙ্গা—চৈম-ভোলা।

ব্যথা পাবে সরল-প্রাণে ব্যথা দিওনা।
ছি ছি সহি শেল মেরে, শেল বুকে নিওনা ॥
কেন লো ক'রে যতন, এক মরণে মরবে হৃৎকন,
না জানি হয় কেমন তোমার মন ;
মজিয়েছ আপনি মজ্জা,
আপনি ভেসে তার ভাসিও না ॥

ভূপালি-মিশ্র—আড়াঠেকা।

কে বলে রে সর্বনাশী
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কপালে আশ্রন জ্বলে,
দেখিলো তোর সকল মন্দ ॥
খাকিস্ তো ভিত্তিরীর স্বরে,
ভাতার থাকে নেশার ষোরে,
ছারকপালি বিষ দিলি তুই তায় আদর ক'রে ;—
রক্ত খেয়ে বেড়াস ঘেয়ে,
তোর নামে আয়ার হয় লো সন্দ' ॥
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো পাবে ছাই মেখেছে,

জ্যোন্তে মরা হ'য়ে রয়েছে ;—
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রক্ত,
বোঝা যায় না ছন্দ-বন্দ ।
তোর চাঁদ প'ড়ে পার, হাড়মালা গায়,
দেখে মনে লাগে ধন্দ ॥

—

সিন্ধু-বাহাজ—পোতা ।

তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়,
কেন্ গুণে মা বলে তোরে ।
মায়ের কি ধার ধারিস্ বেটী,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে ॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ ঘটন,
বল আবাগী কাদায় কে এমন,—
পা চেপে তুই মারলি পতি,
মত মাগী নেশার ভোরে ॥
তোর আঁধার বরণ বসন নশ দিশি,
কবে কার তুই হলি হিঁড়বী,
তোর বরণ ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি,—
(ওলো ও সর্কনালী !)
রাঙ্গুসৌ তুই ফিদের চোটে স্থষ্টি রাখিস্ উলরে ॥

—

বেহাগ—৪২ ।

আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি,
পরি গলে ফণীর হার ।
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার ॥
ক'রে পাঁচ বছরে পকতপা,
পোয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পায় কলিকা চাপা ;—
আমায় সে ভালবাসে, শ্রাশানবাসী আমার আশে,
আমার ডরে আঁখি-নীরে সদাই সে ভাসে ;—
প্রাণ-খোলা সে ডাকড ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার ॥

—

কীৰ্ত্তন—৪১ ।

হরি বলা হ'লো না ।
বালনা নয় তো বশে, বোঝে না আশার ছলনা ॥

রসনা থাকতে বশে, মন রস না নামের রসে,
ফিরবে না হার, দিন বয়ে যায়, বুঝা অজসে ;—
ভব-সিন্ধু-মাঝে বিষম টেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাইরে কেউ,
একা ভেঁকা চেয়ে রবি, কে পারে নেবে বল না ।
পাবে চরণ-তরী, বলা হরি, হরি বলা, ভুলো না ॥

—

পাহাড়ী-মিশ্র—দাদরা ।

বাঁকা শ্রাম বাজায় বাঁদী ।
চলরে চল যাবে চ'লে, উঁকি দিয়ে দেখে আসি ॥
বাঁকা শ্রাম নেচে চলে, বন-জুলের মালা দোলে,
বাঁদীতে রাধানাম বোলে ;
আঁখ ঠারে বলতো কারে,
রাঙা ঠোঁটে মুচ্ কি হাসি ॥

—

ভৈরবী—৪১ ।

যরে আর মন সচর না,
বুঝলে তো বুঝে না মন ।
কে যেন, নে যায় টেনে,
জালা একি যেমন তেমন ॥
মনে করি মনকে ধরি, পারি নে কৈশে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি ;—
অবশে যাইগো ভেসে,
মনতো নয় মনের মতন ॥

—

কীৰ্ত্তন—লোকা ।

লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ হরি ।
পাখারে কর হে পার, দিয়ে রাঙ্গা-চরণ-তরি ॥
কোথাহে হৃদয়-বিহারী,
চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি ;—
এস বাজিয়ে বাঁদী কালশবী,
টেউ দেখেছে শিহরি ॥

—

পঞ্চম-বাহার—রাগতাল ।

রাগীকুল-রাজরাণী তুমি মা জননী ।
করুণা-বিতার দীপ মৃত্যুটের মণি ॥

পুতলি খেলার ছলে, শিখেছ মা বালাকালে,
 প্রেমময়ী, পাণিতে গো নন্দন-নন্দিনী ॥
 বর্ণাকরে ইতিহাস, করিতেছে হুপ্রকাশ,
 তোমার মার্জ্জনা-গুণ ও মা বরাননী ।
 ওয়েলিংটন লৌহছাদি, বিগলিত তদবধি,
 দণ্ড-আজ্ঞা নিতে যবে আইল সেনানী ।
 যোদ্ধা বধ-আজ্ঞা চায়, উৎখলিত করুণায়,
 নিখিল মার্জ্জনা-আজ্ঞা হুবর্ণলেখনী ॥
 পেয়ে মাগো অধিকার, বলেছিলে বার বার,
 ধরিব ধরার ভার, কেমনে রমণী ।
 দুস্তর সংসার ঘোরে, প্রজাগণ সত্যতরে,
 তুলিবে গগন ভেদি হাহাকার ধ্বনি ।
 বালিকা মুকুট ধরি, প্রজার মঙ্গল স্মরি,
 বারিল করুণা-বারি, কমল-নয়নী ॥
 মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী,
 শান্তি-নিকেতন তব সাগর ধরণী ।
 কভু পিতা করে রোষ, মাতৃপদে নাহি দোষ
 অকৃতী সন্তানে মাতা চির হাস্তাননী ॥
 অকৃতী এ বঙ্গবাসী, তাই চির-অভিলাষী,
 কাল-শ্রোতে রহে মাতৃজীবন-তরণী ।
 মাতৃ-রাজ্যে হৃদয় প্রায়, নাহি যেন অন্ত যায়,
 ভিক্টোরিয়া-বংশ-প্রভা জিনি দিনমণি ॥

মদার মিত্র—একতাল।

তরুণ তপন, ডুবিল যখন,
 আমি তারে ঘেরে রাখি ।
 ছায়া কাহা মম, ছায়ার আবার,
 নাহি হেরে নরআঁখি ॥
 উজ্জল বিভা মম, হৃদি' পরে ধরি নর-অগোচরে,
 হৃদয় জ্যোতি ঢাকি কলঙ্করে ;
 হৃদয়মোদিনী, জ্ঞানী অঙ্গিনী,
 গোপনে বড়নে ভেজোময় বিভা,
 আদর্শে বড়নে নিরখি ॥

স্বরট-মিত্র—কাওরানী ।

কেস নাথ মন উচাটন ।

দানী কি করেছে অবডন ॥

কার তরে কালশপি, হৃদয় দেখি উদাসী,
 ভাষ্যবতী কে সে রূপসী ;
 বুঝিতে না পারি হরি, ব্যাকুল কি হেতু মন ॥

কাফি মিত্র—একতাল।

আমি হাতে হাতে দিই ধরা ।
 আমার কই সাথে হে ছল করা ॥
 আমি তো আপন হারা,
 আমার ধরা দেয়া, নয় তো ধরা,
 আমার ধরা দিতে, ধরায় এসে, মিছে ছল করা ॥
 অধর হ'য়ে দিছি ধরা,
 তোমার প্রেমের ঘোরে প্রাণ ভোরা ॥

বেহাগ—চুংরী ।

হৃদয় তুমি শশধর ।
 সাথে কি কলঙ্ক-রেখা হৃদয়-উপর ॥
 ধামিনী তব সঙ্গিনী, সত্য কর' কলঙ্কিনী;
 আধার বহুব্রহ্মিণী কলঙ্ক-আকর,
 কিরণে মলিন তব বিরহি-অন্তর,
 তুমি দোষের আকর ॥

বেহাগ-মিত্র—দাদরা ।

তোরে কেমন কেমন হেরি সজনি ।
 কেন লো স্বর্ণলতা, হৃদয়ে কি
 তোর ব্যথা, হ'ল মলিনী ॥
 কেন সই হও বিমনা,
 মনের কথা সই বল না,
 বুঝিতে নারীর ব্যথা, আমরা ললনা ;
 পশে তোর নয়ন-পথে, বসে তোর হৃদয়েতে,
 পিরীতের গরল কিশো ঢেলেছে প্রাণে ;
 কার সাথে উদ্বাদিনী কে গুণমণি ॥

রামকলী—কাহারবা ।

সদা রামজী ভজ, সদা রামজী ভজ,
 রামজী-চরণমে হৃদয় মজ ॥
 রাম নাম বোল বদনে, রাম-রূপ হের ধানে,
 জটধারী বনচারী রাম মেরি, রাক্ষস-সংহারকারী
 রাখ রাখ হৃদে, জ্ঞান খেয়াল ত্যজ ।
 পিতে রহ রামচরণ-রজ ॥

মিরা-মল্লার-৭৭।

ভক্ত আমার হৃদয়-মিথি,
ভক্তের বিনে শুধু বো ধার।
ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার ॥
ভক্তের তরে নৃসিংহ বামন,
যুগে যুগে কত দোহ ক'ছি ধারণ,
ভক্ত প্রাণ মল ;—
কভু, ধনুধারী, কভু বাজাই বাঁশরী,
রবী বা রথী কভু,—ভক্ত আমার প্রাণাধার।
ভক্তের তরে গোপের ধরে, করি হে বিহার ॥

স্মৃট মিশ্র—একভালা।
ভুবন-মোহিনী, নেহার নন্দিনী,
শমনে সঁপিবে কেমনে।
মুখপানে চায়, হৃদয় গলায়,
মৃদু হাসি শশী আননে ॥
মরি মরি মরি, পরের কিয়ারী,
তায় বিলাইব হীন প্রাণ ধরি,
ছি ছি একি একি, এ মুখ নিরাধি,
এ প্রাণ পাষাণ, দেব বলিদান,
রব কেমনে হেমাঙ্গিনী তনয়া রতন বিহনে ॥

মল্লার-মিশ্র - ত্রিভাঙ্গী।
তুঁহ সরলা, নেহি বুঝ তেরালী।
নিষ্ঠুর কপট শঠ বনমালা ॥
পিরীতি ফুল কাহে দেহ ডালি,
সার ভেল কলঙ্ক কালি।
না জানে পিরীতি-রীতি, রাখালো জানে,
বাঁশরী নিকান সখি নাহি ধর কাণে,
বুঝ, কার তরে, নেহি চাহে তোরে,
শ্রাম পিরীতি, বুঝ সখি রীতি—
কুল-মান-লাজ জলাঞ্জলি খালি ॥

স্মৃট মিশ্র—একভালা।
ধেরানে দেখিছ মোহন-স্মৃতি,
ভিরপিত নহে আঁধি।
নীল-সরোজে, যুগল-ভুজ,
হৃদি পরে বাঁধি রাখি ॥

মিলায়ে আদরে, অধরে অধরে,
ভাসিব বিলাস-সাধ-সাগরে,
রাখিব ধরে জোরে, দিব না ভায়ে কারে,
অনিমিষ আঁধি, বিরলে নিরাধি,
অকলে রাখি ঢাকি ॥

কীর্তন—লোকা।
পিরীতি-নগরে, বসতি স্বজনি,
পিরীতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সহ হৃদে প্রবাহিত, পিরীতেরই তরঙ্গ ॥
পিরীতি নয়নে, পিরীতি বলনে,
পিরীতি প্রাণে মনে,
মজিব ভজিব, জলিব স্বজনি,
পিরীতি হুখ মহনে।
শ্রামের পিরীতি, নাহি জান রীতি,
বিমোহিত অনঙ্গ।
ওলো রসবতি, শ্রামের পিরীতি,
অনঙ্গ-মান-ভঙ্গ ॥

স্মৃট মিশ্র—মধ্যমান।
সই, সাথে হৃদে আগুন জ্বলেছি।
আদর ক'রে কালসাপিনী বুকে নিয়ে খেলেছি।
নাহি জানি হৃদার আশা, পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি, শ্রাম-প্রেমের আশা,
বিরহে যতন ক'রে আশা জলে ফেলেছি ॥

সিদ্ধু মিশ্র—দ্বাদ্বা।
কালচাঁদ লাজ কি হলো না।
পেয়ে অবলা বালা এত ছলনা ॥
তোমার তরে কুঞ্জে কিরে,
ডাসে রাই নয়ন-নারে,
শয়নে-স্বপনে রাই সদাই শিহরে,
বিরহে অয় জর, কালি সোণার কলবর,
ছল জানে না কমলিনী সরলা ললনা।
কালো তার সকল কালো কিছু ভাল না ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

ভেবো না ভেবো না কমলিনী,
তুঁহ মম হৃদি-সরোবর-নলিনী ।
হয়ো না হয়ো না ললিনী ॥
বাঁশরী হইবে করে অসি,
অথরে অটহাসি দিক্ প্রকাশি,
নরকর কিস্কিনী—কটি-মুশোভিনী,
হের বরাদনা, ঘোরা রণ-রঙ্গনা,
ক'ননে সাজিব নৃমুণ্ডমালিনী ॥

মিত্র-খানজ - ত্রিতালী ।

মরমে যাছি ম'রে মনের কথা কইনে পারে ।
পাই যদি মনের মত, মনের জালা দেখাই তারে ॥
সাধে বাদ সাধলে বিধি,
মন েলে না মনের নিধি,—
কে বোঝে দারুণ ব্যথা,
বুক ফেটে যায় হ'লুতে কথা,
ফেটে যেত পাষাণ হ'লে, সয়ে আছি নারী ব'লে,
কেউ করে না প্রাণের দরদ,
বেচা কেনা হাটবাজারে ॥

দারুণ বিশ্র—কাওয়ালী ।

নারী হেরে নারীর মন ভোলে ।
দেখলো কে এলো কি ছলে ॥
ঘন ঘন মুখের পানে চায়,
নয়ন দুটি সাধে ভেসে যায়,
যেন লোটাতে চায় পায়;
ছল ক'রে চাদ ফাঁদ পেতেছে,
যেন পড়িস্ না তোলে ॥
দেখিস্ হৃদয়, ওলো সামলে থাকা ভার,
নারী মেজে নারী মজা, ভালয় ভালয় আয় চলে ॥

বেহাগ-খানজ—যং ।

মনের মতন নয় তো পোড়া মন ।
যতনে, রতনে এনে, করেছি লো অযতন ॥
আদরে আনিয়ে হবে, কাঁদিয়েছি অনাদরে,
রবে রতন যতন-আদরে,
এলো সে মোহাগভরে, ব্যথা দিয়ছি অন্তরে,
সাধিতে কৈদেছে কত, ভেসে গেছে হৃ'নয়ন ॥

করিয়ে মানের কান, করিয়াছি অপমান,
একি লো মনের ছলা, মন নয় মনের মতন ॥

পুরিম-বনজী—কাহারবাণী ।

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া, কুছ মাগুম্ হায়
লিয়া লিয়া পরমায় লিয়া—
কাঁহা গিয়া কোই পাতা বাতায় ॥
আজ দিন গিয়া ভাই, দিনকা চিজ্ কুছ মূলণিও
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
হুনিয়াকি কামমে ঘুমতে রহো,
আয়েগা দিন মো তুল গিও,
যো গিয়া মো গিয়া ঘুমে নেহি,
আবি 'সামার না হুদয়'র রহি,
ছোড়না ঘোর, খাড়া হায় ছোর,
চোর নিদিয়া লাগায়, চোর নিতি চোরায় ॥

ত্রিবিট-খানজ—চুংরী ।

লাগা রয়ে। মেরি মন ।
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন ॥
কাঁহা ভাদাওয়ে হ'য়াই ভাসকে চলনা,
কব আদিয়া উঠে, উজ্জা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহেকে আপনা সামান্য—
হরদম্ উসিপর, নজর ফেলনা,
ওহি হায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কেন্ ॥
ওহি আপনা, সব্ ভি বেগানা,
সমজ্ লেনা কো আপন,
এক হায়, উও পরম ধন ॥

মিত্র-খানজ—চুংরী ।

যেজন যারে চায়, সেই তো তারে পায় ।
হাওয়া ধরে নইলে কেন ফেরে হুনিয়ায় ॥
হুনিয়া সখের স্নুতে পাই, যদি না পাই যারে চাই
কিসের মিছে হুনিয়াদারী, কেন ঘুরি ছাই;
তা তো না সখের হুনিয়া—
সখের জিনিষ মিলবে সখে হয়োনা পেছ পা;
সাগর থেকে মাণিক নিতে, তুফান দেখে কে ডরায়
সখের হুনিয়ায় কি সখ পোষায় ॥

কালোড়া মিশ্র—কাওয়ালী ।

বুঝি ধরা পেছে নইলে কে ধরে ।

মেলে নিধি আপনি যদি, পায়না যতন-কদরে ॥

নয়ন-বারি বইলে কানেকান,

অকূলে ভাসে যখন প্রাণ,

আপন ভারে, অতল জলে, ডোবে অভিমান,

(তখন) মনে মনে প্রেমের কথা,

টান পড়ে যায় অন্তরে ।

প্রেমে যে সহিতে পারে,

সেই যেন সেই প্রেম করে ॥

খানাজমিগ্র—জলদ একতারা ।

আমি মজিয়েছি সংসার ।

তোদের মত কত শত গেছে ছারেখারে ॥

ভুলে আমার ছলে, ছেলে ফেলে জননী পলায়,

সহোদরে বন্দ করে, গরল দেয় পিতায় ;

কুহকিনী কুবচনে মজিয়েছে ঝড়ি,

দ্রোগ ছেড়ে হয়েছে কুজুরী-প্রয়াসী,

মোহিনীতে ব্রজা মাতে অভিলাষী হৃহিতার ॥

বিণায়মিশ্র—একতারা

• হেম-বসনে, নেহার গগনে,

হাসে উষা বিনোদিনী ।

বিমল প্রভা, মাথিয়ে বিভা, আমোদিনী মেদিনী ॥

ধীর সমীর খেলে সর-নীরে,

মৃদল হিলোল দোলে ধীরে ধীরে,

অমল ভাতি, ধীরে ছুদি পাতি,

নলিনী আমোদিনী ॥

মুকুতা ঝারি শিশির বারি,

হলে হলে খেলে পল্লব সারি,

ফুলকুল তর তর করে,

মধুর হাসি বিমল অধরে,

হেরি বিহগে, গায় অনুরাগে, বিহগী প্রমোদিনী ॥

মল্লার-মিশ্র—কাওয়ালী ।

গঙ্গাফেন-জটাজুট-শোভিত,

বিভূতিছানিত, মণিহার-ভূষিত,

রজত মধুর হাসি অধরে ।

লম্বোদর হর রজতবৃষভ'গর,

শিঙ্গা-ডমরুধর ত্রিনয়ন প্রধর,

শিশু-শশী রজতবরণ শিরে শিহরে ॥

অস্থিহান-সিত, বন্ধ বিলসিত,

শাদ্দল-অম্বর-কটিতটবস্তিত,

পরমাপ্রকৃতি উরুদেশ' পরে ॥

বব ব্যোম বব ব্যোম ভৈরব রব স্বন,

ত্রয়্যক ত্রিপুরারি মনমথ-মর্দন,

পরম পুরুষবর, ভুবন-ভৌতি-হর,

পরমেশ্বর বরাভয় করে ॥

পিলু-সিন্দু—দাদরা ।

মালা শুকাল সইলো সে তো এলোনা ।

ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা ॥

কে জানে পজনি হয়েছি কেমন,

এত অযতন মানে না ত মন,

অযতনে বাড়েলো যতন ;

মজেছে মন বোঝে না, জেনে জানে না,

ছি ছি লাক্ষ্মী—গঞ্জনা,

এত সাধি কাঁদি, সে আমার হ'লো না ॥

আভিরি কেদার—টিমেতেভালা ।

তাজ দেবি, ধরণীভ্রমণ ।

ধরায় বিতরি শান্তি, মলিন হ'য়েছে কাঁতি,

বহুদিন শূন্য তব স্বর্গ-নিকেন্তন ॥

দেবদত্ত করে গান, কার্য তব অবসান,

স্থাপিয়াছে দয়ার শাশন ;—

তোমার দয়ার বলে, নানাজাতি নানা স্থলে,

হৃদে ধরে উচ্চ আশ, এক জাতি এক ভাব,

অনন্দে প'রেছে গলে একতা-বন্ধন ।

পূর্ণ তব দয়া বিত্তরণ ॥

হারি 'স্থান-পরিমাণ', ছোটো তব বাপ্পয়ান,

তড়িত কহিয়ে কথা, হরে বিরহীর ব্যথা,

স্থিরা দৌদামিনী করে আধার বারণ ।

খুলিয়ে কুটীর-দ্বার, অজ্ঞানতা-অন্ধকার,

বিদ্যা-জ্যোতি করিছে হরণ ।

ধন্য তব মুকুট ধারণ!—

সমাপরা ধরা দেবি, করিছে কৌন্তন ॥

বাংলা-বিভাগ—একতারা ।

আমরা কেঁদে বেড়াই পথে পথে
চেনে দ্যাখ্ মা মুখ ভুলে,—
অনাথ ব'লে গেছ কি ভুলে ।
আবার কি মা জরুরের আলায়,
অম্ব বিনা কেঁদে কেঁদে সূতা' ধলায়,
দারুণ শীতে বস্ত্রবিহীন কার,—
কাঁপবে মাগো ম্যালেরিয়ার ভীষণ তাড়নার,
ভূমি পত্রহাতে বুলোঝেড়ে পাঠিয়ে দেছ ইচ্ছলে ।
যেও না চলে,—অনাথে মা ফেলে অকূলে ॥

সিন্ধু-বাংলা—একতারা ।

ওমা বঙ্গমহিলার, তোমা বিনা
কে আছে গো আর ।
রোদন-ধ্বনি শুনলে জননি,
নয়ন-ধারা মুছাও অমনি,
কোথায় গো রাজকুল-নগিনী !
পঙ্কি-পুত্র নিয়ে রব, বল মা কার দোহাই দিব,
শুন মা যেদিনী জুড়ে উঠে হাহাকার ।
মহারাজী, যেদিনী আজ অনাথিনী,
কৃপাময়ী এম কিরে, দেখে তাসি নয়ন-নীরে,—
ভূমি তো মনের ব্যথা বুঝে অবলার ;
ভিক্টোরিয়া, কোথা মা আমার ॥

জরৎ—খামার ।

ব্যাপি স্থল-জল, অচল সচল,
ইংরাজশাসন সলা বিদ্যমান ।
জয় রাজ্যেশ্বর, করুণা-আকর,
নঃশ্রেষ্ঠ নর নরের সন্ধান ॥
চির পরাধীনা ভারতমাতার—
সন্তানের তার, তব প্রীতি তার,
রাজ্যেশ্বরী মাতা, ত্যজিলা সংসার,
একমাত্র তুমি উপায় সবার,
চুষে পারাবার, কর প্রান্ত পাঁচ,
তব পক্ষে লভ কার্যমল-প্রাপ ।
জয় রাজ্যেশ্বর, জয় রাজ্যেশ্বর,
অকথ্যারে পার জয়ত-সন্ধান ॥

ইমদ-কম্পাণ—একতারা ।

মাগো ঘুমায়োনা আর ।
ওই শোন উঠে হাহাকার ॥
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্য বর,
না শোভে প্রান্তরে, শত্রু-দীর্ঘ-হার ।
দিক্ ধূমাকীর্ণ, হাদি ভয়পূর্ণ,
বজ্রনাড়ে ঝোর কামান-স্ফোর ॥
বিহীন অশ্বন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শব্দাকার ।
যোর রণনাড়ে মিলে আর্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান্ অগ্নি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অজ্ঞাধার ॥

ইমন ভূপালি—একতারা ।

করুণানয়না কর কৃপাদান,
রণ-হতাশন কর মা নির্দোষ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ,
উরগো জননি, সমাজবর্জিনী ।
বিকাল মা হাসি তব চারু হাসি,
দেখাও মানবে শান্ত রূপরানি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি হাক্ ভাসি,
পুন ফলে-ফুলে হাসাও যেদিনী ॥
শোকর্তি এ ভূমি কর আমোদিনী,
তরু হোক রণ কঠোৎনাদিনী,
অট্টালিকা শ্রেণী পরি রাজধানী,
হোক পুনঃ মাগো জন সোহাগিনী ।
অসি রাখি কোবে পান পাত্র ধরি,
ভ্রাতৃ-ভাবে যেন সন্তাবে মা অগ্নি,
উর শুভঙ্করি—উরু ডয়ডরি,
সকটে স্থিরি মা সঙ্কটবারিণি ॥

বাংলা—ইংরী ।

সাধ করে যে ডাকে আদরে, তারে আদর করি ।
সে তো মনেরই মতন, কেন যবে সে আপন,
হলো বিকল বতন, তব ভুলিতে নারি,—
তব ভুলিতে নারি ॥

তুলি আকাশ-কুহুম, ভরি সাধের ডালা,
মন তুলিয়ে হেলা গাঁধে সোহাগে মালা,
মালা ধরি হৃদয়ে, মালা ছড়ায় দহে,
ভাসি বিধায়ে, নারি ভাজিতে সাধে,—
দিন অবশেষ হরি ॥

কাঞ্চি-চুরী ।

লাল বুলাবন নিধুবন লালি ।
লাল ব্রহ্মাঙ্গনা, লাল কালিকা বনমালী ॥
যৌবন বাতুলারি, সমরি ব্রহ্মনারী,
ভরি ভরি পিচকারী;
হোরিকা মেলা, আবির খেলা,
রসরস-তরঙ্গ উথালি ॥
ফাগুন আগুন, সোহাগ বিগুণ
মদন-ব্যাকুল, কুন্তল আকুল,
অকল নেহি সামারে,—
বুজুম মারে, খেল শ্রাম ফুকারে,
ধাওত দেওত বন করতালি ॥

লিঙ্গ-বাখাজ—বাদ্বা ।

কে জানে কেমন ।

যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে গিছি,
নইত আর তেমন ॥
কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হারাই,
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,
মনের কথা মন বলে না, সরমে করে বারণ ॥

কেল মন উকাশ হয়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি শুধায়,
বুকের তিতর উঠলে উঠে আঁধি বয়ে ধায়,
সাধের সনে বিবাহ মিলে চলেছে সোপার স্বপন ॥

বিবিট-বাখাজ—বাদ্বা

এক দায় মন কেন তায় চায় ।
পায় কি না পায়, ভাবেনা হায়, উবাও হয়ে ধায় ॥
অবোরে সোহাগভরে,
আপনি বিকোর কিম্বদে পরে,
আশা ধরে আকুল অন্তরে,
কাদে আশা আশা কাঁদায় ॥

মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ডাকা-গড়া,
অকুল সাগরে, ভাসে সাধ কঁরে
কাঁদে আঁধ কিম্বদে কুলে,
সাধের তরী বয়ে ধায় ॥

পূর্ববী—একতালী ।

ফের হে দিনমদি ।

যেওনা কলঙ্ক ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী ॥
সহ ভ্রম-মহচরী, আসে নিশা নিশাচরী,
যেওনা তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী ॥
ছায়া হেরি ধরা' পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হরি জনমের ভরে সত্যি হৃদয়মণি ।
পরি পুনঃ হেম-ভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অমৃতোপ-কণী ॥

শ্রাম-বিজ্ঞ—ভরতঙ্গা ।

নাই তো তেমন বনে কুহুম

মনে যেমন কোটে ফুল ।

মধুভরে ধরে ধরে; আপনি মুকুল হয় আকুল ॥
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা,—
বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল ॥

জানক-ভৈরব—ত্রিতালী

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-শ্বেতিনী,

মুক্তিব্যাগ-রক্ষিনী ।

দাহিত বাসনা বিভূতি ভূষণ,

জ্ঞান-করণ-সঙ্গিনী ॥

সত্তা নিত্য, নিত্য, বিত্ত, সত্যচিন্তাবাসিনী—

সাধক-শান্তি, বিবেক কাণ্ডি,

প্রান্তি-প্রান্তি-নান্দিনী,

উপাধি-সঙ্গা, ললাহি-মঙ্গা,

ত্রিগুণাতীত-অঙ্গিনী ।

কারপাণব, শান্তি-প্রাণ, অকাত্যবজ্রিনী ॥

মলভান মিত্র—টিমেতেভালা ।

কেন চাহিব তারে, যারে দিয়েছি পরে ।
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,
কেন নয়ন করে ॥

সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি বাতনা, ছি ছি ভাল এ তো না,
তবে এ কি লো জালা, গলে শুকাল মালা,
ছি ছি মালা ছেঁড়ে না, ফুল ক'রে পড়ে না,
নীরস হারে, কেন যতন ক'রে কেন ছদ্ময়ে ধরে ॥

বেহাগ—দাদরা ।

এত নয়ন-জল ঢালি, কই সরস হয় কলি,
শুকিয়ে মুখ গরল হ'লো, তাই তো লো জলি ॥

অযতনে ফোটে এ মুকুল,
ছদ্ম আশ্রয় করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল ।

কেন কে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বৃক্ষ মনের আগুনে ॥
এ ভুলের কুহুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি ॥

টোড়ী-ঐতরবী—একতাল ।

সাথে কি বিষাদ যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কৈদে মরি তবু কাঁদিতে চাই ।
তান্নি অযতন অতি সবতনে —
দিবাশি মনে রেখেছি তাই ॥
যুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পান্নি হারি তবু ধরিতে থাই ॥
তবাতপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে শিপিাসা,
বুক পেতে দিছি নিরশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই ।
বুঝেছি মজ্জিছি, মজ্জিতে বাসনা,
যত বৃক্ষ তত মজ্জিয়ে বাই ॥

ধাখাজ—খেমটা ।

সখের এ আয়নাখানি, মুখ দেখে যাও রিকরমার
যরে যরে খুবড়ো ক'নে বে' গিতে চাও বিধবার
ব্যাটার বাপ হিন্দুর দলপতি,
খুব দরে বিকুবে ছেলে, ফুলিয়ে চলো ছাতি,
যুবতী বউ আনুবে যরে, জলুবে কুলে বাতি,
সভা ক'রে পইতে প'রে হ'বে সমাজ-সংস্কার ॥

বড় ছেলে এনট্রেনসে ফেল,
তোমার জোর কপাল,
হুপুর রোদে বিল মেখে আর কেন হও নাকাল,
সামনে আছে লগ্ন বিয়ের ফিরিয়ে ফেল চাল,
বাড়ী বাঁধা উৎরে নেবে—
থাকুবে না আর মূর্খার ধার ॥

ও মেয়ের বাপ,—
দেখতে তো পাই ষটকীর আনাগোনা,
এই বেলা ছাই, বাড়ী বাঁধার দালাল ডাক না,
খতিয়ে দেখ গিন্নীর গায় কি আছে ছ'খানা,
নাইকো দেবী দেখতে পাবে
শ্রীধরের খোলা হুয়ার ॥
শোনো কেন টিকি নাড়া হিন্দুনীর কান,
বড় ব্যাটার বিয়ে দিয়ে
মোড়ল কিন্তে চান বাগান,
মানা করে, গিন্নি, মেয়ে না দেন আর জে'গান,
মেয়ে হ'লে আঁতুড়েতে নুন টিপে দে ক'র পার

ধাখাজ মিত্র—একতাল ।

যারা পরাশরের দেহাই দিয়ে
হৃদয়ে কাঁদ বিধবার ।
কুমারী যরে যরে পার কে করে,
ব্যবস্থা কি কর তার ॥

মেয়ে পার করতে কত গিয়াছে ভিটে,
হেঁটে শলকল কোটে, গেছে চাকরীটা ছুটে,
ফেন খেয়ে ছেলে কত বুঝায় আশ পেতে,—

থাকুক জেডের অভিমান,
থাকুক কল্যাণের কাণ,
রেখে নাও হিন্দুনীর তাপ ;
আইবুড়ো পার ক'তে গিয়ে
গেরস্ত বায় ছারেখার ।

যুবতী কুমারী আছে শোভাবরে,
কি ভাবো আর ॥

ভৈরবী-মিশ্র—বেহুটা ।

আছে রকম-বেরকম কত আয়না ।
এক রকমে ছেলে,জথম,
মুখ দেখে ছাড়ে বায়না ॥
ক্রমে বড় হ'লে বায়না বেড়াড়,
পুরোণো আয়না দেখে, বায়না আর তাড়া,
নয় তো সে ধোঁকা, দেখে মুখ বাঁকা,
লাগে না ধোঁকা,
দেখে পয়জারে আয়না,
শেখে টেরীকাটা সেয়ানা ॥

এক রকম নয় সং, আয়না হরেক রং,
পরকলার রকম রকম ঢং ;
একখানি আয়নাতে, সবার মুখের বহর পায় না ॥
শীঘ্র দে ফেরে ভণ্ড রেতে,
বাপ ম'কে দেয় না খেতে,
হঠাৎ বাবু মাটিতে হাঁটে না পা পেতে,
কারো সাহেবায়ানা এ, বি, পড়ে,
খালি ভাঁড়ে বাকি ঝাড়ে,
কারো গভীর হিন্দুয়ানী তলান যায় না ।
এবার, বিয়ের আয়না বড় দিনে,
ধরেছি সরল মনে, চাও চাও চাও,
ঘাও বলে ঘাও,
আয়নাতে সমাজ-ছায়া দেখা কি যায় না ॥

ধাধাজ—ত্রিতালী ।

কেম ঘোষিবেশে ভ্রম এ বিজন-কাননে ।
না জানি কে অভাগিনী কান্দে তোমা বিহনে ॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, জড়সেতে ফুলধনু,
কটাক্ষে কুহুম-শরে, কেবা স্থির ভূমনে ।
অথরেহরার রাশি রেখেছে কে গোপনে ।
অমরনগরবাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চল হে স্থগরে ধ'রে লয়ে যাই বজনে ।
নন্দনকানন-মার্কে হুরগণ-সদনে ॥

সিন্ধু-মিশ্র—একতাল ।

ভীমা রণ-রঙ্গিনী মা ।

মুক্তকেশী ষোড়শী উমা, হর-রঙ্গিনী শ্রুমা ॥
দৈত্যাদগনা নগনা, হকার ষোর আধার দিশা,
ষোর নিশারূপিনী বামা নিরুপমা ।
সুভাষিনী, সুহাসিনী, শিব-সঙ্গিনী—
শিবে ভক্তোন্মাদিনী মনোরমা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতাল ।

তারে ছেড়ে এসেছি ।

সুখ-নাথে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি ॥
না হেরে তাহারে ব্যাকুল মন,
না জানি প্রাণ মম কঠিন কেমন ।
এ জীবনে সার বিরহ-দহন,—
সহে কেহে এমন আরো—যত সহেছি ॥

পিলু-বারেয়া—চুঃদ্রী ।

মগন রহো মেরা ভাই ।
মাল খাজনা তুলিয়াবারি
কাম কেয়া ভাই রহো যুগাই ॥
ফরাকু তুঁনে, তুঁহু আলাক নিরঞ্জন,
আপনা বেগানা, নেহি দোস্ত হুয়মন,
হোই ইসাদি, বাবী-ফেরাদি নেবি,
কোনু তু আপন বাতাই ॥

ভৈরবী—তেতরা ।

উদার অম্বর, শূত্র সগর, শূক্রে মিলাও প্রাণ ।
শূক্রে শূক্রে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূক্রে ফোটে অভিমান ॥
অহম্ অহম্ ইতি শূক্রে বিভাসিত,
শূক্রে বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য, ভোক্তা-ভোজ্য,
শূক্রে সকলি এ জ্ঞান ॥

ধোনিরা-মিশ্র—ত্রিতালী ।

শ্রীশ্রী-শ্রীশ্রী-বিলেপিত অজ—

নিরল ধবল তরল জটা-জুটপার ।

লক্ষ্যাকর বাবাকর, হর দুর্জয়ি বোংগেখর
ভিমি ভিমি ভিমি উমরু তাল,
বর্ষবোম্বু বোর বোলে বোলে গাল ;
শক্তি-সাধন গাল, গভীর তান,
তাপব-মর্জন- কল্পিত ত্রিভুবন,
সাগর-বোম্বু বিলাভিত,—মর্জা-আমোদিত,
বোম্বু-কেশ শর শর শুভকর ॥

মূলভান-মিত্র—ত্রিতালী ।

আমি সম্মাসিনী ।

দ্যাক্ষাশি মহি আমি, শ্রুতমনা উম্মাদিনী ॥
নেহ বিলাস-বর্জিত, অভিলাষহীন-চিত্ত,
কিবা ধারা-প্রবাহিত, নারি বুঝিতে কামিনী ॥

বেহাগ-মিত্র—চুঁরী ।

বিহগ-বিহগী অমুরাগী,

মাধুরী মোহিত তুলছে তান ।

ওটিনী তর তর মন্দর বহিছে এক তান ॥

জ্বন-ব্যাপিত পুলকিত একতান চলে,

একতান উঠে পগনমণ্ডলে,

মূলে-জলে বহে গান, একতান বাঁধে প্রাণ ॥

পঞ্চম-বাহার—ত্রিতালী ।

ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূলধারী,

ভুবনসংহার-কারণ হে ।

উর্দ্ধ বদনে “নাশ নাশ” রব,

হৃষ্টি ধ্বংসকর প্রলয় ভৈরব,

বব বোম্বু বব বোম্বু বোর রব,

দশ-দিশা-প্রস্থিতজন হে ॥

ভূত প্রেত সনে তাণ্ডব নর্জন,

টল টল টল টল ত্রিভুবন পঞ্চকল্পে কল্পন,

আপন কীৰ্ত্তন সাধ হে ॥

কাফি মিত্র—বং ।

নিব বসি মা তোমার বাসী,

লোটার কেনে পঞ্চকলে ।

বুক পেঁতে পেঁতে করে করে,

চাঁদ মা তোমার মুখপলে ॥

চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেহে শ্রামা,
তোমার আবার কি স্বামী ও মা,
মা তুমি মা, সবাই বলে ॥
ধরা কাঁপে পলঙ্করে, নাহে না কি বুকে ধরে,
নইলে বল কেমন ক’রে,
শিব ধরেছে ছন্দ-কমলে ॥

টোড়ী—একতালী ।

ও মা শ্রামা মে বিদায় ।

ভুলেছ কি তনয়ার—

বিলদল কেন নি’লি নি জননী পায় ॥

জানি না কিবা স্বামী, জান অস্তরবাসী,

হব স্বামী-অনুগামী, ছেড়ে যাব মা তোমায় ॥

ভ্রমি সাগরকূলে, বসি তরুর মূলে,

লহর চলে চলে, নাচ শ্রামা হেরি তায় ।

জান মা এলোকেলী, তোমারে ভালবাসি,

মা তুমি মা জানি শ্রামা, মন সলা তোরে চায় ॥

গিলুমিত্র—কাদম্বরী ধেমটা ।

কি ভাবে মন, কখন চলে,

কেমন ক’রে বুঝে বসে ।

আশা বাসা ভাসিয়ে দিয়ে,

আবার কি সাধ নুতন হলো ॥

বুঝি বুঝি বুঝতে নারি, চাতুরী মন তোমার ভারি,

দেখি এবার পারি কি হারি ;—

সাধ কি তোমার যেমন তেমন,

কে জানে মন কখন কেমন,

কখন সোচাগ কখন অবসাদ,

সাধে ব’ল আপন মেখে, কি জানি মন কি বলে ॥

বাহার মিত্র—প্রথ-ত্রিতালী ।

কোথায় আমি—সে আছে কোথায় ।

গর-বসি অভিমানী সে কেন গর না পায় ॥

ব্যাভুল আমার তরে, আমি ত জানি অন্তরে,

কেন তবে আছে অন্তরে—

এসে কেন সে সাধে না,

পারে ধরে সে কখন না, ॥

নারীর মান কি সে জানে না,
তবে কেন প্রাণ চায়।
ছি হি ম'জে, লোক-লাজে হ'লো দায় ॥

সিন্ধু-খানজ—জিতালী।
মন তো কই মনের মতন পেলে না।
মনের মতন না প'লে, মন ভোলে না।
মনের মতন না পেলে,
অকূলে মন যায় ভেসে চ'লে,
বুঝ মানে না—যায় কথা ঠেলে;
আর তো কূলে ফেরে না,
কিছু তার মনে ধরে না,
শুন্মরে আপনি মরে, মনের কথা খোলে না ॥

বাখাজমি—বাদরী।
তোমার কাঁচা পিরীত তাইতে জান না।
পুরুষ পরেশ পিরীত-মাথা,
ঠেকূলে পরে হয় সোণা ॥
পরশে প্রাণ থাকবে না বশে,
প'লবে শ্রেম-রসে, মলামাটা উঠবে লো ভেসে,
হয় লো বাঁটি সোণা, দাগ থাকে না, পরেশ পরশে
এখন মল মজেনি, তাই বোঝেনি,
তাইতে পিরীত মান না।
আমার ঠেকে শোণা, নয় কথা শোনা ॥

দেশমি—দাদরা।
হয়েছি অ্যাক্তে মরা তোমার হেরে।
তোমার চোক দুটি বিখেছে বুক,
আমার দফা দেখে সেরে ॥
রয়েছি এঁচে;
পাই যদি তোমর অধর-হুধা, উঠিলো বেচে;
সরে আর ও কালো সোণা,
তোমার ডিলক চাটি মনে বাসনা;
পাখরে কমল-কলি,
মন-খলি তোমর সঙ্গে ফেরে ॥

বিখিত বাখাজ—দাদরা।
আনি মবীদ পাটী—
কিনে অকল পাখার হ'ল পায়া।

আমার ছোট তরী, বোকাই তারি,
কূল ছাড়া সই হলো তারি।
দুদা গাও চলে কালে কান,
জোর বাতাসে উঠেছে তুফান,
এক টানাতে নে যায় টেনে, বার কিসে উজান,
যে বাইতে পারে, পেলে তারে—
হাল ছেড়ে দিই হাতে তার ॥

সিন্ধুমি—কাদারী বেঘটা।
কালো মেঘ গেছে স'রে মৃণালিনী ভেসেছে।
রসের ভরে দিয়ে সাঁতার মরাল ভেসে এসেছে ॥
হিলেলে হামর দোলে নীরব ধারা বয়,
নীরবে মৃণালিনী নীরব কথা কয়—
নীরবে মরাল চেয়ে রয়,
ভালবাসার মৃণালিনী মরাল ভাল বেসেছে ॥

আলোয়ার মি—হুংরী।
কার তরে প্রাণ উধাও উধাও—
প্রাণ খুলে বলো চান্দে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন নেওয়ানা কান্দে ॥
দিন রহিল, আশা রহিল, প্রাণ পড়িল কান্দে।
দেখিয়া মোহিনু, সোধিনু মোহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পুজিনু।
প্রাণ গলা'য়ে, হুধ বিলা'য়ে,
নারিনু বাধিতে শ্রেম-বান্দে ॥

মোহিনী—ভাল-ফেরতা।
হিয়া হিয়া মিলি, চপে চপে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাসরি।
শ্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জন,
পতি মতি, পতিপন, পোরব সম্পদ,
মুগ্ধ লভিকা তমালবিহারী ॥
ঘোর আধারে, হুধপানাবারে,
ঢাকিলে আশা সুরুর তারে—
ভৈরব নর্জল, ভরক নর্জল,
জীকল-সুধে দিশেহারী ॥

দুর্গমে রূপে বনে, প্রাণরিনী, পতি সনে,
নেহে প্রাণ ছেদ, তবু না বিচ্ছেদ,
হাসি কুতূবলে, বোর চিত্তানলে,
প্রাণ ডালে সতী নারী ॥

— —

সিদ্ধমিত্র—বাদরা ।

ইন্দু । শুন প্রাণসখি, আমি যে বাই ।
সরো । হায়লো সজনি মনে ভাবি তাই—
কলসীরজ্জু কোথা আমি পাই ॥
ইন্দু । জান না জান না, কি মনোবেদনা,
সরো । (আহা) অরুচি হয়েছে—ঘুত-ননী-ছানা,
ইন্দু । হৃদয়েতে আসি প্রেম দেয় হানা,
সরো । রেতে দিনে সখি, তাই তোলো হাই ॥
ইন্দু । কি কব সজনি, পেয়েছি যে চোট,
প্রাণ ল'য়ে গেছে চম্পটী চম্পট,
সরো । তবে চল সখি, বাই হাইকোট,
আমি ধরি ঠ্যাং, তুমি ধরো কোট,
ইন্দু । না না সখি, তা তো হবে না—হবে না,
হাইকোট তুমি যেও না—যেওনা,
তার নাই দয়ালেশ, সে যে ব্রিক্‌লেশ,
সে প্রাণবঁধুরা হাইকোটে নাই ॥

সিদ্ধ-ঐতরবী—জলর এক জালা ।

স্ত্রী । নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবরানা,
চাশিতে ব'লনা আর বিবিরানা,
রর সর যেটা কর যদি তাই,
শুন গুণমণি, তবে ধরে বাই ।
পু । তাই হবে তাই—
গোবো প্রিয়ে নাককাণ-মলা খাই ॥
স্ত্রী । ইংরিজি বুলি যদি না চালাও,
ডাল ভাত যদি টেবিলে না খাও,
ফিরি ধরে তবে, নয় তো পালাই,
পু । তাই হবে তাই—
গোবো প্রিয়ে গোবো তোমারি গোবাই ।
স্ত্রী । শাড়ী পরে এলে যদি নাহি চটো,
পু । আজ্ঞে নাহি
স্ত্রী । ছেনে কেশে দেখে যদি নাহি চটো,

পু । তা-তা-তা-বলছি তা—
স্ত্রী । ধুতি প'রে যদি চাল করে। খাটো,
নয়তো উধাও—চরণ চালাই ।
পু । ঘুচ্ছে বালাই—
এই মাপ চাই—এই মাপ চাই ॥
স্ত্রী । বলো না কো আর হিষ্টিরিয়া হ'তে,
পু । আবার—ক'কুমারি !
স্ত্রী । লাভ লাভ বুলি ছাড়ো দিনে রেতে,
পু । এক দম—দ্বিবি তোমারি ।
স্ত্রী । যদি না শিখাও অধঃপাতে যেতে,
ধরে বাবো—নয় সই কাবো সাফাই ।
পু । নাক-কাণ ধং—শিখেছি সবাই ॥

পাহাড়ী পিলু—ধেমটা ।

জোর করে সাধের তোরণ ভাঙতে কে পারে ।
কেন এ পাশ ও পাশ, এ ধার ও ধার,
কচ্ছে মিছে বারে বারে ॥
বুড়িয়ে নেব ভাগ পাবে না,
ফিরিয়ে নেব বাগ হবে না,
কর সাদি ছুঁতে অমতেতে,
যা দিতে গে দেবতা হারে ॥

ভৈরো—আড়াঠেকা ।

আগো বিলাসি ।
প্রিয়জন পরিহারি, বীর-ভূষা পরি,
বিদায় মাগিছে হাসি ॥
ভাসিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অবীন তা-ভুধরাশি ।
দেশ-অচুরাগে, বীর বীর আগে,
আগে জন্মভূমি-মুখ-প্রয়াসী ।
পবন গাইছে শুন, সন্ধ্যা সন্ধ্যার,
পাছিনী-কাছিনী হে চিতোরখাসি ।
তলন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর-শৈলি হু-শ্রোত বৈদ্যি বিলাসি ।
বীর বীর আগে, বিদায় মাগো,
কাঁধকাল হলো উল্লস আসি ॥

বেহাগ—শেষদৃষ্টা ।

রমণীর মুখের হাসি, গরলরাশি হৃদা করে ।
সে হাসি প্রেমের হাসি,
সাধ করে প্রাণ গলার পরে ॥
যে বলে মন মজেনা,
আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখিনি যে তুচ্ছ করে ।
নারীকে চিন্তে পারে, যে বলে পারি, চিন্তে নারে ॥
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জানতে কি তার আছে বাকী,
হৃদা-গরল একাধারে ।
ভনে শুনে প্রাণ না মানে, তবু গরল চড়ে ধরে ॥

বেহাগ—একতাল ।

আহা, মরি মরি,
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনধেবী ।
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেলী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত্ত হেরি মাধুরী ॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ কূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,
কি ভাবে ভামিনী, ত্যজিয়া তননে,
আসিয়াছ এই স্থানে ; —
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণীরতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাখিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি ॥

বেহাগ—একতাল ।

অকুল রূপ হেরিয়ে ।
বিমুগ্ধ মন, দ্বিগত সে ধন, সাধন করি মই—
সে কি! নথি হিয়ে ।
চিত্ত-মোহন, দিল্লী-বদন,
আর কি কত পাগল-বদন,
মধুর বদন, করিব অবশ্য পরশে পুরাণ-সার—

সরস হাসি বিমল-অধরে,
অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিছু ধরে লুকান মন হরয়ে ॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা ।

দেখা দে মা, ও মা উমা,
এই ছিলি কোথায় লুকালি ।
মা বলে এস মা উমা, মুছে ফেলি মনের কালী
মা আমার ছিল না তেমন,
স্বপ্নে কেন দেখেলেম এমন,
চায় যেন গো কেমন কেমন,
কেন মা হয়েছে কালী ॥
হেরে মনে ভয় বাসি, উমা আমার শ্মশানবাসী,
উদ্‌মানিনী একি হাসি,
দেখলেমু কেন ছারকপালী ।
কেন গো মা দিকুবদন, কেন উমা শব্দগনা,
ছিল না তো ত্রিনয়না, ছিল না তো মুণ্ডমালী ॥

গরজবাহার—৮৭ ।

জামাই না কি শ্মশানবাসী শুনেতে পাই ।
আমি ভেবে সারা, বল মা তারা,
সত্যি কি না শুধাই তাই ॥
একে সে খাপা সন্ন্যাসী,
বুঝিয়ে কোথায় কর্বি স্বরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি,—
হয়ে এলোকেনী উলঙ্গিনী
বসিস বৃকে শরম নাই ॥
মরি ভেবে বুঝি বি আর কবে,
কেপাকে কে বোঝাবে ভবে,
মার প্রাণে বল আর কত হবে,—
ধর করেছিস ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াসু মেখে ছাই ।
নয়তো এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
বাঁহোক দুটে শুড়োগাড়া কোলে হইয়েছে,
আর কতকাল এসো হুয়ে বেড়াবি নেচে,—
তুই যদি না বুকে চলিস,
বুঝি কি ভাবিছ জামাই ॥

ভৈরব—একতাল।

এসেছিঁ মা থাক্ মা উমা মিন কত ।
হয়েছিঁ ডাগোর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত
বলিঁ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই;
সবাই মিলে করবো যতন,
জোগাব তার মন মত ॥
খল কপট তো নাইকো তার মনে,
যে ডাকে সে ফেরে তার মনে,—
মান-অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত ॥

এখন বুঝি স্বর চিনেছিঁ, তাই হয়েছিঁ পর,
কৈশে কৈশে ভাসিয়ে দিতিঁ নিতে এলে হর,
সঁপে দিছিঁ পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই তত ॥

পরজ-কলংড়া—একতাল।

বলিঁ দু'ধিন থাকুতে হেথায়,
কালকে ভোলা নিতে এলে ।
কতি কি তায়, বল গো আমার,
থাকুবে স্বরে স্বরের ছেলে ॥
বুঝিয়ে ছুটো মিষ্টি করে,
ভুলিয়ে তাকে রাধিঁ ধরে,
মনের মত পেলে পরে—
থাকুবে ভুলে নেচে খেলে ॥
দিক্খি বাঁটবো আপন হাতে,
সুনেছিঁ সে তুষ্ট তাতে,
গদাভল আর বেল-পাতাতে,
নিতি মাথায় দেব ঢেলে ॥
বি-জামাই তো আনে সবাই,
আমার মনে সে সাধ কি নাই,
কেমন করে আনিবো জামাই,—
তোর দেখা পাই বছর গেলে ॥

আলাহিরা—৭৭।

শিহরি মা মনে হলে কাল সকালে নিয়ে যাবে ।
মরি আসে কৈলাসে পে,
কেমনে মা মিন কাটাবে ॥

রবি শশী নাহি হেরে, বন মেখে রাখে ঘেরে,

ভূতদানা তার সদাই ঘেরে,
মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
ভিক্ত ক'রে আনলে পরে,
তবে হাঁড়ী চড়বে স্বরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে,
কপালপোড়া কে পোচাবে ॥
আপন ঝোঁকে কেপা থাকে,
মাহু নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে,—
নিতি ভাং ধুতুরা থাকে ॥

ভৈরবী—৭৭।

কালকে ভোলা এলে বলবো,—
উমা আমার নাইকো স্বরে ।

কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন কত

বলে বসুক যে যা বলে,
মানবো না আর জামাই বলে
যার বাবে সে গেলে চলে,—
যা হয় তখন দেখবো পরে ॥
কান্ন বাপের কড়ি পেয়ে,
বেচে কি খেয়েছিঁ মেয়ে

উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধরে ।

আঁচোল ধরে পাছে ছোটো,
ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
সুন্দর-সর কি জানে মোটে,
কত বাকি তারি তরে ॥

মাহানা—আড়াঠেকা ।

দুধিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আঁপো ক'রে
কে রে গুরে দিগম্বর এসেছ কুটার-স্বরে ॥
বাথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ, কান্ন ডরে ॥
ভূতলে অতুল মদি, কে এলিয়ে বাহুমদি,
তাপিতা হেরে স্বামী, এসেছ কি সকাডরে ।
মরি মরি রূপ হেরি, পরন কিরাকে আরি,
হৃদয়-সজাপহারী, সাধ—ধরি ছবি পরে ॥

জানি বলার—একভালা ।

আমি সাথে কাঁদি ।

হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি ।

বিদায় দি'ছি পাখা-প্রাণে, চাব কার মুখপানে,

ফুল ফুলহারে, সাঙাই কারে—

পোড়া বিধি হলো বাণী ॥

ভাবে ভোরা মাতুরা, কনয়নে বহে ধারা,

টলে টলে, টলে নাচ কুতূহলে,

এস গুণনিধি মাধি ।

চলে গেলে আর এলে না,

জীব তো হরিনাম পেলে না,

পার পাবে না ঋণে, যদি দীন-হীনে,

কর, পদে অপরাধী ॥

বাগেজী—আড়াঠেকা ।

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ ।

হ'য়েছি রতন-হারী, বিহনে বতন ॥

সেই রবি শশী ভারী, সেই ধরা ফুলহারী,

বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন ।

সেই পক্ষীকুল কল, অনিলে দোলে কমল,

কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥

রসিক প্রেমিকবর, জন-মন-ক্লমকর,

ধরেছিলে কলেবর, আমার করণ ।

ওব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমা ধনে,

শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ তোরে মন ॥

সংকীৰ্ত্তন ।

কাতরে জকি হে—এস,—

জাণিবারি ঢালি রাজ্য পদে ।

ভুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ-মদে ॥

বিষয়-সাধনা বিষয়-কামনা,

হার্যেরিছি হার পরম সম্পদে ।

রাখ রাখ রাখ দানে, রাখ রাখ এ বিপদে—

ফিরি লক্ষ্যহীন, ঘুরি দিন দিন,

তুণ পাতেপাতে, ধেন মহাহ্রদে ।

বিবানে ব্যাকুল কড়ু, কড়ু মাতি ছার আমোদে ।

হৃদয় সমল, হৃদিত কমল, বিকাশ বসে হে

জগৎ-কাকল্যে ॥

সংকীৰ্ত্তন ।

ত্রিতাপ দিবানিশি, দহিছে ত্রীপদে দেহ আশ্রয় ।

নামে ভব-ভ্রাস, হর হে হর বিনাশ,

হর ভয় হে সদয়-হৃদয় ॥

কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত,

বিহিত নাহিক পাই,—

বিষয়-পিরাসা, ভোগে বাড়ে আশা,

জ্বলে মরি, তবু চাই ।

নিরত তাড়না সহে না বাতনা,

করুণা কর হে দীনে,—

নিবিড় তিমিরে, মন সদা কিরে, চরণ অরুণবিনে,

শঙ্কা চিত্তে, বুঝি পলাশিত্তে,

ভুলে আছি হে নয়াময় ॥

সংকীৰ্ত্তন ।

বিষম বিষয়-তৃষা গেল না,

হলো না দীনের উপায় ।

পেয়ে ত্রীচরণ, করি নাই হে বতন,

পরম রতন হারালেম হেলায় ॥

বিবেক রহিত, বাসনা তাড়িত,

ভ্রমে মত্ত চিত্ত হার ।

আশায় নিরাশ, হতাশে হতাশ—

দীর্ঘখাসে দীন ব্যার ॥

ব্যাপিত অবনৌ, রোদনে ধ্বনি,

ভুনিয়া শিহরে প্রাণ,—

বুঝে অচেতন, না মেলে নয়ন,

মোহ নহে অবসান ;

ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুৎসপন,

মায়ার নেশায় মন, আগিতে না পারে,—

পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে,

হৃৎ হৃৎ মাবে দোলে, নিবিড় আঁধারে,

অকূলে না কুল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায় ॥

নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে,—

হওহে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি,

খোর তমরাশি নাশি, নিস্তার হৃন্তরে ;

তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে,

রাখ রাখা পায় হে করুণাময় ॥

সংকীৰ্তন ।

হৃদয় শূন্য করি লুকা'ল কোথায় ছন্দ-রতন ।
 দহি অহুজ্ঞ, দেহ নাথ দরশন,
 জীবন বিহনে শুকা'ল জীবন ॥

পরান-রতনে, না হেরে নয়নে, শূন্যময় হেরি হায়—
 চিত্ত মন হরি, রয়েছে পাশরি,
 কিস্করে ঠেলিয়া পায় ;
 দেহ-করাগার, নিবিড় আধার,
 উঠে সদা হাহাকার,
 তাপিত তৃষিত, প্রাণ বিচলিত,
 সহিতে না পারি আর ;
 বরষি নয়ন-বারি, আলা নিবারিতে নারি,
 ছন্দ-সস্তাপহারী হও হে উদয়,—
 তব অদর্শনে হায়, দেখ আছি কি দশায়,
 কোথা হরি করুণাময়, রাখ প্রেমময় ;
 পদে প্রাণ সমর্পিয়ে, কেন হে দহিছে হিয়ে,
 প্রাণসখা দেখা দিগে জুড়াও হৃদয় ।

ভাসারে অকুল জলে, কোথায় লুকালে ছলে,
 কেন হে নিদ্র হ'লে দীনে দয়াময় ।
 ছদি মাঝে, এস মোহন সালে,
 প্রেম-সুখা কর বিতরণ ॥

সংকীৰ্তন ।

আঁমার নয়ন-মণি বিহনে নয়নে হেরি আঁধার ।
 ছদি শূভাগর, কাঁদে প্রাণ অনিবার,
 দহিছে জীবন, কত স'ব আর ॥

ছন্দবিহারী, পাশরিতে নারি, ভুলিবার সেত'নয়,
 আঁখি মেলি চাই, দেখিতে না পাই,
 হেরি সব শূন্যময় ;
 এ তবে কি পাব, আর কি জুড়াব,
 হেরি ছদি প্রতিমায়,
 ভাসারে অকুলে কোথা আছ ভুলে,
 গুণমণি রাখ পায়,
 দুখ-ধামে ফিরি একা, কোথা সখা দেহ দেখা,
 করুণা-নয়নে দীনে হের প্রেমাদার ।

মতল আসি নি বলে, অভিমানে রেছ চ'লে,
 রোদনে কি হবে পোণ সমতার ধার ॥

আসিছে বারিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা,

সকাতরে ডাকি নাথ, হও হে সদয়—
 বিপদে শ্রীপদে স্থান, কিস্করে কর হে দান,
 কেন হে নিষ্ঠুর হ'লে নহ তে নিদ্রয় ;
 আঁধার পুরী, এসো আলো করি,
 তাপিতে হে দেহ সুধাদার ॥

সংকীৰ্তন ।

আমার হৃদয়-চাঁদে, এনে দে, বিধানে রাখ জীবন
 তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর,
 কর সুধাকর কর বরিষণ ॥

ছদি-কুমুদিনী, হের বিধাদিনী,
 না হেরি বিনোদঠাম,
 নিবিড় আঁধার, সদা হাহাকার,
 নিরানন্দ ধরাধাম,—

পরান পুতলী, হৃদয় উজলি হও হে উদয় আসি
 ভুবনমোহন, কর বিতরণ, প্রেমালোক সুধারামি
 বিকাশি করুণারামি, ব'লেছিলে ভাষাবাসি,
 সাধের সাগরে ভাসি, সঁপেছি হৃদয়,
 এ তবে ভুলালে ছলে, একা রেখে গেলে চ'লে
 কি দোষে হে প্রেমময়, হয়েছ নিদ্রয় !

মরুমাবে তরু প্রায়, তাপে তনু অলে যায়,
 দলিতে সহিতে শুধু রয়েছে জীবন,—
 মনাঙনে মরি মরি, আশায় পরান ধরি,
 এ সস্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন ।
 হৃদয়-সখা, আসি দেহ দেখা—
 বকনা কর না প্রাণধন ॥

সংকীৰ্তন ।

নিদ্র হ'য়ে কেন তাজিলে জা'নালে চুখ-পাথারে ।
 বাতনা না সম, নেহার হে প্রেমময়—
 আছি বে দশায় হারারে তোমারে ॥

কার তরে আর, এ জীবন ভার, বহরে নিষ্ঠুর প্রা'
 দিগে ছদি-নিধি, হয়ে নিল বিবি,
 সুখ-আশা সমাধান ;—
 কত ছিল সাধ, সে সাথে বিবাদ,
 কি পাণে ঝটল নাথ ;
 ভাবিসি কখন, হবে যে এমন,
 বিনা দেশে বজ্রাঘাত—

শুভ্র হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,
করিনি যতন তাই গেছে। অভিমান—
তুমি যে পরম ধন, কি তব জানি যতন,
জুড়াও তাপিত-প্রাণ প্রেম বারি নানে ;
মোহন রূপের ছাঁদে—বাঁধা, প্রাণ সাদা কাঁদে,
সাধ, হেরি সে রূপ-মাদুরী একবার,
ঘুচাও মন-বিষাদ, পূর্বাণু নীনের সাধ,
হৃদয়ের চাঁদ হর হৃদয়-আধার ।
বিনয় করি, চরণ তব ধরি,
এস ব'ন হৃদয়-মাকারে ॥

হাক আঁধুড়াই ।

কুমুদিনী মোদিনী বিলম্বিয়ে প্রাণ ।
কহে অনিল আস, কলি সন্তাসি,—
“প্রেমসি, খোল লো বয়ন ।”
শাখি-শাখি-শিবে পিক গায়,
কুহতান হানে কুলবাণ—
কুলমান মন্ত্রে তায় ।
নীল তমাল'পরে, লতিকা বিহরে,
শিহরে মরি ধীর বায় ।
অমুরাগে, তারা আগে,
নির্মল গগনে বসি, কীর-নাঈয় যেন শশী,
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে ।
তরঙ্গে তরী কেন হেরি হায়,
অপরাধ বুগলরূপ কিবা তায় ।
যেন নীরবে দামিনী, মেঘ-মোহিনী,
পুলকে বলকে কি লীলায়—
কি লীলা চন্দ্রাবলী, বল আমায়,
তুলা-নিশায় কি করে দৌঁছে সই ॥

হাক—আঁধুড়াই ।

আমারে ভুললে প্রাণ, ভাল তো ছিলে ।
কি অজ্ঞ আর দেখি নে হে পথ ভুলে কি এসে ?
শুনছি লোক, প্রাণ, ক'রে তাপ—
চুকলে সে কার অন্তরে ।
দুখে ছাই, দেখলে বর কামাই,
ধরলে খপ ক'রে সরমে মরমে মরি ছিঃ—
পারে কি হাস দেখি ।

ননদী কাছে না যায় যে ব্যাতার,
ভালা বুড়ো প্রাণ মস্তানি মচ কেচে এবার,
পাঁচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ ॥

হলতান—আড়াঠেকা ।

দুখ কি সত্যত হয় প্রণয় হ'লে ।

দুখ-অনুগামী দুখ গোলাপে কণ্টক মিলে ॥
শশী-প্রেমে কুমুদিনী, প্রেমোদিনি উদ্যমিনী,
তথাপি নে একাকিনী, কত নিশি তাগে জলে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

যারে গোপাল জেনে আয়,
সে কেন আলাপ করে না ।

কুমুদী বিনা সে নারী, অজ্ঞ করে আদরে না ॥
যদ্যপি যৌবন-ভরে, আশারে নে অনাদরে,
শুকা'য়ে দেখা'রো তারে—
যৌবন-চিরদিন রবে না ॥

পূর্ববী—আড়াঠেকা ।

ভ্রমর বিষয়-মন নলিনী মলিনী হেরে ।
কুমুদিনী প্রেমোদিনি হাসি হাসি তাগে নীরে ॥
নিশারূপা নিশাচরী, ভিমির-বসন পরি,
স্বভাবে যেবিল হেরি, আলোক লুকায়ে ডরে ॥
জোন কী জালিয়ে আলো আধারে পরায় মাল',
তারকা হীরক সম, ঝকিল গগন পরে ॥

কাফি—২৭ ।

ধর সখি, ধর মনচোরা ।

কিরাতো নারি লো আঁধি,
যাব না সই, যা তোরা ॥

বিধি কি বিরলে বসি, কুহুমে পড়েছে শশী,
মরি কি সুধার রাশি অথরে হাসি,—
হই উদাসী, কে বিদেহী, নারী-হৃদি বিভোরা ॥

ললিত-বিভাব—আড়াঠেকা ।

গোহাল দামিনী, বহু ধীর সমীরণ ।

দুসর-বরণ শশী, তারকাহীন গগন ॥

গাছিতে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা জড়ুল, আকুল মনুপুল ॥

বিনোদে বিদায় দিয়ে, কান্তরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে, করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুন পাইবে মিহিরে, হবে শুভ সম্মিলন ॥

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।
মধুহীন বস্তুভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনা-বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণ-কমলে, মোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ণ তান-লয়ে, বীর-রসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জনে ।
বীর-মদে অনুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলি-বিপিনে ॥

বাগেশ্বী মিশ্র—ধামার ।

নব ভাবে নিত্য-লীলা বুঝে অস্তর ।
বয় প্রেমতরঙ্গ নব রঙ্গ, হের রাধা দামোদর ॥
দুবাত্তে ভুবন মাঝে, পরমাণু মাঝে রাজে,
প্রেমে একাধারে চরাচরে,
রাজকিশোরী-কিশোর ॥
বুঝি চেতন-লীলা হেরি নয়নে,
দোললীলা স্থলে জলে বিমান পবনে,
অনন্ত অনন্ত স্থানে, অনন্ত প্রেমের লহর ॥

ইমন-ভূপালী—একতাল ।

যাবে ফেলে চ'লে এতদিনে ।
কবে হবে দেখা, মনে রবে আঁকা ।
নিজ-গুণে নেছ কিনে ॥
যে দেগেছে তব স্নেহ-ভরা হাসি,
সে হাসির সেই হবে অভিলাষী,
সরল বাঙ্কর, ভুবনে হুল্লভ,
ঋণী আছে সবে সৌজন্তের ঋণে ॥
যথা যাবে পাবে সম যশোমান,
না'হি তব অরি, মিত্র সর্পস্বান,
সর্বত্র সমান তোমার ধামান,
রব ত্রিযমাপ মোরা তোমা বিনে ॥
পেলে অবকাশ ক'রো কভু মনে,
তব দরশন মাগে বজ্রগণে,

তব প্রিয়ভাষ, সতত প্রয়াস,
তব স্মৃতি মধু হৃদয় নলিনে ॥

তৈরবী—স্বধ-ত্রিতালী ।

তাপিত পীড়ার তাপে, দীন হীন নিরাশ্রয় ।
উৎসর্গ তোমার নামে আজি সে দীন-আলয় ॥
মহা-আত্মা তপ্ত হ'য়ে, এস তাপিত-আশ্রয়ে,
তারিতে ভ্রমার্থে ভয়ে, ভবে ভব পরিচয় ।
অলক্ষ্য প্রভাবে তব, পীড়া ভাবে পরাতব,
হবে করি নাম তব, সীতল দগ্ধ-হৃদয় ॥

তৈরবী—রূপক ।

নিরানন্দ শূন্যায় হৃদয়-চন্দ্র বিহনে ।
এই কি ছিল প্রভু তব মনে ॥

দশকুলী ।

কোথায় লুকালে ছলে, কেন নিরুত্তর নাথ হ'লে,
রাখ চরণ-কমলে, প্রাণ জ্বলে,
লোকে কতই কয় হে, ওহে অনাথ-নাথ,
সকাতরে তোমায় ডাকি,
নয়ন-কোণ চাওহে কমল আঁধি ।

দোলন ।

অকূল নীরে ভাসি,
কেন দীনের গলে দিলে ফাঁসী ।
একবার দেখি চাদ বদনে হাসি,
(দীননাথ দীননাথ ওহে দীননাথ)
তোমার রাজচরণ-অভিলাষী,
(দীননাথ দীননাথ ওহে দীননাথ)
তোমার মধুর হাসি ভালবাসি ।

একতাল ।

করি নি যতন মান, তাই করেছ কি অভিমান,
হীন এ অধীন গুণহীন,
জানো অন্তর্ধামী চিরদিন,
তবে কি গুণে চরণ দিলে,
বল কি দোষে হরে নিলে ॥
ধামার ।
ব'ল নাথ দাতনা কত সয় ।
নিদ্রয় হৃদয়, কেন রসময়,
হীন ব'লে কি ব্যথা দিতে হয় ।

হায় বিন্দু দানে রূপাসিন্ধু হই কি ক্ষয় ?
মেলভা ।

১. প্রাণ যায় হে যায় তব অদর্শনে ॥

শ্রাম—টিমে ভেতলা ।

ভুবন-ভিলক, যেই রাধী মাতৃভূমিমান ।
মাতৃভাষে মনোমুগ্ধ করি তার গুণ-গান ॥
বেদ-বিধি সুপণ্ডিত, কীর্ত্তি ধরা-বিরাজিত,
সরল মার্জিত চিত্ত, পরহিত ধ্যান-জ্ঞান ॥
শামনে করুণা যার, জন্মভূমে সুবিস্তর,
প্রজাগণ-দুঃখ-ভার-হরণে অর্পিত প্রাণ ॥
স্বদেশ-বৎসল আসি, মাতা'লে স্বদেশবাসী,
সবে প্রীতি-ফুলরাশি 'রমেশে' করে প্রদান ॥

মক্কা-মল্লাহ—শ্রব-জিতালী ।

আজি পুন মনে জাগে কিশোর সময় ।
সরলতা ক্লেশ-প্রাণ শশব-প্রণয় ॥
নব তরু নব লতা, আজি পুন কহে কথা,
আনন্দ-হিল্লোল বহি ধোলায় ছন্দ ॥
আজি নব অনুরাগে, দূর-স্মৃতি হেমে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয় ।
শ্রমের সংসার ভুলি, আজি পুন কোলাকুলি,
চারিদিকে হাসিমুখ সব মধুময় ॥

লুপ্ত বেণী ১ বইছে তেরোধার ।

তাতে পূর্ব ২ অর্দ্ধ ইন্দু ৩ কিরণ ৪

সিঁদুরমাখা মতির ৫ হার ॥

নগ ৬ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী কীৰ্ত্তিকায় ৭

বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায় ;

শিব ৮ শঙ্কর ৯ মহেশ্বরি ১০

যতপতি ১১ অবতার ॥

অলঙ্কারে বিষ্ণু ১২ করে গান,

কিবা ধর্ম ১৩ ক্ষেত্র ১৪ স্থান,

অবিনাশী ১৫ মুনিব্রাহ্ম করছে বসে ধ্যান ;

সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু ১৬কর' পার ।

কবা বাসুদেব বেলো ১৭,

পালে পাল ১৮ রেডের বেলা ১৯,

ভুবনমোহন ২০ চরে ২১,

করে গোপালে ২২ খেলা ;

মিছে ক'রে আশা, যত চাষা ২৩,

নীলের ২৪ গোড়ায় দিচ্ছে সার ২৫ ॥

কলঙ্কিত শশী ২৬ হরষে, অমৃত ২৭ বরষে,

জ্ঞান হয় বা দিনের ২৮ গৌরব এত দিনে খসে;

স্থান-মাছাশ্রয় হাড়ী-পুড়ি—

পয়সা দে দেখে বাহার ২৯ ॥ *

গগনভেদী উঠেছে জয় রব ।

আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ-উৎসব ॥

* চিত্রিত মাত্রার অর্থ :—

১। দলের প্রেসিডেন্ট—১ বৈশ্যমাধব মিত্র ।

২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র অভিনেতা । ৩। শ্রীযুক্ত

অন্ধেন্দ্রশেখর মুস্তাকী অভিনেতা । ৪। ১ কিরণচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা । ৫। ১ মতিলাল হর

প্রসিদ্ধ অভিনেতা । ৬। ১ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা । ৭। সরস্বতী কীৰ্ত্তিকায় অর্থঃ অন্নবিদ্যা ।

৮। ১ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা । ৯।

১ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল । ১০। ১ মহেশলাল বসু মুদ্র-

সিন্দ অভিনেতা । ১১। শ্রীযুক্ত বদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অভিনেতা । ১২। ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ১ বিষ্ণুচরণ

চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন ।

১৩। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর ট্রেজ ম্যানেজার । ১৪।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোী অভিনেতা । ১৫।

১ অবিনাশচন্দ্র কর অভিনেতা । ১৬। নাট্যকার

১ দীনবন্ধু মিত্র । ১৭। ১ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল

বাসু) মুদ্রসিন্দ অভিনেতা । ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ

পাল প্রভৃতি পালবংশীয় কয়েকজন । ১৯। রেডের

বেলা (রাত্রিতে রিহার্সাল হইত) । ২০। শ্রীযুক্ত

ভুবনমোহন নিম্নোক্ত । ২১। চরে অর্থঃ বেড়ায় ।

ভুবন বাবুর কোনও নির্দিষ্ট কাৰ্য্য ছিল না । ২২।

১ গোপালচন্দ্র দাস অভিনেতা । ২৩। সদগোপজাতীয়

অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । ২৪। নীলদর্পণ

নাটক । ২৫। সার অর্থঃ বিধা । কাৰ্ধ্যনিপুণতার এ

ধূলে অভাব বুঝাইতেছে । ২৬। শশিভূষণ দাস অভি-

নেতা । ২৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—প্রায় থিয়েটারের

বর্ত্তমান অধ্যক্ষ । ২৮। ১ দীনবন্ধু মিত্র । ২৯। সম্প্রদায়

বৈতনিক হওয়ার, কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ

হইল না, অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার ।

মত্ত ধরা সমাগরা পরশে ত্রীপদ,
নাই তো আর ভবসিদ্ধ হয়েছে গোপ্পদ,
যরে যরে রামকৃষ্ণ নাম পরম-সম্পদ ;
ধৃত্য যোগোদ্যান—রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠান,
গাওরে নাম বদন ভরে শীতল কর প্রাণ ;—
মানবে কতু ভবে পায়নি এ অতুল বিভব ।
তর্ক ছটা বাক্য-বটা সকল ছুটেছে,

জ্ঞান-অরুণে ভক্তি-জলে কমল ফুটেছে,
অভিমান আপনি টুটেছে,
প্রেমের মধু উথলে উঠেছে,
মন বুঝেছে তার চাতুরী,
ভাবের যরে নাইকো চুরী,
জয় জয় রামকৃষ্ণ বল—নাম অতি দুর্লভ ।—
নামে আনন্দ-অর্ণব ।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে পবিত্র অষ্টম বর্ষে ১২৭১ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন ।
বৌধদে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তাঁহার অমুরাগ হয় ; ১২৬৮ সালে উপবীত পরিগ্রহণ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম
দীক্ষিত হন । ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্যে ও তিনি বহুদিন ব্রতী ছিলেন । বিজয়কৃষ্ণই ব্রাহ্ম সমাজ
সকল কর্মের প্রাণবর্তী করেন । বিজয়কৃষ্ণের স্বরচিত গীতগুলি এখন তাঁহার মধুর কণ্ঠে গীত হইত, তখন তাহা
শুনিয়া লোকে বিমুগ্ধ হইত । শেষ বয়সে ১২৮৯ সালে, ব্রাহ্ম-ধর্ম পরিগ্রহণ করিয়া পুনরায় তিনি হিন্দু
ধর্মের প্রতি ভক্তিমগ্ন হন । ১২০৬ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে
তাঁহার লোকান্তর হয় । গোস্বামী মহাশয় শেষ বয়সে হরিপ্রেমে পাগল হইয়া পড়িয়াছিলেন । তাঁহার
বহু শিষ্যমণ্ডলী, ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুপুত্র বলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে ভক্তি করিয়া থাকেন ।
তাঁহার প্রণীত “ধর্ম বিবরণ প্রস্তোত্তর” গ্রন্থ সম্পন্ন সমাদৃত ।

মূলতান—আড়া ।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ।
পারে কি তুমি পশিতে জলন্ত অনল যথায় ॥
তুমি পুণ্যের আধার, জলন্ত অনলময়,
আমি পাপী তৃণময়, কেমনে পূজিব তোমায় ।
শুনি তব নামের শুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয় ॥
অভ্যস্ত পাপের সেয়ায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয় ।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, লাগে চরণে আশ্রয় ॥

জয়জয়ন্তী—রাপতাল ।

পাপের ষাণ্ডা আস সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহিছে সদা জলন্ত অনলে হে ।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাশ-পথ পরিহারি,
কেমনে প্রবল অরি ছাড়ে না আমার হে ।

কোথা হে দীনশত্রুণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ॥

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্তন ।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই ;
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে ।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল ;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে ॥
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে ;
পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এতু হু হু রে ।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায় ;
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে ॥

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরত্রেক্ষে ভুলনা রে মন,
ব্রহ্ম-নামটী বল রে রসনা, কথা শোন রে মন ।
এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায় ;
ঐ দেখ শিররে বসিয়ে শমন,
কর'ছে বন্ধনের আরোহণ ॥

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা ।
ও মন দয়াল-নাম মাধন হ'লে
শমন-ভয় আর র'বে না ।
ও রে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটা করসার
যদি ভবে হ'বে-পার ;
আর মিছে মর্যায় বদ্ধ হ'য়ে,
কুপথগামী হইও না ।
ও রে ভাই বন্ধ যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কা'র নয় ;
মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিনিলে না ॥

অধিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে ।
একবার ডাক তাঁ'রে ।
ভক্ত-সঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় বলে (একবার হৃদয় গলে)
যদি ভবসিদ্ধি পারে ঘা'বে,
ডাক তাঁ'রে বরা করে,
ময়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাধে)

প্রভু দয়াল, সাধুযুগে আমি শুনেছি,
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্তেছি ।
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি ।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি ।
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তাত অধম জনা হ'তে জেনেছি ।
করিতে পাঙ্গী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাঙ্গী প্রভু কোথা পাবে আর ।
প্রভু যে তোমায় শরণ লয়
তা'র দশা এমন কি হয়,
আমি পাপার্ণবতে ডুবে র'য়েছি ॥

সিদ্ধ—মধ্যমান ।

আমার এই বাসনা করহে পূরণ ।
ওহে অনাধনাথ অধমতারণ ॥

যে দিকে কিরাই আঁখি, সে দিকে তোমা'রে দেখি,
হৃদয়মন্দিরে সদা দেও দরশন ।
না পাই বিষয়-মুখ, চাহি তব প্রেম-মুখ,
তা হইলে বাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন ॥

জয়জয়ন্তী—আড়া ।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান ।
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন ॥
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সন্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্বল স্মৃতে, নাহি করেন গমন ।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁ'রে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥

বেহাগ—আড়া ।

এই দেহের এত অহঙ্কার ।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর ॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা রবে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে রবে হয়ে শবাকার ।
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সন্মুখে করি রোদন,
গাহিবে তোমার গুণ করি হাহাকার ॥
এখন প্রবেশ মান, তাজ কুপথ গমন,
কুংসিতভাবে দরশন কর নারীয়ে ।
সর্ব লোক অপমান, অনাথ অর্থ হরণ,
পরিনন্দা পরপীড়া কর পরিহার ॥

ললিত—আড়া ।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী ।
প্রকাশিল শুভঙ্কণে নববেশে দিনমণি ॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্বজন জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি ।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে ;
উদ্ধৃদ্ধিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁ'রে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥

গোবিন্দচন্দ্র রায় ।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গোবিন্দচন্দ্রের জন্মস্থান । “যমুনা লহরী” এবং “ভারতবিলাপ” এই দুইটি প্রাণ-স্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়াই গোবিন্দচন্দ্র সাহিত্য-সংসারে অমরক লাভ করিয়াছেন । কর্ণসুত্রে ইনি এখন আশ্রা নগরে বসতি করেন, সেখানে যমুনাভীরে বসিয়াই ইহার এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল । গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গীতে পাষণ্ড বিদীর্ণ হয় ।

লয়ী—৪৭ ।

নির্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী স্তম্ভর যমুনে ও ।
কত কত স্তম্ভর, নগরী তীরে,
রাঞ্জিছে তটযুগ ভূষি ও ।
পড়ি জল নৌলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্কন ও ॥
যুগ যুগ বাহী, এ বাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও ।
তব জল বুধ-বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও ॥
কল কল ভাষে, বহিরে কাহিনী,
কহিছে সবে কি পুরাতন ও ।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-পাখা ও ।
তব জল-কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও ।
আজি শব নীরব, রে যমুনে সব,
গত হত বৈভব কালে ও ॥
শ্রাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ।
কাপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাবীন যে দিন ও ॥
তব জল-তীরে, পৌরব-বাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও ।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাবীন যে দিন ও ॥
বেধিলে কি তুমি, মোহ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও ।
প্রিয়তম চান্দে, ব্রহ্ম ভাতারে,
ভারত স্বাবীন দিন ও ॥

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ আধি-নীর ও ।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত-পুলিনে ও ॥
এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও ।
ভাসিত দশ দিশ, উৎসব রঙ্গে
প্রাণিতো চিত-সুখ-উৎসে ও ॥
সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল দেহ,
তনু সব গমন বিষাদে ও ।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও ।
যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিলীখে,
উদ্গাদিত ব্রজ-বালা ও ॥
আকুল প্রাণে, ঘট ভট-পানে,
ধাইত রব সন্ধ্যানে ও ॥
বন্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও ।
সুহৃদ সমাগমে, পুন এই কর্ণপে,
প্রতিবিশ্রিতো সিত হাসি ও ॥
সে সব কোতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও ।
কই সেই পৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হলো পরিণত শত কাহিনী ও ॥
কভু শত ধারে এ উত্ত পায়ে,
পাঠান আকপান মোগল ও ।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও ॥
অহো, কি হু নিকসে, গ্রাসিল রাজ,
মোহন হইল না আর ও ॥

ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
 লুটি নিল যা ছিল সার ও ॥
 সে দিন হইতে, অন্ধ মনে গৃহে,
 পয়বল-অঙ্গল-পাতে ও ॥
 সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
 পর-অসি-ষাডু-নিপাতে ও ॥
 সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
 পরশে না কুলবালা ও ॥
 সে দিন হইতে, ভারত নারী,
 অবরোধে অবরোধিত ও ॥
 সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
 নৃপ-নাথ বিনীরব ও ॥
 সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
 যে দিন ভারত-বন্দন ও ॥
 এ পর-পারে, কত কত জাতীয়,
 ভাঙিল কত শত রাজ্য ও ॥
 আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
 রচি স্বর কত পরিপাটী ও ॥
 কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে,
 বেড়িল তব তট-দেশে ও ॥
 নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
 চির-যুগ সন্তোষ-আশে ও ॥
 উপহসি সর্কে, মানব-গর্কে,
 কাল প্রবল চিরকালে ও ॥
 গৃহ গড় পুঞ্জ, কতিপয় তুঞ্জ,
 রাখিল করি বিকলারুতি ও ॥
 ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
 গৃহবর শেষ শরীরের ও ॥
 দেখিছ যে সব, উজ্জল লেখা,
 সে গত যৌবন-লেখা ও ॥
 এর অলিন্দে, হৃদয়-রুন্দে,
 যোগল সরপতি-কেশরী ও ॥
 বসি ও মর্মরে, উল্লাস-অন্তরে,
 জেগিত মোহন রূপে ও ॥
 কড় এ গবকে, কোতুক-চকে,
 নিরখিত পরিজন লইয়ে ও ॥
 মিসন প্রদেপে, সে গজ হুকে,
 ভীষণ প্রাণ-বিশাণক ও ॥

এ স্বর-মাঝে, নারী-সমাজে,
 বসি কড় খেলিত চৌসর ও ॥
 রাখিত পাশে, সে তরবারী,
 কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও ॥
 কৈ, সব আজি, সমর-সমুদ্রে,
 মজ্জিত সহ শত আশা ও ॥
 দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারণ,
 নিরুপ মহাজ-পিপাসা ও ॥
 যে গৃহ-পাশে, কাপিত ত্রাসে,
 ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও ॥
 সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
 পুরিছে মৃত পুরীষে ও ॥
 যে স্বর-মাঝে, হুরতি সমুদ্রে,
 সম্মোহিত-চিত কালে ও ॥
 সে সব স্বপনে, উত্তবে বমনে,
 পুতি গন্ধ বিকিরণ ও ॥
 যে গৃহ-অন্দ্রে, বহুবিধ রঙ্গে,
 বিধচিত ছিল মণিরাজি ও ॥
 সে সব কালে, হরি, এক কালে,
 ঢাকিল লুতাজালে ও ॥
 ঐ তব তরে, শুভ্র শরীরে,
 দণ্ডাইত গৃহরাজ ও ॥
 যার হরূপে, দিকদিক হইতে,
 কর্ষে মহাজ-সমাজে ও ॥
 কত নর-পঙ্করে, নিখিল ইহারে,
 শোষি শোণিত কোষে ও ॥
 দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
 প্রমদা-গৌরব শেষে ও ॥
 অহা, কত কাল, রবে এ জীবিত,
 তটিনী! তট তব শোভি ও ॥
 ভূষণ হইরে, তব জল নীলে,
 ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও ॥
 হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
 পরিমিত সুর-পরমায় ও ॥
 রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
 আকাশে হুহ বায়ু ও ॥
 যদি এই শেষ, হবে সব শেষ,
 কীৰ্ত্তন-কপন প্রভাতে ও ॥

তনু মন করিয়ে, হৃৎ শত সহিয়ে,
চরিত্রে লোক কি আশে ও ॥

ধাধাজ—লক্ষ্মীচাঁদরি ।

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
হৃৎ-সাগর সাঁতারি পার হবে ।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে ।
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে ।
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন হুখে,
বহ লৌহ-বিনিমিত্ত হার বুকে ।
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে ।
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।
ঘুচি কাকন-ভাস্কর, শোধ-শিরে,
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার করে ।
খনি খাতখুড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে যুটিয়ে ।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্তে ধনে হ্র-ভিক্ষ নিলে ।

মথি অন্ন হরে, পর স্বর্গ হুখে,
তুমি আজও হুখে, তুমি কালও হুখে ।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন বা ভাল ভাও দিলে ।
বিধি বাধ হ'লে পরমাণ রটে,
পরমাণ হরে হিত-বোধ খটে ।
কি ছিলে কি হ'লে কি হ'তে চলিলে ;
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে ।
নয়নে কি স্নেহ, এ কলঙ্ক হৃৎ,
পর-রঞ্জন অঞ্জে কাল মুখ ।

মলতান আড়াঠকা ।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো) ।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল ।
সকাল না হতে আমি, স্বপ্নন করিলে তুমি,
মাতার হৃৎপরে স্তন, মধুর অনিল জল ॥
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে হৃদয় নানা,
ফল শত্রু বত কিছু নিবারিতে দুখানল ।
এ পাহাণ অস্তরে, তোমায়ে পাহার অরে,
অবাচিত রূপাহান, রোপিয়াছ জ্ঞানবল ॥

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশের এক স্মরণীয় পুরুষ। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১২২৫ সালে (১৮১৮ খ্রষ্টাব্দে) ইহার জন্ম হয়। প্রথমে রাজা রাম-মোহন রায়ের স্থলে এবং পরে হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া, 'করে টেনোর কোম্পানী' নামক ইহার পিতার লণ্ডনগামী আফিসে ও ইউনিয়ন ব্যাংকে কাজ দিখিতে প্রবৃত্ত হন। অল্প বয়স হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসুত্রাঙ্গী ছিলেন এবং প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য-সহ, অপিসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গালোচনার জীবন বিনিয়োগ করেন। ইহার ধর্ম্মপ্রাণতার বিবৃদ্ধ হইয়া স্বর্গার কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ইহাকে "মহর্ষি" বলিয়া অভিহিত করিয়া ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের অধিনায়ককে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইংরেজী, বাঙ্গালী ও সংস্কৃত ত্রিবিধ ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। এই তিন ভাষাতেই ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—'উদ্ভোধিনী পত্রিকা' এবং 'ইতিহাস মিরর'। পুত্র ইহারই প্রতিষ্ঠিত। দেবেন্দ্রনাথের বহু লম্বাটান ছিল। তিনি বনবনের হইয়াও চরিত্রবান্ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। বাঙ্গালী ১৩১১ সালের মাস মার্চ দেবেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

‘দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কেদার—চোঁড়াল ।
 যোগী ভাগে ভোগী, যোগী কোথায় আগে ।
 ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস-পান,
 প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই আগে ।
 ধর সাধু হুখী সেই, যে আপন মন আসনে,
 রাখিতে তাঁরে পারে ; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পাণ্ডিত্যগ,
 তার সত্য কথা নয়, বীর তাঁব লাভ ব্রহ্মধাম ॥

আলোয়—একতাল ।
 দেহ জ্ঞান,—দিব্য জ্ঞান,
 দেহ প্রীতি,—শুদ্ধ প্রীতি,

তুমি মজল আলয় । (তুমি মজল আলয় ।)
 ধৈর্য দেহ, বীর্য দেহ,—
 জিতিকা, সন্তোষ দেহ,—
 বিবেক বৈরাগ্য দেহ,—
 ও পদ-আশ্রয় । (দেহ ও পদ-আশ্রয়) ॥

দেশ—আড়া ।
 পরিপূর্ণমানন্দ অকবিহীন মর জগন্নিধানম্ ।
 শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, মনসো মনো বদ্যচোহবাচম্ ।
 বাগভীতপ্রাণস্ত প্রাণং পরং ব্রহ্মণাম্ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইনি স্বর্ণীর দেবেজনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ইনি সুপণ্ডিত স্বকবি ও দার্শনিক । ‘ভববোধিনী পত্রিকার’ সম্পাদন-কার্যে ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদর্শিত । ইনি সংসারী অথচ নির্গন্ত ;— পরোপকারী, নন্দাশয় ও সাধুচরিত্র ;—একপ প্রকৃতির লোক আজকালি সংসারে অতি অল্পই দৃষ্ট হয় । বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর ; মুক্তি—হির গভীর প্রশান্ত । পিতার স্থায় ইনিও আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিনেতৃ-মধ্যে গণ্য ।

আসোয়ারী—রাগভাল ।
 আগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ।
 নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাণ্ডতাপহারী ।
 পূর্ব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
 বিহগ বশ গায় তাঁহারি ।
 ছন্দরকবীত খুলি দেখ রে যতনে,
 প্রেমময় মুরতি জন-চিন্তহারী,
 ডাকে রে নাথে বিমল প্রভাতে,
 পাইবে শান্তির বারি ॥

খিচিট—হুরী ।
 কয় তাঁর নাম গান, বত দিন রহে দেখে প্রাণ ।
 যার যে মহিমা-অলস্ত জ্যোতি,
 জপত করে হে আলো,
 স্রোত বহে শ্রম পীড়ন-বারি,
 সকল দুঃখ-পূর্ণ হইবে ॥

করুণা মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
 বাক্যে বলিতে কি পারি,
 যার প্রসাদে এক মুহূর্তে,
 সকল শোক অপসারি হে ।
 উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
 অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
 এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে ।
 চেতন নিকেতন, পরশরতন, সেই নয়ন অনিরম্ব,
 নিরঞ্জন সেই যার দর্শনে নাহি হবে দুঃখলেশ হে ॥

ভজন—রাগভাল ।
 অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি প্রথমি চরণে তব,
 প্রেমভক্তি করে শরণ লামি ।
 হৃদয়িত হুহু করি তব মতি দাও হে,
 এই বরদাস তপস্বী মামি ॥
 যোর নিহিত রিপু অতরে বাহিরে,
 তাঁর অতি আমি এ অন্ধকারে ॥

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
 ভব অভয়-মুরতি ভয় নিবারে ॥
 বিষয়-মহারণে মগন হ'য়ে ডাকি হে,
 দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো ।
 তব কৃপা যে লাভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
 কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥

সিন্ধু কাকি—আপতাল ।
 তুমি হে ভরসা মম অকুল পাখারে ।
 আর কেহ নাহি যে, বিপদভয় বারে,
 এ আধারে যে তারে ॥
 এক তুমি অর্ন্ত পদ, অগত সংসারে ;
 কেমনে বল দীন জন, ছাড়ে তোমারে ।
 করিয়ে হৃথ অস্ত, হৃবসস্ত হৃদে আগে,
 বধন মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে ;—
 জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
 ভূষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে ॥

খই—একতাল ।
 ধন্ত দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
 দয়াসিন্ধু করুণানিধি, ব্যাকুল চিত্ত বারি হো ।
 ভগবজ্জন হৃদরঞ্জন, পাবন অগজীবন,
 প্রভু পরম শরণ পাপিগতি, আশ্রিত ভয়হারি হো
 অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যোজয় সত্যকাম,
 আগ্রত জীবন্ত দেব, সেবককাণ্ডারী—

জ্ঞানানল-দীপ্যমান, জ্ঞানধার জগৎশেখর,
 ভবভারগ হরি কৃপাল, ভক্তত মনবিহারি হো ।
 অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
 কল্যাণ-আধার অমর, বিশ্বভুবন ধারি,—
 জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমায়ণ সত্য পুরুষ,
 সদানন্দ অগদগুরু, জগজ্জনহিতকারি হো ॥

ভৈরবী—চৌতাল ।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে ;
 তাঁরে সেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচল শরণ ।
 এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
 কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, শ্রীতি, কান্তি ছার ভুবন ।
 গায় তাঁহারে সর্বলোক, মথো সেই বিশ্বলোক,
 অস্ত কেহ নাহি পায়,
 যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন,
 আর কার ধারে যাব, তুমি সবার দারিদ্ৰ্যভঞ্জন ॥

নট বেহাগ—পোতা ।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি ।
 দিবা রাত্রি করিছে লোচন-বারি ॥
 চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম অনন্দে,
 আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ।
 এ হৃৎ তোমার হায়রে সহিতে না পারি ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইনি স্বর্গীয় বেবেজনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র । বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম বিলাতের ‘সিবিল সার্ভিস’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । যোষে প্রেসিডেন্সি আইনসেবাধাপ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের পদে স্থগাতির সহিত কার্য করিয়া, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি সোলাপুরের ‘সেনস জজের’ পদে উন্নীত হন । পেন্সন লইয়া এখন ইনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন । বয়সক্রম প্রায় ৬০ বৎসর । কিন্তু সাহিত্য প্রসঙ্গে এতদন্ত ইহার ব্যবহৃত্যোক্তি উৎসাহ দেখা যায় । ইনি বিবিধ প্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন । এখন ইহার লক্ষ্যতত্ত্বালি অভি মনোহর ।

খিঁকিট—ঠোঁরী ।

গাও রে গগপতি গগবন্দন
ব্রহ্ম-সনাতন পাওক-নাশন ।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক ;
রূপা-সিন্ধু হৃদয় ভবনায়ক ।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা,
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা ;
যাওে চরণ ভক্ত করযোড়ে,
বিতর প্রেম-সুখা চিত্ত চকোরে ॥

বেহাগ—রূপক ।

প্রেমমুগ্ধ দেখ রে তাঁহার ।
শুভ সৎস্বরূপ হৃদয়, নাহি উপমা তাঁ'র ।
যার শোক, যার তাপ, যার হৃদয় ভার ॥
সর্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁ'র সাধ
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান ;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে ।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান ॥

টোঁরী—আড়াঠোঁকা ।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে ।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুহমে,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥

বেহাগ—ধামার ।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে ;
প্রথম বুদ্ধি না পে'য়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-ভুরু ।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;
প্রেমদাতা আছেন, ফোড় এসাদি,
যে জন যায় নাহি ফেরে ॥

কহুত—আড়াঠোঁকা ।

শ ভোল ভোল চিরহৃদয়ে, ভুল না চিরহৃদয়ে ।
ধন প্রাণ মান সকলি হাঁহ'তে,
এমন হৃদয়ে কেন ভোল ।

থেক না থেক না তাঁহ'তে অন্তর,
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ॥
চিরজীবনসখা, চির-সহায়ে,
করুণা-নিলয়ে, কেন ভোল ॥*

জয়জয়ন্তী—চোঁতাল ।

জননী-সমান করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহশৃঙ্গে ।
মাতার হৃদয়ে, দিলেন স্নেহ-নীর,
হৃদ্য দিলেন মাতার স্তনে ॥
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিবেন সবারে মঙ্গল-ছাঁয়া ;
কে বা জানে কত সুখ-রহু দিবে মাতা,
ল'য়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে ॥

ইমন-কল্যান—চোঁতাল ।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সভা, তুমি হৃদয়,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা তবার্ণবে, তুমি নীলশরণ,
তুমি গুরুপিতা মাতা ।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি প্রোড়-স্বরূপ,
তুমি সর্ব-সুখদাতা ।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার ।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অনন্ত কারণ,
তুমি সকলের মূলধার ॥

জয়জয়ন্তী—রূপক ।

নাথ, কি দিব তোমারে ।
সকলি তোমার, আছে কি আমার ।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥

৬ বিতাম—রাগতাল ।

অয় অয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাংপর তুমি সার্বভৌম ।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-তুমি,
মঙ্গলের তুমি মূলধার ॥

* তারা-চিহ্নিত ইহী গান, বিজয়নারায়ণ
সত্যেন্দ্রনাথ ইহী স্বাক্ষর একযোগে রচিত ।

নানারসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
 উজ্জ্বলিত শোভায় শোভায় ।
 মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শলী রবি,
 ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় ॥
 তারকা কনক-কুচি, জলদ অক্ষর-কুচি,
 গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ।
 ছয় ঋতু সংবৎসরে, মহিমা কীর্তন করে,
 হৃৎপূর্ণ চরাচর সাথে ॥
 কুহুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
 বজ্রবে কুদ তুমি ভীম ।
 তব ভাব গুঢ় অতি, কি জানিবে মৃচ্ছান্তি,
 ধায় যুগ যুগান্ত অসৌম ॥
 আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
 কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা ।
 তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
 হাহা করে নেত্রে বহে ধারা ॥
 মিলি সুরনর ঋতু, প্রণমি তোমায় বিভূ,
 তুমি সর্কমঙ্গল-আলয় ।
 দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্রেম,
 দেও দেও ও পদ আশ্রয় ॥

আলোয়া—কাওয়ালী ।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনা রে তাঁয় ।
 থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায় ॥
 হৃদয়ের প্রিয়ধন, তার সমান কে,
 সেই সখা বিনা হৃৎ শান্তি দিবে কে তোমায় ।
 ধন জন জীবন, সব তাঁরি করুণা,
 তাঁহার করুণা মুখে, বলা নাহি যায়;—
 এত যারি করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে,
 তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায় ॥

বাহার—কাপতাল ।

অচল ঘন গহন গুণ, গাও তাঁহারি ।
 গাও আনন্দে সবে, রবি চন্দ্র তারা ॥
 সকল ওকুরাজি, সাজি ফুল ফলে,
 গাও রে !—বিহঙ্গকুল গাও আজি,
 মধুস্তর তানে ।
 গাও জীব জন্তু সব, যে আছে যেখানে;
 জগৎ পুরবাসী সবে, গাও অল্পরাগে ;

মম হৃদয় গাও আজি, মিলিয়ে সব সাথে ;—
 ডাক নাথ নাথ বলি, প্রাণ আমারি ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

তুমি বিনা কে প্রভু, শঙ্কট নিবারে ।
 কে সহায় ভব-অন্ধ কারে ॥
 রয়েছি বন্দি সম মোহের আগারে,
 কলুষিত পাপ-বিকারে ;—বিষয় রসে রত,
 তব স্নেহামৃত, ছাড়ি মন ভ্রূপ বিহরে ।
 বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু ।
 মৃত দেহে জীবন সকারে ।
 পাপ তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি,
 কি জানাব তব দ্বারে ॥

কেদারা—কাপতাল ।

দরশন দাও হে হৃদয়সখা, পূর্ণ কর হে আশা,
 নয়নের আলো তুমি মম ।
 দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে,
 প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন ।
 প্রাণ মন দিহু সাঁপয়ে তব পদে,
 এস এস গুহে হৃদয়ের প্রিয় ধন ।
 কাঁদি হে দিবানিশি, তোমার পিয়াসে,
 কর শান্তিবারি বরিষণ ॥

আশা—ঠুংরি

বলি হারি তোমারি চরিত মনোহর,
 গায় সকল জগতবাসী ।
 প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
 পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী ।
 না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি,
 যোর দিগন্ত প্রসারি,
 ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
 জয় জয় মহিমা তোমারি ।
 রবি-চন্দ্রপরে, জ্যোতি তোমার হে,
 আদি জ্যোতি কল্যাণ :
 জগতপিতা, জগত-পালক তুমি,
 সকল মঙ্গলের নিধান ॥

মূলভান—তেওট ।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার ।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার ॥

রামকেলী—বঙ্গওয়ালী ।

হে করুণাকরু দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে ।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব-সংসারে ।
বিপদ বিষময় তোমা বিহনে জীবন মৃত্যুসমান ;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥

ললিত—সওয়াবা ।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে ।
রবি, শলী' তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে ।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে সে জ্ঞানে ধা'তে তোমায়া না পাই ॥

দেশ—তেওট ।

থেক না থেক না দরে নাথ ।
সম্পদকালে, ষোর বিপাকে, পাপ-বিকারে ॥
চিরদিন আমি তোমারি ।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে,
দেও এই অধিকার,
ময়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥

কাফি—৭৭ ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারি ।
সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে,
কুহুম করে গন্ধদান,
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী,
মোহ যদি না ফেলে আধারে ।
প্রাসাদ কুঠীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,
মতি নাথ তোমার রূপা হে, বিশ্বায় বিস্তার,
অবিরত তোমার দয়ার ॥

সিন্ধুরা—খামাল ।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অস্তর বিরহে তোমার ;
তমিত চাতক-সমান ।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার ॥
অভয়-মুরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ।

আশা—চুংরী ।

বিষয়-সুখে মন তপ্তি কি মানে ।
তব চরণানুত-পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে ।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-
পান-কমল-মধু-পানে ।
নাহি অপর কিছু, মধুকর তাজি মধু,
চায় কি সে জলপানে ॥
সেই তব সুবিমল, প্রেমমুখ-চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেয়ে ।
সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম,
পাসরিব ভয় হুংখ ক্রেশে ॥
অনুদিন গাইব, ভগবদমল যশ,
কোমল হুমধুর তানে ।
মিলিবে সে ফল তাহে, কত নাহি মিলে যাহা,
হুংসহ তপ জপ দানে ॥
পুলভর না ছাড়িব, তোমার সে ত্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে ।
তব সহবাস,- সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব-বনবাসে ॥
পরিহারি বিষময়, বিষয়-প্রলোভন,
অনুচর র'ব তব পাশে ।
হৃদয়-খাল ভরি, প্রীতি-কুহুম ল'য়ে,
পুঞ্জিব নিত্য মহেশে ॥
পরি অপরাজিত, দিব্য কবচ তব,
অকৃত রিপূর প্রহারে ।
তব করুণা ভরি, করি অবলম্বন,

জীবন সাঁপিয়ে, তোমার পদে প্রভু,
নির্ভর হইব সখা হে ।
মঙ্গল-কার্য, তোমার সমাপিয়ে,
সংজে ত্যজিব এই দেহে ॥

— — —

পরজ ঝাপতাল ।
কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রক্তনগ্নি-খচিত অশ্বর কি শোভে ।
তরুণ বিতাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে ।
হুরতি পুষ্পভর, বিগনি গিরি দিগ্ধ নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ, তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নরখি নয় ভুলে ॥

— ০:০ —

পরজ—চৌতাল
অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
এই তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা ।
এক ভানু অযুত কিরণে,
উজ্জলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সৌর
প্রেম, জননী-হৃদয়ে করে বসতি ।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীর সাগরবগ,
যথা যাই তুমি তথা ॥
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ,
শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে ।
সজন নগর বিজন গহন যথা যাই তুমি তথা ॥

গৌরমল্লার—চৌতাল ।

গাও তাঁরে গাও সখা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ ।
তম-হৃদয়-প্রস্থলকর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী
মহেশ্বের মহৎ বশ বোঝ বান্ধি,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ।

প্রবল সিদ্ধ, জ্যোতবতী, প্রহ্লাদকুমার, বনরাজি,

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥

মিশ্র—একতাল ।

জয় দেব জয় দেব মঙ্গল মাতা,
জয় জয় মঙ্গলমাতা;
সঙ্কট-ভয়-দুঃখ-ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা,
জয় দেব জয় দেব ।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা,
প্রভু নাহি তব উপমা;
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরম শরণ তুমি হে, জীবন-মরণে ।
জয় দেব জয় দেব ।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি,
এ লোকে হুমতি দেও, পরলোকে হুগতি
জয় দেব জয় দেব ॥

খান্ডাজ—আড়াঠেকা ।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান ।
ভারত-ভূমির তুলা আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অগ্নি হিমাগ্নি সমান ।
ফলবতী বহুমতী, জ্যোতবতী পূর্ণাবতী,
শত-ধনি-রত্নের নিধান ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
রূপবতী সাপ্না সতী, ভারতললনা ।
কোথা দিবে তাঁদের তুলনা ।
শশিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত-ললনা ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
বশিষ্ঠ শৌভর্য অগ্নি মহামুনিগণ,

ধান্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে ভিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি মরণ,

পুত্ররাজ আদি বীরগণ ।
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধুম্কেতু,
আর্জবকু হুস্তের দমন ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
কেন ডর ভীষ্ম, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্যন্ততো জয় ।
ছিন্ন ভিন্ন হানবল, ত্রৈকোতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

১২৫৫ সালের ২২ বৈশাখ ঈশ্বর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম হয় । ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র । নাটক রচনার ইংরাজ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা । ইংরাজ রচিত “পুরুবিক্রম” ও “সরোজিনী” প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে এক সময়ে বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়া ছিল । ইদানীং ইনি কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গমৌল্য বৃদ্ধি করিতেছেন, ‘কবিত্ত্বজান শকুন্তলা’, ‘রত্নাবলী’ প্রভৃতি ১৮ খানি নাটকের অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতরচনায় ইনি হুনিপুণ । ইংরাজ রচিত প্রবরসঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রণয়ী সর্বত্রই ।

স্মিটি—একতালী ।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দকারী ।
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচারি ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পূণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি ।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অশ্রু কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল মরনারী ।
তব পদে প্রভু লইমু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের ধনি পাইমু যখন, জয় জয় তোমারি ॥

অহং—একতালী ।

জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাজ সঁপিবে নিধবা বালী ।
অলুক্ অলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এধনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন শোন্ শৈলভায়া,
যে জালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তায়,
এর প্রতিফল ভাগতে হবে ॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল-শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই ॥

সতীত্ব রাখিব করি প্রাপণ,
 চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
 ওই স্বপনের শোন কোলাহল,
 আয় লো চিতায় আয় লো সই ॥
 জল্ জল্ চিতা, বিগুণ, দ্বিগুণ,
 অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ ।
 জলুক্ জলুক্ চিতার আগুণ,
 পশিব চিতায় রাখিতে মান ॥
 দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোর,
 কেমনে এড়াই কলঙ্ক-কাঁসি ।
 জলন্ত অনলে হইব ছাই,
 তবু না হইব তোদের দাসী ॥
 আয় আয় বোন, আয় সখি আয়,
 জলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
 সতীত্ব লুকাতে জলন্ত চিতায়,
 জলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ ।
 দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
 দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন ।
 স্বর্গ হ'তে সব দেখ্ দেবগণ,
 ললদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে ॥
 স্পর্ধিত বন, তোরাও দেখ্ রে,
 সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ ।
 রাজপুত-সতী আজিকে কেমন,
 সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥

বিস্মিট—একতাল।

প্রেমের কথা আর বলো না,
 আর বলো না, আর তুলো না,
 কম গো কথা, ছেড়েছি সব বাসনা ।
 ভাল থাক্ সুখে থাক হে,—
 আমারে দেখা দিও না,
 দেখা দিও না,—নিভান,অনল আর জ্বলো না ;
 আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না ;
 কম গো কথা, ছেড়েছি সব বাসনা ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কেসই বা তুলিব তোমায়,
 কে তুলে হৃদয়-ধনে ।

শুষ্ক হৃদয় লয়ে কি হৃথে বাঁচিব প্রাণে ॥
 আশাতে নিরাশা ব'লে, তোমারে কি যাব তুলে,
 সে তো নয় রে ভালবাসা,
 হৃথ-আশা সংগোপনে ॥
 রাখিব না হৃথ-আশা, চাহিব না ভালবাসা,
 ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে ।
 প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হু-য়ে আনি,
 জীবন অঞ্জলি দিয়ে পুজিব অতি যতনে ॥

বিশ্র—আড়াঠেকা ।

না জানি কি স্তম্ভ ধরে মুখখানি তোমার ।
 যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার ॥
 এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
 তবুও পলক নাহি নয়নে আমার ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ।

ছেড়েগে ছেড়েগে আমার পাখী ।
 (আমার সাধের পাখী) বল কে তোর
 রাখ'লি ধরে, অবলারে দিসনে কাকি ॥
 বাঁধা ছিল শ্রেম-শিকল,
 কে তারে নিলে গো ছলে,
 কোথা গেল মেগো বসে,হুৎপিঞ্জরে ধ'রে রাখি ।
 দেখা পেলে এইবার, কতু কি ছাড়িব আর,
 চোখে চোখে রাখ'ব তারে,
 আর কি মুদিব আঁখি ॥

বাগেজী—আড়াঠেকা ।

প্রাপণগে প্রাণ সঁপিলাম হারে
 সেই হস্তারক প্রাণে ।
 কাদিব আর কার কাছে, কে আর আমার কাছে,
 হারে পুজি হৃদি মাকে, সেই বজ্র জ্বলে হালে ॥

১৬রবী—কাওরালী ।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিখরে কেন ।
 এখন বেরিলে তারে কেনরে উখল মন ॥
 বিরক্ত-কহুদী-রাশি, বেরিলে কপাল-হাসি,
 ওহে অনিলে তারে হারিলে মন ॥

চোখের দেখা দেখতে গেল,
তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন ॥
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মরুভেদী নীরে,
মূর্ত্তও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন ।
অলে প্রাণ বাতনায়, অলুক কি কতি তার,
সে আবার হুখে থাক, নাহি অশ্রু সাধ মনে ॥

জরজরন্তী—কাওরানী ।

এতদিন পরে সখি,
সত্য সেকি হেথা ফিরে এল ॥
দীন বেশে স্নানমুখে কেমনে অভাগিনী
বারে তার কাছে সখীরে ।
শরীর হয়েছে ফ্রাণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি পেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
হুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ॥

সরফর্দা—কাওরানী ।

এমন আর কত দিন চ'লে যাবে রে ।
জীবনের ভার বহিব কত হায় হায়,
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হল না জীবনে,
জীবন ফুরিয়ে এল হায় হায় ॥

বেলোয়ার—কাওরানী ।

ওকি সখা মুহু আঁখি আমার তরেও কান্দিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি, তাহে হুখ কিবা ।
পড়েছি চরণজলে, দলে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ' গেছ', ভাল, তাহে হুখ কিবা ॥

গোঁড়-সরাস—কাওরানী ।

সেলেগো—বিরল না, চাহিল না, পাখান সে,
কখানি কখিল না, ভাল পেল সে ।

না যদি থাকিতে চায়, থাক' দেখা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না,
তাই হোক হোক তব,
আর তারে সাধিব না, চলে গেল গো ॥

দেশ—কাওরানী ।

দাঁড়াও, মাথা খাও, হেওনা সখা ;
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কতদিন পরে আজি পেরেছি দেখা ॥
আর ত চাহিনে কিছু কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো,
শুধু একবার ফিরে চাও ॥

দেশ—একতাল ।

দেলো সখি দে, পরাইয়া চুলে,
সাধের বকুল ফুলহার ।
আথফোটা ঘুঁইগুলি, ঝড়নে আনিয়ে তুলি,
দেলো দেলো ফুলের সাজে,
সাজারে আমারে সখি আজ ।
তুলে দেলো চকল কুতল,
কপোলে পড়িছে বারবার ।
আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেল,
বিস্ময়ের হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ব্যরিয়া পড়ে ধরাডলে ।
সখি তোরা দেখে বা দেখে বা,
ভরল শুধু এত রূপরাশি,
বহিতে পারে না বুঝি আর ।

আশোয়ারি—কাওরানী ।

না সজনি না, আমি আনি জানি সে আসিবে না,
এমন কান্দিবে পোহাইবে বামিনী,
বাসনা শুধু পুঞ্জিবে না ।
জনমেও এ পোড় ভালে কোন আশা মিটিল না
যদি বা নে আসে সখি, কি হবে আমার তার,
সেত মোরে, সজনি লো, ভাল কড় বাসে না,
আমি লো ।

ভাল করে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা করে শেষে পূরিবে না কামনা ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

প্রমোদে ঢালিয়ে দিলু মন,
তবু প্রাণ কেন কাদেরে ।
চারদিকে হাসি-রাশি তবু প্রাণ কেন কাদেরে ।
আন সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান,
নাচ সব মিলাি খিরি খিরি খিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাদেরে ।
বীণা তবে রেখেদে, গান আর গাস্নে
কেমনে যাবে বেদনা ।
কাননে কাটাই রাত্রি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাদেরে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

সখি বল দেখিলো,
নিরদয় লাজ তোর টাটিবে কিলো ।
চেয়ে আছি ললনা, মুখানি তুলিবি কিলো,
ষোমটা খুলিবি কিলো,
আধফুট অধরে হাসি ফুটিবে কিলো ॥
সরসের মেখে ঢাকা বিধু-মুখানি
মেখে টুট জোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো ।
তৃষিত আখির আশা পূরাবি কিলো ।
তবে, ষোমটা খোল, মুখটা তোল,
আঁখি মেল লো ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

সহেনা যাতনা ।
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে,
নিশি দিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে,
সখাহে এলে না ।
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়,
আমি বসে হার ।

সেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
শুকায়ে গিন্ধাছে আঁখি-জল ।
একে একে সব আশা,
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহে না ॥

খানজ—কাওয়ালী ।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোয়,
আয়লো কাছে আয় ।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
মুহ মধু জোছনায় ।
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নগনে জোছনা মরিয়া যারে,
যমুনা-বাহরী গুলি চরণে কাদিতে চায় ॥

আশাবরি—কাওয়ালী ।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু
পূরিল না ।
দীন-দশা ঘুটল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের ভূষা মিটল না মিটল না ॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণ প্রিয় পরিজন
সুখ-স্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্রাম শোভা ধরণী ।
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবেহে,
তোমারে না পেলো আমি, ফিরিব না ফিরিব না ॥

সিদ্ধ-ভৈরবী—কাওয়ালী ।

হা' সখি ও আগরে আরো বাড়ি মনোব্যথা ।
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রাণের কথা ॥
মিছে প্রাণের হাসি,
বেলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার ভালবাসা চাইনে,
বেলো বেলো স্বপ্নানি লো তারে,
আয় বেল সে লো আসে সেকো হেথা ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা নেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র । ১২৬৮ সালের ২৫ এ বৈশাখ কলিকাতা বোদ্ধা-সাঁকেদার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় । অতি শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । পঞ্চম বর্ষের শিশু রবীন্দ্রনাথ, সুব কবিতা ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ পাঠে শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিতেন । বিদ্যাশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লন্ডন হলে প্রেরিত হন । সেই সময় নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্র নাথের রচিত কবিতা পাঠ করিয়া শিক্ষকগণ কবিতা রচনার উদাহকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন । নখাল স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া, রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে, পরে ডালহাউসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন । সেই সময় রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেন । ইহার পর জ্যোতিষ ভাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থান আহমেদাবাদে গিয়া কিছুদিন বাস করেন ; সেইখানে জ্যোতিষের নিকট ইনি ইংরাজী শিক্ষা করিতেন ।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্র নাথের প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয় । ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক কালে ‘ভারতী’ পত্রিকার নিয়মিত লেখকমধ্যে ইনি গণ্য হন । রবীন্দ্রনাথ দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন । বিলাতে গিয়াও বঙ্গ সাহিত্য চর্চায় বিরত ছিলেন না ; তাঁহার ‘ইউরোপ প্রবাসীর পত্র’ পুস্তক এই সময় রচিত হয় । ‘বৌ ঠাকুরাণীর হাটু’ ‘চোখের বাগি’ ‘নৌকা ডুবি’ প্রভৃতি উপজান ‘রাজা ও রাণী’ প্রভৃতি নাটক এবং বহু সঙ্গীত ও কবিতার ইনি কৃত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ইহার লেখনীপ্রসূত অমূল্য রত্নরাজিতে আজি সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জলীকৃত ।

মিশ্র-কানড়া—কাতরালী ।

আমার পরাণ বাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো ।
তোমা ছাড়া আর এ অগতে মোর,
কেহ নাই কিছু নাই গো ॥
তুমি হুখ যদি নাহি পাও,
যাও হুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো ।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস ;
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বয়স মান ;
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি বাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত হুখ পাই গো ॥

কালি—খেমটা ।

কাছে আছে দেখিতে না পাও ।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।
মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে বুঝলে, সে যে রয়েছে মর,

ওগো মনের মত সেই ত হবে,

তুমি শুভক্ষণে বাহার পানে চাও ।

তোমার আপনার যে অনু দেখিলে না তারে,
তুমি যাবে কার ঘানে, যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও ॥

মিশ্র-ভূপালী—একতারা ।

সখি, ব’হে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
একি আর ভাল লাগে ।
আকুল তিরাস প্রেমের পিরাম
প্রাণে কেন নাহি আগে ॥
কবে আর হবে থাকিতে জীবন,
আঁখিতে আঁখিতে যদি মিলন,
মধুর হতাশে মধুর লহন

নিভ-নব অনুরাগে ।

ভরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে তামি ;
সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে বীরে,

প্রথর চপল হাসি ;

উদাস নিবাস আকুলি উঠিবে,
আশা নিরাশার পরাণ উঠিবে,
মরমের আলো কপোলে হুটিবে,
সরস-অরণ্য-রাগে ॥

খান্ধাজ—একতাল।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা।

হৃথের বেদনা সে হাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা ॥

ফুলের বাধন, সাধের কাদন,
পরাণ স পিতে প্রাণের সাধন,
‘লহ’ ‘লহ’ বলে পরে আরাধন
পরের চরণে আশা ॥

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু মাগরে ভাসা।

জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা’ ॥

ছায়ানট—রাগঃ গান।

যেও না যেও না কিরে ;

দাড়াও, বারেক দাড়াও হৃদয়-আমনে।

চকল সমীর সম কিরিছ কেন

কুহুমে কুহুমে কাননে ক’ননে।

তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,

তুমি গঠিত যেন স্বপনে ॥

এস হে, তোমায়ে বারেক দেখি,

ভরিয়ে আঁখি ধরিয়ে রাখি হতনে।

প্রাণের মাঝে তোমায়ে ঢাকিব,

ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,

তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি,

কোমল প্রেম-শয়নে ॥

বেহাগ—গেমুটা।

ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল।

মিছে হাসি কেন, সখি মিছে আঁখি-জল ॥

জানিনে প্রেমের ধারা, তবে তাই হই সারা,

কে জানে কোথায় সুখ, কোথা হল-হল।

কাদিতে জানে না এরা কাদাইতে জানে কল ॥

মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে কল।

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,

ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি চল ॥

জয়জয়ন্তী—রাগঃ গান।

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ। (খুলে গো)

কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা,

কেমনে সে হেসে চলে যায়,

কোন প্রাণে ফিরেও না চায়,

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।

এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,

প্রাণে গোপনে রহিল,

এ প্রেম কুহুম যদি হত

প্রাণ হতে হুড়ে লইতাম,

তার, চরণে করিতাম দান।

বুঝি সে ভুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,

তবু তার সংশয় হত অবসান ॥

কাফি—কাওয়ালী।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,

তবে কেন মিছে ভালবাসা।

মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন

ওগো কেন মিছে এ জুরাশা ॥

হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,

নয়নে সাজিয়ে মায়া-মরীচিকা,

শুধু ঘুরে ঘুরি মকড়মে ;

ওগো কেন, ওগো কেন, মিছে এ পিপাসা।

আপনি যে আছে আপনার কাছে,

নিখিল জগতে কি অভাব আছে,

আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,

কোকিল-কুজিত কুঞ্জ ;

বিগচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,

একি স্বোর প্রেম অন্ধ রাহ প্রায়,

জীবন যৌবন গ্রাসে ;

তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কু-আশা ॥

মিঃ ঝিকিটে—গেমুটা।

হুখে আছি হুখে আছি,

(সখা আপন মনে)

কিছু চেয়ে না দূরে যেও না,

হুধু চেয়ে দেখ শুধু বিরো থাক কাছাকাছি।

সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,
 নীরবে দিবে প্রাণ।
 রচিয়া ললিত মধুর বাণী,
 আড়ালে গাবে গান ॥
 গোপনে তুলিয়া কুহুম গাঁথিয়া,
 রেখে যাবে মালা গাছি।
 মন চেয়ো না শুধু চেয়ে থাক,
 শুধু ধরে থাক কাছাকাছি ॥
 মধুর জীবন মধুর রজনী,

মধুর মলয়-বায়।
 এই মধুরী-ধারা বহিছে আপনি,
 কেহ কিছু নাহি চায় ॥
 আমি আপনার মাঝে আপনি হারা
 আপন সৌরভে সারা,
 যেন আপনার মন আপনার
 প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ॥

মিশ্র-সিন্ধু—একতারা।
 দিবস রজনী আমি যেন কার,
 আশায় আশায় থাকি।
 (তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
 ত্রিষিত আকুল আঁখি ॥
 চকল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
 সদা মনে হয় যদি দেখা পাই।
 ‘কে আসিছে’ বলে চমকিয়ে চাই,
 কাননে ডাকিলে পাখী।
 আগরণে তারে না দেখিতে পাই,
 থাকি স্বপনের আশে;
 দুঃমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
 বাঁধিব স্বপন-পাশে:
 এত ভাল বাসি এত যারে চাই,
 মনে হয় না ত সে যে কারে নাই;
 যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
 তাহারে আনিবে ডাকি ॥

মিশ্র-সিন্ধু—একতারা।
 আমি ছন্দয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
 শুধাইল না কেহ।

সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
 এই প্রাণ মন দেহ ॥
 সে কি মোর অরে পথ চাহে,
 সে কি বিরহ-লীত গাহে,
 যার বাঁশুরা-ধ্বনি শুনিয়ে
 আমি তাজিলাম গেহ ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।
 নিমিষের তরে সরমে বাধিল
 মরমের কথা হোল না।
 জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
 রহিল মরম-বেদনা ॥
 চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
 পলক পড়িল, ষটিল বিষাদ,
 মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
 এমনি প্রেমের ছলনা ॥

কক্কড়—কাওয়ালী।
 দেখো, সখা, তুল কুরে ভালবেস না।
 আমি ভালবাসি ব'লে কাছে এস না ॥
 তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
 আমি সুখী হব বলে যেন হেস না ॥
 আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
 কি হবে চির আধারে নিমেষের আলো,
 আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
 আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না ॥

বেহাগ—আড় চৈক্য।
 আমি কারেও বুঝিবে শুধু বুঝি তোমারে।
 তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আধারে ॥
 ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
 গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে ॥
 এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
 আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি;
 কেবল তোমারে জানি, বুঝিছি তোমার বাণী,
 তোমাতে পেয়েছি কুল অকুলপাথরে ॥

সাহানী—৭৭ ।

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটতে ।
 মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ॥
 কুহক লেখনী ছুটায়ে কুহুম তুলিছে কুটায়ে,
 লিপিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে ॥
 হের পুরাণ প্রাচীন ধরনী, হয়েছে শ্রামলবরণী,
 যেন যৌবন-প্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে
 পুরাণ বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
 নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥

মিঙ্গ-বিভাধ—একতাল।

এরা, হৃথের লাগি চাহে প্রেম,
 প্রেম মেলে না, শুধু হৃথ চলে যায় ।
 এমনি মান্নার ছলনা ।
 এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চার ।
 তাই কঁদে কাটায় নিশি,
 তাই দহে প্রাণ তাই মান অভিমান,
 তাই এত হায় হায় ॥
 প্রেমে হৃথ হৃথ তুলি তবে হৃথপার ।
 সখি চল, গেল নিশি স্বপন ফুরাল,
 মিছে আর কেন বল ।
 শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অন্তাচল ॥
 প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান ।
 এখন কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল ॥

বেহাগ—আড়বেহুট।

ওগো শোন কে বাজায় ।
 বন ফুলের মালায় গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায় ॥
 অধর ছু রে বাঁশী খানি চুরী করে হাদিগানি,
 বঁধুর হাসি মধুর গানে,
 প্রাণের পানে ভেসে যায় ।
 ওগো শোন কে বাজায় ॥
 কঙ্কণের ভ্রমর বুঝি ।
 বাঁশীর মাঝে শুঙ্করে, বহুলগুলি আকুল হয়ে
 বাঁশীর গানে মুগ্ধরে;
 হৃদয়ারি কলতাস, কাণে আসে কঁদে প্রাণ,
 আকাশে এই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় ।
 ওগো শোন কে বাজায় ॥

বিধিট—একতাল।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা,
 কেমনে আছে সে পাশরি ।
 তবে সেখা কি হাসে না চান্দিনীখানিনী,
 সেখা কি বাজে না বাঁশরী ॥
 সখি, হেখা সমীরণ লুটে ফুলবন,
 সেখা কি পবন স্নেহ না ।
 সে যে, তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
 মোর কথা তারে কহে না ॥
 যদি, আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
 আমারে ভুললে কেন সে ।
 ওগো এ চির জীবন করিব রোদন,
 এই ছিল তার মানসে ॥
 যবে কুহুম-শয়নে নয়নে নয়নে,
 কেটেছিল হৃথ-রাতি রে ।
 তবে কে জানিত তার বিরহ আমার,
 হবে জীবনের সাথী রে ॥
 যদি মনে নাহি রাখে হৃথ যদি থাকে,
 তেরা একবার দেখে আয় ।
 এই নয়নের তৃণ পরাণের আশা,
 চরণের তলে রেখে আয় ॥
 আর নিয়ে যা' রাখার বিরহের ভার,
 কত আর ঢেকে রাখি বল ।
 আর পারিস যদি ত আনিস হরিণে,
 এক কঁটা তার আঁখি-জল ॥
 না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে,
 তারে আর কেহ দেখে না ।
 আমি কথা নাহি কব, হৃথ লয়ে রব,
 মনে মনে সব' বেগুন ॥
 ওগো মিছে মিছে, সখি, মিছে এই প্রেম
 মিছে পরাণের বাসনা ।
 ওগো হৃথ-দিন হায় যবে চলে যায়,
 আর কিরে আর আসে না ॥

মিঙ্গ ভৈরবী—আড়বেহুট।

হেলাফেলা সারা বেলা,
 এ কি খেলা আপন মনে ।

এই বাতাসে ফুলের বাসে,
মুখখানি কার পড়ে মনে ॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি,
কে জানে গো কাহার হাসি,
হুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল,
রেখে যাক এই নয়ন-কোণে ॥
কোন ছায়াতে কোন উদাসী,
দূরে বাজায় অলস বাঁশী,
মনে হয় কার মনের বেদন,
কেনে বেড়ায় বাঁশীর গানে ।

সারা দিন গাঁথি গান, করে চাহে গাহে প্রাণ,
তরু তলের ছায়ার মতন,
বসে আছি ফুলবনে ॥

মিশ্র-বারোয়া—আদ্যবেদ্যট।
তুমিকোন কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা ।
তোমায় কোথায় দেখেছি,
যেন কে নু স্বপনের পারা ॥
কবে তুমি গিয়েছিলে,

আঁখির পানে চেয়েছিলে, ভুলে গিয়েছি
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে, এই নয়নের তারা ।
তুমি কথা কোরো না, তুমি, চেয়ে চলে যাও,
এই চাঁদের আলোতে, তুমি যেসে চলে যাও ;
আমি ঘুমের খোঁরে চাঁদের পানে,
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন হুটি তারা ;
ঢালুক কিরণ-ধারা ॥

মিশ্রখান্দা—একতারা ।
ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাধি মাধা ।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা ॥
শুধু বুক বুক বাক্য বহে যায়,
তার কাণে কাণে কি যে কবে যায়,
তাই আঁধ স্তরে আঁধ বসিয়ে,
ভাবিয়েছে কত কথা ।

চোখের উপরে যেখ ডেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বুকুলের ফুল,
করে পড়ে থাকি থাকি ।
মধুর আলস মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি ;
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে,
বাজিছে মধুর বাঁশীটি ॥

কালান্ধা—বেদ্যট।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল ।
মধু অথরের মধুর হাসি, প্রাণে কেন বরষিল ॥
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন হুটী তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল ॥

ভৈরবী—বেদ্যট।

শুনলো শুনলো বালিকা ।
রাখ কুহুম মালিকা ॥

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরত সখি শ্রামচন্দ্র না হেবে
হুলই কুহুমমঞ্জরী ভ্রমর কিরই শুক্লবি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে ।
শশি-সনাথ ঘামিনী, বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুহুমহার ভইল তার হৃদয় তার দাহিছে ।
অথর উঠই কাঁপিয়া, সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে ॥
মৃদু সমীর সঞ্চলে হরষি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহিরে ।
কুঞ্জপানে হেরিয়া, অক্ষর্যারি ডারিয়া,
ভাঙু গায় শূন্তকুঞ্জ শ্রামচন্দ্র নাহিরে ॥

বিবর্ত—কাওরানী ।

গহন কুহুম-কুঞ্জ মারো মৃদল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আও আও
পিনহ চাকু নীল বাস, ছলরে প্রধর-কুহুম রাশ
হরিন-সেয়ে বিকল হাস, কুঞ্জ বনে আওলো ॥

ঢালে সুকুম সুরভ-ভার, ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার, নিমল রজত ভাতিরে ।
মল মল ভূমি শুভে, অমৃত কুমুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যুধি জাতিরে ॥
দেখলো দধি শ্রামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন চন্দ্রমায় নিমিছে ।
আও আও সজনি-বন্দ, হেরব স'খ ত্রীগোবিন্দ,
শ্রামকো পদারবিন্দ, তাতুসিংহ বন্দিছে ॥

শৌড় সারং—একতাল।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা, লতাটির হুলিয়ে যা ।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে,
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে ।

আয়রে আয়রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা শুন্-শুনিয়ে,
ফুলের মধু ঘাবি নিয়ে ।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেবে গায় ॥
পাতার কোলে মাথা থুয়ে,
ঘুমিয়ে পড়ি শুয়ে শুয়ে ।
পাখীয়ে, তুই কোসনে কথা
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥

মিঙ্গ-লিঙ্গ—একতাল।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে, কি মনমাঝে,
বসন্ত বায় বহিছে কোথায় কোথায় ফুটেছে ফুল ।
বল গো সজনি, এ হৃথ রজনী,
কোনখানে উদিয়াছে, বনমাঝে কি মনমাঝে,
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে ।
জানে কোথা সে বিরহ-হতাশে
কিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে কি মনমাঝে ॥

গৌরী—কাণ্ডাল।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি ।
তুমি অবসর মত বাসিরো !
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
ফেরার কথা মনে পড়ে আসিরো ॥

আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে আগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিরো ॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ হৃথ-স্ত্রোতে ভাসিরো ।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলি ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিরো ॥

বেহাগ—একতাল।

শুধু বাওয়া আসা।
শুধু স্রোতে ভাসা ॥

শুধু আলো আধারে কাঁধা হাসা ।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু-ছুঁয়ে বাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব হ্রাশায় আগে চলে যায়
পিছে কেলে যায় মিছে আশা ॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা ।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধখানি কথা সাজ নাহি হয়,
লাঞ্জে ভরে ত্রাসে আধ বিবাসে,
শুধু আধখানি ভালবাসা ॥

ভৈরবী—ঝাপতাল।

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে ।

ভয় নাইক হৃথৈ থাক, অধিক কণ থাক্ বাক,
আসিয়াছি হৃথগুণের তরে ।
দেখবো শুধু মুখখানি, শুনবো হৃটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যাব দেশান্তরে ॥

রামপ্রসাদস্বয়ং ।

আমিই শুধু রইলুম থাকি ।
যা ছিল তা পেল চলে,
রৈল বা' তা' কেবল ঠাকি ॥
আমার বলে ছিল যারা,
আর ত তারা দেখে না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা
কেনে কেনে করে ডাকি ।
বল দেখি মা শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখলি নেরে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে,
কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥

ললিত—একতালি ।

যেতে হবে আর দেরি নাই ।
পিছিয়ে পড়ে রবি কন্ত,
সঙ্গীরা যে গেল সবাই ॥
আগরে ভবের খেলা সেরে,
আঁখার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে,
কাহার পানে চাহিস্নে তাই ।
খেলতে এলো ভবের নাটে,
নৃতন লোকে নৃতন খেলা ।
হেতা হতে আর রে সেরে,
নইলে তোরে মারবে তোলা ।
নামিয়ে দেবে প্রাণের বোকা
আরেক দেশে চলরে সোজা,
নৃতন করে বাঁধি বাসা,
নৃতন খেলা খেলি সে ঠাই ॥

৮৫—বাঁপতাল ।

আমায় বাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিল ধরে ।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে,
বাঁধিলসে আর মায়া-ভোরে ॥
হৃদয়ে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে ফের লরন ছুটি,

নাম ধরে আর ডাকিসনে তাই,
যেতে হবে তরা করে ॥

ইন্দকন্যা—একতালি ।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো,
হৃথের কাননে ওগো বাও কোথা বাও ।
হৃথে চলল বিবশ বিভল পাগল,
নয়নে ওগো চাও করে চাও ॥
কোথা চলে গেছে উদাস ছন্দর,
কোথা পড়ে আছে ধরণী ;
মায়া তরলী বহিরা যেন গো,
মায়াপুরী পানে ধাও ।
কোন মায়াপুরী পানে ধাও ॥

মিশ্র—আড়াঠেকা ।

নীরব রজনী দেখ মধু জোছনার,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—
অতি ধীরে গাও গো ।
ঘুম-স্বপ্নময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে হৃকণ্ঠ মিলাও গো ॥
নিশার কুহক বলে, নীরবতা সিন্ধুজল,
মধু হয়ে ঘুমাইছে বিধ চরাচর ;
প্রশান্তসাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন,
অধীর উজ্জ্বল সমর সঙ্গীতের স্বর ;
তটিনী কি শান্ত আছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,
বাতাসের মৃদু হস্ত পরণে এমনি ।
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে, তটের চরণ চুমে,
সে চুখন-ধ্বনি শুনে চমকে আপনি ॥
তাই বলি অতি ধীরে—গাও গো
রজনীর কণ্ঠ সাথে হৃকণ্ঠ মিলাও গো ॥

মিথিট-সিন্ধু—কাওরানী

সমুখেতে বহিছে তটিনী,
ছুটি তারা আকাশে ছুটিয়া ।
বায়ু করে পরিমল শ্রুটিয়া ।
সাঁঝের অন্ধর হতে, দ্বার হাসি পড়িছে ছুটিয়া ॥

দ্বিষ বিদায় চাহে, ধমুলা বিলাপ গাহে,
সারাহেরি রাজা পায়,
কৈদে কৈদে পড়িছে নুটিয়া ॥
এস বঁধু তোমার ডাকি, দৌহে হেথা বসে থাকি,
আকাশের পানে চেয়ে, জলনের খেলা দেখি,
আঁধি পরে তারাকুলি,
একে একে উঠিবে ফুটিয়া ॥

বেহাগ—ধেমতী ।

মেঘেরা চল চল যায়,
চাঁদেরে ডাক আর আর ।
ঘুম ঘুমে বলে চাঁদ, কোথায় কোথায় ।
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কি জানি কি যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায় ॥
হৃদয়ে অতি অতিদূরে, বুকেরে কোন হৃদপূরে,
তারাকুলি ঘিরে বসে বাঁশরী বাজায় ।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চল ভেসে ভেসে,
নুকেরে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায় ॥

গোড়লারং—৪৭ ।

হালর মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভরে মরিয়া যায় মরমে ॥

ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
ভরাসে আঁধি মুনিয়া আসে,
ভূজলে ধ'রে পড়িতে চাহি
আঁহুল হয়ে সরমে ॥

কোমল মেহে লাগিলে বার
পাপড়ি মোর ধসিয়া যায়,
পাতার মাঝে ঢাকিয়া কেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে ।
আঁধার বনে রূপের হাসি
চলিব সদা হৃদতিরিশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেনে শুকায়ে ॥

বেহাগ—কাওরালী ।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা ।
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে ॥
সকলি আমি জেনেছি,
সবি শূন্য শূন্য ছায়া, সবি ছলনা ।
দিন রাত বার লাগি হৃথ হৃথ না করিছু জ্ঞান,
পর্যাপ মন সকলি দিগেছি, ‘
তা হজেরে কিবা পেছ, কিছু না সবই ছলনা ॥

পিলু—৪৭ ।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোতা বাসনে ।
ফুলের মধু ছুটিতে গিয়ে, কাঁটার বা ধাসনে ॥
হোথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হেথা ফুটিয়ে ।
ওদের কাছে মনের ব্যথা বলরে মুখ ফুটিয়ে ।
ভ্রমর কহে হোথায় বেলা, কোথায় আছে নলিনী ।
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি ॥
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব ।
বলিতে যদি জলিতে হয় কাঁটারি খায়ে জলিব ॥

কেদারী—একতালী ।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে ।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্রমেহ, নাচিছ দিক-বসনে ॥
মহা-আনন্দে প্লক কার,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
তালে শিশুশলী হাসিয়া চায়,
অটাকুট-ছায় পগনে ॥

সিদ্ধু—একতালী ।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকরণ,
মধুরার উপবন, কুহুমে সাজিল ওই ॥
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই ।
বিকচ বকুল ফুল, মেঘে যে হজেরে ফুল,
কোথাকার জলিফুল, কুহুরে কোথায় ॥

এ নহে কি কৃন্দাবন, কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নৃপুং-ধ্বনি বনপথে শুনা যায় ॥
একা আছি বন বসি, পীতৃভণ্ডা পড়ে বসি,
সোড়রি সে মুখশলী পরাণ মজিল সই ।
বাশরী বাজাতে চাহি, বাশরী বাজিল কই ॥
একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশী মনসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে, মধুর যামিনী তায় ।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায় হায় ॥
কবি যে হ'ল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
ধুমরায় কেন ফুল, ফুটেছে আজি লো সই ।
বাশরী বাজাতে গিয়ে, বাশরী বাজিল কই ॥

বেহাগ-ধেম্টা ।

ও কেন চুরি করে চায় ।
হুকাতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায় ॥
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে হলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ।
কি যেন গানের মত বেগেছে কাণের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা,
আধেকখানি শোনা গেছে ।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরানের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥

আলোরা—রাপতাল ।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তার ।
এ সময়ে আর কভু হব নাক পথহারা,
যেথা আমি বাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা ॥
তব মুখ সদা মনে আগিতেছে সঙ্গোপনে
জিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল কিনারা ।
কখন বিপদে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ জদি,
অমনি ও মুখ হেরি সন্ময়ে সে হয় সারা ॥

ভজরাটা তরুন—একতাল ।

কোথা আছি প্রভু, এসেছি দীনদীন,
আলহা আলহি ধোয় অসীম সংসারে ।

অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে ডাকি কাতরে ।
সাড়া কি দিবে না, দোনে কি চাবেনা,
রাধিবে ফেলিয়ে অকুল আধারে ।
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে ॥
জগত জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ॥
তাজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে ।
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে ॥
এস তবে প্রভু, স্নেহ নয়নে,
এ মুখ পানে চাও ঘুচিবে বাতনা ॥
পাইব নব বল, মুছিব অক্ষুণ্ণ
চরণ ধরিয়ে পুগিবে কামনা ॥

বেহাগ—একতাল ।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বুধায় হে ।
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে ॥
চারি দিকে হের স্বিরেছে ক'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে ।
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেনগো
ডুবায় রাধে মায়ায় হে ।
দাও ভেসে দাও এ ভবের স্থপ,
কাজ নাই এ খেলায় হে ॥
আমি ভুলে থাকি বত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে ॥
হান তব বাজ লহর-গহনে
হৃদয়ল জ্বাল' তায় হে ।
নয়নের জলে ভাসায় আমারে
সে জল দাও মুছায় হে ॥
শুভ করে দাও হৃদয় আমার
অসিন পাত সেধায় হে ।

তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস
ভুলো না আর আমার হে ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান ।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিধান করেছি পান ।
খেলিতে সংসারের খেলা, কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারারে আশার ধন, অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলার গড়ি বড, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান ॥

ভজন—ছপকা ।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব ।
হৃথে হৃথে শোক আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব ॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা প্রভুগো ।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
হৃথ হৃথ যাহা দিবে সহিব ।
বলি যনে কত পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ॥
বড়ই প্রাণ হবে আকুল হইবে চরণ ছদয়ে লইব
তোমারি অঙ্গতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কাঁধে বা সাধিব ।
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ॥

বড়-হংস-দারঙ্গ—চৌতাল ।

(তাঁহারে) আরতি করে চল তপন,
দেবদানব বন্দ চরণ,
আসিল সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর অঙ্গত-মন্দিরে ॥
অমনি কাল অনন্ত পলন,
সেই অসীম মহিমা মগন,
জাহে তরল উঠে সখন আনন্দ নন্দ নন্দ রে ।
হাতে লয়ে ছত্র ঋতুর ডালি,
পায়ের ধর ধরা কুহুম ঢালি,
কতই বদন কতই পদ কত গীত কত ছন্দ রে ।

বিহগগীত গগন ছায়, জলদপায় জলধি গায়,
মহা পবন হরবে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে

কত কত শত ভকত-প্রাণ

হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুষ্প কিরণে ফুটিছে প্রেম
ছুটিছে মোহ-বন্ধ রে ॥

কাকি—একতাল ।

মারো মারো তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না ।
কেন মেঘ আসে ছদয়-আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না ॥
ক্ষণিক আলোকে আঁধার পলকে
তোমায় হবে পাই দেখিতে ।
হারাই হারাই সনা ভয় হয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥
কি করিলে বল পাইব তোমারে
রাখিব আঁধিতে আঁধিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে ছদয়ে রাখিতে ॥
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ ।
তুমি যদি বল এখন করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জন ॥

ইমন-ভূপালী—একতাল ।

তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না
কুরে শুধু মিছে কোলাহল ।
স্থধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল ॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সঁাতার সাহি পায় কুল ।
স্রোতে যায় ভেসে ডোবে বুঝি শেষে
করে দিবানিশি টলমল ॥
আমি কোথা বাব কাহারে শুধাব,
নিরে যায় সবে টানিয়া,
একলা আমারে ফেলে বাবে শেষে
অকুল পাথারে আলিয়া ॥

মুহুরের তরে চাই চারিধারে,
আঁধি করিতেছে ছলছল ।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল ॥

মিঞ—রাঁপতাল ।

হাতে লয়ে নীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরস করিছে প্রদক্ষিণ ।
চারিদিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ মুখ হুংখ শোক,
চরণে চাহিয়া চিরদিন ॥
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার
‘মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি ।’
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
‘হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্নাহুধা বিতরিব আমি ॥’
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার,
‘দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল ।’
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
‘কহ তুমি আশ্বাস-বচন
শুক শাখে দিব ফুল ফল ॥’
করযোড়ে কহে নর নারী,
‘জন্মরে দেহ গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা ।’
‘পুরাণ পুরাণ মনস্কাম’—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
জগতের ভাবাইন ভাবা ॥

যোগিনী-বিভাব—একতাল ।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে ।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
জন্মরে রয়েছ গোপনে ॥
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধাঁধা বশবিন্দু পাগলের মত,

হির আঁধি তুমি মরমে সজত
জাগিছে শয়নে স্বপনে ।
সবাই ছেড়েছে নাই বার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব মেঘ,
নিরাশ্রয় জন পথ বার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে ॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল-পারাবার করিছে পার,
‘হে নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত বাঁচি,
যত জানি তত জানিনে ।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে ॥

যোগিনী—ক্রান্তানী ।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে ।
বিকশিবে প্রাণ তাঁরগুণ গানে ॥
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোল হুং তাঁর প্রেম-মধু পানে ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আর কেন, আর কেন ।

দলিত কুহুমে বাহে বসন্ত সমীরণ ॥
ফুরায় গিয়েছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন নীপ কেন জ্বলে অকারণ ।
অজ্ঞ যবে ফুরিয়েছে তখন মুছাতে এলে ;
অজ্ঞভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে ;
এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল, হুংখে থাক অনুক্ষণ ॥

ভৈরবী—রাঁপতাল ।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেজিলে ।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেছিলে ॥

সংসার কঠিন বড় কারেও সে থাকে না ;
 কারেও সে খরে রাখে না ।
 যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায় ;
 কারও তরে কিরেও না চায় ।
 হায় হায় হায় এ সংসারে ঘরি না পুরিল,
 আজন্মের প্রার্থের বাসনা ॥
 চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে কিরে যাও,
 থেকে থেকে কেহ বলিবে না ।
 তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
 আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥

ভৈরবী—একতাল।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন,
 আকুল নয়ন রে ।
 কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
 কুহুম-চয়ন রে ॥
 কত, শারদ যামিনী হইবে বিফল
 বসন্ত যাবে চলিয়া ।

কত, উদ্যেবে তপন আশার স্বপন
 প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ॥
 এই, যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
 মরিব কাঁদিয়া রে ।
 সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব,
 সান্না-সাধিখিয়া রে ॥
 আমি, কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
 কার দরশন বাচি রে ।
 যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
 তাই আমি বঁসে আছি রে ॥

তাই, মালাটি গাঁধিয়া পরেছি মাথায়,
 নীলবাসে তহু ঢাকিয়া ।
 তাই, বিজন আলয়ে শ্রদীপ আলায়ে,
 একেলা রয়েছি জাগিয়া ॥
 ওগো, তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
 তাই কেঁদে যায় প্রভাতে ।
 ওগো, তাই কুল-বনে মধু-সমীরণে,
 ফুটে ফুল কত শোভাতে ॥
 ওই বঁশী-স্বর তার আসে বারে বার,
 সেই শুধু কেন আসে না ।

এই জগৎ-আসন শূন্য পড়ে থাকে,
 কেঁদে মরে শুধু বাসনা ॥
 মিছে পরশিয়া কার বায়ু বহে যায়,
 বহে যমুনার লহরী ।
 কেন কুহ কুহ পিক কুহরিয়া ওঠে,
 যামিনী যে উঠে শিহরি ॥
 ওগো, যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে
 মোর হাসি আর রবে কি ॥
 এই আগরণে ক্ষীণ বদন মলিন,
 আমারে হেরিয়া কবে কি ॥
 আমি, সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা,
 প্রভাতে চরণে ঝরিব ।
 ওগো, আছে স্নানীতল, যমুনার জল
 দেখে তারে আমি মরিব ॥

বেহাগ—কেরতা ।

মধুর মিলন ।
 হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
 মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে,
 কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে,
 নয়নে স্বপন ॥
 তারাগুলি চেরে আছে, কুহুম গাছে গাছে,
 বাতাস চুপি চুপি কিরিছে, কাছে কাছে,
 মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে,
 সখীরা নেহারিব দোহার আনন ।
 হেসে আকুল হ'ল বকুলকানন (আমরি মরি) ।

খাখাজ—ঝাপতাল ।

ঐ আঁধারে, কিরে কিরে চেওনা,
 কিরে যাও, কি আর রেখেছ থাকির,
 মরমে কেটেছ সঁধ নয়নের কেড়েছ নিদ,
 কি হুখে পরাণ আর রাখিরে ॥

বিভাব—একতাল ।

বঁধু, তোমায় করব রাজা ডরুতলে ।
 বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে ॥
 সিংহাসনে বসাইতে, জহ্নবখানি দেব পেতে,
 অড়িবেক করব তোমায় আঁধায়ে ॥

মিশ্র-ইবন—কাওরানী ।

এখনো,তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ বাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি ।

শুনেনি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি, বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ।

শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন-কোণে হুসেছিল সে,
সে অবধি,সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই ।
কানন-পথে যে খুঁসি সে যায়,
কদমাজলে যে খুঁসি সে চায়,
সখি, বল, আমি আঁখি
তুলে কারো পানে চাবকি ॥

মিশ্র—কাওরানী ।

গুগো, তোরা কে যাবি পারে ।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে ॥
ওপারেতে উপবনে কত খেলা কতজনে,
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে ।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি ;
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি ।
হৃদ্য পাটে যাবে নেমে, হৃথে ভাস যাবে খেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে, সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

মিশ্র—একতাল ।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে ।
যদি পুরাতন প্রেমটাক পড়ে যায় নব প্রেমজালে
যদি থাকি কাছাকাছি দেখিতে না পাও,
ছায়ার মন্ডন আছি না আছি ।
তবু মনে রেখো ।
যদি জল আসো আঁখি পাতে,
একদিন যদি খেলা খেমে যায় মথুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে ।
তবু মনে রেখো, যদি পড়িরা মনে,
ছল ছল জল নাই
দেখা দেয় নয়নকোণে, তবু মনে রেখো ॥

কানাজী—কাওরানী ।

আমার পরাণ ল'য়ে কি খেল! খেলাবে,
গো পরাণ-প্রিয় ।
কোথা হতে ভেসে কুলে লেগেছে চরণ-মূলে,
তুলে দেখিয়ে ।
এ নহে গো তৃণমল ভেসে-আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথাভুরা মন, মনে রাখিয়ে ।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,
কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে ;
রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও ॥

ইবন কল্যাণ—বীপতাল ।

বঁধুরা অসময়ে কেন হে প্রকাশ ।
সকলি যে স্বপ্ন ব'লে হ'তেছে বিশ্বাস ।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিল,সেখায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটল কি প্রণয়ের আশ ।
এখনো ত নিশিবে উঠে নিকে। শুধতারা ।
এখনো ত রাধিকার শুকান্নি অশ্রুধারা ॥
সেখাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ব'রে গেল কি হে,
চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরিয়ে কি গেল হাস ॥

গোড়লার—৪৭ ।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা বোমটা পরি,
বিজন বনে মালতী বালা আছিস্ কেন ফুটিয়া ॥
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হ'য়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ফুটিয়া ॥
মলয় তব প্রণয় আশে,
ভ্রমে না হেথা আকুল খাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর সরমে মাথা মুখানি ।
শিয়রে তোর বসিরা থাকি,
মধুর স্বরে বনের পাখী,
লভিয়া তোর মুরতি খাস যায় না তোরে বাখানি ॥

হাওয়া—কাওয়ালী।

হোলনা লো হোলনা সহী।

(হার) মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিহু হ'লনা লো
হ'লনা সহী।

না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিহু
হ'লনা লো হ'লনা সহী ॥

মিত্র-ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুমি ব তোমায় ?

জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায় ॥

দিবানিশি অশ্রু বরিছে সেখায়।

তোমার মুখে হৃদয়ের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মনে রয়ে গেল মনের কথা।

শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥

মনে করি দুটি কথা বলে যাই,

কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,

সে যদি চাহে মরি যে তাহে,

কেন মুদে আসে আখির পাতা।

স্নান মুখে সখি সে যে চলে যায়,

ও তাহে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আর,

বুঝিল না সে যে কেনে গেল,

খুলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥

তৈয়বী—কাওয়ালী।

কত দিন এক সাথে ছিহু হৃদয়ে।

তবু জানিতাম নাকো ভাল বাসি তোরে ॥

মনে আছে ছেলে-বেলা কত যে খেলেছি খেলা,

কুহুম তুলেছি কত দুইটী আঁচল তোরে।

ছিহু হৃদে বত দিন, দুজনে বিরহ হীন,

তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে ॥

অকসেবে এ কপাল ভাঙিল যখন,

হলে-বেলাকার, বত ফুঁহাল বপন,

লইয়া গিলিত মন হইহু প্রবাসী,
তখন জানিহু সখি, কত ভালবাসি ॥

চৌড়ি—দাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পার নিধি,

তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।

কখন বা মুহু হেসে, আশ্রয় করিতে এসে,

সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না ॥

রোষের ছলনা করি, দূরে ধাই, চাই ফিরি,

চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।

কাতর নিবাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি,

চাহি থাকে, লাজ-বাধ তবু টুটে টুটে না ॥

যখন ঘুমায়ে থাকি, মুখ পানে মেলি আঁধি,

চাহি থাকে দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,

সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি,

সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।

লাজমরি, তোর চেয়ে, দেখিনি লাজুক মেয়ে,

প্রেম-বরিবার স্রোতে লাজ তবু টুটে না ॥

ঘট—একতাল।

বলিগো সজনি,

যেওনা যেওনা, তার কাছে আর যেওনা যেওনা।

হৃদে সে রয়েছ হৃদে সে থাহুক,

মোর কথা তারে বোলনা বোলনা ॥

আমারে যখন ভাল সে না বাসে,

পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,

কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি,

মোর তরে তারে দিও না বেদনা ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল।

তোমারি তরে মা সঁপিলু দেহ,

তোমারি তরে মা সঁপিলু প্রাণ,

তোমারি শোকে এ আঁধি বরষিবে,

এ বীণা তোমারি গাইবে পান।

যদিও এ বাহ অক্ষয়,

দুর্কল তোমারি কার্য সাধিবে,

যদিও এ অসি কলকে মলিন,

তোমারি পাপ নাশিবে ॥

যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই জেঁমার হবে না—

তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
একভিল তব কলক জ্বলিতে,
নিভাতে তোমার স্বাতনা।

যদিও জননি, যদিও আমার
এ বোণার কিছু নরহিক বল,
কি জানি যদি মা একটা সন্তান
আগি ওঠে তুমি এ বোণা-তান ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

আমায়, বোলো না, গাহিতে বোলো না।
এ কি, শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতশের স্বাস,
কলকের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে, বুকফাটা হৃৎ, শুমরিছে বুক,
গভীর মরম-বেদনা।

একি, শুধু মিছে কথা ছলনা।
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো না।
এসেছি কি হেথা বশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা করে মিছে যশ লয়ে,
মিছে কাজে নিশি স্বাপনা।

কে আগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘূচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাজের কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা ॥
এ কি, শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা।
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো না ॥

গোড় মন্ডার—একতাল্লা।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা, জলদে।
আধারে কাঁদ গো তুমি ধরা।
গাও যদি পাওরে সরে,
গাও রে শর অশ্রু মিহি মুহান্নাদে;

ভীষণ প্রলয় সঙ্গীতে জাগাও,
জাগাও জাগাও রে এ তারতে।
বনবিহঙ্গ ভূমি ও হৃৎ-নীত পেও না
প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,
মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরবে।
হিঁড়ে ফেন বোণা আজি বিবাদের দিনে ॥

বাহার—কাওয়ালী।

অগ্নি বিবাদিনী বোণা, আর সখি,
গা লো সেই সব পুরাণো গান,
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে,
ভরিয়া দে না লো আধার প্রাণ।
হা রে হত বিধি, মনে পড়ে তোর,
সেই এক দিন ছিল,—আমি অর্ধ্যালম্বী,
এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী
বোণা করে লয়ে যে গান পেয়েছি,
সে গান শুনিয়া—জগৎ চমকি টঠিয়াছিল।
আমি অর্জুনের, আমি বৃষ্টিরে
করিয়াছি স্তন দান,
এই কোলে বসি বাসীকি কোয়েছে
পূণ্য রামায়ণ গান।
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী
তরে ভয়ে ভয়ে লুকায় লুকায়,
নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটা সন্তান উঠে রে জানিয়া—
কাঁদিতও কেহ দেয় না বিধি।
হায় বিবাত, জানে না তাহার,
সে দিন গিয়াছে চলি,
যে দিন মুছিতে বিনু অপ্রাধার
কত না করিত সন্তান আমার,
কত না শোণিত বিত রে ঢালি ॥

বেহাগ—৮৭।

কেন আশে না, আগে না অশ্রু পরাশ।
নিশিদিন অচেতন হৃদিশয়ান।
আসিছে শত অনিবেশ নরান।

জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে হৃদায় হাসি ।
তব মাধুরী কেন জাগে প্রাণে না,
কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান ।
পাই জননীর অবাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ ॥

জয়জয়ন্তী—খাপতাল । •

পগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ।
বৃণ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে ।
কেমন আরতি হয় ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব বাজন্তভেরী রে ॥

কবীন্দ্র ঋণাঙ্ক—ভাল ফেরত ।

আজি শুভ দিনে, পিতার তবনে,
অমৃতসদনে চল যাই ।
চল চল চল ভাই ।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে,
আনন্দের নিকেতনে চল চল চল ভাই ।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উৎসব ; চল চল চল ভাই ।
দেবলোক উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতন, বল সবে জয় জয় ॥

দেশ—একতাল ।

বাৎসর চাহিয়ে তোমাতে ভুলেছি,
তারা তো চাহে না আমায়ে ॥
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে,
কেলে যায় মরু-মার্বারে ।

হৃদনের হাসি হৃদনে ফুরায়
দাপ নিজে যায় আঁধারে ।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহায়ে ॥
যাহা পাই তাই সরে নিম্নে বাই,
আপনার মন ভুলাতে ;
শেষে দেখি হয় ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে ॥ •
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি হৃৎকপাথারে ।
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমায়ে ॥

ধুন—চুংরী ।

অকস্মেৎ দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ ।
তুমি করণামৃতসিদ্ধ কর করুণা-কণা দান ॥
শুক হৃদয় মম, কঠিন পাষণ সম,
প্রেম-সলিলাধারে দিক্‌হ শুক নয়নে ।
যে তোমাতে ডাকে না হে তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ ;
তৃপ্তি যে জন ফিরে, তব সুখ-সাগরতীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে সুখ কর্ণাও হে পান ।
তোমাতে পেয়েছিহু যে, কখন হারামু অবহেলে,
কখন বুমাইহু হে, আঁধার হেরি আঁধি মেলে ;
বিরহ জানা'ব কায়, সাজুনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায় ।
হেরিনি প্রেম-বয়ান দরশন দাওহে দাওহে দাও
কাদে হৃদয় ত্রিসমাণ ॥

আশা-ভৈরবী—চুংরী ।

বরষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ।
শুক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে,
উর্দ্ধ মুখে নয়নারী ।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ ;
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিরহ দাও অপসারি ।

কেন এ হিংসা ঘেব, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান ;
বিতর বিতর প্রেম পাষণ ছদ্মবেশ,
জয় জয় হোক তোমারি ॥

প্রভাতী—একতারা ।

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তরে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে ।
চারি দিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে ।
তুমি চাও পিতা ঘৃণাও এ হৃৎখ,
অভাগা দেশেরে হয়োন বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে ॥

দেশ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিলে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না ।

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে তুলিয়া,
দয়াময় বশে আকুল ছদ্মবেশে

তোমারেও তারা ডাকে না ॥

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ হৃৎখ ঘৃণাও,
ললাটের কলক মুছাও মুছাও,
নহিলে এ দেশ থাকে না ॥

তুমি হবে ছিলে এ পূণ্য ভবনে,
কি সৌরভ—স্থা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত ।

ভারত-অরণ্যে ধ্বনিব গান
অনন্ত সঙ্গ করিত প্রাণ,
তোমারে চাহিয়া পূণ্যপথ নিরা
সকলে মিলিয়া চলিত ॥

আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ অপ, এ পাপ, এ হৃৎখ ঘৃণাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত ॥

বাহার—কাওরানী ।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অক্ষর করে হুল্লুলে ।
পাষণ-ছদ্মবেশে কে কাহিনী শুনিবে ।

জলিয়া উঠে অযুত প্রাণ,
এক সাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়,
শূন্য কাঁপে অভভেদী বস্ত্র নির্বোধে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ॥

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি ।

তোমারি হৃৎখ কাঁদবি মাতা,
তোমারি হৃৎখ কাঁদবি,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ,
তোমারি তরে তাজিব,
সকল হৃৎখ সহিব হৃৎখে, তোমারি মুখ চাহিয়ে ।

মিশ্র-দেশ বাস্বাজ—বাঁপতাল ।

শোন শোন আমাদের ব্যথা ।

দেব দেব প্রভু দয়াময়, আমাদের করিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে ছদ্মবেশ ।

চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবে না কি কয় ।

চিরদিন করিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে ছদ্মবেশ ।
মরমে লুকান কত হৃৎখ, তাকিয়া রয়েছি স্নান মুখ,
কাঁদবার নাই অবসর, কথা নাই শুধু ফাটে বুক ।
সকলোতে মিশ্রমাণ প্রাণ, দশদিশি বিভাবিকাময়,

হেন হীন দীনহীন দেশে

বুঝি তব হবে না আলয় ।

চিরদিন করিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে ছদ্মবেশ ।

কোন কালে জ্বলিবে কি মাথা ।

আগিবে কি অচেতন প্রাণ ।

ভারতের প্রভাত-গগনে উঠিবে কি তব অর গান,
আশাস-বচন কোন ঠাই,
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই,
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া !
বল প্রভু মুছিব এ আঁধি
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া ॥

হাবীর—ভাল-কেরতা ।

আনন্দধ্বনি জাগ'ও গগনে ।
কে আছে আগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সখনে, গভীর নিদ্রা মগনে ।
বল তিমির রজনী যার ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী,
নব আনন্দে নব জীবনে,
কুল কুমুদে মধুর পবনে, বিহগকুলকুজনে ॥
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয়-অচল পথে, কিরণ কিরীটে তরুণ তপন
উঠিছে অরুণ রথে ।
চল বাই ক'ছে মানব সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
ধ্বংস না মগন শয়নে, খেঁচো না মগন স্বপনে !
আর লাজ ত্রাস অলস বিলাস কুহক মোহ ণয়
ঐ দূর হর শোক সংশয়
দুঃখ বপন প্রায় ।
কেল জীর্ণ চারু পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ।

কাঞ্চি—কাতরালী ।

কেন চেরে আছে গো মা মুখপানে ।
এরা চাহে না তোমার চাহে না যে,
আপন মায়েরে সাহি জানে ॥
এরা তোমার কিছু দেবে না দেবে না,
মিথ্যা কবে শুধু কত কি জানে ।

তুমি ক' দিতেছ মা বা আছে তোমারি
বধ সত্ত তব জাহ্নবীমারি,
আমি ক' কত পুষ্য কাছিনী,

এরা কি বেবে তোরে, কিছু না কিছু না ।
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন-বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুক'ও মা গুলি-শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে ।
শূন্যপানে চেরে শ্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নিশ্বাস চেতনাহীন পাশাণে ॥

দেশ—আড়াঠেকা ।

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল ।
এই মিয়মাণ মুখে তোমাদের এত হুখে
বল দেখি কেন প্রাণে ঢালিব গরল ॥
কি না করিয়াছি তব বাড়তে আমোদ,
কত কষ্টে করেছি অক্ষবারি রোধ ।
কিন্তু পারিনে যে সখা যাতনা থাকেনা ঢাকা,
মর্দ্য হ'তে উজ্জ্বলিয়া উঠে অক্ষজল ।
ব্যথার পাইয়া ব্যথা বণি গো হৃদযতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অমল ।
কেবল উপেক্ষা সহি বলগো কেমনে রহি,
কেমনে বাহিরে মুখ হাসিবে কেবল ॥

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

অনন্ত সাগরমাঝে লাও তন্নি ভাসাইয়া ।
গেছে হুখ, গেছে হুখ, গেছে আশা ফুটাইয়া ।
সমুদ্রে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে বাত্রী,
সমুদ্রে শয়ান সিদ্ধ, দ্বিঘটিক্ হারাইয়া ।
জলধি রয়েছে স্থির, ধু ধু করে সিদ্ধ তীর,
প্রশান্ত হ্রদীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া ।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মস্ত্রে বেন সব স্তব
রজনী আসিছে শিরে, দুই বাহু প্রসারিয়া

বিজ-বাহার—আড়াঠেকা ।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান ।
কত দিন ভাবি লাই ও পুরণো গান ॥

কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে,
একলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিন্তে,—
চমকি উঠিও প্রাণ কে যেন শায় সে গান,
তুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে !
আনু ভবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তান ।
ঢাল' ঢাল' শব্দর, ঢাল' ঢাল' জোছনা !
সমীরণ বহে 'খা'রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি,
উলসিত তটিনী,—
উখলিত নীতরংগে খুলে দেরে মন-প্রাণ ॥

গোঁরী—কাওয়ালী ।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়োনা ।
আমার সাধের পাখী—
ধারে, নয়নে নয়নে রাখি,
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর ;
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না ।
কাল, হুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে তিমিররাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী,
ধারে, বসিবে আমার পাখী ।
ধারে, গাহিবে সুখের গান,
ধারে, ডাকিবে আমার নাম,
ধারে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া,
হাসিবে সুখের হাস ।
আমার কপোল ডরে, শিশির পড়িবে বরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
মরমে রহিব মরে ।
তাহারি স্বপনে আজি মুগিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখী
কখন আগাবে মোরে আমার নামটী ডাকি ॥

পিনু—বেহুতা ।

বল, গোছাপ মোরে বল, তুই হুটিবি সখি কবে ।
ফুল, হুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুখ-হাস,
বায়ু কেলিছে মৃদু বাত, পাখী গাহিছে মধুরবে,
তুই হুটিবি সখি কবে ।

প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিণা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায় ।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি, রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই, হুটিবি সখি কবে !

বাহার—তাল-ফেরত ।

সখি, সাধ করে বাহা দেবে তাই লইব ।
আহা মরি মরি সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ।
যদি লাও ফুল শিরে তুলে রাখিব ।
দেয় যদি কাটা, তাও সহিব ।
আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ।
একবার চাও যদি মধুর নয়নে,
আঁখি-সুখা পানে, চিরজীবন মাতি রহিব ।
যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে,
তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন রহিব ।
আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥

মিশ্র-দেশ—একতাল ।

সে জন কে সখি বোকা গেছে ।
আমাদের সখি বাগে মন প্রাণ সঁপেছে ॥
ও সে কে, কে, কে ।

ওই যে ডরুডলে বিনোদ মালা গুলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে, সখি কি হবে ।

ওকি কাছে আসিবে, কত কথা কবে,
ওকি শ্রোয় আনে, ওকি বাধন মানে,
ওকি মাস্তুলধে মন লয়েছে ।

বিড়ল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়
যেন কোন শব্দ ফুলে এক কোথায় ।

যেন কোন গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন চাঁদের আলোর মগ্ন হয়েছে ।
সে জন কে সখি বোঝা গেছে ॥

মিশ্র-মোল্লার—রূপক ।

এমন দিনে তরে বলা যায় ।
এমন স্বন শোর বরিষায় ॥
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন স্বন তমসার,
এমন দিনে মন খোলা যায় ।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার,
হৃদয়ে যথোন্মীয়া, গভীর দুখে হৃদয়ী,
আকাশে গ্লান করে অনিবার ।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁধি দিয়ে আঁধির, হৃদা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব,
জগতে মিশে গেছে আর সব ।
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ;
একদা গৃহ-কোণে, শ্রাবণ-বরিষণে,
হৃৎকথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ।
আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস,
আসিবে কত শোক, কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ,
জগত-চলে যাবে বারোমাস ।
ব্যাকুল বেগে আঁধি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথা এ জীবন-রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আঁধি যেন বলা যায় ।
এমন স্বনশোর বরিষায় ॥

কীৰ্ত্তনের স্বর—রূপতাল ।

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে ।
জন্মের বেনে পানীয় হইল বিমলজল ।

আবার প্রাণে নৃতন টানে প্রেমের নদী
পাষণ হতে উছল স্রোতে বহার যদি,
আবার দুটি নয়নে লুটি ছাপয় হরে নিবে কে !
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে !

আবার কবে ধরণী হবে তরুণী,
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে

স্বরগ হতে করুণা ;

নিশীথ-নভে শুনিব কবে গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নতন শ্রীতি আনিবে নিতি

কুমারী উষা অরুণা ;

আবার কবে ধরণী হবে তরুণা ?

অনেক দিন পরাগহীন ধরণী ।

বসনারূত খাঁচার মত তামসস্বনবরণী ॥

নাই সে শাধা, নাই সে পাখা, নাই সে পাতা
নাই সে ছবি, নাই সে রবি, নাই সে গাথা ;
জীবন চলে আঁধার জলে আলোকহীন তরণী
অনেক দিন পরাগহীন ধরণী ।

পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া ।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া
আপনা থাকি ভাসিবে আঁধি আকুল নারে ;
ঝরণা সম জগত মম ঝরিবে শিরে ।

তাহার বাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া ॥

কীৰ্ত্তনের স্বর—রূপক ।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে ।

একদা কি করিয়া মিলন হোল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে ॥

বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে ।

খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী আর,
খাঁচার থাকি নিরিখিলে ।

বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব ।

খাঁচার পাখী বলে হার,

আদি কখনে হার বাহিরিব ।

বনের পাখী গাছে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত ।
বাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দৌহার ভাষা হুই মত ।
বনের পাখী বলে বাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি !
বাঁচার পাখী বলে বনের পাখী তুমি
বাঁচার গান লহ শিখি ॥
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই !
বাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনগান গাই ।
বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীর,
কোথাও বাধা নাহি তার ।
বাঁচার পাখী বলে বাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার !
বনের পাখী কহে আপনা ছাড়ি মাও
মেঘের মাঝে একেবারে ।
বাঁচার পাখী কয় নিরালা কোপে বসে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে ॥
বনের পাখী গাছে—না,
সেখা, কোথায় উড়িবারে পাই ।
বাঁচার পাখী কহে, হায়
মেঘে কোথায় বসিবারে ঠাই ॥
এমনি হুই পাখী দৌহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায় ।
বাঁচার কঁকে কঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায় ॥
হৃদয়ে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায় ।
হৃদয়ে একা একা কাপটি মারে পাখা,
কাড়রে কহে, কাছে আর ॥
বনের পাখী বলে—না,
কবে বাঁচার মুখি দিবে বার ।
বাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শরতি নাহি উড়িবার ॥

কীর্তনের হৃদ ।
আমারে, কে নিবি ভাই,
সঁপিতে চাই আপনারে ।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে ধারে ॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে,
চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভায়ে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে ।
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোকা বরের ধারে ।
যেমন ঐ এক নিমেষে বস্তা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ॥
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধরে মোর ডাক্তে পারে ।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্তে পারি দেখে তারে ॥

সোহিনী—একতাল।
ওগো, দেখি আঁধি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঝোর ।
আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মন্দিরারসে ভোর,
আমার চোখে ভাই ঘুমঝোর ॥
ছি ছি ছি, সখি, কতি কি,
এ ভবে, কেহ জানী অতি, কেহ ভোলা-মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কারো বা নয়নে হাসির কিরণ,
কারো বা নয়নে শোর ।
আমার চোখে শুধু ঘুম-ঝোর ॥
ওগো, কেন গো অচল প্রায়,
হেথা, দাঁড়াবে তরু-ছায় ।
অবশ হৃদয় ডারে চরণ চলিতে নাহি চায়,
ভাই দাঁড়াবে তরুছায় ।
ছি ছি ছি, সখি, কতি কি ;
এ ভবে, কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আসিলে চলিতে না চায়,

কে বা আপনি স্বাধীন,
কাহারো চরণে পড়েছে ডোর,
কাহারো নয়নে লেগেছে ষোর ॥

হলভান—আড়াঠেকা।

কে তুমি গো খুলিছাছ স্বর্ণের হ্রদার।
ঢলিতেছ এত হুখ, ভেঙ্গে গেল, গেল বুক—
যেন এত হুখ হলে ধরে না গো আর ॥
তোমার চরণে দিশু প্রেম-উপহার,
না যদি চাও গো নিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা' মোরে,
ধাক' ছদি আলো করে,
হৃদয়ে থাকুক জেপে সৌন্দর্য তোমার ॥

ললিত—ধেমুটা।

শুন, নলিনী ঝোলগো আঁধি,
হুম এখনো ভাসিল না কি।
দেখ, তোমারি হ্রদার পরে,
সখি এসেছে তোমারি রবি।
তুলি প্রভাতের গাধা মোর,
দেখ ভেসেছে হুমের ষোর,
দেখ অগন্ত উঠছে নয়ন মেলিয়া
নুতন জীবন লভি।
তবে তুমি কি সজনি, আগিবে না কো
আমি যে তোমারি কবি ॥

প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
বীরে বীরে উঠ চাহি ॥
আজিও এসছি চেরে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি ॥
আজিও এসছি উঠ উঠ সখি,
অগন্ত ত রজনী নাহি।

সখি—শিশিরে হুবানি মাজি,

সখি—মোহিত বসনে সাজি,

দেখ—বিমল সরসী আরসীর পরে

অশ্রুপূর্ণ নয়ন।

থেকে থেকে বীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ হুখ ছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া সন্মের মূদ্র হাসি ॥

বাহার—বাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রথম-প্রোতে।
বাঘনা বাঘনা করি—ভাসারে দিলাম তরী,
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হতে ॥
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ,
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
আনিহুনা শুনিহুনা কিছুনা ভাবিহু,
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিহু।
এতদূরে ভেসে এসে, ভয় যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা ॥
আগে ভাগে অভাগিনী কেন আবিল না।
এখন যে দিকে চাই, কুলের উদ্দেশ নাই।
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে ষোর।
প্রোত প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর ॥

তৈরবী—একতাল।

সোনার পিজুর ভাসিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে থাক।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
হৃদর কানন হইতে সে যে শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে থাক।
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন বাগরে বার;
হাসিতে অজ্ঞাতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া,
দিয়েছিহু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া কেনেছে হায়রে হার।
সাধের স্বপন বাগরে বার ॥
যে বার সে বার ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু কল হার হার,
নয়নের কল নয়নে থাকা, নয়নে থাকা আপা।

বাঁধিতে পারে না আমারে সোহাগে,
রজনী গোহায, ঘুম হতে আগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা ।
বায় যদি তবে থাক্, একবার তবু ডাক্,
কি আনি যদিহে প্রাণ কানে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্ ॥

লিঙ্গ-কাফি—আড়াঠেকা ।
কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায় ।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় ।
বাতাস যখন কঁদে গেল,
প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না ।
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল করে বায়
মুখের পানে চেয়ে দেখে, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি ।
পরান ভেঙ্গে মধু দিবি, অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবে শেষে ।

বাঁট ললিত—বাঁপতাল ।
ওকে কেন কাঁদালি ।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু স্বপ্নের হায় হায় ।

ললিত—আড়াঠেকা ।
তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলার পরে ।
কখন যে শুকারে বায়, ফেলে দেয়রে অন্যদরে ॥
তোরা লুখা করিস্ দান, তারা শুধু করে পান,
হৃদয় অলটি হলে ফিরেও ত নাহি চায় ;
হৃদয়ের পাত্রখানি, ভেঙ্গে দিবে চলে যায় ।
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আরও রবেনা কাছে ।
প্রাণের ব্যাধি প্রাণে রেখে
প্রাণের আশ্রণ প্রাণে ঢেকে,
ও বে কঁদে চলে যায়—
ওর হাসি মুখ যে আর দেখা বাবে না ।
শুধু প্রাণে চলে দেয়, নয়নেতে অক্ষয়
এ কলমে আর ফিরে চাবে না ।

হৃদয়ের এ বিশেষে কেন এল ভালবেসে,
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা ।
হাসি খেলা ফুরালো রে হাসি আর কেমনে ।
হাসিতে তার কানামুখ পড়ে যে মনে ।
ডাক্ তারে একবার কঠিন নহে প্রাণ তার,
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না ॥

ভৈরবী—একতাল ।

ফুলটি করে গেছে রে ।
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে ।
শুধু সে পাখীটী, মুগিরে আঁখিটি,
সারাদিন একলা ব'নে গান গাহিতেছে ।
প্রতিদিন দেখে ত যারে
আর ত তারে দেখে তে না পার,
তবু সে নিত্য আসে গাছের শাখে,
সেইধেনেতেই বসে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায়,
সঙ্গে হলে কোথা চলে যায় ॥

ভৈরবী—একতাল ।

মরণ রে তুহঁ মম শ্রাম সমান ।
মেঘবরণ তুহঁ মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান ।
তুহঁ মম শ্রাম সমান ।
মরণরে শ্রাম তৌহারই নাম ।
চির বিস্ময় দব্ নিরন্তর মাধব
তুহঁ ন তইনি মোয় বাম ।
আকুল রাধা রিক্ত অতি অর অর,
কঁরই নয়ন দউ অশ্রুধন কঁর কঁর,
তুহঁ মম মাধব, তুহঁ মম গোসর,
তুহঁ মম তাপ বুঢ়াও, মরণ তু আওরে আ-
ভুজপাশে তব লহ সযোষি,
আঁখিপাত মন্স আসব মোদয়ি,
কোম উপর তুহঁ রোদই রোদই,
রীক-করক-লব দেহ ।

তুহু নহি বিসরবি, তুহু নহি ছোড়বি,
রাখা-ছান্ন তু কবছ ন তেড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অমুদিন অমুখণ
অতুলন তৌহার লেহ ।

দূর সঙে তুহু বানী বজাওসি,
অমুখণ ডাকসি, অমুখণ ডাকসি,
রাখা রাখা-রাখা ।

দিবস ফুরাওল অবহু ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহু ঘূচাওব,
কুঞ্জ-বাট পর অবহু ন ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা ॥

গগন সখন অব, তিমির মগন ভব,
তাড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ-রব,
শাল তাল তরু, সতর তবধ সব,
পন্থ বিজন আতি ঘোর,
একলি যাওব তুব অভিসারে,
বাঁক পিয়া তুহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর ॥

জাহুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাখা
চকল হালদ তোহারি,
মাধব পছ মম, শ্রিয় স মরণসে
অব তুহু দেখ বিচারি ।"

বাহার—আড়াঠেকা ।

এ কি হরষ হেরি কাননে ।
পরাণ আকুল, পূজন বিকসিত,
মোহ-মদিরামর নয়নে ।
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বাহিছে সমীরণ,
নব পল্লবে হিজোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন
ধাইছে বসন্ত সমীরণে ।
ফুলেতে শুয়ে জোহনা,
হাসিতে হাসি দিলাইছে,
দেখ দুয়ারে দুয়ারে কেলে যায়,

হুমভারে অলস বহুধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সখনে ॥

বিষ্টিট বাখাজ—একতাল ।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় ।
কোথা সে লুকাল কোথা সে হায় ॥
কুহুম কানন হয়েছে শ্মশান,
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(৩) সব হেরি শূন্যময়, কোথা সে হায় ॥
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
(৩) সে আর আসিবে না, কোথা সে হায় ॥

পুরবী—কাওরানী ।

যে ফুল করে দেইত করে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
মাটি মেশায় মাটিতে ।
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা ।
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাকেলা ॥

ভৈরবী—রাগভাল ।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে ॥
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না ;
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে কিরেও না চায় ।
হায় হায় এ সংসারে যদি না পুরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও, শ্রানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও
থেকে যেতে কেহ বলিবে না ।
তোমার ব্যথা তোমার অক্ষ তুমি নিয়ে বাবে,
আর ত কেহ অক্ষ ফেলিবে না ॥

মিষ্ট—কাণ্ডমালী ।

কত বার ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া ।
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া ॥
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি ।
পোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি ॥
ভেবেছিহু কোথা হৃদয় স্বর্গের দেবতা ।
কেমন তোমারে কব প্রণয়ের কথা ॥
ভেবেছিহু মনে মনে দূরে দূরে থাকি ।
চিরকম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী ॥
কেহ জানিবে না যোর গভীর প্রণয় ।
কেহ দেখিবেনা মোর অক্ষরারিচয় ॥
আপনি আজিকে যবে হৃদাইছ আসি ।
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ॥

বেহাগ ষাণ্মাষ—একতাল ।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ।
সখি, বাতনা কাহারে বলে ।
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা সখি ভালবাসা কারে কয় ?
সে কি কেবলি বাতনাময় ।
তাহে কেবলি চোখের জল,
তাহে কেবলি হৃদয়ের বাস,
লোকে তবে করে কি হৃদয়ের ভরে
এমন হৃদয়ের আশ ॥
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
হৃদয় আকাশ, ভ্রামল কানল,
সকলি আমারি মত ।
(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের বাতনা যত ।
হুল সে হাসিতে হাসিতে করে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায় ।
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেরাগে কায় ॥
আমায় মডন হৃদী কে আছে ।
আমি সখি আমি আমারি কাছে ॥

হৃদী হৃদয়ের হৃদয়ের গান ।

শুনিয়া তোমের জুড়ায়ে প্রাণ ।
প্রতিদিন যদি কানিবি কেবল,
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিবাহ ভুলিয়া,
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ॥

জয়হরতী—রাঁপতাল ।

সখি, আর কত দিন, হৃদয়ীল পাতিবীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন করে ।
পারিনে, পারিনে আর পাষাণ মনের তার,
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্রান্ত হয়ে ॥
সমুখে জীবন ময়, হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিবশাস ।
উঠিতে শক্তি নাই, যে দিকে কিরিয়া চাই,
শূন্ত-শূন্ত-মহাশূন্ত নয়নেতে পরকাশ ॥
কে আছে, কে আছে সখি, এশ্রান্ত মস্তক ময় ;
বুকেতে রাখিবে জিকি বতনে জননী সম,
মন, ষতদিন যায়, হৃদিয়া আসিছে হার,
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে বরি ॥

বাহার—ভেতরা ।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি হৃদয় হে ।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দ হে ॥
অলে তোমার আলোক ছালোক জ্বলোকে
গগন উৎসব-প্রাক্ষেপ—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁধি পাইছে অন্ধ হে ।
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত-
প্রেম-বিকশিত অন্তরে ।
কত ভক্ত ডাকিছে “নাথ বাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে ॥”
উঠে সজনে প্রাণের লোক-লোকান্তরে
বশোপাখা কত হুগে হে ।
ঐ ভবনরূপ প্রভু হৃদয়গণ তব
হৃদয় মাল্য হৃদী হুগে হে ॥

দেশসিন্ধু—একতাল।

আমার যা আছে আমি সকল
দিতে পারিনি তোমাতে নাথ ।
আমার লাজভয় আমার মান
অপমান হুথ হুথ ভাবনা ।
মাঝে রয়েছে আশ্রয় কত শত কত মত,
তাই কেনে ফিরি, তাই তোমাতে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা ॥

যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ,
তাহে কেনে মরি তাহে ভেবে মরি,
তাই দিয়ে যদি তোমাতে পাই,
(জানি না) কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমাতে দেব,
দিয়ে তোমায়ে নেব বাসনা ॥

রামধন্যাসী মুর ।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ।
শরের হয়ে পরের মতন
তাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে ।
সেই গভীর স্বরে উলাস করে
আয় কে করে ধরে রাখে ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে ;
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে ;
নবীন আশ হৃদয় ভাসে,
ভাইএর পাশে ভাইকে দেখে ।
কত দিনের সাধন ফলে ।
মিলেছি আজ দলে দলে ;
আজ শরের ছেলে সবাই মিলে,
দেখা দিয়ে আররে মাকে ॥

ভৈরবী—বীপতাল ।

আমারেও কর মার্জনা ।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা ।

গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি মান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা ॥
জানি আমি, আমি তব মগিন সন্ধান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান ।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদতেছি মনস্তাপে
শুননো আমারো এই মুরম-বেদনা ॥

মূলতান—একতাল।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে,
পদে পদে পথ ভুলি হে ।
নানা কথার ছলে নানান মূনি বলে,
সংশয়ে তাই হুলি হে ॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘৃণা প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ,
শত লোকের শত বুলি হে ।
কাতর প্রাণে আমি তোমায়ে যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি,
পাইলে চরণ-বুলি হে ॥
শত ভাগ মোর শতদিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, একি চল দায়,
একা যে অনেকগুলি হে ।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বৈধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদ,
ধাঁসার মাঝে পড়ে কত মরি কেনে,
চরণেতে লহ তুলি হে ॥

খই—একতাল।

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পুরিল পুলকে !
বিমল প্রভাত কিরণে, মিলিল ছালাক ভুলোকে ॥
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় হৃদয় খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে, আপন হৃদয়-আলোকে ।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরার আননে,
কুহুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে ।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে,
আগিছে খালিকা বালকে ॥

জগত যে দিকে চাহিছে,
সে দিকে দেখিছু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী,
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া ।
নবীন আলোকে ভাটিছে,
নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া, জয় জয় উঠে ত্রিলোকে ॥

ভৈরবী—একতাল ।

সখা মোদের নৈধে রাখ প্রেম-ডোরে ।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ-তলে রাখ ধরে ।
বাধ হে প্রেম-ডোরে ।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ান,
তোমার এ প্রেমের রাগ্য রেখেছি আধার করে ।
আপনার অভিমানে ছয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আশ্রয় সে চাহি আপনা পানে ।
বুঝি এমনি করে হারা বোঝারে,
বুলিতে লুটাইব আপনার পাষণ ভারে,
তখন কারে ডেকে কাদিব কাতর স্বরে ॥

ইমন কণাণ—তেওরা ।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ঋজুজ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।
তুমি সখা যার হৃদে বিরাজো
দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে ॥
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে ।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

মিস্রদেশ ধাৰাজ—গাঁগতাল ।

শোন শোন আমাদের বাখা
দেব দেব প্রহুদয়াময় ।
আমাদের করিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ।
চিরদিন আধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবে মাকি ছয় ॥

চিরদিন করিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ।
মরমে লুকাইন কত দুঃখ, ঢাকিয়া রয়েছি স্নান মুখ,
কাদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক ।

সকোচে স্নিয়মাণ প্রাণ, দশদিশি বিভাবিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে, বুঝি তব হবে না আলয়
চিরদিন করিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ॥
কোন কালে তুলিব কি মাথা ।

জাগিবে কি অচেতন প্রাণ ।
ভারতের প্রভাত গগনে, উঠিবে কি তব জয় গান
আশাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই,
মোরা সব রয়েছি চাহিয়া ।
বল প্রভু মুছেবে এ আঁধি,
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া ॥

ভৈরব—গাঁগতাল ।

সকলের কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি,
অমৃত করিছ বিতরণ ।
পাইয়া অনন্ত প্রাণ, জগত গাহিছে গান,
গগনে করিয়া বিচরণ ॥
মৃত্যু শূণ্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়,
সঙ্গে ধায় গ্রন্থ পরিজন ।
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্রদল,
চারিদিকে চলেছে কিরণ ॥
পাইয়া অমৃতধারা, নব নব গ্রন্থ তারা,
বিকশিয়া উঠে বহুক্ষণ ।
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান,
পূরিতেছে অনন্ত গগন ॥
পূর্ব লোক লোকান্তর, প্রাণে মধু চরাচর,
প্রাণের সাগরে সত্তরণ ।
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রিগণ ॥
মোরা সব কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ,
কি করিয়া করিব ভ্রমণ ।
অমৃতের কণা তব, পাথরে দিয়েছ প্রভো
দুঃখ প্রাণে অনন্ত জীবন ॥

দক্ষিণী স্রব—একতাল।

সকাতরে ওই কানিছে সকল,
শোন শোন পিতা ।
কহ কাণে কাণে, শুনাও প্রাণে প্রাণে,
মঙ্গল বাস্তব ।
সুজ্ঞ আশা নিরে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা ।
যা কিছু পায়, হারায় যায়,
না মানে সান্ত্বনা ॥
সুখ-আশে, দিশে দিশে,
বেড়ায় কাতরে ।
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে ॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় বেলা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে ।
কান্দে শুধন, আকুল মন,
কাঁপে ভরসে ।
কি হবে গতি, বিশ্ব-পতি,
শান্তি কোথা আছে ।
তোমারে দাও, আশা পুরাও,
তুমি এস কাছে ॥

চৌড়ী—একতাল।

সখা, তুমি আছ কোথা,
আরা বরষের পরে আনিতে এসেছি ব্যথা ।
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
তবে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা ।
ভুল জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
এ আজি কত ভাবে, পড়েছে কলঙ্ক-রেখা ।
নেছি তোমার কাছে, দাও তাহা, দাও মুখ,
হলে করিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা ।
য, দেব, চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সারের বার্ষিক্যে করিতেছে টলমল,
সে হৃদয় 'তুলে, রাখ' তব পবনুলে,
রাতি বরষ বেশ নির্ভয়ে সে রহে সখা ।

দেশ নিম্ন—চুংরি ।

সংশয়-ভিমির মাঝে না হেরি গতি হে ।
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' অগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সত্য বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাঝে অনাথ আমি অতি হে ।
মিছে আশা লয়ে সত্য ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি ভ্রান্ত,
তবু চকল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে মিনতি হে ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

সংসারেতে চারিধার করিরাছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ঝুঁটেছে তাই ।
চৌদিকে বিষাদ বেয়ে বেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মুরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিত্যজি ওই মুখ পানে চাই ।
তোমার আশাসবাণী শুনিতে পেরেছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু ।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত বাঁচিয়া লব,
তোমার অভয়-কোলে পেরেছি পেরেছি ঠাই ॥

নিম্ন—চুংরি ।

হৃদয় বেদনা বহিরা প্রভু, এসেছি তব দ্বারে ।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়বাসী সকলি জানিছ হে,
কত হৃৎ-লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট
আর আনাইব কারে ।
অপরূপ রূপ করেছি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে'
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্কিনা, কেহ
করিবে না সংসারে ।
সব বাসনা দিব বিসর্জন, তোমার প্রেম পাখারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ তুলিব,
তব নিম্ন অমৃত দ্বারে ।

আর আপন ভাবনা পারিলা ভাবিতে
তুমি লহ যোর তার,
পরিভ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও
সংসার-সাগর পারে ॥

টোড়ি—একতালা ।

গাও বীণা, বীণা গাওরে ।
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাওরে ।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম আগাওরে ।
ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে
পাষণ প্রাণ কাঁদাওরে ।
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
প্রাণে নববল দাওরে ।
আনন্দময়ের আনন্দ আনয়
নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সধা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে ॥

মিষ্ট বিকিট—কাওয়ালি ।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে ।
হের কত দীন জন কানিছে ।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে ।
কত ধূলিশারী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে ।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে ।
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে ।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সাহসনা,
ব্যথিত জনের বুচাতে বস্ত্রণা,
তোমায় কিরণ করহ প্রেরণ
কল আকুল রাখিতে হে ।

বাঁধাজ—ভাল ধামার ।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ হরণ রেহ কোলে ।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ রেহ কোলে ।
কিরিছে যারা পথে পথে,
ভিঁকি মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা ভব করুণা,
হৃদি জনে তুমি নেবে ভুলে
তাপ হরণ রেহ কোলে ॥

মিষ্ট বেলাবতী—কাওয়ালি ।

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও ।
পতিত যে জন করেছে রোদন,
পতিত পাবন তাহারে উঠাও ।
মরণে যে জন করেছে বরণ
তাহারে বাঁচাও ॥
কত হৃথ শোক, কাদে কত লোক,
নয়ন মুছাও ।
ভান্ধিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ধরে ডেকে নাও ।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও ॥
হের কোথা যায় ক্লার পানে চায়
নয়নে আঁধার
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার ।
সে যোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমায় কিরণে আঁধার ঘূচাও ।
সবহারা জনে রাখিয়া চরণে
বাসনা পূরাও ॥
কলঙ্কের বেধা প্রাণে দেয় বেধা
প্রতিদিন ধায় ।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন
লজ্জা দুই ধায় ।

এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল
এ হৃথ শোকানল দূরে থাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ হৃথ হৃথ পড়ে থাক।
ভবের নিশীথিনী খিরিবে স্বনবোরে
তখন কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

সাহান—রাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে স্বরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' তুরা করে
তাপিত-হৃদয় বারা মুছিবি নয়নধারা
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে!
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে।

দেশ—একতাল।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুব রয়েছে।
জীবন অহরহ হতেছে ক্রীণ,
কি হল এ শৃঙ্খল জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
ঐতু যে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে।

টোড়ী—রাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ কতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ!
ডেকে মিলে, ছিল বারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'!

প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার স্বনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়?
শুধু নির্বরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে গুই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে হৃষিত রেখনাক!
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিগ্রাম কোথায়!
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জন
তোমার স্নেহেতে, নাথ ঢাক'॥

ভয়রে—রাঁপতাল।

দেখ চেয়ে দেখ তোরা জগতের উৎসব,
শোনে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতার শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য অল্পম না জানি পেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহামুত্তারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখরে আকাশ চেয়ে—কিরণে—কিরণময়।
দেখরে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে;
কি কথা জানিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

বাহার—একতাল।

পিতার হৃদয়ে ঝড়োইয়া সব
ভুলে যাও অভিমান।

এস তাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনায়ে ব্যবধান।

সংসারের ধূলা ধূয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের খালে লয়ে এস তাই
প্রেম ফুল রাশিপ্রাশি।

নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহ।

চাহিলে না মুখ তুলে
কণ্ঠের আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ।

তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান।

তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।

হৃদয় মাঝারে ডেক নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না।

লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি
পিতার অসীম ধন-বতনের সকলই অধিকারী।

টোড়ি ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ হৃদয়ে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।

আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত তরিতা লও মরম মাঝারে।

শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও
শুষ্ক হুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।

তোমার কথা তাঁরে করে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

আলাইরা—একতাল।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
বে বাহির হইব অগতে মম জীবন ধন্ত মানি।

কবে প্রাণ আগিবে তব প্রেম গাহিবে,
যারে যারে ফিরি সবার হৃদয় চাখিবে,

যে শারী কল করিয়া হৃদয় চক্রে দিলে ঘুরি।

কেহ শুনে না গান আগে না প্রাণ

বিকলে নীত অবসান,

তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।

তুমি না কহিলে কেমনে কব,

প্রবল অজ্ঞের বাণী তব,

তুমি যা বলিবে তাই বলিব,

আমি কিছুই না জানি,

তব নাম আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

বলিত—আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বুধা গেল, কিছুই করিনি হায়,

আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।

তবুও আমার কাছে, নব রবি উদয়িছে,

তবুও জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।

বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,

তোমার করুণা-হৃদা হৃদয়ে দিতেছে আনি।

রেখেছ অগত-পূর্বে, যোরে তু কেহনি দূরে,

অসীম আশ্বাসে তাই প্লকে শিহরে কায়।

ভৈরবী—একতাল।

তব হয় পাছে তব নামে আমি

আমারে করি প্রচার হে।

মোহবশে পাছে ঘিরে আমার, তব

নাম-গান-অহঙ্কার হে।

তোমার কাছে কিছু নাহি লুকানো,

অস্তরের কথা তুমি সব জানো,

আমি কত দীন, আমি কত হীন,

কেহ নাহি জানে আর হে।

দুঃস্বপ্ন কর্তে যবে উঠে তব নাম,

বিশ শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,

তাই আমার পাছে আগে অভিমান,

এসে আমার আঁধার হে।

পাছে প্রতারণা করি আপনারে,

তোমার আসনে বসাই আমারে,

রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে

রাখ রাখ যায় যায় হে।

বেহাগ—কাঙালি ।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে ।
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হার)
অমিয়া অগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে ।

মহিশূরী ভজন ।

আনন্দ শোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে ।
বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণ গ্রহতারক
চন্দ্রতপন ব্যাকুল ত্রুড়বেগে
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে ।
ধরণী পর বরে নির্বর মোহন মধুর শোভা,
ফুল পল্লব নীত গন্ধ সুন্দর বরণে ।
বহে জীবন রজনী স্নিগ্ধ চিরন্তন ধারা
করুণা তব অবিভ্রাম জন্মে মরণে ।
সেহ প্রেম দয়াক্তি কেমন করে প্রাণ !
কত সাধুনা কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে ।
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
ত্রীসম্পদ ভূমাংশব নির্ভর শরণে ॥

বাঁধা—একতাল ।

জগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ অগং বাঁধায় ।
এক চায় একেরে পাইতে,
তুই চায় এক হইবারে ॥
ফুলে ফুল করে কোলাহুলি,
গলাগলি অঙ্গবেষ্টিত,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,
তারটি তারার পানে চায় ।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম,
একু হে, তোমার হল অর,
তোমার কুপায় এক হল,
আজি এই সুখল হৃদয় ।
যে হাতে দিয়েছ তুমি ধৈর্য,
পশুপদে ধরায় প্রাণের,

সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি,
এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে ।

অগত গাহিছে অর অর, উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে,
ছুটিতেছে প্রেম পরিমল ।
পাখীরা গাও গো সবে গান,
কহ বাবু চরাচর ময়,
মহেশ্বরের প্রেমের অগতে,
প্রেমের হইল আজি জয় ॥

জয়জয়ন্তী—রাপতাল ।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর ।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর ॥
হৃৎজনের আঁধি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বগহে কিসের ডর ।
তোমাতে হারায় যদি, হৃৎজনে হারাবে দৌহে,
হৃৎজনে কাদিবে বসি অন্ধ হয়ে স্বন মোহে ।
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে,
তবুও দৌহার মুখ চিনিবে না পরস্পর ।
দেখো প্রভু চিরদিন, আঁধি পরে ধেকো জেগে,
তোমাতে ঢাকে না যেন সংসারের স্বন মেঘে ।
তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন শশী,
উভয়ে উভয়ে হেরে প্লবিত কলেবর ॥

সহানা—রাপতাল ।

তুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল বদী,
বল দেখ, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায় ।
সমুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে ছুটিতে মিলিতে চায় ।
সেই এক আশা করি তুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি তুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত পাখান পরন্ত কত,
তুই বলে এক হয়ে, তানিয়া ফেলিবে তার ।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি সেহের কোলে যেন গো আগ্রহ মিলে ।
দুটি হৃদয়ের হৃৎ, দুটি হৃদয়ের হৃৎ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ॥

বিজ্ঞ-অমানট—রাপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাই ভূমি ত এসেছ ডাকি,
শুভকার্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ অগত চরাচরে, বেঁধেছ যে প্রেমভোরে,
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে, সংসারে পশিব দোহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়ী মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ, হৃদয়ে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে জ্বলি তোমাতে হৃদয়ে রাখি।

প্রভাতী—রাপতাল।

বাগুরে অনন্ত ধামে মোহ মায়ী পাসরি,
হৃৎ আধার যেথা কিছুই নাহি।
জ্ঞান নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলছে প্রবাহি॥
বাগুরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরপুত্র-বে তোমা উদার প্রাণে।
দেব-রাজ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী যে লোকে,
ধানজরে গান করে একতানে।
বাগুরে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুভ সেই চির বিমল পূণ্যকিরণে,
বায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পূণ্যবান,
বাও বৎস, বাও সেই দেব সপনে॥

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোহে চরণে তোমার।
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর॥
যে প্রেম হৃৎথেতে কড়, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম হৃৎথেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেবে নিমেবে বাধা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ হাসি, প্রভাত কিরণ রানি,
যে প্রেমের অক্ষয় শিশির উদার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সপনে,
সে প্রেম দেখায় নাও পথিক হৃদয়ে,
যদি কড় ভ্রাত হই কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কড় পথ ভোলে দেখায়ো আবর।

সাহান—বৎ

শুভদিনে শুভকরণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।
এক স্তব্ধ দিয়ে, পাব, গৌণে রাখ এক সাধে,
টুটেনা ছিড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকার পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝে॥

ইমন ভূপালী—কাওয়ালী।

হৃৎথ থাক আর হৃৎথি কর সব
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে।
মঙ্গলের পথে ধেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
এব সত্য তাঁরে প্রবর্তা কর
সংশয় নিশীথে সংসার অর্পবে।
চিরহৃদয়ের প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
হৃদনার বলে সবল হৃদয়
জীবনের কাঞ্চ সাধিও নীরবে।
কত দুখ আছে, কত অক্ষয়ল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সকল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে॥

ভৈরবী—একতাল।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্রবণে রাখি চরণে রাখি আশা,
নাও হৃৎথ, নাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁধি সত্য আগে জেনেও জামিলা,
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাহু পূর্ণ,
আমি আপন দোহে হৃৎথ পাই বাসনা অহুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অক্ষয়লিখিত হৃদয়ে থাক দিবস-রাত্রী॥

বিজ্ঞ-বেলাওল—স্বাপত্যাল ।

তুনেছে তোমার নাম, অনাধ আতুর জন,
এসেছে তোমার ঘারে, শূণ্ণ ফেরে না যেন ।
কাদে বারা নিরাশায়, আঁধি বেন মুছে যায়,
বেন গো অন্তর পায় ত্রাসে কম্পিত মন ।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে ভীর্ণ প্রাণ কত কাদিতেছে নিশিদিন ।
পাশে বারা ডুবিয়াছে, বাবে তারা ধর কাছে
কোথা হয় পথ আছে, দাও তরে দরশন ॥

বাহার ।

এই যে হেরি গো দেবী আমারি ।
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি ।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদগিছে,
ছন্দে জগৎ-মণ্ডল চলিছে,
জলন্ত কবিতা তারকা সবে ;
এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগো দেবি
আলোকে আলো আধারি !
আজি মলয় আকুল,
বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে,
মোর হৃদয় সব অব্যাহি,
তুমিই কি দেবী ভারতী,
কৃপাশুণে অন্ধ আঁধি ফুটালে,
উবা আনিলে প্রাণের আধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ?
তুমি ধন্ত গো, র'ব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ॥

গৌর—মহা ।

“হৃদয়ে রাখ” গো দেবি, চরণ তোমার ।
এস, মা করুণাশীল, ও বিধু-বদন ধানি
হেরি হেরি আঁধি ভরি হেরিব আবার ।
এস-আগরিণী বাণী সমুখে আমার ।
মুহুর্ত হাসি হাসি, বিলাও অমৃতরাশি
আলোর করুণ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা
তুমি গো পাষণ্ড-লতা, মুক্তি দয়সিমা ।

বসন্তের বনবালা, অকুল রূপের ডালা,
মায়ায় মোহিনী মেয়ে ভাবের আঁধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার,
অদর্শন হ'ল তুমি তাজি লোকালয় ভূমি-
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিবাদের কবে না কথা
বিষণ্ন কুহুমকুল বনকুল বনে ।
“হা দেবি, হা দেবি” বলি, গুজরি কাদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার—আঁধার !
সরস্বতী ।—দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিহু এ ষোর বনমাঝে,
গলাতে পাষণ্ড তোর মন,

কেন, বৎস, শোন তাহা, শোন ।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান ।
তোর গানে গোলে বাবে সহস্র পাষণ্ড-প্রাণ ॥
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে স্রোত মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে স্নেহ অনুক্ষণ ।
অধীর হইয়া সিদ্ধ কাদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে ।
মাধার উপরে তোর কাদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অক্ষর ধারা,
যে করুণ রসে আজি ডুবিব রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময় ।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত র'বে ।
সে জাহ্নবী বহিবেক অব্যুত হৃদয় দিয়া,
শাশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া ।
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অন্তিমিত ।
বতদিন আছে শশি, বতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি, মহা কবি ।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর ।
নিত্য নব নব গীতে সজত রহিবি তোর ॥
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা বত
শুনি তোর কর্তব্য শিখিবে সঙ্গীত কত ।
এই সে আমার বীণা, দিহু তোরে উপহার ।
যে গান গাহিতে সাধ আঁধারে ইহার জর ॥

মিষ্ট-দেহ—ধেমুটা।

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাসে।
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাঞ্জে মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহ পাশে।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয় রতন-আশে।
ফিরে এস, ফিরে এস, মন মোদিত ফুলবাসে।
আজ বিরহ রজনী, ফুল কুহুম
শিশির সলিলে ভাসে ॥

বেহাগ।

আগে চল, আগে চল্‌ ভাই।
পড়ে থাকি পিছে মরে থাকা মিছে,
বৈচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই।
প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনকণ চেয়ে থাকি কিছু নয়,
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্‌ ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
পতীর ঘূমের আরোজন,
(এ যে) স্বপনের মুখ, মুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
হৃদয় আছে কত, বিদ্র শত শত,
দীর্ঘনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত,
হৃদয়ে বহিরা বল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
বেধ ব্যতী বায় অয় গান গায়
রাজ পথে গলাগলি।

এ আনন্দ করে কে রহেছে করে
কোন মরে ফলাফলি ॥

বিপুল এ ধরা, চকল সময়,
মহা বেগবান মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
পিছিয়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিরে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহেশ্বর পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়াব কানন,
ছিড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই।
চিরদিন আছি ত্রিধারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্রে চার,
পদ ধূলা উড়ে আসে।
খুলি শব্দ ছাড়ি ওঠ ওঠ সব,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতলে ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥

মিষ্ট-ধেমুটা।

আজ আসবে শ্রাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজাবে বাঁদী ধূম্না তীরে।
আমরা কি করব ? কি বেশ ধরব ?
কি মালা পরব ?
বাঁচব কি মরব মুখে ?
কি তারে বলব ?
কথা কি রবে মুখে ?
শুধু তার মুখ পানে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাসব নয়ন নীরে।

যোগিনী-বিতান—একতারা।

আজি শরত তপসে প্রভাত স্বপনে
কি আলি গরল কি বে চার।

ওই শেকালির শাথে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কি যে গায় !
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উল্লাসে
রহে না আবাসে মন যায় !
কোন কুহুমের আশে, কোন ফুলবাসে
হুনীল আকাশে মন যায় !
আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো !
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
“এ নহে, এ নহে, নয় গো !”
কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন ছায়াময়ী অমরায় !
আজি কোন উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় !
আমি যদি গাঁথি গান অধির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর !
আমি যদি গাঁথা মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুল হার !
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায় !
সখা ভয় হয় মনে পাছে অবতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায় ।

মিশ্র—বেহাগ ।

আজু সখি মুহুমুহ, ডাকে পিক কুহ কুহ,
কুহুধনে চুই চুই, পৌহার পানে চায় ।
বুবন মদ বিলসিত, পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মুরছি অহু যায় !
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উদ্ভাদিনী,
শিখিল সব বাঁধনি, শিখিল ভরি লাজ ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিক থরথর,
নিহয়ে তনু অরবর, কুহুমবন দাখ ।
মলয় মুহু কলগরিছে, চরণ নাহি চলগরিছে,
বচন মুহু থলগরিছে, অকল লুটায় ।
আখ-ফুট শতদল, বীজভরে টলমল,
জাঁধি রহু চলচল, চাহিতে নাহি চায় ।
অলকে কুল বাঁপরি, কপোলে পড়ে বাঁপরি,
মধু অললে জাপরি, থগরি পড়ু পায় ।

বরই শিরে ফুলদল, বহুনা বহে কলকল,
হাসে শশি চল চল, ভাতু মরি যায় ।

মিশ্র—কাল্যাড়া ।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসচুকুর মত !
সে যে ছুয়ে গেল হুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত !
সে চলে গেল বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি কুহুম বনেতে !
সে তেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোয় দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে !
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাঙিতেছি তাই একলা বসে !
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ষোর
সে প্রাণের কোথা ছলিয়ে গেল ফুলের ডোর !
সে কুহুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল ।
হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে !

সরফর্দা—কাওরানী ।

এত খেলা নয় ! খেলা নয় !
এয়ে ছন্দ-নহন-আলা, সখি !
এবে, প্রাণ-ভরসা ব্যাকুলতা,
গোপন মস্তকের ব্যথা,
এবে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালে ।
কে যেন সতত মোরে
জাকিয়ে আকুল করে,
বাই বাই করে প্রাণ যেতে পারিলে !

যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামারে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা ।
হজনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা ।

বানীর—কাওরালী ।

ওই কেগে হেসে চায় । চায় প্রাণের পাশে ।
গোপন হৃদয় তলে, কি আনি কিসের ছলে,
আলোক হানে ।

এ প্রাণ নৃতন করে, কে যেন দেখালে মোরে,
বাঁজিল মরম-বীণা নৃতন তানে ।

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণভরি বিকসিল,
তৃষা-ভরা তৃষা হরা এ অমৃত কোথা ছিল !
কোন চাঁদ হৈসে চাহে । কোন পাখী গান গাহে
কোন সমীরণ বাহে লতা-বিতানে ।

বসন্ত-বাহার—কাওরালী ।

কে ডকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই !
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি মধু বহে চলে বাই ।

পরশ পুলক রস ভরা রেখে বাই নাহি দিই ধরা,
উড়ে আসে ফুলবাস, লতা পাতা কেলে বাস,
বনে বনে উঠে হা হতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, চলে বাই ।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।

সিদ্ধ-ভয়বী—আড়াঠেকা ।

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান ।
কখন বকুল মূল, ছেয়েছিল বঁরা ফুল,
কখন যে ফুল ফোটা হয়ে গেল অবমান ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান !
এবার বসন্তে কিরে, সুখীগুলি আগে নিরে ।
অলিফুল গুলিফুল করে নি কি মধুপান ?
এবার কি সমীরণ আগায় নি ফুলবন ।
সাদা দিয়ে গেল নাড়, চলে গেল স্তিরমাণ ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান ।
বতগুলি পাখী ছিল, পেয়ে বুঝি চলে গেল ।
সমীরণে মিলে গেল, বনের বিলাপ তাল ।
ভেদেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতকণে সখ-বেলা, আগিয়া চাহিল প্রাণ ।

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান,
বসন্তের শেষ রাতে, এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান ।
কাঁদিয়ে নীরব বাঁশি, অথরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে, ছল ছল অভিমান ।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান ।

সিদ্ধ কাকি—আড়াঠেকা ।

কেহ কারো মন বোঝেনা কাছে এসে সরে যায়,
মোহাগের হাসিটি কেন চোকের জলে মরে যায়,
বাতাস বন্ধন ফেঁদে গেল
প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী
কেন রে ফুল করে যায় ।
মুখের পানে চেয়ে দেখে,
আঁখিতে মিল্যও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি ।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হার হার !

ইমন কল্যাণ—একতাল ।

কো তুঁহ বোলবি মোয় ।
হৃদয় মাহ মঝু আগসি অম্বখন,
আঁখ উপর তুঁহ রয়লহি আসন,
অক্লশ নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিধ ন অন্তর হোয় । কো তুঁহ বলবি মোয় ।
হৃদয় কমল, তব চরণে লৈ মল,
নয়ন বুগল মম উছলে ছল ছল,
প্রেমপূর্ণ তরু পুলকে ঢল ঢল
চাহে মিলাইতে তোয় ।
কো তুঁহ বোলবি মোয় !
বিশরি-ধনি তুঁহ অমির পরল রে,
হৃদয় বিহারি হৃদয় হরলবে,
আকুল কাকলি ভূম ভরলয়ে,
উত্তল প্রাণ উত্তরয়ে, কো তুঁহ বোলবি মোয় ।
যেহি হাসি তব মধুকতু ধাতল,
তনরি দাঁশী তব গিক ফুল খাতল,
চরণ কমল যুগ হোয় কো তুঁহ বোলবি মোয় ।

গোপবৎসন বিকশিত বোঁদন,
পুলকিত বমনা, মুকলিত উপবন,
বিল নীর পর বার সমীরণ,
পলকে প্রাণমন ধোয়।

কো তুই বোলবি মোয় !

তৃষিত আঁখি, ভব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশতব, রাখা শিহরই,
শ্রেম রতন তরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা ধোয়।

কো তুই বোলবি মোয়।

কো তুই কোঁ তুই সবজন পুছরি,
অহুদিন সখন নহন জল দুছরি,
বাচে তানু, সব সংশয় ঘুচরি
জনম চরণপর লোয়।

কো তুই বোলবি মোয় ॥

মিষ্ট বাহার—কাতরাণি।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত !
নবীন বাসনা তরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।

হৃৎ ভরা এ ধরায়, মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসন্তে চায় হৃদয়ে ;
তাহারে বুঁজিব দিক্ দিগন্ত ॥
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।

বেমন নখিণে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে ॥

ভেমনি আঁখিও সখি বাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব ॥
কার হৃৎধর মাঝে অগতের গীত বাঁজ,
প্রভাত আগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের শ্রেম অনন্ত ॥
তাহারে বুঁজিব দিক্ দিগন্ত ॥

বিতান—আড়াঠেকা।

প্রভাত হইল নিশি কাননঘূরে।
বিহর শিমুর হিরা মরিগল বুয়ে ॥
রানশরী কুন্তে পেল, রান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাকর-হরে ॥

চল সখি চল তবে বরষেতে ফিরে,
যাক ভেসে রান আঁখি নয়ন-দীরে ॥
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হো'ক আশা অবসান
হৃদয়ে বাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে ॥

জিলাফ—রূপক।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে ॥
এ হৃৎ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে
জাননা হবে দিতে আপনা,
হৃৎখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
বারিবে সাধ করিবে বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি গরব যায় তাসি
পরান পড়ে আসি বাঁধনে ॥

খিকিট ধাধাজ—এ কতলা।

বাজিবে সখি, বাঁশী বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ॥
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে তাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখি জল, কারবে ছল ছল,
হৃৎখে বেদনা মনে বাজিবে ॥
মরমে মুরছিয়া মিলাতে যাবে হিরা,
সেই চরণ যুগ রাজিবে ॥

মলতান।

বাজাও রে মোহন বাঁশী।
সারা দিবসক বিহর নহন-হৃৎ,
মরমক ভিরাষ নাশি।
দ্রিক-মন ভেদন বাঁশরি-বাগন,
কঁহা শিখলিরে কান।
হানে থির থির, মরম অবশ কর,
লহ লহ মধুময় বাণ।
ধস ধস করতল উরহ বিরাকুল
চুল চুল অবশ-নয়ন।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরান।

কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত হৃথ করল পরান ।
পছলে কত শত গিরীত বাতল,
হিয়ে বিধাওল বাণ ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান ।
সাধ যায় বঁধু, বমনা বারিম
ডারিব দগধ পরাণ ।
সাধ যায় পছ রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝে হৃদয়েণ,
হৃদয়-জুড়াওল বদন চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুহুমিত কুঞ্জ-বিতানে,
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাণিক হুমধুর গানে ।
প্রাণ জৈবে ময়ু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু ।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে তাম্ ।

কান্নাড়া—৮৭ ।

বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে,
এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে ।
আজি মধু সমীরণে নিশিখে কুহুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল-জলে ।
এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে ॥
সে দিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুহুমদলে ;
ছুটি সোহাগের বাণী, যদি হত কানাকানী,
যদি ওই মালাধানি পরাতে গলে ।
এখন কিরাবে আর কিসের ছলে ॥
মধুরতি পূর্ণিমার, কিরে আসে বারবার,
সে জন করে না আর যে গেছে চলে ।
ছিল ভিবি মধুকুল, শুধু নিমিষের জুল,
চিরদিন তুমাকুল পরাণ জলে ।
এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে ॥

মলভান—একতাল ।

(উত্তর প্রত্যুত্তর)

- ১। ভালবেসে হৃথ পেও হৃথ,
হৃথ নাহি আপনাতে ।
- ২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে ।
- ১। মন দাও দাও দাও,
সখি দাও পরের হাতে ।
- ২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে ।
- ১। হৃথের শিশির নিমিষে শুকার
হৃথ চেয়ে হৃথ ভাল ।
আন সজল বিহল প্রেম ছল ছল
নলিন-নয়ন-পাতে ।
- ২। না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে ।
- ১। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি চুটিয়া যায়—
হৃথ পায় তার সে, চিরকলিকা-জনম
কে করে বহন চির-শিশির-পাতে ।
- ২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে ।

বারোয়া—রাঁপতাল ।

মা, আমি তোরে কি করেছি !

শুধু তোরে জন্ম ভোরে মা বলেরে ডেকেছি ।
চির জীবন পাহাণিরে, তাসালি আধিনারে
চির জীবন হৃথানলে দহছি ।
আঁধার দেশে তরাসেতে
চাহিলাম তোরে কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে ।
মা-হারা বালকের মত, কেঁদে খেঁড়াই অবিরত ।
এ চোখের জল মুছারে ত দিলিনে ।
সন্তানের ব্যথা দিয়ে যদি মা তোরে জুড়ায় বিহব
ভাল ভাল, তাই তবে হোক অনেক হৃথ সরেছি ।

পিনু বারোয়া—একতাল ।

মোরা জলে স্থলে কতই ছা লে মারাখাল গাঁধি ।
মোরা বপন বদন করি, ব মলস-নয়ন জরি,
গোপন হৃদয়ে পশি ক'রুক আসন পাতি ।
মোরা যদিও জরক ভুলি বসন্ত-সমীরে,
হৃথানী আঁধার প্রাণে প্রাণে,—

আধভাসে ভাষা গানে ;—

ভ্রমর শুধু বহুলাংশে বহুলাংশে পাতি ।

নর নারী বিয়া মোরা বাঁধি মায়া পাশে,
কত ভুল করে তারা কত কানে হাসে ।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মন্ত্রণ,
আনি মান অভিমান,
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী ।

চল সখি চল,

কুহক স্বপন খেলা খেলাবে চল ।

নবীন ছন্দে রাচি নব প্রেম-ছল

এমোদে কাটা নব বসন্তের রাতি ॥

ইম্ব কল্যাণ—বীপতাল ।

বাহা পাও তাই লও হাসি মুখে ফিরে যাও,
করে চাও কেন যাও, আশা কে পূরণে পারে ।
সবে চায় কেবা পার, সংসার চলে যায়,
বেবা হইল বেবা কানে বেবা পড়ে থাকে যায় ॥

বিল—মোরার—একতাল ।

যদি আসে তবে কেন বেতে চায়,
দেখা দিয়ে তবে কেন লো লুকায় ॥
চেরে থাকে ফুল ছন্দে আকুল,
বাহুতে এসে জেসে বাই,
থরে রাখ, থরে রাখ,
হৃৎ পাখা কাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ॥
পথিকের বেশে হৃৎ নিশি এসে
কলে হেসে হেসে, মিশে বাই ।
জেনে থাক জেনে থাক,—
বয়সের সাধ নিমিষে মিলায় ॥

বিল—একতাল ।

বে তোলা বাহুক সে ভাল বাহুক,
সজাতি লো আমরা কে ।
দীনহীন এই ছন্দে মোদের,
কাহেও কি কেউ ডাকে ॥
তবে কেন বল কেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে মরি বল ।
কোনো দিন কেবা মরি ॥

যদি সখি কেহ তুলে, মনখানি লয় তুলে,

উলটি পাশটি কপক বহিয়া

পরখ করিয়া দেখিতে চায়,

তখনি হুগিতে ছুড়িয়া ফেলিবে মিলারূপ উপেক্ষা —

কাজকি লো মন লুকান থাক,

প্রাণের ভিতর ঢাকিয়া রাখ ।

হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা তুলিয়া

হরবে প্রেমোদে মাতিয়া থাক ॥

মল্লার—কাওরাণি ।

রিম্ব রিম্ব বন বনের বহিষে ।

গগনে বন বটা, শিহরে তরুতা,

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ।

দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত

চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ॥

মিশ্র দেশ বাঁধাজ—বীপতাল ।

শোন শোন আমাদের ব্যথা,

দেব দেব প্রভু দয়াময় ।

আমাদের করিছে নয়ন,

আমাদের ফাটিছে ছন্দ ॥

চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে নিশি দূর হয়,

এদেশের মাথার উপরে,

এ নিলীধ হবে না কি ক্ষয় ।

চিরদিন করিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে ছন্দ ॥

মরমে লুকান কত ছন্দ, ঢাকিয়া রয়েছি স্নানমুখ,

কাঁদিবার নাই অবসর,

কথা নাই শুধু কাটে বুক ।

সকোচে স্রিয়মাণ প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকায়,

বেল হীন দীনহীন দেশে,

বুঝি তব হবেনা আলয় ।

চিরদিন করিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে ছন্দ ॥

কোনকালে তুলিবে কি মাথা,

আনিবে কি অচেতন প্রাণ,

ভারতের প্রভাত গগনে,

উঠিবে কি তব অঙ্গণ ॥

আশাস বচন কোল টাই,

কোন দিন ফিরিবে না পাই ॥

ভুলিতে তোমার বাণী তাই—

মোরা সব ররেছি চাহিয়া ।

বল প্রভু মুহুরিবে এ আঁধি,

চিরদিন কাটিবে না হিয়া ॥

—

ঐতর্য—রূপক ।

সধা আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি,

পরের মন নিয়ে কি হবে ।

আপন মন যদি বুঝিতে নারি,

পরের মন বুঝে কে কবে ॥

অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,

বাসনা কানে প্রাণে হাহারবে,

এমন দিতে চাও দিয়ে ফেল,

কেন গো নিতে চাও মনতবে ।

স্বপন সম সব জেনো মনে,

তোমার কেহ নাই ত্রিভুবনে ;

যে জন ফিরিতেছে নিজ আশে,

তুমি ফিরিছ কেন তার পাশে ;

নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,

হৃদয় দিয়ে শুধু শাস্তি পাও ;

তোমাতে মুখে ভুলে চাহে না রে

ধাক সে আপনার গরবে ॥

—

যাজ্ঞ—কাওরালি ।

সজনি সজনি রাধিকা। সো দেখে অবহঁ চাহিয়া,

মৃদল গমন শ্রাম আওরে মৃদল গান গাহিয়া ।

পিনহু ঝটিত কুহুম হার, পিনহু নীল আভিরা ।

সুন্দরি সিন্দুর দেখে সঁখি করহ রাভিরা—

সহচরি সব নাচ নাচ,—মধুর গীত গাওরে,

চকল মঞ্জীর বার কুঞ্জ গগন ছাওরে ।

সজনি অব উজার ম দির কনক দীপ আলিয়া,

সুরতি করহ কুঞ্জ ভবন পঞ্চ সলিল ঢালিয়া ।

মলিকা চামেলি বেশি কুহুম তুলহ বালিকা,

গাঁথ বুঁধি, গাঁথ জাতি, গাঁথ বহুল মালিকা ।

তবিত নয়ন তানু সিংহ কুঞ্জ পঞ্চম চাহিয়া

মৃদল গমন শ্রাম আওরে মৃদল গান গাহিয়া ॥

বিতাল—একতালি ।

সারা বরষ দেখিনে, মা,

মা তুই আমার কেমন ধারা ।

নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা ॥

এলি কি পাখালী গুরে,

দেখবো তোরে আঁধি ভোরে,

কিছুতেই থামে না যে মা,

পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

—

কাঙ্ক্ষি—কাওরালি ।

সেই শাস্তি ভবন ভুবন কোথা গেল ।

সেই রবি শশি তারা,

সেই শোকশাস্ত সন্ধ্যা সমীরণ,

সেই শোভা সেই ছায়া, সেই স্বপন ।

সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,

গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ ॥

এসেছি ফিরিয়ে, কেনেছি তোমায়ে,

এনেছি হৃদয় তব পায়,—

নীতল রেহছা। কর দান, নাও প্রেমদাও শাস্তি,

দাও নূতন জীবন ॥

—

বাহার—কাওরালি ।

হায়রে সেই ত বসন্ত ফিরে এলো,

হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় ।

সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কৈশে শেষে,

ফিরে চলে যায় !

কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, কত্রে সেল

আশা লতা শুকাল,

পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায় ।

শুফান পাতায় ঢাকা

বসন্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হার হার,

ফুরাইল সকলি ।

প্রভাতের মুহু হাসি, ফুলের রূপরানি,

ফিরিবে কি আর ;

কিবা সোছনা স্মৃতিত রে, কিবা বামিনী,

সকলি হারাল,

সকলি মেলায়ে চলিয়া, প্রাণ করে হার হার ॥

বাউলের হৃদয়।

ক্যাপা তুই, আছিস আপন খেয়াল ধরে।
 যে আশে তোমার পাশে,
 সবাই হাঙ্গামে দেখে তোরে ॥
 জগতে যে বার আছে আপল কাজে দিবানিশি,
 তারা পায় না বুকে, তুই কি খুঁজে,
 কেপে বেড়াস্ জনম তোরে।
 তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
 তোরে চিনতে যে চাই
 সময় না পাই নানান কাজে।
 ওরে তুই কি স্নাত্তে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
 এ যে বিষম জালা রান্না-পালা
 দিবি সবায় পাগল করে
 ওরে তুই, কি এনেছিস্
 কি টেনেছিস্ ভাবের জালে,
 জায় কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে
 আমরা লাভের কাজে,
 হাটের মাঝে ডাকি তোমার,
 তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া নাইক সাড়া,
 রয়েছ কোন দেশার ঘোরে।
 এ জগৎ আপন মতে আপন মতে চলে বাবে,
 হুসে তুই আরেক কোণে
 নিজের মনে নিজের ভাবে,
 ওরে ভাই ভাবের সাথে, ভবের মিলন হবে কবে,
 মিছে তুই তারি লাগি, আছিস জাগি
 না জানি কোন আশার জোরে ॥

দেশ—আড়াঠেকা।

অনিমেব আঁধি সেই কে দেখেছে,
 যে আঁধি জগত পানে চেরে রয়েছে।
 রবি শুনী গ্রহভারা, হয়নাক দিশে হারা,
 সেই আঁধিপরে তারা, আঁধি রেখেছে।
 ভরাসে আঁধারে কেন কাদিয়া বেড়াই,
 হৃদয় আঁকাশ পানে কেন না তাকাই।
 এবং জ্যোতি সে নয়ন আগে সেবা অহুমান,
 সংসারের মেঘে বৃষ্টি লুপ্তি ডেকেছে ॥

ব্রিটিশ—একতালী।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
 জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
 হিমাদ্রি পাৰ্বাণ কেঁদে গেল থাক্,
 মুখ তুলে আজি চাহরে।
 দাড়া দেখি তোরা আশ্রয় তুলি,
 হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
 প্রভাত গগনে কোটি শিয় তুলি,
 নির্ভয়ে আজি গাহরে।
 বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
 রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
 বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
 দশদিক হুখে হাসিবে।
 সে দিন প্রভাতে নতন তপন,
 নতন জীবন করিবে বপন,
 এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
 আসিবে সে দিন আসিবে।
 আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
 আপনার ভায়ে হৃদয় রাখিলে,
 সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
 পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
 সেখায় বিরাজে দেব আলীকাদ,
 না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
 ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
 বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

ভজন—চুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।

গৃহ তেরাগিরে শ্রবাসে ভ্রমিলি,
 পথ হারাইলি গহনে ॥

(ত্রি) সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এলো,

মেঘ ছাইল গগনে।

প্রান্ত ঘেহ আর চলিতে চাহে না,
 বিখেছে কটক চরণে।

গৃহে কিরে বেতে প্রাণ কাদিছে,

এখন কিরিত কেমনে,

পথ বলে দাও পথ বলে দাও,

কে আসে কারে ডাকি সদনে।

বন্ধু বাহাদুর ছিল, সকলে চলে গেল,
কে আর রহিল এ বনে ।
ওরে অগত সখা আছে, ধারে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে ।
দাঁড়িয়ে গৃহ ধারে জননী ডাকিছে,
আররে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁধি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলেনে ।
কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃত ভবনে ॥

সিন্ধু ঝিঝিট—কাওরানী ।

হাসি কেন নাই ও নয়নে,
ভ্রমিতেছ মলিন আননে ।
দেখ সখি আঁধি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে ॥
তোমারে মলিন দেখি, ফুলেরা কান্দিছে সখি,
সুখাইছে কত কথা বনলতা আকুল বচনে ॥
এস সখি এস হেথা, একটি কহগো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ॥

ভৈরবী—বাঁপতাল ।

কেন বাণী ভব নাহি শুনি নাথ হে ।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে কেলিলে,
বিরহে ভব কাটে দিন রাত হে ।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরম বেদনা,
আপনা পানে চাহি হৃদয় নয়ন জলে পাতি হে ।
পরশে ভব জীবন নব সহসা, যদি আদিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরযাত হে ।
অহঙ্কার চূর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর,
হৃদয় মন হরণ করি রাখ ভব সাথ হে ।

ভৈরবী—চোতাল ।

কেমনে ফিরিয়া বাও না দেখি তাঁহারে !
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ।
মহান অগতে থাকি বিষয় বিহীন আঁধি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে ।
যতনে আগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্যালোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আন্ধার আলোক ।
তাঁহার আহ্বান বরে আনন্দে চলিছে সবে
তুমি কেন বসে আছ মুগ্ধ এ সংসারে ॥

মিশ্র বনার—রূপক ।

চলেছে ভরণী প্রসাদ পবনে,
কে থাকে এস হে শান্তিভবনে ।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে বসে হেথা দ্বান মুখ ।
প্রাণের বাসনা হেথায় পুরে না,
হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ ।
এ ভব কৈলাহল, এ পাণ হলহল,
এ হৃৎ শোকানল দূরে থাক্,
সমুখে চাহিয়ে প্লকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ হৃৎ হৃৎ পড়ে থাক্ ।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘন ষোরে,
তখন কার মুখ চাহিবে ।
সাধের ধন জন, দিয়ে বিসর্জন
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে ॥

গাখাজ—ধামার ।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে,
তাপহরণ রেহ কোলে ।
নন্দন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সব ছুটে চলে
তাপহরণ রেহ কোলে ।
কিয়িছে ব্যথা পথে পথে,
জিকা মাগিছে ধারে ধারে,

তনেছে অহারা তব করুণা,
হৃষি জনে তুমি স্নেহে তুলে
তাপহরণ স্নেহ কোলে।

মিশ্র বলিত—একতাল।

ডাকিছ তুমি আগিহু প্রভু আসিহুতব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ দরশ আশে।
খুলিল দ্বার, ভিমির তার দূর হইল ভ্রাসে।
হেরিল পথ বিহ জগত খাইল নিজ বাসে।
বিমল কিরণ-প্রেম আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায় সকল জগত হাসে ॥
কানন সব ফুল আজি সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম কুহুম বাসে,
উজ্জ্বল যত ভক্তও হৃদয় মোহ ভিমির নাশে ॥

ভৈরবী—একতাল।

• তাঁহার প্রেমে কে ভুবে আছে,
চাহে না সে তুচ্ছ হৃৎ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে হৃৎ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতাল।

তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি হৃৎ তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দলোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার ॥

ভৈরবী—বাঁপতাল।

তোমাতে জানিলে হে তবু মন তোমাতে ধার।
তোমাতে না জেনে বিধ তবু তোমাতে বিরাম পার।
অসীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমার ॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি আজ আধারে ;
তুমি মুক্তি মহীয়ান আমি মগ্ন পাথারে ॥
তুমি অন্তরীম আমি ক্ষুদ্র নীন,
কি অপূর্ণ মিলন তোমার আমার ॥

মিশ্র ভৈরবী—কাওরালি।

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে।
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে ॥
যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে,
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনার বাঁধিলে ॥
কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না,
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না,
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায় ;
হাসিয়ে কিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে ॥

বাউলের হর।

তোমরা সবাই ভাল।

(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে,
সেই আমাদের ভালো।)

আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা দ্বন্দ্ব জ্বল জ্বল,
কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নতন প্রেমে নতন বধু, আগাগোড়া কেবল মধু,
পূর্বাতনে অল্প মধুর একটুকু স্বীকালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায় ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।

আমরা তুচ্ছ তোমরা হৃৎ,

তোমরা ভূপ্তি আমরা সুখা,

তোমরা কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।

যে মুক্তি নরনে লাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিবি গৌরবরণ কেউবা দিবি কালো।

ভৈরবী—একতাল।

তোমারই ইচ্ছা হোকপূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্বরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও হৃৎ, দাও তাপ, সকল সহিব আমি ॥
তব প্রেম আঁখি সতত আপে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি ॥
আনন্দময় তোমার বিধ শোভা হৃৎ পূর্ণ,
আমি আপন লোভে হৃৎ পাই বাসনা অহুগামী
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অন্ধ সলিলে যৌতুধনে থাক দিবস স্বামী ॥

বিশিষ্ট—গোঁড়ালি ।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মৃদু নয়ন মম প্লবিত্ত মোহিত মন ।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত তনু কুসুম বন ॥
তোমা পানে চাহি সকলি হৃদয়,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিরা ফিরে,
নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি ।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন ॥

ধন—কাণ্ডালি ।

দিবানিশি করিগা যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে রূপা করি,
হেথা কি করিবে আগমন ।
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
ছন্দয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রকালন ।
বাহিরের লীপ রবিতারা, ঢালে না সেখায় কর-ধার,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেখায় কিরণ বরিষণ ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রেমোদ কোলাহল,
বিশ্বের মান অভিমান, করেছে হৃদয়ে পলায়ন ।
কেবল আনন্দ বসি সেথা,
মুগ্ধ নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন ।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অঙ্কজল,
হৃদয়ে আগিয়া রবে একা মুদ্রিয়া সজল হৃদয়ন ॥

আগাবয়ি—ঝাপতাল ।

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখতাপ,
কত শোক লহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান ।
খুলে রেখেছেন তাঁর, অমৃত ভবন দ্বার,
আঁঠি মুচিবে অঙ্ক মুচিবে এ পথে হবে অবসান

অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি,
হৃদ্রে শোক তাপ নাঙ্কিরে—
অনন্ত আলয় দ্বার কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হবে নায়ে স্তিরমাণ ।

গোঁড়ালি—একতালি ।

দুখের কথা তোমার বলিব না,
দুখ ভুলেছি ও কর পরশে ।
যা কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আজি হরষে ।
আনন্দ আলয় এ মধুর ভাব,
হেথা আমি আছি, এ কি রেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে ।
কত নব হাসি কুটে ফুল বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা,
তোমার নীরব সভাতে ।
জননীর রেহ হৃদয়ের প্রীতি
শতধারে প্রেম, মধুর মাদুরী,
ডুবায় অমৃত সরসে ।
হৃদ্রে মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ মরশে ।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা,
নব-নব নব বরষে ।

ভৈরবী—ঝাপতাল ।

দেখ চেয়ে দেখ তোরা জগতের উৎসব,
শৌন্যে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব ।
জগতের বস্তু কবি, গ্রহতারা শশিরবি,
অনন্ত আকাশে কিরি গান গাহে নব নব ।
কি সৌন্দর্য অল্পম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান, কি মহা অমৃতধারা ।

না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব ।
দেখরে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণ ময়,
দেখরে জগত চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয় ।
আঁধি ঘোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা আগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব ॥

বামকেনী—কাতয়ালি ।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে ।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে ।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে
ভ্রাতৃপ্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে ।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতি দিন হেরিব জীবনে ।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব
শোকে হৃৎখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে,
বিরলে হে গভীর অন্তরে আসনে ।

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

প্রভু এলেম কোথায় ।

কখন বরষ গেল, জীবন বয়ে গেল,
কখন কি যে হল জানিনে হায় ।
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন পথে,
ভাসি যে কাগ-স্রোতে ত্বণের প্রায় ।
মরণ সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন ।
এ জীবন অবহেলে আধারে দিহু গেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায় ।
শোকে তাপে জর জর অসহ যাতনায়,
সুকায়ে গেছে প্রেম, লুপ্ত মরু প্রায়—
কানিয়া হলো সারা, হয়েছে দিশাহারা,
কোথা গো দ্রবতারা, কোথা গো হায় ।

পুরবী—আড়াঠেকা ।

বর্ষ ওই গেল চলে ।

কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে ।
শুধু আপনারে লয়ে সম্মত গিয়েছে বয়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে ।

অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে,
অনিমেঘ আঁধি তব মুখপানে চেয়ে আছে ;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পুরিছে দেহ,
প্রভু গো তোমারে কতু আর না রহিব ভুলে ।

রাগিণী কর্ণাটী ত্রিটিট—কাওয়ালী ।

বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,

ফিরাও না জননি ।

দোনহানে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী বলে শুধু ডাকিব ।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কৈদে কৈদে কোথা বেড়াব ।
ঐ যে হেরি তমস-শন-ষোয়া গহন রজনী ॥

ভৈরবী ।

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী ।
অয়ি নির্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরনী ।
জনক-জননী-জননী ।
নীল-সিন্দু-জল-ধোত চরণতল,
অনিল বিকলিত শ্রামল অকল,
অমর চুপিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-ভুবর-কিরিটিনী ।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত পূণ্য কাহিনী ॥
চির কল্যাণময়া তুমি দয়,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণ
পূণ্য পীঠ স্তম্ভবাহিনী ।

কীর্তনের সুর ।

(আমার) ললন-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়াবে ।
কাতর পরাণ ধায় বাহ বাড়াবে ।

(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ-পরশের তরে
(তারা) চরণ-কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে ।
মেতেছে হৃদয় আমার ধরয় না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচ সন্ধানে ।
(সখা) ঐ খানেতে থাক তুমি যেও না চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাধ ভাঙ্গি সবলে !
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন চুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে ।
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ, আজি উঠেছে ।

রামকলি—স্বাপত্যাল ।

আমি দীন অতি দীন—

কেমনে শুধিব নাথ নাথ হে তব করুণা-রূপ ।
তব মেঘ শতধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদি মাঝে বরিছে নিশি দিন ।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কছে ;
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণ-তলে লীন ।

মিশ্র—স্বাপত্যাল ।

একি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল—

আজি প্রভাতে জগত মাতিল তায় ।

হৃদয়-মধুর খাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়,
বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
মেই সুবতি-সুখা করিছে পান,
পুরিয়া প্রাণ, সে সুখা করিছে দান,
সে সুখা অনিলে উধলি যায় ।

মহি শূরী ধান্যাজ—ইংরি ।

চিরবন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি তুমি হে প্রভু ।
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চির সঙ্গী চির ভীষনে ।
চির প্রীতি-সুখা-নির্বর তুমি হে হৃদয়েশ,
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী ।

কানড়া—চৌতাল ।

জগতের তুমি রাজ্য, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ের তুমি লবয় নাথ হৃদয় হরণ রূপ ।
নীলাম্বর স্রোতির্বাচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সতয়ে নিয়ম পথে অনন্ত লোক ।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
শ্রেম পরিপূর্ণ মধুর ভাতি ।
ভকত হৃদয়ে তব করুণা রস সতত বহে,
দীন জনে সত্তত কর অভয় দান !

গোড় মল্লার—স্বাপত্যাল ।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
স্তন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তবে গোপন বিজ্ঞ গৃহে লয়ে যাও
মেঘ গো সরয়ে তান তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে,
লুকায়েনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ।

তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুক্ত নয়ন ময় প্লবিত মোহিত মন ।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা প্রসন্ন রাত্রি,
রূপরশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন ।
তোমা পানে চাহি সকলে স্থম্বর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর
তোমার প্রেম চাহি ।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণে করেছি বরণ নিখিল জন ।

মিক্কা-কাফি—একতাল ।

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ ।
পলে-পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে-পদে অপমান ।
কথার বাঁধনী কাঁড়নীর পালা,
চোখে নাহি কারো নীর ।
আবেদন, আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির ।

বাদ্যালীক গান ।

কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ
জগতের মাকে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিলে আপনার কাজ,
পরের পরে অভিমান ।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা,
যেও না পরের ঘর,
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা,
সকল ভিক্ষার হার ।
দাও দাও যলে, পরের পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে যেনে না ত কিছু ।
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান ॥

মিষ্ট্রি ঝাঁকিট ধাবাজ—মধ্যমান ।
ও কে বোকা গেল না, চলে আয় চলে আয় ।
ও কি কথা যে বলে সখি কি চোখে যে চায় ।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে ধরা দিবে না যে,
বল কে পারে তার,
আপনি সে জানে তার মন কোথায় ॥

বেহাগ—রাপতাল ।
অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামি ।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ।
সংসার হুথ করছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ।
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসৌম্য জগতে ।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তব স্তব আশ্রিষ আসিছে নাশি ॥

মিষ্ট্র—মূলতাল ।
আমার মন মানে না (দিন রজনী)
আমি কি কথা স্মরিয়া এতসু তরিয়া
পুলক রাগিতে নারি ।
ওগো কি ভাবিয়া মনে,
এ ছাউ নরনে উথলে নয়নবারি ।

(ওগো সজনি !)

সে হৃদয়দল সে হৃদয়দল, জল বাজিছে বাঁশি ।

(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আমার মনে
হৃদয় হয় উদাসী, কেন না জানি ।
(ওগো) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে,
আকাশে কি মুখ আগে ;
(ওগো) বন-মধ্যরে নদী নিষ্করে
কি মধুর হৃদয় আগে ;
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিতে গলে,
(আমি) এ কথা এ ব্যথা হৃদয়ব্যাকুলতা,
কাহার চরণতলে দিব নিছনি ?

ভৈরবী—ভেড়রা ।

(আজি) যে রজনী যায় ফিরাইব তার কেমনে,
(কেন) নয়নের জল বরিছে বিফল নয়নে ॥
এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুহুম মালা হয়েছে অসহ,
এখন যামিনী কাটিল, বিরহ শয়নে ॥
(আজি) যে রজনী যায় ফিরাইব তার কেমনে ।
(আমি) বুধা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি ;
(বহি) বুধা মনোআশা এত ভালবাসা বেসেছি ;
শেষে নিশিষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন হৃদয়ীন ভবনে ॥
(হার) যে রজনী যায় ফিরাইব তার কেমনে ।
(কত) উঠেছিল চাঁদ নিলীথ অগাধ আকাশে,
(যেন) হুলেছিল ফুল গন্ধ ব্যাকুল বাতাসে,
তরু মন্দির, নদী কলতান,
কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান শ্রবণে ;
(আজি) সে রজনী যায় ফিরাইব তার কেমনে ॥
(ওগো) ভোলা ভাল তবে,
কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর,
(যদি) যেতে হল হায় প্রাণ কেন চায় পিছে আর,
কুঞ্জ দুয়ারে অবোধের মত,
রজনী প্রভাতে বসে রব কত,
এবারের মত বসন্ত গত জীবনে ;
(হার) যে রজনী যায় ফিরাইব তার কেমনে ॥

গুণো ভোলা ভাল তবে,
কাদিয়া কি হবে মিছে আর ।
বদি যেতে হল হার,
প্রাণ বেশ চায় পিছে আর ॥
কুঞ্জ দ্বারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত ।
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে !
হার যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে !

মিশ্র—ভৈরবী ।

(আহা) আগি পোহাল বিভাবরী ।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি ॥
স্নান প্রদীপ উমানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অন্তাচল,
মুছ অঁধি-জল, চল সখি চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরী ।
শরত প্রভাত নিরাময় নির্মল,
শাস্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জল বনডল সীতল শিশির সুসীতল,
পুলকাকুল তরু বরুরী ॥
বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেকালিকা,
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥

বেহাগ ।

(আমি) কেবলি স্বপন করছি বপন বাতাসে ।
(তাই) আকাশ-কুহুম করিছ চরন হত্যাশে ॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার ভরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়ে বেড়ায় আকাশে ।
(কিছু) বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা বাঁধনে ।
(কেহ) নাহি দিল ধরা শুধু এ হৃদয় সাধনে ॥
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল-শিখার কি করিছ খেলা,
নিম-শেষে দেখি ছাই হল সব হত্যাশে ।
(আমি) কেবলি স্বপন করছি বপন বাতাসে ॥

ধাওয়াজ ।

আমরা লক্ষী ছাড়ার দল ।
ভবের পদ্মপত্রে জল সলা করছি টলমল ।
(মোদের) আসা যাওয়া
শূন্য হাওয়া নাইকো ফলাফল ।
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
(আমরা) আপন রোঁধে,
মনের পৌঁকে ছিঁড়েছি শিকল ।
(লক্ষী) তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি
লুঠুন তোমার চরণ ধূলি গো ।
(আমরা) স্বপ্নে লয়ে কাঁথা বুলি কিরব ধরাডল ।
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে
বোকাই করা সোপার পাটে,
অনেক রক্ত অনেক হাটে গো
আমরা নোঙর হেঁড়া
ভাঙ্গা তরী ভেসেছি কেবল ।
আমরা এবার খুঁজে দেখি,
অকুলেতে কূল মেলে কি,
দীপ আছে কি ভব সাগরে ?
যদি হুথ না জোটে দেখবে ডুবে কোথায় বসন্তল,
আমরা জুটে, সারাবেলা করব হতভাগার বেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো ॥
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল ॥

বিশিষ্ট ।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে গুণো বিদেশিনি ।
তুমি থাক নিছু পারে গুণো বিদেশিনি ।
তোমায় দেখেছি শারদ প্রান্তে,
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে গুণো বিদেশিনি
আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমার গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গুণো বিদেশিনি
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নুতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে গুণো বিদেশিনি ॥

বাঙ্গালীর গান

চৌড়ি—বাঁপতাল।

আর কি আমি ছাড়ব তারে।
মন দিয়া মন নাই বা পেলেম,
জোর করে রাখিব ধরে।
পূণ্য করে হৃদয় পূরি,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায়
শুভ হৃদয় পূর্ণ করে।

রামকৃষ্ণসানী হর।

আমরা মিলেছি আজ মাঘের ডাকে।
ঘরের হরে পেরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আর বলে ওই ডেকেছে কে।
পতীর ঘরে উদাস ক'রে
আর কে পারে ধ'রে রাখে ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বোধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন আনে না কে।
মান অপমান গেছে বুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে,
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা গিরে আগ্নেয় মাকে ॥

ভূপালি—কাওরালী।

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতা-পূর্বে মজ্জিত হে
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্বী সত্য সাধনা,
অন্ধরে বাহিরে ধরে কর্তে
লকনি ব্রহ্ম-বর্জিত হে।

পূর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীৰ্য্যে অভয়ে অমৃত্তে
হইবে পলকে সজ্জিত হে।

বেলাবলী—চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়;
মধুর পবন বিমল, কিরণ ফুলবল,
মধুর বিহগ কলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা,
প্রাণ-ভরা প্রেম হিল্লোল, আহা!
হৃদয় কুহুম উঠিল ফুটি পলক ভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখে সব দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগত স্বামী বিরাজে হৃদয় শোভন।
ধন্ত এই মানব জীবন, ধন্ত বিশ্ব জগত,
ধন্ত তাঁর প্রেম তিনি ধন্ত ধন্ত।

মালকোষ—কাওরালি।

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্তগগনে
পান করে রবি শলী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত বহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ নিমগন কি কারণে।
চারি দিকে দেখ চাহি জলয় প্রসারি
ক্ষুদ্র চুখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লই শূন্য জীবনে।

কেশব—একতাল।

আমার বিচার তুমি কর, নাথ, আপন করে।
দিনের কর্ম সঁপিছু করণ চরণ পরে।
যদি পুজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধ'র যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার তুমি কোরো আপন করে।

লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি হৃৎ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমূখ'
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি হৃৎ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমার,
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশু করি আপনার মোহের ভরে
আমার বিচার তুমি কোরো তবে আপন করে ।

দেশ—একতাল্য ।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও ।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরেজ্ঞাপাও
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক শান্তি পাখারে,
সব হৃৎ হৃৎ খমিয়া যাক হৃদয় মাঝারে,
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক শুদ্ধ,
তোমার চিত্ত জয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও

মিশ্র-মল্লার—একতাল্য ।

আমি সকলি দিন তোমারে,
মননাথ হে, প্রাণনাথ হে ।
তাহে সিক্কিয়া তব পূণ্যবারি
রাখিয়ে তব সাথে হে ।
যাহা বিকল হল এ জনমে,
তাহা সফল করিও কালে,
যাহা পঙ্কিল তাহা নাশিও মম জটিল জীবন জালে
লহ লজ্জা, নাথ হে, ওহে লজ্জা-নিবারণ ।
মম হৃৎের আশা স্মৃতি লহ হে
ওহে সকল হৃৎের কারণ ।
মম হৃৎ-সিদ্ধ মথিয়া, লহ অমৃতে উজ্জারি,
মনো বাসনা সব লীন হোক ইচ্ছায় তোমারি ॥

কীর্তন ।

আমি সংসারে মন দিয়েছিহু,
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ।
আমি হৃৎ বলে হৃৎ চেয়েছিহু,
তুমি হৃৎ বলে হৃৎ দিয়েছ ॥

(দয়্য করে) (হৃৎ দিলে আমার দয়্য করে)
হৃদয় বাহার শতখানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়িয়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
(কুড়িয়ে এনে) (শত খান হতে কুড়িয়ে এনে)
(ধূলা হতে তারে কুড়িয়ে এনে)
হৃৎ হৃৎ করে ঘারে ঘারে মোরে,
কত দিকে কত ঝোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার,
এবার সে কথা বুঝালে ॥
(বুঝিয়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝিয়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমার বুঝিয়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে,
কোথা নিয়ে যার কাহারে ।
সহসা দেখিহু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি হয়রে ।
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে আমার
এনেছ আমি না জানিতে) ॥

ভৈরবী—সুরকাজী ।

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা হৃদয় জীবননাথ ।
শোকে হৃৎে তোমারি বাণী, আগরণ দিবে আমি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥
চিত্ত মন অর্পিত তব পদপ্রান্তে,
গুহ্র শান্তি শতদল পূণ্য মধুখানে,
চাহি আছে সেবক তব স্তুতি পাতে,
কবে হবে এ হৃৎ-স্নাত প্রভাত ।

কীর্তন ।

আমি যেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বুথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে ॥
(তোমার অমৃত পথে—বেগে তোমার
আলো জলে, সেই অন্তর পথে)

চারিদিকে হের খিরেছে কাঁরা,
শত বীধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়িতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো,
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
(তারা বাঁধিয়া রাখে তোমার বাহুর
বীধন হতে তারা বাঁধিয়া রাখে ।)
দাও ভেসে দাও এ ভবের সুখ,
কাজনেই এ খেলায় হে ।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত,
বেলা বহে তত যায় হে ॥
(ভুলে যে থাকি—দিন যে মিলায়,
বেলা যে ফুরায় ভুলে যে থাকি)
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
হৃৎমানল জ্বাল' তার হে ।
নয়নের জলে ভাসিয়ে আমারে,
সে জগৎ দাও মুছিয়ে হে ॥
(নয়নজলে তোমার হাতের বেদনা দেওয়া
নয়নজলে—প্রাণের সকল
কলঙ্ক-ধোওয়া নয়নজলে)
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার,
আসন পাত সেথায় হে ।
তুমি এস এস নাথ হয়ে বস,
ভুগোনা আমার হে ॥
(আমার শূন্য প্রাণে, চির আনন্দ ভার
থাক আমার শূন্য প্রাণে) ॥

ইম্ব কল্যাণ—একতাল ।

হৃদয়-শলী হৃদি গগনে, উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল হৃদয় ভুগনে, একি এ মহা মধুরিমা ।
ভুবিল কোথা হৃৎ হৃৎ করে, অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে আগরে, শুধুই হৃদা পুরণিমা ।
গভীর সঙ্গীত হৃদলোকে, ধ্বনিছে গভীর পুলকে,
গুনল-অঙ্গন আলোকে, উদার দীপা দীপ্তিমা ।

চিত্তযাবে কোন যন্ত্রে, কি গান মধুময় যন্ত্রে,
বাজয়ে অপরাপ তন্ত্রে,
ধ্রুমেব কোথা পরিনীমা ॥

গৌড়—মল্লার।

হৃদয়ে রাখ'গো দেবি, চরণ তোমার ।
এস, মা করুণা রাণী, ও বিধু বদনখানি,
হেরি হেরি আখি ভরি হেরিব আবার ॥
এস আদরিণী রাণী সমুখে আমার ।
মূহু মূহু হাসি হাসি, বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্যলতা, মুর্ত্তি মধুরিমা ।
বসন্তের বনমালা অতুল রূপের ডালি,
মায়ায় মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার ।
অদর্শন হলে তুমি তেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে ।
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবেনা কথা,
বিষয় কুহুমকুল বনকুল বনে ॥
“হা দেবি, হা দেবি” বলি গুঞ্জরি কাদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির আমার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার আঁধার ।
সরসভৌ । দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিহু ঘোর বন মাঝে,
গলাতে পাষণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন, তাহা, শোন !

আমি বীণাপানি, তোরে এসেছি শিখাতে গান ।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষণ-প্রাণ ॥
যে রাগিণী শুনে হোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কঠে বাজিবে রে অনুরূপ ।
অধীর হইয়া সিদ্ধ কাদিবে চরণ-জলে,
চারিদিকে দিকবৎ আকুল নয়ন-জলে ।
মাথার উপরে তোর কাদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অক্ষর ধারা ।
যে করুণা রসে আজি ভুবিলরে ও হৃদয়,
শত ঔতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময় ।

বেথায় হিমাব্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
বেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে !
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় সিন্ধী
আশ্রান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিনী !

মত নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে,
মানে নব শারদ লক্ষ্মী বিরাজে ।
নব-ইন্দু লেখা অলকে বলকে ;
অতি নির্মল হাস-বিভাস-বিকাশ
আকাশ নীলাবর মাঝে
বেত ভুজ বেত বীণা বাজে ।
উঠেছে আলাপ মৃদু মধুর বেলাগ তানে
চন্দ্রকার উল্লসিত ফুলবনে
ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা,
কর কর রসধারা ॥

কীর্তনের হর ।

বড় বেদনার মত বেজেছে তুমি হে আমার প্রাণে
এন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে
তোমার হৃদয়ে করে আছি নিশিদিন ধরে,
কি আঁধি তরে মুখের পানে ।
বিবড় ৩৩. কিকোন তোমার লাগি
পরশে বড় কুণ্ঠে বড় অহুসারে রয়েছি জাগি ॥
মত আর হয়ে গেছে যা হবার,
হেছে মন-প্রাণ মরণ টানে ॥

বাগেছি ।

পল্লবপ্রেম প্রথমি গো ভবনারা ।
ঘোর নিশীথে পুঞ্জিব তোমারে তারা ।
ধরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিলম্বকর,
মাতো মাগো ঘোরা উদ্ভাসিনী পারা ।
কালসরে দশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত ভাসাও বিপুল ধরা ।
উর কালি কপালিনি, মহাকাল-সীমন্তিনি,
লহ জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবি পরাংপর ।

লিঙ্গ-ভৈরবী—আপতাল ।

যদি এ আমার হৃদয়-হৃদয় বন্ধ রহে গো কত,
যদি কেড়ে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ।
যদি কোন দিন এ বীণার তানে,
তব প্রিয় নাম নাহি বন্ধারে,

লক্ষ্য করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ।
যদি কোন দিন তোমার আঁহবানে,
হৃপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র-বেদনে আগারো আমারে
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ।
যদি কোন দিন তোমার আগনে,
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ॥

ভৈরবী—একতাল ।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে ।

সরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে
আলোক পরশে মরমে মরিয়া
হেরগো শেফালি পড়েছে বরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া,
কামিনী শিথিল সাজে ।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে ॥
নিবিয়া ঝাটিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি ।

রজনীর শশী গগনের কোণে লুকার শরণ মাগি ॥
পাখী ডাকি বন্ধে গেল বিভাবরী,
বঁধু চলে জলে হইয়া গাগরী
আমি এ আকুল কবরী আবারি
কেমনে বাঁচব কাজে ।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে ॥

কাঞ্চি—একতাল ।

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
'সখি আগো আগো' !

মেলি রাগ অলস আঁধি 'সখি আগো আগো' !
আজি চঞ্চল এ নিশীথে আগ কান্তন গীতে,
অরি-প্রথম-প্রথম-ভাতে, মম নন্দন অটবীতে,
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি 'সখি আগো আগো' ।

জাগো নবীন গৌরবে নব বকুল-সৌরভে,
মলয়বীজনে আগ নিভৃত নির্জনে ।
প্রাণ আকুল ফুলসাজে আগ মুহু কল্পিত লাজে,
ম হৃদয়-শরন-মাঝে, স্তন মধুর মুরলী বাজে,
ম অন্তরে থাকি থাকি—“সখি জাগো জাগো” ।

বেহাগ—চৌতাল ।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নতন দাও হে ।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসন্দনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নতন জনম দাও হে ।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছামাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে,
হৃথ হৃথ হতে শান্তি ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে
নতন জনম দাও হে ॥

কীর্তনের হয় ।

ভালবেসে সখি নিভৃত বতনে
আমার নামটি লিখিয়ে তোমার মনের মন্দিরে ।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিও তোমার চরণ-মাজীরে ।
ধরিয়া রাখিও সোহাগে আলরে
আমার মূখর পাখিটি, তোমার প্রাসাদ-প্রান্তরে !
যনে করি সখি বাঁধিয়া রাখিরো
আমার হাতের রাকীটি তোমার কনক-কঙ্করে ।
আমার লতার একটি মুকুল
তুলিয়া তুলিয়া রাখিরো তোমার অলকবন্ধনে ।
আমার স্মরণ-স্তম্ভসিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিরো তোমার ললাটচন্দনে ।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিওগো তোমার অঙ্গ-সৌরভে ।
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিরোগো তোমার অতুল গৌরবে ॥

জিলক বারোয়া—হরকাক ।

প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি হৃমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে হয় ।

তুমি যদি থাক যনে, বিকচ কমলাঙ্গী
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর ।
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে হয় ।
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুখা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি ।
তুমি যদি হৃথ পরে, রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি হৃথ হতে দস্ত করহ দূর ।
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে হয় ॥

কল্যাণ—চৌতাল ।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
এস মনোরঞ্জন ।
আলোকে আধার হোক চূর্ণ,
অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্যজন ॥
সকল সংসার দাঁড়ায়ে সরিয়া,
তুমি ছদে আসিছ দেখি
জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে
শলী তপন পায় লাজ সকলের তুমি গর্ব গঞ্জন ॥

আশাধরী-টোঁকি—ভিতট ।

দিন ত চলি গেল প্রভু বুধা, কাতরে কাঁদে হিয়া
জীবন অহরহ হতেছে ক্লীণ,
কি হলো এ শূন্ত জীবনে ।
লেখাব কেমনে এই স্নান মুখ
কাছে বাব কি লইয়া ।
প্রভু হে ঘাইবে ভয়, পাব ভয়সা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে ॥

বাহার—কাওয়ালী ।

দেশে দেশে ভ্রমি তব হৃথ গান গাহিয়ে—
নগরে, প্রান্তরে, বনে, বনে, অশ্রু করে হুলসকে
পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে ।
জলিয়া উঠে অমৃত প্রাণ,
একসাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়,
শূন্ত কাঁপে অজ্ঞেয়দী বজ্র নির্ঘোষে
ভয়ে সবে নীরবে চাখিয়ে ।

ভূনিতে ভূনিতে বৎস তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অন্তমিত ।
যতদিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহাকবি ।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর ।
নিত্য নব নব গীতে সত্যত রহিবি ভোর ।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
ভূনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত ।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোর উপহার !
যে গান গাহিতে সাধ ধরবে ইহার তার ॥

বিভাষ—আড়খেমটা ।।

ছন্দয়ের একূল ওকূল হুঁল ভেসে যায়
হায় সজনি, উথলে গুনবারি ।
যে দিকে চেয়ে দেখি গুণো সখি,
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥
পরণে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বাণ,
আজিকে কি ষোর তুফান সজনি গো
বাধ আর বাধিতে নারি ।
কেন এমন হলো গো আমার এই নব যৌবনে,
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন পথনে ।
ছন্দ আপনি উদাস, মরমে কিসের ছতশ,
জানিনা কি বাসনা, কি বেদনা গো
আপনা কেমনে নিবাবি ॥

মল্লার ।

সজনি গো—
শাভন গগনে ষোর খনঘটা নিশীথ যামিনীরে ।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে ॥
উন্নদ পবনে যমুনা অজিত,
ধন ধন গর্জিত মেহ ।
ধমকত বিদ্রুত, পথতরু লুণ্ঠত,
ধরহর কমপত লেহ ॥
ধন ধন রিমু কিম, রিমু কিম রিম কিম,
বরধত নীরদপুঞ্জ ॥
ষোর গহন বন তাল তমালে,
নিষিড় তিমিরময় কুঞ্জ ।
বোল ও সজনি এ হুরুধোগে কুঞ্জে নিয়নকুলান ।

দারুণ বীণী কাঁহ বাজাওত সকলুপ রাধা নাম ॥

সঙ্গনি—মোতিম হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লখা দে ভালে ।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে ॥
খোল দুয়ার তুরা করি সহি রে,
ছোড় সকল ভয় লাজে ।
ছন্দ বিহগ সম ঝটপট কর ত হি
পঞ্জর পিঞ্জর মাঝে ॥
গহন বয়নমে ন ষাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ ।
গরজে স্বনধন, বহু ডর ষাওব
কহে ভানু তব দাস ॥

রাম প্রসাদো ব্রহ্ম ।

শ্রামা এবার ছেড়ে চলেছি যা ।
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুকে মা বলেছি যা ॥
এতদিন কি ছল করে তুই,
পাষাণ করে রেবেছিলি ।
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে
নয়নজলে গলেছি মা ।
কালো দেখে ভুলিনে আর,
আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলে ছিলে,
(এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা ।
মায়ায় মায়ী কাটিয়ে এবার,
মায়ের কৈলে চলেছি মা ॥

কাকি কানড়া—টিমে ভেতাল ।

বৈধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় ।
তব প্রেম লাগি দিবা নিশি আগি, ব্যাকুলছন্দয় ।
তব প্রেমে কুহুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেম নিমগ্ন নিখিল নীরব,
তব প্রেমে তরে কিবে হা হা করে উদাসী মলয় ।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে
ভুলেছে তোমার রূপে নহন আশারি ।

বাঙ্গালীর গান ।

জলে স্থলে গগনতলে,
তব হৃদা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না যানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয় ॥

—

বাহার ।
বসন্ত আওল রে, মধুর গুন গুন, অমৃতা মঞ্জরী
কানন ছওল রে ।

শুন শুন সজনি হৃদয় প্রাণ ময়
হরখে আকুল ভেল ।

জর জর রিকসে দুখ জালা সব দূর দূর চলি গেল
মরমে রহই বসন্তসমীরণ মরমে ফুটই ফুল,

মরম কুঞ্জগর লোলই কুছ কুছ
অহরহ কোকিল ফুল ।

সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ,

নিখিল জগৎ জহু হরখ-ভোর ভই
গায় রতন-রস গান ।

কহিছে আকুল বিকট কুহুমফুল
শ্রামক আনহ ডাকি,

শ্রাম নাম ধরি শ্রাম শ্রাম করি
গাও শত শত পাখী ।

বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন কহিছে হৃদিনী রাধা,
কহিরে সো প্রিয়, কহি সো প্রিয়তম
হৃদি বসন্ত সো মাধা ।

ভাচু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীর স্বাসে মোদিত বিহ্বল চিত্ত কুঞ্জতল
কুল বাসনা-বাসে ॥

—

বিশিষ্ট—বাংলা ।

বাঁজল কাহার বীণা, মধুর স্বরে ।

আমার নিভৃত নব জীবন পরে ।

প্রভাত কমল সম, ফুটিল হৃদয় ময়,
কার চুটি নিরুপম চরণ তরে ।

জেনে উঠে গধ শোভা, সব সাধুরী,

গলকে গলকে হিয়া গুলকে পুদি ।

কোথা হতে সমীরণ, আনে নব জাগরণ,
পরানের আবরণ মোচন করে ।

বাঁজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ।

লাগে বুকে হৃথে হৃথে কত যে ব্যথা,

কেমনে বুঝায় কব না জানি কথা ।

আমার বাসনা আজি, ত্রিভুবনে উঠে বাজি,

কাপে নদী বনরাজি বেদনা তরে ।

বাঁজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

—

শব্দভাণ্ডার—মিত্রভাল ।

বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ।

স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে

নদী নদে গিরি শুভা পারাবারে

নিভা জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা,

নিভা নৃত্যরস-ভঙ্গিমা;—

নব বসন্তে, নব আনন্দে, উৎসব নব ।

অতি মধুল, শুনি মধুল শুভ্রন কুঞ্জে,

পিক কুঞ্জন পুষ্পবনে বিজনে,

মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল

বিশাল সরোবর মাঝে,

কল গীত শুল্লিত বাজে ।

শ্রামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,

নদীতীরে শরবণে উঠে ধনি সরসর মরমর,

কতদিকে কত বানী নব নব কত ভাষা,

কর কর রসধারা ।

আবাড়ে নব আনন্দ, উৎসব নব ।

অতি গভীর, নীল অশ্বরে ডঙ্ক বাজে,

ধেনরে প্রলয়করী শঙ্করী নাচে ।

করে গর্জন নির্ধরিণী সম্মনে,

হের মুক্ত ভয়াল বিশাল নিরাশ

পিঙ্গাল ওমাল বিতানে, উঠে রব তরব তানে ।

পবন মন্ডার গীত গাহিছে আখার রাতে ;

উদ্‌ঘাদিনী সৌন্দ্যমিনী রক্তভরে

নৃত্য করে অশ্বর তলে ।

দিকে দিকে কত বানী, সব নব কত ভাষা

কর কর রসধারা ।

আবাসে নব আনন্দ উৎসব নব ।

ভজন—হেপকা ।

তোমারেই প্রাণের আশা করিব ।
হৃদে হৃদে শোকে, আঁখারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব ॥
কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা প্রভু গো !
তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে,
হৃদে হৃদে বাহা দিবে সহিব ॥
যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু,
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ।
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে,
চরণে হৃদয়ে লইব ॥
তোমারি অপাতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্যে বা মাধিব,
শেবে হয়ে গেলে, ডেকে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ॥

কাকি—২৭ ।

তার তার হরি দীন জনে ।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন সাধন হীন জনে ॥
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ
পাশে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মার্যের শরণ দাওহে
রাধ এ দুর্ভল কীর্ণ জনে ॥
ঘেরিল ঘামিনী নিভল আলো
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথের নাহি
ডাকি তোমারে প্রাণপণে ।
সিঁহারা সধা মরি যে ঘুরে
দাই তোমা হতে দূর হৃদয়ে,
পথ হারাই রসাতলপুরে
অথ এ লোচন মোহ বনে ॥

পূর্ববী—একতাল ।

মীটে বসে আছি আলমসা,
নেত্রে বহিয়া দুঃসমর ।
নে বাতলে তরী ভাসাব না,
বাং তোমা পানে নাহি বার ॥

দিন বার ওগো দিন বার দিনমণি বার অঙ্গে,
নিশার তিমিরে দশদিক্ দ্বিরে
আগিয়া উঠিছে শত জ্বর ।
অরের ঠিকানা হলো না গো
মন করে তবু বাই বাই,
এবতারা তুমি দেখা লাগে
সে দিকের পথ চিনি নাই ।
এতদিন তরী বহিলাম সে হৃদয় পথ বাহিয়া,
শতবার তরী ডুব ডুব করি
সে পথে তরসা নাহি পাই ।
তীর সাথে হের শত ভোরে
বাঁধা আছে মোর তরীধান,
রশি খুলে সেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাচে প্রাণ ।
কবে অকূলের খোলা হাওর ।
দিবে সব জালা জুড়ারে,
স্তন্য দাবে কবে বন ঘোর হবে
মহাসাগরের ফল গান ॥

বিভ্র—কাওরালী ।

কতবার জেবেছিহু আপনা তুলিয়া ।
তোমার চরণে নিব জ্বর খুলিয়া ॥
চরণে ধরিয়া তব করিব প্রকাশি ।
গোপনে তোমারে সধা কত ভালবাসি ॥
জেবেছিহু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা ।
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা ॥
জেবেছিহু মনে মনে দূরে দূরে থাকি ।
তিরস্র সন্ধ্যাপনে পূজিব একাকী ।
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয় ।
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচর ॥
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি ।
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ॥

বিত্যস—একতাল ।

এবার চলিহু তবে ।

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন হিজিতে হবে ॥

উজ্জল জল করে হল হাল,

আগিয়া উঠিছে কল কোমল,

তব পদতলে হইল হাল ॥

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছিড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর

নির্মম আমি আছি।

আর নাই দৈতি, ঐতরব ভেরী

বাহিরে উঠেছে বাজি।

তুমি বুঝাইছ নিম্নল নয়নে

কাপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে

প্রভাতে আগিয়া শূন্য শরনে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছিড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর, করুণ তোমার আঁখি

অমির-রচন সোহাগ-শচন অনেক রয়েছে বাকি।

পানী উড়ে বাবে সাগরের পার,

সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,

মহাকাশ হতে ওই বায়ে বার;

আমারে ডাকিছে সবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন

বাধন ছিড়িতে হবে।

বিশ্বভূপং আমারে মাসিলে কে মোর আশ্রয় পর।

আমার বিধাতা আমাতে আগিলে

কোথায় আমার ঘর।

কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ,

ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,

অমর-মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছিড়িতে হবে।

ত্রিফিট—একতাল।

পদপ্রান্তে রাখ সেবকে

শান্তি সনন সাধন ধন দেব দেব হে।

সর্ব লোক পরম শরণ, সকল মোহ কলুষ হরণ,

হৃৎ-অঙ্গ-বিশ্বতরণ শোক-শান্ত নিম্ন চরণ,

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে দেব মহাজ-বন্দিতপদ

বিশ্বভূপ হে।

জগদ-স্বপ্ন পূর্ণ ইস্রু তুমি অপার প্রেমসিদ্ধ,

যাতে তুষিত অমিরবিশ্ব, করুণালয় শুভবদু,

প্রেমসৈন্তে চাহ সেবক, বিকশিত বল চিত্তকমল

জগদ-দেব হে।

পুণ্যভোগ্যভির্পূর্ণ পদ-মধুর যেহি সকল ভুবন,

সুখানন্দ-দ্রুতি পদ, কলিত কীট-জগদ-ভুবন,

এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ-সব ত্যাগ,

অমৃত প্রাবনে, দেহ জ্ঞান প্রেম দেহ,

শুভ চিত্তে বরিষ রেহ, ধন্য হোক জগদ-দেহ,

পুণ্য হোক সকল গেহ।

ত্রিফিট—একতাল।

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের নীক্ষা।

তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত লব শিক্ষা

পরের ভূষণ, পরের বসন,

ভোগ্যনিব আজ পরের অশন,

ধ্বজ হই দীন, না হইব হীন ছাড়িব পরের ভিক্ষা

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের নীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ, আছে তু কুটার

কল্যাণে সুপবিত্র।

না থাকে নগর আছে তব বন

ফলে ফলে সুবিচিত্র।

তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'

তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'

কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ

তুমি পুরাতন মিত্র।

হে তাপস তব পর্ণ-কুটার কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে

দিগেছি পেয়েছি লজ্জা।

তোমারে ভুলিতে কিরারেছি মুখ

পরেছি পরের সজ্জা।

কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'

অপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,'

তব সনাতন ধ্যানের আদন মোদের আঁহ

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে

দিগেছি পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল লাজ তেয়ানিব আজ

লইব তোমার নীক্ষা।

তব পদতলে বসিয়া বিরলে

শিখিও তোমার শিক্ষা।

তোমার বর্ষ, তোমার কর্ম,

তব মন্ত্রের পত্তীর মর্ষ,

লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা

তব গৌরবে পরম মাখিব লইব তোমার নীক্ষা।

ভৈরবী—হুংবী ।

তোমার পতাকা ধারে দাও,
তারে মহিষারে দাও শকতি ।
তোমার সেবার মহানু হুংখ
সহিষারে দাও ভকতি ॥
আমি ভাই ভাই ভরিয়া পরাণ
হুংখের সাথে হুংখের ত্রাণ,
তোমার কণ্ঠের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি ।
হুং হুং মম মম মম
সাথে যদি দাও ...
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ে,
যদি তোমায়ে না দেও ভুলিতে ;
অন্তর যদি জড়াতে মা দাও
জাল জঞ্জাল গুলিতে ॥
বাধিনো আমার বত খুঁসি ডোরে
মুক্ত রাখিনো তোমাপানে মোরে,
ধূলায় রাখিনো পবিত্র করে,
তোমার চরণ ধুলিতে ।
ভুলিয়ে রাখিও সংসারভলে
তোমায়ে দিও না ভুলিতে ॥
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ,
ঘুরিব ঘাই যেন তব চরণে ।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল শান্তি হরণে ॥
হুংম পথ এ তব গহন
কত ভাগ শোক কিরহ লহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে ।
সখ্য্য বেলায় লভিগো হুলায়
নিখিল শরণ—চরণে ॥

— নিম্ন—কওলালী ।

(তব) পারিলে সঁপিতে প্রাণ ।
পলে পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে পদে অপমান ॥
আপনারে শুধু বড় বলে আনি,
করি খালাসি, করি কাশাকানি,

কোটের রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণ

ধরা সরা জ্ঞান ॥
অগাধ আলভে বসি স্বরের কোণে
ভরে ভরে করি রূপ ।
আপনার জনে কথা দিতে মনে
তার বেলা প্রাপন্ন ॥
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলক উঠেছে উজ্জ্বলি,
রাধিবার নাহি স্থান ।
(মিছে) কথার বাধুনী কাঁচুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর ।
আবেদন আর নিবেদনের খাল
ব'হে ব'হে নত শির ॥
কাদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিলে আপনার কাজ,
পরের প'রে অভিমান ।
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান ।
(ওরো) আপনি নামাও কলক-পসর ।
যেওনা পরের দার ।
পরের পারে ঘরে মান বা
সকল ভিকার ছায় ॥
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান ।

— ভৈরবী—রাপতাল ।

জানিবে যবে প্রভাত হ'বে তোমার কৃপাতরঙ্গী
লইবে যোরে তব-সঙ্গের কিনারে । (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি অর-পাছিয়া বাঘ চলিয়া
দাঁড়াব আমি তব অমৃত দুয়ারে । (হে প্রভু)
জানি হে তুমি সুখ-সুখ তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ যোরে তব অসীম ডুবনে ।
অনর যোরে দিলেছ তুমি
আনন্দ-মুখের আনন্দকে
বীশ-বাহু দিলেছ কব জীবন । (হে প্রভু)

জানি হে নাথ পুণ্য পাশে ছদয় মের সত্ত
শয়ান আছে ভব নয়ান সমুখে । (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন দুজনী
সকল পথে বিপথে হুণে অহুণে ॥ (হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন ময় বিকল কড় হবে না,
দিবে না কেণি বিনাশ ভয় পাখারে ।
এমন দিন আসিবে হবে করুণা ভরে আপনি
ফুলের মত তুলিরা লবে তাহারে ॥ (হে প্রভু)

হাশীরা—একতাল্লা ।

জনমীর ঘরে আজি ওই স্তন গো শম্ম বাজে ।
 খেকোনা খেকোনা ওরে তাই যখন মিথ্যা কাজে
 অর্থ ভরিয়া আনি ধর গো পূজার থালি,
 রতনখণ্ডীপ থালি, বসত আন গো জালি,
 তঁরী লয়ে চুই পাখি, বহি আন কুমড়ালি,
 মার আছাল-বাখি রটাও ডুবনহারে ।
 জনমীর ঘরে আজি ওই, স্তনগো শম্ম বাজে ॥
 'আজি এসর পখন মবীন জীবন ছুটিছে ।
 আজি প্রেমক কুহ্মে তব হৃদয় ছুটিছে ॥
 আজি উজ্জ্বল ভালো ভালো উন্নত মাথা,
 নব সজ্জিত তানে গাও পত্নীর গাথা,
 গল্প হাল্য কপালে নবপাক্সব-গাঁথা,
 শুভ সুন্দর কালে সাজ সাজ নব সাজে ।
 জনমীর ঘরে আজি ওই স্তন গো শম্ম বাজে ॥

कीर्तन ।

কে আসিত তুমি ডাকিলে আমারে
 ছিলার নিদ্রামগন ।
 সংসার ঘোরে মহামোহে ঘোরে
 ছিল সর্পা ঘিরে সঘন ॥
 (ঘিরে ছিল ঘিরে ছিলো যে আমার)
 (মোহঘোরে) (মহামোহে)
 আপনায় হাতে দিবে যে বেণমা
 তাগাবে নয়নজলে,
 কে আসিত হবে আমার এমন
 শুভদিন শুভ লগন ॥
 (আসিলে আসিলে হে আমি বৃন্দে)

১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে

জানিনা করুণা অরুণ উঠিল উদয়াচলে
দেখিতে দেখিতে কিরণে পুঞ্জিল

আমার হৃদয় গগন ॥

(আমার হৃদয় গগন পুরিল) (তোমার
চরণ-কিরণে তোমার করুণা-অরুণে
তোমার অমৃত-সাগর হইতে স্নান আসিল ক
হৃদয়ে বাহিরে বত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগ্ন
(বত বাঁধ ছিল যেখানে ভেঙ্গে গেল
ভেঙ্গে গেল হে)

শ্রবাতাস তুমি আপনি নিয়েছ,
 পরাইবে ঝুইয়েছ আশা,
 আমার জীবন-তরণী হইবে
 তোমার চরণে মগন ॥
 (তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে
 আমার জীবন-তরণী)
 (অভয় চরণে গিয়ে লাগিবে)

কাফি একডাল।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
 এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
 আপন মায়েরে নাহি জানে ॥
 এরা তোমার কিছু দেবেনা দেবেনা
 মিথ্যা কবে স্তুত কত কি ভুগে ।
 তুমিত দিওহে মা যা আছে তোমারি
 স্বর্ণ শত তব, জাহ্নবীবারি,
 জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য-কাহিনী,
 এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
 মিথ্যা কবে স্তুত হীন পরাণে ॥
 মনের বেগনা রাখ মা মনে,
 নরনবারি নিবার নয়নে,
 মুখ সুকাণ্ড মা বুলি-শব্দনে,
 তুলে থাক বত হীন সন্তানে ।
 শ্রুত পানে চেয়ে প্রহর গপি গপি,
 দেখ কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী,
 হৃৎক আমারে কি হবে জননি,
 নির্দম চেতনাইনি পাষাণে ॥

ভৈরবী—রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে

আকুল নয়নের নীরে।

কে বৃথা আশাজরে, চাহিছে মুখপরে ॥

সে যে আমার জননী রে।

কাহার সুধাময়ী বাণী, মিলায় অনাদর মানি ॥

কাহার ভাষা হার, ভুলিতে সবে চায় ?

সে যে আমার জননী রে ॥

কণেক রেহ-কোণ ছাড়ি, চিনিতে আর নাহি পারি

আপন সজান করিছে অপমান,—

সে যে আমার জননী রে।

বিরল কুটারে বিষয়, কে বসে সাজাইয়া অন্ন,

সে স্নেহ-উপহার, রুচে না মুখে আর,

সে যে আমার জননী রে ॥

মিশ্র-দিকু—একতারা।

কি হল আমার, বুঝিবা সজনি হৃদয় হারিয়েছি।

প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে

মন লয়ে সখি গেছিহু খেলাতে,

মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে,

মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,

মন কুল দলি চলি বেড়াইতে,

সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া

সহসা সজনি দেখিহু চাহিয়া,

রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে

হৃদয় হারিয়েছি।

পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে

হৃদয় হারিয়েছি।

যদি কেহ সখি দলিয়া যায়।

তার পর দিয়া চলিয়া যায়।

ভুকারে পড়িবে, হিঁড়িয়া পড়িবে,

দলগুলি ভায় করিয়া পড়িবে,

যদি কেহ সখি দলিয়া যায়।

আমার কুহুম কোমল হৃদয়—

কখনো সহ্য মি রবির কর,

আমার মনের কামিনী পাগড়ি

সহ্যে নি-প্রমদ-চরণ ভয়।

চিরদিন সখি হাতাসে খেলিত,

কৌতুক আলাপক মনন রেখিত

স্বধা পরিমলে অধর ভরিয়া,

লোহিত রেণুর সিন্দূর পরিয়া,

ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে

কাছে এলে তারে দিত না বসিতে,

সহসা আজ সে হৃদয় আমার

কোথায় হারিয়েছি ॥

সিন্ধু-বিজয়—ভৈরবী।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,

অপূর্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ময়।

শোকতাপিত জন সবে চল

সকল হৃৎ হবে মোচন।

শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে

শ্রেম জাগিবে অন্তরে ॥

কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ

না জানি কি ধ্যানে মগন,

স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে

ভুলিল চরাচর।

কি সুধাময় গান, গাইছে হৃদয়গণ,

বিমল বিভূষণ বন্দনা।

কোট চন্দ্রতারা উলসিত নৃত্য করিছে অবিরামে

আনন্দ ভৈরবী—কাণ্ডলালী।

এস হে গৃহদেবতা;

এ ভবন পূণ্য প্রভাবে কর পবিত্র।

বিরাজ জননিসবার জীবন ভরি,

দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র।

শিখাও করিতে ক্রমা, করহে ক্রমা,

আগায়ে রাখ মনে ভব উপমা

দেহ বৈধ্য হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্কটে অটল চিত্ত।

দেখাও রজনী দিবা বিমল বিভা,

বিভর পুরমানে শুভ ঐক্যভা নবশোভ করিলে

কর গৃহ হৃদয় রম্য বিচিত্র।

সবে কর প্রেমদান পুরিয়া প্রাণ

ভূলায়ে রাখ সখী আত্মাভিমান।

সব বৈরা হবে দূর,

তোমারো করণ করি-কীবদ মিত্র।

কীৰ্ত্তন।

এস এস ফিরে এস, বঁধু ফিরে এস।
 আমার ক্ষুধিত তৃষিত তপিত চিত্ত,
 নাথ হে ফিরে এস, ওহে নির্ভর ফিরে এস,
 আমার করুণ কোমল এস,
 আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস,
 আমার নিতিমুখ ফিরে এস,
 আমার চিরহৃদয় ফিরে এস,
 আমার সব মুখ হৃদয় মননধন অস্তরে ফিরে এস
 আমার চির বাঞ্ছিত এস,
 আমার চিত্ত সন্তুষ্ট এস
 ওহে চকল, হে চিরন্তন, ভূজবন্ধনে ফিরে এস।
 আমার বক্ষে ফিরিয়া এস,
 আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
 আমার শরনে স্বপনে বসনে
 ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।

আমার মুখের হাসিতে এস,
 আমার চোখের সলিলে এস,
 আমার আদরে আমার ছলনে,
 আমার অভিমানে ফিরে এস ॥

স্মৃতি—চৌভাগি।

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু লব্ধ ভক্ত আলীকাদ
 তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী
 তোমার স্থির অমর আশা।
 অনির্বাক্য ধর্ম আলো
 সবার উজ্জ্বল আলো আলো সঙ্কটে দুর্দিনে হে
 রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে।
 বক্ষে বাঁধি দাও তার বস্তু তব নির্বিলার
 নিঃশঙ্কে যেন সকরে নির্ভীক।
 পাপের নিরাধ জয় নিষ্ঠা তবুও রয়
 থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ইনি স্বর্ণীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দে) ভাদ্রমাসে ইহার জন্ম হয় একাদশ বর্ষ বয়সে ঐশ্বর্য জ্ঞানকীনাথ ঘোষালের সহিত ইহার বিবাহ হয়। পিতৃগৃহে শৈশবেই ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন; পরে, বিবাহিতা হইয়া, স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষার রচনায় ইহার আশৈশব অনুরাগ। ইহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের রচিত “দীপনিকাশ” উপন্যাস, বঙ্গসাহিত্যে মহিলাপ্রণীত আদি উপন্যাস, উপন্যাস, কবিতা ও পুস্তকাদিতে ইনি প্রায় ২০ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৯১ সাল হইতে ১৩০১ সাল পর্যন্ত ১০ বৎসর কাল ইনি সুখেশ্বর সহিত “ভারতী” পত্র সম্পাদন করেন। উক্ত পত্রের বর্তমান সম্পাদক ঐশ্বরী সরলা দেবী বি, এ. ইহারই কন্যা। ঐশ্বরী স্বর্ণকুমারী অধুনাতন বিদ্যুৎ রমণীদলের অগ্রণী।

বেলোয়ার—আড়া।

জনম আমার শুধু সহিতে বাতনা;
 জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরালো না।
 এমনি অদৃষ্টে ঘোর, জনমেও সখি ঘোর,
 পুরিলো না জীবনের একটী কামনা।
 এখন সুখের কথা, উপবাসি দেয় ব্যথা,
 এই এ মিনতি সখি, একথা বোল না ॥

বেদান—কাওরালী।

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে সখি।
 এখন তবও রয়ে আসিছে দরশা এ কি ॥

জানি এ অভাগি-ভালে, সুখ নাই কোন কালে,
 দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
 এত যে বতন করি, এ অগ্নি মিজাতে নারি,
 প্রেমের এ দাবানল জলে উঠে থাকি থাকি ॥

ভৈরবী—কাওরালী।

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
 যাও যাও দুরদেশে, সুখে থেকো এই চাই।
 যখন আসিবে ফিরে, তখনই হরম-ভরে,
 জ্বালাতন করিবারে, অত্যাগিনী কেঁচে নাই ॥

বেহাগ—একতাল।

না, না লুকাবনা আর।

আমি ধারে ভালবাসি সে নহে আমার ॥

সঁপিয়ে মন প্রাণ, পাই নাকে প্রতিদান,
বলেছে সে দেখিবে না এ মুখ আমার।

লুকাব না আর ॥

বিভাষ—৮৭।

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন।

উষার মোহন রাগে রাসিল গগন,

তুমি উঠ উঠ বালা জাগ গো এখন ॥

বহিছে মৃদল বায়, পাপিরা প্রভাতী গায়,

কুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন।

শিশির মুকুতা-পাতি, চুমিছে রবির ভাতি,

কমলিনী মেলে আঁধি, পেয়ে সে চুসন।

তুমিও মেল গো বালা কমল-নয়ন ॥

ধাধাজ—একতাল।

সধি রে, তু বোলো।

কাঁহে এত মন মজিল ॥

ধব দেখিহু সো হাসি, পরাণে হইহু উদাসী,

স্বর শুনি হইহু পাগল।

কি আছে সে আঁধিরাতে, মুই পরাণ হারালো,

সধি রে, তু বোলো।

কাঁহে মেয়া আয়াসা তেল,

আপনা হুধায়ে সধি, উত্তর ন পাওলো ॥

কাঁকি—৮৭।

এই মল্লিকাটা পরাইব চুলে

এইটী সাজাব কাণের চুলে।

গাঁথি মালিকা বকুল ফুলে

দোলাব সখীর কবরী-ফুলে ॥

গাঁথ গে মালা কানন বালা,

তোর সে সাধের বকুল ফুলে।

ওই কি আমরি, হুটেছে চামেলি,

বাই আমি বাই আনিগে তুলে ॥

শিবু—কাওরানী।

মানিহু মানিহু হার তোর কাঁদে, সধি।

আমার মালতী তোলা, এখন হলো না বালা।

ফুলে ফুলে আঁচল তরা তোর বে লো দেখি।

সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি ॥

অশ্বিনীকুমার দত্ত ।

পশ্চিম বাঙ্গালার যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালার তেমনিই অশ্বিনীকুমার দত্ত।
দ্বাদশ-সহস্রকে অশ্বিনী বাবুর প্রতিপত্তি বড় অল্প নহে। বরিশাল জেলার বাটাজোড় ইঁহাঁর জন্মভূমি;
কিন্তু বরিশাল-শহরেই প্রধানতঃ ইনি বাস করেন। ইঁহাঁর পিতার নাম—ব্রজমোহন দত্ত। বরিশালের
'ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশন' নামক কলেজ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত। অশ্বিনী বাবু সেই কলেজের পরি-
চালক ও অধ্যাপক। দেশ-হিতকর কার্যের অসুতানে ইঁহাঁর প্রবল উৎসাহ। ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক-এ
বি-এল উপাধিধারী। অথচ বঙ্গভাষার প্রতি ইঁহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ। ইঁহাঁর ভক্তি-স্তম্ভবিধরক পুস্তক
ও সঙ্গীত সঙ্গীত ইত্যাদি সমাদৃত। অশ্বিনী বাবুর বয়ঃক্রম অসুমান ৫ ২৭২সর।

তৈয়বী—একতাল।

পেগল পেগল সবই পেগল আর কি ফিরিবে না দিন।

ক্রমে রসাতলে, গভীর অভ্যন্তরে

ভারও হবে বিলীন ॥

যে ভারত ছিল কুবলমোহিনী,

কেন দেশে যায় হ'ত জয়জয়নি,

প্রত্যাপে বাহার কাঁপিত অবনী,

সে আশ ভিখারী নীল।

কত ছিল হাস, কত বে বিভব,

কৃষ্ণিতে সৌরভ, বণিজ্যে পৌরব,

আছে মাজে মৃত্যু, আছে শুধু স্বপ্ন,

হাফেরে, আল কি হুদীল ॥

বিলাপ কত যে রত দেশে দেশে,
তার কি কপালে ছিল অবশেষে,
হারে হারে তিক্তা তিথারিণী বেশে
আহা হা, ভারত ভাগ্যহীন।
খাওয়া পরা বল, বাহা কিছু চাই,
আপনার বলিতে কিছুই ত নাই,
চেষ্টে বিদেশীর মুখপানে তাই

মুখটি করি মলিন।

ত্রিশ কোটা সন্তান থাকিতে যার,
পর মুখাপেকা হয়েছে সার,
তার মত ধরায় অভাগিনী আর
কে দেখেছে কোন দিন ;
আর কি ফিরিবে না দিন।

(সে) অভাগিনীর দুঃখ দূর করিবারে,

(আজ) কোন ভাগ্যধর বলে উচ্চৈঃস্বরে,
এবার দেখবো ভাগ্য কিরে কিনা ফিরে,
কেমন না আসে হৃদয়।

হেথা হোথা ছুটি, বুরি নানা স্থান,
ইংলণ্ড আর্শেনি মার্কিন আপান,
শিখি নামাধি শিল্প বিজ্ঞান

আনিব জীবন নবীন, আবার ফিরিবে গো দিন ॥

বুঝি অরপূর্ণা হয়েছেন এসময়,
রাতুল চরণে মা'র রাশি রাশি অময়
দিব উপহার রবে না নিরময়,
কেহ জীবিকা বিহীন।

ওই যেন দূর হতে আসিতেছে বাণী,
কমলিনী আজ হবেন রাজরাণী,
পুত্রকন্ডা হবে ধনী মানী স্তানী,
আবার জগতে প্রবীণ
আবার ফিরিবে গো-দিন ॥

—
ব্যাণ্ডের স্বর।

অগ্নিময়ী মাগো আজি

মাগো, মাগো, মাগো আজি, ডাকি সকলে মা।

জগত জোড়া ওই যে আশ্রয়,

এক কিলকি যে তার মা, মা, মা, মা।

সিকি গরমে আশ্রয় মেলা,

খেলি শিশিলা আশ্রয় খেলা

একটু কি তার পাখা মোরা,
তুই মাগিবি না ? মা, মা, মা,
ওই আশ্রয়ের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠবে জলে,
দীপ্ত রক্ত তেজোহনলে,
পু'ড়ে হব সোণা মা, ত্যা, মা।

(দীপ্ত রক্ত (বা) দাবানলে পু'ড়ে আবর্জনা ।)

উঠিল গর্জি না করি দেরি,
রণনরেন্ন বাজবে ভেরী,
অবাক হবে জগত হেরি নবীন সাধনা ;
মা, মা, মা।

উগরিবে অগ্নি বিজয় বেণু,
অগ্নি কবচে আবার তনু,
করেতে লইব অগ্নিধনু মাথায় মা তোর পা,
মা, মা, মা।

বিকট ভীষণ শৈত্যবংশ,
ওই আশ্রয়ে মা করব ধ্বংস,

পাশত, অহর, হীন, নৃশংস ধরায় রাখব না।

মা মা, মা।

—

নাহান—বাঁগড়াল।

আহা, কি হৃদয় শোভা, কিবারপরাশি ?

ভুবন ভরিল মায়ের মোহনিয়া হাসি।

মেদিনী ছাইয়া গেছে, জলে স্থলে ঢেউ লেগেছে,

হাসির সাগরে ওই যায় গগন ভাঙ্গি।

চাঁদের কিরণ গুলি, হাসির তরঙ্গ তুলি,

একে অপরের পায়ে পড়িতেছে তুলি ;

ছোট ছোট মেঘের মেলা,

(ওই) হাসি লয়ে করছে খেলা,

লুট বিলুচ্ছে হাসির মা'র ওই লক্ষ তারা দাসী,

(লক্ষ তারা বিলাস হাসি ধরে স্বর্গবাসী)।

পাতায় পাতায় হানিভরা, মিকি মিকি প্রাণকড়া,

হাসির তরে জগৎ যে আজ হ'লরে উদাসী।

কিন্তু মা তথাপি একি, অন্ধকার ব্যর্থ না দেখি,

ভারত প্রাণে বোর অন্ধকার সত্তত নিরখি।

দেনা একটু হেসে দেখা,

থাকবে না আর কোন ব্যথা,

আজি বাড়ী উঠবে হোসে নবাপেকা তাসি।

আলাইয়া—রাশতাল ।

আজ মা একবার তোর সঙ্গে হবে বোকাপাড়া ।
অমন মা থাকতে তুই গো থাকিব কি মা মড়া ?
এত কাঁদি, এত বলি, মা কি ছুটো কাণ খেলি,
আজ তাই তোর স্তনতে হবে, দুটো কথা কড়া ॥

জানি তোর চির অভ্যাস,
না যদি তুই কসে গাল খাস,
করি কথায় ও বেঁটি তুই দিস্নে কভু সাড়া ॥
জানি সেই চাঁড়ালুরা তোরে,
যেমন গালি দিলে জোরে,
অমনি এসে হাজির হলি ওরে বাটে পড়া ;
আমরাও আজ তেমনি হব,
(তোর) চৌদ্দ পুরুষ খুইয়ে দেব,
যদি একটু আকল থাকে এখনো এসে দাঁড়া ॥

(তোর) অন্নপূর্ণা নাম দিলে কে,
অন্ন বিনে দেশ গেল বে ॥
লজ্জা নাই তা দেখে তোর, কাছে থেকে খাড়া ॥
ভাল যদি চাস এখনো,
ভরপুর কর মা দিয়ে অন্ন,
নৈত্য দানব লুটল যারা আপন হাতে তাড়া ।
(বা) অকাল মহামারী সব আপন হাতে তাড়া ॥
আর এই পর পানাত,
সঁগাত সেতে জাত বুদ্ধি হত ।
তোর নামের মা বঁকা দিয়ে এখন একটু চড়া ॥

খিখিট—গোস্তা ।

আয় আয় আয় তাই আয় সব ছুটি,
বিজয়া মিলন আজ আয় সব জুটি ।
একি নব হিম্মোলে, আজি চরাচর মোলে,
বিশ্বপ্রাণে শ্রীতি-পদ্য ওঠে যেন ফুটি ।
ব্যস্তলীলা ছেড়ে দিয়ে, গুপ্ত ভাবে প্রাণে গিয়ে,
(মা) সেধা বুঝি বুঝিয়ে দেছে রাক্ষাসের দুটি ।
তাই শশী ওই সাদা প্রাণে,
ছোট মিষ্টি তারার কণে,
হেসে হেসে কত কথা করয়ে গুটি গুটি ।
সমীর তা হৃদয়ে শুনে,
আনে শেফালিকার কণে,
শেফালিকা বাগিকা তাই হেসে ছুটিছুটি ।

আমরাও প্রাণে প্রাণ বাঁধি নব হাঁদে সবে হাঁদি,
হুকোনো এক মুখাভাও আনি আয় ওর দুটি ।
সেই মুখা ভাই গিয়ে গিয়ে,
আনন্দে বিভোল হিরে,
করব সবে কোলাকুলি, জাতি ভেদ টুটি ।

শাশান ত ভালবাসিস্ন মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ।
এত বড় বিকট শাশান, এ জগতে কোথা পেলি ॥
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বে তাল নাচে, রক্তে ভজে করে কেলি ॥
ভূত, পিশাচ, তাল, বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি গুটা ধরি ॥
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগত জুরে বাজবে দামা,
দেখবোঁ জগত নয়ন মেলি ॥

ব্যাণ্ডের স্বর (শিবাজীর উৎসব উপলক্ষে
কীর্তন ।)

গাওয়ে তাই সবে, জয় জয় রবে,
শিবাজী বিজয় যশোগান ।
নুতন সাজে, নুতন ভেজে,
মাতিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ ॥
করিতে নুতন খেলা, জগতে নুতন লীলা,
এক সাথে হিন্দু-মুসলমান ;
ছাড়িয়া হিংসা ঘেব, ধরিয়া নবীন বেশ,
(হও) নবীন ভারতে আশ্রয়ান ॥
দিবা ধাম হতে, তোমারে আগাতে,
আসিয়াছে অপূর্ব আহ্বান ।
সে ধনি শুনি, কাঁপিছে অবনী,
দেশে দেশে উঠিয়াছে তান ।
এখনো বধির হয়ে, বার্ষের পুঁহনী লয়ে,
এখনো কি রহিবি শয়ান ?
আজ কি সৌভাগ্য, শিবাজী বজ্র,
চাহিছে সর্বস্ত বহিধান ॥

কদম্বের আশ্রয়ে আশ্রয়ে ওড়াই,
 সর্ব্বের লইয়া আশ্রয়,
 শোনরে ওই ডাকিলেন মা, ঢাকিলি তাঁর পায়,
 আশ্রয়, আশ্রয়, আশ্রয় ॥
 নেহয়রী মাঝে কত কষ্ট দিলি,
 লজ্জা রাখিতে স্থান না রাখিলি ।
 এখনো কি থাকিবে তোরা ভুলিয়ে এমন মায়,
 আশ্রয়, আশ্রয়, আশ্রয় ॥
 শিবাজী ছবি বুকেতে ধরি,
 গৈরিক বিজয় নিশান ধরি,
 আশ্রয়ে স্বার্থ পাশ ছিঁড়ি, দুটিরে প্রাণের দায়,
 আশ্রয়, আশ্রয়, আশ্রয় ॥
 স্বার্থভাগ করিলে মজ্জ,
 বাজবে মধুর হৃদয় বজ্র,
 আসবে যেনে নবীন তরু, দেখবি কেমন ভায়,
 আশ্রয়, আশ্রয়, আশ্রয় ॥
 হাসিবেন আনন্দে মাতা,
 পুষ্পরাজি করবেন ধাতা,
 ধরা পাইবে জয়পাশ, বইবে নবীন বার,
 আশ্রয়, আশ্রয়, আশ্রয় ॥

কালোয়া—একতানা ।

আমার পাগল প্রভুর কাছে বসে,
 পাগলামিই ত করি ভাই ।
 এতে তোদের ক্ষতি কিরে আমি যদি হুখ পাই ॥
 তোদের বিদ্যা তোদের বুদ্ধি,
 তোদের জ্ঞান কর্মভুক্তি,
 সে সব দিয়ে তোরাই থাকরে,
 অতে আমার কাজ নাই ॥
 আমি নিরে পাগলা তোলা,
 দিবামি দিল ধোলা,
 কত হাসি, কত কান্দি, কত নাচি, কত পাই ॥

আমি প্রাণ বিলাব, প্রাণ বিলাব,
 প্রাণ বিলাব জন্মময় ।

উঁচু-নীচু মানর না ত সবাই যেন লুটে লয় ॥
 ভিল ভিল যেনে সরে, আমার জীবন ধন্য হবে,
 আমার ত আর নাহি সবে,
 সবাইর মাঝে হক লয় ॥

যদি কেহ শত্রু ভেবে,
 এ প্রাণের ভাগ নাহি লবে,
 নিশ্চয় আমিবে তবে,
 সে ছেলে জর বাণের নয় ॥
 যত আছি পশু পাখী,
 কেউ কোথাও না থাকিস্ বাকী,
 আমার কৃপা করবি নাহি,
 এ ত্রুত বাতে সফল হয় ॥
 যে যুগের যে সাধু হও, কাছে এস, কাছে রও,
 আপন গুণে ভাগ লও, যদিও দেবার যোগ্য নয় ॥
 তোমরা প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে,
 আছ জগৎ বুকে নিয়ে,
 আমার কর তেমনি হিয়ে,
 জগৎ বেঁপে হুখময় ॥

বড় ভালবাসি বর্ষা এমন ঋতু একটিও নয় ।
 ইপ্ ইপ্ ইপ্ শুভে শুভে,
 আপনাই মন আলুগা হয় ॥
 বা'র থেকে মন আসে সরে,
 বা'র থেকে বাইরে পড়ে,
 চারদিকের সব ধূলা মাটি,
 আস্তে আস্তে বিদায় লয় ॥
 (তখন) আপনায় মাঝে আপনি বসে,
 বাঁধনগুলি দায় গো ধসে,
 যারা আপন দেখে রকম, কাছে যেতে পায় ভয় ॥
 আস্তে ভয় রেখে বুকে,
 (মন) উঠতে থাকে উর্দ্ধমুখে,
 দেখে কাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড, হতভম্ব হয়ে রয় ॥
 উঠতে উঠতে কোথায় গেল,
 গ্রহ তারা চেয়ে র'ল,
 কে বলিবে কি হইল, সে ত বলবার কথা নয় ॥

রূপের হাট দেখিবি ভাই ।

রূপে রূপে মেশামিষি,
 রূপের ব্যালাই লয়ে যেরে ঘাই ॥
 আকাশটি ওই রূপে ভরা,
 শূন্যে শূন্যে রূপ পসরা,
 পথে বাটে রূপের ছড়া,
 রূপ নিয়ে আর কথা নাই ॥

রূপের মেঘে রূপের চমক,
রূপ-সরসে রূপের ঠমক,
এই তারা চন্দ্র সূর্য, রূপে ডুবে আছে সবাই ।
ডালে ডালে পাখীর বেলা,
খেলেছে রূপের মোহন খেলা,
গাছে রূপের মধুর গীতি,
নাচছে রূপের ক'রে বড়াই ॥
পাতার পাতার রূপ ফলেছে,
ঐ দেখ বনময় ওই রূপ জলেছে,
রূপের মালা গৈয়ে ঠাকুর,
ঝাঁজে কোথায় আছে রাই ॥
আর রে হেথা রূপ-পিরাসী,
দেখবি রূপ রাশি রাশি,
মেগে রূপ নিয়ে চল রে, কত নিবি নিয়ে চল রে,
দেশে দেশে রূপ বিলাই ॥

উ কি মেরে দেখে সোভা দারু কাননে ।
রূপের ডালি খুলে ব'সে কি ক'রছে আপন মনে
রূপে কানন ছেয়ে গেছে,
পাতার পাতার রূপ লেগেছে,
রূপের ধ্যানে ডুবে আছে,
বুঝি, ছড়াবে রূপ ত্রিভুবনে ॥
ধেমে গেছে কলরব, পশু পক্ষী নীরব,
এক চুটে চেয়ে সব রূপ দেখে ওই বদনে (কত) ॥
চুপি চুপি আরয়ে হেথা, খবরকার কসনে কথা,
কইলে কথা পালাবে সে, আর না দেখবি নয়নে ॥

আজ যেমন ধ্যানে বসি,
বাঃ তাহাসা, কি দেখিলাম হার,
প্রাণ আমার কোথায় গেল,
কি হইল, আমি কব কায়,
ম'রে যেন পড়েছিল, কে ইসারায় কি কহিল,
অমনি ছুটে প্রাণটি আমার, পিছু পিছু ধায় ।
যেতে যেতে কোথা গেল, হুটি কোথা নড়ে ব'ল,
কেহ আর খুঁজে ভাহার, সন্ধান না পায় ।
অবশেষে বখল এল, আর কি সে তা চেলা গেল,
অপরূপ কি যে শোভা, সর্ব্ব অঙ্গে তার ।

জড় তাঁব তার ঘুচে গেছে,
কি যে শক্তি কে দিরেছে,
দেখি কোঁক বিরাট হয়ে, সর্ব্ব হুটি ছায় ।

অচেতন চেতন বল; প্রাণ আমার সব হাইল,
যেখানে বা সবায় সনে, কেমন যে নিশায় ।
ভেদাভেদ কোথা গেল, সবাইর সঙ্গে সব হইল,
সবাইর ভক্ত, করে আপন, হুখে মরে থাক ।
বল দেখি হল কেমন, সবাই থাকে প্রাণটি এমন,
তার লাগি কারে ধরি, কি করি উপায় ?

আমি ভোর মুখ ফুলানো,
ভগবানের ধার ধারনে ভাই,
আমার ঠাকুর হাসিখুদী
খেলায় ফুলোর পাগল দেখতে পাই ।
যেমন হাসি উঠল ফুটে, চৌকদ্দুকন এল ফুটে ;
হুটি হল, সাড়া পল, সবাই ধরলে তাই ।

তাই তাই তাই চলো ভেসে,
ঠাকুর খন হেসে হেসে,
হাসির তরঙ্গ কত, বলিহারি বাই ।

প্রোমে হুটি গর গর, কাঁপে ভাবে ধর ধর,
তাল ধরলে ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই ।

(আবার) বাই ফুল বাইরের খেলা,
ভেঙ্গে গেল মহা মেলা,
ঐ হাসিতে ডুবে গেল সাড়া শব্দ নাই ।

এ মজা ভাই দেখে দেখে,
আমিও ভাই থেকে থেকে
সবাইর সঙ্গে মিলে মিলে, হাসি নাচি গাই ।
যখন আসবে সময় বাবে বেলা,
ফরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাব হাসির মাঝে, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই
বারা মুখ ফুটিয়ে থাকে ভবে,
তাদের বহত দেবী হবে,
সবারের সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পছা নাই ।

হরট মন্ডার—বাঁড়া ।

কি ভেবে মা এসেছিল আজ এই শূন্য ঘরে ।
কে আর তোরে তেমনি করে বসাবে আদরে ॥

আজ আর কি সেদিন আছে,
তারউল্লসী চলে গেছে,
লক্ষীছাড়া কতগুলি ম'রে আজি পড়ে ॥
তখন মাগো ললভুজা, যে ভাবে তোম হ'ত পূজা,
দরি আজি সেই সব কথা সলা দাঁড়ি কয়ে ;

কায় না মা ছিল শঙ্কা, বাজত মা তোর জয়ডঙ্কা,
 কাঁপায়ে ভৈরব রবে বিখচরাচরে ॥
 শুনিলে মা সেই ধ্বনি, নাচিত অগ্নি ধমনী,
 দেহমাঝে উষ্ণ শোণিত বহিত সজোরে ॥
 নিয়ে মা তোর ধন্ড নাম, হতো সবে আশুয়ান,
 ধরা তারা সরার মত দেখত তেজোভরে ।
 দেখে তাদের সে বীরদাপ, অতুল প্রবল প্রতাপ,
 সমাগরা বহুজ্ঞরা কাঁপত সদা ডরে ॥
 আজ মোরা মা হতভাগা,
 সে নামে তোর দিচ্ছি দাগা,
 অতি ক্রীণ, হীন, দীন, মরমে আছি ম'রে ॥
 আজ বরে নাই মা আলো,
 অনাহারে হয়েছি কালো,
 বরের সমূল তুইত জানিস্ কে নিয়েছে হরে ॥
 তুই পারিস্ মা হাসতে হাসতে,
 আবার সে সব নিয়ে আসতে,
 ইচ্ছাময়ি, তোর ইচ্ছা হলে, তোরই পূজার তরে,
 একটু যদি দৃ দিয়ে যাস,
 প্রাণে খেলবে নবীন বাতাস,
 নবীন তেজ আসবে প্রাণে নবীন শক্তি ধরে ॥
 দেমা একটু ছুয়ে প্রাণ,
 দুখের হোকুমা অবসান,
 তেমনি ভাবে আবার একবার মা,
 পূজা করি তোরে ॥

শিকু ভৈরবী—একতাল।

আজি মঙ্গল মোহন তানে ভারত যশ গাওরে,
 স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে ।
 ও ভাই আর্ধ্যনামে, কি সম্ভবে, জীবনে দেখাওরে
 নরনারী মিলি সবে ভারতবর্ষে আজি,
 দেশের কাজের জন্তেই ভাই স্বার্থভূলে যাওরে ॥

বিদিত—একতাল।

আয়রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে,
 ঔণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে ।
 আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই,
 এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে ।
 ভারতের কাজে আজি, আয়রে সকলে মাজি,
 যবে যবে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে ।

আগে তোরা পর ছিলি, এখন তোরা আপন হলি
 হইরে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে ।
 ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
 ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে ।
 আয়রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি,
 এমন আর পবিত্র-ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে ।
 এ ধূলি মস্তকে লয়ে, ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
 হিন্দু যখন কাজ করিব জাতি-ভেদ ভুলে ।
 এই ধূলিতে আকবর তৌদের,
 এই ধূলিতে শ্রীরাম মোদের,
 আরও শোধ্য বীধ্যকৃত, মিশায়েছে কালে ।
 ওরে ভাই, এ ধূলির গুণে, খাটি সবে প্রাণপণে,
 ভারতের দুর্দশা মোরা, নাশিব সমূলে ।

বেহাগ—আড়া।

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে,
 ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে ।
 সোণার এরাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
 এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারে খারে ।
 অন্নপূর্ণ রাজ্য হারে, হা অন্ন হা অন্ন করে,
 লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট, কে সহিতে পারে,
 ছিল ধন ধাত্তে ভরা, হল এমন কপাল পোড়া,
 অনাভাবে হা হতোহম্মি প্রতি বরে বরে ।
 এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাতে যায়,
 এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে মাফেস্তারে ॥
 মাফেস্তার হতে এসে, বরের টাকা নেয়রে শুধে,
 এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে ॥
 এই কি দেশের ভালবাসা,
 তাঁতি ভাইদের এই দশা,
 তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস্ কেমন করে ;
 আয়রে চেষ্টা করি সবে,
 দেশী কাপড় বিক্রী হব,
 সাজারে দেশী তাঁতি সবে, ধন রত্ন হারে ।
 ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
 তেতাল চৌতাল কেমন, সুখে বিরাজ করে ।
 (আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
 দেখে তাদের এ দুর্দশা, প্রাণ যে কেমন করে ।
 নাহিরে পূর্ষি ভারত, গেছে সেদিন জন্মের মত,
 ছি ছি বলে দেখে সবে, ভারত সম্মানে ।

ছিল যারা প্রপুঞ্জিত, নানাক্ষেপে বিভূষিত,
স্বাধীনতা ভাবে মত্ত, খ্যাত বীর নামে ;
(আজ) করে গোলামীর কাজ,
গোলামীতে নাহি লাজ,
গোলামীর পরে গোলামী, পুরুষামুক্রমে ।
কি দেখিবিরে বিনোদী, আজি হেথা অমানিশি,
কতশত বর্ষ শ্রমী, না দেখি নগ্ননে ।
হারে ভাই কি দেখিবি, ছিল যে বিচিত্র ছবি,
রমা হন্য্য সৌধ যত, বিনষ্ট লুপ্তনে ।

বেহাগ—আড়া ।

ওরে শশী কি দেখিস্ আর এ ভারত-ভুবনে ।
সোণার উল্যান আজি পরিণত স্থানে ॥
এই কি সেই ভারতবর্ষ, যাকে শত শত বর্ষ,
রঞ্জিয়াছ তুমি শশী, ঐ স্থলিঙ্গ কিরণে ;
আজি শশী হায় হায়, দেখ অন্ধকারময়,
যত জ্যোৎস্না ঢাল তুমি, মেঘভরাগগনে ।
কি আর বলিব শশী, ত্রিশ কোটি শব তথা,
গৃধিনী শকুনি তাদের, টানিতেছে সন্ধনে ॥
তোমার দেহ চন্দ্রবংশ, ক্রমে ক্রমে হল ধ্বংস,
সে ধবর বুঝি শশী, পশে নাই ভ্রবণে ।
থাক্ শুনে কাজ নাই, শুনিবে সে ধবর ঘাই,
পড়িবে কালিমা রেখা, হাসি মাথা বদনে ॥

রাম প্রসাদী—স্বব ।

মাগো তোর নয়নের জলে,
বুঝি বা পাষণ্ড গলে,
বুঝি না কেমন পাষণ্ড তোমার এসমস্ত ছেলে,
দিবা নিশি কঁাদ তুমি, এরা কিন্তু হাসে খেলে ॥
রাজরাজেশ্বরী মাগো ভুবনে বিখ্যাত ছিলে,
কেমনে সহে মা আজি ছোট লোকে কটু বলে ॥
ঐ চরণতলে প্রণাম কর্তে
আসত লোকে দলে দলে,
আজি তোমায় হায় হায় হীন জনে পায় ঠেলে ॥
যোগ্যপুত্র যত তোমার একে একে গিয়েছে চলে,
(এখন) কাঁদিছ মা দিবানিশি
কুলান্তরে লয়ে কোলে ।
ভিক্ষা আজি কর মাগো শ্রীহরিপদকমলে,
দয় করি হুমতি দিন ভারত-সন্তান সকলে ॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের স্বব ।
ওরে ভাই, কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হলে,
ওরে আর্ধ্যকুলে জনম লয়ে,
সকলই কি ভুলে গেলে ।
কিসে যে ভাই এমন হল,
বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে,
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে, ভাইরে,
দিবানিশি ম'জে র'লে ।
(ওভাই) নাচে গানে থিয়েটরে,

কেমন এক মূর্তি ধরে,
(বেড়াও) মিলে সব পান্ চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা
একবারও ভাই না ভাবিলে ।
দেশী তাঁতী কর্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের হোঁজে কাল কাটালে,
ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে,
জনম নিয়ে আর্ধ্যকুলে ।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গর্জকরে,
ও ভাই আর্ধ্য ঋষির গাথা যত জলে ফেলে,
এভাবে দেখে তোমার, ভাইরে আমার,
ভাসি সদা নয়ন জলে ।

খানজ—স্বব ।

ওরে কাটাকাটি এখনো কর,
কিছুতে না লজ্জা হল,
কাটাকাটি করে দেখ ভারত রসাতলে গেল ।
আমরা যদি মামুষ হতাম,
নিজের ভাল নিজে বুঝতাম,
ওরে তবে কি ভাই এদেশের আর.
কোন প্রকার ভাবনা ছিল ।
কাক বানরের ঐক্য দেখ,
তাদের কাছে ঐক্য শিখ,
ওরে আর্ধ্যবংশ ভারত সন্তান,
পশুর অধম হয়ে র'ল ।
যাদের বড়লোক বলি,
তারাও দেশের কাণ্ড ভুলি,
খুঁটিনাটীর জন্তে দেখ, বিবাদ ক'রে ক'রে ম'ল ।

হারে ভারতের গ্লি,
(তোতে) বিবাদ বৃষ্টি আছে মিলি,
তাই তোতে অম যাদের, তাদের সর্বনাশ ঘটিল ।
দেশের এ প্রকৃতি ব'লে, অবজ্ঞা করে সকলে,
আমাদের দেখায়ে বলে, সভ্য আবার অসভ্য হল ।

ভৈববী—কাওরালী ।

আহায়ে বাক্সালী বাবু যাই বলিহারি !
কত রূপ ধর তুমি অপরূপ ধারী ।
শিবের ছিল অষ্টমূর্তি, তোমার হল শতমূর্তি,
রমনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
ব্রহ্মা রূপে স্বপ্ন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল দ্রাণ্ডি সাম্প্রদায়েরি ॥
(কত) সাহেবী মেজাজে চল, কত শিব দুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝতে নারি ।
কত মুরগীর ঝোল খাও, কত গরায় পিণ্ড দাও,
বিদেশে পরমব্রহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী ॥
নানা স্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না ।
অস্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি ।
সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, গাঁটা হয়ে রওরে ভাই,
বহুরূপী হইও নারে, কপট আচারী ॥
নাহি রে তোর ধর্মার্থ, কর পশুর মত কর্ম,
যদি দেখে শ্বেত চর্ম, অমনি গোলাম তারি ;
সদা করযোড়ে রও, মস্তকে পাহুকা বও,
বাড়ী এসে গৌঁড়ে তাও, বাগুগিরি তারি ॥
দিনে একশ আটবার, কর ভারতের উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার, কত জাকজারি ।
মুখেতে মাল্‌সাই মার, এঘসা কর তেরসা কর,
কাঞ্চের বেলা ছাঙ্গ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি ॥

স্মিটিট—৭৭ ।

বাক্সালী বড় বুদ্ধিমান, কে বলে সংসারে ।
এমন বোকা কোথাও না, দেখি যে কাহারে ॥
দেশের প্রতি নাই মমতা,
বিদেশীরের পায়ের জুতা,
খা করে ইংরাজে তাই, ভাল তার বিচারে ॥
বাক্সালী বাবু বার, এমন হত মূর্থ তারা,
শুটকী চুরটের লেগে, অধরী তামাক, ছাড়ে ॥

সাক্ষা আত্ম গোলাপ ভ্যজে,
বিলাতী বিলাসে ম'জে,
কত টাকা উড়ায় তারা ভয় ল্যাভেওয়ে ॥
হুদিন স্থলে গেলে, দেশী খাওয়া যাম ভুল,
পরমান্ন ছেড়ে তুট্ট, গোমাংস-আহারে ॥
ওরে গোমাংস এ গরম দেশে,
নিভাস্ত যে সর্বনেশে,
বৈদ্যাশাস্ত্রের সার কথা, হেসে উড়ায় তারে ॥
কোন বাবু বিলেত গিবে,
অসেন্দু দেখে সাহেব হয়ে,
পৃথিবী চমকে তার হাটের বাহারে ॥
গরমির দিনে গরম কোট, পায়েতে বিলাতী বুট,
কালোগায়ে বান্দর সাজেন, ইংরাজ নকল করে ।
দিবানিশি চিন্তা কিসে, ইংরেজের সঙ্গে মিশে,
তাদের পদতলে পড়ে থাকিবেন ডিনারে ॥
ভাই বন্ধু বেরাদারে, আপনায় বসতে লজ্জা করে
চটে যান বাবু বলে, ডাকিলে তাহারে ॥
সাহেবের মুক্তি ধরে, থাকেন পকমেতে চ'ড়ে,
ইংরাজী ভাবেতে মত্ত আহারে বিহারে ॥
বদনে বিরাজে সদা, বাক্সালীরা বড় গাধা,
দেহ মন জর্জরিত, ইংরাজী বিকারে ॥
যতই বুদ্ধি রাখবে ভাই, দেখে বলিহারি ঘাই,
দেশগুরু ছিছি শুন, তোমার এ ব্যভারে ॥
কেনরে এ বিডঘনা, বিদেশী এ ভাব ছাড় না,
(দেখ) এত কর তবু তারা, পুছে না তোমারে ॥

আলোয়া—কাওরালী ।

এমন করে কত দিন আর কাটাবিবের বল ।
কত দিনে মান ভ্যজে হবিবের সরল ॥
দিনে দিনে হলি জীর্ণ, ক্রমে ক্রমে অবসন্ন,
তথাপি ছন্দ পূর্ণ, অভিমান গরল ॥
মান অপমান ছাড়ি, আয়রে সবে কাজ করি,
যে কাজ যে করতে পারি, তবে ত মঙ্গল ॥
আমি উচ্চ জাতির ছেলে, এই অভিমানে ভুলে,
নিভাস্ত যে অকর্ম্ম হলে, গেলে রসাতল ॥
ঐ যে চাষা চাষ করে, কে বলিবে ছোট তারে,
সেও যেমন তুমিও তেমন, সমান যে সকল ॥
কেবা ছোট কেবা বড়, যেই যেই কার্য্যেতে নড়,
সেই সেই কার্য্য কর, পাইবে সুফল ॥

চারি দিকে নিদ্রা হবে, মুখ যত গালি দিবে,
তাঁতে তোমার কি হইবে, রহিবে অটল ॥
থাকিলে মানেতে ভুলে, দেখিবে সে পরকালে,
ছোট বড় তথা কেমন হয়েছে বদল ॥

গাথা ।

কোথা দয়াময়, ডাকিহে তোমার,
একবার এ সন্ময়ে, কর দরশন ।
ভারত তোমার, হল ছারেখার,
যত কুলঙ্গার, মুদিয়ে নয়ন ॥
সর্ব্ব যথেষ্ট, দেখেনারে তার,
কেমন যে নিদ্রায়, ব'ল অচেতন ।
সবারে আগাও, হৃদশা দেখাও,
দুঃখতি ঘূচাও, করহে চেতন ॥
তোমারি নামে, ভারত ধামে,
কত যে প্রেমে, হইত কীৰ্ত্তন ।
আসি দেখ সব, হয়েছে নীরব,—
ছাড়ি মহোৎসব, পাপেতে মগন ॥
ইন্দ্রিয় সেবার, সদামন্ত প্রায়,
নিজের দশা হায়, করেনা স্মরণ ।
মতি ফিরায়ে, স্মৃতি দিয়ে,
তোমারি তেজে, কর উদ্দীপন ॥
(বল) আর কি কব, কত কাল সব,
এভাবে রব, পতিতপাবন ।
সম্মুখে দাঁড়াও, পতিতে তরাও,
নব জীবন লাও, মৃতসঞ্জীবন ॥

মূলভান—আড়া ।

প্রেমগিরি-কন্দরে যোগী হয়ে রহিব ।
আনন্দ নির্ঝর পাশে যোগধ্যানে বসিব ॥
সে আনন্দ প্রসবণে, পূণ্যচক্রমা ক্রিণে,
মোহন মাধুরী খেলা, প্রাণভরে হেরিব ।
মিটাতে বিরহ তৃষ্ণা, কৃপজলে আর ধাবনা,
জদয় করঙ্গ পূরি, শান্তিবা র তুলিব ॥
তত্ত্বফল আহরিয়া, জ্ঞানকুখা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য-বন-কুসুম, ত্রীপাদপদ্ম পূজিব ।
(কত) বসি ভাব শূন্যপরে, পদামৃত পান ক'রে,
হাসিব কাদিব আবার, নাচিব আর গাইব ॥

ইহু—কাওরানী ।

হরি, তুমি হে মম প্রাণধন ।
(তুমি মম জীবন ধন) ।
(ভনি) চারিদিকে যশোদেব ঘোষে তোমারি,
উনমত্ত হল দেব প্রাণ আমারি,
অমৃতে পুরিল জীবন ।
পুলকিত পাখী সব মোহন তানে,
তব নাম-সুধারস ঢালিছে প্রাণে,
শুনিয়ে জুড়াল শ্রবণ ।
তোমারি ভাবেতে নাথ সুন্দর সাজি,
প্রেমানন্দে ডগমগ তারকা মাজি,
হেরিয়ে খুরিল নয়ন ।
হৃদয়-রাজ নাম হৃদয়ে বিরাজ,
বিষয় বাসনা ছাড়ি, ছাড়ি লোকলাজ,
হই যেন তোমাতে মগন ।

শিদ্ধ—মধ্যম্যান ।

চির দিনের আমি গো তার,
আমার প্রাণের বঁধু আমার,
ওগো সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি
ত্রিসংসার ।
না জানি কি গুণ ক'রে, ভুলায়ে রেখেছে মোরে,
এখন তারে না দেখিলে পোড়া চোকে
দেখি আঁখার ।
গোপনে কি কথা বলে, ভাসালে নয়ন জলে,
সে হ'তে প্রাণ বিফল আমার,
আমি ভুলিতে যে নারি আর ;
(তারে ভুলিতে পারিনে আর)
সুন্দর কিছু দেখিলে, কিছু হৃদয়ন্তে শুনিলে,
উঠে চমকি প্রাণ বলিব কি আর,
বলি ঐ বুঝি আসিছে আমার,
বলি ঐ বুঝি মনচোরা আমার ।
দশকষ্ট ।
কবে বঁধু দয়া হবে, এ দাসেরে দেখা দেবে,
জুড়াইবে তপিত জীবন ।
(জীবন ধন্য হবে হে) (এমন দিন কি হবে গো)
(এ দাসেরে দেখা দিবে)

(কবে) হৃদনে বসি বিরলে,
 আসিব প্রেমাক্ষ-জলে,
 দৌঁবে দৌঁহার মুছাব নয়ন।
 (নয়ন মুছাইব হে) চোখের জলে ভেসে নয়ন
 (হৃদনে বসি বিরলে) (সারা জগৎ ভুলে গিয়ে)
 (কবে) প্রাণের কথা বলব খুলে,
 গলা ধ'রে পরব খুলে,
 মনের সাথে করব আলিঙ্গন।
 (বুকে তুলে রাখব গো) (হৃদয়মণি আমার)
 (কৌশল রতন ভূমি বুক নীতল হবে যে)
 (প্রেমালিঙ্গনে প্রাণ নীতল)
 (এমন ধন কি আছে আমার)
 (বুকে বুকে থাকব হৃদে)
 (প্রেমে মাথা নয়ন তোমার)
 (প্রেমচন্দ্র ঐ নয়নমণি)
 (প্রেম হৃদা কত করে গো)
 (অমৃত উছলে যে) (প্রেমে পাগল হয়ে)
 ঐ মুখ পানে চেয়ে চেয়ে ভাবেতে বিভোর হয়ে
 নব নব লইব চুম্বন।
 (অধরে অধর দিয়ে) (অমির নিবর অধরে
 অধর দিয়ে)।
 প্রাণের আলা দূরে বাবে গো) (হৃদাপানে)
 অমির ধারা নিয়ে গো)
 মুখে মুখে বুক বুক, থাকিব মনের হৃদে,
 দূরে যেতে না দিব কখন।
 (যেতে দিবনা দিবনা) এ প্রাণ থেকে যেতে দিবনা
 ধরে রাখব, এ প্রাণ থাকতে যেতে দিবনা দিবনা
 (দূরে যেতে দিব না) (বুকে বুক রাখব
 যেতে দিব না)
 (প্রেম ডোরে বেঁধে রাখব) তোরে ধরে রাখব)
 (ও রাক্ষা চরণ কসে বাঁধব)
 (কবে) পাছখানি মাখায় দেব,
 লগনের জলে ধোব, প্রেমচন্দন করিব লেপন।
 (বুকের মাঝে রেখে গো) (ত্রীপাদপদ)
 (কত সুন্দর যে হবে গো)
 (ও রাক্ষাপদে প্রেম লেগে)
 (হৃদনের সৌরভ মিলে) সৌরভে মাড়বে মন
 আঁখি ভরে দেখব আমি আঁখির সাধ মিটিয়ে।

বিশিষ্ট—বাখাজ।

হাসিছে আজি কুহুমরাজি ভ্রমর মঞ্জু গুঞ্জে।
 ওকি জীবন বঁধু, ঢালিছ মধু,
 কোকিল-কণ্ঠ কুঞ্জে।
 (আহা) শোন ওই শুল্ললিত।
 চিত্ত বিমোহন কিবা গায়ের গীত,
 উছলে প্রমোদে ভকৃত চিত্ত,
 প্রেম-সীতুধ সিকনে,
 দেখ দেখ দেখ তরুরাজি,
 নতন মুকুলে কিবা সাজি,
 ভাবে ডগমগ বুঝি বা আজি,
 দেখেছে প্রাণরঞ্জে।
 মোহন মধুর ধরিয়ান তান,
 মলয় অনিল গাইছে গান,
 আকুল হইল মাতিল প্রাণ
 দেখিতে আঁখি অঞ্জে।
 পরাণ বঁধুরা, ধরি এ ছাঁদ,
 বুঝিবা পেতেছ প্রেমের সঁদ,
 টুটল মরম সরম বাঁধ ব্যাকুল প্রেমভঞ্জে

প্রেমসিদ্ধ মাঝে আজি ডুবিব অভল সলিলে,
 চিরকালের মত আমি ডুবিলার
 আমি ডুবিব ডুবিব ডুবিলারে
 ডুবে সকল জালা আমি ভুলিব রে।
 তোমার পায় ধরি, আমার ডুবায় রাখ,
 এজনমের তরে আমার ডুবায় রাখ
 আমার টেউলেগে প্রাণ কেমন হল,
 আমার বিষয় ভোগ যে ভেসে গেল—
 ও তাই প্রেমানন্দে মন মাতিল,
 ওই হৃদতরঙ্গে ডুবিলারে
 অগাধ জলের মীনের মত;
 ওতাই আর যে আমি রইতে নারি
 ওই মরুভূমে থাকব কেন
 ও তাই কিসের লেগে থাকব বল
 ওই প্রেমসাগরে ডুবিল রে—
 ওই হৃদ তরঙ্গে ডুবিল রে,
 তোমার গৌর যেমন ডুবিলিল,
 ডুবায় রাখ আমি ভেসে যে উঠি।

সিন্ধু—ভৈরবী।

সুখান মালিক তুলবি যদি,

ডুবদে প্রেমসাগরের জলে।

খুজলে পরে যেথা সেথা

সে খন কি ভাই অমনি মিলে।

প্রেমের সাগর কাঁরা, হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশ ডুব ডুব ডুব, ডুব দিতেছে দলে দলে।

তারা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,

তাই কেবল ডুবতে আছে,

তাদের সঙ্গে ডুবদে যদি

তুলবি মালিক, পরবি গলে।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

দেখিস দেখিস ছুঁ স্নেহে ভাই ঐ ফুলটা ঐখানে
ও ভাই কি যেন কি ভাবছে বসে আপনার মনে

(যেন) কার পানে চেয়ে চেয়ে,

আছে ও বিভোর হ'য়ে,

কার যেন রূপরাশি লেগে নয়নে।

চুপ করে ও ভাবে কাঁরে,

কে যেন ওর হৃৎ মাঝারে,

অমিয়ধারা দিবা নিশি ঢালে সন্ধানে।

আবার যেন হুঁইয়ে মাথা,

কার সঙ্গে ও করয়ে কথা,

কি জানি কোন দেবতা সদা প্রাণ টানে।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ কসনে কথা

ও ধ্যানে জ্ঞানে দিসনে বাণা,

আহা, থাক্ থাক্ থাক্ যেমন

আছে মগন ধ্যানে।

বিভাস—কাওয়ালী।

ভোর ভেল গাও এ নরনারী

আজু গাও এ গাও এ নরনারী,

(মধুর দয়াল নাম রে)

(ওরে পুরবাসী)

(প্রেমে নেচে নেচে রে)

শিশির মুকুতা পাতি, মধুর মোহন ভাতি,

মধুরং মধুরং, কিবা মধুরিমা চিতহারী।

ফুটন মধুর ফুল, ধাওল অলিকুল,

ফুল মধু পান ভিহারী।

ফুল-মধু পিয়ে পিয়ে, ভাবেতে বিভোজ হয়ে,

গাও ত মহিমা প্রচারী।

কোকিল ললিত চিত, গাও ত স্তম্ভলিত,

ললিতং ললিতুং, কিবা গাও ত পরাণ কাটি।

মোহন মলয় বায়, মোহন মঙ্গল গায়,

মোহনং মোহনং, কিবা উছলে প্রেমমাধুরী।

মিলি গন্ধবহ মনে, গাওব আনন্দ মনে,

সেই স্মৃতি সলিলে সঁটারি।

(আহা) ডাকবো বন বন, চলব গো সিংহাসন,

আও হৃদয়বিহারী।

রাজকৃষ্ণ রায়

বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে, ১২৬২ সালে রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিলিৎ-শ-সম্বৃত; তাঁহার পিতার নাম রামদাস রায়। রামদাস রায় কলিকাতার ঘোড়াসাঁকোর এক জমীদার-বাড়ীতে সামান্ত সরকারী কাজ করিতেন। শৈশবেই রাজকৃষ্ণ মাতৃহীন হওয়ার এবং সংসারে আর কেহ অভিভাবক না থাকায়, রাজকৃষ্ণের পিতা রাজকৃষ্ণকে কলিকাতা লইয়া আদেন। একটা ত্রীলোকের উপর রাজকৃষ্ণের প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয়। অষ্টম বর্ষ বয়স্ক্রেম রাজকৃষ্ণ পিতৃহীন হন। অর্থের অনটনে স্থলের লেখা পড়া রাজকৃষ্ণের ভাণ্ডো বড় ঘটে নাই। সামান্ত কিছু লেখা-পড়া শিখিয়ে, নানা স্থান হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া নিজে নিজেই পাঠাভ্যাস করিতেন। ২১ বৎসর বয়সের সময় বার টাকা বেতনে এলবার্ট প্রেস ছাপাখানায় রাজকৃষ্ণের এক কর্ম হয়। এ টাকা হইতে কিছু কিছু লব্ধ করিয়া পরে তিনি “বীণাবর” ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং “বীণা”-নামী কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় রাজকৃষ্ণের অদ্ব্যব ছিল; তাঁহার বহু

কবিতা, ভাংকালিক সংস্কারগত্রে “সন্ধ্যা” প্রকাশিত হইত। রাজকৃষ্ণ বসু এই জিখিরামেন, বাঙ্গালী-
ভাষার এক প্রহু আর কেহই লেখেন নাই। তাঁহার সাত ভাগ প্রহুবাণী তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন।
সামান্য ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ তাঁহার অল্প কীর্তিত্ব। সঙ্গীত রচনার তিনি দক্ষ হস্ত ছিলেন।
তিনি অপর্যল কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত “প্রজ্ঞানচরিত্র” নাটকের
অভিনয়ে বঙ্গবন্ধুবি বিপুল অর্ধ উপার্জন করিতেছে, অথচ তিনি তাহার কলভাগী হইতেছেন না,—
এই ক্ষোভে রাজকৃষ্ণ “বীণা থিয়েটার” স্থাপন করেন। সেই “বীণা থিয়েটারই” তাঁহার কাল। এই
হইতেই তিনি রূপান্তর ও বিপন্ন হন; তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। অনগণে ষ্টার থিয়েটারের
কর্তৃপক্ষগণের এবং ঐচ্ছিক উন্নয়ন চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে যে সময়ে রাজকৃষ্ণের পুনরায় একটু উন্নতির
সুত্রপাত হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ১০০০ সালের ২৮শে কান্তন রাঁধবার, ৩১ বৎসর
বয়সে রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

বিখিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্থানাম এখনো ধারায়।

আর্থের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ॥

তা, যদি থাকিত তবে, এ দশা কেন রে হবে,

কেন বা ভাসিতে হ’বে নয়ন-ধারায়।

আর্থানামে পরিচয়, দিবার এ কাল নয়,

অনাথ অধম এবে ভারতবাসী ;—

আর্থ্যত্ব বাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা’ এবে,

মুখে আর্থানাম ভাগে গৌরব কোথায় ॥

(কোথায় আনিলে আমায়—সুর)

বাগে—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,

কোথা সেই কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণ।

কোথা সে বীরত্ব লীলা, কোথা সে অসির খেলা,

কোথা সেই হৃৎকায় হৃদয়কম্পন।

কোথা সেই ধনুর্কোণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,

কোদণ্ড টঙ্কার ঝোঁর এবে রে কোথায়।—

বীরমাতা হ’য়ে ভূমি, হইলে অবার ভূমি,

ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন ॥

পরজ-খাবাজ—স্বাধীন।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গা, এখনো সাগরপানে

কোন্ মুখে ঢলি, চলেছে মূহুর্তে তানে।

পূর্বে ভূমি দিব্যানিশি, কলক-কলিকারানিশি,

প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর পানে।

এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাকার,

রাশি রাশি পুণ্ড্র সত্তি, ভারত ভরিয়া ;—

এ পক্ষ লইয়া মিছে, কেন যাও সিদ্ধকাছে,
যেও না যেও না আর, কিরহ পুন উজানে।

সাহানা—খামাল।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,

জানি আমি ভারতের যুকে কেন হত্যাশন ॥

কেন যে ভারত হেন, এ স্বোর কুদিন কেন,

তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অজ্ঞান।

কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা,

ভারতবাসীর নাই, একি বিধি-বিড়ম্বন ;—

হায়, কত দিন আর, রসাবাদ একতার,

লবে না এ মূর্থ জাতি, ধৈর্যে বহিয়া মন ॥

বিভাল—একতাল।

জগৎ লেখের চেয়ে, যাচ্ছে যেহে, সোণার তরী

তরীর উপর, শ্রাম-কলেবর রাম রঘুমণি ॥

যিনি ভবের জলে, অবলে কহেন জীব পায়,

আজকে তাঁরে, নিচি পারে, হ’য়ে কর্ণধার,

পারের কড়ি, ধ’রে নিব চরণ স্থানি ॥

গৌরী—দঃ দ্বা।

শ্রেম যদি সই শিখতে হয়,

মানুষের কাছে নয় ॥

সাঁজের রশি, শ্রেমের ছবি,

শ্রেমের আলো আকাশময় ॥

ওই রশি সই শ্রেমের খেলা,

খেলছে কেমন সাঁজের বেলা,

আখের আখার, আখের আলো,

কলকললা জেয়ে নয় ;—

রাজকুমারী

দূরে হুজন, তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের জ্বলন্ত বয় ।

সাহান—৭৭ ।

নগর চেরে কানন ভাল,
নাইকো হেথায় কোলাহল ।
ভক্তি ভরে মধুর স্বরে, মনরে আমার হরি বল ॥
প্রতিধ্বনি গভীর হুঁরে, বলবে হরি দূরে ঘুরে,
বনের পাখী বলবে হরি,
চলবে প্রেমে কুহুম-দলে ॥

নাওন মিশ্র—একভালা ।

দিয়ে করতালি এস হরি বলি,
হরি নাম করি গান, কাল হরি আয় হরি বলে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ ।
অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাস্তা পার সঁপি মন কায়, সুধায় ভাসি দিবানিশি
হুখে হুখা করি পান ।

বেহাগ—একভালা ।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
সমুজল ষমুনা গাঁওত গান ।
কানন কানন, করত সমীরণ,
কুহমে কুহমে চুষন দান ।
কাহে লো ষমুনা, গেছিন ঢল ঢল,
হুহাস হুনৌল বারি ।
আজু তেঁহারই, উজল সলিল পর,
নয়ন সলিল দিব ডারি ।
কাহে সমীরণ, লুটই কুহুম বন,
অলসি পড়সি ষমুনায় ।
তৌহার চম্পক, বাসিত লহরে,
মিশাব নিশান বার ।

জনম গোয়াহু, রোয়ত রোয়ত,
হামকো কোইত সাধল না ।
সকল ভয়াগল, যো ধন আশে,
দো বি ভয়াগল যোর ;
আপন ছোড়ি সব, আপন করহু রোর,
লো বি সজনি পর হোর ।

যমুনে হাম, হামলো হরবে,
হাম তর রোয়বে কে,
তোহারি হুহাসিত, নীল সলিল পরি,
রাখা সপদে দে ।

কীর্তন ।

দেখ রে আঁখি আঁখি ভরি,
গোলোকবিহারী হরি ।
ধারে হেরিলে যাইবিরে চলে,—
ভবসিন্ধু পারে তরি ।
হরি হরি বল অনুকণ,
কর সঙ্গা হরি নামের কীর্তন,
তাই বলি আর ঘুচাও না মন, দিব্যবিতাবরী ॥

সিন্ধু—চৌভালা ।

অনন্ত শয়নে, হের নারায়ণে,
হের হের বিবাসিগণ ।
গীতাস্বর হরি, মধুর মাধুরী,
পাদপাশে বিজলী বরণী ;—
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হেরি লীলার স্বপন ।

ত্রিবিট—আড়ধেম্টি ।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে,
ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই ।
কচি স্টোটে মাথিয়ে দিবো,
ফুটবে কুঁড়ি দেখবে তাই ।
জ্যোতির্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা,
খেলবো হুখে আয় না তাই ।

মিশ্র—একভালা ।

রতন আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে ।
চরণে নুপুর, আহা কি মধুর রুণু রহু রহু বাজে ॥
সবে আঁখি ভরে হেরিয়ে মাধুরী,
প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
হুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে ॥

বিক্রিট—একতারা ।

মধর অধরে আধ স্খাধারা
ঢালি শশধর লুকাল সই
আমি যে পিয়ানী চকরো অধর,
স্খাধর পিয়ানী মিটল কই ।
চান-বদনে বদন রাধি, অধরস্খা অধরে মাধি,
প্রেম সোহাগে ঘুমায়ে থাকি,
সে আশা মিটিল না ;
হতাশ প্রাণে, আকাশ পানে,
কেবলি চাহিয়ে রই ॥

কানেনড়া—আড়াঠেকা ।

কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুল-বিভূষণ ।
কাহারে হাসাও তুমি, করাও করে রোদন ॥
আজি যেই সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কাননে,
মিরিষি, অযোগ্য জনে, কলঙ্কিছে সিংহাসন ।
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ, যে তেমন সে তেমন,
স্বপনে মিশি স্বপন, ধাঁ ধাঁ অনক্ষণ ।
ওব চন্দ্র ইন্দ্রজালে, কত দেখি কালে কালে,
বা লিখেছ যার ভালে, কোশলে কর পূরণ ॥

বেহাগ ।

(গুর) এনে দে তারে ।

যারে না দেখিলে পলকে প্রলয়, ভাসি নরনধারে,
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হার,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে ।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্দের কঁাদ, কঁাদালে আমার ;
জীবন আকুল হ'ল, নরনে বরিছে জল,
হ'তেছে মন চকল, ক'ব তা কাহারে ।

সিন্ধু—মধ্যমান ।

যারে তারে ও কেউ ভালবাসা দিস্নে ।
বদিও সর্কর দিস্ন তবু ভালবাসা দিস্নে ॥
ভালবাসা অমূল্যধন, এর যোগ্য বিবালী জন,
কীর করে দিবে, এর অপমান করিস্নে ॥

যে কেউ ভালবাসে তোরে,

পরধ কর তায় নিক্তি ধ'রে,

ওবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্নে ॥
আশু পিছু না ভাবিলে, আহার মত পলে পলে,
ভাস্তে হবে নরন-জলে, রূপ দেখে মজিস্নে ॥

বেহাগ—দাদুয়া ।

ফুটলো কলি, জুটলো অলি,
ছুটলো নতুন প্রেমের ধারা ।
রবির করে, চাঁদের করে,
কোচে খেলা দিচ্ছে ধরা ॥
তমাল ডালে, হেলে জলে,
উঠলো লতা সোণার পারা ।
নীল আকাশে, চললো ভেসে,
কিরণ-ভরা উজল তারা ॥

চুংরী ।

সাপে বাঁকরে খেলা করে, ওগো নরা নরা সাপ ।

ঢোড়া বোড়া বোড়া বোড়া

বিশ হাত লম্বা চক্কা-ছাড়া,

কৌঁস কৌঁস গোখরো,

কৌঁস কৌঁস কেউটে, ছু মুখো সাপ,

ছ মুখো সাপ ভিন্টে ; খোরে গোখরো,

দোয়ে গোখরো, ফলায়ে গোখরো,

রঙচেরা ওগো, দেখে যাগো দেখে যা ।

আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা,

রংবেরঙের হিলি মিলি গা ।

ওগো সাপে বাঁকরে খেলা করে ॥

হরিনামে পাষাণ গলে,

মা গো আমার কিসের ভয় ।

যখন বসবো গিয়ে পিতার কোলে,

বলবো হরি বাহ ভুলে,

পিতাও আমার ও মা,—হরিনামে বাবে ভুলে ।

তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,— ১

মায়ের কাছে বলবো হরি,

হরির কাছে বলবো মা ॥

কোথায় আছ হে পরপলাশ-লোচন,—
(হরি হে, আমার প্রাণের হরি,)
মরি তাতে কৃতি নাই,
কিন্তু সাধ পুরিল না হে,—
আমার হরিবলা সাধ পুরিল না হে,
সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে,
ভেসে গেল ভেসে গেল হে ও কাঙ্গালের নাথ ॥
যায় থাক, তাঁর কৃতি নাই,
কেবল এই চাই, হরি, এই চাই,
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই ॥

—
পিতা, একবার হরি হরি বল,
মনের হৃৎখে হরি বল,
প্রাণের হৃৎখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি
আমার হরিকে হে
সেই মুখে একবার হরি বল
হরি হরি হরি বল ॥

—
প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু,
এমন গুরু আর পাব না ।
এই গুরুর রূপায় জগৎগুরুর
নাম ভেনেছি আর ভুলিনা ॥
হরিবল মন, ভক্তি ভরে,
বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শাশান থাকবে দূরে,
পাপে-মরা আর রব না ;
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব,
ঘুচে যাবে যম-বাড়না ॥

—
ও মা, হরি হরি বল না ।
প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না ॥
হরিনামে বিপদ খোচে,
মরণ ছুঁয়েও জীবন বাচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়িয়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না ॥
হরি হরি হরি বলে পিতার কাছে চল না ॥

আহা আররে বাছা, আর কোলে আয়,
একবার চুম্বিও চাঁদবন্দনখানি ।
ও হে ভক্ত চুড়াপি ।
আমায় বেঁধেছিল বাপ, ভক্তিতেভরে,
আমি ঘাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেম সাগরে ।
বাছা, তোর মত না হ'লে পরে,
কেন জীব পায় আমারে ॥
মনের হৃৎখে নীড়াকিলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে,
যে জন মনে ভুলে, হৃৎখে ডাকে,
আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত, বাছারে,
তোমার মত ডাকে ভক্তিতেভরে,
বাধা আমি তার দুয়ারে ।

—
হরিনাম বড় ভালবাসি ।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি
সে নাম স্মরণে সিংহের পরাণ, পলকে অশ্রুবারি ।
নামে স্থা করে পিয় প্রাণ ভরে আনন্দ-
সাগরে ভাসি ॥

—
কীর্তন ।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না,
অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে ।
আমি সবার প্রতি, যে সবার মতি,
সে সবার গতি হুধু এখানে ।
দূর ধরাভূলে, পাপ-তাপানলে,
পুড়িস্ কেনরে জীব,
আম। চারি জনে, স্থান পেয়ে মনে,
স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে ॥

—
হায় হায় বিধি—হুয় ।

বীরি বীরি বহে মলয় বায়,
বীরি বীরি ফুল হুলাছে তায়,
বীরি বীরি চাঁদ ভাসিয়ে বায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-পায় ।

ঝুরু ঝুরু বনের চাঁদের হাস,
 ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
 চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে,
 রাম-গুণ-গান কোকিলা গায় ॥
 ছোট ছোট ফুল ফোট ফোট মুখে,
 গলে গল রাখি খেলা করে মুখে।
 রাম লছমন ভাই দুইজন
 গলা ধরাধরি করিয়ে যায় ;—
 আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,
 যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে।
 রাম লছমন ভাই দুই জন,
 দুই চাঁদ চাঁদ-হাসি বিলাস ॥

(জগৎ) বেথরে চেয়ে,
 যাচি বেয়ে সোণার তরণী ;
 তরীর উপর শ্যামকলবর রামরঘুনি ॥
 (যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
 করেন জীব পায়, আজকে তাঁরে,
 নিচি পায়, হ'য়ে কর্ণধার ;—
 পারের কড়ি, ধোরে নিবো চরণ হুখানি ॥

মলতানী—জলদ একতাল।

প্রাণ গা রে, মন গা রে।

নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে ধারে ॥

প্রাণায়াম রামনাম, গা রসনা অবিরাম,
 ধরাধাম স্বর্গধাম পাবি একধারে।
 জলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে ॥

ভৈরবী—দাদরা।

রাম নামের প্রেম বলবো কত,
 রামের প্রেমে ত্রিলোক পাঁচে।
 যে রাম বলে বাহু তুলে,
 সেই যেতে পারে রামের কাছে ॥
 (আমার) লক্ষ্মণমাঝে রাম বিরাজে,
 বীরের সাজে ধনুর্কধারী,
 বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ,
 প্রেমরূপ রাম বসে আছে ॥

পাষাণের ভার নরকের গুরু,
 পাপের ভারই গুরু অতি।
 পাপকে আমি ডরাই বড়,
 শিলায় আমার কিসের কতি ॥
 তিল পরিমাণ পাপের ভার,
 বহিতে পারে সাধ্য কার,
 জগৎ কোটা অনেক লঘু, তুচ্ছ পাষণ রতি রতি
 কোথায় হরি দাও হে দেখা,
 পাপের গিরি মাথায় রাখা, সাধাতীত মোর,
 পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে
 পাপের পাষণ পাপীর গতি ॥

কালংড়া রামকেনী—জলদ একতাল।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
 সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
 তলুধনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
 চাঁদ পারা ছেলে লইরে কোলে ॥
 জনক-কিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
 চায় কিরি কিরি আপনা তুলে।
 আয় লো সকলে, দেখ্‌লো সকলে,
 পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে ॥

ভৈরবী—চোঁতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয় জয় জয় রাম।
 আকাশ ছায়ায়, উষা সতী গায়,
 ত্রীরাম মধুর নাম ॥
 শতদল জলে, ফোটে পরিমলে,
 রাম রাম বলে অলি।
 রামনাম শুনে উদ্দেশে নলিনী,
 রাম-পায়ে পড়ে ঢলি ॥
 ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
 পাখী বলে রাম রাম বুলি।
 জাগরে সকলে, রাম রাম ব'লে,
 ভকতি কপাট খুলি ॥
 হরি বল হরি বল হরি বল মন।
 ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার-বপন ॥
 (একবার হরি বল বলরে!)

অমর ভক্তি ভরে, উঠেঃসরে,
করি হরি সধকীর্তন ॥
(ওরে নেচে নেচে রে)
অমরা প্রেম-ভিখারী প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ ॥

বাঁধাজ—একতাল।

ধীরি ধীরি বস্ম মূল্য বার,
ধীরি ধীরি ফুল তুলিছে কার,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায় ॥
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গলে রাখি তুলিয়ে
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায় ॥

ললিত—কাওরালী।

পতি সনে যেতে বনে সতীর কি দুখ হে।
তাজি কান্না কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে ॥
স্বামিসহ অহরহ সতীরই হৃথ
কমলিনী হরমিণী হেরে রবি-মুখ হে ॥

সিঁহিট—আড়া।

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও
পরম দয়াল পরব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও ॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের পরে;
পরের তরে হরি-আকার ধরে সন্তুণ হও।
পরের তরে কার্য কর, পরের তরে কেবল ষোর,
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও

হুয়ট—আড়াঠেকা।

কান্দে গো পরাণ আজি তোমা সবে ছাড়িতে।
বিধি জানে কবে পাব তোমা সবে হেরিতে।
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়ে, খেলিতাম হুলি লয়ে,
খেলিত নরনে হৃথ, ভরা হাসিতে।

কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
ভুলনা আমারে সই, এবে গো বিদায় হই,
পতি সনে ঘাইতে ॥

কানাদা দিশ—একতাল।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এমি আমার মনে লাগে।
নামটী শুনে আমার মনে,
রূপটী গো তার কেন জাগে ॥
ধরবো তারে খুঁজি খুঁজি,
রাখবো ধরে মরম মাঝে,
পূজবো তারে, ভজবো তারে,
মজবো তারি অনুরাগে ॥

বেহাগ।

(ওরে) এনে দে তারে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়,
ভাসি নরনদীরে ॥
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধুরেছে তার বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মস্তুর কঁাদ কঁাদালে আমারে।
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চকল ক'ব তা কাহারে ॥

সিন্ধু—খেম্টা।

লয়লা কি খেলা এ যে নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে-খেলা এখন প্রেমে এলা ॥
উঠলো সই যৌবন ফুটে,
ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি বসে ছুটি ধরে মুটির গলা।
পাঠশালার পাঠ সাজ হলো
দেখ যে প্রেমের মেলা ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

তোমার যুগল পদ দিবানিশি সেবা করি।
তোমার প্রসাদে সদা সিঁদ্বীতে সিঁদ্বর পরি ॥
দাসীদে আলীষ কর, তোমাথনে নিরন্তর,
অবিবাহে, অবিপদে, নয়নেতে যেন হেরি ॥

যে চায় ধারে পায় না তারে
 প্রেমের একি উটেটা খেলা ।
 যে ধারে, চায়না ফিরে,
 সেই ওলো সেই ষটায় জালা ॥
 প্রেমিক অলির কমলিনী, অলি বিনে পাগলিনী,
 গুণের পোকার ভ্যানভ্যানানি,
 ক'লে, লো, সই, ঝালাপালা,—
 পলালো ঝাকুল হুয়ে, প্রাণের ভয়ে কমলবালা ॥

ওলো, ভাঙ্গবো আজ লুকাচুরি, ধ'রবো ফকিরে ।
 নাগর পড়ে কিনা পড়ে দেখি নারীর ফিকিরে ॥
 জেপে আজ সারা রাত্তি, খুঁজি বন পাতি পাতি,
 আছে কোথা ছল পাতি, চল চল দেখিরে,—
 ভাসাব সোহাগ সবে সবা সখীরে ॥

ষোর আধারে ঘুমায় ধরনী ।
 অগণন পাখীগণ, মুদিত লোচন,
 প্রকৃতি মলিনবরণী ।
 মলিনে মলিন হয়ে, হৃদয়ে নিরাশা ব'য়ে,
 এসেছি বিদায় নিতে মনোমোহিনি ।
 কবনা প্রেমের কথা বিবনা প্রাণে ব্যাখা,
 শেষ দেখা দেখে যাব ওই মুখখানি,—
 ভালবাসা রেখে যাব, (একবার) দেখা দাও ধনি ॥

মুগ্ধ রজনী, আও সজনি, গাও মধুর মিলন-গান ।
 নিরর্থ নিরর্থ, প্রেম-পরর্থ সধিসথ দুই এক প্রাণ
 উজল চাঁদ কিরণ রাশি, ভারত কত হাসি হাসি,
 পিয়ত নিয়ত দুই পিয়াসী, রূপ-অমিয় খুলি নয়ান
 হৃদয়-যন্ত্র-তন্ত্র বাজে, প্রেম-পুত্তলি যুগল সাজে,
 প্রেম দুইকি প্রাণমাঝে, তুলত অতুল নব তুফান,
 দুইকো দুই বাধি বাহ করতি কতহি প্রেমদান ॥

তোমাকে প্রেম-গোয়ালে
 রাজার হালে রেখে দেবো ।
 কোরে যতন, নিত্য নতন,
 কচি কচি ঝাপ খাওয়ারো ॥
 চারটি খুরে ধোরে সাধি,
 কর, নাগর, আমায় শাদী,

আমি তোমার প্রেমের বাঁধী,
 ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়াবো ॥

অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে,
 মন আমার কে ছিনিয়ে নিলে ।
 অচেনায় আজকে আমায়,
 বিনিমূলে কিনিয়ে দিলে ॥

অচেনায় দেখলে পরে, প্রাণ, যে কেন এমন করে,
 খুলেতা বলবো তারে অচেনা যদি মিলে ।
 অচেনায় মন কেন চায়, অচেনায় বলবো খুলে ॥

নতুনরূপে নিতুই নতন প্রেমের তুফান বদ ।
 রূপ যেখানে, প্রেম সেখানে আপন-হারা হয় ॥
 চোখে রূপ যেমন লাগে,
 ঘুম ভেঙে প্রেম অগ্নি জাগে,
 ভাঙা ভাঙা ভাব সোহাগে স্বপন-কথা কয় ;—
 রূপে প্রেমে কোলাহুলি হৃদয়ে হৃদয় ॥

ঘুমন্ত চাঁদের ওই নিরন্ত জোছনা ।
 শেষ হাসি হাসি নিশি ও হাসি মুছনা ॥
 আধ ষোর আধ ছায়া, প্রকৃতি রাগীর কায়া,
 জোছনায় দেখা যায়, সে কায় ঢেকোনা ॥
 প্রকৃতির ছেলে মেয়ে, ফুলেরাশিশিরে নেয়ে,
 চাঁদের জোছনা পিয়ে, এখনো হাসে ;—
 জোছনার হাসি গেলে, ও হাসি রবে না ॥

ভাবছি তোমায় ভাবের ভাবে,
 সে ভাব ভেবে বলতে নারি ।
 যতই ভাবি, ততই ডুবি,
 ভাবের সাগর গভীর ভারি ॥
 কি এক ভাবের নেশার ষোরে,
 ভাবিয়ে দিলে তুমি মোরে,
 দেখছি চেয়ে ভাব-বিভোর,
 ভাবে ভরা মুখ তোমারি ;—

এ ভাবে ভাবের অভাব ষটিও না হে বিভাবরী ॥ ৬

এত করে পায় ধ'রে, তবু তারে পেলেম না ।
 প্রাণ ভরা প্রেম দিয়ে, তবুও তার হ'লেম না ॥

সরল বিশ্বাসে তারে, বেঁধেছিলেম আশার ডোরে,
 রেখেছিলেম হৃদ-মাঝারে,
 ভেবেছিলেম পালাবে না।
 কিন্তু প্রবন্ধনা করে, যজ্ঞধার ছুরী মেরে,
 আমার তুলে পরের হ'লো,
 কেন আমি যুলেম না;—
 ম'রবো কেন, ম'রবো তারে, ঘৃণে ভবে যাতনা ॥

ভ্রমের বিশ্বাস করে, পদ্মিনীর আঁখি করে।
 হৃতাশের রূপে মজি, হৃতাশে পতঙ্গী মরে ॥
 পুরুষে যে করে আশা, সে নারীর এই দশা,
 হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে সে পালায় স'রে ॥
 প্রাণ মন কেড়ে নেয়, অবশেষে দাগা দেয়,
 অবলা সরলা বালা নয় জ্বালা কেমন ক'রে ॥

শ্রীরাগ—একতাল।

সহিরে, আগুল শাওন, শন শন গরজন,
 কঁমকঁম বরিধন শন জলধারা।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

গুড়ু গুড়ু হুড়ু হুড়ু, শব্দ নুবধ করে,
 হাম সে অবোধা নারী পাগরী পায়া।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

বিজুরী অনলমুখী, বড়ি বড়ি চমকত
 চমকিত চিত বড়ি ষোরা।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

ডেক তেকী মক মক, উড়ল নভসি বক,
 জলদ গলহি সিতহারা।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

পোখর নদনদী, ভরল জলদজল,
 উতরল শল নিঝোরা।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

কেলি কদমফুল, ফুটহি সমাকুল,
 করতহি ভ'ওরী ভ'ওরী।

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ॥

ডাহক ডাহকী, ডাকত ডুক ডুক,
 নাচত ময়র ময়রা;

কহ কব আওব কাস্ত হামারা ?

শাওন বাদর, লোর যোরি বর বর,
 করতহি শাওন-ধারা,

কহ কব আওব কাস্ত হামারা।

বারিদ-কোর মাঝ, গুপত তপন জন্ম,
 রহি গেল কাস্ত মথুরা।

শ্রাম শ্রাম বলি, কতহি ফ্কারব,
 অব রাধা বিরহ-বিধুরা ॥

শ্রোমের ছলা-জুয়াখেলা

খেলতে গিয়ে একি হ'লো।

জিৎবো ব'লে ভরসা ছিল,

সব যে আমার হারিয়ে গেল ॥

রূপের ঘূমের লুপের স্বপন,

কে জন্মে রে হবে এমন,

অজুরিত আশা-লতা, নিরাশ-বিষে অ'লে ম'লো,

ডুবে গেল হৃদয়ের চাদ,

নিবে গেল চাঁদের আলো ॥

বক্ষিমচন্দ্র ।

অনাম্য প্রভিভার এবং আলোক-সাধারণ কবিত্বপ্রভার বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-
 সঙ্ঘ-সভায় আপন স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন। ২৪-পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের
 ১০ই আষাঢ় (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুন) বক্ষিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পিতা বাদরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে চেপুটী কলেজের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বক্ষিমচন্দ্র, পিতার
 তৃতীয় পুত্র। বক্ষিমচন্দ্রের প্রভিভার প্রভাব বাল্যকালেই পরিস্ফুট; পঞ্চম বর্ষ বয়সে এক দিনেই তিনি
 বাঁকালা বর্ণমালা, শিক্ষা করেন। ১২৫০ সালে তাঁহার পিতা কর্ণহুজে বেদিনীপুরে অবস্থান করায়,
 বক্ষিমচন্দ্র ভজ্ঞাত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন; সেখানে প্রতিবৎসর “ডবল প্রমোশন”

পাইয়াও, বালক বসিষদেয় পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন। ১২৫৮ সালে বাণবচস্প ২৪-পত্রপণ্য বদলী হন; এই সময় বসিষদেয় হুদলী কলেজ হইতে “সিনিয়র স্কলারশিপ” পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর (১২৬৫ সালে) বিখ্যাত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বসিষদেয়ই বাক্যনির্ণয় মতো প্রথম বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। ইহারই পর বৎসর ছোটলাট হেলিডে সাহেব বসিষদেয়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রদান করেন। এই সময় তিনি আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ডেপুটিমিসির কার্যের সময়, একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া, বসিষদেয় “মুহুরবাণ” ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করেন। প্রথম বরসে “ইতি-রাম কিল ড” পক্ষে “ইন্দ্রমোহন ওরাইক” নামক এক ইংরেজী উপস্থাপন লিখিতে অগ্রসর করেন। তাঁহার দুই ভিন্ন বৎসর পরে (১২৬৮ সালে) তাঁহার “দুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশ হয়। ইহার ছয় বৎসর পরে “কপালকুণ্ডলা”, নয় বৎসর পরে “সুখালিনী” এবং ১১ বৎসর পরে “বন্দনন্দন” প্রকাশ হয়। “বিষয়ক” “ইন্দিরা” হইতে “দেবী চৌধুরাণী” প্রভৃতি উপস্থাপন বন্দনন্দনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। “বন্দনন্দন” উত্তীর্ণা যাতনার পর, “ককচরিত্র”, “ধর্মতত্ত্ব” ও সীতারাম” প্রভৃতি গ্রন্থ এবং “প্রচার” পক্ষে গীতার ধর্ম ও ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়। রাজকীয় কার্যেও বসিষ বাহুর যথেষ্ট যশঃ ছিল। ১২৯৮ সালে বসিষদেয় “পেন্সন” লন। ইহার পর সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩০০ সালের ২৬ই চৈত্র অপরাহ্ন ৩টা ২০ মিনিটে বসিষদেয়ের মৃত্যু হয়।

ভিকারমোদ—রীপভাল ।

বন্দে মাতরং ।

সুজলাং সুফলাং, মল্লভঙ্গ-সীতলাং
শতশ্রামলাং, মাতরং ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতবাসিনীং
সুস্কন্ধমিত-ক্রমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং
কে বলে মা তুমি অমল
বহুবলধারিণীং সমামি তারিণীং
রিপুলধারিণীং মাতরং ।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি ছাদি তুমি মর্ম,
তুং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহতে তুমি মা শক্তি, ছাদরে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।

তুং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাধারিনী নামামি তুং ।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুখলাং সুফলাং মাউল্যং বন্দে মাউল্যং ।
শ্রামলাং সরলাং সুমিতাং ভূমিতাং
ধরনীং ভরনীং মাতরং ।

বাক্যনির্ণয়—রীপভাল ।

বহুবল্যং বন্দে মাতরং, কি নিমি বিজিল ।

বীপ বিদে পড়ি কলে, বরসে ছাদিলা কলে ।

পরেছিহু কুতুহলে, যে রঙনে,
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কঠোর ডোর, মণি হয়ে নিল ॥

কীর্তন—তুং ।

সিদ্ধ-কুলে রই, নৃতন তরী বই,
পারে তোরা কে বাইবি গো ।
নৃতন ডিকার, নৃতন মাঝি,
পারে তোরা কে বাইবি গো ॥
দান দিবে বেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে বাইবি গো ।
ওই দেশ বর, মধুর মলর,
এই বেলা কে বাইবি গো ।
তুলি দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে বাইবি গো ॥
যদি পথিক পাই, কুল তাজি বাই,
অকুল মারো কে বাইবি গো ॥
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আবার সাথে কে বাইবি গো ॥

কালোড়া—কাওরাণী ।

মেঘ দলপনে হার, চাতকিনী ধাম রে ।

সবে বাবি কে কে ডেরা অর, আর আর রে ॥

মেঘেতে বিজলী-হাসি, আবি বড় ভাসলি,

মেঘেতে বাবি ডেরা, সিন্দুরাণী ধার রে ॥

ভূক—একতাল।

মধুরাবাসিনী মধুরহাসিনী, শ্রাম-বিলাসিনী রে ।

কহ লো নাগরি, গেহ পরিহারি,
কাহে বিবাসিনী রে ॥

বৃন্দাবন-ধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তুপ্তভাগি রে ।

দেশ দেশ পর, সো শ্রাম হৃন্দর
ফিরে তুয়া লাগি রে ॥

বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে ।

চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধুধামিনী,
না মিটিল আশা রে ॥

সা নিশা সমরী, কহ লো হৃন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা রে ।

তুলিয়া ধাওরে চলি, বাজারে মুরলী,
বনে বনে এবারে ॥

পিলু—কান্দীরীখেয়ট।

সাধের তরুণী আমার কে দিল তরঙ্গ ।

কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে বাইবে সঙ্গে ॥

ভাসল তরি সকাল বেলা,

ভাবিলাম এ জল-খেলা,

মধুর বহিবে বার ভেসে যবে রঙ্গে ।

গগনে গরজে ঘন, বহে ধর সমীরণ,

কুল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আজ্ঞে ॥

মনে করি কুলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,

কুলেতে কণ্টক-ভর বেষ্টিত ভূজ্ঞে ।

বাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিহু তরি,

সে কতু দিল না পদ তরুণীর অঙ্গে ॥

ভূক—একতাল।

পরাণ না গেলো ।

যো দিন দেখিহু সই যমুনাকি তীরে,

পায়ত নাচত হৃন্দর ধীরে ধীরে,

ওহি পর পির সই, কাহে বারি তীরে,

জীবন না গেলো ॥

দ্বিরি বর আরহু না কহহু বোলি,

কিহু কহি নীরে আপন্য ঐকলি,

রোই রোই পির সই কাহে লো পরাণি,

তইধন না গেলো ।

শুনহু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,

রাধা রাধা রাধা রাধা বিগিনমাকে,

বব শুনহু লাগি সই মো বধুর বোলি,

জীবন না গেলো ।

ধায়হু পির সই সোহি-ঐপকুলে,

লুটায়হু কাঁদি সই শ্রাম-পদমূলে,

সোহি পদমূলে রই, কাহেলো হামারি,

মরণ না ভেল ॥

ত্রিবিট—আদ্য।

এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে
কিন্দ্রা জন্ম-জন্মান্তরে এ সাধ পুরাইবে ॥

বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,

আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে ।

লাজ-ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,

সাগর হেঁচে রতন নিব, কঠে রাখিব নিশি-দিবে ॥

ভূক—একতাল।

কাহে সোই জীৱত মরত কি বিধান ।

ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,

ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ।

(ব্রজবধু টুটায়ল পরাণ ।)

মিলি গেই নাগরী, তুলি গেই মাধব,

রূপবিহীন গোপকুটারী ।

কো জানে পির সই, রসময় শ্রেমিক,

হেন বধু রূপকি ভিখারী ॥

আগে নাহি বুঝহু, রূপ দেখি ভুলিহু,

হৃদি বৈহু চরণবুল ।

যমুনা-সলিলে সই, অব তহু ডায়ব,

আম সধি ভবিষ পয়ল ॥

কিবা কানন-বজরী, গল বেড়ি বাঁধই,

নবীন ডমালে দিব কাঁস ।

নহে, শ্রাম শ্রাম শ্রাম শ্রাম, শ্রাম নাম অপরি,

ছার তহু করিব বিনাশ ॥

ভৈরবী-ধাওয়াজ—কাওয়ালী।
কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া ময়মে ॥
রাজ হংস দেখি এক নয়ন-রঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন।
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন,
হৃদয়-কমলে ক্ষেব্র তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে,
কঁপিল মৃণাল সহ মৃণালিনী জলে।
হেনকালে কালমেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয়-পত্র তার বেগভরে,
ডুবিয়া অতল জলে, মৃণালিনী মরে ॥

বাগেশ্বরী-বাহার—আড়া।

স্ত্রী।—দড় বড়ি ষোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে।
পুরুষ।—সময়ে চলিছ আমি, হামে না ফিরাওরে
হরি হরি হরি হরি বলি রণ-রঙ্গে,
কাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর-ভরণে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাওরে।
স্ত্রী।—পায়ের ধরি প্রাণনাথ, আমা ছেড়ে যেওনা।
পুরুষ।—ওই স্তন বাজে স্বন রণজয়-বাজনা,
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, স্বরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে ॥

কীর্তন।

শ্রীমুখপক্ক দেখবো বলে হে,
তাই এদেশিলাম এ গোফুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে ॥
মানের দায় তুই মানিনী,
তাই সজেকি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাখে কথা করে,
থরে বাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন জরে,
তাই বাজাই বাঁশী করে করে।
বধন রাখে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন বলে আশ্রয় আসি।

তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই বমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী ভেঙবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাসুক মান।
ব্রজের হৃৎ রাই দিয়ে জলে, বিকাইছ পদতলে,
এখন চরণ-নৃপুর বেঁধে গলে পশিব বমুনা জলে।

কীর্তন।

ষাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিছ বহনেশ।
কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ ॥
হিয়া পর রোপিছ পক্কজ, কৈছ বতন তারি।
কাঁহা গেল পক্কজ সহ, কাঁহা মৃণাল হামারি ॥

অমলা।—ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সহ, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥
নির্মলা।—ষাটী জুড়ে, গাছটী বেড়ে,
ফুটলো ফুলের দল।
আয় আয় সহ, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥
অমলা।—বিনোদ বেশে, মুচকি হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ'রে গরব কর',
বাজিয়ে যাব মল।

আয় আয় সহ, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥
নির্মলা।—গহনা পায়ের, আলতা পায়ের,
কঙ্কাদার আঁচল।
জিম চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সহ, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥
অমলা।—বত ছেলে, বেলা ছেলে,
কিছু দলে দল।
কত বুড়ি, কত ছুড়ি,
ধরতে কত জল।

আমরা, মুচ্কে যেসে, বিনোদবেশে,
 বাজিয়ে যাব মল ।
 আমরা বাজিয়ে যাব মল,
 সই, বাজিয়ে যাব মল ॥
 হই জনে ।—আয় আয় সই, জল আনিগে,
 জল জ্বানিগে চল ॥

এ যৌবন জলভরঙ্গ রোধিবে কে,
 হরে মুরারে, হরে মুরারে ।
 জলেতে তুফান হয়েছে,
 আমার নৃতন তরী ভাসল যুখে,
 মারিতে হাল ধরেছে,
 হরে মুরারে, হরে মুরারে ।
 ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাও মনের সাধ,
 জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে ।
 হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥

এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো
 নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি ।
 অনেক দিবসে মনের মানসে
 তোমাধনে মিলাইল বিধি ॥
 মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি,
 ফুল নও যে কেশের করি বেশ ।
 নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
 লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
 বঁধু—তোমায় যখন পড়ে মনে,
 আমি—চাই বৃন্দাবন পানে,
 আলুইলে কেশ নাহি বাধি ।
 রক্তশালাতে বাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
 ধুয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥ *

আয়রে চাঁদের কথা ।
 তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা
 আভর দিব সিসি জরে,
 গোলাপ দিব কার্কা ক'রে,
 আর আপসি সেজে বাটাভরে দিব পানের দোনা

* এই গানটি প্রাচীন কবির রচিত হইলেও,
 "বিদ্যাসাগর প্রিয় ও ভাব্যর প্রবন্ধের অন্তর্গত" ।

আমার নাম ইরা মালিনী ।
 আমি থাকি রাখার ফুলে, কুজা আমার নন্দিনী ।
 রাখণ বলে চন্দ্রাবলি, তুমি আমার কমল কলি,
 শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ উদ্ধারিল বাজুসেনী ॥

সরম্ ভরম্‌মে পিয়ারী, সো মরত বংশীধারী,
 তুরত লেচনসে বারি ॥
 ন সমঝে গোপকুমারি, ঘোঁহিন্ বৈঠত মুরারি,
 বিহারত রহে তুমারি ॥

কি বলিব সই ।
 সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই ।
 কানে কানে কি কথাটি বলে দিলি ওই ॥
 সই ফিরে ক'ন সই, সই ফিরে কনা সই ।
 সই কথা কোন্‌ কথা কব, নইলে কারো নই ॥

চরণতলে দিনু হে শ্রাম পরাণ-রতন ।
 দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥
 এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
 দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥

জয় জয় জয় জয় জয় লাতি ।
 জয় জয় জয় বঙ্গ-জগদ্ধাত্রি ॥
 জয় জয় জয় হৃৎকণ্ঠে জয়দে ।
 জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ॥
 জয় জয় জয় শুভে শুভকরি ॥
 জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমকরি ॥
 ঘেবকদলিনি, সন্তান-পালিনি,
 জয় জয় হুর্গে হুর্গতিনাশিনি ॥
 জয় জয় লক্ষ্মি বারীশ্রবালিকে ।
 জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥
 জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে ।
 পাপ-তাপ-ভয়-শোক-নাশিকে ॥
 মৃদল-পঙ্কজ-বীর-ভাষিকে ।
 জয় মা কালি করালি অঘিকে ॥
 জয় হিমালয়-নগবালিকে ।
 অতুলিত-পূর্ণচন্দ্র-ভালিকে ॥
 শুভ শোভনে সর্ব্বাধিপালিকে ।
 জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ॥

জয় মা কমলাকান্তপালিকে ।
 নমোস্ত তে দেবি বরপ্রদে শুভে ।
 নমোস্ত তে কামচন্দ্রে সদা প্রবেশে ।
 ব্রহ্মাণীজ্ঞানি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশসিনি ।
 জাহ্নবি মাং সর্বভূঃখ্যেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥

নমোস্ত তে জগদ্রাথে জনার্কনি নমোস্ত তে
 প্রিয়দাস্তে জগদ্রাথে শৈলপত্নি বহুঙ্করে ॥
 ত্রায়শ মাং বিশালাক্ষি ভক্ত্যনামার্জিনাশিনি ।
 নমামি শিরসা দেবীং বহুদৈবস্ত কিমোচিতঃ ॥

কবিবর হেমচন্দ্র ।

হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালার, পরে হিন্দুকলেজে হেমচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা হয়। জুনিয়ার পরীক্ষায় হুগলী পাণ্ডয়ার পর, ১২৬৫ সালে (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহিত) হেমচন্দ্র এক-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ‘মিলিটারী অডিট জেনারেলের’ আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনের কর্ম করিতে করিতে ১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন ৫০ টাকা বেতনে ‘ট্রেনিং স্কুলের’ শিক্ষকতা করেন। তৎপরে ১২৬৯ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া ও ঐরামপুরের মুসলক পদ প্রাপ্ত হন। দুইদশে ঘাইতে অস্বীকৃত হইয়া মুসলকী ত্যাগ করেন এবং আলীপুরের ‘সদর মেওরানী আদালতে’ ডকালতী কার্যে ব্রতী হন। ইহা পর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকীলের কার্যে মনোনীত হন। ১২৬৮ সালে তাঁহার ‘চিন্তাতরঙ্গিনী’ প্রকাশে তাঁহার কবি-খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তৎপরে বৎসরে ‘ভারতসঙ্গীত’, ১২৭১ সালে ‘বীরবাহু কাব্য’, তৎপরে ‘কবিতাবলী’, ‘আশাকানন’, ‘ছায়াময়ী’, ‘দশমহাবিদ্যা’ ও ‘রত্নসংহার’ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ‘চিন্তাবিকাশ’ তাঁহার শেষ রচনা। শেষ বয়সে অস্ত্র হইয়া দারুণ গারিভ্য-কষ্টে হেমচন্দ্র সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সময়, কলিকাতার ‘সাহিত্য-পরিষৎ’ ও ‘সাহিত্য-সান্নিধ্যন’ প্রভৃতি সভায় আন্দোলনে, দেশের কয়েক জন খ্যাতিমান রাজা-জমিদার এবং গভর্নমেন্ট, হেমচন্দ্রের জন্য মাসিক হুগলী নিবন্ধিত করিয়া দেন। ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কবিত্ব-কীর্তি মর্ত্যধামে তাহাকে চির-বরণ্য করিয়া রাখিয়াছে।

অহং—একতাল।

বাজ্রে শিকা বাজ্ এই রবে,
 “সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
 সবাই আগ্রহ মানের পৌরবে,
 ভারত মুখুই বুঝায়ে রয় ॥”

আরব্য, মিসর, পারস্ত, তুরকী,
 তাতার, তিব্বত, অস্ত্র কব কি,
 চীন, ব্রহ্মদেশ, অসত্য আপন,
 ভারত স্বাধীন, ভারত প্রধান,
 দাসত্ব ভ্রষ্টে, করে হের জ্ঞান,
 ভারত মুখুই বুঝায়ে রয় ॥

কিশতি-কোটি মানবের বাস,
 এ ভারত-ভূমি ধর্মের বাস,
 সুকোমল পট্টা নৃকুলে বাস।

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ বাহারা।

সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা।

জন কত মুখু প্রহরী পাহারা,
 দেখিয়া নয়নে লেপেছে ধাঁধা।

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর-ধর্মকুলে,
 আশ্র-আভিমান ডুবায় সলিলে,
 দিরাছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
 সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য-সম হ’য়ে কৃতাজলি,
 মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদমূলি,
 হানে দেখ ধার মহা কুতুহলী,
 ভারতনিবাসী ধত কুলাকার ॥

এপেছিল ধর্ম আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
 বিধু স্বাক্ষর করি বৈরাগ্য-ভূমে,

রূপ-রত্নময় পূর্ণ-পিতৃপণ,
যখন তাহার ক'র ছিল। রূপ,
করেছিল অল্প পকনদগণ,
তখন তাহার ক'র ছিল ?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তল্লা জয়-ডকা ভুলে,
যমুনা-কাবেরী-সম্মদ-পুলিনে,
ত্রাবিড়-তৈলঙ্গ-না-ক্ষণাত্য বনে,
অনুধ্যা বিশক পরাজয় রণে,
তখন তাহার ক'র ছিল ?
এখন-তোরা যে শত-কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ হার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ ।
তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদভলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস মন ।
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন যোরে,
ঘুরিত বেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত বধন স্বাধীন ছিল ।
সেই আর্থাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্যাসিগি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা বেরূপে ছিল ।
কোথা সে উজ্জ্বল হতাননসম,
হিন্দু-বীর-দর্প-বুদ্ধি পরাক্রম,
কীপিত বাহাতে স্বাবর অঙ্গম,
গাছার অবধি গুলবিসীমা ।
সকলই ত আছে সে সাহস কই,
সে গভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
একল তরঙ্গ সে উন্নতি কই,
বুঢ়িয়া গিয়াছে সে সব বহিরা ।
করেছে শব্দান এ অরক্ষণীয়,
কানে বা উড়ে জবিরেজি অগ্নি,

গোলামের জাতি নিখিছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদজরে মেদিনী হুসিত,
ভারতের শিশি প্রোভাত হইত,
হায় রে সোদন বুঢ়িয়া গেছে ।
এখনো আসিয়া উঠে নবে,
এখনো সোভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর-সম বিগুণ প্রোভাতে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে ।
এক বার সুখ জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূত্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-অজা ।
অপ তপ আর বোগ আরাধনা,
পূজা হোম বাগ প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তুগীর কৃপাণে কম রে পূজা ।
বাও সিন্ধুমারে, তুখর-শিখরে,
গগনের এহ তম তম ক'রে,
বায়ু উদ্ধাপাত বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।
তবে সে পারিবে বিশক নাশিত,
প্রতিষন্দী সহ সমকক্ষ হইতে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে যতিতে,
যে শিরে একপে পাছুকা বণ্ড ।
ছিল বটে আনে তপস্তার বলে,
কার্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া তরু-রূপহলে,
সংগ্রাম করিত অমরপণ ॥
এখন সোদন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার,
হ'বে না, হ'বে না, খোলা জলবার,
এ সব বৈভ্য নবে তেমন ।
অন্ত পরাক্রমে হও বিশারদ,
রূপ-রত্নরূপে হও বে উদার,—
তবে সে বাঁচিবে, বুজিবে বিশক,
অন্তত বদ্যপি থাকিতে চাও ।

কিসের লাগিয়া হ'লি বিশেষারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বহুজাতি,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ।
অই দেখে সেই মাথার উপরে,
রবি শশি তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপ কিছু শোভা ক'রে,
ভারত স্বধন স্বাধীন ছিল ।
সেই আধ্যাত্মিক এখনো বিস্তৃত,
সেই বিদ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ব হ'বে না উজ্জ্বল ।
বাজ'রে শিলা বাজ' এই রবে,
ভুলিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল জবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত হুখু কি দুখ'রে র'বে ॥

কালেন্দা—জলদ তেতলা । •
কুরাল বঙ্গের লীলা মাহাশ্ময় সকলি ;
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী ॥
হারারে মা বজ্রভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ হৃৎখে বঙ্গের সমাজ ।
কিটুমহা পরাণ লয়ে জমেছিল বীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা পতীর ;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর,—
তেমন সম্ভাল মাগো, কে আর তোমার ।
কাঁদিলে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিত্র কাঙ্গাল হুংখী কত শত জন,—
“কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুঁচাবে হুংখ,
দরিত্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ,
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর ।”
মানব দেখেতে সেই স্নায়ু মূর্তিমান,—

সার্থক তাঁহারই জন্ম বশঃকর্ত্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য ধীর গুণগান ।
আপনার বেশভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের হুংখ নেত্রে জলভার ।
সমাজ-সীড়িত হুংখ করিতে মোচন,
জীবন উৎসর্গ নিজ করিলু যে জন,
সমাজ-সীড়িত জনে কলিত উদ্ধার,
আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার ।
অশ্রু বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ,
সঙ্কল্প সাধন কিবা শরীর পতন,—
এ হেন পুরুষ সিংহ জন্মে মা কখন ।

বাগেশ্বরী—আড়াঠেকা ।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রক্ষস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণ কমলে ঘোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ব তান লয়ে, বীর রসে মাতাইরে,
শুনাইবে মেঘনাগে গভীর গর্জনে ॥
বীরমদে অনুবাদে, কে আনিবে মেঘনাগে,
কাঁদিলে প্রমীলা সতী, কেলী বিপিনে ॥

১৬৪১—আড়া ।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন,
বিতুগানে মাতোয়ারা, জগত আনন্দে তরা,
সাজিয়াছে বহুজাতি পরিচয় ভূবন ।
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ।
কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাধি গান করয়ে ভ্রমণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ।
বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, হুংখে করে বিতুগান,
স্বমধুর কণ্ঠ স্বরে পুরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ।
শুভ্রোতে সসীত-ঝড়ে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু-বীণা জিনিষ বাদ্যের সিকন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ।

সকল ব্রাহ্মণের, অথ বিদু শব্দ হয়,
শ্রেয়সের বিভূতানে মস্ত ত্রিভুবন,
অথ অগদীশ অথ বলরে বদন ।

হেরে বিবরণ বার ভরে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রাণতি করি করমে অর্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন ।

প্রজ্জলিত অন্তরীক্ষে, সুমাণ্য শোভিছে বকে,
দেখেছে বিরামিষু ব্রহ্মাণ্ড ভুবন ।

জলে চক্ষু জালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র বজ্র-প্রবণ-নয়ন,
সহস্র হু ভূজ দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কৌটে শূণ্য করে পরশন
সহস্র সহস্র ঐবী, সহস্র জিহ্বা,

সহস্র সহস্র করে বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র পৃথিবী, কোকনদ,
কুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় হুড়ায় কিরণ,
শত সিদ্ধ পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণ তলে ঠোটি প্রস্তবণ
হেরে বিশ্ববাসিনণ বিষয়ে মগন,

অথ অগদীশ অথ বলরে বদন ।

ভুবন মোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বহুক্ষরা করয়ে বিহার,
বধন বসন্তকালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীর সমীরণে খেলে, তটিনীর পুলিনে ।
নিদ্রাবে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
বধন উদয় হয় তারহার গগনে ।

পুন সব বরষায়, বেগে স্রোতোধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে ।
বধন সুধার আশে, শরৎ চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরা ভাসে দূর শূণ্য গগনে,
দেখি বহুমতী হাসে আনন্দিত মনে,
অথ অগদীশ অথ বলরে বদনে ।

অথ অগতের ভূপ, অথ হে অনাদি রূপ,
অথ পরমেশ্বর অথ অচিন্ত্য পুরুষ অথ,
অথ কৃপাময় অথ অগদীশবন ।
ঈশ হরি, অগদীশ পাণ্ডরে বদন ;
অনাদি অনন্তরূপ অথ দারায়ণ,
অথ অগদীশ অথ বলরে বদন ।

অথ বিবরণ অথ, অনাদি পুরুষ অথ,
অথ শ্রেয়সের হরি ব্রহ্মাণ্ড অথর,
অথ অগদীশ অথ বলরে বদন ।

চরণে করিয়া নতি, বলিহে তার শ্রীপতি,
করহে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
অথ অগদীশ অথ বলরে বদন ।

রিফিট—ঈপাতাল ।

হাসরে কোমুদী হাস সুনির্মল-গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে
সুখা পেয়ে সিদ্ধতলে, দেবতারা হুকোশলে,
লুকাইল চন্দ্র কোলে,—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়, নহিলে চন্দ্র উদয়,
কেন হেন সুখাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে ।
আহা কি শীতল রশ্মি, বস্ত্রসার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে, প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়, চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিয়া আছি স্বপনে ।

আহা কি অমিয় ধনি শরতের গগনে !
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি, যেই হেরি পূর্ণ শশী,
সুখা তুফা ভুলে যাই, শুধু সে দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে ।
পরে কিরণের ধারা ঢাকি ছাদি বদনে,
বত হেরি সুধাকরে, ছায়ায় জালা হেরে,
কোথা যেন যাই চলে, স্বপ্নময় ভ্রমণে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্বরূপ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

সাজা বস্ত্রে আজি রঞ্জে নানা জাতি ফুলে ।
তুলে আনু চাঁপু ফুল, রতির প্রবণতুল,
অবাকুল রক্তিম বিফুলে ;
কুমুদ তড়াগ-শোভা, আনু তুলে মনোলোভা,
মনোলোভা মলিকা-মুকুলে ।
রসময়ী চিরসুখী, নিশিগন্ধা মধুসুখী,
অরবিন্দ অপূর্ণ পাকলে ;
সুতরু অপমোহিতা, কবচুড়া আনন্দী,
আনু রসবতী কোরুলে ।

নানা ফুলে সাজা অঙ্গ, আজি প্রকৃষ্টিত বস,
 শারদ-পার্বণে হুং তুলে;
 আর ফুলবৎ বস, যুক্ততা কহলার মত,
 চামেলি গোলাপ বাকি তুলে।
 পর শাটী নীলাশ্বরী, বুট, বেল ত্রিলহরী,
 দিগম্বরী চিত্র করা ফুলে;
 হুচিকণ বারাগসী, কটিতে বাধিয়া কসি,
 রান্না কর অধর-তাসুলে।
 কচি মুখে হুধা হাসি, অবিরল পরকাশি,
 বিকাশিয়া যৌবন-মুকুলে;
 শরতের চাঁদের সঙ্গে, বসে আলো কর রঙ্গে,
 তারুকের মন বাহে তুলে।—
 সাজা বসে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে ॥

ভৈরবী—একতাল।

আজি কি মুখের দিন শারদ পার্বণ।
 এরা গো প্রাচীন যারা, লয়ে কাড় ফুল কারা,
 কোটা কাপী চিরশী নর্পণ ॥
 সাঁঝিতে সিন্দূর তাঁজ, ধর আরতির সাজ,
 পর ফুল পাটের বসন;
 দধি হুঙ্ক মনোহরা, ছানা চিনি থালা ভরা,
 তিল-লাড়ু হুধা-আখ্যান।
 বুচক চক্ষের পাপ, ঘুচাও হুংখীর তাপ,
 থই লাড়ু কর বিতরণ;
 দাঁও হুংহে হাতে তুলে, চির হুংহে বাক তুলে,
 পুরাতন অজীর্ণ বসন।
 রাঁধ অন্ন পালি পালি, পাতে পাতে দাঁও ঢালি,
 পরিপাটী মধুর রন্ধন;
 “দেও অন্ন দেও এনে, পেট পূরে ধাব মেনে ॥
 আহা শোন বলে হুংখী জন।
 দল্লিঙ্গের মনোরথ, পুরাতে সহজ পথ,
 হেল আর পাবে কদাচন;
 দেও অন্ন দেও ঢালি, এ হুংহে রবে না কালি,
 দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
 শরতের মুখের কাল আছিল কেমন ॥

ভৈরবী—একতাল।

হাসিয়ে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি।
 পথে মাঠে কি বাহার, চেয়ে দেখে এক বার,
 পদব্রজে পাখকের গারি।
 অই গৃহ দেখা যায়, বলিতে বলিতে যায়,
 আশার ফুংকে বলিহারি ॥
 আশার মানস ফুটে, ‘হাসির তরঙ্গ ছুটে,
 বসে আজি রঙ্গ দেখি ভারি;
 হাসা রে বিনোদ শশী, বিনোদ রগনে বসি,
 প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী।
 বিপুল বস্ত্রের মাঝে, সুর বিমোহন সাজে,
 পাতিয়াছ ভাল বাত্করী;
 জলে জলে চেল তরি, তরঙ্গ বিদার করি,
 মনহুখে দেখি আঁখি তরি।
 পুষ্প যেন জলময়, ইন্দ্ৰাজে যালো মাখা তরিচর,
 ভেসে যায় নদী-নদোপরি;
 করে খেলা দলে দলে, তরুই চেতাকা জলে
 পড়ে দাঁড় খুপ্-খুপ্ করি।
 ধীরে তরিআগুয়ান, উচ্ছে হয় সারি গান,
 ক্রান্তিমূলে হুধা-বৃষ্টি করি;
 আনন্দে বিহ্বল মন, ভাসে জলে কত জন
 বসে আজি কি হুংখলহরী।
 হাস রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি ॥

ভৈরবী—একতাল।

হাস রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন।
 জালা হুপ, জালা ধনা, শব্দ বটা রব দুনা,
 কর বঙ্গবাসী বত জন।
 পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিহ অগন্ধন
 বৃষ্টি কর মাথারে চন্দন;
 দাঁও জল দুর্বাদল, পঞ্চগব্য সিদ্ধজল,
 স্বাহা স্বাহা বল অমূল্য।
 ঢাল চক্ৰ, ঢাল সুরা, অঞ্জলি অঞ্জলি পুরা,
 কর হোমে হব্য বহিষণ;—
 নর-হুংহে-নিবাসিনী, আর্ধ্যতুল-নিভাসিনী,
 বসে বামা উদয় এখন।
 সৌভাগ্যে নবর বোলা, কল্যাণে কল্যাণে বোলা,
 শরতের মুখের কাল ॥

মৃদঙ্গ গভীর-তাঁল, ধরতাল সু-রসাল,
বেগুন্না ললিত বাদন ।
সারঙ্গী মৃদুল-সুখা,- ষোরসব তানপুরা,
এসরাজ মধুর গর্জন ;
বেহালা সুপরিপাটী, জল-উরঙ্গের বাটী,
বীণা উত্তী কোকিল-লাহন ।
আজি রঙ্গে বাজা বঁকু, গভীর দামামা সঙ্গে,
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্বণ ॥

—
ভৈরবী—আড়া ।

জীবন এমন ভ্রম আসে কে জানিত রে—
হ'য়ে এত লালসিত কে ইহা যাচিত রে ।
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রহুন্নে যেমন হয়,
মনোহরা বহুধরা কুহেলিকা জাঁধারে ।
বারিদ, ভূধর বেশ, ধরিত্রী অপূর্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী-আকারে ॥
কুহমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ভ্রাণে মুক্ত সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে ।
কুলায়ে বিহঙ্গমল, প্রেমামনসে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে ।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুক্ত মায়াজালে
কত লুপ্ত আশা আসি স্নিগ্ধ করে আস্বারে ।
“পৃথিবী ললামভূত, নিত্য হুখে পরিপ্লুত,”
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূতমাঝারে ।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে ॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে ।
না থাকে কুহেলি অঙ্ক না থাকে কুহুম গন্ধ,
না ডাকে বিহঙ্গকুল, সমীরণ বন্ধকারে ॥
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবনগত ।
মনোমত সাধ তত ভাসে চিত্তবিকারে ।
সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌন্দর্যমী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে
ছিন্ন ভূবারের ভ্রাম, বাল্যবাহা ধূরে বায়,
তাপনয় জীবনের বজ্রাঘাত-প্রহারে ।
পড়ে থাকে কলসত জীবন কলিমা-বৃত্ত
ছিন্ন পতকির মত কলসত-প্রহারে ॥

জীবনেতে পরিণত এই রূপে হয় কত
মর্ত্যবাসি মদোরথ, হা লুপ্ত বিধাতা রে ।
ধর্মনিষ্ঠা-পরাঙ্গণ, মুচাক পবিত্র-মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে ।
অসত্য-কস্মৎলেশ, বিধিগে ভ্রবণমেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আস্বারে ।
বামাসক্তি বামাচার, স্তনিলে শত থিকার
জলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে ।
কোথা সে দয়াদ্রিচিন্ত, সংকল্প বাহার নিত্য,
পরহঃখ-বিমোচন এ দ্রুত সংসারে ।
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত সেই জন ভেলাভেদ কাহারে ।
না মানিত অনুরোধ, নাজানিত ভোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয়-বাহু এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনতে, চড়ি আশা-বিমানতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে ॥
তুলিবে কীর্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ষট,
প্রণত ধরণীতল দিগে নিত্য পূজা রে ।
কেহ বা প্রগতে ধন্য, বীরবন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাধিবারে ধরারে ।
স্বদেশ-হিতৈষী কে তাবিত্য অসৌম স্নেহ
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥
কার চিন্তে অভিলাষ, হবে সারল্যের দাস,
পীবে হুখে চিরদিন অমরতা হুখা রে ।
কালের করাল ঞ্জোতে, ভাসে সব জীবনেতে
এই সব আশানুর প্রাণী থাকে কোথা রে ।
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য নৈতাহারী,
কুঞ্জ কুঞ্জ কালিদাস কত ডোবে পাখারে ।
কতই যুবতী বালা, গাঁখে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সঞ্চারে ॥
হৃদয় মার্জিত করে, আহা কত প্রেমভরে
প্রিয়মুর্তি চিত্র করে রাখে চিত্ত-আগারে ।
নব বিবাহিতা কত, পেরে পতি মনোমত,
ভাবে লগ্নভরে হুখ তরিয়াছে কাতারে ।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মরুভেদী শেল-দেয় কত ব্যথা রে ।
দেখ সে কেহবা তর, হ'য়েছে পঞ্চমসার,
তক হ'য়ে মাল্যবন্ধ হুখে আনন্দ পাঁখা রে ।

মনোমত্ত নহে পতি, মরমে মরিরে সতী,
 উদ্ধাপন করিয়াছে পতিহৃৎ-আশা রে ।
 কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
 বিষম বৈধব্য-বশা নিগড়েতে বাঁধা রে ।
 দারুণ অপত্যতাপে, দেখে গে কেহ বিলাপে,
 অন্নাতাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে ।
 আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
 তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ে মারারে ।
 কোথা গেল সে প্রথম, বাল্যকালে মধুময়,
 যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে ।
 সহপাঠী কেলিচর, অভেদাঙ্গা হরিহর,
 এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে ।
 পতঙ্গপালের মত কর্মক্ষেত্রে অবিরত
 স্বকার্থ সাধনে রত, কে বা ভাবে কাহারে ।
 আহা! পুনঃ কতজন, করিয়াছে পলায়ন,
 মর্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে ।
 গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
 প্রকাশে কচিং কত মূহুরাশি মাখা রে ।
 আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা-চাঁদ,
 হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ মাঝারে ।
 বসন্ত বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে,
 হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে ।
 সে সাধ-ভরস্কুল, এবে কোথা লুকাইল,
 কে ঘুচাল জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে ।
 বিস্তৃত পবিত্র মন; স্বর্গবাসী সিংহাসন,
 পঙ্কিল করিল কে রে পঙ্কচিহ্ন-অঙ্কারে ॥

কৃকমোহন মজুমদার ।

৬৬ তিন চারি গানে কৃকমোহন মজুমদার
 বঙ্গনাট্যে মৌরবী অধিকার লাভ করিয়াছেন ।
 কৃকমোহন, রাজা রামমোহন রায়ের সন্যাসনাময়িক
 ছিলেন । রাজার সহিত ইহার প্রীতিসম্বন্ধ ছিল ।
 সেই জন্ত বোধ হয় অনেক সময়ে সময়ে ইহার
 গান করতীকে রাজা রামমোহন রায়ের গানের
 মধ্যে পরিবেশ করিয়া অমো পণ্ডিত হন ।

নিবাস—আড়াঠেকা ।

কি কায় কে তোমার কাঁদে বল রে আপন ।
 কি মায়া, কি কলহ, কি হিঁসে কখন ।

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে শিকরে হৃৎখে,
 প্রোভাত হইলে দশ দিকেতে গমন ।
 তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বাহুব,
 সময়ে পলাবে তারি কে করে বারণ ।
 কোথা কুহুম চন্দন, মধিময় আভরণ,
 কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন ;
 ধন যৌবন মান, ক্রোধা রবে অভিমান,
 যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥

গৌরমল্লার—কাওরানী ।

কেন স্বপ্ন লয় কারণে ভজনী ।

হবে না হবে না জনম মরণ হাতনা ॥

দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,

কৃপেতে পতিত হয়ে মজো না ।

নিখাস হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অবশেষ,

এখনো চেতন হলো না ॥

আড়ালা বাহার—আড়াঠেকা ।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পায়াবর,

বিনা জ্ঞান-ভরণী বিবেক-কর্ণধার ।

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,

কর্ণশুলে সদা বাঁধা কর্ত্তেতে তোমার ।

ষোরতর মায়া-তম, আশা-পন্থন বিষম

প্রবৃত্তি-ভরস্কুলে উঠে বারে বার ।

নানাত্মিমানের ধরা, বহে ধরতর তারি,

কাম ক্রোধ শোভ জলচর ছুনিবার ॥

অমৃতলাল গুপ্ত ।

ঢাকা রঘুনাথপুরে বাস । ভূতপূর্ব্ব কুল-ডেপুটী
 ইন্সপেক্টর । রঘুরা ব্রাহ্ম লম্বাকের অন্তর্ভুক্ত
 প্রতিষ্ঠাতা । একটা গানেই ইনি বিখ্যাত ।

পৃথবী—আড়া ।

দিবা অবসান হ'ল কি কয় বসিরা মন ।

উত্তরিতে ভব-নদী করে'ছ কি আয়োজন ।

আমি হৃদ্য অস্ত্র বার, দেখিবে দেখ না তারি;

ভুলিয়ে মোহ মায়ায়; হারায়েছে তব-জ্ঞান ।

নিজ হিত যদি চিন্তে, তবির পথ লও,

তব পদাঙ্ক পিঁচি, পাপ-সমুদ্র-কল ।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অন্ন বরনেই ইহার মৃত্যু হয় । কয়েকটা
সঙ্গীত-রচনার ইনি সুপরিচিত । কলিকাতা
৯, বোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী ইহার জন্মস্থান । ইনি
হারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
পুত্র । কয়েক বৎসর হইল, ইহার মৃত্যু হইয়াছে ।

খালীজ—চৌতাল ।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত বার বিশ্বধাম,
পর্যায় বার নাহি বিরাম, করে অবিরত ধারে ।
জ্যোতিষ্য বার গগনে গগনে,
কীর্তি-ভাতি অতুল ভূনে,
প্রীতি বার পুষ্পিত বনে, কুহ্মিত নবরাগে ।
হার নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয়-তাপ হরণ,
প্রসাদ বার শান্তিরূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে,
বস্তুহীন নির্বিকার মহিমা বার হয় অপার,
বার শক্তি বর্ষাবারে বৃদ্ধি বচন ধারে ॥

বাহার—একতাল ।

দখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে ।
কি ভয় সংসার-শোক ষোর বিপদ শাসনে ॥
মরুণ-উল্লসে আঁধার যেমন দায় জগত ছাড়িয়ে,
তমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে
ককট-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সাত্বনে
তোমার করুণা, তোমার প্রেম,
হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়নবারি, রাখে কে নিবারিয়ে,
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
বার যদি বাঞ্ছ প্রাণ তোমার কর্ণ সাধনে ॥

বাহার—৪৭ ।

লজ্জায় ভারতবর্ষ গাইত কি করে ।
লুটিছেছে পরে এই রত্নের আকরে ॥
সাধিলে রত্ন পাই তাহাতে বড়ন নাই,
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ॥
দেশান্তর জগদন, ভুলে ভারতের ধন,
একেশ্বর ধন হার, বিদেশীর করে ।
আমরা সকলে হেথা, লোম কবি লিখ মাতা,
আমরা সকলে হেথা, লিখি নাম পদে ॥

নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

হুগলী জেলার বৈষ্ণব ষ্টেশনের চৌখণ্ড আদি-
পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ গ্রামে ইনি যে কালী-
মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান
আছে । ইনি এক জন শক্তি-উপাসক ছিলেন ।
প্রায় ৫০০ বৎসর হইল ইহার দেহান্তর ঘটিয়াছে ।

মূলতান—একতালী ।

তারি কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ যেন্নাদে,
সংসার পারদে থাকি বল ।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারা হুত পায়ের শৃঙ্খল ।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল ।
এবার হোল না সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার বাসনা প্রবল ।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল ।
হয়ে অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্বনাশী জানিস কতই হল ।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই হুধ দিলে,
নীলাশ্বরের জলে হুখানল ।
আর বাচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল ॥

ত্রিখিট—একতালী ।

সে দিন কেমন, ভাবলি না মন,
যে দিন জীবন যাবে রে ।
কর যত ধন উপার্জন, সে ধন কে তোর থাকেবে;
তৃণশয্যা ভয়বাসে, পড়ে থাকিবি পনের বশে,
রত্নরসে পালংগপাশে, কে আর হেসে শোকেবে ।
জ্ঞানশুভ্র বাক্য ছাড়া, পড়ে থাকিবি বলবে মড়া,
জুয়ে জপেতে হও আত্মসারা,
যদি ধর্মের হাত এড়াবি রে ॥
নীলাশ্বর আর বলবে কত, যে মুখে খাও পকায়ুত
সেই মুখেতে কব হত, আন্তন খেলে দেবে রে ॥

কল্যাণ—একতাল।

শমন মিছে আশা কর।

পাশা পাশাইতে কি আমার পার।

ছক রেখেছি বাধ্য করে,

সাধ্য নাই হারাইতে পার।

অর দুর্গা বলে পাণ্ডি ফেলে,

দান মেরেছি কচু বার।

রোধ করে রয়েছে বসে, দুর্গানাম লয়ে মূল্যধার,

কেমনে মরিবি হেরে; বায়ে কিহের,

জিনিবে বাজি নীলাম্বর।

মাহানা—৮৭।

শ্রামাপদ আকাশেতে,

মন ঘুড়ি আমার উড়তে ছিল।

কলুব বুঝাতস পেয়ে, গোপ্তা খেয়ে পড়ে ম'ল।

ঘুড়ির লক ছিল তার সম্বন্ধে,

ছজনাতে আনলে টেনে,

রজঃ তমঃ হুজনে, ভাবাবে ডুবাইল।

ঘুড়ির মায়া কায়া হল তারি,

(আমি) আর ঘুড়ি উঠাতে নারি,

দারা হুত কলের দড়ি,

কাঁস পড়ে তার বেসে গেল।

জানমুণ্ড গেছে হিঁড়ে,

উঠিরে দিলে অমনি পড়ে,

মাথা নেই সে আর কি উড়ে।

সঙ্গের হুজন গরী হল।

ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা,

খেলেতে এসে লাগল ধাঁধা,

নীলাম্বরের হাসা কান্দা

না আসা এক ছিল ভাল।

বিহারীলাল চক্রবর্তী।

‘নারদামঙ্গল’, ‘বঙ্গবন্দরী’ প্রভৃতি প্রণেতা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ১২৪২ সালের ৮ই জৈষ্ঠ কলিকাতার দ্বিতীয়া-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা শ্রীমদাধ কৃষ্ণবৈদিকদিগের বজ্র-কাণ্ড কর্তৃত্ব। বিহারীলাল কৌলিক ব্যায়সার বংশোদ্ভূত। অল্প বয়সেই হলেই সংস্কৃত ভাষা পড়িতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বত-

নিহিত কবিত্বকৌরব প্রকৃষ্ট হইল। গত ১৩০১ সালের ১১ই জৈষ্ঠ বিহারীলাল ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

তৈরী—সাপতাল।

অর অর জগদীশ্বর, জগজনগণ বন্দনম।

পূর্ণব্রহ্ম লোকপাল।

শ্রী পাভা মোক্ষদাতা, শুভাশুভ আদি-ফলদাতা, বিধাধার বিশ্বভর, বিশ্বভার হরণম।

জন্ম জন্ম পূর্ণাফল, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে, অন্তিমে ভুল'না দিতে চরণং ভবভারণং।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে ব্যতিচার সঙ্গ করে।

প্রতপ্ত হরুর মাকে, পাওয়া যায় কি সরোবরে :

দূরে থেকে বোধ হয়, যেন সর পদ্মময়,

নিকটে যাইলে পরে সংশয় হইবে প্রাণ।

ঢল ঢল হ'য়ে গেল, নয়নে লহরী খেলা,

অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন,—

অত কি গলিতে হয়, যা ভেবেছ তাতো নয়,

ভূলায়ে ভুজ্জ যে নাচিছেছে কণা ধরে ॥

মা মা, কৈ মা, কোথায় মা।

এই যে মা আমার ডাকিল,

আবার কোথা চলে গেল,

ওগো তোমরা বল বল, আমা ১২৮ ব

আমায় ডেকে কোথা গেল।

ওগো বল বল কোথায় আমার মা হুঃখিনী,

তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে লাও গো,

কোথায় আমার মা কাকালিনী।

করে ধরি দাদা বল বল,

আমায় মা হুঃখিনী কোথা গেল ॥

এই যে মা মোরে ডাকিল,

যদি থাকে, মোরে নিয়ে চল,

মা'কে ভেবে পানিলিনী কে জাড়ায়ে দিল।

জরদী—১৫৫।

বেঙলা বেঙলা যেন করুর তুল-জীবন।

অমঙ্গল ঘেরি ললা তব কবি বিহারী।

নীরস তরুর শাখে, বায়ল ডাকিছে সখে,
দিবসে রোমন বরে, ওই স্তন শিবাঙ্গ ।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার ।
সদা বেন হাসিতেছে আলয় আমার ।
সদা বেন স্বরে স্বরে, কমলা বিরাজ করে,
স্বরে স্বরে দেব বীণা বাজে সারদার ।
ধাইয়ে হরষ ভরে, কলকোলাহল করে,
হাসে খেলে চারি দিকে কুমারী কুমার ।
হয়ে কত জ্বালাতন করি অন্ন আহরণ,
স্বরে এলে উলে যায় হৃদয়ের তার ।
মরুময় ধরাডল, তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ চল চল, সমুখে আমার ।
সুখা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার ।
তোমায় দেখি অনিবার তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, হোক্ গে এ বহুমতী,
যার খুসি তার ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
দুমস্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে ॥
চরকমলে লেখা, আধ আধ রবিরেখা,
সর্বকক্ষে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে
যোগে বেন পায় ক্ষুতি, সদয়া করুণা মূর্তি,
বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিহুধা ভূমণ্ডলে ।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাসে ভাসে ঘুম ঘোর,
স্বপ্ন-রূপিণী উনি, উষারাগি সবে বলে ।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অন্ড লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে ।
অরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগন্তনা,
আগেন পৃথিবী দেবী হুমকল কোলাহলে ।
এস মা উষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাজ্যচরণ হুঁখানি রাখ হৃদয় কমলে ॥

বিস্মিট—সাতরাশী ।

অসার বৈদ্যের ঘৃণা কেন করে প্রমত্তিক ।
নিদ্রা কালে দেখিলে কে তব হৃদয় কত ।

রূপ শুধ-ধন বোঝেন ক্ষতিমধুর ঘটনে,
বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত ।
অন্য সে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুক,
কল্যা সে বিবাহ ভরে হইতেছে হুমকিত ।
নয়নাভরাণ হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত ।
প্রেমের আকার যিনি তারে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি নিত্য হৃদয় অবিরত ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার ।
জীবন জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার ॥
মধুর মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে তব,
সমুখে সে মুখ-শলী জাগে অনিবার ।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোমারে
এ জনমে ভুলিতে পারিব না আর ॥
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি লয়ে পরাণ র'বে
কান্নিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার ।
কুহুম কানন মন, কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার,
হে চন্দ্রমা, কার হৃদে, কাদিছ বিষম মুখে,
অগ্নি দিগন্তনে, কেন কর হাহাকাড় ॥
হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুহুমাকুলি স্নেহ উপহার,
ধর ধর স্নেহ উপহার ॥

বেহাগ—কাওরাশি ।

পাছে কুল শোভা যেমন,
হয় কি তেমন গাঁথলে মালা ।
গলায় দিলে ধানিক মজা
শেষ কালেতে হেলে ফেলা ।
কোথা সে সৌরভ হৃদে, কোথা সে প্রিয়তম হৃদে,
সে আদরের রস ভরে, ভ্রমরে করে না খেলা ॥

কালংকা—১৭২ ।

হারিয়েছি হারিয়েছিয়ে, সাতের বপনের লক্ষ্য !
হাসল ময়ালী আমার কোথা স্নেহ কল্যা ।
কমল কানন বাক্য রবের কত কুল খেলা,
আহা তার মজা গাঁথা হ'ল না ।

প্রিয় কুল তরুণ হৃদয়কর সমীরণ,
বল বল বিদে কি আর পাওয়া। কেন এল চেতল

দীপেশচরণ বসু।

দীপেশচরণ বসু—পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার জিবাড়ী গ্রামে ইহঁার নিবাস। ইহঁার পিতা পুণ্ডরিক কৌজ-দারী আদালতে সেরেস্তাদারী কাজ করিতেন। ১৮৫৭ সালে পুণ্ডরিকভেই দীপেশচরণের জন্ম হয়। পিতা ভাগলপুরে বদলী হওয়ার, তদ্রূপে বিদ্যা-লয়েই দীপেশচরণের শিক্ষারম্ভ। প্রবেশিকা পরী-ক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দীপেশচরণ, বেঙ্গিকল কলেজে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া, যুক্তিবিদ্যা-নিবন্ধন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। অল্প বয়স হইতেই ইনি ‘বঙ্গদর্শন’, ‘বাস্তব’ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। “কবি-কাহিনী” “সানন্দবিকাশ” প্রভৃতি ইহঁার কবিতাগ্রন্থের এক সময়ে বড়ই আদর ছিল। ‘ঢাকাবার্তা’ ‘ঢাকা-প্রকাশ’ প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনে এবং কয়েক-খানি উপন্যাস রচনারও ইহঁার বশ হইয়াছিল। সঙ্গীত রচনার ইনি সুদক্ষ ছিলেন।

তৈরবী—ভেঙট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখেছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরাবে।
কাল-শয্যায় শু’রে, নিম্ন পাপ স্মরণে,
যবে হৃদয়ে নয়ন-ধারা বহিবে;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান হুলায় পুটা’বে।
স্নেহময়ী জননী, হারাবে নয়নমণি,
গাইরে ওব শুণ কাঁদিবে।
প্রাণ সম প্রেরণী, অধোবলনে বসি,
কেনে ধরাডল নয়ন-জলে ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে;
ভিত্তি কে বহুক্ষণ, ধায়ার কক্ষণ,
সকল সম জীবন পাইবে।

বৃন্দাবন হৃদ—কাওলালী।

মা আমারে কর কলে;
কত দিনে আর কেঁদে কেঁদে,
ভাসিব নয়নের জলে।
স্নেহি যাতনা যত, বলে তা জানাব কত,
জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাডলে।
এস এস এস একবার, করণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার,
দেখা দিয়ে হৃদ-কমলে;

লংকো—হুংরি।

আর লো স্মৃতি আর, দয়া ক’রে আর।
সেই পুরাণ সঙ্গীত শুনা লো আমার।
যুগ যুগ হ’ল সে গান নীরব।
সে সুখ স্বপন ফুরাইল হার।
যখন পশ্চিমে যখন প্লাবন,
গ্রাসিল নগরী বন উপবন।
মনোজ্ঞায়ে মরি, আধ্যাত্মনারী
দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
যবে রাজবারার সময় অনল,
ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল।
রাজপুত্র সতী রাখিতে কুলমান।
সোণার শরীর ঢালিল চিতায়।
কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলো,
সমুখ সমরে তৈরবী ছুটিল।
পতির উদ্দেশে তিথারিণী-বেশে,
দেশে দেশে ভ্রমি করিলো দেহকর
তোমাদের দশা হেরে কাঁদে প্রাণ
তোমরা কি হায়! তাঁদের সন্তান।
উঠ উঠ বোন, তাজি মলিন বেশ।
পূবে সুখ-রবি ত্রি দেখা যায়।

পুরবী—আড়া।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি আগ রে নিজিত মন।
আশার কুহু হুলি গাঁথ মালা হুচিকণ।
ভারত উন্মানে কত, হুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল ধসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-বড়ার।
নীলব ধারাবাহি নীল, নীলব ধারাবাহি।

নাহি পাণ্ডব উদ্ধার, নাহি সে বীর হকার,
কাল-নিদ্রা কোলে আজি জীবকুল অচেতন ॥
ভারত জননী, শোক তাপে, বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন ॥

বিনিটি—কাওয়ালী ।

বিমল জ্ঞানের নিম্ন বারি প্রাণ-ভরি,
পান কর লো সরে ; অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
মনের আঁধার দূরে ধাবে ।
ভাবিয়ে লেখ লো ভগিনীগণ,
যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা নীলাবতী যার কিরণ,
কাল-সিন্ধু উজ্জলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
তুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পুরব-ভানু যার পশ্চিমে,
এখনও কি উঠি বসিবে ?

বেহাগ—আড়া ।

চিরন্তরে আরেবারে দেও হে বিলাস ।
মুছে কেল যবনীর স্মৃতি যুবরাজ ।
মরমেরি মর্শ্বস্থলে, পুথিলাম যে অনলে,
লোক-লজ্জা সব ভুলে দেখালাম তোমায় ।
ভূমিতে আকাশ ফুলে, মরীচিকা ভ্রমে ফুলে,
এতদিন এ অকলে কাটলাম জীবন ।
সে হৃৎ স্বপন যত, চির জীবনের মত,
বিসর্জন দিয়ে নাম, অভাগিনী হায় ।
এই তুচ্ছ অলঙ্কারে, সাজাব রাজনন্দিনীরে,
এস সব আর আরেবারে শোভা নাহি পায় ।
তারে ল'য়ে হৃৎখে থাক, ভাল আরেবার ॥

বাখাজ—একতারা ।

কে রে বনবাসিনী বালা
বেন ভূপতিত নক্ষত্রের মত,
করাজি করেছে আলাবিদ্যাকরে কি বিবাহ হাসি
নিজের হুলিছে চিত্তরঙ্গিণি,
আতরনদী, সোনার প্রভিমা,
হরিৎ সাজের সোনার ফেলা ।

কে আনিল হেথা এঘের রক্ত,
কি ভাবনা-মেঘে ঢাকা ও বদন ।
হেরে কি লগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে,
অনন্ত সাগর লহরী নীলা ॥

লগিত বিভাব—একতারা ।

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস চন্দ্রমা,
হর মনোরমা হলি কি উদয় ।
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার,
তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময় ।
নৈশ নীলাস্বর নিরঞ্জন বধন,
চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন কিরণময় ।
তখন শত ধারে চক্রে বারি ধারা ময় ।
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি,
আমার সতীর প্রতিমা সলা লগে রাখি,
মহাধ্বজে নাহি উমারে নিরঞ্জন,
কাঁদিল অ—অ—অ—প্রাণ ।
সতি, তুই মা প্রহৃতীর হৃৎখের নিলয় ॥

লগিত—আড়া ।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন ।
আমায় বিপদসাগরে ফেলে তুমি রলে অচেতন
সব কার্যে অগ্রে আমি,
আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষণ তুমি,
এই কি ভ্রাতৃত্ব-লক্ষণ !
যখন হুমিত্রা মাতা, হৃৎখেন কৈ রাম কোথা,
রেখে এলি তুই কই আমার নন্দনের তায় ?
কি উত্তর দি আরে, কি বলে উল্লীলা বোরে,
সান্ত্বনা করিণ তাইরে, ভেবে আমি হলেম সারা ।
কিন্তু আজ তোমাকে হৃৎখাই ক্লাস্ত যদি রূপে তাই
বুধা হুকে কাজ নাই, কাজ নাই রে তাই ।
কাজ নাই উদ্ধার করে, অভাগিনী আনকীরে,
চল বাই সন্ন্যাসীবে একত্রে তাজিতে জীবন ॥

নরেশচন্দ্র তটোচাৰ্য্য।

বৰ্দ্ধমান জেলার বাহুবল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
ইনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত। স্ত্রী-
বিবরক ইহার অনেক গান, আত্মিক তিথারীয়া
গাহিয়া থাকে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ইহার
লোকান্তর হইয়াছে।

বাউলের হৃদ—একতাল।

সংসারের যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে।
জীবন জলবিন্ধু প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তাল, তেতালার আর কেবা শোবে
বধন শমন ধরিবে চুলে, ধরনী লুটিয়া রবে।

হৃদের হৃদ গণিতেছ ভাল,
আট ছেড়ে বিপুল হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মঠে তোর সঙ্গে থাকে।

বাঁধাজ—আড়ম্বলম্বল।

মম হৃথোদয়, যেদিনে উদয়,
হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার,
হবে নৈরাকার জলে ভলময়।
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হবে কুতজ্ঞা আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের বেদিন গতি-রোধ হবে,
ভুজঙ্গের যে দিন পরড়ে দংশিবে,
পতঙ্গের যে দিন মাতঙ্গ নাশিবে,
সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়।
চশ্মের যে দিন হবে কুসিত-বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে পতন,
জীকন্ডে থাকে বরপের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
বিবাহে রাতি, রাতি ভাণে দিন,
জলাভাষে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদিগতি বেদিন হবে শক্তিহীন,
বুঝিয়ে হবে পরমেশ্বর মকর।

তুহিকল্প হবে কালীতীর্থধামে,
সায়ু রুপ্ত হবে ব্রাহ্ম-কৃষ্ণ নামে,
বধি রাজ্য হই হব সেই দিনে,
দীন হীন বিদ্য নরেশচন্দ্রে কর।

পরজকাল্যাণ—মধ্যমান।

উমা ধনে কবে আনিবে। গিরিরাজ হে)
হৃথের হৃথিনী উমা, আর কত হৃথ সি হবে।
আর শুনেছি নাচে গায়, শিব নাকি গরল খায়,
পাছে উমারে ধাওরায়, ঐ ভয়ে মরি ভেবে।
তার কপালে অনল আছে,
বাছা পুড়ে মরে পাছে,
কি দশা হয়েছে, কি করিয়ে সহে আছে।
তার জটায় আছে এক রমণী, নাম তার হুরধুনী,
সে নাকি তার সোহাগিনী,
(উমা) সজিনীর যাতনা পাবে।
নরেশচন্দ্র এই কর,
রাগি বলালে তাই বলতে হয়,
দিয়ে কত্যা হলে মাছো উমাপতি শিবে,
গর্ভ কর কি হে গিরি কত শত গিরিধারী,
হয়ে উমার দ্বারে দ্বারী, বিরিকি চরণ সেবে।

রাসবিহারী মৃথোপাধ্যায়।

ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহু-বিবাহের বিষয় কল দর্শন
করিয়া ইহার হৃদয় মর্দ্যাহত হয়। বাহ্যতে বহু-
বিবাহ-প্রথা। এতদেশ হইতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্ত
ইনি বিস্তর বক্ত ও চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার
রচিত 'কুলীন ব্রাহ্মণ-কর্তার হৃদশা' লবঙ্গীয় পীত-
ভলি বড়ই প্রাণশর্মা ও হৃদয়বিহারক। ঢাক
বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান।

মজার—একতাল।

মসো হৃথ কব কার।

হৃথ কে বুঝিবে এই হৃথময় ধরায়।
পিতা কপালমোহে কপালিক প্রায়,
লিঙ্গ আছেন হৃদয়ীর সোহায়,

আজন্ম পাগিরে, এ সব কুলসেহে,
বলি দিবেন কুলমর্যাদি পার।
আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি মুহুর্ত এ ভুবনে,—
কঠিন পিতা মাতা তার,
স্নেহমতায় জলাঞ্জলি দিল হৃৎকনে,
(কেবল) ভাত্তজয়াগণের দাস্তবৃত্তি করে,
পোড়া উল্লর পোষি আজীবন তরে,
আছি ভাতার মুখ চেয়ে ভাতা পাছে
কোন ফ্রট পায়।
সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে,
পাপিনী জেনেছে বিধাতায়।
তাতে, পাপ ভেবে চিত্ত, পাপিনীদের হাতে,
দেবে বিজে নাহি অন্ন খায়।
হায়, মোদের যে যমপতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমস্বরে,
নিতে বারণ করে যম-রাজায় ॥

কুক্কাক্ত পাঠকের হর ।

আর আমার কাজ, কি বিয়ের সাজ,
পরিয়ে বুদ্ধকালে।
শিশু বরের পাশে, কোন বা রসে,
ষোম্ভা দিব পাকনা চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলি, গাই শিব-নামাবলি,
নিরেছি মালায় থলি হস্তে তুলে,
ভাল ফলো ফল বলালিতে
মিল বর এক কচমাছেলে।
শায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে,
কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,
ওকে বলব বা কি বলবে বা কি,
বলবে বা কি এয়োতুলে।

আমার এ অন্তকালে, ওর শুভবৃষ্টি হ'লে,
ছেলেটা ডরাবে এ চান-মুখ দেখিলে,
নিরে হৃদয়ের বর, কয়ে বর,
জাহ্নবে সে গাহুয়মা ফুল ॥

কুক্কাক্ত পাঠকের হর ।

বাই লো সই, ঐ অঙ্গুরে বুড় হেরে ভরে মরে।
দিলে কাশটা, সে আকাশটা কাটে,
কাপে লাঠির বাসটা ধরে।
সাজারে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বলে মায় দেখিস্ বরে নরন-জরে,
দেখি পাটো সে মাখাটা ঢেকে,
পাটে বসেছে ঠাট করে মোহিকা সব বহঁকা এসে
শুনালে চোহঁকা ভাবে,
বুড়টা ঠোট কাপারে হান্ত করে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো,
তার মন্ত্র কৈতে দস্ত লড়ে ॥

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কাম্ধ গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে ॥
বল কোন হুরাচারে, ভূমি সরলা বালায়ে,
এ কঠোর কারাগারে, অবিচারে দিলে ॥
নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন ইন্দু,
নাই কোন সিন্দূর-বিন্দু, হৃদয় কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই হৃৎধিনী, এ মহীমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভাতৃবধূর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে ॥

বঙ্গালী তুই যা রে বাঙ্গালা ছেড়ে।
ভুল ভারত কলাচারে
সোণার বাঙ্গালা ঘায় রে ছারেখারে।
ক্রন্দিত্য সঙ্গ করে, ব্যক্তিকার তুই যা রে মরে
পাপশ্রোতে ভাসালি রে বন-মাঝেরে
অপার পাথারে।

কমলিনী সমাজে সব কুলীদের মেয়ে,
অনাথিনীর বেলে থাকে মলিনা হ'রে,
ওরে ওদের লক্ষা মনে হ'লে,
হৃৎখণ্ডে পাথর পড়ে কেউ নাই ওদের ধরাডলে,
সধা মলালে বলে মরে।

প্রোত্রিয় বংশজ বংশ পেল রে নিপাত,
ওরে কুমারী কুলীন-কুমারী করে অঙ্গপাত,
ওরে বিদ্যাপুত্র বৃহস্পতি,
তারা বলে সমাজপতি, ঘটকসনে করে যুক্তি,
দন্তে কাঁপায় বজ পদন্তরে ॥

মেল তাক মেল তাক কুলীন সবে ।
তবে সে মঙ্গল হবে,
সমাজেতে রবে হে গৌরবে ।
মেল মেল নাহি মিল,
ইথে কিরে ফল বল, মিল মেল মিলে মিল,
জাতি কুল সকল রহিবে ।
যরে যরে কুল-মেয়ে দুঃখে ভেসে যায়,
(ওরে) কেমনে দেখ নরনে পাষাণের প্রায়,
(ওরে) বল বল খড়্গ ফুলে,
কি গৌরবে আছ ফুলে,
দেশ নাশিলে সমূলে,
আর কত কাল রবে এ গৌরবে !
সমুদ্রনে অরুণানে কুলকল্যাণ,
(ওরে) মুক-শুকপাখী-সম করেছ পোষণ,
(ওরে) তাত্ত কেন হ'য়ে ব্যাধ,
সে পাখী জীবন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ,
কেন এত বাদ সাধ তবে ॥

কার পানে বা চাবে পিতঃ এ দুঃখিনী কুলম্বয়ে ।

কি ধন দিয়ে বাও হে তুমি,
য়েথে বাও হে কার করে আশ্রয়ে ।
ভাতা নহে ভ তার মত,
সে যে আরার অমৃতত,
(আর) দাসী হয়ে রুব কত,
ভাত-বধুর মুখ চেয়ে ।

অধাধিনী ভল্লারে, আজীবন পালন করে,
শেবে পিতঃ কার করে বাও হে তারে সমর্পিয়ে ।

চিরস্থায় ভোগের তরে, কেন পুবেছিলে বোরে,

(একল) তুমি চলে ভোমার করে,

দুঃখিনীয়ে কামাইয়ে ॥

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি না কো.ইন্তরবাড়ী ।
কোন্ পথে বাইব মাগো বিধনাথ বারডীর বাড়ী ।
যা'রা ছিল ছেলেপিলে, তাদের হ'ল ছেলেপিলে,
বিয়ে করেই গেলুম ফেল, ব'য়ে গেল বছরকুড়ী
বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি,
(কেবল) খন্তরেরই নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সুব সারি সারি ।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা,
তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা, ককে নিয়ে ভিকার খোলা,
বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী ।
মিজ রাসবিহারী বলে,
আর ত হাসি রাখতে নারি,
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে ভোমারি নারী ॥

আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে
সবাই দেখতে যাই,

তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই ।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই
নৈলে নিদান-পক্ষে বুঝোৎসর্গ,
একটা বংস চারিটা পাই,
(দিবে) এক বরেই চারিটা মেয়ে
লোকের মুখে শুন্তে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিরা,
পিতা মাতার দয়া নাই ॥

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে ।

কিছু বিচার নাইকো হিপূর দলে ।

অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল যেচ্ছাচারে চলে

(এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো !

সাধ্য কি কে পারে বলে,

জমিদার ধনিগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে ।

দেখ প্রেত লোকের অমরকট

মতির হার বানরের গলে,

বিদ্যাপুত্র ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে ।

তারা সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুবাল তলে তলে

রাসবিহারী কর মাটি কাট

আদি বাধ ভোমার তলে ॥

তখন ধরণী কর, কি রূপ ফাটি,
গলিত তোমার নয়ন জলে ॥

• প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ।

নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি নবম বৎসর বয়সে পিতৃহীন এবং উনবিংশ বৎসরে মাতৃহীন হন । পরিকা ইহাদের পৈত্রিক আবাস । প্রথমে হুগলী কলেজে, পরে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি অধ্যয়ন করেন । বাংলা-কাল হইতেই কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল । সেই সূত্রে ১২৬৬ সালে ইনি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন । কেশবচন্দ্র যেদিন ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরিত হন, সেই দিন ইনি আপন ন্যূনতম সমাজে লইয়া যাওয়ার, ইহার আত্মীয়গণ ইহার সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করেন । কিছুদিন ‘বেঙ্গল থেব’ কোরাণীসির করার পর, ১২৭৭ সালে ইনি ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন । ১২৮১ সালে ইংলণ্ডে এবং ১২৮৭ সালে ইনি আমেরিকায় গমন করেন । ইংরাজী ভাষায় ইহার অসাধারণ অধিকার ছিল । ইহার বক্তৃতায় ইংরাজ সমাজও মুগ্ধ হইত । ইংরাজীতে ইহার অনেক গ্রন্থ আছে । বাঙ্গালীরাও ইনি তিন বার পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন । ১৩১২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকার সময় প্রতাপচন্দ্রের লোকান্তর হইয়াছে ।

গলিত—আড়া ।

কৃত আর নিজা যাও ভারত-সন্ততিগণ ।
নয়ন খুলিয়া দেখে শুভ উষা আগমন ॥
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ ছর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চিরমগন ।
সবতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারতমাতা পরি উজ্জ্বল বসন ।
উঠে বৎস প্রাণসম, বতপূরে কড়া মন,
কালরাত্রি অবগানে উড়িল হৃদয়পন ।
বিশাল বিবন্ধস্থিরে, সফা পার শিরে ধরে,
বিবাসেরে সার করে, শ্রীকৃষ্ণ নামে ॥

নয় নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হ’বে,
গলবস্ত্রে পুত্র তাঁরে বাঁহাতে পেলে এদিন ।

বার্ডলের—মূর একতাল ।

কে আমার ডাক বিদেশী সাধু,
মধুর ভাসে, যেতে স্বদেশে ।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে ।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রেগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হানি
কবে ঘাবে আলা, প্রাণ জুড়া’বে
হৃদয় পেয়ে প্রাণেশে ।
আর কত দিন এই আধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী
সেই মায়ের কোল ছেড়ে,
আর ফিরা’ব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে ।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাথে হৃদে গেঁথে করিয়ে বন্ধন ।
যা’বে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে ১২৪২ সালে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম ৮ মাণিকচন্দ্র মজুমদার । ছয় বাস বয়সে, ইহার পিতৃবিয়োগ হয় । ইহার পিতার মাতামহ বরিশাল-কীর্তিগাশার জমীদার রাজারাম সেন কিছু কিছু সাহায্য করিতেন ; তাহাতেই কুঠে যত্নে সংসার চলিত । দশ বায় বৎসর বয়সের সময় গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট ইনি ‘কলাপ ব্যাকরণ’ পাঠ করেন । সাতের আঠার বৎসর বয়সের সময় পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন । সেই সময়ে ‘প্রভাকর’ পরে কবিতা লিখিতেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন । একদা বৎসরের সময়ে পতিভগিরি পরীক্ষার উদ্যোগ হইয়া ১৫ টাকা বেতনে ইনি ঢাকা জেলার এক ‘সাব্বেল পাণ্ডিত্য’ পদ প্রাপ্ত হন । তাহার পর ২৫ টাকা বেতনে ‘ঢাকাপ্রকাশ’ পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন । শেষ, ১২৯৮ সালে, বংশোদ্ভব জেলায় লেভায়েতের পদে তাহার ৪০ টাকা পর্যন্ত বেতন হইয়াছিল । ‘সদ্যবতক’ পুস্তক—কৃষ্ণচন্দ্রের অক্ষর ব্যাকরণ । বাজার ভাষার এই গ্রন্থ—বর্তমানকার : ব্যাকরণ-

নিগীড়নে এই প্রেমের স্বয়ং এক শত টাকার বিক্রীত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ-বয়সে অনেক কবিতা “অনুসন্ধান” পত্রে প্রকাশিত হইরাছিল। “শিব পঞ্চাশং”, “নীতিস্ববক” প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকও ইনি রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বভাষ-কবি। তাঁহার কবিতা—উপদেশ এবং মাধুর্য্য-পূর্ণ।

ললিত—আড়াঠেকা।

অগ্নি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা, কে তোমার শিরে দিল ॥
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভানিছে সবে,
কে শিখালে এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিন পারে।
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে।
কমল, নন্দন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ।
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল।
এই ছিল ভীষণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাঁচল নব জীবন।
বারেক আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনীশক্তি, যে তোমারে প্রদানিল ॥

বেধাগ—আড়া।

পিতঃ ক্রম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।
না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকাঞ্চ কত
হেলায় সুপথ, ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা-মহারত্ন, সেহে মোরে দিয়ে তুমি।
পাঠালে ভবের হাটে হুখ কিনিতে,
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদগে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ-তাপ হুখ-রাশি ॥

বাগেশী—আড়া।

সীমা কে আনে জননী, মেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করেছ তুমি,
প্রতিজ্ঞা সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিবিপুচ্ছে কে চিহ্নিল, পুষ্পাশাকে কে রঞ্জিল,
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল।
কে করিল শান্তিহারা নিজা আর রজনীরে,
কে আর করিবে তোমার মেহের কার্য্য এ সব।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ঐযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী একজন গৈরিক বসন-ধারী পুরুষ। বাঙ্গালা ১৯২২ সালের ফাল্গুন মাসে ইনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ অর্জিত। ইংলণ্ড, আমেরিকা, মিশর, পারস্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাপান, সিংগাপুর, ইটালী, জাঞ্জিবার, সমগ্র ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বহুস্থান ইনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বহুল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত ইহার লেখকরূপে সম্পর্ক আছে। ঐযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের প্রণীত “মুক্ত মাধব” (আধ্যাত্মিক নাটক), “ধর্ম্মানন্দ-প্রবক্তাবলী,” “Yogi and His Message” নামক ইংরাজি পুস্তক ও “সিদ্ধান্ত সমুদ্র” সর্বত্র প্রণয়নিত। ইহার প্রণীত শ্রেণোক্ত গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দু জাতির প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

খাখার—চোতাল।

বাহ্যকল্পতরু নাম, নবহৃদয়াল গাম,
পূজিলে পূর্ণ মনস্কাম, ভক্তরে সেই পরাংপার।
পতিভজন-পাবন, অনাথজন-শরণ,
জগতজন-জীবন, ডাকরে সেই সারাংসারে ॥
অহল্যা পাষণী ছিল, রাম নামে তরে গেল,
চণ্ডাল সাধক হলো, ভক্ত হলো বানরে।
রামের মহাত্ম্য অসীম অনাদি,
রূপের সাগর গুণের বারিধি,
রাম নাম মন্তো না থাকিত যদি,
কে আলো দিত অন্ধকারে ॥
ওহে দয়াময়, কেন হে নিদয়,
হৃদয়মাকে উদয় হও হে আসি।
তুমি গুণের গুণনিধি, তুমিই বেদ বিধি,
তোমাতে উৎপত্তি হয় গয়া গঙ্গা কাশী।
হৃদিপদ্মাসনে কর উপবেশন,
পঞ্চ উপচারে করিব পূজন,
ওহে মহিষ শরণ, সদা সর্বকণ,
চরণপদ্মে দিব সচন্দন তুলসী ॥

হৃদয়ের নাথ বৈকুণ্ঠ-বিহারী,
তোমার খেলা আমি বুঝিতে না পারি,
তোমারি শত অষ্ট নাম, ওহে গুণধাম,
অবেশ্যায় রাম, ব্রজের কালশশী ।
কাক্সাল ভাবে তুমি বেড়াও ঘরে ঘরে,
কাক্সাল ভিন্ন কে চেনেহে তোমারে,
ভবে কাক্সাল যে হবে সেই তোমায় পাবে,
তবে আমার কি হবে, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি ॥

যাত্রায় যুড়ীর হৃদ-ঠেকা ।

আমি নিজগুণে ভরিতে পারি,

হেন আশা নাহি আর ।

তোমার করুণা ভরসা, ওহে দয়াল অপার ।

জগতের শক্তি যত, দেখিয়াছি রীতিমত,
তারিতে অধম পতিত, সাধ্য আছে বল কার ।

কোথা ওহে প্রাণ সখা,

হৃদি মাঝে লাগেহে দেখা,

করিতে সরল, হৃদয় ঝাঁকা সাধ্য আর আছে কার ॥

মায়ায়নী এই ধরিত্রী, মোরা সব কলিক যাত্রী,

যে গুণে তোমায় দিবারাত্রি,

অনন্তে তার অধিকার ॥

বসে আছি সিদ্ধান্তেরে, তব নাম হৃদে ধরে,

ইচ্ছা হবে যবে হাতে ধোরে,

করো ভবসিদ্ধি পার ।

বিরচি প্রেমের অঞ্জলি, প্রাণ দিব ঐ প্রাণে ঢালি

পিতা প্রভু সখা বলি,

পুলকে পূরিবে দেহ আমার ।

কহে কাক্সাল ধর্ম্মানন্দ, পাপেতে মানুষ অন্ধ,

ছেড়ে সবে সকল মন্দ, সর্ব্বানন্দে কর সার ॥

বাগেশ্বী—আড়া ।

আগরে ভারতবাসী দেখরে চাহিয়ে ।

পাপের স্রোতেতে দেশ ধেতেছে ভাসিয়ে ॥

নাহিরে সে জ্ঞানবল, নাহিরে সে ধর্ম্মবল,

অধর্ম্মের কোলাহল, আছেরে ঘেরিয়ে ॥

• এই পীত গাহিবার সময় প্রত্যেক হুই চরণের
শেষে “ওহে দয়াল অপার” গাহিয়া প্রথম চরণটি
আবৃত্তি করিতে হয় ।

কিসের কর অহঙ্কার, মাতৃভূমি ছারখার,

মান্তিকতার অন্ধকার, এসেছে ব্যাপিয়ে ।

হরিপদে হোক মতি, পূণ্যকর্মে হও ব্রতী,

হৃৎ শান্তি প্রেম শ্রীতি, আসিবে নাচিয়ে ॥

ভগবানে ভক্তি হলে, দুখের দিন যায় গো চলে,

তাই সবে হরি বোলে, উঠরে মাতিয়ে ॥

বাউলের হর ।

এই ভবের মুখে ছাই ।

হেথায় শত্রু ভিন্ন মিত্র নাই ।

(হেথায়) পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব ভুলে,

কেবল নিজস্বার্থ (কিবা দিন কিবা রাত্র)

(ওগো) মানুষে খুঁজছে তাই ॥

(ওগো) মুখে লোককে বলে “ভাই”,

মনে প্রেমবিন্দু নাই, এরা ধর্ম্ম কল্পে দিল ছাই,

(হায়রে) এ ভবের বলিহারী বাই ॥

হরিনাম তাজ্য কোরে, মর কেন ভাই ঘুরে ঘুরে

বলরে বল হররাম হরে হরে,

(ওরে) ঐ নামেতে মুক্তি পাই ॥

বাউলের হর—বেমুটা ।

ডাক দেখি মন হরি বোলে ।

পেয়েছ মানব জনম, ও ক্ষেপা মন,

বলবি কি নাম সময় গেলে ॥

ভাই বন্ধু দারামত, কেহ নয় বশীভূত,

আসিয়ে রবিশূত ধর্ম্মে ধখন চূলে ॥

তারা তখন থাকবে কোথা,

কেবা মা তোর কেবা পিতা, শুনরে মন !

আমার কথা, বন্ধ হোসনে মায়াজালে ।

ব্যধিতে কর্কে জরা, ছাড়ল প্রাণ বলবে “মড়া”

পরিবার দেবে “ছড়া,” ভেসে নয়ন জলে ।

যত দেখ আস্র বন্ধ ভাই,

এরা মিলে মিশে তোমায় সবাই,

এ দেখ করবে ছাই, পোড়ায় তোমায় অনলে ॥

এ দেখ-বাঁচায় শুমার এত করোনা ।

এসব শুমায় তোমার থাকবেনা ।

দেহ পিজরা হেড়ে, বাবে প্রাণপাখি উড়ে ।

শুভ বাঁচা থাকবে তোমার দুলাতে পড়ে ।
তখন মানব-বাঁচা, হবে পচা,
কেউ হোবে কেউ হোবেনা ।
পুত্র দারা সব, দেখে তোমায় শব,
সবাই মিলে লয়ে বাবে, পড়ে থাকবে সব ।
তাই চৈতন্ত হয়ে সদা (হরি) চরণ কর সাধনা ।

ডুব দেখনারে মন আছে পাতাল কতদূরে ।
পতীর ভক্তিজলে, ডুব দিলে হরিবোলে,
অমূল্য রতন মেলে, সে জল মাঝারে ॥

ডুব ডুব ডুব রবে, ডুবলে তবে রতন পাবে ;
বেলা যায় হেলায় তবে, রেখ রতন যতন কোরে ।
বোসে এই ভবের কূলে, কিনারায় হাংড়াইলে,
তাতে কি মাণিক মেলে, ভেবেছ অন্তরে ।
অগাধ জলে মাণিক পাশে,
লৌহ সোণা হয় পরশে,
সে পরশ যে পরশে অনাক্ষসে পাবে তাঁরে ।

এ চিন্তাসাগরে, কবে পার কোরে দেবে হে গুণমণি
ওহে দিন ফেলা বয়ে, পারে চল লয়ে,
আর সরে থাকতে পারিনা আমি ॥
পার করে দেয় কেবা আছে আর,
তা নইলে কি তোমায় ভাবি বারে বার,
ওহে তুমি মুলাখার, পারের কর্ণধার,
জানিনা সাঁতার, হে রতনমণি ।
পারের কর্তা তুমি তাই সবাই বলে,
আমায় পার করিতে কেন নিদর হলে ।
ওহে সমুদ্রসলিলে, হস্তিপদতলে,
একলাফে পর্বতে ভরাইলে তুমি ।
চিন্তাচক্রে পোড়ে পাণ্ডুর প্রাণ পেল,
পাণ্ডিকে এবার পার লয়ে চলো,
দেশ ছাড়া করেছে, সকল করেছে,
মনে কি করেছে বল দেখি শুনি ॥

আমায় আর কেবা আছে, বাব কার কাছে,
কারে কবে আমি মনের বেলা ।
তুমি কি আর কেহ নাই আমার ;

সবাই মিলে আমার মিলে বিসর্জন ।
তাদের দোষ নাই আমি দোষের দ্বী,
ওহে এ পাণ্ডুর পাণ হলো রাশি রাশি,
আমি ভ্রান্ত পথে গেয়ে, গেলাম এবার বয়ে,
আর লোকালয়ে কর্বোনা গমন ॥
তুনেছি ওহে সাধুজনের মুখে,
যে জন তোমায় ডাকে, পুষ্প নাহি থাকে,
আমায় সেই আছে ভরসা, ভরসার আশা,
যদি পূর্ণ কর, তবে বাঁচেই জীবন ।
আপে যদি আমি চিন্তাম হে তোমায়,
তবে কি ছেড়ে যেতে পার হে আমার ;
তুমি করেছিলে মনে, থাকবে হে গোপনে,
আর কি থাকতে পারবে এখন ॥

আসিয়ে এই সংসারে অনর্থ করয়ে ভ্রমণ ।
বার বার কতবার করিছ গমনাগমন ॥
সেখানে কি বলে এলি, মিছে মায়ার বন্ধ হলি,
সে সব কথা ভুলে গেলি, না ভাবিলি সেই চরণ
দিনে দিনে দিন গত, দিনমণি হুতাগত,
আন্ত হুখে দিন দিন কত, রত কেন রওরে মন ।
অভিশয় যত্ন করে, ভাবরে মন তাঁরে যে তারে,
সে বিনে কে তারে তোরে, যারে ভাবেন জিলোচন ॥

আমি সাধ কোরে সেজেছি তাই বিলাতী বানর ।
আমি 'মিশেশ' ভিন্ন গণ্য করি জগৎ স্বার্থপর ॥
মিশেশ আমার মাধার মণি,
মিশেশ ধনে আমি ধনী,
বরে বোসে চাঁদবদনী, নিত্য দেন লেকচর ।
পরের খবর নাহি রাধি,
কেবল নিজের সুখটি দেখি,
ধর্মকর্ম সকল ঈর্ষ্য, বাকি কেবল ধর্মেরাখর ॥
কিন্তু পোষাক পরি, রেণু ত্রাণি হাতে ধরি,
সম্রাজের দার নাহি ধারি, না মানি নির্বিকার ॥

এখনও কলির আছে বাকি,
বাপকে ঘেঁটা দেয় গো ঈর্ষ্য,
আসল বিলে সকল দেখি,
ওগো "মেরি" হলো পার ॥

সময় নিম্ন উড়ে গেছে,
 নিম্ন বৈদ্য পানির পেছে,
 কেবল ঘোরে পাছে পাছে, উগ্রতা অহঙ্কার ।
 বার টাকা ধার করি, তারই নলার মারি ছুরি,
 (আবার) চাইলে টাকা, হ'রে বাঁকা,
 বলি ভায় শুদ্ধার ॥
 গাঁজা গুলি কলাই-ভাজা,
 মদের বোতল হৃদ অজা,
 মোরা সব কলির রাজা, করবো দেশোদ্ধার ॥
 মাতৃভূমি কন্ট নয়, খোলাভাটি “কন্ট” হয়,
 আবকারীর হোক্ সলাই জয়,
 নহিলে জনৎ অহঙ্কার ।
 হোয়ে অতি নিরানন্দ, কহে কাকালি ধর্ম্মানন্দ,
 দেশের দেখি সকল মন্দ, একি চমৎকার !!

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বর্দ্ধমানে ইহার বসতি । “মূল সঙ্গীতাদর্শ”
 পুস্তক প্রথমদে ইনি বসন্তী । “সখি ধর ধর” * “সখি
 শ্রাম না আইল,” ইত্যাদি সঙ্গীত ইহারই রচিত
 বলিয়া জানা যায় । ইহার সঙ্গীত ভলি বড়ই
 মধুর ।

বেহাগ—একতাল ।

সখি, শ্রাম না এল ।

অলস অঙ্গ শিথিল করী,
 বুঝি বিভাওরী অমনি পোহাল ॥
 শর্করীভূষণ খন্দোভিকা তারা,
 ঐ দেখে সখি, আভাছৌন তারা,
 নীলকান্ত মনি হ'ল জ্যোতিহারী,
 তাম্বুলেব রাগ অথরে মিশলে ॥
 দেখে সখি, ঐ শশাঙ্ক-কিরণ,
 উষার প্রভায় হ'ল সংকীরণ,
 সন্ধানে বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
 কুহুম হার শুকাল ।

* “সখি ধর ধর”—গানটী, কেহ কেহ আবার
 ঐধর কথকের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন ।
 আবারও এই প্রবেশে ঐ গানটী ঐধর কথকের গানের
 সহোদৈ পাঠকগণ যেনিতে পাইবেন ।

শিবী হুখে দ্বব করিছে খাওয়া;
 পুনরিত হেরি ঐ অভ্রসখার,
 পতি-বিচ্ছেদ-স্মৃষী নারী প্রায়,
 কুমুদিনীর হান্তবদন লুকাল ।
 বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন,
 বজ্র দরশনে চিত্তহরষণ,
 আয়ারি কপালে বিরহ-বেদন,
 বুঝি বিধাতা ঘটাল ;—
 তপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়,
 এ বিরহ রাই, তোমার ব'লে নয়,
 হ'ল বৃক্ষচয় অশ্রুধারাময়,
 শর্করীর হুখে বিলাস ফুটাল ॥

বেহাগ—একতাল ।

সখি, শ্রাম আইল ।

নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ-সংসারে,
 কোকিলের করে পগল ছাইল ॥
 সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাক,
 স্পন্দিত হঠেছে আনন্দে অপার ।
 পুনরিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
 কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল ॥
 মলয়-অনিল প্রেলয়-রহিত,
 বিরহ বিহরে প্রেয়স-সহিত,
 সহসা হঠেছে অহিত রহিত,
 তারে কে শিখাইল ।
 এই হ'তেছিল চাতকের ধনি,
 জল মে জল মে বলিয়া অমনি,
 আজ বুঝি তার মুখের রজনী,
 ও স্বজন, পোহাইল ॥
 ফলিল তাহার আশা-তরুণর,
 হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
 আশাও চকোর সুখাংগ-কিরণ,
 বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল ।
 প্রেয়সভাজন রমাপতি কয়,
 নিশান্তরে রাই, প্রোভাত নিশ্চয়,
 তুমিই হুখাও হুখের উল্লস,
 বিরোধি নির্দির জোপ ফুটাইল ॥

মল্লার—কাওরালী ।

কার বামা এল সময়ে ।
জলদ রূপসী, চকল বোড়সী,
করে অসি সম্মনে নিদান করে ॥
চরণ-বাঁহারে সশক্তি কলবর,
ভয়েতে যেদিনী কম্পিত ধর ধর,
পদতলে পতিত দিগম্বর, দশনে অধর ধরে ।
সমর ক্ষেত্র হল পবিত্র, বামারি শুভাগমনে;
করি মনে, মত্ত হয়ে রণে,
শ্রীচরণে প্রাণ সঁপিবে অতি যতনে ;
অভয়া দয়া করে কি না করে,
অপাঙ্গ-ভঞ্জে হেরে কি না হেরে ॥
সমরবেশে যদি এ বামা নাশে গো,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্তকালে পাই,
কালে না ডরাই ;
নিয় হয়ে পদে, রব চির শ্রামা-পদে,
আমার এ ধন কি ছাই ;—
পলকে প্রলয় করে যে পশুপতি,
বামা এখনও তাহারি অধিপতি,
ভণ্ডে রম্যপতি বামা ভগবতী,
এ বামারে কেবা মারে ॥

যোগিনী—কাওরালী ।

রাগি গো, কেবল তোমারি বেদনা বলে নয় ।
দেখ দেখি গিরিপূরে, পশু পক্ষী আদি করে,
উমার লাসিয়া হুরে, সবে নিরানন্দময় ॥
উমা তোমার হুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কর ।—
কিধেবে তোমার তারা হয় ত্রিলোচন-তারা,
তেঁই পরম্পর তারা, বিচ্ছেদ না হয় ॥
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বষ পার্কতী,
হুর্গা বিহনে হুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় ;—
রম্যপতির এই মন, হর পার্কতীকে আন,
সকল কর নয়ন, হেরিয়ে উপায় ॥

যোগিনী—আড়ালীকা ।

কও মা, ছিলে কেমন, ভিকারী শিবের ঘরে ।
শুনি মা সন্মার ঠাই, বসিবার স্থান নাই,
আলস্য নাগনে বসে ॥

কত বা যতন করে, রাধিকার হৃদিপরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা, থাকিতে মানভরে,
সেখানে কে আছে শিবে,
তোমার দৌরাত্ম্য সবে,
কে রাধিত সমাদরে ।

আর কত কথা শুনি, গঙ্গা নামেতে সন্তিনী,
তাকে নাকি শূলপাদি, রাখেন শিরোপরে,
ষিঙ্গ রম্যপতির মন, আর না পাঠাব পুন,
বুঝাইব জামাতারে ॥

গোড়-মল্লার—কাওরালী ।

কাল রূপে গেল সকল ।

হরিল কুলমান বন্ধিম নয়নে,
বাণীর গানে প্রাণ হইল আকুল ॥
চরণ চরণে অঙ্গ হেলাইয়ে বামে,
প্রতিঅঙ্গে মোহিত হতেছে কামে,
ইচ্ছা হয় ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বাঁধা থাকি চিরকাল ।

এরূপে কুল আর বাচাব কিসে,

মোহন বেশে যদি এ কুল নাশে,

থাকে লক্ষ্মী ঘাউক বালাই, তাতে ক্ষতি নাই ;—

যদি মিলায় বিধি, শ্রাম-নিধি,

আমার কুলেতে কি কাজ,

তবে যদি কুলে থাকি, হইয়ে গো কুলবতী,

যদি সান্নকুল হন সে বহুপতি, নিল জুড়পতি,

ভণ্ডে রম্যপতি, রবে না গোহুলে কুল ॥

লিঙ্গু-ভৈরবী—অলঙ্কারালী ।

কিরূপে সে কালরূপ বল পাসরি ।

নয়ন মন উভয়ে হয়েছে বৈরী ॥

নিরখিলে জলধরে, মনে পড়ে বংশীধরে

প্রকাশিলে লোক ধরে, যরমে শুয়ে মরি

কালান্ধা—একতালী ।

সকলি ভুলি হেরিলে তোমারে ।

না হেরে প্রাণ যে করে, সে কথা মুখে না ॥

গঙ্গনা দেয় করে পরে, করে গালাপালি ।

রমা কর পরস ভাবে, থাকে বৈ করব ভাবে,

তোমারি কারণে এখে, কুলে দিশাখ কালি ॥

পান্ডা-ভৈরবী-পোতা ।

কি করি ত্রজ ছাড়ি হরি যান মথুরায়,
মজারে বিরহে ।

ত্রজানার হৃৎ সম্পদ এই সে ফুরায়,
প্রাণ রহে না রহে ॥

প্রেমার্থে স্বয়ং মজিলাম কুলে দিয়ে কালি,
সার করিয়া কাল ।

সখি, এখন যদি সে কালার সঙ্গে প্রাণ যায়,
তাহাও প্রাণে সহে ।

লজ্জা অভিমান ধন যৌবন দেহ জীবন,
শ্রমে দিলাম ডালি ;

এখন বল কার অস্ত্রে কিবা হৃৎ কে কি মায়ায়,
প্রাণ রহে এ দেখে ।

চিন্তা কি কর রাই সোহাগি বিধুমুখি,
হেমে গো সহচরি ।

সফল হবে যদি যায় গো সমুদায় প্রেমের দায়,
রমাপতি কহে ॥

বিশিষ্ট—জন্মদেভতাল ।

সজনি, বুঝি রজনী আমার অমনি যায় ।

এখন রেখেছি প্রাণ, তার আসারি আশায় ॥

দিবা রজনী রাখার, চক্ষু হ'লে নীরাকার,

এখন কে শুধে রাখার ধার এ যন্ত্রণা ক'ব কার ॥

নৃত্য—একতাল ।

জেনে শুনে কেন বিসর্জন দিলে নয়ন-সলিলে ।

যদি আসার মত ছিল না, তাই বা কেন না বলিলে

না ডরিলাম গুরুজনে, নিষেধ না শুনিলাম কাণে,

প্রবেশ করে কাননে, দগ্ধ হই বিরহানলে ॥

আশা দিলে আসিব বলি, কথামাত্র সার কেবলি,

পাথে বুঝি চন্দ্রাবলী প্রেমের কাঁসি মিল গলে ।

রমাপতির বাক্য ধর, অভিমান পরিহর,

এখন ইচ্ছা পূর্ণ কর, কি হবে আক্ষেপ করিলে ॥

ভৈরবী—চৈতন্যতাল ।

নারী হয়ে তোমার প্রাণ সাধিব কত ।

কে কোথা দেখেছে, কে শুনেছে হেন অসঙ্গত ।

যেমন লজ্জা অভিমান, নারীর এই আভরণ,

যে মাল সাজনা করা আছে পুরুষের রাজ ।

ক'রে বলি কুতাজলি, ডাক একবার এসো বলি,
খাকি জনমের মত ॥

বিতান—আড়া ।

চেয়ে দেখে তোর চরণ পানে ।

কমলাক্ষি গো, সাধনের ধন এ ধনি,

তব চরণ সাধনৌ ,

শুনে যার বংশীধ্বনি, নিধন হালি ধনে প্রাণে ॥

আমি গো তোর কেনা যেচা,

বারেক চেয়ে আমার বাঁচা,

আমার পানে চা'বা না চা,

কেন না চাও যাচা-ধনে ।

ত্রফাদি যারে আরাধে, সে তব চরণারাধে,

জমা কর ওগো রাধে, কি কাজ অভিমানে ॥

হ'তেছে শরীরী গড়,

দিবাকর প্রাণাগত,

শ্রু মের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বারিগত দুঃস্বপ্নে ,

এই যে দেখে বৃন্দাবন,

ত্রিনাথ বিহনে বন, ;

আমি তারি ব জীবন, বিজ রমাপতি ভণে ॥

বন্দন অধিকারী ।

কলিকাতার মিকটবর্তী শালিধা নামক হানে
ইহার নিবাস ছিল । ইনি বিখ্যাত ব্যক্তির দলের
অধিকারী ছিলেন ; ইহার দল বিশেষ প্রতিভা
লাভ করিয়াছিল । অগোবিন্দ অধিকারী ইহার
দলের একজন গায়ক ছিলেন । বন্দন অধিকারীর
কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল । ইহার সঙ্গীত শ্রবণে
ব্যক্তিমাতেই মুগ্ধ হইত ।

মিশ্র আলাইয়া—বাদরা ।

যাও যাও যাও কালাচাঁদ, হেথা এসনা ।

নুয়ের ঘোরে নিশিতোরে,

(তুমি) কোথা হতে এলে বল না ॥

একি হরি একি দেখি

(তোমার) চুপু চুপু চুটি আঁখি,

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বাও, হেথা এসনা ।

রাই রাখা দিখিলে আঁখা,

মনে আকি তুমি আঁখা না ।

মলভান—টিমেতেভালা ।

শ্রাম, চরণ ছাড়িয়ে কেন দেওনা ।

আমি কি রূপসী ছার, আমা হতে আছে আর,

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাওনা ।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি,

এখন প্রভাতে এসেছ বুঝি দিতে বেদনা ॥

কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে,

তব চাঁদমুখে তুলনা পায় না ।

সে চাঁদ চকোর হ'য়ে, আছে ভূমে লুটাইয়ে,

ছি ছি, তা দেখিয়ে লাজ পাওনা ॥

সৌমজিনীর সিন্তের সিন্দূর

তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাওনা,—

হে নাগর, তোমারে বলি, ঐ চিহ্নে লাগুবে ধূলি,

ছি ছি শ্রীহাত তুলিয়ে লওনা ॥

সুখভানু-রাজনন্দিনী সঙ্গে লয়ে সব গোপিনী,

যৌবন-ভরে ডগমগ হংসগতি রাই কামিনী ।

তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজিল রাই রাজবালা,

রূপে ভুবন করে আলা সুখাংগুবদনৌ ধনৌ ॥

ফলমল কুণ্ডল রবি যেন মণ্ডল,

সিন্দূর শোভিছে ভালে মেঘের কোলে সৌদামিন

নানা বেশ করি, রূপ বাঢ়াইলু,

তাসুলে ভরিলু ডালা ।

আগি সারা রাতি, গাঁথিলু মালভা,

তবু না আইল কালা ॥

কুঞ্জে পাঠাইয়ে মোরে, রইল গিয়ে কার মন্দিরে,

নিশি পোহাইয়ে গেল গৃহে যাই কেমন করে ॥

এ রূপ-যৌবন লয়ে পশিব যমুনা-নায়ে ।

কুঞ্জে কুঞ্জে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,

গাঁথিলাম হার মনের মত, সাজাইলাম খরে খরে ।

সকলি হইল রুখা, তারে এখন পাব কোথা,

মনে ছিল কত কথা, কহিব শ্রাম নটবরে ॥

বধু র'ও র'ও,

বাঁকা মদনমোহন কুঞ্জে যাওয়া হবে না নাথ,

রাই অভিমান কর'য়েছে । (মোদের প্যারী)

কোকিল কপোত সব, হইয়াছে নীরব,

সারীভুক-শিথি আদি স্বস্থানে প্রস্থান কর'য়েছে ।

রাই আমাদের কুলবালা, নাহি জানে প্রেমজ্বালা,

চরাতে ধেনু, রাই ব'লে বাজাতে বেগু—

ধূলোয় দিতে গড়াগড়ি ॥

রাজা হ'লে রাসবিহারী, দ্বারে নতশত দ্বারী,

ভেঙ্গে দিব জারিজুরী আমরাও,

রাজমহিষী রাজার নারী ॥

তুলে থাক কর মনে, কি করেছ নিধুবনে,

বসন কোড়া হাতে ল'য়ে করেছ কোটালী-গিরি ।

(রাইয়ের) ধেনু বৎস আদি লয়ে,

মাঠে মাঠে যেতে ধেয়ে,

আগে আগে যেতে বয়ে,

নন্দের পায়ের বাধা মাথায় করি ॥

আর এক দিনের কথা কর দেখি মনে :

কি কথা না বলেছিলে বন নিধুবনে ॥

বলেছিলে সব কথা হও তোমরা প্রজা ।

আমি হব কোটাল রাই, তুমি হবে রাজা ।

তমালের পত্র পাড়ি তাহাতে লিখিয়ে ।

চরণে দিলি যে বাধার কাদিয়ে কাদিয়ে ॥

নৃপতি সুখ বাঞ্ছসি মাধব,

ব্রজে কি আশা পুরে নাই ।

নন্দরাজ-সুত কিবা (নইলে) ছোট রাজা বলিতাম

রাই ছাড়ি আওলি হরি, কি দুখে তা বল না,

তোমার বসন ভূষণ রাজ-আভরণ,

(প্রাণধু) এও কি নন্দের ছিল না,

এখন, যা চাবে তা দিব হে মাধব,

(অমন নাকা) কুজা মোদের ব্রজে নাই ॥

আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ায়ে ।

কব কব কব কথা, কথা কব না গো ॥

আমি একবার পালটা চাব,

মান করে রব বসে, নাগর কত সাথবে এসে,

চাব চাব চাব ফিরে চাব না গো ॥

আমার যেমন আদর তেমনি হল,

পর শলী বরে এলো ॥

বয়স আসিয়ে হাসিয়ে শুধালে কথা কব না ।

আধ অঞ্চলে আধ বাণন বাণিয়ে রব,

ফিরে চাব না ॥

আমার হৃদয়-মন্দির মানো,

বিচিত্র পালক আছে ।

আশে পাশে রসের বালিস,

তাতে শয়ন করিবে তুমি,

চরণ সেবিব আমি, দূরে যাবে মনের আলিস ॥

মদন মাষ্টার ।

বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী। ইহার দল কলিকাতায় থাকিত। ইনি অনেকগুলি যথের যাত্রার পালা করিতেন। ইহার দলে বহুতর লোক ছিল; আর ৩০ বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মৃত্যুর পর বট-মাষ্টার ইহার দল চালান। বট মাষ্টারের দলও বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে।

টোরা—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিমনে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্কর
হুনমনে বহে ধারা, মা হয়ে কি সহিতে পারি
তুমি নও সামান্য কণ্ঠা, ভবদারা ত্রিলোকমালা
আছি মা তোমারি জন্ত, পথ নিরীক্ষণ করি ॥

ভৈরবী—একতাল।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,

কেমন কোরে যজ্ঞে যাই বেলো না।

তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,

আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না ॥

একে নারী আমি ভিখারীর স্বরূপী,

বিধাতা করেছেন জনম-হুখিনী,

শিব-অপমানে হ'য়ে অপমানী,

শিব-নিষেদ আমার প্রাণে সবে না ॥

যোগিনী—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মনোহুগে।

দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিধেছে বৃকে ॥

আশীর্বাদ কর আমারে, কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,

পুন ফিরে আসব তবে হুটীরে,—

নিদ্রয় হলে কৃষ্ণ-ধনে, প্রাণ তাজিব বিব পানে,
নতুবা মরবো আশ্রমে, বিদায় হই তোমারে রেখে

ভৈরবী—একতাল।

বুধারে লক্ষণ, করিয়ে যতন,

জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম।

মায়াযুগ বনে হ'য়েছিল কাল,

সীতা হরে নিল রাবণ মহীপাল।

এসে লক্ষ্যপুত্র, এত যুদ্ধ করে,

অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম।

যে দীতার তরে, কপির স্বরে স্বরে,

আমরা দুটা ভাই কতই কাঁদিয়েছিলেম।

এখন সে সীতারে, এ জনমের তরে,

রাবণ-সাগরে বিসর্জন দিলেম ॥

ললিত-বিভাব—আড়া।

এই দশা হলো ভাই নন্দি, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে।

কার কাছে দাঁড়াব আমরা,

কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে ॥

ভাই, আমরা কি করিলাম, কেন দল্লায়ে এলাম,
স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দি কৈলাস ভুবনে।

কার কাছেতে রেখে এলি রে,

সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে ॥

মুহুর্ত কুরীত কি বিবরণ, স্বরূপে সব বলরে এখন,

অস্থির হতেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে ॥

বিভাব—মধ্যমান।

নন্দি, কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল।

আমার এ পাষণ প্রাণ কেন না বেরলো ॥

একে দক্ষ করে অপমান,

সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ,

আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল ॥

আমার সর্বস্বধন দক্ষের কণ্ঠে,

সেই নয়নই তারা তারার জন্তে,

কি করিব কোথাই এখন যাই,

আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্রাশনবাসী হতে হল

সোহিনী—কাতালী ।

কে আছে গোঁকুলে । (গো আমার)

সকলি থাকিতে রাখা-কলঙ্কিনী বলে ।

বিনি অধিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,

পাপলোকে পাপমতি, এ ব্রজমণ্ডলে ॥

লোকা ধোপা ।

লোকনাথ দাস ওরকে “লোকা ধোপা”—বিখ্যাত
বাজার দলের অধিকারী । পঁচিশ বৎসর পুরে,
লোকনাথ দাসের বাজার দল বঙ্গের বহুখানে অভি-
নয় করিয়া সুখাতি লাভ করিয়াছে । লোকনাথ
স্বয়ং একজন সুগায়ক । কেহ কেহ বলেন,—“এই
যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী” গানটা
লোকনাথের রচিত । আমরা কিন্তু জানিরাছি—
উহা ঠাকুরদাস দত্তের রচিত ।

খট্ট—১৭ ।

কোথায় আছ গো শঙ্করি । (মা)

পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,

বন্ধন-জালার প্রাণেতে মরি ॥

তরী লয়ে বখন আসি মা সিংহলে,

বাত্তাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে,

দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে,

কূলে আসি শেষে তুবলে ত্তরী ॥

বিভাধ—আড়াঠেকা ।

করুণা কুরু মে করুণা ।

করুণা দানে করুণা-রূপপতা ক'রো না ॥

বাত্তা কল্লম দুর্গা বলে, সুখাত্তায় কুখাত্তা ফলে,

তবে তোমায় দুর্গা বলে,

কেউ আর তারা ডাকবে না ।

বোনাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, ও মা,

সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা ॥

কালীদেহে কাল জলে, কমলে-কামিনী হ'লে,

নানীরূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা ।

বিজ্ঞ কিশোর তোমায় পূত্র,

পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,

ঘুচাও পুত্রের করুণত্ব, লোকে যেন হাসে না ।

ব্রজমোহন রায় ।

ইহার বাজার দল ছিল । সে দলের প্রসিদ্ধিও
খুবই ছিল । এক সময়ে “ব্রজমোহন বাজা”
তুলিতে দূর দূরান্তর হইতে লোক সমাগম হইত ।
ইহার ভাতা অধিক গোপীমোহন রায়ও কিছুদিন
ঐ দল চালাইয়াছিলেন । পরে দল উঠিয়া যায় ।
হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেট বাংলাগড়ের নিকট-
বর্তী তেঁতুলে গ্রামে ইহার নিদান ছিল । প্রায়
২৫ বৎসর হইল, ইহার মৃত্যু হইয়াছে ।

সোহিনী-বাহার—একতালী ।

বীণাপাণি বাকুবাদিনি, ব্রহ্মরূপিণি, মা ।

ব্রহ্মসূতা বেদমাতা, বেদ বিধি-বিধায়িনি,

বিমলবদনি বরদে বাণি ॥

কি কব মহিমা কোথা মা বাণী,

বর্ণনা করিতে বর্ণ না জানি,

যা বলাও বলি, যা শুনাও শুনি ।

শ্বেতবসনা শ্বেত মুরতি,

শ্বেতাজে বসতি সতি সরস্বতি,

রূপ গুণ বিদ্যা তিন শ্রোতস্বতী,

তোমাতে মিলিতা যেন ত্রিবেণী ;

বরণ জিনিয়া শরদ ইন্দু,

অধর মধুর সুধার সিদ্ধু,

সে সুধাবিন্দু পাইতে ইন্দু,

নখলে ধরে পদ দুখানি ॥

তুমি সিতা তুমি অসিতা,

গায়ত্রী তুমি সে গীতা,

বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি ঐক্য, গীত-বাদ্য-রঙ্গিণি ।

আগম নিগম তুমি মা গুহ্য,

জ্ঞানসার-সার তুমি মা মন্ত্র,

জয়ন্তী জীবের অস্ত্র, জীবন যন্ত্রে ব্যগ্রিণি ॥

মূলতান—একতালী ।

মা, আমার অন্তরে, আগ গো তুলকুণ্ডলিনি ।

তোমায় অন্তরেতে রাখি, নিরন্ত নিরবি,

অন্তর না করি দিয়া হুকুমী ।

করি উপাসনা, যশসে ব্যসনা পুরাও শবাসনা,
করুণা করি :—আমি মানস মন্দিরে,
তারা গো পূজয়ে তোমারে,
জনম সফল করি জননি ।
ভক্তিপুষ্প করি ভ্রাজা সচন্দন,
ভদ্রঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মনের সাথে কালীরূপ করি দরশন,
কামাদি ছুই বসি, দিব গো করালি,
বিবেক-অসি করে ধারণ করি ;
আমি জ্ঞানার্ণব জালিব, (তারা গো)
হিংসাহত দিব, তবে ব্রজে শিব ষটে শিবানি ॥

টোড়ী—কাওরালী ।

হর দুখ হরমনোমোহিনি ।
কলুষবারিণি, ওব হৃত রবিস্ত-
ভয়ে ভীত ভববারিণি ॥
কি হবে উপায় নিরুপায় মা,
পদ বিতর কাতর জনে আপনি ।
হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কিবা,
যদিও অভয় দিবে ভবানি ॥
ডাকি বারেকবার, মম প্রতি কেন
প্রতিকূল আর, হও মা
পারাবহুতা পাষাণি ।—
তুমি ঈশানি ঈশ-হৃদয় বাসিনি ।
আসি আশু তোম আশুতোষরমণি ।
কি আছে মা মম বল, কার কাছে বলি বল,
কেবল সহল তুমি শিবানি ।
যদি তার নিজগুণে, ব্রজমোহন নির্গুণে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি :—
এ ভববারি তরবারে তরলী,
হও বারেক করুণার আপনি ॥

টোড়ী ভৈরবী—কাওরালী ।

দীনহুরিতবারিণি তারিণি, তার ।
এত কি অলস লইতে পাতকী-তার ॥
যেবে শুনি যে জন প্রভেদে মা তারা,
ভাষাপদ, কি চিত্তা থাকে তার তুমি তার হরাপদ,

মা তোম নামের গুণে বিপদে ষটে সম্পদ,
থাকে না তার কালকাল, কালের ভয় অধিকার ॥
ভজন যে নাহি জানে মহিমা তারে তারিলে,
তবে কেন এ গৌরব অকৃত্য সত্যনে দিলে,
এ দীন ব্রজমোহনে লয় কালৈ লয়কালে,
তবে কেন পতিতপাবনী নাম ধরায় ধর ॥

ইজতান—কাওরালী ।

দীনের আর, লাই মা সজ্জতি ।
কেবল ভরসা ত্রীহুগা-নাম-ভরণী,
ভবানুদিত তরিতে সম্প্রতি ॥
জঠরযন্ত্রণা পেয়ে, করে ছিলাম অঙ্গীকার,
এবার জন্মিয়ে মা গো চরণ করিব সার ;
সদা কুরস বশ অলস,
আমার হল না যে পদে মতি ॥
তাজি আপনার শপথ, আমি হারালেম সুশপথ,
অঙ্গবৎ ভ্রমিতেছি গতি কি হবে,
কর জ্ঞানাক্ষি প্রদান আমাধ হে শিবো,—
কাল গত কালাগত সজ্জয়ে কম্প জীবনে,
গেল বেলা এই বেলা করি পথ অবেষণ,
(অতি) অভাজন এ ব্রজমোহন,
তার হল না সে পথে গতি ॥

আলাইয়া—কাওরালী ।

তব রথচক্র ধরি আমরা সকলে ।
কি চক্রে চালাবে রথ ওহে চক্রেধর,
গোপী জীবন ত্যজিবে হ'ডি চক্রেতলে ॥
কি সাধ্য সারথি করে অধ-রজ্জ্ব সঞ্চালন,
মনোরথ ভঙ্গ করি, কেন রথে আরোহণ,
সে দিন মধুভুবনে যেও হে মধুহুন,
গোপীদের প্রেম-ব্রত উদ্ধাপন হ'লে ॥
আয়োজন করি' আমরা সবে ব্রতী হয়েছি,
ফল প্রাপ্ত হব আশা-পথ চেয়ে রয়েছি ;
যদি সে আশায় তরু সমূলে উচ্ছেদ হয়,
এ ছার জীবনে আর আছে কিবা মলোদয়,
অভয় পদ কমলে ছান দিও হে দয়াময়,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের জীবন অন্ত কালে ॥

অবলম্বী নরায়—ভেতাল।

চিত্ত রে চিত্ত সদা অস্তরে।

বে পালন লয় সৃজন করে,

(ও সে) পরম পুরুষ স্পন্দ পরব্রহ্ম পরাৎপরে।

নির্বিকার নিরাকার, লিখিল মঙ্গল যে জন,

বাক্য মন নরনের অংগাঙ্গরে ;

নিত্য নিধি নিরাধার, আদি অস্ত হয় না ধার,

পাতঙ্কলে বেদ বেদান্তসারে ;

সত্য সনাতন, নিত্য নিকেতন,

ও ধার অমুমতি অমুসারে,

প্রভাকরে শোভা করে।

যে জন সর্বত্র পূজিত, বিরাজিত যে পদার্থমাতে

হুল জল অথবা শূন্য পথে ;

পকরূপে যে জন ভজে, পকরূপ লয় জীব,

হাসিত পকরূপ বিধান করে।

পকরূপ যেই পক এক সেই করে প্রপক,

ব্রহ্মমোহন ভেদ ভেদাঙ্ক অস্তরে।

ইমন কলাপ—ভেতাল।

প্রপতি মিনতি চরণে গণেশ,

বিদ্য বিনাশন তুং পরমেশ।

পরাতপর পর পরম পুরুষ,

পরমানন্দ দায় তুং পরব্রহ্ম,

পর্যাপ্তি পাপবিনাশন।

কিবা নিদ্রি তরুণ-ভানু তুমু সে বিরাজিত,

লম্বোদর চতুর্ভুজ অতিশোভিত,

গজেন্দ্রবদন-পরশ ;

বৌদ্ধপ্রসন্নিত, মুনীন্দ্রপূজিত,

গিরীন্দ্র-হৃদায়িত, দেবেন্দ্র-বন্দিত,

মাং প্রতি সম্প্রতি দেহি শুভ শিবং,

কুৎসে দেব করুণালেশং।

কাওরালি।

ইচ্ছা তার দীন-দুঃখ-বারিদি।

দিন ত জ্ঞাত, সে রুতাঙ্গ নিকটে,

কালভয় হয়, কালভয়-বারিদি।

কুসঙ্গে কুসঙ্গে হ'ল মা হৃদয় পত,

করেছি পাশ কত, পাই মা জাপ এত,

সন্তপে মার্কিন কর হৃৎ-অপরাধ বত,

জাহি মে ত্রিভুং-বারিদি।

মম চিত্ত নিত্যপথ করে না অব্যবণ,

অনর্থ সদা কৃত্তবে ভ্রমণ,

না পারি ফিরাতে মন মদমত্তকরী,

না মানে জ্ঞানাত্ম উদ্যম বল কি করি,

এ দীন ব্রহ্মমোহনে চুরিত শরঙ্গি,

ভূমি গো নিত্যাকারিদি।

কাওরালী।

কত দিন আর এ দৌনে দুঃখ দিবে।

নিত্যন্ত জননি কি গো নয়ন মুদিবে।

এল এ কাল রজনী গেল মা দিবে।

শৈশবে জ্ঞানবিহীন, ক্রিয়ারসে গেল দিন,

হ'লনা তত্ত্ব ভোমার, যৌবনে মতি মলিন,

কিসে যায় চুরতি, গতি কি হবে শিবে।

কাল গত কালকালে, জড়িত অজ্ঞানজালে,

ভাবিলে না ব্রহ্মমোহন, কি হবে ভাবি,

কালে অনিত্য জীবন ভব রবে কি ধাবে।

ধাবাজ—কাওরালী।

ভাবনা কি মন দিনে হয় দিন অস্ত।

ধাকুতে দিন দীনতাগা ভাবনা ভ্রান্ত,

দিনেশ-নন্দন হ'ল নিকট নিত্যন্ত।

তুনেছ যার নামটা তারা,

তিনি ত ত্রিভুগত তারা,

তারা চিন্তে পারে তারা, বাসের আছে জ্ঞানতারা,

সে তারা পদ বাহিত, সদা তারাকান্ত।

হুজল ভারতী রাখ, এ মহে তার অতি বেশ,

নিত্য নিত্য বলি তোরে, নিত্যপথ জুলনাক,

বিবর-বাসনায় ব্রহ্মমোহন হও জ্ঞাত।

একতালি।

ভাব মদ শবাসনা রে, ভাব শবাসনা।

ভাব শবাসনা, রে মম রসনা,

হুরসে রসনা হুজল-ভারতী জ্ঞান কি বাসনা।

পঞ্চাধরে বীরে, ধরে মম পঞ্চাধর,

হৃৎ-ভাব পঞ্চাধর।

শেষক এ ভবে, রয়ে যে ক দিন,
দিন যায় যে যায়, দিন থাকিতে ক্ষুদ্রি নাশনা ।
কি হবে সে কালে রে, কাল কেশে ধরিলে,
অবশ ইন্দির সকলে ;
জ্ঞানের অন্তর, জড়িত রসনা ।
কালী বলতে আর, এ ব্রজমোহন কাল পাবেনা ।

—
বাঁধাজ—একতাল ।

সুভাধরাননি, হে মনোমোহিনি,
কোথা রহিলে প্রেমসি ।
চকল চিত, আমার সত্য
না হেরে তোমার রূপসি ।
অন্তরের নিধি তুমি ত ললনা,
কেমনে অন্তরে রাখিব বলনা,
আন্ত আসি নাশ ছাড়িঃ ছলনা,
অন্তরের হৃৎখরাশি ।
তোমা বিনা করে, জানাব তোমায়ে,
প্রেমসি যে ভালবাসি ।
অকর্ণন-বাণ সহনাক প্রাণে,
অলে মন্দি দিবানিশি ।
একবার আসি এ সময়ে দেখা দিলে,
মম অন্তরের বেদন নাশিলে,
বিধুমুখে হৃৎখরাক্য বরষিলে,
বিনোদ-সলিলে তাসি ॥

—
ঝিকিট—কাওয়ালী ।

কেন লো প্রেমসি এত মান ।

তোমার আজ কি ভাব উদয় কেন তাবাস্তর,
বিষম বিরহে বঁচিয়ে, এ জীবন অলে যায়,
হেরে মলিন বিধি, নয়নে হেরি বিমান ।
ধরাতে ধরা, নয়নেতে ধরা,
কেন লো প্রেমসি তোমার কে করেছে অপমান

—
কিহান—একতাল ।

কনি এই মিনতি চরণে সজ্জতি,
নিবেদন গো পিতে ।
(ওগো) অনিত্য সংসার,
নয় ত কান্ধ চির, জীবন এ অকৃত ॥

অগত পিতার এ সকলি যোগবাণ,
মায়াতে জেন সংসারের সংবাণ,
আসা-বাওয়া সে ত খেল কর্তৃত্বাণ,
চিরকাল গো জীবের জীবন কালবশেণে ॥

—
বেহাগ—বং ।

হ'য়ো না প্রভাত তুমি আজ রজনী ।
কি হটে আমি ক্রি জানি ॥
বুঝি নিদ্র হ'ল বিধি,
আমারে উদয় হলে দিনমণি ।
ভরসা তব করুণা, বকিত করোনা,
কর কিকিত কটাক্ষ বিভাবি হে আমার,
তব রূপা ভিন্ন যশে না দেখি অন্ত উপায়,
যেন করো না শরীর স্বামীধনে আমারে নির্ধনী ।
না শুনে কার বারণ, করেছি সীয়ে বরণ,
যার জন্তে রাজকন্তে বনবাসিনী ;
সে মম সর্বস্ব-ধন, সত্য পতি জীবন,
না জানে না চেনে অন্ত হুনে অবলার,
হারালে সে ধন বল, অভাগীর কি হবে উপায়,
বল রবে কি গোরবে হারা হ'লে শিরোমণি ফণি ॥

—
ললিত—আড়া ।

সে ত নয় কুপধ জীবের,
যে পথে হয় সত্যে গতি ।

জেনে মর্থ যে জন কর্তব্য করে, তার হয়ে হুগতি ।
পরশেতে পরশ করে, লোহার হীন হু হরে,
সত্যানে অহু দিলে অসারে পরে জ্যোতি অতি ।

পুষ্পের মধ্যে যে কাঁট থাকে,
উঠে সে হৃদ-মন্তকে,
সত্যের সঙ্গে, দেখ তার, হল সঙ্গতি ।
তুমি সংসকেতে তোমার,
যে পথে যান পতি আমার,
সে পথ এখনও আমার সার,
পতি যনে কি ভাজে সতী ॥

—
তিতট ।

মা কেন তোমার আগমন রূপে ।
ওমা কিংবদন্ত্য কি বামন মনে ॥

হ'য়ে জননী বধবে কি সন্তানে ।
 কেন শরাসন, করেছ ধারণ,
 বিনাশিতে দাসে, এত কষ্ট কেন ;
 শিবরাণী শ্রামা, ভুলেছ কি মা,
 সদা বাধা আছি ঐ চরণে ॥

—
 বেহাগ—একতারা ।

বাসনা এই মনে, কাতুরে জানাই মা তোমায়,
 চরণে স্থান দিও মা আমার,
 বলি তাই আমার নাই ঋণ বাক্য এক্ষণে ।
 হর যারে না পান ধ্যানে,
 ব্রহ্মা ভাবেন বক্ষ্যমানে গে',
 আমার কি ভাগ্যোদয়,
 অন্যায়সে, পেলাম সেই ধনে ।
 বিশ্বের জননী তুমি,
 বিশ্বমাত্রে আছি আমি, তোমায় মা জেনে ।
 তুমি নাম ধরেছ নিস্তারিণী,
 দীনতারা পতিতপাবনী গো,
 জানি নামের গুণ তারলে এ দীন ব্রজমোহনে ॥

—
 ভিত্তি ।

রামচরণে মজ মন আমার ;
 হবে অন্যসে ভবসিদ্ধ অপারে পার ;
 অনিত্য ধনজন, নিশ-স্বপন যেন,
 ভাব রে সদা সদানন্দের ধন নিত্যধন ;
 একি রে চমৎকার, কেবা কার প দ্বিবার,
 (ওকি) জান না মায়াতে মোহিত সংসার ।

—
 বেহাগ—রাপতাল ।

দেখরে মন নিশ্চিত, হইল চিত্ত চকল,
 আর কেন বিলম্ব গোপাল,
 চল চল রে ব্রজে চল ।
 ভেবে দেখে তুমি কালিগে, এসেছ বাছা কি বলিয়ে,
 কালি আসিবে বলিয়ে,
 তোমার কত কাল গেল গেল ॥
 হারা হয়ে বে নৌলমণি,
 যেন কে হয়ে নিল মণি,
 সাপিনী তাপিনী রাণী মা তোর ধরাডলে,—

তার-সাধনের ধনে, হারা হয়ে হয়েছি তারা হারি ॥
 তুমি নয়ন-তারা ভিন্ন,
 তার আর কি আছে সম্বল ॥

—
 বেহাগ ।

প্রাণ যায়, আজ কোথায়, রহিলে প্রাণের নন্দন ।
 বিলম্ব কি কারণ ॥
 বাছা কি মনে নাই তোমার,
 তুমি যে সবে ধন আমার,
 না হ'তে নিত্য প্রদোষ, তুমি ত কুটীরে এস,
 কি বল আকুল আজ ন হেরে তোমার চাঁদবদন
 মম দেহের জীবন, অন্ধের যষ্টি যেমন,
 দরিদ্রেরই ধন, না পেলে আজ তোমাধনে,
 নাহি প্রয়োজন এ পাপ প্রাণে রে,
 আমি ত্যজিব—অনলে কিংবা জীবনে জীবন ॥

—
 ঝাংঝা—মধ্যমান ।

কঠিন হইয়ে, তেমাের রাখিয়ে,
 কেমনে যাইব প্রেমসি ।

তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
 ব'লে কি জানাব যে হৃৎ জীবনে,
 বিরহ-যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
 তাই ভাবি দিবানিশি ॥

যে দেখি বদন মলিন তোমার,
 রাজগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
 দুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
 আখিনীরে সদা ভাসি ॥

—
 জংলা ঝাংঝা—কাওয়ালী ।

কাননে দেখে ফুল ফুটেছে নানা জাতি ।

শোভা অতি ।

জাতি যুথী গন্ধরাজ রজনীগন্ধা গোলাপ সঁউতি,
 কুসুমকলী চাপা চামেলী জুই,
 ভুই-কনক-চাপা মল্লিকা মালতী ॥
 করবী জবা কামিনী, সোফালা সূর্যমণি, ৬,
 হলপদ কক্কি বকুল জলে পদ্মিনী,
 কিংকর কাকন, পলাশ আর রজন,
 হেরে গোল গোল গোলাপ গেল,

তরুলতা, আমালতা, কুমুচুড়া,
আঁটি ষাটি ভুলে যুবতী ॥

অশোক অপরাঞ্জিতা, রাধাপদ্ম কুমুকোলতা,
বলবসে আকন্দ বাকস, বাস করে তথা,
পীলাশ আর পারুল, ধুতুরা মোরগা ফুল,
কাটমল্লিকা লবঙ্গলতা, জগন্নাথপ্রসাদ জয়ন্তি।
কুরচিহ্নে যায় না অলি, মাধবী ভুলায় যুবতী ॥

—৪—

জংলা খান্ধাজ—কাওয়াগী।

দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা।

কাতলা কই মাগুর সোল ছাটা

গাচা পুঁটা মৌরলা ॥

সোণা খড়্কে চাঁদা চিংড়ী

ভোলা ভেটুকী চিতল গর্জলা।

কুই মিরগেল মাছের সেরা,

কালবোশ পোনা আর চ্যাংরা,

বাণ বুয়াল আর পান্না বাটা খয়রা খোরঘোলা ॥

ইলিশ মাছ মাছের রাজা

গভীর জলে নিচ্ছে মজা,

শঙ্কর শাল পার্শ্বে ভিমে নেড়ে যায় লেজা,

তেচোখো চ্যাং বেলে, গুড় গুড়ি কাতালী বেলে,

কামকেড়ে নেড়ে যায় মাথা।

খেলা দেখতে পাই, ডান কুলি আর চাঁই,

বাঁশপাতা পিটুলা বেলে, মুড়কী বেলে পাটট্যাংরা

ভিমে ভরা হেরে প্রাণ জুড়াই।

এরা চারে টোপ নেয় না জল করে খোলা ॥

মতিলাল রায়।

বর্তমান জেলার (পূর্ববঙ্গী থানা) ভাংশালা গ্রামে ১২৪১ সালের ২১ এ মাস মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁরা বংশোদ্ভূত গৌর জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ। ইহঁর পিতার নাম মনোহর রায়। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে নবাবীপের মিশনরী স্কুলে এবং শেষে বারিশতের এন্ট্রেন স্কুলে ইনি অধ্যয়ন করেন। পাঠকশাতেই বাঙ্গালা রচনার ইহঁর অনুরাগ ছিল। কলিকাতা ঘোড়ারীকো পুলিশে স্ক্রিপ্টগিরি, চক্ৰবাক্ষ গড়িয়ায় ও নবাবীপে শিক্ষকতা কার্য এবং জেনারেল পোষ্টোপিসে কিছুদিন চাকরী করার পর,—যাত্রার দলেই ইহঁর উন্নতি সাধিত হয়। চাকরীর সময় তিনি এক নাটক রচনা

করেন, এবং ‘শ্রোতাব্য’ পত্রে কবিতা প্রভৃতি লিখিতেন। তাহা দেখিয়া, দোগেছিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায় চৌধুরী তাঁহাকে এক যাত্রার দলের পালা স্বীকৃতি করেন। দোগেছিয়াতেই হরিনারায়ণের দলের যোগাযোগ হয়। ১২৮০ সালে সেই দল ভাঙ্গিয়া মতিলাল রায়ের দল নবাবীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রার দল করিয়া মতি রায়ের বংশপ্রভাব বিস্তারিত হয়। এক্ষণে এ দলের আয় হইতে তিনি কিঞ্চিৎ জমাদারী পর্যন্ত খরিদ করিয়াছেন। রায় মহাশয় এখন নবাবীপবাসী তিনি হুরদিক, সুকবি, হলেখক।

মলতান—শ্রেমুটা।

ত্রীহরি ত্রীহরি হরি, হরি বল মন আমার।

আর হবে না গর্ভযন্ত্রণা, হরিনাম কর সার।

হরি বুদ্ধি হরি বল, হরি পথেরি সমূল

গতি মুক্তি ভক্তি ফল, ব্রুতি স্মৃতি যুক্তি আর।

গন্ধে শব্দে রূপে রসে, হরি আছেন পরশে,

ধ্যান জ্ঞান চিত্তা ভাসে, জপে তপে দেখ তাঁর।

অনলে অনিলে হরি, জল স্থল শূন্যে হরি,

অগ্নিতে অগ্নিতে হরি, হরিময় ত্রিসংসার।

হরি স্থল হরি স্থান, কর্ম্মাকর্ম্ম স্থং হৃং,

বিপদ সম্পদ পক্ষ, আদি অন্ত পূর্ণাকার।

সংসার তরুণ-তোর, মাখন সেই মাখন-চোর,

জ্ঞান-দণ্ডে ভক্তি-ডোর, দিয়ে কর সারোদ্ধার।

গেল দিন ওরে মতি, ভাব মে কমলাপতি,

চরমে পরম গতি, দিবেন শ্রীনন্দকুমার ॥

ভরতগমন।

ওতো নয় নববন, রামবিচ্ছেদে-হতাশন,

করেছে রে দাহন, অযোধ্যা এবার।

তাইতে এমন আকার, দিনে অঙ্ককার,

(আর কি অযোধ্যায় সে দিন আছে,)

মেঘগর্জনে নয়,—ও কেবল হাহাকার,

রাজপথে এত নয়রে মেঘের জল,

অযোধ্যাবাসীর চোখের জল কেবল,

পথ অতি কুতল, রথচক্রে অচল,

(রামশোকে কারো কি চলাচল আছে)

দীর্ঘনিশ্বাস প্রবলবায়ু আনবার ॥

আমি, শৈলহুতা-সপারি, শিবে। শর-সিমন্তিনি।
 তুমি ভবের শক্তি, ভবের উক্তি, ভবে মুক্তি পায়
 যে জন শত যোজন অস্ত্র তজন করে গুণ গায়,
 আমি অতি নিরুপায়, ত্রাসে কলবর কাঁপায়,
 নাহি মন তব পায়, উপায় কর জননি।
 শুনি, সাধু কি পাতকীর অস্থি হলে নীরহ,
 সে ভবে বাতায়ত হতে হয় নিরন্ত,
 হলে তব তীরস্থ, অস্ত্রমে তরন্ত,
 তারে হুহ কর দিয়ে অভয় পদ হুখানি ॥
 যেমন করণা করেছ মাগো সে ভগীরথে,
 তেমনি কৃপাদৃষ্টি কর অভাজন ভরতে,
 পিতা দশরথে, লয়ে পুশরথে,
 পাঠাও বিহ্বলোকে বিহ্বলভক্তিপ্রদায়িনী।
 যখন অবশ্য অস্ত্রে পড়ব গঙ্গে তব তরঙ্গে,
 তার সঙ্গে সঙ্গে তাজব সব অন্তরঙ্গে,
 তখন গতিদ্বং গঙ্গে, নাশি শমন আতঙ্কে,
 করো দুর্গতি মত্তির কোলে কালযাতিনী ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ ।

হুট-মহার—কাওয়ালী ।
 মন কি খেলা খেলিছ দেহ-অঙ্গনে ।
 খেলা যে আনে, তারি সঙ্গ নে ;—
 নতুবা কোন খেলা খেলে, দিবি বিবম ফেরে ফেলে
 এখন রয়েছ পজা ছকার বন্ধনে ॥
 এবার হারিলে পাশায়, পড়বে দুর্দশায়,
 বন্ধু-বান্ধব কোন কথায় বেবেনারে সায়,
 ত্যজ্য করে পাণ আশা, হরি ব'লে ফেল পাশা
 বাবে কষ্ট দেখবি স্পষ্ট সে নিরঞ্জে ॥

কৈ তোদের সখা হরি ।
 ডেকে একবার দেখা আমার এই ভিক্ষা করি ॥
 বলিলেন বেন তোদের কাছে,
 দুঃখা বিহর আছে, দেখা দেখার জন্ম পাইছে,
 লুকাই বংশীধারী ॥
 কোথায় সন্ধানের ঔষধি শরীরে হৃদয়নিধি ।
 ওহে কৃষ্ণ একি কই, মনের রাখলে সৌন্দর্য,
 সেই পাণ্ডবের দায় কই করে হই বৈরাগ্য
 দিলে কালক রবে, ধরা পুরিবে রবে ;

ত্রীপদ ভেবে বিপদগ্রস্তা ক্রপনকস্তা দ্রৌপদী ॥
 ওহে হৃদয়নিধারি, একবার কর দরশন,
 করে দুঃশাসন তব দাসীর বসন আকর্ষণ,
 আবার যে কটুভঙ্গন, যেন ভুঙ্ক দংশন,
 কৃষ্ণ বলে জলে দাব দেখা না দাও হে যদি ।
 আমি সর্বত্র শুনেছি, ওহে গোপীকা-রঞ্জন,
 হয় মধুসূদন নামে সব বিপদ ভঞ্জন,
 তবে কেন ধন জন, সুব দিয়ে বিসর্জন,
 কাদে পঞ্চজন, কৃষ্ণ বলে নিরবধি ॥
 যে মনস্তাপ দিলে আমার এ পাপমতি,
 এর উপর যদি না কর যে যথামতি,
 ও পায়, সঁপিতে মতি, কারো হবে না মতি,
 এই দুর্গতি বলিবে তোমায় ভক্তবিরোধী ॥

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণমণি ।
 ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
 বল কি দোবে বঞ্চিত ত্রীপদে,
 দুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী ॥
 ঐ দেখ পাণ্ডবগণ, হুঃখেতে মগন,
 (হরি এ খেলা কার বুকেতে নারি)
 কৃষ্ণ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারী ফণি ॥
 দাসীরে কর দরশন,
 দুঃশাসন হরিছে বসন, হে পীতবসন,
 কর লজ্জা নিবারণ, নীরদবরণ,
 (সভাতে বিবস্ত্রা হলেম্য)
 নইলে কৃষ্ণ বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥

হরি গতি এই কি তার ।
 যে জন ত্রাহি মাং মধুসূদন, ব'লে দায় বার ॥
 কুদর্শন দুঃশাসন, দ্রৌপদীরে যে শাসন,—
 করে ক্রটি বেশ আকর্ষণ ;
 আবার হরিতে দায় বসন দে,
 ওহে পীত বসন এ সব ক্রটি,
 দরশন নরমেতে দারি, করিষণ সন্ধ্যাক্ত ॥

যদু দর দায়ব শূন্য-হরবাধুব ।
 সর্ব কাব্যেই দায়ব, শরতি সর্বসাধুব ॥

যখন হবে শেষ গতি,
অগতির গতি, মাথবে থাকিলে মতি,
কুহতি হবে সুখতি, অন্তে বাবে দুর্গতি,
স্মরণে মাথব, জীব-মুক্ত সে উদ্ধব ॥

ব্রজলীলা ।

হরি নামে বত সুধা, আছে কি তা রত্নাকরে ।
সুধাধরে কি এত সুধা করে,
কটু তিক্ত বত আছে, হরিনামে সব সুধা করে ॥
যে বলিল হরি হরি, অমমৃত্যু গেল হরি,
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি,—
অষ্ট প্রহরই,—তাই বলি ভাই,
বল হরি, নামে যায় ভবলহরী, এনাম পরিহরি,
জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী—
যখন শমন-কিঙ্করে আসি,
বন্ধন করবে করে করে ॥

কোথায় ভাই প্রাণ কানাই প্রাণ হারাই দেখা দে
দেখে যা সখাদের দশা আসিয়ে কালীয়ভঞ্জে ।
বিবে অবশাস্ত, তোর সঙ্গে খেলা সাস্ত,
বড় সাধ মৃত্যুকালে দেবিব ত্রিভঙ্গ ;—
বিষ হতেও তোর অদর্শন,শেল সম বুক বাধে ॥
বড় দুঃখ তোরে জানাই,
আমাদের মার আর কেহ নাই,
মা বলে তুই ডাকিস্ কানাই, মা যেন না কাদে,
মরুত মঙ্গল মধু মঙ্গল, ত্রীদাম সুবল কৃষ্ণ মঙ্গল,
কৃষ্ণ থাকিলেই সব মঙ্গল,
নাই অমঙ্গল, ব্যাকুল মতি মরণ-কালে,
দেখতে সেই প্রাণ কালাচাঁসে ॥

ভরতাপমন ।

ভাব রে মন শমনশমনকারণ,
ভবভরণ, দুঃখবারণ, রামের ত্রীচরণ ।
ব্রহ্ম রাজবসনাভরণ, কিছুই নয় সুখের কারণ ;
মরণকালে কেহ সঙ্গে নাহি রন,
তখন সত্য সেই নীরবরণ, বিনা রামচরণ স্মরণ,
বল কে কারিবে ভরত-আলা নিধারণ ॥

কে বাবে মুনবির গিরিজাপুরীতে ।
শোকে মৃতপ্রায় হবে তুলতে গেলে হয় ধরিতে ।
কার অঙ্গে আছে কি বল,
দিন দিন বাতনা প্রবল, জীবন সম্বল,
কেবল বুক ফাটে সেই ভাব হেরিতে ।
সকলের মুখে অবিরাম, হা রাম,
কোথায় গেলে রাম,
ম'লাম ম'লাম প্রাণে ম'লাম এসে
দেখা দেও দরিতে ।

উছ মরি ছাড় ছাড় বুক পিঠে লাগলো খিল ।
বাপরে কি মুসকিল,
হলেম কিল খেয়ে যে খুনের দাখিল ।
করিসনে আর টানটানি, হলে লোক জানাজানি,
কালামুখীরে সব করবে কানাকানি,
হয় ছাড়, নয় মার, গুরে দাতার চেয়ে ভাল বখিল

আমি রামের চিরদাস, বলি মা তোমায়ে ।
রাম-পদ সার আমার, নিখিল সংসারে ।
ধ্যান করি রাম-পদ, মানিনে মনে বিপদ সম্পদ,
এই আশীর্বাদ কর আমার,
রাম যেন থাকেন অন্তরে ॥

মুদে নয়ন ধরায় শয়ন কেন কেন বল ;
(প্রাণাধিক) তোর আকার,
দেখে আমার শোকানল যে বিস্তরণ প্রবল ।
কি কথা শুনাগি এখন, এত নয়নে ভাল লক্ষণ,
কেমন আছে রাম লক্ষণ,
কৌশল্যার জীবন সম্বল ।
গুহক কি বলিল তোরে, বল রে আমার সন্তরে,
কেন রইলি সকাডরে, বাতনা সম্বনা অন্তরে,
বা প দিবে গদানীরে,তাপিও প্রাণ করব সীতল ॥

দিমাই সন্ন্যাস ।

এই বাসনা পুরাও আমার বাহা কলতরু হরি ।
এবার বেঁধে ধরিয়ে, সেই দেহ আশ্রয় করি ॥

বিরাগ হারে করে ধারণ, সেই ত পার হরির চরণ,
দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ ;
হরিকে হরি বলায়ে কাঁদাব অস্ত্র গ্রহরি ॥

এ পোড়া দেশের কপালে আগুন,
নাই কোন গুণ দ্বিগুণ জালা ।
শুনি অস্ত্র দেশে, আপন বশে,
বেড়ায় যত কুলতলা ॥
পরাধীনা হ'য়ে থাকে চিরকাল,
অকালকুয়াণ্ড পণ্ডিতগুণো কাল,
মনের সাথে ক'রছে নাকাল,
কোথা যাই, ভাবি ভাই, কি সকাল কি বিকাল,
সাধে কি অবলাকূলে, মাখায় বয় কলঙ্কের ডালা ॥

সখি, একি অপকূপ দেখি আঁখিতে ।
যেতে চায় ঐ পাশ্র্বে শ্রাণ-পাখিতে ;
হরহরি হরি বুলি ডাকিতে শিখিতে ॥
ঐ কি সেই মুরারি, বৃন্দাবনের বংশীধারী,
রাধা নামে সাধা ছিল যার বাঁশরী,
যে শিব পাগল হরিনামে,
সে কি ঐ রুক্মের বামে,
মতি চায় ওরূপ স্থানে রাখিতে দেখিতে ॥

বদন ভোরে হরি হরি বল ।
ভবে সব অনিত্য, সত্য সত্য,
হরির স্মধানাম কেবল ।
শেষের পথে সঙ্গে যেতে, হরিনাম মাত্র সম্বল,
সব মায়া'র কারসাজি, ছায়াবাজী,
ভাষা বাবাজী, ভূয়ো গোল ॥

কেন আঁখি ছিল ছল ছল ।
ধরায় হরির রণামৃত অজচ্ছল ।
বুঝিবে কি মা ওসব তোমার ছেলের ছল ॥
কোথা সে ধন পাব ব'লে,
কৈদে যে আকুল হ'লে, স্তন দিই যলে ।
যে ধন দেব-সমাদৃত, হরিচরণ-নিঃসৃত,
দেও সেই চরণামৃত, আত্মবীর জল ॥

সীতাহরণ ।

শুন হে হৃদয়, শ্রীগ্রাম নাম আমার ।
সূর্যকূলে পুণ্যপাদ লশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার
স্বর্ণ-সরোজিনি জিনি, গৌরাজিনি সঙ্গে যিনি,
তিনি আমার সীমন্তিনী,
সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার ।
কি ক'ব হৃৎথের বিররণ,
পিতৃ-সত্য পালন-কারণ,
সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার ।

আছে তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ,
কি জানি রে লক্ষ্মণ, ষটিবে কি দায় ।
তাই করি বারণ, ক'র না রে রণ,
(আমার কপাল ভাল নয়, ভাল নয়)
পাছে গোরবরণ হারাই ভাই তোমার ।
কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তোর,
রাক্ষসের বাণে হ'ব রে কাড়র,
(ভয় এই পাছে ভাই হারা হই)
সকল মেলে ভার্য, ভাই মেলে কোথায় ॥

এ কি শুনি মধুর নাম ।
কে এমন বদ্ধ আছে শুনায় রাম অবিরাম ॥
প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অঙ্ককার হরে,
এক বার দবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম ॥

যেও না, যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে ।
হও দ্রাস্ত লঙ্কাকান্ত, ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে ।
সোণার লঙ্কানগের কারণ,
সীতাকে কি কবুবে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে ।
নর নহে রঘুমণি, মূনিগণের শিরোমণি,
নারায়ণী তাঁর রমণী, পঞ্চবটীতে এ-এ-এ (পঞ্চানন
যাঁর ক'রে স্মরণ, পঞ্চক-কালে যাঁর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে ॥
কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময় ।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে,
নইলে হৃৎধনীর জন্মের মত বিধায় হয় ।

জানি যে তোমায় করে হে মরণ,
নীরদবরণ কর পার তুমি বিপদবরণ,
আমি ডাকি তাই অবিরাম,
কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে,
জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হ'য়ে না বাম এ সময় ॥

নিজ বসন্ত ।

বিজয়-বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে ।
দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে,
চক্ষুর জল দেখে চক্ষুর জল আসে ॥
মরি মরি মন-ব্যথা, এমন ত শুনি নি কোথায়,
কোন প্রাণে কোন খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে ।
মা-হারা বাঁধনীহৃত,
হায় কাঁপে রে শৃঙ্গলের পাশে ॥

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে ।
কর আমার শিরচ্ছেদন, দূরে থাক সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে)
(করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিব ॥
যে পথে মা গিয়াছেন, সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই ।
মা বিনে পুত্রের কে আছে,
আগে যাই মার কাছে,
(আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে
মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥

স্মরণ বিধি, কি এই ছিল রে তোর মনে ।
নাশিয়ে মাতায়, শত্রু করলি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে ॥
যখন সঁপিলি মাকে শব্দে,
কেন নেই সাথে মিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে ।

তা হলে আর এ যাতনা, হ'ত না, হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখতে নারি
আর যে হয় না, জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে ॥

যা রে যা নগরপাল এই দণ্ডে ।
বৈধে বিজয়-বসন্ত পাষণ্ডে,
রাখ কারাগারে দুই ডণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তা'রা আমার পুত্র নয় শত্রু নিতান্ত,
আমি তাদের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত,
শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে ।
ও রে কোটাল, শুন বিনয়,
এক শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে ।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর,
দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভাতা-মুণ্ডে, দুঃখে যে পাষণ্ড গলে,
ও রে য'রা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে

কোথা যান্ আয়ি ফেলে মশানে ।
গো হৃদয় বৈধে পাষণ্ডে, (আয়ি)
আমাদের আর কেহ নাই,
বড় দুঃখী হুটী ভাই ।
আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে ।
আমার অবশ অঙ্গসকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল ।
জীবনময় দেখি সব নয়নে ।
এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায়,
পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আয়ি জল এনে দিয়ে যা গো
আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি ।)
বুঝি এইবার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে ॥

আয় বসন্ত আয় রে তাই বাই অস্ত দেশে ।
কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার বেবে

ভাই তোর করে কোলে,
চলে যাই আমরা সকলে,
ডাকবো হুগা হুগা বলে, ক্ষুধা কি পিপাসা হলে,
আমাদের মা অন্নপূর্ণা অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে ।

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি ।
সহে না, সহে না ক্ষুধার বাতনা,
(চক্ষে ঔষধার দেখি দাড়া,
আমি ম'লাম অন্ন বাঁচিনে গো)
খেতে নেও দেও পায়ে ধরি ॥
দাড়া বনে প্রাণ যায় পাছে, শাস্তা আয়ির কাছে,
রেখে এস তুয়া করি ।
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস,
(সারা দিন উপবাসে,
দাড়া খেতে কি আর দিবে না গো)
দেখ এলো বিভাবরী ॥
দাড়া এলে কি কান্নে, এ ঘোর কাননে,
সে সব পরিহরি ।

কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে ।
(কিছুই যখন দিলে না গো)
(দাড়া খেতে না দিয়ে মারিলে)
রাখ নয় দেও গলায় ছুরি ॥

কোথা যাব বসন্ত রে তোর একা রেখে বনে ।
যদি যেতে হয় যাব আমি ভাই রে তোমার সনে,
আমি তো'ড়ে ছেড়ে রই কেমনে ।

(তুই রে বিজয়ের নয়ন তারা,
আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ, দুরাচার দেখেছি জগজ্জনে ।
ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
(চাঁদ কি ভুলে পড়লে শোভা পায়)
ভাই উঠে কোলে, দাড়া ব'লে,
একবার ডাক রে চাঁদ বলনে ।
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগ্য দাদার লশা,
হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই)
নয় তো'রে দিয়ে হুগা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে ॥

হৃদয় ছাড়া করবো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি ।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)

এই পিঞ্জর মাত্র ছিল,
কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি ।
এই হৃদ-পিঞ্জরে রাখি তোরে,
(মধুর দাদা-বুল বল বসন্ত)
আর দিতে পারবে না কাঁকি ;
(ক্ষুধায় মলেম ফল দেও ব'লে)
আর দিতে পারবে না কাঁকি ।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখন ত যেতেম জলে,
ভাই কোথা ব'লে ;
যদি দিলে সে বিধ, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বনমাকে হারিয়েছিলাম)
হৃদে গোঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,
(আমি আর পলকে ফেলব না রে ভাই)
হৃদে গোঁথে নিশ্চিন্ত থাকি ॥

একবার উঠে আয় বসন্ত
তোর হুয়ায়া পিতার কোলে ।
(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)
আমি ফেলে দিয়েছি রে তোর দূর হৃদয় বলে
একবার পিতা বলে ডাক, জীবন জুড়াক,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ)
তো'রা জল দেবে এই শোকানলে ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ।

যাওয়া যুক্তযুক্ত নয় ।
হে রাজন, বারণ করি হে বিনয়,
যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয় ।
পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,
অমৃতে গরল-উত্তর, হ'বে আমার মনে লয় ।
দুর্যোধন অতি অত্যাচার, কুজন তার সব সভাজন,
জান ত রাজন, খেলাতে এই হয় অনুমান,
তোমায়ে করবে অপমান, জ্ঞাতিবাক্য বিশ্ব সমান,
শেবে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয় ॥

কান্ত হে কান্ত হও যেও না হস্তিনায় ।
 (যা'রা শত্রু ভাবে, তা কি জান না,
 ও হে ও মহারাজ ।)
 তা'রা স্বকার্থ সাধিতে মিত্রতা জানায় ।
 নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
 (কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ,
 প্রাণাকুল ভেষে পাই নাই কূল)
 বিষম আতঙ্গ, দুর্বটন বুঝি ঘটবে পাশায় ॥

দাদা দিও না ধর্ম বিসর্জন ।
 জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জয়,
 ধর্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
 (দাদা যথা ধর্ম তথা জয়,
 দাদা ধর্মের তুল্য ধন কি আছে)
 কি বিলম্ব সামান্য ধন করতে উপার্জন ।
 জান না কি কর্ম দোষে ধর্ম যায়,
 ধর্ম নাশি মর্মে-দুঃখ দিও না ধর্ম রাখায়,
 মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে,
 (আমরা সকল দুঃখ সহিতে পারি,
 এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়)
 যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন ॥

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
 ও হে দেবর হঃশাসন ।
 আমি অপবিত্রা নারী, লাঞ্জে কইতে নারি,
 বেদ-বিধিমাতে নিষেধ পরশন ।
 শোন নাই কি নারীর কেশ ধরলে বলে,
 পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম শাস্ত্রে বলে,
 বঞ্চিত ধর্মবল-সম্বলে,
 জলে ধরে সীতার কেশ, নির্বংশ লক্ষ্মণ,
 কালীর কেশ ধরে শুভ হই পতন ॥

রাম-বনবাস ।

স্বরের কপাট খুলে পাট করেছি
 এইতো চাকরীর হুখ ।
 রামিদ্ রামিদ্ কর্ত্তে কর্ত্তে শুকিয়ে উঠে মুখ ॥

আমায় হয় কাপড় কাচতে,
 যমের হাতে খুরপা কাসতে,
 পবনের হয় ময়লা বইতে, নইলে খাই চাবুক ॥
 মারা গাছে হুশের কিশ্তি,
 গেলেই বলে ওরে মিত্রী,
 কাপড় ভাল হয় না ইন্দ্রি, শুনে কাপে বুক ॥

জলে মরি সহচরী, মন হতাশনে ।
 সোণার কমলিনী কেন পড়ে ধরাসনে ।
 পাচে কি মধুকর প্রাণে এ ভাব দরশনে ।
 তব বলে ত্রস্ত এ শোকাক্ত চিত্ত
 হুস্থ কর এ ভাব কি নিমিত্ত,
 আর ত প্রিয়ার ত এ ভাব দেখতে পারিনে ॥

কেন চিত্ত চঞ্চল বল চারু চাঁদমুখী ।
 তোমা বিনা কে আছে আমার,
 হুশের হুখা হুশের হুখী ।
 কেন আর কর রোদন, চাঁদবদনী তুলে বদন
 ঘুচাও মনোবেদন,
 তুমি আমি ভিন্ন নই, কি জন্তে তবে হও অহুখী ।

নারীর অন্ত কে পায় সে যে বিধির অগোচর ।
 অতি কু চরিত, ঘটায় বিপরীত,
 হুরিত পুরিত নারীর কলেবর ॥
 বাহিনীরূপা ত্রিলোকে রক্ত পলকে পলকে
 খায় তবু চায় লোকে ভুলোকে ফুলোকে ফুলোকে
 হ'য়েছে পলকে নারীর সহচর ॥

ব্রজলীলা ।

ভক্তি বই কি হরি মিলে ।
 ত্রিভুবন ভ্রমিলে, বিফল বল কেবল,
 হুখা হ্রদে নামিলে ।
 নিতে হলে কাজের ছায়া, তাতে কি জুড়ায় কায় ।
 ফলহীন তথাপি মায়া নপুংসক জনমিলে ॥
 মতি স্থির কর আগে, ডাক কুরু অহুরাগে,
 ফিরছে শমন বাণে বাণে, হাসনে নারকী সামিলে ॥

মা তোমা ব্যতীতে,
কে আর উদ্ধারিবে দুঃখার্ণবে পতিতে,
রূপাদৃষ্টি কর মগ্নো এই অতিথে ॥
অশেষ তন্ন তন্ন, করেছে মা এই কর,
কোথাও আমি না পাই উপযুক্ত অন্ন,
জঠর জ্বালাতে আচ্ছন্ন, এসেছি দ্রুতগতিতে ।
উল্লের দায় নয় সাধারণ, অতি কষ্টে প্রাণধারণ,
কিসে হয় বারণ ; (যৎসংদা গো)
তোদের রূপায়, হবে না কি কোন উপায়,
নিয়ত এই চিন্তা কি মা রবে মতিতে ॥

বড় আশায় আসা গোপাল ।
এই বার দেখিব আমি, কেমন তুমি রূপাল ।
গোপাল হয়ে গোপগৃহে স্নান দিবে রবে কিহে,
কাতরে তোমায় ডাকি হে, দেখ নন্দহুলাল ॥

শঙ্কর-রঞ্জন ভয়ভঞ্জন নির্বিকার সার হে রঞ্জন ।
গোলোক পুলক ত্রিলোকপূজা,
ইন্দ্র যোগেন্দ্র চন্দ্র স্বর্ঘ্য, গুহ্যতিগুহ্য ধন ॥
গোকুল মাঝারে রতন মাজে,
মঞ্জীর কিবা চরণ বিরাজে,
তাহে ক্রৌঞ্চ কাটি, বন্ধ পীতধটি,
সে রূপ কোটি, কোটি লীলাঙ্গ গঙ্গন ॥

তরী ভাসিল হৃন্দরী, লয়ে নবীন কাণ্ডরী ।
আমরা সব সখী মিলে, সারি সারি গাব সারি ॥
হাল ধরিলে শব্দ নেয়ে, তুলবে তরী তুফান খেয়ে,
টেউ কাটিয়ে বাবে বেয়ে
বাড়বে ভারি নেয়ের জারি,

এ'ত নয় নয় সে গগনের তারা ।
কে জানে এ কেমন তারা,
এ নহে সে বালীর তারা,
নয় বৃহস্পতির তারা,
যারে আরোষে সর্বদা দেবতারা ।
এ যে সাধকের জ্ঞানচক্ষু তার, জগত নিস্তারা ;
জবে ভাবেন যার শব্বরের তারা,
উঠে নিত্য নিত্য সুখ তারা, অচলা ধ্রুবতারা,
নয়ন আছে যার, দেখে এ তারা তারা ॥

কাল বই ভাল কই সদাই বলে রাই ।
মাগো মেয়ের কাছে, কালরই বড়াই জানে বড়াই,
কাল কুহুম পেলে পরে, মালা গাথে পরম্পরে,
কিশোরীর কণ্ঠোপরে যতনে পরাই সাধ পুরাই ।

আমরা'ত জানি ভালরূপ,
কিশোরীর কাল ভাল রূপ,
কালর নিন্দায় বিষম বিরূপ,
মেধে মন ফিরাই বড় ডরাই ।
সখীর কোন অমুখ হলে
আমরা সব সখী মহলে,
কালার গুণ গাঠি কুহলে,
প্যারীকে সুনাই, নহিলে হারাই ।

কাল কাল কি হয়েছে,
কালর ভাবে রাই রয়েছে,
আমাদের মতি লয়েছে
সাধা কি ফিরাই আছে ধরাই ॥

প্রাণাকুল, না পাই কুল, এ গোকুল অন্ধকার ।
কেন হেন জ্ঞান মনে, কিসে হবে প্রতিকার ॥
তুমি রয়েছ ভবনে, গোপাল একা গেছে বনে,
বিষম আতঙ্ক জীবনে, করেছে যে অধিকার ।
স্বপনে বড় অলক্ষণ, আমি করেছি নিরীক্ষণ,
সর্পে সব করে ভক্ষণ শুনি রে কেবল হাহাকার ।
পড়েছি অকুল পাথারে, কুল পাইনে সাঁতারে,
সে হৃন্তরে কেবা তারে, দেখি কেবল নিরাকার ॥

ও রাখালের রাজা, ফল ভালবাসিস বলরে ভাই
ফল অশেষণে, গেলাম বনে,
এই দেখ ফল এনেছিরে তাই ।
বনে যে ফলটা লেগেছে মিঠে,
দেখলাম অমনি দাঁতে কেটে,
বাঁধলাম অমনি ধড়ায় এঁটে,
আধখান খেয়ে রেখেছি বাকিটে,
ফল খাওরে খাওরে বড় মিঠে
ফল কানাই খাওরে খাওরে,
ফল আনা ফল সফল কররে কানাই ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মরিরে রে প্রাণকুমার আমার,
এ দশা তোর কে করিল ।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড
ভীষ্ম-জননী নাম দ্ব্ঢাল ॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ,
এ দশা তোর কিসের কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুখিনীর অকলের নিধি,
কোন পাষণ্ড হরে নিল ।
দেখেরে তোর জীব দেহ,
কার কি হলো না মোহ,
তোর মাতামহ জগদীশ সেই শ্রীকৃষ্ণ,
বল দেখিরে কোথায় ছিল ॥

জীবন থাকিতে নাথ, কি যায় বিদায় দিতে রণে,
প্রাণ আমার কেনে কেনে ওঠে আজ কি কারণে,
দাসীর উপায় কি ধৈর্য-ধারণে,
বল বল ধরি তীচরণে ।
দেখে তব আকার প্রকার, সকলি দেখি অন্ধকার,
ভাঙ্গল বুঝি হৃদয়ের বাজার,
আমার জ্ঞান হতেছে মনে,
(যেতে দিবনা, দিবনা, আমার প্রাণ থাকিতে)
খাণ্ডব-দাহনকারী পাণ্ডবে কি চিন্তে নাহে,
(দেখ হরি যাদের আত্মকারী)
(যোগায় দ্বিজপদ-ধোবার বারি)
এখন সারথি অর্জুনের সনে,
(সেই গোলোকপতি দাশরথি)
এখন সারথি অর্জুনের সনে ।
দাড়াও হে আমার সখুখে,
জীবন তাজিবে হৃদয়ে,
হরি হরি বল মুখে, শ্রবণ করি শ্রবণে,
(এই অভিযের নিবেদন, হরিনাম স্তনাও)
কোথা বৃষ্ণকর্তৃ, আমার মা ব'লে ডাকুক বদনে
(আমি জন্মের মত শুনে যা'ব)
তুমি পদ দেও হৃদপদ্মাসনে,
(এই দেখা হ'লো বুঝি পদ্মার সনে)
এখন পদ দেও হৃদ পদ্মাসনে ॥

দাদা যাও যাও যাও দিয়ে—যাও ওপদরজ অনুজ্ঞে ।
কর আলীষ পামরে, পড়িল সমরে,
কৃষ্ণ বেন দেখা দেন ভানুজ্ঞে ॥
নবধন দে'ব'বো ব'লে, চলিলাম গরজে,
পাছে প্রভাতের মেঘের মত বিফল গরজে,
(মেঘে জল নাই জল নাই, কেবল আড়ম্বর)
চাতক উড়িল উড়িল,
সেই কাল মেঘের জল পিবে ব'লে)
(পাছে অর্জুন-পবন লেগে আছে, উড়ায় পাছে)
বাগুতে মেঘ উড়ায় পাছে,
তবে চাতক কিসে বাঁচে,
সেই কাল মেঘের জল বিনে কি চাতক বাঁচে,
তবে চাতক কিসে বাঁচে)
পাছের বাজের আঘাত বৃকেতে বাজে,
মেঘে বজ্র জল সকলই মাজে,
যে কারণে দিলাম ইন্দ্র কবচ সহজে,
অন্তকালে পা'ব ব'লে হরিপদ সহজে ;
(আমি চাইনা চাইনা,
(হরির পদ বিনা কিছুই চাইনা)
(প্রাণ নিয়ে যা'কু নিয়ে যাকু সেই অর্জুন,
আমার কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ নিয়ে যা'কু নিয়ে যাকু)
(প্রাণ অকাতরে দিব তারে, আমি কৃষ্ণ পা'ব,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কৃষ্ণ পা'ব
আমি ডঙ্কা মেরে চলে যাব,
এই ভবের হাটের মাঝে,
আমি ডঙ্কা মেরে চলে যাব)
আমার ভজন পূজন নাই, তাইতে ভয় পাই,
পাপমতি কৃষ্ণ পাবে কি ভজ্ঞে ॥

এই বাসনা পুরাও আমার বাস্তবকল্প হরি ।
এবার যে দেখ ধরিবে সেই দেখ আশ্রয় করি ॥
বিরাগ যারে করেন ধারণ, সেইত পায় হরির চরণ,
এই বার দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ ;
হরিকে হরি বল্যে কাদাব অষ্টপ্রহরি ॥

হরিনামে যত সুখ আছে কি তা রহস্য করে ।
সুখ করে কি এ সুখ করে,
কষ্ট তিক্ত যত আছে হরি নামে সব সুখ করে ॥

যে বলিল হরি হরি, অম্মমৃত্যু পেল হরি,
 প্রেমে অরুণে শিহরি, অষ্টপ্রহরি ।
 তাই বলি তাই বল হরি, নামে যায় ভলহরি,
 এ নাম পরিহারি, জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
 হরি যিনে কে আছে প্রহরি,
 যখন শমন কিল্লরে আসি বন্ধন করবে করে ॥

জবে যে ভাবে যে ভাবে, স্বর বাধবে ।
 হুআছে সর্বদে এই প্রচার, শত্রুতা মিত্রতা আচার
 না করে বিচার, কেবল স্মরণে
 চরণে স্থান দেন সবে ॥
 কেহ তাঁয় পায় মিত্রতায়, কেহ বা স্নেহ মমতায়,
 যে কোনো ভাবোন্মত্ততায়, ভাবলেই মোক্ষ পায়,
 স্তন গয়াহর কি ভাবে সে পদলভে ॥

• কাতর বিহুর দাসে বিতর করুণা কণা ।
 (হরি পতিতপাবন নাম ধরেছ যদি)
 আসি ছন্দয় মাঝে উদয় হওহে
 নিদয় হয়ে আর থেক না ॥
 অহমতি ধল কুমতি, কুকার্য সাধিতে মতি,
 ভুলে ইস্ট অমুতি, অনিষ্ট ভাবনা ।
 কিন্তু ওহে নন্দকুমার, আছে এই ভরসা আমার,
 ধল কালীর পদ তোমার,
 পেয়েছে জানে জগজ্জনে,
 (এত কালীর সর্প দমন নয়)
 (তার যে শমন দমন করেছে হরি)
 তবে ধল বলে শূন্য দিলে,
 বেঁধে কেন দাও ঘাতনা ॥

খেলার সাগরে সে রূপ-নী ।
 সে যে মুখ নয় হৃদয় নয়,
 সে যে কুল-কুল-করকারী পরল রাশি ॥
 অমৃত ভেবে হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
 করিছে কোলাহল, সে বিষম হলহল,
 হয়ো না তাহে অভিজানী ।
 আজ সে বিষ উঠে যদি, পাবে না ঔষধি,
 লক্ষ হবে পুরবাসী ॥

আমি ধরি পদে এ'বিপদে রাখ মা গাকারী ।
 আমার ধরিতে আসে দুঃশাসন পাপরূপধারী ॥
 কার কাছে দুঃখ নিবারি,
 (আমার তোমা বই আর কেউ নাই মা) ॥
 (আমি ভয়ে কঁপে মলেম মা) মা ।

রাখ জননি জগতে যশ দাসীরে উদ্ধারি ॥
 আমি ধৈর্য্য যে ধরিতে নারি,
 (দাসীর প্রতি কি তোর দয়া হবে)
 (আজ আমি বড় জুধিনী গো)
 ওমা নিভাও আমার মনের আগুণ দিয়ে কৃপাবারি
 তোর পাণ্ডবেরা আজাকারী,
 (তোর পুত্রবধূ হটি আমি)
 (মা থাক্তে কেন এত দায়)
 মা তোর দাসী হ'য়ে, লাক্তনা কলঙ্ক তোমারী ॥

হরি হে গতি এই কি তার ।
 যে জন ত্রাহি মামু মধুসূদন বলে বার বার ॥
 কুদর্শন দুঃশাসন, দ্রৌপদীরে যে শাসন
 করে করি কেশ আকর্ষণ,
 আবার হরিতে চায় বসন হে,
 ওহে গীতবসন, এসব করি দরশন,
 নয়নেতে বারি বরিষণ সবাকার ॥

গাথাজ—রাঁপডাল ।
 শঙ্কর পূজিত পদ দিয়ে আমার জুদে ।
 এসে দাঁড়াও বংশীধারী হরি দেখি নয়ন মূদে ॥
 আমি যতনে করিব ধারণ, রাজা চরণ,
 চিন্তা মাই হে নীলবরণ,
 নয়ন জলে ধোয়াইব, কেশদিয়ে মুছাইব,
 (আমার চক্ষের জল অনেক আছে)
 (কশ পাশ এলারছে)
 (পদে বেবনা হবেনা হরি)
 (ও পদ পাণ্ডবের বে সর্বধন)
 ভয় নাই পড়িবেনা কাঁদে ॥ (কুক হে)
 আর কাঁদব কত বাছ ভুলে, হরি বলে,
 সকলি গিয়েছ ভুলে হে,
 তবু হুণে তুমি হুণী, সত্য কি না এম দেখি,

(তোমার দাস দাসী ধায় বনে)
(নিশ্চিন্ত আছ কেমনে)
পাণ্ডব হরি বইত আনেনা হে)
(মুখে হরি বলে আর নরন গেল)
কি শুণ দেখে ভক্ত মরে কেনে ॥ (কৃষ্ণহে)
আজ পাণ্ডবেরা পরে বাকল, দেখে সকল,
কৃষ্ণ হে পরাণ বিকল,
মৃত্যু হলে ভাল ছিল, বেঁচে আর কিবা ফল,
(যে এখনি নরপাল)
(সে আবার পথের কাঙ্গাল)
(হায় সে রাজহত্ন কোথায় গেল)
(হরি এই কি তোমার মনে ছিল হে)
(কৃষ্ণদাস পাড়ল প্রমাদে ॥ (কৃষ্ণহে)

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ।

বর্দ্ধমান জেলার ধরপী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস । ইহার ব্রাহ্মা অতি এমিন্দ্র । ইহার বয়সক্রম অসুমান ৬০ বৎসর । কিন্তু ইহার কণ্ঠধর এধনও মুখাভ্রাবী । ইহার গানগুলি কণ্ঠের পদ বলিয়া বর্দ্ধমান ও নীরভুম জেলায় খ্যাত এবং অধিক পরিমাণে আদরবায় ।

(আমার) বুধায় দিন গেল হে হরি ।
আমি ভজন সাধন কখন করি ॥
প্রভাত শরীরী, উঠি মনে করি,
তুলসী-কুসুম চরন করি,
তোমার এমনি মায়া যোগ, হয় না মনোযোগ,
ভুতের বেগার খেটে মরি ॥
বুধা ভবে আসা, বুধা সব ভরসা,
হুয়াশা সাগরে ডুবে মরি ।
আমার কেও মাই বন্ধু, গৃহে দীনবন্ধু,
এই ভবসিদ্ধু কিসে তরি ॥
অভিলাষ করি, হৃদয়েতে ধরি,
শমন-দমন চরণ তরি ।
আমার রইলো মনে সাধ, হরিবে বিবাদ,
বিবাদ ক'রেন হরজল অরি ॥
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই,
কুসদ ব'লয়ে যেমি ।

আছে চতুর্দিকে ব'সে বৈধে মারপাশে,
ব্রহ্মনাথ ভাবে কি ক'রমারি ॥

— —

(জীবের) আমা বলা সাজে না নরে ।
হরি তোমা ভিন্ন আর বিধরূপ কি আছে সংসারে
হরি আমি যদি আমার হ'তেম,
তা হ'লে কষ্ট পেভাম,
মারা জেগ'ম সত্য বাটবারে,
ওমন এমনি পাজি, কতু রাজি, না হয় সজুরে ॥
এই দেহের মধ্যে কে যে আমি,
তাই যদি জানলেম না আমি,
তবে আমি, আমি কি কোরে,
ঐ আমি বলে কর্তা সাজা পাগলামি করে ।
নীলকণ্ঠ কহে পাগলাগরে,
আর কতদিন ভাসবি নীরে, অকল পাথরে,
হরি দেও হে তরি, চরণতরি, লওহে পার ক'রে ॥

— —

(জামার) কতদিনে হবে সে প্রেম সকার ।
ক'বে ব'লুতে হরিনাম, শুনুতে-শুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
(কবে) হুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘুমিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুটিবে আমার ।
কত দিনে হবে সর্ব্ব জীবের দয়া,
কত দিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া,
কত দিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব লতা যে প্রকার ॥
কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কত দিনে যাবে ক্রোধ কাম তমঃ,
কত দিনে হব তৃপ্তির সম,
রাজ্যেতে লুপ্তি হব অনিবার ॥
কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম, সরম
কবে যাবে আমার, ধরম করম,
কত দিনে যাবে লোকচোর ।
কবে পরেশমনি করব পরশন,
সৌহ-দেহ আমার হইবে কাকন,

কত দিনে হবে কষ্ট বিমোচন,
জানাজেনে যাবে লোচন আঁধার ॥

আমি মুক্তি চাইনে হরি ।
পড়িয়ে বিপদে, তোমার শ্রীপদে,
ভক্তি-ভিক্ষা করি ।
তামি আসিব বাইব, চরণ সেবিব,
হইব প্রেম অধিকারী ॥
আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘট্যও না বংশীধারী ।
চিনি হওয়া চেয়ে, চিনি থাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি,
ষাষ্টি সামির্ষ্য, করি লক্ষ লক্ষ,
মোক্খ বাস্তা নাহি করি ॥
সেই বমুন্যর কুলে, শ্রীরাসমণ্ডলে,
রহিব রাসবিহারী ॥
যেন জন্মে জন্মে আসি, হরে সেবা-দাসী,
চামর ব্যজন করি ॥

হরি তুমি হুখ দাও যে জনারে ।
তার কেউ দেখে না মুখ, ত্রক্ষাও বৈমুখ ।
হুখের উপর হুখ, হুখ নাই ত্রিসংসারে ॥
ও তার স্বরে এসে ঢুকে নানা ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি,
জামতা কস্তা পৌহিত্য থাকে যদি,
ও তার পুণ্ড্রপুত্র নিলেও মরে ।
ও তার ক্ষেত্রে হয় না শত, বৃক্ষে হয় না ফল,
হৃদয়ভী গাভী হুখ হীন সকল,
তার সরোবর হয় শূন্য, সুখায়ে যায় জল,
জল বিনা সব মৎস্য মরে ॥
জলে বাস করিলে জলে জলে আগুন,
পোড়ে কোটা বাড়ী ছোট্টে টালি চূণ,
হরি তুমি যার বধন কপালে লাগাও হে আগুন,
ও তার ঘোহায় কড়িতে বৃণ ধরে ॥
পাণ্ডিত্য করিতে গেলাম দুঃশেষে,
খাট সোণা রূপা কিনলাম মেজে ঘোবে,
পানিত্রয়েম হয় তাঁয়া লভ্য শিশে,
হিরের দরে কিনলুম জীরে ।

কোথা থেকে পাপ ঋণ এসে জোটে,
দেনার দারে বিকার জয়গা জমী ভিটে,
নীলকণ্ঠ কয় বেড়াই ছুটে ছুটে,
খেটে লুটে পেট না ভরে ॥
পূর্বধন তার গাড়া থাকে স্বরে,
অদৃষ্টেরি দোষে যায় স্থানান্তরে,
যা কিছু রত্ন, লব সব দ্রোণে,
ও তার দলিল পত্র উড়ে যায় রে ॥

হরি তুমি যার হও হে আপন ।
তার কে পারে করিতে শত্রুতা সাধন ॥
দয়াময়, যার উপরে পড়ে তব কৃপাদৃষ্টি,
মরুভূমি মাঝে হয় যেন হে সুবৃষ্টি, (হরি হে)
তার বাসনার অতীত সুফল নিশ্চিত ফলে নিরঞ্জন
যার প্রতি প্রীতি হও চিন্তামণি,
মিষ্টভাবী বলে তারে সদা হে বাখানি, (হরি হে)
কত তার মান মন্ত্রম, বলতে জন্মে ভ্রম,
তুমি কর তারে নিজ জন,
তার শত্রু কেহ হয় না তখন,
হয় মিত্র চারিদিকে ;—(হরি হে)
যে যায় তার বিপক্ষে,
সে নিজে করে নিজের অনিষ্ট সাধন ॥
তোমার খেলা কে বুঝে দীনবন্ধু,
কার কখন শত্রু, কার কখন বন্ধু (হরি হে)
নীলকণ্ঠে শেষে দিও কৃপাবিন্দু,
শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥

যে না মাতৃভক্তি জানে ।
তার পাকা গুটি কাঁচে, সে ছেলে কি বাঁচে, ॥
লেখা আছে যত বোগ পুরাণে ॥
দশমাস দশদিন গর্ভে দিগে স্থান,
ঐসব করে মাতা, মুখে করে অন্নদান,
সে ছেলে জানে না, তেমন মায়ের মান,
জলতে হয়রে তাকে মনান্তপে ।
পদ্ম পঙ্কীর মত নড়তে চড়তে শিখে,
মাকে দুঃখ কৈলে আপনি ধায় সুখে,
জটিলে যায় ছুটিলে কামিনীর হুকে,
মাকে কান্না দিদি দিনে ।

মায়ের মত লম্বা কার আছে জগতে,
তুংখের দুখী হইলে, দুখী নহে তাতে ;
ছায়ার মত থাকি কাছে কাছে,
পালন করে অতি যত্নে ।
ব্রহ্মময় পিতা, ব্রহ্মময়ী মাকে,
ব্রহ্মজ্ঞানে যে জন সদা জপে,
নিব মায়ের কাছে মাতৃভক্তি শিখে,
সে দিন হবে কণ্ঠের কত দিনে ।

(হরি) কল্মশ রব ভব সংসারে ।
লক্ষণোনি ভ্রমণ করে পাই না তোমারে ॥
আসি বাই আর ঘুরি ফিরি,
তোমার দেখা পাই না হরি,
একদিন দেখি জননী জঠরে ;—
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে যে, কৃষ্ণ পাই না তোমারে ।
আসা যাওয়া বিফল হ'ল,
দিনে দিনে দিন দুরাল,
শমন এসে বাঁধবে শৃঙ্খলে,—
ভূমি যদি কর রূপা, তবে বাই ভবপারে ।
নীলকণ্ঠ কর শোক-সাগরে,
আর কতদিন ভাসবে নীরে, অকূল পাথারে ;—
ভূমি মাগুহে চরণতরি, লও হে দাসে পার করে ॥

জগতে সুখের চেয়ে দুঃখ বরং ভাল ;
দুঃখী বারা এ সংসারে, নিত্য সুখ তাদের অন্তরে
তাদের হৃদে সলা বিহরে, শান্তি পরিমল ॥
ধনী বারা তাদের মনে,
সুখ নাই ভিল-পরিমাণে,
সদা ধন অধেষণে, তারা বিহ্বল ॥
ধনের লাগি ধনীর মন, করে রূপধ অধেষণ,
ব্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা, পাণ করে সকল ॥
কাঞ্চাল বারা তারা ধন, ধার্মিক বলে তারা গণ্য,
তাদের রসনা পাণ চিত্তা, অন্ন মতি নির্মল ।
জিকা করি যাদের দ্বারে, বেলা বিতায় প্রহরে,
মোক্ষিদ হে ধর বলে, লব অন্ন জল ।
নীলকণ্ঠ সদা ভাবে, অর্থ চিত্তা কবে বাবে,
জিকার প্রীতি রাখিবে রম চিরকাল ॥

বল হরিবোল । মনের বেদনা রবে না, রবে না,
যাবের বাবে সকল গোল ॥
হরিনামের কি কহিব গুণ,
গুণের লাগি হরি নির্গুণ,
নির্গুণে গুণ দেন সে স্বগুণ,
গুণাগুণ তাঁর বলরে কেবল ॥
হরি হরি বল রবে না সন্তাপ,
পাবে না পাবে না কোন মনস্তাপ,
যাবে না যাবে না সে কৃতান্ত পাশ,
তাইতে বলি নামে হওরে বিভোল ।
হরিতে আশা ব্যাধি, হরিবোল মহা ঐশ্বরি,
ছেদিতে ময়াপাশ, হরি হন আত্মাদি,
তাড়িতে কাল ভয় হন কাল বাড়ি,
নির্ধনের সম্বল সে নীলকমল ॥

আপন আপন করা জীবের পাগলামি কেবল ।
একদুর দেখনা বুকে, চক্ষু মুদে,
কর্তা সাজা কিবা ফল ॥
বল দেখি তাই ছিলাম কোথা,
ইহার পর যাব কোথা, কে মাতা পিতা,
হব কার জামাতা, কার বা পিতা,
বিশেষ কথা আমায় বল ।
চরণে চরণ ছন্দ, নয়ন থাকুতে হব অন্ধ,
আগে হবে নাসিক। বন্ধ, কর্তা সেই জগদানন্দ,
সকলই তার কোশল ।
কোথা রবে তোর জুড়ি গাড়ী,
কোথা রবে চেন বাড়ি ও জমিদারী,
নীলকণ্ঠ কর সে নিদান কালে,
মুখে দেবে বিপ্লু গদাজল ॥

হরিবল মন রসনা জনম বয়ে গেল রে ।
হরিবল বন্ধু সবে, মানব দেহ কাঁকন হবে,
বললে প্রেমের উদয় হবে, ভব পারে বাধি রে ॥
বালাকালে বালা খেলা, বুঝকালে প্রেমের নীলা,
বুঝকালে হরি বলা, শমনে ঘেরিল রে ।
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল সুখ হরি হরি বল,
যাবার সময় ব'য়ে গেল, আবার কখন কলি রে ।

আশানেতে ল'য়ে যাবে, সকলি পড়িয়ে রবে,
ধর বাগান বালাথানা, বাজীকরের বাজী রে ।
নীলকণ্ঠের এই মিনতি, হরি ভিন্ন নাই আর গতি
রতি মতি ঐক্য করে, ধর গুরু চরণ রে ॥

হরি হে আমার চরণ ছাড়া ক'রো না ।
দয়াময় আমি তোমী বই আর জানিনা ।
ভব কষ্টে আমার দগ্ধ হয় কীধ, শান্তিময় ভব ত্রিচরণ ছায়ায়,
লভিবারে মম মতি যায়, মিটাও স্ববাসনার ধন বাসনা ।
সাধন আরাধন কিছু নাই ত্রিহরি,
নিজগুণে নিগুণে কল্পনা বিভরি,
মনের ইচ্ছা পুরাবে আমারি, অধীনে যেন বকনা
মন চায় আমার মনোমত হ'তে,
সম্ভাভাবে সধা সধা সম্বোধিতে,
ধেয়ে খাওয়াইতে, আবা ফুল বলিতে,
ব্রজ-রাখালের মত বাসনা ॥
কণ্ঠ কহে দীনবন্ধু নারায়ণ,
দীন দেখে কর বাসনা পূরণ,
তাইতে আশা হবে সম্পূরণ,
আশায় নিরাশ মোরে ক'রো না ।
ছাড় মন সংসার স্বপন ।

মিছা এ সংসার, সকলি এসার,
কেন হবে আলাতন ॥

অনিত্য সংসার, অনিত্য সকল,
সংসারের সার, সে নীলকমল,
অহর্নিশি ভাব তাঁর ত্রিপদকমল,
আনন্দ-সাগরে হইবি মগন ।
হরি নাম, হরি ধ্যান কর অবিরাম,
পুরাইবে অভীষ্ট নবধন শ্রাম,
দেহান্তে দেবেন বৈকুণ্ঠে ধাম,
কণ্ঠের বাসনা এই অনুক্ষণ ॥

তাঁরে স্নেহ বল কিসে ।

জেনো নাহি তাঁর কোন ভণ; সরে বলে নির্গুণ,
যার কপালে আশুপ, তাঁর গুণ; সেই বাসে ।

ও সে জনম অবধি এত কালো,
দেখি নাই নরের এত কালো,
দৃষ্ট করিলে রূপ, মনে হয় বিশ্বরূপ,
রাধা কিরূপে সেইরূপ ভালবাসে ॥
ও তাঁরে দিব্যযোগেতে যদি দেখা পাই,
নয়ন মুদিয়ে থাকি কিরিয়ে না চাই,
পরে অন্তরে গেলে কালো, ঘুচে শমনের জ্বালা,
তখন খোলা নয়নে চাই চারিপাশে ।
ও সে কি কাল গায়ে ছাই মাখে,
না ছাই মাখার থাকি কাছে,
নীলকণ্ঠ তাঁরে সদাই ভালবাসে ;—
ও তার ছাই মাখার সদা বাস হৃদিবাসে ॥

কারে হুখী রেখেছ হে দয়াময় ।
হুকোমল নামটী তোমার হুকঠিন হৃদয় ॥
যে তোমার উপাসক, তাহার নাই উপহৃৎ,
সদাই অসুখী শুক নারদাদি সমুদয় ॥
তুমি যদি ভক্তের গতি, তবে কেন ভক্তের হৃগতি,
তার সাক্ষ্য পশুপতি, যিনি দেব মৃত্যুঞ্জয় ।
দেখ দেখি হে গোবিন্দ, নন্দ কেন কেনে অন্ধ,
বহুদেবের যে বিবন্ধ, তাহা আর জানাব কার ॥
কণ্ঠ কহে চিত্তাময়ী, নমটী ধর দয়াময়,
অন্তর তব বিষময়, পদে পদে তার পরিচয় ॥

ওরে মন দেহ সরোবরে ।

ওরে মন মৌন, আর কতদিন
রবি বিষয়-স্রোতের উজান ধরে ॥

আশা করি রব আশা-নদীর জলে,
জলে ছুখানল, ষিগুণ আশুগ জলে,
দ্রুত কৃতান্ত বীরের জলে,
পড়িতে হবে কালে কালেরে ।

পড়িলে সে জঞ্জালে কে বাঁচবে প্রাণ,
ঠেকিলে সে জঞ্জালে নাহি পত্রিজ্ঞান,

সে যে আচকা খেয়া মারে সাপুটে গিরে ধরে,
ষাড় ভেঙ্গে খালুয়ে পোরে ॥

যদি বল হব পুটী আর মৌরলা,
নইতে হবে তোমার গাঁতি জলের জ্বালা,

তাওয়ার ফেলে দেবে জ্বালার উপর জ্বালা
মায়াকুল বালা রে ;—

চিংড়ি হয়ে যদি লুকাতে চাও নলে,
পড়তে হবে তোমায় কুমতির ঘুণ জ্বালে,
যদি হওরে লেঠা, বহুবে বিষম লেঠা,
ফেটা জ্বালে শেষে মরবি ঘুরে ॥

আট বাটে চৌষড়া লয়ে সন্ধ্যাকালে,
আসতে আসতে লয়ে বাটে গিয়ে ফেলে,
পলুই চাবা ল'য়ে কেউ বা আগালে,
দিবানিশি তারা বেড়ায় ঘুরে ॥

সাধন বাটে দিয়ে ভজন পূজন চাড়া,
কেল্‌লম গুরুদত্ত হইল তগি দাড়া,

ওয়ে সে চারায় না খেলি,
লটুকাই শটুকাই মলি, হ'লি জলাঞ্জলি রে।

এখন প'ড়েছ যে যে কাতে,
ভব শটুকাতে কণ্ঠ বলে অশ্রু পারবে না আটকাতে
যদি পার নিতে, যাতে জুতে,
হরিনাম সেই রত্নাকরে ॥

হরি কেমন ক'রে এমন করে করি বাস ।

এ যে ভবনদীর কূল, ভাবনা অকূল,
কুলকূল শব্দ করে বারমাস ॥

যতন ক'রে গৃহ বাঁধলাম যতবার,
নদীর কাল-বেগে ভাসায় তত বার,
এমন হুই একবার নয়, আশীলক্ষ বার,

এবার বড় মনে লেগেছে ত্রাস ।

যদি বলি আমি-পলাব স্থানান্তরে,
সম্মুখে কাল নদী দেখে মরি ডরে,
চতুর্দিকে আছে কটকেতে ঘেরে,
দারী স্ত্রুত আদি ক'রে,

এক করে আমার নয় দিকেতে বাট,
কোন দ্বারে দিতে লেরেছি কপাট,
যদি নয় আমার পঞ্চভূতের মাঠ,
বর কত বিত্তীতিকা কত কুবাতাস ॥

বালা নামে এক পিশাচী আসিয়ে,
পিশাচী-মন্ত্রাতে মোহিত করিয়ে,
হাসায় নাচার কাঁধায় কত ভয় দেখায়,

কত বিষ্ঠা মুখে গায়েতে মাখায়,
আমি ভয়ে মরি হরি করি হা হতাশ ।

মধ্যাহ্ন সময় বড়ই কষ্টকর,
যুবা নামে ব্যাঘ্র দীর্ঘ কলেবর,
খেদাড়িয়া বেড়ায় দেশ দেশান্তর,
স্থানে স্থানে নিরন্তর,
এই করে যখন এলো সন্ধ্যাকাল,
এ পাণ্ডা বলে আমার বাটল জঞ্জাল,
জরা নামে এক রাক্ষসী করাল,
মুখ মেলে আসে করিতে গ্রাস ॥

ছয় জন প্রতিবাদী আমার ছয়জন প্রতিবেশী,
সময় পেলে তারা গলায় লাগায় ফাঁসী,
দুই দাগাবাজ বড় অবিবাসী, মিথ্যাদ খালাসী ।

তারা কেউ সিঁদেল চোর, কেউ গাঁজাখোর,
কেউ আছে সলা মদে হ'রে ভোর,
প্রতিবেশীর দোষে স্বটে বিপদ মোর,
তারা রটায় আপদ ঘটায় সর্বনাশ ॥

জন্ম মৃত্যু দুটো সর্প ভরস্কর,
এই করে বাস করে নিরন্তর,
দংশন বৃশ্চিক কুমি কঁট নিকর,

রোগ শোক বহুতর,—
প্রতিবেশীর দোষে আমি পড়ি দগু,
কত দগু হরি পাই দগু দগু,
কতু অগ্নি-কুণ্ডে, কতু-নরক-কুণ্ডে,
কতু হেট মুণ্ডে, গর্ভ কারাবাস ।
এইরূপে নীলকণ্ঠের কাল যায়,

অনন্ত যন্ত্রণা নাহি সহ্য যায়, (কি হবে উপায়)
ভক্তের ঠাকুর তুমি শাস্ত্রে শুনতে পাই,
এ পাণ্ডা রাজ্য ছেড়ে তোমার কাছে যাই,
অভয় পদ চাই, ভবভয় এড়াই,
হ'তে চাই তোমার দাসানুদাস ॥

দিয়ে হে কি ধন শ্রীমধুসূদন ।

যদি হরি দিতে চাও আপনার শ্রীচরণ,
ঐ চরণ তিন তো হরি ক'রেছ সমর্পণ,
এক পদ গয়ানুরে, আর এক পদ ফণি-শিরে,
আর এক পদ বলি-শিরে,—
আর যত ভক্তকুল তারা কি করবে সাধন ॥

যদি হরি দিতে চাও নিজ নাভিমণ্ডল,
 নাভি লাগি বলী ব্রহ্ম সদাই করিছে বল,
 বসে মম বাসস্থল,—
 বলীর বেড়েছে বল পেয়ে নাভীর শ্রীচরণ ॥
 যদি বক্ষ দিতে চাওহে মধুসূদন,
 বক্ষ দিলে রক্ষা নাই জান না কি জনার্দন,
 কমলার বাসস্থান, দিবে কি হে ভগবান,
 ভৃগু মূনির পদচিহ্ন কোথায় রাখবে নারায়ণ ॥
 যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ কর,
 ঐ করেতে তোমার হয়েছিল দুকর,
 মনে নাই বংশী ধরা, বাম করেতে গিরি ধরা,
 মা যশোদা নবীর তরে হু-করে করে বন্ধন ॥
 যদি বদন দিতে চাও শুনহে শ্রীহরি,
 বদনের কথা শুনে মোরা ভয়ে মরি,
 এক দিন শিশুকালে, ঐ বদন দেখায়ে ছিলে ;
 ত্রকাণ্ড দেখালে মুখে, মা যশোদা অচেতন ॥
 যদি হে নাসিকা দিতে চাও গোকুলচন্দ্র,
 কমলা বিপক্ষ হবে, রবে না আনন্দ,
 হবে নিরানন্দ, রবে না আর সে আনন্দ,
 শ্রীরাধিকার অঙ্গ গন্ধ কিসে করবে গ্রহণ ।
 যদি অক্ষ দিতে চাও শুন কমলাক্ষ,
 তবে তোমার রাইরূপ হইবে অলক্ষ্য,
 সে কষ্ট সব কেমনে, কাজ নাই আর কোনধনে,
 দয়া ক'রে এ দিনহানে অস্ত্রিমে দিও শ্রীচরণ ॥
 যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ শির,
 নন্দের বাধা মোহন চূড়া রয়েছে শিরোপর,
 এক দিন মানের দায়ে, শির দিয়েছ রাখার পায়ে,
 নীলকণ্ঠ বলে সে সব কথা হ'য়েছ কি বিস্ময়ণ ॥

আমি শ্রামকে চাই না, শ্রামের চরণ চাই গো,
 আমি ভবন চাই না, বিজন বনে
 শ্রামের পদের গুণ গাই গো ॥
 আমি জানি আপন মনে,
 শক্তি নাই শ্রামচরণ বিনে,
 শ্রাম করে শ্রামচরণ সেবন গো ॥
 শ্রামের পদে স্নেহের শলী, গয়া গঙ্গা বারানসী,
 শ্রামের চরণ অভিলাষি, উমাপতি সদাই গো ।

শ্রাম চরণের গুণমালা,
 এক মুখেতে যায় না বলা,
 কণ্ঠ কহে শ্রাম চরণ ভেলা
 ভবের জলার বাঁধা গো ॥

তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
 অথবা রাজেন্দ্র বহু ধন জন,
 সে হুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন,
 বিসর্জন সে হুখ সঙ্গে ।
 তব তাঁরে, হই শরট করট,
 কিন্না নীরে হই কুন্তীর কমঠ,
 সেও ভাগ্য মানি, তট সন্নিকট
 জন্মি যদি আসি, কাট পতঙ্গ ॥
 তব তাঁরে স্থান, তব নীরে স্থান,
 তব জল পান তব রূপ ধ্যান,
 যে করে জগতে সেই পূণ্যবান,
 জনি পূরণ প্রসঙ্গে ।
 কণ্ঠ কয় যেদিনে স্মরি অস্বিকার,
 এদেহ হারায়ে পক্ষ ভূতাস্মার,
 সে দিনে এ দৌনে রেখো রাঙ্গাপাশ,
 ভেসে যেন কায় তব তরঙ্গে ॥

কত রঙ্গ জান তারা ।
 মা তোর ভাব দেখে হই ভেবে সারা ॥
 কভু করে ধর বেণু মা কভু করে অসি ধরা ।
 কভু দণ্ড কমণ্ডলু ধরি,
 শ্রীরামের প্রেমে মাতোঘরা ॥
 অযোধ্যাতে রামরূপ, কামরূপে কামাস্ত দারা ।
 শ্রীকৃন্দাবনে শ্রামরূপ, নবরূপে নব গোরা ॥
 ছয় শক্তি চতুঃষষ্টি সঙ্গিনী যোগিনী যারা ।
 (এখন) গোপাম্বী মন্ত্র রূপে,
 সহচর হয়েছেন তারা ॥
 কণ্ঠ কয় কথির ধারা না হেরি তোর পূর্ব ধারা ।
 (এখন) হরীবোলে বাহুতুলে
 নয়ন খেয়ে পড়ছে ধারা ॥
 অতুত শঙ্কররূপ স্বরূপে আবৃত করা ।
 করিতে জগতের ইস্ট অশ্বে কৃষ্ণ বহির্গোরা ॥

হয়-জদি-হুদে পদ কোকনদ শোভা জিনি ।
কালরূপে আলো করে কালী করালবদনী ॥
ধোররূপা ভয়ঙ্করা এলোকেশী উলঙ্গিনী ।
মুখোজ্জ্বলা সুধা ঢালা মুণ্ডমালা বিভূষিণী ॥
বামাদৃশ্ করাসুখে অসি মুণ্ড বিধারিণী ।
দক্ষিণ দিকরে নরে বরাভয় প্রদায়িনী ॥
পীনোন্নত পয়োধরা ধোর জলদবরণী ।
বরনর কর চর কাটতে শোভে কিশিণী ॥
ভয়ঙ্করী মহা রুদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী ।
বালার্ক মণ্ডলাকারা আরক্তমা ত্রিনয়নো ॥
শবরূপ মহাদেব জদয়োপর বাসিনী ।
বিপরীত-রতাতুরা হুথ প্রসন্নবদনী ॥
কণ্ঠ কয় দক্ষিণা কালী যে ভাবে দিবা রজনী ।
দেন ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল এই মোক্ষ-ফলদায়িনী ॥

শারদ চাঁদ ফাঁদ বদন, নথর প্রথর মিহির সদন,
কোট মদন মদ মর্দন, মদনমোহন ভুবন হৃন্দর ॥
জগদালোক গোপবালক বেনুপালক বেণুকর ॥

মোহন চূড়া বামে ঢলিয়ে পড়েছে,
বিমল বাতাসে বরিখা উড়িয়ে,
কর্ণের কুণ্ডল সবনে ঢলিয়ে,
চুপন করিছে চাঁচর চিকুর ॥
অলকারত ত্রীমুখ মণ্ডল,
চন্দনের বিপ্লু করে বল মল,
দৌল দৌল নয়ন যুগল,
নিরখি পাগল হরনর,

ভিলকুল নামা শোভিত নলকে,
ভিলকালোক সবন বলকে,
নিরখি ত্রিলোকে পায়না ফলকে,
পলকে পুলকে নর-কিন্নর ॥
কম্বুকণ্ঠ বেড়ি শোভে বন মালা,
বংশী করাসুখে সুবর্ণের বালা,
জাঁধারেতে ঘেন করিয়াছে আলো,
নিরখি অবলা অস্থির ;
পরিসর বক্ষ অতি পরিপাটী,
হেলিছে হুগিছে গলার মালাটী
কামনা করিয়ে কামড়ায় মাটী,
মালাসহ পট্ট পীতাস্বর ॥

তুলাকোট সহ চরণ তুলা,
ক্রারে বা করিব বুঝিয়ে মূল্য,—
অতি অতুল্য ভুবন তুলা,
বালা বৃদ্ধ যুবা কৈশোর ;
ত্যজিয়ে স্বধাম আসি নিত্যব্রজ,
ভব অজ ধার বাহু পদরজে,
হায় কি হুরাশা সে পদ-পঙ্কজে,
নীলকণ্ঠ মন লুকু ভ্রমর ॥

ধোর ধ্বাস্ত বরণী, চুখাস্ত করণী,
কার কামিনী, কামাস্ত উরে ।
দক্ষ করে নরে বিতরে বরাভয়,
কতু দনুজমলে করয়ে পরাজয়,
যখন দন্তে বামা ফেলয়ে পদধ্বজ,
মনে লয় হয় বা প্রলয় এই বারে ॥
বামোদ্রক করে অসি করিছে বক বক,
ফণা বিস্তারি ফণী করিছে লকলক,
নুমুঞ্জ মুখে উঠে শোণিত হকহক,
চক চক শিবা পানকরে ।
দশন-বর্ষণ শক কট কট,
গলে নুমুণ্ডমালা করিছে লটপট,
বামাধ করে হুত ছেদিত মুণ্ডজট (বেধে)
বিকটরূপ নিকটে যেতে পারে ॥

কার প্রেয়সী অসি ধারিণী ।
বাধত মদৌ রূপ লাংগী ॥
অতুল সম্পদ প্রদ রাহুল পদ,
বিপুল বিপদ বিনাশিনী ।
মরি কি শোভিত, হরোরোরোহিত,
জগৎজন চিত হারিণী ॥
কাল গ্রামিতে করাল মুখাসুজ,
ভুজ দনুজ প্রহারিণী ।
কাটিতে মনোহর নর করনিকর, (কর)
নথর প্রভাকর-কর ঘনি ॥
মুক্তকেশী শশী অর্ধ তাল'পরে
অথরে সুমধুর হাসিনী ।
করি অহঙ্কার ছাড়িলে হঙ্কার,
কাঁপয়ে থর থর মেদিনী ॥

রাগে ত্রিনয়ন অবল সমুজ্জলে,
গলে নুমুণ্ডমালা দোলনী ।
কণ্ঠাহুত শিরে কবে পদাশুজ
দিবেন নিজগুণে তারিণী ॥

কলিত কলধৌত রুচি শচীতনয়,
তনুকের কত শরৎশলী পতিত,
পদ নব্বরে থরে থর ।
মরি কি পদ চিত বিনোদ,
কোকনদ মল মর্দন, অধবা শোভা
অরুণ আভা জ্ববা কুহুম নিন্দন,
জানানন্দ অতি মন্দগতি বারণগতি-বারণ,
করিয়ে দর্শন মন মোহিত, মূনি রমণীর ॥
কদলীতরু সদৃশ উরু নিত্যশুগুরু,
সরুবাটী মুঠিতে ধরা যায় আহা,
মরি মরি কি পরিপাটী,
পিঙ্কন তাহে লাল সাটী, দেবি,
মিটেনা লালসাটী, হইলে দিঠি,
কোটি কোটি কটি নিরখি নিরন্তর ॥
যুগল-করতল বাল ভাস্কর কিরণ,
জিনি তদুর্দ্ধে শোভিছে নখে,
পূর্ণ দশ নিশামণি নাভি গভীর,
কি হৃদয় যেন বিকচ সরোজিনী,
ত্রিকণ্ঠ কয় ত্রীকণ্ঠ শ্রেণী মরি, মরি কি হৃদয় ॥

দিনেশ গণেশ রমেশ উমেশ,
উমা-মা সহিতে ডাক ।
আগে ভেলজান মুখ, হুখে কাল বক,
একেপক পকে এক ॥
এক ব্রহ্মরূপ সত্যনিরঞ্জন,
লোক ভূলাইতে রূপান্তর হন,
জ্ঞানপথে চক্ষু করিয়ে পতন
চেতন হইয়ে দেখ ॥
দিনমণি রূপ ধরে যেই জন,
যেত পীতবাস পরে সেইজন,
যেই গজানন, সেই পঞ্চানন,
কোমলনে হবি বিমুখ ॥

যে জন আশানে শ্রামা মুণ্ডমালী,
সেই বৃন্দাবনে শ্রাম বনমালী,
জানতে যদি চাহ সাধু পদধূলি,
ভক্তি ধূলি গায়ে মাখ ॥

কে নিবি আয় বিনামূলে বিমল ভাব কিন্সে ।
একালে আর ও কালে দুইকালে কালে জিন্সে ॥
মিন্সে হ'ল মাগী নাকি মাগী হ'ল মিন্সে ;
চিন্সে পাবি চিন্ময় স্থখ চিন্সে চিন্সে ॥
কণ্ঠের মনোংকণ্ঠ অতি ভেবে ভেবে ক্রোণ সে ;
যেদিন ভাবের প্রভাব হবে
সব দিনের এক দিবসে ॥

আমি আর কিছু ধন চাইনা
কেবল ঐ চরণ ভিখারী ।
যে পদবৈভব জানে না বৈভব,
ঐ ভবার্ণব তরুণের তারি ॥
যে চরণ করিলে মরণ,
ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ,
দাওহে চরণ অধম তারণ,
বারিদবরণ বংশীধারি ॥
চাই না হে অভূলা রাজ সিংহাসন,
চাই না হে অমূল্য বসন ভূষণ,
যেধন, হৃদয়ে করি আরাধন,
সেই ধনের প্রত্যাশা করি ;
বামে রাধা কিংবা দক্ষ বলভদ্র,
সঙ্গে লয়ে আসি বিতরহে ভদ্র,
দাও ষোড়শল যুগল ত্রীপাদ পদ্ম,
সর্বদা হৃদয়ে ধরি ॥
তুমি বৃন্দাবনে ব্রজনাথক,
একমাত্র জীবের চরম দায়ক,
একপদে আছে অনেক গ্রাহক,
অনেকে দিষেছ হরি ;
কণ্ঠের মনে ঐ চরণে প্রত্যাশা,
সেই জগত জবে ঘুরে ফিরে আসা,
এইবারে হরি পূর্ণ কর আশা,
(আমি) আর যাওয়া আসা করতে নারি ॥

এলো থেলো কেশে, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কেন গো মা বলে, শ্রামা ত্রিনয়নি ।
দিয়ে দক্ষ করে গুণ, দেখিছ ব্রহ্মাণ্ড,
কেন মা হয়েছ কি হুঃখে হুঃখিনি ॥
তরুণারূপ কিরণ বিজয়ছ,
সিন্দূর বরণ সে চরণ কি ঐ,
মেঘজাল জ্বলি কেশ জাল কই ।
কেন লসেনা চরণে চুষেনা ধরণী ॥
পদে মহাকাল মহা সঙ্কর্ষণ,
কোথা বা রহিল তাহারি আসন,
কোন অপরাধে যুগল-দর্শন, হলনা অদ্য রজনী ।
নর-কর-কাণী মুণ্ডমালা বেরা,
ছিন্ন মুণ্ড অসি বরাভয়-করা,
স্বকণ্ঠে কৈ গগনদ্রুত ধারা,
এ কেমন ধারা ধরিলি জননি ॥
রাজরাজেশ্বরী যম্মাম ধরায়,
হুঃখিনী রূপা কি চক্ষে দেখা যায়,
বলুতে বাক্য মম বক্ষ ফেটে যায়,
বলনে না সরে বাণী ।
মহাকাল সহ মহাকালীর বেশে,
মুক্তিলাত্রী মাঝে সেই মুক্তকেশে,
করুণা প্রকাশি হৃদিপথে বসে,
নীলকণ্ঠ দাসে তার মা তারিণী ॥

মায়ের খেলা মূলুক জুড়ে ।
ত্রিভুবনে হনয়নে যা দেখে ভাই ফিরে ঘুরে ॥
কোন স্থানে স্তূপরূপ, কোন স্থানে করী শুড়ে,
কোন স্থানে চক্রে ধর মা, কোন স্থানে জটা মুড়ে,
মানুষ রূপে জগদম্বা বেড়াচ্ছেন,
জগৎ হুঁড়ে, কত লক্ষ লক্ষ
পক্ষ হয়ে আশমানে মা, যাচ্ছেন উড়ে ।
মা কোথায় বেঁধে অট্টালিকা,
কোথায় বেঁধে আছেন কুড়ে,
কোথাও খান মা কীর মাখন,
কোথাও খান মা ধরনা শুড়ে ॥
কণ্ঠ কয় আশ্রয়িনি খেলা,
জকালে তোর কাজ কি খুঁড়ে ॥

তুইও দেখতে পাবি সকল খেলা
যে দিন খাঁটি হবি তিন পুড় পুড়ে ॥

ওকে শব্দর উরে ।
দশকরা করে দশ দিকালোক,
নিরখিয়ে লোক পলকে পুলক,
গোফুল বাসী নন্দ-কুলেরই ডিলক,
ত্রিলোক-পালক-বালক ক্রোড়ে ॥
মিটারে যন্ত্রণা ঘুচিয়ে অবিনায়া,
যোগানন্দ-পদে যোগাবেশে নিভা,
ও কি মহাবিনায়া নাকি সিদ্ধ বিনায়া,
নবীনা কি বুদ্ধা জানিনা গুরে ।
কাগ কি চিরকাল, জননীর বর্ণ জিনি
মেঘজাল, তবু যে জগৎ আলোকরে ॥
নীলাভের আভা নীল গিরিবরে,
নীল পদ্ম প্রভা নীল সরোবরে,
নীল বস্ত্র সুবার নীল কলেবরে,
কত নাহি শোভা করে,
কিন্তু কিমার্ঘ্য দেখিলে অধিলে;
নীলবর্ণা নীলপুত্র কোলে নিলে,
নীলবর্ণ শুভ্র শশাঙ্কে জিনিলে,
কি লীলে কি লীলে কিনিলে নরে ।
রক্ত বস্ত্র পরিধানা হুশোভিতা,
শ্রীচরণ যুগে যোগিনী বেষ্টিতা,
রতা শক্তা অতি সতী পতিব্রতা,
অভুতা চরাচরে পদে মহাকাল,
বিষপানে কাল কোলেরই বালক,
রণেতে জীবন বধিয়ে অথার,
মনেতে উল্লস হয়েছ উল্লার,
যায় বা সংসার এই জেবে সার,
মহাভয় ব্রহ্মাণ্ডের রাখেতে তুমণ্ডল,
কমণ্ডলু-পাণি, স্তুতি করেন আশি,
সহ বজ্রপাণি বিরক্তা হয়েছেন,
আরক্তা নয়নী, অকটাক্ষ, অজ্ঞ অশনি করে ।
পদে ব্রহ্মরূপ শবাকায় শিব,
কোলে ব্রহ্মরূপ বালক কেশব,
অসম্ভব ব্রহ্মময়ীর বৈভব, অসঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডোপরে ।

কণ্ঠ কহে মন বল, আমি কি করি,
যেমন রূপের হর তেমন রূপের হরি।
তেমনি অসমা, হুযমা শকরি
(এখন) কোনরূপে, ধরি হৃদি-মন্দিরে ॥

দ্বিরল গমন নীরদ কীতি,
কীরোল-নন্দন নথর ভাতি,
ত্রিমূখ গড়ে পাঁতিপাতি মাতি মুতি মধুপ গুঞ্জে
কুবলয়দল নিমি বদন, কোটি মদনমদমর্দন কর,
অধর ত্রিচরণ নয়ন তরুণারূপ কিরণ গঞ্জে ॥
কটা তটে ধৃত পীত বসন নন্তে দামিনী-দাম দলন
হেরিয়ে নশন বসন ভূষণ অমনি রমণী রঞ্জে ;
নিরধিরে ঐ মধুর মুরতী,
মুর ছরে কত পতিকুল সতি ষটিল প্রমাণ
উঠিল বসতি মাতিল যুতি পুঞ্জে পুঞ্জে ॥

কাল মুখে ভাল অলকালোক
জিলোকে মোহিত করেছে ত্রিলোক,
যে লোক পলকে হেরিছে ও মুখ,
সে সব হুখ ভুঞ্জে।

কাল মুখে ভাল মধুর হাস কামিনী,
ধরম করিছে নাশ,
ত্রিচরণ পাশে লেগেছে কঁাস,
গোবিন্দ দাস কণ্ঠ বঞ্জে ॥

কোন পুণ্যবলে, শ্রামাপদ তলে,
পরম আশ্রয় নিতে চাওরে মন ॥
বিধি বিহু ধারে, ধ্যানে ধরতে নারে,
তুমি কিসে তারে করবে দর্শন ॥
গন্ধাধর দেখ গঙ্গা জটায় থরে;
পদ লাগি যোগী ভূমেতে লুটায়,
তায় তুমি দর্শিবে দিয়ে পাঁঠায় পূরে,
হেঁড়া চাটার শুয়ে লাখ টাকার স্বপন ॥
ত্রিলোকেনী এলোকেনী সে মহিষী,
বার পদে পদা পদা তীর্থ বারাদনী,
তায় তুমি দর্শিবে সাহস,
দেখে হাঁসি ধরবে শলী হয়ে বামন।
বোলাকনে এই আছে শিবউক্তি,
যতিলসহী প্রভা সেই আদ্যা শক্তি,

তিনি বাধ্যা কড় হন বা বিনা ভক্তি,
তুমি ভক্তিহীন জন অভাজন ॥
দিয়ে হুপ দীপ গন্ধাদি নৈবেদ্য,
পুজিতে অভয়্যার অভয় ত্রীপাদপদ্ম,
তাতেই বা জননী কিসে হবেন বাধ্য,
সে ধন কি তোর স্বধন।
যদি মন তুমি মানসে পুজিবে,
তাতেই বা বাধ্য হবেন কিসে শিবে,
কার মন তুমি কার পদে দিবে,
সর্ব জীব শিবে, বাক্ বুদ্ধি মন ॥
জাতি লজ্জা ভয়, আর রিপু ছয়,
না হইলে জয়, নয় থাকিতে নয়;
তবে যে তোমায়ে কর্তের কণ্ঠ কয়,
করিতে তারার আরাধন।
পিতার কথা সত্য জেনে হল্যাম ক্ষেপা,
জপাংসিদ্ধ জপা সিদ্ধ বলে জপা,
জপ তে জপ্তে যেদিন ফুরাবে অজপা,
রূপা বা অরূপা জানুব তখন ॥

ত্রীগৌরান্দ্র শুল্কর নব-নটবর তপন কাঞ্চন কায় ॥

করে স্বরূপ বিভিন্ন,
লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
কলি বোর অন্ধকার বিনাশিতে,
উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাস্তি তিন বস্ত আবাদিতে,
এসেছ তিনেরি দায় :
যে তিন পরশে, বিরস হরবে,
দরশে জগৎ মাতায় ॥
নীলাজ হেমাঙ্গে করিয়ে আবৃত,
হ্রাদিনীর পুরা দেহ ভেদগত,
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত,
সান্ত্বিকাদি নিলে দায়।

সে ভাব আশ্বাসনের জন্তে, কলেন্দর অরণ্যে,
প্রেমের বস্ত্রে ভেসে ভেসে যায় ॥
নবীন সন্ন্যাসী, হুতীর্থ অববী,
কড় নীলাচলে, কড় দাম কালী,
অবাচক ঘেন প্রেম রাশি রাশি ;
নাহি আশি কোন আশি ॥

দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভগ্নে, ঐহী বাহ্য মনে মনে,
কবে বিবাহ পৌরের পায় ॥

শচীপতি-দুঃসিদ্ধজন্ম পূর্ণ ইন্দু পৌরাক নবকিশোর
নিজ কল্যাণ কিরণে,
বিনাশেন সন্ধনে মনধনে ধন ধোর ।
রাই অঙ্কে লুকায়ে আপনার অঙ্গ,
গৌরাক্ষ মুরতি প্রেমেরই ভরঙ্গ,
করেন কি রঙ্গ করেছে করঙ্গ,
কটাতে কোপীন ডোর, নেত্রে অনিবার,
গলিতাঞ্চ ধার, স্ত্রীরাধাভাবে বিভোর ॥
কলৌ ধ্বাস্ত অস্ত করণ কারণ,
নবতারুণ্য সূচস্রাবতারণ,
অলৌকিক প্রেম করি বিতরণ,
আচণ্ডালে দেন ক্রোড় ।
কণ্ঠ কর গুচ্ছন্দ, হইবে স্বচ্ছন্দে,
চন্দ্রের ত্রীনখ চন্দ্রচকোর ॥

অঞ্জনগঞ্জন রূপ কেনি জন বমুনাতীরে,
হৃৎ ভঞ্জন রঞ্জন করে, বাঁকা ঝঞ্জন নঃনে হেরে ।
ধরিহা বিরচিত স্থির চিত চোর চূড়া শিরে,
মুকুলকপী বকুল ফুল অমুকুল হয়েছে তারে,
সমাকুল রমণীকুল অলি কুল আকুল করে,
গঞ্জে মনানন্দে মকরন্দ আসে ঘুরে ফিরে ॥
কেবল ভাল নয়গো কাল ভক্তি বাঁকা শ্রাম শশী,
যদি কি রূপ জগত ভূপ, রসকূপ সে যশোরশি,
হাসির ছলে বাঁশীর বোলে,
পড়য়ে কত সুখা খসি কুল ধরম সরম নাশি,
মন চকোর উদাসী করে ॥

করয়ে সুত্রিভঙ্গ ভুরভঙ্গ কত রঙ্গ তার,
কেথিলে সে হুরঙ্গ মন মাতঙ্গ হয় পতঙ্গ প্রায়,
না মানে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ চার,
না থাকে বাজায় গোহুল যায় যদিও চার ফিরে ।
কে বটে কালিন্দীভটে তরু নিকটে করি আলা,
অভিত মেঘে ভড়িত বেন হৃদি সরোজে বনমালা,
কণ্ঠ কর নিশ্চয় পরিচয় নাই বুঝি পো কুলবালা,
সেই সে কালা সন্ধ্যা লালা, দেয় আলা বুঝতীরে ॥

সজল জলদাক্ষ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুফুলে ।
হেরিলে হরে জ্ঞানমন প্রাণ পড়ে পদগুলে ॥
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি সাজ দ্বিজরাজ মণ্ডলে,
এমন মনোহরা মাধুরী, না হেরি মহীমণ্ডলে,
ধর-প্রভাকর-কিরণ-কর-মকর-কুণ্ডলে ॥
উচ্চাশিষিপুচ্ছ কিবা উচ্চাশিরে বায়ে হেলে,
পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি মুচ্ছা করে নারীকুলে ;
ভুবন করি আলো, বনমালা ভাল কালো পলে,
বাস করি বাস হরি হান্ত করে হেলে কুলে ॥
মনে জ্ঞান হয় হেন ঐ বাঁশী মুখা ধরিতে পারে,
নৈলে বাধ্য করি বাঁশী কেন উদাসী করিতে পারে
কণ্ঠ ভগ্নে ক্ষণে ক্ষণে, অচেনার চিনিতে পারে ।
চিনিতে পারে, জিনিতে পারে,
কিনিতে পারে, বিনামূল্যে ॥

দিল কোন নরবর, সবী শ্রাম সরোবর,
কদম্ব কানন পায়ে ।
তার জ্যোতি জলামল, অগম অতল,
ফুটেছে কমল, চারি ধারে ॥
তার মতি জিতি রঙ্গ, কঙ্কালি কুমুদ,
কোকনল কর অধরে ।
জয়ুগ ঝঞ্জন, মধুশ নরন,
মগন হয়েছে তরুপরে ॥
ত র পক দিকে বাট, পক দিকে বাট,
যার যেই পাট বিচারে ।
সেই সে বাটে যান, সুখে করে নান,
কেও পরাণ হারাণ পাথরে ॥
ঠেলি মায়া শৈবাল জাল, ভক্তত মরাল,
সকাল বিকাল বিচরে ।
দাস গোবিন্দাবীন, কণ্ঠ মন মৌন,
চিরদিন হৃৎপে সন্তরে ॥

শ্রামা মায় আমার মাতা কি পিতা ।
খুঁজি বেধ বেদান্ত, জয় বর,
পাই না মা তোর অন্ত কথা ।
পুরুষ কি প্রকৃতি, কেমন আকৃতি,
কোন্মার মুরতি, কে জানে কোথা ।

বিশ্বরূপে যে, যে রূপে অপে,
 সেই রূপে তুমি হাও মা তথা ॥
 রাম রূপে ধনু, শ্রাম রূপে বেণু,
 শ্রামা রূপে অসি ধর অসীতা ।
 দেয় কেও তুলসী, কেও অভসী,
 অবাক্সি বেলের পাতা ॥
 কর্তের অন্তর, ভাবে নিরন্তর,
 তুমি গো ঈশ্বর পরম ধাতা ।
 তবে কিসের দায়ে, মায়ের পায়ের,
 পড়াগড়ি দিয়ে পড়লেন পিতা ॥

মা আমার আজ বন্দাবনে হয়েছেন কালশলী ।
 ত্রিভুজ ভক্তিয়া ঠামে মুখে মুহ-মন্দ হাসি ॥
 কুটিল কুন্তল আল, ত্রীঅঙ্গে সেজেছে ভাল,
 মরি কি বরণ কাল, অগৎ আলো রূপরশি ॥
 গলস্থিত মুণ্ডমালা, হয়েছে আজ বনমালা,
 তাড়ক হয়েছ বালা, অসিটা হয়েছে বাঁশী ।
 প্রহাইতে ভক্তের সাধা, মহাকাল হয়েছেন রাধা,
 আমার মিটে গেল মনের ধাঁধা,
 ঐ চরণে হইগে দাসী ॥

হুয় শৈবলিনী অগৎ-দমনী,
 শরুর মৌলি নিবাসিনী গঙ্গে ।
 মম পাপাটবি, ছেন মা জাহ্নবী,
 কৃপাংশ্বরূপ কৃপা-অপাঙ্গে ॥
 গোলোকবাসিনী ত্রিলোক ত্রিধারা,
 ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব সারাংসারা,
 সর্ব ভীর্থময়ী সর্ব পাপহরা,
 ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে ।
 বিষ্ণু-পদোদ্ভবা সকলোতে গায়,
 কিন্তু কিমাংসর্ঘ্য কার্য দেখা যায়,
 তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
 বিষ্ণুলোক পায় পাপাঙ্গে ॥
 কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ পরিমা,
 বিধি বিষ্ণু শিব গিতে নারেন সোমা,
 আমি ভ্যাসহীন কেমনে কহি মা,
 অসীম মহিমা তবজ্ঞানকে ।

একবার উজ্জ ত্রীরাধাযজ্ঞে ।
 দিনের দিন, ও তোর, গত হ'ল দিন,
 রাধাকৃষ্ণ নাম কবে কবে ॥
 ওরে ভবে এসে হ'ল কই সুখোদয়,
 অমৃতাপে তনু ত্রিতাপে তাপয়,
 কবে বা মানস করিবে আশ্রয়,
 ও ত্রীপদপল্লবে ॥
 ওরে যে দিন পাঠাবে হৃদুত শমন;
 সে দিনে তুই কি করিবি মন,
 না ভজিলি যখন শমন-দমন নাম,
 সব নীরবে রয়ে ॥
 ওরে ভয়ঙ্কর দূত নাইরে করুণা,
 কাঁদিলে খালস দিবে না দিবে না,
 শুনিবে না মানা, নানারূপে নানা,
 যাতনা দিবে তবে ॥
 ও মন তুমি হলে শব, তোমার যে সব,
 চতুর্দিন অবধি ষটাঘে উৎসব,—
 (করিবে), তব মহোৎসব তবে ॥
 ওরে যারে তুমি কর অপন আপনায়,
 সে কি তোমায় করিবে ভবার্গবে পার,
 কৃষ্ণ বিনে আর নীলকণ্ঠের ভার,
 কাহার সম্ভবে তবে ॥

আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ।
 আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি,
 পাঁড়াব চরণ ছেঁদে আমার দেগে ।
 মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
 হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব,
 এমনি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
 জানেনা জানেনা, জানাব জানাব,
 কি যজ্ঞাণ্ডাশ্রমবিজ্ঞানে ।
 আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
 রাধাকৃষ্ণ যে দিন ধরবেন হরি,
 কেঁদে কেঁদে দিবেন হুলায় পড়াগড়ি,
 দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি,
 বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে ।
 আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥

ডেমনি ক'রে একদিন লুকাব গোপনে,
ভুলেও তো দেখা দিবনা স্বপনে,
আমার বিহনে, মধনমোহনে,
বিচ্ছেদশর যেন বেঁধে ।
আমারে দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
মানের ঘোরে যে দিন ষটিবে প্রমাদ,
বসনে ঝাঁপিয়ে রাখ বেন বদনচাঁদ,
নীলকণ্ঠ বলে এবার মেগে অপরাধ,
ধরিব যুগল পদে ।
আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥

কালো কেন রাই তাজিব ধনী ।
কালো তাজে, ব্রজের মাঝে,
হুখে আছে কোন রমণী ॥
ময়র ময়রী কালো, ভয়রা ভয়রা কালো,
ভোর নয়নের তারা কালো,
কালো তাজিলে হবি অন্ধকিনী ॥
কালরূপ উপাসনা, কালরূপ বাসনা,
কালরূপের করে ভাবনা,
কালীপূজা কি মনে নাই ধনী ।

কাল ভালবাসা রাই, কাল বিনা কিছুই নাই,
(সকলের সার কাল ভোর কানাই)
কাল ভাল কণ্ঠের বাণী ॥

শ্রামা শ্রাম হ'য়েছ ।
তখন হাসিতে হাসিতে, হু তীক্ষ্ণ অসিতে,—
মাশিতে লানবকুল, এবে গোকুল আকুল,
আজ ঝাঁপিতে ক'রেছ ॥
নয়-শির-হার ছিল গলোপরি,
এবে পীড়াষর বেশ বনমালাধারী,
কেন রুধিরেতে মাখা, দিচ্ছে সব ঢাকা,

এবে অলকা ডিলকাযর,—
সঙ্গে যত ডাকিনী গোপিনী,
এবে তারা জোয়ার গোকুলের গোপিনী,
সেজেছ মা ভাল শিব-সীমন্তিনী,
গোপীদেয় হুকুল আকুল ক'রেছ ॥

হুখামরী হুখা ধাইতে মা লদা,
(এবে) জীর সর নদী এখনি বোঙ্গান মা বশোদা,
ব্রজ রাখালের সর্দে, কৈর মনে বলে,

গোধন চরায়ে সব,—
নন্দের বাধা বহি এছ শিরে ।
ননৌচোরা নাম বলে গোপিনিরে,
হ'লো চোর-অপরাধ এই ব্রজপুরে,
নীলকণ্ঠ কি মা পাসরিছ ॥
ডে:মরা বল গো সখি,
প্রিয় আমার কোন দেশে ।
আনিতে দ্রাঘ হয় গো আমার,
চাব কুশল সন্তোষে ॥

যোগিনীর বেশ ধরি ডানব নগরে,
খুঁজিব সেই শ্রাণ নধু প্রতি স্বরে স্বরে,
যেখানে তার সন্ধান পাব, সেইখানে আমি বাব,
কর্ণেতে কুণ্ডল নিব, বাধবো জটা কেশেতে ॥
পাখী হ'য়ে উড়ে বাব, যেখানে শ্রাণসখা পাব,
লুকাইবার নয় গো বৃন্দে আছে দূরমন ঝাঁকা,—
যোগিনীর বেশে নিতি, প্রতি স্বরে স্বরে খুঁজবো,
নীলকণ্ঠ কর এনে দিব মন ঝাঁকা যার মনসরসে ॥

মরি মরি সখি, তমাল দেখে আমার অঙ্গ পোড়ে
মরি গো শ্রাম বিচ্ছেদ শুরে ॥
তমালের অঙ্গের বরণ, শ্রামের শ্রাম অঙ্গ যেমন,
তমাল করিলে দরশন, আমার অঙ্গ শিহরে ।

তমালতলে শুধনিষি ড্রামিতে নিরবধি,
গিরেছেন শ্রাম যে অবধি,
সে অবাধি ঘাইনে তমালের ধারে ॥
তমাল বন তমাল ওলা, খুরায়েছে সে সব খেলা,
কণ্ঠ কহে চিকণ কালা না রাহে তমাল ছেড়ে ॥

হুখিনীরে হুখ দেওয়া উচিত নয় ।
ওহে নীরদ বরণ রসময় ॥
না পেলাম যোগের তন্ত, চাইলে ধন সম্পত্ত,
জীবন বাবার নয়, কেবলমাত্র শ্রাণে ধৈর্য হয় ।
কাঁঠ হ'লে পুড়ে ছাই হ'তো,
পাষণ হলও গলে যেতো,
এতো গলবার নয়, পোড়বার নয়,
তন হে রসময়, যেমন উত্তির কাগি
হুখে জোলবার নয় ॥

ভাল ব্যবসা পেতেছ রাখাকান্ত,
করে কাঁদাও করে কর শান্ত ;
পেতেছ জ্বের খেলা, ব্রহ্মাও তোমার লীলা,
নীলকণ্ঠ কর খাবার বেলায় বেন দেখা হয় ॥

আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি ।
রুক্মমূলে শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা,
কৃষ্ণরূপ মাখামাখি ॥
যে সময় আমি যে স্থানেতে ঘাই,
অথ উর্দ্ধ আদি দশদিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অস্ত্র দেখিতে না পাই,
আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি ।
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়,
হৃদি মারে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়,
নীলকণ্ঠ কর, মহা ভাবোদয়, ভয়ময় ভাবের শাখি ॥

শ্রেয়সরত্ন ধন রাখিতে হয় গোপনে ।
তারে করিয়ে সঙ্গোপন, ক'রতে হয় আলাপন,
যেন নিরূপণ হয় না লোকের স্বপ্নে ॥
যেমন অগ্নি রয় ভস্মে আচ্ছাদিত,
কিন্তু দহন্ত গুণ থাকয়ে বিদিত,
যেমন প্রতিপদের শলী না উঠে প্রকাশি,
অথচ শলী থাকে গগনে ॥
নীলকণ্ঠ কর রাখিতে,
সদা গোপনে হয় কথা কহিতে,
যেমন দর্পণের প্রতিবিম্ব, সকলে দেখিতে পায়,
কিন্তু ধ'রতে পারে না কোনজনে ॥

কি কাজ ভূষণে, দরশনে ।
কি ভূষণ এখানে আছে, সকল ভূষণ ল'য়ে গেছে,
নয়ন ভূষণ শ্রাম দরশন, ভ্রূষণ ভূষণ বাঁশীর গানে
হৃদিপদ্মে ত্রীপাদপদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পাদপদ্ম ক'রেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) সে পদ্ম ছেড়ে পদ গেছে,
আর কি ভূষণ তাতে সাজে,
এ পদ পড়িয়াছে আর, পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে
দেহের ভূষণ পড়িয়াছে, সেই কালাচালের দেহ ;
সে ভূষণ বিহনে এখন সদা হ'চ্ছি দাহ,

আর কি পুন পাৰ তাহে,
মিলন কর্বো দেহে দেহে,
মেহের ভূষণ সাজাবে মেহে,
নীতল হবে তাপিত প্রাণ ॥
তোমরা সহচরী সবে কর এই কাম,
আমার অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে লেখ কৃষ্ণনাম,
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে,
সেই নাম লেখ হৃদয় মারে,
কণ্ঠ বলে লেখা আছে, চেয়ে দেখ চরণপানে ॥

ও মন ভাবিলে বল কি আর হবে ।
ওরে যা আছে কপালে, ফলবে কালে কালে ;
কর্ষস্থত্রের ফল আপনি ফলিবে ॥
বিধি যা লিখেছেন কপাল উপরে,
কর সাধ্য তাহা খণ্ডাইতে পারে,
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা পৌরুষে কি করে,
যা ষটিবার তা ষটিবে ॥
আদ্যাশক্তি যেই জগদ্ধাত্রী,
কটাক্ষেতে যার হয় সৃষ্টি স্থিতি,
তাঁর পুত্রের করী-শুণ্ড, পিতার অজামুণ্ড,
পাগল পতি কহে সবে ॥
পাণ্ডুলোভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি,
যাঁদের রথে হন শ্রীকৃষ্ণ সারথি,
তাঁরা ক'রুকোষে, গেল বনবাসে,
নারিতে রাখে কেশবে ॥
দেবাহর মিলে সমুদ্র মহিলে,
যার যেমন ভাগ্য সেই ভেমুনি পেলে,
দেখ তার সাক্ষী, হরি পেলেন লক্ষ্মী,
হরের কি বিষ সন্তবে ॥
রামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতন, তাঁর সীতা হরে দশানন,
স্বর্ণলক্ষা তার হ'লো ছারখার, হয় সবংশে নিধন,
বিধির লিপি কে খণ্ডাবে ।
কণ্ঠ কর একবার ডাকরে অদৃষ্ট,
অদৃষ্টের বল মিলাইবেন কৃষ্ণ,
কর ঐ পদে মন ইস্ট লিষ্ট,
এ অবব্রজ্ঞা ধাবে ॥

হরি কখন কি কর করে ।
তোমার কে জানে সন্ধান, ওহে গুণবান,
রূপাবান হ'লেন এ ভব সংসারে ॥
শত পুত্র দিয়ে রক্ষা কর কায়,
এক পুত্র কার রক্ষা নাহি পায়,
কখন হাসায়, কখন কাঁদায়,
সিদ্ধ পার করে ডুবায় শিশিরে ॥
সিংহ সম জনে কর শৃংগালের অধীন,
লক্ষপতি জনে কর পরাধীন,
তোমার প্রভু এমনি হৃদয় কঠিন,
পথের ভিখারী কর রাজ রাজেশ্বরে ॥
নীলকণ্ঠের মনে এই অভিলাষ,
জেনেও কি জান না ওহে ত্রীনিবাস,
কখন মৃগশ, কখন কুশল,
পতঙ্গের জয় কর মাউঙ্গ সমরে ॥

কীর্তন ।

আমি আর কিছু ধন চাই না,
কেবল চরণ-ভিখারী ।
যে পদ-বৈভব জ্ঞানেন না বৈভব,
ভবার্ণব-ভরণ-ভরী ॥
যে চরণ করিলে স্মরণ, ষটে না,
ষটে না অকালে মরণ,
আমায় দেখে হে চরণ, অধমভারণ,
বারিদবরণ বংশীধারি ।
বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনাথক,
একমাত্র জীবের চরমদায়ক,
ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক,
অনেক দিয়াছ হরি ।
কণ্ঠের মনে এই করি রে প্রত্যাশা,
সেই অগ্নিতে বরে ফিরে ঘুরে আসা,
এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা ।
আমি বাগ্‌দার আশা কর্তে নারি ॥

কীর্তন ।

(একবার) ডাক রে বীণে তারে, হুমিলিত তারে,
জবাকি হস্তারে নিস্তারে যে জন ।
অস্ত রাগ ত্যজ, অমুরোগে মজ,
একবার মধুর স্বরে-বাঁজ ত্রীমধুস্বন ॥

ওরে সপ্তস্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম,
ত্রীরাগে ত্রীকান্তে ডাকুরে অবিরাম,
(ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মোক্ষধাম,
পূর্ণকাম হবে সঙ্করে ।
তুমি যিনে বীণে নাই অস্ত বল,
ত্যাগে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল,
ভবে তরিবার সম্ভল, আর কি আছে বল,
(ওরে) সার কেবল সেই ত্রীহরির চরণ ॥
(ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি সূতরে,
ভূমি রক্ষা মোরে কর রে এই বারে,
ধরিবে যখন করে শমন-কঙ্করে,
উচ্চসরে হরি বলিবে তখন ॥

গানার—আড়ম্বলট।

ভারত অন্ধকার এত দিনে ।
হরি হরি হরি, পছা নাহি হেরি,
ভারতেশ্বরী মা যিনে ।
হায় হায় একি হইল হৃদিন,
সুখময় সূধ্য কালাজে বিলীন,
কাতরে কাঁদিলে নবীন প্রবীণ,
সবার বদন মলিন একণে ॥
দৈবযোগে হুণ হইলে রাজার,
কোনরূপে সুখ থাকে না প্রজার,
তাইতে ত সকলে করে হাহাকার,
ধন্যকার হেরে ভবনে ভুবনে ॥
বালা বুদ্ধ বুবা সকলে অস্থির,
বালকে না পিয়ে মাতৃ স্তন-জীর,
ভারতবাসীর সব অধঃশীর,
নিরবধি নীর বহে হৃ'নয়নে ।
বঙ্গবাসীর রাজভক্তিসূক্ত মতি,
আকুলিত হিতবাসীর সংহতি,
আনন্দবাজারে নিরানন্দ অতি,
কাদেন বহুমতী কাতর বচনে ॥
বাগীচা কি মনে বৃদ্ধাদি সকল,
বিয়েগে বিদীর্ণ বিপলে বঙ্গল,
টপ টপ পড়ে পত্র-নেত্রে জল,
কাঁদি স্ব স্ব তল ভিজায় বিহনে ॥

শীতান্তে করিতে বসন্ত সাধাৎ,
নহেরে বুকের পত্রাবলী পাত,
ভূতলে ভারত-মাতার নিপাত,
তাইতে পত্রপাং প্রেমের ত্র-দনে ॥
মস্তাবিহীন হয়েছে মাতঙ্গ,
হৃদয়ে গমন করে না তুরঙ্গ,
কুরঙ্গের রঙ্গ হ'য়েছে কুরঙ্গ,
পুড়িছে পড়ঙ্গ পড়ির আগুনে ॥

বসন্ত বঙ্গবাসী হয়েছ রে
লীর্ণ, উদরের অন্ন নাহি হয় জীর্ণ,
সকলে ধরেছেন মহাশোক চিহ্ন,
ছন্দয় বিদীর্ণ এই হৃৎ ঘটনে ॥
কলিকাতা বোম্বে মাস্তাজ হাইকোর্টে,
সর্ব জেলা কোর্টে, আর পেটি কোর্টে,
সর্বস্থানে শোক-বহি জলে উঠে,
ক্রন্দনের ধুম ধাইছে গগনে ॥
ইংলণ্ডে কাদেন পার্লামেন্ট,
কলিকাতায় কাদেন লন্ডন গভর্নমেন্ট,
সর্বস্থানে সবে হয়েছেন উৎকর্ষ,
জানহীন বিদ্র লীলকর্ষ ভণে ॥

হরি হে তুমি বা করাও তাই করি ।
দোষের ভাগী কেন কর আমার
ওহে মুকুন্দমুরারী ॥
আমার বধন বলিবর্ধ করে দুয়ার সংসার,
মম ইচ্ছাধীন কিছু নহে দামোদর,
বাসনা প্রযুক্তি, বাহবল শক্তি,
তুমি হে নিয়তি, ষটা ও অজ্ঞান মানা চক্রে করি ।
অনিরুদ্ধ রূপে হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান,
পবন হ'তে পতি, স্থির নহে ত কখন,
উদরেতে বৈধানর রূপে আছ বিরাজমান,
জঠর জালায় আমি করহুত্রে মরি ॥
হরি হে একি তোমার চাতুর্য,
কনী হ'য়ে সংসার, শেষে হও বিবহরি,
কর্মজাল ফেলাইরে কত রঙ্গ করি,
ধর মাছ, না হোও পানি,
ওহে গেলেকবিহারী ॥

শলীকর্ষ কর জীব এ নিদান মর্ষ,
সকলি অনুষ্ট মল, পূর্ষ অমার্জিত কর্ষ,
কররে হুকর্ষ, পৃথ্য ধর্ম কর্ষ,
দোষের ভাগী তোরে বেধেন না শ্রীহরি ॥

আমি সুখ চাইনে হরি । ০
পড়িয়ে সঙ্কটে, তোমার ঐ শ্রীপদে,
হুঃখ ভিক্ষা করি ॥
হরি হে সুখ নরকের আকর,
অহঙ্কার মদ মাংসর্ঘ্য তার সহচর,
জ্ঞানাক্ষ করে সদা নিরন্তর,
ধরাকে সরার মত দেখায় শর্করী ।
ওহে দীনের দীনবন্ধু করুণা নিদান,
হুঃখের কত গুণ জানে পাণ্ডবগণ,
হুঃখে প'ড়ে, কত ডেকেছি তোমারে ;—
রাত্রি স্থিপ্রহরে, তুমি ত্বরাকরে,
সঙ্কটে তাদের মুক্ত ক'রেছ মুরারি ।
হরি হে হুঃখার্ণবে পড়ি ত্রিপুরারি,
জন্তাহনের ভয়ে শরণ লয় তবচরণে পড়ি,
তুমি অকূলের কাণ্ডারি, নৈত্য ধ্বংস করি,
পরিত্রাণ ক'রেছ শঙ্করে ॥
তাইতে পশুপতি, অগতির গতি,
তাজে গৃহবাস, শাশানে মশানে বাস,
ওহে পীতবাস, অপে তোমার বিভাবরী ।
রাজমাতা হ'য়ে ভোজের নন্দিনী,
চির হুঃখ বড় লয় চক্রেপানি,
সদা বিপদেতে পড়ি ; সদাই তোমার নেহারি ।
ওহে গিরি-গোবর্ধন-ধারী ।
বিহুর অঙ্গুর ওহে দামোদর,
তারা হুঃখার্ণবে প'ড়ে তোমার সহচর,
তুমি তিলেক ছাড়া নয় তাদের অন্তর,
ল'রে পদস্থি, অঞ্জলি অঞ্জলি, রাধা নিরোপরি ।
হৃথের কত গুণ ওহে চিত্তামণি,
বহুমুখ বৈবকী মাতা ললিতামণি,
নয়নমণিলে ভাসে দিবস রজনী,
তাইতে গুণমণি, দাস হ'য়ে
বাখা হ'য়েছ বাসীধারী ॥

শলীকর্ষ কর ওরে পাগল মন,
দুখে ভক্তির উদয়, তুই জনাঙ্গিন,
দুখে মগ্ন হ'লে, ডাকিলে দীনবন্ধু ব'লে,
চায়রে নয়ন মিলে ভবের কাণ্ডারী ॥

রসিকলাল চক্রবর্তী ।

যশোহর জেলার (খাশী কালীগঞ্জ) রায়-প্রায়ে
১৮০ নালে ইহার জন্ম হয় । পিতার নাম হামরত
চক্রবর্তী । ১৭৯৪ সালের চৈত্র মাসে মাতৃ-বিয়োগ
পর, কয়েকটা বালক লইয়া, ইনি নিজ রচিত
বিশ্বগণ্য করিতে থাকেন । ইহাই পরে 'বালক-
দীপ্ত' যাত্রার পরিণত হয় । এই বালক-লক্ষ্যভেদ
সিইই আদর হইয়াছিল ।

চোড়ি-যোগিনী-মিঞা—কাণ্ডারানী ।

হরিনাম-স্থধারস নে রসনে ।

হবে না ধাতনা, যাবে ভবভয় ভাব মন পীতবসনে

হও বড়রিপু রত হরিপদ সেবনে ।

হরিপাদাশ্রুজ ভ্রাণ, নাসিকা কর আভ্রাণ,

মত্ত হও প্রবণ হরিগুণ প্রবণে ।

হই ব্রহ্মময় ব্রহ্মরূপ, যেরূপ বিব্রূপ স্বরূপ,
হও নিরত রত নয়ন সেইরূপ দরশনে ॥

হরি পদরজ মাখ অঙ্গে অঙ্গে যতনে ।

কর ধর কর-মালা, জপ হরি যাবে জালা,

বিপদ যাবে, চল পদ বৃন্দাবনে,

হলে ভক্তিরসে সুরসিক, পানি রে দীন রসিক,
হরিকে মানসে হৃদি পদ্মাসনে ॥

বিভাস—কাণ্ডারানী ।

নীলকমল বামে সোণার কমল ফুটেছে রে ।

কিংবা নীলগিরি বামে চাঁদ উঠেছে রে ॥

কিংবা নবদ্বীপ পাশে, হির সৌদামিনী হাসে,

কিংবা পূর্বাতে 'বস্তার' আশে যুগল ফুটেছে রে ॥

ওরূপ হৃদয়ে বার, তবে কি ভাবনা তার,

ওরূপ দেখে পাইতে নিস্তার রসিক ফুটেছে রে ॥

ও মন ভক্তিডোরে না বাঁধলে কি কুক বাঁধা রয় ।

সে যে ভক্তির অধীন রে' নাম ভক্তাবীন,

পতিত-পাবন দীন কয়াময় ॥

(অনাথের নাথ) ভক্তি ডোরে গ্রব প্রক্লাব শুক,

বৈধে কৃষ্ণধনে হুই মনে পায় অনন্ত সুখ,

আর বৈধেছে নারদ ঋষি রে,

দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমের নাহি ক্ষয় ॥

(বৈধেছে তার)

আর বৈধেছে সনক-সনাতন,

সদা নয়নমুদে দেখেছে হৃদে ব্রহ্মসনাতন,

আর বৈধেছে সদাশিব রে,

নাহি অশিব মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় ॥

(বৈধে তারে)

আর বৈধেছে দৈত্যরাজ বলি,

হয়ে তার ধারে ধারী, আছেন হরি,

জানে সকলি, আর বাঁধে যশোমতী নন্দ রে ।

তাই গোবিন্দ নন্দের বাধা মাধায় বয় ॥

(না বাঁধলে কি)

কর্ম্ম দোষে হারিয়ে ভক্তিডোর,

ভবে রসিক ভাবে, নিশি দিবে,

হেরে বিপদ খোর, তারে বাঁধবে কিসে রে,

পায় না দিশে যা করেন সেই কৃপাময় ॥

নিজগুণে ॥

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে ।

সে কি কালীগহে ডুবায় ছেলে ॥

বিধময়ই শুনি তারে বিধময় সবাই বলে,

ও মন আছে পক্কভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ,

অনলে কি জলে স্থলে ॥

ঐ দেখ, কৃষ্ণভক্তি-আভা নীলময় নভোমণ্ডলে,

(ও মন) ঐ দেখ, কৃষ্ণরূপের প্রভা,

পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দুর্বাদলে ॥

নবদ্বীপ শ্রামের বর্ষ, দেখ রে ঐ নীলরূপ জলে,

ও মন ঐ দেখ, শ্রামের শ্রামল-

বর্ষ ধরে বৃক্ষশত্রু ছলে ॥

অস্তরে আছেন কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ হৃদকমলে,

ও মন সে যে অস্তর বাহির,

দেখে তারে আসে রসিক নন্দ-অনন্দ ॥

হরিবোল বল্ জগাই মাধাই ।
 তোরা নেচে নেচে চুটী ভাই ॥
 এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়,
 কারো বলতে বাধা নাই ।
 তোরা মনপ্রাণ খুলে, হুখে হুবাছ তুলে,
 মুখে বল হরিবোল, রবে না গোল,
 তদ্বি অকুলে, হবি সদানন্দ,
 নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই ॥
 শোন রে হরি নামের গুণ, এ নাম সগুণ নির্গুণ,
 নামে পলায় শমন, রিপু-দমন,
 নিবে পাপাশুন, হরি নামামৃত পান করিলে,
 ভবকুণ্ডা দূরে যায় ।
 এই হরিনামে হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম-ভাবোদয়,
 শিব তাজে কানী, শাশানবাসী হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
 নামে মুনীগণে নিবিড়-বনে, মহানুখে কালকাটায়,
 প্রক্লাদ হরিবোল বলে, পর্বত-অনল-জলে,
 করি-পদচাপনে, বাচলো প্রাণে, খেয়ে গরলে,
 নামে ধ্রুব ধ্রুবলোকে গেল,
 এমন নাম আর হতে নাই ।
 অজামিল ব্রহ্মাকর, আদি কত পাপী নর,
 বলে হরি হরি, গেল তরি,
 ব্যক্ত চরাচর, বাবে রসিক হতে জানা,
 হরিনামের গুণ যৌর নিতাই ॥

দেখি কত রূপ, নাই তেমন রূপ,
 মায়ের অপরূপ রূপমাহুরী ।
 কিবা গঠন হৃদঙ্গী, বিমল হেমাকী,
 নিরূপমা অতি সুন্দরী ॥ (মা মোর)
 আহা জিনিয়া মরণ, মায়ের বরণ,
 মলিনা হয়েছো তার গো,
 (মায়ের সেরূপ আর নাই গো-
 কেবল অনাহারে অনাহারে)
 তাঁর হৃদয়ে দিন দিন, হল তনু জীর্ণ,
 কাপেন কিবা বিভাবরী ॥ (মা মোর)
 মায়ের রূপ-বালা করে, বৃক্ষছাল পরে,
 বনে বন ফল ধার গো,
 (তার আর অলঙ্কার নাই গো,
 শুনি কল-হুঁসিলা মা মোর,)

রসিক বাগ্মীর মা, আর আমায়ের মা,
 জানি না কাহার কুমারী ॥ (মা মোর)
 মন তুমি তার হরির খুড়ো ।
 সে যে। পেলেই তোরে করবে গুড়ো ॥
 ঠিক পথে যে ঠিক থাকো না,
 সদাই থাকো উড়ো উড়ো, (ও মন)
 তখন থাকবে না তোর আঁকাড়া ভাব,
 এক পাঁচার সে ছাপ করবে কুড়ো ॥
 তার কাছে নাই জাতবিচার,
 কয়েত বামুন বাগদী পুড়ো, (ও মন)
 সে করেনা কারো খাতের মোরাঙ্গ,
 ছাড়ে না ছেলে বুড়ো ॥
 এখন যাদের ভাব ছ আপন,
 দাদা দিদি বাবা খুড়ো, (ও মন)
 তারা তোর বিদায়কালে চিতায় তুলে,
 মুখে জেলে দিবে একটি হুড়ো ॥
 তোরে তাই বলি তায় করে যদি,
 বাচ'বিরে বদমাইস ভেড়ো (ও মন)
 রসিকের কথা রাখ, তাঁরে ডাক,
 মস্তকে ধার মোহন-চুড়ো ॥

কেমনে ধরিবি তাঁরে ।
 ও মন মনের মাহুশ বলিস্ ধারে রে ।
 সে যে রস ধরাময়, হায় রে,
 ধরা না যায় অধরকে কে ধরতে পারে রে ॥
 সে যে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে অলে স্থলে সর্কীধারে,
 সে যে অন্তর বাহিরে, (হায় রে)
 বিরাজ করে, প্রান্তরে কি শোর কান্তারে (রে) ॥
 পাখিনে সিদ্ধান্তমে, তীর্থাশ্রমে,
 বৃন্দাবনে হরিদ্বারে, খুঁজলে অনল-অনিলে,
 (হায় রে) নাহি মিলে,
 পশ্চিমে অকুল-পাথারে (রে) ।
 তাঁর সর্কীভাবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে,
 নাই তার জনম মরণ (হায় রে)
 রূপ কি বরণ, করণ-কারণ ত্রিসংসারে (রে) ॥
 করুতে জীবকে পরখ, স্বর্গ-নরক করেছে সে
 ভবের পারে, কাকেও সে দেখে (তাকে), (হায় রে),
 আপনা হুঁসে, হায় জীব করম-অনুসারে (রে) ॥

আছে জীবাস্বাতে আবির্ভূত, ঐক্যরূপ পরমাঙ্গারে
খ্যাপা রসিক বলে (হায় রে)
তারে ধরুতে হ'লে, ধর আপে জীবাস্বারে (রে) ॥

মন্ তুই কি সাহসে, আজও ব'সে খেলিস্ তাস ।
নাই হতাশ, সর্বনাশ,
প্রায় হ'ল পকাশ কাবার,
তবু ছাড়লি পকাশকাবার,—
তোর ফুরাল দিন, আর কত দিন,
খেল'বিরে ইস্তক পকাশ ॥
আপন দোষে হারাইলি হাতের পাঁচ,
ব্যোম পক্ষা চেপেছে ঝাড়ে, তবু
কি তোর নাইরে লাজ,
তাসে মন্ত হলি ভুলে নিজ কাজ,
কুণ্ড তায় বাধালে ল্যাঠা, হাতে হুখু সাতাঝাটা,
নাইকো ফিরাই, বিষম ফেরায়,
পড়িলি হলি নৈরাশ ।
কেমনে তাস বেলাতে বল হবি জয়ী,
হাতে রং থাকুতে দশের পিঠে তুরূপ করলি কই,
ক্রমে ক্রমে দশ দশ টেকা সব গেল কই,
তুই টেকা রং রাখিলি হাত, রাখ'লি হুহুড়িনাত
এখন বাজে রংএর সাতার পিঠে
দিতে হবে টেকা পাশ ॥
খেলায় হেরে জালায় সদা জলবি মন,
তোমার সাধের চৌদ্দ পড়বে ধরা,
ধরবে গোলাম কাল শমন,—
তখন আরো জান'বি জালা কেমন,
ওমন গোলাম তোর বিপক্ষ করে,
বল্ চৌদ্দ বাঁচাবি কি করে,—রসিক বলে,
খেলায় হেরে, লাভ করিরে পরিহাস ॥

কৌতব ।

সখি অইনা মাখবীতলে, মাখব দাঁড়ারে ছিল ?
(মদনমোহনের বেশে সেই ভঙ্গি
বাঁকা বাঁকা আঁখি)—হায় হয়,
আমারে আসিতে দেখে বলা কোথা লুকাইল,
(স্বাধারে মিশিল জালো,
যেন কে দীপ দিগালে হায়) ॥

মোরা, বুকেছি তা খিনোদিনি,
হ'য়েছিগুলো, উন্মাদিনী,—
ষটেছে তোর প্রেমের বিকার ॥
(ও ক্রীমতি)—(তাই প্রলাপ যে বকিগুলো,
বিভাবিকা দেখে) ।
যাবে লো তোর এ বিকার,
হবে তবে নির্বিকার,—যদি ত্বন নির্বিকার ॥
(ও ক্রীমতি)—(নৈলে রোগ ত যাবে না,
রুক্ষ হৃৎভোগ বিনে) ॥

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সবই কৃষ্ণময় দেখি,—
তাই সখি বলি তো সবারে,
(মনজুধে)—(এ মোর বিচার ত নয় লো
এ যে নির্বিকারের কথা) ।
আর বিকার হোলে দেলো বিষ,
কেন মিছে জালা দিস,
খাই বিষ যাতে বিকার যাবে ॥
(ওলো সখি) (খেয়ে মরি ম'রবলো,
হরি বলে বিষ খেয়ে) ॥

মোরা কেন বিষ দিব তোরে,
বিষেতে না গুণধরে,—হরিনামে
বিষামৃত হয়, (ও ক্রীমতি)—
(তাকি জান না লো, হরিনামের গুণ) ।
এ ত্রিলোকে কে না জানে,
প্রহ্লাদ ষাচে বিষপানে,...
সদাশিব হোলেন মৃত্যুঞ্জয় ।
(বিষখেয়ে,) (ঐ নামের বলে লো, বিপদহারী হি)

তবে সে নামে যে বিষ মরে,
সেই বিষ দেলো মোরে,
অমৃত নামেতে আছে বিষ ।
(ওলো সখি) (খেয়ে ম'রে বাঁচি লো,
শ্রামের বিরহানলে,) ॥
কি হবে লো সে অমৃত, শ্রামের অধরামুখে
পান করাব অহনিশ, (মোরা তোরে) ॥
(তোর এ রোগ আর যবে না,
অধরামুখে আরোপ্য হবো) ॥

অযোধ্যানাথ পাকড়ানী ।

ইনি আশি-ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন ।
প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার লোকান্তর হইয়াছে ।
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাতীরতের ইনিও একজন
অনুবাদক ছিলেন ; এবং উক্ত সিংহ মহাশয়ের
পরিদর্শক পক্ষে প্রবন্ধাদি লিখিতেন । নন্দীভ-রচ-
নার ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল ।

— ২ —

স্বপট-মল্লার—একতাল।

মন চল নিজ নিকেতনে ।

সংসার-বিশেষে, বিশেষীর বেশে,

ভ্রম কেন অকারণে ।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,

সব তোর পর, কেহ নয় আপন,

পর-প্রেমের কেন হ'য়ে অচেতন,

ভুলি'ছ আপন জনে ॥

সত্য পথে মন কর আরোহণ,

প্রেমের আলো জালি চল অনুক্ষণ,

সঙ্গেতে সঞ্চল রাখ পূণ্যধন,

গোপনে অতি যতনে ;

লোভ মোহ আদি পথে দহাগণ,

পথিকের করে সর্ব্বদা মোষণ,

পরম যতনে রাখ রে গ্রহরী,

শম দম দুই জনে ।

সামুদ্র ন্যাসে আছে পাশ্চাত্য,

প্রাণ্তি হ'লে তথায় করিবে বিভ্রাম,

পথভ্রান্ত হলে মুখাইবে পথ,

সে পাছনিবাসিগণে ;

বদি দেখ পথে ভরের আকার,

প্রাণপণে দিও লোহাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,

শমন ডরে হার শাসনে ॥

অধিষ্ঠিত

সমাদৃত ।

যাবে ঃ

আছি :

তুমি ঃ

কেমনে

হৃদয়-ব

রূপা ক

জাগি দে

ও রে ব্যা

হ'য়ে জগ

তোর কা

ত্রিভুবন :

সেই রজ

দেখে তে

আজ শু

গিগির,

স্পন্দহীন

মস্তক উ

বলিয়ে ব

শিরেতে দোখ তুহার, বোধ হয় জটা-ভার,

ধরিয়ে যোগীর বেশ, পুজ নিত্য-নিরাময়ে ॥

তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নিকরে বরি,

নদীকূলে বোধ করি, বাই'ছে বহিয়ে ।

ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,

তোমার সহিত মিলে, পুজি অশোক অভয়ে ॥

সরস্বতী—আড়াইতাল।

বেচান্নাম চট্টোপাধ্যায় ।

কলিকাতার নরিকট বরিশা-বেহালায় ইহার
জন্ম । প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে ।
এক সময়ে ইনি আশি-ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য পদে

ও যে সিদ্ধ, তুমি হ'য়ে অগম্য অপার ।

করিতেছ দিবানিশি, কাহার যশঃ প্রচার ॥

অতুল প্রভাব বরি, আছে যে খরার বেশি,

রূপ-রাজি করে করি, সাজানারী আছে কার

দল-জন্ত নত শিরে, লতা-শস্য; পুষ্প-ভারে,
পুজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কার ।
নদ-সদী-সরোবর, লভিয়ে গিরি প্রান্তর,
সৈবিত্তেছ নিরন্তর, কে সেব্য বল তোমার ।
হুনীল হৃদি-আসন, করি সধা প্রসারণ,
করেছ বক্ষে ধারণ, বলকারে একেবার ।
ক্বেক প্রশান্ত ভাবে, মুগ্ধ কার প্রেমার্ণবে,
ক্বেক গভীর রবে, মহিমা গাও কাহার ।
কৃতব হয় এই, তোমার উপাত্ত যেই,
মা অগাধ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার ।
ব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ উদ্গি-ভরে,
প্রতিপাত তাঁরে, করিছ কি বার বার ।
বঁতাব নিরন্তরে, পায়ণ-লক্ষ্য গলে,
গলে নেত্র অক্ষরলে, বিভূ-প্রেমে অনিবার ॥ ৬৫

পরবী—আড়াঠেকা ।

গাইতেছ কার যশঃ হৃদয়-তানে ।
বল হে বিহঙ্গমল, বিগ্ন কান্দনে ॥
নিষ্ঠুর মানব সব, করে নানা উপদ্রব,
তাই কি তোমরা সব এসেছ এখানে ।
বসি সবে উক্ত ডালে, মনের ছায়ার খলে,
মগন হয়েছ বৃকি, ব্রহ্ম যশঃ-গানে ।
এই হেতু সাধুজন, ত্যজি গৃহ পরিজন,
করিতে ধ্যান ধারণ, আসেন এ স্থানে ।
ভনিয়ে সজীব-তান, দেখিবে সাধন-স্থান,
আর নাহি মন, প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে ।

নাহানা—আড়াঠেকা ।

হৃদয় শোভায় লক্ষ্যের তোমারে,
কিন্তু সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে ॥
যেক তোমায় দেখি, ক্ষুদ্রায় যুগল আঁধি,
আঁধি হয় কত সুখী, মন-আঁধি হেরে তাঁরে ।
আঁধি তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুণ,
তাঁর জ্যোতি পলে মন,
সে কি আর মরণ ডরে ।
কিন্তু তব উদ্ভট, সিদ্ধ উদ্ভূতি হয়,
কিন্তু যে এ ছন্দ, দেখিলে সেই সুধাকরে ।
ল বল কোথা বাই, কেমন প্রেমের গাই,
কিন্তু তাই সুখী, সদা-সকল ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে ।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে ॥
প্রকাশি তুমি গগনে, জাগাইলে জীবগণে,
পুলিলে জ্যোতি জ্বলনে, এ বিশাল সংসারে ।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যা,
কার যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে ।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নিজীবে দাঁও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাকারে ॥

ভৈরবী—একতালী ।

কোথা যাও শ্রোতবৃত্তি, বল গো আমারে ।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে ।
সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগভরে ।
বাধা বিশ্ব নাহি মান, ত্যজি দন্ত-অভিমান,
নন্দ-ভাবে ধাবমান হও কার তরে ।
গিরি-শিরে করি বাস, পুরিল না অভিলাষ,
তাই বৃকি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিদ্ধ তারে ।
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল ধরে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বর্তমান জেলার নান্দাল গ্রামে নবীনচন্দ্র ১২০২
সনে জন্মগ্রহণ করেন । পায়ন্ত ভাষার ইহার
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল । ইনি একজন সঙ্গীতপ্রিয়
লোক ছিলেন ; ইহার রচিত শ্রামা বিবরক গীতগুলি
অনেক হলে প্রচলিত । ১২৭০ সনে ৭১ বৎসর বয়সে
ইহার মৃত্যু হয় ।

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষাণ্যিণী ।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক হবে জননি ॥
আমি অতি মৃঢ়মতি, ভুলন বিহীন পতি,
গতিভ্রম হি পতিভ্রম হি; অপতির গতিদাহিনী ।
ভেবে ভেবে মল্লম-সারা,
অস্তর পথ ধে মল্লম-সারা,
সম্মল হইলাম হারা, কিম্ব তরিত জননি ।

বিনের সময় এমন, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন,
পাপগ্ৰস্তে বেহ মলিন, (ওগো)
মুক্তি-পদ প্রদায়িনি ॥

—
খিখিট—আড়াঠেকা ।

কর গো দক্ষিণে কালি আমার হৃদয়ে বাস ।
চতুর্দোলে শত্রু সহ পুরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা ভগদাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনি, বুঢ়াও আমার ভবের ত্রাস ।
যোগেন্দ্র কলীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্বচন্দ্র,
তা আনিরে পদতলে পড়ে আছেন কৃতিবাস ।
তবুজ্ঞান হয় না কেন,
কুম্ভে নবান্নের মঞ্জল মন,
ভবদারা ওগো তারা, অীচরণে কর দাস ॥

—
বিভাঘ—একতাল।

পার কর মা আমার শ্রামা ।
অপারে পড়েছি দুর্গে, চরণ গিরে কর ক্রমা ।
অশীতি লক্ষ ঘোষি ভ্রমণ করিয়ে,
আবার আনলি মানব দেহে,—
পাপে দেহ পূর্ণ হ'ল, আমার গতি বল গো উমা
দ্বিজ নবান্নের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কতে রাখবেন বামা

—
বেহাগ—আড়াঠেকা ।

ইচ্ছা আছে মা মনে ।
দুর্গা নামে দীকা হব, বা থাকে সাধনে ॥
কালী নামে দীয়ে গভী, মধ্যে করবে পঞ্চমুখী,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী বোধ স্বাধি পদ্মাসনে ।
বাম বাসা শোকপটে, উঠিবে আসন শূন্তেতে,
দ্বিরূপে কুন্তকেতে, বেচক স্বহানে,
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মার লয়ে যোগে,
পদ্মবাহুয় স্থান বেগে, রাখবো সমাধি করণে ।
দ্বিজ নবান্নেরে কর, সেওজ সামান্য নয়,
কালী কুলে দেয়, আর রাখা পড়নে ॥

জংলা—একতাল।

সার ক'রেছি আমি শ্রামাপদ ।
শিবের উক্তি, ডাকুলে মুক্তি,
চায় যদি পার দেয় মোক্ষপদ ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন,
রসনাতে গিয়ে করবে পান ;
অসৌম্য মহিমা নামে, ও নটমে কি হয় বিপদ ।
যে করেছে কালীর নাম সাধন,
সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব-আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ ।
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন,
মিলে না মিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন,
পুরাই আমি মনের সাধ ॥

—
মলতান—আড়াঠেকা ।

কে রে বামা নিবিড় নীরদবরণী ।
পদনখে কোটি চন্দ্র তিমির হারিণী ॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণি ।
ভগত চন্দ্র ভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাংসার, হয়েছ আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, অীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গনি ॥

—
বেহাগ—আড়াঠেকা ।

আমি কি করিব আর ।
ভব তার গিরেছ পো-মা হয়েছ অভার ॥
অন্ন চিত্তা করে ফিলি, অঠর-আলার অলে মরি,
মিনাতে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোয় বায়ে বার ।
অন্ন বিনে চর্য্যলড়ি, বেড়ই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার ॥
দ্বিজ নবান্নের তার, যদি তোমার হয়েছ তার,
তবে চরণতলে দেব স্বাসো,
দুঢ়াও তুমি করছ আর ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

শ্রামা পথে রাখে যেন মন ।

অনার্যসে বাবে তুমি কৈলাস ভুবন ॥

“অনিত্য সংসারে আসি পৃথক্‌কর্মে দিবানিশি,
বিষয়-ভবে মত্ত হয়ে, না ভাবিলাম ও চরণ ॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভূঞে বাসনা এই মনে মনে,
অস্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাক্ষা চরণ ॥

ভৈরবী—একতারা ।

আমার মন মজিলো ভব মায়ায়,

কেন ওগো তারা ।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

ঐ প্রযুক্তিতে হলেন সারা ॥

সামাগ্র ধনের লুপ্ত, অনর্থক দেশ ভ্রমণ,

হরহরি শ্রামাধন, ঐ ধনে বাঁধ হয়ে হারা ॥

বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্বপথে হয় না জ্ঞান,

না করিলে কালী স্মরণ, কিসে রক্ষা হয় হুতদারা ॥

তুমিত রজরূপিনী, সৃষ্টিস্থিতি লয় কারিণী,

অশেষ পাপ বিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা ॥

প্রসাদীত্ব—একতারা ।

মন তুমি খেলাও না পাশা ।

এমি বরা তরি ফেলবি পাশা,

যেন ঘুচে যায় ধর্মের আশা ॥

হুর্গা নামে বেঁধে পাটী,

চারি পাটীর স্বরে বসিয়ে ঘুটী,

সত্তেরো আঠার দান মেরে,

ভেঙ্গে লাও ধর্মের বাসা ।

ছকুড়ি পঞ্চড়ি কেঙ্গে পরে,

বাজি তলাছু হয়ে বাবে,

আছে আমার বরে ছ'জন ব্রিণু,

কর্ষে তারা হাসি হাসা ।

অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে হুগতি ভ্রষ্ট,

তারা দান মেরে নবীন, তুলে মেরে স্বরে পাশা ॥

করোয়া—৭৭ ।

চন্দ্রবর বাকি আছে কি ।

বাকি টেনে উঠল কিসে দেখ না মা কত বাকি ॥

অন্ন বস্ত্র হ'লাম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,

চাইলি না মা ও গো তারা,

কষ্ট দেওয়া উচিত কি ।

অন্ন-চিন্তা সঙ্গ করি, চিন্তা-জরে জরে মরি,

ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি,

কালঘাতী তাই ডাকি ।

কপালের লিখন বাহা, ঈশ্বর না যায় তাহা,

অনুযোগ করু বৃথা নবীন পদাকাজ্ঞী ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হ'ব মা কেমনে ।

ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাসিলি বুঝি শক্রগণে ॥

আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,

গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অগিনে ॥

ছিল আমার অশ্রয়,

আশ্রিত পীড়া কি কারণে,

চিত্তার্থবে কেন্দ্রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,

শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে ॥

মালকোব—কাওয়ালী ।

ভয় কি শমন তোরে ।

এলোকেনী শাশানবাসী, যার ছন্দে বিরাজ করে ॥

কালী কালী বল সঙ্গা,

পারবি না তার দিতে বাধা,

কালী-নামে মেরে ডকা,

ধর্মের শঙ্কা রাখবো দুরে ।

ধর্মের তলব আসবে যখন,

কালী-সহি চিঠি দেখাব তখন,

চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে,

আন্তে আন্তে বা'বে কিরে ॥

দ্বিজ নবীন কালী-পূত্র,

মা হ'য়ে বা হৈও না শত্রু,

হারের কোলে থাকবো বসে ;

লব্ধি বেতে কেবা পারে ॥

বাহেই—তিত ।

কাল হার'লাম কালের বশে ।

আমার মন মজিল জীরদ-বশে ॥

অন্তিম কাল হ'বে যখন, আসিবে তখন বজ্রজন,
হেঁড়া চোঁটা ধরে মুড়ে,
বাঁধবে আমায় আশে পাশে ।

স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালী-নামে ভেলা বাছো,
নিঃশেষে থাকবে বসে ॥

বিজ্ঞ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশাবে ভূতলে,
মাটির দেহ মাটি হ'বে, যা'বে ছেড়ে অনায়াসে ॥

ভৈরবী—৪৭ ।

এবার জানবো তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী ।

আটাশে পুত পেয়েছ বৃশ্চি,

তাই কি বিভীষিকাতে পালা'ব আমি ॥

ধরবে জটে আনবো তটে,

পালাতে, পারবে না ছুটে,

ভক্তিজোরে ধৈর্যে এঁটে,

শিরে ল'ব পদ হু'খানি ।

বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন,

ভক্তি-সংগ্রামে করবো রণ,

যোগ ধনুকে ছাড়বো বাণ,

আকর্ষণে আসবে জননী,

তব পরোধের পর, পান করে হই দিগ্বিজয়,

ঐ জোরে সর্বত্র অভয়, অভয় পদ মানি আমি ॥

বাণের মুকুতা হ'য়ে, বিজ্ঞ নবীনে চরণ দিয়ে,

এস বস মম হৃদয়ে, হেরবে নয়ন হু'খানি ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

সজল নয়নে তাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী ।

ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-কঁপৌ ।

কঠিন শঙ্কটে কেলে, কয়েদ কলি মায়া-জালে,

জালমালায় হরে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি ।

ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,

পতিতপাবনী-দার, পড়িভোক্তার কর আসি,

কারে দাও ইন্দ্র-পদ, কারে কর ভূতপদ,

এমন একচোঁকা মেয়ে, শিব ল'য়ে শাশনবাসী ।

সং কর্তেতে হুয়ঙ্গালী, পাণকর্মে চিরযোগী,

কার্য কলিত কারে, সবে বেদন লস লাবী ।

বিজ্ঞ নবীন অতি বৈষ্ণব, কি ভাবনা তারি জন্ত,
যদি পাই গো শ্রাম্যাপদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥

পাগলা কানাই ।

যশোহর জেলার খিনাইগড়, ইহার জন্মস্থান ।
ইনি একজন ভক্ত ও সাধক পুরুষ ছিলেন । ইহার
বিরচিত দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতগুলি অতি গভীর ও
মর্ম্মস্পর্শী ।

পাগলা কানাই—সুর ।

পাগলা কানাই বলে গড়া রথ নৃতন ক'রে ।

চালা'তাম সাবেকু ব'লে,

এই শেষকালে চলে না ॥

আমি ঠেলে ঠেলে চালাবার চাই,

যার চলবার সে চলে না,

ঠেলতে ঠেলতে দিন গেছে আর ঠেলা এসে

ভাটিরথ চলে না ।

চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,

হয়েছি দিশেহারা নজরধরা,

সেরে যেতে পারলাম না ।

(যার কাছে যাই সেই রাগ করে)

ভাটিরথে থাকবো না,

ইন্দ্ররিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না

ভাটি রথ চলে না ।

রথ নৃতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল নড়া,

খুব জোরে চলত ঘোড়া,

রথ দেখতে পরিপাটী সোরধি হয়েছে ভাটি

দড়াতে আর নাইক জোর,

পাগলা কানাইর হলো মিছে টানটানি সার,

ও রথ চলবে না আর ॥

এ—সুর ।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের মাঝারি

দেখতে তরুণর ভাসছে ফুল মিরাকার ॥

ফুল রয়েছে তরুণের, তরুণের নবীন মুষ্টি কার

লগ্নবোধে লিখা মুষ্টি, মুষ্টি রাখে হৃদিধর,

কি চমক কার হই পায়ের ফুল ফোঁসে লগ্নবোধ

বোণেশ্বর ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দার,
ভরসের মাঝারে দিচ্ছেন তার ব্যাদ,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর আলি,
ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি,
বোঝা ভার, সাধ্য হয় কার ।
সেই পাগলা কানাই হয়ে বিচার,
মিছে কাট কাছারী সার ॥

গরল ফুলের চতুর্দলে,
তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাদু কোথা করে, শুনে লাগে ভয় ;
যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায় ;
অলসে খেলে জুয়া, কত ফুল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়,
ফুল যেন সেই চাঁদের তুল্য
অমূল্য ফুল ধরতে যায় ।
সে ফুল কে পায় না,
হকুনজরে দয়া করে দিয়াছেন যারে যেমন ॥

পাগলা কানাইয়ের ব্যাধ ।
শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই ।
দিয়ে তিনশ বাট খোড়া,
রথ করে খাড়া হুই চাকার পর,
এমন রথ কত দেখি নাই,
আছে কুড়ি চল আর দশ ইন্দ্র,
রথে বিরাজ করে চৌষটি গোঁসাই ॥
দয়াময় রথে কি কাজ ক'রেছে,
বিদল চতুর্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,
কত বোণীশ্বর মুনীশ্বর আদি ধ্যানে ধনে রথে
বিরাজ করিতেছে ; এমন উত্তম ব্যক্তি থাকতে,
বিশ্ব হৌঁড়া প্রধান হয়েছ ॥
আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
কর সাড়ে তিন হাত, এর চুড়ার পরে লেখা
আছে হুইং হুইং নিজের কর দৌলত ;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল মন ছিন্নোলে,
বুকে লাগা বাহন অজার কল,
ইহার শতদলে সারথী ধনে চুড়ার পরে,

আলো করছে হুই মশাল,
ও তা বিনে তৈলে জলে, পাগলা কানাই বলে,
বাহবা দীনবন্ধুর কল ॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে,
তখন কি ছুড়র দরশন দেবে,
রথের ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে
দেলে, তাই সকল এমন ছুড়র কোথায় পাই ॥

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুড়র ।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর ।
আবার সারথী এর মধ্যে ব'সে যখন
বলে চাকা ঘোর, (ও রে চাকা ঘোর)
ছুড়রের কথাই চলে,
বিনে দড়াতে চলে চাকার এছা জোর ॥
আর রথখানি গড়েছে ভাল,
ভাবতে দিন বয়ে গেল,
(কি আমি হয়) শেষকালে রথ ভাঙলে, দেশী
ছুড়র তালি দিতে পারবে না ।
তাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা
রথ পুরণ হ'লে জাট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাসিলে পুরণ হ'লে তখন
কি খাটবে তালি, সারথী উড়ে
গেলে পড়ে রবে রথ ॥

(বল) ভুই কেমন করে বাঁবি রে ভয়ে ।
ও তোর জীর্ণ ভরি তুকান ভারি,
ও রে বুঝি ডুবে যায় রে ॥
তরির নয়-স্থানেতে ছিজে নটী,
ঐ দেখ উঠে তাতে বারি সনা ভাই রে ॥
ভরি হ'য়েছে রে ডুবু ডুবু,
ও তা দেখে প্রাণ কান্দে রে ॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি,
তা'রা মনের মুখে পাঁছে সারি বসে ।
ও রে মহাজনের মাল বলে রে,
তা'দের তিলেক ভাবনা নাই রে ॥
ও রে বড় বোকা মাঝটে রে,
সে ত মনের খতি বোঝে না রে ভাই রে ।

আবার হেলে পানি মানে না রে,
এবার বুঝি প্রাণ যায় রে ।
পাপল কল নাই আর উপায়,
বিনে রে সেই নীলদামর তাই রে ।
ভ্রবর নাথিক তিনি চিন্তামণি,
ও তুই ডাক রে ডরায় তাঁরে ॥

বাউল সুর—ধেমটা ।

হার হার কি মজার লোকান পেতেছে নিতাই ।
তোরা কেউ দেখতে ধাবি ভাই ।
শ্রমরসে ভেজেছে খুরি,
যে খেলে সে খুরছে তাই ॥

কাশে কাশে লোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ সীতল করা, সুখা পাবা বত খাই ।
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নাই ভার বোঝা,
হবে শমনের সাজা, বাজা গজার মুখে ছাই ।
ভাব-রসের কারবারী, না জানে লোকানদারী,
যে খায় একতার তারি, শ্রমের বলিহারি খাই ।
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাই বমাল,
লোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই ॥

রাজমোহন আশ্রয় ।

ইহার নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুর । ইনি এক
জন এলিষ্ট গীত-রচয়িতা বলিয়া পূর্ব বঙ্গে এলিষ্ট ।
ইহার রচিত ভাবাবিধরক গীতগুলি বড়ই মধুর ।
পাঁচ সাত বৎসর হইল, ইনি পরলোক প্রাপ্ত
হইয়াছেন ।

ভালা—কাওয়ালী ।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায় ।
না যায় যে আশ্রয়, নববার অনিবার্য,
হস্ত পেছে দান গ্রহণে, পদ পেছে কু-ভ্রমণে,
জিহ্বা পেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;
দয়ন পেছে কু-কলি; অথবা পেছে কু-অবশে,
বদন পেছে কু-আবদান ॥

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না ;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায়,
কে বা আসে কে বা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যে রূপ যায় ।
পেরেছিস্ দুঃখ ভ জনম,
সকল জন্মের উত্তম জনম,
উত্তম হ'তে হয়েছিস্ উত্তম ।
কাজে যদি হইস্ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,
নইলে যা'বি অধমাদম তায় ॥
ভাল কার্যে দিয়ে ইতি, মন্দকার্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি ক্ষতি, কে শিখ'ল এমন রীতি,
নাহি রে তোর অব্যাহতি,
রাজমোহনের ঘটলো বিবম দায় ॥

ভালা—কাওয়ালী ।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিল ।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি ॥
যে কালে ধরিয়ে কালে, কি করিবি সেই কালে,
একেকালে কালের হাতে ঠেকালি,
কালের কাল মহাকাশী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপনা দোষে আপনা কপাল খালি ॥
যখন দেহ অবশ হ'বে, বুকে পিঠে থিল দিবে,
শব্দ বদ্ধ হ'য়ে চক্ষু ঘুরাবি হাফাকার কত কর্বি,
যম-যাতনায় জলে মরবি,
তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী ॥
বলে রাজমোহন, তোর বত ধম পরিবার,
কেহ নয় কার সময়ের সকলি ;
না বুঝিলি মায়ার তুলি,
কেন আ'লি কেন গেলি,
না চিনিলা অভ্যন্তর বন্ধ কাণী ॥

ভালা—কাওয়ালী ।

দিন যায় মন তাই তারনা,
ভাব কিসে হবে সত্যকথা ।
এক টাকার লাকটাকা পেলে,
তবু পাকাতলার নিরুত্তি হয় না ।
হওয়ার মধ্যে হয় না সত্য,
ভাল যত্নে কেমন রাখা যায় ॥

একতালি দালান না হইতে ডে-মহলার বিবেচনা

বুঝি সঙ্গার রাজা হ'লে,
তবু মনের সাধ মিটে না ॥
বেগ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই,
ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা ।
জাবার পরকে ঠেকাই কঁাকি করে,
আপনে ঠেকার কুঁদ দেখি না ॥
দানে ধানে ভক্তি জ্ঞানে,
জেনে শুনে মতি যায় না ।
যায় পরের ক্ষতি পরের-নিম্মায়,
পরের নারীর কুল রাখে না ॥
রাজমোহন কয় সংসারীতে,
সত্য কথার লেশ থাকে না,
দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হ'ল না ॥

প্রসাদী হর-ধররা ।

হৃৎ দিতে আর কম দিলি না ।
গেল হৃৎ হৃৎ জনম গো মা ॥
হৃৎখের বোঝা ব'য়ে মরি দেখেও তাই ধরি স্ন না মা
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা ॥
অন্তে হৃৎ করে হৃৎ পায়,
আমি পেলেম হৃৎ হৃৎ মা ।
আমার পায়ের কাশা মাথার উঠে,
মাথার ধানে পা ভিজে মা ॥
তুচ্ছ ধনের কাদাল ক'রে,
দেশ বিদেশে ঘুরা'স গো মা ।
হেগে না পোঁচে যে, মন্দ কয় সে,
উত্তর দিতে পেরেও দেই না ॥
রোপের শোকের হৃৎখের কথা,
শুনলে হাসবে শত্রুপণ মা ।
ভয়ে হাসি ঢঙ্কি মিথ্যা বলি,
হৃৎ গিয়ে হৃৎ ঢাকি গো মা ॥
হুলায় শরায় মশাতে ধায়,
হাত পা লাড়িমু আসে না ।
তখন হৃৎখের কথা বলে উঠে,
হৃৎখের কদে বুঝ আসে না ॥

আমার তাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না,
ব্যঞ্জন মিলে জাত যটে না ।
আবার কাপড় হয় ত বেড় আসে না,
একখান হয় ত আর খান হয় না ॥
রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈ,
কারেও সর্ব-পূর দেখলেম না ।
মা তোর সাথে কি কাণী কাটনী,
কালকুটনী নম রেখেছি মা ॥

প্রসাদী হর-ধররা ।

বলে রাধি সকলকে,
যখন প্রাণ যায়, যে থাকেন নিকট,
কাণী-নাম হৃৎবেন ডেকে ।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কাণী-নামাবলী গিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল,
ঠেকে থাকবে পাষণ-বুকে ।
শাশানিতে যে পর্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে
দিবেন কাণী-বল কাণী-বল
কাণী-ধ্বনি বাঁকে বাঁকে ।
যদি কেহ নাহি থাকেন, কাণী থাকবেন বলি তাঁকে
বলবেন কাণী দোহাই কাণী,
কাণীর সাক্ষী হ'ন কালিকে ।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী,
ভেঙ্গে গেছে যেটে দেখে ।
ছিল কাণা অষ্টকড়া সম্বল,
হারিয়েছে বিষয়-পাকে ।
রাজমোহন বিজে কয়,
মনের ভ্রমে এল অঙ্গ ঝুঁকে ;
এবার ডেকে লও মন কাণী মাকে,
আসুবি না আর ভবে ঠেকে ।
ভবে আসুবি না আর ধুলেম টুকে ॥

গুহবী—একতালি ।

দিন যায় দীনডায়, জাক্সা মন তার,
কর না তার উপায় ।
দিনের দিন হয় তবু দীন কণ,
কবে হ'বে আর এ বীনের দিন,
মানে না দিল কণ শরৎ প্রবীণ, কবে দিনে যায়

পরিবারের প্রতি সলা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন,
কব কায় হায় হায় ॥

লালন সাই।

ইনি লালন ফকির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার
বাংলাহান নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী স্থানে।
ইহার রচিত দেহভক্ত-বিষয়ক গানগুলি অতি সুমধুর
এবং ভক্তিভাবপরিপূর্ণ।

বাউলের স্বর—

দেখনা মন বকুয়ারি এ দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপনা ধরা কি মজা উড়ালে ফকিরী ॥
বড় দরদের ভাই বজুজনা,
পরে সাথের সাথী কেউ হবেনা, মন তোমারী।
আবার একা পথে খালি হাতে,
বিদায় করে দেবে তোরি সেই দিনে ॥
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা
রেখ স্মরণ বরাবরি।
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন
ওরে কখন হাতে দেবে ডুরি ॥ মন তোমারে।
বড় আশার বাসা এ স্বর,
কোথায় পড়ে রবে তোমার ঠিক নাই তারি।
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো,
তুই করিস রে কার এস্তাজারি ভেড়ো তুই ॥

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আশিনগর
এক পরশি বসত করে ॥
ওরে আম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
কিনারা নাই তরঙ্গী পারে; মনে করি,
দেখব তারি, আমি কেমনে সেখা যাই রে ॥
আমি বলব কি পরশির কথা, ও তার
হস্ত পদ স্বক্স মাথা নাই রে,
সে কপেক থাকে শূণ্যের উপরে,
আবার কপেক ডাসে নীয়ে ॥

পরশি যদি আমার হত, তবে ধমঝাউনা
সকল যেত দূরে, আবার সে আর লালন
একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

কেশব সাই।

ইহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।
ইহার বচিত দেহভক্ত-গানগুলি অতি মধুর এবং
আদরনীয়।

বাউলের স্বর—ধেম্‌টা।

ও গো সখি তোরা কি তাই পারবি,
ও যে বড় কঠিন পিরীতি,
শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি ॥
সে যে তুফানের উপর তুফান রে,
শেষে জ্বালায় জ্বলে মরবি ॥
সে যে আগে হৃৎ-মারো সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাৰি, শেষে আঁচল টেনে মরবি।
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে,
দেখ চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না,
কেবল তার চাতুরী ॥

বাউলের স্বর—ধেম্‌টা।

বরের মধ্যে স্বর বেঁধেছ মনমতি-মনোহরা।
জায়গা হয় না স্বরের মধ্যে থাকে না স্বর ছাড়া ॥
মল্লুক জোড়া স্বর বেঁধেছে গো, স্বরামি এক ছোঁড়া।
মল্লুক জোড়া স্বর বেঁধেছে, শুধুই চরণের বেড়া।
বাহার গলি তিল্লার বাজার গো,
স্বরের মধ্যে রুহ পোরা,
মঠকাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
স্বরে কেবা বুঝায়, কেবা জাগে গো,
স্বরে কে দিচ্ছে পাহারা। ॥
তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে থাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে,
স্বরে বাস করা হ'ল সারা ॥

রাস কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

পূর্ব বঙ্গের গৌরী, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান লেখক, সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকুর গ্রামে ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁার পিতার নাম ৮ শিবনাথ ঘোষ। বঙ্গ জ্বলীন কারখণের মধ্যে ইহঁারা উচ্চপদাধিকার। রায় বাহাদুর বাল্যকালে বড়ই ধৈর্যবান ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় পারদা ভাষার 'বন্ধু নাম, বন্ধু' এবং প্রতিবাদের পঠ্য তঁহার কঠর ছিল। ষষ্ঠ বৎসর বয়সে কলাপের শব্দরূপ ও চতুঃষষ্টি পাঠ করেন। বরিশালের মিশনারী বিদ্যালয়ে ও পরে ঢাকা-কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা পড়িয়া, উপযুক্ত পণ্ডিতে নিকট ইনি যুক্তগোণ বাকবর্ণ এবং রত্নবর্ণ, মেঘদূত ও ঐতি প্রভৃতি পণ্ডিতে আরম্ভ করেন। তের বৎসর বয়সের সময়, ঢাকা-কলেজের এক সভায় ছুইটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, রায় বাহাদুর বিশেষ প্রশংসাজনক হন। ইহঁার পর কয়েক বৎসর কাল, প্রতিদিন চৌক-পনের ষট্টা নিয়মিতরূপে পাঠ্যভাষে রত হন। এই সময়, ই রাজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইহঁার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। ২২ বৎসর বয়সের সময় ইনি ঢাকা ছোট-আদালতের 'ক্লার্ক' পদে এবং ১২৮০ সালের কাঙ্ক্ষন সালে ৩০ বৎসর বয়সে ঢাকা-ডায়েরী স্টেটের প্রধান ম্যানেজারের পদে নিযুক্তি পান। ২৬ বৎসর কাল শেখোক্ত কর্তব্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, তিন বৎসর স্থল, সেই কার্যে হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। রায় বাহাদুর সুবক্তা, মূললেখক, সুশিক্ষিত এবং বিবিধ সঙ্গুণ্যবান। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী এবং ইংরেজী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় রায় বাহাদুরের বিশেষ অধিকার। কি ই রাজীতে' কি বাঙ্গালাতে, তাঁহার বক্তৃতা দিনিই শুনিয়াছেন, তিশিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার 'প্রভাত-চিন্তা' 'নিভৃতচিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় উজ্জল রত। স্বর্ণগড়া মহারাজী ত্রিষ্টোত্রিয়ার ভায়মণ্ডলবিলা জন্মে'স্বৰ্ণ উপলক্ষে ইহঁার বহু ভবের পুরস্কার স্বরূপ পবনমেট হইতে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহঁার অনেক লক্ষ্য পূর্ববঙ্গে যথার্থ আদরীয়।

ভগবান—খয়রা।

প্রাতঃ সময়, ৩ গগরে ছন্দ,

স্বর রে জগ-তারণে।

চেয়ে দেখ নিশী যায় যায় যায়,

সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রাণ,

কলিছে নব নীল-নীরব দেখে মিল্লগনে ॥

এই ছিল বিধ নিস্তর নীরব,

নিদ্রাগত প্রাণী বিহীন মানব,

জীব-কোলাহল আগ্রহ অই শুন,

উঠিল পুন ভুবনে।

বাহার প্রসাদে লভিলে জীবন,

বাস্তব-রূপাবে মেলিলে নয়ন,

প্রেমমুগ্ধি তাঁর হায় রে এখন,

হের না কেন নয়নে ?

পুঙ্খকৃত পাপ পাইবে বিনাশ,

পরিভূত হবে আশার গিয়াস,

মনস্ত-মরস প্রফুল্লমানসে,

সঁপরে তাঁর চরণে ॥

কাকি—একতাল।

উর গো বাণি বোণাপানি,

উর গো কল্প-কাননে।

উর গো বঙ্গ-বিনোদি আজ,

বঁণার মধুর নিঃসনে ॥

আছে নেহ, তাহে নাহি প্রাণ,

না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান,

প্রাণময়ী কর প্রাণ দান, পীযুষ-শক্তি সিকনে।

আছে আশি নাহি দেখি তার,

জীবিত কিনা মৃত, হায় কি দায়,

চীয়েন জীবনী নেও মাতঃ,

ভাড়িত ভেজ—ফুরণে ॥

ভরসী—ধরসী।

পূর্ণ পরম প্রাণ-অধীশ, এস হে হৃদি-কন্দরে।

অগম অচিন্ত্য অত্ৰবিহীন,

অগজনারায়ণ অগত-জীবন,

পরাত্পর প্রভু প্রেম-জলধি, প্রকাশ করুণা করে।

বিধাতা সবার স্বরভূ কারণ,

কৃপাকল্পতরু ত্রিলোক-পালন,

বিত্ত বিবেক স্বরূপ, বিরাজিত গিরিসাগরে ॥

ত্বাৰ্ত্তসাধক-চিত্তরঞ্জন,

সাধনের ধন বিশদ-ভঞ্জন,

নিত্য-নিরঞ্জন, শান্তিনিকেতন,

স্বরণে শোক হৃৎ হরে।

ওহে অবিনাশি ভব-মুগ্ধাধার,

বা কিছু সকলি প্রসাদ তোমার,

যেহা তার অবজ্ঞাধরে, দিনযামিনী নিব রে।

পিতা তুমি মাতা দীন-শরণ,

পতি তুমি অস্ত্রে অধিল-ভারণ,

পাপস্ফিটোচল, তাপ-বিনাশন,

বিতরে কৃপা কাতরে ॥

বিভাব—আড়াঠেকা।

তবু কে জানে তোমার, হে অগ্নিধান।

চিন্তার অচিন্ত্য তুমি, অগতের প্রাণ ॥

শক্তির মূল-নিলয়, নির্ভল-ভুবনাশ্রয়,

সিরাগ্নয় নিরাধার, নিত্য বর্তমান।

গুণে গিরিশে-রে, অতলম্পর্শ সাগরে,

সর্বত্র হে বিবময়, তব অধিষ্ঠান ॥

পরমাত্ম-কারণ, পূর্ণানন্দনিকেতন,

শান্তির অমৃতসিন্ধু, শাশ্বতকল্যাণ।

সৌভাগ্য বর্ণ-সম্পদ, সকলি তোমার পদ,

করুণা তোমার প্রভো! কৈবল্যসোপান ॥

বিভাল—আড়া ঠেকা।

নিশায় বসন্ত রহে, এ সৃষ্টি তাঁহার।

এক প্রেম-সুত্রে গাঁথা, নিবিল সংসার ॥

জীৱ এ বিশ্ব সাক্ষাৎ, তাঁর এই কার্যকার্য,

অমৃত-সিন্ধু হৃদি, সর্বমুগ্ধাধার।

যেমন ওড়জগত, তেমনই জীব-জগত,

সর্বত্র সমান সদা সৃষ্টি বিধাতার ॥

বা কিছু হেঁয় নয়নে, বাহ্য সবাই তাঁর সনে,

সেই সত্য সত্যজন, জীবন সবার।

মায়া জ্ঞান ত্যজ মন, ভুবন ভাব আপন,

তাঁহার মেহ-সম্বন্ধে, সকলি তোমার ॥

ভৈরবী—৭৭।

প্রভাতি গাইছে বিপিনে পাখী,

প্রভাত-প্রবেশে ঢালিয়া প্রাণ।

পাখী যার প্রেম-গুণে ॥

নাম গুণ গাওরে তাঁ'র।

যার রূপ নিখি: ভুবন,

তাঁহার জরে মেল রে আঁখি ॥

ভৈরবী—৭৭।

কাতরে করুণা করহে নাথ।

পড়ে র'ল অধম তোমার হারে।

তাপস-সম্পদ ঐ পদ, নাও মম হৃদিপঙ্কজে।

বহদিন আছি যে আশায়,

কর নাথ সে আশ-পূরণ ॥

ললিত—আড়া।

ওহে কলনার নিধি, আমি না তুমি কেমন।

রচনা নিরখি তব, কিরাতে নাহি নন্দন ॥

কি সজনে কিবিজনে গ্রাম নগর কাননে,

বিরাজিত বধা বাই, তোমার প্রেম-আলন ॥

ভ্রামল বিন্দু গগন, মোহন মৃগ-লাহন,

নব-নীল কাঞ্চিনী, করিছে তব কীৰ্ত্তন।

উর্দ্ধে এতরাচর, দেহ তব পরিচয়,

গায় তোমা বনে বনে, বন-বিহঙ্গমগণ ॥

শিশুর সরল হাসি, কুহ্মিত রূপ-রাশি,

সাদুব হৃদয়-হৃদা' সকলি তব হৃদয়।

মাতার মেহ-মুরতি, সত্যের শব্দিত্রীতি,

অভিগীত তোমারি হে, জীব-জগত রঞ্জন ॥

ললিত—আড়া ।

দুঃখী বলে নয়ান, বারেক কি চাহিবে না ।
কি ছিলেম কি হয়েছি, দেখেও কি দেখিবে না ॥
নেহাম্পদ ছিল যত, কাল-বশে সব গত,
হত মন পাশ-পাশ, তথাপিও ছাড়িল না ।
আয়ু বল বৃদ্ধি কৌণ, হইতেছে দিনদিন,
বিষয়-বস-লালসা, তথাপিও হুঁচিল না ।
দশদিগ অন্ধকার, হৃদে সদা হাহাকার,
প্রবোধ কিছুতে নাথ, মনেত মম মানে না ।

বিস্মিট-বাখা—একতাল।

ভগবৎ-কর্ণধার, পায় কর কাড়রে ।
ওহে প্রভো, কুলে বাস, কান্দি আমি মিথ্যে নিশী
কেন্দ্রে কণ্ঠ রুদ্ধ মোর, নাও করুণা ক'রে ॥
অকুল ভব-পাখা, উপায় না দেখি আর,
গভীর-তরঙ্গরবে, ভয়ে ছবি বিদরে ।
সম্মল কিছুই নাই, পরিত্রাহি ডাকি তাই,
নাও ত্রিচরণ-ভেলা, হেলায়ে বাই ত'রে ॥

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়া ।

উথলে ছন্দর যার নাম গানে, রে মন ।
কুখা কি ভাব রে আর, ভুল রে ভব-সংসার,
শুন তাঁর নামগুণ, এক-মনে এক-তানে ॥
অস্থিতে অস্থিতে নাম, লিখ হবে পূর্বকাম,
সীতল হবে হৃদয়, ঐ নাম-সীমন্ত-পানে ॥ *

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়া ।

সংসার-বাড়না আর ত সহ্য না, প্রাণে ।
যে দিকে ভ্রমরে আঁখি, তাহাই নীরস দেখি,
বিনা সে অমৃত-ধনে, প্রাণ ত আর বাঁচে না ।
হৃদে দুখ-দাবানল, নয়নে নির্ঝরে জল,
কিছুতেই দম মন, তপ্তি ত আর মানে না । *

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়া ।

জীবনে মরণে কে আছে আমার আর ।
জনম-গ্রহণ-কালে, কোলে ক'রে লয়ে ছিলে,
মরণে চরণ-দানে, নিয়ে যেয়ো ভব-পার ॥
এই মিনতি করি পলে, রেখো বিপদে সম্পদে,
চির দিন রেখো দীনে, পদ-কল্পলে তোমার ॥ *

প্রসাদী হর—একতাল।

আমায় মেও মা চরণ-ভরী ।
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি ॥
সাহস ক'রে আপন জোরে,
ভব-মীরে ধলম পারি ।
এখন তরঙ্গতে বাই মা ভেসে,
কুল-কিমারা নাহি হেরি ॥
শুনেছি মা সাধুমুখে, বিষুখ নাহি হর ভিখারী ।
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
ভুল লও মা কোলে করি ॥

রামপ্রসাদী হর—একতাল।

(আমি) রোলেম তোমার নামে পড়ে ।
এখন যা কর মা কৃপা করে ॥
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে পেছে তরে ।

যাব অনায়াসে চরণ-পাশে,
আমিও ঐ নামের জোরে ॥
হৃদি-ফুলের পত্রে পত্রে,
লিখব ঐ নাম ভক্তিভরে ।
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে,
ভবের চিন্তা যাবে দূরে ॥

প্রসাদী হর—একতাল।

দীনের দিন কি এমনি বাবে ।
ও মা, দুঃখী কি কেউ নাই কো ভবে ?
অকুল-জলধিজলে, সিরাজয়ে বাই মা ডুবে ।
তুমি কৃপাময়ী নাম ধরিয়ে,
এখনও কি না হেরিবে ।

সদী সাধা ছিল যারা, ত'রে তারা কেল হবে,
(মাগো) আমার অন্তরে এই কি ছিল,
অবশেষে এই হইবে ।

যবে—চোঁতাল ।

যে পুণ্যমঙ্গল ! যে পুণ্যমঙ্গল !
মহিমা তোমার দেব । ভাঙিছে চন্দ্র স্বরজে ।
গগনে গিরি পাথারে, খেলই তব প্রতাপ,
মঙ্গল-নিধান তুমি, নাশ বিধ অমঙ্গল ॥

বারোয়া—চুংরী ।

গাও রে তাঁহার ।

শৌভল হইবে অঙ্গ ঘূচিবে বিকার ॥
যে নাম তাপস ঋষি, অপিতেছে অহর্নিশি,
লও সে অমৃত নাম, ত্রৈলোক্যের সার ॥

মূলতান—একতাল ।

মিলেম পরণ চরণে ।

একবার হের হে অধমে, কৃপা-নয়নে ॥
জননী জঠরে জননীর স্তায়,
রেখেছিলে যবে ছিলেম জড়-প্রায়,
এই ভিক্ষা চাই, দেখা যেন পাই,
দীন-নাথ, মরণে ॥
যোগাসনে যোগী ধ্যায়িয়ে তোমার,
মুগ্ধাভেও তব ভক্ত নাহি পায়,
হায় রে কেমনে, এই পাপ মনে,
পাই তোমা মননে ।
ভেবে-চিন্তে তাই করিয়াছি সার,
পড়ে রব প্রভো নামেতে তোমার,
দরা দরায় হই বা না হয়, পাব নাম বদনে ॥
কণ্ড আশা ছিল ভজিব তোমার,
দিন মম গেল আশায় আশার,
এখন স্মরি সেই কথা, মর্মে পাই ব্যথা,
সাধ নাহি পূরিলে ॥
সাধনা যেন করিছে তোমার,
কর তবে কিছু নাহিক ত্রাহার,
আবার সম্মল ঐ চরণ, হে ভবভারণ,
ভাব্যক-ভরণে ॥

মূলতান—একতাল ।

আর কে আছে সংসারে ।

চতুর্দিকে নাথ ঘোর অন্ধকার,
চিত ভয়ে নাহি স্থির রহে আর,
তীষণ হিলোলে পড়ে প্রাণ বলে,
রাখ প্রভো কাতরে ॥
উদ্ধার হে দোনে দীন-দরায়,
উদ্ধার হে আর নাহিক সমর,
তরঙ্গগর্জনে, শঙ্কা পাই মনে,
ভেসে যাই তব-পাথারে ।
নরাধম বলে করিও না হেলা,
দরায় ঘোরে দাও ত্রীচরণ-ভেলা,
পাপী ডুবে গেলে, বল কোন্ কালে,
কে ডাকিবে তোমারে ।

জঙ্গলা—ধরয় ।

দেব, কে জানে তোমারে ?
অনাদি অনন্ত, চিন্তার অতীত,
তুলনা নাহি সংসারে ॥
গুলিময় দেহে দিগ্ধে প্রাণ,
গুলির মনুষ্যে অচিন্ত্য জ্ঞান,
কে করিতে পারে তোমার ধ্যান,
বর্ণিতে তোমারে কে পারে ?

স্বরট-মল্লার—একতাল ।

প্রভো কৃপা কর কুসন্তানে ।

চুংখার্গবে আর, দেখি না নিস্তার,
বলনা সবে না প্রাণে ॥

নিজ কর্ম-পোষে, কলুষ-অঙ্গনে,
বাঁপ দিয়ে আমি, মরিতেছি অঙ্গে,
তমু অর্জরিত, প্রাণ কর্তগত,
উপায় নাহি তোমা বিনে ॥

বিষ-দাব-দাহে, 'দেহে মম মর্শ',
ধর্মও আমার, হা নাথ অধর্ম,
পুণ্য মম পাপ, সত্যোব সত্যপ, ॥
কি করিবে বুদ্ধি জ্ঞানে ।

(ওহে) প্রাণসার মিথ্যা মনুষ-বচনে,
তুষ্টি কি হে প্রভো, মানে আর মনে,
হলো চার-বার প্রাণ আমার

ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়াছে বল,
নির্ভর না-আর, নয়নের জল,
অশ্রুত এখন, করিতে যোজন,
দয়াময় তব হৃদয়ে ।

মৃত-সঞ্জীবনী, করুণা তোমার,
জীবন্ত নাথ, আমি দুঃখচার,
অধম-শূরণ, রাখ হে জীবন,

চরণ-অমৃত-দানে ॥

স্বরট-মল্লার—একতালা ।

কেন করি মন বুঝা ভয় ।

তব-কর্ণধার, করিবেন উদ্ধার,
কি জ্বাছে, এতে সংশয় ॥
দূর যার ভয়, বাহার স্মরণে,
কি ভয় আছে রে, তাঁহার ভয়নে,
করায় তাঁহার, নাহি নাহি পার,

জেনে রে হির-নিশ্চয় ॥

স্বর্ঘ যদি সৌর, অগত হইতে,
কলত্র হ'রে, পড়ে অবনীতে,
নিতে চল তারা, চূর্ণ হয় ধরা,
চিহ্নমাত্র নাহি রয় ।

ভাষাপিও পাখী, পাবে পরিত্রাণ,
প্রতিভু আপনি, করুণা-নিধান,
পদ-ভরিদানে, পতিত সন্তানে,

রাখিবেন প্রেমময় ॥

আশারথে হৃদে, করি আরোহণ,
ক্রমে উর্দ্ধ মুখে, কর রে গমন,
যদি সৈব-দোবে, পড়ে বাও খসে,
দিবেন তিনি আশ্রয় ।

জয়-অপদীপ-বসি ক'রো মুখে,
বাধা বিদ্য নাহি, রহিবে সমুখে,
তাঁরি কৃপাফলে, মন অবহেলে,
লজিবে শান্তি-নিলয় ॥ *

কবুত—আড়া ।

কোথা ছুঁনি হ'লে হীনধরণ ।

কোথা হে বিন-ধরণ ।

তোমার বিরহে, স্বীয়ার অগত,
স্বীয়ার হৃদয়, কোথা ছুঁনি ॥

নয়নের মিথি, জীবনের জীবন,
হারা হিলে তোমারে হে,
বৈদে-আর কি কল ।
তোমারি হে আমি, তুমি আমার,
ছায়া-সম্বল, কোথা ছুঁনি ॥

কবুত—আড়া ।

রাখ নাথ রাখ পদকমলে ; রাখ হে পদকমলে ।
পতিহীন আমি পতিত-পাবন,
রাখ হে আমারে দীন বলে ॥
সহেনা সহে না পাপের বাতলা,
কারে ডাকি কোথা বাব, করে হৃৎ কব,
পাপ-নাশন তুমি, মরি তোমারে,
রাখহে রাখহে এ কাকালে ॥

আড়ানা বাহার—ঠেকা ।

কমলে বল মন, করিবে মোক্ষ-সাধন ।
মোক্ষপদ্ম হৃদয়-আশ্রয়-সংকলন ॥
নয়নের নিরুত্তর, রসনার নীরসতা,
নীরস প্রাণের তব সিন্ধুত লাঞ্ছন ॥
যেই অবসর পাও, পর-চিত্তে ক্রেশ নাও,
ভুলেও না কর কার' হৃদয়-রঞ্জন ।
স্বার্থের হয়েছ দাস, পাপেই সবা পিয়ার,
জীবন তোমার হার, পরের পীড়ন ॥

কবুত—আড়া ।

অভিমনে ক্ষীণ-হরে, রে-কপিল-অন মন ।
ভয়েও না করিলে-রে পরচিত্ত-বিস্ময়ন ॥
হৃদয়ের বর্প করে, মুক্তি স্থাপন-বারে,
নিবিল-ভুবন-স্বামী-নেপ-ভয়ে-আলিঙ্গন ॥

নাহান—চিমে-মেহানা ।

কলনার বর্প পক্ষে করি আরোহণ ।
নিরন্তর ভ্রম মন ভুবন-কালন ॥
গভীর সাগরজলে কিংবা গিরি-শীর্ষমূলে,
তাঁরে স্মরি বধা ইচ্ছা কর বিচরণ ।
মহিমা অতুল যার, যিনি বিশ্বমুখাধার,
নিরখি সর্বত্র তাঁরে ভুজবে মরণ ॥

আলাইদা-খানজ—একতাল।

প্রভো দয়াময় !

আমার পায় কর বে, বেলা হল অবসান ।
আমার আশু-স্বর্থ হার, অন্ত হার হার,
এখন অন্ধকার দেখে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ ॥
(পাশে) তাপে কলবর, হয়েছে জর্জর,
হাতনা ও আর সহ না নাথ ;
আমি আশাবিত হ'য়ে, আছি পথ চেয়ে,
আমায় রূপা করে তরায় কর পরিভ্রাণ ॥ *

কল্যাণ—ধরর।

দিলেম তোমার নামে সাঁতার ।
কর বা না কর অথমে পার ॥
তব নামে হার, যদি প্রাণ হার,
হেলার ওরিব ভবপাথর ॥
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে,
অন্তল অকূল জলে ডুবিলে ;—
তাসিরা উঠিব পুন তব কোলে,
রবে না রবে না হুখ আমার ॥

কল্যাণ—ধরর।

তোমার করুণা করি স্মরণ ।
স্পন্দহীন হর হরর মন ।
নিরাশ্রয় ব'লে, কোলে লয় তুলে,
ত্রিভুবনে আর নাহি এমন ॥
তোমা হ'তে নাথ এ দেখে প্রাণ,
তোমা হ'তে সবিত্ত পা-নিধান ;
তুলেছি তোমারে অবোধ সন্তান,
তুলিতে পার না তুমি কখন ॥

মদোহরশাহী—তোতা।

কার কাছে বাব বল, ওহে অনাধার !
আমার আর কেহ নাই,
এ সংসারে, জীবনের জীবন ॥
কোথায় নাথ, তোমার ছেড়ে, করিব গমন ।
কবে করিবাব, কে জানিবে, কে আছে এমন ॥
হাসীর ললন নাথ, তোমার ঐ চরণ ।
স্বপ্নে মদোহরশাহী, কই রে জাহ্নবী, নাথ দরশন ॥

রূপায় নিধান তুমি, করেছি ভ্রবণ ।

একবার রূপা করে, চাও হে ফিরে, অধম-জরণ ॥

পুরবী—আড়া।

বিভাবরী বিরাজিছে উন্নালি তারানয়ন ।
চক্ষু চন্দ্রাধরে যেন হাসিছে মধুরানন ॥
অমৃত চন্দ্রের চ্যোতি, লাজই হাঁহুর ভাতি,
মৌদর্দা-সলিলে তাঁর, ভাস রে আমার মন ॥

পুরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সম-স্বরে ডাক সেই পরাংপরে ।
ডাক তাঁরে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁরে প্রাণ-ত্তরে ॥
হুখ-সঙ্কাসমাগমে, ডোব মন সেই নামে,
বাজিছে যে নাম-ধ্বনি, গগনে গিরিকন্দরে ।
সবে মিলে প্রাণ খুলে, ভজ রে শুক্লবৎসলে,
ভজনা হইছে হার, নিখিল বিশ্বমন্দিরে ॥

পুরবী—আড়া।

এস হে ছদ্মবে নাথ, এস দাসে দয়া কর ।
ডাকে তোমার দীন হুখী, হরি হে কাজল-স্বরে ॥
গাতীর প্রার্থনামধনি, প্রতো চতুর্দিকে শুনি,
পাশাণ-ছদয় মোর, আকুল তোমার তরে ॥

গৌরী—তোতালা।

কে নিবারে দীনের হুখ ভব-সংসারে ।
বিনা সেই কাদাল-শরণ দয়াল,
অসমরে হুখীয়ে কে আর নিস্তারে ।
রোগ শোক সভাপে পাতক-বিপাকে,
বিনা দীনতারণ কে আর আছে হে ॥

গৌরী—তোতালা।

অবসান হল দিল দেখ রে নয়নে ।
ভয়োজালে বেরিল জীবন-তপনে,
দয়া করি ডাক রে অধম-জরণে ॥
যিনি এক বাক্যে জীবনে মরণে,
সব ন'পে নাও রে উদ্বাহ-জলে ॥

ধোঁয়ী—তেতলা ।

সঁপিলাম প্রাণ মন সকলি তেমাতে ।
ওপ গ্রপ সাধন কিছুই জানি না,
জানি মাত্র পাণীয় তরঙ্গ চরণ ॥
নিজ গুণে তার ভজন-বিহীন,
কৃপা ভব গ্রাইবে নিখিল সংসার ॥

বাগেই—আড়াঠেকা ।

লুৎলালে কোথায় তুমি করুণানিলয় ।
বারেক দর্শন-দানে জুড়াও হৃদয় ॥
প্রভো কি বলিব আমি, প্রাণাধিক ধন তুমি,
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ, ওহে দয়াময় ॥
হায় কি হল আমার, কেন হেরি অককার,
দেখিতে পাই না তোমা, তুমি বিধময় ।
ঐচরণ কিনে মম, জীবন মরণ মম,
পাইলে তোমারে আর, মৃত্যুতে কি ভং ॥

বাগেই—আড়া ।

হায় রে তার কাঁজালে গ্রামল গগন ।
কি মনোমোহিনী শোভা ক'রেছে ধারণ ॥
চাক চক্রাভূপে যেন, ঝলঝলছে পুনঃপুনঃ,
কাঞ্চন-চূর্ণ-মণ্ডিত হীরা-অগণন ॥
অপে অপে নিভে বর, অপে ফিরে দীপ্তি পায়,
নিরখি কিরাতে আর না পারি নয়ন ।
বজ্রনা এমন হীর, তব্ব কোথা পাব তাঁর,
জানি না দেখিলে তাঁরে কি করিত মন ॥*

বেহাগ—ঠেকা ।

সাধ হয় চলে বাই নিবিড় কাননে ।
কিৎবা পুড়ে থাকি কোন তটনীগলিনে ॥
মল্লযের সহবাসে, মন নাহি তৃপ্তি বাসে,
বাসনা-করিশে বাঁস, তর লতা সনে ॥
কঠোর-কলহ-রবে, ক্রোধি না পীড়িত হবে,
জ্বলরে না ব্যথা পাখে, বিন্দারি লক্ষনে ।
কল মল আহারিব, দুর্কীদলে পড়ে রব,
মল্লাধির মন-হবে, বিধব-বধে ॥
একটি সুখী হইবে, কোন কিছা না হইবে,
নিরখিব চিত্র-পাখী, নিরজ সারস ॥

পাব হরিনাম-পান, নামে জুড়াইব প্রাণ,
পাসবি শোক-চুখ, তাঁহার মিলনে ॥ *

বেহাগ—আড়া ।

গভীর নিশীথে কেন আগিলি রে মন ।
কেন এত আকুলিত এত উটান ॥
জননী নিদ্রার কোলে, দেহ মন সঁপেছিলে,
অকস্মাৎ কি ভাবিলে, মেলিলে নয়ন ॥
চোরে দেখে অগজ্জন, মৃত-প্রায় অচেতন,
প্রকৃতিও সমাহিত, নাহিক স্পন্দন ।
জীবন-তরঙ্গ-রব, গাঢ় নিস্তম্বিত সব,
জাগ্রত অগত-পুরে, মাত্র একজন ॥
যদি তাঁর কৃপাবলে, স্বেদ গভীর কালে,
যোগজন-স্পৃহণীর পাইলে চেতন ।
ডুব তাঁর ধ্যানে মন, স্বাপ ছাড়ি ঐচরণ,
জগন্ময় জপি চিন্তে জুড়াও জীবন ॥

ভরগৌ—ধররা ।

তার হে কীন-বদ্ধ দয়াল তাপিত জন-তারণ ।
এই যে দেখিছি হৃদয় ভূবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হল, ফুটিল বিশ্ব,
অয় দেব ভব-কারণ ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন,
স্থখের সলিলে করে সত্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ,
অয় দেব অণু-জীবন ॥
নিশীতে দিবসে তোমার গুণ,
গায় চন্দ্র ভাসা ওপন পবন,
গায় হে তোমারে অলম্বজাল,
অয় দেব দুখ-নাশন ।
ভরাইতে পাণী বিনা ঐচরণ,
কি আছে হে আর হে ভয় হরণ,
ডুবে পাপার্ঘ্যে ডাকি হে তোমা,
অয় দেব জীব-পাবন ॥ *

বিহাগ—আড়া ।

অখা—কি পাপক অণু চিন্তি পাপ
একটি সুখী হইবে, কোন কিছা না হইবে ॥

সুখাংগুৰণনা নিশি, হাসিছে বিরস হাসি,
নিভু-নিভু জলে তারা, বিবৰ্ণ লজ্জায় ।
আগে না ক এক প্রাণী, চেতনাহীন অবনী,
নীরব বিহঙ্গকণ্ঠ, নিদ্রিত কুলায় ॥
নিবাত-দোপের মত, স্তম্ভিত হেরি জনহ,
জানি না হৃৎ হৃৎগা গিয়েছে কোথায় ।
চিত্তার হিন্নোগে চিত্ত, নাহি হয় বিলোড়িত,
আপনা হইতে মন, তাঁর প্রতি ধায় ॥ *

বিভাষ—আড়া ।

শেঁকে কেন হা রে জলিছ হৃদয় ।
বল কে পাশ্চনিবাসে চির-দিন রয় ॥
যে পথে গিয়েছে যাবে, তুমিও সে পথে যাবে,
ভবের এ লীলা তব, নিত্যস্থায়ী নয় ।
সমুখে অনন্ত কাল, কণ্ডারী দীন-দয়াল,
জেনো সকলেরই এক চরম-নিলয় ॥
তাঁর পানে চেয়ে থাক, নিরন্তর ফাঁরে ডাক,
এক মনে কর তাঁর চরণ আশ্রয় ।
এ দাহ এই যন্ত্রণ, রহিবে না রহিবেনা,
পাইবে সবারে পুন, ক'র না সংশয় ॥ *

১৩৪বী—১৭ ।

কৃপানিঃ দীন কি পাবে না চরণ ।
ওহে তোমার দ্বারে প'ড়ে,
কাতলা ডাকে ঐ নাম ধ'রে,
দাও হে দেখা কৃপা ক'রে, অধম-শরণ ॥ *

১৩৫বী—চৈব-১৭ ।

দীন-নাথ হে কত আর ডাকিব তোমার
পাপানলে শোকানলে, নিশী দিন ছাদি জলে,
দাও এতো পদাশ্রিত, মরি পিপাসায় ॥ *

আড়না-বাহার—আড়া ।

কেন রে মৃত মন, মোহহতে হ'য়ে মগন ।
পাসহিলে ভবের সে বিপদ-তঙ্কন ॥
দায়-মগ করি পান, ভুলে গন্তব্য স্থান,
পাশ্চবাসে ক্রৌড়া-রসে, কঁটালে জীবন ॥
দমুখে দেশ-সাধার, অভল-স্পর্শ অপার,

ভাবিলে না একবার, যেতে হবে ত'র পা ।
খুঁলো খেলা নিয়ে ভাল, করিলে কর্তন ।

ভূপালী—একতাল ।

ডাকরে বিদ্ববিনাশনে সবে ।
গগন নিনাদি, গাইছে বাঁহারে,
বারিদ গস্তার রবে ।
গাও রে তাঁহারে রবে না সস্তাপ,
আপদ তরু পলাইবে ॥
হৃদয়ের তেমন সংসার-মাঝারে
নাহি ছিল নাহি হবে ।
ডাকরে তাঁহারে, হটবে নির্ভয়,
শোক হৃৎ নাহি রবে ॥

আড়না-বাহার—আড়া ।

খেলায় দিন যায়, হৃৎ কহিব কাহার ।
হারালি রে হত মন, তাঁহারে হেলায় ॥
খোর-বিষয়ীর মত, রয়েছ বিষয়ে রত,
বল না কি বিনিলে রে, ভবের মেলায় ॥
রে মন জীবন-রবি, ঐ দেখ মলিনহুবি
কহিবার বাহা আছে কর এবেলায় ।
পারে যদি যেতে চাও, ক্রৌড়াবস্ত ফেলে দাও,
ভক্তি লয়ে ভরা উঠ, চরণ-ভেলায় ॥

বারীয়া—কাওতালী ।

হেরি সবই অন্ধকার ।
খোর পিপাসা, না পুরিল আশা,
হৃদয় দহিছে আমার ।
তোমা বিহনে, না রহে জীবন,
প্রাণে সদা হাহাকার ॥

গান—চৌতাল ।

হে ভব-ভরণ, হে ভবভরণ !
অধম কৃপানলে, তার হে ভববর্ষণে ।
আজ্ঞে হুঁহির হয়ে,
ডাকি তোমার উত্তরায়ে,
দেখা দাও হে নিরাশ্রয়ে,
আমায় পারে নিতে হবে ॥

ললিত—আড়া।

জগত-বোহিনী উষা আগত অবনীতলে।
নয়ন মেলয়ে মন জয় জগদীশ বলে।
বীর স্নেহ-ময় কোলে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ছিলে
প্রণয়ন কর পদ, নমি তাঁর পদ-তলে।
কবি-জন-মনোহরা, সুন্দর শ্রীমঙ্গল ধর;
দিতে ছে অঙ্কলি দেখে, অশ্রু-নিক্ত-কুলদলে।
জড়তা ত্যক্ত ব্রহ্ম মন, শীঘ্র হও সচেতন,
নাম-জয় ধ্বনি শুনে, বাজিতেছে জলে স্থলে ॥*

সিদ্ধান্তবরী—আড়া।

নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে,—হে নাথ!
শত-চন্দ্রজ্যোতি জিনি, তোমার ঐ পাণ্ডুখানি,
স্থাপিয়ে ছদ্ম-পঙ্কজে, ঘোষাব নয়ন-নীরে।
ইচ্ছা হয় তব তরে, ভ্রমি দেশ-দেশান্তরে,
তোমার সমান আর, কে আছে বল সংসারে ॥*

সিদ্ধান্তবরী—আড়া।

হারারে তোমারে কি লয়ে রহিব?—হে নাথ!
অকূল ভব-পাথারে, কে রাখে বল দুঃখীরে,
কে আছে কাহার কাছে, মর্ষদুঃখ নিবেদিব?
যে নাহনে দহে মন, অন্তর্ধামী তুমি জান,
স্মারিতে বিদরে বুক, বল আর কি কহিব ॥

মূলভান—একতালা।

আর সহে না প্রাণে।

আমি বাঁচি না হে, আর করুণা বিনে ॥

এই দুঃখে নাথ জলি অনুক্ষণ,

কিছুতেই বশ না হইল মন,

(এখন) আপনার গুণে, কৃপাবিতরণে,

রাখ প্রভো সন্তানে।

(আমার) বহু চেষ্টা সব হয়েছে বিফল,

সাহস ভরসা গিয়াছে সকল,

(তুমি) গতিহীন ব'লে, একবার নয়ন তুলে,

হের নাথ এ দীনে।

দোহাই তোমার হে পাপ-নাশন,

পাপ-ব্যাদি মম কর বিনাশন,

(আমার) মন প্রাণ যেন, রহে চিরদিন,

বাঁধা তব চরণে ॥

মহা-হরসাহী—দোহা।

হারালেম তোমার হরি, আমি হার কি তুমার।
আমি খুয়ালেম অমূল্য নিধি, হার কি খেলার ॥
নয়ন থাকিতে আমি হলেম, অন্ধশ্রীর।
প্রভো! তোমারি বিশ্বমন্দিরে, দেখি না তোমার
আমি আপনি কুঠার দিলেম, আপনার পাশ।
এখন তোমা বিনে দয়াময় কি আছে উপায় ॥
আমি জীর্ণ শীর্ণ হলেম গুহে, পাপের জালায়।
(একবার) দাঁও হে দেখা,
দীন-সখা, নিলে প্রাণ যায় ॥

ধাৰ্য্য—মধ্যমান।

এ বিশ্ব সংসারমাঝে কে আছে তব সমান।
করুণা অতুল তব, গুহে করুণা-নিধান ॥
সম্পদ বুদ্ধি বৈভব, স্ত্রীপুত্র বন্ধু বান্ধব,
যা কিছু আমার আছে, সকলি তোমার দান ॥
তোমা হতে প্রাণ মন, তোমারি অগ্রে পণন।
তবু তোমার ভুলে আছি, হার আমি কি পাষণ ॥

বাগেশী—আড়া।

হা কীৰ্ত্তি মহাভাবিণি, কি তুলে তুলালে।
কি ছলনা খেলাইয়ে বিপদে আনিলে ॥
নিষ্ঠুর ব্যাধের মত, বিস্তারি বাস্তবশত,
মোহিয়ে মধুর রবে, বিপাকে ফেলিলে ॥
কারে আর দোষ দিব, কোথা দুঃখ প্রকাশিব,
ফলিল সকলি মম নিজ কর্মফলে ॥
দুর্ভাগ্য জীবন তার, ভেদ-জ্ঞান নাহি যার,
জনম-অন্ধের মত অমৃত-গরলে ॥

কবুত—আড়া।

স্মর মন স্মর ভয়-হরণে, স্মরয়ে ভয়-হরণে।

শ্রেয়-পূর্ণচিতে, দিবসে নিশিতে,

জীবন-শরণে স্মর মন।

ধাঁহ্যর স্মরণে, চির শান্তি পাবে,

পাপ শোক দূরে যাবে, যাবে মৃত্যুভয়;

একি ভাঙ্গি তব, পাসর তাঁহারে,

সকল সময়ে স্মর তাঁরে ॥

জংলা—ধর রা ।

ওহে কাতরশরণ ।

কলুষ-নাশন, করুণার সিদ্ধ, জগত-জন জীবন ॥

সংসার-ধাতনা সহে না আর,
চিত সদা বহে পাপের ভার,
শরণ হে নাথ লইব কার,
কর মম দুখ মোচন ॥

বারোয়া—হুংরী ।

হা রে, ডুবিল সংসার ।

তাজে শান্তিরসামুত বিসংবাদ সার ॥

যার ত্রীপদ-চিত্তন, ঘুচাবে ভব-বন্ধন,
রে জীব, কলহ কেন, নিয়ে নাম তাঁর ॥

যোগিনী—রাগতাল ।

করুণার নিধি, করুণা ক'রে,

• চরণ-ছায়া দিয়ে, রাখ দ্বীনে ।

দুখ-দাহন প্রভো, আর নাহি সহে,

জ্বলি দিন-দামিনী, মন-আগুনে ।

অপার রূপা তব, ভিখারী আমি,

তাগ নিবার, রূপাবারিদানে ॥

এস হে দয়াময়, ডাকিছি প্রাণতরে,

এস হেরি এ পাপ-নয়নে ।

তব-ভঙ্গ-নাশন তুমি,

বিপদে কে তারে, প্রভো, তোমা বিনে ॥ *

ললিত—আড়া ।

কোথা গেলে পাব তাঁরে, তাই সদা ভাবি মনে ।

কে আমারে দেখাইবে, সেই প্রাণাধিক ধনে ॥

দেহ মন ধন প্রাণ, সকলি হাহার দান,

বল প্রাণ রহে কিসে, সেই প্রাণ-সধা বিনে ।

যার পদ লভিবারে, কত কষ্ট করে নরে,

বিসর্জন করে দেহ, প্রজ্বলিত হতাশনে ।

হায় কি পাষণ হয়ে, ভুলেছি সে দয়াময়ে,

ইচ্ছা হয় তাঁর তরে, ভ্রমি এবে বনে বনে ॥ *

ললিত—আড়া ।

দয়াময় দয়াময় বল রে নিশি দিবসে ।

দয়াময় এই নাম জপরে সদা মানসে ॥

ত্রিলোকে এমন ধন, মিলিবে না রে কখন,

মগন হও রে মন, নাম-সুখাসিদ্ধুরসে ॥

অরুণ-উদয়-কালে, ডেকে দয়াময় ব'লে,

দূরে বাবে ভয় বিয়, ছোবে না কলুষ-বিষে ।

গভীর নিশীথে পুন, নিয়ো আই নাম মন,

শীতল হইবে তনু, নাম-অমৃত পরশে ॥

ভৈরবী—বং ।

প্রভো কোথা হে, পাইব তুলনা তোমার ।

তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আধার ॥

পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রে, ত্রিজগত ত্যজে ধারে,

কেলে নিয়ে তুমি তারে, কর ভবে পার ।

কেহই নাহি ধাহার, তুমিই সর্বধ তার,

তাই দীন-বন্ধু নাম, গাইছে সংসার ॥

গাড়-ভৈরবী—হুংরী ।

দুঃখীর কে আর আছে,

ওহে দুঃখীর কে আর আছে ।

তোমায় ছেড়ে যাব কার কাছে ॥

অশেষ পাপে পাপী, সত্যত ভয়ে কাঁপি,

চরমে চরণ ভুলি হে পাছে ॥

জীবনে তুমি পাতা, মরণে তুমি ভ্রাতা,

তোমাতে হারায়ে সকলি মিছে ॥

কল্যাণ—ধর রা ।

হৃদয়ে ত্রীহরি জপরে মন ।

দেহে যত দিন রহে জীবন ॥

নাম-সুধারস, করিলে পরশ,

নির্কারণ হইবে চিত-দাহন ॥

এই যে দেখিছি করি হাংকার,

ভ্রমেতে ভ্রমিছি নিখিল সংসার,

না রবে এ ভাব, পূর্ণ হবে প্রাণ,

হইলে তাঁহার প্রেমে মগন ॥

গিছু ভৈরবী—আড়া ।

কি আর বলিব, বলিবার কি আছে প্রভো ।

হৃদয়ে রূপ ছুখ যত, সবই তোমাতে বিদিত,

অস্থির সত্যত প্রাণ, ভুলি হে তোমাতে পাছে ॥

প্রার্থনা কিছুই নাহি, এই এক ভিক্ষা চাহি,

পদ-প্রাক্তে স্থান-দানে, রেখো দাসে তব কাছে ॥

গৌরী—ভেঁতালা ।

একি হেরি ভয়ানক ভব-পাখার ।
অবিরাম-নিঃশ্বনে, খেলিছে হিলোল,
গর পর গর্জনে, চমকিছে প্রাণ ।
পারে নিতে কাণ্ডারী, করুণানিধান ;
সবে তাঁরে ডাক রে, হৃদয় ভরিয়ে ॥

—
আলোয়া—আড় ।

কি ব'লে তোমা'রে আমি করিব স্মরণ ।
কত শত বার তোমায় করেছি হেলন ॥
ভক্তিপথে সঙ্গ রব, ভক্তিব্রত আচরিব,
পুনঃপুনঃ মনে এই, করেছি মনন ।
কিন্তু নাথ অন্তর্ধ্যামী, সকলি জ্ঞান হে তুমি,
জান কত বার মম, হয়েছে পতন ॥
প্রভো তব নাম নিলে, শুনেছি পাষণ গলে
হায় আজ্ঞা নাহি হয়, এ পাপ-নয়ন ।
কি আমি বলিব আর, হবে যা ইচ্ছা তোমার,
এই ক'রো যেন নাহি হারাই চরণ ॥

—
প্রসাদী সুর—একতালা ।

কি জ্বলে মন র'লে ভুইলে ।
কেন পরাংপরে পাসরিলে ॥
যাহা হতে রে পাষণ, সর্বস্ব তব লভিলে ।
বল কোন্ প্রাণে রে, তাঁহায় ছেড়ে,
মায়ার নীরে মগ্ন হলে ॥
চক্ষু পেলে যাহা হতে, চখে তাঁরে না দেখিলে ।
(তোরে) যে দিল জ্ঞান, তাঁর তৃণ-জ্ঞান,
এমন অজ্ঞান কোথায় মিলে ॥

—
প্রসাদী সুর—একতালা ।

বুধা ভয় নিলেম ভবে ।
তরী ডুবা'ইলেম পাপার্ণবে ॥
ভেবেছিলেম এই ভাবে, ভোগে হুখে দিন যাবে,
হায় না চিভিলেম, না বুঝিলেম,
কিছুই ইহার নাহি রবে ॥
ভুলিলেম ইস্ত নাম, প্রশংসার কল-রবে ।
বল পরিশ্রমে, এই হুনামে,
এই কর্ত্তিতে কি হইবে ॥

বিখিট-খাখাজ—একতালা ।

প্রভাতী আরতি তাঁর, কর মনোমন্দিরে ।
জাগরিত ত্রিভুবন, জাগ্রত হের তপন,
জাগ রে পৃথীবীবাসী, ত্যজ নিদ্রা,—জাগ রে ॥
জাল রে প্রজার দীপ, জালাও শ্রীতির ধূপ,
গাঁথ রে ভক্তির হার, তাঁর অর্চনা তরে ।
জয় দয়াময় ব'লে, ভাসিয়ে নয়ন-জলে,
বাজারে চিতম্বরুজ, তাঁর নাম গাও রে ॥

—
বেহাগ—আড়া ।

রে শশাঙ্ক, মনোহর বল না আমায় ।
এমন মোহন রূপ পাইলে কোথায় ?
হাসি না অমৃতরাশি, হাসিছ কি চারু হাসি,
ভাসিছ আনন্দ-নীরে, দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥
হৃথী হৃথী ধরাডলে, নিদ্রায় পেড়েছে ঠ'লে,
জাগিছ গগনে তুমি, প্রহরীর তায় ।
তমিত-হৃদয় আমি, দেখাও আমারে তুমি,
এ রুচির রূপ-রাশি যে দিল তোমায় ॥

—
জংলা—ধরদা ।

কোথা পাতক-হরণ ।
এসেছে হে পাপী, শুনে তব নাম ।
ভরসা তব চরণ ॥
সম্বল দয়াল, দয়া তোমার,
তোমা বিনা ভবে নাহি নিস্তার,
বিনামূল্যে দীনে কর হে পার,
রবে কীর্ত্তি জুড়ি ভুবন ॥

—
ভৈরবী—ধং ।

নাথ, কি দিব বল হে চরণে তোমার ।
দীন হৃথী পাপী আমি, কি আছে আমার ॥
না জানি অর্চনা স্তুতি, নাহিক তোমাতে মতি,
হৃদয়ে কিছুই নাহি, দিতে উপহার ।
দয়ায় পরশে প'লে, কান্দি দয়াময় ব'লে,
এস হে দয়ার নিধি, হয় হৃথ-ভার ॥

—
কল্যাণ—ধরদা ।

হায় রে কেমনে ভুলিয়ে তাঁরে ।
উথিরে রয়েছি ভব-সংসারে ॥

হায় আঁধি হবে,

দিয়লিত হবে,

ডাকিও ওদন-বল কাছাকাছি
অনলে এ গেল করিয়ে দাঁড়
নিজ-বাসে গবে করিয়ে গমন,
সেই শৈব-উদয়-কালে মন,
বল কে শরণ দিবে তোমারে ॥

গাড়া-ভৈরবী—হুংরী ।

আমার নিস্তার হে, প্রভো আমার নিস্তার হে,
আমার কেহ নাহি এ সংসারে ।

সন্তাপে দেহ মন, দহিছে নিশি দিন,
হৃদয়ে-বৈদ্যব আর না ধরে ।

ত্রিমোকে তোমা যিনে, কে রাখে হুংরী দোনে,
তাই হে, বিশনে ডাকি তোমারে ॥

প্রণামী হুং—একতাল।

(আমার) আশার আশার জনম গেল ।

(মনের) মর্গহুং না ঘুটিল ॥

হৃদয়ের খেদানল, কিছুতেই না নিভিল ।

হায়, কিছুতেই চিত্তবৃত্তি পরিভ্রপ্ত না পাইল ॥

গেল দিন অতদিন, ক্রমে সন্নিহিত হল ।

আশার আয়বল ফুটাইল, আশার ত্বা না পুরিল ।

বিকিট—হুংরী ।

যাচে তিথারী প্রভো, তোমার চরণ ।

নিম্পাপ হইবে তত্ত্ব করিয়ে স্পর্শন ॥

হব ভব-দুঃখে পার, হুঁচিবে মন-আধার,

নির্বল হইবে আঁধি করে নিরীকণ ॥

বিতায়—আড়া ।

কেমনে তোমারে লাগ, করিব অর্চন ।

ত্রিভুজ-বানী কুনি, আমি অকিঞ্চন ॥

না ছিল বিব বধন, চন্দ্র-ভারত-তপন,

সেই কাল-হতে কুনি, অমাবস্যা-করণ ।

কুনি অগস্ত অগায়, আমি-বিত্ত কল্যকার,

আমি কীট, কুনি পুণ্ডরীক-সমাকর্ষন ॥

কিন্নরে তোমার ধাম, করিব আমি অভ্যাস,

কি আমি তোমার আশি ওহে সিরজন ।

এই অসিদ্ধি-আমর, অকুল-কুণ্ডল-তোমার,

কিন্তু মন-অভ্যাসে দিলে সন্তান ॥

বাপেই—আড়া ।

ভাল করিলে না মন, তুচ্ছের তাঁহারে
ভেবে দেখ ভব-ভরণ, কে-আর নিবারণে ॥
হুঁচিন হুং-বিপাকে, বলয়ে ডাকিবে কাকে,
অগতির তিনি বিনা, পতি কি আছে-আরে ॥
পিপাসায় হারে মন, শুধাবে কষ্ট-বধন,
কে দিবে শান্তির হুং, তখন তোমারে ।
হারলে তাঁহার পদ, কি আর হুং-সম্পদ,
ছায়াতরু আর নাহি, সংসার-কান্তারে ॥

বাপেই—আড়া ।

বাহ্যকল্পতরু প্রভো, দারিদ্র্যভঞ্জন ।

তিথারীর মনোবাহ্য, কর হে পূরণ ॥

মনে বহ আশা করে, এসেছি তোমার ঘারে

ফিরে যেতে হলে আর গবে না জীবন ॥

অতুল তব ভাণ্ডার, পালিছ কোটি সংসার,

কি চাব কি জানি আমি, দীন অকিঞ্চন ।

হৃদে এই মাত্র সাধ, হর চিত্ত-অবসাদ,

নয়ন ভরিয়ে হেরি যুগল-চরণ ॥

আলাইরা বিকিট—কাওরানী ।

আমি বুধা আমার এ জীবন কাটালেম ।

আগে নাহি তাবিলেম ॥

আমি আঁধি সত্তে অন্ধ হ'য়ে,

দেখিরাও না দেখিয়ে,

মণি-লোভে ফণি-শির ধরিলেম ॥

যাহা হ'তে এ দেহ এ মন-প্রাণ,

কৃপার বাহার হায়, বল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান

সকলি গাঁহার করণার দান,

অন্তে যার পদ-প্রান্তে চির স্থান,

আমি পাবাণে বাড়িয়ে হিরে,

তাঁর পানে না চাহিয়ে,

নিজ লোবে মায়াগলে ডুবিলেম ॥

হবে বলে আশা ছিল সাধনা,

বিবর-বিপাকে পড়ে সে আশ পুরিল না,

মনেই বুদ্ধি মনের বাসনা,

সার হল সংসারের বাতনা,

আমি কি করিলেম কি হইল,

অনশবে এই মলিন,

হুং হলে পদল তুলে বাহিলেম ॥

আলাইরা-বিকিট—কাওরালী ।
ওহে এ দীনে কি দীন-রক্ষু ভুলিলে ?
আমার আর কে আছে,—
আমি আশ্রয় করে ধরে,
আছি কোমল-বারে পড়ে,
বল কোথা গাই তুমি তালিলে ।
অনর-হইতে আমি নিরাশ্রয়,
যে দিকে ফিরাই-আঁখি, সেই দিক্ শূন্যময়,
কে আমার আমার বলে তুলে লয়,
কার মুখ পানে চাব দয়াময়,
আমার বল কি সখল আছে দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমার) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে ॥
সঙ্গের-আলা আর ত সহ না,
ঘাতনায় বৃদ্ধি দায়, দেহে প্রাণ রহে না,—
নয়নের ধারা আর ধরে না,
কেমনে জানার হুং আনি না,—
আমি এই মাত্র জানি দার, হুংতি না রহে কার,
হুংধাংবে-পড়ে তোমার ডাকিলে ॥ *

প্রসাদী স্বর—একতাল ।
কেন রে মন এমন হলে ।
(ওরে) অমন ধন কি অমনি মিলে ॥
যুগে যুগে যোগী ঐষি, মগ্ন রয়ে ধ্যান-সলিলে,
দায় না পায় অন্ত, করি প্রাণান্ত,
ভায় পাবে কি অবহেলে ॥
মুক্তি যদি চাও রে মন,
বাঁপ দেও তবে ভক্তিঅলে,
মায়ের চরণ-তেলা ধরে বস,
তরে যাবে অবহেলে ॥

বেদোদার—আড়া ।
ভব-ভয়-নাশনে ডাক রে, ডাক ত্রাহি রবে ।
হুং-বজ্রধা, আর রবে না, আনন্দে ভাসিবে ॥
বিয় বিপাক, শোক পাতক, সকলি পলাবে ॥

ভয়ভয়তী—রাঁপতাল ।
মা তোমার মহিয়ার, সীমা কে দেখেছে বল ।
পাশে কুহুম বুটে, পেলে ডব কপাল ॥

বাগ বজ্র তপোবল, সকলি হয় বিফল,
কবল্য কেবল মাতঃ, শ্রীপদকমল ॥

বেহাগ—আড়া ।
অপতির গতি তুমি রাখিলে কোথায় ।
ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণার মরে, ওর হে উপায় ॥
পাপ-বিষে কলেবর, হরে আছে জর জর,
দাও প্রভো, পড়ে থাকি, চরণ-ছায়ার ॥

ধৃপাক—মধ্যমান ।
হে বিধকারণ বিভো, নিরাকার নিরঞ্জন ।
বাসনা মানসে তোমায় কপেক করি মনন ॥
অচিন্ত্যপ্রকৃত তুমি, পৃথিবীর হূলি আমি,
অন্ত উদ্ধে হা কেমনে করিব হে আরোহণ ।
করিতে তোমার ধ্যান, অবসন্ন হয় স্তান,
প্রকাশ হৃদয়ে নাথ, হৃদয়-হুং-ভঞ্জন ॥

পুরবী—আড়া ।
নিবসের অবসানে, নিরঞ্জে স্মর মন ।
দায় নিখিল ভুবন, লীলাময় বিবর্তন ॥
শক্তি দায় বজ্র ধোবে, প্রীতি কুহুম বিকাশে,
ভক্তি-পাশে কর তাঁর, চরণ বন্ধন ।
মন করি নিরমল, ডাক হে ভক্ত-সল,
ভক্তির অধীন হরি, অব্যর্থ বচন ॥

মূলতান—একতাল ।
পাপে তনু জলে দায় ।
আমার কি হইবে গতি বল হে আমার ॥
পতিত-পাবন তুমি দয়াময়,
পাখী বলে প্রভো দাও পক্ষাভয়,
অনুতাপ-বিষে, বল আর কিসে
এ গাওকী জ্ঞান পায় ॥

হৃদয়ের বল-হইয়াছে কঁপ,
পাপে পাপে অছি হৃদয়ে মলিন,
সজ্ঞাপে জর্জর, তোমারে পঙ্কর,
খেদে প্রাণ বাহিরায় ।
হা-হতোরি করি চারি দিকে চাই,
শান্তি ওহে মাথি কোথাও না পাই,
ঐতি কীর্তি-নাম, কিছুতেই মম
চিত্ত আর না ফড়ায় ॥

অধিল সংসার হেরি অন্ধকার,
সখা সঙ্গী কেহ নাহিক আমার,
(আমার) হয়েছে এ দশা, হে ভব-ভরসা,
হারাইয়ে হে তোমায় ।
প্রাণভরে তাই করি হে প্রার্থনা,
অন্তিম মুহূর্ত্তে এ দীনে ভুলোনা,
হইয়ে কাণ্ডারী, দিগে চরণ-ভরী,
পারে নিয়ো করুণাময় ॥*

ভংগা-বেহাগ—হুংরী ।
কাহারে ডাকি বিপদে, হে দীন-সখা ।
কাহারে হে ডাকিব, কে রক্ষে কাতরে,
কহ না আমার, হে নাথ দীন-সখা ॥

টোহী—আড়া ।
একাগ্র মনে, জীবনের জীবনে,
জগ রে জীব অস্তরে ।
সঁতারিয়ার করুণা, ভুলো না ভুলো না,
ভুলো না রে করুণাসাগরে ।
দেহ মন প্রাণ, বল বুদ্ধি জ্ঞান,
তার পদ-সরোজে সঁপরে ॥

মনোহরনাড়া—লোভা ।
আজ হ'তে, তোমার হাতে,
আমি সঁপিলাম আমার ।
ওহে মেখে বেন, দীন হুংরী, প্রাণে রক্ষা পায় ॥
(আমার) নিশিদিন, বিধ-নাহে, সম-ভাবে যায় ।
(বল) এ আগুন, তোমা বিনে, কে আর নিভায় ॥
ওহে অন্তর্দ্বারী, কি আর আমি, জানাব তোমায় ।
(তুমি) দেখিতেছে, কৃপানিধি, আছি যে দশায় ॥
(আমার) এই মিনতি, অস্ত্রে বেধে, চরণ-হারায় ।
তোমায় দেখিতে, দেখিতে বেন, প্রাণ বাহিরায় ॥*

সিন্ধু-বিভাব—আড়া ।
আশ্চর্য কবিক তোমার, ওহে জগত-জীবন ।
কব কর-কাক্যকার্য, এই অসঙ্গ ভুবন ॥
অজান্ত লক্ষ্য-পার্বরী, তোমারি জড়িলহরী,
হৃদয়ারি লেখনীচিহ্ন, হৃৎকণ্ঠে তারি জপন ॥
কৈশোর্যকাল ত ধন, তোমার এই ত্রীচরণ ।
পারব নাহি হৃদয়ে, প্রেম-মুগ্ধ যোগদন ॥

ধাবান্ন—মধ্যমান ।
শান্তি যদি চাও রে মন, কর তার অবেষণ ।
কোথা শান্তি বিনে সেই, চির-শান্তিনিকেতন ॥
চিন্তামণি ধার নাম, যিনি এক পূর্ণকাম,
চির নিরন্তর তার, কর অন্তরে চিন্তন ।
তার প্রীতিমুখাস্রোতে তাস রে প্রফুল্ল চিত্তে,
পাইবে অমূল্য নিধি, যদি হও রে মগন ॥

এনাদী মুর—একতীলা ।
কি কাজ তীর্থপর্যটনে ।
পাব সকল তীর্থ, মা তোমার ত্রী-
তীর্থরাজ ত্রীচরণে ॥
যাব কেন অকারণ, কালীক্ষেত্রে কুন্দাবনে ।
যদি ভক্তি ভরে, ডাকতে পারি,
তোমার দেখব হৃদিপঙ্কাসনে ॥
গৃহে তুমি জগময়ী, ভ্রমেও না তাবি মনে ।
আমি অন্ধের প্রায়, বল কোথায়,
যাব তোমার অবেষণে ॥
আমার নয়ন নিমগ্ন রবে, তোমার স্নেহ-আননে,
হবে সর্বসিদ্ধি, স্বর্গ মোক্ষ,
তোমায় চিত্ত সমর্পণে ॥*

বেহাগ—আড়া ।
চেতন্ত থাকিতে প্রভো, করি নিবেদন ।
অন্তকালে এ কাল্‌কালে, দিও দরশন ॥
আজীবন প্রতিজ্ঞা, করেছ স্নেহে রক্ষণ,
ভুল নাই কভু নাথ, ভুল না কখন ॥
কণ্ঠ হবে রুদ্ধ হবে, নিঃশ্বাস মন বহিবে,
উচ্চ টান হবে নেত্রে না হবে স্পন্দন ।
সে সময়ে অন্তর্দ্বারী, সমুখে দাঁড়াইও তুমি,
নিরখি ও মুখ বেন, যায় এ জীবন ॥
আত্মার স্বজন সবে, শোকাক্তগস্তীর হবে,
বখন তোমার নাম, করাবে শ্রবণ ।
হে ভব-সিন্ধুতারণ, কৃপা করে ত্রীচরণ,
এ হুংরীর বক্ষঃস্থলে, করিও স্থাপন ॥*

দাসিহরি—আড়া ।
তোমা হতে দূরে কোথা করিব গমন ।
চির-সঙ্গী তুমি প্রভো, জীবনের জীবন ॥

তুমি হৃদ্ধি তুমি জ্ঞান, তুমি মন তুমি প্রাণ,
মন-প্রাণাধিক তুমি, হে প্রাণ-শরণ ।
কেন তব অব্যবহা, ভ্রমিষ গিরি কাননে,
অন্তরেরে অন্তরে হে, তব সঙ্করণ ॥
নয়নে তোমারি আঁখি, হৃদয়ে তোমারি শ্রীতি,
বাক্য তোমারি বাক্য করাহ শ্রবণ ।
কোলে করি রহিয়াছ, তবু ভাবি দূরে আছ,
তব-মায়ামোহে চিত্ত, বিভ্রান্ত এমন ॥

—
ভৈরবী—ধরনী ।

মোহন মুহু তানে ললিত, গাইছে বনপাখী ।
আরক্তিম হের পূর্বগগন,
কতই হাসিছে তরুণ অরুণ,
মুদিত কুমুদ, মধুর-মুষ্টি কমল মেলিছে আঁখি ।
তারা শশী সব পাণ্ডু বরণ,
নীতল বহিছে সুখ-সমীরণ,
ফুল-দলে করে শিশির-নীর, মগন ভাবুক নিরখি
উষার শোভন শুভ সমাগমে,
স্বয়ং রে ডুবল-কারণ পরমে,
গাওরে আনন্দে বিভূর নাম,
হইবে চরমে সুখা ॥ *

—
টোবী—আড়াঠেকা

কাজল বলে, চরণ-কমলে,
রেখ হে দীন সন্তানে ।
বিশ্ব সমরে, নিরুটে রহিয়ে,
রেখ দাসে অন্তর-প্রদানে ।
হে তরু-বরণ, দিও হে শরণ,
দেখ বৈদ্য তরঙ্গে ডুবি নে ॥

—
পুরী—আড়া ।

সমাপ্ত সারংকাল মনোমদ মনোহর ।
প্রাসিছে ভিমিরসিদ্ধি জ্যোতি-রাশি দিবাকর ।
প্রাণিগণ কল-নবে, হাইছে নিবাসে সবে,
অগত জননী-কোড়া, তুমিও আশ্রয় কর ॥

—
করুণ—আড়া ।

এই প্রভো, এস, হৃদয়নিবসে ।
এই হে হৃদয়নিবসে ॥

দয়িত্বের আশা, কর হে সকল,
করুণা প্রকাশে, এস প্রভো ।
তোমারি অগতে, হে অগনিধান,
নাহি দেখি অরুণ আমি, তব প্রেম মুখ,
কত দিন আর রহিব এ ভাবে,
কত আর সহিব, এস প্রভো ॥

—
মৃত্তকান—একতাল ।

একি হইল আমার ।

কেন অগম্য আমি নিরখি আঁখার ।
রহিয়াছে চক্ষু স্বেথিতে না পাই,
কি হইল ব্যাধি ভেবে মরি তাই,
হায় হায় হায়, বাইব কোথায়,
কে হইবে হৃৎকতার ॥
আশার শ্রবণ-মধুর-নিঃস্বন,
করে না হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ,
প্রীতির হিল্লোলে, চিত্ত কুতূহলে,
ভাসে না আমার আর ।
ভব-বন-বাসে মনে বাসি ভয়,
অভয়-মুরতি হও হে সদয়,
এ পাপ শাশানে, উদার্ত সন্তানে,
একা রেখো না তোমার ॥

—
বিভাস—আড়া ।

হৃদয়ের দাবানল বল কে নিভায় ।
কোথা গেলে ত্রাণ পাব এ বোর আলোয় ।
কুপার জলদ-আলে, ঢাক নাথ, এ কাজালে,
বরষি পীযুষ-রাশি, প্রভো, রাখ হে আমার ॥

—
মৃত্তকান—একতাল ।

আশা কবে প্রভো পূর্ণ হবে ।

এ পাপ-নরন, তব প্রেমালস,
কবে নাথ নিরখিবে ।
কবে হবে মম এখন হৃদয়,
পদাধুজে মন হইবে বিদায়,
নাথ স্বহৃদয়, কবে আমার,
দ্রিত কবে গরিবে ॥

হৃৎকৃৎ অম্যাপি এমন প্রবল,
সুধাতুল্য বোধ পাপের গরল,
এ রোগ-যন্ত্রণা, প্রভে তুমি বিনা,
বল আর কে করিবে ?

ভস্মরাশি হয়ে রহিয়াছে চিত,
তাই ভরে আমি সদা আছি ভীত,
জানি না হে কবে, কৃপা তব হবে
কবে এ হৃৎকৃৎ দুর্ভাগ্যে ॥

বিগলিত হবে এ পাবান প্রাণ,
শত্রু মিত্র সব হইবে সমান,
দেব অভিমান আশ্রয়-জন,
কিছুমাত্র না রহিবে ॥

ভাসিবে হে প্রভো, প্রেমগেতে ভোমার,
মুখে প্রেম তব গাব অনিবার,
অবিরল প্রোভে, আশ্রয়গ হতে,

• প্রেম-ধারা নির্ঝরিবে ॥ *

মনোহর-সাই—লোভা ।

যায় থাক প্রাণ, চিত্তা কি তয়, *
যদি তোমার ইচ্ছা হয় ।

প্রভো ইহ লোকে, পর লোকে, তুমিই আশ্রয় ॥

পাপে ভাপে প্রাণ-বল, করিয়াছি ক্ষয় ।

(এখন) জীবনই মরণ আমার, মরণে কি ভয় ॥

ভুনেছি কেহই তবে, তোমার ত্যজ্য নয় ।

সেই আশ্রয়-ধরে আমি, আছি দয়াময় ॥

অব্যর্থ তোমার বাক্য, নাহিক সংশয় ।

হবে অন্তে, পদপ্রান্তে লীন, এ পাপ-জন্ম ॥ *

বাহার—একতাল ।

গাও রে আনন্দে আজ, ভব-বিপাক-ভঞ্জন ।

জলি দেও প্রাণ মন, তাঁর নাম-কীর্তনে ॥

নিখিল ভুবন লেখন বার, যার প্রেম-চিত্তনে,
অমিয়র ধার উথলে আপনি, জন্ম-পদ্মাসনে ।

গাও আজ তাঁর গীত, চিত-পিরাস-পুরণে,

জগত মাতাও বোধি, জগত-জীব জীবনে ॥

মধুর মুরতি ভাতিছে যার, গগনে মৃগলাঙ্কনে,

স্তবির লহরী বিপিনমাঝে, বিহগবর্গ-নিঃসনে ।

জন্ম ভরিয়া ডাক রে সেই, ভকত-জন্ম-রঞ্জন,

না রবে সন্তাপ পাণ, নিরখি আশি অঙ্কনে ॥ *

পরজ—আড়া ।

চিরদিন কাহারও হে, সমান না যায় ।

আজি স্বর্ণসিংহাসনে, কালিকে ধরায় ॥

আজি আনন্দ-হিল্লোল, কালি অক্ষ অবিরল,

সকলেরই এই ভাব, ভবের লীলায় ॥

প্রভাতে কুমুদ-দল, যেন যুগে ঢল ঢল,

সন্ধ্যা না হইতে দেখ, দলিত ধূলয় ।

তেমতি জীব-জীবন, বহিতেছে অমূল্য,

এই হাসি এই কান্না, হায় হায় হায় ॥

আরে মায়ামুক্ত মন, এখনও মেল নয়ন,

ভাসিবে রে কত আর, জোয়ার ভাঁটায় ।

স্থির শাস্তি যদি চাও, তাঁয় প্রাণ সঁপে না ?

শান্ত কল্যাণ হৃৎ, ঘাহার কুপায় ॥

—
খিঁটিট বাঁজ—একতাল ।

কোথা হে করুণাসিন্ধু, ডকে হৃৎকৃৎ তোমারে ।

দাঁড়াবার স্থল আর, বল কোথা সংসারে ॥

খোল হে কুপার দ্বার, চাও ফিরে একবার,

লও হে পদ-তলে তুলে, রে'খ না আর আধারে ।

শিশুর ক্রন্দন শুনি, দূরে না রহে জননী,

অমনি ত্রোড় প্রসারি, অক্ষবিরি নিবारे ॥

আশ্রয়-পানপ ছেড়ে, লতা কি সাঁচিতে পারে,

বাঁচে কি চাতক নাথ, নীর-ধারা না হেরে ।

ওহে শাস্তির নিধান, বাঁচাও আমার প্রাণ,

জন্মের রঞ্জে রঞ্জে, প্রেমহৃদয় সঞ্চারে ॥

—
মনোহর-সাহী—লোভা ।

ও প্রাণ যায়,—যায়—যায়—যায়,

হৃৎ-নাহনে প্রাণ যায় ।

যে আশ্রনে জলি আমি, তাহা কহিব কাহার ॥

হ'ল জর্জরিত মর্গগ্রহি ঘোর বিষের জালায় ।

আমি ধূলিময় হেরি চক্ষে, আর না দেখি উপায় ।

বাক্য না নিঃসরে আর এই পাপ-প্ৰসঙ্গায় ।

এ সময়ে দীন-বন্ধু, তুমি রহিলে কোথায় ॥

আমি রেখেছি এ দক্ষ প্রাণ,

কেবল তোমার আশায় ।

প্রভো চরণ-অমৃত-দানে, নিস্তার আমায় ॥ *

আলাইয়া বিবিদি—কাওরালী ।

ওরে, দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার ।
 কেন রে তাব আর ॥
 ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জপে,
 দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
 দয়াল বলে ভবান্ধবে দেও সঁতার ॥
 তরঙ্গগঞ্জনে শঙ্কা পেও না,
 কলুষ-কুস্তীর পানে ফিরেও চাহিও না,
 তম্ব কিরে মহামন্ত্র ভুলো না,
 কিছুই কিছুতে তোর হবে না ;
 যদি পড় রে আবর্তজলে,
 উক্কে ছুই বাহ তুলে,
 বলো কোথায় র'লে, ভবের কর্ণধার ॥
 চেয়ে দেখ হ'ল বেলা অবসান,
 মিছে কাজে কেন হা রে, ভুল নিজ পরিত্রাণ,
 দূরে ফেলে দেও ধূলির ধন মান,
 ভক্তির ভেলায় দৃঢ় বান্ধ প্রাণ ;
 ওরে সাংসে নির্ভর ক'রে,
 বঁাপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
 ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার ॥*

বাউলের হর—আকা ।

আঁখি তুই দেখনা চেয়ে, তার প্রাণের নেয়ে,
 যাচ্ছে বেয়ে কিসের নেশায় ।
 তরী ডুবে ডুবে, তাও না ভাবে,
 হায় কি হবে, হায় রে কি দায় ॥
 গাঙ্গে উঠছে তুফান, তায় নাহি জ্ঞান,
 গুমানের পাল তবু উড়ায়,
 (হেঁড়া) গুমানের পাল তবু উড়ায় ।
 ওরে হাল্ছে হাসি, যাচ্ছে ভাসি,
 পায়ের দিকে ফিরে না চায় ।
 বন্ধন হবে আঁকার, দেখবি না আর,
 এপার ওপার মাঝ দরিয়ায় ॥
 এখনো উপায় আছে, তন যোর কাছে,
 কোল আছে এক ভক্তির চড়ায় ।
 সেখানে বান্ধলে তরী, শক্ত করি,
 ডুবে না কেউ ভবের মায়ায় ॥ *

মূলত ন—একতাল ।

মায়া-মোহে মন আমার, ডুবে রহিলে ।
 কোথা হ'তে এলে, কোথায় চলেছ,
 বারেক না ভাবিলে ॥
 প্রভাতের দীপ-শিখা এ জীবন,
 কালের হিম্মোল তাহে সমীরণ,
 এই আছে হায়, এই নিভে যায়,
 দেখেও না দেখিলে ॥
 এ রুচির রূপ হবে কথা সার,
 কর শির পদ হইবে অঙ্গার,
 স্বজন বাকবে, চিহ্নও না পাবে,
 শব-শয্যা খুঁজিলে ।
 শূণ্য হস্তে তুমি এসেছ ধরায়,
 শূণ্য হস্তে পুন লইবে বিদায়,
 শেষের সম্বল, কি হইবে বল,
 ভব-লীলা ভাঙ্গিলে ॥
 আজি কালি বরি কাটাইলে কাল,
 জ্ঞান না রে সদা সঙ্গে তব কাল,
 না মানে বারণ, না শুনে বচন,
 কাল-পূর্ণ হইলে ।
 তাই বলি শীঘ্র হও সাবধান,
 সময় থাকিতে কর রে বিধান,
 কি আর কাল-ভয়ে, ত্রিকাল-আশ্রয়ে,
 ইহ পর-কাল সঁপিলে ॥ *

বাগেশ্বী—আড়া ।

কি হুখে সংসারে আছ, রে হুখ পিঙ্গল মন ।
 ভেবে দেখ কি লইয়ে, করিছ দিন বাপন ॥
 কতই যতন করে, বাপুর ভিত্তির পরে,
 আশার মন্দির এক, করেছ পঠন ।
 নিয়ে তার অবিরত, বহিছে কালের শ্রোত,
 না জানি ভাসিয়ে উঠা পড়িবে কখন ॥
 অনলে অনল বলে জানে না পতঙ্গফুলে,
 দেখিতে হৃদয় তাই করে আলিঙ্গন ।
 কিন্তু হা রে কেনে শুনে দ্রুত দুঃখ-লাহনে,
 আপনি-আপনা ভূমি করিলে অর্পণ ॥
 হুবা যদি হতে চাও, ছাড়য় বিলায়ে দাও,
 পর ধারে ভাব তারে কল্প রে আপন ।

পরার্থে ডুবায়ে স্বার্থ, সাধ রে সার পরমার্থ,
পর-হুখে আশ্রয় গ্রহণ-আরাধন ।

বিতাণ-ধররা ।

চেয়ে দেখ নিশি পোহাইল ।
হৃবর্ণরঞ্জিত, হুর নীপ বত,
(দেখ) একে একে একে সবই নিভিল ।
বীরে বীরে বহে প্রভাত-সমীর,
ফুল ফুলে বীরে উবার শিলির,
কুহুম বিকাশে, জল ফল হানে,
দিশন্ত মৌরতে পুরিল ।
বন্দিসম বন বিহঙ্গমগণ,
প্রকৃতির বেন করিছে বোধন,
ধবল কিরণ, ছাইল গগন,
নিখিল ভুবন আগিল ।
ভূমে আর কত রবে অচেতন,
তরা করি উঠি কর আয়োজন,
মায়ের আরাধনে, যাও ছাউ মনে,
দেখ কত বেলা হইল । *

গরজ বাহার—কাঙালী ।

বঁধে রাখ এ দাসে তোমার—চরণে ।
কত ব্যর্থ ছেয়ে তোমার পুড়িয়ে
ম'রেছি গিয়ে পাপ-আগুনে ।
পূজন করেছ তুমি করেছ পালন,
বাঁচিয়েছ মেহ-সুখা করিয়ে সিকন,
(এখন) আপনা হইতে যদি না কর রক্ষণ,
দয়ার বল দুঃখী বাঁচে কেমনে ।
কোথা করুণা তোমার, অতুল অপর,
কোথা ক্ষুদ্রে প্রাণী আমি বালুকা ধরার,
আমি বাহাই না হই কেন, তথাপি তোমারবে,
তুমি যিনে কে-চাহিবে তোমার জ্ঞান । *

পুরসী—আড়া ।

জন্মের কি এই ভাবে, দিন-দিন রবে ।
মিত্র বিবর; শোভে তরু নবীন পল্লবে ।
বে কেল এসেছ ভবে, পুন সেই বেশ হবে,
একলা এসেছ একা বিহার লইবে ।
হিল-ধারা লহি তারা, মারহিবে আছে বারা
সহস্রকোশা, মন কালের অধরে ।

বেহাগু—আড়া ।

সহে না বাউনা প্রাণে, এতো দয়াময় ।
পদ-ভরী-দানে বীনে, রাখ এসময় ।
বিশাল ভব-পাখার, তাহে ভীষণ আধার,
আধারে আলোক তুমি, ভয়ের অতর ।
যে জন্মে চন্দ্র হানে, কুহুমে সুখমা ভাসে,
বিহঙ্গ সম্ভাবে প্রেমে সবই সুখময় ।
সে সুখ-অগতে আমি, হে নাথ, হে অন্তর্ধামি,
কণ্ঠ-দোষে যাই ভেসে, যিনে পদাশ্রয় ।

প্রসাদী সুর—একতাল ।

দে রে, তেল দে রে মন জ্ঞান-দীপিকার ।
জালা ভক্তির আগো শক্তির আশার ।
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে,
যাবি কোথা বলনা আমার ।
পথে কাটা আছে,—কূপ রয়েছে,
লাগবে ধাঁধা মায়ার হুলায় ।
তোর ভাঙ্গা লাঠি পিছলে মাটি,
টল টল পা ভবের নেশায় ।
তাই আবার বলি—ব.স্নেহে ভুলি,
জালা রে দীপ, জালা তরায় । *

কীর্তনের সুর—একতাল ।

ও মন বলিচ্ আমায় বল না রে,
লভিলি কি ধন ।
ওরে ভবের হাটে, হে'টে খেটে,
কিনিলা কি বল এখন ।
তুই কতই কি যে পোয়েছিলি,
কতই কি যে এসেছিলি,
তোর হয় কি রে স্বপ্নন ?
সে সব মনিসুতার বিনিময়ে,
পেলি কি তার কর' পণন ।
তোর আশা ছিল ধনী হবি,
ধনে রহে পূর্ণ রবি, লোকে বলবে মহাজন
এখন সেউলে খাতার নাম লিখারে,
হলি কিরে আশিকন ।
যদি হারা ধন উদ্ধারে রে মন,
এখন তোর হয় বড়ন, কর এসের আর বিন
ওরে পরাবে প্রাণ লুটাইলে,
যাওরে বন বন তিরসন ।

কীৰ্তনের স্বর—একতাল।
একবার এস প্রভো প্রেমময়, পতিতপাবন ।
একবার এস আমার হৃদয়মানে,
দেখে জুড়াই হৃদয়ন ॥
(ওহে) তুমি কৃপা-কল-ভর, কাতর-শরণ-গুরু,
কাঁদালের ধন ।

আমার এই বাসনা নরন-জলে,
খোরহি তোমার শ্রীচরণ ॥
(প্রভো) তরু লতা রবি শলী,
তোমারি হে রূপরাশি, তুমি নিখিল ভুবন ।
(ওহে) জ্ঞানে তুমি জ্ঞান, প্রাণে তুমি প্রাণ,
ভক্তির ভুবন-মোহন ॥
(প্রভু) নানা হৃৎথে জলে পুঁড়ে,
আছি তোমার নামে পণ্ডে,
আমি অনাথ অকিঞ্চন ।
আমার দক্ষ প্রাণে, প্রাণ ঢালি,
জুড়াও আমার এ জীবন ॥ *

জংলালিত—আড়া ।
চাও চাও প্রভো বারেক ফিরে ।
ওহে চাও দয়াময় বারেক ফিরে ॥
চরণ-ভরণী খিনে পাখী তোমার ডুবে মরে ॥
আমি নরনে কিছু দেখি নে,
কোথা চলেছি আমি নে,
কণে ভাসি, কণে ডুবি (নাথ) অকুল অর্ণবে পণ্ডে
সাহসই দোসর ছিল, সেও হার ছেড়ে গেল,
ডাকি যে তাও আর কণ্ঠেতে নাহি নিঃসরে ।
এখন বল-বুদ্ধি হারা স্বরে, আছি উৰ্দ্ধ হৃৎথে চেয়ে,
রাঁচাইতে চাহ যদি,
(ওহে) তুল আমার বরা ক'রে ॥ *

আলাইয়া-বিখিট—একতাল।
এ বীর্ষে এ হৃৎথের দিনে,
বেধা দিয়ে রাখ প্রাণে, দয়াময় ।
চেনে যেথ ভেসে যায় হে,
তোমার সেই চির-দিনের নিরাশ্রয় ।
আমি জ্বলন্ত মনে করি, যে হুত্রটি করে ধরি,
ছিড়ে যায় তাই নাথ,
বল আমার এ প্রাণে আর কত সর ॥

প্রভো এ কুল ও কুল হারাইয়ে,
দিয়েছি অক ছাড়িয়ে,
কৃলাও বা না কৃলাও তুমি,
কর ওহে যেমন তোমার ইচ্ছা হয় ॥ *

আলাইয়া-বিখিট—একতাল।
দয়াময়-নামের গুণ, এক মুখে বল গান,
করি কেমনে ?
আমার সকল হৃৎথ পাসরি হে,
নামামৃত করি পান বদনে ॥
এ নাম যখন ক'রে, বিলাও সবে বরে বরে,
বলে দিও কেহ যেন ভুলে না এমন ধনে, জীবনে
প্রলয়ের অলোচ্ছ্বাসে, ত্রিভুবন যদি ভাসে,
এ নামে বাঁধিলে প্রাণ, পাবে স্থান,
দয়াময়ের চরণে ॥ *

জংলা—রূপক ।
এ দিন যাবে, যাবে সবই চলে, কিছু রবে না ।
অনিত্য বন্ধনে মন বেধে না ॥
কতু প্রহুস পৌর্ণমাসী, কতু হার অমানিশি,
দিন এমনি যায়, কারু কতু থাকে না ॥
হৃৎথের বিষ-দংশনে, হৃৎথ না গণিও মনে,
হৃৎথ-হৃৎথ পরিণামে সম-গণনা ।
হৃৎথের হুমিষ্ট স্বপ্নকাহিনী, হৃৎথের দীর্ঘ বামিনী,
যাবে সকলি একদিন তাকি জান না ॥
বিবাদ-হর্ষের জোড়ে-অটল অচল চিত্তে,—
রহিতে এ ভবে যদি কর কামনা ।
যাঁর কালেতে নাহি কম, প্রাণের নাহি লয়,
সেই অমৃতনিলয়ে, কণ ভুলো না ॥ *

জংলা—রূপক ।
ভবে এসে হার কি গিয়াসে মোহ অন্ধ মন ।
বিকলে সর্ব্বের করলে বিসর্জন ॥
অরে কি অস্ত্রে বল না এলে,
কি কাছ ক'রে গেলে,
কারে ভাসি দিলে কি উদ্দেশে এ জীবন ।
সংসারের যন্ত্রভবে, পাণ্ডির সমী ভবে,
ভাঙি পড়ি তাহা কখনা দিবন ॥

আশার আশলে মুক্ত হয়ে, চলেছ কোথা খেয়ে,
মৃগ-ভূমিকায় ভূম্বা কি হয় নিবারণ ॥
বিবেক বুদ্ধি হৃদয়, সকলি করিলে কণ,
অনন্ত কালের ধন অমৃত-ভূষণ ।
সিদ্ধ হল না কোন কামনা, আর হল বুধা লান্ধনা,
কিছু পেলে না করিলে হৃদ্ব অবেষণ ॥ *

জংলা—রূপক ।

দয়াল ব'লে, হৃদয় খ'লে, ডাক রসনা ।
পুরিবে চিত্তের চির-বাসনা ॥
যদি বড়ই হৃৎখেতে পড়ে, ডাক রে ঐ নাম ধ'রে,
হৃৎক কখনি হৃৎ-জ্ঞান হবে না ॥
ভক্তিতে অটল হয়ে, ঐ নামে থাক নির্ভয়ে,
কৃতান্তভর অশ্বরে স্থান পাবে না ।
কোন অদৃষ্ট শক্তি সকারে, হিমাদ্রি টলিতে পারে
টলে সকলি, ভক্তির ভেলা টলে না ॥
বে হ'তে জগতে ভাসা, হৃদয়-জগতে আশা,
জগত সে হতে নাম করে বোধবা ।
বিশ ঐ নামে বঞ্চিত হ'লে, অতল ভ্রমোজলে,
যাবে ডুবিয়ে চিহ্নও আর হবে না ॥ *

হরটমলার—একতাল।

নাথ, ক'রে রাশি নিবেদন ।
জানি না কখন, নিবান-শমন,
করিবে কয়ে বকন ॥
মারামোহে আমি আহি অন্ধপ্রায়,
সলা লুপ্ত শত্রু দেখি না তাহার,
তাই দরমর তোমার আগ্রহ; চাহি আমি অভাজন
অকস্মাত কাল দিবে দরশন,
কিছুই না হবে মম-আয়োজন,
অব্যর্থ সন্ধান, বিম-বিক্ত বাণে,
বিক্রিবে বিহঙ্গ-ময় ।
শূন্য প'ড়ে হবে, দেহের পিঞ্জর,
শোকের নলজ্বল, হইবে জর্জর,
আবাস আমার, হইবে আধার, মূর্খি আমি নয়ন
সাধনা দ্বারার সাধিক লবল,
কৈরী-ভরসা চরণ-কমল,
অগতির গতি, কুহি বিবগতি, কয়েছি আমি প্রবণ

অধরে আমার দিগে নাম-সুধা,
পরিভূক্ত ক'রো চির-ভূকালুধা,
অকিঞ্চন ব'লে, তুলে নি'রো কোলে,
জুড়াবে দম্বজীকন ॥ *

প্রসাদী স্বয়—একতাল।

হেলায় আমি যাব ত'রে ।—মা গো,
তোমার ভক্তির ভেলা দৃঢ় ধ'রে ॥
আমার ভাসা হালে, হেঁড়া'পালে,
ভর করি না এ হৃৎতরে ।
আমি তরঙ্গের সঙ্গে হুখে,
ভাসব তোমার রূপা স্মরে ॥
যদি হাবু-ডুবু খাই গো কখন,
ডাকব তোমার উচ্চৈঃস্বরে ।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি—
দেখব তোমার আঁধি ত'রে ॥

ঝিকিট—একতাল।

আয় আয় নিমাই, ছাধিনীর জীবন,
একবার আর রে দেখে, জুড়াই দুঃখন ।
কি ভাবে বা এলি, কেন চ'লে গেলি,
মা ব'লে কেন রে ছলিলি এমন ॥
হরি হরি ব'লে, কি খেলা খেলিলি,
ন'দের শত প্রাণে কি সুখা ঢালিলি,
সবার পাগল ক'রে, আপুনি পাগল হলি,
শেষে ডালি দিলি মায়ের প্রাণ-ধন ।
নবীন বরসে এ কিরে পিয়াস,
কান্ধ কখান কি মনে লইলি সন্ধ্যাস,
ডাকি গৃহ-বাস চলিলি প্রবাস,
আর কিরে মা ব'লে ডাকিবি কখন ॥
যরে বিষ্ণুপ্রিয়া সোণার পুতুল,
কাঁচা সোণা মাখা অমৃতটু ফুল,
কি ভাবে তুই বাছা হইলি আকুল,
আন্তনে সে ফুল বিলি বিসর্জন ।
যরে কি রে তোর প্রাণের হরি নাই,
ওবে কেন যরে বলি না নিমাই,
হরিময় তোর বলিছে সবাই,
(কেবল) আমার কাঁকি দিলি পেয়ে অকিঞ্চন ॥

বিশিষ্ট—একভালা ।

হায়, হায়, কেন, কাকালের প্রাণ,
চকোরের মত তোমার পানে ধায় ।
হেন মনে লয়, হৃৎ-হৃৎময়,
আছে কিছু, ডব প্রেমের জ্যোৎস্নায় ॥
ডব-অন্ধকারে ভুবন ভারত,
জন্মের বিপাকে ভুলে ছিল পথ,
প্রেম-শব্দী তুমি হ'লে প্রকাশিত,
হরি-ধ্বনি হ'লো সহস্র জিহ্বায় ।
চন্দ্রোদয়ে সিদ্ধ উৎসে যেমন,
তোমায় দেখে হায়, হইল তেমন ;—
জীবের প্রাণ-সিদ্ধ উঠিল উখলি,
বহিল অনন্ত নয়ন ধারায় ॥
হরি নাম জীবের মহা-মোক্ষ-ধাম,
ভুবন উছলে শুনিলে যে নাম,
সে নাম বিলাইয়ে জগৎ ভুলাইয়ে,
কাণাইলে তবে প্রেমের লীলায় ।
প্রেমাবেশে তুমি ভাসি নয়ন জলে,
আচণ্ডাল তবে তু'ল নিলে কোলে,
তরাইলে পাণী, জুড়াইল তালী,
জয় জয় হ'লো প্রেমের নদীয়ায় ॥

বিশিষ্ট—একভালা ।

প্রাণ চায় ধারে, প্রাণের মাঝারে,
প্রাণের সে পুতুল কোথা গেলে পাই ।
প্রাণের পরিত্যক্ত, হয় কি না হয়,
তবু তাঁরে হায়, পলকে হারাই ।
শত চন্দ্র হ'তে সে ধন হৃদয়,
শত সূর্য হ'তে তেজ ধরতর,
মধুর শীতল, কুসুম-কোমল,
সে বিনে তাহার ভুলনার নাই ।
হৃদয়-হতে হৃদয় তারে মন লয়,
ফুলের-ডলও বেন সর কি না লয়,
ফিরে দেখি-একি বিরাই বিশ্বময়,
সে ধন বিশ্ব-কই খুঁজিয়া বেড়াই ॥
কতু ভাবি-বুঝি সে ধন আমার,
অমৃতের সিদ্ধ অতল অপার,
আবার ভাবি হায়, সে-সিদ্ধ কোথায়,
বিশ্বের শিখার কেন মরে পাই ।

কেহ বলে ভক্তি তাঁরে পাবার পথ,
কেহ বলে পথ, প্রেমের পুষ্পরথ,
পথ-হারি হায় আমি, নানা পথে ভ্রমি,
পাই কি না পাই, প্রাণের তাঁরে চাই ॥

বিশিষ্ট—একভালা ।

দেও দেও দেখা, হরি দীন-সখা,
দেখা দিয়ে আমার সাধ হে জীবন ।
(আমি) পিপাসিত প্রাণে,
চাই হে তোমার পানে,
একবার চুখী বলে নাথ দেও হে বরশন ॥
আমি বলে আমার বলি সর্বক্ষণ,
সে আমার তুমি অন্যদি কারণ,
তবে কেন হায়, দেখি না তোমার,
কোথায় তুমি কোথা আমি অকিঞ্চন ।
যোগীর চক্ষে তুমি ব্রহ্মসদান,
নীলরূপ নির্গুণ নিত্য নিরঞ্জন,
কাকালের তুমি প্রাণের প্রাণ ধন,
নয়নের মণি, হৃদয়-রঞ্জন ।
জ্ঞানের পথে তুমি অগম্য রূপার,
বিস্তানে অকূল অনন্ত আধার,
(আমি) চাহি না হে জ্ঞান, চাহি না বিজ্ঞান,
চাই হে তোমার হৃৎসমাধি ত্রিচরণ ॥
কুশাক্ষরে যদি বিশ্ব-ভক্তের প্রাণ,
ত্রিঅঙ্গে তা না কি ব্রহ্ম-সম জ্ঞান,
(তুমি) কৃপা-কর-ভর, প্রেম-ভক্তির গুরু,
ভক্তির পথে আমার কর আকর্ষণ ।
তুমি বিনে আমার এমন কেহ নাই,
কাছে গিরে ধীর, হৃদয়-কুড়াই
(আমি) ভবের আধার, জকি হে জেমারে,
কোথায় রয়ে হরি বিপদ-ভঞ্জন ॥

আলাইয়া-ব্যাবিলা-বাহার—একভালা ।

বল আমার, বল পদমের চাপ,
নদীয়ার সে চাঁপ কোথা গেল হায় ।
নবদীপ পুরী অককর কবি,
সে মল-মধুরী লুকালো-কোথায় ॥

তুমি হুরধুনী হুর-ওয়ারিনী,
কুশু কুলু রবে কহ কি কাহিনী,
কহ গো আমার গোড়-বিলাসিনী,
কোথা পলাইল সে গৌর রায় ।
বনতরু তোরা দেখেছিলু তাঁহায়,
দেখেছিলু রে যবে প্রেমের লীলায়,
নয়নে তরঙ্গ, করেতে করঙ্গ,
সোণার সে অঙ্গ লুঠিত ধলায় ॥
দেখেছিলি যদি বলরে এখন,
কোথা চলে গেল কাঙ্গালের সে ধন,
নদিয়া রয়েছে, নদিয়া-বিহারী
ফিরিবে কি আর এই নদিয়ায় ।
যে নগরে কোটি কঠে হরিধ্বনি,
শুনি উৎখলিত আনন্দে অবনৌ,
সেই ত নদিয়া রয়েছে পড়িয়া,
শূন্য-দেহ-সম নাহি প্রাণ তায় ॥

আলাইয়া-সোহিনী-বাহার—একতারা ।

প্রেমের দায় শেষে এসে নদিয়ায়,
কি নতন খেলা খেলো প্রেমময় ।
রাধা রাধা ব'লে ভাস অশ্রুজলে,
(আবার) হাস অশ্রুমারো একি ভাবোদয় ॥
যে অঙ্গে শোভিত প্রেমের গীতবাস,
সে অঙ্গে কোঁপীন, কিবা রসাতাস,
বাঁশরীর করে করঙ্গ বিহরে,
মাধুরীর ভঙ্গি তায় পরিচয় ।
মোহন চূড়া ছিল মদন-মোহন,
সে চূড়ায় চারু জটার বন্ধন,
সে বিনোদ ঘটী, বিলসিত ছটা,
সোণার বরণে ঢাকিবার নয় ॥
লুকায়েছ ব'লে বুকে ত না লোকে,
পাছে পাছে ধায় আঁধার আলোকে,
ধরা পড় তুমি ধারাময় চোখে,
প্রেমামৃত সিদ্ধু কিসে ঢাকা রয় ।
কি যেন তোমার কোথা ছিল হায়,
কি যেন হারারে পাগলের প্রায়,
সে ধন প্রাণের মারো গোপনে বিরাজে,
প্রকাশ না লাজে হেন মনে নয় ॥

আলাইয়া-সোহিনী-বাহার—একতারা ।

জয় রাধে—বল, মন সাথে জীব,
সাধনার যদি থাকে তোয় মন ।
রাধার ভাব বিনা, হয় না আরাধনা ॥
সে ভাবের তত্ত্ব আশ্র-নিবেদন ॥
হৃদয়ে নিরখি নব-বন-শ্যাম,
সদানন্দময় রূপ অভিন্নাম,—
ভুলিবি সংসার, বাঁধুনি মায়ার.
ত্রীপদে সঁপিবি যুগল নয়ন ।
প্রাণের মাঝারে প্রেম-বৃন্দাবনে,
নিরমল-চিন্ত-নিকুঞ্জ-কাননে,
নিরন্তর হেরি, সে রূপ মাধুরী,
জুড়াবি রে জালা, জুড়াবি জীবন ॥
কামনা-কালিন্দী-কুলেতে কখন,
কনুযকালীয় করিলে গর্জন,
চরণে শরণ লইয়ে তখন.
করাইবি তার ফণার দলন ।
মধু হ'তে হবি মধুর জীবনে,
মধুধারা ঢালি নিখিল ভুবনে,
হরি হরি মরি, আপনা পাসরি,
পরকে করিবি প্রেমযুগে আপন ॥

মনোহরসাহী জংলা—লোতা ।

হরি ব'লে হায় করে দেখে ঐ চলে যায় ।
রূপের—অতুল আভায় যেন,
বিজলী লাজে লুকায় ॥
কমিত-কাঞ্চন-তরু—তনু মনোহর,—
কুহুমে শিশির সম আঁধি বর বর,
আঁধির—পলকে পলকে যেন,
ভ্রমর উড়ে বেড়ায় ।
এ নব বয়সে কে রে যৌবীর এবশে,
ফণে ফণে কাঁপে অঙ্গ কি হৃৎ-আবেশে,
আহা—কি বাউনার প্রাণে জ্বলে,
চলেছে দেখে রে কোথায় ।
কে এরে সন্ন্যাসীর বেশে মরি সাজাইল,
দণ্ড কমণ্ডলু অই করে তুলে দিল,
ওরে—কেউ কি নাই রে ত্রিসংসারে,
কেন কাঁকালের প্রায় ॥

কোন অতীত মায়ের বুক জেলেছে অনল,
কর বা পিপাসু প্রাণে ঢেলেছে গরল,
আহা—কি বিধাদে,—কিবা সাধে,
কোথায় যায় রে কর কথায় ।
দেহ প্রাণ আমার যেন সঙ্গে কেড়ে নিল,
দেখেছি অবধি আঁধি আর না ফিরিল,
আমার—প্রাণের মুঝে রূপের ছায়া,
প্রাণে মিশে থাকতে চায় ।

নিখিট—একতারা ।

জয় জয় জয়, কোলাহলময়,
কি ভাবে রে সবে বিভোর আজ নিদায় ।
কি আনন্দ ধ্বনি চারি দিকে শুনি,
কি উজ্জ্বলে সবে নাচে কাদে গয় ॥
লোকের ভরে যেন কাঁপিছে নগর,
হরি হরি বোলে হিয়া খর খর,
কি আনন্দে যেন সবর অন্তর,
দেহ পিঙ্গর হতে বাহিরিতে চায় ।
পথে পথে কেহ ঢালিছে চন্দন,
কেহ করিতেছে পুষ্প বরিষণ,
আবার জয় জয় মধুর নিঃশ্বন,
হরি বোল দিয়ে হুখে সবে যায় ॥
সহস্র মুদ্রা বাজে হরি বোল,
হৃদয়ে ছব্বয়ে তুলিয়া হিম্মোল,
সহস্রের মাঝে কে রে ঐ ফিরাজে,
কণে কণে ঢলে পড়িছে ধূলায় ।
ঐ বুঝি রে গোরা প্রেমের মাতেয়ারা,
প্রেমের আবেশে যেমন অস্বহারা,
হৃদয়ে গঙ্গা-যমুনা ধারা,
পাগলের মত হরি-নাম বিলার ॥
হেলত দোলত নাচিয়া নাচিয়া,
হরি-শ্রেয়-সুখা সবরে যাচিয়া,
পাপী তাপী সবে প্রেমে কোল দিয়া,
পরের আগে যেন পরাণ মিশায় ।
প্রেমের মহাযজ্ঞ হরি-সঙ্কীর্তন,
এ ধ্বজের গুহু ত্রিগৌর-রতন,
আহুতি জীবন, দেহ প্রাণ মন,
জীবের জাণ ফল হরির কৃপায় ॥

আলাইয়া সোহিনী বাহার—একতারা ।
দেখে আয়, আজি জাহ্নবীর তটে,
কি লীলা প্রকট হইল হায় ।
যুগান্তের পাণী ভক্তির উদয়ে
হরি-নাম লয়ে ভবে তরে যায় ॥
জীবের কোলাহলে জাহ্নবীর জল,
তরল-তরঙ্গে করে কল কল,
আঁধি ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল,
সে জলে বিহবর ত্রিগৌর রায় ॥
জগাই মাধাই হুভাই ছিল নদিয়ায়,
দূরে যেতো সবে যাদের শঙ্কায়,
আজি তারা দেখ, ভক্তির লীলায়,
লুটাইছে পথে সকলের পায় ।
পাপে যারা ছিল কালান্তক যম,
প্রেমে আজি তারা কোমল-কুহুম,
কাসলের মত করপুটে নত,
মুচ্ছাগত হয়ে পড়িছে ধরায় ॥
হুভাইয়ের হাত নিজ হাতে তুলি,
প্রেমের আবেশে পরাণে উছলি,
প্রেমের অবতার, তাদের পাপভার;
হ'রে নিলা হরি-নামের মহিমায়া ।
নাচিল জাহ্নবী তরঙ্গে আবার,
চারিদিকে হ'ল জয় জয় কার,
জগতে প্রচার, পাপীর উদ্ধার,
প্রেম-ভক্তির পথে গ্রভুর কৃপায় ॥

দলিত—আড় ।

অরুণ-উদয়ে উবা হাসিল সলাজ হাসি ।—
তরল কনক আভা কবি হৃদয় বিলাসী ॥
কুণ্ডলে ডাকিল পাখী, কমল মেলিল আঁধি,
কাননে হাসিল তরু, কুহুমিত-সুখা-রাশি ॥
অফুট আলোকে নিশি—কোথা লুকাইল নিশি—
কেমনে নিবিল তারা, কি ভাতিছে তয়োনালী ।
মুহু বহে সমীচণ, কি হুখ করি বহন,
পরশে অবশ মন আপনা হতে উদাসি ॥
মেঘ পরে খরে খরে—কিবা মাধুরী বিহরে—
কি শোভা ফুটিছে ধারে, শত ভুবন বিকাশি ।
যাঁর এ মধুর খেলা, যাঁর এ মোহন লীলা,
হৃদয়ে ভাব রে তাঁরে, হৃথের সাগরে ভাসি ॥

সিদ্ধ কাঁচি—বাঁহা।
 ত্রিহরি ত্রিহরি কলে ডাক রে সিপাহু মন।
 নাম-হাণ-সিদ্ধবাক্যে হুখে কর সম্বরণ।
 হরিনাম ওঁৰ্ব্ব হোনে,—অধিকার বাঁহা ভোনে,—
 অমন-আনন্দ-যোগে—বৌদ্বিগ জীবন-ধন।
 যে হরি অনলে অঙ্গে, আত্মায়ে দাবিলা কোলে,
 সেই হরি আমায় হরি, ডাক তাঁরে অহঙ্কণ।

আমাইয়া—ভেতাল।
 কি দেখিতে এলে, বাঁ আমায়
 হুণ্ডার—সর না আয়।
 (আমি) মা ব'লে তোমায়ে ডাকি,
 মা হয়ে দিগ্ভা কাকি,
 ভব-হুখে মা ভূমি কর নিস্তার।
 সোণার ভারতে আজি হাছাকার,
 খাশান হুমেতে বেন তরতর অঙ্ককার,
 জীব-লীলা—বেন খেলা—যাতনার,
 ভুবানে তুমি অলে সবাকার—
 তুমি—রূপাময়ী মূর্তি লয়ে, কেমনে রয়েছে সয়ে
 কুসভানে রূপা কি মা নাই তোমায়।
 এলে বলি, কি দিব মা—উপহার,
 কাঁদালে কি আছে মো মা পুজার সে উপচার;
 অঙ্কলে গাখি মা ফুল হার,
 ভক্তিই চন্দন হবে সে মালায়,—
 (আমি) রাধে মো মা উহা বলি,
 ত্রিপদে দিব অঙ্গলি,
 বিপদে সম্পদ হবে তার আমার।

জালা—বেহুটা।
 গাওঁরে ভারতসঙ্গীত, সব প্রাণ ভ'রে।
 ভারতীয় আরতীতে ভক্তিপূত বীণা-করে।

বিলি আজ প্রাণ নশে, জনবতীৰ্ণ হানে,
 জনলীর লাবণ্যে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
 কত আশা হুখে র'বে, আশুর আগ নবে,
 ঐ তল বয়ে তেজী-নাশর বোহন করে।
 সাধনায় সিদ্ধি কলে, সাক্ষিলে মৃত-বলে,
 এ কথা কঠ হ'লে, যোব সবে-মরে করে।
 নিরি বিধরে বদি, তবু দায় সিদ্ধ নদী,
 তথাপি যজ্ঞযোগে, সাক্ষিবে স্বা-অন্তরে।
 হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদীপনা,
 আহতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান' পরে।

মঙ্গলটি—বেহুটা।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ-ভূমি মহীতলে।
 পূজিব পা-দুখানি আজি বোরা অঙ্কলে।
 আমরা অভাজন, জামি মা মা কেমন,
 তুমি মা পালিতেছ অন্ন অলে রাখি কোলে।
 নাহি মা অঙ্গে বল, লম্বল অঙ্কলে,
 দিব তাই ভক্তি-ফুলে ভ্রামল পদ-কমলে।
 হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমায়ে,
 হৃদয়ে ভাত-ভূমি ফুল বেঁধে শতমলে।

নট বেহাগ—গোতা।

নীরব ভারতে কেন ভারতীয় বীণা।
 সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
 কুঞ্জে কুঞ্জে বার, কোকিল কণ্ঠে
 খেলিল হুধা তরল;
 সে কবি নিরুত্ত-কাঁড়ি, শূন্য সবাণ।
 বীর-রাগ-মদে, বেই তানে পল্লিত ভারত,
 আজি সে নীপক-রাগ, প্রবেশ শুক্লিমা।

বিহারিলাল সরকার।

বাঁকালাল জেনারেল আনুগ্ৰহে ১২০২ সালের ২২শে কার্তিক বহাউবী পুজার বিধি অনুসারে বিহারিলাল সরকারের জন্ম হয়। ইকুশি পিতার নাম—উমারচন্দ্র সরকার। আট মাসের বয়সে ইনি কলিকাতার কলেবনে বহাউজাতির নবাবের কাছাকাছি ছিলেন। ছাত্রপুত্রি পৰ্ব্বাতি পড়িয়া তৎকালীন কলিকাতার বৈদ্য পৰ্ব্বাতি অধ্যয়ন করেন। 'জেনারেল এসেবিলি কলেজ' হইতে এম্ব্রাস পদবী লাভ করেন। 'কট আউল' পৰ্ব্বাতি পড়িয়া, লংগারের অধ্যক্ষতায় বহু ইহাকে চাহতীয় চেষ্টা করিতেন। ১২৩৭ সালে কলিকাতা জেনারেল আনুগ্ৰহে পৰিচালিত কার্যে যোগ দেন। এই সময় 'একটি' নামে বৈদিক

ত্রিভা উক্ত ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। ইনি এখনে এ পক্ষে লিখিতে আরম্ভ করেন; শেষে ঐ ত্রেহ নন্দাদেবের কাব্য পর্যন্ত ইহাকে করিতে হইয়াছিল। 'প্রভাতী' উত্তরাখণ্ডের পর, ১২১০ খ্রিস্টাব্দে (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে) কলিকাতায় 'প্রভাতী'র কাব্য প্রাপ্ত হয়। এই কাব্যে ঐ উক্ত কাব্যটির হইতে প্রকাশিত 'শাস্ত্রপ্রকাশ' গ্রন্থের প্রচারে ইনি অনাধারণ কৃত্তির প্রদর্শন করান। এই সময় 'বঙ্গবাসী' ও 'বৈদিক' পক্ষে ইনি যথো যথো প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই সকল গ্রন্থের ইহার গুণগণা প্রকাশ পাওরায়, 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী গুণগ্রাহী স্বর্গীয় বোমেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয়ের ক্রমশঃ ইহাকে সম্পাদক বিতরণের উক্ত পদে গ্রহণ করেন। এক্ষণে প্রচারিত ইনিই 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক। 'ইংরেজের অর্থ', 'পত্নী-বহু', 'বিশ্বাশাসন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে বঙ্গবাসী-কেন্দ্রে ইনি উক্ত আসনে সমাসীন। সমীচ-মতনার ইহার বঙ্গপ্রভা সম্বোধিত। করিবার স্বার্থে, তাহার বহুদিকার,—ইহার সমীচ অতি উচ্চতরে স্থান পাইবার যোগ্য।

কানাকা—মহামান।

হে সিদ্ধপুরুষ পণেশ, তুমি জ্ঞান-পৌরবাক্য।
আমি অজ্ঞান, ইনি হে, চচনার দুঃশয়।
চাহ যদি করণ মরনে, কিবা বাধ সাধ-পুরুষে,
বক্তা হুদ্য জ্ঞান গীত-গুচনে,
হুক ভাবে,—উদ্ধৃত্যে কত রাগ-ভান-লর।
তুমি-শুধু হিংসি-সম,
তুমি পঙ্কজ বীর সৌম্যভম,
গিরি-ভুজেরয় হরি,—সদা মনোরম,
তোমার করণায় হৃদি,—সিদ্ধি নিরাময়।
মনে বা এসেছে হে, নৈশেছি তা,
নহি কবি,—সহ কবি-পাণ্ডা,
তুমি ভরসা তোমার, হে সিদ্ধিজাত।
কুর সিদ্ধ, অসিদ্ধ এ গীত-নিচর।

কীর্তন।

নামের সুখার পাখি গলে,
প্রাণের আশার কাদিলে।
বলাই দূরে যায় ঐ নাম নিলে।
নাম বর, সুখার আশার বর,
শিখরে প্রাণ শিখর শিখর,
ঐ নামে শুনি কলসের মনোরম,
আমি নিবি রে আই, হৃদির দ্বা দ্বি আর।
সুখ পাণ্ডা কবি কেতু মাকড়স মারী-মর,
হৃদির দ্বা দ্বি আর, হৃদির দ্বা দ্বি আর,
হৃদির দ্বা দ্বি আর, হৃদির দ্বা দ্বি আর।

কীর্তন।

আকুলে কাদিলে আই,
(এই) অকুলে হরি রে পাই;
অকুল পাথারে হৃদে ভেসে যাই;
হরি বলে আই, আর কেঁদে পাই।
অজের সাধার, রে প্রেম-পাথর, বহু অবিহাম।
সেই প্রেমে সেধে, হেমে কেঁদে,
হেমে বিলাও হরি নাম।
(নরন জলে ভেসে রে)
বলাই দূরে যায় ঐ নাম নিলে।

প্রাণের আশার প্রাণ কঁদে, পড়িলে বিবম বিপাকে
হরি তোমা বিনে কে কীনে রাখে।
বিষধর বিবম বিকট-কার,
ভেলছে বিব, কংশেছে আশার,
ঐ বিবে প্রাণ জলে বাতনার;
হরি দাও হে চরণায়ুত, মৈলে প্রাণ যায়।
চরণ গুণ কত না জলে-অকণ্ঠ
পাপ-তাপ-অস্ত্র, কাদি আকুলে তোমারই ডরে,
হরি হে, হরি হে, আশার হরি হে,
সেহ বেগা কীনে-করা কঁদে।
বলা আশে বলাই কাদি কাদি কাদি।
হৃদে বেকার, আই (হৃদি) অকণ্ঠের অকি হে আই,
অপার বিবম অকণ্ঠ পদ চাই।
হরি, ঐ পদ চাই অকণ্ঠ পদ চাই।

আমার এখন, এই নিবেদন, চরণে তোমার,
 যেন তোমার প্রেমে, তোমার নামে,
 মাতে প্রাণ অনিবার ॥ (হরি হে দয়াময়!)
 আমার মতি যেন ঐ পথে থাকে ॥

অলসে বিজলী অলে, রসে রূপ উৎসলে,
 যুগল কারি ।

বামে রাধা ল'রে, শ্রাম বাঁকা হ'রে,
 যুগলে মিলে, ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায় ॥
 চরণ-রাগে অরুণ হাসে, নয়ন-কোণে অমিয় ভাসে,
 চান-মুখ শ্রমে, চানিয়া-আশে,
 কিশোরী-চকোরী চমকি চায় ।
 কিশোরী-প্রেমে কিশোর বাঁধা,
 কিশোরী নামে বাঁশরী সাধা,
 প্রেমে ঢলে বলে বাঁশরী 'রাধা,'
 প্রেমে সে শিরায়ে পুলকে গায় ।
 নিধর প্রেম-পাথার বহে, যুগলে তাহে ডুবিয়ে রহে
 চ'খে চ'খে চেয়ে নীরবে কহে,
 কত যে সে প্রেম পরশে পায় ॥
 নয়ন-ভরে দেখি পে' চলে, হরিবে হরি বদনে বল,
 লহ রাধা-শ্রাম নাম-যুগল,
 লুট'রে ধরায়, পড়ি'রে পায় ॥

কীর্তন ।

চাঁদের চিকণ কিরণ-লাগে,
 প্রেমি-কেন্দ্র সে জেছে ।
 প্রেমে অহরহুস আসে সে চলেছে ॥
 অহুপম প্রেমের প্রবাহ ধার,
 নাহিকো কুল, মূল বা কোথায়,
 ঐ প্রেমে ভাব-ভরসে খেলায়,
 ঢলে কমল-কল-কল হরিবোল ভায় ।
 কত বীণা কত তাল-কল-কল সে'ছে ॥
 প্রেম-পরশনে, মিশেছে চেতনে, মতেভনে;
 নর-নারী, নর-বিরি, তরু, পত, পানী,
 মাধব মাধি প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
 ফুলফুল হেসে, প্রেম তেলে ফোটে ॥
 এটি কে যে বিদে চাই,
 তরু প্রেমি-কেন্দ্রে দেখি'রে পাই ॥

অসীম অনন্তে চলছে সবাই,
 হেথা ভাই ভাই, আর নাই ঠাই ঠাই ।
 প্রেমের তাহার, প্রেমে গেরে বার, প্রেম-সংকীর্ণ
 মোদের মোহ গেল, চেতন এল,
 হ'ল শুভ সম্মিলন । (আলমের আর সীমা নাই)
 আগে চল, হরি বল, নেচে নেচে ॥

দোকা ।

আর ভাবনা কি যে ভাই,
 তোদের বালাই গিয়েছে ।
 (তোদের বালাই গিয়েছে তোদের বিপদ গিয়েছে)
 তোদের হৃৎ-নিশি, ঐ অমানিশি,
 অবসান হ'য়েছে ॥
 ধার মুখ চে'রে কত কৈদেছ,
 ধারে কৈদে কৈদে কত ডেকেছ,
 ধারে ডেক ডেক (প্রেমে) হরি বলছে,
 সেই প্রেমের হরি প্রেম-ভিখারী,
 প্রেমের দারে এসেছে,
 (ওরে দেখ'রে দেখ'রে দেখ'রে চেয়ে)
 তোদের শাশান-মাকৈ, নবীন সাজে,
 বৃন্দাবনের ভাব জেগেছে ॥
 (তোদের শাশান, হরি-প্রেমহীন হৃদয়-শাশান)
 (ঐ দেখ'রে চেয়ে) বমুনীর জল,
 পুনঃ কল-কল কিবা চলিছে ॥
 তাহে লহরে লহরে, ধীরে ক্ষীর-সরে,
 শ্রামপ্রেমে রাধার প্রেম উৎসিছে ।
 আবার কুঞ্জে কুঞ্জে, পুষ্পপুঞ্জে,
 কৃষ্ণচন্দ্রের দান্ত-সখা-রাগ বুটেছে ॥
 গগন-ভালে, প্রেমে ঢলে ঢলে,
 শারদ চাঁদ হাসিছে ॥
 (ঐ দেখ'রে চেয়ে)
 চাঁদ হুধার হাসে, হুধার ভাবে, হুধার ধরা চুমিছে,
 তাহে তর তর তর, কঁর কঁর কঁর,
 করুণার ধারা ব্যিসিছে ॥
 ঐ চাঁদের কিরণ মেখে, শ্রাম-অঙ্গ অঙ্গ রেখে
 (মোদের) রাইচাঁদ ভ্রামচাঁদ মেখে,
 (আবার) ভ্রামচাঁদ রাইচাঁদ মেখে,
 (এ দেখ'রে চেয়ে, এ দেখ'রে চেয়ে)
 মেখে মেখে, চাঁদ চাঁদ, নর-নর-কিরণে ॥

হরি হরি কিবা অপরূপ রূপ সেজেছে ।
হেন রূপ এ জনমে আর কি কেউ দেখেছে ।
তুই রূপ ছিল, মিশে এক হ'লো,
(আর রূপে নাইকো কালো,
নাইকো ধ'লো,—এক হলো)
(রূপে) শুধুই জ্যোতি,
যেন অনন্ত কোটি ঈদি-মতি জাতিছে ॥

শুধু রূপ নয়, শুধু রূপ নয়,
ঐ রূপে আরও কিছু রয় ।
চাঁদের রূপে শুধু চকোর কি মতে,
যদি হুধা না থাকিত তাতে ।
চাঁদে হুধা আছে, রূপে প্রেম আছে,
তাই তো ও রূপ হে'রে মন প্রাণ মজেছে ॥
ঐ রূপ দেখ, আর শোন,
আমার শ্রমের বালী কি বলিছে ।
বালী বলে,—“প্রেমে ডেকেছিল,
প্রেমে কঁদেছিল, প্রেমে পেরেছিল,
(আমার শ্রমের বালী বলে)
প্রেমে ডেকেছিল—(আর ভুলিল নে রে তাই)
(ঐ নাম ভুলিল নে রে,
অমন হুধামাধা নাম ভুলিল নে রে তাই)
প্রেমে ডেকেছিল, প্রেমে কঁদেছিল,
প্রেমে পেরেছিল, প্রেমে যে ডেকেছে,
সেই পেরেছে ।
(প্রেমরসে ভেসে ও তাই হরি হরি বল)
প্রেমরসে ভেসে, তাঁরে যে ডেকেছে,
সেই পেরেছে ॥

বীপভাল ।

হরি, এ কি দেখি অপার করুণা তোমার ।
তুমি আপনি কালো আপন নামে,
জন্মের ব্যথা মূলাধার ॥

জন্ম ব্যথা পেয়ে, তোমার মুখ কঁদে,
কঁদে কখন হরি বলে,
তখন তুমিও কঁদে, ভেসে মল্ল-বলে,
এনে লও যে আমার তুলে আপন বাকসে ॥

(তুমিও, কোলে, আর আর বলে)
এত করুণা আর আছে বা কার ॥

— — —
হরি, তোমার করুণায়, জন্মের মরীচিকায়,
মন্দাকিনী বহিরে যায়, তবিত মানব-মৃগকুল যায়,
অঞ্জলি ভরিয়ে, আকর্ষ পুরিয়ে,
পীয়ে হৃদীতল বারি তার ॥
হরি, তোমারই করুণায় করুণা উৎপলে,
পাষণ পরাণে, যেন তুষার-শ্রাবে, নিকর করে,
কঠোর পাষণে বর বর অনিবার ॥
কোথা কোন্ পথে, কোন্ মতে,
তুষার গলিয়ে যায়,
পড়ি গিরি-শিরে, ঘুরে ফিরে, নিম্নত নিম্নতে যায়,
শেষে পড়িয়ে ভূতলে, কল কল চলে,
বহে প্রবাহিণীরূপে, উষর উর্ধ্বর ভূমে,
স্থানান্তরের তার নাই কো বিচার ॥
হরি, তোমারই করুণা কত, কত বলিবে হে আর ।
তোমার করুণায় নাহি যে পার ।
তোমার করুণায় কণিকায় শান্তি-সিদ্ধ উৎপলায়,
কেবল কণিকায়, হুধার বজ্রাঙ্গণত জামিয়ে যায়,
তোমার করুণা তোমারই বিভূতি-সজার ॥
হরি, তোমার করুণা চাহিতে হয় না,
হে করুণাধার ।
তুমি আপনি ফের ধারে ধারে,
ডেকে জাগাও ধারে তারে ।
(তুমি আপনি ফের ঘুরে ধারে)
(আহা কত লজা তুমি ধর হে হরি, হরি হরি,)
বিলাও অবিরল ধারে, প্রেমের পীতৃ-নায় ॥
(বিলাও অবিরল,—লয়ে বা রে, বা রে,
তোরা বত পারিল ॥)

হরি, তোমারই করুণায় পাই হে
তোমারই ঐ নামের শান্তি-জল ।
তোমার করুণায় জীবের জীবনে মঙ্গল,
মরণেও মঙ্গল, তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলাধার ॥

— — —
ধরায় ।

বলিহারি হরি, তোমার করুণায় ।
শুধু হরি, হরি বলে তোমার পাঁজর যায় ॥

নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ,
 নৃত্য-কাঞ্চন, সুহৃৎ-চন্দন,
 কেবল মুখের কথার হরি বলে হরি পাওয়া যায়,
 তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিধান,
 খুলে সকল-প্রাণ, করুলে তোমার গুণ-পান,
 জীবৈ তোমার সজ পায় ॥
 (শুধু হরিবোল হরিবোল বলে,
 জীবৈ তোমার সজ পায়)
 (শুধু হরি হরি হরি বলে
 জীবৈ তোমার সজ পায়)

—

যাযারী বলে হরি, ভালবাস কি হে ব্যাধি দিতে,
 ব্যাধি দিয়ে তাই কি হে, চাহ ব্যাধি বুচাইতে ।
 ব্যাধি না পেলে, কেহ ত কখন কাঁদে না ।
 না কাঁদিলে,—কেহ ত তোমার চাহে না ।
 না চাহিলে,—কেহ ত তোমার ডাকে না ।
 তাই, বুঝি ব্যাধি দিয়ে, চাহ, হরি, কাঁদাইতে ।

—

ব্যাধি না পেলে, তোমার মনে রহ না ।
 তোমার মনে না হ'লে,
 তোমার কথা ত কেউ কর না ॥
 তোমার কথা না হ'লে বুঝি, তোমার কথা হয় না,
 তাই, ব্যাধি দিয়ে, চাহ বুঝি,
 আপন কথা কওগাইতে ।
 মরণের পথে শুয়ে, মরণের কোলে, (হরি হে) ।
 তুমিত-অভিত-কর্তে, ডাকি হরি হরি বলে,
 তালি ময়ন-জলে, বাতসার-জলে,
 তবু তুমি থাকতে পার কাছে এস,
 আপন ব্যাধিহীনী মম স্নানিতে ॥
 তবু পাই হে হৃদয়, ব্যথিত-ময়ন,
 আশার ছানিকে, পাই হে, আশার-মিলন ;
 হয় কত অমঙ্গল, কতই মঙ্গল,
 হৃদয় করে, নিশ্বাসে, ভিতর-অঙ্গ-চিতে ।
 হরি তবু ব্যাধিহীনী তোমার নাম ত নয় ।
 তুমি প্রেমময়,—তুমি প্রাণময়,
 তুমি সুখময়,—তুমি শিলাময়,
 তবে কিসে ব্যাধি আসে, কেন হৃদয় হয় ।

কতু ত দেখি নাই, বিকট-কমলে,
 পরক-চন্দ্রিতে ॥

কেন, তোমার হাসি চাঁক-আঁধারে মিথার ।
 কেন,—তোমার কোটা-কমল লিখিখে-শুকার ।
 কেন,—সন্ধ্যা-ছায়া পড়ে গোষ্ঠি-গগন-পার ।
 লীলাময়, তোমার এ সব লীলা না পাণ্ডি বুঝিতে
 আমার, এ সব কিছু, বুঝে নাও নাই,
 আমি, বুঝিতে না চাই । (কাজ নাই)
 যদি ব্যাধি না পেলে তোমার নাহি পাই,
 যদি ব্যাধি না পেলে তোমার ভুলে যাই,
 তবে ব্যাধি দিও, ব্যাধি দিও,
 দিও না, তোমার নাম ভুলিতে ।
 (দিও না, আমার দিও না, তোমার নাম ভুলিতে,
 দিও না, ব্যাধিহীনী নাম ভুলিতে,
 দিও না, ব্যাধিহীনী ময়ন হরি
 নাম ভুলিতে,—দিও না ওহে ।)

—

না হ'তে ভাবের উন্নয়, কেন হে বলয় ।
 ময়াময়, জলে জলবিদ্য-প্রায় ॥
 ভাবে প্রাণ ফুটে, বাসনায় টুটে,
 হৃদয় সাধে-সব শুকায়ে যায় ॥
 হরি হে, এ সময়ে ভাবি করে ভাবে,
 আপন বলিয়ে, কি জানি কি টানে ।
 চাহি মুগ্ধ নয়নে, আতুল পরাণে,
 ভাবি মনে হেন, হৃদয়-আশে যেন,
 চেরে রই হৃদয়-পাশে ।
 সে বে দেখিতে দেখিতে,
 আঁধি পালাটিতে, চকিতে-মিলয়ে কোথায় ॥
 তবু পিয়াসা, তবু বে আশা,
 তবু ভালবাসা, মিলে না আমার ।
 দূরে মল-পারে, বসুন্ধর-ভিকরে,
 রবিকর-পারে, রক্তিত-কলিত-মায়র ।
 দূরে ময়ন বেয়ে, বুঝিতে না পারে,
 কি জানি কি মোহ-করে, উদাস মানস ধার ॥
 হৃদয় মল-পারের দূরে,
 আঁধি তুমি হরি, কাছে পৌঁছাইতে,
 কত মল-পারে, কতই মল-পারে,
 ডাকি-আঁধারে, আঁধার-পারে,

সে তো জানি না,—সে তো বুঝি না,
সে তো দেখি না,—
সে তো ভনি না, মরি মোহ-মরীচিকায় ॥
দয়াময়, দেখা দাও, পরশে ফিরাও,
বাসনা ঘুচাও, পিরাস মিটাও,
দেহ হ্রসি, হারি ত'রি,
শান্তি-বারি পিপাসায় ॥

কোথা তুমি, কোথা তুমি, হেথা পড়ে আমি.
অকূল বিধের মাঝে, — নিরত নিরয়-গামী ।
কি যে মরমের কথা, কি যে অন্তরের ব্যথা,
কি না জানো, তুমি অন্তরযামী ।
আমি কিবিত্তে হে চাই, কিবিত্তে না পাই,
কে যেন পিছে টানিয়ে ফিরায়ে ॥

তুমি পথ না দেখালে কোথা যাব চ'লে ।
হৃ-হৃ প্রান্তরে, অবশ অন্তরে,
অবসানে পড়ি চ'লে ।
দেহ পথ দেখাইয়ে, লও হে তুলিয়ে,
আপন অন্তর কোলে ।
আজি মরম-ব্যথায়, মরমের স্বায়,
তোমারে পরাণ চায় ॥

ভাবে ভাব মিলয়ে, ভাব বিলায়ে,
এস ভাবময়, আগ এ অন্তরে ।
যে ভাবে কদম্ব ফুটে, যে ভাবে গুটিনী ছুটে,
যে ভাবে বাসনা মরে ।
যে ভাবে বৃন্দাবনে, শ্রামরূপে রাই সনে,
জগেছিলে স্বরে স্বরে ।
সেই ভাবে চাও, সেই ভাব দাও,
আমায় ছাড় ত'রে ।
আমি ভাবে ধাই গলি, ভাবে হরি বলি,
ভাবে পড়ি পুটায় পায় ॥

আমি জানি না যে হরি ।
তোমায় কি বলে, ব্যথা হয় জমাইতে ।
আমি বুঝি না যে হরি ।
কোনদিক ক'রে বসব, হরি বুঝাইতে ॥

আমি ডাকি যত,
বুঝি মনোমত্ত হস্ত না হেঁতোয়ার ।
তাই কাদি যত, বাড়ে উত্ত, কাতলা-বেদনা-তার ।
তাই যদি হয় দয়াময়, তোমার দয়া এই উপায়,
কৈ হে আমার, দয়া ক'রে দাও শিখায়,
কেমন ক'রে হয়, তোমায় ডাকিতে ॥

তুমি না শিখালে, কেই বা শিখায় ।
কে না কানে, কে না ব্যথা পায় ।
ঐ পাখা কেনে কেনে পায়,
ঐ নদী কেনে ছুটে যায়,
ঐ গিরি কোনে বরপায়,
ব্যথা না পেলে, কান্ধে কি তারা আকুল চিত্তে ।

তুমি না শিখালে,
ব্যথা চাপিতে পায় কি কেউ কখন ।
ঐ গভীর খির অসীম নগন,
যন শোক-মোহ-হাসে, কঠোর বজ্র-ধারে,
ব্যথা পেয়ে করে গো রোদন ।
ঝরে বারি-বারা, পায় কি সে বারিতে ।

আমি মনে করি, ব্যথা পাশরি,
কই তা পানি, প্রাণ কেনে উঠে ।
যেন তাপে গিরি স্টে,
গলিত-অবশে, প্রবিক্ত বাতন ছুটে,
আমায় পরাণ-মরম-লহিতে ॥

আমি জনমে জনমে, কত ব্যথা পেরেছি,
আমি জনমে মরমে, কত কাদা কেনেছি,
কত কেনে কেনে, কত ডাকা ডেকেছি,
বুঝি, পানি না তেরল, কাদার মতল কিসিতে ।

বারা তেরল কিসিতে পেরেছে,
বারা তেরল তোমায় ডেকেছে,
তাদের জনমের আলা-ডুয়ারেছে,
তাদের মরমের ব্যথা হই না লহিতে ॥

তাদের মত তেমনি শিখাও,
তাদের মত তেমনি কাঁধাও,
তাদের মত তেমনি ডাকাও,
তাদের মত আলা জুড়াও,
তাদের মত ব্যথা ভুলাও,
তোমার মতন, কেহ তেমন,
পারে কি হে শিখাইতে ।

যোগিরা-বিজ হুংরি ।

হরি আমি হুখ ভালবাসি,—হুখসাধ নাই হে ।
আমি জনমে জনমে যেন হুখ পাই হে ।
হুখে যে হুখের স্মৃতি চ'লে যায়,
হুখ স্মৃতি লোপে মোহ-মদিরার
বিলাস-বাসনা লালসা জাগায়,
শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাই হে ।
হুখেই আমার যুম ভেঙ্গে গেছে,
হুখেই আমার পরাণ জেগেছে,
হুখেই আমার চেতনা হয়েছে,
হুখেই তোমার চরণে লুটাই হে ।
যত তাপে ফোটে বেদনা আমার,
স্বরণে পেয়েছি করুণা অপার,
তত তাপে উঠে স্বরণ তোমার,
সাথে কি সাধিয়ে ডেকে হুখ চাই হে ।

যোগিরা-বিজ—হুংরি ।

উদয় অচল শূন্য, প্রভাত তপন কোথায় ।
হিমাচল বলমল, বলসে মন্থ খালায়,
তপন মলিন, জ্যোতির্ভাতিহীন,
কিরণ বিলীন, নবোদিত তপন বিভায় ।
একি-এ একমন, নৃতন তপন,
বরষে কিরণ, পরশে জা পরাণ জুড়ায় ।
তীর জালাময়, তপন সে নয়,
কোমল অভয়, রূপ যন পূর্ণ প্রতিমায় ।
গিরি পরিহরি, কসক-হুখরী
লশ ফুল বরি, বীরি বীরি আওত বরায় ;
কোটি উৎসব, চরণ ফুল,
বিহ পরিবল, উদ্যিত দিক দিক ধায় ।

ভাতি অনিন্দিত রাতি বিদূষিত,
হুখা বিগলিত, বর বর করুণা ধারায় ।
পুলক বিধায়, ফুল ফুল সার,
কমল কঙ্কণ, নতশিরে চরণে লুটায় ।
পবন-হিম্মোলে, জাহ্নবী উথলে,
আকুল কন্ডোলে, কল-কণ্ঠে আনুমনী গায় ॥

যোগিরা-ভৈরবী—হুংরি ।

কি অশ্রু পুঞ্জে, কি কুটীর কুঞ্জে,
লুকায়ে কি পাখী কি গান গায় ।
কি ললিতে, কি আনন্দ নীতে,
কি বিবাদ তানে, আকাশ মেদিনী ছায় ।
কোথা হ'তে আসে বীণার বন্ধার,
কোথা হতে উঠে শ্রবণ ওঙ্কার,
কোথা হতে স্বনে রণ হৃদকার,
কোথা হতে শুনি, বন বন ধ্বনি,
ঠিকরে কি রক্তিম আভার ।
একি শুনি আজি কার জট-জুটে,
আনন্দে জাহ্নবী-ভরস ছুটে
কার পুণ্যরলে নীলোৎপল কুটে,
হুপ জলে, দীপ ভাতে, বাস উঠে, চন্দন চর্চার
একি, একি, আজি বিশ্ব-অনুপমা,
মা,—আমার মা, আমার, এসেছে হে উমা ।
মা, মা, ভিখারী কান্দালে, একি মা করুণা ।
এনেছ বিশ্বের জাগরণ,
কই কই অর মা কোথায় ।

বিভাস—হৃদয়ভাঙ্গা ।

মুছে ফেল মুছে ফেল, নরনের জল রেখা ।
কাঁদিও না, কাঁধাও না, যদি পুন হ'ল দেখা ।
কত বলিবে, কি ব্যথা এ মরমে ফুটে,
কত দেখাবে, কি তাপ এ পরাণে উঠে ।
কত জানাবে কি তার এ দেহ লুটে ।
কত বুঝাবে,
কত দিরেছিলে তার মায়ের জরসা ঠেকা ।
মায়ের ঘোমে মোহা যদি যে এসে,
মায়ের ঘোমে মোহের শব্দ হে ঘোমত ;

কেন কামিবে গো, বাড়িতে মায়ের বেদন ।

কৈলো, পার যদি

মুছিবারে করমের ফল লেখা ।

এসেছে আনন্দময়ী, এসো গো আনন্দ করি,

এসেছে মা উমা শশী, সারলা সুন্দরী ।

এসো, খেঁচি গিয়ে মায়ের নিখর নয়ন তরি ।

চোপে রাখো, বুত ব্যথা বুকে,

সেত ভাল আছে সেখা ।

—

কথা ব্যথা চোপে রাখা, কথা চাপা নয়নের জল ।

এত আয়োজন বুঝি, সব হ'ল গো বিফল ।

কই মা ত কথা কয় না, কই মা ত ফিরে চায়না,

কথা শুনিতে ও পার না অচল জনক সম

মা যে গো অচল ॥

ওগো কথা কি কহিবে, ওগো কথা কি শুনিবে,

ওগো ফিরে কি চাহিবে মা কোথায়

প্রাণহীন প্রতিমা কেবল ॥

মার প্রাণ প্রতিষ্ঠান, করিবারে অধিকার,

আছে প্রাণ হেথা কার ;

প্রাণ নাই সে প্রতিষ্ঠা করিবে কে বল ॥

—

মাগকোষ—একতাল ।

কাদ অমৃতপে, ডাক অমুরগে ।

কামিবে মাগিরে মহ প্রাণ আগে ॥

কি বেদনার, কি করুণায়, কি সাধনার,

ভকতে কামিবে মায়ে প্রাণ আগে ॥

প্রাণ মাগিরে প্রাণ খুলিয়ে, প্রাণ সাঁপিয়ে,

নাহি দিলে মায়ে,—মা কি কত আগে ॥

প্রাণ কাঁশায় প্রাণ হাসায় প্রাণ মাতায়,

প্রাণ প্রতিষ্ঠায় শুধু প্রাণ লাগে ॥

—

তৈরবী—কততাল ।

পুত ময় পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণ ।

বধি-কর্তৃ নিদ্রাসিত হুল্ললিত তাল বিমোহন ॥

হুগে হুগে বকরিত, কত গাথা কত গীত,

দিকে দিকে মুগরিত, গিরি নদী তট বন ॥

কত ঘাসে ডুবছিল, কত প্রাণে ডেকেছিল,

অব ত সে পেয়েছিল, জননীর বরণন ॥

যদি পারো করো পান, যদি পারো ধরো অন,

যদি পারো ধ্যানে আসো, কর স্মৃতি জ্ঞানরণ ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

মরণে বাঁচারে বরষ গিয়েছে ফিরে ।

মা আমার এল ফিরে পুনঃ সে শূত্র মন্দিরে ॥

শরতের আলো ছায় মধুর প্রথর তার,

মা আমার হেবে চার, শীত তপ্ত ধরপীরে ॥

সেই রূপে সেই রাগে, সেই বেহ অহুরাগে,

মায়ের মুরতি আগে শীর্ণ এ পর্ণকুটারে ॥

সেই সিংহাসন মাঝে, নশভুজ নশ মাঝে,

নশ প্রহরণ রাজে মুকুটমণ্ডিত শিরে ॥

তৈরবী—একতাল ।

মায়ের ভুবন মোহন রূপ ভুজনে ছড়ায় ।

কত কোটি অক্ষ নিশি নিমিষে শুকাইয় ॥

আজ মঙ্গল প্রভাতে দূর অবসিত রাতে,

কত কোটি ভানু ততে, কত হুগে হুমায় ॥

বিশে বিশ্ব আগরিত, বিশে হাত বিকসিত,

ফিরে বরষ সজিত মলিনতা হুমায় ॥

মুকে বাণী বিগলিত, রুদ্ধ কর্তৃ উচ্ছাসিত,

বরষ বিস্মৃত গীত সঙ্গ আগ্রত বাঁধায় ॥

বৈষ্ণব—আড়াঠেকা ।

অরুণ কিরণ ভাতি মায়ের চরণ পুটে ।

রক্তিম রঞ্জিত জবা দিপঙ্ক্ত কুটরা উঠে ॥

রুচির নশন কাশে শুভ সৌকলিকা হাসে,

ঝড়ে পড়ে আপন পাশে, মায়ের চরণ লুটে ।

আঁখি রাগ মহিমায়, রূপ আপন কমলায়,

আনন্দ বিভোর বার, কৃত মধু গন্ধ ছুটে ।

চারুমুখ চন্দ্রমায়, কোটি রশ্মি উৎখলায়,

চকিতে চমকি তার, কুমুদ কঙ্কায় লুটে ॥

ললিত-তৈরবী—আড়াঠেকা ।

দেখরে ভিখারি চেয়ে কে সাধালে

ভিখারিণী মায় ।

কে দিল পরায় দেখে সোণার বকর

মায়ের পায় ॥

কত চন্দ্র চমকিত, কত রজন খচিত,
 স্বর্ণ মুকুট রচিত কে দিল তার সাঁজারে।
 মণি মুকুতা বিধারে, কেটি মৌর-করধারে
 ঝগনিত কর্ণহারে কে দিল কর্ণে ধোলায়ে॥
 হুতলে কিরণ ধরে বাউটি বলয় করে,
 সঁজি সে সৌমন্তরে কে দিল মায়ে পরিয়ে।
 কে আগালে মায়ে কি বোধন মন্তে,
 কিম্বদ মায়ের বাখালি।
 কে সন্ডালে আজি অকালে,
 মায়ের সে অভয় বাণী॥
 কে কি হুশে কোথা কি ব্যথা ঢালিল,
 কে কি হুররাগে কি অক্ষ বধিল,
 কে আঁধি উপাড়ি চরণে সঁপিল,
 শিহরি আগিল সে গিরিশ-রাণী॥
 কে কি সাধনার কি ধ্যানে সাধিল,
 কে কোথা কি পানে কি তান তুলিল,
 কে নীলকমলে মায়ের পুঞ্জিল,
 কে কি বলে মায়ে তুলিল কি জানি॥
 স্মরণ অতীত কত বুন-মুগান্তরে,
 কে আগালে মায়ে কাঁদিয়ে কাতরে,
 সে কি কিরে এল এতদিন পরে,
 আগিল তাই আবার ভাবনী।

বোমির-ভৈরবী—হুঁরি।

মা যদি জেগেছে, সাধিবে কি সাধনার।
 কি রক্ত অশ্রিবে, ভাবিবে কি ভাবনার॥
 রণজয় আশে অরাতি নিধনে,
 নীল উৎপলে শত আরোজনে,
 পুকেছিল তারা যে মন্ত্র সাধনে,
 চাহ কি গো আজি সাধিবার তার॥
 কোথা রণ কোথা অর-পরাজয়,
 নিজ বিয়রের শক্রে কি গো হয়,
 চির ভিখারীর কোথা শক্রে ভয়,
 সে যে উদ্দেশ্যে নিশ্চিত হুণার।
 নৃতন সে হুশে নৃতন করিয়ে,
 নৃতন মায়ের নৃতন রচিয়ে,
 তাই পায় যে অর যে বশিয়ে,
 কই কোটি করে তাক পদায়ে॥

বিশিষ্ট—বাঁজার—একতারা।

মা তোমার রূপ ভুবন-মোহন।
 কেন মা তোমার ধরণী এমন॥
 কোথা তার সে শুভল শান্তি।
 কোথা তার সে কোমল কান্তি,
 কাঁথা তার সে ভাবর ভাতি,
 কোথা তার সে হেমবরণ॥
 সে যে চির অনশনে রয়,
 সে যে স্নান মলিনতাময়,
 সে যে মোন কথা নাহি কর,
 হুঁ চোঁকে ধারা বরিষণ॥
 শুধুই সে মরম ব্যথার,
 কি আশায় ফিরে ফিরে চার,
 কি ভাবায় নীরবে জানায়,
 প্রাণের সে বিষম বেদন॥

টোড়ি—আড়া।

এলে যদি ফিরে, এস যদি বার বার।
 রণবেশে কেন এসে বেদনা বাড়াও আর॥
 পারে কি খড়্গা মা অন্ন ঢালিতে,
 পারে কি ত্রিশূল বারিবিধু দিতে,
 পারে কি পরন্তু কতু মা নাশিতে,
 চির নিরনের নিত্য হাহাকার॥
 কেন রণ-সাজ, কাজ কি মা রণ,
 ছলে মিছে কেন তুলাও এমন,
 চাহি চাহি মা অন্ন অমুক্ষণ,
 পার যদি কর মা হুসার তার॥
 এলে যদি ফিরে এ কাঁদাল-পুরে,
 তীর তরবারি ফেলে দেহ দূরে,
 দেখাও শেখি মা হুঁ আঁধি পুরে,
 সেই অন্নপূর্ণা মুরতি তোমার।

বোমির-ভৈরবী—একতারা।

তোমারই পবন, তোমারই তপন,
 তোমারই চন্দ্র, তোমারই ইন্দ্র,
 তোমারই এ বিশ্বভূমি।
 তবে কেন মা বস্ত্রাধরণী ডুকিয়ে দায়,
 কেন বিনা বস্ত্রাধরণী শত ভাবায়,
 কেন রক্ত অশ্রিবে॥

বলি একি মা মমতা, শুনে চুখের বারতা,
দেখে মুখে মলিনতা, বাজেনা মরমে ব্যথা,
তুমিই বা মা কেমন ।
তবু একি মা বালাই, এলে বসি শুনি তাই,
মা মা বলে খেয়ে বাই, চরণে লুটতে চাই,
নেহারি ও রূপ ঘন ।

স্বয়ং-কাওরানী ।

মায়ায়রা মা তোমার মায়া বুঝা ভার ।
বুঝা ভার, মা তোমার মায়া রচনার ॥
ছিনু পড়ে কোথাকারে, প্রবীর এক ধারে,
মরণের কোন ধারে, ঢেলে দিল কণা করুণার ॥
ছিনু ঘুমে অচেতন, দিলে এনে আগরণ,
দিলে ভেসে সুসপন, কতাকোটা মনো-বেদনার ॥
দূরে ছায়া মরণের, কাছে দৃশ্য জীবনের,
করে হৃদা স্বরণের, যেন ধারা কোটি করুণার ।

বিভাল মিত্র—ঝাঁপতাল ।

মা সেজে দাঁড়িয়ে ঐ বিশ্বমূলে রয়েছে ।
ক্রীসম্পদ বিদ্যা বীৰ্য্য সঙ্গে লইবে এসেছে ॥
শিব হৃদয় জুগুত ফুটু কিরণে,
ক্রুর অহর-মখিও-চরণ পীড়নে,
ঘাচে আকুলে মুকতি করুণা নয়নে,
বুঝি ভুক্তি ভগবতী মুক্তি দিয়েছে ॥
স্তম্ভ আশীষ নিঃসৃত বদন-মণ্ডলে,
শান্ত পীতৃ বর্ষিত নয়নধূলে,
বর-অভয়-ক্ষরিত চরণ কমলে,
ভীত অমর অভয় চরণে পেয়েছে ।
পূর্ণ প্রতিমা বিস্মিত অরুণ তপনে,
রম্মি রেণুকা ক্ষুরিত সোণার বরণে,
দূর দিগন্ত দূরিত কিরণ ভুবনে,
নীল জলম বিচিত্র সে মিশেছে ॥

বিজয়া ।

ললিত—একতাল ।

কেমন মিশি পোহাইল ?

হৃৎকণ্ঠস্বর কেন রে এখনি শেষ হইল ।
কেন এ মিশি চির মিশি হয়ে মা রহিল ॥

অত্যাচল শশি-সমান, হইছেহে রান,
যারের হৃৎকণ্ঠ বয়ান রে ।
দেখ মায়ের আঁধি করে, কি ভাবে, কি বিবাকতরে,
হেরে তারে, প্রাণ বিদরে ॥
কি করি একি হ'ল, কাল লক্ষ্মী এ'ল,
হৃৎ-শব্দী শোক-মেঘে আবরিল ॥

বিভাব—ঝাঁপতাল ।

সাধ মিটল নী বাসনা পুরিল না ।
সাধিনু এত মারে, মা ত ত ভালি না ॥
(ও যে) মেয়েও নয়, মাও নয়,
মেয়ে কি মা এত কি নিষয় ।
চিত এত কি মোহময়, মা কি মেয়ে চিনিলা না ॥
আসা-বাওয়া মিছে মায়া,
ছায়াবাক্সির আলো-ছায়া,
ও যে স্বপনের স্বর্ণ-কায়া,
মোহে মন তা বুঝিল না ।
কে আসে কি ছলনায়, কি চাহে কি নীরব ভাষায়,
না পেয়ে বুকি চুখে চলে যায়,
অহুরোধ-রোধ মানিল না ॥

পরজ—একতাল ।

ফিরে যাও, কত মা কাঁদাও ।
তবু কত মোহে মা হাসাও ॥
তুমি গেলে চ'লে, কাঁদি মা মা বলে
রোদনের রোলে, আনন্দের কি ধনি মিশাও ।
উল্লাস স্থানে, হতাশ পরাণে,
কি মধুর তানে, কি মধুর বাঁশরী শুনাও ।
আজি প্রাণ খুলি, শত্রুমিত্র ভুলি,
করি কোলাহুলি, অবসানে কি ভাবে মাতাও ॥

পরিধি—আড়াঠেকা ।

উষার আলোকে গড়া মা তোমার প্রতিমার ।
ঢেলে দিলে সে কিরণ, সে কোথা ভাসিয়ে যার
শেব তপন আকাশে, শেব সে কিরণ তানে,
শেব বিজলীয় হাসে, হৃদয় সলিলে মিশার ।
দূরে বত দূরে বাত, ভবে ভেসে কিরে চাও,
না জানি কি মধ্যা গাও, সোণার কমল-কায়া ॥

তবু না কিরিলে আর, ঐসে তরঙ্গ বিধার,
নীল অকুল পাখার, নিল তুলে মা তোমার ॥

ইম্ব-কলাগণ—আড়াঠেকা।

সুনেছি মা বিসর্জনে জনক প্রাণ ধায়।

যে পারে ম' যেতে সেথা,

সে তোমারে ফিরে পায় ॥

কত চাব এ কীর্ণ নয়নে, কত বাব একান্ত চরণে,

সে পথে মা তোমারই সনে,

তাই শুধু কৈসে ফিরি নিরাশায়।

নিরাশায় আকুল পরাণে,

বেদনার বাঁধা সে বিধানে,

জাগে বটে ও মুরতি ধ্যানে,

কিন্তু কতক্ষণ নিমিষে মিলায়।

মোহে ববে আঁধি খুলে চাই,

অবসাদে ধরণী লুটাই,

তখনি তোমারে তুলে যাই,

অচেতনে ডুবি যে অন্ন-চিন্তায় ॥

বাহার-বাগেজ—আড়াঠেকা।

বহু বিরহের পরে আকুল নয়নে।

চেরেছিহু শুধু মার পা দুখানি পানে ॥

কি যেন আলোকে, কি যেন পুলকে,

কি ভাবে ছিহু বা কোথা, তুলে ছিহু বস ব্যথা,

আঁধি মস্ত মকরন্দ পানে ॥

কি অমির ছানি, কি অন্তর বানী,

কাটি কোটি তরঙ্গা ঢেলে দিল মা আমার,

চির তৃপ্ত ভূষিত এ কাশে ॥

দেখিতে চরণ, মন লিপন,

নাহি পেন্ন অবসর, শুনিতে মাধুর স্বর,

পশিল না সে বাণী এ প্রাণে ॥

কীৰ্ত্তনী-স্বর।

ভাল করে আঁধি ত'রে,

প্রাণপুরো মকে দেখা হলো কৈ ?

দেখিতে দেখিতে, চপলা চকিতে,

মা যে আচকিতে চলে গেল রে ঐ।

সুনাও গেল না, দেখাও হল না,
মা বুঝি জানে না, শুধু সে ছলনা বৈ।

ছিল সাধ মনে, দেখিয়ে নয়নে,
মাথের চরণে, বস মনোব্যথা কই।

মা গেলরে চলে, গেল না ত বলে,
ঘুচিবে কি হ'লে, যে বাড়না প্রাণে সহ ॥

ললিত-ভৈরবী—একতাল।

কেন কাদিব, কেন না হাসিব ?

কেন না হরষে তাঁহারে বিদায় দিব ?

মৃগময়ী মুরতি মার মুহূর্তে নূরে অপসার,

চিম্মরী এ চিতে আবার, ধ্যানে মায়ে খেয়াইব ॥

শুভ্র এ পর্ণ-কুটার, পূর্ণ ছন্দ-মন্দির,

রবে মা জাগ্রত চির, প্রাণে সদা নিরখিব ॥

বিধময়ী মা আমার, বিধ তিনি বিধ তাঁর,
মা ছাড়া আছে কি আর, গানে কত বুকাইব ?

হুপালী—ধেমটা।

ঢাল সিদ্ধি, ঢাল সিদ্ধি, আজি শুভ বিজয়ায়

কোল দেও, কোল দেও,

ডেকে শত্রু-মিত্র যে ব চায় ॥

শুধু নাম লেখ, শুধু নাম ডেক,

নাম মনে রেখ, নামে যে স্মৃতি জাগায় ॥

নেশায় মাতিয়ে, ব্যথা পাসরিয়ে,

রাখ আগাইয়ে, চির-চিম্মরী মায় ॥

নেশা যদি হয়, লক্ষ্য দৃঢ় রয়,

রূপ বিধময়, স্বরূপে প্রকাশ পায় ॥

ললিত-যোগিনী—দ্রুতত্রিতালী।

গাও বিজয়ার জয়, গাও প্রাণ ত'রে।

নাও জয়-সাক্ষ্য কোলাকুলি ক'রে ॥

জীবন-সংগ্রাম, করি অবিরাম,

উদরের হুই মুষ্টি অন্ন ত'রে ॥

প্রাণান্তে বুঝিয়ে, আছি ত বাঁচিয়ে,

দেখেছি মায়ে তিন দিন ত'রে ॥

সেত মিথ্যা নয়, সেইত গো অন্ন,

সেইত বিজয়া, বাঁচি যদি ম'রে ॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ।

আছে ত তোমার সেই কনকবরণ ।
আছে ত তোমার সেই কমল ভূষণ ॥
সেই ত রুমল হাসে, সেই ত মধুর আশে,
আকুলে মধুণ আসে শুনি গুণ গুণ গুঞ্জরণ ।
সেই সে গগন-গায়, শারদীয় পূর্ণিমায়,
জাঁকা শলী হেসে চায়, দেলে দেয় রক্ত-কাকন ॥
সেই কোটীতট-মাঝে, রক্তন ধচিত নাঞ্জে,
সোণার সে বাঁপিরাঞ্জে, তবে কেন নিত্য নিরশন

জয়জয়ন্তী মল্লার—মধ্যমান ।

কিনা জান তুমি মা কমলে ।
কেন দিবানিশি ভাসি আঁখি জলে ॥
করুণায় এসে। যাও, করুণায় হেসে চাও,
করুণায় ঢেলে দাও, ধন ধাত্রা জলে স্থলে ॥
দিয়ে যাও যারে তারে, নেয় মা যে যত পারে,
মানা ত নাইকো করে, ফলাফল কর্ণে ফলে ॥
বা মা দাও গো হেথায়, দিতে দিতে কত যায়,
বিলাস-লালসা তায়, জাগে যে গো পলে পলে

বিকিট—৪১ ।

গুণ গুণ গুঞ্জরি অলি ঐ মন্দিরে ধায় ।
বিমি বিমি নৌবর নিশি,
হেথা কোথা সে কমল পায় ॥
রা'তে কি কমল ফুটে, রা'তে কি গো মধু ফুটে,
তবে অলি কেন ছুটে, কি লোভে, কি আশায় ॥
শুভ চন্দ্র কিরণ বিমল,
তর-তর গলিত রক্ত তরল ;
যৌত ধরণীতল—পুলকিত প্রকৃতি বিভায় ।
ঐ ঐ যে মন্দিরে আমার,
পূর্ণ বিকশিত শতদল সার,
তাহে শোভিত মুরতি কমলার,
আজি শারদীয়া পূর্ণিমায় ॥

ধাষাজ—হুংরি ।

মা, মা ! কি ল'য়ে এসেছ ধরায় ।
কাকে কি বাঁপি রাজে, কি রেখেছ তায় ॥

ওগো অন্ন নাই, তাই অন্ন চাই,
অন্নমরি, তোমা বিমে কে অন্ন যোগায় ॥
বাঁপি খুলে দাও, বারেক দেখাও,
কত অন্ন এনেছ মা, বিলাতে হেথায় ॥
নাহি প্রয়োজন, রক্ত-কাকন,
শুধু দুটা অন্ন, নিরন্ন সন্তানে চায় ॥

শ্রীশ্রীশ্রামা ।

ইমব—চৌডাল ।

এ অমা-নিশায়,—তিমির-ভূষায়,
সেজে কার বামা, নেচে নেচে যায় ॥
(এ অমা-নিশায়)

বেহাগ—তেওরা ।

নিবিড় তিমিরে মিশেছে তিমির,
যেন বরষার জলদ গভীর,
আবরি রেখেছ হিম-গিরি-শির,
অসীম কালিমায় ঢাকিয়ে সে কার ॥
(এ অমা-নিশায়)

কেদারা—সুরকাকডাল ।

তিমির বরণী তিমিরে সে হাসে,
যেন বন ঘোর নীলিম আকাশে,
মেঘে মেঘে মিশে বিজলী বিকাশে,
চকিতে চমকে চকিতে লুকার ॥ (এ অমা-নিশায়)
ছায়নাট—ধামার ।

একি দেখি বামার ভাব চমৎকার,
দ্রুত ভয়াল ভীষণ আকার,
যনে যনে স্বনে বিকট হুঙ্কার,
নয়নে করুণার কিরণ তায় ! (এ অমা-নিশায়)

হাবির—বাঁপডাল ।

জগতে ত্রাসিতে রূপ তরুণর,
গলে মুণ্ডমালা হাতে অসি ধর,
পদতরে ধরা কাঁপে ধর-ধর,
তবুও পদে প্রাণ লুটতে চায় ॥ (এ অমা-নিশায়)

বোড়পারের—তিমিরেডাল ।

বীর রৌদ্র রূপে নাচে সে সমরে,
বীতম্বে বিহরে পতি বক-পরে,
করুণায় ডেকে বরাভয় করে,
শান্ত সুখ-রস তরিতে বিলায় । (এ অমা-নিশায়)

বাবোরা—হুংরি।

মুখের মুখস্থ খুলে ফেল মা,—

মুখের মুখস্থ খুলে ফেল মা।

রান্না মুখে কালী মেখে, আর জুজু সেজোনা ॥

মুখে কালীর ভূষা মেখে,

জুজুর বোঝায় অঙ্গ ঢেকে,

হমকী দাও মা থেকে থেকে,

বাবার বুকে দিয়ে পা ॥

পলে মুণ্ডমালা পরা, রেগে হাতে ঝাঁড়া ধরা,

রক্ত-খাওয়া সরা সরা,

ও যে ভয় দেখান জুজু-সাজা।

শুন বলি মা আমার,

কেন মিছে ভয় দেখাও আর,

তোমার ভয় দেখে মা বারে বার,

হয়ে গেছি ভয়-ভাঙ্গা ॥

মোক্ষ-পদ শিবের ভাণ্ডার,

পেঁতে ধরেছি মা যে আবলার,

ল'বো তবে ছাড়গো এবার,

বা করবার করো তা।

মায়ের মতন মাটা হ'য়ে,

সকল আবলার-বাখনা স'য়ে,

চুমো খেয়ে বুকে লয়ে,

দিয়ে হাও মা চাইগো-বা ॥

হুলতান লিঙ্গ—মধ্যমাম।

বড় সাধ মা, তোমার কোলে বেঁতে।

বড় সাধ মা, তোমার চরণ পেঁতে ॥

কোলে যাব কি মা, রেখেছ কি স্থান,

ভয়ে সদা শিহরে যে প্রাণ,

ও মা, মড়ার মাথা গাখা বিকট-বয়ান,

আসে যেন তারা গিলে খেঁতে।

চরণ পা'বো কি, বুখা আশা তার,

দিয়েছ যারে তার অবিকার,

রেখেছে সে ধ'রে বুকের মাঝার,

সে যে বুঝায় জেগে দিবা রেঁতে।

একে ঐ বিভীষিকা তোমার ঐ কাল অঙ্গে,

জায়ে সদা দিয়ে ডুজ-শ্রেণ্ড সঙ্গে।

তাহে নাচ মা নিরন্ত জুটি-বিভঙ্গে

খোর রণ-রঙ্গে মেঁতে।

তোমার কোন্ রূপে মা সাধ মিটাই,

তোমার শ্রামারূপে বা, উমারূপে তাই,

উমারূপে রাভা বটে, তবু ভয় পাই;

ও মা, রণ-রঙ্গও যে এঁতে ॥

হুট-বেহাগ—দ্রুতপ্রিঙালী।

ঐ অকূলে ভাসে মা তরি।

মেঘ আকাশে ছেয়ে, খায় মা ধোঁয়ে,

গরজে গগন ভরি ॥

কোথা সে আকাশ থেকে,

আনে গো আঁধার ডেকে,

রাখে মা ধরলী ঢেকে, যেন নিশি ভয়ঙ্করা।

তাহে পবন প্রবল, উছসিত কল্লোল,

ফুটিত তরলীভল, কম্পিত সে ধরথরি ॥

ঐ ডুবিল ডুবিল না, পার যদি রাখ শ্রামা,

আমার দিবার কিছুই নাই মা,

তোমার দয়ার ভরসা করি ॥

হুট-বাহাজ—একতাল।

আমি দিবা নিশি আকাশ-পানে চেয়ে রই।

আমার মনে হয়, মেঘের মাঝে,

আমার মা বুঝি ঐ ॥

মা আমার অনন্তরূপিনী, মা আমার নীরদ-বরণী,

আকাশ নীলিম, অনন্ত অসীম,

তাই ভাবি না তার, আমার মা বৈ ॥

হোখা রবিশলী-তারা, কিরণ-ভাষে হেসে তারা,

বলে আর আর, তোর মা হোখার,

আমি হোখা যেতে পারি কৈ ॥

পাখী ভাসে মেঘের গায়,

সে যে মাঝে দেখতে পার,

আপন ভাষায়, শুন গেয়ে বার,

আমি শুধু কঁদে সারা হই ॥

যে বাবার সে বাহুগো সেখা,

আমি মা বলিয়ে কাদবো হেখা।

বাসনা আমার, দুখিৎ এবার,
আমি মায়ের ছেলে হই কি নই ॥

জমজন্ম-বলার—স্বাধীন ।

মা আমার বুলাখেলা কুরায়েছে ।
এখন মা, মা বলিয়ে তোমার মনে পড়েছে ॥
খেলার ঘোরে সুখীর সনে, ছিন্তা ভুলে অগ্রমনে,
তারা একে একে জনে জনে,
সবাই তোমার কোল পেয়েছে ॥
ওমা, ধলার ঘর ধলার বাড়ী,
তারা গিয়েছে সবাই ছাড়ি,
(এখন) ধলার উপর ধলার কাড়ি,
বুলা হ'য়ে পড়ে রয়েছে ॥
আমি নিরখি নিরখি চারিধার,
কৈ কোথা কেউ নাই মা আমার,
শুধু ধূ-ধূ শত্ৰুকার, যেন মরুভূমি হয়েছে ॥
এ মরুমারের দাঁড়াইয়ে,
একা আমি ডাকি মা—মা বলিয়ে,
এসে কোলে নাও মা তুলিয়ে,
আমার বুলাখেলার সাথ মিটেছে ॥
মা তোমারি বা মায়ী কেমন,
ছেলে খেলে নাইকো স্মরণ,
নাইকো আদর, নাইকো যতন ;
তোমার নেহ-দয়ী সব কি গেছে ।

ইমন-ভূপালী—একভাণ ।

আঁধারে এসেছে আঁধার-রূপিনী মা আমার ।
তাই জেলেছ কি দীপমালা,—
দূরিতে গো সে আঁধার ॥
যদি না পার আঁধারে চিত আলোকিতে,
বুধা সাধ দীপালোকে আঁধার বারিতে,
আঁধার আলোকভরা পাণ্ড না দেখিতে,
মোহে তুমি অকৃতম,—দোষ কিবল শ্রামার ॥
দেহ দীপ নিভাইয়ে, রহ আঁধারে ডুবিয়ে,
ভাব আঁধার-রূপিনী মায়ের ঘানে ধরাইয়ে,
কোটি ইন্দু নিমিষে উঠিবে মূর্তি,
টুটিবে আঁধার-ধোর, হুটিবে মোহ-বিকার ॥

মহেশ চরণে প'ড়ে রহে গো কৃপাণু-আশে,
নীরব নয়ন-কোণে অন্তর ভারতী ভাবে,
ভরত ইন্দ্রিতে বুকে ড্র-ড্রকে চন্দ্রমা হাসে,
কত চন্দ্রিকা করে গো চন্দ্রমুখে তার ॥

যোগিনী—দ্রুতজিভালী ।

ভাল এসেছ গো তারা, এলে গেলে কত বার ।
কি সাধ মিটালে আমার, কি সাধ মিটিল তোমার
শাশান ভালবাস মা, শাশানেও এসেছ,
মুণ্ডমালা ভালবাস তাও কত পেয়েছ,
রুধিরে পিয়াস বড় তাও ত গো পিয়েছ,
আর কি বাকি বল গো শ্রামা সাধ মিটাবার ।
হেথা লক্ষ লক্ষ লোক মরে নিত্য নিরশনে,
রাশি রাশি নরমুণ্ড গড়াগড়ি ধরাসনে,
রুধিরের ছড়াছড়ি দিকে দিকে কত রণে,
বুক চিরে দিছি দুই বিন্দু মা, যা ছিল আমার ॥
তোমার সাধ মিটেছে মা, হৃৎ পেয়েছি গো তার,
আমার সাধ নাইবা মিটুক, তাতে কিবা এসে যা র,
তবে তুটো কথা বটল রাশি কথার কথার,
আমার সাধ শুধু ঐ চরণটুকু, নরকো কিছু আর

পিনু-বিশিষ্ট—গোষ্ঠা ।

এখনও এখনও তুমি কি রুদে নাচ মা কালি ।
তোমার আর কিছু কাজ দেখি না ত,
দেখি কেবল নাচটি খালি ॥
দেখে শুনে বড় ব্যথা পাই,
তোমার নাচ দেখে হাসে মা সবাই,,
বলে ত্রাংটা মেয়ের খামটা বাই,
ও যে পার্গলি সাওতালী ॥
কালাকালের ভেদ রাখ না,
রুচি-ভুচি ভেদ মান না,
লোকের হতি-গতি ধার ধার না,
তাই যেচে যেচে ধাঁও মা গালি ।
নাচিতে এত সাধ যদি মা মনে,
এস নাচ আমার ছন্দে গোপনে,
ভাবে নাচ, ভাবে দেখি মা নয়নে,
ভাবে জোয়ার ভাব লাও মা গালি

সাহিত্য-সম্মিলন । *

গৌরী—একতাল ।

মা মা, আবার, কিবা মধুর বীণা বাজালে ।

মা মা আবার, কিবা মধুর গান শুনাতে ॥

কি মধুর ভানে, কি মধুর গানে,
ব্যথিতের প্রাণে, কি মধুর ব্যথা ফুটালে ॥কি মধুর হাসে, কি মধুর ভাবে,
হৃৎকণ্ঠের আবাসে, কি মধুর অক্ষর ছুটালে ।মধুর রোমনে, মধুর বেগনে,
মধুর মিলনে, কি মধুর আশা জাগালে ॥

বামেশ্বরী—আড়াঠেকা ।

কেন নীরব কুঞ্জ কুটার, কোকিল আর নাহি গায় ।

কেন নীরব দেব-মন্দির, শুভ শব্দ বাজে না ভায়,

কেন নীরব জাহ্নবী-নীর,

কল্লোল শুনা নাহি যায় ।

কেন নীরব নিবর-ধার, বর বর বরে না যায় ॥

কেন নীরব মধু মাধব, মুক পাখী শাখি-শাখায় ।

কেন নীরব মধুপ-রাজ, কোমল কমল-পাতায় ॥

কেন নীরব সে বেণু-বন, বাঁশরী নাহি বাজায় ।

কেন নীরব বিদ্রো-নিকর, নিম্নিত শারদনিশায় ॥

কেন নীরব জলদ-দল, তুঘিত চাতকে কাঁদায় ।

কেন নীরব বীণার তার, সঙ্গীত-রস কি শুকায় ॥

কেন নীরব কোবিন্দ-কুল, শব্দ নাহি কি ভাষায় ।

কেন নীরব ব্যাকুল সব, কেন কাঁদে কি ব্যাখায় ॥

সুরট-রসায়—স্রুতজিহ্বালী ।

চমকে চিকুর বল, মিলিখ-অশ্বরে ।

যেন কত কোটি হাসি, লীপ্ত চরাচরে ॥

যেমন যগত জোড়া আঁধার আকাশে,

তেমনি জগত জুড়ে বিজলী বিকাশে,

আঁধারে মগন ধরা, চিকুরে সে হাসে ;

সে হাসি নগর-গ্রামে, গহন-প্রান্তরে ।

* “সাহিত্য সম্মিলন”—যে সকল অবহাছীন বাঁজল। লেখক প্রত্নকার সাহায্যপ্রার্থী, তাঁহাদিগের সাহায্যবশতঃ কলিকাতার “সাহিত্য-সম্মিলন” প্রতিষ্ঠিত হয়। “সাহিত্য-সম্মিলন”ের অধিনেতৃত্ব এই কবী গান লিখিত হইয়াছিল।

চমকে চপলা হাসে, চমকে সে চায়,
চমকে সে নেচে এসে, হেসে চলে যায়,
কত প্রান্তরে পথিকে চমকে দেখায় ;
কত শ্রামছায় গ্রাম, নিকটে অন্তরে ॥
যেয়েছে স্বেরূপ ধরা, বামিনী আঁধারে,
উঠেছে উঠুক মেঘ, বন ঘোরাকারে,
গজিছে গজ্জক বজ্র, বিকট হুঙ্কারে,
আগে চলো, চপলার হাসিটুকু ধরে ।
পাইবে আশ্রয় শুভ শ্রামল ছায়ায়,
জানালে মনের কথা, প্রাণের ব্যাথা,
পাইবে সাধন-ব্রতে, অমৃত সহায় ;
উঠিবে সাধন-নীতি, কোটি কণ্ঠস্বরে ॥
ঐ শুন ঐ শুন, কেবা আকাশ-মণ্ডলে,
তুলেছে আশাস-বাণী, ব্যাপ্ত জলে স্বপ্নে,
আঁধারে চমকে হেসে, করুণায়-বলে ;
নাহি ভরো, আগে চলো, সাহসের ভরে ॥

কানাদা—একতাল ।

শত যজ্ঞভেদে, এক হুগ্রে বৈধে,
হয় যদি একতান ।শত দেহভেদে, এক মনে বৈধে,
হয় নাকি এক প্রাণ ॥মল্ল-বীণাতে, হুর মিলাইতে,
চাহিগো হুরের জ্ঞান ।হই পাঁচ সাতে, মানুষে মিশাতে,
চাহিগো সাধনা-ধ্যান ॥বীণা তাম্রপুর, হইলে বৈহুর,
হয় গো কহিতে কাণ ।পরে কোলে নিতে, আপন করিতে,
চাহি গো প্রাণের টান ॥একতানে উঠে, তালমানে ফুটে,
মধুর অমর গান ।একপ্রাণে হয়, শক্তি-সমবর,
সাধনার এ বিধান ॥

বেহাগ-সাহাজ—চুয়ি ।

এ শুভ নিমিখে আজি শ্রিত চরণ-করে,—
কে কোথায় বাজায় বাঁশী কি মোহন স্বরে ।

বাণী বেজেছিল, যেন গো স্বপনে,
গান শুনেছিলুম যেন অচেতনে,
আজি বাজে-কণে, সত্য আগরণে,
ধনিত ঝঙ্কার তন্ত্রিত অন্তরে ॥
মানিত মোদিত মেদিনী-অম্বর,
চকিত-স্তম্বিত কাল-বিষধর,—
রস-বিকশিত স্ফীত ফণা ধরে ॥
স্তবধ কীরোল নীরব সাগর,
ক্ষুরিত পবন বিম্বিত ভূধর,
মাধক-বিকুল বিব-চরাচর,
তনু রোমাঞ্চিত চমকে শিহরে ॥
রঞ্জে রঞ্জে উঠে ছন্দের ঝঙ্কার,
স্তরে স্তরে ফুটে নিখাদ-গাঙ্কার,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটে রাসরস-ধার,
তালে তালে কত হৃদা করে ॥

স্বরটমিগ্র—একতাল ।

ফিরে বাঁধ তার,—ওগো ফিরে বাঁধ তার ।
ফিরে হর দাও, ফিরে গান গাও,
ফিরে তোলা সূতান বীণার ॥
হুরে গান গাহিলে, হুরে বীণা বাজিলে,
বমুনায় বহিবে গো উজান আবার ।

হুরে গিনি ফুটেছে, হুরে জোতে চলছে,
ত্রিধারায় করুণার নয়নআসার ॥
হুরে সৃষ্টি হয়েছ, হুরে রাগে উঠেছ,
মানবের আদি বাণী প্রণব-ঝঙ্কার ।
হুরে রোদনের রোলে, শিশু জননীর কোলে,
খুলে দেয় মমতার হৃদয় ভাণ্ডার ।
হুরে হুধু কাকগো, হুরে শুধু সাধগো,
হুরে কর করুণার মহিমা প্রচার ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল । •

মা, মা, কি স্মৃতি চিহ্ন রাখিব তোমার
ভূমি কর্ত্তিময়ী, রেখেছ গো স্মৃতি আপনার ।

• নবদ্বারী ভিক্টোরিয়ার লোকান্তর উপলক্ষে
রচিত ।

বিশ-ভরা চন্দ্র-করে, ক্ষুদ্র ধন্যোতে কি করে,
তোমার মহিমা, জুপের গরিমা,
অসীম অনন্ত, দিগন্ত-প্রচার ।
জুপের গৌরব-রাগে, তোমার মুরতি আগে,
রহিবে আগিয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে,
যত দিন রবে, রচনা ধরায় ॥
জুদ্ব নাম ভিক্টোরিয়া, রহিবে মা শিশাইয়া,
মানব জীবনে শোণিতের সনে,
বহিবে মরমে, চিরকীরদার ।
আত্ম-তপ্তি-কামনার, ভক্ত পুঞ্জে দেবতার,
দেবতার মান, নিত্য পরীক্ষান,
ভক্ত মতিমান, কি বাড়াবে তার ।
অতি ক্ষুদ্র মা আমরা, ক্ষুদ্র নয়নের ধারা,
ক্ষুদ্র ধারা দিয়ে, তোমারে পুজিয়ে,
দিব স্মৃতি-রূপে, ক্ষুদ্র উপহার ॥

চৌদ্দা-ভৈরবী—ধামার ।

আজি অশ্রু-কুণ্ড-মাঝে কি পিক কুহরে খো ।
কি তানে কি গান উঠে কি বিবাদ-স্বরে গো ॥
কি ব্যথিত স্বর-রাগে, কি হৃদয়ের স্মৃতি জাগে,
কি ক্ষতে কি হৃদা করে গো ।
নিভৃত তমসাবৃত, হৃদয় কুণ্ড পুলকিত,
কি চারু চন্দ্রমাকরে গো ॥
কি হুমহু-বাসিত, কি মলয় প্রবাহিত,
কি মোহে ব্যজন করে গো ।
কি মুরতি আনন্দিত, কি লাষণ্য-চমকিত,
কি চিত্র আঁধার করে গো ॥
যেন প্রহৃদ্য নিলীখে, নিখর গগন-সিঁথে,
চন্দ্র-হারে জ্যোতি করে গো ।
এ অশ্রু বহিয়া বাবে, এ চিত্র লেখিতে পাবে,
যুগে যুগে আঁখি ভরে গো ॥

মালকোব—আড়া ।

কাকালের গ্রাম্য-বধু, হৃদয়-সু-অরি ।
কে দিল মা এলোবেশে, বাঁধিয়ে কবরী ।
মনের মতন তুলি, বাছা বাছা ফুলগুলি,
কে তোরে সাজাতে বল, দিগন্তল সাজি ভরি ।

কে সাজালে অলকারে, রতন-বলয়-হারে,
সিংধের সিন্দুর-ডোর, কে দিল উজল করি।
সে কি কতু হেঁথাকার, সে যে দেবী অমরায়,
করুণায় ভিখারিণি, রেখেছিল বৃকে ধরি ॥

ভৈরবী—রুতজিভালী।

বুঝেছি মা বাণী কি ব্যথা পেয়েছে এবার।
আহা ভেঙ্গে গেছে বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার।
বরিষার বন বরিষণে, বহে ধারা কমলনয়নে
কমল-আনন মলিন, কজ্জল-কালিমা সার।
খুলে গেছে কমল-ভূষণ,
পড়ে আছে কমল-আসন,
মধুপ-নিকর কাতর,—ওজ্জ্বল শুধু হাহাকার।
রুতজ্জের ব্যথা তুহালন, জলে থিকি থিকি অবিরল
নহে মা রুতয়, রুতজ্জ, তাই এত ব্যথা তাঁর ॥

নটমোহনার—আড়াঠেকা।

কি গান, শুনাইব, কি গান শুনিবে আর।
কি রাগে কি তান, তুলিব গো,
কি হরে বাধিব তার ॥
মরমের ব্যথা ফুটে পরাণের তাপ উঠে,
আকুল ভরসে ছুটে, তপ্ত স্রোত বাতনার।
ওগো, এ ত গান নয়, গানে উঠে হর-লয়,
এ যে গো মুরতিময় রা ন ছবি করুণার।
কোথা রাগ, কোথা গান, কোথা হর, কোথা তান,
এ যে উজ্জ্বলিত প্রাণ, পরিষ্কৃত অক্ষর ॥

বাপেই—আড়াঠেকা।

কনক-কিরণচূড় তপন ডুলিল।
নরবে সে চলে গেল, কিরে না আসিল ॥
এ খোর আধার-ছায়, কোথায় খুঁজিব তার,
রেখে থরা ডুবে যায়, বিজলী না চমকিল।
কোথা আছে কোন পুরে, হেথা হতে কত দূরে,
জাকিলার প্রাণপুরে, সে তো সাড়া নাহি দিল।
সখা কেবে না গো দেখা, রবে শুধু স্মৃতি-রেখা,
শুধু আশাময়ী লেখা, মিথি ভালে লিখেছিল ॥

হরট মোহনার—চিহ্নেততাল। *

একি, একি, খেঁবে গেল কি মধুর একতান।
মৃদঙ্গ-মুরলী বীণা ভেঙ্গে হল ধান্ ধান্ ॥
ছিড়েছে সেতার-তার, সপ্তহর ছারখার,
জাগে না পঞ্চমে আর, কুঞ্জভরা কুছগান।
একি নিমিষের মায়া, রাগিণীর দীপ্ত কায়া,
যেন হপ্ত দীপ-ছায়া, সদা মুক্তা পরিমল।
খন তাপ-বরিষণ,—উচ্চ রাগপ্রশ্রবণ,
উলসারিত হতাশন—হিম তুষার সমান।
জননীর ভালবাসা,—“স্বদেশের চির আশা”
কবির সে প্রিয়ভাষা, কেঁদে কেঁদে স্রিয়মাণ।
কবি হেমচন্দ্র নাই, পলকে পলকে তাই,
শুধুই দেখিতে পাই, অক্ষময় বিশ্বপ্রাণ ॥

মুম—বিষ্ণিট একতাল।

কোথা কবি, কোথা তুমি,
কোথা গেলে গো চলিয়ে,
বুঝি অভিমানে হৃৎখে কিছু না গেলে বলিয়ে ॥
আহা, কত মরণের বাতনার,
আহা, কত মর্ষভেদী বেদনার,
আহা, কত কণ্ঠশেষী পিপাসার,
কত কেঁদে ছিলে কত কি ভাবিয়ে ॥
বুখা সাধ বুখা নিয়েছি গো তার,
সেখে সেখে মরণের বাঁচবার,
হল শুধু কল্পনা বাসনা সার।
সাধনা কি ফলে (শুধু) কথায় কানিয়ে।
এসেছিলে তুমি শুধুই কানিতে,
এনেছিলে কেঁদে ফিরিয়ে যাইতে,
নারিল তোমার করম সাধিতে,
অভিমেতে মুখে অলকিনু দিয়ে ॥

হাবির—তেতাল।

(ওগো) আর তুলনা সে বাণী,
দিওনা মরমে লাভ।

বুঝেছি সে বন্ধাবাণী, মিছে সে রচনা সাজ ॥

* এইটি ৩ পরবর্তী তিনটি গান ‘শাবিতা-
সমিলন’ অনিবেশনে কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রায় স্বর্ণানোদয় উপলক্ষে রচিত।

বসি কবি স্বর্ণ সিংহাসনে,
চাই দীপ্ত করণ নয়নে,
সেই সিদ্ধ সঙ্গীত রচনে,
শুদ্ধ শব্দ শিখাইয়ে কাজ ॥
পরচুঃখ অশ্রু বিমোচনে,
অশ্রু দিয়ে রচিছে যতনে,
এ স্তম্ভিত "স হিত্য-সংলগ্নে"
কর কবি সাধ পূর্ণ আজ ।
সেই সাধ, সেই ত সাধন,
হবে চিরবিধ বিমোহন,
তোমার সে স্মৃতি-নিদর্শন,
যুগে যুগে রহিবে বিরাজ ॥

ইমম—একতাল।

আলা জুড়াইয়ে ভোগ-বিরামে,
রাজে রাজে কবি অমর-ধামে ।
স্বর্ণ-সিংহাসনে যুগল মিলন,
মধু-করে বন মধু বরিষণ,
হেম সে বরষে করুণ কিরণ,
কোটি ছবি ফুটে কবি গুণগ্রামে ॥
পুনঃ প্রাণে প্রাণে মিশেছে গো প্রাণ,
পুনঃ গানে গানে মিশেছে গো গান,
পুনঃ তানে তানে মিশেছে গো তান,
পরতে পরতে উঠে গ্রামে গ্রামে ।
তারা বড় হুঃখ পেয়েছে হেথা,
(তাই) পর-হুঃখ দূর-ব্রত সেখা গায়,
শুভাঙ্গীষে হেসে করুণ-ভাবায়
সাথে গো সাধিতে সে ব্রত নিকামে ॥

গৌরী—একতাল।

শেষ গগনে তপন-কনক-কিরণ ভায় ।
কি মুরতী মরমে ঐকি ধীরে ধীরে চলে যায় ॥
চির মলিন এ আঁখার আবাসে,
কত সৌর বরে করুণ বিকাশে,
কি মত্ততা জাগে, কি কমল-বাসে,
কি বীণা কি গানে কি দুখে জাগায় ॥
কি মধু ক্ষয়িছে চরণ-কমলে,
কি ইচ্ছা কি ভায়ে মরন বৃন্দে,
কি হৃদয় কে শিখরে শিরায় ॥

কার কি সাধনে কি শুদ্ধ বোধনে,
জাগ্রত জননী ছাড়য় আসনে,
অভয় নীরব ভাবা-সন্তাষণে,
ঢালে শুভাঙ্গীষ কি হুখা ধারায় ॥

শ্রাম—একতাল।

যদি জেগেছ মা, আর ভুলনা—আর ভুলনা ।
যদি এসেছ মা, আর ফিরো না—ফিরো না ॥
কত করুণার কর পরশনে,
কত মমতার অমৃত সেচনে,
ফিরে যেন ঘুম দিওনা—দিওনা ॥
কি আছে মা, আর তুমি কি দিয়ে,
দিনু মা, অঞ্জলি চরণে ঢালিয়ে,
দিনু মা, তোমারে পরাণ সঁপিবে ।
ভিখারীর ক্রটি নিওনা—নিওনা ॥
সংসারের শত বাধা বেদনার,
নিঃস্ব নিরনের নিত্য ব্যতঃকার,
তুমি পূর্ণশান্তি—তুমি মা সহায়,
তুমি শুধু জেনে থেকো মা ॥

গোড়-শব্দরা—দ্রুতত্রিতালী ।

কালি দেখিয়াছি যারে রাহুর গরাসে,—
আজি সে কি আনন্দে কি হৃদয় হাসে ।
আজি যে গো সে হৃদয়ব্রতর,
ঢালে হাসি, হুখা রাশি কর কর,
হাসে চাঁদ, হাসে সে চকোর,
হাসে সে কুমুদী পীয়ে হুখা পিয়ারে ॥
ওগো চাঁদ ভাল, ভাল সে দেখায়,
ভাল দেখার স্বভাব সবাই কি পায় ।
চাঁদ দেখে রাহু মরে যে হিংসার,
রিবে গেলে, রূপভঞ্জে উগারে ডরাসে ॥
রিবে মেঘ বাঁপাইয়া যায়,
ডেকে রাখে চাঁদে বন কুসুমার,
চাঁদ মেঘ ফুটে হেসে চায়,
বিব-রিব কোথা নাই, মর্ত্যে কি আকাশে ॥

• এই দুইটি পদ, শাবিত্রী-লাইব্রেরীর অধি-
বেশনে লিখ হইয়াছিল ।

পুরবী-জি—রাগভাল ।

সাঁঝে ষমুনা-সৈকতে, ব'সে ধ্যানে, মুদিয়া নয়ন ।
নহে তল্লা, নহে নিদ্রা, আগিল গো পুরাণ স্বপন ।
মনে হয় এই পথে, কোথা কোন কুঞ্জ হ'তে,
বাঁশী বাজে, ধ্বনিত সে কুহকিত মন ॥
সাঁঝের বাতাসে বয়, কত তান, কত লয়,
কত প্রেমে, রাখা নামে, ছেয়ে যায় ত্রিভুবন ॥
ঋতি-মুখে স্মৃতি-হাসে, কিরূপ পয়াণে আসে,
বাঁশী শুনি,—কিবা কণ করি দরশন ॥

বসন্ত ভৈরব—স্বর কাঁকতাল ।

হে ষমুনে, তব নীল বক্ষে, একি দেখি আজ ।
নহে স্বপন, আগ্রত সত্য, মানবের বিচিত্র কাজ ॥

হেরি দূরে, তথ-চূড়,
পড়ে শৃঙ্গ মন্দির বৃন্দাবনে ;
তুলি নাই, ব্যথা পাই,
অতীত সে ইতিহাস মরণে,
কে ভাঙ্গিল, কে করিল তথ-চূড় মন্দির,
নাই কি তা মনে ;
ভেঙেছিল, মরেছিল ব'লে
ভারতে এ হিন্দু-সমাজ ॥
ঐ আবার, প্রেমাগার প্রেম-নিদর্শন,—
হেরি দূরে আগরায় ।
প্রেম দেখে, প্রেম শেখে,
তব তটে কে ঐ প্রেম জাগায় ॥
প্রেয়সীর সমাধির, অতুল মন্দির,
মরকতে কে ঐ সাজায় ।
প্রেম লক্ষ্য, প্রেম সাক্ষ্য,
ঐ সেই কত দিনের পুরাতন তাজ ॥

পুরবী—আড়াঠেকা ।

সাঁঝের গগনে হের, দুখিল রক্তিম রবি ।
জাধার-আলোক-ছায়ে, উঠিল কি রম্য ছবি ॥
দীর্ঘ-গন্তীয় মুরতি, ধরিল প্রকৃতি সত্যী,
বিশ্বস্তর বিশ্বপতি, বিশ্বয়ে নেহারে কবি ॥
চিত্র-সৌম্য সন্ধ্যা-ছায়, ধ্যানে বিশ্বরূপ ভায়,
তাই কবি মোহে গায়, ধরেছে গো তান পুরবী ॥

পিলু ভৈরবী—চুংরী ।

আমি সারানিশি জাগি, সে কি সখি জাগে না ।
আমি দিবানিশি ভাবি,
সে কি সখি ভাবে না ॥
আমি মালা গাঁথিগো ষতনে,
খাকি জাগিয়ে স্বপনে
দেখি তাহারে নয়নে, সেকি দেখে না ॥
আমি হেথা ব্যথা পাই,
সে কি সেথা পায় না তাই
ব্যথা পাই, দুঃখ নাই,
তার ব্যথা প্রাণে সহে না ॥
আমায় শুনায় সকলে,
ভাল সে আছে গো বিরলে,
প্রবোধ দিলে কি চলে, মন যে বাগ মানে না ॥

রামকেলী কাণাড়া—দ্রুতত্রিভালী ।
এলে কিরে বঁধু, নিশি যে গিয়েছে ।
কি দিব গলে মখে, মালা শুকায়েছে ॥
সাঁঝে ফুল ফুটে, রাতে বাস ছুটে,
প্রভাতে ঝরিয়া পড়েছে ॥
ফুল কি তুলিব, মালা কি গাঁথব,
পুঁকি বা সাধ ফুরিয়েছে ।
না পে'য়ে দেখেছি, না দে'খে জেগেছি,
দেখে যে গো ঘুম এসেছে ॥

যোগিনীমিঞ্জ—চুংরী ।

হৃন্দর যে, কত হৃন্দর সে,
কত কি সে ভাবে মনে ।
সে দেখেনা গো, দেখায়ও না,
দেখে লোকে মুগ্ধ নয়নে ॥
ফুল বনে হাসে, আপনার বাসে,
মিশায় বাতাসে, পরকাশে লাজ গণে ॥
প্রজাপতি গায় কত কি রেখায়,
কত কি লেখায়, চিত্র বিচিত্র ভূষণে ॥
সে যে রূপময়, কথা নাহি কয়
যেন ধ্যানে রত, কার ষোগে কি সাধনে ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মেন।

কালীধামের বিখ্যাত কৃষ্ণানন্দ স্বামী বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মেন, ১২৫৮ সালে হুগলী জেলার ভটিপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রথমে বহরমপুর কলেজে কিছু ইংরাজী শিক্ষা করেন। ১২৭২ সালে জামালপুরের 'লোকো সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আপিসে ইহঁার চাকরী হয়। ১২৭৯ সালে মুন্সেরে ইনি 'আর্থ-থর্গ প্রচারিণী সভা' স্থাপন করেন। তাহার তিন বৎসর পরে ইহঁার 'থর্গ-প্রচারক পত্র' প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে, পিতৃবিয়োগের পর, ইনি চাকরী ত্যাগ করেন; এবং কালীধামে গিয়া 'ভারতবর্ষীয় আর্থ-থর্গ-প্রচারিণী-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিবাহ না করায়, এই সময় বেত্তিয়ার মহারাজ ইহঁাকে 'কুমার' উপাধি দেন। ১২৯০ সালে ইহঁার মাতৃবিয়োগ হয়; এই সময় ইনি সন্ন্যাস-গ্রহণে 'কৃষ্ণানন্দ স্বামী' নামে পরিচিত হন। প্রসিদ্ধ নানক-পন্থী সন্ন্যাসী দয়ালদাস বাবাজী ইহঁার মন্ত্রস্তর ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ', 'হাওড়া হিতকরী', 'কল্পদ্রুম' প্রভৃতি পত্রে ইনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। গীতার্থসন্দীপনী টীকা সহ গীতা-প্রকাশে এবং 'ভক্তি ও ভক্ত' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশে ইনি যথোপযুক্ত হন। ইহঁার বক্তৃতার মোহিনী শক্তি ছিল। সেই বক্তৃতার মুক্ত হইয়া অনেকে ইহঁার শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৩০৫ সালে একটি কুমারীর প্রতি বলাৎকারের অভিযোগে ইনি আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৩১০ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ইহঁার মৃত্যু হইয়াছে। ইহঁার সঙ্গীতে 'পরিব্রাজক' ভণিতা দৃষ্ট হয়।

বিভাষ—একতাল্যা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী,
ওমা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনায়া তুমি যা অনন্ত-রূপিণী ॥
তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহিঃ ঝি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তেমারি প্রকাশ,
জননি গো, সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী।
রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর,
অরুণিণি অনন্ত অগর চিত্রে কারিণী ॥
দেখিতে তোমায় সাগরাসুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিব্যানিশি,
বনে রাশি রাশি কুম্ম হাঁসি হাঁসি,
চেয়ে রয় গো, দেখিবার তরে তোমায় তারিণী ॥
প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
অনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়,
দেখি তায় গো, আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী ॥
চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলামু চিন্ময়ি মা তোরে,

গুপ্ত রূপে পরিব্রাজকের অন্তরে,
দেখা দে মূঢ়া, মধন-মর্দন-মনোহারিণি ॥

বাউল হর-গড় শ্বেমুটা।

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি (ও মন)।
তুমি পারিবে চিনতে কি চিন্তামনি (সে যে
চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামনি) ॥
তিনি' সাকার কি নিরাকার,
ওমন-কেবা তত্ত্ব জানে তাঁর, সমস্ত জগদাধার,
কেবল এই জনি (তিনি) ॥
গহন বিজ্ঞান বনে, যোগে বসিয়া একান্তমনে,
পায় না সমাধি ধ্যানে ঋষি কি মুনি (তাঁরে) ॥
প্রেমময় করুণাসিদ্ধ, হরি, অন্যেই নাথ দীনবন্ধু
নার প্রেমে পাগল শব্দ ত্রিশূলপাণি (ও মন) ॥
কুবাসনা পরিহর, ওমন প্রেমের হার গলায় পর,
হইবে ছদ্মবে সেরূপ উদয় আপনি (দেখ বে) ॥
পরিব্রাজকের চিত্ত, বাইরে বৃথা কর তত্ত্ব,
ঐ যে ভিতর ঘরে আলো কবে,
বিরাজে মনি (তোমার) ॥

লম্বী—জং।

চঞ্চল মানস বিনাশ আশা-পাশ
বিরস বিলাস বাসনা রে।
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে,
ভুলিলে ভুলিলে আপনারে।
আমিষা জগতে, আরোহি মনোরথে,
ভ্রমিছ কি ভাবে ভাবনা রে ॥
দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে,
জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল-নীরে,
দুবিবে তাকি মন জাননা রে ॥
কাঁ ওব কান্তা, কস্তে পুত,
কস্ত তুং বা ত্রস্ত বিচারে।
চিত্তয় কোহং, কথং জগদিতং,
কেন কৃতা বিশ্বরচনা রে ॥
ভ্রমাত্মসন্ধান, কর মূঢ় মন,
মলিনা বাসনা রবেনা রে।
হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত,
কুরু চিত্ত সুরুষম ধারণা রে ॥
শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে সৌতল,
রাজিবে প্রেম রাজসদনে রে।
ভেদ বুদ্ধি থাকে ব্রহ্মস্বরূপ হবে,
রবেনা ভাবনা যাতনা রে ॥
গাও পরিত্রাজক, প্রেমময় নাম,
প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে।
প্রেম-সুধা পানে হয়ে মাতোয়ারা,
রবে না তনু-মন-চেতনা রে ॥

বিভাষ-আলিষা—একতারা।

ও মা, এমনি ক'রে হয় কি
গো মা ছেলে ভুলাতে ;
ছেলে ভুলাতে গো ও মা, মায়ায় ভুলাতে।
বিষয়-বিশ ভোজনে ম'লাম্ গো মা বিষম জ্বালাতে
আমার নজর বন্ধ ছিল মা তো'র কুহক্ মালাতে ॥
এখন বুঝিছি মা সব সঁাকি,
তো'র ভবের মেলাতে ॥
আমার চেতন গুরু চেতন মস্ত বলাতে ;

দেখি তো'র পূর্ণ বিকাশ

২ং মহলের * উপর তলাতে † ॥

ওমা পাঠাইওনা আর আমাকে মিছা খেলাতে
আমায় দে মা ভক্তি মত্তির মালা পরয়ে গলা'য়ে
হ'য়ে মায়ের ছেলে থাক'বে আমি
মায়ের কোলেতে।

শমন দেবে স্তনে পথ পাবেনা দ্বিরে পলাতে ॥
পরিব্রাজক বলে চান যদি কেউ মাকে দেখিতে
তবে নিষেধ বরের উণ্টা কপাট*না হবে থলিতে

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল গো।
কার ভাবে অচল-বালা তরলা সরল গো ॥
পিত গৃহ পরিহরি, উখলি আনন্দবারি,
লয়ে কার প্রেমলহরি তাজিলে সকল গো ॥
দেখি প্রবাহবেগে, নৃত্য-আবর্ত যোগে,
মনেরই অনুরাগে, হ'য়েছ বিহবল গো।
বল ওগো কার উদ্দেশে, ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে,
প্রেম জলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থল গো ॥
দিয়া বিশুদ্ধ বারি, জীবে সৌতল করি,
কার প্রেমে ক্ষেমক্ষরি, কর টলমল গো ॥
গৈরিক বসন পরি, তপস্বিনীর বেশ ধরি,
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরিষার জল গো ॥
কহু দেখিগো তোরে, যেন তপস্বী ক'রে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিবল গো।
আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আশ্ফালনে,
যেন কার যশোগানে, কর কোলাহল গো।
কার ভাবে সাধুগণে, তো'র তটে যোগাসনে,
ব'সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অজ্ঞজল গো।
পরিব্রাজক দাঁড়ায়ে তটে, বলে মনের মানুষ বটে,
বিরাজে সব স্বটে পটে, অখণ্ড মণ্ডল গো ॥

পূণ্য পাপের বিষম বিবাহ লোক-সমাজে।
লোকসমাজে লোক-সমাজে
বিশ্বমান্নে লোকসমাজে ॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি স্বরে স্বরে।

* শরীর। † লহল দল কমলে।

* কুসকুলিনী দ্বারা অবরুদ্ধ সুখ্যা দ্বারা।

পূণ্য বলে রাজ্য আমার সাধু হৃদয়গরে,

পাপ খেতে নাহে ॥

পাপ বলে আমার ডকা বাজিছে মদনে ।

পূণ্য বলে সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে,
হরিনামের গুণে ॥

পাপ বলে আমার পুঞ্জ বাল-বুদ্ধ-নারী ।

পূণ্য বলে লুপ্ত যার গোলকবিহারী,
তথায় মান্ আমারি ॥

পাপ বলে হঠাৎ কর্তা আমি বিশ্বমানে ।

পূণ্য বলে ও কথা কি আমার কাছে সাজে,
রখা গরু এ যে ॥

পাপ বলে রাধি আমি জীব সকলে মুখে ।

পূণ্য বলে হৃদয় বাদে শোকে তাপে দুখে,
পড়ে ঘোর নরকে ॥

পাপ বলে মহামোহ আমার সেনাপতি ।

পূণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার পতি,
যিনি ত্রিলোকপতি ॥

পাপ বলে কুবাসনা আমার সঙ্গিনী ।

পূণ্য বলে যুযুতি হন আমার জননী,
পতিত পাবনী ॥

পাপ বলে রতি হিংসা নিন্দা ভাল বাসি ।

পূণ্য বলে আমার ভক্ত নয় তাদের প্রিয়ানী,
তারা নয় তামসী ॥

পাপ বলে আমার ভক্ত ধরা ইহলোকে ।

পূণ্য বলে সাধু মুখে চিরদিন থাকে
ইহ-পরলোকে ॥

পাপ বলে আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই ।

পূণ্য বলে নরক রাশি এত অধিক তাই
পাপীর ভোগ করা চাই ॥

পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে ।

পূণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যার কাছে,
সময় আসিতেছে ॥

পাপ বলে থাকিবনা তবে আর এখানে ।

পূণ্য বলে এই বেলা ধাও আমি মানে মানে
আমার কথা শুনে ॥

টেটে গেল পাপ-পুণ্যের বিবাদ বালাই ।

রিত্রাজক বলে হরি, হরি, হরি বল ভাই ।
হুখে থাকবে সলাই ॥

কাহি—বীণতাল ।

কখন কি ভাবে অভয়া উষ্ম হওমা হৃদয় মানে ।

চিন্তে যে পারি না আমি
বিরাজে কখন কি সাজে ॥

কতু অবোধ শিশু বলে,
আপনি লও কোলে তুলে,

কতু শূত বার ডাকিলে
দেখা দাওনা সময় বুকে ।

কতু হওমা রণকালী, কখন হও বনমালী,

কতু হও ত্রিশূলপাণি, বববম্ব বদনে বাজে ॥

পরিব্রাজক পদানত, মা মা বলে কঁাদে কত,

চিদানন্দ রূপে আমার, দেখা দিতে হবে মা যে ॥

বাউলের হর ।

স্বপনে, মনু যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে ।

সে যে, অধর মানুষ দেখে না

ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে ॥

হাওয়ায় * আসে হাওয়ায় বসে,

হাওয়ায় মজে আপন রসে,

হাওয়ায় মাঝে লুকায়ে সে বিরাজিছে ।

তারে ধরে ধরে ধরতে নাহে,

মন আমার পাগল হয়েছে ।

দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,

অপরূপ হেসে হেসে ডাকিতেছে ।

যে তার ডাক শুনেছে সেই মজেছে,

আপনায় সে হারিয়েছে ॥

সে মানুষ ধ'রবে বলে, গেল সব বনে চলে,

† তেতলায় পবন তুলে, ব'সে আছে ।

তবু না পেয়ে তবু তাদের চিত্ত,

ভেবে ভেবে মারা গেছে ॥

মন তুমি ভাব বুধা, মে তো নয় কথার কথা,

কলে বলে কে কোথা তাঁর পাইয়াছে—

পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা

সে কার কাছে ধরা দিয়েছে ।

* বাস প্রবাস ।

† ব্রহ্ম বন্ধে নির্জিকার সমাধিতে মনের নাগ
হইয়া যায় ।

হুগাঁ নামে রসনা জীবের ভয় ভাবনা ।
 ভয় ভাবনা বস যাওনা রসনা ওলাম গাও রসনা ।
 নন্দী বলে—আমার শত্ৰু কেন রক্ততগিরি ।
 জয়া বলে—গৌরী আমার হৃদয়বল্লরী,
 রূপে জগৎ আলো ॥
 নন্দী বলে—আমার প্রভুর শিরে কালফলী,
 জয়া বলে—মা'র নপুংসে ফলীর মাথার মণি,
 শোভা ব'লেবো কত ॥
 নন্দী বলে—আমার শিবের ভয় গায়ের মাথা ।
 জয়া বলে—পাবে ব'লে আমার ম'য়ের দেখা,
 তোলা তাই উদাসী ॥
 নন্দী বলে—শোভা পক বদন মণ্ডলে ।
 জয়া বলে—হুগাঁ নামের গুণ গাইবে ব'লে,
 পাগল পকানন ॥
 নন্দী বলে—আমার প্রভু জগতের পতি ।
 জয়া বলে—জগৎপতির মা, আমার প্রসূতি,
 আদ্যা শক্তি যে মা ॥
 নন্দী বলে—রুদ্র আমার মহাত্মিশূলধারী ।
 জয়া বলে—ধরবে ব'লে মায়ের কানী পুরী,
 নৈলে থ'কবে কোথা ॥
 নন্দী বলে—আমার প্রভু সংসার-সংহারে ।
 জয়া বলে—প্রকৃতি মা'র আজ্ঞা অহুসারে,
 শিব ক'রেন বা কি ॥
 নন্দী বলে—আমার শিবের কুবের ভাগুরী ।
 জয়া বলে—মা'র ঘারেতে সেই শিব ভিখারী,
 অন্নপূর্ণা যে মা ॥
 নন্দী বলে—আমার শত্ৰু গরল খেয়েছিল ।
 জয়া বলে—হুগাঁ নামের গুণে খেঁচে গেল,
 নীলকণ্ঠ তোদের ॥
 নন্দী বলে—মহাকাল প্রভু যে আমার ।
 জয়া বলে—মহাকালী কুবের উপর তার,
 শিব শবের আকার ॥
 নন্দী বলে—শিব আমার শব কেন হইল ।
 জয়া বলে—মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
 ইকার থাক্‌লো না যে ॥
 জয়া বলে—কথা শুনে নন্দী শুক হ'য়ে রয় ।
 পরিব্রাজক বলে—সকলে হুগাঁ নামের জয়,
 বাবে রোগ শোক ভয় ॥

কীর্তন ভাঙ্গা হুয়—ধরয়া ।

গুপ্ত আনন্দ ধর্মের মেলা ।
 সে যে নিত্য দেব দুর্লভ
 তোরা দেখ'বি তো আয় এই বেলা ॥
 তথা নাই শলী রবি, তথা নাই ভূত ভাবি,
 শত্রু মিত্র নাইকো তথা একাকার সবই—
 তথা পর আপনার নাইকো বিচার,
 নাই গুরু নাই চেলা ॥
 তথা স্ত্রী পুরুষ নাই, নাহি মাতা পিতা ভাই,
 বারুদে আগুনে তথা রয়েছে এক ঠাই
 তথা নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ,
 তৃষ্ণা কি ক্ষুধার জ্বালা ॥
 যত রসের পশারি, তাদের দোকান দোধারি,
 রসিক যারা কিনচে তারা রসের মাধুরি—
 হ'য়ে বধির বোবা রসে ডোবা,
 কচেন সব রসের খেল ॥
 মেলার ক'বো কি বাখান, সদা রসের হুর তান
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ত্রিশূলপাণি খুলেছে দোকান—
 তারা বিনা মূলে কান্সল জনে,
 বেচ ভেছে মুক্তিমালা ॥
 দিলদারিয়ার পারে, রক্তবেদীর উপরে,
 সে যে ব'লভেনারি বুঝি সে কি দেখিলে পরে—
 পরিব্রাজক বলে দেখ'বি যদি ধুয়ে নে মনের মল

বাউলের—হুয় ।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ।
 ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে
 বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
 কোথা সে ভ্রমের শোভা,
 গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
 কোথা স্রীদাম বলরাম হুবল হুদাম,
 কোথা সে হুনোল তমুর ধেয় বেণু,
 বা ঘশোদা রোহিণী ।
 কোথা নন্দ উপাসন, মা ঘশোদার প্রাণ-গোবিন্দ,
 ধরা চূড়া পরা কোথা নন্দী-চোরা,
 কোথা সে বদন চুস্তি ব্রহ্ম দারি
 পুজিতা বা কাকারী ।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বাসে জগকেনি,
কোথা ললিতা সখী, হুহাসিনী,
কোথা সে বংশীধারী রীসবিহারী,
বাসেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নৃপুত্র ধনি, না বাজে কিক্রিণী,
মধুর হাঁসি মধুর বাশী, নাহি শুনি, ও যার,
মোহন স্বরে উল্লান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ষাটে ষাটে,
তোমারি সন্নিহিতে কই সে ধনী,
ওয়ার মানের লাগি মোহন চুড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যখন সেই বামারে,
অনাথের নাথ হুদ মাঝারে, পা হুধানি,
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই চিরদিন যামিনী

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা হুব।

একবার, আয় গো ও মা, আয় গো উমা,
আয় দেখি মা। ও তুই, মা কি মেয়ে, ঠিক না
পেয়ে, ক্ষেপেবে চেষ্টে, ভেবেছি মা (ও রূপ)।

কোথা গেলে পাব দেখা, তাই বারে বার
দূরি একা, যোগ বন্ধ ভক্ত মন্ত্র যত পুঁথি লেখা;
—যত বিদ্যা বুদ্ধি সাধন সিদ্ধি কেউ জানে না
তোর মহিমা (কেবা জানতে পারে)।

কভু আঁধি মূলে থাকি, কভু নয়ন খুলে
দেখি, সহস্র দলেতে কভু রূপ নিরাধি :—এ সব
রূপের মেলা, ভোজ বাজির খেলা, শেষ বেলা
টের পেয়েছি মা (তোর রূপাতে টের)।

মিছা মায়ার ঘোর তরঙ্গে, জীব সকলে
ভাসে রঙ্গে, নখন থাকতে সবাই কানো, মা তোর
মহিমা; জ্ঞানী বোগীর ধানে পরমাত্মা, আমার
যে সোণার প্রতিমা (তুই মা)।

ভাবি তোরে ভাবিব না, মন যে নাহি মানে
মানা, ভাবের মাঝে বিরাজে মা, তাও জানি না;

আমি যত পলাই, যে দিকে যাই, দেই দিকে
তুই, এ কি গো মা (ও তার রূপের ছটা)।
মা হয়ে সব প্রসবিলে, ভবের মাঝে মেয়ে
হ'লি, দক্ষবালা হ'লে ব্রহ্মার সাথ মিটলি;
তুই ভক্ত বাহ্মা-কল্প-লতা, গিরিহতা হইলি মা
(লালাময়)।

পরিব্রাজক ভাবে মিছে, মায়ার মাঝে পেতে
নেচে, মা আমার মেয়ে হ'য়েছে, অই এনেছে;
একবার নাচু গৈা এসে, হেঁসে হেঁসে ছলে
রেখে পা হুটি মা (আমার)।

বাঁধাজ—একতাল।

ঘোর আধারে, নিশি নিরাধারে,
নিঃশিলাম একি আঁধার মাঝারে।
কোটি শশী প্রভা, মূনি মনোলাভা,
বলিতে সে শোভা বচন হারে।
মায়াজি বশে অঘোর দুঃখারে,
জিলাম অচেতন জ্ঞান হারাইয়ে,
কে যেন আসিয়ে শিরে বসিয়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে আগায় আমারে।
নয়নের বলকে জগজ্জ্যোতির্ময়,
পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
আহা মরি মরি কি বচন মাধুরী,
ভুলিলে যে ভুলে যাই আপনারে।
কোমল কর তার পরশিলে গয়,
আমি তুমি তিনি ভেদ মিটে যায়,
শ্রীপদপঙ্কে ভুক্তি মুক্তি ভঞ্জে,
ভক্ত জন মজে প্রেমের পাথারে।
আধার স্বরে আলো এটি কার মেয়ে,
অচল চকল পথ পানে চেয়ে,
পরিব্রাজক উর্দ্ধ্বাসে এস খেয়ে,
দেখবে যদি আশের উমারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গীয়া জেলায় কুশনগরে ১২৭০ সালে (১৮৫৩ খ্রষ্টাব্দের জুলাই মাসে) দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন।
ইহঁদের পিতা ৬ কার্তিকেরচন্দ্র রায়, কুশনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সপ্তম ও
অষ্টম কবিতা পুস্তক কুশনগর কলেজ হইতে ১২৮৫ সালে এন্ট্রেন্স ও ১২৮৭ সালে এক-এ, হংসী কলেজ

হইতে ১২৮৯ সালে বি-এ, এবং সালে এমিডেন্সি কলেজ হইতে ১২৯১ এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, কৃষি-শিক্ষার্থ 'শ্রেষ্ঠ স্বলার' শিরোনামে বিলাত গমন করেন। তথাকার পরীক্ষায় দুইটা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, দেশে আসিয়া 'সেটেলমেন্টের' কার্য শিক্ষা করেন। প্রথমে জীনগর ও বেনেটী ট্রেটের 'এসিষ্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার' এবং পরে (১২৯৭ সালে) সুজামুঠার 'সেটেলমেন্ট অফিসার', নিযুক্ত হন। তথা হইতে দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং তৎপরে ১৩০১ সালে বঙ্গদেশের আবকারী বিভাগের প্রথম ইন্সপেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইহার আশৈশব অনুরাগ। ১২৮৯ সালে ইহার "আর্যগাথা" প্রকাশ হয়। ১২৯৪ সালে 'এক ঘরে' এবং ১৩০২ সালে 'কক্ষি অবতার' নামক গ্রন্থন প্রণয়ন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইহার এক হিংরাজী কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে অনেকগুলি নাটক গ্রন্থন প্রণয়নে এবং "হাসির গানে" ইনি সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতী, নবভারত এবং নবপ্রভা প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইহার অনেক লেখন প্রবন্ধ প্রকাশিত। ইনি সুকবি, সুবক্তা ও সুলেখক।

মল্লার—আড়া

(রেখে দেও, রেখে দেও) রেখে দেও,
রেখে দেও প্রেমগীত-সরে রে ।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে ।
যাও চলি পরভূত' চাই না ও মুহূর্তীত,
গাও রে পাণিনা তবে ভাসিয়ে অসরে রে ।
শুনিয়া মুরলী গান, ভাবিয়ে না আর্ধ্য-প্রাণ,
চালিয়ে সে স্বপ্ন তার প্রবণকুহরে রে ।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে ।
শঙ্কর-গৌতম-কথা প্রভাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে ।
মিলি আর্ধ্য-কবিশ্রমে গাও রে উন্নতমনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে ।
রেখে দেও, রেখে দেও প্রেমগীত-সরে রে ॥

গৌরী—স্বয়ংসংবাদ ।

ক'রো না ক'রো না তার অপমান ।
আর্ধ্য, যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ।
ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি,
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান ।
আজিও বহিছে পদ্মা গোপাবরী ধমনা,
নন্দনা সিদ্ধু বৈষ্ণবান, এই আরাবলি তুঙ্গ হিমগিরি
ক'রো না ক'রো না তার অপমান ।
নাই কি চিত্তের, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল দ্বিগুণী-কল্যাণ বর্তমান ।

নাই উজ্জয়িনী অখোধ্যা হস্তিনা ।
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান ।
এ অমরাবতী প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান ।
আজও বুদ্ধ-আত্মা প্রভাপের ছায়া,
ভ্রমিছে হেথায় আর্ধ্য সাবধান ।
আদেশিছে শুন অভ্যস্ত ভাষায়,
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল ।

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমারি,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর ॥
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি ওব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার ।
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাধ কালিদাস,
তাই কি মলিনবেশে কাঁদ অনিবার ॥
পরভরে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে বঙ্কাসিরে আর ।
তাই তব অক্ষজল, করে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার বন্ধার ।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গুণ্ডার স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত অপূর্ণে আবার ॥

সিদ্ধু-ভৈরবী—একতাল ।

কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্ধ্য কাঁদ অবিরল ।
শুকাবে জীবন-নদী শুকাবে না আশি জল ॥

এ জগতে একা বসি, কাঁদ হুখে দিবানিশ,
নয়নের জলে হেরা ভাসাইয়ে ধরাডল ॥

কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্ধ্য কাঁদ অনিবার ।

পেরেছিল একদিন যবে প্রাণভরে ।

হাসিতুস্ আর্ধ্য তুই জগত-ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তব অনিবার,
নিবিবে জীবনকৌপ নিবিবে না চিত্তানল ।

কাঁদ রে কাঁদ, আর্ধ্য কাঁদ অবিরল ॥

বাগেশী—আড়া ।

(কেন ভানীরথি,) কেন ভানীরথি,
হাসিয়েহাসিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো !

চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে,

বহি এ ভারতে কি হুখ পাও গো ॥

নিরখি মা আজ ভারতের নশা,

এ হুখে আনন্দে কি গান গাও গো ।

কি হুখে বল মা নীলাম্বর পরি,

হরমিত মনে সাগরে ধাও গো ॥

অধীন ভারতে বহি (ও) না মা আর,

এ কলঙ্ক-রেখা মুছা'য়ে দাও গো ॥

উখলি তটিনী গভীর গরজে,

সহুত ভারত-হৃদয় ছাও গো ॥

আশাবরী—আড়া ।

কেঁদ না রে অনাথিনি, কেঁদ না কেঁদ না আর ।

পারি না হেরিতে অক্ষর আর নয়নে তোমার ॥

সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের হুখে,

দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার ।

ভাসিত স্বর্ণীর শোভা যে চারু আননে,

ভাসিত ত্রিবিব-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে,

বিষম সে মুখ হেরি, সে নয়নে অক্ষরবারি,

নিরখি উখলি মম যায় শোক-পায়াবারি ॥

সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,

বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দ বস্তনে,

আঁজি মলিন সে বাস, আলুণিত কেশপাশ,

পারে না হেরিতে মাতে হায় হায় নয়নে আমার ।

কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না আর ॥

বাগেশী—আড়া ।

(কে কাঁদিছ) কে কাঁদিছ একাকিনী

বসি এ নির্জন স্থানে ।

কেন বা গাইছ মুহু এত স করুণ গানে ।

এ যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণ,

প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাশে ।

• নিশীথে বারিলে অক্ষর বিধানে কমল,

মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল,

বুখাই কি তুমি হুখে, কাঁদিলে সম্রল মুখে,

মুছাবে না কি ও অক্ষর তপন কিরণ-দানে ।

হেরিয়ে হুখিনী আজ এ নশা তোমার,

বিশীর্ণ দারুণ শেক্রে হৃদয় আমার,

বল কেন জন্মফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,

যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে ॥

সাহান—আড়া ।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ।

ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি ॥

কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনায়,

জান কি তোমার লাগি কত চিন্ত অশ্রুস্রাবী ॥

জান কি রাখে এ ভয় কি কুলঙ্গ আকস্মিয়ে,

তুমি আপনায় নয়, এ কথা কি প্রাণে সহ,

কি করি বিমুখ বিধি কাদি তাই লুকাইয়ে,

বিষাদে একাকী সরা নয়ন-সলিলে ভাসি ।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ॥

ঘুমাস লে ঘুমাস নে, রে আর ।

দেখ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার ॥

নিশীথে নিজর কোণে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,

পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার ॥

দেখ রে, নয়ন মেলি দেখ দেখ একবার ।

বাঁদিয়ে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি বারদেশে,

কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার ॥

দেখ রে, হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার ।

বাহারে ভক্তভিতরে, পুজিতিস সমাগরে,

হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর ।

হায় রে, প্রতিমা গেল গৃহ করি অস্বকায় ॥

বিশিষ্ট—কাওরালী।

যাবে কি পারিবে যেতে তাজি চির বাসস্থান।
তোমার সাধের কুঞ্জ চিরপ্রিয় লৌলোচন।
চিরকাল উষাপিরে, এবে যাবে তেয়ারিরে,
কান্দিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবে না প্রাণ।
আজি হতে স্বর বার, হল আশা অন্ধকার,
গৃহের উজ্জ্বল আলো হ'ল আজ নিবারণ।
তোমার এ গৃহে আর, কিরিবে কি পুনর্বার,
আবার আসিবে গৃহে তম্ব হবে অবদান।

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাদেন জননী লেখ, অন্ধকার গৃহে হায়।
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত, দংশে তাঁরে অবিরত,
লেখ রে কাদেন কত, দারুণ ব্যথায়।
আয় রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়।
লেখ বসি বাতায়নে, চাহেন সাক্ষরনয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে উদ্ধারিতে তাঁর।

আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়।
এ দুঃখ দেখিয়া মায়, কেমনেতে থাকি আর,
আমরা সন্তান তাঁর ঘাই রে সবার।
আয় রে আনিব তাঁরে যাকৃ যদি প্রাণ বার।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে।

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আরবার।
হৃদয় হৃথের স্মৃতি কেন পুন আন আর।
মানস-নয়ন তার, নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে, কিন্তু চক্ষুচক্রে অশ্রুধার।

স্বর্গীয় কিরণময়, সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়,
অনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার;
সে আনন্দ সেই প্রীতি, আসে সেই হৃথস্মৃতি,
কল্পিত রে উপহাস, দুঃখ আর্ঘ্য অভাগার।
লয়ে বাণ, লয়ে বাণ, সাগরে ডুবায় নাও,
হা সজোতি স্বাধীনতা হা তামস কালস্রাব।
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আরবার।

আশাবরী—আড়া।

শিশু হৃথায় হৃথায় হৃথায় আয়।
যুগের অন্ধকারে হৃথায় একবার।
শিশু হৃথায় হৃথায় হৃথায় আয়,
উজ্জ্বল আলো হৃথায় আয়।

হেলি হেলি হুগি হুগি, হৃদয় অলকগুলি,
উড়ে যাক বায়ুভরে লগাট-কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়ন হুটি, হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিন মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে;
পদ্মক এ চিত্ত-নীরে, প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আরবার।

মোহিনী বাহার—আড়া।

কি হৃথে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধাংশি।
এ হৃথ-মরত ভূমে, বন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর হৃথ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কর্তব্য, গাওরে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিবাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্মূল হৃথ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলାষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুর স্বর, তাই এ বিজনে আসি।

কাফি—ঝাঁপড়াল।

এস এস চিরবন্ধ এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সম্বল।
নিভান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের হৃদয় বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ হৃদয়ল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সম্মিথানে,
জলে যে হৃদয়-বহ্নি নিবাও সে চিত্তানল।
এস এস চিরবন্ধ এস প্রিয় অশ্রুজল।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি হৃথায় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই হৃথ জীবনে আমায়-রে।
আহা—কত হৃথ সঙ্গীদনে, বেড়াইতাম কুলমনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সয়ল রেহ
অন্যতঃ ভালবাসা কিরিবে কি আয় রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি
দেখায় সে দৃশ্য শুনে আলি বারবার রে।
আহা—আয় কি কিরিবে হায়, সেইদিন পুনরায়,
কেরে কি নদীর তেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি হৃথ-কাল শৈশব আমার রে।

আলোর—আঁধার ।

এস শান্তিময়ি দেবি, দেওকোড় হুকোমল ।
তাপিত মস্তক রাধি করি প্রাণ হৃদয়তল ।
কে অগতে তুমি বিনা, হৃৎকণ্ঠে দিবে সান্ত্বনা,
দরিত্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল ।
চির অশ্রুভরা জঁখি, কণ্ঠে মৃদিত রাধি,
প্রহরেক তঁর মম মুছাও মা অশ্রুজল ।
যুঝে যে তুফান সহ, হাসি-নদী অহরহ,
কণ্ঠে হউক শান্ত প্রতিকূল উদ্ভিদল ।
বায়ুশি-তাড়িত মম, অন্তিম মা পোত-সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বজ্রস্থল ।
এস শান্তিময়ি দেবি দেও কোড় হুকোমল ॥

হাসির গান ।

(কালো রূপ ।)

কালোরূপে মজ্জেছে এ মন ।
গুণে, সে যে মিশ মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম ॥
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, ভোমরা কালো,
মুচি মিশি ভোমরা কালো,
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ—
গুণে সেই কালো রঙ ।
অমাবস্তার নিশি কালো, কালী কালো,
মিশি কালো, গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালোবরণ ।
গুণে, সে কালোবরণ ।

কুকরাধিকা-সংবাদ ।

কুক বলে “আমার রাধে বদল তুলে চাও”
আর, রাধা বলে “কেল মিছে আমারে জালাও,
মরি নিজেই জালায় ।”
কুক বলে “রাধে তুটে প্রাণের কথা কই”
আর, রাধা বলে “এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
সব্বো—ধোঁয়ার মরি ।”
কুক বলে “সবাই বলে আমার মোহন বেণু”
আর, রাধা বলে “ওহো, শুনে আমি’র পেরে গে’ছ,
আমায় ধরা ধরো” ।

কুক বলে “গীতধড়া বলে মোর সব”

আর, রাধা বলে “বটে, হোল মোকলাভ তবে,
থাক আর থাওয়া-থাওয়া” ।

কুক বলে “আমার রূপে ত্রিভুবন আলো”

আর, রাধা বলে “তবু যদি না হ’তে মিশ কালো
রূপ ও ছাপিয়ে পড়ে” ।

কুক বলে “আমার গুণে মুক্ত ব্রজবালা”

আর, রাধা বলে “ঘুম হচ্ছে না, এ ত ভারি জালা,
তাতে আমারই কি” ।

কুক বলে “শুন হরি লোকে মোরে কথা”

আর, রাধা বলে “লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়,
লোকে কি না বলে” ।

কুক বলে “রাধে তোমার কি রূপেরি ছটা”

আর, রাধা বলে “হাঁ হাঁ কুক, হাঁ হাঁ তা তা বটে
সেটা সবাই বলে” ।

কুক বলে “রাধে তোমার কিবা চাকু কেশ”

আর, রাধা বলে “কুক তোমার পছন্দটা বেশ,
সেটা বোলতেই হবে” ।

কুক বলে “রাধে তোমার যেহ স্বর্ণলতা”

আর, রাধা বলে “কুক তোমার বাসা মিষ্টি কথা,
ঘেন হুধা করে” ।

কুক বলে “এমন বর্ষ দেখিনিও কত”

আর, রাধা বলে “হাঁ আজ সাগন বাধিনিও তবু,
নইলে আরও সাধা” ।

কুক বলে “তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে”

আর, রাধা বলে “এসব কথা বললেই হত জাগে,
গোল ও মিটেই যেত” ॥

বিলাত ফেরা ।

আমরা বিলাত ফেরা ক’ ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার,
করিয়াছি সব জবাই ।
আমরা বাংলা গিরেছি তুলি’
আমরা শিবেছি বিলিতি তুলি’
আমরা চাকরকে ডাকি “বেয়ারা”—আর
মুঠেকার ডাকি “তুলি” ।

হামরা, করিনে কাহারে ডর,

আমরা করিনে কাহারো হানি,

হামরা, রাখিনে কাহারও তরু,

হামরা করিনে, কাউরে কেশর,

এ ভবমাকে সবই ফকা—

জেনেছি আমরা পাঁচটা এয়ার ।

কন নদীর জলে কাদা, আর সাগর-জলে তুন,

গাছ, মেলা সাধাজল খেয়ে হয় মানুষগুলো খন,

কন, তুমি হলে নাক কবি, হলো সেন্সপীয়ার,

হার সে সব কথা কাজ কি বলে,—

আমরা পাঁচটা এয়ার ।

কন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে, বল দেখি দাদা

হারণ, দেবতা খেতো লালপানি,

আর দৈত্য খেত সাগা ।

এ ভাবরণের ফেরে এমন মহান আছে কে আর

এ জীবনের বা সার বুঝেছি, আমরা পাঁচটা এয়ার

মাদের দিও নাকো কেউ গালি,

মোদের কোরো নাক কেউ মানা,

আমরা থাব নাক কারো চুরি কোরে দুগ্ধ,

ননী, ছানা ।

শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার,

শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—

আমরা পাঁচটা এয়ার ।

তা সে হবে কেন ।

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্তে চাও

ক'র মুখে বড়াই,

তা সে হবে কেন ?

তোমরা বাক্য বাণে শুধু কতে কর্তে চাও লড়াই,

তা সে হবে কেন ?

তোমরা ইংরাজ-গোরবে মুক্ত বলে' চাও, যে সে

তোমাদের ও করপয়ে দেশটা সপে, শেষে

তল্লিজ্ঞা বেঁধে, নিভের চলে যায় দেশে—

তা সে হবে কেন ?

তোমরা হিন্দু-ধর্ম "প্রচার" কোরে, হতে চাও ধর্ম

তা সে হবে কেন ?

তোমরা মূর্খ হোয়ে হতে চাও বিধে অগ্রগণ্য ;

তা সে হবে কেন ?

তোমরা বোঝাতে চাও

হিন্দু ধর্মের অতি হৃদয় মর্ম—

'ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুড়ুমিটা ধর্ম্য ।'

অমনি তাই, বুঝে ধাবে

গত শ্বেতচর্ম, তা সে হবে কেন ?

তোমরা সাবধানে ভাবে সমাজটিকে

রাখতে চাও ঝাড়া, তা সে হবে কেন ?

তোমরা স্রোশটাকে ফিরাতে চাও

দিয়ে মুখের তাড়া, তা সে হবে কেন ?

তোমরা বিশ্রয় হয়ে ভৃত্য কাজ করে, বাড়ি দিয়ে

শায় ভুলে, বেধে শুধু আর্কফলা শিরে,

দলাদলি কোরে তধু রাখবে সমাজটির,

তা সে হবে কেন ?

তোমাদের মনে মনে সাহেবিটা

ইচ্ছা বোল আনা, তা না হবে কেন ?

তোমাদের হযোগ পেলেই যোচে যুধ

তামসিক থানা, তা না হবে কেন ?

তোমাদের মন্তব্য

কৈদে পালায় ইংরাজির চোটে,

'স্টাটুটরি' হলেই "বাবু" খেতাব গায়ে ফোটে ;

শুধু তর্কের সময় হিন্দুয়ানী জেগে ওঠে,

তা না হবে কেন ?

তোমরা চিরকলটা নারীগণে রাখবে পাঁচিল ঘিরে

তা সে হবে কেন ?

তোমরা গহনা ঘুব দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে,

তা সে হবে কেন ?

তোমরা চাও তা'রা বন্ধ থাকুক এখন যেমন আছে

রান্নাঘরে ধোয়ায় এবং আন্তাহুড়ের কাছে ;

এবং তোমরা নিজে ধাবে থিয়েটারে নাচে,

তা সে হবে কেন ?

নন্দলাল ।

নন্দলাল ও একটা করিল ভীষণ পণ—

বদেহের তরে বা কোরেই হোক

রাখিবেই সে জীবন ।

সকলে বলিল 'আ'হা'হা কর কি কর কি নন্দলাল

কল বলিল 'কসিনা কসিনা রাখি কি ফিরকাল ?

আমি না করিলে কে করিবে

‘আর উদ্ধার এই বেশ ?’

তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ

নন্দর ডাই কলেরায় মরে,

দেখিবে তাহারে কেবা ?

সকলে বলিল ‘বাওনা নন্দ করনা ডায়ের সেবা ;

নন্দ বলিল ‘ডায়ের অস্ত্র জীবনটা যদি দিই,

না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?

বাঁচাটা আমার অতি দরকার,

ভেবে দেখি চারিদিক ;

তখন সকলে বলিল—

হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক ।

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;

গালি দিয়া সব গদ্যো পদ্যো বিদ্যা করিল আহির:

পড়িল ধন্ত, দেশের অস্ত্র নন্দ খাটিয়া খুন ;

লেখে যত তার বিগুণ বুঝায়, ষায় তার দশগুণ ।

ধাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ খাল খাল

তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল ।

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি

সাহেব আসিয়া গলাটী তাহার টিপিয়া ধরিল-খালি

নন্দ বলিল ‘আহা হা কর কি কর কি ছাড়না ছাই

কি হবে দেশের গলাটিপুন্নিতে

আমি যদি মারা যাই ?

বল ক’বিষং নাকে দিব ধং, যা বল করিব তাহা

তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা

নন্দ বাড়ীর হত না বাহির

কোথা কি বটে কি জানি ;

চড়িত না গাড়ী, কি জানি

কখন উলটায় গাড়ীখানি ;

নৌকা কি সন ডুবিছে ভৌষণ,

রেলে ‘কলিশন’ হয় ;

হাঁচিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয় ;

জই শুয়ে শুয়ে কটে বাঁচিরে রহিল নন্দলাল,

সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ

বঁচে থাক্ টির কাল ।

স্রী উষেদায় ।

যদি জানতে চান আমি ঠিক কি রকমে স্রী চাই

কর্সী কি কালো কি মাঝারী রং ;

লম্বা কি বেটে ; কি ক্ষীণাঙ্গীনা ;

দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং ;

শোন তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,

চলতে জানে যদি বাঁচিরে কদিক

তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে,

“পোড়ার মুখে মিলে ও হতভাগা !”

তা’হলে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় মোহাগা ॥

কপাল এক রত্তি বা কপালে গড়ের মাঠ ;

জ পুষ্পধনু কি জ বস্ত্রিবৎ ;

নৌলাভনেত্রা কি সে মার্জারাক্ষী ;

তা খুব যায় আসে না আমার এ মত ।

যদি—স্বামীরে কটু সে কম না ক বেজায়,

কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,

তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে

“পোড়ার মুখে মিলে ও হতভাগা !”

তা’লে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় মোহাগা ॥

বস্যাধরা হেঁকু কি কাক্সীবলোষ্ঠী ;

হৃদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক ;

হৃপথক্দিমতা কি গজেন্দ্রদন্তী ;

বংশীবৎ নামা কি চাইনৌজি নাক ;

কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,

তার উপর হয় যদি সূচ্যাক্ত রক্তন,

তার উপর ডাকে আমার মোহাগে,

“পোড়ার মুখে মিলে ও হতভাগা !”

তা’লে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় মোহাগা ॥

গজেন্দ্রগামী কি ভেক-প্রলক্ষী ;

গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক ;

বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রত্না ;

সর্বাঙ্গ থাক কিবা নাই সে থাক ;—

যদি—রাখে না খোঁজ স্বামী ধায় ভাজ কি চরম,

ভাণ্ডার পুরোদি রক্ষায় সরস,

তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে,

“পোড়ার মুখে মিলে ও হতভাগা !”

তা’হলে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় মোহাগা ॥

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে ;

গয়না সে কলাচিৎ হই এক খালি চায় ;
খরচপত্র একটু শুদ্ধিয়ে কুরে ;
অম্বই বুঝায় ও অম্বই খায় ;
দ—তার উপর হয় একটু চলন-সই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,
তার ওপর ডাকে আশায় সোহাগে,
“পোড়ার মুখে ও হতভাগা !”
তা’হলে হাঃ হাঃ সে ত সোপায় সোহাগা ॥

শ্রেম-বিষয়ক শ্রেমভঙ্গ ।

তারেই বলে শ্রেম যখন থাকে না
futureএর চিন্তা থাকে নাক
shame—তারেই বলে শ্রেম ।
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ,
যখন past all surgery
আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন
ভারি tame—তারেই বলে শ্রেম ।
হুপুয় রাস্তার কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি রস্তুর when it
doesn't care a pin ;
হোক সে কাক্সী কিম্বা ম্যাম,
মুচি মুচী মুদফরাস when
it doesn't care a damn
blind কি bald, deaf কি
dumb কি, hunch back
কিম্বা lame—তারেই বলে শ্রেম ।
রাস্তার সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড় বন কি বাঘ কি ভালুক,
when it doesn't care a
hang ; কাঙালি অজায় কিম্বা ঠিক,
ঠাট্টা হোক কি নিন্দা হোক
when it doesn't care a
kick মরি কিম্বা বাচি when
it is very much the
same—তারেই বলে শ্রেম ।

প্রণয়ের ইতিহাস ।

প্রথম যখন বিয়ে হোল ভাবলাম বাহা বাহা রে !

কি রকম যে হয়ে গেলাম বলবো তাহা

কাহারে—ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

এমনি হোল আমার স্বভাব,

ধেন বা খাজা খাঁ নবাব ;

নেইক আমার কোনই অভাব,

পোলাও কোন্দা কোণ্ডা কাঁবাব

রোমনোক আহারে, ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

ভাবলাম গোলাপ ফুলের মতন

ফুটে আছে শ্রিয়র মুখ,

দূরে থেকে দেখবো শুধু শুকুবো শুধু গন্ধ টুকু,

রাখবো জমা শ্রেমর খাতায়,

খরচ মোটে করবো না তায়,

রাখবো তার মাথায় মাথায়,

বুজবোনাক আখির পাতায় ;

হায়! পাছে তাহারে । ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

শব্দা হোতো কখন শ্রিয়া পাছে করে অভিমান,

উর্কসীর জ্বায় পেখম তুলে

হাওয়ার সঙ্গে মিশে বান ;

নকল নবিশে প্রেমের পেশায়,

হয়ে রৈতুম বিতোর নেশায়,

প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সার,

খান্ধাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—

মরি মরি আহারে ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

দেখলাম পরে চাঁদের করে

নেহাইং শ্রিয়া তৈরি নল,

বচন সুধায় যায় না কুখা, বঃ শেবে জালাতন ;

যদি একটু দাধা খেলায়

আসতে দেয়ি রাস্তির বেলায়,

অমনি ডর্ক গুরু চেলায়,

পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়,—

পগারে কি পাহাড়ে । ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

দেখলাম পরে শ্রিয়র সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,

উর্কসীর জ্বায় মোটেই শ্রিয়র

উড়ে বাবায় পড়িক নয় ;

বঃ শেবে মাথায় হুতন

মেস্টে রইলেন আঠার মডন ;

বিকল চেষ্ঠা বিকল ধ্বজন,
স্বর্গ হতে হোল পতন ;
রচেছিলাম বাহারে। ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

— — —
বুড়ব চাই।

পুরাণে হোক ভাল হাজার,
হায় গো এমনি কলির বাজার,
মার্কো মার্কো নতুন নতুন নৈলে কারো চলে না ;
নিভাই পালাও কোন্দা আহার,
বল ভাল লাগে কাহার ?
আমার তও তুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না ;
হু চার বর্ষ হ'লে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পতিত
নইলে সে উর্বরা হলেও বৈদ্যুতিন আর নপে না।
নিভাই যদি কার্খা না পাই
প্রাপটা করে হাঁফাই হাঁফাই,
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউ কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল, ডাকে বেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপসরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না।
এক স্ত্রী নিয়ে ৩৭শে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় হুচ ২বার
বিরহ আততি ভিন্ন প্রেমের আগুন অলে না ॥

— — —
এস এস বঁধু এস।

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্তে হে)
তুমি হাতী নও ষোড়া নও
যে সোয়ার হইরে পিঠে চড়ি ;
তুমি চিড়ে মও বঁধু তুমি চিড়ে নও,
যে খাই দধি শুড় মেখে (বঁধু হে)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
শোমা হেন গুণবিধি চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে ॥

— — —
নয়নে নয়নে রাধি।

নয়নে নয়নে রাধি তাই তারে।

পা দুই হইল অমনি বঁধু
একটু যদি মুদি খাঁচি,

একটু যদি খিঁসে তাকাই,
একটু যদি ঝাড়ুটি বাঁকাই।
অমনি গুড়েন উধাও হোদে,
আমায় প্রাণপিঙ্করের পাখী।
কি জানি কে ময় দিয়ে বখন বঁধুর ঝাড়ে চড়ে
কি জানি অকলের নিবি,
অকল থেকে বোসে পড়েনি ;
তাই যদি তার শেলায় কেলায়,
আগতে দেয়ি রাত্রি বেলায়,
বোকে বোকে কেঁদে কেঁদে,
কুহক্ষেত্র কোরে থাকি ॥

— — —
গামরাও ভোমরা।

আমরা ষাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই,
আর, তোমরা বসিয়া থাও।
আমরা হুপরে আফসে স্বামিরা মরি
আর, তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে' লড়ি,
তোমরা গংনা পত্র ও টাকা কড়ি,
অমাবসিক ভাবে শুছায়ে পাখী চড়ি,
ক্রুত চম্পট দাও।
সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,
আহা, যেন কতকাল চেনা।
তোমরা দোকানী সেকুরা পসারী ডাক,
আর, আমাদের হয় দেনা।
হুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি'
নব কার্তিক আগ্ন কি আগরে গলি'
প্রাণবত্ন শ্রিয়তম নাথ বলি,
কৃতার্থ কোরে দাও।
তোমরা অবোধে যা বসি বলিয়া যাও,
জয়ে আমরা স্তব রই ;
আমরা কহিতে পাই কি বেকাঁস বলি,
সলা সেই জয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরনী তাসাও কাঁদি,
আমরা বেন বা কতই না অপরাধী,
পড়িয়া মূল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
জু' কিরে নাথি চাও।

আমরা বেচারী ব্যবসা চাকুরি করি,
আর, তোমরা ক্রয় গো আয়েস,
আমরা সদাই মূল্যব বকুলি খাই,
আর, তোমরা খাও গো পারেস,
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অথহলে চোঁলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মারিতে যাও ।

আমরা দাড়ি প্রত্যহ অভিবাড়ে
রোজ, আলাতন হয়ে মরি ;
তোমরা সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক
খাসা বেশ বিভ্রাস করি ।
আমরা হুটাকা ছোড়ার কাপড় পরি,
তোমাদের চাই সোণা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই ব্যাণসী বছরবছরই,
তবু মন উঠে নাও ।

তোমরা ও আমরা ।

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও হুখে,
(স্বরে) আমরা বন্ধ রই ।
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
তাই ভাবিয়া অবাক হই ।
আকিসে কাটাও তামাক গজ গুলোবে,
পরে হজ গজ মূল্যবক হুটো বুঝাবে,
পরে আপনায় কাগজ পত্র গুলোবে,
শেষে কোরে গোটা কত সই ।
হুধের সরটি জীরটি তোমরা খাও,
আর মোরা খাই তার লহি ;
বডকপটি তোমরা না বাড়ি কেন,
স্বরে মোরা উপবাসী রহি ।
তোমরা খাইবে আমরা বলিয়া রাখিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বন্ধিবে আমরা বেচারি কাদিব,
তাও তোমাদের সহ্য কৈ ?
তোমরা হুটাকা আলিয়া দিয়াই ব্যাস্
যাও বসো সে হাত পা ধুয়ে ।
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি কিছু
তার থাকে না ও দিগে গুয়ে ।

তবু তোমাদের এমনই মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথো নবাবী ।
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই ॥
ভুখু অন্ন বস্ত্র বই ।
তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে,
তবু সেটা যেন কিছু নহে ।
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
তাও তোমাদের নাহি সহ্যে ।
তোমাদের চাই মেজ সেজ খাস কাফরা,
আমরা ধোয়ার রহি না জ্যাস্ত না মরা,
থিয়েটারে নাচে বাইতে তোমরা,
আমরা বুঝি সে সময় কেহ নই ।
প্রেমের হুখটি তোমরা লুকিতে চাও,
তার যাতনা আমরা সহি ।
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
তার হুখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে বধন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই লাও আমাদের কোলে কেলিয়া
ভাজিলে ঘুমটি রাতে কাঁদিয়া ছেলিয়া,
তার বকুনো আমরা সচি ।

বিষ্ময়বাদের ব্যর্থবেলা ।

পারিত' জন্মানা কেউ, বিষ্ময় বারের ব্যর্থবেলা ।
জন্মাও ত সম্মুখতে পারবেনাক তার ঠেলা ।
দেখ, বিষ্ময় বারের ব্যর্থবেলায় আমার জন্ম হইল
তাই, দিল মোরে, কালো কোরে, বোকে ধরে'
মাথিরে মাথিরে তৈল ।
দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে,
দিলনাক মাথিরে হুখ,
কোরে দিল শরীর সজ্জ, বুদ্ধি পরু,
খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুখ ।
পরে, মিলে আমার আটটা মামার,
বাবার সেই আট শাশুর,
হোতে না হোতে বড়, দিগে চড়,
পাঠিয়ে দিল পাঠশালায় ।
দেখে মোর গুরুমহাশয় (যেন কশাই)
বিশেষর খাটো শর্য্যারে,

কোরে দিল সেই কীকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে ।
বাবা, আমি উঁচুকৈই বাড়ছি দেখে,
ইহুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোরে চাকরি করে, তারাও মোরে
হুদিন পরে তাড়িয়ে দিল ।
দেখে মোরে চাকরিশূন্ত, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে স্বস্ত্রে পেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি বৃদ্ধা,
ক'নের দরও চোড়ে পেল,
হার, পো বিধি হুস্ত সবায় ভুস্ত,
হুস্ত কেবল আমার বেলা,
সেই কেবল কেললাম বোলে জোয়ে তুলে
বিশ্বব্যবহারের বারবেলা ॥

বিলেত ।

বিলেত দেশটা মাটির,
সেই পোনার রূপোর নয় ;
সেই দেশে মৃত্যু উঠে, বেবে গুটি হয় ;
তার পাখিও ফুলে পাখরের,
আর পাখিও ফুল কোটে ;—
তোমরা বোণ হয় বিবাস
কিছু নাক বোটে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে,
তালে তোমরাও বলতে ভাই ।
সেখা পুরুষ কিরার নাক টিরাপাখির ছা ;
আম চতুর্দশ বৎসর বয়সে চারটে পা ;
তাদের মতোই আমি লম্বা নয়,
আর মাথাও লম্বা পিছে ;
—তোমরা অধিক হজ্জ,
আম অধিক এ সব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে,
তোমরাও বলতে ভাই ।

সেখা পুরুষ শুক্লো সব পুরুষ,
আর ঐ মেয়ে শুক্লো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথা শুক্লো সব উপর দিকে,
পা শুক্লো সব নীচে ;
তোমরা মুচকি হাসিচ বোণ হয়
ভাবচে এসব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তালে
তোমরাও বলতে ভাই ।
সেখা বসনভূষণ কমতি হ'লে
স্বামীকে ত্রী বকে ;
আর নতনেই প্রেম মিটে থাকে,
'বাসি' হলেই টকে ;
আর আমোদ হোলে হাসে তা'রা
দন্ত কোরে বাহির ;
তোমরা ভাবচো কিছু আমি
মিথো কথা আহির ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে,
তালে তোমরাও বলতে ভাই ।
তবে কিনা, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই,—একই সাহেবী রকম
তাদের রাতি নীতি ।
আর ঐ করে শুক্ল সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী স্ত্রীতে রূপড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ,
এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমদের সঙ্গে তাঁদের
বিশেষ তফাৎ নাই ।

বধা ।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্ !
বাতাসে পাতা করে খুপ্ খাপ্ ;
প্রবল ঝড় বহে—আত্ম কঁটিল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধূপ ধাপ ।
বজ্র কড়কড় হাঁকে ;—
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
“কাপড় তোল বাড়ি তোল” ঘন হাঁকে ;
অগ্নি ছায়ে উপর ধূপ দাপ ।
আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেনা ঘেরাতে না পেয়ে রেগে,
ধর ভিতরে করে ভূপ হাপ ।
তিল “এক হোল” ভাবি, উদ্ধ লক্ষ্মীলা পাভা ;
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুস্ ফুস্ খেতে হয় কুপ কাপ ।
নামিল তোড়ে ; রাস্তা কর্দ্দমে পোরে ;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছলে পড়ে সব ধূপ ঢাপ ।
ভিজিছে নিখুঁত শাখা,
শালিক ঝিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী—
ঘরেতে বোসে আছি চূপ ঢাপ ।

হতে পাতাল ।

রাজা । দেখ হোতে পার্তাম্ নিশ্চয় আমি যন্ত
একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা ব্রহ্মা হির ;
যার ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ,
যার সন্ধান খাড়া দেখে লেই মনে
লাগে একটা ধন্দ ;
খালা তরোয়াল দেখে লেই ঠেকে বেন
শিরোহীন এ স্বন্দ ;
এই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে
মটেইত—
তাই নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।

রাজা । দেখ হোতে পার্তাম্ আমি একটা
প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু “গবেষণা” শুনলেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর বেশটাও বেজার গরম, আর বিছানাও
বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেমসীর সে হাসিটুকু চরম ।
আর তাঁকে চর্চা কল্পেও একটু কাজও
দেখে বরং ।
তাই স্রোতস্বিনী হোয়ে রৈলাম আমি চটে
মটেইত,—
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।
রাজা । দেখ হইতে পার্তাম্ নিশ্চয় একজন
উচ্চসরের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষর গুলো গড়ম্বিন্দ •
হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই ঠেকে
না, রস খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাগেও দেওনাক
সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা দুলাই, গোঁফে হাজারই
দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে
মটেইত,—
তা নইলে খুব এক উচু—
পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।
রাজা । দেখ হইতে পার্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও
অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্ত ঠাড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য
স্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজার
ব্যয় সব তুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে ঠাড়ায় বিজোহী
ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি লাড়িত
হাত বুলিয়ে,

তাই রইলাম বৈঠকখানাবন্ধা আমি চটে
মটেইত,—

তা নইলে খুব এক ভাবি—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ কমতাটা ছিল নাক

সামান্য বিশেষ ;

কেবল প্রথম একটা থাকে পেলেই চোলে

যেতাম বেশ ;

হতাম পেলে যোগেও বুঝি একটা খেও সেও,
ওই কেই বিষ্টুর মর্ধ্য একটা হতাম

নিসন্দেহ ;

কিন্তু প্রথম সে থাকেটা আমায় দিলে নাক'কেহ,
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে

মটেইত,—

তা নইলে, বুঝলে কি না,

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

খ্রীঃ ১৮৭৭-১৮৮০ সালে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কালীচরণ মুখোপাধ্যায় শিবপুর 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে' কাম কবিভেদ। শ্যামাচরণ, পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। পাঠশালার পর, শ্যামাচরণ 'সংস্কৃত কলেজ'ে অধ্যয়ন করেন ; বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রেসিডেন্ট তর্কবাগীশ প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অতি প্রকাল মধ্যেই তিনি গণস্বাব, ব্যাকরণ ও গ্রন্থ শিপে ব্যাপক হন। কলেজের অধ্যক্ষ ই বি কাউন্সেল সাহেব পাঁচ বৎসরের জন্য ইহাকে 'সিমিয়ন' প্রতি প্রদান করেন। প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বি-এ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে 'মিলিটারী একাডেমী অফিসে' কেরানীগিরি, তৎপরে ক্রমাগত হিন্দু দলের শিক্ষকতা ও ছোয়ার দলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য করিয়া কিছুদিন 'প্রেসিডেন্সি' কলেজের সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব ইহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা কবিভেদ। ১৮৭১ সালে শ্যামাচরণ "পোস্টম" নাম ; এবং তৎপরে চারি পাঁচ বৎসর 'সেন্ট্রাল কলেজের' অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৮৮৬ সালের ৭ই চৈত্র ৬৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার বচিত কবিতা ও গানগুলি মনোহর।

ইম্বরু কণাণ—মণ্যমান।

প্রভো গজানন করুণানিধান,

হরাসুরমুনিগণবন্দিতচরণ।

৩২ হি পিতা ৩২ হি পাতা

৩২ হি ব্রহ্ম ৩২ বিধাতা,

তব নাম সিদ্ধিপাতা শিববিশনাশন।

দীনমভাজনং তব শরণাগতং

তাম্রয় পাণিনং দেব পনাতন ॥

সিন্ধু-ঔরঙ্গী—কাওরানী।

নমামি দীনতরুণং নমামি ভীতিবারুণং।

নমামি বিশ্বকারণং নমামি হৃৎ ত্রিলোচনং ॥

নমামি পাপধণ্ডলং নমামি দুঃখভঞ্জনং।

নমামি শুভরঞ্জনং নমামি হৃৎ নিরঞ্জনং ॥

হৃৎচাক্রেচুড়কং হৃৎকামশঙ্কবাদকং।

কপালমালাভারকং ভজহরুণেন্দুদীপকং ॥

কপর্দপূর্ণনির্বরং বিরূপভিমূখরং।

শরীরসর্পিভোগিনং নমামি ভূতভীষণং ॥

করালভালপাবকং ভয়ানকাস্ত্রয়ানকং।

কটাক্ষদগ্ধানবং নমামি কালভৈরবং ॥

প্রভাতবাতলীতলং বিজুতুলকোমলং।

বিশুদ্ধকানির্মলং নমামি সাধুবৎসলং ॥

অপাদপাণিনাসিকং অনেত্রং ত্রয়শূলকং।

তথাপি সর্ষকারকং নমামি হৃৎ নিরামকং ॥

অনন্তবিশ্বাধিপং অনন্তবিশ্বরূপিণং।

অনন্তমেকমৌল্যং নমামি হৃৎ পরাংপরং ॥

মদেকমাত্রমাত্রং ওদারপাদপঙ্কজং।

প্রদীপ তাত তদ্রসং বৃদ্ধা পিবাশি সত্যতং ॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ তৎ সৎ ওঁ তৎ সৎ ॥

মূলভান—একতালী ।

মানস কুরু সদা কালিকাধ্বন্যনং ॥
বাধসি যদি ভবদ্বারপারদামং ।
কালভাবিবারণং মহাকালমোহনং
কালীনাম কেবলং ভবতাপশমনং ॥
চিস্তয় কালীনাম, জপ রে কালীনাম,
কালীনাম মুক্তিধাম আগমবচনং ॥

ধিঝিট—একতালী ।

শঙ্কর হর করুণাকর গিরিধার পরপুত্র হে ।
পরাম্পর পরমেশ্বর প্রকৃতিপুরুষরূপ হে ॥
নির্ভীতি ভূতি ভয়ন রজতাদ্রিসমান
শুক মনোরঞ্জনরনিখিলোকবন্দ্য হে,
গোমুখেশ ভামবেশ বিকটহাস স্তম্ভকীশ,
ত্রিশূলধারক কালাতক ময়ি রূপাং বিবেচি হে ॥
কৃপাভ্যাস যোগভ্যাস যোগসিদ্ধদাত্ত মহেশ
স্বাচার আভে ময়ি করুণাং কুরু সঙ্কটে ॥
অদেহোহপি ত্বং সগেহ অগেহোহপি ত্বং সগেহঃ
নারায়ণৈকমেব চিত্তে মম রাজ হে ॥

মূলভান—একতালী ।

জন্ম তারকনাথ নাথ অনাথভাবিবারণ ।
তুমি হুরেন্দ্রাদিদেবদ্বন্দ্বলম্বিত আদি কারণ ॥
ভবতারণ করণকারণ তোমার চরণ পাবন ।
তুমি আশুতোষ ভক্ততোষ ভক্তাবস্থনাশন ॥
স্বরহর লক্ষদর্পহর অধীর সত্যার কারণ ।
তুমি মৃত্যুঞ্জয় রিপু কর জয় অধমে করহে তারণ
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি তিন তোমার হে লোচন ।
ঘিরটরূপ (হে) দেবদেব সর্বভূতভাবন ॥
ভবসাগর বর হে পার গুহে দীনতারণ ।
তুমি লজ্জার সাগর ছাড়িবে না আর
করেছি চরণ-ধারণ ॥

অগতির গতি তুমি পশুপতি কর হে কুমতি-নাশন
তুমি শরণাগত চরণে প্রণত দেহি দীনে দর্শন ॥
অখিলের লয় তোমাতে যে হয়

তুমি হে প্রলয়-কারণ ।
তুমি মহাকাল অস্তে কাল কালভয়বারণ ॥

যোগীশ্বর পরমেশ্বর তুমি হে পকানন ।

আমি দীন হীন ভজনবিহীন তার পণ্ডিতপাবন ॥
গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর গুহে দীনতারণ ।
তুমি তারক ব্রহ্ম অস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান দাও সনাতন ॥
বাণাপাণি হার মানি করিতে তোমার বর্ণন ।
স্বয়ং বেদরূপে তোমার রূপে নিত্য করেন বন্দন ॥
ভস্মভূষণ অজিনবসন ফণিগণ-অঙ্গ-শোভন ।
তুমি হরিহৃদিধন কর মম মন নিত্য তব নিকেতন ॥
মুকুন্দধোষে তীরকেশ দিয়াছ হে দর্শন ।
তুমি সদানন্দ তব আনন্দ যাচে তব নন্দন ॥

ঐতবধ—একতালী ।

শঙ্ক শিব দেবদেব ডাকি হে তোমায়ে ।
প্রভু আশুতোষ তারকেশ তার হে পাময়ে ॥
ঋষভবাহন মদনদাচন কলাটশোভন দীপ্তদহন,
উমেশ মহেশ মহেশ ভুবনমোচন তার হে কাতরে,
ভুবনভারহরণকারণ করেছ তাত ত্রিশূলনাশন,
ধরেছি তই তোমাং চরণ খাতনা নাশিবারে ॥
ঔষধদানে নহ হে কাতর,
কাতর জনের ঔষধ বিতর,
ভবের ব্যাধি হইতে নিস্তার, এনেছি তব দ্বারে ॥
ব্রাহ্মণ যবন বলিয়া বিচার তারকন, এ
নাহি হে তোমার
ভব পারাবার করিবারে পার তোমা বিনা
কে পারে ।
কলির কণ্ঠ করিতে নাশ তারকনাথ
হয়েছে প্রকাশ
বারেক মানসে কর হে বিলাস অধমে ত্রিবিধারে ॥
জঠর-খাতনা দিওনা আর সঁপেছি প্রাণ
পদে তোমার
জনম যেন না হয় আর মাতগর্ভমাঝারে ॥

সিন্ধু—৪৭ ।

করুণাকর পিতা তোমা বিনা
কে আর তারিবে আমায় হে ।
দেহ আমায় তোমা বিনা
হে পিতা বৃথা যে যায় হে ॥

কম দোষ আশুতোষ তুমি দয়াময় হে ।
তারকনাথ আমি অনাথ নাহি উপায় হে ॥
আমি কাতর তার হে শঙ্কর তাজে না আমায় হে
মিনতি শিব, নাশ হে অশিষ তুমি মঙ্গলময় হে ॥

বাউলের সুর—আড়াঠেকা ।

(অবেধ মন রে আমার)
সদাই বল তারকনাথের জয় ।
যদি অবহেলে তববে তুমি ভববন্ধনের ভয় ॥
তারক নামের গুণ যে যে কত কি দিব পরিচয়,
তারে ভক্তি করে (রে) ডাক্লে
পরে আমি তিনি হন সময় ॥
জাতিবিচার নাইক পিতার সদাই পিতা রূপাময়
ভাঁহ লইলে শরণ (রে)
পলায় শমন অস্ত্রে মোক্ষপদ হয় ॥

বাউলের সুর—একতালি ।

সদাই বল বাবা তারকনাথের জয়,
যদি অস্ত্রে তরবি শমন-ভয় ।
বাবার এমনি গুণ, বোচে ভবের আগুন,
অগুণে করিলে নাম হয় রে সন্তান,
পিতার সন্তান ভক্তসামান্যগুণে, নির্গুণে হয় যে লয়
বাবা দয়ালু নিধি, নাই দয়ালু অবধি,
ভক্তি ক'রে ডাক্লে ষোড়ান ভবের ব্যাধি,
বাবা বিধির বিধি (রে)
বিধিমতে ভক্তে দেন নিজালয় ॥

বিসিট—একতালি ।

হে পরাংপর করুণাকর হর
পাপীয়ে ত্রাণ কর ভবসাগরে ।
পাপেতাপে ভারি, এই লেহতরী,
ডুবিছে অকূল পাথারে,
নাহি দেখি কূল, হতেছি আকূল,
অকূল হও প্রভু লও হে পারে ॥
ঘোর আধার, তাহে অসিবার,
রিপুচর চার গ্রাসিবারে,
মন-কর্ণবার ভ্রূপরি আবার,
ধর্মহাল আর নাহি যে ধরে ॥

বহরকুত্তরি, কেমনে নিবারি,
পাপবারি পশিছে ভিত্তরে ;
রাধ যদি পদে, তবে এ বিপদে,
এ অকিঞ্চন যায় হে ত'রে
(বা) এ তনুর তরী যায় হে ত'রে ॥

বিসিট—ঘং ।

মিছে কাজে আর মজে মন তুমি থেকো না,
কালীনাম কর গান রবে না আর যাওনা ।
দিন দিন আয়ু হীন, হতেছে রে তনু ক্ষীণ,
তব দিন স্থখ দিন চির দিন রবে না ॥
রিপুবল হীনবল নহে রে বড় প্রবল,
হ'রে লবে তব বল দেবে কেবল বেদনা ॥
তাই মন স্তন বলি, জ্ঞান বলে হ'য়ে বলী,
রিপুগণে দিলে বলি, কর কালীমাখনা ॥
আত্মজ্ঞানে কর দাপ, জ্ঞানে দাপ পক্ষপ্রদীপ
পাপপ্রপক অদাপ, তা না হ'লে হবে না ॥
নৈবেদ্যের আয়োজন পক্ষপ্রাণের যোজন,
পূজা কর নিজে মন অস্ত্রে ভার দিও না ॥
ভক্তিপুষ্প কর পূজা, আত্মতা দাপ বিষয়-পু
সঙ্গ হ'লে মহাপূজা, দক্ষিণা দাপ বাসনা ॥

দেশমন্ডার—কণ্ঠস্বর ।

চির দিন আমি দীন ওগো দীনতারা,
ওয়া মা ওরা ওরা ।
বিষয়-বিষেতে হয়ে জরা,
আমি গো মা হতেছি সারা,
কাতরে ডাকি তারা তারা তারা ॥
তব রাস্তাচরণ, পাপীর ত্রাণের কারণ,
তা এ দোনে কে মা দিলি, কি কাজ করি
তোমায় যে ডাকে তারা,
তারে গো মা করিলি সারা,
মা তোর এ কিবা ধারা নাম ধর তারা ॥
জন্মে মে মা চরণ, কর গো তাপিতে তার
কত দিনে এই দোনে তারিবে তারিণী ।
সহে না আরো তারা
ডাকি মা তোরো তারা,
তারা বারেক মা চাহ গো ॥

বাঁহাজ—কাঁড়ালি ।

শিব বম্ শিব বম্ শিব বম্ ভোলা,

ভাব রে মন ভোলা ।

বিষয়-বিষেতে হ'য়ে ভোলা,

আপনারে ভুলো না ভোলা,

ডাকরে শিব ভোলা, যাবে সব জ্বালা ।

অন্নপূর্ণামোহন, নাচেন ভক্তের কারণ,

তাঁরে প্রাণের কর প্রাণ, সে ভক্তভিখারী ;

পাপ ভাণ্ডে হয়ে জরা, গুরে মন হতেছ সারা,

মানিক হয়ে হারা, কাচে হলি ভোলা ॥

অহে মনোরঞ্জন, দাঁও হে তে;মার চরণ,

ও যে প্রাণের মম প্রাণ, আমি ঐ ভিখারী ;

নানা রকমে একে জরা, তার করমে করে সারা,

ভবে দিতেছ তারা বারে বারে জ্বালা ॥

হাথীর—একতাল ।

চেন এ নারীরে সমরে নাচি নাচি,

হাসি হাসি কত বীর সংহারে ।

মনেতে জ্ঞান হয়, এ বামা সামান্ত নয়,

করিতে বুঝি প্রলয়,

হাসি হাসি গ্রাসেরথকরীরে সমরে ।

চিনেছি তুমি যে মা, ব্রহ্মময়ী তুমি শ্রামা,

রণেতে দে মা ক্রমা, নত হুতে দে মা পদ তরা ॥

ভূপালি—কাঁড়ালী ।

শত্ৰু পদ ভাবিতে ভুলো না ভুলো না বিষয়-বিষেতে

ম'জো না ম'জো না,

ভুলিয়ে কাচেতে রক্তে ছেড়ো না ॥

ভজনপুঞ্জবিহীন জনে, কেবা তারে তারক বিনে,

তারে দীনে হীনে, ত্যজ বাসনা

ভব বাতনা আর হবে না ॥

কাঞ্চি সিদ্ধ—যৎ ।

এমন দিন কি আমার হবে,

আমার কালী বলে প্রাণ যাবে ॥

দশেশ্বর সহ মনোবৃত্তি মায়ে লয় পাবে,

আমার চিদাকাশে চিত্ররী মা বিজলি সম খেলিবে

পঞ্চভূতময় দেহ জ্ঞানবাপীতে শোভিবে,

ওঁ পদ্মা নারায়ণ ব্রহ্ম হরি বলিবে বাক্যে ॥

বাঁহাজ—চিমে-ভেতাল ।

গুরে মন মার চরণে হও লীন,

মায়ামোহেতে কেন মগন ॥

মান বিলীন, প্রাণ বিলীন,

সকলি তাঁহাতে কর লীন রে ॥

ফুরাল দিন, কর এখন, শমনদমনপন্থায় রে ।

যামিনী পোহাল, পা ভোলো রে ॥

দেখিছ না কলেচোরে, হরিহে আয়ুধন,

তব প্রতিক্ষণ, এখনে চেতনা না হ'লো ॥

দুমায়ে রে গেল কাল' আসিছে তব কাল,

যায় পরকাল, এখনো কালী মা মা বলে ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

সংসারনাগর কর মা কর মা পার,

তব নাম-প্রেম ভবপারিতরনী ।

পাপীরে হের, বারেক কৃপা কর,

তোমা বিনা নাহি আর নিস্তারকারিণী ॥

জীব-আদি অগণন তব ধন করে গান,

বর্ণিবারে কেবা পারে, তোমায়ে গো জননী ।

এই কর মোরে মাতঃ মতি মম বৃন্দগত,

যেন হয় অবিরত, ওগো স্বনবরণী ॥

কাঞ্চি—একতাল ।

দে মা কালী পদতরি কৃপা করি,

ব্রহ্মময়ী যুগলপদ ভিক্ষা করি,

তার মা তার নে গো পারে ।

ভবে হেরি তরঙ্গ ভারি, রিপুচয় রয়েছে খেরি,

বিনা তব চরণতরি আর কে মা তারিতে পারে ।

তুমি আদি অনাদি ভূমি, জীবজীবন সকলি তুমি,

হয় কে গো কৃতান্তে শঙ্কিত

তুমি আপাঙ্গে হের যারে ॥

সিদ্ধ—একতাল ।

মন তুমি কি পাগল হ'লে, নইলে বলবে কেন ।

মা আমায় দাঁড়িয়ে পড়ি বন্ধনহলে ।

পতিনিষ্ঠা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যাগেছেন বজ্রমূলে

সেই সতী মা কি রাখতে পারেন,

পতি দেবে চরণজলে ॥

পকতপী করেছেন মা, রাধি ধায় সহস্রদলে,
 পণ্ডিত বুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি,
 বললে তুমি কিসের বলে ॥
 মাকে আমার দোষ দিও না,
 দোষ দাও তাঁর চরণতলে,
 আর পরশেতে শবশিব হয়ে মায়ের দোষ ঘটালে
 ভাবুক বলে দোষ নয় রে গুণ সে চরণতলে,
 নইলে পিতা শিব নিশিদিন,
 রাধিবেন কেন ছন্দকমলে ॥
 রণ বলে বটে বটে এ কথা ঠিক নাহি হ'লো
 আর কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
 মা কেন বল তার কপালে ॥

ইন্দ্র-কল্যাণ—কাণ্ডালি ।

কে পরে মা তোমারে বর্ণিবারে
 অপার তোমার মহিমা ভাবনি ।
 বাধাপাশি মৌনিনী হার মানি
 পারেন কিনা পারেন দেব শূলপাশি ॥
 তব ইচ্ছা হইল, বিশ্ব প্রকাশিল,
 আবার সংহার তুমি তা আপনি ।
 ষটাকাশের যেমন, মগাকাশে মিলন,
 ষটনাশে হয় গো তেমনি ॥
 উপাধি বিনাশিল, চিত্তে চিত্ত মিশিল,
 চিত্তয়া ব্রহ্মরূপিনী ॥
 আমি কোন ছার, বর্ণিতে তোমার,
 বর্ণনাভীতা তুমি গো জননী ।
 এই ভিক্ষা মাগি, পশে অনুরাগী,
 দে মা দিনে চরণ ধুখানি ॥

বিশ্বিট—একতাল ।

প্রেম যে কি ধন কব কাষ, হার হার রে ।
 যে জানে সেই জানে অস্ত্রে বোঝা যায় ॥
 অদরেতে শীশুরী, এরি ভরেতে হেরি,
 বৈকুণ্ঠ পরিহার, কদম্বতলায় ।
 এই ধন লাগিয়ে, শিব শব হইয়ে,
 শ্রামা পদ ছেদে লয়ে, শাশানে লুটায় ।
 করি বহু বহন, কর প্রেম-সাধন
 অবধানে প্রমথন কেবা কোথা পায় ॥

ছায়ানট—দামার ।

হে দীনবন্ধো ধায় যে প্রাণ ।
 অকূল সিদ্ধুমারে ডুবিয়ে তরলি,
 খোর লায়ে কর ত্রাণ ॥

দাও হে পদতরি, ওহে দয়াল হরি বংশীধারী ।
 খোর ভবাক্রি-বারি, তায় তরঙ্গ যে হচে ভারি,
 উপায় তব পদতরি, নইলে বিপাড়ে যে ডুবে মরি
 কাম আদি দুষ্ট অরি, রয়েছে হে সদা ধেরি,
 উপায় নাহিক হেরি, তরাও যদি তবেই তরি ॥

বিশ্বিট—কাণ্ডালী ।

কেননে হব পার, সংসার-পারাবার ।
 তুফান যে ভারি, চারিদিকে হেরি,
 রাসে তোমায় ডাকি হরি, চাও হে একবার ॥
 বিপদে কাণ্ডারী, তুমি হে আমরি,
 নেহি প্রভো পদতরি,
 সেবিত কমলার কর হে ভবপার ॥

গৌড়মল্লার—বীপতাল ।

ডাক মন ভক্তিভাবে শঙ্কু শিব দেবদেবে ।
 পাপতাপ দূরে যাবে অস্ত্রে নিরুপ লভিবে ।
 সাধের ভবন ধনমান, জেনো মন সব অকারণ,
 সার কেবল হরির চরণ, তাব তাঁরে একভাবে ॥
 কাম আদি রিপুনাহ, সাজায়েছে দৃঢ়সাহ,
 স্ত্রানভূর্গে কর আরোহ, রিপুজয় হবে তবে
 বিশ্বনাথ বিশ্বভাত, রূপাসিদ্ধ অনাখনাখ,
 তাঁরে কর প্রণিপাত, ভক্তিযোগে তাঁরে পাবে ।
 অধঃ সপ্ত উর্দ্ধে সপ্ত লোক ধার নহে পর্যাপ্ত,
 অনন্ত অনন্তরূপ, চিদাকাশে সদা শোভে ॥

গৌড়মল্লার—টিমে-তেতাল ।

এ কি বিবেচনা, জান মা বাতনা,
 এতেও কি করুণা মা গো হয় না ॥
 ধায় মা প্রাণ ধায় মা, চরণে পড়ে গো মা,
 উঠ উঠ বলে কি মা তুলিয়ে না ॥
 সয় না প্রাণে আর মা, শ্রামা মা কর কম
 কুতনয় হয় গো মা কুমাতা হয় না ॥

মালকোব—এনতাল।

শঙ্কর করুণানিধান ভবঘাতনা নাশ হে।
অসার-সংসারভার আর দেহে না সহে ॥
অটর্জটর্জিতরত্নাণ, চন্দ্রমৌলিশোভমান,
সুসমুগিপগীরমান, মানসে বিলাস হে।
চন্দ্রসুধ্যবক্ষিতেন্দ্র, নাগাজিনবীতগাত্র,
কণিগপকৃতযজ্ঞসুত্র, ধরে ভৌমবেশ হে ॥
অশ্বর রুচিচত্রচর্ম, ওব হুহুহু কর্মমর্ম,

নর্শোদ্ধত নাগকর্ম, ধর্ম বর্মরূপ হে।

ভষ্মধবলসবলকায়, স্তবনিয়ুক্তহরনিকায়,
মৌরীসহ এককায়, দূরীকৃত তাপ হে ॥
তুমি দরিদ্র ভীতিহর, পাপাচারে শূল ধর,
ভব রূপালু একবার ছেদ মোহপাশ হে।

তুমি অনাদি তুমি অনন্ত,

কে জানে তোমার অন্ত,

অনন্ত না পান অন্ত, অন্তে হও প্রকাশ হে ॥

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

—:—

ময়মনসিংহ-সভ্যতাব্যবস্থার জন্মদায়ক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, কিশোর বয়সে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও, বিলাস-ব্যয়নেব পারিপার্শ্বিক প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, বীণাপাণির সেবার জীবন বিনিয়োগ করিয়াছেন,—এ দৃষ্টান্ত অনেকেই অনুকরণীয়। ১২৭৯ সালের কালীন মাসে প্রমথনাথের জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ার, জননীদেবীর অতিভাবকরেই ইনি প্রতিপালিত হন। আবাল্য সাহিত্য, প্রীতি ও গণিতে বিভক্ত-হেতু বিদ্যালয়ের পাঠ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে বাড়িতে পতিভক্ত নিকট, মধ্যে দিনকরক বিদ্যালয়ের এবং শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও হইলার সাহায্যেব নিকট ইনি অধ্যয়ন করেন। বঙ্গব্রহ্মের উপস্থাপিত ইহার হৃদয়ে বঙ্গদেশ প্রেম জাগরক হয়। কিশোর বয়স হইতেই কবিতা-রচনার স্পৃহা। ২১ বৎসর বয়সের সময় ইহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'পদ্মা', 'গোরাঙ্গ', 'গীতিকা' প্রভৃতি ইহার কাব্যগ্রন্থগুলি দর্শিত প্রকাশিত। সঙ্গীত-রচনার ইহার যশঃপ্রভা লক্ষ্যকীয়।

রামপ্রসাদী সুর।

তুই মা মোদের জগত-আলো।

সুখে দুখে, হাসিমুখে,

আঁধারে দীপ তুমিই আলো।

মা বলে মা ডাকলে তোর,

সারাটি প্রাণ ওঠে ভরে,

বেসেছি মা তোরই ভালো।

তোরেই বেন বাসি ভালো।

ওই কোলে মা পাই যদি ঠাই,

জনম জনম কিছুই না চাই।

থাক না ওদের গৌরববরণ,

হলেমই বা আমরা কালো।

পরের পোষাক বলে ফেলে

ফিসলাম খরে খরের ছেলে,

আঁখির নীরে মোদের শিরে

আলিবথার আঁজি ঢালো।

ইমন কলাপ—তেওড়া।

এসেছ তুমি এসেছ কমল-ভূষণে সাজি,

নন্দন হ'তে এনেছ ভরিয়া অমল কাকন সাজী ॥

এ কি এ সহসা মুহ মুহ মুহ গাহে কোকিলা

কুল কুল কুল, নাচে সরসী, মুঞ্জরে উল্লাসজি।

এলোকেশে ভাসে মেঘমালা,

অকলে হাসে চকলা,

স্বপনরঞ্জিত স্বরগ-সম্মত নপুরে

উঠে বাজি বাজি;

অক্ষ-উৎস আনন্দ-উচ্ছল,

ফুটিল উল্লু চিত্ত-উৎপল,

এ কি উৎসব কুঞ্জে কুঞ্জে আজি।

মিজ বাবোরা—ঢিমে ডেঙালা।

নয়ঃ বজ্রভূমি শ্রামাদিনী,

গুণে গুণে জননী লোকপালিনী।

হৃদর নীলাশ্বর প্রান্ত সস্র
নীলিমা ওব মিশিতেছে রসে,
চুম্বি পম্পূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিনী ।
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তম্ভ করে ললিত হৃদয়ে,
আনন্দে জাগ অগ্নি কান্দালিনি !
কিসের হৃথ মাগে, কেন এ দৈহ্য,
শূভ শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য,
হা অন্ন, হা অন্ন,—কাদে পুত্রগণ !
ডাক মেঘমন্ডলে হৃদয় সবে,
চাহ দেখে সেবা জননী-গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি,
জান না আপনায়, সম্মানশালিনী !

মিশ্র-বাষাভ—কাওরানী ।

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় ॥
জয়ভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়,
পূণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটও জগতময়,
হৃথ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পাশ,
যতদিন মা তোমার বক্ষ জুড়ায় না যায়,
কে হৃথে ঘুমায়ে, কে স্নেহে রুখায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় ।
নতন উষায় গাহে পাবনী নতন জাগান হর,
উঠ, রাণী কান্দালিনী হৃথ হল দূর,
অলস আঁধি মেল মলিন বসন্ত ক্যাল,
উঠ মাগো, আগো জাগো, ডাকে পুত্রচয় !

মিশ্র-সিন্ধু—রাণ্ডাল ।

(হের, কি মহামঙ্গল রাজে,
কি মধু মিলন বঙ্গসমাজে ॥
আপনজন্যে নিলে যদি চিনি,
হিয়া দিয়া হি দ্বা লহ আজি জিনি,
এক শোণিতধারা বহে
ঈদৃশ পারা সবার ধমনী মাঝে !

কি হৃথ-হিঙ্গুল বহে পবনে,
কি হৃথ-কঙ্কোল উঠে গগনে,
সারা ভুবন কি শোভায় সাজে !
এস এস ছাড়ি দ্বিধা তর লাভ,
সঁপি দেহ ভাই হৃদয় আজ,
ল'য়ে প্রসন্নতা স্থির একাগ্রতা,
এ শুভ হৃদর কাজে !

ছায়াবট—মধ্যমান ।

রাজ', হৃদে রাজ', হৃদয়ের অধিরাজ ।
পত্র বহুদ্র, অক্ষ চলেছি একা,
জাল দীপ আজি জাল' তঁাধার মাঝ ।
হেরিছ অন্তর অন্তরথামী,
দিন দিন মোহে ডুবিছি আমি ;
ক্রান্তি-কলুষ নাশ, মুছাও নয়নধারা,
কর দূর, আজি দূর প্রাণের লাভ !

মিশ্র-কানাকা—টিমে তেতালা ।

কেন ভুলালে, মনোমেহন ?
যদি নাহি দিবে তব দরশন ॥
পিয়সে বসিয়ে থাকি, হ্রাশে তোমারে ডাকি
কোথা নাথ, কোথা নাথ—ভাসে হৃদয়ন ।
এসেছে ধারে ভিত্তারী আশে তোমারি,
যদি নাহি নিবে মালা, কেন ভরালে ডালা,
কেন ডাকিলে, কেন মোহিলে আমারি মন ।

জয় মরণজয়ী, তব জয় ! জয়, জয়, জয় !
জ্ঞান গুণের সাগর, দানের হৃথ নাশন,
অতুল তব কীর্তি, অটুট তব আসন,
স্মরিছে তোমা কোটি হৃদয় ॥
দীন মোরা হীন অতি, পরপীড়িত জাতি,
ভাবী ঢাকা তিমিরে, স্নান অতীত-ভাতি ;
সহসা দূর পার হ'তে তব আলীষ লাগে,
শিহরি সব প্রাণ, নব গরবে জাগে ;
ঘোষে তোমার বাণী—অভয় ॥

খটগৌরী—একতালা ।

আমার প্রাণভরা প্রেম বিফলে গেল,
দেখিল না কেহ চাহি !

ভাঙ্গা বুকে বন্ কোন মুখে
আর প্রেমের গান গাহি !
মনোভুলে কেহ যদি কাছে আসে,
হৃদি-তরঙ্গ দেখে মরে ত্রাসে,
দ্বিগুণে কুলে তরী বাহি' ॥
এত ভালবাসা দিলে যদি বিধি,
এ পুরাণ খানি ভরিয়া,
আর একটু প্রাণ গড়িলে না কেন
আমারি মত্তন করিয়া ?
এ গুরুগভীর মরমের ভার
পাইতে বহিতে কে পারে বা আর,
নাই মোর কেহ নাহি !

ভাববী—একতাল।

মনেরে দুখাই কাদিতে না চাই,
(আমার) কাদন শুধু আসে।
আমার কাদন শুধু আসে !
এল এল মধুমামিনী, হেসে উঠে খুঁচি কামিনী,
কৃষ্ণকটীর ভরিপ ঢল ঢল ফুলবাসে ॥
সাধের মালিকা বুকে করি' করি'
জাগিহু কত রাতি; সে ত এল না সে ত এল না,
শুভ্র বাসর ঘাপিহু যার দরশ-পরশ আশে ;
মুহু মুহু বাজে কাঁশরা, তরলতা উঠে শিহরি',
অধীর সমীর খণে খণে ওই খল খল খল হাস ।

ভাববী—চুঁরি।

কেন কেন বাজে মো দানী ।
কেন কেন ?—নাচিছে যমুনা বল-হাসি ॥
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি,
নৌড়ে নৌড়ে হেন মন জানাজানি ;
কেন কেন ?—বনভরা ভালবাসাবাসি
বনে বনে বায়ু রুডসে সারা,
ফুলে ফুলে অলি হরয়ে হারা,
করিছে নয়নে পুলক-ধারা ;
কেন কেন,—এলায়ে কেন পড়িছে কবরী,
শিখিল হেন হইছে গাগরী ;
কেন কেন ?—উছলে কলমে হুয়ারাশি !
পাল ভুলে দি তরা নায়ে,
এমন জোয়ার ব'য়ে যায় ।

মধুর মধুর বইছে হাওয়া,
মধুর পরশ লাগছে গায় ॥
আধার-আলোর সারা বেলা,
চেউগুলি সব করে খেলা,
মুহু হাসির লহর তোলে, মধু কলগীতি গায় ।
ওই যে নভে মেঘের স্তর,
নাই রে বীধন নাই রে স্বর, চলছে ভেসে,
ওমনি মোরাও দুটি নেয়ে,
অকুল পানে বাব বেয়ে,
গভীর আধার আসবে ছেয়ে,
নীরব নিবিড় প্রেমের প্রায় ।

মল্লার—স্বাপত্য।

উঠ, উঠ, নিশি পোহায় ;
হাসি' হাসি' শুকভারা তোমা পানে চায় ।
হাতে হাত রাখি' ম্যাল কমল-আধি,
কৃষ্ণধারে পাখী প্রভাতী শুভায় ।
বিজন বনবাসে জাগ ললিত শ্রুত সাজে,
উষা-সমীর সনে জাগ শিহরি' সুখ-লাজে,
পুরবে ছটা জ্বলে, বধু চলিছে জ্বলে ;
কিরণ-ছায়াতলে যামিনী লুকায়ে !

ভাল আছ, সুখে আছ, ভালবাস'নি ।
তুমি ত সুখের আশে সুখ-আশা নাশ'নি ।
তুমি ত কাহার লাগি বিকল যামিনী জাগি'
আধি-নীরে ভাস'নি ।
তুমি কি জানিবে বল, কারে বলে হুখানল,
কি দাহন অবিরল হৃদয়-গহনে ;
তুমি ত আপন করে মরম ছোঁদিয়া পরে
ডাল দিতে আস'নি ॥

বেহাগ—দাদহা।

মধুর মধুর রাতি আজি ভুবনে, সারা ভুবনে ।
ভুবন ভুলান'হাসি ভাসে গগনে,হাসে গগনে ॥
ফুটে ফুল কুহুতানে, বহে নদী উজান পানে,
কি কথা খেলে প্রাণে মধু পবনে, আজি পবনে !
নিশি মধুরা, হিয়া বিধুরা,
তয়ার আতুরা কুহুমবনে,

হয় ত সেও এমন রাতে,
জাঁধির জলে মালা গাঁথে,
বধা কয় তারার সাথে,
বুঝি স্বপনে, মিছে স্বপনে ।

—
আমরা একটা চপলমতি'র দল,
বিধান-বিচার গেছে রসাতল ।
তোমরা থাক মুখটা ক'রে ভার,
জাঁধার কোণে আঁধার মনে ভাবনা কর সার,
আমরা হুৎতের ধারি নে ক ধার,
নেচে গেয়ে করি কোলাহল ॥
তোমরা ভাব হুনিয়া মিছার,
আমরা দেখি আমরা পুটি সকল মধু তার,
আমরা হাসি ভালবাসি ভাই,
সরল পথে তরল স্রোতে তরলী ভাসাই ;
তোমরা বল,—ভেসে কাজ নাই,
আমরা বল,—ভাসি'কে রে চল ॥

—
টোড়ী ভৈরবী—দাদরা ।
(ছি ছি তুমি) কেমন সম্যাসী,
ও গো মনোবনবাসী !
পরেছ গৈরিক বাস, শ্রী-অঙ্গে মেখেছ পাশ,
ওঠে তবু পুকান' যে ভুবন ভুলান' হাসি ।
তোমার এ কি এ বিলাস,
আর ত করি না বিশ্বাস,
আমি ভেনেছি তোমারি আশ,
আমি বুকেছি তোমারি আশ,
রতনের মায়া-দেশে ব'সে আছি রাণীর বেশে,
ক্যাপারে সব দিয়ে শেষে আমি কি হব উদাসী !

—
এল তরে গিয়ে যমুনার
আমি হারিয়ে এসেছি আপনায় !
সম্মুখে কেন কেন করে নয়ন হেন,
ইথে কি হৃৎ-নাশা বেদনায় !

—
যদি দূরে থাক ভাল, থেক তাই ;
আমি ছদ্মস্ব মাঝারে তোমারে সঙ্গা পাই ।
বিরহের নিশি যদি মোর,
না গো নাহি হয় ভোর,

তবু তুমি মোর, শুধু তুমি মোর,
তোমারে নাহি চাই ।
আমি স্মৃতি-বনে-বীণা সাধিয়া,
গাব যত রাগিণী সাধিয়া,
তারা কাদিয়া কাদিয়া ফিরিবে তব লাগি,
মোর কথা তবু যদি আর,
মনে পড়ে' নাহি করে আধিধার,
মোরে ভুলিও, তুমি ভুলিও,
কতি কিছু তাহে নাই ।

—
সিন্ধু-বাংলা—দাদরা ।
ভোর হ'ল গো হেররাপি, ডাকে প্রভাত-পাখী ওই
সন্মানে ত দিলাম সব গান, এখন বিদায় হই ।

শেষ কখনো হয় কি রে গান !
বিশ্ব জুড়ে' বেড়ায় যে সে তান,
গোধানি তার আকুল করে শ্রাণ,
নয়নবারা বারন মানে কই ।
উঠবে শলী যখন গগনে ঊর্ধ্বে হাসি কুহুমবনে,
তোমার কথাই আসবে যে মনে, হৃদয়ে বহি,
তুমিও কি বসি' তরুছায় জলের
বাসে দখিন হাওয়ায়,
সজল চোখে উজল জোছনায়
আমায় করবে মনে, অয়ি !

—
মিশ্র কাকি—দাদরা ।
আমি বুকেছি এখন মিছে ভাল বাসা বাসি ;
জীবন ভরা দহন করা খেলেছি অনলে আসি' ॥

মনোমত মন জিনিয়া হেলায়,
অবোধ ছদ্মস্ব আরো পেতে চায় ;
মিটে না, আশা মিটে না ;
হৃকুল ফালে সে গ্রাসি' ।
হৃৎ ব'লে হৃৎ যতনে বরিয়া
নিয়মে আসি' হাসি' মরমে ভরিয়া :
মায়া মৃগটারে থাকি' ঘিরে ঘিরে,
পরায়ে তুল ফাঁসি ।
দরশে লুকাই গগন-ইন্দু,
পরশে শুকাই অমিয়—সিন্ধু,
পড়েনা, ধরা পড়েনা সোণার স্বপন রাশি !

সিন্ধু বাণাজ—একতালী ।

এমন করে মধুর হেসে পাগল করবি মোরে,
শরলি যে বিষম কাঁসি ছোট দুটী বাহর ডোরে ॥
তুই হেসে অধর ধানি বলবে আধ-আধ বাণী,
যা খুঁসি করলো পাষাণি,
পারি নাক আরত তোর ॥
এ বড় জগৎ মাঝে,
বেড়ায় যে ঘর আপন কাজে,
আমি ঘুরি কিসের পাছে কি মায়া ধোরে ।
কচি নুকে এতই তোর বল,
সরল প্রাণে এতই তোর ছল,
চোখ ভরে মোর এল লো জল
তোর কথা সব মনে করে ॥

সুববী—একতালী ।

কলা-রূপে মালা তোমার ভুবন রাজে,
তরু-লতারাজি আসিয়াছে সাজি,
আজি অভিনব সাজে ।
বাগু চমকনে আধ গুঞ্জরি'
মঞ্জরী শত উঠে মুঞ্জরি :
গাছে গাছে পাখী উঠে ডাকি ডাকি ;
বনে বনে বেগু বাজে ।
মরাল মরাণী বিহরে, কোকিল-কোকিলা কুহরে,
গুঞ্জরাঙ্কল এমর—ভ্রমরী শতদল-দল মাঝে ।
ওব সুন্দর শুভ মন্তরে বকন সব গেছে অন্তরে,
রাগাপদ পাশে রাখ রাখ দাসে
ভূগায়ে সকল কাজে ॥

বাণাজ—৭৭ ।

জাগ মনে মম ক্রন্দন সম,
জনম-মরণ সঙ্গিনী লো ॥
পড় বল হাসি, মোর কুলে গালি,
ভ্রাতৃহিনী তরুহিনী লো ।
জটিল গভীর বোর জীবনগহনে,
বাজে বাঁশরী তোমারে চাহিয়া
কেন কেন অকারণে ;
কি খেলা খেলাও আমার সনে,
সুগন্ধিনী কুরঙ্গিনী লো ।

টোড়ি-ভৈরবী—একতালী ।

ঢাক আকুল হৃদি নীল অন্তরে,
ছল ছল আঁখি-জল সমরি ॥
আহা বনে বনে, খণে খণে দিগে পাখী ডাকি,
পোহাল বিভাবরী ।
বিরহ তাপিত দেহে, সমীর সাক্ষরে
লীকর লীভল কর বুলায় রে ।
সকল হাঙ্গে উবারুণ আসে,
তব তরে তমোরাশি সম্তরি ।
মঙ্গলারতি বাজে শিবের মন্দিরে,
ডোবে নভ শলী নগ-নদানীরে,
গ্রামল তরুতলে কুঙ্কটীরে
পড়ে কুল কুল ঝরি ।
কি ফল বিফলে বল কেবলি কৈন্দে,
প্রভাতে নিশার নেশা ফুরাতে দে !
শ্রিয়ের কুশল মানিবে কি বল ;
মন্দির পথে চল, সুন্দরী ॥

মিশ্র কাকি—বাঁগতাল ।

বৈলা যে আর নাহি রে,
ধাবি কি ধাবি না ঘরে ফিরে ॥
শূন্য তীরে তীরে ফিরিলি গেয়ে,
বুখা কার পথ চেয়ে চেয়ে ;
সন্ধ্যা-তরী বেয়ে, তলা আসে ছেয়ে,
ভাসে আঁখি নিরাকুল নীরে ।
ফুরাল দিবস হা হা ততালে,
নিশি অনাধিনী কাদিতে আসে ;
বসি আকাশে কে যেন থাকে সন্ধ্যা-সমারে !
সারদিন গেছে চেয়ে অকুলে,
কি খেলা খেলালে মিছে ভুলে ।
ফ্যাল ফ্যাল বুলে, মালা রাখ বুলে,
বুলি কেড়ে এস উঠে ধীরে !

গৌরদাশন—দাদ্বা ।

মনের গোপন কথা রাখি গোপনে ।
একেলা সহি, একেলা দুহি চির দহনে ॥
সে ত কেহ নাহি জানে, কত ছলে কত ভণে,
আপনারে রাখি ঢাকি অতি যতনে ।

বাসে ভরা কুঞ্জবন, কাশে আসে গুঞ্জরণ,
উলসিত মন্দরায়ে অলসিত কাশ ॥
কোন আশা মিটিল না, কোন সাধ পূরিল না,
জীবন বিফলে গেল মিছে স্বপনে ॥

কাফি—একতাল।

আমি দেবতা, বিশ্ব বিষরি, তোমায়েই ভালবাসি
বাঁধা মন্ত মন্দির বন্ধে, সাধা অন্ধ অধীর ছন্দে,
তোমারি নামে বাঁশী ।

নিত্য নতন বন্দনে, কত হাস, কত ক্রন্দনে
পূজি হৃদয়ের ফুল চন্দনে তোমায়েই মনোবাসী
রাখ রাখ মোরে অন্তরে, ঢাক ঢাক নীল অস্তরে,
থাক চকল রূপরাশি !

অগ্নি নন্দন-মায়া মঞ্জরি অগ্নি সুন্দর ছায়াসুন্দরি,
তব কণ্টকপথে সকারি, তোমারি জয় ভাষি !

ইমন কলাপ—একতাল।

(মম) যৌবন-বন-সারিকা, সঙ্গীত ধন সাধিকা,
ফুটলে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
মালতা যুধি সেকালিকা ॥
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ,
তুমি কি বহি, আমি পতঙ্গ ।
জলো হলো এ জাবনে, অগ্নি উজ্জ্বল দাহিকা ।
ফুটর ঘারে ভারে ভারে সাজাইছ বসি অর্ঘ্য,
মনোমন্দিরে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিছ স্নর্গ,
কে তুমি অগ্নি কোতুকময়ি, কে তুমি আমার গো,
দুলিছে হৃদয়ানি চরণ ভঞ্জে
আমার জীবন মরণ রঞ্জে ;
কণ্টকে ফুলে গাঁথি কণ্ঠে পরাও মালিকা ॥

রূপসী পল্লিবাণিনী, শূন্য বাটে কেন,
এক কিনী হুহাসিনী ।
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে পায়ে পড়ে তরঙ্গিনী ॥
উড়ে অকল এলো কেশ রাশি,
চকল জল উঠে কল হাসি,

উলসি বিলসি নাচিছে-কলসী-
ওবু সোহাগে সে হাগিনী।
শ্রান্ত দেখু গেল ঘরে দ্বিরে,
বেল গেল ডেকে চলে পাখী নোড়ে,
তীরে নীরে, ধীরে ধীরে,
বিছা'লো শয়ন নিশিথিনী ;
বাজিছে শব্দ ওই বশে 'বনে,
কলে দীপমালা গগনে ভবনে,
আঁবার আলয়ে, যাও দীপ নয়ে,
নপুরে বাজায় রিমিঝিনি ॥

বেহাগ—চুংবী।

হৃথের গন মোরে ব'লো না গাহিতে,
সাপের তরী আর ব'লে না বাহিতে ।
অনলশিখা পুথি পুকে, বেড়াই হাসি বসি মুখে
মরম থাকে তুখে দহিতে !
আমি অবোধ আমি পাগল,
বুঝি না ভালবাসা বুঝি না ছল,
পারি না সব কথা কহিতে ।
এসনা পরাতে মলা, দিও না দিও না মলা,
জীবনভার আর পারি না বাহিতে ॥

কাফি-খায়ত—গাঁপতাল।

হরিত-বসন পরা গগন চুমি' পরণ ভূমি'
চরণে হুমি ধরা ॥
মরম তল বিদ্ধ করি দিতেছ মরি, শুভ বিতারি।
ধন-ধাত্ত ভরা ।
আঁবার রাতি তোমার বাতি পাথারে আলো-করা
পুলকিত চিত সোহাগে যে মাগো,
দেবতা সম শিররে মম কি লাগি জাগো
গ্রামল হিয়া সকারিত উথলে নীত অতি নলিত
তোমারি দুঃখহরা !
অগুত বরে ভকতি ভরে পুজিত তব ভরা ।

চিরঞ্জীব শর্মা।

শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যানাথ সাত্তাল মহাশয় 'চিরঞ্জীব শর্মা' নামে সুবিখ্যাত। বর্তমান জেলায় অন্তর্গত (নবাবগঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে) চক ব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রামে ইহার জন্মস্থান। অগ্নীয় কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইহার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। কয়েক খানি সুচিন্তিত ও মারগত পুস্তক প্রণয় করিয়া ইনি বঙ্গনাট্যের পরিপূর্ণ সাধন করিয়াছেন। ইনি সুকবি ও সুকণ্ঠ। ইহার প্রাথমাতোভারী গদ্যোক্ত প্রবণে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। ইনি নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃদলভূক্ত। বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৬৫ বৎসর।

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক বংশী হরি হে নিখাস-পবনে।
ভূলাও মোহন সুরে, মনোবৃত্তি সখীগণে ॥
ভক্তি যমুনাকূলে প্রীতি কদম মূলে,
বিহর আনন্দে মদা হৃদয় রাধিকা-সনে ॥
নব নব বেশ ধরি গুহে রসময় হরি,
দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্ত বৃন্দাবনে।
নানারসে কর কেলি ভক্ত বৃন্দাসনে মিলি,
বাজাও মুরলী সুধারবে প্রাণ কুঞ্জবনে।
যে ধরনি করে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশনমুক্ত সাক্ষ্য জন আদি যত দেবগণে ॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

মন, একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিদ্ধি পাবে চল,
হরি হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারি, বলরে হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল
হৃর্স্বলে বল হরি, অধমতারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকতবৎসল।
ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঙ্গাক্ষতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ, হরি বিদ্বি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
শ্রুতি বল, হরি বুদ্ধি হরি ভরসা কেবল ॥
পাষাণদলন হরি, নাটকের দর্পহারী,
ঘোহার পুণ্য প্রত্যাপে, কাপে পাপাসুর দল।
অমে হরি, বসন্তে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।

নিখাস প্রথাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু মেঘধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি করেন প্রাণ লীভল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্কত পাখারে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ণাক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঙ্গ-পূর্ণকারী,
দানজনে দয়্য করি, দেন চরণ কমল।
মুখে হরি, হৃদয়ে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মন্ত্রল।
হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি পরকাল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি স্ত্রী জ্ঞান দাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখে হে হরি, রসনায়ে বল হরি,
হৃদয় কমলে ভক্ত, হরি-চরণ-কমল ॥

আলাইদা—একতাল।

সেই দিনে হে আমায়, নৌনবজু,
দিও ঐ অভয় চরণ ॥
সেই বিপদ-সময় দেখো দয়াময়,
যেন অঙ্গকার না দেখে নয়ন।
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন করে রাশিলাগ; ;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জন,
এ মহাপাপীর জলজ জীবন ॥

বিভাব—একতাল।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্বাদ,
এই দীনহীন দুর্বল সন্তানে ।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে ;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে রব আত্মাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল্ব স্বারে ধারে,
মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে ।
অকপট-হৃদে তোমাতে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ব হোক এ জীবনে ।
নিত্য সত্য-ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাকুব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥

মল্লার—বাড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে ।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে ॥
কর ব্রহ্মনাম-ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে ।
ব্রহ্ম রূপাহি কেবল কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি ধরি বিনাশ রিপুগণে ।
লোক-ভয় পরিচরী চল চল ত্বর করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে ।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজায় বিজয় ভেরী গভীর গরজন ;
বিবেক নিখুঁত হ'য়ে বল অকপট-হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে ॥

মিত্র প্রভাতী—৮৭।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে ।
মিলে বজ্রগণে, প্রীতি-প্রসন্ন-হৃদয়ে,
ভক্তি-কমল ল'য়ে করেন অঞ্জলি দান
বিভূতরূপে ॥
ভয় ভাঙ-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
অনুরঞ্জিত নবজীবনে ।

প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে ।
উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে ;
মরি কি হৃন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে ।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে পুত্রকষ্ঠাগণে লয়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী, আনন্দধামে ;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন কুখিত-গুণে ॥

ললিত—একতাল।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার রূপায়,
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শাখায় ॥
তব পদে বারম্বার, করি অঞ্জ নমস্কার,
অর্পণ করিহু বিভূ, এ শিশু তোমায় ।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা মঙ্গলময় বিভাতা,
শুভকর্ম সম্পাদন কর আশীর্বাদ দানে ;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস-দাসী ক'রে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥

মিষ্টি বাঁশজ—চুংরী।

এত দয়া পিতঃ তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে ;
তবু পুত্র বলে স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার ।
পড়ে অকূল সাগরে, বধন ডাকি কাতর,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে ;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার ।
কে জানে এমন করে, ভালবাসীতে পাপীরে,
তোমার মতন ভ্রমণে হে ;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্বল বলে ক্ষম বারম্বার ।
আনিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে ;
ধন্য ধন্য নাথ, করি এবিপাত,
পাপীজনে কত ক্ষেত্র পার ॥

নিষিদ্ধ—একতাল।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন,
তব রূপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্কলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণামিস্ত্র, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে রূপাবারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভার-ব্রহ্মস্তু হ'য়ে, ডাঙি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিদ্ধ দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখ নহ পিতা কখন উদাসীন।
ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাক যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥

ভৈরবী—আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে ;
অলক্ষ্য পৰ্বত সম বিষয় বাধা যায় দূরে ॥
'অবিবাহী' অন্তর, সজ্জুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বুধা মরি ফলাফল চিন্তা করে ॥
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ক্লেশেবে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥

বিধানী—হর।

চিৎকারে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়।
(রে) জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় !
উৎকল প্রেমসিদ্ধ, কি অনন্দময়। (আহা)
চারিদিকে বলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্তসখা লীলা রসময় ॥
(হরি) (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।)
স্বর্গের হৃদয় খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নববিধান-বসন্ত সমীরণ বয়।
(কিবা) (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।)
ছুটে তাহে মল্ল মল্ল, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ব্রাহ্মে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিদ্ধ জলে বিধান কমলে
আনন্দময়ী বিরাজে।
(কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত অলিঙ্গুল,
গিয়ে হুধা তার মাকে।

(যোগানন্দ ভরে) দেখ, দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন,
ভুবনমোহন, চিত্ত-বিনোদন।
পদতলে দলে দলে সাধুগণ,
নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন।
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি,
জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
চিরঞ্জীব স্নেহে, সবে পায়ে ধরি,
গাও তাই মায়ের জয় ॥

বাখাজ—মধ্যমান।

হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী কোন দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ-শোকে প্রাণ হস্তেছে আকুল ॥
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবী হয়ে, হুধে কাটাইতাম কাল।
ভাসিল হৃথের বাসা, দুলিল আশা ভরসা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সঙ্গা হইয়ে উজ্জল।
চির প্রেম বন্ধনে, ধাঁধা আছি তার সনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল ॥

বাখাজ—একতাল।

মরি কি হৃথের সম্বন্ধ, যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।
অনৌম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে,
কুণ্ডলীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্রয় (তাই রে আহা)
দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ,
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর,
যিনি দীন দরিদ্রের শ'ন সমাচার,
গিয়ে পাপীর ঘরে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভাস্ত্র জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) হৃথ অবেষণ কর অস্ত্রধরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিনিলি নে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ ॥

ঘট-ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন প্রাণে আমার ছেড়ে হবি সর্বভ্যাগী
উদাসীন বৈরাগী নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে
একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে,
চিরদিন আমার শোকে অঙ্গ জ্বলে,
তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সম্যাসে, বাঁচব কেমন করে।
বসু বিষ্ণুশ্রিয়া বস কোথা রবে,
সোণার সংসার মোর ছার খার হ'বে,
অনাখিনী মা'রে, পাখারে ভাসিয়ে,
যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে ॥

লোকা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মুরতি,
হৃদয়নে প্রেমবহে শতধারে,
গৌরমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কতু লুটরে ধরায়, নয়ন জ্বলে ভাসে রে;
কাদে আর বলে হরি, স্বর্ণ মর্ত্য ভেদ করি,
সিংহ-রবে রে;
আবার দস্তে তপ ল'য়ে কৃতাজ্ঞি হ'য়ে,
দাস্তমুক্তি বাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি-ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ॥
জীবের হৃৎথে কাতর হ'য়ে এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে,

প্রেম বিলাতে রে।

প্রেমদাসের বাঙ্খা মনে চৈতন্তচরণে,
দাস হ'য়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ॥

ধৃত হে গৌর তোমারে,
প্রেমিক ভক্তের শিরোমণি;
আহা, কি দেখালে কি নাম শুনা'লে,
দেখে শুনে হৃদয়নের বারি করে।
আপনি মাতিয়ে মাতালে সফলে,
হরিনামরসে উদ্বাস্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, গৌর হে তুমি যোগী সর্বভ্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাণীর স্বরে।
মুকুভূমি হ'ল প্রেমসরোবর,
কটোর হৃদয় ভক্তির আধার,

শিখা'লে বিনয়, গৌর হে তুমি ত্যজে অন্ধকার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে ॥

ক্বিষ্টি—বাণাজ হুংরি।

জয় সচিনন্দন, গৌরগুণাকর,
প্রেম-পরশ-মণি ভাব-রংসাগর ॥
কিবা হৃদয় মুরতি মোহন, জ্যোতির্জন কণকবরণ,
কিবা সুগল-নিদিত, আজ্ঞাললিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর।
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চাকু গণ্ডুল,
হরিশ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,
আনন্দে প্লাবিত অঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ,
সোণার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অহুরাগে গর গর।
হরি-গুণ-গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাদু-ছাদ-রঞ্জক, আলোক-সামান্য;
ভক্তি-সিদ্ধ শ্রীচৈতন্ত,
আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে লন কোলে,
নাচেন দুবাং তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে;
আবরণ করে জল নয়নে নিরন্তর।
কোথা হরি প্রাণধন, বলে ক'রে রোদন,
মহা পেন্দ-কম্পন, হৃদয় গর্জন;
পুলকে রোমান্বিত, শরীর কণ্ঠস্থ,
প্লাবিত বসুন্তিত হৃদয় কলেবর।
হরি-লালারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ,
দীনজন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব,
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্ত প্রেম-শশধর ॥

বাগেশী—আড়াঠেকা।

অনন্ত-কাল সাগরে সমুৎসর হ'ল লান।
নববর্ষ সমাগত করিতে জাবে শানন ॥
খাক হে প্রজ্ঞত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব পাশ্চত্বন।
মাস শুভ সমুৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যবায়, চল তথায় করি গমন;

মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মারো অনুক্ষণ ॥

মল্লার—আড়াঠেকা ।

বহিছে জীবন স্রোত কাল স্রোতে নিরন্তর ।
কিস্ত কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥
দেখ হে গণনা কৈরে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর ।
ক্রমে দেখ হল নীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসর,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;
এই ও বৎসর গেল, করিলে কি সম্ভল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্ভসর ।
নব বর্ষ সমাগমে, উঠি হে নব উদ্যমে
প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন,
হইবে পুণ্য সঙ্কল্প থাকিবে না কালভয়,
প্রক্ষরবে চিরকাল হৃৎথৈ রহিবে অমর ॥

স্বরট-মল্লার—একতাল ।

কে আছে এমন, মায়ের মতন,
করিতে যতন এ সংসারে ।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ,
করে হৃদয়ন প্রেমের ভোরে ॥
কিবা হুকোমল মধুর বচন,
মরি কি হৃৎথের স্নেহ আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ,
মা বলে একবার ডাকিলে গারে
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতে,ে,
স্বক্কার শিশু লবে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তারে,
এত ভালবাসা ক্রমা সহিষ্ণুতা,
ভ্রমণে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আশ্রয় মমতা,
চিরদিন বল কে করিতে পারে ॥
ধন্তরে তাঁহারে করি নমস্কার,
জননীর জননী যিনি সবাঁকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে,
রেখেছেন সবে মোহিত করে ॥

বেহাগ—আড়া ।

কোথায় রহিল প্রিয় জননী আমার ।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার ॥
শোক কাতর ছন্দ, হৃৎথৈ প্রাণ ফেটে যায়,
হইল শশান প্রায় এ সৃষ্টির সংসার ।
কে আর আশ্রয় করে, স্নেহ গদগদ স্বরে,
ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার ;
কার মুখ চেয়ে স্মার, বহিবে হৃৎথের ভার,
আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর ॥

ব্রাহ্মসমাজের

প্রধান নগর-সম্বীর্জন ।

তোরা ছায়ে রে ভাই ।
এত দিনে হৃৎথের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মসাম ।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম সম্বীর্জন,
পাপ তাপ দূরে ধাবে জুড়াবে জীবন ।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান,
ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেই করেন আবাহন,
সে দ্বার আবরিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় হৃৎথী ধনী মুখা জ্ঞানী সকলে সমান ।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি,
নাহি জাত-বিচার ।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ-অন্ধকার,
বিনাশিতে সর্গের ধর্ম মর্ত্যে আইল ;
কে যাবি আশ্রয় বিনা মূল্যে ভব-সিদ্ধি পার ;
তোরা আশ্রয়ে ভ্রায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর,
চল সবে যাই বিলম্বে কাজ নাই,
দীননাথের লইগে শরণ ;
হৃদয়-মারো হৃদয়নাথের কর দরশন ;
যুজিবে ব্রহ্মণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর রূপাঙ্কণে অন্যায়সে যাইবে ব্রহ্মধাম ॥

দ্বিতীয় নগর সঙ্কীৰ্ত্তন ।

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিভ্রাম,
জুড়ায়ে প্রাণ নামের গুণে ।
জীবের ত্রাণ, স্থখশান্তি, তাঁর চরণে ;
বল কে আছে আর, করিতে পার,
সেই দীনকাণ্ডারী বিনে ।
সেই দীননাথ পাণ্ডীর গতি, কান্ধালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমভরণ ।
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সঙ্কীৰ্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ-ধামে ।
স্থধামাথা দয়াল-নাম কররে গ্রহণ,
পাণ্ডীর হৃৎকণ্ঠে এ নাম
পিতা করেছেন প্রেরণ ;
থাক চির দিন ভক্ত হয়ে,
এ নাম রাখ গৌর্বে জন্ময়ে,
(ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি,
এ ধন রেখ অতি বতনে ।
দেখ দেখে চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়িয়ে ঘারে,
ডাকছেন মধুর স্বরে, স্নেহ-ভরে
প্রেমামৃত লইয়ে করে,
পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে,
এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে
মুখে দয়াল বল দীনজুখা ভাই সবে মিলি,
সেই মধুর নামে পাষণ গলে, প্রেমসিদ্ধ উত্থলে,
এ নাম সাধুর জন্ময়ের ধন, পাণ্ডীর অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসী স্বরে স্বরে গাও আনন্দ-মনে ॥

বাঁসার—একতাল ।

কত ভাল বাস গো মা মানব-সন্তানে ।
(পাণ্ডী) মনে হ'লে প্রেমধারা করে দু'নয়নে ॥
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেষ্টে মুখপানে, প্রেম-নয়নে
ডাকিছ মধুর বচনে ;
বার বার প্রেমজ্বরে ডাকিছ গো মা,—
প্রেম-বাছ এসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হয়ে,
আর আর বলে, অপরাধ কমা করে,
হৃদয়ে প্রেমভরে,

(ও মা আনন্দময়ী) জীবের দশা মলিন দেখে,
আমাদেরই জন্তে, স্বর্গ-নিকেতনে গো মা ।
কত স্থখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ বতনে ;
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে ।
তোমার প্রেমের ভার বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া,
হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দর্শনে,
লইকু শরণ মাগো তব ত্রীচরণে ॥

ক্লিষ্ট—মধ্যমাল ।

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচার পতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে ।
কে কোথা হ'য়েছে স্থখী অধর্ম্ম-পাপ আচারে ।
দর্পহারী জায়বান, পামগুদলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে ।
হৃদয় মানবগণে, কুরুদ্রব্য করি গোপনে,
পায় হৃৎকণ্ঠ পরিণামে, কদম্ব-ফল ভোগ করে ।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাণ্ডীর ॥

ক্লিষ্ট—পোস্তা ।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,
ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে
প্রেমিক মহাজন ধার। না পেয়ে কুল কিনারা,
হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে ।
কত স্থখ-প্রলোভন, প্রেমশাস্তি মহান
অনন্ত অগণন, রেখেছ সাক্ষিত করে ।
নিভা-স্থখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একে বারে মুক্ত করে ॥

বিভাষ—একতাল ।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি বারে বারে,
করি'ছ বিরাজ ও গো মা জননি ॥
পরম বতনে, পুত্র-কঙ্কাগণে
পালি'ছ আগরে দিবস-রজনী ॥
মহা শক্তি-রূপে নারীর জন্ময়ে,
স্বকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে ;
করিলে মোহিত মানবের চিত্ত,
জননি গো তুমি দেখালে মনস্তত্ত্ব ভবন-মোহিনী ॥

প্রকৃতি-মাধুর্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা; প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূল্যধার,
(দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের জন্মবিলাসিনী

— —

আলোয়া—আড়াঠেকা ।
নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে ।
তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে ॥
মুশীলা হৃন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পূণ্যবতী,
তোমার প্রেম-মুরতি, হরে পাপ দরশনে ।
আহা, কি মধুর ভাব, কমনীয় হৃদ্যভাব,
বিদ্যাশক্তি মূর্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে ॥

আলোয়া—বং ।

(এবার) হরি-প্রেমমানেলে জ্বলে হ'ব পাঁচি সোণা,
আপনার রূপে আপনি মজে করব প্রেম-সাধনা ॥
ভক্তের পদ-যুগলে, ন পূর হ'য়ে নাচব তালে,
বাজব রুণু খুন্সি বোলে মধুর বাজনা ।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেমরঙ্গে,
গৌর-সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা ॥

আলোয়া-কৌতব—তেওট ।

কবে সহজে মা বলে জুড়া'ব প্রাণ ।
(দয়াময়ী গো)

এমন কি আছে যেমন মিলে মায়ের নাম ॥
আমি পারি কি তোমার ছেড়ে,
থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান ॥
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিঃশত,
করব কোলে বসে স্তম্ভ-স্থাপন ;
এবার পুঞ্জিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব
বদন ভরে মায়ের গান ॥

বিভাব—আপতাল ।

লক্ষ্য-কুটীর মম কর নাথ পূণ্যপ্রম ।
বিরাজ আনন্দে তাতো দিবা নিশি অবিরাম ॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে ভাহার ;
মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন ।

আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চনা,
কৃতজ্ঞালিপুটে করিব চরণ বন্দনা ;
নিভা নব নব-জাত প্রেমমহারে,
সাক্ষাৎ তব সিংহাসন হৃন্দর করে ;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাदन ॥
আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মলিন হ'বে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হ'বে স্বর্গধাম ॥

— —

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর ।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার ॥
সাধনানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে, কাঁকি দিয়ে বার বার ।
তোমায় এক দিন কাঁদে পড়তে হ'বে,
সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অর জল বিনে ধ্বন করবে দুঃখে হাহাকার ॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জলিয়া মরিবে প্রাণে, দেখবে চক্রে অঙ্ককার ।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে,
ভাড়াইলেও নাহি যাবে,
পিঞ্জরে বদন হরির গুণ গাইবে নিরন্তর ॥

একতাল্য ।

চল চল ভাই, গৌর-প্রেম-তীর্থধামে যাই ।
এমন আনন্দধাম আর কোথাও নাই রে ॥
আনন্দ মনে, সখনে বদনে,
সকলে মিলে হরিশ্রবণ গাই ;
হেরি আজ প্রাণভরে চৈতন্য গোস্বামী ।
(রে প্রাণের)

কে লিবি রে আর, বলে গোরা রায়,
যাচে হরি প্রেম স্তন রে সবাই ।
গৌর-প্রেমভরসে ডুবে ছন্দ জুড়াই । (রে)
(গোরা) হাসে কঁদে গায় পাগলের প্রায়,
মুখে হরি-প্রেম বলে তার সদাই ;
এস আজ গৌরভাবে নাচি আর
গাই রে । হরি বলে
গৌর-প্রেমরসে মিশে এক হ'য়ে যাই রে ॥

বাঁশজ—একতাল।

ধরি ছুটি পায়, বলি গো তোমায়,
কাজ হও পিতা তাজ সুরাপান ॥
দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার,
আমাদের প্রতি হ'য়ে কৃপাবান।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,
রহিব কি মোরা হয়ে নিরাশ্রয়,
চিরহুঃখী দীনহীন নিরুপায়,
অনাথ দরিদ্র-বালক সমান।
তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন-দেহ অস্থিচর্যসার,
দেখিলে সে হুঃখ বিদরে পাষণ ॥

বাঁশজ—টিমেততাল।

মনোহুঃখে হৃদয় বিদরে। হায় হায় রে
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে ॥
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ভাঙিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে।
পতিভ্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাধিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে ঝরে ঝারে।
জনম-হুঃখী সন্তান স্বেদায় মৃতসমান,
তার আর্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঙ্কিত ধন-সমগ, যা ছিল সকল গেল,
হৃদয়ের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে।

স্বরট-মল্লার—একতাল।

ও ভাই ম'জেনা সুরাপানে।
বলি বিনয় করে, ছুটি পায়ে ধরে,
রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে ॥
কত গুণবান শ্রিয়দরশন,
ভারত-মাতার চন্দন-ভূষণ,
যৌবন বয়সে, যজ্ঞে সুরাসে,
অকালে মরিল প্রাণে।
ভাসিয়ে সকলে হুঃখের পাথারে,
চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,
পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে,
বিষম শেল বুক হেনে;

দেখ দেখ কত যুবা বলবান,
মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,
সংস্কারিক রোগে সলা মিয়মাণ,
না পায় স্থখ জীবনে ॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন-সংগ্রামে সাজ সূবে বজুগণ।
কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-ভুক্তিকাভবন ॥
এচও অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্মনীতি জ্ঞান ধন।
কাঁদিলে বিধবা কত, হইয়ে সর্বশ্ব হত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন।
বাভিচার কুদৃষ্টায়ে, প্রবল কলঙ্ক-স্রোতে,
করিভেছে সর্বনাশ, ষোর অনিষ্ট সাধন ॥

ত্রিবিটি বাঁশজ—চুংবি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন প্রাণে আর ॥
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভ্রমণে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার ॥

ত্রিবিটি—একতাল।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের হুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সমল,
দুর্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন ॥

হে বিভো করুণাসিদ্ধ, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে রূপাবারি-বিলু কর হে পাপ মোচন ।
পাপ-ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর-জন্মে,
পার কর ভবসিদ্ধ দিয়ে অভয় চরণ ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন ।
ও হে অগতিরশক্তি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥

আলোয়া—১/২ রি ।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে,
সোণার ভারত আধার হইল ।
আহার বিহনে, মরিছে পরাণে,
দরিদ্র অনাথ মানব সকল ॥
বিকট বদন, করিয়ে ব্যাধান,
ভীষণ আকাল নিকটে আইল ।
কাতর ক্ষুধায়, কাঁদাচ্ছে তনয়,
দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল ॥
ভাবনায় অবণ, দুঃখেতে নিরাশ,
করিছে হাহাকার হইয়ে আকুল ।
সকিত সম্বল, সকলি ফুরাল,
নিবাতে দারুণ জঠর-অনল ॥
বল হে কি রূপে, সুখেতে ঘুমাবে
ধরে যে ভিক্ষারী জীবন তাজিল ।
এ স্বোর বিপদে, কে পারে বাঁচাতে,
দয়াসু সঁখর ভরসা কেবল ॥

মন্সার—আড়া ।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে ।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে ॥
কুর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিধাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে ।
ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সন্দের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে ;
লোক-ভয় পরিহারি, চল চল করা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে ।

সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয়-ভেরী গভীর গরজনে ।
বিবেক নিখুল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়ানু-নাম বিহনে ॥

বিভাব—একতাল।

ও হে দীননাথ কর আলীসাদ,
এই দীনহীন দুর্বল সম্ভানে ।
যেন এ রসনা, করে হে বোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে ;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে র'ব আজ্ঞাকারী ।
নির্ভয় অন্তরে, বল'ব ধারে ধারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে ॥
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হ'বার তাই হ'বে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে ।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মস্তকের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাক'ব পিতা ব'লে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥

দেশ মন্সার—একতাল।

হায় মা এ কি করিলি ।
যে ধনে ভারত ছিল ভাগ্যবত,
দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি ॥
নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা,
নাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
আচার্য্য কেশবে পাঠাইয়ে ভবে,
কোথায় আবার তরে লুকাইলি ।
যুগ যুগান্তরে তুই এক জন,
জনমে এমন মানব-রতন,
বিলম্ব জগতে হরি-প্রেমধন ভক্তগণ সঙ্গে মিলি ;
আহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন,
লীলা রস-রস প্রেমের মিলন,
গড়ে কত করে নিজ হাতে ধরে,
কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি ॥

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।

ইহার নিবাস হুগলী জেলার পোলবা থানার অধীন সানিহাট গ্রামে। পিতার নাম ৮ বছর মুখোপাধ্যায়। বাল্যেই ইনি শিড়মাজুহীন হন। শৈশবে বিধম ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হইলে, ইহার জ্যেষ্ঠভাত পুত্র অত্রজতুলা ঐগুজুত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইহার জমী-কজা ঐগুজুত্রজমোহিনী দেবী ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। এবং ইহার অল্প অগ্রজোপম ঐগুজু পাঁচকড়ি বক্ষোপাধ্যায় এবং তৎপত্নী পরলোকগতা বিনোদিনী দেবী ইহার পশ্চিম যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রথমে স্বগ্রামে তৎপরে ক্রমাগত ভৈরবর, তেলিনীপাড়া, পাকুড় ও অঙ্গলপুর প্রভৃতি স্থানে পড়ার পর, ১৮৯৭ সালে মজফরপুরের মুখার্জিন্স সেমিনারি স্থল হইতে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন।

ইনি আজ অন্যান্য বারো বৎসরকাল বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক। ইহার লিখিত গদ্য পদ্যের বিস্তর প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রচারিত, সন্দীপ-সারসংগ্রহ 'সন্দীপ-ভরঙ্গ' 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' এবং 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রভৃতি গ্রন্থের ইনিই সম্পাদন এবং সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯০০ সালে দিল্লী দরবারের সময়,—বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী পরলোগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—এর সহযোগিতারূপে দিল্লী গিয়াছিলেন। ইহার বয়স এক্ষণে অসুমান চল্লিশ বৎসর।

ত্রিষ্টিট-বাখাজ—একতাল।

পৌর্ণমাসী শশি, বেলো হাসি-হাসি,

কোথা যাও ভাসি, নীলস্র গায়।

বিমল বরণ, জোছনা বসন,

সুভতি পবন, হিলোল তায় ॥

রূপসী রোহিণী মোহাগ-টানে,

ডাকিছে কি তোমা প্রেমের গানে।

কিনা কুমুদিনী, প্রেম উষাদিনী,

বিরহিনী ধনী চাহিছে তোমার ॥

ধীরে যাও চাঁদ, অত হাসি কেন,

চাঁদ-মুখে হাসি করো সম্ভরণ।

পোহালে এ নিশি, কোথা রবে হাসি,

এত রূপ-রাশি, লুকাবে কোথায় ॥

কলঙ্কের কথা গেছ কি ভুলিয়ে,

এই দেখে চেয়ে রাত আসে খেয়ে,

পূর্ণিমার পরে, আমার আধারে,

কোথা হৃদাকরে, হৃথের বার ॥

বাখাজ—একতাল।

অনন্ত অন্তরে, অনন্ত সাগরে,

অনন্ত অন্তরে খেলিবে প্রাণ।

অনন্ত অলোকে, অনন্ত প্লকে,

অনন্ত গমকে, ভরিবে কাল ॥

বিশে বিশে ধখা নিরন্ত নর্তন,

রবি করে কর বিকিরণ,

সান্ত সীমা দূরে, সে অনন্ত পুরে,

রূপ-রত্নাকরে, ডুবিয়ে নয়ন ॥

আধার কুটার, মরুভূমি ত্রাস,

সংসার-শৃঙ্খল, মরম-ভ্রাতাশ,

মরণ প্রভৃতা, তম কাতরতা,

থাকু পড়ি হেথা, চির-কল্পমান ॥

ত্রিষ্টিট-বাখাজ—একতাল।

কালিন্দী, কহ না কোথা কক্ষ কালীয়গঞ্জন ॥

কোথা কুহ-কমলিনী, কাহু-কণ্ঠমণি,

রসিক-রঞ্জিনী, রস-নিকেতন ॥

কদম্বে সে কালা আর ত নাচে না,

মধুর-মুহুরী আর ত বাজে না,

তাই কি যমুনা, খেদে এত ক্লোণা,

নিশিদিন দীনা, খুরিছে নয়ন ॥

কক্ষ-ভাবে কিনা ভেবে ভেবে ভোর,

কক্ষ-রূপে কালো বর্ণ হইল তোর,

প্রোমে অঙ্গ ঢেকে, ব্রজ-মূলি মেখে,

ঠমকে ঠমকে, করিছ নর্তন ॥

ইমন বেহাগ—কান্দ্রী ষেষ্টী।

আমার ভাব পেয়েনা কেউ,

পাগলের ভাব এরে বলে।

আমি চাই পালিয়ে যেতে,

পৌটীলা-পুঁটিলি পারে তেলে ॥

নাইকো আমার ভরম-সরম,
নাইকো আমার আশু-করম,
উল্লে কি রাজ পোষাক,—
সমান আমি সকল চলে ॥
রাজভোগ কি পাস্তা ভাতে,
সমান মুখ মোর ঘাতে-ভাতে,
ধরো মারে, আদর করো,
(আমার) রাজবাড়ী আর সমান জেলে ॥
আশ-পাশে কে ও গুলা ধরতে আসে ক'রে ছলা,
আর কি আমি জুলে ভুলি,
আর কি কাঁদিস পরি গলে ॥

বাউলের সব ।

সইলো, শোনলো তজ্জগ ভারি ।
বিলিতি বন্ধ হলো, সিকের উঠলো জারি জুরি ॥
মোম-গড়া ফুল, মোহন ক্ষিতে,
কোথায় পাবি খোঁপায় দিতে,
রাস্তা মুখের রুজ্জ কোথা আর.
পমেটমের ভাইলো ভুরি ॥

খোস্বো ভরা খাসা সাবান,
বাজারে আর পাবে না স্থান,
এইবার খোল বেসমে অঙ্গ জলুস,
করতে হ'বে ফুল কুমারি ।
এসেসে বিবিয়ানা, মন-মজানো আর হ'বে না,
এখন গাঞ্জিপুয়েই সখের নেশা,
ভাস্ততে হ'বে প্রাণের প্যারী ॥
পরী আঁকা গিলুটি বাহার,
অয়না তুঁ সই, পাবি না আর,
এখন, মুর্গিহাটার মোটা আশা,
শরণ নিতে হ'বে তারি ।
চান্দুড় বিলিতি চুড়ী,
আর আসবে না খুড়ি খুড়ি,
এখন, যা করে সই, উড়তি বাজার,
দিশী কামার আর সাঁধারি ॥
শোন শোন ওলো হাবি,
'জ্যাকেট' 'বডিস' কোথায় পাবি.
এবার, মুখটি বুজে, কুত্তি এটে,
পরতে হবে জোলায় শাড়ী ॥

কবির নবীনচন্দ্র সেন ।

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ 'বার' উপাধিধারী বৈদ্য-বংশে নবীনচন্দ্রের জন্ম । ১২৫৩ সালের ২১শে মাঘ
বৃষবার ইহার জন্ম হয় । জনকের নাম—গৌরীমোহন রায়, জননী—রাজরাজেশ্বরী । ইহার পিতা
প্রথমে জজ আপালতের মেরেস্তাদারী, পরে মুন্সেফী এবং শেষে ওকালতী করেন । বালা বয়সে নবীন-
চন্দ্র বড়ই ছরজ ছিলেন । ১২৭০ সালে চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, দুই বৎসর পরে কলিকাতা
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ, এবং পরে 'জেনারেল এসেমুরি' হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ।
১২৭০ সালে ডেপুটিগিরির প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হন । অনধিক ২০ বৎসর
কাল বহু মহত্বময় শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে তিনি 'পেন্সন' গ্রহণ করিয়াছেন । অবকাশরঞ্জিনী,
পলাশীর যুদ্ধ, অমিত্যভ, বৈবতক, বৃহৎকল্প প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যের অতুল্য সম্পদ
বঙ্গভাষাকে এক অমূল্য কবির-দ্ব্যয়ে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন ।

ভৈরবী—আড়া ।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ।
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে প্রেম রত তব মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল ॥
বিদ্রাং প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অমুপম, পরশনে মৃত্যুকল ।
জীবন-কাননে হাস, প্রেম মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল,
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবিয়ে হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল ॥

খিখিট ।

এত আসা ভাল বাসা ভুলিলে কেমনে ?
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে ।
বসি এই নীলাতলে, এই নির্ঝরিতী কুলে,
ব'লেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে ?

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

জীবন না যায় রে ।
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিশা নিবিশা রে ॥
সাগর নৌলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে ।
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে যায়,
ছায়াতে মিশায় রে ।
সকলি ত যায়, কেবল দুখের জীবন না যায় রে ॥

শিবনাথ শাস্ত্রী ।

২৪-পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর গ্রামে জন্ম । ইহার পিতার নাম—পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যা-সাগর । তিনি এখনও জীবিত আছেন ; তাঁহার বয়সক্রম প্রায় ৮২ বৎসর । শিবনাথ, পিতার এক মাত্র সন্তান । কিন্তু সখাজ-ভাগ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া, ইনি এখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য মনো পরিগণিত । ‘সেক-বোঁ’ ‘নয়নভারা’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং নীকাসিতের বিলাপ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের ইনি বঙ্গ-সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত । ইনি স্ববঙা, সুলেখক ও সুপণ্ডিত ।

নলিত—আড়াঠেকা ।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল ।
এবরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ॥
বিষম বিধান ভরে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য মুখ সকলি লাগে বিফল ।
বিহঙ্গিনী শিশু লয়ে, বুমায় নিজ কুলায়ে,
দুরন্ত নিবান যেন ধরিল তাহার ;
আজি এই পরিবার, কান্দিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বকে আজি বহিতেছে অশ্রুজল ।
তুমি পিতা জগৎপতি, লৌকনে মরণে গতি,
দেখা দাও রূপা করে শাস্ত কর শোকানল ॥

দেশমন্ডার—বাঁপতাল ।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে,
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে ॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
নেখালে কত যে রূপা বাঁধি দুজনে ।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চির দিন বেঁধে রেখ এই বন্ধনে ।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, মুখ ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি মুখী হব সেবনে ।
তব দাস-দাসী হ'ব, সাধু কাজে সদা র'ব,
উভয়ের এই ভিক্ষা তব চরণে ॥

খিখিট—চুরি ।

আজি এ শুভদিনে সব বাক্যবে,
ডাকি হে প্রাণ থলে সে দেব-দেবে ।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল ;
প্রণয়ে প্রণয় ধারা আসিয়া মিশিল ;
লই হে আজি বরি প্রণয়ী দুজনে
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে ।
খাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা গাঁহারি ॥

বারোহা—চুরি ।

আজ মনে আনন্দ অপার ।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার ॥
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ থলি,
মনের হরবে পুজি চরণ তাঁহারি ।

পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাধিয়ে আজি হু'জনে,
করহে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥

ঝিঝিট—একতালা ।

মঙ্গল-আনন্দধ্বনি কর লো পূর্বনারী ;
সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কুপায় তাঁহারি ।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়াল চন্দন,
সে শোভা নেহারি ।
মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী, আজি হৃদয় ভরি ॥

বাঁধাজংলা—চু'রি ।

প্রণয়-শঙ্কলে প্রভু বাধিয়ে হু'জনে,
তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে ।
যতনে প্রণয়ে, পুথিয়ে স্নদয়ে,
আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবন জীবনে ।
হে নাথ তোমারি, রচনা কুপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুখনে ;
তোমারি বিধানে, পরানে পরানে,
বাধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে ।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, ডাকে হে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে ;
প্রভু রূপা করি, আশীষ বিতরি,
দেও হে অভয়দাতা অভয় হুজনে ॥

মল্লায়—আড়াঠেকা ।

অনসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহরে ।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়য়ে ধারে ॥
তাঁর কার্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হতে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে ।
, শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের দগা জয়,
সর্বপ-আত্মাতে গিরি কাপয়ে থরে থরে ॥
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্যে রত থাক এ সংসারে ।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা ঘাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী হৃগভীর স্বরে ॥

মোহ-নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাধ পরিবর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখে হে দেখ অম্বরে ।
জয় সর্বশক্তিমান, জয় করুণানিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্বল হীন নরে ॥
এমন কি দিন হবে, তব কার্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে ॥

জলিত—আড়া ।

কালরাত্রি পোহাইল উদিল সুখ-স্বপন ।
আর কি ভারতে যুবা রবে ঘুমে অচেতন ॥
দুখ শোক যার স্বরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন ।
অবীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন ॥
কারার বন্দিনী প্রায়, যুধা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা ।
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে স্বরে স্বরে,
রমণীর নেত্রসারে ভাসিছে বিধুবদন ।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দশাক্রেশ কত যে করে বহন ॥
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন ।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হয়ে বিচেতন ॥
করো না হে অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন ধারে, উঠ হে মেল নয়ন ॥

আলোয়া—আড়া ।

নোপগিরি রে একি শোভা দেখালি নির্জনে ।
দেখি নাই নয়নে ।
হুমুয়া তব কান্তারে, নির্জন বন-মাকারে,
প্রবাহিত শ্রোতস্বতী হুমুদ গমনে ॥
হুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলেছে যেন লজ্জাবগুপ্তনে ।
তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ুভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে ॥
এ বিচিত্র ছবি যেহে, ভুবির ভাব-মাগরে,
ফিরিতে পুন সংসারে চাহে না যে মনে ।

সৌন্দর্য্য-মাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়া দেখি নয়ন-রঞ্জন ॥

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন
দক্ষিণ প্রচারক । সুকবি ও সুলেখক । সুবক্তা,
পরিয়া ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি । এদেশে যখন
[স্বা] ভাষায় বক্তৃতার আদর্শ প্রচলন ছিল না,
তখন ইহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইত ।
হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ
করেন । ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর ।

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

তোমারি আরাতি করে, নিখিল ভুবন ।
নিরখি জুড়ায় নাথ যুগল নয়ন ।
গগন-থালে কেমন, দীপকপুণ্ড অমূল্য,
শোভিছে শশী ওপন, জদয় রঞ্জন,
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মক্ৰি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন ।
দুপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যঞ্জন, হে বিশ্বকারণ ।
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেড়ী অনাহত, স্তনে প্রেমিক যে জন ॥

বেহাগ—আড়া ।

নিরখি তোমার পানে; তোমার সন্তান হ'লনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে ॥
যথা নীর-বিন্দুধর, পুষ্প-দলে এক হয়,
তোমতি হে প্রেমময়, মিগাও দুই জন্ম-মনে ।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
দাঁড়িয়াছ চরাচর, যে প্রেম-বন্ধনে ।
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে নেও প্রাণে প্রাণে ।
ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ব বিশ্ব প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে হ'লনে ।
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো
নয়ন নয়নে রেখো, সদা সর্বদা যতনে ।
পাপের মোহিনী মায়ার, পথ যদি ভুলে যায়
কৃপা করি করে ধরি, কিরাইও সেই করে ॥

বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁধি জল, নিরুপম কৃপাশুণে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

মন-সাথে আজি নাথ পূজিব তব চরণে ।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে ॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কৃত সুখ শান্তি দিলে,
দুঃখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-শুণে ।
“জীবন-প্রবাহ হায়, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,”
তব পদ-তরি বিনা অকলে বাঁচি কেমনে ।
দূর হ'রে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর জলধাসনে ॥

ঝিকিট—যং ।

কি বলে প্রার্থনা বল করি আর ।
আমার সকল কথা কুরাইল,
ফিরিল না মন আমার ॥
তুমি দেখ সব থেকে অহরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পরে,
প্রাণের প্রাণ বলব কি আর,
আছে কি আর বলিবার ।
ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিতপাবন নাম তোমার ॥

বাউলের-স্বর—একতাল ।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই ।
আমি জেনেছি হে পাপী ভাপীর
তোমা বিনা গতি নাই ॥
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা জন্মমাঝে প্রেম জুলে নাথ পূজিব চরণ ।
দুচাও পাপের জালা, পুরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই ॥

ঝিকিট—মধ্যমান ।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে
হৃদে হৃদে পাপে, আমি তোমারি নাথ,
তোমারি হে ॥

দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো।
অন্তরে নিরখি তোমার নিবারণ সব দুঃখ ॥

রামরতন মুখোপাধ্যায় ।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। রাজার সঙ্গে বিলাত বাইবার সময় সাগর তরঙ্গ-দর্পনে “কোথায় আনিলে” এই সঙ্গীতটি রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের গানের মধ্যেও এইরূপ একটা সঙ্গীত আছে। দুইটা সঙ্গীতে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বাণেশ—আড়াঠেকা ।

কোথায় আনিলে আমায়, কোথায় আনিলে ।
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবালে ॥
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে ॥
চতুর্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ নুগ্নি যায় এবার ঘণিতি জলে ॥

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য ।

ইনি রাজা রামমোহন বায়ের সম-সাময়িক বলিয়া জানা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের এবং রামমোহনের রচিত ভিনটা প্রসিদ্ধ গানের উত্তর স্বরূপে ভিনটা গান রচনা করিয়া ইনি সঙ্গীত বচ-বিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

ভাঙিতে শান্তি আমার । *

আবাহনে বিসর্জনে ক্ষতি কিবা কার ।
সর্বত্র পুত্রিত রায়, গ্রায়ে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার ।
জগমাতা জগময়ী যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ী, কর গো নিস্তার ।
জড়জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার ॥

* “মন একি আভি ভেমার”—রামমোহন রায়ের এই গানের উত্তর ।

বিভাস—আড়াঠেকা ।

‘মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিরে আপন, *
মহামায়। মায়ে আমি দেখিরে স্বপন ॥
রজ্জ্বতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জ্ব মিথ্যা বল কি তখন,
নিশিতে বিহরি স্থখে যায় পাখী দিকে দিকে,
আবার দিরিয়া আসে আমারি মতন ।
যাতায়াতে সমাচার নিতা নিতা এ সংসার,
চিন্ময়ী-চরণ-চিত্তা সংসার বন্ধন ॥

বামকলী—আড়াঠেকা ।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর । †
আধ নীরে গঙ্গাভীরে পাতকী হীন নর ॥
কাটায়ে সংসার মায়া, আলীকর্ষী পুত্রজায়া,
নিরমালা বিয়পত্র মাথার উপর ।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সব ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর ।
কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্যে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরজ করি ভেদ উঠে দিগন্তবু ॥

ধীরাজ ।

বনমানাধিপতি মহারাজ মহতাবচাঁদের গায়ক-দিগের মধ্যে ইনি অন্ততম ছিলেন। মহারাজ প্রদত্ত ‘ধীরাজ’ উপাধিতেই ইনি পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই; ইহার গানের মধ্যেও ব্রহ্মপুত্র যটিন’ছে বলিয়া মনে হয় ।

ইম্ন কলাপ—একতালী ।

আর কি গোফুলে, আছি গো স্বকুলে,
কিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জনে ।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল,
অকুল সাগরে মরি গো এখন ॥

* “তুমি কার কে তোমার”—রামমোহনের এই গানের উত্তরে রচিত ।

† “মনে কর শেষের সে দিন ভরকর”—রামমোহন রায়ের এই গানের উত্তরে রচিত ।

জেনেছি যে দিনে শ্রামের বাঁশরী,
সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছে সকলে অধীন তাহারি,
তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ ॥
তাজি গৃহবাস, করি বনে বাস,
স্বামী সংবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস, করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন মগন ॥*

— — —
কবির—সুব ।

গোবিন্দের পদারবন্দ্র জুড়ে করি ধারণ ।
নির্জনে শ্রামধনে করেছি অঙ্গন ॥
লিখে ত্রিভঙ্কশ্রী শ্রীশ্র, লিখি নাই যুগল চরণ ।
সখি, শোন গো শোন, লয়ে গিয়ে শ্রামে মথুরায়,
অনুগে না পুনরায়, আমার সচল গিরে,
• অচল হয়ে রইলো মথুরায় ;
তাতেই নিরময় পদময় লিখি নাই ।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র মথুরে হার খায়,
এ কথ্যবিচিত্র নয়, পাছে চিত্র শ্রাম,
মধুপুরে যাও, তাইতে পদময় লিখি নাই ॥

— — —
স্বামীমন্তাব—একতালি ।

নৌল দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে ।
নৌলে নৌলে সব নিলে প্রজ্ঞার,
বল ভাই কি রেখেছে ॥
কবো * * * র, তবের উপর যত্যা চার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরীশ মরেছে ॥
ইউন, গ্রাট্ মহামতি, জায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজ্ঞার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নৌলিয়া নোড়ে চোড়ে,
পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ॥
বলতে জুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অধিচার করে,
নির্দোষী লংকে ধোরে,
একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥
ওয়েল্‌স পিকক্, জাক্‌মেনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * হাজার টাকা ফাইন কোরেছে ॥
নিদারুণ সেন্‌টেন্স শুনে, সিংহ বাহাতুর দয়াক্ষণে

হাজার টাকা দিলেন গুণে,
পয়াল্‌টার ব্রেট তায় তাকে হয়েছে ॥
ইংলণ্ডের বী শুন, শিউনির সকল গুণ,
তাইনে যে হুনিপূন এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিবাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা,
রেস্ হেট্টেড খুব জেগেছে ॥
বেকে বাতুলের মত লক্ষ লক্ষ করে কত,
আবার বলে আমার মত,
কেবা জজ হেথা এসেছে ॥
কিস্ত পীল, মিটন বাদি, এক এক বৃন্দির কাদি,
তাদের লাগি আজো কাদি,
হার কি বিচার কোরে গেছে ॥
মহারাজী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুক্তি,
ধীরাজ এই বলিতেছে ॥

— — —
অতি লক্ষ্মী বৃদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, *
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না কবেছে ।
করে তুলছে ভোলাপাড়ী,
এবার নাইশে ছাড়াছাড়ী ।
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্থল বেড়িয়ে এসেছে :
কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, মনাই দেখেছে ।
এখন এসে কলকাতাতে (এবার)
বাস্তবালীদের নে পেড়েছে ।
উত্তরপাড়ার স্থলে যেতে,
বড়ই রগড় হ'ল পথে, এটিকিম্‌গন উড়ে
আর সাগর সঙ্গেতে ।
নাড়াচাড়া দিলে বোড়া মোড়ের মাথাতে ;
গাড়া উল্টে পল্লেন সাগর,
অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥

— — —
* মিস কার্পেন্টার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তর
পাভা-কল পরিদর্শন উপলক্ষে লিখিত ।

দীন বাউল ।

গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ‘দীন বাউল’
পাবনা জেলাবাসী । ইহার গান পূর্ববঙ্গে খুব
প্রচলিত ।

কোথা দীনজুগি তোরা, আয় রে তোরা,
গোরচাঁদের প্রেম-বাজারে ।
হরিনাম, মধুকরী, (আয় রে তো'রা) হরিনাম,
মধুকরী, মিঠাই পুরী, প্রেমের খুঁরী খেয়ে যা রে ॥
যত সব যাচ্ছে ভুখো, প্রেমের ভুখো,
নিতাই আমার ধন করে ।
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখসে তোরা)
যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছে মতে, দিচ্ছে
পাতে ত্রুঁকা ধরে ॥ অদ্বৈত দয়ার নিধি,
নিরবধি বদেছেন ভাঙুর করে ।
নিচ্ছে যার যেমন (দেখসে তোরা)
নিচ্ছে যার যেমন সাধন.
অমূল্য ধন বিনামূলে ধোলা ভরে ।
কত শোকাক্ত ভাসী, মহাপাপী
পড়েছিল ধরা ধরে ।
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ
(দেখসে তোরা) হ'ল পাপ তাপ নিবারণ,
সোণার বরণ, গোরচাঁদের চরণ হেরে ।
দেখতে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,
লোক ধেয়েছে নদেপুরে ।
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব,
(দেখসে তোরা) গেল সব মনের দ্বন্দ্ব,
প্রেমের দ্বন্দ্ব, পুণিন্দ্র স্বর বাহিরে ।
বদনে হরি হরি গৌর হরি,
সঙ্গেপাঙ্গসঙ্গে করে ।
আনন্দে মত্ত কিবা,
(দেখসে তোরা) আনন্দে মত্ত কিবা,
হার কি শোভা, দীন বাউলের হৃদ-মাঝারে ॥
—
ষরের মানুষ ষরেই আছে, কেবল মিছে,
তারে খঁজে পাগল হ'লি ।
চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন)
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে,

দেশে দেশে, ঘুরে ম'লি ।
মথুরা শ্রীকৃষ্ণাবন, নদনদী বন,
তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি ।
যত যা, স্তম্ভি কাণে
(ও ভোলা মন) যত যা স্তম্ভি কাণে,
বল সেখানে তার কিছু কি দেখতে পেলি ॥
পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বলবুদ্ধি সুকল হারালি ।
আঁচলে মানিক নৈবে, (ও ভোলা মন)
আঁচলে মানিক নৈবে, কৈশে কৈশে,
সাঁতারে হাতড়াতে গেলি ॥
যদি তুই কোর্তিস যতন, পেতিস্ রতন,
অথতনে সব খোয়া'লি ।
হায় এমন চখের কাছে,
(ও ভোলা মন) হায় এমন, চখের কাছে,
মানিক নাচে, দেখলিনে চোখ বুজে রলি ॥
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে
বুখায় চিরদিন কাটা'লি ।
মানসে দেখ রে ভেবে, (ও ভোলা মন)
মানসে দেখ রে ভেবে, ভক্তিভাবে,
মানুষ পা'বে যুক্তি বলি ॥

—
এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে,
কর কি অসার ভাবনা ।
যে কাজে, ভবে আসার, (ও ভোলা মন)
যে কাজে, ভবে আসার, হ'বে হুসার,
কেন রে সেই সার ভাব না ॥
যে কালে বাধবে কালে, বিপদকালে,
হুখের পায়াপার রা'বে না ।
সেই কালে জান্নারে রে মন,
(ও ভোলা মন) সেই কালে জান্নারে রে মন,
শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা ।
এ খাদের ভাবছ আপন, নিশীর স্বপন,
সাধের সাথী কেউ হ'বে না ।
যে সময় ধরেক শমন, (ও ভোলা মন)
যে সময়, ধরেক শমন, মুদে নয়ন,
আপন বলে কেউ ছোবে না ॥

যত সব পরমা কড়ী, কছা দেড়ী,
 স্বর বাড়ী সঙ্গে ঘাবে না।
 কেবল পাঁচকড়া কড়ি, (ও ভোলা মন)
 কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ী,
 কাঠি বড়ী আর চটে বিছানা ॥
 শাশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে,
 নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জন।
 সিন্ধুকের তাল খুলে, (ও ভোলা মন)
 সিন্ধুকের তাল খুলে, দেখবে তুলে,
 নগদ কিছু আছে কি না।
 খেদে দীন বাড়িল বলে, মনে বিফলে,
 মায়ায় তুলে, আর থেক না।
 পলকের নাই ভরসা, (ও ভোলা মন)
 পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
 শেষের উপায় তাই দেখ না ॥

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
 শাশান ষাটে ষাছো চলে।
 সঙ্গে সব কাঠের ভরা, (হায় কি দশা)
 সঙ্গে সব, কাঠের ভরা, লটবহরা,
 জাত-বেহারার কাঁদে তুলে।
 ঐ শুন স্বরে পরে, সবাই কাঁদে,
 ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
 কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
 কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
 এখন কি তা তুলে গেলে ॥
 ঘুরে যে, দিল্লী লাহোর, ঢাকা-সহর,
 টাকা মোহর নিয়ে এলে,
 খেতে না পরমা সিকি,
 (হায় রে দশা) খেতে না পরমা সিকি,
 কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
 স্বং বিরং সাগের জোড়া, পাড়ি ছোড়া,
 চেনু বড়ী সব কোথায় খুলে ॥
 হ'বে যে, এমন দশা, (হায় কি দশা)
 হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা,
 জীবদশায় তুলে ছিলে ॥
 শত্রুতা প্রকাশিতে, বাঁদের সাথে,
 হরকতে সেই সকলে।

বলছে ভাই ভালই হ'ল,
 (ঐ দেখ সব) বলছে ভাই ভালই হ'ল,
 বালাহ গেল, হাড় জুড়া'ল, এত কালে ॥
 খেদে দীন বাড়িলে কয়, এ সমুদয়,
 দেখে শুনেও লোক সকলে,
 একটা দিন এ ভাবনা,
 হায় কি দশা একটি দিন এ ভাবনা,
 কেউ ভাবে না, বিষয়মুখে থাকে ভুলে ॥

এ বোর ভব-মাগরের জলে।

বসে আছে জেলে জাল ফেলে ॥

এ যে জগৎ-বেড়ে, ভোলা মন, মন রে আমার

এ যে জগৎ-বেড়ে, ধবল বেড়ে।

জগতের জীব এককালে।

এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ ;

যত বোয়াল কাউল, চেলং চিতল ঘুচে সব প্রাণ।

ও তোর, পুটার জীবন,

ভোলা মন, মন রে আমার

ও তোর পুটার জীবন,

আর কতক্ষণ পাঁচবি ডুরী টান দিলে ॥

যে ছয় বেটা সেই জেলের অবান ;

তারি যুঁজে খেজে, জালের মাঝে,

আনছে যত মীন।

জেলে সকল জানে, ভোলা মন, মন রে আমার

জেলে সকল জানে, যা যেখানে

রয় না ছাপা লুকালে ॥

যাদের কিছু সাধন-বল আছে,

তারি ছিড়ে ছুটে, এ জাল কেটে

পাশিয়ে যেতেছে।

ও তোর কোথায় সে বল,

ভোলা মন, মন রে আমার।

ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,

বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥

বিপদ কালে ষটে রে জজাল,

এ দীন বাড়িল বলে কলেবলে কাটিল না রে জাল

ও সেই কাল-নিবারণ ভোলা মন মন রে আমার

ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ

কয় স্মরণ এই কালে ॥

বৃথা ভবে খেলা'তে এলি ভাস ।
ও তোর মস্ত্রী কচ্ছে সর্বনাশ ॥
এমন কাগজ পেয়ে, অজ্ঞেয়ে রে
কেন ডাক্তানে ইস্তক-পকাশ ।
হাতে রং থাকতে তুই খেলি এ কিরূপ,
এসে তোর সঙ্কাতে বিপক্ষেতে মার্ত্তেছে তুরূপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ।
হেসে বিস্ত্রী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোচ
কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন পেলার হারালি হেলায় রে,
করিস হাতের পিঠের কি আশাস ।
ও যে টেকাতে পিঠ নেয় তুরূপ করে,
ও তুই এমন বেহুস, দশ দিলি ঘুস,
গোলাম না মেরে ।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে
শেষে পা'বি নে আর অবকাশ ॥
যখন তিনকুড়ি সাত দেখা'তে কবে,
তখন কি দেখা'বি খাবি খা'বি চক্ষুস্থির হ'বে ।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে,
শেষে পড়বে রে তোর বুকে বাশ ॥

কেন দাবা খেলতে এলি বল ।
ক্রেমে, কমে যে তোর এলো বল ॥
ছি ছি না জেনে চা'ল, হবি বেচা'ল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল ॥
যে তুই বড়ের লোভে চাঙ্গি তুই ষোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা,
পড়ে উঠ সা কিস্তী, মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাসছে তোর বিপক্ষদল ॥
যে বোর ছয় চকর মস্ত্রী পড়েছে,
এসে ধল যেতে ষাড় যেতে, আর কি পথ আছে ।
শেষে না পেয়ে পথ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল ॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'ল না, জোর পেলে না,

এল না ফিরে ।

কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হ'ল পাগল ॥
এবার বাচবি কিসে পক্ষ-রঙের হাত ;
যখন শত্রু এসে ধরবে ঠেসে, করবে কিস্তী মাত ।
এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চা'ল মাতে চল ॥

আর কি এবার ভাবনা রে আছে ।
নখী তুল-বেকে পেশ হ'য়েছে ॥
খা'রে লোয়ার কোটের লুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
খা'রে মাল মহলের কর্লেম ম্যানেজার,
ক'রে শ্রবরদখল, সোণার মহল, কর্লে ছাংরথার ।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,
তাইতে অস্তায় ডিক্তী পেয়েছে ॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল ;
আপনি গ্রাউণ্ড লিখে, দিলেন দেখে,
ক্রীত্বীনাথ উকীল ।
কর্লেম মিত্র-জ্ঞে, বিচার নিষে রে,
কিশোর ব্যারিষ্টার আর তার কাছে ।
হাকিম, দীনদরিজ জানেন আমারে,
দয়াল নাম যে প্রকার,
নালিস এবার চো'বে পাপরে ॥
ও সে যে আ'লং দুর্ভবে হালং রে,
আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে ॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর ব্যস্ত ;
ঠুকে আনবো মহল, করে বহল, সত্বসাযন্ত ।
ঐবি-কৌশিলের সে মজুর এসে রে,
আমার তুমি-দোষ কেটেছে ।
বলে, দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন,
এবার গবর্ণমেন্ট আপীলাওট ।
নাই তোমার মোচন ।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে ॥

চল ভাই আর দেরি নাই,
ঐ টিকিটের বটী প'ল ।
দয়াল বাই এষ্টেশনে দেখে শুনে ভলপী ভোল ॥

প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বলছে টাইম ওভার হ'ল
হুড় হুড় হুড় আসছে গাড়ী,
হুড়োহুড়ি লাগল ভাণ ॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে,
যায়া আগে টিকেট পেলে।
কেউ বা ঘেতে টিকেট বিনে,
পোলিশম্যানে চালান দিল।

কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হ'ল।
কি দিলে কর্কো টিকেট,
হায় কে পকেট কেটে নিল।
দীন হুসী দেখে টিকেট-মাস্তার থা'রে সদয় ছিল।
বিনা মূলে অনায়াসে,
পাম পেয়ে সে পাসিয়ে গেল ॥
দীন বাড়ল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেলে
হরি হরি কণ্ড সকলে,
চারি দিকে অল রাইট হ'ল ॥

সামাল সামাল মন-মানিকের রে,
হাল'টিক যেন থাকে।

উঠেছে হামাল ভারি ডরিও না দেখে ॥
হ হ কল কল কল, ঐ পাকে ডাকছে জল,
সাবধানে ঘুরিও রে কল, সলায় টিপ রেখে ॥
যে টান দেখছি কিনারে, কাটানে যেও না রে,
কোন টানে ভলকা মেরে, ফেলবে বিপাকে ॥
শেষে পাবিনে সুমোর,
এই বেলা নে পৈখে কোমর,

নৈলে ভোর ভাসবে শুমোর, এলে বাণ ডেকে ॥
একে তরগী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে ॥
ভক্তি-মান্ডলে, হিন্দোম' বাদাম তুলে,
দীন বাড়লে বলে দেও পাড়ি হুখে ॥

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

ইনি নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইহার মৃত্যু হয়। 'কান্দাল ফিকিরচাঁদ কবির' বা হরিনাথ মজুমদারের ইনি লক্ষ্যশী ছিলেন। ইহার গানেও 'ফিকিরচাঁদ'

'ফিকিরচাঁদ' ভণিতা ছিল। মৃতরাং ইহার অনেক গান, হরিনাথ মজুমদারের গানের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—কান্দাল ফিকিরচাঁদ কবিরের গানের অন্তর্নিবিষ্ট "ভাব মন দিবানিশি" "ভোলা মন কি করিতে কি করিলি," "দোকানী ভাই দোকান মার মা," "করিছ পরের কারণ," "কার হিমায়ে লিখছি" ইত্যাদি গান,—প্রফুল্ল চন্দ্রের রচিত।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়।

বা'ছ খেলা'তে এলাম এবার বা'ছ

খেলান হ'ল দায় রে ॥

পাঁচ কঠের জীর্ণ তরগী,

ও তার নবছিদে ওঠে বারি দিব্য-রজনী।

এ সে জলের ভারে তারি গড়াই রে,

বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে ॥

দশখানি দাড় পা'তা আছে রে,

ও তার ছয় দাঁড়িতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,

আবার মানি বেটা এমন বোকা রে,

হাল'ধরিতে দিশে নাহি পায় রে ॥

আঠার ডোরাতে বসে রে,

ঐ যে আঠার জন আছে তারি কেবল দুয়ার রে,

তারি জাগে না যে কোন মতে রে,

আমায় ব'লে না দেয় সহুপায় রে ॥

আকাশে মোষ দেখা যে দিল,

ও রে অমনি দারুণ বড় বাতাসে তুফান উঠিল।

পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,

পাকে পড়ে তারি মাঝা যায় রে ॥

ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,

কেন এত ভাবছি' বসে বিপদ-সময়ে,

এখন কূলে যেতে চা'স যদি রে,

ওবে বাদাম টেনে দে তুরায় রে ॥

বাউলের-স্বয়ং—কর্তালা

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল,

পার কর আমারে।

তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা,

ডাকছি যে তোমায়ে।

আমি আগে যেসে, ষাটে রইলাম বসে,
(ওহে আমার কি পাপ করবে না হে)
(আমি অধম বলে) যারা পাছে এল,
আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
যাদের পথ সম্মল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে দৌল চলে, অকূল পারাবারে ॥
তিনি কড়ি নাই যার, তুমি কপ তরেও পার
(আমি সেই কথা শনে ষাটে এলাম হে)
আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি,
দেখ খলি বেড়ে ॥
আমার পনের সম্মল, দখল নামটি কেবল,
(আই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই প্রথমতরন বলে ডাকি হে)
ফিকির কেন্দ্রে আকুল, পড়ে আকুল
পাথারে সঁতারে ॥

কাঁদন ।

ভবপারের তরি তেদের লেগেছে তাঁরে ।
ও রে সকাতির ডাক্তানে তাঁরে নেবে রে পারে ॥
জাগরার কমি নাই নায়েতে,
জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে,
এমন হুযোগ আর পাবিনে)
চলে নাও দ্রুত গতিতে,
এক হালের জোরে ॥
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাও দায় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে এ তরি তরির মত,
এই বিশ্ব-সংসার নিতে পারে) কিন্তু,
শ্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আসতে হয় দ্বিধে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে,
না পেয়ে নাও কেন্দ্রে মরে,
(আমার কি হল রে ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না কোরে)
ও হে দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥

ভাব মন অধমতারণ, সত্যশরণ,
যার নামেতে পাষণ গলে ॥
যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভ্রবন,
শূন্য পবন, স্থলে জলে ।
কিবা আশ্রয় কখন, নাই তাঁর চরণ,
সমভাবে বেড়ান চ'লে ॥
যিনি এই গাছগাছড়ান্ন দালন কোটায়,
পত্র-কুটীরে স্বরের চালে ।
তিনি তোর দেলের মাঝে, বসে আছে,
ভাল মন্দ কথা বলে ॥
যিনি সেই চানতাতারে, ক্রম সহরে,
বর্ষা কান্দার ঝিল নেপালে ।
তিনি তোর ভাতের গ্রাসে, খাটের পাশে,
নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে ॥
যিনি তোর উপবীতে চাপলাড়িতে,
বেদ পুণ্য কোরণ বাইবেলে ।
যিনি তোর খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে,
আলখেলায় কুরুরি কোলে ॥
যিনি সেই মজিদ গির্জায়, ত্রাস্তাস্তায়,
শাশানে কি গাছের তলে,
তিনি মোহন্ত-আখড়ায়, তুলসী-তলায়,
সর্ব স্থানে ভ্রমণে ॥
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্র, পেড়ো-ক্ষেত্রে,
বোম-পাড়া কি বিষ্ণাচলে ।
তিনি শ্রীধনাবনে, কাশীধামে,
মক্কা মদিনা চিরূলে ॥
যিনি সেই জ্ঞাতি-হিংসায়, বিবাদ খটায়,
যুদ্ধ বাধায় সন্ধি-স্থলে ।
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা,
যা বল তা সবার ফলে ॥
যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেটে,
রেলের রোডের ধূমকলে ।
তিনি যে নেড়ে মাখায়, জুলুপি খোপায়,
টাকপড়ায় কি এলবাট চূলে ॥
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চূর্ণে পানে,
দধি দুগ্ধ শাক অস্থলে ।
তিনিই তোর ধৃতি চাপর, জামার ভিতর,
কোট পেটুলেন শাল ক্রমাগে ॥

যিনি নাটক যাত্রায় উপ অপেরায়,
কবিকঙ্কন কবির দলে ।
তিনি পাঁচালী-ছড়ায় হাফ আধেড়ায়,
খুমুর খেমটা বাই মহলে ॥
যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়,
বক্তৃতায় কি পণ্ডিত-টোলে ।
তিনিই যে হেঁড়া ছালায় কোপীন ঝোলায়,
গো ধুড়ি কিম্বা কস্থলে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধরে,
মূল হারালি ভুলের মূলে ।
খুয়ে ধন চালের বাতায় জল যে হাতড়ায়,
তাকেই লোকে পাগল বলে ॥

পীতাম্বর পাইন ।

ইনি বিখ্যাত সত্যদেবের অধিকারী ছিলেন ।
সঙ্গীত ও বাস্তব পালা বচনায় ইহার পুণ্য প্রতিষ্ঠা
ছিল । গ্রাম গানের বংসর হইল, ইহার মৃত্যু
হইয়াছে ।

পাখাজ—একতালা :

আজ কেন প্যারি, বিপরীত হেরি,
এলায়িত কেশ, নেত্র বহে বারি ॥
গলিত অঙ্গন, দ্বিগুণে পতন,
চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি ।
নাসারঞ্জে বহে সখনে নিবাস,
বিমলিন কেন মুখে নাই হাস,
কম্পিত অধর, শুষ্ক পগোধর,
অর্ণলতা সৌর্য আ মরি আ মরি ॥
বহু সম্বোধনে নাই কণ্ঠ কথা,
বল শুনি ধনি, মনের কি কথা,
নখে নখ দিয়ে, ভাব কি বসিয়ে,
রাগার এ ভাবনা বুঝিতে নারি ।
সখার প্রতি পীতাম্বরের নিবেদন,
রাধার এ যে বিচ্ছেদ বিকারের লক্ষণ,
নাশে এ বিকার, হেন সাধ্য কার,
বিনা বৈদ্য সেই বিপিনবিহারী ॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সেই এলাম বনে ।
আমার বিফল ফলশ্রদ্ধা কৃষ্ণ অদর্শনে ।
দেখ পূর্বদিক হইল প্রকাশ,
পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নকত্র মণ্ডল, ক্রমে অরুজ্জ্বল,
নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে ।
আশা ছিল শ্যামের প্রেম রসসিদ্ধ,
এবে দেখি তায় নাই রসবিন্দু,
না জেনে ধন্য, করে যে কন্য,
বাথা দেয় অবলার প্রাণে ;
প্রজ্বলিত হৃদে কাম ততান,
আশার কলিকা হজেছে দাহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি,
মসাম মলাম সেই তার অদর্শনে ।
দৈর্ঘ্য ধর ধনি, কোর না বিলাপ,
পাবে শ্যামবনে যাবে মনস্তাপ,
জোড় করি কর, কহে পীতাম্বর,
বাধা পীতাম্বর রাবার চরণে ॥

কালীনারায়ণ গুপ্ত ।

ইনি ঢাকা জেলায় বিরুশপুরের অধিবাসী । ইহার
বচিত বাঙ্গা সঙ্গীতগুলি বিশেষ অসিদ্ধ । বোড়ের
মেষব মূপ্রসিক সিভিলিয়ান মিষ্টার কে, জি, গুপ্ত,
ইহার পুত্র ।

বাউলের হর ।

দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে ।
আজব গড়ন গড়ে রে ॥
(ও মন) জল থাকে রে নিঃ ভ্রমে,
কাঠ লোহা পাহাড়ে ;
(দেখ) সেই হুজনে যে মন
নৌকা গড়ে, সঙ্গারি করে রে ॥
(দেখ) ভারতের বরাট ঘাটে মাঠে
জুখার বরাট পেটে,
(দেখ) সেই হুজনে পীরিত শুণে
কত বেগার খাটে রে ॥

(ও মন) স্বর্গ দেয় রে দিন করিয়ে,
জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয় মেঘ বরষে, লগ্ন ভাসায় জলে রে ॥
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল,
মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই জহরা তুচ্ছ করি কোন জহরা মানেরে

—
রামপ্রসাদী হৃৎ—আড়ধেমটী।

ধন্ত মা ভারতেশ্বরী, তোমার
শুণে ঘাই মা বলিহারি,
তোমার গুণের রসে, ভারত ভাসে,
জলে যেমন ভাসে তরী।
(তোমার) লক্ষগুণের মধ্যে এ গুণ,
যে শুণে মা অমর্য তরি,
(তুমি) রাজ্যবিকার আপনি নিয়ে,
ধর্ম্যধিকার দিপে ছাড়ি।
(তাইত) মোরা অধীন হয়েও,
স্বাধীন রাজ্যে বসত করি,
(কেমন) পুক ঠুকি করিয়ে গো মা,
ধর্ম্মরাজ্যে চলি ফিরি।
কৃষ্ণ গ্রন্থাদি রাজ্যরাজ্যের,
কত কথা শুনি পড়ি (মাগো)
তারা নাকি আপনা ধন্য মানায়,
লোকে শাসন করি।
তুমি কিগো পারতে না মা,
(সেরূপ নিতে ধন্য কাড়ি, (তবু)
সেই অনুরূপ করলে না মা,
স্বরূপ ধর্ম্মের মর্য্য ছাড়ি।
ধনের দ্বীন যে ভারতবাসী,
এ জন্ত কি ভাবনা করি, (তুমি)
মনের ধন যে মনে রেখেছ,
এই গুণেই সব পাশরি।
ভারতের মনোরথ পূর্ণ,
দেখ গো ভারতেশ্বরী, (বলি)
চৈ থাক মাগো তুমি যুগযুগান্তর রাজ্য করি।
পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ,
জন্মে এ প্রার্থনা করি (মাগো)

যে ধর্ম্মে রক্ষিছ তুমি,
এ ইউক তোমার রক্ষণী।
(তোমার) রাজত্বকাল অর্দ্ধশত,
গত দেখে আশা করি, (মাগো)
শত বর্ষ পূর্ণ হলে আবার দ্বিগুণ আমোদ করি।
(হবে) জুবিলিপূর্ণ বিশই জুন,
তখন হবে গ্রীষ্ম ভারি (তাই)
ভারতবর্ষে মনের হর্ষে,
জুবিলি ষোলই ফেব্রুয়ারি ॥

—
পিতৃ—ধররা।

বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মরূপাহি কেবলং
পাইলে ব্রহ্মরূপার বিন্দু হইবে নীতলং।
হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক হবে মোরতে আকুল,
জন্ম রূপাঙ্গনে অবশ হৃদয় হইবে সবলং
জীবনের যত পাপতাপ ভার,
ব্রহ্ম রূপাঙ্গনে হবে ছারখার,
মরণ দৃষ্টিবে জীবন পাঁচিবে, হইবে নিশ্চলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
উখলিবে শ্রেম-সিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিয়ে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম রূপাঙ্গনে,
কি করিবে শোক তাপের আঙুনে,
কালী কয় বল কর সেইগুণে হইও না বিকলং ॥

—
কীর্তন—ধেমটী।

ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই।
নামের বালাই লয়ে মরে ঘাই ॥
নামে পাষণ গলে, ভাসে জলে,
মরলে নবীন জীবন পাই।
নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর শ্রেমোদয়,
(যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয়,
এ নাম স্বর্গমন্ড্য পাণ্ডাল ছেড়ে
হৃদয় স্বরে করে ঠাই।
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল,
আলোর কাছে আশার যেমন তেমনি অবিকল;
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর
জন্মে কতু ভনি নাই

নাম নিতে মিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল ।
এই নাম নিয়ে বাচ কিম্বদন্তি ছুটেই ক্ষতি নাই,
এই নামের ঠাটে, আধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য উদয় হয়ে, শুভদিন ঘটে ।
নামে যমকে যেমন ববে ধরে,
মানে না সে ডাক দোহাই ॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠক ।

ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ-বিক্রমপুর। ইহার রচিত
গীতগুলি অতি মনোহর এবং ইহার রচিত সুব
“কৃষ্ণকান্ত পাঠকের স্মরণ” বলিয়া প্রশিদ্ধ। ইহার
রচিত গীতগুলি দক্ষিণ-বঙ্গসঙ্গীতগণের নিকট বড়ই
আদরপ্রিয়। পাঠকতা ইহার ব্যবসায়। বয়স্ক্রম
প্রায় ৬০ বৎসর।

যারে মন দিলে মন পাইতে পার
তারে দিলে কৈ ।
আমি হলেম আমার মত
তার মনের মত হলেম কৈ ॥
মনের আগুন মনে জানে বলব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কৈ আছে
যে বুঝবে মন তারি কুপার ভাজন
যোগ্য হলেম কৈ ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বিনতা-নিবাসে,
হৈল প্রায় কাল শেষ,
দেখ মন শেষমঞ্জ্রে কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে,
সে দেশে যাওয়া হলো কৈ ॥
সাপু যে জন দিয়াছে মন তারি চরণ পাশে,
ও সে রসের পাখার, নিয়ে সঁতার
প্রেম-তরঙ্গে ভাসে ।
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, সেও যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কান্তরে দেখ কুতান্ত তোর পাছে ।
কি তোর আপন লোকে সব হারালি,
আমার দেশে আলি কৈ ॥

প্রেমের দাগ মাখা রাগ
অন্তরে যার তার তুলনা কৈ ।
নয়ন মন তার কাছে কাছে
সে বিনে প্রাণ বাচে কৈ ॥
আছে কিনা আছে যেন এদেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রপের সনে হয়েছে মিলন
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছাড়া তার নহন
দুচেছে তার অলৌকিক আচার বিচার
লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার
সদায় আছে কাজে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার
সে বিনে কে আছে কৈ ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত ওব অনুরাগ,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে
দিন যামিনী বাগে,

নরুপ রাখে অন্তরে ভাইরে
লোকের কাছে বলে কৈ ॥
গোসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে
কান্তরে তুহ মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এখনো রাগের অন্তরে হলি কৈ

জানি কার রূপমাগরে ব্যাপ দিয়েও গৌর হয়েছে
তারে ধরবে বলে ব্যাপ দিলে,
থাই পেলে না নদে উঠেছে ॥
কারে জানি বাসতে ভাল, সে মনের মত কি
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না কল, তাইত বিফল,
অন্তরে ওর দাগ লেগেছে ॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমালনে দম্ব হৃদয়, নয়নে নিশানা আ
নাইকো ওর হৃৎকের অন্ত, হয়েছে পথ প্রায়
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন গুরুতে আছে;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজীবন তাবত আছে ॥

যার যার যে রূপ উদ্ভব হয় মনে,
সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ,
সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই ॥
আমার আধির বাসনা, ঐরূপ হেরি পলকে পলকে
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে,
রসনার বাসনা স্নান তীরে চাকে,
শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই ॥
অতি দূর কুল, আশা পারের পার,
সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ ॥
অন্ন স্থখ যেমন অগ্নি জলচয়,
কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন,
বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই ॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোর বলি,
এবার ভবে এসে কেবল কয়ে বয়ে গেলি,
সকলি করিলি, কাজে শূণ্য হ'লি,
ঐরূপের চরণে মূরণ নিলি কই ॥

খোঁজে তার কোন স্বরূপে
মনের মাহুষ মিশে গেছে।
ও তার পায় না দেখা, তাইতে একা,
দেখার লেগে কাঁদতে আছে ॥
সে মাহুষ পাবার আশে, ভ্রমিছে দেশে দেশে,
শুদ্ধ রস প্রেমাবেশে রাগ নিরাছে,
নাহি ভঙ্গ রাগে মাখা অঙ্গ,
অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে।
সকলই রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছ প্রচার,
রাগেতে তার সনে তার মন মিশেছে ;
যদি না মিশে মন, কেবা এমন,
কার লেগে কবে কে কেঁদেছে।
যেন এ অঙ্গ নয় ওর, ভাব-তরঙ্গে বিভোর,
হেন ভাব-ভ্রমে কায় কে গড়েছে ;
ও তার মনে বাধা, কয় না কথা,
অন্তরে (প্রেম) কাঁটা ফুটেছে।

যায় যেন যায় কি না যায়,
চায় যেন চায় কি না চায়,
হেঁটে যায় তাই যেন ধরাই পড়েছে ;
কান্ত কয় তার লেগে মন, করে এমন,
তারে বিনে জীবন মিছে ॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইহার জন্মস্থান ২৪ পরগণার বেলাঘরিয়া গ্রামে।
পিতার নাম শ্রীমাচার্য চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৮ সালে
জন্ম। এক্ষণে ইনি হাওড়া বোর্ডার চিকিৎসা ব্যব-
সায় করেন। ইনি স্বভাব কবি; ইনি আপনিই
সঙ্গীত রচনা করেন, আপনিই গান, আপনিই
তাহাতে বিভোর হন। ইহার সঙ্গীতের একখানি
সুন্দর পুস্তক আছে, এবং কোনও কোনও সাময়িক
পত্রে ইহার ছই চারিটি সঙ্গীত প্রকাশিত
হইয়াছিল।

মিথিট—একভালা।

ভঙ্গ মন, হর শব্দর বিবেখর দিগম্বর ত্রিলোচন।
আসিঙ্ক সংসার-মায়া-কারাগারে,
ফের দস্ত ভরে কি কারণ ॥
বেষ্টিত এ কারা মায়ার প্রাকারে,
পিশাচী পিশাচে রক্ষা রক্ষা ধারে,
হর-কপা বিনা এড়াইবি না রে,
এ যে শমনে করে শাসন ॥
দাঁর জটাভূটে পতিত-পাবনী,
সে হরে ভক্তিভে কেন অভিমানী,
যাবত সন্তান কর তাঁর ধ্যান,
শিব সেবা বিনে নাহিরে মোচন ॥

পরজ—রাঁপভাল।

আর সহে না এ জীবনে, বিষম যাতনা।
কতদিনে অভ্যাসে করিবে মা করুণা ॥
হয়ে বাসনার বশ, লাভ হল অপবশ,
সেখানে অমিত্য রস, নিত্য বাড়ি ভাবনা ॥
লোভে হয়ে নিমজ্জন, করি পাপ উপার্জন,
মোহ দোষে পর বশে, সহি এত লাঞ্ছনা ॥
দহা যেন কারাগারে, থাকি আমি সে একারে,
আমি কে পালি কাহারে, মনে হরে ধারণা ॥

চেতিয়ে চেতনা নাই, মাৎসর্য্য অতি বালাই,
ও শ্রামা ডাকি মা তাই, দেখি চলে চেতনাই ॥

বিখিট-বাংলাজ—আড়াঠেকা ।

আর কার দোষ নাই, আমি নিজের মাথা
নিজে ধাই (ওগো) ।

বাঁশের বাঁচার বাসা ক'রে কতে চাই বাদসাই ॥
সকী ছজন কজন তারা, পড়ি যেমন পড়ায় পড়া,
(হার), বুঝতে গেলে দেয় যে জড়া,
ওয়ারি ত বালাই ॥

মত্ত হয়ে নিত্যরসে, ও কটাকে রাখলে বসে,
কাটত কাল মুখে বসে, এখন ভাবি তাই ॥
কুমন্ত্রীর মরণা শুনে, জলি সদা মনোমুগ্ধে,
বল গো বল কি শুনে, এ জালা এড়াই ॥
এসের হাতে হ'তে মুক্তি, দ্বিজ চন্দ্রের এই যুক্তি,
হরি পদে রাখ ভক্তি, তুলো না আর
আশার হাই ॥

কেনারা—আড়াঠেকা ।

কেশ! আছ ওমা তারা, ভবের স্বরণী ।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, উমা কাকনবরণী ॥
তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দন ভব,
বিষমাতা নম্র তব, শরণাগতপালিনী ॥
তুমি গো নিত্যপ্রকৃতি তোমাতেই সৃষ্টিস্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্রিতি, অমরকল-দলনী ॥
তুমি আকাশ প্রকাশ, তুমি গো চপলা হাস,
প্রলয়ে মা তুমি ভাস, হয়ে অনন্তশায়িনী ॥
পরা গন্ধা ব্যারণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিব্যানি, মহেশী স্ট্রী সর্ব্বাণী ॥
তুমি পুষ্প পরিমল, অক্ষয় জীবনকল,
রিপু ঋতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জন্মী ॥
মৃত জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিন্ন ভাবি তাই,
চন্দ্রে অস্ত্র দিও ঠাই, (মা)
পাই যেন পদ দু'খানি ॥

কালারুদ্রা—একতাল।

ধন মিনে হল মা যে পর উপকার ।
কৃপা তবে এসে ছিলো কৃপা অঙ্গর আবার ॥

হা বিহু বার অস্তর, পরদুঃখেতে কাতর,
অশ্রুভাবে নিরস্তর, সেই করে হাশ্যকার ॥
রূপণ নির্ভর বার, ধনে মানে বাড়ে তারা,
দাতা হয় দুঃখে সারা, এই কি ভব বিচার ।
তত্ত্বের দলপতি, তাহারে কর ভূপতি,
তব পদে বার মতি, অশেষ দুর্গতি তার ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতাল।

ক্ষেপালি গো এ ভাবগর্বে তাতে ভাবি না তত ।
ছেলে বুদ্ধি বলে ভাবি মা
পাব মা মা তোমার মত ॥
দুবো বত অগাধ জলে, কাদবো তারা তারা বলে
নিবি কি না নিবি কোলে,
ভাবি যে তাই অবিরত ॥
ভবে যে মায় দিবে ম্যানা,
সে তোমায় নিতে দিবে না (মা গো মা),
এ মায় তোমায় চেনা, ভ্রান্তি তায় মা হবে কত,
এ মায় তোমায় ভেলাভেল, কালে ঘটাবে বিচ্ছেদ,
মা যখন মা করবে খেদ, সব মা তোর অঙ্গপত ॥

ভৈরবী—একতাল।

দুরায় প্রাণাত্য ওহে রমাকান্ত একান্ত বাসনা ।
দুস্তর সংসারে ছ'রখিতে খেরে
দিত্তেছে বড় বাতনা ॥
ভাক্রা তক্তিকু ছিন্ন জ্ঞানগুণ,
নাহি পূর্ণাবান, শূন্ত আছে তুণ,
সাধিনে সংগ্রামে হইলে নিপুণ,
মরবে বাজে বেদনা ॥
স্বপ্নে হে নাথ হইয়া সাগরি,
বধি কর ধীনে ত্রীচরণে রথি,
কার সাধ্য করে চন্দ্রের দুর্গতি,
রবিস্ত তুতে ছুঁতে পারিবে না ॥

রামপ্রসাদিসুন্দর—একতাল।

মা আর ভাবিব কত ।
এ যে তবের ডাকনা বিধন বাতনা
প্রাণ হ'ল ওজাক্ত ॥

যখন শৈশবে ছিলাম অজ্ঞান,
ভাবনা ছিল কি না ছিল না সে জ্ঞান,
একি যৌবনাবধি, দেখি নিরবধি,
ভাবনা অপার জলধি মত ॥
এ অনিত্য চিন্তা বিষয় জড়িত,
ভাবনী চিন্তায় করেছে বঞ্চিত,
এবে শিবে কর করুণা কিরিত,
শমন হ'ল আগত ॥

খিখিট—একতাল।

মন, মজরে মজরে ভজরে ভজরে
ঐ নীলকান্ত মণি বাঁশরী-অথরে ।
সুঠাম চরণে গজেন্দ্র গমনে,
রুণুঝুঝু বাজে নৃপুং সযনে,
ত্রীপদ করণে রবি শশী গনে, মিশিল লাজ তরে
দেখরে চিকণ কাল বরণ,
বে রূপেতে আলো করে ত্রিভুবন,
বামে মূহু হেলা মননমোহন, ভক্তজনমন হরে ॥
নবজলধর কদম্বের মূলে,
বিভূষিত নানাবিধ বনফুলে,
মধু শোভে ধায় গায় অলি ফুলে,
তড়িং জড়িত হাসি ওষ্ঠাধরে ॥
পীতবাস পরা পীত ধড়াধরে,
শুচ্ছ শিখী পুচ্ছ শোভে শিরোপরে,
চন্দনের বিন্দু ললাট অথরে,
উজ্জ্বল কোমলত হৃদোপরে ॥
প্রবণ কুণ্ডল করে ঝল ঝল,
নয়ন কমল, করে ঢল ঢল,
নাসাগ্রোতে মতি অতি নিরমল,
করেতে কলর কি কিরণ ধরে ॥
বিজ চন্দ্র বলে শ্রামহুন্দর,
এ হীন জন এতি রূপা কর,
হর পাণ হর, হর তাপ হর,
নিরন্তর বিরাজ কর অন্তরে ॥

হলতান—আড়া ।

অবকারে তুমি কর সগাকারে হেরতান ।
যারেক তাব দাবে ঐক্যবশে ধরিয়া শমন ॥

রহ ধন অলঙ্কার, বার ত্রেজে অহঙ্কার,
বল হে সঙ্গে তোমার, বাবে কি সে সব ধন ॥
পীড়া দিয়া পর মনে, আছ মন্ত উপার্জননে,
সামান্য ধনের ধ্যানে, সত্য ধনেতে নির্ধন ॥
ক্লেধ মোহ মদে মন্ত, ভুলে গেলে আসল তত্ত্ব,
হারাইয়া সুখ-বস্তু, কলুষে কর ভ্রমণ ॥
বলেছে বুঝি-হে কেহ, তোমার ও অক্ষর দেখ,
তাই ইহ লোকেরে মেহ, আশ্রহবে বিচেতন ॥
কিন্তু জানিবে নিশ্চয়, নানা ধন জন রয় ;
তথাপি এ দেহ হয় অবশ্য পতন ॥

ইশ্বর কলাপ—আড়া ।

আমি নিজের তত্ত্ব বুঝতে কই পারি ।
আমি কে, ছিলাম কোথা হে,
কেন হেথা, বাব কোথা বলতে নারি ॥
দেখুতে পাই দেহে আছে মেহ মায়া,
আছে পিতা মাতা পুত্র কন্যা জয়া,
জ্ঞাতি বন্ধু যেন অঙ্গ সঙ্গে ছায়া,
আমি সবায় আমার আমার বলে সারি ॥
বানাই স্বর বাড়ী সাজাই মনের সাথে,
অনিত্য এ দেহ ভাবিনা আছানো,
মরে প্রতিবাসী জ্ঞাতি তার কানে,
আমি তা দেখেও ছাড়ি না আরি ॥
ভোজের বাজী বস সংসারের খেলু,
ফুরিয়ে যাক সব হলে শেষ বেলা,
তখন যোগনিদ্রা-যোগে নিদ্রা হবে মেলা,
আর তারবে না সে ঘুম যে ভারি ॥
বিজ চন্দ্র করে মনে আকিঞ্চন,
বে ক'দিন ভবে করিব বাপন,
পরব্রহ্ম পদে থাকে যেন মন,
মৃত্যুকালে হরি বলে দেহ ছাড়ি ॥

বেহাগ—একতাল।

দেহ বিষয়ং ভাসে ।

সকলি কারণ, বুঝি না কারণ,
কিসের মিলন, কিসে প্রকাশে ॥
ভেসে ভেসে বাই, আমি কত হাঁই,
অকুল পাথার, কুল যে নাই ॥

আমি কোন জেনে, পান সেই জেনে,
কলি সাকর, কলি বা সাকর।

বেহাগ—একতাল।

করে খেলা ততই খেলাই।

কি কারণে আমি, কেন বা একাশি,

একানিত হয়ে কেন সুকাই।

এই দেখি পিতা, মেহমরী বাতা,

মেহের জন্ম সাধের বনিতা, সঙ্গে সঙ্গে থাকি,

হরে মাখামাখি, ওখাপি কেন হারাই।

কিবা হুখ হুখ, কিবা মেহ মারা,

কিবা হিংসা ক্রোধ, করে বলি দরা,

বুঝিতে না পারি এ মারক মারা,

আমি যে বেল বুঝাই।

লিঙ্গ—বখান।

আমি প্রেম সান্নিধ্যে যেস বেড়াই ক্রী,

দুহরে বাহিরে সন্ধ্যা সেই প্রেমে লিপ্ত হয়ে রই।

প্রেম যে মাঝে নয়, প্রেমে হুটি হিটি নয়,

প্রেম ছাড়া কে কোথা রয়,

প্রেম বিহীন হুটি কই।

কি আমি কি বিশল হই, মন আকুল একাশে,

দরত নিশিভেয়ে যে প্রেমের আশে মিলন বই

হিটিতে মিলিতে হবে, বিলাসে মিলন হবে,

মিলন আশা মিটবে আর,

মিলনে যে প্রেম ছাড়া বই।

বাগদাদী—একতাল।

কি কারণে আমি, কেন বা একাশি,

একানিত হয়ে কেন সুকাই।

পাই বড় বাজনা।

তাল তেলে কলি হুখ তা তলে আর,

জানাইল পান পাতি কোথা আর,

না বুঝি কলি কলি একাশে,

জানিবে পান করিতে পারি না।

সহ মনে আর কি মন মালার,

কিবা আমি কলি কলি মিলার,

কলি কলি কলি কলি কলি,

কলি কলি কলি কলি কলি।

বাগদাদী—হুটি।

সংসার-সাগরে ডালিহ এ বেহ-তরীখানি,

কিসের অবকার জেনার কিসে এত অভিমাদী।

এ নৌকা যে কানে পড়া, তার সব শুনি বড়া,

অরা এ সিন্ধুতে চড়া, নৌকা থেকে ভাঙ্গে আনি।

আছে তাহে বিয় বাড়, বৈরি, তরক বিভন,

কাল বজ্র ভরকর, নিত্য দুবার তরনী।

এই বিগম প্রবাসে, তর নাহি কর বাসে,

রিপুবেশে অনারাসে, জেসে হও নানা স্থানি।

দেখিহ শুনিহ নিত্য, হেখা কিছুই নহে নিত্য,

অনিত্য সব ভাব সত্য,

দেখেও ত হলে না জ্ঞানী।

বাউল সঙ্গীত।

মেহ-তরনী আমার নটী ছিন্ন তার।

ভবের গাকে তুফান তারি পাকুনা দিরেবার।

গোঁগার গাড়ী ছ'জন আছে,

দিক্ বিদিক্ নাই তাদের কাছে।

মাল পাগেতে ডুবায় পাছে, মরি ভাবনার।

মন মারি যে হুচোক কানা,

হাল কিরাতে সে আসে না,

হুপথ হুপথ নাই কো জানা, গাড়ীর সঙ্গে বার।

গুরু-ভক্তরূপ পালে, হিঁড়ে কেনে মধ মাজালে,

ক্রোধ ভাঙ্গে তবির হালে ডালি নিরাজল।

দরা ধর হু-বাড় ছিল, মাংসদ্য কেটে ফেলিল,

লোতে এ নার পাতি দিল মোহে মাল চাপার।

কান করে সে রসের খেলা,

সংকাজে তার সবাই বেলা, এবার তুল ভেলা,

তরে তরী বহি হরি হলে রসনার।

পারক বাহার—বাগদাদী।

সই সাধে কি ভাল আমি জানি।

ভালয়ে মলিনে, ও ভাল মলিনে,

হাফে উল্লেখ প্রেম আসে।

কথা কথায়, শব্দ শব্দে,

হই কথায়, শব্দে কথায়, শব্দে কথায়,

শব্দে কথায়, শব্দে কথায়, শব্দে কথায়,

শব্দে কথায়, শব্দে কথায়, শব্দে কথায়,

শব্দে কথায়, শব্দে কথায়, শব্দে কথায়।

কালো-কালিনী নামটি পেয়েছি,
কালো করেই রাজল।

বাঁবাঁক—কাতরানী।

যারে হেরিলে আঁধি বর পুনকিত।
তারে বাগিতে ভাল কিসে অনুচিত।
লইতে সুসলজ্ঞান, কেবা ভাবে অপমান,
অমৃত করিত পান,—কে নহে বাঞ্ছিত ?
কেবা সাধ নাহি করে, হেম-হার গলে পরে,
পালিতে বসন্ত দুতে,—হর কে লজিত ?

কিচিট—মধ্যমান।

প্রেম যে কি যায় কি আনা বিচ্ছেদ না হলে।
প্রথমে জুড়ায় প্রাণ বিরহেতে জলে।
প্রথম পূর্ণিমার জ্যোতি, বিরহেতে সন্তাপ অতি,
প্রথমে অমৃত ঢালা বিচ্ছেদ মাথা পরলে।
শেষ সাক্ষা সন্মোহনে, পত্র হাসে রবি করে,
অযোমুখী দেখি তারে, দিবাকর অন্ত গলে।

বাঁবাঁক—চুঁরী।

যে আপন ভাবে না তারে কেন ভাবি আপন।
বতন যে নাহি করে তার কিসের বতন।
আমি ভাবি সে আমার, অন্তরে বাসনা তার,
একদা স্বভাব তার, তারে কিবা প্রয়োজন।

বাঁবাঁক—একডালা।

কে জানে সজনি প্রেম-দায় প্রাণ যায়।
দুখের কারণ প্রথম হৃদয়,
কে জানে এমন মরল তার।
লজিতে রক্ত, করে আকিকন,
পরল করিহু এতীত পালক,
বড়োই দায় কহি কি এখন,
কোন এক প্রাণের পায়।
সত্যের সত্য কি সত্যি বল না,
সে পত্র লিখিলে সুখের সন্ধ্যা,
সত্যের পত্র লিখিলে শুধু এক বাতায়,
সত্যের পত্র লিখিলে শুধু এক বাতায়,

বেহাগ—কাতরানী।

কামিনী রজনী পোহায়, (কাতরানী)
আঁধি হলো ছান ভেসে যায়।

মনের আশুন তরু নিবে না যে তার।
প্রথমে জুড়ায় জানে, সে জনে নীপিরে প্রাণে,
পড়ে বিচ্ছেদ-তুফানে, যদি মরম বদায়।
সে যদি আশাবে এত, ছিল কেন অকৃত,
বাঁহাতে ছিল অমৃত পরল উঠিল তার।

দুখ কচিট—কাতরানী।

সে তারে বতন করে যে তার অনোমতন।
শশী তোবে কুমুদীরে রবি কমলো মিলন।
জলদে চাউক তোকে, মধুমাংসে মধুমাংসে,
পতঙ্গ কপালদেবে, প্রাণ দিয়ে তোকে পানক।

নাহানা—বেহটা।

আমরা সব বেঁটের ঘেরে বাড়ের ব্যথা ভাল করি
হয় যে রসিক হৃদয় কিনা যারে পায় সে বড়ী।
ঝোলাতে টোটকা রেখে, পুড়াতে বেড়াই তেকে,
মনের মডন রোগী কেখে কোচাটি ধরি।
যদি হয় বনার ছেলে, বাঁগুরাই ডির জেজে জেজে
সে আপন জন সবার কেনে,
গোপার ঘোলের কড়ি।

গজাধর চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা বহুবাজার শাখারীচৌধুর ইংলিশ
নিবাস ছিল। 'গজাধর' নামক ইংলিশ একপাশি
পুস্তক আছে। 'গজাধর' নামক বহুবাজারের
কারের ইনি বড় বিখ্যাত। তিনি পাঁচ বৎসর ইংলিশ,
ইংলিশ যত্না ইংলিশে। নবীন রঙ্গার ইংলিশ কবিতা
এসিতিছিল।

বাঁবাঁক—দুখ।

কলসে কলসে বাঁধা বেহাগ,
পাই না তার অংকন
কলসে কলসে কলসে কলসে
কলসে কলসে কলসে কলসে

মন্দের মানুষ যদি পাব, লক্ষ্মকমলে বসাইব,
মন অলে খোয়াব চরণ।

(ওগো) ফের-হুবা মিথি কিয়া (গো)

তারে করাব জোজন।

মনের মানুষ পাবার লাগি,

শিব হয়েছে সর্বভাগী,

করে সে খশানে গমন (গো)

(ওগো) সে অধর ধরা বায় না ধরা,

তারে খেঁচে গোপীপদ ॥

মনের মানুষ কোথায় পাব,

পেলে মনের কথা কব,

জুড়া'ব তাপিভজীবন।

আমার ক্ষে আত্মা, মন, প্রাণ গো

তারে কর্বে সমর্পণ ॥

মনের মানুষ শরীর গোড়া, ন'দেতে পড়েছে ধরা,

করে তার করল ধারণ।

(ওগো) দিল পদাধর কর, গুরু পদে (গো)

বেন থাকে আমার মন ॥

রাইগঙ্গানী নুব—একতাল।

জবের বাঁশবাঁজি করে,

ও মন সাবধানেতে, বাও রে ভরে ॥

পরমান্দ-দড়ির উপর পা'কেন রে বীরে বীরে,

কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার,

বিচার-বাঁশটা কর ধরে।

কর্তব্য কর্ণেতে নাহ, উৎসাহেতে বারে বার,

বেন মাখার কম্বলী ও রে মন,

বেন ধর্ম-কলস ধার না পড়ে,

পাপ-সিঁহলে পা-টা সরে।

আমার মনের কোবাই দিবে, বাজি কর হুরে দিবে,

ও মন এড়াবি মরণ-ভরে,

ভেঁকি লাগবে শমনেরে ॥

বায়ন-বায়ন-নুব—ধেমতী।

কর সাধা মন-অঙ্গ, মন-তরি আশ্রয়।

কি রে কর পার ॥

হবে, কুসতি কর, হইবে সকার,

কি রে কর পার ॥

কি রে কর পার ॥

হে স্বাক্ষর-পাশ চড়াতে, খাইবে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারী মাঝার।

অল উঠে ছিড়ে দিবে তাঁর ॥

হে জাঙ্গল বিচার-হাল, ছিড়ে খেঁচা-পাল,

পাপরূপ পাকনা অলে বুঝার অনিবার।

তবে ভয় তরি বাঁচা তার ॥

হে শোচনা-কুস্তীর কোড-হাক্কর-আকার,

ধরি তরি অঙ্গ তাঁরা করিছে আহার।

হই সারা তাহে একেবার ॥

হে করুণা-বাতাসে মাখ করে হে উদ্ধার,

কমা-কূল দেও এতু চরণে তোমার।

ভবকাণ্ডারী হে কর পার ॥

কালোজ্ঞ—ধেমতী।

যদি চাস মন অগতের ভালবাসা পেতে।

খুলে দে রে প্রেমবার অগ্ন-মাঝেতে ॥

বিভরি প্রেম রতন, শাখা বীজ চৈতন্য,

দেবতা বলিয়ে পণ্য, হলো ভূতলেতে ॥

পশিলে পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,

প্রবান বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—

প্রেমমণি লুপে বা'র, পরশেছে একবার,

রূপের কি হয় তাঁর ভুলনা চানতে ॥

পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাড়ির
এসিদ্ধ লাল। বাবুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি
রাজা এতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র। সাত আট বৎসর
হইল, ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

আলিরা-বাঁশজ—একতাল।

মন যে আমার হ্রদে হরি।

কিসে এ দোলা দিবারণ করি ॥

হেরে ভবদীর তুলান, হ্রদেছে মাখ ভরুভরী।

এখন খেরা বাটেতে ডাব্বি কল,

এস হে পারের কাণ্ডারী।

বীশ পূর্ণচন্দ্র কবে, কিসে ডাকিবে হাসি ধরি।

কলসের পানে দিবে

কি রে কর পার ॥

গোড়সারক—গাড়াঠেকা ।

কেন প্রভু দ্বীন জনে হইলে নিময় ।

না দিলে ভকতি হরি কি দিয়ে তুবি তোমার ॥

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বল ডুহুতরী সাজাইলে,

পাপ পূণ্য ছুটা, সৃজিলে সাগর ;—

মোহপাল আশুপবনে, ছুটা দাঁড়ির মিলনে,

ডুহালে পাপ সলিলে, পুণ্ড্রশ্রেণের ছন্দ ।

নিমাইচরণ মিত্র ।

ইনি রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন ।

তৎকালে ইহার গদ্যভঙ্গি আগেরের সম্বিত ব্রাহ্ম-সমাজে গীত হইত ।

আলোরা—আড়াঠেকা ।

লোকে জিজ্ঞাসিল বল,

আছি ভাল প্রাণে প্রাণে ।

কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্ধতি দিনে দিনে ॥

লারাহুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাধি,

ভাল কর অবস্থিতি, তেনার সহায় জীবনে ।

মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মাথার কেন ভুল,

ইন্দ্রিয় আছে সবল তত্ত্ব সত্য নিরঞ্জে ॥

এ দিন তো রবে না,

জীবন জীবন-বিশ্ব জানিয়া কি আন না ।

কণ মাত্র পরিচয় কাকত পরিবেশনা ।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,

কিচ্ছিন্ন হইবে পুন, অনিল করে চালনা ।

লারাহুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন

কিঞ্চিৎ হলে তখন, কোথায় বাবে বল না ।

মহাপ্রাণ উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,

পাতি বৈধ্য মুক্ত হ'য়ে, কর আশ্রয় সাধনা ॥

পাশাচ—চিমাতেডাল ।

কেন জোল মনে কর তাঁরে ।

যে কিছু বসন্ত পালস সংহারে ॥

সকল আশ্রয় ধর্ম, অথচ নারিক রেশ,

কলম দিয়ে প্রভু, লাল কিনি সকল ধেরে ।

কলম দিয়ে প্রভু, লাল কিনি সকল ধেরে ।

কালীনাথ রায় ।

২৪-পরগণা টাকীর মূলী-পরিবারের পাতনামা

পুরুষ কালীনাথ রায় অস্থান ১২০৮ সালে জন্মগ্রহণ

করেন । ১২২০ সালে কালীনাথের পিতা জ্ঞান

রায়ের মৃত্যু হইলে, তাহার কনিষ্ঠ সহোদর গোপী-

নাথের উপর তিনি সম্পত্তির রক্ষাবেক্ষণ-ভার স্তম্ভ

করিয়া যান । বিশ বর্ষ বয়স্ককালে কালীনাথ বিশাল

জমিদারীর কর্তা ও অধীশ্বর হন । রাজা রামমোহন

রায় ও বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত ইহার

বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল । কলিকাতায় আদি-ব্রাহ্ম-

সমাজ স্থাপনের ইনি একজন প্রধান সাহায্যদাতা

ছিলেন ; এমন কি, উক্ত সমাজ-বাটার ধরিয়া

কোবালায় ক্রেতাগণের মধ্যে কালীনাথের নামও

লিখিত আছে । ইহার বহু সমস্তুতান ছিল ।

সঙ্গীত-বিদ্যায় আলোচনার ইনি বিশেষ প্রীতি

লাভ করেন । ১২৪৭ সালের ২৮-এ অগ্রহায়ণ

উলচয়ারি বর্ষ বয়সে বরাহনগরের বাটতে ইহার

গম্ভীরান্ত হয় । পুত্রসন্তান না থাকায়, ইহার সম্পত্তি

ইনি ভ্রাতাদিগকে উইল করিয়া দিয়া যান । মূলী-

বংশের শেষ উন্নতি ইহার সময় সাধিত হয় । টাকীর

মুদ্রাসিক জমিদার অশেষ গুণাবার রায় জীবনীভ্রমণ

চৌধুরী এম-এ বি-এল,—কালীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ।

শব্দরা—আড়াঠেকা ।

ভুলনা ভুলনা মন, নিত্য সত্য সদাশ্রবকে ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে, অবলম্ব করি থাকে ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকার, বিনি ব্যাপ্ত চরাচর,

সে পদার্থ সারাসার, নিরন্তর জ্ঞান তাঁকে ।

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,

জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মত্ততাকে ॥

বেদাঙ্গ—আড়াঠেকা ।

কণমিহ চিত্তা কর, সব বরুণ নিরঞ্জন ।

তাজ মিল কেহ বর্কি, বর্কি হবে নিপুণ ॥

সমুদ্রের বিধি জাল, পত্নীতে নিষাদ কাল,

সেল কাল অন্তকাল, তাব রে এখন ।

সাহায্যে উৎপত্তি বিত্তি, সাহায্যে অলিঙ্গিত

এ জোর বেদান্ত বিত্তি ধরে মত্ততাকে ॥

বেহাগ—আড়া ।

কালী ষটালে কি দায় ।

হরিয়ে যৌবন মন রহিল কোথায় ?

আমার অন্তর হ'রে, রহে অন্তরে অন্তরে,
নিরন্তর সে অন্তরে, ধরা নাহি যায় ।

চায়ামট—তেওট ।

কেও দাঁড়য়ে তরুণের মূলে বর্কনটবর হাঁদে সই,
সুখান্ত ভাঙ্কর, তার পাদপরে ॥

পীতবাস শূশোভিত, মেখেতে যেন স্থির তাড়িত,
বনমালা বিলালিত, কিবা শ্রীবৎস শোভে হৃদে ।
অপাক ভঙ্কিতে তার, মজার কুলসহ অবলার,
বাঁকা মোহন চুড়ায় আর, বাঁশী গভীর নাদে ।

ললিত—আড়া ।

ওগো ভুজঙ্গিনি রাশে, ফণা আবরণ কর ।

মান-মণি হারায়ে, হবে গো রোদন সার ॥

সে চক্রিকে চক্রে ধরা, ত্যজ গো গর্জ্জন করা,
হও-কুণ্ডলী আকার, ওমসি ওম সম্বর ।

বেশ মল্লার—সধামান ।

চল মা চল মা সৌরি, গিরিপূরী, শৃঙ্গাগার ।

মা হলে আনিতে, উমা, মমতা পিতা মাতার ॥

ওব মুখ্যত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অশ্বে, বিলম্ব সহে না আর ।

তোমার বিরহ-অসি,

অহরহ ছুঁবে পশি করয় ছেদন,

তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হয়ে প্রবল,

সিদ্ধুরে প্রবেশিল, মৈনাক ভ্রাতা তোমার ॥

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

কই মা ওনরা বলে আনতে আমার গিয়াছিলে ।

দেখ মা, আপনি আমি, এসেছি জঁদৌ বলে ॥

কৈলাসবাসিনী বড, তারা আমার বলে কত,

মা হীনা কস্তারি মত, কাদি মা বসি বিরলে ।

ত্রিপথগামিনী সঙ্গে, কলরব

করে রঙ্গে সঙ্গে আমার,

একে সে ভালব ছোলা, তাই সে গড়িয়ে আলা,

একটি মনে রাগা, একমুখে রইলে কুলা ।

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

গিরি, গণেশে আনগে প্রথমে ।

সেই হৃদয়লে আমার, মঙ্গলা আসিবেন ক্রমে ।

বোধনেতে সম্বোধন, প্রতিপদে পদার্থণ,

পঞ্চমীতে আবাহন, ষষ্ঠী সংগমে ॥

ভৈরবী—টিবাত্তালা ।

রণমাঝে কে রে, কাল পরে, কাল কামিনী ।

মহাকাল, কালরূপিনী, একাকিনী গভীর নিনাদিনী

নরশির হার, গলে লোলে কিবা শোভা ও বামার

মুক্ত কেশভার, জিহ্বা হবিস্তার, কিবা দেখ আর,

নাহিক নিস্তার, ধরণে বামার, চরণ দুখানি ।

একাকিনী, গভীর নিনাদিনী ॥

ছায়ামট—তিওট ।

এমা, কালিকে, কালভয়-নাশিনি,

কালধরণি মহাকাল কালনাশিনি ।

করাল বদনা, বিকট মশনা,

লোল রসনা, আর কুধিরে মগনা,

শিবে শবাসনা, তারিণি ত্রিনয়না,

বিবসনা, যোর নিনাদ-কারিণি ।

ভীমে ভয়ঙ্করা, ভৈরবি ভবদারা ভবভয়দারা,

আর, নিপুণনাশিনি তারা,

অহর সংহারী, অহর পরাংপরী,

অসিধরা,—শঙ্কর-মন-বিলাসিনি ॥

সাহানা বাগধী—আড়াঠেকা ।

ভবব্যাপি যন্ত্রণা, কতই সব বল না ।

এই কথা বলি তোমায়, সয়না প্রাণে আনিগেণি

নিজে মূর্খ কর্ত্ত্বহীন, শরীর হতেছে কৌণ,

কালের বেশ গেল মা দিন, সাধনা তার হ'লনা ।

মা, তোমার চরণ দুখানি, ব্যাধির ঔষধ আনি,

তব নাম নিস্তারিণী, করো না মা বকনা ॥

আড়ানা বাহার—জলহুত্ভালা ।

নিজ বাহ বলে রাজ্য, করিলে বিস্তার ।

সংগ্রামে অনেক দ্রিপু করিলে সংহার ॥

রিপুশূন্য হলো ধরা, প্রাণে কুলোক ভরা

বাহার করি পরাংপরী করি অস্তর ॥

কিন্তু রূপে রিপূ ছয়, তোমারে করিয়া অয় ।
 দেহ রাজ্য সমুদয়, করে অধিকার ॥
 বৈরাগ্য অস্ত্রের বলে, রূপে বল রিপূবলে ।
 এখনো করো কোশলে, স্বরাজ্য উদ্ধার ॥
 স্বরাজ্য শাসিত যার, সাম্রাজ্যে কি বল তার ।
 পররাজ্য অধিকার, করো না করো না আর ॥
 যে দিল এ রাজ্য ভঙ্গ, বিশ্বরাজ্য কার্য তার ।
 তাব সেই সারাংশার, পাইবে স্বরাজ্য তার ॥

আলাইরা—জলদত্ততাল ।
 সংসার-সাগরে তব, মুদ্র দেহ-ডরী ।
 অজ্ঞান-সঙ্গিলে ভাসে দিবস শরীরী ॥
 দেখো থেকে সাবধান, আছে ছয় রিপূ বাণ,
 আশা-বায়ু বলবান, প্রযুক্তি লহরী ।
 হইয়া সাধন শালী, বিবেকের কর হালী,
 তোলো বৈরাগ্যের পালি, শাস্তিরজু ধরি ॥
 কাণ্ডারী করি বিবাসে, পার হও অনার্যসে,
 আত্মজ্ঞান সুবাতাসে, অবলম্বন করি ॥

সিদ্ধ ভৈরবী—জলদত্ততাল ।
 বিনাশ বিনাশ মন বিষয়ের অভিসাষ ।
 জ্ঞানামৃত পান করি, আনন্দ সাগরে ভাস ॥
 অবলম্ব করি ধারে, হিতি কর এ সংসারে,
 কলেক না ভাব তাঁরে, অনিত্যে করি বিবাস ॥

পরজ—আড়ার্টেকা ।
 বিচিتر করিতে গৃহ বহু কর মনে মনে ।
 কিন্তু গৃহ-মূল কম হইতেছে দিনে দিনে ॥
 নিঃবাস হিমের প্রায় কৃতান্ত তপন তার,
 তীক্ষ্ণ করে করে নাশ, প্রতিক্ষেপে ক্ষেপে ।
 ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
 বাবে দুঃখ বাবে ক্রেশ, তাব নিরঞ্জে ॥

এ চুসতি পতাপতি নিরুত্তি না হবে ।
 বাবৎ কর্ত্তের কলে প্রযুক্তি রহিবে ॥
 যেখানে হইয়াকল, কিন্তু মিশ্রিত পরল,
 কি কল নে কলে বল, যাতে হলহল পাবে ।
 মনে মনে হই হই, আমি আমি সদা কও,
 সবার সবার হই, সদা সদা হই ॥

অতএব সাবধান, তাজি ক্রমান্বক জ্ঞান,
 ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥

বাসেজী—আড়ার্টেকা ।
 মাস্তা বশে রসোন্মাসে বুঝা দিন বার ।
 চিত্তিলে না নিজ শিব অস্ত্রের উপায় ॥
 পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
 এখন এই মুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয় ।
 দেহ দেহী যে স্থজিল, ইন্দ্ৰিয়ে চেতন দিল,
 বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে ।
 অহুচিত মমচিত, না চিত্তিলে হিতাহিত,
 তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায় ॥

বেহাগ—আড়ার্টেকা ।
 তাঁরে দূর আনি ভ্রম সংসার সন্মুক্তে ।
 আছে বিভূ তোমা হতে তোমার নিকটে ॥
 তুমি ঈশ্বর নিরন্তর, থাক তাহাতে অন্তর,
 ভাব সেই পরাংপর নিত্য অকলটে ।
 অতএব জ্ঞান রত, অহরহ কর বত,
 জ্ঞান বিনা জয় বুঝা, দেখ সত্য বটে ॥

রায় কৃষ্ণনাথ চৌধুরী ।

ইনি কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জ্যেষ্ঠের
 আদর্শে ইনিও সঙ্গীত-রচনার এসিদ্ধিলাভ করেন ।
 ১২৬৮ সালে কিংকির্কুট চল্লিশ বর্ষ বয়সে ইহার
 লোকান্তর হয় । ইহারও অনেক সংকলিত ছিল ।

বিখিট-বাঁধাজ—আড়ার্টেকা ।
 হাইব সাগরে, আশা নশ্বরে,
 তোমারে আশীষ করিতে রায় ।
 দেশে দেশে করেছি প্রবণ,
 তোমারি কস্তা করেছে পণ,
 আশেহে রাজন, দেখিব কেমন,
 রাজাশপ নাকি হারিয়ে পলার ।
 বিচারে বলি হারাতে পারি,
 খোঁটার সিদ্ধি করিব নারি,
 আমি যদি হারি, গুরু বলি তারি,
 অটো মুড়কিই তাহারি পার

রামদাস সেন।

মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরের অনামধন্য জমীদার শ্রীমান রামদাস সেন ১২৫২ সালের ২৬শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন। তিনি বংসর বরসে রামদাস পিতৃহীন হন। খাঁড়ীতে মাষ্টারের নিকট এবং বহরমপুর কলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা; প্রাপ্ত বরসে পণ্ডিত কালীন্দ্র বোম্বাট দ্বারা মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন; এবং নিজেও অধ্যাপনার সহকারে ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। জরোশন বর্ষ হইতে ইহার বাক্যলা রচনা আরম্ভ। পরিশেষে ইনি একজন প্রথম পুরাতত্ত্বলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবায়ের প্রতি ইনি যথেষ্ট লম্বা পথ করিতেন। ১২৯৪ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ ইহার স্বর্ণলভ হইয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে ইনি লম্বা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পাঠাগার মুর্শিদাবাদের এক বড়ো সামগ্রী। গ্রন্থক বহিঃসাহিত্য সেন প্রভৃতি ইহার তিনি পুত্র বিদ্যমান।

ইহনু—মধ্যমান।

রে মন, কেন ভুলিলে সেই ব্রহ্ম নাগর্য্যে।
এই বিশ্ব মিছে তাঁহার মায়া কারণে।
তিনি ব্রহ্ম দরাস, তাঁহার কারণে হয়,
বিবাহিত আদি লয়, তাঁহার এই বিধানে।
রামদাস কবে মন, চিত্ত তাঁরে সর্জন,
তিনি অনাদিকারণ, তাঁরে জ্ঞান কণে কণে।

আড়ানা—বাহার।

বেশ সা রে য়োর মন, কাল হলো গত।
নাহি তাব তবু তুমি সেই ব্রহ্ম শাখত।
বিলি হলে যে ওয়ার, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি সার,
আর বেশ জিহা আর, মন জ্ঞান হত।
কবে বীন রামদাস, চরাচরে যে প্রকাশ,
বীর নাম স্রীনিবাস, আর বিহা বত।

আড়ানা—বাহার।

আমেরা ব্রহ্মাণ্ডের মন, কাল হলো গত।
নাহি তাব তবু তুমি সেই ব্রহ্ম শাখত।
বিলি হলে যে ওয়ার, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি সার,
আর বেশ জিহা আর, মন জ্ঞান হত।

পাপের হে, জরক উঠে, দেখে মন ভববাটে,
জবে অহি আছে মোটে, দেখনা রে মন মোর।
ধরয়ে মন সত্যজ্ঞান, তবে হবে নিত্যজ্ঞান,
একাত্ত হইয়া মন, জাব সেই বিহু সার।
দারা-সুত ধন করে, আছরে য়োর এই হিরে,
তাও আছে অহুধী, ওরে রে মন পামর।

দীপক—একতাল।

জয় জয় জয় হে নরসিংহ হরি।
করিলা কি কীর্তি তুমি রামরূপ ধরি।
জয় জয় সদা জয়, সদা তুমি হে অভয়,
তুমি হও ব্রহ্মময়, সেরূপ চিত্ত ধরি।
শুনরে অবোধ মন, বলিরে তোরে প্রতিক্রম,
সর্জন ওরে মন, বল হরি হরি।
বিলি হন হে পীতাম্বর, তাঁরে য়োর মন মন,
ওরে ওরে অবোধ মন, জাব হে অন্তরেতে ধরি।

আড়ানা—বাহার—৭৭।

মন জাননায়ে তুমি তব দিন ফুটাইল।
জাননায়ে জাননায়ে তব আঁ পেল।
বজ্র অন আদি দারা, পতল হইবে তারা,
রক্ষা করিবে যে কারা, তব সে অভিন্ন কাল।
কহিতেছে রামদাস, আমি হার দাস দাস,
তিনি কাটাবেন পাশ বিলি হন বিশ্বপাল।

নিখিলনাথ রায়।

২৪-পরমণা বনিতবাটের অন্তর্গত পুঁচা গ্রাম জন্মস্থান। ইহা বর্ষ বরসের সময় ইহার পিতা জানকীনাথ রায়ের লোকান্তর হয়। প্রায়শ্চিন্ত পত্নী-কার উত্তীর্ণ হইয়া ১২৮০ সালে বহরমপুরে নাট্য-বঙ্গ (শ্রীমান রামদাস সেনের মোটোডাক পুত্র বিশ্ব-তর সেনের পত্নী) নিকট গমন করেন। দ্বিত্বদ্বিৎ বাগদা বিশেষত্বী হুলে পড়িয়া, পরে বহরমপুর কলেজ হইতে ১২৯৪ সালে 'এক্ট্রেল' এবং ১৩০৫ সালে (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৩০৫ সাল হইতে তিনি বংসর বহরমপুর জমিদারী করিয়া ১৩০৭ সালে কলিকাতা বহরমপুর ওয়া-লী বাহরমপুর জমিদারী করিয়া ১৩০৭ সালে ইহার

পরে ১২১১ সালে 'রাজপুত্ৰকুহম' এবং ১৩০১ সালে 'মুনিদণ্ডাবাদেব ইতিহাস' প্রকাশে সাহিত্য লগ্ন্যে ইনি প্রতিষ্ঠাপন্ন । 'সাহিত্য', 'সব্যভারত' ও 'অনু-লম্বান' প্রভৃতি পণ্ডে ইনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । বহুবর্ণপুত্রের স্বর্গার রামদাস সেসের ইনি জামাতা । ইহার বয়সক্রম এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর । ইনি মূলধৰ্ম ও সুপণ্ডিত ।

মৈথ—রাগ ।

মেঘবরষণে নদীর জনম,
তুখাইলে নদী মেঘেতে যায় ।
ধরাজাত-তরু কুহম হুন্দর,
ঝরি পড়ি পুন ধরণীগায় ।
আকাশ হইতে শব্দ জনমে ।
তাই গীতধ্বনি মিশিছে তায়,
মা'হতে যখন জনম আমার,
কবে আমি তবে মিশিব মায় ।

ললিত ।

শারদ প্রভাতে-আজি প্রকৃতি হাসিছে মরি,
শ্রামল পোভার স্রোতে বিব বেন গেছে ভরি,
আডট সলিল ভরে, শ্রামছায়া বৃকে করে,
পাহিয়া চলিছে নদী কুল কুল রব করি ;
পল্লব কুহম রাশি, আনন্দে উঠিছে হাসি,
শিশিরের ছলে বেন প্রেমাক্ষ পড়িছে বরি ।
কেন আজি চরাচরে, এ আনন্দ ধরে ধরে,
জলধরে জলধরে খেলে অপরাধ রূপ ধরি,
কাঙ্ক্ষিতবে বিশ্বপ্রাণ, ব্যাপি নীর অধিষ্ঠান,
সে মা'হ চরণ স্পর্শে ছুটে আনন্দ লহরী ।

পূবনী ।

শ্রামল কেতের ছায়ে, ঢেকেছে নিজ জলধর,
হোটি হোটি টেট দিরে একালিছ উটধর ।
জোয়ারে কলারে বৃক, না জানি কি পাণ্ড হুখ,
কোয়ারে ব্যাপিলে তঁাটা বহু মন্দ গতি হয় ।
বসন্তের রিড়ির লীলা, শশবে লিখায়েছিল,
কলিহাসি সজোরেতে তার বহু অভিনয় ।
কলিহাসি সজোরেতে তার বহু অভিনয় ।

সেই ভূমি ইচ্ছামতী, সমভাবে বেনবতী,
কোথার শৈশব হাসি বিব অন্ধকারময় ।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বোড়ার্সিকোর
বাল করিতেন । 'সঙ্গীত মনোরঞ্জন' নামক ইহ
একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । প্রায় পনের
বৎসর হইল, ১৮৭৬ বৎসর বরসে ইহার মুদ্রা
হইয়াছে । বৃদ্ধ বরসেও ইহার কঠিন অতি
হুমিষ্ট ছিল ।

আড়ানা বাহার—আড়াবোহটা ।

চোরের বিচাররাজ্য করে, জান রে অন্তরে ।
রাজ্য হয়ে চুরি করে, তার বিচার কে করে ।
ভূমি ও ভাই রাখাল রাজ্য,
ব্রজ-বালক তোমার প্রজ্য,

মধুপুট্র হ'লে রাজ্য, ব্রজবাসীর মন হ'রে ।
যরে যরে মাখন চুরি, বমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মন চুরি, করেই ভূমি ।
বিজ় রামচন্দ্রের চিত্তে, এ চোরে কে পারে চিন্তে
যে ম'খেছে পদ প্রান্তে, কতান্তে সে তুচ্ছ করে ।

গিণ্ড জংলা—কাহারবা ।

আর কি আমাদের রাখে,
আছে থো সে কুল ।
কুলনাশ করি হরি ত পেছেন গোকুল ॥
গোপিকার কুল ক'রে তদ্ব,
কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ,
মথুরাতে কুজার সদ, পরিবর্ত কুল ।
কুলপ্রান্ত কুলীন পেয়ে, কুল সীল সকল দিয়ে,
করেছিলেম কুলজিহবে, বাড়াইতে কুল,
কপালক্রমে এই হ'ল কুল বাড়তে কুল পেল,
রামচন্দ্র হল ভাল, করেছিলেম কুল ॥

বিতথ—আড়াবোহটা ।

কাল বিদ্যা বেন অদে এলি
যের দি এক ধার, মিলবে দাবার

হৃদি পদ্মাসন, করে অবেশন,
পাইনে পরশন।

বিচ্ছেদ হৃদয়ন কেন জ্বলে দিলি।
মোহন বংশীধর কাল শশধর,
যারে পলাধর, তাবেন ধরাধর
সেই জলধর আমার গিরিধর,
ধর ধর বলে কারে বিলাসি ॥

বিভাব—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্রামের বামে রাখা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী ॥
আমরা কি অপরূপ, নিরবি যুগলরূপ,
কি কব তার স্বরূপ, তুলনা না জানি।
মদনমোহন অঙ্গ, ললিত কালক্রিডঙ্গ,
রাধারূপে আভা অঙ্গ হলো পৌরাক,
রামচন্দ্রের অভিল্যে, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস থাকি দিবা রজনী ॥

কিষ্কিট—মধ্যমান।

আর আমার সজনি বাধা দিও না।
কাল্য বলে প্রাণ তাজিব,
কালের ডর আর হবে না ॥
কাল কালিন্দীর জলে, ডুবিল সেই কাল্য বলে,
মুক্ত হবে ভব জ্বলে, আর আসিতে হ'বে না।
কাল্য ভেবে হ'লে কাল, ভাল হবে পরকাল,
কলোছেন এই মহাকাল, অস্ত্রধা তা হবে না ॥

ভৈরবী—৭৭।

ধরয়ে ধরয়ে বংশীধর।
অধরে বংশী ধরে রাখা বল বংশীধর।
রাজবংশ পরিহার, চূড়া বেঁধে ধড়া পর,
মনোযোগ পূর্ণ কর, এইবার গিরিধর ॥
চরুপে চরুপ দিলে, ত্রিভঙ্গ অঙ্গিম হ'লে,
বলধরে পদে লয়ে চল ডাই ত্রেক ॥

শিবচন্দ্র সরকার।

কলিকাতা গরাবহাট (বর্তমান নিমন্তলা হাট
ষ্ট্রেটে) ইহার বাসস্থান ছিল। সঙ্গীত-বিকার ইনি
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দশমহাবিদ্যাবিধের
ইহার রচিত দশটি গীত সচরাচর শুনিতে
পাওয়া যায়। হৃৎকের বিষয় আমরা বহু চেষ্টায়ও
উক্ত বিষয়ের আটটির অধিক গীত সংগ্রহ করিতে
পারি নাই।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি কর দয়ন, (রাজরাজেশ্বরী)।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালো শশী হুশোভনা ॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঙ্গেশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চপ্রভ-নিরমিত বসবার সিংহাসন।
শোভা করে চারি করে, পাশাছুশ মনুশ্বরে,
প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ।
স্বজন পালন লয়, রাজকাব্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা, ভণ্ড, ভিখারী শিবের ধন ॥

বাহার—৭৭

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী হৃৎকর্ণা,
প্রভাকরে উত্তমাদ্রে অর্জুনাঙ্গ চন্দ্রমা।
পাশাছুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সমাশিব সমাধিতে,
কদম্বলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অধিমা ॥

ভৈরবী—১৭৭।

হৃদি-পদ্মাসনে করে মা ভৈরবী।
চতুর্ভুজা অঙ্গপুণি মালাধর মা ভৈরবী ॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, যুগ্মমালা হৃৎকর্ণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
বসি বসি মনোযোগ শিব ধরে পদে রবি ॥

সিদ্ধ বাবান—৭৭ ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কষ্টে বসিতে ।
শিরশেছ শয়ন করি, ছিন্নমস্তা তরকারি,
রক্তবর্ণা নগ্না মগ্না শোণিতে ॥
পদ্মমধ্যে কণিকার, কিবা সাধ্য বর্ষিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ-বহ্নিতে ।
কণ্ঠেখিত কুণ্ডির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে,
কি মাধুরী আনিতে ।
আরোহণ শবোপর, কুণ্ডির পানে তৎপর,
হুই ধার গিরে পাশে বিবোগিনীতে ॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি,
তত্পরি মুরতি রূপাণ পাণিতে ।
ছিন্নমণ্ড করডলে অস্থি মুণ্ডমালা গলে,
হুশোভিত বস্ত্র উপবীত কণীতে,
কলাশাখ ফলিত কপালমালে দিনমণিতে ।
আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
তবু ভূমি খণ্ডে:সিদ্ধি, শিবে যে মা ইষ্টসিদ্ধি,
কন্তে যেন দায় প্রাণ হুয়ধুনীতে ॥

পরজ—একতাল ।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী ।
ধ্বজবতী ভগবতী ধ্বজ-বরণী ॥
বিধ খাইতে নাহি কুলায়,
বায়ু করে করি কুলায়, হেলায়ে দক্ষিণ কর,
হেলায়ে হুবিস্তার বধনী ।
জীর্ণ শীর্ণবপু: অবয়বা, বুদ্ধ বিধবা কতই বয়: বা,
পকল হিম্মলে তুলনায় শোলে, অগত-জননী ।
অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়,
হুত্বাক্ষর জায় বৈক্য দশায়, পাগল হল শিব
(এই) অভ্যর্থায়, গৃহিণী পাগলিনী ॥

কেকারা—বাবান ।

রতন-পুণ্ডে কে রে রতন সিংহাসনোপরে,
বোড়লী হুস্তলী শিবানী ॥
জয়ময়ী পীতবর্ণা, দায় না সে রূপ বর্ণা,
বালদায় তুলিতা বালা চন্দ্র-জালিনী ।
কেনে রতন মগ্না ধরি মুকুতার উর্দ্ধ করি,
কেনে রতন মগ্না ধরি মুকুতার উর্দ্ধ করি,

অবাক্তনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অতীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী ॥

জয়জয়ন্তী বাঁপতাল ।

শ্রামাঙ্গভঙ্গী, হুরঙ্গিমা নরশনে ।
মাতঙ্গী নব-বোড়লী রত্ন-পদ্মাসনে ॥
রক্ত অম্বর পরা, গলিত সুচারি করা,
পাশ অঙ্কুশ ধরা, চর্ম্ম খড়্গের সনে ।
অর্দ্ধ শলী জালিনী, হুবিদ্যাল ত্রিলোচনী,
কাল ব্যালিনী জিনি বৈশি বিশেষণে ।
সকলগুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবভক্ত উপাসনে ॥

মূলতান—আড় ।

মখন-মখন মনোহারিণী ।
অভঙ্গী কুহুমসম সুবর্ণ বরণী ॥
চতুর্দন্ত চারি বেত, করি-করে বেষ্টিত,
রতন-ঘটে অমৃত, অভিব্যেকে শিবানী ।
শোভে চারি করকর, পদ্মবরে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পরোপরে, পঙ্কসর-বিহারিণী ॥

গায়া বিখিট—আড়াঠেকা ।

কেন গো রসময় অসময় বাণী বাজালো;
অবটন কি ঘটন, মন উচাটন করিলো ।
কি আছে শ্রামের মনে, আনিব তাহা কেননে,
এ পিরীত সন্দোপনে, আর না রহিলো ।
ক্রমে গুরু-গঞ্জন, হল নয়ন-অঞ্জন,
কৃষ্ণ-মন-রঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো ।
কালিয়ে হাঙ্গর দার, মন কিসে মন রণ তায়,
কালাকাল কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হ'লো ॥

জংলা বিখিট—ঢাবাততাল ।

না চলে চরণ কেন চলিতে অকল বাধে ।
কেন হরি-অভিসারে দুঃখ-সাথে বাক সাথে ॥
কৃক কুঞ্জে আগমন, কি আনি হয় কেননে,
ললিতে বলিতে গায় বাচাও শিব-সংবরণে ॥

বিভাব—হুঁরি ।

ভুখু পরশো না হ'লো ।

কলক তাহার ভরে, তারে পরশ না হ'লো ।

লোকে হ'লো জানাজানি,

আমি কতু যা না জানি,

আমার সে চিন্তামণি, তাতো পরশ না হ'লো ॥

ভাটিয়ার ললিত—আড়া ।

করিলে বনবাসী ।

কি কথের প্রবণে আসি পলিল সে বাঁশী ।

বন সে ভবন হ'লো প্রতিবেশী প্রতিকুলো,

আকুলো করিল আমার, গোকুলো নিবাসী ॥

জংলা-বাগাজ—ঠেকা ।

গো, বাঁশী কি বিনাশিবে ।

অকলক কুলে, বুঝি কলক প্রকাশিবে গো ।

ও বে কুবংশের বাঁশী, কিকথের প্রবণে আসি,

মন হরি নিলে সে তো আর ফিরে না আসিবে ॥

হুম্ব ঝিঝিট—পোতা ।

বিবাহ করে প্রাণে মানে, আমারে মধ্যস্থ মানে ।

কে বড় কে ছোট ইহার এসে না তো অহুমনে ॥

মান গেলে প্রাণ থাকে মিছে,

রয় যদি সে স্ত্রিয়মাণে ।

প্রাণের দায় মান হারায়, এও বে দেখি বিদ্যামানে ॥

জংলা-বাগাজ—ঠেকা ।

গো মানেতে সে না-মানে ।

হরষ পরশ রস সকলি সহ মানে গো ।

বেই জন সেই নয়, বিপরীত অভিনয়,

বত কর অহুনের প্রিয়ুরে প্রমাণে ॥

বাগাজ-জংলা—একতাল ।

চিত্র পটেতে লেখা, কি বেথালি আমার বিশাখা

সেকি রসমোহর রূপ, যেহে তার অহুরূপ,

সৌন্দর্য লাল-ইথে না যায় রাখা ॥

কিন্তু কিসে ধরে, আমি চেয়ে তারি চেয়ে,

কি ভূপ এ কার কাছে দেখা ॥

কিন্তু কিসে, কেমনে পাইব আমি,

কিন্তু আমার করে লেখা বিশাখা ॥

ঝিঝিট—আড়া ।

ও সই, কেমনে আনিব জন কি ধুম মাচায় ।

হাতে লয়ে পিচকারি, আবির খেলায় ।

মত্ত গজ জিনি গতি আসে শ্রামরায় ॥

হৃদয় কাঁপিছে পদ ধরণ না যায় ।

মোর রূপ মোরে হ'লো অজ্ঞানের প্রায় ॥

আনন্দ বন উহার পরশিতে চায় ।

ছড়াইছে কুহুম আবির খেলার ॥

হুট—আড়া ।

হোরিরসপানে মত্ত কিশোর কুঞ্জর,

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিষ ঠাম গমন মত্তর ।

শুললিত করি করে, পিচকারি ধরি করে,

হরিবে বরিবে রঙ্গ নব জলধর ।

মন মন জয়ধ্বনি, সখিগণ নিনাদিনী,

শিখিগণ আনন্দে বিহরে ।

মনেতে আনন্দ মানি, রাই শ্রাম সোহাগিনী,

কাদম্বিনীকোলে খেলে দামিনী স্তম্বর ॥

হুরস কেলি হিল্লোলে, প্রেরসিছু উৎসলে,

ভাসে দৌহে আনন্দ ভরসে ।

পদে পদে পদোত্তবে, মন অলি ধায় লোভে,

সে পীড়ন করে আশ দাস নিরন্তর ॥

সোহিনী—আড়া ।

বেগন মোহন শ্রাম ভেমনি সোহিনী ।

গলে গলে যুগলে কি বন পাশ সৌদামিনী ॥

করে করে করদার, রসে রসে নৃত্যপরা,

শিব সংগোপিয়ে কার গায় তার সোহিনী ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র ।

কলিকাতা বাসবাসান ইহার নিবাসস্থল । ইনি
বঙ্গীয় আওজোব শেখের (হাফু বাহুর) ভাগিনের ।
ইহার রচিত 'কি কর, কি কর তামি নটবর' নামক
শুভচিত্র সুবহল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় ।

বাগাজ—একতাল ।

কি কর কি কর, তামি নটবর,

হরি সই সই সই ॥

চপল নয়ন, শর বরিষণ,
করোনা হৃদয়ে বাজে ॥
মোরা কুলবালা, গোপলনা,
তুমি কি শ্রাম জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড়না, ছুঁওনা ছুঁওনা,
ছিছি সর হরি, মরি লাজে ।
তুমি হে শ্রাম বাঁকা ত্রিতঙ্গ,
কখন করনি রমণী সঙ্গ,
ঠেকো বেন অঙ্গে অঙ্গ, ছাড় হরি পথ-মার্গে ॥

নূন—বিব্রিট—জলদ-ভেতলা ।

পাছে সে যাতনা পায় ।

প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছ বার ॥
তব আসা এই স্থানে, সে যদি অক্লেশে জানে,
তখন দহিবে প্রাণে, বিচ্ছেদেরি দায় ॥

বাখা—একতাল ।

বোলোনা বোলোনা, আমারে বোলোনা,
বাইতে বনুনার জলে ।
না জানি সজন, কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্রাম নিকটে আসে,
আতাসে আতাসে, সে ভাবে কি আশে,
হত্যাশে পদ চলে না ॥
বজনি সজন, আর পরিজন,
বিরস বচন বলে ।
কি করি সখি, নিরত অমুখী,

তরু জলে হুখানলে ।

আমি কামিনী রাজারি কস্তা,
কুল লীলে সুবে মাতা ধস্তা,
ছি ছি ছি আমার কিসের জন্তে,
এত হল কাল হলে ॥

কোদারা—কাওরালী ।

কোমো কোরে হ'লে এই কল ।

প্রাণ জলে হুখানলে নয়ন সজল ।
সেই কাল কুল তরু, দুই বেগ সমুদ্র,
সিঁদুরের বেগের আশ্রয়, অমর বিকল ॥

কোদারা—কাওরালী ।

আমার মনে রইল বড় বেধ ।
জেবে নিশি দিবে, হৃদি হ'লো ভেদ ॥
পাম ব'লে প্রেমধন, ছিল বহু আকিঞ্চন,
জলধি করি সিকন, উঠিল বিচ্ছেদ ॥

জয়ন্তী—ভেতল ।

সই রে, আর ত অনেক আছে কুব্ধ-প্রমোদিনী ।
জবে কেন আমার বলে কালা-কলঙ্কিনী ॥
ব্রজের রমণী বত, কে না কালা-প্রাণে রত,
কলঙ্কের অমৃগত, আমি একাকিনী ॥

বট—কাওরালী ।

দেখ দেখ সজন, রজনী গেল নিভ বয়ে ।
হুমুদী মৃদু হ'ল, শতদলদল হাসে ॥
নিরখিয়া দিবাকর, সুখাধীন সুখাকর,
ধার বত মধুকর, মধু পান অভিজানবে ।
বার আশে আশা করি, সাঝাইলে সহচরি,
সে পোহায় বিভাবরী, চন্দ্রাবলী-সহবাসে ॥
কারে কব এ লাঞ্ছনা, শ্রমে ক' কি বিবেচনা,
আমারে করে বকনা, সে হৃৎ-সলিলে ভাসে ।
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, কালাকাল নাহি গনি,
হইয়ে কুলরমণী, বনে আসি অনার্যাসে ॥
তারি একি প্রতিফল, আমার ঘটিল বল,
চল চল গৃহে চল, মিছে থাকি তার আশে ॥

অহা বাখা—কাওরালী ।

সাধ ক'রে কি সখি শরী পানে চেয়ে রই ।
অবশেষ হল নিশি কালশরী এল কই ॥
অনর্থ করেছি বেশ, অনর্থ বৈবেছি বেশ,
বিহনে সে হাবীকেশ, আমি বেন আমি নই ॥

বিব্রিট—জলদ-ভেতলা ।

যেন সে না চুপে পায় ।

বড়সে জীবন মন সঁপিয়াছি বার ॥
মজিয়া পরেছি ভাবে, সেই জন পদ কদম্ব
আদিত্য বীর সত্যবে, ভাল বাসি তার ॥

কানাকা—কাওরালী ।

আর কি হবে বডনে ।

নিরখিয়ে আছে পথ তোমার প্রেমসীগণে ।

আমি সম অধুগত, আছে তব শত শত,
তোমা বিনা তারা কত, বিবাদ জাচ্ছে মনে ।

লুপ-বিষিট—জলধু তেতালী ।

সাধে কি বিষনে রই ।

প্রাণ জলে দুঃখানলে প্রাণপণে সই ।

যে জন প্রেমের নিধি, সেই প্রেমে প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, করে বা তা কই ?

অমৃতলাল বসু ।

হাস্তরঙ্গের পূর্ণ অবতার ঈশ্বর অমৃতলাল বসু মহাশয় আজ নিজ প্রতিভাবলে সর্বজন পরিচিত হইরাছেন । ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা নগরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । কলিকাতার ইহার ৩৪ পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছেন । প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু দুই বৎসর ঘাইতে না ঘাইতেই তাহাকে ডাক্তারী-শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হয় । প্রতিভা আপনার গম্ভ্যপণ খুঁজিয়া লইয়া থাকে । প্রথমে ইনি তাত্‌কালিক নবপ্রতিষ্ঠিত স্নাত্তান্তাল থিয়েটারের একজন সামান্ত অভিনেতারূপে সেই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন । এক্ষণে ইনি কলিকাতার সর্বপ্রধান রঙ্গভূমি “ষ্টার থিয়েটারের” অধ্যক্ষের কার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন । প্রহসন ও সামাজিক নন্দা রচনার ইনি যেন একবারে সিদ্ধহস্ত । সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না । “চোরের উপর বাটপাড়ী” হইতে আরম্ভ করিয়া ইনি অনেকগুলি প্রহসন রচনা করিয়াছেন । সকলগুলিই হাস্তরঙ্গের অনন্ত-ভাণ্ডার ও সমাজ-ব্যাধির সূচিকিৎসক । ইহার “বিবাহ-বিচ্ছেদ” অভিনয়-দর্শনে এক সময় বঙ্গীয় সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল । নাটক রচনারও ইহার কৃতিত্ব অল্প নহে । ইহার রচিত “তরবালা” প্রভৃতি নাটক পাঠ করিলেও মোহিত হইতে হয় । কি নাট্যকীর চরিত্রগঠনে—কি ঘটনা-সংযোগে—সকল বিষয়েই ইনি সুনিপুণ । সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও ইহার বখেট আছে—সে বক্তৃতাও যেন হাস্তরঙ্গের প্রস্রবণ । ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন ।

ফটিক আটক রাখনা ।

আপন করে বডন ক'রে খুলে দেহ ডানা ।

বেয়াদা বুজির চোটে, দিয়েছে শেকল কেটে,

এখন পেটের বাইরে পা দিয়েছি ;

দখল কর জেনালা ।

আমরা সব কলেজ বাব, কলেজ পাব,

টুনা পেরে করব মুখে দাবীলা ।

এখন তোমরা বুজিয়ে কোটো,

খাইনা বাটো, বাঙালী পুজার আমালা ।

আমরা সব ছাত্রের সাড়ী, রাখবো নাড়ী,

পাড়ী চড়ে আসা গোলা,—

(কলিকাতা) নাড়ী চড়ে আসা গোলা ।

কলিকাতার আদমোদন বেশ,

কলিকাতার শিলাসা,—

(কলিকাতা) কলিকাতার শিলাসা ।

প্রেমের কানর, রইল আদর,

শুছিয়ে কর গিন্নিপনা ।

রাঁধা বাড়ী হাড়িকাড়া মুচুছে বালাই ।

শিলে লেগেছে আঙুল, নোড়ার মুখে ছাই ।

আমাদের ক'রে বাবীল, মিন্সেরা হ'ল অবীল ।

আগিস থেকে বাড়ী গিয়ে, বাটে ভয়ে পা টেপাই

বেচারারা তাই রাখে, উলুনে হুঁ পাড়ে আর কানে

আপনার কানে আগিস পড়ে,—

হাবুড়ুর খাড়ে তাই ।

আমাদের আর কেবা পায়,

পড়ি লড়া পড়ে পায়,

অপরের লব্ধ হার বেধে আর গারে নাই ।

বাট হইয়েছে বাপ ।

সবাই মোদের কর মাগ ।

মাগীদের বাধীন করে,

এখন বেন মেড়া লড়ে ।

আমাদের বাড়ি চড়ে দিলে উলটো চাপ ।

ঘুচে গিয়েছে কাটা, অন্যর হইয়েছে বাঁচা,

এখন যে এখানে বাঁচা, গেল অন্যের পাগ ।

ভাবলেন হবে বাধীন, মজা দেবে দু দিন,

এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে,

এ কিরে বাপ মাগ ।

মাগিক মিন্‌সে কর্তে, যে আর বলবে মর্ত্যে,

পোতো ভায়ে ইহুঁর গর্তে,

জেনো, সে স্বয়ং কলির কাগ ।

খেলায় কাগমলা, নাকমলা, কিরে কোন শালা

শ্রী বাধীনতার কথা নিয়ে, করবে লাফলাফ ।

মেয়েদের গণ্ডবৎ, মিলাম এই নাকে খৎ,

যেমন পাগ করেছিলাম তেমন পেলেন ভাগ ।

পু। (এই) আজ থেকে দেশের কাজ

করো প্রাণপণ ।

শ্রী। বলি, সেই চুক্‌ মন সংসারেতে

দাওনা প্রাণধন ।

পু। দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেক্‌সন্ ।

শ্রী। টাকার জোরে লাঠির ডোড়ে,

মোড়ল সিলেক্‌সন্ ॥

পু। ভারত মাতার অরে হবে খুলতে

টাকার খাতা ;—

(লক্,—লক্,—লক্) খুলতে

টাকার খাতা ।

শ্রী। আশু মায়ের বিছানাতে দেখছি

হেঁড়া কাঁথা,—

(ইলি,—কিলি,—রিলি) দেখছি

হেঁড়া কাঁথা ।

পু। বিশ্বাসের বিশ্বাসের উপায় করি কি,—

(ওহো,—ওহো,—ওহো) উপায়

করি কি !

শ্রী। অরুণোদয় হইবে চুবড়ী চাপা

পাড়ার চি.চি.—

(ওগো—ওগো—ওগো) পাড়ার

চি.চি ।

পু। বত আছে গ্রেডিন্‌ করো সব অভ,—

(পুঝো-পার্কণ,—বামুন তোজন

করো সব অভ ।

শ্রী। কাল থেকে যে চাল বাড়ন্ত,

বুঝো হুমন্ত,—

(হাড়ী ঢাচ্,—কেড়ে ঠনঠন)

বুঝো হুমন্ত ।

ওরে গোর গোর বোল ।

মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার, ঘুচে গেল গোপ ।

কাছা খুলে মোট-নিজাই,

হাত তুলে ভাই দিচ্ছে তাই,

ত্রাণার অগাই মাথাই,

তাক্ তাক্ সঁই বাজার খোল ।

রেভারেণ্ড অবেত বন্ত,

প্রেমরসে, রীচ সমান করছে,

প্রায় তুলসী তলার রস,

কসে মালপো লুসে, . . .

নদে বাসী দিচ্ছে হরিবোল ।

নদীয়ার গোরাসের কিবা,

নব রঙ্গ, সেভিরর বলে এবার

ডাকছে তাঁরে বন্ধ,

বাপবাজার বাপ ডেকেছে,

বৈদ্যনাথে বিশ্বাস পোলে ।

ডেক নিয়ে এক বাবিয়েছে তাই পোলে ।

(এখন) অরে অরে চলছে নেকি,

খিচুড়িতে মাছের কোল ।

(ম্যাগ্‌নী) বালায় ঢেলের ভাত,

আর থাকবে নাকা জাত,

নীচের বাধন রইবে কিসে,

মোড়ার পেরের পড়ুলে নোল ।

বামুন বদি গড়ে জুতে,

বেল না মুটা পাবে সুতে ।

ঘোপা সে ড বাপের হাঁক,

হাটপাড়ায় বসবে কোল ।

এখন নেড়া-নেড়ী বাড়ী বাড়ী,—
হরি—হরি—হরি—বোল ॥

প্রাণ কি চায় রে কে জানে ।
পোড়া মন টেকনা এখানে ॥
হায় রে যদি চকোর হতেম,
উষাও হ'য়ে উড়ে যেতেম,
সাধ মিটারে হুখা যেতেম,
চেয়ে রতম চাঁদের পানে ॥

বাউলের সুব ।
লেখা পড়ার রগড় কি ।
ইংরাজিতে এলে বি এ,
পাশ করেছেন ঠাকুর কি ॥
মুখবোনের শরৎশশী, কুহুমকামিনী,
এরা অজের কেরানী, মরি হায়,—
আবার লাট-কৌন্সিলের মেসর হবে গো,—
মিডিরমেসর সেই বিরাটী ॥
রিশমী কোট আর কুসুমীরের খুতি পরণে,—
চাঁদের জুতা চরণে, মরি হায়,
আবার কি শোভা পায়,
আলবাট চেমে গো,—
ষ্টকিনের উপর মল হু'গাছি ॥
দাদার কষ্ট কর্তে নষ্ট ত্যাগে নারীর বেশ,
বৌ পরেছেন মিনিটারী ড্রেস মরি হায়,—
আবার বিলাত যাবেন সত্য হবেন গো,—
সিভিল সায়েন্স পাশ করিবেন শুনিতেছি ॥
মনে মনে হচে সে আবার আমার হোপ,
মেজ-দিদি ধরবেন এবার ষ্টেশি স্কোপ,
আবার বঙ্গলে সে ধারমিটার গো,—
বোট করিবেন ক ডিক্রী ॥

তক নাই আমাদের কর্তাদের মজল ।
হিন্দুসেই সাহেব হতে সত্য বজল ॥
যদি ধাবে বিলাতী কিছুট, আপন ঘেবে হরির লুট,
ফকির করে উল্লুর করে করে দিবেন ।
করবে গো বলাদাস, করেন নাকো ত্রাতি পাস,
কোন্না কালে হাই বলে কেঁকে অদেউস ॥

পাছে সফুড়ি লাগে হাতে,
তাই চামুচে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে ধর্ম্ম শুতে ধর্ম্মতলার মন ।
পাখী যদি রামনাম করে,
মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে ডারে দেন উলরে, বলে দারায়ণ ।
(আবার) শালিক শকুন ধান্ধা কড়
এযনি কঠিন পণ ॥

ধন-ধন-ধন-ধন-ধনং, বাবুদের বিলাত গমনং ॥
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হর না পঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং ॥
আসছে সব বিধি নিতে, এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি বা বিধির পিতে, চৌদ্দভুবনং ॥
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লগুনে বলে,
পুঁথি হুলে দিব বলে নাস্তি ঋগুণং ।
কয়েদেতে ন্যস্ত উক্তি,
চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিতরে পেটং তরে মুরগী মারণং ॥
আকণ্ঠ মটমং খেলে, বৈকুণ্ঠে বাবে চলে,
অখান্য সংযোগে মন্য সন্য শোষণং ।
জলযোগে নিশিযোগে দখিতোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং ॥

হ-ব-ব-র-ল-জ-ড-ব-গ-ব,
চ-ট-ড-ক-প সহর্নে ঋ,
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ তুরি-তুরি শাস্ত্রবচনং ।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ডো-ডো-ম্যাক্স শিরোমণি জারভূষণং ।
বেন-ডেন-একারেণ (চাই) ধন-ধন-ধন-ধন-ধনং ॥

বধূযাতাকরণ—গীত ।

ছি ছি ছি ছি ছেড়ে লাগলো তাই ।

ও, মিনে মাইনের চুলোয়

চাকুরীর মুখেতে নে হাই ।

মিটিং করে এস করে শুকিয়ে

গোপার মুখ বুঝবে কি দীরস

পুরুষ কাটো নারীর বুকে,

আবার হামের উপর হামের বহুনি ব ডাই

আমরা নিরেছি আঁধার,
বলছি নাথ শুন ধরনার,
আর পা বাড়িও নাক, মাড়িও
নাক, টাঃন হলের ধার ;
ধাক ধাক সে বালাই ।
থেরে ধরে, তাড়িরে ধনের মোষ,
মিনি ঘোষে ধরে কঁসে
একি লো আঁপসোশ,—
কঁসে কঁসানি কাশ কি সঁরে
বলনা আসে ছেড়ি ঠাই ।

মিষ্টার নাথ বাবু নাথ শুন প্রাণের স্ফোরণ,—
বলি পারে ধরে বাখার ক্বিরে, আর সয়না খোয়ার,
মানে মান রাখনা আমরা তাতে বর্জ্যে যাই ।

নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চড়ে,
বেড়িও নাকো আর,—
জ্বলে গৌকে আশুন, কোটা বেগুন,
পরে শাড়ী বুড়ি চন্দ্রহার—
পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে,
রইলো কি হুধাই তাই,
তোমারই কি বল ভাই (হ্যাঁ) (হ্যাঁ)
ফাই ! ফাই ! ফাই !

আহা, বেঁচে থাক বেঁচে থাক নব পুরুষ রতন ।
শ্রীমতী-শ্রীপদ স্মরি যারা তাবে অচেতন ॥
বেন কালজাম, বন-শ্রাম-চাম, ঝাঁকা বীকা ঠাম,
টো টো টো টো কামে করে মেহের পতন ॥
কাঁচে আঁধি ঢাকা, শিরে সিঁধি বীকা,
কথা বীকা বীকা, বীকা যুথের রাখা,

কিবা লাড়ি আঁকরণ ।

অল্পে পরা কোট, বাক্যে ভরা টোট,
যুখে বত চোট, কাজেতে চম্পট,
তুলিতে পটল সতত বতন ।

কখন বা বাবু, কখন মিষ্টার, পিতা হন ভ্রাতা,
বলিতা সিন্ধুসার, সযোজন নাই সব্ব বিচার,
কিন্তু কিম্বাকার বেন কিসের মতন ।

জৈতে থাকে বধি, হুবে নিরবধি, কত নব বিধি,
ছেড়ে দেবে দ্বিধি বত চাল পুরাতন ।

খোদা খোদা, খোদা নাচাবে, নাচটা বাজাবে
পাল খরটুকি হবে হাতে গো এখন ।

পতি মলে হাতের বালা খুলবনা লো খুলবনা ।

বিচ্ছেদ-আশুন প্রাণ আর ত
জালবনা লো জালবনা ॥

আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোসরা পতি,
টান্লে প্রাণ তার পানে সহই,
কেন ঢলবনা লো ঢলবনা ॥

হালের পতি হাতে ধরে,
বলে আর্মি পটোল ভুলে পরে,
আনতে ধরে নুতন ধরে,
সতি ভুলবনা ত ভুলবনা ॥

ঠান্দি, তোমায় সাজাব লো ক'নে ।

অতি যতন যত এয়োগেশ ॥

বেণী বাঁধিব গুলো রূপুলি চুলে,
ধরে ধরে ধরে ঘিরে দিব ফুলে,

ধরে কি না ধরে দেখ নুতন ধরের মনে,—

পর্যব আবার কি গুলবাহার,

মাছে তাতে দিনে রেতে হবে লো আহা,

বিচ্ছেদ বাঁধাব লো তোর একান্তীয় মনে ;

মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে ॥

টুকটুকে তোর পা হুধানি আলতা; পরাই আয় ।

চটক দেখে অধাক হবে (সে লো)

ধাক্বে চেয়ে ঠায় ॥

আগে চাই যতন পারে, সোধা তখন পরবি পারে,

পাখানি ধরলে মনে (ডেব লো) যুথের পানে চায় ॥

সোপেলা আঙ্গুলগুলি, অকুটো চাপার কলি,

তুলি করে আলতা মিলে বাহার খুলে যায় ;

ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায় ॥

ছি ছি ছি হবনা আর ধরের বার ।

কুলবালা কুলে রব যুখে আশুন সফাতর ॥

প্রাণনাথ, করি মানা, সাজিওনা আর বিদ্বান,

ধরের লক্ষ্য বাইরে এনে, দেশ দিওনা ছারোয়ার

রমণী রতন-হারে, বসে রাখ নিজাগরে,

হীরা মতি হাট বাজারে, কে বল ভাই হুধাক আর

বত চাও করবো মাল, মান ছেড়ে নাথ রেখ মাল

কত টান ধরবে আর, কত তান কেমন কার ;

কাজ নাই আর বাধীন হ'য়ে
এক দিনেতে পেলের তার ।

হাওয়ার তালে চলে চলে নাচ রে ফোটা ফুল ।
গাওয়ার তালে চলে চলে গাও রে অলিফুল ।
পাতার ছায়ার বিকেল বেলা,
অতি ফুল ছেলেবেলা,
(বড়) ভালবাসি, তাইতো আসি,
তাইতো হাসি তাই ;
ও ফুল অলি, মোরাও খেলি,
তথ্যে যে রে ভুল ॥

আমার আফ্লাকে ঐশ আউধানা ।
ঐশ কেমন কেমন করে বুঝে পারি না ।
আমি আসছি ধান চুর্সো নিয়ে,
মামুজী করবে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি করবে হুজনা ।
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
বলি ভালবাসিস্, সামলে থাকিস্,
দিস্ নাকো তাই ঐশে হানা ॥

জুড়াই তাই আর মরণে ।
জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে ।
বলে হরিনার, বাই শান্তিধাম,
আয়্যাম পাব গিরে হরির চরণে ।
হরে হরে হরে, মায়ে ভয় হরে,
বাধা বাধে ঘুরে সে পদ-স্বরূপে ॥

চল চল ফুলে ফুলে বাই ।
শিকার হুঁরিরে ছিঁরি হে সবাই ।
পালে পালে পালে, বকমারি চালে,
পতর করু ময়রেতে নাই ।
হুজিরকর দান, বদলীকা ভাল,
ক্রোকা ক্রোকা বাণ তুণেতে ম্যালাই ।
টাইটেল কোলে, সেখি কেমা কোলে,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।
তাই করী কিলে হুঁরিরে বোলাই ।

দেশ দুহুধে কঁদে, চাঁদা কাঁদ কঁদে,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ।
যে যে যে করে করে করে বাই ॥
বীরশাপে রক্তে, চল বুক ঠেকে,
উত্তরের দুহুধে বড় বাঁধি তাই ।
চল শিকার চাই হে শিকার চাই ॥

সকলে । গেল গেল গেল গেল,
বেলে মাছটা পালিয়ে ॥
জেলেনী । জলে উলে খুব ঢলান্টা
গেলি জেলে ঢলিয়ে ॥
জলে । মিছে বকাস্নেকো তাই,
ঐ রুই মাচে বাই,
জেলেনী । তোর হালকা কাঁটি
হোঁয়না মাটি, তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে ।
জলে । শোনুলো মাইতির মেয়ে,
দেখলো বেউতি থেরে, চিত্রডী ফিত্রডী
পড়ে যদি আলের কাঁকে গলিয়ে ।
জেলেনী । তোর খাপলা খেলে না,
তাই কাওলা মেলেনা,
সকলে । আজ বা করেন মা মোচাইঁচকি
বাসুর কপালে নেই কাগিয়ে ॥

এখন যেদিকে চাই খালি জাল ।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল ॥
কুহুচি হুহুচি ধর্ম্মে অভিরুচি,
যেন ভেজাল জেলে তাজা লুচি,
গলার গৈতে পরে মুচি, ভালোছে বামুনি চাল ।
জাল সব তাই ভরী আর খোয়ামী তাকী,
কেবল রক্তা চক্কলজা চসমা গিরে চখে জাল ॥
সব জাল-কড়া আর জাল-গিহি,
শালগ্রাম আর পীরের সিঁহি,
বলি বলি বলি মানি মানি জালের চাল ।
জাল বত তিরস্ কর্ণ, জালে লোকে গায়েচর, ॥
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্ম বুড়া
বেহুলা বুড়ো নইলে হাড়ীর হাল ॥
জাল করে যে কোল-দিত্তী,
সকল নাই মানি মানি ॥

দিশি বেলে কুলোয় নাকো,
ইংরেজী গাল খাড়ে দেখে—
ভূতের ভয়ে গড় সড় আল ধরে খাঁড়া ঢাল ॥

আজ বাগানে ফুল তুলেছি হুজনে ।
মুখোমুখী হয়ে বসে হার গেঁথেছি বজনে ॥
ফুলের সিন্ধি, ফুলের বালা, ফুলের চন্দ্রহার,
মুগ্ধিত কুঁদে বাঁধা বাজু বেহুদ বাহার—
সারের সার গোলাপের হার নৃতন ধরণে ॥
বেগীতে বিনালে পরে মজার মোহনে ॥
উড়ে বা উড়ে যা আলি,
মধু আজ দেবে না কলি,
সোহাগেতে ঢলাঢলি—
গিয়ারে পরাবে মালা যুবক জনে ।
পাঁজর করে নজর দেবে কোমল চরণে ॥

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখেনা সকালে ।
নইলে ধুরে অনুভব কোন কালে ॥
ভাঁটা জল কাচা, চোর কাঁটা বাছা,
সাজিমাটির নরকা ভাঁটা, থোয়া সাবান জলে ॥
বড় মায়েস্তা মিস্ত্রী, করেছে চেপে ইস্ত্রী,
দস্তরমত পাটায় কেসে আচড়েছে তালেতালে ॥
এখন ইংরেজী গিরাণ, আর থোয়া খুড়ির মান,
হুলিরে কোঁচা, বেরোও বাছা,
চাকচিক্য সবাই ভোলে ॥

ওমা) গলা ভোর রাঙাপায়ে দে জোননী স্থান ।
গোপের বরা খালসকোরে দেহ গো মা পেরাণ ॥
এক হাতে হুক বাজে, অইক হাতে গোষ্ঠা,
তল কেবের বগীদখের হকাইল কোষ্ঠা,
বে নাছুই মস্তো-আলি কঠি নয় ডেরাণ ॥
বায়ে মুখকিট জাক্ বা কিট
জাক্ বা খেড়ে জাক্ থুয়া—
কারে দে কোরে দে মামো পাপেতে বিয়া—
আল চুরি আল চুরি কাঁটাল চুরি—
সাক বাজা মামে মামে
মামে মামে মামে মামে

উলু উলু উলু হকুলেতে বাই
ইপা টুপ টুপ ডুব দিয়ে নাই,
পাঁপের মাথা চাবারে খাই কোরে গলাচ্ছান ॥

ক্যা মজার সন্থর শুলজার
চেহারা হবুত বহুত বহুত বাহার ॥
মরদোয়া ছোড়া ধরম, জেনানা আপনা সরম,
কোই নাহি নরম, সবকো মগজ পরম,
করম সারি, হরদম জারি মেজাজ দেবার ॥
নেহি ছোটো বড়া, জবান চোটা চড়া,
মুদ লোটা নড়া, ইচ্ছা সড়া কড়া,
সিপাহী মিলতা খোড়া দেখো লাখো জমাকার ।
আজব নয়লা কল, আরা মিউনিসিপাল,
রায়ঃ সামাল সামাল, টেকস বেগানা বেহাল,
তলব গালি গাল, সেলাম হাজার হাজার ;—
হাজির হামেহাল বেহাল কমিসনার ।
হাম তও তুম তও নাম তও তও স্তেল মেলা,
তও ভরু তও জরু তও দারু তও দারু,
তও শুকু চোলা,
দর পর তও পও করে কুল
নও ভর ক্যা বিচার !

প্রাণে কার প্রেম আছে গো ভিক্ষা দিয়ে বা ।
আমরা সখের ভিখারিণী নয়ন কোশে চা ॥
চাঁদা সেখে বারেবার, পুরুষ হারিয়েছে পসার,
তারে বলে তাই এবারে ধরলে নারীর পা ॥
মোরা বিদ্যাবতী মেয়ে(তাই)বেরিয়ে এলাম যেয়ে,
খালি পতির পেটের দারে বুরহুও তো তা ;—
জয় “রাধেকুক রাধেকুক” (ওসো) ভিকাকাওসো

দুচবে জালা কুলবলা বিদ্যা নিবি আর ।
হবেনা কানাকানি জানাজানি বিদ্যা মিহ জানানার
জেগে আছে কে বুঝতী, শুপ পতি অসুখতি,
হ'তে হ'বে বিদ্যাবতী, কাটিয়ে কাজের দার ॥

শেখাব আক আক ফলা,
হুলিরে বেশী খুলী ধাজে ঢলা,
শুপ লিলি প্রেমের কালি ইলারার ধাই ॥

ওসো এলিক দিয়ে কুল
বোরা কুলি উলু কুল

ফুলবতীর ভক্তি হ'ল মুক্তি দেব তার ;—
(আবার) কাল চখে দেখ'বি আলো

গাউন পরে গায় ॥

(শুধু) একটু ধানি তামাসা ।

সং সাজারে রং বাজারে,

পাঁচ জনারে নিয়ে আসা ॥

সমাজে নানান সাজে, ঘুরি সব যে যার কাজে,

কায়র ভুল চুফ্টী ধরে ফেলে,

রং রঙায়ে রঙে ভাসা ॥

ঠিক যেন পাগল ধানায়, পাগলে পাগল বানায়,

পাগলকে খেপিয়ে পাগল,

সব পাগলে মিলে হাসা ॥

যদি কিছু থাকে সাক্ষা, বেশতে সে বহুত আচ্ছা,

কায়নানি, নাইকো দানে,

পড়ে গেছে হাতের পাশা,

(নইলে) হাসির কথা উড়িত হেসে,

বুঝবো কেমন মেজাজ খাসা ॥

ব্যাটের মুখের খাঁটি হুখ কে নিবি তা বল ।

সের করা আধাআধি খালি কলের জল ॥

মাইরি বলছি ভাই, আমার ভাগলপুরে গাই,

গইলে বাধা কইলে বাছুর একি বিয়েনের ফল ॥

টাকাতে ছ'সের, দিচ্ছি এই ঢের,

বোঁড়া গাইয়ের গাড় হুখে গায়ে বাড়ে বল ॥

হুখ চড়লে কড়ায়, ননী আপ'নি গড়ায়,

এক বলকে চলকে উঠে যেন ঘোবন ঢলাঢল ॥

কে পোয়াতি রসবতী খোলা লিবি আয়রে ।

এমন খোলা বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায়রে ॥

আমার আপন হাতে গড়া,

পোশে পোড়া গরম কড়া,

দরেতে নরকো চড়া, অমনি পড়ে পায়রে ॥

মোলাগন্ধে মন মাত, আবার কুড়কুড়ে তাত,

এপাত খোলা খেলে পরে পোলা কোলে পায়রে ॥

ভাগড় ভাগড় হো ধাকড় কুড় কুড় কুড় পড়াই

পড়াই ।

বদাড়া দ্যাশড় গেলু গড় করলু ভাই ॥

কড় মস্তড় পড়ি কিড়ি, পনকি ছোড়ি চড়লু পাড়া

বসাদি মাই কিনিয়া কাই ;

কলকতা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই ।

মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,

উড়িয়া বলব পধা, উড়েনি সিপাই ॥

কোউটি প্রহু জগড়াখ বসাদি কাড়ি নিল জাত,

টান দেহ ডুরি ধরি দ্যাশ চাপি যাই ॥

আমরা সব কাচা এঁটেছি ।

কে দেয় বাবা চুলোর কাঠ,

ভাতার দেখে করে ঠাট,

প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ,

তাইতো মাল টেনেছি ।

হোঁড়ারা নাড্রক হাঁড়ি,

ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,

যায যার তার বাড়ী, তাইতে ফুরতি করেছি ॥

শালারা সব পড়ুক নং, করুক মোদের লণ্ডবং,

আমরা পেরেছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি ॥

ছি ছি ছি ছি ছি ! তুমি পাগল হলে কি ॥

ওগো, লজ্জা দিওনা ধরি তোমার পায়,

দেখ কাঁপছে বুক মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,

পরপরুষের কাছে বাবু যাওয়ার কি গো যায় ;—

ভুলছ কেন ও প্রাণনাথ আমি বাঙ্গালীর কি ॥

হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই কেয়া মজা পাই ।

ফুর্তি করে ফুলেতে ভর্তি হ'তে যাই ॥

লেখা পড়া হয় বা না হয়,

আর তো নাইকো বেতের ভয়,

হালের ছেলে স্বাধীন মরে

সেক্ষত্রেতে বাজাই তাই ॥

আর গ্রামার পড়ব না, তেরিঅ কসে মরন ॥

ডিগবাজীতে প্রাইজ পাব,

ভালা মোদের প্রতাপ তাই ;—

করবে আলো কিউচার বেশন,

এডুকেশন হ'ল হাই ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ।

১২৭০ সালে বিখ্যাত লেখকগণের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত জগদ্রণ শিবোমণি। ক্ষীরোদপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি কয়েকবৎসর “জেনারেল এসেম্বলি” কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন এক্ষণে সে পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি ইহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আন্তরিক অধ্যয়ন দেখা যায়। তাহার ফলে কয়েকখানি সুন্দর নাটক রচনা করিয়া ইনি সেই মাতৃভাষার পুঞ্জী করিয়াছেন। বর্তমান সকল রঙ্গভূমিতেই আদরের সহিত ইহার রচিত নাটকের অভিনয় চলিতেছে। ইহার “আলি বাবা” শত শতবার অভিনয়ে আজও পুরাতন হইল না। নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া দিয়া ইনি “ষ্টার থিয়েটারের” পূর্ণ-গৌরব আজও অক্ষয় রাখিয়াছেন। সঙ্গীত-রচনাতেও ইহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। ইহার রচিত অনেকসঙ্গীত এখন আদরের সহিত সর্বত্র গীত হইয়া থাকে। ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন; ইহার নিকট হইতে আমরা আরও অনেক ভাল ভাল নাটক আশা করি।

বল্ মা বল্ মা ত্রিনয়নে,
আর কত আছে তোর মনে ॥
রাঙ্গার নন্দিনী, জনম দুখিনী,
ভিখারিণী বেশ ভূমে বনে বনে ।
দয়াময়ি, পেছে কি মা দয়া,
ভুলেছ কি মায়ী মহামায়া
জ্যোতি কি মা নাই সে নয়নে,
করিয়ে আকুল প্রাণ, যে গায় মা তোর গান,
তারে তুই ভুলিলি কেমনে ॥

মাকি তোর সকল ভাল ।
ঘোর হাসির বরন, সজল নয়ন,
ঔধার গগন রবির আলো ।
তোর চরণ দলন, একে ধারণ,
তোর হিংসা মায়ার একই ফল ।
তোর মাথার মণি, মহামায়া,
চরণ-তলে মহাকাল ।

জীবণ আজন্ম তুমি, তুমি সে কাতর প্রাণ
কি লয়ে জীবনে আমি রহিব ॥
জীবনে মরণে সখা, সাধ চোখে চোখে রাখা,
কি সাথে সে সাথে বাদ সাধিব ।
ছড়ে দিবনা,—পরাম ধাকিতে ছেড়ে দিব না,
বাগের তরঙ্গ খেলে, তবু নদী সেখা চলে,
আঁকস থাকিতে চলা ছাড়ে না ।

কোথায় লুকায়ে প্রাণ, গিরি হৈল ব্যবধান,
তারেও লজিয়া গিয়া যেথা পাব ধরিত ॥

আমরা কোথা থেকে আসি কোথা যাই ।
ভাব দেখি হে ভাবুক হৃদয়, বুঝিতে পারি কি তাই
ভেবে ভেবে যে জন হয় সারা,
তারি চ'বে দিনে দুটি তাঁরা,
যে জন ভাবেনা বোকেনা, দেখে না শোনে না,
তার গাছে গাছে সোণা ফলাই ॥
কাটা হয়ে থাকি কেউকী ফুলে,
ফণাতুলে রই ওটিনীকুলে,
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ;—
আধার ঘরে চাঁদ ভাসাই ॥
(আমরা) হাসির ভিতর শোকের গান,
সকলি অনিলে শিলার প্রাণ,
(আমরা) শুকাই সাগর বসাই নগর;—
শিশিরের নৌরে গিরি গলাই ॥

বাজে কাজে মিলেকে আর যেতে দিব না ।
নিত্য বনে পাঠিয়ে দেব, গরব কত সোনারানা ।
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলছে ধান ধান,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান;
রেক যেনে তুলব ঘরে কাকর ডাতে নাই শ্রানা ।

ছি ছি এস্তা অঞ্জাল,
এস্তাবড়া বাড়ী এস্মে এস্তা অঞ্জাল ।
হরদম্ লাগাতা কাঁড় তরবি স্যারসা হাল ।
অঙ্গুরমে বাহারমে সবমে সমান্,
অঞ্জাল পুরা হুয়া বরবাদ ভামাম ;
মরলা মোকাম্ বাড়ি মরলা মোকাম্,
মরলা মনিম মেরা লোংরা বেচাল ।
দিল মরলা বিবি বেগা হাজির হামেহাল ॥

আয়া হকুম বরদার ।
আয়া হকুম বরদার ॥
মডি কামপিরারা হরদম্ লেও তরপুর কামদার ।
মেখো বেসতা কাল্য রং, আখের তেতা জবর ঢং,
সাররা কটপট কাম করনেওয়ারা সাক্তা সমদার ।
বহং খোখমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার

ওমা দিন চলেনা ঘুরি কিরি ভিক্রে দিরে যা ।
নিরে বাই আদর করে সোহাগভরে
বে যা দেয় মাতা ॥
বার্প মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেরে হায় বর গো ধারা,
ওমা লাইত বেলা, বড় জিনের জালা,
(মুখে) সরে নাকো রা ॥

লেও সাকি কেঁও তর পিয়ারা পিলাও দারু কিন ।
লাল সিরজি আঙ্গুর সরাব শুলকে তর রসিন ॥
নরনামে ঠারু চাইনি মিঠা বাৎ,
আব্ খাসে দেও দিল পিয়ারা সাধ্
বসুনা কিরলা খোস করনা কাম বড় সজিন্ ॥

হো-হো—আনু হররার ।
ছনিয়ারে জনম্ লিল্ল কেঁও,
খোদা-খেরসা বেইমান ।
হুংবলুকা মিলা পশার,
বলল ভালমে নিরা ধার,
বুঝা দরাল, ভেরা বাড়ি বিচার ;—
কাম কাম কাম কাম, আপসে ছোড়া ইমান ॥

বত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাস কররে জীব ।
সময় যে যায় ডাক বিখাতার,
এ অভিম্বে যদি চাসুরে শিব ।
পিতা মাতা দারা হুতা হুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হইবে দু'আধি ;
রহিবে না বাকি, হিসাবের ঝাঁকি,
ধনবান্ কি বা হোস্ গরীব ॥

আশে রেখেছি প্রাণ, সেকিরে আসিবে ফিরে ।
হুখ সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আধিনীরে ;
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি হুখতান,
অবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
জলে জালা ধিকি ধিকি জেগে উঠে বীরে বীরে ॥
কে আর সোহাগ ভরে, ধরিয়ে ছদরোগরে,
মুছাবে মরম যখা আদর করে,
প্রেমডোরে বাঁধি মোরে, পরাবে রে মতি বীরে ॥

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে ।
আমি যে বেদেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে
সে হাঁসিটা সে মুখের, সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিরা চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মুহু মুহু হাসে ॥

এমন করে হত্যাকরে রেখেছে গান ।
ধাকুলে মালী পোনলো বলি,
হতো যে তার টান ॥
বাসের গোছা এলিরে রেখেছে,
হেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
কেটির কত রাখব হাতে ব্যাখা ধরেছে ॥
মারে প'ড়ে বসুনা গোলাশ হ'ল লো হাররাণি ॥

আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না ।
ভোমার তুটিল নয়ল, ছলের বাঁধন,
যেচে পরবো না ॥

বহুত দাশ্য বুক পেতে দিছি,

আলস্য বীর্ণ হয়েছি,

প্রাণ পাশিরে দিয়েছি, মরি মরি মরি মরি ॥

কোট ফুল শুকনে ভাল দেখি যদি আর ।
জলি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নরনে চার ।
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভরসা বধু,
লে ফুল হরলো আকুল ফুলহরে হাওয়ার ।

(ওলো দেখি বি যদি আর)

সাধের লহর উজান বয়ে যায় ।

এসে হেসে কাছে বোসে,
সোহাগ বঁধন বেঁধেছে সে ।
মিশে মিশাইয়া নিয়েছে রে ।
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়ছে ।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে ;
আমি-ময় সে আমার,
আমারে দে ময় ক'রেছে রে ।
প্রেম স্বপ্ন দেখা চলেছে রে ।

চাঁদ চকোরে, অধরে অধরে,
গিরে হৃদা প্রাণ ভোরে ।

প্রেম সোহাগে, প্রেম অমুরাগে,
আদরে মনচোরে ।
আবেশে বিভোরা, আপন-হারা,
প্রেমিক-প্রাণ গেমে মাতুরা,
বাণ দেখে নাও ছবি একে নাও,—
রেখা এমনি ক'রে, সোহাগ ভরে,
মনচোরে বেঁধে প্রেমডোরে ।

ওগো আমার সোণার ছবি ভেসে দিও না ।
দেখে দূরে বাণ গো লরে কাছে যেওনা ।
ছবি আছে এক পাশে,
তার অধরে মধুর হাসি কাঁপে তরাসে—
(ওগো) মিশিরে যাবে কঠিন পরশে ।
তার চোখে আঁকা অলের রেখা মুছে নিওনা ।

আঁকিমা মেরা কামু আরে আঁকিমা মেরা কামু ।
সাঁকিমা বেরনা বকুম মেরা, কখন দোপার সাম ।

রত্ন খোল দিয়া মেরা দেল,
করলো আঁকি বকুম দেহি করনে পিয়ার খেল ;
করলো আঁকি বকুম দেহি করনে পিয়ার খেল ;
করলো আঁকি বকুম দেহি করনে পিয়ার খেল ।

করলো আঁকি বকুম দেহি করনে পিয়ার খেল ।

এসে কাছে কিরে গেছে ভালবাসা ।

কিছু চারনা, কথা কহনা,
তধু বারনা কেবল কাছে আসা ।

তারে আসতে বলে কে ।

হৃদয় খুলে প্রাণের আদর তারে কে দেবে ।
তার প্রাণের আলার জল ঢালায় যে বাড়ি পিয়ার,
বতই আসে কাছে বেসে (তার) ততই হুরাশা ।

তাতল উপল কোলে সলিল কথা,
করিতে পরশিতে দেখা সেল না ।
কেটেছে অমানিশি আসিবে শবী,
গগন পানে চেরে পিয়ারে আছি বসি ।
দিবস গেল চলি আসিল গোহুলি
ফুটিল তারা গুলি চাঁদ এল না ।
আমি তাই আঁধারে আঁধারে

মিশে হৃপাশে চলে যাই; দুকানার এ আন-গান।
কথা হ'ল শোনা হ'ল দেখা হ'ল না ।

ধর ধর ধর ফুল এনেছি ।
চান্দিনী মাড়িমা অমিয়া হাঁকিমা
পরাণ ঢালিয়া বচোছি ।

ফুলের সোরতে, ছুটে এসেছে মোতে,
দিগন্তে ভিখারী শত বাধা পথে কত পেয়েছি ।
হাতে ধরেছিল তারামালা,পায়ে ধরেছিল চাঁদ,
মন্দাকিনী উথলা,চপলা পথে পেতেছিল কাঁদ ।
দিগন্তমা মধুগানে, ধরেছে তানে তানে,
তাই এ প্রাণের আবরণে,
বুকে পুরে তারে রেখেছি ।

যেমন নিশি অবসান ।
অমনি পাখী ছেড়ে গেছে আকাশ ভরা প্রাণ
যে কান্ডতে এসেছে,
তার হরে হুর তানে তানে মিশিরে দিলেছে ।
আবার হেসে দেখি, সোপার
পাখী জুলেছে হাসির ডুকান ।

আকাশে শুভে লেগেছে

দূর-দূরত্ব চায়ের পায় ।

ছড়িয়ে গেছে সোপার কিরণ
ফুরফুরে হাওয়ার ।
জেকে আলস, লরে কলস, গগন তারা ফুল,
ছুটেছে পবন ডরে নোহাণে অকুল ।
দেখলে পাছে জড়িয়ে ধরে গায়,
তাই তোরে ব্যর্থ করি,
বাসনাতে তার সীমানায় ॥

মনের মরম যে জানে, তারে সব দিতে চাই ।
মনের মরম যে জানে, বাই মরে নিয়ে তার
বালাই ॥

কোন দেশ হ'তে আমি কোন কুল,
কোন তারে গাঁথি হার,
বেথানে না কিছু আছে গো মধুব,
ধরে দিই করে তার,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে,
কাছে বসে শুধু প্রাণ জুড়াই,
মনের মরম যে জানে, চেয়ে তার পানে
ধ্যানে দিন কাটাই ॥

শ্রেম পরশমনি, পরশে আবৈশিনী,
হুজলা হুফলা ধরনী ।
শ্রেম পরশ আশে, আকাশে শনী তাসে,
সলিল কুমুদী নলিনী ॥
শ্রেম পরশ ভরা, জীবন সারা,
ফুটে তারা আপন হারা ।
শ্রেম পরশ কলে, কল্লোল কল্লোলে,
সাগরগামিনী তটিনী ॥
পাখী গায়, আঁখি জেসে বার,
ফুল ফলে সোহাগ মলয় বার,
মধু শ্রেম পরশে আবৈশে অলসে মানিনী ॥

আহা কি মধুর নিশি, লশ নিশি হাসি হাসি,
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার ।
গগন দিরাছে ঢেলে, তারার কিরণমালা,
লগ্নি বেছে ভেলে সুধাধার,—
শিবনিশি বেছে তার লীকর ডরক,
জলিল দিরাছে মধু সল,

জলন দিরাছে জল, মধুমাখা আঁখিজল,
চপলা দিরাছে নীলাহার ;—
ধরবে ধর বে, প্রিয়বে বঁধু বে,
সকল হিয়ার বিধু সার ;
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের মধু সকলই তোমার ॥

আমায় দাওহে বনমালী ।
আমি সাগর তরঙ্গে নাচিরে রঙ্গে
আপনারে দিছি ডালি ॥
কে জানে সে জলে ছিল হে টান,
চেউয়ে চলে বিবাহ গান,
সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রাণ বাবে দূর দূর চলি ॥
এখন আবারে পড়েছি ঢলি,
গিরাজেন সন্ধ্যা, গিরাজে সকলি,
গেছে আজি গেছি কালি,
আমার কি আছে কি ছল নাইকো লেশ
আছে শুধু শেষ অবশেষ ;—
ফিরে দাও শ্রুত আমার দেশ
লওহে আমারে তুলি ॥

ভাল যদি বাস বে সখা ।
দূরে থাক সরে সরে দিওনা দেখা ॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছে হাঁসি ভুবন আলো,
চকল নয়নে আর অমির মাখা ॥
রওহে রওহে দূরে, এতাল দেখিরে তারে,
কাছে গেলে চাঁদ হুখা নয় ;—
শ্রেম কি প্রেমোদি সখা সকল সময়,
নিকটে তরঙ্গ দূরে রম্যত রেখা ॥

বমুন্য কঁাদে কি হাঁসে ।
আনিস যদি বলগো তোরা, আনিসতো তার পাখি
হেদিস্ হুদিস্ চলিস্ বুক তার,
বধন তখন মনের মতল দিসগো উপহার ;—
তবু কি পাশনি তাকে, কথাকি লুকিয়ে রাখে,
থাকে সরম নিজে, কাকে কি ভালি বলে ॥

রাতি পোহায়েছে ।

তাপ্ত সারানিশি জ্বলসে অবশ শশী

অন্ত অচল কোলে ঢলে পড়েছে ॥

কণ ক্রিয়ণ রেখা,—

দূর গগনে কনক বরণে অরুণ আগম লেখা ;—

পরশে আবেশে তারা গলে গিয়েছে ॥

নানা ফুল স্নানরণ, হৃন্দর আবরণ,

উল্লাসে ডেরাগিয়া লাজ ;

পঞ্চম তানে, প্রভাতি গানে,

প্রান্তরে মধুর স্বর ঢেলে গিয়েছে,

আলোকে আধার যেন কোলে নিয়েছে ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

পীতিনট্টা নাটক ও সঙ্গীত রচনার ইনি প্রতিষ্ঠা-
পন্ন । অতুল প্রবাসী ইহার রচনা-নৈপুণ্যের পরি-
চয় । বহিনচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের উপস্থাপিত
অতুলকৃষ্ণ কর্তৃক নাট্যকাব্যে পরিবর্তিত হইয়া
ধিরেটারে অভিনীত হইত । তাহাজেও ইহার
কৃতিত্ব দেখা যায় । ইহার বয়সক্রম প্রায় ৪৫ বৎ-
সর । কলিকাতা শ্রাবণাঙ্গারে এক্ষণে বাস করেন ।

কই কেউ বলে না আমার ।

কাদো কাদো মুখে েন ছলছল চায়,

কৈদে এসে এরা কেন কৈদে ফিরে যায় ॥

আপনার মত আসে, আপনারে ভালবাসে,

পরের মতন শেষে কোথা ভেসে যায় ।

আপনি কাঁদিয়ে কেন পরের কাঁদায় ॥

টান পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ ।

বিকিয়ে খেছি বার পায় তার প্রাণ দিয়েছে টান ॥

বিনিস্তোর বীধন বড় দার,

বীধন খুললে খোলা যায়,

সহজে আর বীধা না যায় ;

বীধন দুজবোও না বীধবোও না

রাখবো টানেটান ॥

আমার হৃদয়ের হাসি দেখাবি যদি আর

হাসি পাইব তবু হৃদয়ের মাঝে—

স্বপ্নের মাঝে বিদর যায় ।

হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেনে—

উধলে ওঠে চোখের গায় ॥

ও বোন্ অক্ষরন্ত কান্না আমার নয় না ।

বোন্ হৃদ্যবনা ভাবা ভাবলে ভাবা হয় না ।

হোয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ,

আশাও শেষে রয় না ॥

হেথা কেউ কান্নাতে পাবে না ।

হাঁসো ঐস—বাসবো ভাল—

কান্নলে পিরীত থাকবে না ॥

মঙ্গল কর শিব-সঙ্গিনী গো ।

সদা সঙ্গে রহ, রণরঙ্গভূমে, রণরঙ্গিনী গো ॥

রণে অঙ্গ রাখো,

রণরঙ্গে থাকো,

ভুরুভঙ্গে মারি মারি রক্ত মাথো ;

রাধি বস্ত্রবোরে,

রাখো অঙ্গনায়ে,

মা-মাতঙ্গিনী গো ॥

মাজা বসাই মুখখানি আজ মলিন কেন বোল

রাঙ্গা ইকুটকে গোট শুকুনো কেন সজল হুল্লন

খাচি শূন্তমনে, চাহি শূন্তপানে,

মহাশূন্তে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে ॥

নাহি অস্ত্র কেহ, নাহি অস্ত্র বেহ,

শুধু শূন্তপ্রাণী—মেশা-মশটি দিশে ॥

ও বোন্—সইতে নারি কথার কথা—

সইতে—পারি সব ।

সব বাতনা সবাই নয় সইতে নাশি রব ॥

আমার আশায় বাসা ভেঙেছে বোন্—

পাঁজর গেছে পুড়ে ।

বনের পাখী মন কেড়ে নে—

বনকে পেছে উড়ে ॥

পোড়া প্রাণের কথা শুনবে কি ।

আমার সাধের বীণার তার ছিড়ে—

তানু ধামিরেছি ।

এই গান তবু প্রাণ—প্রাণের দারে ধামিরেছি,

আমার মনের বাহুব ভেসে যায় ।—

যদি যদি পাই না রক্তা—

কখন—কখন—কখন—

হেথা যে যায় সে আসে ফিরে—

ফিরে আসে যায়।

যায় যায় তার আর ফেরে না—

তাইতে কান্নাপায় ॥

কেউ কান্না কিসে কাঁদবি যদি আর ॥

এথা বিনিমূলে বিক্রিয়ে যায় ॥

এ—সাথের কান্না ফুগবে না,

সাথের সাথী হোতে চায়।

আমার সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে,

আছি তবু নাই হইয়া, হাঁসি খুঁসি সব,

হোয়েছে নীরব আছি আধিভুল লইয়া।

মানুষের বার, মানুষের কোরেছে,

আশে পাশে ফিরি কান্দিয়া ॥

কান্দি সেথা—কান্দে যেথা প্রাণ।

হাঁসি কেলে, আঁহা বোলে, শোনে পেতে কান ॥

আঁধিনীরে-আঁধিনীর করহে প্রদান ॥

সে হুচান্কার তর পুন্নি বিখাতায়।

বিধি চাঁদ নিভাড়িয়া, তারার মাজিয়া;

কোটারুলে গঠি কার—

বিধি—নব রবিকরে, জ্যোছনা মিশারে,

রং ঢেলে দেছে তার—

বিধি—তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে,

তারে তারি তুলনায় ॥

সে আমার—স্বপনের মত এল,

স্বপনের মত গেল, সুরিয়া।

এ ভাড়া পাঁজরে পোয়া—

পোড়া পরাণি যে সারা করিয়া ॥

এই বুকের শোণিত নিয়া,

আঁধির ভিতর দিয়া বাহিরে বহাব ফুয়ারায়।

দেখো সখে রেখো ধরে

সে কথির ধারা, না ফুয়ার,

দর দর ধারে যেন ধার ॥

কই আরতো সে এল না।

এল যেন চোলে গেল কাঁপাতে তো রইল না ॥

কই আরতো সে—বুঝি ভালবাসা সইল না ॥

এল তোর কান্দি যদি গিয়েছো দেখা।

এতদিন কেঁদে কুখ পাইনি লখা ॥

সে আমার—

আকাশের প্রবতারা ফুলে ফোটা ফুল।

ফুটারের কমলা সে—ডাটনীর ফুল।

তরঙ্গীর বুকে গড়া কলনা পুতুল ॥

কেলে—একবারে চলে গেছে যে।

ফিরে আসিবার আশা না রেখে,

কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে আগে সে,

ওরে—ভালবাসা ভালবাসে যে

ভালবাসা-বাসি ভাল রর মেয়ে—

তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে আগে সে

ভালবাসা—ভালবাস কে বিরহী তুমি হে,

ভালবেসে হেঁসে শেষে কেঁদে

ফিরি আনি হে।

এস বঁধু এস এস, আধো আঁচরেতে বসো,

চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—

আমি তোমারে হারা আমি তোমারে হারা—

এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে ॥

ধস্ত স্বজন ধস্ত নাশন শত্ৰু ॥

ধস্ত পূর্ণপরমানন্দ ধস্ত খেলন শত্ৰু ॥

ধস্ত ধরণী, সলিল ধস্ত, ধস্ত অনল অনিল শত্ৰু,

ধস্ত পকভূত বিভিন্ন ধস্ত মলিন শত্ৰু,

ধস্ত পূর্ণমানবদেহ, ধস্ত পঠন শত্ৰু ॥

পুত্রা—পিরলা পিরলা সবার পিরা।

কুত্রা হৃদয় দিরা সাকি হৃদয় পিরা ॥

পুত্রা আমিকো বেলমেরা মঙ্গল কিরা।

পুত্রা কলেজা হুলকর বেলকুল দিরা ॥

ওমা আমার যে তুই মারের মত না।

তার মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে ভায়া ॥

এই প্রাণপুষ্পে দিয়ে তালি,

তোর কোলে বসে বলি কালী,

(কোল) কান্দা করি না কিছু বাচি না কমা।

ও রাগা চরণে শুধু বেরি হুয়া ॥

(মেয়ে) চিত চোরালি চতুর নেহারে ।
হাসত না ভাষত অধিক বিচারে ॥

রূপ না দেখত, গুণ না শুনত,
পিয়াস না বুঝত ঐতি কি পেয়ারে ।
সিনান করায়লি নয়ল আসারে ।

(আত্মা) প্রাণ দিয়ে সহী
প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছে ।

তুলিতে ললিতে ভাল ভুলে লয়েছে ॥
ভাল ভুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালবাসা উচুলে মেছে ।
ওলা তুলিতে ললিতে ভাল ভুলে লয়েছে ॥

ভালবাসা ভুলি কেমনে ।
ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে ॥
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে ॥

বধূনা না মিটল পিয়াস হামারি ।
বারি বারি করি, জনম গোঁয়ারি,
না মিলিল বিন্দু হ'চারি ।
বারিদে বারি দে কহি, মিনতি করতুঁ হায়,
কাঁহা বারি, কাঁহা বারি পিয়াস নিবারি ॥

আহা সে যে বেসেছে ভাল ।
সে তোমার তুমি তার আঁধারে আলো ॥
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল ॥

মজাব না মজবো না আর
আপন মনে ভেসে যাই ॥
খুঁজে দেখি ব্যথার ব্যথী,
মাথার মনি কোথায় পাই ॥

প্রথম হুমকো আরে বিদ্যামুলে,
ডেহা কি ও গুণজন সম্বারে ।
লগ্নহুম তিস গ্রাম একইশ মুরহল,
বাইস হুমকো আরে হালে
কোই তা কে মনে ললে ॥

আহোহী অবরোহী আহোহী সঞ্চারী,
ওড়ব খাড়ব ভালে বানায় বসসো হাদে ।
আয়ে অঙ্গ-নামে রিকো মিয়া তানসেন,
চুপ করহো মুঢ় কা বলি বোলে বিধাদে ॥

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে ।
সব জাতে সব সমান সমান,
এক-প্রাণে আর প্রাণ মেশে ॥
কানায় খোঁড়ায়, গনা খাদায়,
ইনায়ে গোদায়, হারামজাদায়,
বিয়ের হাটে হাট করে যায়
সবাই কনের বর বেশে ।
কেউ কেনে হুখ, কেউ বা অহুখ
কেউ কানে কেউ যায় হেসে ॥

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায় ।
বিশেষে নিরাশে যেন জীবন না যায় ॥
বিবাদিনী বিরহিনী, এলায়ে রেখেছে বেশী,
নয়নসলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও-পার ;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায় ॥
বিদেশিনী ভাল বাসা চায় ॥

নাগরি সে নাগর ধরা দিয়েছে ।
সোহাগ ভরে হুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥
চেয়েছে চাউনি ভাল, জলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাস ভেবে, বুঝি ভালবেসেছে ॥

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না ।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না ॥
ওধু আশায় ভাসায় কিরে চায় না ;
পিয়াসী পিরিতে হুখ পায় না ॥
তাই পিয়াসী পিরিতে হুখ পায় না ॥

(মা) এরা আমায় বড় ভয় দেখায় ।
ও মা মুক্তকেশী সর্কানাণী,
ডোর সর্কনেশে সব মজায় ।
আমায় হাসিতে দেখে রাগ করে বা,
কাঁদিয়ে কেলে কেঁদে চায় ॥

তুই মহামায়া, তোর মায়ার মেয়ের
চোখের জল মা কে মুছায় ॥
তোর পকভূতে ছয় রিপুতে
কঠোর চোখে সন্না চায় ।
আমার জীবন মরণ শাস্তি শরণ,
তোর মা দুটা রান্না পায় ॥

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিসনে ফেলে !
বড় আশায় জ্বলাছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে ।
কান্দতে ভাল পাঠিয়েছিলি,
কৈদে কালী হলাম কালি ।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

অভাগিনী জেলখা না জীয়ে
চাহিয়ে চাহিয়ে,
কান্দে চকোরী, চান্দে সুখা না পিয়ে ॥
যৌবন আগে, যাচে মোহাগে,
প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে ।
সাধে, বিবাদ আসে বাদ সাধিয়ে ।
অভাগিনী জেলখা না জীয়ে ।
ধর ধর কলধর, নৈরাশ বিধধর,
করিতে জর জর, রহিয়ে ।
ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে ।
অভাগিনী জেলখা না জীয়ে ॥

সাহাজাদি নেহি, কতি দিল দিয়া,
কতি দিল লিয়া ।
কতি নেহি রোতে ফিরে জল-গিয়া,
মেরা আন গিয়া ॥

দিল দেনে গুয়ালী, লেনে গুয়ালী সব,
পহেলা দেকে, পিছে থাকে, লেনে মাকে তব,
যেহি মিলে হিন্ রোতে ফিরে, আন গিয়া,
মেরা আন গিয়া ॥

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আছা আহাবাজ ।
ক্যা তোফা হুরতী সাফ ক্যারসা তোফা সাজ ॥
বাং মিঠা, স্নাং স্নাং রহে,
সাচ মো সাহেব কা ঢং
কুন্তকা তর নাচ না ফির না কুন্তকা তর রং
(মেরা দিল) মিল আগা সব ভাগলানা তব
জরুবি পহেলা কাজ ॥ ”

পিয়ালী না সাফ হোনে দেও
ভরোহসাকী ফিন্ ।
হাতি কো পর হাওলা মেরে
ষোরেকোপর জীন ॥
চলনে হোগা দিল দেনে, দিল লেনে পিয়া সাখ,
বোলনে হোগা মিঠা বোলি,
দিল লেনা দেনা বাত ;
আনিকো দিল দরিয়া মেরা উংরানা সন্নি ॥

(ও সে) আমার কেন কান্দায় দিবা রাত ।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত ॥
প্রাণেতে তার প্রেমের নিশানা, দেখতে পেয়ে
চাই পেতে তায় মানি না মানা ;
পাই কি না পাই, সাধ
কোরে তাই কছি দেহ পাত ॥

পতিরতা সাধ্বী কি সাধিতে নারে,
প্রিয় পতির তরে ॥
নয়নে নয়ন ছন্দে ছন্দয় দিয়ে,
অজস্র প্রেমবাগি ধারা ঢালিয়ে,
জ্বলন্ত প্রিয় প্রেম তুষা নিবारे ॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক আলিয়ে,
আনন্দে পতি মুখপানে নেহারে ॥

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগে
প্রাণপতি পাশে ।
প্রেমলভিকারবেশে, পায়ে জড়ায় সে এসে ;
লভিয়ে পোড়ে ভুকের না দায়
রাখতে হয় আশে ॥

ভাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
বিসৰ্জন দিয়ে বিষয়-বৈভব,
জীবনের আশা, শুধু ভালবাসা ;
দুঃখের দুঃখিনী সুখের সুখিনী
হোতে চায় পতিবাসে ॥
যত দিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবটির সাথ পতির ছায়ায়,
আয় শেষ হ'লে পতি পদতলে,
পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনার্যাসে ॥

(ও তায়) দেখে শুধু কঁপে সারা হই ।
পায়ে ধরি যত ভত পায়ে ঠেলা রই ॥
না চাহিতে ধ'রে দিহু প্রাণ,
ফিরি নাহি চাহিল, ধরা দিল না পালন,
সরমে মরম জাল। চুপে চুপে সই ॥
ভালবাসা ভাল সবাকার,
ভালবেসে ভাল শুধু হ'ল না আমার ,
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ ॥

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরিয়ে যায় মা ।
জনমেরি শোধ, ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
যড় জালা সোরে বাসনা তাজেছি,
যড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কঁপেছি কাঁদিতে পারিনা ;
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ।
যত্ন হইতে, জালায় লগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥

রূপে আপন হারা ।
সে মন্থন করে মাথুরী ধারা ॥

ভালবাসিতে বাঁচি, ভালবাসিলে বাঁচি,
হাসিলে হাসিব হব নয়ন তারা ।
না ভালবাসিলে কঁপে হইব সারা ॥

ওরে তারে যে বড় ভালবাসি ।
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণ ভালবেসে আসি
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চেয়ে চেয়ে রাখি ;
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি ॥
কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ ।
অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান ॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান ।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায়,
অকূলে না দেখি কুল কিসে পাব ত্রাণ ॥

ফুটেছে কুলটি সাধের রেখেছি সন্ধানপনে ।
পবনায় আছে মানা আদমনি হুবাস হরণে ॥
মনের সাধ মনে আছে, জানাইনে কারো কাছে,
পেয়েছি মনের মতন মনমত ধন এত দিনে ;
প্রাণথলে প্রাণ ফুল দিতে তাই
সাধ করেছি ত্রীচরণে ॥

হৃজন সনে প্রেমে মিটল আশ ।
ফুটল রসাবেশে সরস ভাষ ॥
চিত উদ্দাদিল, প্রীতি বিভাজিল ;
সোহাগে বিকশিল ফুল বিলাস ;—
মরমে উথলিল উল্লাস রাস ॥

ধর প্রাণ প্রাণনাথ দিহু চরণে ।
দেখো রেখো যজনে ॥
দাসীরে দেখিও সদা কৃপানয়নে ॥
মান রেখো মানিনীর, ছন্দ করিও গির ।
মজিরা থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে ;
আজিকার এদিন যেন থাকে স্মরণে ॥

কারণ পাখারে কাল উন্নত ত্বরিত ধায় ।
বিধ আপনা হারা বন্ধে আসিয়ে যায় ॥

ডেরীরবে মহাকাল, আগাইয়ে দিকপাল,
উলটি পালটি সন্ধ্যা বহান্ন প্রবল বায় ॥

কেন কেঁপে হবি সারা ধারা মুছে আর মা ।
কপালে কল্যাণী তোর সুমঙ্গল তার মা ॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তার ;
যে অধরে মাখা হাঁসি সে কেন শুখায় মা ।
কাঁদিয়ে কাঁদাবি কেন মায়াময়ই মায় মা ॥

মোহে মরম বীণা লগিতে মধুর বাজে ।
মম প্রাণ উঠলে ওঠে ধরতে সোহাগ বাজে ॥
কুহমে ভ্রমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে ;
বিবশা এগিয়ে পড়ে মিশিয়ে হৃদয় মারে ॥

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এদেছি মথুরায়
বাপ পেয়েছি মা পেয়েছি,
ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
ডোমরা করজন মা বলে ভাই
ভুলিয়ে রেখে মা যশোদায় ॥
ননী বেণু, গোষ্ঠে বেণু,
শ্রোম বিলায়ে গোপিকায় ।
এই চূড়ানে, এই ধরানে,
জন্মের মত বিদায় দে,
আমার মত বঁাকা হয়ে
লাড়িও রে কদম তলায় ।
যজিও শশী বাঁশীর রবে
ব্রজবাসীর প্রাণজুড়ায় ॥

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কানে কাননে ।
কুসল কি জীবলীলা কর্তার কালশাসনে ॥
কে আছে আমার আর, তোমা ফিনে শূভাকার,
কলকল করলজম সকল হেরি নয়নে ।
কি নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াত,
বিবিড় আঁধারে কেন লাড়িয়ে থাক বিজনে ॥

আলোয়া—জলদ ভেতাল।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে ।
হৃদয়ে রাখিব সন্ধ্যা, হৃদয়ের রক্তনে ॥
কালনিশি নীলাস্বরে, স্বিরেছে তাপসবরে,
অভাগিনী অন্তহারে, তাজ অন্তকাল;—
শোকনীর উপহার দিতেছি ভব চরণে ।

বিস্মিট—একতাল।

আয়রে আয় কানাই বলাই
আয়নারে ভাই ব্রজে যাই ॥
তিন দিন না দেখে তোলের
বুধি মা যশোদা বেঁচে নাই ॥
সবাকার প্রাণ হরণ করে,
কেমন করে পরাণ ধরে,

এ ছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ত'ই ।

গোষ্ঠের খেলা কদমতলা,
কিছুই কি আর মনে নাই ॥

খাওয়াজ—একতাল।

মর হে এখনও রাধারমণ, যাই চল গৃহকাজে ।
করো না রঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
মরি মরি মোরা লাজে ॥
জানি জানি তুমি রাধিকা-রমণ,
করেছিলে গোপীক বদন হরণ,
কত শত ছলা, জানি তুমি কালা,
আসিতে রাখাল সাজে ।
তুমি বনমাণী বমুন পুণিনে,
করেছিলে কেলি গোপীগণ সনে,
করে লয়ে বাঁশী মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
প্রেমভরে গোপীমারে ॥

বানেশী—আড়াঠেকা ।

হেরিয়া পূর্ণিমা শশী হাঁসিতেছে নিশিধিনী ।
আলিঙ্গন করি করে হইরাছে বেতাগিনী ॥
হসে দূরে ধরাধর, বিপিনে বিটপবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে হৃদবালা তরঙ্গিনী ॥
একুতি আমোদে মাতি, আছরে চকল পাতি,
উবার হৃদযাত্রাশি বিলাইতে বিলাসিনী ॥

রূপেরা সাফ করে অঞ্জাল ।
(আলো) আরে হুনিরা ভবকে রূপেরা সেরা মাল ॥
রূপেরা গুজ্জালা সব সে বাড়িয়া সব চে উচা চাল ।
রূপেরা সাফ করে অঞ্জাল ॥
রূপেরা লেকে হুনিরাচারি বিলনরিয়া চাল ।
খুঁটা আদমি স্টাচা হোরে রূপেরা কো এ হাল,
রূপেরা লাক করে বঞ্জাল ।
ধর্মী কর্মী সবকোই আমি রূপেরা কো কাকাল ।
রূপেরা লেকে বুড়ো লেডুকা জোয়ানি হোই
ছাওয়াল ।

রূপেরা সাফ করে অঞ্জাল ॥
হামার হামার সবকোই বলে,
সবকোই হোরে লাল ।
বাহার রূপেরা কোইকো নেহি,
ইরে মেরে সাওয়াল ।
রূপেরা সাফ করে অঞ্জাল ॥

ভূমি বার তারি থাক,
আমার আমার নিতে দাও ॥
চিন্তিরে দিছি চিনে নিছে
সখা আমি নিই ভূমি নাও ॥
ভোমরা ফুটে থাক হুটা ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাথে ফুটে
উঠি হুটি নবীন মুকুল ;
আমি আমার পানে চাই,
ভূমি ভোমার পানে চাও ॥

জন্মের হাত কিরে শ্রামচাঁপ ছেড়ে বার ।
হুগাসনি বহুলা মালা শোলনা কিরে আর ॥
ছিন্ন করি প্রেমডোর,
পলাইছে মলচোর,
আহুলা গোলুবালা নিরাশনয়নে চার ।
কে আসে কি হলো আলা প্রমদার প্রেমদার ॥

অতঃপাশি নির্মল নটবর আশ ।
বাগিনী শেষ হলো সকলি নৈরাশ ॥
অতঃপাশি নির্মল নটবর আশ ।
বাগিনী শেষ হলো সকলি নৈরাশ ॥

বিসরি আজ হতে গিরীত বিলাস,
প্রেম বিহারে লহ কাহুকি পাশ ॥

কীর্তন ।

আমি কালারে পাইতে সকলি তাজিনু
কত লোকে কত কর ।
কলক পশরা শিরে বার তরে
সে ধনে অপরে লয় ॥
কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,
কিসে বা বাঁধিব হিয়া ।
আমার নাপর, বার পর বর,
আমার আকিনা দিয়া ॥
দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
তার সনে মোর কথা ।
মুড়াইব কেশ, ছিড়িব মুবেশ,
ভাজিব আপন মাথা ॥
প্রাণনাথে মোর, এমন করিল কে,
আমার এ প্রাণ জলিছে যেমন
এমন জলুক সে ॥

মাগকে ফুল আপনি ফোটে বাস বিলাতে চায় ।
উবার কোলে হেলে জুলে শিশির মাখে গায় ॥
ফুলে ফুল গাঁধি মালা, ফুলে ফুলে করি খেলা ;
ফুলফুলারা ফুটলে আমি হাসলে হাসি পায়,
তাড়িয়ে অলি চুমিরে মধু শিবরে মলয় বার ॥

জয় জয় জয় জগত জননী হাস মা সুখমাধর মা ।
জয় জয় জয় অমরনাথিনী মানস ডিমির হয় মা
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী শ্রামল বসন পর মা ।
জয় জয় জয় বীরপ্রসবিনী জনরে আশীষ কর মা ॥

(ওরে) কারে নিয়ে আমরা ত্রজ্ঞে বাবরে ।

তুই না গেলে (ওড়াই কানাই)
তুই না গেলে (ওড়াই বলাই)
তুই না গেলে—তুখা গেলে—
কায় পালন জ্বর চাষ রে ॥

আর কারে জাই বাসবো ভাল,
আর কে গোহুলা করবে আলো,

এশের নিবি এশের, দুখা
কর কাছে আর পাখ রে ।
কর গলে বনফুলের মালা
এশ তরে গোলাব রে ॥

তুমিহে পরাণ বঁধু,
এত দিন পরে, পাইছু তোমারে,
চাহিয়া রহিছু শুধু ।
খাইতে শুইতে, জিলেক পলকে,
আর না বাইব ঘর ।
ভ্রাম সোহাগিনী সকলে কেনেছে,
আর কিছু নাহি ডর ॥

কুমুদকান্ত বসু ।

ঐক্য কুমুদকান্ত বি-এল মহাশয় একজন
মুলক । 'স্বাভাৱত', 'প্রদীপ' ও 'অঙ্গুসন্ধান'
গ্রন্থটি গল্পের শ্রেণিক । ১০১০ সালে ইহার এই
কয়েকটি পৃষ্ঠা রচিত হয় । ইনি মূলতঃ কবিতা
লিখিতে পারেন । বঙ্গলাহিত্যের এতি ইহার
বিশেষ অনুবাদ ।

বাণিব—একতালী ।

তুমি তুমি এই একতাল ।
করি এশের মাতে চরিত্র সাধের বিমান ।
তুমি একাকী ঘরে, বিবক নরক ঘোরে,
রহি কেন হবে স্নিহমান ॥
অলসভাবে পাপ বিদ্রোহ বাসনা,
ও স্নানীয় দুখা পলকে ঘবে না,
আন্ত জনমে মধুর শান্তি পাবে,
তবু হবে দুঃখিত এশ ॥

মিহির হারা—একতালী ।

আমি তুমি হারা—একতালী ।

কেন তুমি তুমি একতালীর ঘরে ।

কেন তুমি তুমি একতালীর ঘরে ।

কেন তুমি তুমি একতালীর ঘরে ।

কেন তুমি তুমি একতালীর ঘরে ।

মিহির হারা পড়ে বেদন শিশির মুক্তার,
তব মন দরপন তাঁহার কপার,
চাঁদের মতন অলবে তেমন জ্ঞান কিরণে ।

লিছু তৈরবী—একতালী ।

কেন আর আড়ালে থাক,
এস নরনে ভাস, দাঁও লুপন ।
পূরাইলে সব সাধ,
তবু কেন অবসাদ হবে না মোচন ।
আমি ত পার্শ্বার তোমার,
তুমি এশে ডেকে বল, লহ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞান,
লহ দেহে নব বল ;

পাছে পাছে ফির তুমি চোখে রাখ অনুক্ষণ ।
দূরে লক্ষ্যকারে গেলে, প্রকাশ সমুখে জ্যোতিঃ,
শঙ্কর কাপিলে প্রাণ, হাসিয়া ঘুচাও ভীতি, —
অজস্র করণামৃত কর এশে বহিষণ ॥

আপা-তৈরবী—একতালী ।

মুখে হুখে ডাকি তোমার, কে তুমি বল ।
তুমি সাধের সাধী, প্রাণের সাধী, অসাধারণের সম্বল
তুমি অড় কি জীব, প্রকৃতির শিব পাইনাত ধ্যানে
কল্পনা হারে মুরতি তোমার আগে না পরাণে ।
তবু মুখে ডাকিলে পরে সজোবে জ্বরে প্রাণ,
হুখে ভক্তর বাণী তুমি, বিপদে পরিত্রাণ ।
তুমি জ্ঞানীর গান, ধনীর ধন, তুমি মানবীর মান,
বহুলা ধর, তবু নিরাশ্রয়,
একি হে তোমার অপায় কোশল ॥

আনন্দময় মৈত্র ।

১২০৬ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দে জন্মলাভ নিমিত্ত
গাতি (বাণেশ্বর) গ্রামে বাহুবল্লভের ৮ কন্যার দ্বারা
মহাশয়ের উল্লে ও বঙ্গাব্দে ১২০৬ সালের ৮ই
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবেই শাস্ত্রের নিজ
বাগীতে আশীত হইয়া, প্রবন্ধ, পুস্তক, পত্র
ইংরাজি ও উর্দু ভাষা শিখা করেন । ১২০৬ সালের
১০ই তারিখ তারিখে কলকাত্তা নগরে ইহাকে
শাস্ত্রের বিশিষ্ট গাতিগণের একজন হইয়া পদে
নিয়োগ করেন । ১২০৬ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ
১২০৬ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২০৬ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ

কালের ও কালায়নার সেরেটরি গবে নিবৃত্ত
হয়েন। পক্ষসত্ত্বিতম বৎসরে ইনি পদালাভ
করিয়াছেন। ২৭শে কাঙ্কন, ১০০০ সালে ইহার
স্মৃতি "আনন্দ-সদীত", শ্রুত নিরুজ্জবোদন বাহিতী
কর্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইনি
শান্তিপুত্রের একজন অধীকার ছিলেন।

এলাচী হুব—একতাল।

(হুয়া) ডুবলে রে মন ডুবতরী,

(ডুবিল জনমের মত,)

ভবার্ণবে তুফান ভাবি, পাগে না হইল ভাবি,
আর কি রাখিতে পারি, হারাইলাম হেলা করি।
ভবজাল বোকাই লয়ে না ছাড়িলাম না বুঝিয়ে
না-ঝেতে-না-ঝেতে তাঁরে মারামারি ডুবে মরি।

হয়জন গাড়ি যুক্তি ক'রে,

চলিগো তারা না বাহিরে,

তাঁদের মত চলি কিরে সবে ক'রলো বাগাবারি।

কালী নামে ডকা গিরে,

মন মারি বাও পাল পাটারে,

কি করবে হ'জন নেয়ে তাঁদের তালিষ আরি জুরি

না হয়ে সন্তানের মায়, ছেড়া গো, ভবজায়া,

আলম্বের এই মিনতি করি স্ততি,

কুসে লও না কোলে করি।

হানিশী কিছু ভৈরবী—শোভা।

বাঙ কিরে বাও চিকণ কাল,

কুকে আছি এলো হে।

কাল হানিশী কোন কামিনীর

কুকে ছিলে বল না হে।

কল-এসে অরুণাঙ্গী, হয়ে লগা প্রেম-বৈরাগী,

করে তাঁর ভ্রমণ কর বল কি বাসনা হে।

এমন কোন কুলে কুলে, করে ভ্রমণ কত জলে,

কাল কি সেই কুলের কুলে হলো করি হে।

কি লগা হই কামিনী, উভয়েতে তুল্য জ্ঞান,

কি লগা হই কামিনী, পাটের গাঁতর,

কি লগা হই কামিনী, হইলো হে।

কি লগা হই কামিনী, কালি কালি মাস,

কি লগা হই কামিনী, কালি কালি মাস,

আনন্দ কহিলে তার, রাখে হাড় কন সুকণ্ঠ,
কালচিহ্নে পূর্ণ চিত্রে দেখি মুগ্ধ মিলন হে।

এলাচী হুব—একতাল।

কালি কেন নিবর হানি, এ বীন সন্তানে মা গো।
দশ মাস গর্ভে থ'রে, রেখেছিলে মা আমায়,
এখন এসব ক'রে চলি গেলে কোথা মা গো।
যতী-পুজা না করিলে, অষ্ট-কলাই না বাইলে,
ধাত্রী বিদায় না করিলে, এ কেমন রীতি মা গো।
পিক-শাখের মত মা কাকের বাসায় রেখে গেলে
এখন ঠোকর খেয়ে প্রাণ বার মা একবার ঢকে
দেখলে মা গো।

মা হ'রে সন্তানের মায়, ছেড়া গো ভবজায়া,
তোমার একটা নাম মায়। জনতে প্রচারে গো।
নাম-করণের সময়, রাখিলে আনন্দময়,
এখন নিরানন্দে ভেঙ্গে বাই কুল বাও চরণে গো।

খিচিট—একতাল।

সাপের মাখার সখের বাপান,

দেখনা ভেবে আমার মন,

এ বাগানে কিনা আছে

কিবা আছে বুড়ির অসম্ম্য জান।

পারসরায় শিরে থ'রে আছেন লগা অকাডরে,
বিধির অজ্ঞা পালন ক'রে আছেন এরূপ চিরবিধি

ভুচর খেচর কত, জলচর নানা মত,

আশী লক্ষ বোনি হেথা লগা করে মিতরণ।

নানা আতি পুষ্প বত, করে বাসন হুপোড়িত,

ভুললতা বানী কুল কুল আদি অলম্বন।

এ বাগানের কতই শোভা, যোগিনীক-মল-শোভা,

হঠাৎচিতে নিগলিত্তে জমে অলম্বের দুঃখণ।

নল নবী হ্রদ বত, গিলি গর্ভে উষিড,

ভেদ করি অলম্ব সিংহলীরে হর শকল।

আনন্দ বলিছে-ও মন, কিবা-চর্য্য কিম্বদন্ত,

এই হৃদি প্রকরণে বিবাতর নির্জন পটল।

হুচর—একতাল।

অরুণাঙ্গী হইলো হুচর, অরুণাঙ্গী হইলো হুচর,
অরুণাঙ্গী হইলো হুচর, অরুণাঙ্গী হইলো হুচর,

শ্রেয়সের বোণী হ'ব, শ্রেয়সতীর্থে ভ্রমে র'ব,
 শ্রেয়সীর নাম ল'ব, শ্রেয়স বাসস্থান পাবি।
 শ্রেয়স ছাই গায়ে মাখিব, শ্রেয়স-সিদ্ধি ঘুটে পাব,
 শ্রেয়স-ধামে বেড়াইব, শ্রেয়সলগ্ন হাতে করি।
 শ্রেয়স-কমণ্ডলু নিব শ্রেয়সমালা গলে দিব,
 শ্রেয়স বলি গাল বাজাব, শ্রেয়স পীতমড়ি পরি ॥

স্বরূপ—আড়া।

মন যেন তুই নাগোরদোলা,
 উর্দ্ধ অথঃ ঘুরছিস্ কত,
 বুঝিলি না কো ভবের খেলা ॥
 কর্ণকলে ঘুরায় তোরে, ভেবে দেখনা অন্তরে,
 ও মন আপন দোষে আপনি মলি,
 ঘুচ লনা অর্চন-জালা।
 বড় জনার দিচ্ছে পাক,
 সন্ধ্যাই বলে দে পাক দে পাক,
 দেখছি তোমার বড় বিপাক,
 এড়াবে না সংসারের জালা।
 শুদ্ধ শাস্ত্র নিষ্যাম হ'য়ে, দেখে তাঁর পদ চেয়ে,
 যে পদ বিপদ কালে ঘুচাবে তোর সকল জালা।
 আনন্দ বলে এই সিদ্ধান্ত, ঘুচ কর মন একান্ত
 বাধে দূরে সে কৃতান্ত কৃতান্তকে দেখাবি কলা ॥

ভৈরবী—পোতা।

ভজন আনন্দ হুখা পাল কর মন মেয়ো,
 বিপদ সম্পদ হুখ হুখে জ্ঞান বিষয়ো।
 এরলি নেক হরিনাম, ছোড়ি কর কোন কাম,
 তিগনন্দ শ্রীধরাম নাম জনমে বিতয়ো ॥

ভৈরবী—পোতা।

আনন্দময়ী হ'য়ে মা গো আমার
 স্নিগ্ধময় ক'রো না।

তব চরণ-ধিনা আমার মন অক্লি কিছু জানে না।

তব নাম ল'ব, তব-পারে বাব,

এই ছিল মনের বাসনা।

এখন তবের মাঝারে, দুখালি আমারে,

মা গো তব নাম কেহ ল'বে না।

আমি তব নাম, লই অবিরাম,
 তবু হুখে আমার ঘুচে না।
 আনন্দের ক্ষমা, কর মা গো উমা,
 ভব-বন্ধনে আর রেখ না ॥

হারামট—একতাল।

আর কত হুখে দিবে ওপেঁ
 শিবে রেখে ভবে ওমা তারা।
 অর্চন-যন্ত্রণা আর যে সহে না
 কর করুণা এ দীন যাচে ওমা তারা ॥
 তুমি অগল্যা, অগল্যাথ্যা,
 তোমা বিনে এ গতিহীনে
 কে আর গতি করে ওমা তারা।
 ভবানী ভব-ভাবিনী, শুভ-নিশ্চয়-বাতিনী,
 হুরগণে উদ্ধারিলে ওমা তারা।
 ক'রে ভব নাশ, পুণ্য করিলে প্রকাশ,
 নাশ মম ত্রাস ওমা তারা।
 আনন্দের পাপরাশি, অজ্ঞানভিমির নাশি,
 ল'য়ে চল ভব-সিদ্ধ-পারে,
 ওমা দয়াময়ী হুখহরা ॥

প্রবাহী স্বর—একতাল।

(দুয়া) গঙ্গা এবার কর মা এ দৌনে নিস্তার,
 তুমি হর-শির-বিহারিণী, হুরাহুর বন্দিনী,
 ভীষ্ম-জননী মা গো কর মা আমার উদ্ধার,
 তুমি বিষ্ণুপদ-উদ্ধারিণী, হুরলোকে মঙ্গলকিনী,
 মর্ত্যে মা হুরগুণী পাশী জনের কর্ণধার।
 তুমি ভাগীরথী ত্রিপথগা হৈমবতী হুরাপগা,
 কাজরে করুণা কর আর কেহ নাহি মা আমার
 শতক বোজন থেকে, যদি পক্ষা বলে ডাকে,
 দয়াময়ী মাংসভেদে কর তুমি মুক্তি তার।
 নানাবিধ পাপভোগী, শত শত মহারোগী,
 তব জল পরশেতে হ'ল মা তারা উদ্ধার :
 এইরূপে কৃপা-বলে, কত পাশী উদ্ধারিলে,
 এখন মা আনন্দ দাসে কর ভব-সিদ্ধ-পার ॥

বেহাগ—আড়া।

- ১। বাগো কুন্ডে গোবিন্দে আনিবারে,
কুন্ডাবন শ্রুত ক'রে গেছে কালা মধুপুরে ॥
- ২। যত সব ব্রজবালা, না হেরে
সে চিকণ-কালা, মনে ভাবে
একি জালা, হৃদয়ে সহিতে নাহে ।
- ৩। যত সব বিহঙ্গকুল, অন্তরে হয়ে আকুল,
নীরব হ'য়ে আছে তার।
বন্ধ ভাসে আধিনিরে ।
- ৪। গোথেনু সব শ্রীহীনে,
কেবল সেই কৃষ্ণ বিনে,
উর্দ্ধমুখে হস্তারবে ডাকে তারা নিরন্তরে ॥
- ৫। আনন্দ কাতরে ভণে,
একমাত্র কেবল বিনে,
অন্ধকার সেই ব্রজভূমে,
এ বিচ্ছেদ কি সহিতে পারে ॥

রামজয় বাগচি ।

রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার গাঙ্গাইল গ্রামে ইহার জন্ম হয়। অতি শৈশবে ইনি পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং নানারূপ কষ্টে ইহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। কিন্তু অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নে ইনি মোক্তার হইয়া মোক্তারী ব্যবসা দ্বারা আপন অবস্থার পরিবর্তন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-প্রিয়। ইহার রচিত গীত রাজসাহী জেলার অনেক স্থলে গীত হয়। 'সঙ্গীত-কুহর', নামে ইহার একখানি পুস্তক আছে। 'হিন্দুরাজিকা' পত্রিকার সম্পাদকতায় ও বোয়ালিয়া গবর্নমেন্ট সন্থে ইহার বখেষ্ট ঘ্যাতি ছিল। আর চারি বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

সিদ্ধু ভৈরবী—অমর।

জননি আছবি নেনি, বিদায় হই পদ-পঙ্কজে।
হেরি তোমা ঘন গো মা সভত মানসমাঝে ॥

ভক্ত ভগীরথ সনে, তার কত্নাল শুনে,
এলেছ বক্সালসনে, তারিতে সগরাজকে ।

বসে বাসে এ জীবন, পিব তব পুত জীবন,
হেরি পিতার আশ্রয়, হরিপদে কত্নালসনে ॥

অর্ধ ৯ জু তব জলে, অর্ধ অল্প ধরাডলে,
রহে যেন অন্তকালে আশ্রয় রাম পাশাপাশে ॥

বিভাব—কাওরালী ।

হে নীনশরণ, আমি অশরণ,
জীবনে করিনি কতু প্রভু তুমার স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি, করুণায় অবতরি।
কৃপা করি পদ-তরি, প্রাণে কর তারিণি।
তব তনু প্রেমময়, হেরে হরে মনামর,
কর শ্রীগৌর আমার, কৃষ্ণ-প্রেম বিভরণ।
মুচাও রামের অবসাদ, বিভব তারে প্রসাদ,
পুরে যেন মনঃসাধ অস্তে হয় কৃষ্ণ কুরণ ॥

মুঠ মল্লার—কাওরালী ।

হের গতপ্রাণ সতীন্দেহ পরিণাম
নয়ন-অভিরাম, মর অরিরাম,
যাহা পড়িয়া একাক্ষণেও, ধ্যাতু ক্ষেত্রতীর্থ ধাম ॥
(পড়ে) ব্রহ্মরজ্জ হিন্দুলায়, তিন চক্ষু শরুলায়,
জালামুখা অলে জিহবা অবিরাম।
হৃদয়া ধন্য নাগিকায়, উর্দ্ধোষ্ঠ ভৈরব গিরিকায়,
অট্টহাসে অধরোষ্ঠ হুলায়।
প্রভাসে উদয়, চিত্রক মনোহর, পড়ে জনহানে,
বধা যোগজনে হল পূর্বকাম।
পুত গোলাবরী-তীরে, সতী-বামনও পড়ে
দক্ষ গুণ গুণকীতে কি হুঠাম।
কর্ণধর বর্ণাটে, পড়ে করতোয়া-তটে,
দক্ষ তল তথা ব্যক্ত ভবানীপুর ধাম।
তল টুটে, পড়ে শ্রীকৃষ্ণ আর সজ্জিতে পক্ষপাশে-
উচ্ছ অধঃ দন্তধাম।

পড়ে বৃন্দাবনে কেশরাসি, কিরীটে কিরীট ধসি,
কঠ কাশ্মীরে, নলা মলহাটী গ্রাম।
রত্নাবলী দক্ষদক্ষ, মিথিলায় বামদক্ষ,
শ্রীশৈলে গ্রীবা দক্ষকুল চট্টগ্রাম।
ভুবার্দ্ধ শেষে, পড়ে মানসে,
ধসে কচুই উজানী মহিবন্ধে মহিবন্ধরাসি,
পাত প্রায়শ্চিন্দ অকুল বাহুল্যে রাম মনোহর
জানকীর প্রেমাবধি, জীবনধাম ॥

রানসিকিতে অস্ত তন, বৈদ্যনাথে জগি-হান,
 লাভীপন্ন উৎকলে পুরুষোত্তম ।
 কাকীতে ককাল, নিতর বিশাল
 দক্ষিণে কাল মাথবে, নরনার নিতর বাম ।
 মহামুজ্ঞা কামরূপে, ব্যক্ত মহাপীঠ রূপে,
 জামু জন্মা নেপাল জয়ন্তী গ্রাম ।
 দক্ষ পক্ষের চার অঙ্গুলি, কালীঘাটে বধা কালী,
 দক্ষ পাশাঙ্গুলি পড়ে ফীর গ্রামি ।
 দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরার পতন,
 ঐ পদভঙ্গক কুরুক্ষেত্রে মন, বক্রেশ্বর ধাম ।
 (পড়ে) বশোহরে পাণিগন্ধ, ত্রিলোভার বামপদ,
 হার দলীপূরে, কুণ্ডল কালীধাম ।
 কঙ্কাদ্রমে পড়ে পৃষ্ঠ, লঙ্কার নৃপূর শ্রেষ্ঠ,
 বিভাসকে পড়িরাছে শুল্ক বাম ।
 জিনিয়া বিজুল বর্ণ পদাঙ্গুল,
 মার, পতিত বিরাজে,
 পীঠে হেরে ধ্বজ হও রাম ॥

বহার—তেতাল ।

(আমার) তার শব্দর !

একত পদে কিহর, ব্রহ্মকর-জাত-সুখকর-শেখর
 হে শিব ! লীলা এসক্রে, হও উন্নয় অনাদি লিঙ্গে,
 সবাহমশক্তি বাণলিঙ্গে বসতিকর ।
 আশুতোষ, আশুতোষ হও বিশ্বদলে,
 মুনি মার্কণ্ডেবে বন-ভরে ডারিলে,
 ছিল তার সাধন সর্গতি, আমি বিজ ব্যাধ গতি,
 ভরসা ব্যাধের গতি করেছ হর,
 না জানি তকতি কতি হে দিবসর !
 গুড়সেবা অপরাধ-শত সগর,
 নমি শিতা মুক্তাঙ্কর, জলনী জলজুগার,
 পদে পুর বর চার, হস্ত "স্বামিবর" ॥

বাঁধা—টকা ।

বীজবদ্ধ রাধ, সমসার, পুরাও অভিনে ।
 ভক্তগণ ধীরে বলে, অতন্তে উদ্ধার বলে,
 হৃদয় তারিবে বলে, অসিলে মরতকূলে ।
 সিন্ধু সান্দ্রী হ'লো পদ পরশনে,
 সিন্ধু সান্দ্রী হ'লো পদ পরশনে,

মিত্রভাবে রতুপতি, নিত্যসিঙ্গে নিবাসপতি,
 কৃপার বীনে সংশ্রুতি, তার তবার্ণবে চরমে ।
 অগ্নি তবে রিপুভাবে ঘরে জয় বিজয়,
 ত্রাণ কি পাবে না তব-ষেবী রামজয়,
 কৃতান্তে একান্ত ডরি, দিনান্তে তাই তোমা স্মরি,
 প্রাণান্তে করো হে দারী, যাবৎ তোমার ধামে ॥

তৈবরী—তেতাল ।

(মা) তার মোরে শব্দর ! কিহরে করুণা করি,
 ধন-মান-মঙ্গ-মন্ত মম মন করী,
 জ্ঞানাত্মন নাই কি করি ॥
 শুণাতীতা শুণাতী, ত্রিগুণরূপিনী,
 (কালী) মূল্যধারে কুলকুণ্ডলিনী আপনি,
 (কালী) জানি না আগা'তে বহু জগ যোগ করি,
 জগ মা গো কেমকর ;
 বিধি হর মুহুর স্বজন তোমারি,
 (কালী) হুর্গনিম তং হুর্গ অহরে মারি,
 (কালী) দমুজে দলিয়া দেবে রাধ শুভকরি,
 ডাকে রাম তানুজে ডরি ॥

লিঙ্গ—মধ্যমান ।

হুর্গে মা আমার, এস মা, আরবার,
 তুমোমর তনর-বাগার ।
 তুমি প্রহৃতিয় হতা, তবে তব হৃত হতা,
 মা, কি তার তনর হতা ;
 —আমি শুধু তার ধরার, কি ফল জঠরে ধরার,
 কোলে ল'য়ে হর ধরাভার ।
 শুহ পপপতি করে এসো মা তবানি,
 (ওমা) দক্ষিণে কমলা, বামে বীণাপানি,
 (গো মা) কৃপা করিলে আপনি,
 মুক্তাঙ্কর শূলপানি, বিধি বিহু সঙ্গে আপনি—
 আগিবেন মম পুরে, তবে ত বাসনা পুরে,
 অসাধ্য কি তব করুণার ।
 কৃতমুগে ভক্তিবেশে হৃদয় নৃপতি,
 (পূজ) রেতার দ্বন্দ্ব মাম লালন রতুপতি,
 (পূজ) সিদ্ধি পার সমাধি ভজ্যে,
 তাই রেত রাগ-বিশেষে

বাগ্গা নাই আর শ্রীসম্পদে, মতি দেহ হরি-পদে,
অন্তে পথে রেখে মা, এবার ॥

হুট হুট—একতালী ।

মুক্ত কর যোরে মুক্তকেশি,
আমি মুকুতি-অভিনায়া,
ওমা, বর গতি বিধি, হর গতি বিধি,
এ ভবে ভব-প্রেরসি ।

মুক্ত তন্ত, বার তুমি ধ্যান জ্ঞান,
মুক্ত নর বার অমে তত্ত্বজ্ঞান,
আমি জ্ঞান-ভক্তি-দীন, কিসে ত্রাণ
পাইব, মহেশ মহিবি ।

ত্রিদিব পাভাল আর অবনীতে,
তুমি আছ প্রতি জীব-ধমনীতে,
মন্দমতি আমি নারিনু চিন্তিতে,
বোহে অন্ধ দিব নিশি ।

ব্রহ্মময়ী মাতঃ আছ সহস্রারে,
তত্ত্বজ্ঞান বিনা নরে চিন্তে নায়ে,
জাগ কুণ্ডলিনি রাম-মুলাধারে,
হেরি ব্রহ্মরূপরাশি ॥

খানাজ—কাওরালী ।

মা কাণদারা, কালরে কর মা করুণা ।
নাশ মম বম-যাতনা ॥

শমনবারিণি, বলুঘহারিণি,
হর পাপ হর-ললনা

অশেষ পাণ্ডকী, কাল-ভয়ে ডাকি,
তার নামে দিগ্‌বসনা ॥

আরিয়া—কাওরালী ।

তুয়া তার ওলয়ে তারা, এ সময় ।

হেরি সব শুল্কমর, আমি করেছি পাপ হুকর,
রোয়ে শমনবিন্দুর, তরুর বংশে এসে বেঁধে লর,

মহাকাশদারা বালবারিনি,
বালজল জীব-সুতে ত্রাণ কর তারিনি,
রিপুঘহারিনি ত্রিভুগহারিনি,
সিদ্ধহরীশ্বর-বাহিনি,

(ওমা, আমি) যে ত্রিভুগে-জলি,
পদে হ'রে কুতাজলি, প্রার্থনা অন্তিম মম বমভর
ভবারণ্যে ফেলি শিশু বালকে,
জলক জননী হবে বাল মা পরগোকে,
স্বস্ত্যঙ্গ দিলে যে যে পাগকে,
পালিল বালকে, সেই সব লোকে,
বিপদভঞ্জন পদে রেখেছ নানা বিপদে,
এ বিপদে রামে দেও পলায়ন ।

ইমন—কাওরালী ।

তুমি কর কার শোকে হাহাকার ।
অঙ্গিলে মরণ ঐব এই বিধি বিধাতার ॥
কে তব আপন ভবে তুমি বা আপন কার ।
যে ক্ষণে জনমে জীব, অনিত্যতা কোলে লয়,
পরে তারে কোলে করে, খাত্রোমাতা বন্ধুচর,
বাড়ে বত, হয় তত, মৃত্যুপথে আন্তসার ।

প্রাভূমে বধ্যক্রমে ক্রমে বত পল বায়,
ততই নিধন তার ক্রমে নিকটে বনায়,
সেই মত দিন বত হয় গত জীবনের,
বাইতেছে জীব তত সমিহিত মরণের,
করিবে করানকাল কালে সবাবের সংহার ॥

কাঠে কাঠে বধা ঠেকাঠেকি হয় সিদ্ধুনিরে,
ভবারণ্যে জীবে জীবে দেখা দেখি ডেমনি রে,
কোথা হ'তে আসে কালক্রোড়ে ভেসে কোথা যায়
পূর্ণ কাল হ'লে কার কার পালে কেহ নাহি চায়,
পরিণাম ভেবে রাম, হরিপদ কর সার ॥

বিভাব—তেতালী ।

গত যে দিন, সংসারে রহিলি কি লজ্জার ।
ভাব সে রমেশে, বিধি ভব ভাবে বার ।

তঠর যাতনা বত পাইয়া পদে পদে,
বলেছিলে তবে জ্বলে ভজিবে হরিপদে,
মলে অসার সম্পদে, বত বড়-অরি পদে,
সে কথা শ্রীপদে কই রাখিলে বজার ॥

গৃহী হয়ে না করিলে পঞ্চক্স আয়োজন,
বুধার ভোজনে সার সংসারে কি প্রয়োজন,
পরিহরি পরিজন, চল কাদনে বিজন,
মোক্ষিলে কর তরঙ্গ, ত্রাণ পাবে রাম ॥

চল চিত্রকূটে আর হের মৈমিষ কাননে,
পবিত্র পুরাণ-কথা ব্যস্ত-বধা হুতাননে ॥
চল রে পুরী বারকার, নিরখি শ্রাম নীরদকার,
রাম ভোর এ কলুষ কার প্রাণ বে বার ॥

কালোড়া—চিমাতেভালা ।

শ্রাম শ্রামের কি মহিমা আছে চরণে ।
শ্রামপদে উত্তর পদা শিরে ধরেন পঞ্চাননে ।
পদে ধনবজ্রাঙ্কুর, পরশে পাখাণ মাহুয়,
দারু হেম পেয়ে পরশ, চিত্ত সে চরণ মনে ।
জিনি রক্ত কোকনল, অর মন শ্রামাপদ,
গতিপ্রদ, হরে আপদ, পদ-অরণ-ভূষণে ।
বে পদ হৃদে ধরি শিব, হরেন জীবের অশিব,
ইহ পরে চাও শিব, হও রক্ত রাম, পদ-ধ্যানে ॥

বিব্রিট—গপেটা আড়বেষটী।

না শুনে কার কান্না, বরকরা
ফেলে গিলি, রাজু চলে ।
তোমার কামট হাঁড়ী, কাহন বড়ী,
পড়াপড়ী বার ভুঙলে ॥
বে হাঁড়ির একটী নিপাত, হলে দৈবাৎ,
কৈশে বুক ভাসাতে জলে ।
সায়ের গহনা শাড়ী, টাকা কড়ী, বাসন,
কসন করে করে দিলে ;
তাজে তা সবেব মায়, পুতীকারা,
সন্ন্যাসিনী কেন হ'লো, (সকলে ফেলে)
বৈরে খইচালা ডালা, হাঁড়ির মালা,
কলসী থালা, মাঝাইলে ।
সে সকল বৈল পড়ে, চলে রেড়ে,
একটী শুধু সঙ্গে ছিল
(ভাঙ শ্রাম-সীমার)
পুরাণ খি তেঁতুলে শুড় রাখতে নিগড়,
বসে, ভঁষে হবে বলে ।
না বসে শুধু বসে, হুদিল রয়ে,
সব সময় বলে । (সঙ্গে গিয়ে)
কি ভঁষে বাটার, চমকে সাঁতার,
সব কল কল করে

বে কর্তা আজ আমার সংসার, বলছে বারবার,
সে কর্তাও কাল বাবে চলে ;
(গিন্নীর মত একই স্থানে কর্তাগিন্নী বাবে চলে) ॥

সিদ্ধুভৈরবী—গপেটা আড়বেষটী ।

কারপেট কাটা ফেলে কোথা গেল অঙ্গনে ।
তোমার বোম্বাই সাটী, সাটিন বড়ী,
শ্রামেজ হুজ পড়ে অঙ্গনে ।

আগি জীবনতোষিনি !

কোথা সে ভুর্গেশনন্দিনী, যা পড়তে আপনি,
ক'রে চটক কাব্য নাটক, কে পড়বে নিশি দিনে
জীবনে এক দিনের তরে, আদর করে রামায়ণে,
যেতে দি নাই প্রাণ ধরে,
কোন প্রাণে রাখিলাম এখন,
আঙুনে সোণার অঙ্গনে ॥

আলিয়া—কাওয়ালা ।

নমি রমণীর মণি সে রমণী-পায়,
হেরে যায় নরে জ্ঞান পায় ॥
করে পতিগুরু-পদার্চন, পতি-পদাঙ্গু-সেবন,
পতির প্রসাদ বিনা নাহি খায় ।
গতি-সীমা বার গৃহ অঙ্গনে,
তীর্থ-ত্রয়ে পদ-ত্রয়ে বার অঙ্গনাঙ্গনে,
বর্ষে নীর শিরে বন পঙ্গনে,
সীতাতপ-ক্লেশমনে না পণে,
করি পাক অন্ন ব্যঞ্জনে,
তোষে অহুবাঙ্গী অঙ্গে,
নিজে ভোজনের কণ নাহি পায় ।
কালে কি ঘেঘিতে হল, রাম তোমার পতি পিতা
শিকাদাতা ছিল,
দারা হুহিতার, এখন দেখি সব বিপরীত তার ।
দেখে, শিখেলা হুদীতি হুতা বদিতার,
বলতে হুখ হুবে রাজে, পেছে লক্ষ বর্টা রাজে,
তুখ সজী হুহুতী নরীর কুপার ॥

রাধানাথ মিত্র ।

‘পীতি নাট্যাবলী’ প্রভৃতি গ্রন্থে ইনি সাহিত্য-লসারে পরিচিত । এক সময়ে ইহার নাট্যাবলী সমাদরের সহিত বঙ্গভূমে অভিনীত হইত । বয়ঃ-ক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর । মহারাজ স্ত্রীর স্বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাণদানে ইনি কণ্ঠ করেন । ইহার বর্তমান বাস ফলিকাতা বর্জিপাড়া । ইহার পীতঙালি অনেক হলে আদরণীয় ।

হুলতান—আড়া ।

হাই বজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে ।
অনুমতি দেহ পতি মিনতি চরণে ॥
ভরীপণ বজ্ঞ আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে ।
হাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে,
‘দীনেশ মিলেক-ভরে, আদেশ গমনে ।
বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাছি কভু মাকে,
নিবেদি তাই তোমাকে, বিবাদিত মনে ।
আর শুনিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায়,
অনশনে দীনমনে তুতলে পড়িয়া,
হা সতি, হা সতি, বল করিছে রোদন ।
আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে,
দেখিতে মায়েরে,
তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
বিশ্বসেকডরে, আদেশ আমারে,
হাই পিতার সন্ধান ॥

হুলতান—কাওরানী ।

তোরে যেতে বিব না মা শঙ্করি !
আমায় মন সরে না, প্রাণ বুঝে না,
কেতে দিতে লক্ষপূরী ।
তুই সেলে আর আসখিনি,
ওগো-হরের মন-মোহিনী ;
মা বলে আর ডাকুনা করে, সেই ভেবে মরি ॥

খিতান—আড়াটেকা ।

কামিনী কাম-মোরে কোথা মা গেলি চলে ।
মা কহিলে প্রাণে কামিনী কামী বলে ॥

হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে,
হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা আঁখিকলে ।
আসি পাণ-বজ্ঞ হানে, পতিনিকা শুনে কণ্ঠে
নিজ প্রাণ অভিমানে, ডাকিলে মা মারামলে ।
স্বপনে দেখিচু বাহা, সকলি ষটিল তাই
সতী-মেহ তাই আহা, সূটা’ভেছে ধরাডলে ।
উঠ মা উঠ মা সতি প্রাণের নশিনি,
তাল-আন মানমরি ধরি ডব কর ।
বারেকের ভরে নয়ন মেলিয়ে,
মা বলিয়ে ডাক একবার ।
কাতর অন্তরে ডাক বারে বারে,
অভাগী জননী তোর,
জুড়াক তাপিত প্রাণ তোর কথা শুনে ॥

যোগীরা ভরায়—কাওরানী ।

তোরা দেখ গো সতী কথা কর না ॥
আমি কেঁদে কেঁদে হই সারা তবু সে যে চায় ।
আঁখি মেল, কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াত,
আর হুখ সর না ।
নিতে এসে সদাশিব বল গো মা কি বলির,
মেয়ে হ’য়ে মাকে ফেলে,
কি করে মা গেলি চলে,
তোর এ ভাল দেখায় না ॥

হুলতান—একতাল ।

কই সে চুখিনী ধনী ।
ভিখারী হরের ভিখারিণী ।
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী ।
নৌল-ললিনী, কবির মণি ।
কই সে হরের নন্দ-তারা,
সে বিনা হ’য়েছি নন্দনহারা,
কই সে কামিনী, কন-হরিণী,
পাগল শিবে পাগলিনী ॥

ধাবাজ—একতাল ।

ভারত বন কীর্জন করির কাটাব এহন
বেদ-বোঝা করে করে বদেহি বিদেহি
গাইবে কল্যাণ আর, কল্যাণি কল্যাণ ॥

উচল অচল গিরে, গহন-বন-মাকারে,
পাইব সাগর তীরে, বধন তখন ।
কনের বিধব ধরে, শিখাব গভন ক'রে,
পাইবে মধুর বরে, হাইবা পশন ।
খেদা করে অলি সনে, বনে দিব কাণে কাণে,
পাইবে কুহু-বনে, মাতারে পশন ।
নিজীব সজিও হবে, মরুভূমি কল দেবে,
পাবে অর অর হবে অলস্ত তপন ॥

— — —
কাকি—৭৭ ।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কন,
কি তাপে তাপিত তনু নহনে করে নিবর ॥
বেন নভদ্যুত শশী কাননে পড়েছে খসি,
অথবা বিজলীয়ানি, তাজে অললনিকর ।
এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে,
কে রেখেছে সংগোপনে, হয়ে কঠিন অন্তর ।
চিনেছি চিনেছি মরি, এ যে ভারতমন্দরী,
জুধিনী করেছে অরি, কাঁদিয়ে জেগেছে স্বর ॥

— — —
গাছাচী জংলা—৮১:রী ।

ভারত বো বীন, সো নীন রে ।
কত কাল গেল, কত কাল এল,
রহে শ্রীহীন রে ।
কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ,
কত কুণ্ড শেব, নাহি হ'ল রে ।
হুটি অলশাগ, পরবারতানী
মিল ধনে বোণী আখি তুমি রে ।
কোটি কোটি হুত, হবে পরাকৃত,
কর রাজপুত, তনু নহনে রে ।
পরে মিল বাস, সুখ-স্বাস-হাস
নদা হুজিয়াস, প্রেপত্তে রে ॥

— — —
হাশিমালী সুব ।

কল দে তুমি কি বিদ্যনা ।

কল দে তুমি কি বিদ্যনা ।

কল দে তুমি কি বিদ্যনা ।

কল দে তুমি কি বিদ্যনা ।

অমূল্য ধন তার, পেছে চুরি
তাই ও তাঁর এ বাড়না ।
কেন যে এমন হ'ল কেনেও বেন জান না ।
দেখি খাবার ফেলে গিরে,
খেতে চাও বিদেশী খানা ।
হাট কোট পেট লন ভাল,
হুতি চানর ভাল লাগে না ।
খরাপ পরের লও রে বেছে,
ভালগুলি কেন শিখ না ॥

— — —

নিজের গোবে নিজে দেশে, মন কেন হলি এমন
করিলে কি অহিত সাধন ॥
কাজের কাজী হ'লে পরে,
না হ'ত ত তাবতে পরে ।
কুংসা ঘোবে ধরে পরে
করবে কি তার উপায় এখন ।
মজলে মিছে আশার ছলে,
জানলে লোকে অবোধ বলে ।
ভাসলে শেষে নরন-জলে,
বুঝলেনা ত হার তখন ।
চলতে গিরে তাপন বন,
পথের মাঝে পড়লে বন ।
কাজ হারলে রত্নরসে,
ভাঙ্গল যে তার হৃদয়ের স্বপন ।
করছ খেদে হা হতাশ, বিবদেয় নাই অবকাশ,
মিটেছে না ত তোমর আশ,
বারটা ভাব কি ভীষণ ।
বেতে যদি চাঙরে পায়,
ভাক রে মন ভাঙা মায় ।
অগম্য চাহেন বনে, সে বে মুক্ত সর্বজন ॥

— — —

শিব ! কি হবে আশার ।

বিবাদসাপরে যে না জাসিতেছি অনিবার ।

বারেক মা কিয়ে চাক, কেন বেন হুখ দাণ

আবিত আশ হুজুত, হুজুত নকলসার

বিরূপ হুজুত বা বনি, উজুত বে লেখন-কলি

কাদিতে কি নিবদে, বনান-বনি হুজুত

কম দোষ হয়বাশা, এ দীন হীসে দেখ না মা
আমি যে সহায় শ্রামা, করিতে চিত্ত বিকার ।
বত দিন হয় পত, বিপাক বাড়িছে তত,
রহেছি জড়ের মত, তারা মা কর নিস্তার ॥

কবে হবে শিবে সে দিন আমার,
যাবে যবে বুটে এ মম বিকার,
না রবে এ ভবে নিত্য হাহাকার,
ছন্দে বন্দে পরমানন্দে ভজিব তোমারে ।
খোর বিভ্রম: জীবনে মরণে,
দারুণ বেদনা অহরহ মনে,
হেরি পরমান শয়নে স্বপনে,
সবে কঁাকি দিয়ে তারা বাব ভব-পারে ।
কখন কি হয় রবে না সে ভয়,
পাপ তাপ কর হবে সমুদ্র,
দশ দিশি জুড়ে পাবে সবে জয়,
দীনদায়িগি দে মা দে দিন আমারে ।

অন্তরে অন্তর-শবে দিতে যে হবে মা ঠাঁই,
আত্মল অতুল মাঝে কি হবে গো ভাষি তাই ॥
পাপে চিত্ত নিমগন, বিকলে গত জীবন,
তাপিত যে সে কারণ, কেমনে মুক্তি পাই ।
সহায় কে আর আছে, কাঁদিব বা কার কাছে,
তোমার হারাই আছে, মা বিনে যে কেহ নাই ।
চেরে দেখে ওমা তারা, রাখ মা মায়ের ধারা,
মুছাতে নয়নধারা, আর কার মুখ চাই ॥

বল মা তারা ঠাঁড়াই কোথা,
আমার হেথা কেউ ত নাই ॥
সহায় ভেবে বার কাছে বাই,
সেই যে সরে একি বাসাই ।
দিন ত পেল কেঁদে কেটে,
নিজে কাজে বহুছি খেটে,
সহায় হুঁশিয়ার পথ যে হেটে,
সহায় কঁকি কোথায় পাই ।

সহায় হুঁশিয়ার চাইলে না মা এ অবদে,

কিন্তু মা শুধু গো কিসে

সহায় হুঁশিয়ার

নচেৎ শ্রামা বাই যে মরামা,
পথের মাঝে দিশে হারামা,
পরাম্পর শিবধারা তোমা বিনে কারে জানাই ।

জীবন সংগ্রামে শ্রামা বিভীষিকা বারে বারে ।
সে ভরে আত্মল হয়ে চাই যে মা চারি ধারে ।
বারিতে অরতি গতি অকৃতীর নাহি পতি,
কি হবে ভবে মা গতি, ভাসি যে নয়নাসারে ।
বিরহে যে অরিদলে, তারা যে মা পদে দলে,
সে চাপে মরি যে অঙ্গে, কেহ দেখে না আমারে ।
শরটে শররা তাই করুণা মা তব চাই,
তোমা বিনে কেহ নাই, তারিতে গো এ পাখারে ॥

ভজ শ্রামাপদ ঘুচিবে বিপদ মন রে আমার ।
অপার-সংসার কেহ নহে কার তাব একবার ॥

বিষয়-বাসনা করনা বর্জন,
পাপতাপ তহে জান অমূল্য,
কাযে সমায়র তাজিরা কাঁকন,
কত দিনে যাবে মোহের বিকার ।
ভাব নিত্যধন মায়ের চরণ,
ভাবনা সে পদ শান্তি-নিকেতন,
কি জগতে সম সে রতন,
জগদ্বারী মার করুণা অপার,
যদি কভু তারা মুখ পানে চায়,
ভাবনা তাজিরা যাবে সব দায়,
মুক্তিরে উপায় ব্রহ্মসরী পার,
যতনে সে পদ কর অবিকার ॥

কত দিনে তারা মোহের বন্ধন হবে মা ছেঁদন ।
জীবন যে বার প্রাণ আশ্রয় হারায় তেজেন ॥

অকৃতি সন্তান আমি মা তোমার,
খোর ভবান্ধবে কর গো নিস্তার,
জগদ্বারী বিনে আর কুপা কার,
করুণা-কটাক্ষে কর গো সৈকর ।
ডাকি সকাডরে কোথা মহাসার,
অবদে এ বাদে বেহ পথদার,
না কর অশিব হুঁশিয়ার

কঁদে যে কিংকর হইয়া মা-হারা,
মুখ মুক্তকেশ নরনের ধারা,
আছি মুখ চেয়ে তোমার গো মা তারা,
পাপভাণ্ড-ভারে ব্যথিত জীবন ॥

— — —
তারা, তোমার কেমন ধারা,
কঁদে কঁদে হই যে সাঁরা,
দেখেও চেয়ে বারেক তরে কেন দেখনা ॥

দোষী বটে পদে পদে,
তায় দোষী কি রাক্ষাপদে,
কেন গো মা নিদ্রা আমার,
একি তোমার বিবেচনা ।
ধাক্কাতে যদি রূপা তোমার,
এ দশা-কি হয় গো আমার,
মুহুরে দে মা নরনাসার,
কর না গো আর ছলনা ।
আপন মনে বাই গো চলে,
হুঃখ পাই তায় কর্ণ-কলে,
সোজা পথ মা দাও গো বলে,
পুরবে তায় সব বাসনা ।
গোপা দিন ও যায় মা ব'য়ে,
কাঁদুছি বসে শমন তরে,
চাইলে না মা এ সময়ে, কপালে কি বিভ্রমনা ।

— — —
শেষের সে দিনে তারা চেয়ে দেখ না আমার ।
রয়েছ নরন মুখে তাহাতে যে ঠেকি দার ॥
ধাক্কাতে রূপা তোমার ঘুচিত এ হাংকার,
হ'য়েছে মা বা হবার, জতি নাহি তার ।
হুঃখ পাই কর্ণকলে, কাজরে জাকি মা বলে,
মিলতি চরণতলে, অভিম্বে কর উপার ।
মর্ত্যধাম পরিহারি, বধে ধরি গো শঙ্করি,
পারবো যেন পদ-ভরি, উপদ গরে সহায় ॥

— — —
মা বলে ডাকিলে পরে বুচে সব হাডুনা ।
কেন মা পরিচর কেন করিছ ভাবনা ॥

— — —
মা বলে হই তাই, তাকারি কাজ নাই,
হুঃখ পাই, কর সে সাধনা ।

— — —
হুঃখ পাই, কর সে সাধনা ।

ব্রহ্মময়ী-পদতলে, কর না কামনা ।
বিষয়-নরল পানে, কি মুখ আছে রে প্রাণে,
এই বেলা মানে মানে, ময়েয়ে ভজন ।
সাধনার নিক্তি হবে, নিশ্চয় রয়েছে হবে,
অলসে খেঁকনা তবে, সে নাম বন্দনা ।
নাম বিনা নাহি গতি, কর হির এ মুকতি,
চাহিলে মা তোমা প্রতি, না রহে তাড়না ॥

— — —
কে আমি কি কাজে রত তাব মন একবার ।
মায়া মোহ ঘুচে বাবে হেরিবে যোর আঁধার ॥
অপার আশার ছলে, আসে দিন বার চলে,
কালে কাল পূর্ণ হ'লে, অধিকার কি তোমার ।
এ দেহ থাকিতে বশে, অলসে কেনরে বসে,
শ্রামা-নাম সুধারসে, পিণ্ডনরে অনিবার ।
জীবের পরম গতি, শক্তিময়ী সে শকতি,
পদে মার রাখ মতি, ঘুচে বাবে এ বিকার ।
মানিলে মানা যে মানে, মা চাহে সে মুখ পানে,
সত্তত সরল প্রাণে, সাধনা সে নাম মার ।
ভক্তি ভরে ডাকুলে পরে,
মা যে তারে কোলে ধরে,
ত্রিভুবন চরাচরে, ভক্তাধীন মা আমার ॥

— — —
দীন ব্রহ্মময়ী কি হবে শিবে ।
তুমি না ডাকলে দয়া প্রকাশিলে কে তারিবে ।
হাতে পারে বাঁধা লোহার শিকল,
হই আন্তর্যাস না আছে সে বল,
নরনের ধারা পথের সম্বল,
এ হীন পাতকে কেহ না চাহিবে ।
অনিভা বিলাসে হ'রে নিমগন,
দেখিরাছি কত মোহের স্বপন,
জীবনের অন্তে হবে যে চেতন,
ঐশদ-পঙ্কজে ঠাই কি মিলিবে ॥

— — —
অনিভা সংসার-মদে হ'য়েছি বিভ্রম ।
অগতে এ হুঃখ ভোগ তায় প্রতিকল ॥
মায়ামোহে বিভ্রান্ত, শোভনতলে সন্তাপিত,
সত্তত শক্তিভিত্তি, যে হেতু ভ্রম ।
হুঃখ পাই, কর সে সাধনা ॥

পদে পদে অপমানে, দেহ যে বিকল।
দীনে মা চাহ জশানি, পাখানি কেন পাখানি,
তন বাণী ও মা ব্যাণি, বয়ে আঁখি-জল ॥

বজনে বাতনা বাড়ে ভালবাসা এ কেমন।
অনিভা সে অমুরাগ অশান্তির নিকেতন ॥
ভাল বলে ভালবেসে, প্রমাদ ঘটায় শেবে,
কি জানি কি রোহ এসে, আবেশে ভুলায় মন।
অমুরাগী হার তরে, সে যদি রে অনাদরে,
সে রূপ হৃদয়ে ধরে, করিবে যে হনমন ॥
ভালবাস অভয়াব, শ্রামা মা ত্যজিতে নারে,
সে মায়ের কৃপা ধারে, করে শান্তি বিরমণ ॥

আলোর আলোর ভালয় ভালয়
চলে বাব সাধ মনে।
দিন ত পেল আঁধার এল করে তবে বাই কেমনে
খেলায় সাথী ছিল বারা,
কোথায় এখন গেছে তারা,
অমা-নিশায় পথ যে হারা,
যদি বা মায়া বিজ্ঞন বনে।
কাজের ঝোক দুপার বেলা,
কাটরে দিগে কঁরে হেলা,
মার্ক দরিয়ায় ডুবরে ভেলা,
ভাবছি যে কার অণে অণে।
ব্যথার ব্যথী কোথায় পাব,
মুখ পানে বা কার তাকাব,
সকল দিকেই আমার অভাব,
চাও মা তারা অকিকনে ॥

বাগেই—আড়ালকা।
শোক-মাথা চারু-চিত্রে ভীষণ শাশান।
অব-রক্ত-কুমে এই কামিয়ার স্থান ॥
নীরব ধরা হৃদয়ী, মৃতসেহ কোলে করি ;—
নীরব বিহগ্ন মরি, তুলে গেছে গান।
বিহগ্ন মরু ভাব, ককাল কুহুম হার ;
বিহগ্ন চন্দনদার, ধূলা ঘূষিত বেশ ;—
বিহগ্ন প্রাণি-প্রাণি, সাজি রাখি পাখানি,
বিহগ্ন প্রাণে চিত্তে ধনী, কামিরে কাঁদান ॥

বেদাগ জংলা—একভাঙ্গা।

গাও রে অগভজন (সব) মিলিয়ে,
কুহুমদাম ফুটিয়ে, চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে ;
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে ॥
গাও রে কোকিল নিকুঞ্জতুলে,
গাও রে মধুপ বসিয়া তুলে,
সরসী-সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে ;—
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে ॥
গাও হে পবন মধুর স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ করে ;
নিশির শিশির প্রেমের তরে,
গাও সুবাস মাখিয়ে ;—
নবীন নির্বর নবীন রবে,
আছ রে বিজনে যে বেধা সবে ;
গাও রে প্রকৃতি আপায়ে ভবে,
শ্রেয়-লহরী তুলিয়ে ;—
আজি এ মধুর মিলনে মাতিয়ে ॥

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন অধিনায়ক ছিলেন। নব্যমতে সমাজ-সংস্কারে ও বিবিধ দেশহিতকর কার্যে ইহার প্রবল উৎসাহ ছিল। 'ভারত সভার' সম্পাদক রূপে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেখাইয়াছিলেন। আলবেন কুলীদিগের হৃদয় মোচন জন্য ইনি স্বয়ং ইন্দী সাক্ষিরা তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসেন। 'অবলাবাস্তব' পত্র প্রচারে ইনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা করেন। 'সজীবনী' পত্রের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও ইনি পরিচিত ছিলেন। ঢাকা বিকল্পপন্থ ইহার জন্মস্থান। কলিকাতাতেই শেষে বসবাস করিয়াছিলেন। হুগলিঙ্গা কামিনী বসু (গাঙ্গুলি) বি-এ, এল-এম-এস কে, ইনি বিবাহ করেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বাখাক-লজ্জা-চুংরি।

না জাতিলে সব ভারত সঙ্গী।

এ ভারত আর অরণ্য না ভারত না ॥

অতএব জাপ, জাপ শো তপিন,
হও "বীর-জাপ, বীর-প্রসবিনী।"
তলাও সত্যনে, তলাও তথনি,
বীর-গুণ-পাখা-বিক্রম-কাহিনী,
তত্ত্ব হৃদয় হবে পিয়াও জননী।
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাপে না জাপে না।

ব্রিটিশ বাণিজ্য-চুক্তি।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বন্ধনায়ী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মোনহারি।
জলে স্থলে শূভে একা, পুরুষ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি।
শিকারের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট ঘাম,
ঘুরে ঘিরে এক ঠাই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই ঘর নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্রান্ত আঁধি আর ত দেখিতে নারি।
এ চকের কি এই কল, দিবানিশি অক্ষয়ল,
বহিছে অক্ষয়গরে; বেন নির্বরে বারি।
যেহে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তমিলী নিশার সম যোর আঁধার প্রসারি।

ভৈরবী—কাকদলী।

স্মরিলে পূর্বের কথা অক্ষয়ল আঁধি ভাসে।
পূর্ব সৌভাগ্যবিধি, হার, পশ্চিম-আকাশে;
যে দিন পড়েছে ঢলে, ভুবেছে সে দিন হতে,
অতীত ভারতনারী, যোর অজান ভাসে।
কোথা গানী, কোথা বনা, মৈত্রের জ্ঞানপনা,
সকলি হুয়েছে লুপ্ত করাল কালের গ্রাসে;
সে শিকা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা কেবল,
হুগতির শব্দ নারীজন ভারতবর্ষে।

কল যে শিকিত লল, হুগতির এই কল।
সকলি এ হুগতি সহ্য কর অব্যাহত।
এস ডাই করাল, এই ঘেহ, এই প্রাণ,
যে কলতি কাল, যেসে দাঁড় মনের হরনে।
কল হারি, কল হারি হারি এ হুগতি আর,
কল হারি কল হারি কল হারি কল হারি।

পাহাড়ী—আড়া।

নিরুপ আশার লীপ, সব অব্যবহার।
পারি না বহিতে এ পাপ-জীবন আর।
যোগে শোকে জীর্ণ জরা জীর্ণ হইয়া মরা।
মিছে কেন বহুক্ষণ, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঠাই, মাটি হয়ে মিশে বাই,
লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অজ্ঞানার।
ভালবাসা দেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্বস্মৃতি,
বাসিয়াছ হারা ভাল নিজ গুণে আপনার,
কাঁদিয়েছি, কাঁদিয়েছি, এই শেষ ভিক্ষা বাচি,
স্মরিও না হতভাগ্য ফেলিও না অজ্ঞানার।
অজ্ঞানোগ্য নয় সে যে, কর্তৃকৃত্রিম যেই ভায়ে,
না উৎসর্গী দেহ প্রাণ করিতে দেশ উদ্ধার।

পাহাড়ী—আড়া।

ভারত হুগিনী আমি পরভাগ্য পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-হৃদ দেখাইব কলঙ্কিনী।
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বৃকে,
কাঁদে পর-গজনার, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্রহৃদ-বংশে আজি নিস্তেজ নন্দপ্রাজি,
বিরাগে কহিব কারে হেন হৃদয়ের কাহিনী।
অজমতি হীন প্রাণ, আর্ধ্য ভেদ অভিমান,
হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিব্যামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কেন লাগে উচ্চশিরে চেয়ে আছ হতমানী।
সাগর প্রসার প্রাস, এ মাটির ঘেহ নাশ,
এ কলঙ্ক চিহ্ন বৃকে, মুছে ফেল মা বরনি।
চন্দ্র হৃদ খসে পড়, এস আদি-অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার হুগিয়ানী।

ভরজরতী।

আগরে শিত আগরে কোলে জুড়াই জীবন,
দেখে দেখে প্রাণভরে ও হৃদয়ত বদন।
বহু তপস্বী কতি, হতপদ কতি কতি,
কতি হৃদয় কাঁচা হাতি কি কলঙ্ক-বরণ।
আখি কি বহু মূল্য, আখি কলঙ্ক-বরণ,
সিদ্ধি এ পূর্ণ প্রাণ করে কলঙ্ক-বরণ।

ভেঁকে ভেঁকে আসে আঁধি,
মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
নির্ভর নিশ্চিত ভাবে বুঝাও বধন ॥
দুঃখা হুঃখ সব, এ মুখের নিদ্রা তব,
তাকে না করিতে নিশি অক্ষঞ্জে উদ্‌ঘাপন।
পবিত্রতা দেহে মাথা, এখনো কলঙ্ক রেখা,
পড়েছি কোমল অঙ্গে যেন পড়ে না কখন।
বুঝিলাম ক্ষুদ্র প্রাণ, জুড়া'বার এই স্থান,
লম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অতাব তে'র, সে গৃহ স্থানান মোর,
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহাবতন ॥

বাঁহরানিধি—মহা-হুঃখি।

আহা কি হৃদয় শোভা তরুণ জীবনে।
বাল-ইন্দ্রিয় বুদ্ধিগায় দিনে দিনে ॥
নবীন কোরকসম, সে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
বাঁহানি নৈশুণ্য তাঁ'র, মিলে না তুলনে।
সাতায়েছ নাথ, ধারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাতাইও হৃদয় তাঁ'র এমন বতনে।
এ রূপের অরূপ, হৃদয় প্রকৃতি হো'ক,
অক্ষত শরীরে রেখে পবিত্র জীবনে ॥

হাস শিশু মধুর হাসি, এ খার হৃৎকের জীবন,
জীবন চক্রে গতি পূর্ণ এক আবর্তন ॥
যদি পায়ি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
আবার জীবন পথে গতি আনন্দি নৃতন।
সাধা মন সাধা প্রাণ, নাহি আশ্রয়-জ্ঞান,
বার বেধে হাসি মুখ, ভাব জারে আশ্রয়ন,
শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন।
এক ছুই ভিল করে, শত-বিশ চক্রে ঘুরে,
সেই শিশু হাসি মুখে, হৃৎকে চালা'বে জীবন।
মধুর হাসি মুখে, চিরহাসি থাকে কোঁসে,
বিকারি মনে সাক্ষী যেন পড়ে না কখন ॥

বেহাগ।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ, পুন তোমারি সিনেপে,
ফুটিল নব কুহু, হৃদয় রঞ্জিত যেনে।
আজি যে শয্যার শোয়া, সখন ক্রন্দন-“ওরা”,
চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীর্বে।
এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উন্নিবে মানসে।
পৌরুষ প্রবীণ ধীর, ধর্মবুদ্ধ হ'য়ো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হয়সে।
অশান্তির অক্ষয়ল, এ কোমল গণ্ডুল,
ভাবার না যেন আর, পূর্ণ করে অভিলষে ॥

বাঁহরানিধি—গোতা।

অথরে ফুটেছে হাসি নয়নের কোণে;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাব—
মা—মা,—বা—বা, আঁধ আঁধ বচনে।
কি অমৃত এই হাসে, লজ্জা প্রাণে কিরে এসে,
সনেহে আশ্রণে কোলে একটা চুম্বনে।
কা'র না জুড়ার প্রাণ, তবিত অমৃত-দান,
কে শিখা'ল এই ব্রত মুকুতার শিশুগণে।
ও রে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কোঁসল,
বাঁহিস উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু হলে হলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভর স্থান আর পা'বে না ভুজনে।
মাতৃ-অঙ্কে বা'র স্থান, সে না আর হাসিবে কোঁসে,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্তব্যে অগ্রসর,
হ'য়ো, শুভ পথে থেকো ব্রত দেশের কল্যাণে ॥

মিহিট—ব্যয়াম।

এই ত সে মধুর প্রাণ,
যে বদনে আছে বাঁহা কিংবা মধুর।
জীবনিত্তি বার মূল, বাঁহে সুবিকৃত মূল,
হৃৎপাতি বাঁহ তুল, সত্য না হয়।
বাঁহ আজ সে বদনে, নয়নময়ী দুই নয়ন,
জন্মে জন্মে প্রাণ প্রাণে হো'ক মধুর ॥

তৈরবী—৭৭ ।

বড়নে গৌণেছি মালী মুগুনি কুহুমলে ।
 ধর ধর সখি ধর হৃদয় করকমলে ।
 আজ বহু দিন থেকে, বাঁশ মূর্তি করে এঁকে,
 রেখেছ, পরাও বড়নে ও মালা তাঁর কর্তৃকলে ।
 হুজুন জুমিও ধর, এ নব কুহুম-হার,
 পরাও দেখি কেমন পরা'তে জান সখীর গলে ।
 পবিত্র প্রাণ-পাশে, পরম্পরের বাঁধ কসে,
 প্রাণে প্রাণে গৌণে রাখ, আঁক প্রেমমূর্তি চিত্তকলে
 চিরদিন হুখে থেকে, দেখ যেন মনে রেখো,
 শুভ কর্ণে রেখো মতি, নত থেকে ঈশ-পদতলে

বহিরে চুপেচুপে তরা তরুণ জীবনে,
 ফুটিল সৌভাগ্য ফুল, বুঝি এত দিনে ।
 হু'জীবন এক সূত্রে, গৌণে আজ কর্ণক্ষেত্রে,
 ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে ।
 আজ হালিভরা মুখ, দেখিরা জুড়াক বুক,
 কঁকর আলম-লীর বীরি বীরি হু'নরনে ।
 হুখে থেকে হুখে রেখো, সনা রেহ-চকে দেখো,
 নিজ সত্ত্বাসের মত মাতৃহীন শিশুগণে ।
 পূজিপ্রসন্ন হুখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
 হুখে কর ঘর, পূর্ব হোক পক পরিজনে ।
 মুছাইও এ অকলে, বাঁশ চকু ভাসে জলে,
 ধরে সনা রেখো মতি, দয়া করে দীনজনে ।

তব শুভ সন্নিবাসে, তোমারি করুণা-শুণে,
 শুভকাব্য আজি নিজ, সমাধা হইল ।
 নব নবী কথা আলি, এক হ'য়ে ধার মিশি,
 জীবনে জীবন-জোড়, তেমনি মিশিল ।
 একি গোবি কৃপাকল, দুটি বিনু হিম জল,
 চল চল করে ঘন, পড়ায়ে মিলিল ;
 পূর্ব প্রাণ পূর্ব হ'ল, পূর্ব হুখ প্রকৃতি,
 কুহুম আলোর কনি, মিলে হুজিল ।
 পবিত্র প্রাণ-প্রাণে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
 গৌণে গৌণে প্রাণ-প্রাণে, জলম মতন ;
 পূজিল মঙ্গলবালা, পুজিল মঙ্গলবালা,
 পুজিল মঙ্গলবালা, পুজিল মঙ্গলবালা ।

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

বুখা এ জীবন-ভার কে আর বহিত ।
 ঈশ্বরে মঙ্গলময় কে আর কহিত ।
 এত রেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
 কৃতান্তের কাল দত্তে, বহি সব ছিন্ন হ'ত ।
 তুমি কাল ভক্তি বটে, নেহ মূর্তিকার খাটে,
 নাশিবে কে অমরাত্মা শক্তি কি আছে এত ।
 অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
 যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত ।
 কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যলয়ে পুণ্য-ঘরে,
 জীবনাঙ্কে একে একে সবে হইবে মিলিত ।
 তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কস্তা পতি,
 নব-গৃহ আরোজনে হয়েছেন স্বর্গগত ।

রমাপতি রায় ।

মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণার নিবাস ছিল ।
 প্রায় ৫০ বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে । ইনি
 বর্ধমানের রাজবাটীতে কিছুদিন গায়ক ছিলেন ।

যোগিরা—আড়া ।

রাণী গো হুধু তোমারি বেমনা বলে নয় ।
 দেখ দেখি গিরিপুত্রে, পশু-পক্ষী আদি করে,
 উমার লাগিয়া বুঝে, সবে নিরানন্দময় ।
 উমা তোমার হুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
 লিপিকর্তা বে বিথাতা তেঁহ মাতা কর ।
 বিশেষে তোমার তারা, হয় ত্রিলোচন তারা,
 তেঁই পরম্পর তারা, বিচ্ছেদ না সর ।
 অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বই পার্কতী,
 দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চর ।
 রমাপতির এই মন, হয় পার্কতীরে আন,
 সকল কুর নরন, ঘেরিয়ে উত্তর ।

সে বিন আদার কবে হবে ।
 আগিয়া সর্ব্বমঙ্গলা না বলে জাকিবে ।
 হ'বে কি এ সত্য, সত্য হইলো পিতা,
 হয়ে সকল মঙ্গল, উত্তরে পদাধরে ।

বাছারে ল'য়ে বিরলে, স্নান করে করিব কোলে,
পূর্ববাসিগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে ।
কৈলাসের বার্তা সব, উদ্যার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ ও বাসনা পূরিবে ।
এই মনে অভিলষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনা'বে ।
বিজ রম্যপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণি,
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে ॥

কও মা ছিলে কেনম ভিধারী শিবের ঘরে ।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই,
জামাতা খাশানে কিরে ॥
কত বা বতন করে, রাখিতাম হৃদি'পরে,
তবু কণে কণে মা থাকিতে মানভরে ।
সেখানে কে আছে শিবে, তোমার দোরাআসবে,
কে রাখিত সমাকরে ।
আর কত কথা শুনি, পক্ষা নায়েতে সড়িনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে ।
বিজ রম্যপতির মন, আর না পাঠা'ব পুন,
বুকাইব জামাতারে ॥

আড়ালেঘুটা—কীর্তনের সুর ।
আজকের মতন রেখে যা বলাই ।
পোটে যাবে না রে প্রাণ কানাই ।
বনে রক্ষা করে বল কে,
আমি ঋগে বা'রে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে;
ঘরে কারে ঘেরে প্রাণ জুড়াই ।
ভোরি অমুগত নীলমণি,
জের কথা ভিন্ন ধার না নবনী,
কানাই ভোরি বাধ্য, ভোর সুসাধ্য,
তুই বা বলিবি কানাই শুনবে তাই ।
মনের কথা শুন রে বলরাম ।
আজ কানাই এসে শুনেল মনের নাম,
ভেঁকে উঠি নিরবধি, তুই বলিস্ বদি,
বিধি আমি জেবের লগে বাই ।
কতকাল না বলি তোরে,
কোনো বেনসে কলি মূর্খের ঘোরে,

কুলকণের রক্ত, দক্ষিণা
আমার মৃত্যু কর্ত্তেই সরাই ।
বিজ রম্যপতির এই বাণী,
কার অস্তে ভাব বশোনা রাণি,
দেখ গো অন্তরে, এই চরাচরে,
তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই ।

—
মালমী—একতাল ।

দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত,
কেন আমাকে অন্যথ করিলে ॥
সুখ সম্পদ বিভব, দেবের দুর্ভেদ,
দিয়া হে জানকীবন্দত,
আমার প্রাণের বজ্রতে কেন বা হরিলে ।
করিডেন জানি লঙ্কার রাজন,
তোমার সাধন, তোমারি ভজন,
তোমারি প্রসঙ্গে পেয়ে লঙ্কার স্মজন,
এবে বিসর্জন আপনি দিলে ।
বলে মহাবলী ছিলেন দেবর,
পেরেছিলেন তব আশীর্কানে বর,
এখন ধূলার ধূসর তাঁর-কলবর,
কেন নিদ্রান্তক অকালে করিলে ?
ঘুচাইলে নারীর আশ্রয় অলঙ্কার,
মুহুর্ত্তে ত্রিভুট হইল লঙ্কার,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার,
দানীর প্রতি কেন হেন বিচারিলে ।
নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন ।
কহে রম্যপতি রাজীবলোচন,
রাবেথেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে ॥

হরিমোহন নায় ।

রাজা হারিমোহন নায়ের পোত্র এবং রম্যপ্রসাদ
নায়ের পুত্র । নন্দীভাগোচনার ইহার বংশেই
রাগ ছিল । শৈব-ধর্মে ইনি এক বাজারি বল কবির
ছিলেন । পাঁচ ছয় বৎসর হইল, বৃদ্ধ হইয়াছেন

—
স্বতন্ত্র—আড়ালেঘুটা ।

দেখিবার অপকাল করায়ের ফলে ।

যেহেতু বাগদী বহিঃকাল করায়ের

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, বাহার চুড়াটা বাঁকা,
বাঁকা ভাবে শিখি পাখা, বদমাশা গলে ।
ক্রোধে মধুর হাস, কোটি শব্দী পরকাশ,
ভ্রমেয় প্রেমের কঁাদ, পরিবে এলেম গলে ।
সেরূপ-সাপের মন, করিয়াছি বিসর্জন,
ক্রোধে হয়ে মগন, পশিল অতল জলে ॥

বিবর্তি—৭৭ ।

শব্দী বুঝি তুমি উজিল, হেরি সখি মন মোহিল ।
এ মোহন রূপ, কোটি মুখা কুণ,
নারী হয়ে নারীর মন হরিল ।
ও বদন চাঁদ, মূগ ধরা কঁাদ, মম মন-মূগ ধরিল ॥

বিবর্তি—কাওরালী ।

গিরে সখি বয়সার কুলে ।
হেরিলাম কাল শব্দী কলহের মূলে ॥
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অমূল্য,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে ।
তুলিয়ে মধুর বাঁধি, মন হইল উলাসী,
কেমনে ভুলে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে ॥

কালান্ধা—হুংরি ।

এ দাসীর অমুরোধে গুহে রসবর,
এইরূপ প্রেম বেশ চিরদিন রয় ।
প্রাণের মতন করে, বতন করিলে পরে,
প্রাণের পরম লিখি-থবে হে সবার ।
বিরহ সজ্জী অতি, পাপিনী হে প্রাণপতি,
দেখো হলে বলে কেন, হরিয়ে না লয় ॥

পদ্য—আকা :

ধরিয়ে রাখিব বুকু কুহু না ছাড়িব,
বধিমর হার কহি গলেতে পরিব ।
লিখিত স্বপ্নের গলে, হৃদয়-নিরুজ্জ্বল বনে,
বসাইয়া মোহন রস, আঁখি ভরি হেরিব ॥

পদ্য—আকা :

সেই কই সে কাল শব্দী ।

রাঘবের হৃদয় ধন, বধন বেঁ ডাখে রস,
তখনি মোহিত হন, মোহন শোভায় ।
কেশচূড়া ফুলহার, ক্রীড়নে কুটিত বার,
এখন হুসিরা তাঁর, আনন্দে হুলায় ॥

বিবর্তি—কাওরালী ।

কেন হে প্রেমসি এত হতেছ কাড়র,
হৃদয়ের মণি ভূমি ভাবি নিরন্তর ।
অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শমন কর যুড়াক অন্তর ।
তুমি শ্রীরে এ জনের হেমহার হৃদয়ের,
অথবা হৃদয়াকর্ষণের পূর্ণ শশধর ॥

বদন্ত—একভালা ।

বাহার লাগিয়ে আগিয়ে বামিনী,
বরেছ বসিয়ে শ্রাম সোহাগিনী,
বাহার লাগিয়া, হৃদয়ে লাগিয়ে,
ওগো সুধামুখি ! রাই,
সোহাগে গলিয়ে, ত্যাজিয়ে জ্বলন,
সাজায়েছ আজ নিরুজ্জ্বল কানন,
কুহুম ভূষণে সেজেছ মোহন,
কুলশীল লাগে দিরেছ ছাই ।
বার প্রেম-আশে বিভোর হইরে,
চাওকিনী সম জলদে হেরিয়ে,
ঘুচাতে পিশালা এগেছ বাইরে,
প্রিয় সর্বাঙ্গ সমে তুলাইতে সখি,
সে নাগররাজ, তুমি তুলানো করেছ সাজ,
সে সাথে বিবাহ ঘটিল আজ,
প্রাণে মণুরায় বাবে কানাই ॥

পদ্য—আকা :

সই কই সে কাল শব্দী ।

এ দেখ অস্ত্রচল চাঙ্গল, নগন-শব্দী ।
গরে কত ভিরহর, করিবার অভিসার,
পুহে কিরি বাই রস, কহে আনন্দে আর বসি ॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

জনমের মত হেরি শ্রীমুখ তোমার হে।
কিঞ্চিৎ শীতল করি জীবন আমার হে।
বিরহে দি-ব বলে, অমুরাগ জ্বরে গলে,
আগেতে না পরিচাম মণির হার হে।
মনী মৃদা নিকেতন, ভূধর সাগর বন,
এখন রাইল কিস্ত, যাকৈতে দোহার হে।
যদি অম অমৃত্যুরে, প্রেরতম পতিতরে,
কাংখা করহ তবে, আমারে না আর হে।

কৃষ্ণেন্দ্র রায়।

কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় রাজসাহী বলিহারের রাজা বলিয়া
প্রসিদ্ধ। প্রায় সাত বৎসর হইল, ইহার লোকা-
ন্তর হইয়াছে। ইহার কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ ও
নীতিবিষয়ক পুস্তক আছে। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও
সাহিত্যাহ্বানী ছিলেন।

বাখাজ—চোতাল।

ধর্ম্মস্থল ভসু মনোহর,
করীন্দ্রবন, চারু-চতুস্তর,
ম—ন—গঙ্গে লুকা মধুকর,
ভ্রমে পশুহলে গুণ গুণ করি ॥
ব্রহ্মাখাজবিদ্যারিতারি কথির,
সিন্দুর সত্ত্ব বণুঃ শোভাকর,
সর্ব সিদ্ধি-প্রদ গুণাকর,
সমস্ত বিষয়ের হও তুমি অরি।
সর্বোপগ্রে তোমার পূজার বিধান,
যে না করে তার, হয় অকল্যাণ,
রূপে যনে সব পায় পরিভ্রাণ,
তব নাম মাত্র সর্বকণ শরির ॥
বিজ কৃষ্ণ-ইন্দ্র তপ পদ ধ্যান,
করি বিরচিল যে সমস্ত গান,
তমর ধারণে হ'য়ে কামাবান,
বিশ্ব বাসনা কেন যায় পাসরি ॥

কুবচী—মধ্যমান।

কুবচী—কুবচী পদ অত্যন্ত।
কুবচী—কুবচী পদ অত্যন্ত।

হরিতে ভবের তার, কত রূপ রায়বার,
ঐ হের রে আবার, একিংশ চন্দ্রকার।
পাশাশূন্য দুই করে, অস্ত করে অস্তর করে,
দেখ কিবা শোভা করে, হরে ভব-অস্তর করে।
বসিরে কমোলগর, রূপ শত প্রভাকর,
কৃষ্ণ-ইন্দ্র যুড়ি কর, করে পদে নরনার।

বেহাগ—আড়া।

আর কি সুখের সাধ, কর রে পামর মন।
এ জনমে সকল যে, হইল রে সমাগন ॥
দিনে দিনে দিন গত, না ভাবিলি হিতাহিত,
করিলি ভুরুষ যত, ভুগিতে হবে এখন ॥
(দেখ) সংসারের মুখ যত, দুখের নিদান ভূত
দৃষ্টিমাত্র হরে চিত, কিস্ত দুঃখ পরক্ষণ ॥
এ অনিত্য মুখ আশে না চিতিলি শ্রীনিবাসে,
কৃষ্ণ-ইন্দ্র কালক্রাসে, সঙ্গ করিছে রোদন ॥

বেহাগ—আড়া।

এছার সংসারে বল, কে কর আপন পর।
কেবল ধনলোভে সবার, সব করে রে আদর।
মধুচক্রে মক্ষিকাগণ, তেমতি সকলে বশবশ,
মধুর নিশেষ করি, সব হয় রে অন্তর ॥
(দেখ) ভাগ্য লক্ষী যত দিন, সুস্থান সকলে হন,
অদৃষ্ট হ'লে মলিন, কে জিজ্ঞাসে করে আর।
এইত সংসারের রীতি, পার হয়ে ত্যাগার নাথি।
কৃষ্ণ-ইন্দ্রের কি যে গতি, হইবে রে অন্তঃপর ॥

বাহার—মধ্যমান।

পার পার বেতে পার পারে। (ভাক তাঁরে)
এ ভব কাণ্ডারী যে রে,
তিনি যিনে, ত্রিভুবনে, বল কে হস্তরে-তারে ॥
প্রহ্লাদ যে পদ লবে, করিছে বারন,
অনল গরল জলে, না করে চিত্তন।
গিরিধরে চিত্তে ধরি, গিরিতে না কর করি,
করিলে নিবৃত্তি করি, মাখে কাঁড়ি তুমাবারে ॥
আর কেবল হইল মন, এম আদর,
করিলে বারন, করিলে বারন ॥

ডাকিয়ে একবার মনে, পরস্পান-পোচেন,
পেল সে সন্নিহিত হানে, কালে কি করিল তারে
কৃষ্ণ-ইন্দ্র হরিগুণ, কি রূপে করে কীর্জন,
পক হুত্রে পকানল, যে গুণ লগা বিচারে ।

কালোড়া—আড়াধেহুটা ।

হুখা কালে মন, কেস কাল করিছ হরণ ।
কালের কি কালকাল, আরেয়ে খল কখন ॥
কিবা বাণ্যকাল, মধ্যকাল,
বুদ্ধকাল সকাল বিকাল, কালের সবকাল,
পেল কাল, পরকাল, কণকাল, না কর চিন্তন ॥

পরজ বাহার—ঠেস কাওরালী ।

(আর) চিন্তা কিয়ে মন ।

চিন্তা সদা সে চীচরণ,

বে চরণ বডনে হানে (ধরে) আছেন পকানল ॥
সে নহে সামান্ত পদ, সন্নিহিতের সম্পদ,
হুজিবে সব আপন, (তারে) করিলে মরণ ॥
জীবের-হুগতি সত্য, করিতে হরণ,
হুগে হুগে নানারূপ, করেন ধারণ,
দিনান্তরে যে তাঁহারে, ডাকে নিরন্তর অন্তরে,
অনারাগে ভবপারে, (সে) করে রে পমন ॥

পরজ বাহার—ঠেস কাওরালী ।

(মন) একি ভ্রম তোমার ।

বারবার বল'ব তি আর,

হুগুরে অবিত্য, মিডা, নহে এ সংসার ॥

কিবা রাজ্য কিবা রাজা,

হর হতী কি আর লগা,

হর হতী কি হুসন্মতি (হুগুর) সকলি অসার ॥

হর হতী অসারী, হুগুরে তোমার,

করে বহু বহু বহু, করে সম্ভার,

নানারূপে, কেবে দেখে নিরবধি,

হর হতী অসারী (কেবল) হুগুরে আধার ॥

জাজিসব বল জন, করি চিত্তসংযমন,
করুরে বল পমন, হেখার তুমি আর খেঁকা না ।
খাকি সংসারেতে উহা কেউ পারে না,
এত প্রলোভনে হয় কি উপাসনা ।
কৃষ্ণ-ইন্দ্র বলে, পরকালে, নহিলে যে হুগু নানা ॥

খালিরা—আড়া ।

হেসে হেসে কাছে ব'সে, সন্তোষে যে হুত ।

ভেবে দেখে হুতা হুত, বহুনেরি হুত ॥

হাটে বত বিকার হুত, লাল কালা সাধা পীত,

নহে কত হুগু হুত, এ যেমন হুত ।

অন্তত নিভাত হুত, অনন্ত কৈ দেখি হুত

হুগুতে প্রসবে হুত, মারামর হুত ॥

কৃষ্ণ-ইন্দ্রের মনোগত, প্রাংশসিত হ'ত হুত,

নিবাসিত বনি হুত, সে রবিহুত ॥

খোঁগিঞা ভৈরব—কাওরালী ।

কর রে, বিতুগুণ পান ।

দিনি, হুগি হিতি প্রলয়ের, করেছেন বিধান ॥

যারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন,

সদা করে আরাধন, তিনি সব জীবের জীবন,

অখণ্ড হুগুতে করেন দমন,

আবার ভক্ত বন্ধন, করিয়ে মোচন,

ভবাবাধ্য পদ তারে, করেন প্রদান ॥

তাঁহি হুবচন, হুতোজন, হুকার্যের আরোজন,

কর তাঁরে মরণ মল্ল, খোঁগীর হুগুর বল বে রে,

কৃষ্ণ-ইন্দ্র বলে শুধু সকলে,

তাঁর গুণগানে হবে, তবে পরিত্রাণ ॥

বিতাণ—আড়া ।

কে বলে আশান তুমি, অভিশ্রুত ভরবর ।

জুড়তে জীবন কোথা, আছে হেন পান আর ॥

কি তাপী পানী সকল, কি বতী কিবা দুর্জন,

ভীক কি সৈয়র হল, হিয়ার হুগুর সফর ॥

হুগুর হুগুরী লগাট, হুগুরী হুগুরী আশিপন,

হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর ॥

হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর ॥

হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর হুগুর ॥

হৃদয়-ওষ্ঠা কেহ, হৃদয়-পথের তিথারী,
নয়ত জন বিদায় কেহ, কেহ গিরে লয় হরি ;
কহ বৃদ্ধা শ্রোতা যুবতী, হৃদগা, অসতী সতী,
শ্য সখাকার গতি, তারতন্য নাহিকার ॥
আ এজা একাসনে, ব'সে দেখে সেই স্থানে,
শ্রুকার, কর্ণকার, কিসা চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ;
ই আত্মর কি ভুক্তগণ, কি পত্নপলাশ-লোচন,
ই হৃদয়, হৃৎসিত জন, হয় সেখা একাকার ॥
বলীলা সাজ করি, তথায় বাইতে হবে,
বের লুপ্ত-সামগ্রী, অবতে পড়িরে হবে ;
ন স্থানের মহিমা যত, কুৎসেস্ত কহিবে কত,
কি গর্ব করি হত, হরিছে ভবের ভার ॥

রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ।

বাহুড়া জেলার কৈচকা গ্রামের জমীদার রায়
রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, 'রাসলীলা' ভিন বৎ
৫৭ 'রাসলীলা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীতরচয়িতা
লিঙ্গ পরিচিত । ইহাঁর নিজের গথের ব্যাখ্যার দল
স ; সেই দলে ঐ রাসলীলা প্রভৃতি গীত হইত ।
ইহাঁর কবিত্বের ও করলার ধনি প্রভৃতি ব্রহ্ম
সঙ্গীত । ইহাঁর বয়সক্রম আর ৫৫ বৎসর । গবর্ণ-
মেন্ট হইতে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইরা-
ন । ইনি নিষ্ঠাবান ও সন্যস্তান-বৃত্ত ।

বিতান—আদি একতাল ।

উদিল-মা দিলমণি হের মা নন্দরাণি ।
সাক্ষরে ভজিরে, দাও মা পাঠিরে,
খোঁটে করে বাই নীলমণি ॥
না তুলিলে কাহুর বেণুর হৃদনে,
দায় মা গোটে খেত চায় মা উর্জ পানে,
আ নন্দাও লারি বেতে গোচারণে,
দীপন-কাণ্ডই মোরোর জীবনের জীবনী ॥

বিশু শিল্প—আদি একতাল ।

এই গানের গোপাল ওসরে গোটে বাবিলে
এই গানের গোপাল ওসরে গোটে বাবিলে
এই গানের গোপাল ওসরে গোটে বাবিলে
এই গানের গোপাল ওসরে গোটে বাবিলে

তোর না ভনে বেণু, গোটে ধর মা পেয়ে,
তরা আর রে ভাই কার,
(ঐ শোন) হাফা হবে ডাকছে তোরে বণীধর
না ভনে ॥
ধড়া পরিষে, চুড়া বাঁধিরে, পায়েতে নুপুর দিরে,
তরা বিদায় লগে আদরে কানাই ধূলি লগে মার
চরণে ॥

বিশু শিল্প—আদি একতাল ।

এস এস গোপাল আমার
তোমার সাজিরে দিই নিলমণি ।
অঞ্চলেতে বেঁধে দিই বাপ কীর সর নী ।
যেও না অতি দূর বনে, লগে গোথনে,
কথা রেখ রে মনে,—
বাজালে বেণু, বাপরে কাহুর, সখা সে ধনি,
আমি যেন রে শুনি ॥
কুখা পেরে খেও রে বাপ অঞ্চলের নী,
ওঁ বাপ ও রতনমণি—
লইরে গোপাল, এসরে গোপাল,
ধাকুতে দীনমণি, যেন না হয় ব্রজনো ॥

মায় বাবাজ—বৈজালিক ।

ও বাপ নীলবসন, এই নাও আমার নীলরতন,
করে করে সঁপে দিই তোরে ॥
বেলা অবসানে, অন্ধেরই নয়নে,
পূন এনে দিও মোরে ॥
জন-হৃদ থেকে নাওরে নীলমণি,
পূন ধাবে অস্তে গেলে দিনমণি,
যত মনে পড়ে চাঁদ মুখখানি তত জন-হৃদ করে ॥
রুখা বেঁধে দিই ওরে বাহাদুর,
জলে হলে মা তোরে করিবেন রুখন,
সঁপে দিলাম পথে জীবন রতন
বশোখার এই কুমারে ॥

পিজু ধারেরা—গড়-বেহতা ।

না জানি কি হয় নই ।
কি অঙ্গে ছাতি করে দালা দল কেমনে দিই

অবশ হল মন প্রাণ,—

নিজ ত্যজি তবে আন বল সঁজান,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া উহ মরি কেমনে সই ।
কিবা ব্যাধি হেন, কারে হেরে এ নয়ন,
হৃদে পশে সে কখন তখন
হেরিলা আর সে জন বই ।

ইম্ব-পূর্ববী—গদ্য খেঁচুটা ।

দেখ দেখে রে নয়ন কিবা
শোভন এই মারের কোলে ।

যামে শ্রাম নক্ষিণে রাম, দেখে রূপ সকলে ।
এক ককে মুরলীধর, অপরে রাম হলধর,
বন বন চূষ দেন উত্তর মুখ-কমলে ।
গোপের রমণী বত, চৌদিকেতে শত শত,
মঙ্গল হলহলি আরতি করে সকলে ।

বিভাব—আদি একতালি ।

ওমা ওমা নন্দরাণি নীলমণি এলো পুরে ।

এস এস এস মাগো,
কোলে-রাও তোমার কুমারে ।
সঁপে দিরেছিলে সখার করে করে,
তোমার সমগিরি বাব মোরা করে,
পুন আসি লখ তোমার কুমারে,
কাল সকালে পুন কিরে ।

দেখ কীর্তন—লোকা ।

সখির এমন জাবনা হইলে ।
হৃদয়ের নিধি শ্রাম কি মিলে ।
তবে হ'রে বিজোর, তবে শ্রাম কিশোর,
শ্রাসের রূপ সখি লবে নেহালে ।
ধস্ত মনে করি, ধস্ত রাই কিশোরী,
শ্রাম আগে কি এ ভাব বা হলে ।

দেখ বাঁধাক—আদি একতালি ।

হয় নটওহি নটবর কলী-মণ্ডল মাঝে ।
দিকর শশধর কোম তার মাঝে বিরাজে ।
দয়ালু হই গোপী-নয়করী ।
দিকর কোমল কিশোরী-নয়করী ।

দেখ দেখে বনশ্রাম দেখে ঐ কাহ্ন ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্রাম করে লয়ে বেণু ।
যামে রাধা রসবতী জামরি জামরি ।
নয়ন সার্থক হ'ল হেরে কিশোর কিশোরী ।

অহং দেখ কীর্তন—গদ্য খেঁচুটা ।

সে শঠ লম্পট, কঠিন কপট,
করে প্রাণ সঁপিলাম সজনি ।
(প্রাণ কেনই বা সঁপিলাম, কেনে শুনে)
(শঠের করে)

করি বাসর সজ্জা, পাইলাম লজ্জা,
বুধা কেন জাগিলো রজনী ।
(আর কেনই বা জাগিলো,)
(বুধা আশার আশে,) (নিঠুর কালার)
আশা পথ চেয়ে কাননে রই,
এ যাতনা বল কেমনে সই,
সে নিঠুর কালা এল কই,—
নিঠুর মালার কঠিন পরাণী ।

রামকেনী—হৃৎকাক ।

শ্রাম হ'তে রাই বড় সে কথা জানি ।
দিবানিশি রাধা নামে শ্রাম করেন বংশীধনি ।
এ মান সে মান বটে, রাই ভ্রেষ্ট লোকে রুটে,
(এবার) মান দ্বণ্ডে শঠের মান গুরু হ'লে মানি
এ মান ভান সখি ভানে তামিনী,
দেখাবেন রাধারাণী কেমন মানিনী,
নাগর নাপরী মান, মানে হবে পরিমাণ,
করি এই অনুমান (লঘু) হবেন গুণমণি ।

পরজ বাহার—ভাল কেবতা ।

পাণ্ডুর রাধামাধবমিলন,
মনপ্রাণের মোহিলীমোহন ।
কনককণ্ঠকী জড়িত তামালা তড়িতসহ নবন ।
বিধুর বিধুর,—কিবা মধুর মধুর,
নীলবঙ্গী পাশে নীলবঙ্গ ।
দেখ দেখে রামরূপ, কিবা অপরিপূর্ণ রূপ,
মহাশয় রামরূপ দিল্লি-কালবরণ ।

ভুলেরে ভুলেরে মন, হেরেরে হেরে মন,
মানিতে হ'ল মিলন, কর সুসলরূপ দরশন ॥

নিহু ভৈরবী—খেষ্টা ।

মহাভাবের উঠেছে তুফান এ কল্যানে ।
মহাজবরুণা রাই, আর কোথাও নাই,
কোথাও পাবিনে ॥

এ সমুদ্রের নাই পাশাপাশি, আছে কর্ণধার,
জুগের নাগর রসের সাগর রসের কর্ণধার,
মহাবীরিণিতে ত্রিভঙ্গীমে বাঁকা-নয়নে ॥

আমরা রাই-সহচরী,—
রাই-সমুদ্রের বারি মোদের জীবনবারি,
আজ ভাস্ছি হৃদে, বলব কাকে,
হেরব তরী কাওরী মনে ॥

রামচন্দ্র রায় ।

ইনি বৈদীনীপুর জেলার গড় মনোহরপুরের জমিদার । বিষয় কাণ্ডের পর অবসর পাইলেই ইনি সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা করেন । ইহার রচিত “রামচন্দ্র ষষ্ঠাবলী” গ্রন্থ, নানা বিষয়ক গীতে পূর্ণ । ইহার বহুঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর । সাহিত্যদৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণসাহী বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে ।

পিতৃ—আড়া

ভূরনমোহলরূপ দেখিতে তোমার ।

চ্যাবুল নিরন্ত প্রাণ হ'তেছে নাথ আমার,
ওহে প্রভু অন্তর্যামী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী,
কি জানাব বল আমি, তোমার অধিক যে আর ।
পাব বলে তোমা ধনে, বাসনা করিয়ে মনে,
একাকী ব'লে নির্জনে ডাকি বারমার ।

মন প্রান্তরে পিরে, নাহি পাই অথেষ্মি,
কিদি কাদিয়ে কাঁদিয়ে, কেবল করি হাছাকার ।
তোমা বিদ্যে এ জীবন, কেমনে করি ধারণ,
নিরাশি অনুভব, সখা অন্ধকার ।

রামচন্দ্র রায় । অলিহে অতি প্রবল,
হৃদয়ে পুষ্টি, দিবাও সর্বপাথর ॥

ভৈরবী—একতারা ।

ভব মহিমা কে পারে বর্ণিতে ।
বিভু, তুমি নিরঞ্জন, নিত্য নিরাকার,
সাক্ষরেতে কর লীলা ধরণিতে ॥
পদ্মাসনরূপে করিছ স্থজন,
বিষ্ণুরূপে কর জগত পালন,
ব্রহ্মরূপে লয় কর সমুদয়,
আগমে পুরাণে পাই যে স্তোতিতে ॥
তুমি ধরাধর, অতল-সাগর,
তুমি নিশি দিবা, শশাঙ্ক ভাস্কর,
অবনী অনল, আকাশ অনিল,
খাঁক অবিষ্টিত সকল প্রাণিতে ;
তুমি জগৎপাতা ভবভয়দ্রাঘা,
শান্তি-নিকেতন মুক্তিপদ্মদাতা,
তুমি সারাংশসার, তোমা বিনে আর,
কার সাধ্য রামের পাগভার নিতে ॥

বাঁধাজ—চিরা-বৎ ।

বারে বারে জানাইব মনের বেদনা কত ।
জান তুমি অন্তর্যামী অন্তরের হৃৎ বত ।
একেত আমি দুর্বল, তাহে প্রকৃতি শ্রবল,
সত্যত প্রকাশি বল, কুমার্গে করিছে রত ।
পাগভার সলা ব'য়ে, কত রব ক্রান্ত হ'য়ে,
কবে ত্রাণ করিবে ভয়ে, দিনে দিনে দিন গত ॥
দেহ শত্রু পদে পদে, কেলিছে আমার বিপদে,
ভরসা ওব ত্রিগদে কর বাহর ইচ্ছামত ।
তুমি হে দীনবান্ধব, নিস্তার পাতকী সব,
সেই আশায় ভববৎ, রয়েছি আমি নিরত ।
ওহে প্রভু শুণাধার, তুমি সর্বত্র আমার,
তোমা বিনে বল কার হইব শরণাগত ।
রামচন্দ্র হ'ল কৌণ, হ'য়ে উপায়বিহীন,
ভেবে ভেবে অক্ষুণ্ণ, জীবন হয় ওষ্ঠাগত ॥

কালোড়া—একতারা ।

ছন্দস্বর্ণময় তরী কবে যা আসিবে ।
দয়াময়ি দয়, করিছ হৃৎ কল্যাণিবে ॥

আশাপথ নিরীক্ষণ, ক'রে আছি অহুক্ষণ,
করি করুণা-সৈকণ, তনয়ে তুখিবে ।
সদা রাষচক্ষের চিত্ত, ভবভয়ে সঙ্কুচিত,
কর বা হয় উচিত, ইচ্ছাময়ী শিবে ॥

—
হৃষ্টমন্ডায়—চিরা-ভেতালী ।

তারিণি ভবরোগে ব্যথিত-জীবন, করি কি এখন,
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন ॥
বাসনাবাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞানবল,
প্রবৃত্তি-কক্ষেতে কঠ করিছে রোধন ॥
বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগবর্জিত, বিকার লক্ষণ,
আশারূপ পিপাসায়, অস্থির করিছে আমার,
বুঝি এ বিষম দায়, নাহি বিমোচন ।
মোহ-ভ্রান্তা প্রতিক্রম, প্রেলাপ কু-আলাপন,
মায়ারূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ;
ভ্রাম অরুচিকর, জীবন রাখা হুঙ্কর,
বুঝি মা কালকিঙ্কর, করে আক্রমণ ।
বনি শোষ ক্ষমা কর, এ সময়ে ক্ষেমক্ষরি,
তব কৃপা-ধন্যস্তরি, কর মা প্রেরণ ;
তবে রাম মুচমতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অশ্রুধাসে করে গত শান্তি-নিকেতন ॥

—
বারোকা—চুঁরি ।

তারা এই কি পরিণাম ।
না পুঁরিল মনঃসাঁধ ল'য়ে তব নাম ॥
তুমি পাবাপতনরা, কঠিন তোমার হিয়,
পরিহরি দয়া মায়ী, স্নেহে হ'লে বাম ।
দিনে দিনে গত দিন, রবিশুভ গণে দিন,
রামচন্দ্র তনুকৌণ, তাবি অবিয়াম ॥

—
হৃষ্টমন্ডায়—একতালী ।

আমায় অবোধ মন-বিহঙ্গ ।
সংসারকাননে, ভ্রম কি কারণে,
কামাদি-পঙ্কিলী সঙ্গ ॥
ব্যাম-বেশধারী হুঙ্কর শমন,
অন্যকোষে সদা করিছে ভ্রমণ,

পেয়ে অবসর, হ'য়ে স্নেহসর,
করবে জীবনাশা ভঙ্গ ।
আর মায়ী-মোহে হ'ওনা মোহিত,
ধাকিতে সময় কর রে শিহিত,
মুখে দুর্গানাম, বল অবিরাম, তাজি কুখ্যা-প্রসঙ্গ,
বিষয়-ভরুর পরিহরি আশা,
লহ তারা-পদ-পল্লবেতে বাসা,
খেয়ে পাপ-ফল, হারা'ওনা বল,
বাড়িবে ত্রুদ্র আতঙ্গ ॥
পুণ্যক্ষেত্রে গিয়ে করি অবেষণ,
ভক্ষ মোক্ষফল জুড়াবে জীবন,
প্রবৃত্তি-জীবন, পান অহুক্ষণ,
তাপিত ক'রও না অঙ্গ ;—
তারা-নামামৃত সদা কর পান,
হবে হৃদীভল, পাবে দিব্য জ্ঞান,
রামচন্দ্র কর, যার রে সময়, বাড়িও না অন্তরঙ্গ ॥

—
ভৈরবী—আড়া ।

এনে সংসার-বিশেষ ।
আর কত ভ্রমিবে তারা, সদা বিশেলীর বেশে ॥
ঘোর অজ্ঞান-আধারে, হুপথ না পাই দেখিবারে,
যা'ব বল কি প্রকারে, সাধুসঙ্গ-পান্যবাসে ।
প্রেমালোক-নির্দীপণ, পরশি পাপ সমীরণ,
নিবিড় মায়ী-কানন, তাবি আকুল হতশে ।
কামাদি হিংস্রকণ, করিতেছে বিচরণ,
শয়-দয়-প্রহরণ যিনে নিবারিব কিসে ।
এ জনমে পুণ্যধন, না হইল উপার্জন,
যায় রামের জীবন, এই কি হ'ল অবশেষে ॥

—
বিভাব—আড়া ।

কি হেরিলাম গিরিহাজ, আজি নিশিতে স্থপনে
যেন কাঁদে উমা বসি শিররে চুখিত মনে ॥
বলে মা আমার কাতরে, সপিয়ে জিহবারী করে,
কেমনে ধৈর্যব ধ'য়ে, র'য়েছ মুখে ভবনে ।
কি বলিব মা আমার, সে চুখকাহিনী আর,
যেন চুখ কি আছে কার, যে চুখ সহি জীবনে,
অন্ন যিনে জিহ্বাঙ্গিলী, বস্ত্র যিনে উলঙ্গিলী,
বাস যিনে আশারম্যসিলী ধাকি সদা পতি সনে ।

দাক্ষিণ্যে বা শুনিলাম, যখনেতে তাই হেরিলাম
বুঝিবে কেন দিলাম হেন বরে উমাধনে :
ম কর মা না বিচারি, কান্দিল জীব ত্রিপুরারি,
ব কহা কানীশ্বরী, অর যোগান অগজনে ॥

ভৈরবী—একতাল ।

কিবা শোভিছে ঠেকলাসখিধরে ।
মরি, হরগৌরী হ'য়ে এ'কসঙ্গে মিলিত,
অতি অপরূপ নয়নে হের রে ॥
আখ অঙ্গ জিনি রজত করণ,
আখ অঙ্গ-আভা তপত কাকন,
আখ চন্দ্রাধর, আখ কোঁমাধর,
রূপের কিরণে অন্ধকার হরে ।
আখ বন্ধনহলে তুলে অস্থিমালা,
আখ হৃদে মণি-হার উজালা,
আখ কণ্ঠে রাজে কালকূট কালা,
আখই অমির মধুরিমা ধরে—
আখই শরীরে বিভূতি লেপন,
আখ কলবরে কস্তুরী চন্দন,
শোভে আখভালে, কিবা হরিভালে,
সিন্দূরের বিন্দু আখ ভাল'পরে ॥
এক করে শোভে ভূঙ্গভূষণ,
এক করে শোভে রতনকঙ্কণ,
আখ মুখে ভাঙ্গ ধূতুরা ডঙ্কণ,
তাম্বুলের রাগ আখই অধরে ;—
চুলু চুলু করে সার্কি নরন,
অঙ্কন-রঞ্জিত সার্কি লোচন,
অর্ক অটোথারী, অর্ক হুকবরা
রামচন্দ্রে হেরি প্রসঙ্গ অন্তরে ॥

বিভাব—বাঁপতাল ।

অরতি অগৌরব, জনার্দন মুরহর,
সুগংগতি জ্যোতির্ময় অপাদি যজ্ঞেশ্বর ॥
বহুধনোত্তরাজ্যে, বকমারি অগদিত্ত,
অন-ভাষণ অসংখ্য, বারে ভূমি হও তুট,
বার হুয়ে হুঁসুটি, অঙ্গনী-অটর-কট,
বহুধনোত্তরাজ্যে, বহুধন পুরাণ যোগেশ্বর ।

জীবন-ঐশ্বর্য ভূমি অগতজন আরাধ্য,
বম-যাতনা দূরকারী, জানিবে জীব কিবা সাধ্য,—
জীবনেতে যুক্ত সদা জীবনে থাক আশ্র-রূপে,
জীবযুক্ত কর তাকে, অপে যে তোমার বোরতাপে
অবস্থ রামচন্দ্রে অতি, জানে না তোমার অপসুখি
অগতে তরে বহুপতি, বাদি করণা বিতর ॥

শ্রীপুলিন বিহারি লাল ।

ঐক্য পুলিনবিহারি লাল হাতে মহাশয় বর্ধমান
জেলার উখরা গ্রামের জমিদার । 'পুলিনগীতি' নামক
এক প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন ।
ইহার বয়স্ক্রম অনুমান ১৮৫৩৬ বৎসর । ইহার
পিতার নাম চক্ৰ বিহারি লাল হাও । ইহাদের
আদিবাস পঞ্জাব প্রদেশে । ইহার উদ্ভূতন চম
পুত্র প্রথম মূর্শিদাবাদ আসিয়া বাস করেন । ১১৪৭
নাল হইতে ইহাদের উখরায় বাস । পুলিন-বিহারী
বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ।

ভৈরবী—পোতা ।

আয় মন বিরলে বসি শ্রামা মায়ের নাম গাই ।
তার বলে ডাকলে পরে ভানুহুতে তব কি ভাই ॥
শ্রামানাম আভরণ, করিলে অঙ্গে ধারণ,
ভূষণ কি লাগে ভাল, কিছুতেই আর কাজ নাই ।
কালীনাম কল্পতরু, মধ্যেতে সংসারময়,
কালী কালী বলে জাবে, যা চাহিবে পাবে তাই ।
নাম মহোষধিসম, হয় রোগ শোক উপশম,
পুলিন বলে ঐ নাম বিনে, জীবের অস্ত্র পতি নাই

প্রসাদী হয় বিকিট—একতাল ।

মা আমার থাকিতে কাছে ।
কেন এতদূর হয় মা মনে, অকুলে ডুবি গো পাছে ॥
তব আশায় মরি জলে,
ছেলে বলে নে মা কোলে,
তোম নামটী মনে হলে,
তখন সংসার ভাবি মিছে ।
ছেলের হৃদয়ে দেখো মা গো,
ঐ দেখ লোক কি বলিছে
হৃদয়কা হুগানাম, দেখো কেন না হয় মিছে ।

যত কষ্ট কষ্ট না কেন, দুর্গাময় সবল আছে,
 হুগী হুগী হুগী মনে, মনে যাব ভোর কাছে।
 পুত্র পরিবার বিরহাদি হার,
 এ সংসার সব মিছে, কেবল জবে হতে পার,
 হুগী নাম সার, ভবের খাটে তরী আছে।
 কানিলেও কি ঘরা করে,
 আসবি না ভুলের কাছে,
 মা হয়ে হলি বিমাতা, এর চেয়ে কি হুগ আছে।
 বড়ই বকনা কর না জননি,
 পুলিল ওপদে শরণ লয়েছ,
 কিনা রাতুল পদ অতুল বৈভব,
 মন আমার কিছু নাহি বাটে।

বিখিট—একতাল।

শ্রাম কি আশ শ্রামা হয়েছ।
 পীত বসন পরিহরি, নেক্ট। হয়ে পাড়িয়েছ।
 কিরাইতে থেঙ্গ, বাজাইতে বেণু,
 রাখালসনে বনে বনে বিরহ,
 চিকণ কালা লরে মুণ্ডমালা,
 কনমালায় লুকায়েছ।
 চরণে চরণ দিয়ে পাড়াইতে,
 বাঁকরূপে ত্রৈলোক্য গোপী ভুলাইতে,
 আকু আরানে ফুলায়ে, রাধার মাল,
 বাড়ায়ে, কৃষ্ণকালীকূপ ধরেছ।
 তুমি ইচ্ছাময় অপরিত পতি,
 তেমনারে তিলিতে কাহার শকতি,
 হও তুমি রামরূপ, তুমিই শ্রামরূপ,
 তুমি বিরূপ সর্বরূপেতে আছ।
 পুণিনের মনে নাহি ভেদজান,
 সর্বরূপেই তুমি সাহ বিদ্যমান;
 তুমি পুত্র কি প্রকৃতি, তব কেনন দ্রুতি,
 কষ্ট বোণী বহিষ্কৃত রাধার কেনলেছ।

কিছু ভেবে—মেকা।

অতি পুত্র পুত্রের মায়,
 মায় পুত্র পুত্রের মায়।

অতি পুত্র পুত্রের মায়,
 বাসনা-কেনন্য দিয়ে, পুত্র পুত্র উপচারে
 জ্ঞান-দীপ জালাইয়ে, সুচিন্তা-পুণ গো।
 খালি বোলে মম হয়ে, ভাব সেই শ্রামা মায়।
 বড় মিশুরে দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কাল,
 তখন নিজ জগে মুণ্ডমালা, উদয় হবেন কৃপা করে।
 পুণিনের এই নিবেদন, এইরূপেতে করলে পুজন,
 পাবে মায়ের স্নানচরণ, মনের ধান্দা যাবে লুপ্ত।

দেশবন্ধার—অকবেহুট।

এ সংসার সবই অসার, সার চরণ শ্রামার গো।
 ও-পদ সাধনের ধন, অমূল্য রতন,
 কি আছে তুলনা তার গো।
 কেও রাজ্যপদ পেয়ে, বড় হুগী হয়ে,
 মুখে রাজ্যভোগ করে গো।
 কিন্তু সে ধনের কাছে, ব্রহ্মপদও মিছে,
 রাজ্যহুগ সে তো হার গো।
 কত মুন গুণি বোণী, হয়ে সর্বভাগী,
 হৃদয়ে ভাবিছে ঐ ধন গো।
 ঐ পদ লাগি, মহাদেব বোণী,
 করেছেন ঐ পদ সার গো।
 যে জন পেয়েছে আশ্রয়, ঐ পদাশ্রয়,
 কি আছে তার অভাব গো।
 কিন্তু তব কৃপাবিনে, বল মা কেননে,
 দুটিবে এ হুগতার গো।
 আমি অতি বীল, জ্ঞানবুদ্ধিবীল,
 ভজন সাধন বিহীন গো।
 আমার নাই কিছু সবল, তরুনা কেবল,
 কৃপাবারি ভেমার গো।
 কাজরে মিলতি, যে মা হুগতি,
 আমি অতি মৃত্যুভি গো।
 বেল পরিপাক (বা ভোর) হুবাখা নামে,
 পুণিনের হুগা যেন কতবার গো।

দেশবন্ধার—একতাল।

অতি পুত্র পুত্রের মায়,
 মায় পুত্র পুত্রের মায়।

এই কিংবা মারের দার, দুখ দেখে দয়া হ'ল না
দয়ানরী জনতে কয়, দয়ার দাও কি এই পরিচর,
নিবাসিণি ভব ভনয়, সমিচ্ছেহ কত বাতনা ।
কি না সুকৃতি জোরে, তরিতে পারিতাম ভবঘোরে
(ভবে) জোবামোদী তোর কিসের তরে,
নাই বলে তাই করি সাধনা ।
ভক্তি ধন থাকিলে পরে,
ভাবতাম কি আর এমন করে,
চলে যেতার ভবের পারে, উড়াইয়ে ভক্তি নিশানা
আমি না কোন অপরাধে, এত শাস্তি করিছ বেঁধে,
পুলিন বলে বাঁচি কেঁদে,
খুলে দেখি আর বাঁধিস্ না ॥

বিব্রিট—একতাল।

মন ভাঙলে পাবেনা তারে ।
দে বে নিজিত কি আগ্রহ জনতে কে বলতে পারে
ভেকে ভেকে সারা হলাম,
তবু সাড়া পেলাম নারে,
মা হয়ে সম্মানে এমন, তাসার কে অকুল পাথারে
অলী নিজার বশে, রইলো আমার কপাল ফেরে,
নষ্টে আমার দুখ কি আর, ছিল এ ভব মাঝারে,
নির্ভর হয়ে দুয়ার তারা,
এতে তার দোষ দেখিনারে,
সকল জাদুলাস বাপের বেটা দেখা গেল পরক করে
ল বলে মনরে তুবি, হতান হইওনা অন্তরে,
সে বেটার ভরসা করিনা
তার নামের শুনে পাপী তরে ॥

বাপান—১ ।

হরি নাম মহোবধি,
কিছ অর জনে পারয়ে নয়ন-নিধি ।
এ পাল মহোবধি মহোবধিরে,
কিছ জ্ঞান পেলে প্রকৃষ্ট আদি ।
যে জন নাম করে তাই,
কিছ হইল এ অব-আর জমাই;
কিছ নাম দিলে পাল
কিছ নাম দিলে পাল

এই বিশ্ববাবু রে, হরিনাম দুখবধি,
এ নামান্ত পান করিলে বুজিবে ভবকাষি ।
কেন তবে এসে বেড়াও ভেসে
বিবর-আশে কদাবি,
শেষে সামান্ত ধনের লাগিয়ে হারাবে পরমনিধি ।
এ নাম নীলকণ্ঠ সনাকণ্ঠ, উৎকণ্ঠ লয় নিরবধি;
সেই নামের বলে অবহেলে, তুই পারহবি ভবদী
পুলিন বলে কুতুহলে,
যদি প্রেমিক জনার সঙ্গ মিলে;
তবে দিবানিদি,
ভজ সেই নাম করে বসে পানি নিধি ॥

ভৈরবী—একতাল।

আয় রে গোপাল মা মা বলে,
আয়রে কোলে আর না ।
মাখন ধাইরে নাচিরে নাচিরে
আম মা মা বোলে ডাকনা ।
পায়েরে নুপুর পরি পীতবস্ত্র,
কপালে তিলক, হেলায়ে চুড়া,
হাসিয়ে হাসিয়ে কোলেতে বসিয়ে,
বুকের বেলা ঘুচান ।
নাচ দিয়ে তাই, সহ তাই বলাই,
আর বত সখা, গুরে রে কানাই,
বাও গোচারণে আনন্দিত মনে
বলাইয়ের সঙ্গ ছেড় না ।
পুলিন বলে শুন ওমা কপোমতি,
তোমার পূত্র হন জনতের পতি,
তার অস্ত্র ভাব, এ বে অসস্ত্র,
বার নাম মিলে জয় থাকে না ॥

বেহার—কাম্বোজী খেচুট।

কালো কেন বাপসী বাজার গো ।
বাসীর স্বপ্নেতে আবার এশ বা বায় গো ।
অকল্য সরলা বালা, কত বা সখিব আলো,
বাপের বাসীতে দুকি, কল্য বাসে সজার গো ।
কল্য বহু হুলসলা, কল্য এ শিখার লো,
কল্য বহু হুলসলা, কল্য এ শিখার লো

মনে করি ফুলে বাই, নির্মল কালার লো,
হৃদিবারে আছে লগা, কিছুতে না যায় লো ।

সিন্ধু বাখা—কাণ্ডারী ।

বাও বাওবে কাল, বার বাসে কেটেছে রজনী ।

বার বাসে কেটেছে রজনী ॥

তুমি বারে ভালবাস, বাও হে তাহারি পাশ,

বাগিলে বখায় বামিনী ?

তুমি হে পরেরি প্রাণ, রাখণে পরেরি মান,

বাও হে নির্মল কাল বাও এখনি ।

বাও কাল কিরে বাও, আর কেন কিরে চাও,

কুঞ্জে এস না হে তুমি ।

সারানিশি আগিরে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,

দুয়ারেছে রাই কমলিনী ।

কৃষ্ণদন বিদ্যাপতি ।

বর্ধমান জেলার অধিবাসী । সঙ্গীতের সুর ও
তাল সম্বন্ধে ইনি বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন ।
সঙ্গীত শাস্ত্রের বলিয়া ইহার মধ্যে ব্যাভে আছে ।

কীর্তন ।

মধুর সিন্ধুধনে গোপের বঁহুসনে

গোলোক বিহারী ।

হরি বৈকুণ্ঠ পরিহারি ।

আ হরি, কি হেরি, বাসে কিশোরী,

হোরি খেতিহেন করি প্রেমের চাকুরী ।

মল্লো মোহনো বেশে আজি পীতবাস,

পুষ্পাণ বোপদীপ মনের খড়্গলাস,

ভক্তের প্রেমিতে বাণা শ্রীনিবাস—

হরেন পূর্ণ রূপ পুণ্ড্রিক মুরারি ।

সবিতো সীরসো কার মরি আদরে কি শোভাপার,

প্রেমের পুকে বত গোপিকা,

তরুণাবিকর, পিচকারী সের,

হারি প্রেমের প্রেমের প্রেমের প্রেমের,

কাল মন বত আসে কলহ ।

কলহ বত আসে কলহ বত আসে ।

কৃষ্ণদনের ধনি, প্রেমের বত ধনী,

মুখে নাহি অস্ত ধনি, ধনী কি নির্ধনী,

ধিনে হরি ধনি ।

বত কিশোরীর পুণ্য, বহুমতী দেশে পূর্ণ,

পশুপতি পুণ্ড্রিক নারায়ণ, হরেন পুরে পুণ্য,

হরি নরায়ণ ভবান্বিতের কাণ্ডারী ॥

প্রাণের বাসে বিরাজেন ব্রজ-কিশোরী ।

শ্রীনিবাসের মোহন প্রেমের তুলনা না হেরি ।

(পর) পীতবস্ত্র শিরে চূড়া করে মোহন বাণীর

ব্রজবরী রাখার সঙ্গে, প্রেমের বঁহুস আর অঙ্গ,

ব্রজের বহু রসরসে, সের আদর পিচকারী ।

নীরদ বরণ লোহিত বরণ,

হেরে মোহিত গোপীর জীবন,

মদনমোহন মধুসূদন, মূনির মানসমোহনকারী ।

হের ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ হেরি

নিধনে হরেন হৃৎকণ্ঠেরী ।

বাউলের সুর ।

হৃদয়জা কলিকালে কমে কলকাতার ।

মাগীতে চমো পাড়ী কেটি জুড়ি,

হাতে ছড়ি ছাট মাথার ।

বাট মাকাল আর মাসেনা,

সেজুতির বর আর আঁকে না,

আরসিতে মুখ আর দেখে না,

এখন কেবল কটোরাখ হার ।

এখন পাউন পরে ঘোড়ার চড়ে,

পহাঙ্গাল ও দেখে ছেড়ে,

গোসল খানার খালসারিতে

টাউএল দিয়ে যা মোহার ।

পারে গেছি মুঠ, প্রথম পাউরুটি বিলুপ্ত

আখর আলকালিটে না দিলে

ভেলের মশলা খাচি হু ।

বহালায় জল আর নাহি খেচি

ইন্দ্রাবীরে একে একে

বাগি মেল করানো খানার একে

আজিও নাহি ।

আবার পুষ্করিয়া হাত ধরে
পাবলিক লেকচারে যার ।

বাহার বাখা—কাওরালী ।

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল ।
পাশের জাতিয় পাশ ফেরী দায়
এ পাশ ধরার কে আনলে বল ।

বিশেষ বাদে কতানার, তাহাধের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকার, না থাকে সম্বল ॥

মাই না ছেড়ে মাইলর দিগে,
মুক্তার সাতনল বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভরে চক্রে কতাকর্তার আসে জল
এলের ছেলে নিতে হলে, পালাতে হয় ভিটে
তুলে,
এমের অর্ধ নাভি জলে দিতে হয় জীবনে জল ॥

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন ।

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নিবাস কলিকাতা,
শিরালদহ । মুন্সীমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিও কিরণে
বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সঙ্গীত রচনার পারদর্শী হইতে
পারেন, মুন্সী সাহেবই তাহার দৃষ্টান্তন । সংস্কৃত
অলংকার-শাস্ত্র-সম্বন্ধ পরমার্ধ ভাষাপূর্ণ এমন বিশুদ্ধ
খাদ্যলা পদাবলী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় ।
সেইজন্যই পণ্ডিতমণ্ডলী মুন্সী সাহেবকে “কালী-
প্রসন্ন” উপাধিতে ভূষিত করেন । “কালীপ্রসন্ন” অর্থাৎ
ব্রহ্মাণ্ডিকর প্রসন্নতার সুযোগ, এই অর্থে ব্যবহৃত
হইয়াছে ॥ ইহার সচিত্র প্রত্যেক সঙ্গীতই “কালী
প্রসন্ন” এরূপ ভণিতা হইয়াছে । ইনি পরো-
পরকারী ও দ্বন্দ্ববিশিষ্টাধি বহুভাষে ভূষিত ।

মিত্র—কাওরালী ।

কত কত কত বাপ সকলি জোয়ার সাগে ।
কত কত কত কত বাপে দেখা লোকেরই মাঝে
কত কত কত কত কত লোকেরই মাঝে
কত কত কত কত কত লোকেরই মাঝে ॥

ত্রিবেণীর বাটে দান, করে দেখেই পুণ্যদান,
সপ্ত রেখা ভেদ করে এ ভবসাগর মাঝে ॥
আদি হানে তব গিরে, পূর্ণ পরশন পেয়ে,
আনন্দে নিমগ্ন হয়ে হৃদয়ে হৃদে বিরাজে ॥
কালী কহে শুভ সখা, সে পায় জোয়ারই দেখা,
যার ভূমি হও সখা এ জিল লোকেরই মাঝে ॥

মিত্র—আড়াঠেকা ।

এসেছ একাকী রে মন করে বলরে আপন ।
মান্নার হৃদকে পড়ে বুঝা কর আকিঞ্চন ॥
এলে একা বাবে একা, ললাটেরই এই লেখা,
কেহনা হইবে সখা সম্বল রে মন ॥
ভিন্ন হয়ে প্রিয়া সনে, পড়ে যোর মারাবন্ধনে,
ভিলেক ভাবিলে না মনে পুন কবে হবে মিলন ॥
কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিন্তা কর পরমার্থ ছেদন হইবে তব বন্ধন ॥

বেহাগ—কাওরালী ।

পীরিত্তি বিবম জালা পীরিত্তি বিবম জালা ॥
যে মজেছে সেই জানে বড় এর লীলা খেলা ॥
যে মজে বাহারই ভানে, অবশ্য সে তারে পাবে,
বর্গ নরক হই জবে, চিলে লও এই বেলা ॥
যে ভুবেছে প্রেমসাগরে, সে সকল বলিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত দুখ কত জালা ॥
প্রেম কি গাছের বল, পাড়িলে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকন কালা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বল, বর্গ সত্য ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে সকলই তাঁর লীলাখেলা ॥

বিষ্ণু—মধ্যমান ।

প্রাণ জোয়ারে জাল ফেলে প্রাণে বাঁচি না ।
পরশন বিরাটো হৃদয় মন বাঁচনা ॥
তব বিলা প্রাণেশ্বর, ত্রিভুবন সন্তকার,
নাশ মন করয়তিলক, করে প্রিয় করুণা ॥
রূপেরই পরিচয়, তব কিল লোকেরই মাঝে
না পাই দেখা কোন জায়, যা লোকেরই মাঝে
কালী কহে সখা, সখা, সখা, সখা, সখা ॥

বাংলায়—ব্যাখ্যান ।

বিরহ-অনল আঁসি বধন দেখে বর করিল ।
লোক চর্য অহি রত সকলই পুড়িয়া গেল ॥
এত কষ্ট বাতলাতে, আহি তবু এক চিতে ।
তবুনা পাইলাম নাথে অপেক্ষাতে প্রাণ গেল ॥
মিয়ার হইল গুণ, তবুনা আইল নাথ,
বুঝি প্রাণ হয় হত, জালাই কাহাকে বল ॥
মম এ হৃৎকণ্ঠে বত, কাঁরে করি অবগত,
নাহি হেরি মনোমত কে দয়া করিবে বল ॥
কালী কালী বলে কালী, সহায় হইলে কালী,
নাথেরে পাইবে কালি, ঘুচিবে এ বিরহানল ॥

খিটি-বাংলায়—ব্যাখ্যান ।

আশ্রয় হইলাম হেরে পৃথিবীর আচরণে ।
নিজ মন্দিরে আছে নাথ কেহ নাহি তাঁরে চিনে ॥
কেহ বার পরা কাশী, কেহ বেলালয়ে বসি ;
অশে মালা দিয়া নিশি, কেহ বার পঞ্চাবনে ॥
কেহ বা মর্কটায় বার, কেহ বা মসজিদে বার,
উর্দ্ধমুখে কেহ তার বলবরে বাখানে ॥
কালী গানে হ'য়ে প্রসন্ন, কেহ ঠিক ধন্ত ধন্ত,
ত্রিহুটী বেই জাম শূত্র সে জানিবে কেমনে ॥

অলে অলে মলম সখা জোয়ার বিচ্ছেদানলে ।
বুঝি দেখে হলে ভয়, সে অলস অলে অলে ॥
বাক্য এ বজ্রধন, কবে অলে নিশি দিন,
দাশিবে এ মন-প্রাণ বিবর বিচ্ছেদানলে ॥
বিচ্ছেদ-অনল-বিধ, হৃদয়েতে অলে সখা,
প্রাণসখা দিয়া দেখা চলে অল এ অনলে ॥
কালী কবে এই মরুৎ, দরশন-বারি বিনা,
এ বীণা ব্রজবিনোদী এই কালে কালে ॥

বৈদ্য-বাংলায় ।

বৈদ্য-বাংলায় ।
বুঝি কাল জাম দিলে ।
বুঝি কাল জাম দিলে ।
বুঝি কাল জাম দিলে ।
বুঝি কাল জাম দিলে ।

জন্ম প'ড়ে তিন লোকে,

আমি আমি বলে ডাক,

জন্মেতে রেখেছে ঢেকে, কি করিবে কাজে কাজে
কাটে বার জন্মজাল, তার কাছে কি আসে কাল
এলে কাল হয় কাল জ্যোতিষ মহাতেজে ॥

অনিভ ছিল নিভ হ'য়ে

তিন লোক সে ভোজিরে,

অণ্ড গোলাকে গিরে মহানলে সে বিরাজে ॥
কালীপ্রসন্ন জুড়ে কর, কবে প্রাণ প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা অন্ধকার এ তিন সংসার মাঝে ॥

খিটি-আড়াঠেকা ।

বহনে রতন মেলে কিছু নহে বহু বিনা ।
হিংসা ঘেব না ভোজিলে পূর্ণ হয় না কাহনা ॥
রত এক চিতে না হ'লে, দয়া নীনে না করিলে,
যিভাব না ত্যাগিলে মন্ব কিশোর মিলে না ॥
সাধিলে বতল করে, হেরিবে রত রতাকরে,
বহু বিনা নাই সংসারে, নিজে হবে এ ধারণা ॥
কালী কবে এই সার, দরশন যে পায় তার,
নয়নে না দেখে পর, ভিন্ন ভাব সে জানেনা ॥

শিখু ভৈরবী—ব্যাখ্যান ।

রাখ মম প্রতি দয়া দয়ার সাগর ছুঁমি ।
বাঁচাবদ্ধ পাখীমত মায়া অলে বহু আমি ॥
লগাট দোবে এ বাতলা, বাঁচিলা প্রাণ দিয়া বিনা,
বুঝি বল কাটিকো নিশ্চর জেনেছি আমি ॥
কালীপ্রসন্ন কবে নাথ, দয়া বিনা কে পায়
নষ্ট হয় মনোরথ, দয়া না করিলে তুমি ॥

খিটি-বাংলায়—ব্যাখ্যান ।

ওহে প্রাণ-প্রাণেশ্বর কোরনা আর প্রবকল ।
জন্মে জন্মে কত সখ সাথ বিচ্ছেদেই থাকল ॥
আবার অতরে থাক, আবার অতরে থাক
সাধিলে না কির দেব, এই তিন নাম বিদ্যমান
বিদ্যাদিগি বিদ্যাদিগে, আবার অতরে থাক
অতরে অতরে থাক, অতরে অতরে থাক
কি করে অতরে থাক

আমার অন্তরে বর করে, আমার বাস পর,
এই কি তব শিষ্টাচার, একেই বলে প্রভারণা ॥
দুঃখ থেকে কর চাতুরী, খেল নাথ লুকচুরী,
আলাতে খলে মরি, একেই বলে প্রবঞ্চনা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, কথা এই লোকের বলে,
দুরেতে নেওয়া বলে, অসময়ে ফল ফলে না ॥

সিন্ধু তৈরবী—মধ্যমান ।

প্রাণ নাথ কব কত,

জ্ঞান তোমার বাসি বত ।

তব রূপে হইরেছে মন, হৃদয়ে আপে অবিরত ॥

হেরে তব রূপের ছটা,

হোয়েছে জ্ঞান বেখেছে লেটা,

করছে আমার নটাপাটা,

জানি হারা পান্ডলের মত ॥

তবরূপে আছে মন, আত্মপদ নাহিক জ্ঞান,

কতরূপে হয় মিলন, নিশিদিন চিত্তাধিত ॥

চালবেসে হ'ল একশা, হুচিল না প্রেম-পিপাসা,

বারি বারি বলে ডাকি, তুফানবৃত্ত চাতুরী মত ॥

তুফান প্রাণ ওঠানত, বুঝি এ হইবে হত,

সুশ্রবণ-বারি কানে, কর নাথ সজীবিত ॥

মুলী কহে করিলে বহু, কে পায় সে পরম রহু,

দৃষ্টে যে আছে বন্ধন, খোচে না বহু কর বত ॥

ইমন চুপালী—একভালা ।

সাধ ক'রে কি সাধি তোমার,

কনের সাধ পূরাবে বলে,

দূরবাসে কাল কাটিল, সাধ মম না পূরালে ॥

সাধি তোমার ক'রে সাধ,

হয় না কি তোমার সাধ,

হুচে আমার সাধ, সাধাবে কত কালে কালে ॥

সুখহিসাম এই পথ, ক'রে বর আকিকন,

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

সুখহিসামেই বন, দানী সখিলারই বলে ॥

কালী কহে এই সাব্যস্ত, পালা তোমার বদবস্ত,

বে জানে সে না হুখ ব্যস্ত,

না জামিলে পড়ে গেলে ॥

ইমন—একভালা ।

সত্য বলে মারে লাঠি, মিথ্যার অগং ভুলে ।

হুখ চাই হুখ চাই দ্বারে দ্বারে ভেঁকে বলে ॥

গুঁড়ি হুয়া বেচে বসে, কেনে লোক তারে ভেবে,

হুখের সাগরে ভাসে, জ্ঞান পাথ পাথ বেলে ॥

ছেড়ে দেয় তব্বরে, সাধে ধ'রে বন্ধি করে,

কীর্মে ফেলে পাখিকেরে, নানা ছল বলে বলে ॥

কালী প্রসন্ন এই বলে, বহু কালি তব নীলে,

হুখ হয় পায় হাঁসি, চরিত্র তব হেরিলে ॥

ইমন—একভালা ।

নিভা ধামে বা'বে বলে সকলে হাসনা করে ।

সে পথ দুর্গম অতি গ্ৰীবে কেহ নেতে পারে ॥

হুখাটি কঠিন অতি, কাকন কামিনী আড়ি,

দৈব কোন বুঝমতি, এ খাঁটি ছাড়িতে পারে,

এ খাঁটি না হ'লে পার, তবসিদ্ধ হইতে পার,

সাধ্য বল আছে কার, কালী এ প্রকাশ করে ॥

কিকিট ধাখাজ—মধ্যমান ।

মরম-বেদনা মন কারও কাছে ব'লনা ।

তুনে পাছে হাঁসে লোকে বিভ্রণ হবে বাতনা ॥

মন-হুখ মনে সহিবে, লোকমতের না কহিব,

তুনে হুখভাগী না হবে, আরও দিবে গল্পনা ॥

হুখের হুখী খেই হয়, সলাইলে হুখ জা,

সে করে জর উপায়, খোচে বসে বেদনা ॥

কালী কহে জানি জানি, মরম-বেদনা জানি,

কাত বিনা কামিনীর, হয় হুখ বাতনা ॥

ধাখাজ—একভালা ।

এ হুখ বাতনা মন কি হবে আত্মহীনতা ॥

তুনে হুখ বাতনা মন, সে তোমার কালি ॥

তুনে হুখ বাতনা মন, সে তোমার কালি ॥

তুনে হুখ বাতনা মন, সে তোমার কালি ॥

না হলে দুঃখেরই কথা,
ব'লে বোচেনা মনেরই ব্যথা,
অরণ্যে রোমন্বল বৃথা, কি লাভ বলিয়া তার ॥
মনোহুঃখ রেখ মনে, অস্ত্র যেন নাহি জানে,
শুন পাছে হাঁসে মনে, উপহাস করে তোমায় ॥
কালী কহে এই কথা, বোলনা মনেরই কথা,
অস্তরে রাখিও গোঁথে, প্রকাশ করা ভাল নয় ॥

কিরিট—একতাল।

ওরে মন বলি তোরে আর কেন তুই সাধিস্ তাঁরে
সে কি তোর দুঃখের দুঃখী,
ভাসিয়েছে যে হুঃখ সাগরে ॥
ভাসিতোছিস্-দুঃখনীরে, তবু তুই ভুলিস্ না তাঁরে
সে কহু কি জিজ্ঞাসেরে,
কেমন আছিস্ ব'লে তোরে ॥
নাইকো হুঃখের কূল কিনারা,
হয়েছিস্ মন দিসে হারা,
মেখে মেখে হবি রে সারা,
সাধলে কি সে দেখবে ফিরে ॥
ওরে মন জনমের তরে,
ভাসিয়েছে যে হুঃখ সাগরে,
এ হুঃখ জানালে তাঁরে, সে কি দুঃখী হবে রে ॥
মন তুই পাপন হবি, সেখে কি তুই তার ভুলাবি,
ভুলিবার নয় সে ভবি, বা' করিবার পেছে ক'রে ॥
কালী কহে সত্য বটে,
কেন রে মন তুই বেড়াস্ ছুটে,
সে বিরাজ কচ্ছে সর্ব বটে,
সময় হলে দেখবি তাঁরে ॥

'বেহাগ—একতাল।

একে আশ্রয় জীর্ণতরি প্রেমদী-ভূকান ভারি ।
কেমনে ঘাইব পায়ে এই ভয়েতে ভেবে মরি ॥
বিচ্ছেদ-বাধু প্রবল, উঠে তরঙ্গ ক'রে গোল,
বলে সাঝালো সাঝালো, দুবলো তরি দুবলো তরি
দেখে গোল ভরলরে, তরে অক থর থর
কখন খটায় কিবা রজ, জীর্ণ তরি কি করি ॥
যদি কহে দুঃখসাগর, যাবে পুরি সাগর আশ,
নহে হবে এ বিলাপ, অন্যরই মত অরি ॥

কালী কহে জোড় করে, বিচ্ছেদেরই সিক্তনীরে,
যদি নাথ লরা ক'রে, করে পার হয়ে কাণ্ডারী ॥
তবে বাঁচে এ তরলী, নহে নাশ হবে আশি,
কেন হও অভিমাত্রী, বৃথা আশা জীর্ণ তরি ॥

ইমন ভূপালী—একতাল।

বাসনা করিয়া মন ফেন কর উপাসনা।
কামনা না শূন্য হ'লে, পূর্ব হয় না কামনা ॥
প্রিয় জন রেখে মনে, সাথে যে সে প্রিয়জনে,
সে কি ফিরে চায় তার পানে, মিছে করে সাধনা
আশা অভিলাষ মনে, আছে বার এ জীবনে,
সে কি পায় মে প্রিয়জনে, মন তুই কি জানিস্ না
কালীপ্রসন্ন এই ভণে আশা যার আছে মনে,
সে কি পায় সে প্রিয় জনে, বৃথা করে উপাসনা ॥

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা।

আশা যাওয়া যে যন্ত্রণা জেনে ও কি মন জানিস্ নু
বুত্তি হইতে নিবৃত্তিরে, ভিলেক হইলে না ॥
বন্দী হ'য়ে কারাগারে, কত স্তব স্তুতি ক'রে,
কহে ছিলে বারে বারে, মায়াতে আর ভুলিবে না
কালীপ্রসন্ন এই ব'লে, পড়ে মহা মায়া আশে
প্রতিজ্ঞা যা'করে ছিলে, রক্ষা তাহা হলো না ॥

মূলতান—বাওয়ালী।

প্রাণের অধিক সখি ভালবাসি আমি ঝাঁরে ।
সে কেন লো বাসে পর বলনা সখি আমারে ॥
জানি সখি জানি ডারে, সে মধুকরগুণ ধরে,
ফুটন্ত ফুল পেলে পরে, আলিঙ্গন দেয় আমরে ॥
কলিকা ধরে না মনে, গন্ধহীন তারে জেনে,
মতে কি মন গন্ধ বিসে,
শোনলো সখি বলি তোরে ॥
বিকসিত হ'লে কলি, আসিত সে চকুর অলি,
না খাটিত চকুরালী, রাখিতনা পর ক'রে ॥
সকলই সময়ে ধর, সময় বিনা কিছু নয়,
মনোহুঃখ সহিতে হর, সময়ের অপেক্ষা ক'রে
কালী কহে এই কথা, সহিতে হর পরবাসী,
সময় কি কে পায় হোথা,
যে প্রাণকাত প্রাণেরি ॥

চৌরী-আড়া ।

বে করে পীরিত্তি সহ, আতি কুল সে কি খোজে
লাজ ভয় করে না সে, যে তাঁর পীরিতে মজে ॥
বার সময়ে মন মজে, হাড়ি ভোম সে কি বাছে,
দোষাদোষী সংসারে আছে,
পীরিতে কোথায় সাজে ॥
পীরিত্তির নাহি আতি, অষ্টধাতুর যেমন রীতি,
পরেশ করিলে স্পর্শ, একবর্ণ হয় কাজে কাজে ॥
পীরিত্তি পরেশ মাত, বর্ণকে না রাখে ভিন্ন,
করে সেই একবর্ণ, বিবর্ণ কি প্রেমে সাজে ॥
কালী কহে যথা বটে, প্রেমমতে সব এক চেটে,
প্রভেদ নাই প্রেমেরই হাটে,
ভিন্নভাব সংসার মাঝে ॥

যোগিনী-চোঁড়াল ।

দেখ দেখ দেখ দেখ সংসারেরই কি কারখানা ।
প্রাণনাথে ভুলাইতে মৌখিক করে সাধনা ॥
দান আচমন ক'রে, নানা ফল উপহারে,
ভুলাইব ব'লে তাঁরে, আড়ম্বর ক'রে নানা ॥
মুখে মন্ত্র পাঠ করে, শত নাম ধ'রে তাঁরে,
পুণ্যপুঞ্জি দেয় তার'পরে, করে কত উপাসনা ॥
মুখে ভালবেসে তাঁরে, কেবা পায় ত্রিসংসারে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে, শুক বৃক্ষে ফল ফেলনা ॥
হৃদয়-বাগ্নে তাঁরে, মনযোগে যোগ ক'রে,
যে নাহি সাধন করে, কেমনে পাবে বলনা ॥
হৃদয়-বাসরে ঘিলি, বিরাজ করে দিবা বামিনী,
মাটিছে নিজ গুণমণি, মুখেতে যে করে সাধনা ॥
স্তার সাধ পূরে কেমনে, প্রাণকান্ডে যে না চিলে,
পরিভ্রম অকারণে, বুঝ করে উপাসনা ॥
হৃদয়-সিংহাসন স্থিত, প্রাণকান্ড বিরাজিত,
সাধিতে বাসনা হ'লে, স্তন তবে মন্ত্রণা ॥
কামাধি পশু হটাকে, হনন করিয়া জকে,
সে হৃদীর অষ্টাঙ্গে মেখে, ত্রিবেণীর স্থান করনা ॥
স্বপ্ন হয়ে তার পরে, কিসেকবসন গোরে,
পুণ্য-পুণ্য চরন ক'রে, নাথের সমনে যাওনা ॥
সিংহাসন নিকটে গিয়া, মনে মন শিশাইয়া,
স্বপ্ন করে তাঁরে হৃদয়-পুণ্য ॥

হরে সেই হরবিত, তোমাতে হইবে রত;
ঘুচে যাবে হৃৎথ বত, রবেনা ভববাড়না ॥
কালী কহে সত্য আনি, যে কহিলে আমি মানি,
না হ'লে আকাশবাণী, পূর্ব হয় না কামনা ॥
সময় না হলে পরে, কে দেয় সম্ভান করে,
কাজে কাজে মরে ঘুরে,
কি করিবে সে জানেনা ॥
চিরাবীন মানবপ্রাণা, স্বাধীনতা পাবে কোথা,
না হ'লে সময় যথা, দৈববাণী হবেনা ॥
দৈববাণী না হইলে, পথ ঘাট কে দিবে বোলে,
রীতি আছে কালে কালে, অত্যাচার হবে না ॥

পিনু বেহাগ-কাওলনী ।

দেখ মন এসেছ তুমি ভবের বাজারে ।
জীবন সর্ব্বশ দিয়া, কিনিবে কি বলনা রে ॥
ভবের লোকান যত, মায়া প্রপঞ্চে সুশোভিত,
সাজিয়েছে সৌন্দর্য্য অতি, হেরিলে সে মন হরে ॥
ছ'জনা দালাল আছে, সঙ্গে তারা ঘুরিতেছে,
তোমাকে ঠিকায় পাছে, তুমি সংবদনে চল রে ॥
তাঁদের হাতে বাঁচতে চাও,
প্রজ্ঞা ভক্তিকে সঙ্গে লও,
দয়ার লোকনে তাঁরা, লয়ে যাবে সঙ্গে করে ॥
জীবনের বিনিময়ে, দয়া তোমায় কিনে দিবে,
করিবে পরম হুখী, যাবে ভব-পারাপারে ॥
কালী সকলই মিছে, জীবন সর্ব্বশ বেচে,
কেন দয়া যত পার, কাণ্ডারী দয়া ভবসাগরে ॥

কিরিট-মধ্যমান ।

প্রাণ তোমারে ভালবেসে প্রাণে বাঁচি না ।
দরশন দিয়া নাথ ঘুচাও মম বাজনা ॥
তব বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয় তিমির, ক'রে প্রিয় করণা ॥
রূপেরই পরিমা ভব, তিন লোকে করে ভব
না পাই দেখা কোন ভব, বল নাথ বল না ॥
কালী কালী কুল কালী, প্রসন্ন হইলে কা
দরশন হইব কালী, যাবে হৃৎ বাজনা ॥

কীর্তন ।

ঈকাক্ষিকম্ ।

নবদীপ-নিশিত-কান্তিধরং,
রস-সাগর-নাগর-ভূপ-বরং ।
ভক্ত-বন্ধিম চারুশিখণ্ড-শিখং,
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
ক্রমি শক্তিভ-বন্ধিম শত্রুধনুঃ,
মুখচন্দ্র-বিনিশিত-কোটিবিধুং ।
মুদু-মঙ্গলহাস্যমুভাষ্যতুং ॥
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
ছবি-কম্পননন্দ-সঙ্গধরং,
ব্রজ-বাসিনোহরবেশধরং ।
ভূলালিত-মৌলিসরোজমুখং
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
অলকাবলিমণ্ডিত-ভালভলং,
জ্যতি দোলিতমাকরকুণ্ডলকং ।
কটি-বেষ্টিত-পীত-পটং সখটং,
ভক্ত কৃক-নিধিঃ ব্রজরাজহুতং ॥
ভূশচন্দন-চর্চিতচরুভুতং,
মণি-কৌন্তলগজ্জিতভাসুতমুং ।
ব্রজ-বাণশিরোমণিরূপমুতং,
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
কল নৃপুংস রাজিতচরুপদং,
মণিরঞ্জিতগজ্জিতকুম্বদং ।
ধ্বজ-বজ্রকুশাঙ্কিতপাণমুখং
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
মুদুবদন-মুকুন্দ-মুখল-হরিং
মুকুন্দাধ-শিরোমণি-সঙ্গ-ভুতং ।
শিরিষারি মুগারি-পুষ্করিপদং
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজহুতং ॥
ব্রজ-মুদু-মুতা-বর-কোলিপদং,
রসরাজ-শিরোমণি-বেশ-ধরং ।
অপদীপরমৌধরমৌতা-বরং,
ভক্ত কৃকনিধিঃ ব্রজ-রাজ-হুতং ॥

তবম্ পদাংগ মম আধার,
হরিনামম্ না তব না ।

এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল,
আর ত হবে না ॥

হরিনামের যে মহিমা, বেধে নায়ে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলো না গো,
(নামের অন্ত পেলো না) ।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল,
ঐ নাম করে সাধনা ॥
ঐ নামে অগাই মাথাই তরে গেল,
ঐ নাম করে সাধনা ॥

ভবে এলেন কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়া তৈকো না—তৈকো না ॥
ঐ নামে পাষণ গলিত হইল,
আমার মন তো গলে না ।
কুখা কও বদন তরে,
নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না ।
ওরে আমার আসা বাওয়া সার হইল,
গুরু ভজন হইল না ॥

— — —
বারোটা—বাঁপতাল

হরিনাম সুখারসে কেন রসনা রসনা ।
বিরস বিষয়-রসে কেন সত্তত বাসনা ॥
দারাহুত আদি সবে, সকলই পড়িয়ে রবে,
সার হাতে সজে বাবে, সেই নামের সাধনা ।
বার বার পত্নাঘাতে নামা ক্রেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমগ্নে অন্ধ হয়ে, হওনা যেম বকিডু
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম-মালা পর,
হরিনাম করে কর, ঘুটিবে তব-বস্ত্রাণ ।
সদা সাদৃশ্য সঙ্গ, মজ ঐ নাম-রঙ্গে,
অহুলেপ সদা অঙ্গে, নামের মুখা অঙ্ক ॥

— — —
বাউলে—তিতট, রূপক, মোতা একতাল।

হরি যে ভাবে তোমার যে ভাবে তোমার
কৃপা কর সেই ভাবে হে ।
তোমার ভক্তিতাবে তব ভাবে ভাবে
মোদিতাবে সখ্য হওবে সজাবে ॥

হে ব্রহ্মসদাভ্যাস, সলক সলভ্যাস, শান্তভাবে

পেলে তব চরণ ;

শিওপাল রাবণ অরি ভাবে, পেলেহে

পতিত পাবন, মম লশার কি হ'বে ।

হরি হে বলিরে ছলিলে,
বামনরূপ ধারণ করে, হে ।
হরি কে জানিবে তব অন্ত,
সাঁ'র অনন্ত পাঁ পায় অন্ত ।
হরি ত্রিপাণ্ড ভূমি দান নিতে,
পদ বাহির কৈলে নাতি হতে ।
ওপদ-পঙ্কজে, ভুজ হ'য়ে রসে
ধাকরে, পান কর মুখে, পরম সুখে,
চরণপদ্মেরমধু (আমি তাই বলি মন) ।
বিষয়-কেন্দ্রী কটকের বনে,
সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার-সংসারে, কে আপন আছে,
ও মন ভেবে লেখ, ত্রিহরি বিনা সকলি মিছে ।
অর্জু নারায়ণ ক্ষেত্রে,
অর্জু গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন ।
কৃষ্টি করি রবিশূভে, না আসিবে আমায় নিতে,
হ'য়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে,
নৌলকমল গাঁড়াবে ।

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন, মিঠা এত ।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন,
বেথলে জানি কেমন হতো ।
যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ওহুখ বলব কত ;
তাঁরে ধরি ধরি করে হিরে,
ধরলে জীবন সকল হতো ।
কসেছি লোকসুখেতে, এমন রূপ নাই অপভে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অসুখত ;
কসে দেখেনে অক সন্ধ্যাপ্রভাত করে অবিরত ।

বাখাই—একভালা ।

হেলায়ে রতন হারাওনা মন

হরি হরি বল বদনে ।

হরি বল হরি বল, বল শরনে স্থপনে আশ্রয়ে ।

ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিরে,
তা ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিরে,
যার নামে, তার প্রেমে,
হলেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—

বেড়ার খাশানে মশানে যোগ ধ্যানে ।

মনে কর সেই দিন ভ্রমর,

অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,

সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম,

হরি পুরাবে মনস্কাম, তবে বাৰ্ষিক মোক্ষধাম,

ভোকে লবে না ছোবে না শমনে ।

যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার,

কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার ;

সংসার অসার, আশি মুকলে অন্ধকার,

হরি পদ কর সার, যদি বাধি তব পার,

রাখ রতি মতি হরির চরণে ।

চরণ বলে গতি নাই হরি খিলে,

হরিনাম সুখা পিরাওরে বদনে,

কলিতে রাতে, হরিনাম ব্রহ্মসর,

যে (জন) জানের নিশ্চয়, তার কি তবে ভয়,

তবে তরিতে পারবে তুফানে ।

আরো আর অগাই মাখাই আর ।

হরি-সকীর্তনে নাচবি যদি আর ।

ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও থাক

(মাখাইরে ওরে মাখাই)

ওরে তবু হরির নামটী দিব আর ।

ওরে মেয়েছ কলসীর কাশা,

(মাখাই রে ওরে মাখাই)

ওরে তাই বলে কি প্রেম দিলা আর ।

ওরে আমরা হু'তাই শৌর নিজাই,

(মাখাই রে ওরে মাখাই)

ওরে হু'তাই ফরাস হু'তাই আর ।

ওরে তোমার দান করা বসন্তকালে,
 (মাথাই রে ওরে মাথাই)
 ওরে হরির নামের মালা দিব বলে আর ।
 ওরে আর রে মাথাই কাছে আর,
 (মাথাই রে ওরে মাথাই)
 ওরে হরি নামের বাঁজস লাগুক পায় আর ॥

হরি বল হরি বল রে ও মন,
 দিন গেল বিফলে ।
 মন রে এখনে না বন্ধ হরি (ও মন);
 হরি কবে কি আর দেহ গেল ॥
 মনের এ দেহ জলের বিশ্ব (ও মন);
 বিশ্ব-ত্যাগে মিশে যাবে জলে ॥
 মনের তাই বন্ধ দার। হৃত (ও মন);
 তারা কেউ বাবে না নিধান কালে ॥

হরিশ্যাম দিয়ে অঙ্গ নাড়ালে আমার একলা নিতাই
 আমার নিতাই যদি মনে করে,
 (নিতাই প্রেম দাতার শিরোমণি রে);
 নামে পাবাণ পলাইতে পারে,
 একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো)
 আমার নিজই বারে দয়া করে,
 (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
 নামে মহাপাতক উদ্ধারে,
 একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো)

হরি বল তাই দিন যায় বয়ে ।
 ওরে দিন যায় বয়ে তোর সময় যায় বয়ে ।
 ওরে এ কব-সমুদ্রে মাকে স্নিগ্ধাই চাঁদ দেবে,
 ওরে কি কার্য-করিলি রে তাই মানব জনম পেয়ে

জীবন থাকতে চেতন হরি বল মন,
 দিন গেল দিন গেল ।
 দিন গেল দিন গেল রে মন,
 দিন গেল দিন গেল ॥
 ওরে দার। হরি নামে পায় দিল,
 তারা হরি নামে তরে গেল ॥

ওরে রূপসীতল হুঁতাই ছিল, তারা বিশ্ব ছেড়ে
 (তারা বিশ্ব ছেড়ে) ককীর হ'ল ।
 (ওরে) রত্নাকর দহা ছিল, সে যে হরির নামে
 (সে যে হরির নামে) তরে গেল ।
 ওরে অহল্যা পাবাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে
 (চরণ পরশনে) মানব হল ।
 ওরে মনরে তোর পারে হরি, এবার আমার নিয়ে
 এবার আমার নিয়ে ত্রজে চল ॥

কে রে হরিবোল বলে যায় ।
 তোরা বা রে মাথাই ভেসে আর ॥
 আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি,
 এ ধন ছিল কোন ধনীর,
 শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর ।
 আমি কখনও শুনি নাই,
 এ নাম কে আনিল নদীয়ার ।
 আমি কি বলিব এই যে হরিবোল,
 যেমন অমিরার উৎস,
 আমার শুনে অঙ্গ হয় দীপ্ত,
 বল মাথাই ভুই বল ।
 আমি কখনও শুনি নাই এ নাম,
 কে আনিল নদীয়ার ।
 এ নাম গোলকে গোপনে ছিল,
 কে আনিল নদীয়ার ।
 এ নাম শিব গেরেছে পকমুখে,
 কে আনিল নদীয়ার ।
 এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্মুখে,
 আনিল নদীয়ার ॥

হরি বলে আমার গৌর মাতে ।
 মাতে রে অষ্টক আমার হেমসিরি মাতে ।
 (তবে তোর হ'লে আমার গৌর মাতে রে—
 হরিবোল বলে আমার গৌর মাতে রে)
 (অঙ্গ-দহর-ধারা প্রেম-মূল-মূল আমি তোরা)
 গৌর মাতে পায় তোরা হৃদয় ক'রু যাবে;
 আমার গৌর মাতে) ॥

থেক রে বাপ নরহরি চাঁপ পৌরষ্য কাছে—
পোয়ার সাধা-নসের পড়া তুই হুলায় পড়ে আছে
(নসের কঠিন মাটি রে) ॥

হরি বল হরি বল বলে
কে ব্যুয় নসের বাজার দিয়ে রে।
ও রে সোপ্তার নৃপুয় রান্ধা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)
হেলে পড়ে নিতাইর পায়।
ও দেখ রে নৃপুয় পঞ্চ পায়।
ও রে মার্লি কান্দা নিতাইর পায়,
(দেখ রে) রক্তে অক ভেসে যায়।
ও রে জগা বলে মাখাই ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই) ॥

বাঁদেয় হরি বলিতে নয়ন বরে,
(মাখা) তারা হুঁতাই এসেছে রে।
বাঁরা আচণ্ডালে প্রেম বিলার তাঁরা এসেছে রে
আপে মাখা, মাখা মেরেছিল,
পাছে তারা কেঁদেছে রে।
জগা বলে (ও রে) মাখা ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই রে,
মাখা বলে জগাই ভাই,
আজ হুঁতে ডাকাতির আর কার্য নাই,
ইচ্ছা হয় তাঁর সঙ্গে বাই রে ॥

হরি বল বলরে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতাইর বাটে।
ছেড়ে সব হুঁসিমাটী, ধরনা আটী,
পড় সিরে চরণ শিকটে, কেন মন কর দেরি,
প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধে ক'নে।
নিতাই হুই বাহ তুলে, আচণ্ডালে ডাকহের
সব পাশী জুটে,
পাশী জের পাশের বোকা যে আমারে,
আমরা হুঁতাই হুঁসেন হুঁটে।

হালি মন কাণা খোঁড়া পথ-চিন মা,
সোলা হ'রে বাওনা কেঁটে ॥

• হরি বল ক' জগাই মাখাই,
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়,
কারো বলতে বাধা নাই ॥
তোরা মন প্রাণ খুলে, হুঁথে দুই বাহ তুলে,
মুখে বল হরি বল বল,
রবে না গোল ত্রিবি অকুলে;
হবি সনানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পানে না ঠাঁই।
শোভরে হরিনামের গুণ, ঐ নাম স্বত্তে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন রিপুদমন, নিবে পাশাপাশ,
হরিনামামৃত পান করিলে, উবসুখা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মাক ব্রহ্মতাব উবয়,
শিব তাম্বে কাসী, শাশানবাসী, হ'লেন মুক্তজয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে,
মহামুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরিবল হ'লে, পর্বত অকলে জলে,
করীর পদ চাপনে ঝাঁচল প্রাণে,
থেরে পরলে ভাই ॥

তারে মার্লি কেনে ওরে মাখাই,
হরিনাম বলতেছিল রে।
হরির নাম বন্ধুতেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে
যে নাম পাশীর সম্বল দরিত্রের ধন বলতেছিল রে
(সে নাম বলতেছিল রে)
যে নাম শুকলে পাশীর পরাণ জুড়ায়,
বলতেছিল রে ॥
যে নামে রোগ শোক ভুজ্জল কর, বলতেছিল রে।
যে নামে মহাপাশী জেরে বাধ, বলতেছিল রে।
যে নামে পাশাপাশী জল-বাহু বলতেছিল রে ॥
যে নাম শুকলে প্রাণ শীতল হয় বলতেছিল রে ॥
যে নাম পাশীর ভাগ্য এসেছিল, বলতেছিল রে ॥
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়, বলতেছিল রে ॥
যে নামে পাশ চাপ দূরে যায়, বলতেছিল রে ॥
যে নামে সফল আশা দূরে যায়, বলতেছিল রে ॥
যে নামে সব দুর সাধন সাধন করেছিল রে ॥

বে নামে জাত বিচার চলে যায়, বলতেছিল রে ।
বে নামের বর্ণ বর্ণ মুখা করে, বলতেছিল রে ।
, (সে নাম বলতেছিল রে) ॥

আরে ও স্ত্রীর বালক (হরিনাম)
কোথায় ছিল কে আনিল বলরে ।
এ নাম যোনের মুখে শুনেতে ভাল বলরে ॥
এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি বলরে ;
নামের বর্ণ বর্ণ মুখা করে বলরে ।
এ নাম শোলোকে গোপনে ছিল বলরে ;
হরিনাম কোথায় ছিল কে আনিল বলরে ।
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ আনে না বলরে ॥

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেল ।
নিতাই কোথায় পেলি অবধোড় কোথায় পেলি ॥
নিতাই আনিরে শোলোকে ধন অগং মাতালি ।
আমারে ভাড়রে ধন অগং বিলালি ।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই) ॥

হলভান—একভাল

তোরে ভাল বাসি মন ।
তাই দিলাম হরিনাম অমূল্য রতন ॥
এ দেখ হারিারে রেখা বহু করে,
সেখা দেখাইও না রিপু ছ'লসারে,
দিতে হবে কর, ধরবে দিবাকর-হৃত কর বধন ।
প্রত্যহ প্রত্যবে উঠি শয্যা হতে,
মুখে হরি নাম কর উচ্চারণ ; (ভবে)
তোর কি বিপদ হবে, এ নামের পোরবে,
হুখী হবি সর্ব জন ;—

নত করে লগা ভব-দুখামলে,
সুখ করে আনি আনবীর জলে,
হুখী হবি তুলে সকল বাসি তুলে, হুতাবে জীম
নত করে লগা ভব-দুখামলে,
সুখ করে আনি আনবীর জলে,
হুখী হবি তুলে সকল বাসি তুলে, হুতাবে জীম
নত করে লগা ভব-দুখামলে,
সুখ করে আনি আনবীর জলে,
হুখী হবি তুলে সকল বাসি তুলে, হুতাবে জীম

হরি নামের শুণ কি কহিব'আদি,
মুখে থাকুন সগা শুকনব গোখারী,
দিলেন দয়া করে, এ দাশরথীরে, এড়াতে শমন ॥

পাহাড়ী—ধেয়টা ।

কাজ কি এ ছার আগ্রমে ।
রাখাকু বল, বাছ তুলে, বাই চাে বৃন্দাবনে ॥
সেখা, দেখে বি হরি, বংশীধারী,
... রাই কিশোরী তার বামে ।
তোর বাওয়া আসা ঘুচবে ল্যার্স,
মিশিরে বাবি চরণে ;
যদি, বলতে কুহ, নারিস্ স্পট,
কষ্ট হয় তোর বমনে ।
ভবে কর পেতে শোন্ হরিনাম,
এড়িয়ে বাবি শেষ যমে ।
তোর, লীলা খেলা কড়ি খেলা,
লাগবে সে দিন কোন্ কামে ।
তোর হীরা মতি, সঙ্গের সাথী,
কেউ যাবে না অভিম্বে ॥
বধন, উলটে মরন, করবি শরন,
এই মাটিতে দির্দমে ।
শমন অমনি এসে, ধরবে কেশে,
ভুলবে নাকে তোর দমে ॥

পাহাড়ী—ধেয়টা ।

ওরে, বল রাখে গোবিন্দ মন ।
এ নাম পাবণ-পায়র-দলন ॥
বে নাম ভেবে ধন্ত, সে চেতন্ত,
সনক সিদ্ধ সনাতন ;
আবার, সূতা করেন বে নাম বলে
পকমুখে পকামন ।
হ'রে লামাসত, পরম ভক্ত, জীকমুক্ত বিভীষণ ;
আবার, বে নামে সজ্জায়ী বোকেস,
দিবাই পতিতপান ।
অজাখিল যুতাকালে, বে নাম বলে,
অন্তে পেলো দারায়ন ;
আবার, অধম পায়র, জগাই মাধাই,
পৌরোহিত্য করি মন ।

ও, যে নামের শুণে, পাষ কাননে,
 ঐব ব্রহ্মসনাতন ;
 আবার পদে পদে, ঘোর বিপদে,
 প্রহ্লাদ পোলে অঁচরণ ।
 ও ধার, ষড় দর্শন, দর্শনেতে,
 হয় না নামের নিদর্শন ;
 এমনি পতিতপাবন নামটি সন,
 বলরে পাগলের বদন ॥

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ।
 বল মাধাই মধুর স্বরে ॥
 নারদ ঋষি দিবানিশি, বীণা বজ্রে গান করে ;
 আবার ধারে দেখে তারে বলে,
 বল হরি বদন ভরে ।
 ত্রীরাধে পোষিল কৃষ্ণ ত্রীমুকুন্দ মুরারে ;
 আবার মন প্রাণ ঐক্য করে,
 ডাক বশোদ্ধাকুমারে ।
 হরি নামের শুণে, গহন বনে, শুক তরু মুঞ্জরে,
 হরি নামামৃত পান করিলে, ভাসবি সুখের সাগরে
 শিব ভাঙ্গে কালী, শাণানবাসী,
 যে হরি নামের তরে ;
 ওরে, আপুনি হয়, গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে ।
 ত্রীকৃষ্ণ চৈতন্তরূপে, শচি মায়েয় উদরে,
 সে যে ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই,
 প্রেম বিলাস করে করে ।
 জগাই বলে আনরে মাধাই,
 গঙ্গাজলে স্নান করে ;
 আমি এই হরিনাম দিব তোরে,
 নাচাব কোলে করৈ ।
 আমরা জুড়াই অশেষ পাঙ্গী,
 বিখ্যাত এই সংসারে,
 হরিনামের জোরে অকাতরে, বাব রে ভবপারে ।
 অজামিল পুত্রহলে, মৃত্যুকালে,
 নারায়ণের নাম করে ;
 হরিনামের বলে, অবহলে, বৈকুণ্ঠে গমন করে ।
 সত্য ত্রেতা ধারণ এসে মিশল কলির অন্তরে ;
 বিদ্যাক আমলে জড়ি, বীধনে বড়ি,
 সৌন্দর্যে বস নিরুড়ে ।

সত্যযুগে তপে গতি, ত্রেতাযুগে ধারণ করে ;
 ধারণেতে পরিচর্যা, কলিতে হরি নাম করে ।
 অনন্ত যার না পাষ অন্ত,
 ব্রহ্মা না পাষ ধ্যান করে ;
 সেই হরিনাম বঞ্চিত হ'লে,
 কে তোরে রক্ষা করে ।
 যোল নামে বত্রিশ অক্ষর, ভগ্নতে বিহার করে,
 হরিনামের তরি ষাটে বীণা,
 ডাকলে নিতাই পার করে ।
 বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
 বল হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

খট্টভরবী—একতালী ।

এস গৌর চন্দ্র গৌর হরি ।
 একবার এস হে নদীর চাঁদ ।
 তোমার দ্বীন হীন কাকালে ডাকে হে,
 একবার এস হে সংকীর্ণনের মাঝে ।
 গৌরাং, একা যদি আসিতে নার,
 তবে নিতাইচাঁদকে সঙ্গে কর ।
 গৌরাং, নদে ছাড়া যদি রইতে নার,
 তবে আমার হৃদয় নদে কর । (হৃদয় শূন্য আছে)
 গৌরাং, পতিতপাবন, ও নাম শুনে কাণে,
 বড় ভরসা হয়েছে মনে ।
 গৌরাং, তখনি ত ও বলেছ তুমি,
 কাকাল ডাকিলে আসিব আমি ॥

ললিত বিভাব—ধেমুটী ।

কেপা, তোর গেল বেলা ।
 তোর সোনার ঘরে কল্পি রে তুই ভুড়ের বেলা ।
 ঘরে বসে দেখলি না রে মন,
 ও তোর অন্তঃপুরী, কল্পে চুরি,
 অমূল্য রতন, কল্প আসবে শমন,
 কল্পে বদল, দেখলি না তুই করে হেলা ।
 ওরে, একটি মণিক সাগর সৈরী ক,
 সেই মণিক তোর ঘর হতে,
 যার যে অকারণ, তোর বসে চুকে লগ্নে মুল
 গুহিলে রে তোর ঘরে আসে ।

দেহের মালিক বধন বাবে মন,
 যেহা করে কেউ ছোঁবে না,
 বলি তোরে শোন, বধন ধরবে শমন,
 করবে বন্ধন, বঁচিবে রে তোর বিষম জালা ;
 ওরে, ধীনে বলে শোনারে মন তোলা ।
 দয়াল হরির চরণ তলে, বাঁধনে রে তোলা ।
 আবার সার করে তাঁর আঁচরণ,
 নাম কর রে অপমালা ॥

ললিত বিভাব—বেদুটা ।

কান্ন ভাবে নদের এসে, কাকাল বেশে,
 হরি হয়ে বলছে হরি ।
 কান্ন ভাবে ধরেছে এ ভাব, এমন স্বভাব,
 ডাঙা নিন্দু বুকিতে নারি ।
 কোথা তোর মোহন চূড়া, পীতম্বড়া,
 ভক্তি ব্রিডঙ্গ মুরারি ।
 এখন তোর না ঘশোনা, রৈল কোথা,
 শূন্য করে ব্রজপুরী ॥
 কোথা তোর সেই খেতুর পাল, দ্বাদশ রাখাল,
 কোথা তোর নবীন বাছুরী ।
 কোথা তোর ব্রজলীলা, কদম তলা,
 কোথায় বা মোহন বাঁশুরী ।
 কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশখা,
 কোথায় গনকমঞ্জরী ;—
 কোথায় তোর শুভমালা, শিকের তোলা,
 কোথায় রে তোর রাই কিশোরী ।
 কান্ন ভাবে হুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
 নদের হলি দণ্ডধারী ।
 কাকাল অটলে বলে, অীরুপটানের,
 হুগল চরণ সাধন করি ॥

তেরবী—বেদুটা ।

বড়, পোলা, পোলা, পোলা, পোলা ॥

কোথা তোর আমলনামা,
 কোথা তোর কৈ গো তারা আমল দিলে ?
 কোথা তোর পুণ্যের দকা শূন্য হল,
 কোথা তোর পণ্ডিত বলে ॥

কোথা তোর পুণ্যের দকা শূন্য হল,
 কোথা তোর পণ্ডিত বলে ॥

এরা তাজা জমি করে হাজা,
 গুণো এমনি হারামজাদা প্রজা,
 বলতে গেলে বেশ গো সাজা,
 মানোনাক নায়েব বলে ।

সাত নগরে মহল বোড়া, তিন রক্তের ভিনটি বেড়া,
 পরস্পর নাইক বোড়া, মূল থেকে ছিদলে ;—
 জমির মালিক মূল্যধারে, আর না তুলি শতোপরে
 নগরে নগরে ফিরে, হংস মন্ত প্রবল বলে ।
 আমলনামার দ্বিগুন ফুরালে, তুমুরের সময় হলে,
 খোকা জমা গুয়াসিল বাকী, রহিল বাকীর তলে,
 এবার জমায় শূন্য ধরত ভারি,
 আমায় নিকাশ দেওয়া হল ভারি,
 বধন লেখবে তবিল খালি,
 অমনি শমন দিবে জেলে ॥

কান্নি—বেদুটা ।

ও মন ময়রা, শুভ থাকতে যবে ভিগ্নান করি না ।
 তোর সাধের খোলা রইল পড়ে,
 কৈ হাতায় ত হাত দিলি না ॥
 ভুলে গেলি রে পামর,
 ভিগ্নান কর্ণে কত মাল জম্মাত,
 একবার নেড়ে চেড়ে দেখিলি না ।
 থাকতে তোর সকল আরোজন,
 কেন অলসে হারালি যেন, মহাজনের ধন ;
 (তখন) থাকে ছ'জন জুটে, পুটে পুটে,
 তোর কথা কেউ শুনে না ।
 এখন আঙন জলতেছে খুব জোর,
 তাড়াতাড়ি ভিগ্নান করে নে না রে পাখল,
 আঙন নিবে গেলে, তোর কপালে,
 আর রসের খোলা তাম্বে না ।
 দেখিস কি দিন কীধ হয়ে গেল,
 হরি বলে কান্ন শেরে নে রজনী এল ;—
 কেন অন্ধকারে মরবি ঘুরে,
 জের মনের আশা মিটবে না ॥

তেরবী—বেদুটা ।

পায়বি কি মন, ককিরি ককরি ।
 ছেড়ে দল হুটি মাটি, দলনা মাটি,
 বাকি হওবে চাঁদী বেদন ।

ফকীরি বড় কীৰ্ত্তন, হ'তে হয় নৌনের অধীন,
করুতে হয় কি রাত্ৰ কি দিন,
দয়াময়ের নাম সাধন ।
পার যদি তেমনি হয়ে,
তঁার আদেশ সকল শিরে লয়ে,
তৃপাপেক্ষ হীন হয়ে, থাকুতে হবে ধূলির মতন ।
ফকীরি নয় সামান্য, ফকীরের বড়ই দৈন্ত,
আদর্শ ত্রীচৈতন্য, কর রে দর্শন ;—
হরিনামের মালা লয়ে করে,
হরি নামাবলী ছন্দে ধরে,
প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, কর্তে হয় নাম সংকীৰ্ত্তন ।
ফকীরি নিতে গেলে, সর্বাঙ্গে কুতূহলে,
মান অভিমান সকল দিতে, হয় বিসর্জনে ;—
শুন রে মন আরো বলি,
• বিদ্রুপ (ব্যঙ্গ) নিন্দা গালাগালি,
অগ্নিবৎসনে সে সব, কর্তে হবে অঙ্গের ভূষণ ॥

তৈরবী—৭৭ ।

হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়াও,
শ্রাম্য রূপে হে শ্রাম্য শশি ।

তাজে বাঁধি ধর অসি, লোল জিহ্বা অটহা স ॥

পীত খড়া ত্যজ্য করে, বেড় কটী নরকরে,
দৈত্যের মুণ্ড করে ধরে, বুড়াও জড়ের মন-মসি ।
তান্ত্রিয়া শ্রাম বনমালা, পলে পর হুতমালা,
পরিহারি মোহন চূড়া, হ'রে নাড়াও এলোকেশী ।
চরণে চরণ ছাড়, মম হৃদে নৃত্য কর,
নৃত্যকালী রূপ ধর, হেরি ও রূপ দিবানিশি ।
বেণী দাসের এই বাসনা হেরব রূপ শবাসনা,
পূজিব হে অভয় চরণ, দ্বিরে ভক্তি জবারাশি ॥

মারোয়া বেহাগ—৪:পতাল ।

হরিনাম-সুধারসে কেন রসনা রস না ।
বিরস-বিবর-রসে, কেন সতত ব্রাসনা ।
দারা হুত আদি সবে, সর্কিলি পড়ি। রবে,
সার মাত্র সজ্ঞে থাকে, সেই নামের সাধনা ।
বার বার গুজারাতে নানা ক্রেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হ'য়ে,
যেন বঞ্চিত হইও না ।
অভাব বাক্য ধর, হরিনাম দ্বালা-পর,
হরিনাম করে কর, বুজিবে ভব-বন্ত্রণা ।
সধা সাধুগণ সজ্ঞে, মন্ত ঐ নাম-রজ্ঞে,
অনুলেপ সধা অজ্ঞে, নামের সুখা অন্ধনা ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন ।

চক্ৰিশ-পদ্মশখী ভট্টপালী গ্রামে ১২৭৩ সালে পণ্ডিত ঐযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহঁর পিতা ৮ নন্দলাল বিদ্যাবত্ত মহাশয় কবি, পণ্ডিত, মধুরভাবী, সৌম্যদর্শন এবং পরম ধার্মিক ছিলেন। ১২৭৭ সালে তর্করত্ন মহাশয়ের 'হাতে বড়ি' এবং ১২৭৮ সালে 'সুপার-ব্যাকরণ' পাঠ আয়ত্ত হয়। ইহঁর বয়ঃক্রম বৎসর ছয় বৎসর, সেই সময় মাতুল ৮ অমৃতময় বিদ্যারত্নের মুখে 'শিষ্টপাদবধের' কবিতা পাঠ শুনি। তদনুসরণে ইনি হুই চরণ সংকৃত কবিতা লিখিয়া সকলকে আকর্ষণিত করেন। বৎসর দুই বয়সে ব্যাকরণ ইহঁর কণ্ঠস্থ হয়। সেই বৎসর (১২৮২ সালে) অগ্রহায়ণ মাসে ইহঁর শিষ্টপদেব সন্ধ্যায় গঙ্গালাভ করেন। শিষ্টপদেব পরমোক্ত গবদের পরদিনই ইহঁর সাধবী জননীও পতিমোকে গমন করেন। ২৪ বর্ষীয় বয়সে পিতৃব্যত্বহীন হইয়া, একটা দিন বৎসরের বালিকা ভগিনী ও একটা নবম্ব্রত তাই লইয়া ইনি অকালে জন্মান হন। ষৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তির আরে এবং করেক জন ভক্ত শিষ্যের আশ্রুতো ইহঁর ছোট গুড়িয়া ইহঁদিগকে প্রতিপালন করেন। দশম বর্ষ বয়সেই ইনি সংকৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তর্করত্ন মহাশয় সেপের বয়সেই পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১২৮৭ সালে ইহঁর প্রথম বিবাহ এবং ১২৮৯ সালে পত্নীবিয়োগ হয়। তৎপরে ১২৯০ সালে পুনরায় ইনি বিবাহপাশে বন্ধন। ১২৯৯ সালে 'বদনসীতার' অধিকাংশ অংশের বৈদ্যোদয়ক বঙ্গ বদ্যায় ইহঁর লিখিত সাক্ষ্য পরিচয় ইহঁর উপর 'বদনসীতার' কবিতার লিখিত সাক্ষ্যের ভাষা লিপ্যন্বয়ে প্রকাশিত হয়। এই সময় কিছুদিন 'বদনসীতার' লিখিত সাক্ষ্যের ভাষা লিপ্যন্বয়ে প্রকাশিত হয়।

এক এ শ্রেণীর আবেগমিত্তিক অধ্যাপক পদেও ইনিকার্ষ্য করেন । ১২১৬ সালে ইনি নিজ বাটীতে চতুশাঙ্গী স্থাপনা করিয়া স্ত্রীর শারীর অধ্যাপনার প্রবৃত্ত হন । পর বৎসর ইহার সম্পাদকতায় উটপালীতে 'পরীক্ষা সমাজ' স্থাপিত হয় । 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ শাস্ত্র গ্রন্থই ইহার অনূদিত বা সম্পাদিত । ভরদ্বাজ মহাশয়ের অধিক পরিচর আর কি দিব ? আজিকালি ইনি বঙ্গের সর্বত্র সম্মানিত । ইনি সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের আদর্শ ।

বেহাগ—একতাল ।

হর !—প্রথমামি আমি তোমায়ে ।

অনল-দলিল বিব-বিষধর,
সুখার আধার ধর শশধর,
এ হেন বিরোধী অলঙ্কার কাঁর,
ত্রিপুরারি ! একাধারে ।

তোমারি শাসনে বহু-বৈখানর,
নিজ কৰ্ম্ম রত বরুণ সমীর,
সুখাকর সুধানিকর, প্রথর
কর দিনকর বিভরে ।

করে করি প্রভু আপনি কপাল,
গলে অস্থিহাল, পরি বাঘছাল,
অঙ্গেতে বিভূতি রুখু অটী আল,
লয়ে ভিক্ষা-খুলি আধরে ।

হইয়া ভবেশ ভিখারীর বেশে,
স্বার্থ পরিত্যাগ মন্ত্র উপদেশে,
বুঝি হে উদ্দেশ, নাশিবারে ক্রেশে,
পাপ-তাপ-পুৰ্ণ সংসারে ।

যাচে পঙ্কানল অরুণ স্বরূপ,
ধেরুণ তোমার হউক স্বরূপ,
বিরূপাক রূপে গুহে রিখরূপ,
দাঁড়াও দাসের অন্তরে ।

বাঁজাল—একতাল ।

কে পারে তোমার আশিতে যে ভব,
এ ভব প্রভু তোমা হ'তে হর,
নিউলয় কর, তুমি কি পুরুষ
অথবা প্রকৃতি ত্রিগুণময় ।

যোগো ঘাঁরে বলে পুরুষ বিশেষ,
ক্রেম কৰ্ম্মহীন অনাদি অশেষ,
প্রণব-বোধিত অগতের স্রব,
সেরূপে কি তব হয় পরিচয় ।

নিত্য জ্ঞান বহু নিত্য অভিল্য
পরমাত্মা কিবা তুমি কৃতিবাস
সত্য চিদানন্দ পূর্ণ স্বপ্রকাশ
ব্রহ্ম কৰ্ম্ম কিবা তুমি শব্দময় ।
তুমি কি কেশব বিরিকি এসব,
বিরিকি, বাসব, বহু কিংবা সব,
এ সব সংবাদে কাজ কি মোর শিব,
তব শিবরূপে যেন মন রয় ॥

বাঁজাল—একতাল ।

শিব শবরূপে করিছ কাহার সাধন সাধনধন ।
ফেলি বাধাস্বর হ'য়ে দিগন্তর কাহার ঘেরানে
আছ নিমগন ।

কেনবা হৃদয়ে ধরিয়ে রমণী তোমা উলসিনী
নুমুণ্ডমাগিনী,
জরুণ তরুণিনিত ত্রিনয়নী মরুতরশ্রেণী
রশনা বগন ।

ওহো হো বুঝিছ রাজস তামস প্রকৃতির বশে,
চেতন পুরুষ, লজ্জিত বেই দশা করি রত্নরস,
প্রকাশিছ তাহা তুবন ভাবন ।

থাকেনাক জ্ঞান জ্ঞানময় জীব বাধীন পণ্ডিত
পর্যায়ীনভাবে ।
চিরদিন যেন এই লীলা তাহে মানসে সরসে
হেরে পঙ্কানল ॥

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু ।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ১২৬০ সালের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৮ শ্রীনাথ বসু। ইহারা ২৪ পরগণা বহুদ্র গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার। ১২৭৪ সালে এষ্টে স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। বালাকাল হইতেই সঙ্গীত-বিদ্যায় ইহার অসুদাগ। ১২৭৮ সালে রাজ্য সৌরীন্দ্রশোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সেতার ও সুরবাহার প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। 'বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক' সভা হইতে ইনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেন্দ্র প্রাপ্ত হন। সঙ্গীতের স্বরযোজনায় ও রাগ রাগিণী ও তান-মেরে ইনি বিশারদ। 'নাট্যবিচার', 'পৌরাণিক পঞ্চরং', 'রামপ্রসাদ', 'বারবাহার' ও 'বঙ্গ সেনা' প্রভৃতি ১৪ খানি নাটক ও গ্রন্থন রচনা করিয়া ইনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন। ১২৭৭ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ ইনি কলিকাতা টাকশালের নরেন্দ্র-দাওরান পদে নিযুক্ত হন। ১২৮৭ সালে সোমালমহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার দুই বৎসর পরে কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এখন ঐ উভয় পদেই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও একক বসিয়া বিচারের অধিকার পাইয়াছেন। মধ্যে কিছুদিন ইনি করেন্সি আর্কিশের 'ডেপুটি ট্রোজারার' পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে টাকশালের দেওয়ানী (বুজিয়ান কিপার) পদে অধিষ্ঠিত। ১৩০০ সালের ১৮ই পৌষ ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি আচার্য্যিক ও উদার-চরিত্র।

শিল্প বারোয়া—চুংরী।

ছাড় বিষম বিষম বিষয় বাসনার

কর ধরম রতন সঙ্কর।

ওমন ঘুমাওনা ঘুমাওনা, বাজাও জ্ঞান-লামায়া,
দেখো যেন রিপু-চোরে দে রতন হরিয়া না লয়।

তার মাথা মুড়াইয়া কিবা প্রয়োজন,
যে জন রিপুগণে নাহি করে বরজন—
লও যিবেক-সুখ হুখার, মুড়াও মনোবিকার,
অহঙ্কার কর পরিহার—
তবে ত হইবে তব চিত্ত নিরাময়।

স্মৃতি—চুংরী।

ধেরে আর আর আর কর দরান।

(হের) কেমনে শমনে করি দমন

গমন করে ভকত রতন মনোমত নিকতন।

এ ধরায় নররায়, রসলায় উত্তরায়,
ডাকি মায়া, ছাড়ি কার, চলি যায়, রাসা পায়,
না হুখায় বাসনার, নাম গায়, হুখা ধায়,
সে হুখায় চিত্ত ধায়, মিশি যায় গিরিআয়,
হের আঁধি মেলে, কাল যারের কোলে,
থলে যারের ছেলে;

তবু তজ্জি-বলে, ও বে মুক্তি পেলে;

আপনা সবার মিলে, তাকি মা মা বলে।

টোড়ি—ভেওড়া।

(জয়) ত্রিপুর-হর হর-মোহিনী।

(জয়) চরণ শরণাগত বিভীতি-নিবারিণী।

(জয়) সমরবাসিনী, নৃমুজনাশিনী,
ত্রিগুণ-ধারিণী, হুরিত হারিণী,
তত্ত্বরাণিণী তারিণী;—

(জয়) নীললোহিতসুন্দর-বিনিন-বিহঙ্গিনী।

(জয়) হান্তবদনা, লাম্ব-মগনা,
কবিত-কাকনতুল্য-বরণা,
তৃষিত-মানস-শান্তিবারিবিধারিণী;—

(জয়) হলহলধর-অঙ্ক-শোভিনী,

চরাচর-বরবন্দিনী, নগনন্দিনী,

(জয়) শঙ্কুআয়া, মহামায়া,

চরণ-ছায়া বিত্তর স্বর-হর-সঙ্গিনী।

আড়ানা বাহার—কাওরানী।

(শ্রীপতি) করি নতি চরণে তোমার।

(তুমি) গুণহীন কত তুমি সত্ত্ব সাকার।

(তুমি) সর্ব উর্দ্ধে থাক গোলাকেশ হরি,

সর্ব নিয়ে থাক শেবরূপ ধরি,

সহস্র কণকল করিয়া বিস্তার।

পুষ্ট হুত হল, অরুণ হুতল,

মিথিল তব গুল কর হরি নিরুতল।

- কণমণি উজ্জলে বিনাশে তিমিরে,
জগ-বিত-কারণ, বহজন ধারণ,
অনাদি অনন্ত নিত্য নির্বিকার,
স্বর্কর জগদাধার তুমি নিরাধার ॥

বেহাগ মিজ—কাওরালী ।

দেব-দেবী—জয় লীলা-রসময় !

যুগে যুগে মোচন রিপুত্তর ॥

(জয়) মৌন-কৃষ্ণ-শূকর-বপুধারী,

নরহরি, বামন, পরশু প্রহরণ,

রাক্ষস-রাবণ-বংশ-বিষাতন,

সংপ্রতি কংসমখন সংসারী ।

সাধন পালন-স্বজন-বিলয় ॥

দেব । (জয়) কালিয়-গঙ্গন,

দেবী । গোপী রঞ্জন, যমুনা পুলিন বিহারী

দেব । (জয়) সরসিজলোচন,

দেবী । মনসিজমোহন, কন্দাবন-বনচারী ॥

দেব । (জয়) নিত্য নিরঞ্জন,

দেবী । মান-বিভঞ্জন, ত্রীরাধা-মতিহারী ।

দেব । (জয়) দুরিও-অস্তকর, জগজন-অস্তর.

দেবী । প্রেম সঙ্করণকারী ।

দেব-দেবীগণ । অব মিটেব সুখা,

পিব প্রেম-সুখা, হবে এ বহুখা,

হৃৎ-শান্তি-নিলয় ॥

মিজ—একতাল ।

লক্ষ্মী ।—যার ধন নাই, তার নিধন ভাল,

এই ধনের সংসারে ।

ধনে কেনে সকল হৃৎ, ধনে মুকের কোটে মুখ,

তার ধন নাই তার দেখেনা রে মুখ,

দারী-হৃত-পরিবারে ।

ধনে দুর্বলের বল হয়, ধনে হৃৎকে করে নয়,

ধনে হৃৎকে করে হৃৎপকে হৃৎপকে গুণময় ;

আবার ধনের জোরে, হারেরে হারেরে,

সুবিধির হয় জোড়োরে ॥

ধনে হয় নির্দোষী দণ্ডিত, কত বণ্ডে হয় পণ্ডিত,

কত অকাল হুয়াও হয় উপাধিমণ্ডিত ।

ধনে ধনে পায় প্রাণ ; আছে রে প্রমাণ,

কীসি আসামী বীপান্তরে ॥

সরস্বতী ।—আর স্থান নাই, আর-মান নাই,

আমার ধনের রাজ্যেতে ।

এখন “অধনেন ধনং প্রাপ্য

তৃপ্তং জগৎ মজ্জতে ॥”

এখন বিদ্যারহ মহাধন,

এ কথার আর অর্থ নাই কোন,

তুধু বিবাহ কারণ, রতনে যতন, পণ নিরূপণ

“পাশেতে” ॥

মহাজনের বচন, কররে শ্রবণ,

এহেন রতন ভুল না কখন,

‘বিষত্বক নৃপত্বক নৈব তুল্যাং কদাচন ।

সদ্যে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্কত্রে পূজ্যতে ॥”

মিজ—দাদরা ।

লক্ষ্মী ।—মিছে ম'রচো কেন ব'কে ।

যার ধন নাই তারে এসংসারে

কেমনে চিন্বে লোকে ॥

সরস্বতী ।—যার জ্ঞান নাই সেকি

রাখতে পারে ধনে,

না সে ধনের ব্যাভার জানে ॥

লক্ষ্মী ।—ও কথাই নয় যে শুন্বো কাণে ।

সরস্বতী ।—জ্ঞানী হ'লে বুঝেত মানে ।

লক্ষ্মী ।—বটে, বটে, চলে যাও,

তোমার চাইনা দেখিতে মুখ ।

সরস্বতী ।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

তবেই আমার ফেটে গেল ব'ক,

লক্ষ্মী ।—ছু য়োনা ছু য়োনা,

ছু য়োনা মোরে, তুমি পরিবের য়ে যাও ।

সরস্বতী ।—ভাল, ভাল, চলিলাম,

তুমি ইতরের মাথা ষাও ॥

শব্দ—ক্রত-ত্রিতালি ।

অপসরাগণ ।—হের আনন্দ-আনন,

নন্দন-কানন, ফলফুল অগণন রাজিছে ।

(যথা) বন আর উপবন, নয়ন-মন-হরণ,

পরি চারু আভরণ সাজিছে ।

(যথা) কোকিল-কাকলী, অপসরা-যয়ে মিলি,

হৃদা-মাখা ডানে প্রাণে সাজিছে ।

(যথা) শচীপতি শচীসনে,
বসি' রতন-আসনে, প্রণয়-পীযুষ-রসে ভাসিছে ॥

যুতাজয় বসু ।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া-কনমতলায় ইহঁার নিবাস ছিল। ১২৭১ সালে ৬ই আষাঢ় (১৮ই জুন, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। অগ্রে ঠাকুরদাস-সিংহের কবির দলে, পরে পরাণ চন্দ্রের দলে ইনি বাঁধনবার ছিলেন। ভাটপাড়ার নটবর বা নেটো গোবিন্দের ঘাট্টার দলের সমস্ত গান ও পালা ইনি তৈয়ার করিয়া দেন।

কবির হয়ে ।

নয়নে অক্ষয়ল, শ্রীমুখ শতদল,

ম্লান কৃষ্ণশোকাক্তে ।

মনের খেদে কৈদে, যশোদে কহিছে সমুখে ॥

ওরে তুইরে সর্কস প্রাণধন ।

বাছা আমি তোর জননী, জানিস তো নীলমণি,

ধাকিস তো অকলে বাঁধা সর্ককণ ।

ও তুই কংসের যজ্ঞে যাবি, আমার কাঁদাবি,

ও রে এই কি ছিল অভাগিনীর কপালে,

চলি গোপাল যদি মথুরায়,

আয় আয় গোপাল একবার করি কোলে ।

আমার দক্ষিণ আঁধি নাচিছে,

তোরে হারাই হারাই পাছে,

তাই ভাবি অন্তরে,

বুঝি দুখিনীর কপাল ভেঙ্গেছে ।

ও তুই গেলে আসবি না,

মা বলে ত ডাকুবি না,

ও রে ডাক ডাকুয়ে ডাক জন্মের মত মা বলে ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

কলিকাতার হুগলি দত্ত বংশে ইহঁার জন্ম। ইহঁার পিতা স্বর্গার দারিকানাথ দত্ত মহাশয় খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ইহঁার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঐযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়,—‘রেলীর’ আপিসের মুহুন্দি, এবং মধ্যম সহোদর ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বিএল মহাশয়, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নী। ‘থিয়েটারের’ কর্তৃক পরিচাল্যে অমরেন্দ্রনাথ হুগলি সম্পন্ন।

স্টাটিসনে ইনি অনাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন

করিয়াছেন। ইহঁার অভিন্ন দর্পনে বালক-বৃদ্ধ-যুব। সকলেই মুগ্ধ। কয়েকখানি গ্রন্থন ও গীতিনাট প্রণয়নেও ইনি বশবী। এখন ইনি ‘থ্যাট্রিটোরের’ অধ্যক্ষ। বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাশ্লিংশ বৎসর।

তোমারি কৃপায় প্রভু জেমায়ে চিনেছি ।

নীল নলিন আঁধি দেখিয়া মজেছি ।

(আমি দেখিয়া মজেছি ।)

ধন মান পরিজন, নাহি আর আকিঞ্চন,

মন প্রাণ এ জীবন চরণে সঁপেছি ।

(ধন বজ্রাঙ্কুশ শোভিত, মনি-মন-মোহিত,

দেবতা হুগ ত পদে মন সঁপেছি)

কামনার মোহ কাঁস, ছিড়ে গাও শ্রীনিবাস,

প্রেম পরম নিধি, নরনে হেরেছি ।

(আমি হৃদয়ে একেছি ।)

(সাধনার ধন বলে আমি হৃদয়ে একেছি),

অনুপমা হুগমা, (তাই হৃদয়ে একেছি,)

নাহি তার উপমা, (তাই হৃদয়ে একেছি ।)

কৃষ্ণ রাধা নৃতন খেলা খেলু' শিখেছি ।

প্রাণের কৃষ্ণ ডাইনে রেখে বামে রাধা সেজেছি ।

বাঞ্জে বাঁশী সা-রে-গা-মা,

সা-নি-ধা-পা-মা-গা-মা,

তেমনি কোরে বাজিয়ে বেণু, ধেনুর বাজা হ'য়েছি

গোবর্দ্ধন করবো ধারণ,

তেমনি কোরে পুতনা নিধন,

রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-রাধা জয় জয় নাম গেয়েছি ।

কানু একবার বাজারে বাঁশী ।

হুই ভাই কানাই বলাই,

পায়ে পায়ে দাঁড়ারে আসি ।

শুনে তোর মোহন বেণু,

নেচে নেচে আসবে ধেনু,

যমুনা বহিবে উজান, তেড়িয়ে প্রাণ মেশামেশি ।

বাঁশী জোর কি বোল বলে,

কুলনারী আপন ভোলে,

লাজ মান, ভাসিয়ে জলে,

ছুটে আসে দেখে তে হাসি ।

(তোর বিধু মুখের মধুর হাসি) ।

হুটী প্রাণ এক হ'ল আজ, তবু ভাল তবু ভাল ।
 সারা রাত্রি, প্রেমে মাতি,
 রসের বাতি এবার জ্বল ॥
 (তবু ভাল,—তবু ভাল ।)
 প্রেম-পল্লব মাথায় নিয়ে,
 লাজ মান লুটিয়ে দিয়ে,
 ধৈর্যে গিয়ে সুধাধারা আপন হারা হয়ে ঢাল' ॥
 (তবু ভাল,—তবু ভাল) ।

সরলা গোপের বালা, দুধ যোগাতে যাই ।
 রাত পোহাল, ফন্সমা হ'ল, মিনসে স্বরে নাই ॥
 কোথা কাঁর আঁচল ধ'রে,
 প'ড়ে অঙ্কুশ নেশার ঘোরে,
 মন বাঁধা তার যায় কি জোর ক'রে ;
 চোখের জল চোখে মুছি,
 আপনি আনি আপনি খাই,
 পাড়া পাড়া সাড়া নিয়ে,
 ঘুরে বেড়াই দুধ যুগিয়ে,
 নিয়ে বা খাঁটি জিনিষ, সস্তা দর দিয়ে,
 কুলনারী হাতে ফিরি,
 বোলবো কি ছাই, কি বালাই ॥

নিপট কপট তুয়া শ্যাম ।
 রোয়ে রোয়ে মরে তুহারি চরণ ধারে (রাধা)
 অশ্রুণ বিচারি ছি ছি তুহু শুণধাম ॥
 লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,
 বারি বারি করি পিয়ারে ফুকারি,
 চোরা চিত মন চোর কায়সে নিবারি—
 কলিঙ্গে কাটারি হরি গিয়ে তেরি নাম ॥

মধু উথলে উঠে, লহর ছুটে, বইলো শোউজান
 টানে প্রাণে পড়লো বাঁধা, ভাসলো অভিমান ॥

সোহাগে মল্লয় কোল,
 ফুলের কলি ফুলকে দোল,
 আবেশে আপন হারা, চোখ হুটী মেলে,
 শেষ হল জাই, বাই স্বরে যাই,
 এই কটকট হুটী প্রাণ ॥

প্রাণে প্রাণে পড়ে ধরা,
 প্রাণের সোহাগ পেলে পরে ।
 সাধের লহর থরে থরে,
 উথলে ওঠে প্রেমোদ ভরে ॥
 চকোরী উধাও প্রাণে,
 চেয়ে থাকে চাঁদের পানে,
 প্রাণটি দিয়ে সম্বতনে,
 প্রেমের সুধা নেবার তরে ॥
 তাইত চাঁদ এমন ধারা,
 ঢেলে দেয় সুধার ধারা,
 হ'য়ে যায় পাগল পারা,
 কোটে হাসি তার অধরে ॥

মিলি খেয়ে এগিয়ে কেন,
 কঁোঁকা দেখে পেছোও প্রাণ ।
 কুলদূর তুমি বধু, ধোমটা ধ'রে দিলে টান ॥
 ছাড়িয়ে সাড়ী গাউন সঁটে,
 বুকে বুকচ দিলে এঁটে,
 রুম মাথিয়ে রাসা চোঁটে,
 বাড়ালে হে নারীর মান ॥
 স্বরের কোণে আর কি থাকি,
 নইত' এখন পোষাপাষী,
 নুহ'তে কি আর আছে বাকী,
 কেন মিছে কর ভাণ ॥

বুঝিনাত' তোর রীতি কেমন ।
 এমন ক'রে হতান্নের লুটালি ঘোবন ॥
 ছি ছি লো একি আচরণ,
 পায়ে ধ'রে প্রাণ দিতে চান্ন—ক'রিস অযতন,
 ডুবিয়ে জলে, দেনা ফেলে, অমন পোড়া মন ।
 বাধ'তে গিয়ে পড়'বি বাঁধা,
 আলগা হবে তোর বাঁধন ॥

দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক ।
 তাদের রীতি নীতি চুলোয় থাক ॥
 ধর্ম জাহির ক'রে বেড়ান,
 ভণ্ডামো খুব দেখাতে চান,
 হাল কড়া কাণী লুপ যথেষ্ট হাজি ॥

দুখী গরিব কৈদে মরে,
চোখ দিয়ে জল খালি করে ;
একি জালা তারি বেলী বাবুৱা নির্ঝাক্ ॥

ঘোর কলি ভাই আরত ট্যাকেনা,
ভাবের চেউ নিতি নতুন অৰ্দ্ধ কারখানা ।
ইংরেজি দুপাত প'ড়ে, মাখার দফা অমনি ওড়ে,
হাট কোট ধ'রে ভেঙে, ধুতি চাদর রোচেনা ।

যত সব বেতর ধাঁজ,
ঠন ঠন ঠন ডিসের আওয়াজ,
চামুচে কাটা হাতে আঁটা,
কাউল কারীর চাই খানা ।
ঘুচিয়ে দিয়ে ঘোমটা করে,
গিল্লীরা সব গাউন প'রে,
বেড়িয়ে বেড়াই বাবুর হাত ধ'রে ;—
হো হো কেমন মজা, উড়লো ধ্বজা,
হিঁদুয়ানীর নাই নিশানা ॥

প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে,
শুকাবে তোর আঁখিজল ।
ফুল প্রাণে ফুটবে ওলো ছিন্ন হৃদিশতদল ॥
নাগরে আদর ভ'রে, রেখ'লো সোহাগ ক'রে,
পলক হারা হওনাক, চ'খে রেখ' অবিরল ॥

এত কেন গরব লো তোর,
চ'লে কুল গড়িয়ে গেলি ।
এল বঁধু—প্রাণের মধু হাসি মুখে লুটিয়ে দিলি ॥
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,
থাকুবি পয়ের লাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো—
তুলে শেল বকে নিলি ॥
চুপি চুপি তোরে বলি, সে বড় চকুর অলি,
আসবে কি আর ভাসলি লো তুই—
ফুটে গেলি কলি ছিলি ॥

আমি আপুনি ম'জে আপন প্রাণে,
প্রাণ সঁপে রব' ।
আপন চিবুক আপনি ধ'রে প্রেম কথা ক'ব ॥

আমি নাগর, আমিই নাগরী,
ভাস'বো মান, ধ'র'বো পায়ে কত ছল' করি ;
(আমায়) হেলা ফেলা যা ক'রে সে—
• বুক পেতে স'ব ॥
ফুলের রেণু মাখ'বো গায়, ক'র'বো চুরি মলয় বায়,
(আমি) চাঁদের হাসি ভালবাসি তার দানী হ'ব ॥

প্রাণ গলে যায়, বকুল তলায় ব'সে
করে সোণার চাঁদ ।
মন মজান মোহন ঠামে যেন নারী ধরা কাঁদ ॥
কোন আবাকী আখির তারা,
হারিয়ে কৈদে হচে সারা,
প্রাণের চাবি কেড়ে নিয়ে, —
কর ভালে সেখেছ বাদ ॥
গুণমণি এল ঘরে, রাখ'বো তোমায় বতন করে,
মাথা খেলি নয়ন-ঠেঁরে, বাছ করা মোহন ছাঁদ ॥

আমি সদাই হেসে হেসে, বেড়াই ভেসে ভেসে,
এ ভব সাগরে ডবি না ।
যার তারই আমি, তারই অহুপারী,
তারই কর্ম বই করি না ॥
বেচে এনেছে, এসেছি, রেখেছে যোয়েছি,
রূপ দেখে রূপে রূপসী হোয়েছি ।
ঢল—ঢল—ঢল—যৌবন পেয়েছি,
তারই প্রাণ বই ধরি না ॥
(তার) রূপ দিছি তায় দেখুক শুক্ক,
যৌবন দিয়েছি রাখুক ঢাকুক,
প্রাণ দিছি, ভাল বাসতে হয় বাসুক,
অত শত ভেবে মরি না ॥

আমি কিছু নই রে ।
ভবে এনেছে এসেছি,—রেখেছে যোয়েছি,
অজানা অচেনা আপনার সে ॥
ফিরি যে বাপে ফিরায়, করি যা করায়,
কর্মফল তাঁর সঁপি তাঁরে ॥
তাঁর খেলাধরে খেলি, যত আমি মেলি,
আমার আমার থাকে না রে ।

প্রেমে বেন প্রাণ মেখেছে,
 সেই মুখেছে সেই ম'জেছে,
 প্রেমের স্বাধ বে না জেবেছে,
 (ভার) ধরম করম সব বিফল ॥
 প্রেমে তক্ত আপন ভুলে,
 হরি বলে পড়ে চুলে,
 প্রেমরসে বার পরাণ গলে,
 হালে কানে প্রায়-পাগল-॥
 প্রেমে হ'রে পাগল পারা,
 চান্দ্রে কোকিল প্রেমের ধারা,
 প্রেমের জ্বরে দিশে হারা, কুঞ্জে শুঞ্জে অলি কুল ॥
 রবির প্রেমে কমল ঘুটে,
 প্রেমে অগ্ন উৎলে উঠে,
 মেঘের প্রেমে চাতক উঠে,
 হাঁকছে কেবল 'ফটক জল' ॥
 শশীর প্রেমে নিশাকালে,
 ভাসে কুমুদ প্রেম-সঙ্গিলে,
 চকোর, চকোরী মিলে, প্রেম-হৃদ-পানে ব্যাকুল ॥
 প্রেমে সকল সখী মিলে,
 প্রেম-সোহাগে লহর তুলে,
 গদা চলে সাগর কূলে, হ'রে বেন প্রেমাকুল ॥

দেও-বিভাব—কাঙালী ।

চাঁদ মিড়াড়িয়া কেবা, সে হুবা ঢালিল রে ।

ভেমতি শ্রাবের আভা ।

অঙ্গন পঞ্জিয়া কেবা দাবণ্ড বাসাল রে ;

পঙ্কজ লইল শোভা ।

সে শোভা লইয়া কেবা, মুখ বানাইল রে ।

মৃগালে রচিল ভূষ ।

ঐতর বিস্তারি কেবা বক বানাইল রে ।

নেয়ে রাখিল অবুজ ॥

সব কিশলয়ে কেবা অধর গঠিল রে ।

ফিলফুল তুলি নাশা ।

কুবা ছানিয়া কেবা গাল বানাইল রে ।

কোমলি তিনিয়া হাসা ॥

দোহিনী-বলত—চুংরী ।

মধু মধু মধু গোশব্দ,

মধুর মধুর পাতি

মধুর কুহব মধুর উপন

কিশোরী কিশোর মধুমাতি ॥

মধুর আরতি মধুর সংহতি

মধুর নিখুবল মাঝ ।

মধুর আকৃতি মধুর প্রকৃতি

মধুর মধুর রসরাজ ॥

মধুর বম্বল মধুর নিঃবলা

মধুর যুবতীপন সর্ক ।

মধুর বিহার মধুর রসসার

মধুর মধুর রসরস ॥

মধুর মধুর গান মধুর মধুর তান

মধুর বস্ত রসাল ।

মধুর বাদন মধুর নাচন

মধুর মধুর কনকতাল ॥

মধুর ধাবন মধুর বেটন

মধুর নটন গতি ভঙ্গ ।

মধুর রে ছাব মধুর সে ভাব

মধুর নটন-নট-রঙ্গ ॥

মধুর বঁধুরা মধুর সে বুরা

মধুর মধুর রস গান ।

ত্রিভুজ ভণে শুনে অগজনে

করয়ে মধুর রসপান ॥

স্বর্গ-ধাওয়—একতাল ।

সই সহনে না যায় ।

বিষম বাশরী ডাকয়ে কুকারি

কহ'য়ে বাহিরে আয় ।

কেশে ধরি বেন লয়ে বার হেম

শ্রাম বঁধুরা নিকটে ।

পিপাসু হরিশি বেন উন্মাদিনী

পড়ি মরীচিসঙ্কটে ॥

যবে শুনি কাণে সে বাশীর নানে

ভুলে বাই গৃহ-কাণ ।

সদা আনু চান করে মোর প্রাণ

অধিক বাতনা লাভ ॥

মিকুজ কহিছে মরুসে তালিছে

এ মহে বিষম জালা ॥

সতী ছায়ে গতি মৌন মৌনরতী

সকলকে মল বধা ॥

রামলাল দাস দত্ত ।

ইহার নিবাস করানী কখন নর । কলিকাতা
বঙ্গ-সম্রাট বিদ্যালয়ের কঠ জেপীর শিক্ষক ছিলেন,
এবং 'ক্লেক ব্যাঙ্ক' চাকরী করিতেন । সন্ততি
এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৮ কাশীধামে
বাস করিতেছেন । ইহার রচিত গীতগুলি
স্থূলভিত্তি ও অতি মধুর । বিশেষতঃ যখন ইহার
নিজ কণ্ঠে গীত হয়, তখন সকলেই মুগ্ধ হয় ।

ধাশাক—চুংরী ।

বেত বরণা বীণাপাণি

গুণ্ড বসন পরিধানা শুক্লাভরণ ভূষিত,

শরৎকণী জ্ঞানদায়িনী ॥

তুমি সকল কণ্ঠ-নিবাসিনী, জননী মধুর স্বর, তান,
গমক, মুচ্ছনা, লয়, আশ, কুন্তন স্বত্বকারিণী ॥

শ্বেত-সরোজ-বাসিনী, নারায়ণী পরম বৈষ্ণবী দেবী
শ্রেষ্ঠ-জন-পালিনী মধুর-বীণা-বঙ্গ-ধারিণী ।

অজ্ঞান-ভিমির-নাশিনী স্তম্ভ দায়িনী ইন্দুবদন ।

বঙ্গ-বঙ্গ-স্বর-নর-পূজিতা মহা-বাগ-বাদিনী ॥

সুমেধ-প্রায়-ধন-অধিপতি যদি নর,

কন্দর্প-সমান কান্তি যদি ওহু মনোহর,

বিহীন করুণা তব বৃথা সে বিস্তব সব,

(তার) সরনে! বাহু বদনে, কাঁধে সে দিবা রজনী

নহিলে করুণা তব সাধ্য কার ত্রিভুবনে,

প্রকাশে আপন ভাবা হৃদে বত জীবগণে,

রামলাল জ্ঞান, সধা বাহ্য মনে,

সারঙ্গা বরণা তব এ অধম অভাজনে,

সেবকে তারিলে রবে বশঃ তব ভুবনে,

করুণা করি চরণে চরণে রেখ জননি ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

তরুরে তার তারিণি ।

ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,

বার বার বৃথা আর কাঁধাওনা অনিবার,

অধম সন্তানের হৃৎ নাশ, ওমা হৃৎনাশিনি ।

(সংসার) রাধা বলে ভুলিবি না আর,

রাখিলে দেখেছি তবে কিছুই নাহি হুজুর,

কণ্ঠে পবিত্র নামে, বাহিলে ফুলস ফলে,

খেলো জ্ঞান হারা হই, তোমা ফুলে রই,

মা হরে সন্তানে কুল দিও না জননি ॥

আমার আমার করে মন্ত হই মা! মনিবার,

ইন্দ্রিয় আদি দ্বারা হতে সকলই ভাবি আমার,

কিন্তু আমি কোন খানে, ভাবিয়ে না পাই খানে,

কোন পথে গেলে ওমা আমি মিলে দেমা বলে ;

দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি ॥

ধাশাক—বধ্যমান ।

শাশান ভাল বাসিস্ বলে, শাশান করেছি ছাদি ।

শাশান-বাসিনী শ্রামা নাচবে সেখা নিরবধি ॥

আর কোন সাধ নাই মা চিত্তে,

সদায় আগুন জ্বলছে চিত্তে,

(ওমা) চিত্তা ভষ্ম চারি ভিত্তে,

রেখেছি মা আদিস্ যদি ॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল, রাখিয়ে মা পদতলে,

নাচ দেখি মা-শালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি ॥

ধাশাক—চুংরী ।

বার বার যে হৃৎ দিচ্ছে দিতেছ তারা ।

সে কেবল দয়া তব জেনেছি গো হৃৎহারা ॥

সন্তানমঙ্গল তরে, জননী ত্যাগ করে,

তাই বহিতেছি হৃৎ শিরে হৃৎখের পশরা ।

জিনি অমূল্য রতন, ব্রহ্মময়ী নাম ধন,

তারা হ'লে ডাকি বধন, হইগো আপন হারা ॥

তুমি গো দীনতারিণী, শরণাগত পালিনী,

আমি ঘোর পাতকী বলে তোমারে হরেছি হারা ।

আমি তব পোষাপাণী, বা শিখাও তাই যে শিখি,

রামে শিখিয়েছ তারা বুলি, তাই বলি তারা তার ॥

ভৈরবী—চুংরি ।

দীন-জন-হৃৎ-হারিণী ভবরাগি

অগত মাতা ভবানী ।

অর বিধ-প্রসবিনী বিধেধরী

অপার-আনন্দ-দায়িনী ॥

অনিলে সলিলে আকাশে অশ্রুতে,

প্রকাশে অপার-লীলা তব গো হৃৎতলে,

সেহাদি প্রাণ চাহে জ্ঞান কাণ্ডি রেখা-প

দেছি জ্ঞান জ্ঞানদায়িনী ॥

তুমি এক তুমি অসেকরূপ ধারিণী,
তুখনে সঙ্গে কা তুমি পরম-ব্রহ্মরূপিণী,
অরতি অর অর ব্রহ্মময়ী সলাভনী,
‘তুখনে দেবরী তুমি ভবভর বিনাশিনী ॥
বিমল ভাতি তব যে ভাবে সলা অভরে,
হৃকৃতি হৃকৃতি তার নিরন্তর রহে দূরে,
নিস্তারিণী নাম তব এ ভবসংসারে,
তুমি গো জীব-নিস্তার-কারিণী ॥
কহে সেবক রামলাল বোড় করে,
অন্তরে নিদ্রা হ’ল না কভু আমারে ।
দিবা নিশি ডাকি কর কর আঁখি করে,
চরণে চরণে হান দিও মা দীনজননি ॥

আত্র কবে দেখা দিবি মা, ওমা হররমা ।
নির্দা নিন তরুণীপ, জন্মে আঁখি হ’লো জ্যোতিহীন
এখনও না দিলে দেখা পরে চিনিব শ্রামা ॥
বাঁওয়ারে পরয়ে কত, করেছ মা কতই বতন,
আছ বাত্র বানি তাই, দেখি না সে রূপ কেমন ।
সন্তানের চ’খের তুলি, তুমি যে দিয়েছ কালি,
ভেবে কালী কালি হ’লো তরুর বরণ,
ভরত চেয়ে দেখনা ॥

অজপা ফুরালে হুটী নখন মূগে শোব হবে,
তখন আসিলে শিবে, বল ওমা কি ফল হবে ।
এ আঁখি আর না হেরিবে,
এ মুখ আর না ডাকিবে মা মা ফল,
মনের কথা মনেই বুঝে ;—
বেগবতী নদী প্রায় হতেছে পঙ্কিল কার,
তুই কি আসিলে রাসে মুছারে দিবিবা শ্রামা ॥

আশাবতী—চিমে ভেতলা ।

তার তার এই দার ।

(জমনি) এ জীবন যৌবন নহে চিরদিন তরে,
মাসবজলম বুঝা যায় হার ॥
বুঝা যায়তে বজিরে তুলি জোবারে,
আমি লরাধম এ ভবসংসারে,
কাকন ছাড়ি জমকশে কঁচত প্রাণ চার ॥
এ লায়াকতিসে কেহ যে নহে আপন,
আঁখি হৃদয়িত বশ হয় যে আপন-জান,
যারক যেমন কোকিল-শাবক পালে ফুলার ॥

দীন-জননি করগো অদ্য নাশন,
ওপরে বকিত কোর না কলাচন,
অভিমে যেন শ্রীজাহ্নবীতীরে রামের প্রাণ বার ॥

কাল্যাড়া—কাওয়ালী ।

অভেদে ভাব যে মন কালা আর কালী ।
মোহন মুহুরীধারী চতুর্ভুজা মণ্ডলালী ॥
কালী কি কালা বলিলে,
কালে ছোর না কোন কালে,
কালের কর্ত্তা কালী,

সেই কালী আমার মা কালী ॥

কতু শিব, কতু শক্তি, পুরুষ আর ঐকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্ত্তি, কতু কাল কতু বে কালী
অপার লীলা বৃত্তিতে কে পারে এ ত্রিভুগতে,
হন উপর বার হতেতে, সে জানে এক সকলি ॥
শৈব গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিহুজক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে বার্থ বুঝা সে দলাদলি ;—
ব্রহ্মাবিস্ময় শিব রাম, হুগাঁ কালী রাধা শ্রাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥

মলতান—পোতা ।

যদি এসেছ মন এ সংসারে,
ভাবনা কি আর আছে তার ।
সলা অর কালী অর কালী ফলে
হুখে কর এ সংসার ॥
যেমন কর্ম করেছিলে, তেঁরি ফল পেয়েছ তার ।
সে যে বিধির লেখা পাকা বাতায়,
কাঠিয়ার নাই সাধ্য কার ॥
যা হবার তা হবে জেন,
মিছে কামায় কি ফল আর ।
যাতে আর না জোগ পুনঃপুনঃ,
তারই উপায় কর সার ॥
শুক্রর চরণ সাধুর-বচন খ্যানে রাখ নিরন্তর ।
শঠের কথার নিমকে-চিনি
ফলে মন খেতলা আর ॥
হুখ হুখে লমান জন্মে সবে দাক নিরন্তর ।
জোনার অলংকার মিটে গেলে
বেখবে হুখের পারায়ার ॥

সেই ভূমল-অঙ্গ-কাল ঘেয়ের
দাসত্বের লগুনা ভায় ।
অন্যকালীর হইলে লগ্না মনের কালি রয়না আর ।
রাম বলে দীন-দয়াময়ি,
যদি দিলি মা সংসারের ভার ।
তোর হকুমে কাজ করব
যেন ধরা হৌয়া রয় না আর ।

বেহাগ—একতারা ।

দিও না আর মরম বেদনা ।
একি ব্যবহার হেরি মা তোমার,
আশ্রিত জনের কেন মা বধনা ।
তোমার নয়ন মুখিলে দেখিতে যে পাই,
চেনে দেখি কিন্তু আর তুমি নাই,
হই মরমে ব্যথিত, তাই মা জানাই,
দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখ না ।
আছ সর্ব্ব বটে, শুনেছি সঙ্কটে;
তুমি গো জননী দয়াময়ী বটে,
ভাকি অকণটে কেন মা নিকটে,
আসিয়ে সম্মুখে দাঁড়াও না ।
তোমার বিখ্যাপী রূপ চাই না দেখিতে,
দেখিতেছি বটে পটে সর্ব্ব ভূতে,
আমার মারের মতল রূপে দেখা যে তোর হতে,
আমি ঐ রূপে মজেছি অস্ত যে চাহি না ।

পলিত পলিত দিন দিন ক্রীণ,
অস্বাভীর্ণ দেহ যায় বা কোন দিন,
ভরসা যাত্রা যে নহি মাতৃহীন,
মা কভু সন্তানে ত্যজে না ।
দীন রামে যদি দিলি মা নয়ন,
তবে কেন আর এত বিড়ম্বন,
কর বাসনা-পূরণ মেলিয়ে নয়ন,
জানাব চরণে জল-বাতনা ।

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ।

ঢাকা-বিক্রমপুরের এসিদ্ধ পণ্ডিত । পুরাণাচার
(সোণারখ) দিবানী । বয়ঃক্রম প্রায় ৩০ বৎসর ।
সংস্কৃত কবিতা ও গান রচনার ইন্দ্রি-এসিদ্ধ ।

হাবলানী হব ।

গড়িয়ে এ তরুতরী,
ভব-সাগরে ভাসাইলে শকরী ।
পকীকৃত পকভূত, পকপাত যোজন করি-
(ওগো) প্রায়ক্ক কর্ত্ত পাভমে
সন্ধিস্থান দিলে জুড়ি ।
দশমাস অর্যবাসে, কৃপাবারি শিখন করি,
(ওগো) কি কোশলে বাড়াইলে জননি,
দিয়ে প্রহরী ।

মমতা হইল আসক্তি দাড়,
তমোন্তপ, কুচিন্তা দড়ি,
(ওগো) আশা অন্তে, তৃষ্ণা পালে,
দিলে তরী সজ্জা করি ।
চঞ্চল মন কাণ্ডারি কৈরে,
কামাদি ছয় মিলে দাঁড়ী,
তারা কার কথা কেউ শুনে না,
সব বেটাই খেচ্ছাচারী ।

হুস্তকরের তরবারি প্রায় পাপ-পঙ্কে ভরাভরি,
অবোধ পুঙ্খকক বিপাকে ফেলে,
সেবাও রোগ শোকচারি ।
বোরাবর্তে ডুর ডুর লম্বন্ধু তরী হেরি,
এবে তারবরে তারা মোরে তরাও,
বারে বারে মরি ।

বিভাব—আড়া ।

হৃৎকমলে চিত্তা কর বরাভর-কর শব্দা ।
কৃথা বিষয় তাবিয়ে, বল ভব বল কিবা ।
যার কৃপাকথা-কলে, দুর্গত জনম লভিলে,
উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশি দিবা ।
নিম্ভারূপে যার কোলে, হৃৎবে নিশি পোহাইলে,
চেতন-রূপিনীর কৃপার পুনঃ প্রোতে চেতন পেলে,
এহেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
ভক্তিভাবে বৃত্তমানে, কর যুট তাঁর সেবা ।
সমাগত প্রায় শমন, করিবে মহাশয়ন,
আর কি এনেছে, চেতন পেয়ে,
করৈ তাঁর কীর্তন ।

বিবর দ্বয়ে সদ্যমন্ত, বিদ্য লম্বন্ধু চিত্ত,
কালীদাস কর লম্বা, পুনঃ তবে মা বিবিরি ।

রোহিণী কুমার বিদ্যাভূষণ

ঢাকা-জেলার পূর্বাঞ্চলীয় নিবাস । পণ্ডিত
জনসমূহ তর্কবাপী পন্থাশয়ের পূজ্য । ইহাঁর, অনেক
গুলি গান আছে । বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর ।

রামপ্রসাদী হর ।

মন, কারে বল রে আপন ।

(ওরে) সংসার সব নিশির স্থপন ।

(ওরে) দিবানিশি মিশামিশি,

বিষয়ে ভুলেছ আপন ।

কাকন ফেলিয়ে এবে,

কাঁচ নিয়ে কাল করছো বাপন ।

(ওরে) শমন-বণিকে দেখ,

সাক্ষিয়েছ কেমন আপন ।

(ওরে) প্রাণ নিয়ে বেচা কেনা,

ধর্ম তুলে করছে বাপন ।

অহরহ ক্রম করে, মান্য কিরে পড়ে কখন ?

যে দিকে নয়ন পড়ে, তাহাকেই ধরে তখন ।

(ওরে) এক কুঞ্জে বহু পাখী

ধাকি চলে বায়রে যেমন ।

বহু বাক্যবাদি শুনে, তবে যাচ্ছে দেখনা কেমন ।

(ওরে) দেখে শুনে দিবানিশি,

তবু কেন কর এমন,

(ওরে) নরন থাকিতে অজ,

অতি মন্দ হয়রে যেমন ।

(এখন) ধর্মরূপ রত্ন তারে,

আত্মভাবে ভারত্ব এমন ।

(যেন) ধর্মরাজের ধর্ম তুলে,

আর কেহ না হয় রে তেমন ।

হেরিলে রত্ন ভূষিত, বদ্ধ করবে সেই মহাজন ;

তাই বলি, রোহিণী, সদা গুরুপদ কর ভজন ।

রামপ্রসাদী হর ।

মন কবে সেবিবে কালী ?

একাল ওকাল সেকাল কলে,

সকল কালই পেল চলি ।

বিষয় মদে মত্ত হয়ে তবু আসি রইলে তুলি ।

কালকাল বিচার নাই কালের,

সবকাল 'সে' দুরূহে খালি ।

এসে গলার কাঁসি, লানার কসি,

দয়া নাই দীন-দুখী বলি ।

কালে যখন যাবে, কার্লের জুকুন্সে জীবন চলি,

তখন রক্ষা কে করিবে মন,

বিনা সেই রক্ষাকালী ।

দেখে নিত্য, সব অনিত্য,

তবুও নেশায় আছে চলি,—

হয় না একটু ক্রক্ষেপ, 'এইত' আক্ষেপ,

নিজের দোষে মজে গেলি ।

রামপ্রসাদী হর ।

মন, যাবে শমন-আবাসে,—

এ কথা কি তোর মনে ভাসে ।

যারা এবে আপন বানী, তারা কেহ রবেনা পাশে ।

তোর পঞ্চভূতাস্তক দেহ,

পঞ্চভূতে যাবে মিশে ।

খন জন ইতি ক্রিতি, ভবাবধে রবে ভেসে,

ওরে অগাধ অতল জলে,

জীর্মন যৌবন যাবে প'শে ।

শুধু ধর্মার্থমিত্র বৈরী, হুঁজন যাবে সঙ্গীবেশে

তারা বমরাআকে সাক্ষ্য দিবে,

স্বকর্ম ফল জোগাবে শেষে ;

জীবনান্ত দিন ভাঙ, ভাবনারে কেন বসে ।

হবে দেহ ক্রান্ত মন অশান্ত একান্ত যন্ত্রণা বেশে ।

ওরে শ্মশানে তোর বিবেক হয় না,

হয় না জ্ঞান উপদেশে ।

কুখা ঘুরে ফিরে মন-পামরা,

মরিস যেয়ে দেশ বিদেশে ।

কবে ধমুত আসি বসবে রে তোর শয্যায় শে'সে,

সাধন ভজন বিলা রে মন,

তখন জ্ঞান পাবি কিসে ।

ওরে মুক্তি পথের বৃত্তি ধর,

শেবে কি আর পাবে দিশে ।

ভক্তি ভাবে শক্তি সেবে,

শান্তিরসে বাত্মা মিশে ।

বিদ্য রোহিণী কর, থাকুতে সময়,

দিবানিশি করে কস,

সেই কালের চরণ, ওরে ওমন,

শমনভর আর থাকবে কিসে ।

বিস্মিত ।

এ কে বামা শোভিছে শ্রামা ;
পলে পোলে মুণ্ডমালা, এলোকেলী নিরুপমা ।
কটিট ঝাঁটা নর, বহু বাহু ধরে ধর,
বিকট দশনরাজি, রাজিত মুখ নিকাম ।
হক্কনী করিত ধারা, রুধিরে বহে হুঁধারা,
শোণিত পিরেছি মাতি, অতি অসীমা ।
জাহে কর্ণধার বয়, শোভে শব অতিশয়,
শবাসনা, বিবসনা, কে জানে তাঁহারি সীমা ।
নীলাঞ্জন চয় প্রায়, শোভিতেছে তারকায়,
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গিনী ভীমা ।
খড়্গ বামোর্ধ্ব করে, দৈত্য শিরচ্ছেদন করে,
ধরেছে তলধঃ করে, খণ্ড মুণ্ড ভীমভমা,
দক্ষিণ উপর করে, অন্তর প্রাণন করে,
অধঃ করে বরশান ভকতে বামা ।
নাচিছে সমররঙ্গে, তৈরব-তৈরবী সঙ্গে,—
হক্কারিছে ঘন ঘন, পরিমার নাহি সীমা ।
মহাকাল আলিঙ্গিত, রোমরাজি পুলকিত,
চকিত বগনে আঁহা কত সুধমা ।
নব রস সমাবেশ, একত্রে হেরি বিশেষ,
দ্বিনয়ন শোভে, নভে বেন নবীন অর্ধমা ।
দক্ষিণ-কালিকা ইনি, মনে হেন অনুমানি,
চতুর্ভুজ প্রদায়িনী দেবী পরমা ।
ত্রীচরণে এই চাই, যেন “অস্ত্রে পদ প্রাপ্ত পাই”
রোহিণীর এ মিনতি রেখ হর-মনোরমা ॥

প্রমথনাথ সাত্তাল ।

১২৮৮ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলায়
বাগিয়ারাকানী ভীমরঙ্গর বাড়ীলাগরে জন্ম । বাগিয়া-
কানী ছিলে, মাইনর পরীক্ষার, রাজা হৃদ্যকুমার
ইনিষ্টিটউসন হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা;
১১০২ খ্রঃ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ এ,
১১০৪ ও ১১০৫ বি এ পরীক্ষা । পিতার নাম
হুজুলাল সাত্তাল নিবাস অর্থাৎ, ফরিদপুর ।
বাহুরাজ জৈনীর কনীন ব্রাহ্মণ ।

বাখাজি—অধ্যাপক ।

পদে প্রাপ্য জননি ।

বেতনস্বয়ী বীণা-রস-ধর,

বেতনস্বয়ী ব্রাহ্মণ ।

তুং হি বেদ তুং হি বিদ্যা, নীতমাধ্য-প্রসবিনী,
অজ্ঞান অধম জনে জ্ঞান দায়িনী ।
বিনে তব করুণা কণা, হস্তর ভব জগতি
কেমনে তরি জননি ।
কে জানে মা তব নামের মহিমা,
সুর-নর-মুনিগণে দিতে পারে সীমা ।
অধম সন্তানে, বিতর করুণাকণা,
ওমা হৃৎ-কোষ-প্রদায়িনী ॥

তৈরবী—একতালা ।

হরি হরি হরি বল মন ।

হরিনাম সুধাপানে হও রে মগন ॥

মজিয়া কুরসে, মায়া মোহ বশে,

বুধায় গেল জনম ॥

আমার আমার করে মত্ত হও অনিবার,
চেয়ে দেখ মন কিছুই নহে “আমার” ।

আমার আমার-কর, বুধা ঘুরে মর,

(তোমার) “আমিত” ঘুটিবে,

যবে ধরিবে শমন ॥

পিতা মাতা দারা সূত কেহ নহে-কার,

হুঁদিনের তরে সকলই “আমার” ;

অমূল্য রতন, বসন ভূষণ,

সকলই আমার, ফুরালে জীবন ॥

(মন রে) অনিত্য সংসারে খেলনা এ সব,

হুঁদিনের খেলা, সম্পদ বৈভব ।

এ খেলা ভাবিবে, সবই পড়ে রবে,

(কিছু) সঙ্গে নাহি বাবে, মুদিলে নক্ষন ॥

ত্রীহিকের সূত্রে থাক মত্ত হ’য়ে,

অস্ত্রমে কি হবে দেখনা ভাবিয়ে ।

কেমনে তরিয়ে, ভবনলী-বোরে,

বিনা সেই নাম-মারামল ॥

প্রতি পলে পলে হর আত্মকর,

দিন দিন তুমি জ্ঞান জরা জীর্ণ প্রায়,

নাহি দেখে ডেবে কি হ’বে উপায়,

শমন-কিঙ্কর ঘনিবে বধন ॥

তাই বলি ওরে মন, কুরসে আত্ম মর্জনা,

হরিনাম যিসে আর অস্ত কিছু ভেদনা ।

তাকে বিবর-বাগনা, করবে সাধনা,

সেই সাত্তাৎসার নিরুপমা ॥

বাঁধাজ—কাওরানী ।

(মন) শরনে খপনে বল কালী ।

মজরে ভজরে মন, রেখনা মনকালি ।

কালী কালী কালী বলে,

নাচ হুই বাহ তুলে,

এড়াবে শমনভয়, বাবে ভবপারে চলি ॥

বেজন কালী কালী কালী বলে,

নামের ভাবে বায়রে গুলে,

মা আমার আপনি এসে,

লন তারে কোলে তুলি ॥

বাঁধাজ—হুংরি ।

ভালবেসে ভাল কাঁদালে ।

ভূমি-বে পরের সোণ আগতে কি জানালে ॥

আগতে আদর করে ভালবাসা জানালে,

শেষেতে নিদ্র হয়ে বিচ্ছেদ বাণ হানিলে ।

তোমার বে ভালবাসা জানা গেল বিধিতে,

মুখেতে হুধার রাশি, অন্তর মাথা গরলে ॥

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জন্ম—১৭৬৬ সাল ১ই তারি। উক্ত রাজ্যের
হুলাই, পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত
বেলেশিখিয়া গ্রাম। কিন্তু ইনি মাতুলজ্ঞের
পাতার নিকটবর্তী বেলুং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
আশৈশব তথায় লালিতপালিত। পঞ্চম বৎসর
বয়সে পিতৃহীন। পিতার নাম মাধব চন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায়। কলিকাতায় মাতামহের কোণ ভাগিনেয়ের
বাগায় থাকিয়া সেখানকার নিবেশ। ইংরাজী বি এ
পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই পদ-
বন্দ্য বঙ্গের ইহার পটুতা। ইহার দ্বাব্দ বৎসর
বয়সে রচিত শব্দর শেখর নামক বৃহৎ উপজ্ঞান
‘আবদারনে’ ভিন্ন বৎসর বয়সে প্রকাশিত হইয়া-
ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের মহাপ্রভু যজ্ঞেশ্বর
বাবুরে সন্যাসিন হইয়া পেরপুর হইতে প্রকাশিত চান্দ-
বাজার নামক কবিতা পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৮২
খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালীদের অসুখবলে প্রভুত হইয়া
হুগলীর মহাশয় দেবী হুগলী গ্রামে লক্ষ্মীধরকে
অসুখ ও প্রকাশিত হইয়া। ইহার পর ক্রমান্বয়ে
হুগলী, বাহরী, বেলুং, বয়স, পুরাণ, বহাভারত,
বহাভারত ও কালীচরণের সন্যাসিন প্রভৃতি হইল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতানা ও পঞ্জাব ভ্রমণ
করিয়া পঞ্জাবের ইতিহাস লিখিবার নিমিত্ত বিস্তর
উপকরণ সংগ্রহ করেন। হিউয়াসী সংবাদ পত্রের
জন্মরাজি হইতে ইনি তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ
করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর তাহা বিশেষ
যোগ্যতার সহিত চালাইয়া ছিলেন। ইহার রচিত
বীরমালা গ্রন্থ বাদশাহী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন।
পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাতীত ইনি বিস্তর
নাটক, নভেল, গল্প, মানববিষয়ক গ্রন্থক, অনেক
গুলি ডাক্তারী ও কবিতাজ্ঞী গ্রন্থের সম্পাদন করিয়া-
ছেন। ইহার লিখিত অনেক পুস্তক অন্তর
“প্রগীত” বলিয়াও প্রকাশিত হইতেছে।

নিম্নোক্ত গগনে দিগন্তনাগণে,

কে আগলে মরি বাজারে বাঁধারী ॥

নীরব নিখর প্রকৃতির কোলে,

কে ঢালিল আজি হুধার লহরী ।

আধ জাগি, আধ ঘুমে অচেতন,

আধা আলর আধা আধারে মগন,

আধা পিয়সা, প্রাণভরা আশা,

ভালবাসাবাসী ভুবন আবরি ।

মন্দাকিনী-নীরে মরুভূমি ভাসে,

নীরব পাদপ ফলফুলে হাসে,

শত শশধর গগনে প্রকাশে,

দূরে যায় হুংখ বিধি পরিহারি—

জীবের বাতনা করিতে মোচন,

হরিনামামৃত করি বিতরণ,

আপনারে তুলি মোকদ্দার খুলি,

চৈতন্য রূপেতে আসিলেন হরি ॥

হরি বোল, হরি বোল, হরি হরি বলরে,

অর কৃষ্ণাবন-বিশিন-বিহারী,

অর বেণুবর বনমালাধারী,

অর বহুধাতুঃস-কংসধ্বংসকারী,

মাধব মধু-সুন্দর,—

হরি বোল, হরি বোল, হরি হরি বলরে

ভাগি কৃষ্ণাবন, অধীন-সদন,

ভাগি পীতবাস, অসিতবরণ

গৌর কলবর দবদীপপুরে,

অসিবাণ আজি উদয়সাগরী ॥

মন্দাকিনী তীরে সুখীর সঙ্গীরে
মন্দার মালিকা দেববালা পল,
গাধি উপহার শেষ অনিবার
প্রজাপতি করে আশ্রয় মগল ।
ফুলে ফুলে মেলে, ফুলে ফুলে খেলে,
ফুলেতে উজলে অমরভূবন,
ফুলে দেবনকী ফুল নিরবধি
স্নিকরে বিতরে পরিমল ধন ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
তোমা ধনে যেন পাই,
মোহিনী মুরতি এ সুখের স্মৃতি
হিসায় গাঁথিতে চাই ।
চাঁদের সুহাস, ফুলের সুবাস,
মলয় মাকুত পান ।
সকলি তোমাতে, তোমাতে আমাতে,
থাকি যেন এক প্রাণ ॥

কেন ফুল ফুটে কাননে ।
আপনি হাসে আপনি ধামে,
খসে পড়ে আপন মনে ॥
কানিতে জানেনা, কানিতে জানেনা,
হাসিতে হাসিতে খুলে দুলননে,
বিজন বিপিনে বিহগনিবাস,
প্রাণ খুলে হাসে বনদেবী সনে,
সে মধুর হাসি সে মাধুরী রাশি
লইয়া পবন বহে দূর বনে ।
রবি শশী তারা সবে মাতুরা
লীলবে নেহারি বসিয়া গগনে ।
হাসে কাশ তরে কি সৌহাগভরে,
কাশে বা বিজরে পরিমলধনে ।
কাশ বা বিরহে অভরেতে নহে,
খসে পরে কেন সহাসবনে ।

শিবের শঙ্করি রণ রণ হবে,
মা ভাষা ভীম ভামিনী ভাবিত-ভৈরবে ।
বিপুলমল হরি, শোভিতমরে বিহারি,
হুঙ্কারি ভরকরা গবে কেবা রবে ।

কালীপ্রসন্ন ভাঙ্গুড়ী ।

পিতার নাম ৮ বিপিনচন্দ্র বা ভাঙ্গুড়ী । নিবাস
হাওড়া সীতাপাড়া । বি এ পরীক্ষা অধ্যয়ন ।
একাউট্টাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চাকর
পবলিক ওয়ার্কসের 'একাউট্টাট' পদ প্রাপ্ত হন ।
বয়স্ক্রম অসুমান ৩৫ বৎসর । ইহার অনেক
কবিতা, গান ও নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে ।
১০০৬ সালে 'অনুদ্বান' ইহার প্রথম লেখা
প্রকাশ হয় ।

আজি স্বচ্ছ সরল আকাশ মাঝারে,
করুণ কিরণ তারা,
স্নিগ্ধ নরনে, পৃথিবীর পানে,
চাণিতেছ কি অমির দ্বারা;—
পুণ্য কিরণে তারা ।
মৃদু হৃদয়, তব পানে চেয়ে,
কত গড়ে কত ভাসে ;
কত দেবতার চিত্তা বাসনা—
বহে তথা কত রসে ।
মরণ-আধার সাগরের পাঁচের,
আশার সংবাদ সারা,
লুক পরাণে ঢালি অবিরাম,
করিতেছ মাতোয়ারা;—
ওহে করুণ কিরণ তারা ।
স্বচ্ছ হৃদয় শূন্য ভরিয়া,
রয়েছ অসীম দূরে ;
কোন গোপন কথা পাইছ নিরত,
অসীম গোপন পুরে;—
নিজ নীরব হুরে ;
পৃথিবীর কোণে হতাশে বসিয়া,
দেখে দেখে দিশে হারা;—
অধীর পাগল-পারা ।
কত ইন্দ্রালয়, গোলক, ছলোক,
অসীম সুখের ধাম,
নিজ রচনা তোমাদের নিয়ে,
মৃদু মধুর নাম;—
তুণ্ড মানসে, বালকসু খেলা
খেলিছ অবিরাগে ।

একে—মুগ্ধ রজনী বহিছে চৌদিকে,
 কুহকী কঙ্গনা-ধারা,
 কত স্মৃতি ভুলে কেন ডুবাইয়া,
 করিছ আপনা-হারি;—
 ওহে কুহক কিরণ-তারা ।

নৃপুং বেচিতে, ব্রজের ভিতরে,
 বেচিয়া এসেছি মন ।
 দিঠিতে কিনিয়া, রাখিলা আমারে,
 সেত নহে ভাল জন ॥
 সখে, মজিহু আপনা খেয়ে,
 নৃপুং পরাতে চরণে তাহার,
 হাতে ধরি ভুলে গিয়ে ।

চরণ হেরিতে, চাহি মুখপানে—
 হাসিল কতনি বালা ।
 নেহারি ভুলহু, সে হাসি-চাহনি,
 গলে সে মধন মালা ।
 উজলা বরণে, দিশি করে আলা,
 আমি সে আধার হেরি ;
 যাবো না কখন, নৃপুং পরাতে,
 বরস বাহর ধোরি ।
 চাহিব না আর, কমক কমল,
 যে ধরে রেখেছে মুকে ;
 পলাব তাহারে নেহারি, যাহার
 অমিয়ের ভাষা মুখে ।
 হরিনীর আশি, যে করেছে চুরি,
 সে চোরে দেখি না আর ।
 চাপার বরণ, আছে বার দেহে,
 হৌব না চরণ তার ।
 চান্দিমার পারা, মুখানি যাহার,
 বড় গুণ সেত জানে ;
 ব্রজের ভিতরে, নৃপুং বিকাতে,
 আর পাঠায়ো না মনে ॥

সে যে মান ভরে গেছে চলে,—
 আসিবে না আর নিরুদ্ভলে ।

তবে কেন তার, নয়ন আসার,
 গিরি কলে—বড়ই গাথা কুহুমলে ।

প্রেমের গাঁথাটি, লিখেছে ভুলিয়া,
 কমলের মলে বতন করিয়া,
 শতবার গিরে ঘিরে যে এসেছে,
 পলাক রয়েছে ধরণীভলে ।
 বনমালা সনে হৃদয় খানি,
 কঙ্কণের সনে প্রাণ অনুমানি,
 গেছে যে খুয়ে;—কুঞ্জ কুঞ্জে বাসপুঞ্জে,
 পরাণ দিয়ে ।
 আসিব না বলে আসিবার কথা—
 শতরূপে বেন করেছে ছলে ;
 মরমে আঁকা সরমেরি ছবি তার, রেখে গেছে ভুলে
 হৃদয়ে হৃদয়ে পরাণে পরাণে, রয়েছে মিলে ।

স্মৃতি বড় করে জালাডন ।
 বাহারে ভাবিতে নাই, ঘুরে কিরে মম ঠাই,
 তারি ছবি করে আনয়ন ॥
 যে আছে তাহার পানে, চাহিতে বড় না জানে,
 যে গিয়েছে, তারে প্রদর্শন ।
 আসিতে যে গেছে ভুলে, তারি কথা ক্রতিমূলে,
 বারে বারে করে উত্থাপন ।
 যে এসেছে তারে ভুলে ভাবে না কখন ॥

ঠেদানির ডরে, পাশেপে উঠহু,
 পড়িহু পুঙ্কর জলে ; সাঁতারে সাঁতারে,
 উঠিতে কিনারে, আছাড়ে পড়িহু খালে ।
 সখে, পীরিতি বিষম লেঠা ।
 ছুটিতে ছুটিতে, হাঁকাবে উঠহু,
 পিছে করে ঢেলা পেটা ।
 কাছা খুলে গেলি, হৌচট খাইতে,
 লাঠি পড়ে গিঠে তিন ।
 সাঁকের বেলায়, একি সওয়া বার,
 মাথা করু বিন্ বিন্ ।
 মিলনের মাঝে ঘটল বিরহ, তারপর এই মার ।
 এই কাশমলা, আর কোন্ শালা,
 প্রেম করে গোপিকার ।
 মুড়ো বাঁটা খেয়ে, বাঁকের আঁখিতে,
 আছি কটা দিন ভাল, যথা মুচাইতে,
 আমার ওঁবাণি, বাঁকুরি করুকল ।

খেলে কবি কর বেয়ড়া পীরিতি,
নহে মন্দ নহে ভাল।
চাহিতে যার, প্রেমের উজ্জ্বল,
শেষে তার এই হলো ॥

খেলে তারে চুলাচুলি, না দেখিলে মরি ;
সে যে সে প্রাণের প্রাণ প্রাণের বিষম অরি ॥
তার সনে কথা ক'লে, কাটাকাটি সঁঝে সকলে,
কথা না কহিলে প্রাণ জুড়াইতে নারি।
সদা থাকি কাছাকাছি, ভাবি দূরে গেলে বাঁচি,
চোখের আড়াল হ'লে, আঁধার হেরি।
সদা করে আলাতন, সদা হরে প্রাণ মন,
সে আমার প্রাণপতি, আমি তার নারী।

গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যা- বিনোদবারিধি।

১২৪৫ সালের ত্রয়োদশের শুক্লাবদন দ্বাদশীতে
জন্ম। জন্মস্থান পাবনা জেলার গয়েশবাড়ী গ্রামে
মাতুলালয়ে। পিতার নাম রাধামোহন রায়।
ইহার বারেন্দ্র-কায়স্থ, কুলীন। প্রথমে দেশ-
প্রচলিত শিক্ষার পর ইনি কালীধামে গিয়া ব্রীহিস্পতি
নামক শিক্ষা করেন। ইহার অগ্রাধ পাণ্ডিত্য
বর্ণনে, কালীর পণ্ডিতগণ ইহাকে “বিদ্যাবিনোদ-
বারিধি, উপাধিতে ভূষিত করেন। শেষ বয়স
পর্যন্ত ইনি রত্নপুর কাকিনা রাজপুত্রের সর্বস্ব
কর্তা ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে, বিশেষতঃ ভাগবতে
ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার প্রণীত
স্ট্রীলাবতী, অষ্টাদশ মহাবিদ্যা ও মুগ্ধী প্রভৃতি
এই জ্ঞান গবেষণার আকর। পৃথিবীর গোলায়
এক গতি-বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যে অভিজ্ঞ
ছিলেন, শাস্ত্র-সমুদয়ন করিয়া ইনিই প্রথমে তাহা
সাধারণের প্রকাশ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল,
ইহার বর্ণলাভ হইয়াছে। ইনি পরম বৈষ্ণব
ছিলেন। মূলধনক ঐকান্তিকিশোরীমোহন রায়
ইহার পুত্র। ইহাদের নিবাস পাবনা।

নবরূপে উদয়-অচল,
উদিল চৈতন্য ভেজোখাম।
মোহন-বিভাবী অকরম,
হুই মেল তবি হৃদয়াম।

উখলিল প্রেমের সাগর,
ভাসিল অগৎ সেই জলে।
উঁচু নীচু হইল সমান,
আঁচিওল সব হরি বলে ॥
স্বমাধুর্য আশ্বাসন লাগি,
রাধাভাব করি অস্বীকার।
গোপী-প্রেমে-রূপ শোধিবারে,
গৌর-রূপে কৃষ্ণ-অবতার ॥
রাধা-সৌন্দর্যমিনী-রূপে ঢাকা,
নবধন নীলিম বরণ।
রাধাপ্রেম-স্বধারসে মাথা,
চৈতন্যচন্দ্রের প্রাণমন ॥
তাই রাধা-প্রেমে মাতোয়ারা,
রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান সার।
রাধা তন্ত্র মন্ত্রে উপাসনা,
রাধা বই জানেনাকো আর ॥
রাধা বলি হাসে কান্দে নাচে,
প্রেমে মাতা শ্রীমৌর্যাক রায়।
কতু প্রেমে লোটায় ধরনী,
রাধানামে কত মুচ্ছা যায় ॥
অদ্বুত প্রেমের বিকার,
ত্রিলোকে না দেখে কেহ বাহা।
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার,
পতপাখা দেখিলেক তাহা ॥
রক্তোক্ষাম হয় লোমকূপে,
কতু হস্তপদের প্রসার।
হস্তপদ উদর ভিতরে, কতু হয় কুর্শের আকার ॥
এ বিচিত্র প্রেমের বৈভব,
যে দেখিল নয়ন ভরিয়া,
কৃতার্থ হইল সেইজন, অভাগিয়া রহিল পড়িয়া ॥
নাম-সংকীর্তন মহাবক্ত,
কলিযুগে সর্বধর্মসার ;
আপনি আচারি এই ধর্ম,
শিখাইলা অগৎসংসার ॥
ভক্তসঙ্গী ভকতবৎসল,
না চাহিতে ধর্ম প্রেমধন,
শ্রীচৈতন্য ধ্যান-শিরোনামি,
না ছিল না হইবে একম ॥

ধন্ত অবতার কলিযুগে,
 ত্রিফল চৈতন্ত গুণধাম ।
 আতিকুলনির্দিশেবতাবে;
 সবে বিভ্রালা হরিনাম ॥
 হরিনাম-সংকীর্তন-বস্ত্র,
 গৃহে গৃহে বিচিত্র ব্যাপার ।
 বেদ-বিধি-অগোচর ধর্ম,
 নাহি যুগ নাহি পত্ত তার ॥
 নাম-প্রেমরসে মাতেয়ারা,
 হাসে কান্দে নাচে ভাগ্যবান ।
 লজ্জাভঙ্গ আদি ভোগাশ্রয়,
 হলো সবে বালকসমান ॥
 আতি কুল মান পরিহারি,
 চণ্ডাল ব্রাহ্মণ একাকার ।
 সকলেই এক মন প্রাণ,
 হরিনামে সবে মাতেয়ারা ॥
 সত্য ত্রেতা ষাণ্ময় ত্রিযুগে,
 হইয়াছে বহু অবতার ।
 কর্তৃ জ্ঞান আদি মুক্ত-পথ,
 রূপা করি করিলা প্রচার ॥
 কিন্তু প্রেম-ভক্তি নিরুপম,
 আর হরিনাম সংকীর্তন ।
 লগতে দুর্গত ছিল বাহা,
 আজি তাহা সাধারণ ধন ॥
 অধিকার ভেদ নাহি নামে,
 এ ধনে সবার অধিকার ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,
 গৃহী ভ্রাস্ত্রী স্ত্রী পুরুষ আর ॥
 ত্রিফল চৈতন্ত নবধন, প্রেমামৃত করি বরিষণ ।
 কলিকাল-কুলদ-বংশধন যুগপে করিলা চেতন ॥
 সাকী তার লগাই মাধাই,
 দুই জন অভি হুরাচার ;
 নিরন্তর সুকর্ণপরাধন, হিতাহিত কাহিক বিচার ॥
 ধন্ত ত্রিচৈতন্ত নিত্যানন্দ, পতিতপাবন অবতার ;
 হেন পাশী লগাই মাধাই,
 অনায়াসে হইল উদ্ধার ॥
 ত করিলাই চারি যুগে,
 বহু পৌ সেন্য ভায়মান,

নিতাই চৈতন্ত রূপাধাম,
 এদেশে হইলা মুর্তিমান ।
 শচী-গর্ভ-সিন্ধু পূর্ণ-ইন্দু, প্রেমময় কিরণ বাহার,
 নিবারিল হৃদয়-সন্তাপ,
 বিনাশিল মোহ-অন্ধকার ।
 জরভের হেন ভাগ্যোদয়,
 হয় নাই হইবে না আর,
 ধন্ত কলিযুগ যুগপে, বাহাতে চৈতন্ত অবতার ॥
 না জানি ভক্তিত জ্ঞতি নতি,
 বিষয়-বাসনা অনিবার,
 কেমনে পাইবে মন্দমতি, চরণে চরণে অধিকার ॥
 নমি প্রভো চরণে তোমার,
 ত্রিচৈতন্ত রূপাধারনার ।
 মনে হয় আশার সকার,
 নিজগুণে করিবে উদ্ধার ॥

জীবন যৌবন ধন, দারাহত পরিজন, ^১
 সুখের সামগ্রী বত আর ।
 নিশির স্বপন যথা, দেখিতে দেখিতে তথা,
 কালানলে হয় ছারকার ॥
 অহরহ কত জন, বাইছে বন-সদন,
 দেখিছে ভবিষ্য নিরন্তর ।
 ওথাপি চৈতন্ত নাই, এ বড় আশ্চর্য্য তাই,
 মোহ-মিছা ভাজরে সত্বর ॥
 বার্ষপের হুরাচার, ভয়ানক এ সংসার,
 ইথে না পাইকে কোন সুখ ।
 দেখি সংসারের গতি, কিবক বৈরাগ্যমতি,
 সাধুগণ সংসার-বিমুখ ॥
 হলাহল করি পান, অমৃতের অমৃতান,
 করিছে অভাগ্য মন্দমতি ।
 ধনহীন-অভিসান, সধা মনে মুর্তিমান,
 মাহুকের হার কি লুপ্তি ॥
 চৈতন্ত-চরণ-পদ, সকল সুখের সন্ধান,
 ভাব্যব তরুণ তরুণী ।
 কারমসোবক্য তজ, বিষয়-মাসনা তজ,
 রূপা-মায়-দ্বন্দ্ব-সকলী ॥
 তজ মন বুঝা যায়, লগে করি লীলে দয়া,
 নিরন্তর পাবি সাধন ॥

পরমিদা পরসীড়া, বৃথাযোদ বৃথা ক্রীড়া
তাজ ভজ চৈতন্ত-চরণ ॥
চৈতন্ত-চরণ-ভক্ত, সাধুগুণে অনুরক্ত
হও, কর সাধুসঙ্গে বাস ।
হরিকথা আলাপন, হরিনাম সংকীর্তন,
করিবে পূরিবে সর্ব-আশ ॥
শ্রবণ কীর্তন আর, মরণ সাধন মার,
সকল সাধন-শিরোমণি ।
এ ভিনে করিলে যত, মিলিবে অমূল্য রত,
হরিপদ-অমৃতের ॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিত্ত্ববর্ণ ।

পিতার নাম ৩৭৪৮কানাথ চক্রবর্তী । নিবাস বশাই
(জেলা করিমপুর), বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কলিকাতা সেন্-
ট্রাল কলেজের সংস্কৃতভাষাপক । জন্ম ১২৭৬ সাল ।
অনুসন্ধান ও বঙ্গালর পত্রিকার ইহার রচিত সংস্কৃত
ও বাঙ্গালা কবিতা, এবং বাঙ্গালা গদ্য প্রবন্ধাদি
আছে । রচিত নাটক “দাতাকর্ণ” ও “রত্নপ্রসাদ” ।

হুট বঙ্গার—একতাল ।

কি দিবে করিব পূজা, কি বল আছে আমার ।
তুমি গো অধিলেশ্বরী, সকলি যে যা তোমার ॥
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার
নাইত কোন অধিকার ।
(ওমা) সে সকল নিজস্ব তাবা
কেয়লি মনের বিকার ॥

তোমার বস্তু তোমার দিগে তুট হ'তে চারনা যন,
তাই মা তারা, ভেবে সাধা, কি দিগে পুণ্ড্রীচরণ,
না-না, ভক্তি অর্হে-আমার,
তাই দিব মা উপহার ॥
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিত-কি চাহিব,
কি খে হিত, আর কিসে আহিত,
আমি কিবা বুঝি তার ।
তুমি মঙ্গল রূপিনী, বিশ্বহিত-বিধারিনী,
বা জল-হর, তাই ক'রো না,
তোমার পদেই নিলাস তার ।
(আর) আমার কথা-ওমবে যদি,
করে হুট-বঙ্গার-আমার ॥

ভৈরবী—আড়া ।

নমো নমস্তে ।

তুমি অখিল বিশ্ব চরাচর সকল ভুবন-ধাত্রী,
তুমি সৃষ্টি-কিনাশন-পালন-কারণ
জীবগণ সম্পদ-সুখ-মঙ্গল-ধাত্রী, নমোনমস্তে ॥
তুমি অনন্তরূপা, অচিন্ত্য-বরূপা
তবস্ত্র অস্ত কে পায়,
ভাস্কর, শশধর, অমর সাগর,
সবে তব মহিমা জানায় ; নমো নমস্তে ॥
নগ্ন-নন্দ-কানন, জলদসবীরণ,
সবে তব করুণা প্রকাশে,
তব স্নেহ নিরঞ্জন, ভুবনে অমূল্য,
প্রকটিত পুষ্প হুবাসে ; নমোনমস্তে ॥
সমগ্র ভুবনে বিশ্বকুব্জনে
উঠিতেছে তব জুবনীতি,
আহা কিবা সুন্দর মধুরমধুরভর,
তুনি তাহ । প্রাণে আগ্রে প্রীতি ; নমোনমস্তে ॥
বিরিক্তি কেশব আদি দেবসব
অবিরত যে পদ ধোয়ায় ;
সে চরণদরশন ভাগে হাটল মম,
আনন্দ রাখিব কোথায় ; নমোনমস্তে ॥
ধন্য জীবনমম, সার্থক এজনম,
কি কহিব কথা না জুয়ায়,
ভবভয়হারিণি, পাতকিতারিণি,
রাখিও মোরে রাক্ষসপায় ; নমো নমস্তে ॥

বাঁধাজ—একতাল ।

লম্বায় জগদাশ্রয়-সুজন-পালন-নিবাসকারী ।
ভবভারণ হৃৎধারণ-ভয়নাশন বিশদহারী ॥
নীলজলদজিনি কলবর,
চরণ-সরোজে নববিভাকর,
পীতবসনে শোভিতকটি স্তম্ভমোহনমুখিধারী
পাপ-হরনে বহু সরীর,
হ'ল্লিছে যে আমি ত্রিজগৎ সমবীর,
ত্রেপদে তোমার লইত পরণ,
কর-বহিবণ করুণা-আমি ॥

সাহান—৪৭ ।

আগ আগ লক্ষ্যতি, বামিনী যে হায় হায় ।
এস্থ সময়, বল, বুঝাইরে কে কাটায় ॥
হৃদয় মিলন আর, হৃতির বা রহে কার,
কখন কি ষটে তাহা কে বলিতে পারে হায় ।
হেরে লও আঁখি ভরি, দৌহে দৌহার মাধুরী,
প্রেমালপ-হৃদ্যপানে হর গো ভোগ-ভৃষার ॥
হৃথে বাহে কাল কাটে, সে বাসনা কর ষটে,
কিন্তু জাননাত আর করিতে তার উপায় ।
মিলনে বুঝাইরে থাক, বিরহে বামিনী আগ,
হেন বিপরীত রীতে বল হৃথ কেবা পায় ॥
হৃথের হৃদিন পেয়ে, নিজ দোষে কাটাইয়ে,
অবশেষে হৃথে পড়ি করিবে যে হায় হায় ॥

পায়ে ধরি ফিরে ধে'ওনা ।
ভ্যক্তনাথ রোষ, কম মম দোষ,
মোর প্রাতি বাম হ'ওনা ॥
তুমিত প্রাণেশ, জানু সবিশেষ,
আমি যে তোমারি নাসী,
তোমারি আদরে আগরিণী হ'য়ে,
পরব-সাগরে ভাসি ;
(তোমার) সোহাগ পাইয়ে, গরব বাড়িবে,
মান করৈছিনু তাই,
তাই ব'লে যদি পায়ে ঠেল তবে,
বল কোথা পাব ঠাই ।
আর মান ত করিব না,
তোমার দিবনা কো মনো বেদনা,
তুমি অপরাধ মম নিওনা ;
অধোমুখে আর থেকোনা, আর আঁখিজল ফেলোনা,
আর আমার পরাণে ব্যথা দিওনা ॥

ভাতঃ পরিত্যক্ত বৈকল্যম্ ।

মানয় জননং বৈকল্যম্ ॥

ভূত্বা মুক্তো হৃষ্টা বধি কাতে রসমে ত্যক্তা বর্ণ,
দ্বিগু বিন্ বিহু কষ চাপল্যম্ ॥

স্বপ্নবিবর্তিত বৈকল্যে হৃষ্টমস্তি চমুখিত সমস্তা,
স্বপ্নবিবর্তিত বৈকল্যে হৃষ্টমস্তি চমুখিত সমস্তা,
স্বপ্নে কে মনোবাসনাম্ ॥

তামতিহুঃস্বামীকিত্যপি ক্রিয়তে
ন কথং চেষ্টা কপি,
নায়ং কালোমোহং কর্তুং
মাতুলুবো হৃগতি মপহকুং,
আগৃহি হিতা দৌর্বল্যম্ ॥
পরপনলেহনলান্ধিতমাত্তং
সত্যসমাজে ন কিমুপহাত্তং,
দ্বীয় তনো পরকীয়াং সজ্জাং
হৃতা কিংনামুভবসি লজ্জাং, হা তববিভ্রমপ্রাবল্যম্,
ব্যর্থমকণ্ঠেকপয়সি বিত্তং
আগৃহিতেছভিনি বেশয়তিত্তং,
কুরু হৃত কার্যং মুক বিলাসং,
কৃত্বা মাতুলুবেখনিরাসং, সাধয় জীবন সাক্ষ্যম্ ॥

কিসের আশায় কোথায় ছুটেছ,
খাম খাম আর যেওনা ।
জল নহে ওষে শুধু মরীচিকা,
ওর পানে আর থেওনা ॥
প্রথর তপন উগ্র কিরণ দিয়াছে নয়ন বাঁধিয়া,
লুপ্ত হয়েছে হৃষ্টিশক্তি হইয়া পড়েছ আঁখিয়া,
(এখন) ভাব কিছুকণ মুদ্রিয়া লোচন,
কোন দিকে আর চেওনা ॥
ত্যা নিবারণ করিবার অরে হৃদ্য-ভ্রমে বিষ খেওনা
বাঁহা জুটে বরে, তাই ধাঁও পর,
পরকাছে কি ছুচেওনা ॥

যদুনাথ চক্রবর্তী ।

ঐযুক্ত বহুনাথ চক্রবর্তী বি, এ, পিতার নাম
৬৮৪৮নাম চক্রবর্তী । নিবাস বশাই (ব্রহ্মী
করিবপুর)—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । ইনি ঐযুক্তব্রহ্মলোকা
নাথ কবিভূষণের সহোদর । জন্ম ১২৭১ সাল ।
বহু সাহিত্যিক পত্রিকায় ইহার অনেক কবিতা ও
প্রবন্ধ আছে । রচিত পুস্তক “করেক ধানি পত্র”
ও “সত্যপ্রতি ।”

—ওরে করুণ শাক ।

কোথাকার কোন্ বন্দনাগড়ে,
অন্যহিলা বেশে কাড়ে,
পচামারি পচামল করুণে পরিপাক,
আবারও উঠিল রেতে ॥

ডাল পলাতে বেজার বেড়ে,
বাজারেতে বেচতে কেটে আনে ঝাঁকে ঝাঁক ।
ছোট লোকের রক্তি হ'লে,
ভেজ দেখে তার অঙ্গ জ্বলে,
ছুঁলে পরেই কুটকুটানি, অঙ্গভরা রাগ ।
লাগলে পরে গা চুলকাই, খেলে মুখ ফুলে যায়,
ভদ্র লোকের সাধ্য কি যে করে পরিপাক ।
ওরে কচুর শাক ॥

ওরে কচুর শাক !
এমন হুট এমি পাকি, কোন গুণেতে হলি রক্তি,
ছাড়াতে নিছের স্বভাব শোষণরূপে মধুর তাক ।
কিন্দর গুণে বলরে শুনি, হলি এমন রসের খনি,
কোমল মধুর মিষ্ট তারে, হয়ে রে তুই পাক ॥
যেমন মধুর তেমনি কোমল,
দেখলে মুখে আসে জল,
একটু খেতেই আরো চাই, না পেলে হয় রাগ ।
কোথা গেল সে আশা,
কাঁচার হাথা খটার প্রমাণ,
লক্ষী ছাড়া বনের কচু হলি মধুর চাক ।
কোন গুণেতে এমন হলি ওরে কচুর শাক ॥
ওরে কচুর শাক,
পড়েছিল দক্ষ হাতে, স্বভাব দোষ কেটেছে তাতে,
স্নেহ-বোনে অঙ্গপূর্ণা মারের হাতে পাক ।
তাই হয়েছিল এমন হুতার,
গুণের তোর আর শাই যে রে পার,
জ্বেরে দোষটা গেছিল জ্বলে,
পেয়ে স্নেহের ভাগ ।
তোমি মত এ সংসারে,
স্নেহের কাছে সবাই হারে,
শক্ত হৃদয় কোমল হয়, শুনে স্নেহের ডাক ।
স্নেহ ভরে বয় ক'রে, মিষ্ট আসন্ন দিলে পরে,
বনের কচু ডাল হয়, মানুষের কথা থাক ॥
ওরে কচুর শাক ॥

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ।

১২৮৬ সালের কাভর মাসের সংক্রান্তি দিন
১৩ বঙ্গাব্দে আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়
কলকাতা হতে লিখিত । ১৯ পদব্যা

ভট্টগঙ্গার ইনি একটা অমলা বড় ছিলেন । সুচরিত,
সুকবি, সযত্ন ও পরিশ্রমিত উচ্চ শিরোমণি
মহাশয়, বাংলা ভাষার পাঁচালী-প্রবন্ধে ঐক্যের
ব্রজলীলা রচনা করেন । এক সময়ে তাঁহার
সেই পলাই বড়ই আদর ছিল । তাঁহার পোষ
মুশ্লিম হুবীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক অমূল্য
হুই বঙ্গবরের চেষ্টায়, তাঁহার রচিত গান-কবিতা
সংগ্রহ করিয়া রিয়াছেন ।

ঐ দাঁড়ারে কালিন্দীকুলে ত্রিনাথ আমার ।
রূপে চিনেছি (হে শ্রাম) তব জলধির
তুমি কর্ণধার ॥
ধ্বজব্রজাঙ্কুশ-রেখা ত্রিপদে পেয়েছি দেখা,
ত্রিবাংসলাঙ্গন-চিহ্ন অস্ত্র নাহি আর ।
ভৃগুচরণ-সরোজ-চিহ্ন অস্ত্র আছে কার,
কেবল ভদ্রি ভিন্ন, (যার) ভূষণ অস্ত্র
কিন্তু সেই 'যাকার ॥
তাল্লি কৌন্তভ ভূষণ, বন ফুলের আভরণ,
গোপী-শ্রেমে ব্রজধামে বেরূপ ব্যভার ।
আবার রাখাল মনে গোচারণে বিশিনে বিহার ॥
যেদে না পাই সীমে (যার) ও মর্হিমে
অনন্ত অপার ॥

বাহার-ভিওট ।
বুরি রাই মরে এবার,
রাখা ভার, সখি ভার, সে আকার,
(আমি) অহুমান করি বিরহ বিকার ।
কি ব্যথা আছে অন্তরে, দিবানিশি আঁধি করে,
জিজ্ঞাসিলে বলতে নারে,
(বল) কি হবে সজনি উপায় ইহার ।
দেখ আসিয়ে একবার, কি হইল রাখিকার,
এ কথা অন্তরে আর
অন্যতে বিবম সুরম আমার (ওঝো) ॥

আড়ানা বাহার-১৭ ।
(হার) কেমনে পাশরি হরি করি কি উপায় ।
করেছে কি গুণ, যদি থাকি আঁধি মূলে,
অন্তরে উদয় হয় আশরণ শরৎ বপনে,
দরশে প্রাণে বসে কি মনে,
কিরিত্তি হারি কার । পায়রি রাই বার ॥

আবার যে মন সেত লহক মনেরি মত
সদা তারি অক্লান্ত ভালবেসে তার।

এই প্রিয়তার স্রোতক, ত্রি হীন এ প্রিয়তম,
পরাভ্রমক করেছে তার অমল।

অকসে হেনসেই শবের স্বরূপ প্রমাণ,
কুকের বশে। লয়ে গহু দিরিয়ে
ককত্ব গুণ তাহে বাধিয়ে,
করে গাই কথের কারণ এমন এই রক।

গাঢ়-ভৈরবী—৭৭।

বিরোধে বিরোধ প্রেমরূপে,
বন্দী হুসনে হুসনারি শুণে,
(তার গো আবার) গল্পগল্প হানে
শর-আঁধি লম্বানে।

লিভে উভয়ে উভয়ের মন করে বতন,
তাহে উভয়ে মন্ত্রণা দেয় মদন।

হুঁকি হুইজল হারায় মন হুসনারি স্থানে।
(আবার) হাঁসিয়ে আশার কাঁসি করে প্রকাশ,
দিলে চকিতে পোহেতে মোহারি কাঁস।

(হার গো) এতে পরাজয় হওয়া দার
সমান জনে।

আলসের—৭৮।

এমনি বিরহ মোহ নাথেরি তোয়ার।
নয়নে বহিছে ধারা মুখে বাহ্যকার।
চুড়া-কড়া শোহন বেগু হুঁড় কেলে দিলে কাহু,
হুঁলার হুসর তনু উমত্ত আকার।
কিশোরী দিশেদারি করি অতি উৎকণ্ঠিত হরি,
সদা-রসে কোথা গ্যারি পারি কই আবার।
জোবারে হেরিবার তরে, বসে অবশণ করে,
ভরলতা গায়েবেরি হারি রাতে রাতে।

কলকলী—আড়া।

কি কলকলী হুই-আঁধি হুটি হল হল,
সুনিহারি করি কতাইয়ে কেন চকল।
কলকলী হুই-আঁধি হুটি হল হল,
সুনিহারি করি কতাইয়ে কেন চকল।
কলকলী হুই-আঁধি হুটি হল হল,
সুনিহারি করি কতাইয়ে কেন চকল।

কুলে যে কলক হবে নাহি তার ভল-লেশ।
রাজান-করে মারে গায়ে এই হলো অবশেষ,
যে না-সে পা-লোবে গাই,
জোর কেন এমন হ'ল বল।

আদিরা—ঠেকা।

আজ সখা কেন হেন মলিন বলনে।
আছ কি বলনে সখা আছ কি বলনে।
কি তাহে ভাবনা তারি, বারি কহে হুল্লনে,
ভ্রামলী ধবলী বেহু, তাহে অবতল কাহু,
বল কি কারণে।

আমরা প্রাচীরি সখা, ডাকিলে না পাই দেখা,
গোপনে রয়েছ একা, নাহি মন খোচারণে,
কিসে এমন হ'লে বল উঠিতে শকতি পেল,
বল কি কারণে।

এত যে সাধেরি বাঁশী হাত হ'তে পড়লো ধসি,
মুখে নাই সে মধুর হাঁসি কেন এমন হ'লো বল।

কিরিট—তেঙট।

আর হুখাও কি হুমকল হুটেছে অবতল,
সাথে কি সাথে করিসো রোদন,
বনে মাধব আজ ধুলায় ধুলর অচেতন।
মলিন সে বিধুমুখ দেখে বিদরে বুক,
আমাদের তার মুখে হুখ হুখ হুখ হুখ,
হুঁকি আজ হতে হলো প্রেমের সমাপন।
ভ্যজিয়ে রাখাল সাজ, মুগ্ধিত রাখাল রাজ,
উল্ল অঙ্গ বেই ধলন।

ব্রজরাজ খোচারণে বার-কিরণ হার।

রকে রকে প্রেমোব ওরসে
ত্রিভঙ্গেরি মদে মদে কত লত খেহু ধার।
গুণ গুণ গুণ গুণ মূহুরে
কুহুরে নূপুরে রাখে বারে বার,
মেচে চলে তালে তালে জুবল তুলালে তার।

হুট বরায়—আলঠেকা।

কারণ বিহবলার প্রেম হল
কুহুরে নূপুরে রাখে বারে বার,
মেচে চলে তালে তালে জুবল তুলালে তার।

এ আলা নিবাসের কার্য

বেকল আর আছে মরু
মিশেল তার করণে মরুরে কলে।
বুঝি বিবাহীর অজ্ঞ ভয়েতে করেনা সজ,
মরুরের মরণাতক বিরহানলে ॥

• স্মৃতি বাহার—৮৭।

বাঁধি বটে হুঁসল, এই স্তম্ভ কেবল,
অমৃত তুলিতে গরল বা উঠে।
নারীর মন রাখা বিষম যে সখা,
কি আনি কি হবে পড়িবি সঙ্কটে ॥
করিতে বাঁধিবি মম উপকার,
কি কথা কহিবি একে হবে আর,
না হইবে প্রেম বৃথা পরিশ্রম লাভে হ'তে
প্রেমের আশা ধাবে মিটে।
তোমারে আনিলেম, আনিলে রাখে
প্রমাদ বটায়ে এ প্রেম সাথে,
মালিনী রমণী সে রাজ নন্দিনী
প্রকাশে অমনি না আনি কি বটে ॥

আগেরা—৮৮।

এখনি বাঁধিবাঁধা নাপর আমার।
কুবের পদে বিকাইব স্তরকারে আর।
আর আমি গৃহে রব না স্তবন না সান্তনা মানা,
মানবনা স্তম্ভ গজনা কুল কোন ছার।
হলেম হলেম কুলবালা তথাপি তজিব কালা,
কুকবিরহের আলা সহ করা তার।
কুবের উদর হ'লে মনে, ইচ্ছা কার যেতে মনে,
কি কাজ আর ধনজনে সংসারে আমার ॥

৮৯—৮৯।

আনন্ড ভ্রাসেরে সখি ভ্রাসত সামাজ্য নয়।
বোমিজনে সেইজনে বিদ্যানে বিদ্যানে নাহিক পার
ব্রহ্মা বাঁধে নরেন চিত্তে,
কে পারে তাঁর স্তম্ভ আনুতে,
করে চিত্তাধি চিত্তে সখা নিবি জ্ঞান হারার।
শিল্পশিল্পি মনে তব,
কাজ বারো কথা

সিদ্ধ—বহাণ।

বাঁধি বিরলে একবার মাঝের মাগল পাঁচ।
তবে ত প্রাণে কি আছে তাহাকে জানাই ॥
প্রাণে কে আছে নাই, কে বুকে কাঁধে কই,
অন্তে কি নিত্যতে পারে সে মাখ বই
বারেক সে মূখ হেরে সকলি জুড়াই ॥

• বাহার—তিষ্ঠা।

কেন মনের খেদে কিশোরি মরুবে।
এখন মনচোর, ধরিয়ে দিব তোর,
বাঁধিবি তোর স্তম্ভ, পলাতে নারবে ॥
নাথের মনপাখী, তুমি ব্যাধি সখি,
পাতি রণ রূপকান আসিয়ে পড়বে।
তখন তাহার মন ছরণ করবে ॥

বিসিট—আদ্যমুখ্য।

আমরি, স্তম্ভ বড় সাধু হ'রে বসলে,
বঁধু শিখলে কোথায় এ চাকুরী।
অবলা সরগারি মন, নরকে করিয়ে হরণ,
কথায় কেন কতই হুজর,
তোমার ও কথায় কে ভুলবে হরি ॥
বারা তোমার বাঁধী শুনে,
প্রাণ সোঁপেছে আঁচরণে,
তাদের এ বকনা কেনে অশ্রু অশ্রু বংশীধারী

বাহার—৮৭।

বিক্ রাখার বিক্ তোমার,
বিক্ রাখার এমন বাসনা ॥
সে মরে তোমার স্তম্ভে তুমিহে চেন না তার ॥
এমন যে রাজনন্দিনী, তোমার ছেলে উষ্মারি
কি শুনে ফুলেছে ধনী এই শু তুমি রমণ
অবলা শ্রীমতী রাখে, পড়ে মনসে কঁধে,
শরণ নিল তব পদে এই কি তার বলোব ॥

বেহাগ—আড়া।

কুঁজে কুঁজে রাই কুঁজর পারিলী,
অমিতেছে কেন পাগলি ॥
মনে হ'লে স্তম্ভ রায়, রাখে মনসে স্তম্ভ
কুঁজর রাই কুঁজর পারিলী,
পারিলী রাই কুঁজর পারিলী

যোগেশ্বরনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

হুগলী জেলায়—বাড়ালার বাঁধাড়া গ্রামে ১২৬৫ সালের ১৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার দুব্বোপরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার জন্ম হয় । ১৭ই আশ্বিন মহাপূজার বড়ির দিন, ৬ মাস বয়সের সময়, ইনি শিশুহীন হন । পিতার নাম—৮ বিংশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বয়স ৭৭সর বয়সের সময় কলিকাতার চাঁপাউলার জ্যোতিষাচার্য প্রসন্ন-হুদার চট্টোপাধ্যায়ের বাসার থাকিয়া ইহার ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ হয় । ১২৮২ সালে এন্ট্রি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, 'জেনারেল এসেম্বলি' কলেজে এক এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন । পঠকশাতেই বৎসাহিত্যের প্রতি ইহার প্রাচুর্য অনুরাগ ১১ বৎসর বয়সের সময় ইনি সুধাকর পত্র প্রকাশ করেন, এবং তৎসাময়িক সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন । ১২৮৫ সালে 'করুন' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন উক্ত পত্রেই ইহার প্রসিদ্ধ 'কেন নো' উপস্তান প্রথম প্রকাশ হয় । 'অনুলব্ধান' পত্রে 'বিবাহা' বড়তাই 'আমাদের কি' প্রভৃতি ইহার বহু উপস্তান ও গল্প প্রথম প্রকাশ হয় । এ পর্যন্ত ইনি ২৪ খানি উপস্তান ৭ গল্পের পুস্তক লিখিয়াছেন । সামাজিক গার্হস্থ উপস্তান রচনার ইনি প্রতিষ্ঠাবিত । সুহৃৎসঙ্গীগণ অগ্রে আগ্রহের সহিত ইহার উপস্তান পাঠ করেন । সংগ্রহিত 'প্রতিশোধ' নামক ইহার এক মনোহর ঐতিহাসিক উপস্তান প্রকাশ হইয়াছে । এখন ইহার বয়সক্রম প্রায় ৪৮ বৎসর ।

বস্ত্রীর—একতাল ।

(আমার) বংশীধ্বন মননমোহন শ্রাব,

বাঁকা হয়ে বাজার বাঁশরী ।

আর গোপিকা বেধনি বসি,

সঙ্গে নিয়ে রাই কিশোরী ॥

মরি কি মোহন সাজে,

বাঁশীর তালে নূপুর বাজে,

রাই কোথায় রয়েছে লাজে,

ক্রাসের বাস শূন্য করি ॥

কিনা লোলে বনমালা, কিনা নাচে চিকণকালা,

পেখলে যেতে মনের মলা,

বদি কালার ব্যনে দাঁড়ায় গঢ়ারী ॥

পূরনী—আড়া ।

কেন নিরি, উজ্জ্বল বিজুগুণ পাও ।

বীরব ভাষায়, কেন আকাশ পূরাও ॥

কিরণে কাটলে মায়, বয়িলে উন্নত কার,

পদতলে কীমে ধর, বরেক না বিরো চাও ॥

কার ধরলে হয়ে বীর, করিয়াছ মতি হির,

শিখাও হে বিরিবর,

হিনিসরে হল প্রাণ, আমারে আগাও ॥

শিবরায় —একতাল ।

আমার পদবির বিবসি ।

সেই যেই বসন্তের ফাগু, অমর অমর হইকালী ।

পেখলে কি সাধনমোহন হিয়া, অমর হইকালী ।

জলেতে মা বরক দিলে পিঙ্গাস যেতে না,

কুহ রবের ধার ধারি না,

কাকের ডাকে শিহরে প্রাণি ॥

চৈত্র মাসের মলয় সমীর গায়ে গেপেছে,

মন আশুন অন্ননি মোদের বিত্তন অলেছে,

নাটকেতে লেখা আছে,

সবাই মুগ্ধ হইতে জানি ॥

ধাওয়াজ—মধ্যমান ।

বাঁশী শুনে আকুল পুরাণ ।

কি করিব বল সবি, বার বুকি ভুলমান ॥

যৈবর আর ধরতে নারি,

যরে কি আর থাকুতে পারি,

চল বাই দিয়ে মারি, কালারে সঁপিতে প্রাণ ॥

সাহাবা—সাপিতাল ।

হুংবে দিশি প্রজাতি উদিল হুং তপাল ।

থেকোনাকো আর কেহ হুংবায়ে অচেতন ॥

বনেশী বনেশী রথ, ঐ তলেহে নিরতর,

একতায় প্রাণ মাজায় এ ত নর কর্ণন ॥

বাহা আশা করি শাই, বচকে মেঘনি তাই,

তাই তাই এক টাই হিন্দু মঙ্গলমান মিলন ॥

উড়ারে কালপাতাল, চলেহে কে একবা,

মার মারহে আশ পুরেহে কীর্তন প্রাণ ॥

একি সাধন মনন, হুং—সাপিতাল হুং হুং ॥

সব সাধন মনন হুং হুং হুং হুং ॥

[illegible]

বলে তোমার বেবিট্টে, "মা ওমা ওকে বাঁড়াবে,"

উমা বলে 'তোমার বাবা কই,
 বাবা, আমার বাবা কই।'
 বাপ মোহাঙ্গে-বাগের ধুলে,
 জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
 বলে "মা আমার বাবা কই।"

বলে “কেমন এলো না, ওয়া বল না”

যলে, কেশে ধরে টানে, উমাঁ চাহি আমার পানে,
যলে, "কেন এলো না, তোমার বিড়ি ধানে,"
আমি সেই অবধি, সরমে, মরমে আছি ঝলসে।

ভগবতী ভাবতী

विद्यार्थी-संस्कृत-भाषा-विभाग

পুরাকালের কথা পুরাতন বাড়ি

স্মৃতিতে সকলে, কবি হৈ মিলতি

श्रीमान् बाबू. श्रीमान् बाबू.

একাত্তর হাজি মসজিদ, নদি, এতি

নাগা-কল্যাণ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(THIS PAGE LEFT) WITH OTHER
 PAGES OF THE

পতিপদে দৃষ্টি, রাখি করে হরি,
কত ভাল নয় সঙ্গতি ॥

কাল ব্যাপিয়ে, তান আলাপিয়ে,
বাজল ত্রিভঙ্গী দেবী ভারতী ।

জগরে রহিল; ত্রিভঙ্গী ধারা,
আছবী যমুনা স্বরস্বতী ॥

ওঙ্কার নামে, গঙ্গার খানে,
ধরম করম বহে ভাগীরথী ।

মধ্যম গ্রামে, প্রেমরস নামে,
যমুনা করিল দীরগতি ॥

শান্ততত্ত্ব জানে, উচ্চ মধুর তানে,
বহিল বাণী বেগবতী ।

ত্রিধারা বহিয়ে, প্রয়াগে মিশিয়ে,
‘মিলাল জ্ঞান ধরম ভকতি ॥

দৃষ্যবতী পারে, সারস্বতী ধারে,
ব্রহ্মাধি মনে ব্রহ্মমতি ।

পরম ব্রহ্ম গানে; চরম ধর্ম জ্ঞানে,
জগতে বেখাল পরম-মুক্তি ॥

(দত্তা কালের কথা।)

আছবী-ধারে, গোমুখী হরিধারে,
কমল, কনোজ, হস্তিনা বসতি ।

ধর্ম কর্ম ধাপে, শঙ্খচর্টারবে,
পতিত পাবনো ভাগীরথী ॥

(জৈতা নগের কথা।)

যমুনা জীবনে, মথুরা কুদাধনে,
পুত্রব্রত সনে হুগাদিনী শকতি ।

বেণু অঙ্গী গানে প্রেম ভকতি তানে,
যমুনা করিল উজান গতি ॥

(চাপর নুকের কথা।)

আহা কি খিচাটে, ভারত ললাটে,
চক্রে ঘুরাইল দিরতি ।

কুরুক্ষেত্রে বোলে, রক্ত বাগি মানে,
বিলুপ্ত হইল সরস্বতী ॥

শত্রু শত্রু জ্ঞান, ইলা অস্ত্রজ্ঞান,
বাহিল দুর্বল ভীকতা সহ্যতি ।

জ্ঞান বিদ্যা ধরম, জ্ঞান বিদ্যা প্রেম,
দায়ক করম অধোমতি ॥

সরস্বতী ধার, বহেনা হৃদয়ে আর,
ত্রিবেণী দিবেণী পরিপতি ।

ছিন্ন উল্লী লয়ে, অক্ষ বিদর্জিয়ে,
ঐ শুন কাঁদে মাতা ভারতী ॥

পুরাতন যন্ত্রে, ছিন্ন জ্ঞান উত্তরে,
আর কি হয় রে স্বর-সঙ্গতি ॥

ধর্মিতে ধর্ম গান, ভুলে এর ভকতি তান,
জ্ঞান পঞ্চম বিনে দুর্গতি ॥

বক্ষে বহে দিধারা; চক্ষে বহে দিধারা,
সর্বাস্থে বহে রে স্রোতস্বতী ।

আপন বিরাগে, করুণার রাগে,
ঝরপার মত বুঝে ভারতী ॥

থাক রে সুসন্তান, রাখরে মায়ের মান,
প্রেম ধর্ম কর স্নানের মুকতি ।

সারি দেহ বস্ত্র, বুড়ি দেহ-ওস্ত্র,
হৃদয়ে বহাও পুন সরস্বতী ॥

আবার একান্তে, পতি পদ প্রান্তে,
বসিয়া মাতা স্থিরমতি ।

নারায়ণ রাগে, পূর্বের সোহাগে,
গাহক গুণবতী ভারতী ॥

শুক-শারী সংবাদ ।

শুক বলে, আমার কুক রোজগারি ছেলে,
সারী বলে, আমার রাখার গহল্য দিবে বলে,
রোজগারি কিসের লাগি ।

শুক বলে, আমার কুকের চব্বা শোভে নাকে,
সারী বলে, আমার রাখার খুটিয়ে দেখবার পাকে,
নইলে পরবে কেন ?

শুক বলে, আমার কুকের বাড়ী দোলায়িত,
সারী বলে, আমার রাখার চিকিচি ছালিত,
নইলে অতি হ'ত ।

শুক বলে, আমার কুকের চেনে বড়মল,
সারী বলে, আমার রাখার গোটের মকল,
কেবল এগিট এগিট ।

শুক বলে, আমার কুকের আলখালি টেরী,
সারী বলে, আমার রাখার পুঁচি মককারী,
কীট মেল বেলা ।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কভু হাট কোটধারী,
সারী বলে, রাখার তখন ঘেরাল বাঘরি,
সে যে হুই বাপসী ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সাম্যগীতি পায়,
সারী বলে, আমার রাখার ভুলাবারে চায়,
নইলে বিষম দায় ।
শুক বলে, কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা-তরে,
সারী বলে, তাইন্তে রাখার কোটালি সে করে,
এই দিনচুপরে ।
শুক বলে, কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার,
সারী বলে, নৈলে মন পেতো কি রাখার ।
হতো পাঠর ধরা সার ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কোমুত তন্ত্র পড়ে,
সারী বলে, আমার রাখার পূজা-করবে বলে,
কোমুত রাখা তন্ত্র ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ হবে বলমুছিরার,
সারী বলে, আমার রাখা তাতেও আশুসার,
যমুনায় ডেউ দেখেছ ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায়,
সারী বলে, আমার রাখা মন্ত্রনাভা তার,
সে যে মন্ত্রগুরু ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লেখে নবমল নাটক,
সারী বলে, তাতে রাখার গুপেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সংকীর্ণ গায়,
সারী বলে, বিনোদিনী মহাপ্রভু তার,
নৈলে ভজবে কেন ।
কবি বলে, শুক সারীর বিবান সে অনন্ত যমুনা,
গোটা হুই কথা-স্বাত্র দিলাম নমুনা ।
বলি, লাগলো কেনক ?

ললিত-চক ।

কত সিন্ধি খিঁচি মা গো রাজরাজেশ্বরী !
তোপচকু বৈকি মা গো রোণপরিহরি ।
দাঁদিকে পুস্তকসিঁদা, শুভা-বিদ্যা সুরমল,
আমিও দেখাই সব কুল কুল ধরি ;
কত সিন্ধি খিঁচি মা গো রাজরাজেশ্বরী,
কত সিন্ধি খিঁচি মা গো রোণপরিহরি ।

আকাশের কোলে গুই নব জলধর,
কেমন নয়নভরা রূপ মনোহর
তোরা বাবি গুর কাছে, বাবি বসি আর,
আঁকা বাকা দেহবাশি গুই দেখা দার ।
কাছে গেলে জলধর নিবে জলধর,
তুমিত তপিত হিয়া জুড়াবে সবার ।
কত রামধেনু সবে দিবে হাতে হাতে,
তোরা বাবি খকি আর, আকাশের সাঁকে ।
আকাশের কোলে গুই নব জলধর,
কেমন নয়ন-ভরা রূপ মনোহর ।

গুরে আকাশের পাখী, কেন চাল জল,
আশে পাশে জলধর (তোর) করে চল চল,
ভনিয়াছি তুই নবমুখারি সিনা,
আর কোন বারি তুই পান করিবি না ।
তবে কেন ধার বার চাল তুই জল,
হিয়াতে বার্জে রে, হই পদাশ বিকল ।
মরা মামুখের কথা মনে পড়ে, পাখী,
বিধ না হুয়ে আর বার বার তাকি ।
তোর কি জলের হুখ শু ফটক জল,
আশে পাশে জলধর (তোর) কুরে চল চল ।

‘যে ধাবায় সে বাড়িক’, পুরবীতে বলে,
আমি ও বাব না কভু যমুনায় জলে ।
যমুনায় জলে আমি ছায়া দেখিয়াছি,
সে অবধি যমুনায় কুল ছাড়িয়াছি ;
ছায়ায় মায়ার বলে হই আন-মনা,
যে বাবে সে বাক জলে, আমি ও বাব না ।

বাউলের গান ।

তপ, বপ, বাপ, বজ, কার তরে মন উপবাস ।
কার তরে ডের পার্কণ, করিসরে তুই বার মা
কলুচুলে গাটা নাখে, লম্বা নখে উজ্বল হাতে,
হুনি জেলে হুখ কাটে, পাছতলাতে করিস বাস
কেন হুনি জেলে হুখ কাটে,
পাছ তলাতে করিস বাস ।
হুই হুখে, হুইটে কাখে,
গাছা হুই হুইটে কাখে,

গৃহিণী বদলে গহনা ভিধারী,
তোর বদলে শালা ।
কুটুম্ব বদলে কুপোষ্য জুটেছে,
ব্যভারে কালাপালা ॥
সঙ্গীত বদলে সঙ্গত আছে,
তামিল বদলে তাল ।
আমোদ্য বদলে মদেরি বোতল,
জ্বল খোলায়ে গাল ॥
নমস্কার বদলে আবিষ্কার হয়েছে,
মাথা নাড়া নাড়ি ।
আলিঙ্গন বদলে হস্তকম্পন,
পঞ্জা নড়া নড়ি ॥
কমড়া বদলে সমতা হয়েছে,
সমান মিছরি মুড়ি ।
রক্ষক বদলে ভক্ষক জুটেছে,
(বৈ) পনের বদলে বুড়ি ॥
পকার্য বদলে লাঞ্ছনা হয়েছে,
জ্বের গোলাম জুরি ।
শাসন বদলে শোষণ চলেছে,
দেহি দেহি ভুরি ॥
রাজত্ব বদলে বাণিজ্য হয়েছে,
কোটর বদলে লক্ষ ।
অযুত বদলে নিযুত লইয়া,
ভাণ্ডার ভরিছে যক্ষ ॥
সর্বস্ব বদলে সভ্যতা পেরেছি,
চক্ষু থাকিতে অন্ধ ।
কঙ্কণ বদলে গন্ধর গাইছে,
কাষের বদলে ছন্দ ॥

পূর্ণিমাঃ বংশীরব ।

বাসের গানের হর ।

হুধা পানে হুধাকর, আজি অকাতর,
বিমানে বহিল বজা, তর তর তর ।
চকল তারকার করে টলমল,
ঝিকি ঝিকি ডুব, উঠে বলমল,
মজিল, মগ্ন বহি হুধার-নগার—
বাঁহতে বদরি গরি তর, শিহরার ।

চলিয়া হুধার-বন্যা, বম্বার জলে,
শতধা গরবী চাপ মাটি মাটি চলে ।
কাঁপে জল, কাঁপে বন, কাঁপে সমীরণ,
বুঝিবে বুঝিবে কাঁপে অই কদাচন ।
না না ॥—অই গরজ শতীর লব হিঙ্গ হিঙ্গ হিঙ্গ—
বাঁশী বায় শ্রাম বায় বাঁশি বাঁশি বাঁশি,
সারি গামা পাখা নিশা কুৎ কুৎ বাঁশী,
পূর্ণিমা রাখে নিশা শরতের আজি,
আজি কাঁড়াননী ব্রত হবে উপাশন
ব্রত ভুলি ঘুমে ঢুলি আছ কি কারণ ।
সারি গামা পাখা নিশা গামা সারি পাখা
শারদিম ব্রত নিশা কাঁহা ডুহ রাধা ।
বাঁশী বায় শ্রাম বায় বাঁশি বাঁশি বাঁশি,
অই গরজে গভীর সব হিঙ্গ হিঙ্গ হিঙ্গ ।
তিষ্ঠে তিষ্ঠে নষ্ট চন্দ্র আকাশে ঐ ধামে,
ডুবেছে হুধার বজা বংশী-কব তানে ।
কালামুখী, কালিনী তু ছাড় রক্ত ভঙ্গ ।
মিচল নিখর স্তন হুতনি ভরঙ্গ ।
না কাঁপ, না কাঁপ লতা, না শিহর তরু,
অতর দিতেছে বংশী ভয়ঙ্করে অরু ।
(তখন হলো:) হির বন, সমীরণ বম্বার জল,
না নড়ে গাছের পাতা অভিক্রা মিচল ।
চাঁপোয়ার গারে আঁকা চন্দ্রমা বেমন,
নীল গগনে হির চন্দ্র রহিল পুতমন ।
টিপি টিপি হাসি হাসি লক্ষ্মীমিচল,
আঁখিকোণে কহে কথা লভয়ে লভয় ।
(তখন) বংশীতে পুরিল স্বর পূন শ্রামার,
নিধুবন কাননে রে আর আর আর ।
তখন বংশীকণা ব্রজলিনী চলে কদাচন,
শ্রাম পাগলিনী সবে শ্রাম দরশনে ।
জড় পাশী নাহি পারে ভাজিতে শরন,
নয়ন মুদ্রিয়া ভাবি সে বংশী-বরন ।

ভারতীর রোমন ।

ভৈরবী—সংকীর্ণা ।

অবেশ সঙ্গাম, জুই কদলি জে-আলমার ।
না বুঝি নিম্ন লক্ষ্য হুধা-আলমার ।

ব্রহ্মার তনয় আমি, ব্রাহ্মণ্যমম স্বামী,
 মহাকাল কোণে এর গাইরে সংহার ॥
 ব্রহ্মার বানস-নর, খেতপল ধরে ধরে
 পদ বনে বহল সনে করেরি-বিহার ।
 এখন এ কাণীষকে, কানীষকে বক্ত বহে,
 চারি দিকে কালসর্প, খেতক অনিবার ॥
 নারায়ণ-পদ সোঁবি, ধরায়-আছিহু দেবী,
 আদরের আদরিণী-হিলাম সবার ।
 কি পাশে পাগিলী আমি, ক্রীপকে ঠেলি স্বামী,
 নাহি জানি ভাল মন্দ কপাল আমার ॥
 শিরে বলি মহাজন, লস বত রত ধন,
 শূন্য সব ধাতু খোলা, ত্রিশূল ভাঙার ।
 তবু তো রে ক্ষান্ত নহে, অঙ্গের শোণিত চাবে,
 নিজস্ব সর্বস্ব দিয়ে নাহি রে নিস্তার ॥
 বসন ভূষণ নাই, অঙ্গে ফুলা মাটি ছাই,
 কল্মষ কোণে হস্তেছেরে শিরে জটা ভার ।
 পিতার বিরূপে পড়ি, মাতা তোর গড়াগড়ি,
 উৎসবের ছড়াছড়ি এখন তোমার ॥
 ধরে ধরে কুল-মাল, উড়াও নিশান লাল,
 বাঘাভাও-রঙখোলা কর অনিবার ।
 কবিন্ উৎসব মেলা, খেলিন্ যে কিবা খেলা,
 এই কি সমর-বাছা তোর খেলিস্বর ?
 শত্রু মুখে দিয়ে ছাই, ফোর মুখ পালে চাই,
 বরসের চিকি লস দেখিরে তোমার ।
 এমন কপাল মোর, না হইল জ্ঞান তোর,
 না বুঝিলি ছুর-বশা এ হৃদয়িনী-সার ॥

পুন্ডাচরণ সুরকার ।

অজয় হার, গিমা পুন্ডাচরণ সুরকার বহাৎ
 পনের গতি (পূর্বে পুন্ডাচরণের পর) আরও এই
 কবিতা গান পাওয়া গিয়াছে ।

শিবের বিবাহ

পাঁচালীর ঘর ।

বীৰ শিব শিব বল রসনার ।

দেখ, মইতে আসিরে, মোহিত হইরে,

মহাশয়-কল কল-বায় ।

অকলঙ্ক-পাকর, শিব শিবকর, কল-কল-বায়,

কল-কল-বায়, শিরে-কলাইল, কল-কল-বায়,

সেই দেব ত্রিলোচনে, ভাব স্তব্ধ স্বতনে,
 শয়ন ভবন হবে না গমন,
 তরিতে তরিতে, অনায়াসে লভিবে,
 সদাশিব মোক্ষদাম, সর্বাংশে, কৃপায় ।

গৌরীপুরে কি মাধুরী হায় হায় ।

বিনি অচিন্ত্য কালিকা, ত্রিলোক-পালিকা

গমন বালিকা,—ভাবে বেগল ॥

সকিনী সমাজ বঙ্গতে বিরাগ,

হৃদাকর যেন তারাগণ মাক,

আহা কিবা শোভা, ভুবন মন লোভা

ধরাতে না ধরে রূপ আভা,

নিরখি ধনি নারদ, ভাবে অতি গদগদ

প্রেমেতে সজল নয়ন যুগল,—

বলিছে কি মায়ায়, করেছে গো মহামায়া

ভাবিলে ভাবনা ভুলে যায় যায় ।

আমারে বলিলে বলিলে বুড়া বালিকা আপনি ।

বয়স তোমার সম, নহে ব্রহ্মা বিষ্ণু ষম,

ভেবে দেখে তুমি মম,—পিতার জননী ॥

নাতি-জ্ঞানে কত ছলে, হাত কর কতুহলে,

বুড়া বুড়া আমারে বলে (তারিণী) ।

কিন্তু আমি ওৎপন্ন, মিলাইব হেন কর,

বয়স পিতামহ পর, বৃদ্ধ শিরোমণি ॥

মুনীন্দ্র তুষিতে ধায়-গিরীন্দ্র মোহিনী ।

চন্দ্র যিনি জ্যোতি অলে, হরেন্দ্রবন্দিনী কোলে,

নগেন্দ্র সহিত চলে, গজেন্দ্রসামিনী ॥

উত্তরের রূপ আভা, শিবর করিল শোভা

হুমেরু সমান হয় জ্ঞান ।

(গিরি বাসে) উমা তাহে শিশুহলে,

হাসিছেন কতুহলে, খেলিছে যেন অটলে,

শত সৌদামিনী ॥

গিরি নাহি জান আপসার ।

তুমি ধরায়, অতি ভাঙ্গায়, পৃথি ধরে না ধরায়

অচিন্ত্য স্বপ্নি, শিবের চিত্তাধি

বীবে চিত্তে নাহি পান চিত্তামণি ।

কিবা করিলে বরণ ।

বরে-বরে স্বত-এরোপণ,

চাঁদের-মণ্ডল-বন ধরাতে ভ্রমণ ॥

মাথার বরণ ভাল, লয়েছে কোন বালা,

মল্লিক মালাতী মালা, বোঁপায় সুশোভন ।

কোন কোন রমণী, দিচ্ছে উলু ধনি,

শম্ভ লয়ে কোন ধনী, বাজায় সঘন ।

ছি ছি এ কেমন বর লো ।

আই মা লাভে মরি বাব কোথা,—

দেখে উহার চাঁট নাট গারে আসে অর লো ॥

বিরর বেণা এরোর মার, দেবাইল ভাল সাজ,

শান্তীকে নাহি লাজ, হ'লো দিগবর লো ॥

কি করিলে পাশলে বর আকুলিত খেদে মন ।

অকুল পাথারে আজি ভাসাইলে উমাধন ॥

নারদের কথার তুলে, আনি অতুল বাতুলে

তাহারই করে করিলে স্বর্ণলতা সমর্পণ ।

ভেবে ছিলাম ভাল বরে, কত দিব সমাধরে,

সে সাধ গেল অন্তরে হ'ল অন্তর লহন ।

না আনি পাখাণি আজি কেমন প্রমাদ ঘটায় ।

হর মোক শকাঃকিন নিজে একি বিবাহ দায় ॥

দারে পুজি প্রোণগতি, বিনি মজা প্রোণগতি,

কটুভাষ তাঁর প্রতি, কত নাহি সহ আদায় ॥

দক্ষালয়ে তাঁর দিকায় ত্যজেছিলাম মম কার,

হিমালয়ে সেই দার, খটে বুঝি পুনরায় ॥

নবজীবনের গান ।

ভৈরব—একভাঙ্গা ।

ভোর হইল, অস্ত জাগিল,

রেতনে-জাছিল দারী নয়,

মধুর তানে, বিভূষণে,

বিহঙ্গকুল হৃদয়ে বর ।

উদিত গগনে, লোহিত বরণে,

তিমির নাশন দিবাকর,

আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে

নিখিল নাথের চরচর ।

অচল, অমড়, অটল পাহাড়,

সমুখে হেরিয়া প্রভাকর,

চমকি চাহিল, থম্বকি রহিল,

বকমক করে গিরিবর ।

মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল,

গ্রামলে ধবল মনোহর,

বেণুর বাধনে, ধেহুর চারণে,

অবধ-নয়ন-তৃপ্তিকর ।

লতার উপরে, পাতার ছিতরে,

শাদা শাদা ফুল কি সুন্দর,

বায়ুর চালনে, প্রভুর চকুণে,

প্রণিপাত করে ভক্তিবর ।

সরসী-শোভিনী, রূপসী নলিনী,

পরশি কোমল রবিকর,

তাজিল শয়ন, তুলিল বরন,

বরিছে নয়ন বর বর ।

সুগন্ধ লইয়ে, সুমধু বহিয়ে,

সীতল লম্বীর সুখকর,

শাখীরে লাড়িল, পাখীরে বদিল,

বাও বাও দিক দিগন্তর ।

ভাগিল পাখী, ভাগিল শাখী,

হেরিল লতারে ছাদ পর,

বনে-লতা, মনের কথা,

বলিছে কাঁপিছে ধর ধর ।

বালের কলার, গাছের পাতার,

মোতি ছড়াছড়ি অলঙ্কার,

প্রতুল ঐশ্বর্য, অতুল আশ্চর্য,

এ রাশেরই বোণা রাশের বর ।

অনন্ত কেতন, অতিষ্ঠা কেতন,

মহান বিশাল বিবরণ,

সমর জীবন, প্রেমের ক্রৌড়ন,

ললিত ভৈরব সহোদর ।

হারাণচক্র রক্ষিত ।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচক্র রক্ষিত মহাশয় ১২৭২ সালের আশাচ মাসে ২৪ পরগণার মজিল পুর এখানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৮ হরিদাস রক্ষিত। ‘কর্ণধার’ পাত্র সম্পাদন প্রভৃতির পর বঙ্গবাসী, কাব্যজগৎ-কর্ণ গ্রন্থ এবং ‘কর্ণধার’ মহাভাষা যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহায়তায় ইহার উন্নতির সুত্রপাত। ‘চারিভাগ বাঙ্গালা’ ‘নেকপিরার’ এবং ‘বঙ্গের শেষ বীর’-রাণী ভবানী প্রভৃতি উপস্থান প্রণয়নে ইহার যশঃসৌন্দর্য এখন বিখ্যাত। বিগত ১০০১ সালের ১৭ই পৌষ (১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী) সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে ইনি ‘রায় সাহেব’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপাধির লবণ দান-কালে তাত্‌কালিক ছোটলাট বোর্ডলেন বাহাদুর ইহার উপস্থানাদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। গত বৎসর নি এলে পরীক্ষার্থীর বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিদারুণ স্ব্ধার মধ্যে, ব্যক্তি সাহিত্য জীবন গ্রহণ করিয়াও, আপন অধ্যবসারে মানুষ কতদূর উন্নত হইতে পারে,—ইনি তাহার অকুণ্ট দৃষ্টান্ত।

গোবী—একতারা।

হে ব্যাধা-মনন, শ্রীমধুসূদন,
ভব-ব্যাধা হ’বে কবে হে-সর
জীব ব্যাধা পায়, তুমি বয়সর,
কেননে তা দেখ, হইয়ে নিদর ॥
কোটি কল ধ’রে, যুগ যুগান্তরে,
পেয়ে আসে ব্যাধা, দেবদাহর নরে,
তোমারি পুণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
কেশা হলো হরি, ব্যাধা না সর ॥
(আর) ব্যাধা বলে ব্যাধা, বিলাপের গাথা,
ধরাবল্লভ ভেদি উঠে বধা তথা,
কি করণ-স্বর, টলেও ভূধর,
(কেবল) তোমারি আসন, অটল রয় ॥
তবুও তোমার নামটি ‘নয়ান’,
আছে হে বিদিত জীব সর্বকাল,
(তুমি) রাখ আর রাখ, তবুও কাঁড়ালে,
“কাঁড়ালের হরি, বলে গাবে ভর,
জ্বর কেন হরি, “ব্যাধাহরী” নামে,
কলঙ্ক রটাও সাধ করি জ্ঞানে,
আম্বারের দুঃখও অজ্ঞানে অধমে,
কোলে টেনে লও, কল্পধর্মর ॥

দিল্লী-বাঁধি—বৎ।

(কবী) কত খোলা আন তুমি,
তোমার বেলা কে কখন পূরে।

যে বলে বুঝেছি আমি,
পদে পদে সেই মা হারে ॥
(আমার) বুদ্ধির মুখে দিবে মা ছাই
ঘুচাও বঁত আপন বামাই,
বুদ্ধি ধ’রে যেই চলে যাই,
পাঁচ ভূতে মা বেঁধে যারে ॥
(আর) মার খেজে পারি না তারা,
পারে রাখ মা শিব-দারা,
হয়েছি যে-দিশে হারা, মুক্তি যে এ কারাগারে ॥

ভৈরবী—বৎ।

(ওমা) পারি না আর বইতে বোকা,
আমার মনের মানস কেড়ে নে।
ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি, যে মা আমার ছুটা দে ॥
স্বরের ছেলে স্বরে-বাই মা,
আর বিদোড়ে কাজ কি শ্রামা,
যার চায় তাদের দেমা, আমার পরক-বাড়েরে।
আর বাড়িরো না পারে পড়ি,
খাওয়াবে কে বিশ্বের বাড়ি,
কেউ কেওরাবে হাতে দড়ি,
তখন তাদের ঠাণ্ডাকার কে ॥
কণ ছাড়েই ঢের দিয়েছ,
হ’হাতে আর দিবে কত,
ভাট্টিয়েছ হাত, বেশ ক’রেছ,
(এখন) ভাল-জান পলাই দে ॥

আর লোভ দেখাস্ নে তারা,
আবার হ'বো আপনা হারা,
দোহাই তোর—সারাসারী—
আর যেন না আনেন সে ।
(ওমা) পারি না আর বইতে বোকা,
আমার মনের মানস কেড়ে নে ।

শিখু বাখাজ—মধ্যমান ।
মার ভাবনা মায়ে ভাবে,
তুমি আমি কি করতে পারি ।
মায়ে কাঁদায়, কাঁদি, হাসায়-হাসি,
কলের কাজ যেন কলে সারি ॥
(মন) ভুলান রে, অহঙ্কারে,
'আমি করি'—ভেবোনা রে,
করান্ তিনি ব্রহ্মরী,
(তাই) কখন্ জিতি কখন্ হারি ।
হায়! জেতা কান্না হাসি,
সর্ব্ব্বাটে সেই সর্ব্ব্বনাশী,—
প্রাণ কাড়ে, কখন্ বাজিয়ে বীণী,—
কাণী কালা চিন্তে নারি ।
মার ভাবনা মায়ে ভাবে,
তুমি আমি কি করতে পারি ॥

পিনু-বারোয়া—চুংরি ।
মায়ের কুপার নাইরে তুলনা ।
যে জেনেছে সেই সজ্ঞে,
জানবে কিরে আর জনা ।
শিত না আসিতে তবে, মাতৃপুনে হৃদ হবে,
বা পিয়ে সে বেঁচে যবে,
করবে মায়ের লাখনা ॥

ভুলে' জীব এতক্ষণ কথা, ঘুরে বেড়ায় হেথা সেথা,
পাঁচ ভুড়ত তার খায়রে মাথা,
(বলে) কোথা যা জেগে করণী ;—
মার চেয়ে করণা বার,
'জাইন' খমতি আছে রে তার,
আমি জয়-ধারি না খায়,
যে বোকা সে বোকাই না ॥

হুইট-মন্টার—একতাল্য ।
('সারো') আর কত কাল, এ ভব-বস্ত্রণা ।
যাতায়াত ক্রেশ, হরে নাকি শেষ,
জনমে জনমে আর যে পারি না ॥
হেঁড় কর্শ-কাঁস, জীবনের ত্রাস,
অশান্তি উষ্মণ ভাবনা হস্তাশ,
কত দুঃখ যায়, দে মা পণছায়া,
মিটেছে আমার সংসার কামনা ॥
দেখি মা নিয়ত আসে যায় কত,
জলবিশ সম ফোটে ডেবের শত,
গ্রহ তারা ধসে, পুন চাঁদ হাসে,
সে হাসিতে মন প্রবোধ মানে না ॥
কৈদে কৈদে হায়, হয়েছি পাষণ,
জীবন যেন গো বিজন ষাণ,
সরেছি বিস্তর, বিপন্ন হস্তর,
সকলি ত জানো, তুমি ত্রিনয়না,
(আর) কাল নাই খেলা, পড়ে এস' বেলা,
চাহি না জিজিতে, (এবার) হারিবার পালা,
ধীরে ডুবে মোর অন্তরে ভেলা,
হায়রে পাষাণি, তোত্রিত ছলনা ॥

সাধ ি পুরিবে, আশা কি মিটিবে,
তেমল কপাল আছে কি মোর ।
কি জানি কি হবে, এ ভাব কি রবে,
তাই জেবে পড়ে নয়ান পোর ॥
এ মধু বামিনী, এমনি কি বাবে,
শ্রোমের মূৰ্ত্তি অদরে হাজিবে,
ওই মুখ চাঁদ এমনি হাসিবে,
চুস চুস রবে আঁখির ঘোর ॥

সাধের জীবনে, সাধ ক'রে কেবা,
হৃদয়ে বিবাদ আগে রে ।
অভাগা বড় সে, বঞ্চিত হয়বে,
দারুণ তরাসে, গুহে গো যে ।
বেঁচে ম'রে থাকো, কাজ কি সে বেঁচে,
হওরে স্বপন, যেসে যেসে যেচে,
যুগ আনি-পোর, বীর বেগ-জোর,
সেইসে কিংবা, সত্যকী-সে ॥

মেঘ—একতালী ।

এই ত মা দিন এসেছে তোমার,
বৈধবা জীবন ব্যথা সহিবার,
ব্যথা পেয়ে ব্যথা ঘুচাবে ধরার,—
এ সৌভাগ্য কার হয় গো জননি !
বা করেন বিধি মঙ্গল-কারণ,
জেনো পতিরতে, মনে অমূল্য,
বিধবা বলিয়ে ভেবনা কখন,
পাষণ তোমার হ'য়েছে পরানী
ত্রস্তচর্য-ব্রতে দেবত্ব দেখাবে,
দান ধ্যানে পুণো ভারত মাতাবে.
অন্ন পেয়ে লোককে উচ্চকণ্ঠ গাবে,
অন্নপূর্ণা নামে 'জয় মা ভবানী' ॥
উন্নত প্রধায় কর লোকহিত,
'মাতৃস্নেহে কেহ না হবে বঞ্চিত,
সমগ্র জগৎ হবে মা স্তুতিত,
কল্পণায় তব, কল্পণায়পিণি ।
শৈশবে একেছে যে করুণা ছবি,
হৃদয়ে রেখেছ, যে প্রতিভা রবি,
বর্ণিতে না পারে কোন ভক্ত কবি,
এমনি মা তুমি মানস-মোহিনী ।
ভেজ' ধরাসন, মেল মা নরন,
কে বলে তোমার নিষ্ফল জীবন,
দয়া ধর্ম্য কর ব্রত উদ্‌ঘাপন,—
হে শুভে, সাধিকে, হস্ততথারিণি !

চাক্ৰচক্ৰ রায় ।

যশোর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটবর্তী
বৈরাগপুর নামক গ্রামে ইহার জন্ম হয় । ইনি
কারু-বংশোদ্ভূত । ইহাদিগের আশল পদবী
'পাদিত', কিন্তু ইহার পূর্বপুরুষগণ দাবাবী 'আমল'
রায় উপাধি গ্রাপ্ত হইয়া বসিয়া । তদ্বধি রায় উপাধি-
এই খ্যাত । 'সুকান্ত' 'কাব্য' 'হমনী' 'হাস্তারব'
প্রভৃতি কবিত্বাদি পুস্তক ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন ।
দার্শনিক পত্রিকায় ইনি নিম্নলিখিতরূপে প্রবন্ধাদি
দ্বিবিভক্ত :- 'সঙ্গমারী' 'কাঞ্চনকর' 'হৃদয়-প্রকাশিত'
'সুখীভারত' 'এক' 'স্বর্গ' 'স্বর্গ' 'ই' 'স্বর্গ' ।

রূপক ।

কোথা শ্রীমধুসূদন, আমার রাখ হে পায় ।
হরি, দেখা দাও, বিপদ ঘৃণাও প্রাণে বল দাও,
মুখ তুলে চাও, দয়ার নিকর তুমি--শ্রেয়স্বধার,
আমার ভালে কি গরল ঢালিবে সুধার-আধার !

ইংরি ।

তবে কোন দোষে, কিবা রোষে,
দাসীরে ঠেলিছ পায় । কোন শাপে,
পাপে ফলশাপে, হ'লে হে পাষণপ্রায় ॥
তুমি সহায় সম্পদ, নাশ হে বিপদ,
তুমি না রাখিলে হরি,
কেমনে উদ্ধারি আর, ক্রমতর অন্তরে হার !
ডাকি হে তোমায় ॥

একতালী ।

এ বোর বিপদে হরি, আজি তার' হে আশায় ।
তুমি অনাথের হে সহায় ॥
তব করুণার বারি, ওহে ভবভয়হারি,
চেয়ে আজি হারি,
আকুল হিয়ার, ভবিষ্য চাতক-প্রায় !
আজি নিবার' বিপদ শ্রীপদমূলায় ॥

সোহিনী বাহার—জলদ ভেতালী ।

বন কুম্ভিত, কুঞ্জ মুঞ্জরিত,
শুভ্রে অলিকুল ফুলে ফুলে ।
হৃদয়ে তরুণে, কোকিল-কুহরে,
মলমানিল বহে মুড়লে । শ্রাম তরুণকালে,
শ্রাম লভিকা দোলে, পাণিগ্না গায়ে কুঁড়ুলে ।
শুভ্রে সঙ্গোথরে বিহঙ্গ বিচরে,
সোণার তরঙ্গ চলে কলকলে ।
হৃদয়ে কমল হাসিছে সলিলে ॥

কুহর—কং ।

নিচখিলে বার, উল্লাসে লগন,
তবে কেন বিধি নাহিক মিলার ।
হেরিতে যে চাঁদে, সম প্রাণ কায়ে,

তাহার বদন, শ্রুতি অনুব্রণ,
তার তরে সঙ্গা বরষে নরন,
সেজন বিহনে, বাচি না যে প্রাণে,
ভালবেসে পেয়ে হ'ল একি দার।

বৃন্দ বিখিট—গোস্তা।

কেমনে ভুলিব বল মে বিধুবনে;
সে রূপ আগিছে মনে শরনে স্বপনে।
হৃদিপটে আঁকি যারে, রেখেছি যেতন ক'রে,
মুছিব মে ছবি আজি বল কোন পরাণে।
নিরাশা আঁধার মারে—আশার প্রদীপ সে যে,
সে দীপ নিবাত্তে জ্বলি নহে দ্রুতহনে ॥

ভৈরবী—চিনো ভেতলা।

মন ধারে ভালবাসে কেন তারে নাহি পার।
যার তরে আঁধি করে, সে ত কিরে নাহি চার ॥
কি চ'খে দেখেছি তারে, সঙ্গা বাসে আঁধিপরে,
হৃদি-ভরা প্রেম-নদী সঙ্গা মে সাংগরে ধার।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী।

“নন্দবংশোদ্ভব” নাটক ও “শক হৃদিভা” উপস্থাপন প্রণয়নে এবং বিবিধ সাময়িক পত্রের লেখক রূপে ইনি সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। বয়স্কসং প্রায় ৬৫ বৎসর। প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে ইনি সুপ্রসিদ্ধ।

পরজ—রাগভাল।

অমর কেনরে মর, মরণ তরে।
মরণের ঘেরে ফেল, আঁধার পালে চরে।
যে মরিবে তার মরে, মর কেন চিত্ত করে,
ভ্রান্ত কেন ভুলে থাক বহিরঙ্গ লরে।
সিদ্ধি দেখে হয়ে নষ্ট, হারয়ে যে স্বর্গভট,
আঁধার পালে কষ্ট, মোহ-রূপে মগ্ন হয়ে।
নিরসিদ্ধি হয়ে যদি, এসেছে এ যন্ত্রাত্মি,
হৃদি-ভরা প্রেম-নদী সঙ্গা মে সাংগরে ধার।

ভৈরবী—একভালা।

নাচিয়ে গাইয়ে, বংশী-বাঁজিয়ে, নটবর যদুয়ার।
সহ ধেমুগণ, প্রহর, বদন, চকল পদে-ধার ॥
মৃগল চরণ রাজীব রাখে, মৃগল মধুর নৃপূর বাজে,
মাখায় মোহন চুড়া মাজে,
রবিকরে শোভা পায়।
বাঁজিয়ে বিনোদ-রানী, রাবিকা জ্বায়ে করে উদানী,
মোহিত সব গোফুদবানী, মো-কুল নীরব তার ॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেমদী শশী, তোমায় এত ভালবাসি,
কে কোথা দেখেছে হেন নিরুপম রূপরাশি ॥
অনিল ডাড়িত কেশ, বিম্বল কম্পোল দেশ,
পূনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশে ॥
কিবা রূপ মনোহর, শরভের শশধর,
অধর অমিয় ময়, মরি কি মধুর হাসি ॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমরবৃন্দ, মকরন্দ-অভিলাষী ॥

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জন্মস্থান ২৪ পরগণা কাঁঠালপাড়ায়। পিতার নাম বাসুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সঞ্জীবচন্দ্র, বহুবিধ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ইনিও “বঙ্গবর্ধন” সম্পাদক করেন, ইনিও উপস্থাপন প্রভৃতি রচনার সুপ্রসিদ্ধ। ইহার জাল-প্রতাপ টান, কঠোরা, সঞ্জীবনী সুখ প্রভৃতি প্রায় বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ যথো পরিগণিত। ১৩০২ সাং প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ইহার লোকান্তর হয়।

পিশু—৮৭।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম অশালতা অঙ্কুরে তুহার ॥
যত পেল আঁধিজল তত হইল প্রবল,
এখন লজ্জার তর-মরে, কে করে বিহিত তার ॥

বিখিট—গোস্তা।

প্রথম বোধ সাগর তুলে, মরি, অদ্বৈতের ভক্ত্যবাস।
বহু-বাহু-অনন্ত-বলিলা, ভক্তের সঙ্গের মনোরম ॥
সখি-সুখের কান্না বর, সাগর-প্রবল কবির সঙ্গ,
পরাধি-সে অসম-প্রবল-প্রবল-প্রবল-প্রবল-প্রবল ॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় ।

ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। বাল্যকাল হইতে সন্ন্যাসচর্যায় অত্যন্ত ছিলেন। হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে বহু গান রচনা করিয়াছেন। ইহার রচিত সকল গানই ভক্তিগদ্যপ্রধান।

বিষ্ণুটি ষাণ্মত—অধ্যায়ান।

সরল তরল তব বারি। (মা গদ্যে,)
যে পরশে পায় হরষে, হৃৎ মোক্ষ গতি তারি।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ম'লে যদি তব জল মেলে,
তরে দাঁও পরকালে, শুভগতি শুভকরি ॥
জ্ঞানে মোক্ষ অজ্ঞানে নয়, যে মূনি এমনি কয়,
দেখে তার ভ্রমচর, দূর হ'তে প্রণাম করি;—
সপর্বৎশ-প্রাণ নাশি, অজ্ঞানের রয় ভয়রাশি,
তব জীবন পরশি, উদ্ধার হই সবারি।
জল ভূচর খেচর, স্থাবর কীট চরাচর,
বাস্তবিক মতে প্রচার, তব নীরে যায় তরি।
যথা স্থানে মৃত্যু হ'লে, অস্থি তোমার সমর্পিলে,
মুক্ত হয় অবহেলে, নাশ পাপ তাপ তারি।
শুভ তিথি বোগ পেলে, একজনের স্থানের ফলে,
তার বহু কোটি কুলে, সশরীরে যায় উদ্ধারি ॥
পক্ষ উপাসকের লোকে, পরস্পর বিরোধ থাকে,
কিন্তু তব বারি দেখে, অবিরোধে ভক্তি ভারি ॥

ভূগালী—কাওগালী।

ভাগীরথি; কল্প পত্তি এ দীনে।
শমনে কেমনে, এড়াই মা তোমা বিনে।
পড়িছোছারিণী জেনে আশ্রয় লইলাম চরণে,
মা; ত্রাণ কর অন্তক-শাসনে।
হে তীরে বাস ক'রে, তব নীর পান ক'রে;
অকস্মাতে জ্বলি বিনা সাধনে।
ওমা, আর বক্তৃৎসব দেবী,
অসাধ্য যোগেতে সেবি,
দয়া হয় কি না হয় কে জানে,
এবার শরণ লইলাম তব আশ্রনে;
কেনে অভয়্য তব পতিবিহীনে।
হৃদয় বিপন্ন, আশ্রয় মা গুণব
কিনে, তোমার পতি ত্যজি গে।

মা, উপাধায় নহি মিলে,
তোমার পুণি তোমার জলে;
বিবদলে তব জলে খণ্ডন;
যায় মিল্লোকে; তব তুষ্টি সাধনে;
ধর মুক্ত দেহ নিরীকরণ তরণে ॥

হুই—কাওগালী।

কিবা লহরী আ'মরি,
ধরিলে হৃৎকায় রূপ পাপবারি বারি ॥
ও বারি সবরি হই পরশিতে হৃৎকর,
হরিতে ধরে নীরে শিরে সঙ্গাধর,
তুষ্টি উদ্ধার জনে; দরশনে পরশনে, মা,
তব সম্মুখে দেহ ত'রি তারি'।
ভাষ্যজনকি গো মা, বিব্রজনী হ'লে,
দৃষ্টি অদৃষ্টি জেনে সকলে কর মা কোলে,
ক্রীড়ি খেলাভব, সন্তোষ সন্তব,
বারিতে পুঞ্জিতে তব শিবনারি, নারি,

রামকলী—ভিরট।

প্রণামি গণগায়; গজানন বিদ্যরাজ,
দৈব কল্প অমৃতদৈ তুমি শ্রুত সর্বগ্রাজ।
হেয়র সঙ্কট-ত্রাতা, বিনায়ক বুদ্ধিহীনতা,
সিদ্ধিহাতা বিদ্যত্রাতা, তব চরণ-পঙ্কজ।
খর্ব স্থল-গর্ভোদর, যেমাতুর কৃপা কর,
বিদ্যহর; বিজ্ঞ হই, দেখি কীনে পঙ্কজ ॥

ললিতবিত্য—একতাল।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্
শিব শিব শিব মহাদেব।
শরীরিক সপান; অষ্টাভিধান,
তত্ত্বোপকরণ-আপলি সব।
হর খ'লে কল্পি মুক্তি বাহন;
মহেশ্বর নমস্ তোমা ক্রীড়ন;
শূলপাণি রাণী-প্রতিভা-শ্রবণ;
পিপাকমুকু-আবাহনে-তব।
পশুপতি ব'লে করাই-প্রাণ;
শিব-দেব শিব-তোমারি-অর্চন;
মহারেব-বলি-কল্পি-বিশ্বকর্মান;
তব পদে-এই-তব।

হর হর হর ত্রিভূপহারী,
 সুল হৃদয় কারণপূরী ত্রিপুরারি,
 আকার উকার মকার শেবে স্থিতি যারি,
 স্থিতি স্থিতি অস্ত্রে সদাশির।
 করিলে ত্রিবার শিব নাম উক্তি,
 একেবারে মেন জীবের মুক্তি,
 অপর দুবারে ঋতুর মুক্তি,
 ঋণী হন তারে পালিতে ভর।
 ব্যাপক বস্তুর পরিচ্ছন্ন ভাবে,
 আবাহন বিসর্জন নাহি সম্ভবে,
 সর্ব ষটে স্থিতি কেবা আরাধিবে,
 তুমি যজ্ঞমান তুমি হে শিব।

আলাহিঙ্গ—একতাল।

আর কতদিন গিরি হে, তুলিয়ে রবে।
 ভাব না অন্তরে তুমি, গৌরীকে জানিতে হবে।
 শীত গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, শরত উদয় হল,
 সারধা নাহিক এল, এ হৃৎ না প্রাণে সবে।
 স্বর্ণলতা গৌরীধন, ভিখারীকে করে দান,
 বুকেতে বেধে পায়স, কতকাল আর বাবে।
 মনেতে রহিল কালী, গৌরী নাকি হ'ল কালী,
 আর থিরি কতকালি, শিবের ভরসায় রবে।

আলাইরা—আড়াঠেক।

আমি হে হার্যারে তারা, সকল আধার দেখি।
 আন গিরে তারা আজি, নয়নতারার তারা রাখি।
 হেরিব শলক মুক্তি, তাম্র নয়ন কৌমুদী,
 তারা শশী আসি জ্বলি, প্রহুঙ্গ করিবে আখি।

ইন্দ্রপদম—আড়াঠেক।

পরিহার পরম ধন, কলিক হইল ব্যর।
 নন্দবার নন্দীর গেল, অরণ্য হুইল প্রায়।
 না হল ইষ্টপাশ, না হল মিষ্ট ভোজন,
 হুইল সম্পদ মিষ্টান্ন বিকলে জীবন ব্যর।
 কথ্য কি শব্দ বন্দন, পদার্থ আত্র রে তোমার,
 রবে না প্রিয়তম, সর্বত্র হইবে কল।
 এই তুমি সর্বত্র করিবে গেল বহন,
 নাহিবে সর্বত্র করিবে গেল বহন।

কালাতা—গোষ্ঠী।

শঙ্করী হল ভ্রমরী, হরহাদি-সরোজে।
 প্রমত্ত হইয়ে নিত্য, সরোজে বিরাজে।
 শ্রামা পদতলারূপে, মনোহর দরশনে,
 হর-জ্বলি-পদ্মবনে, ফুটিল সহজে।
 ভ্রমরী বসিল আদি, মধুপানে স্তম্ভিতাবী,
 বিভক্ত ভাব হেরে হাসি, মর মরকার লাজে।
 কমল না হয় বাসি, নিত্যকরে স্থধারশি,
 পানে ভ্রমর বিলাসী, সহজে সে মজে।
 কৈলাস, হতাশ হলি, তোর জ্বলিপদ্ম কলি,
 কবে ফুটে ঐ অলি, বসিবে তার মারো।

রামজ্ঞানী হর—একতাল।

আমি নই পলানে খাতক।
 তব ধন লয়ে হব পলাতক।
 অমূল্য ধন তব চরণ, একবার করিব দরশন,
 তারা, তোমার ধন তোমার দিয়ে,
 ঘুচাই আমার প্রচুর পাতক।
 কোথা বা পলাতে পারি,
 ত্রিলোক তোমার জমিদারী,
 না হয়, শিবকে জামিন দিতে পারি,
 দেখে ত'রে ঘাই আপাতক।
 পরকে দেখাতে হলে, লুটে নে যায় পাছে কতব
 আমি দরের ছেলে দেখব তারা,
 নাহি তোমার অস্ত্র পৃথক।

হরচন্দার—৭৭।

পাতকী চাতকী ও রে মন।

তুমি সম্মানে সে স্বপ্নরূপা, শ্রামা কর দরশন।
 তবিত হইয়ে কেন, আহ রে চাতকী মন।
 করে স্বপ্নরূপা বল, কপাবারি ঘরবণ;
 এক দৃষ্টে ও চাতক, আশাতক চোখে থাক,
 তুমিত অনের দেখে, হবে কপা বিভ্রমণ।

নাহানি—আড়াঠেক।

গাও রে মানবীনে, তারে তারি নে জমা।
 তবে জামি আছে তব, তুমি হইবে সেতার
 বেধে সব তব তব, কালিদাস হইবে।

শরীরবশে বাহু ত্যাগী আঁদরে;
অহুসে বাহু তুমি, সে হুঁসে হায়ে হারা।
পঞ্চমে পাও রে বীণে, তারা হুঁসে হারা;
সহানার পানে হুঁসে তারা ধীর মন,
গভীর নাদে বাজ, তারাতে কি উল্লাস।

• পরজ কালোড়া—একতাল।

মন কেন তুই জাবিস এত মাতৃহীন বালকের মত
তুই, মা হারা নয় পাহারা রাখ,
মা পাবি তোর মনের মত ॥
ভবে তোর হবে পাঠালে,
তার আগে তোর পালন ব'লে,
তত্ত্বত্ব যে মা দিলে, কার এত রূপা তার মত ॥
মা পাবি তোর অন্তঃপুরে, যেও না মনভ্রান্তে দূরে,
থাক রে মন শান্ত ভরে, হয় নি তোর মা দুর্গত

রামধন্যাদী পুর—একতাল।

মন, থাক তুমি চুপটি করে।
তোমার তারা পাখী দিচ্ছি ধ'রে ॥
চতুর্দশ ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঝাপটি মেরে
কেবল আড় নয়নে দৃষ্টি রেখো,
যেমন আসবে টানবে জোরে।
হৃদপিঞ্জরে করে বেরাও,
বলবে নুখে “কালি, তরাও”;
মে ও সকল তাহা বুঝে,
আশায় মত দিবানিশি পড়ে।
সবওনে ভক্তি ডোরে, পারে ধ'রে বাঁধবে তারে;
নৈলে একহুঁসে থাকে না সে যে,
জলে হুঁসে সমান ফেরে ॥

সৌরমল্লার—একতাল।

তার কারিগি, জননকারিগি,
নয়নবল রূপে মনোবাহিগি।
ভবের রমণী, ভবের অমলী,
অভয়ে সতয়ে বর-একদ্বিগি।
সরলে সরলা, হুঁসলে হুঁসলা,
দ্বিগলি অর্ধত প্রকলা-দ্বিগলা,
জান কত বলা, কত পোষিগিলা,
নয়ন রূপে সতসরগি।

শিবের পুজিতা কুমি মা ত্রিপুরে,
শিব পুজা কুমি কর গিহপুরে,
জগতজননী হয়ে সেনকায়;
মা বলে মানস পুরালে জননি ॥

বাঁধাজ—একতাল।

মা হারালেম ভবের হাটে।
মাকে খুঁজে পাই না বাটে মাটে।
মায়ে পোয়ে হারা হয়ে,
কাল কাটে কি কেঁপে কেটে।
মায়ে ভাবে বটে নাহি জানতে পারি,
তা ব'লে ডাকিতে ক্রান্ত হতে নারি,
মায়ে হারা থাকি, মা মা ব'লে ডাকি,
মায়ে সঙ্গ যদি দৈন্ত দেখা বটে।
তুনিতে পাই মা আঁছে গো. নিকটে,
হর নাকি তাকে রাখে হৃদিটাটে,
কথা নাহি বাটে, পাছে হর চটে,
মায়ে দেখা পেলে ধরি সটেপটে।
কৈলাস বলে কেন ভেবে মর,
বুঝা পথে পথে মা মা করে কেন,
স্থির হয়ে থাক, নয়ন মুদে দেখ,
মা আছে বসিয়ে হৃদয়মর্মে।
হৃদয় ধানায় মাঝে পড়ে ধরা,
চতুর্দিকে তার রাখ রে পাহারা,
ধরতে পারিস্ তবে, পারিতোষিক পাবে,
গুরু দিয়াছেন টেহরা পিটে ॥

হুঁসে মল্লার—৮৭।

অন্নদায় অন্ন দায় বলিলে।

তুমি স্বভাবেতে দিবে অন্ন, ত্রিভুবন-পালিলে।
ভবে, আদ্য বাণী-হল দায়,
পরিশ্রমে প্রাণ কাঁদায়, তব রাজ্য ছাড়া দায়;
বিদায় চাই তা মিলি নে,—
রাজ্য ছাড়া নাহি স্থান,
কেবল মাত্র তুচ্ছরূপ, সে ও না সাধকের ধন,
সে ধন দেখািয়ানে।
কর দেহে-হৃদয়ে ত্রিভুবন-
ত্রিভুবন হুঁসে অন্ন দায়;
অন্ন দায় হুঁসে অন্ন দায়, অন্ন দায়

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী ।

পিতার নাম ওমকেশবিশ্বচক্র চক্রবর্তী শিবান বণাই
(জেলা ফরিদপুর) । বায়েজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ; জন্ম ১৯৮০
সালো ই.ন শৈশবেই পিতৃহীন হন । বিদ্যালয়ে
শিক্ষাভ্যাসের সুবিধা হয় নাই ; ঘরে বসিয়া নিজের
অধ্যয়ন্যে সাহিত্য ও গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা
করিয়া নিজ প্রানের মধ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ের
প্রধান পণ্ডিতের কাৰ্য্য করিতেছেন । ইহারই
উদ্যোগে বণাই গ্রামে “বান্দব গম্বুজ” নামক
সভা সংস্থাপিত হইয়াছে । ইহার রচিত, “মালা,”
“অশ্রুমালা,” “অঞ্জলি” ও “কাব্য-প্রসঙ্গ,” এই
কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ।

আমি এমেলি এই প্রভাতে,
এই সারাটী রজনী আগিয়া ।

শুধু দেখিবারে, বারেক তোমারে,
আশায় এতক বাঁধিয়া ॥

আসিতে আসিতে হায়, - বিরাড়িছু পথমাঝে,
তাপান পথটী ছুড়িয়া,
ওই এমেলি স্মৃতি কামিইয়া ॥

শুধু আজকে ফিরা নয়, জীবন ভরিয়া যেতেছি বিদে
শুধু আজক কীদা নয়,
ভাসিছি নিশিদিন নঃনীরে ॥
কখন ক'ছে বসি নীরবে চেয়ে থাকি, কখন দূরে ;
শুধু আজকে ফিরা নয়, জীবন ভরিয়া,
যেতেছি বিদে ॥

কি উজ্জ্বল রূপরাশি নিরুপম এ ভুবনে ।
কোন ভাগ্যে হেন রূপ নেহারিছ এ নয়নে ॥
কে তুমি মা খাশানেতে, বিবের রমনী তুমি,
থাক মা, থাক মা তবে, • উজ্জলে খাশান ভূমি ;
জননি, জননী তুমি যেহুময়ী মা স্নায়,
শান্তি কোলে একবার অভাগারে টেনেনে ॥

অজ্ঞাত ।

[এই “অজ্ঞাত” শীর্ষক অংশে যে সকল গীত
প্রকাশিত হইল, তাহারই পরিচয় পাওরা যায়
নাই । কোমত কোমত গানের রচয়িতার নাম
পর্যন্ত অজ্ঞাত ।]

পরিচয় কি দিব হে তোমারে, (ও হে ও রত্নর)

আমরা দুটি ভাই, অরণ্যে বেড়াই,
মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে ।

পিতার নাম কতু প্রবণ না শুনি,
মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী ;
তিনি জনম-ভূগম্বিনী ।

মায়ের সত্যত নিরখি করে দুটি আখি,
কেবল রামনামের ধ্বনি সদায় অথরে ।

হানাতাবে করি বনে অবস্থান,
বহু বিনে করি যাকল পঞ্জিধান,

করি করণ্ডে বারি পান ;

চুপে বলব কি হে আর, যনকল আহার,
শয্যা বিনে শয়ন সুস্বপ্ন-উপরে ॥

পিতৃ-পাখা—বেহুটা ।

মোহন-শুভমশি রতন হারে ।

নবীন জীবন নবনগিনী, কিন্তু তুমি দ্বা তব করে ॥

রেখ সজনে, এ সত্য-রতনে,

সাজায়ে বসে বনহারে ॥

পিসু—বৎ ।

আজি গো সজনি তোমার সাজাইব খতনে,

যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই জ্ঞতনে ।

বৈধে দিব কেশপাশ ওগো চন্দ্রনন্দনে,

অঞ্জন পরায়ে কি-লচকল-নন্দনে ।

পরশ-উল্লসমালা সৈবে মব প্রস্থনে,

পোভা হেমি রতিমতি প'ড়ে রবে চরণে ॥

তেরনী—একতাল ।

আজ কিছু নাই স্তামা মা তোয়

কেবল দুটি চরণ সাজা ।

তব অশ্রু-সিক্তহৃদে স্নিগ্ধস্বরা

বেধে হলেব সাক্ষী জায়া ।

জ্ঞাতি বন্ধু হুত তারা, হৃৎকথ্য সমস্ত সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘরবাড়ী ওড়নারের ডাক।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
দেখ নইলে অপ করে যে তোমার,
পাওয়া সে সব কথা ভুতের সঙ্গ।
কমলাকান্তের কণা, মাকে বলি মনের বাখা,
আমার অপের মালা খুলি কাঁথা,
অপের ঘরে র'ল টাঙ্গা ॥

টোরি—কাওয়ালী।

কলুষ-বিনাশিনি কালি।

ঐক্যরূপে বৃন্দাবনে ব্রাহ্মনার মন ভুলালো।
কখন বা কুরে অসি, কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে, কভু বনমালা ॥
হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি,
রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা, হই তোমার বলি,
হৃদয় পালন লয় মা সকলি ॥

লিঙ্গু—ধররা।

আমার রসনার বাসনা আছে
ডাকি মা তোরে গো।
আমার মন পাতি, না হয় রাজি,
বাঁদী দেখে মোরে গো ॥

দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন;
প্রজা নব ইন্দিয়গণ, সদা ভয় করে গো ॥

কি বলিবে ডাকিব তোমারে, বল তাই।

সিতা হ'রে পালিতেছ,

কখন অমলীকরণে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু হবে মল্লিকার কোলে,

আমি আঁধার মা বলে তুল করে পাল;

আমি তখনই তাহার মূলে দিরাবি তোমার,

অমনি মাঝে মাঝে কেব না শিখার।

মুখী জীবের জীবন ষাঁচ'ধরি'তরে,

সেবেছ বহুখা-দেহ কত উপচারে;

তোমার এমনি পালন করিছি যেহে বধন,

কি দিও শিশু মল্লিকার কোলে ॥

মাউলে—একতারা।

প্রেমিক শোকের স্বভাব স্বতন্ত্র।

ও তার থাকে না মাই আশ্রয়ণ ॥

শ্রোত-এমনি স্বতন্ত্র, কিছু নাইকো তার মতন;
ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন;

ও সে হস্ত-মুখে সদাই থাকে,

হৃদয় হুড়ে হৃদয়কর।

প্রেমিক চায় না কোন জাতি, চায় না স্থখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;

ও তার হস্তগত স্বর্গের চানি,

থাকবে কেন অস্ত্র ডর।

প্রেমিকের চালটে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আধার কোণে চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া,

ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও

আস্মানেতে বানায় স্বর ॥

খট ভৈরবী—৭৭।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত
অকৃতি সন্তানের প্রতি বরণা আর দিবি কত।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিলা দিয়ে তলীল করিলি,

হিসাব কেরে দেখ দেখি মা,

আমার হৃৎকথার বাকী কত।

ভুলাইয়ে ডবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের আলায় সদা জলি হুগা বলে ডাকব কত ॥

পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।

পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা কঁাকি ॥

তন্মধ্যে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,

তবে কেন এ ভবেতে গড়ে আমি থাকি।

তারিণি ব্রহ্মাণি বাণি, ভদ্র ওগো ও ভবানি,

অন্তকালে ও রাক্ষা চরণ যেন দেখি ॥

মুঠ বাঁধা—একতারা।

মন কালী কালী বল।

গত হল কাল, আরে কত কাল,

কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।

কাল করে কালী হলো এ অল,

কবে দেখিবে কে সে কাল-ভয়ল ॥

কর সাধু সন, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাক্ষ হলে।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণকমল ॥

সিদ্ধ ভৈরবী—একতাল।

যে হয় পাষাণের মেরে, তার ছপে কি দয়া থাকে
দয়াহীন না হ'লে কি লাখি মারে নাথের বৃকে ॥
দয়াময়ী নাম অগতে দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন না কি,
সবাই এমনি লাখি খেঁকো তবু দুর্গা বলে ডাকি ॥

বাউলে হর—ধেমুট।

হরের মাঝে অনেক আছে।
কোনু ছরামি ছর বেঁধেছে,
এক পাঁড়ে দুই খাম দিয়াছে ॥
সেই হরের ছাউনি আছে,
চামের এক বেড়া আছে,
আর একটা বাতি আছে, নিবায় বাতি কু-বাতাসে
হরের মাঝে খুপরি আছে,
তাঁর খোপে খোপে মাহুয আছে;
তাঁর কেহ না যায় কারো কাছে,
যাঁর যাঁর ভাবে সে সে আছে ॥

যাঁর গুরুপদে ঠিক আছে মন,
তাঁর সুখের ভাবনা কি, ভাবনা কি।
সে যে সপালিন্দে সলা থাকে নিরালশের আনে কি,
করে না অস্ত্র বোল, হয় না তাঁর অস্ত্র রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হয়ে,
সামান্য রোগ দৈব কীকি।
করে সে অস্ত্ররোগ, তুলিয়ে অনেক শাক,
অলবশে পাক করে খাই,
জাই হয় জল তাই যাবে।
করে জাপ কইর শাক কইর,
কইর রোগ পরাজন হইল কি

যাঁর আছে মনে ঠিক, ত্রিচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বলে,
মনকে বলে তোদের যিক।
নারুণে দিনকাণা, তাতে ঠিক মিলে না,
তার ঠিকের বরে হোগল বোগল,
পান্তাভাতে ঢালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হ'বে কি ॥

মুঘট-মল্লার—একতাল।

বুধা দিন গেল রে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে,
ত্রিহরি রব বিনে বীণে, রবিনে আর অস্ত্র রবে।
কবরে বীণে উপাসনা, করবিনে আর দুর্কাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, রবিতনয় দূরে যাবে ॥
(ওরে) মা বলিঙ্গি হরিগুণ,
তোর গুণে কি হ'বে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কৌন গৌরবে
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নিগুণে,
দৌন হীন গোবিন্দের ঘন,
যেতে হয় না ঘোর রোয়বে ॥

(“কোথার সেজন, জানে কোনজন,”

এই গানের উত্তর)

গায়ী—একতাল।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন,
ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে,
বীর মনোবশে পরমায়রে।
বেদভেদে অস্ত্র গীতা অগবত;
ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত,
সাধন ভজন কর সাধুরে।
কালীনাথ তুচ্ছ করি কালীধাম,
পঞ্চমুখ সলা খায় যাঁর নাম,
সে বিভূ-চরণ, পরম কারণ,
শরণ মনন, সলা করয়ে।
গুহক চণ্ডাল গেল ভক্তি করে,
তুচ্ছকে মল্লারে ভজিল বাহারে,
চরাচর মাত্রা সেই শিষ্যধার,
সলা করি যার বীর অন্তরে।

এতাহিন নবি আমি পরগামরে,
ঐকান্তিকী ভক্তি করি পেল ঘরে,
বীণুষ্ঠ ভীতে; ঘরে বলে পিতে,
সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে ।
সর্বত্র বিরাজমান ভগবান,
যটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
স্বর্ধ্য এক হয় এতিবিস্তর,
ভেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে ।
ঈশ অক্সান্তি জ্যোতি বিশ্বময়,
জ্যোতি মধ্যে স্থিত কক্ষ এক হয়;
স্থপক ভজনে, তাঁরে যেই জনে,
ভজ্ঞে সেই পায়, দর্শন অন্তরে ॥

স্বরূপ-বাখাল—একতাল ।

আমার এমন দিন কি হবে ।

হইয়ে সম্যাসী, হব কালীবাসী,
বারাগসীধামে জীকন বাবে ।

বড় রিপু ভর নাহিক তথায়,
হবে জয় বখা আছে যত্নাঙ্কর;
রবির উদয় যেন তেজোময়,
পাপ ভিমির ভায় বিনাশিবে ।

তাজ মুখ বাসনা, শিব উপাসনা,
পুরাব তথায় মনের বাসনা,

অঙ্গপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, বরুণা সব ঘৃচিবে,
বসি আমি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে,
শিবপূজা যেহা করে কুরপুটে,
কালিদাস কহে কালীধ্বজে স্তুটে,
বিষম সকটে ত্রাণ পাইবে ॥

বাউলের হর—ধেমট ।

ভক্তি ভাবে ডুকলে আমি রৈতে পারি কে ।
ওয়ে যে ডাকে আমায়—আজি তারি হ'রে রে ।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বই ।
আমি তবের মর্মে, আমার জ্ঞানে মবে চিরদিন,
তবকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই ।
পরিহৃত বন এগে ওয়ে যে করে আমার অর্পণ,
তাহার সকল আত্মসাৎ করে বই ।
ভক্তি যোগে এল একলা ব'ল সাক্ষ্যবী ।

বাউলের হর—গোড়া ।

মনপাখী, আমার বশ তো হ'লো না, হ'লো না ।

আমি রাখা কক্ষ বলিতে বলি,

সে বলি তো বলে না ॥

আছে রিপু ছয় পক্ষ হ'লো তাগেরি পক্ষ,

সর্বদা বিপক্ষ আমার হয় না সাপক্ষ,

আমি বলি আমার আমার, নেত আমার বলে না

থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি,

কোন সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি,

আমি চা'ল ছোলা খাওয়াতাম কত,

আপন কর্তে পারিলাম না ।

কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয়-বনে মন,

কোন সময় পলাইবে চিত্তা সর্বক্ষণ,

হরিনাম কল্লরক্ষ-মূলে মোক্ষফলে ভোলে না ॥

বাউলের হর ।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয়জনে ।

ও মন খেঁকো তুমি সাধধানে ॥

ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূলবন রাখ গোপনে ।

ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে ॥

অবকাশে রাধিবে ধন, কেহ যেন না জানে ।

কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু,

লুঠবে গেলে পতনে ॥

রবিশ্রুত বসীভূত ঐ ছজনে ।

গাঁট কাটা ঐ ছটা ভোমার ধরিয়ে দেবে শমনে ॥

সামাল সামাল, সকল বামাল,

রাখ'বে অতিঅবতনে ।

ভন মন, সকল ধন, রাখ হরির চরণে ॥

ও মন-ময়রা ভুই'কল না, কেন ভিন্নান কলি না,

সখের খলি রাখ'লি কেমনে

ভাস্তে হাত দিলি না ।

রাখ'লি তুই খেলের ভিতর-সকল চিনি,

কার কপাতে ভুলে (খল) ভুই'কিয়ান কলি না ।

ভিন্নান কলে-মাল গণভিল কত,

(ভাইরে) কেন-চোটা কত-লেখ'লি না ॥

খা'কতে জেয়-আরেকজন সকল,

কেন অদলে-হা'রিলি-কল-আনল-সকল

ধাচ্ছে হস্ত-অঙ্কেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তাদের ডোং-কক্ক মনে না।
এখন জোরেতে অলঙেছে আশুন,
এই সময়ে কল্পে ভিয়ান হতো বিলম্বন,
আশুন গলে নিবে, কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রূপগরম কর্তে পাবুনি না।
ওরে করিস্ কঁকি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বল না মুখে রজনী এলো,
কেন অন্ধকারে, বুধা ঘুরে,
ভাইরে মর'বি মালত পাবি না ॥

আলাইরা—কাওরালী।

কিছরে করুণা কর গো করালবদনি।
তারা ত্রিভাণ হারিশি, পতিত পাবনি ॥
সদা তমোগুণে-মন্ত পাণ চিত্ত;
ভব পলে রত নহে কদাচিত্ত;—
কিবা হবে উপায়, কুপায় যদি না রাখ পায়,
অসুখায়ের উপায় তুমি গো জননি।
যে চরণ লাগি সদাশিব সর্বভাগী,
সদা ঋণাবে মগনে কিরে হরে অসুরগী;—
তবু নাহি পান সীমা, আমি কি বুঝি মহিমা,
জেনেছি তুমি অনাগি, তুমি অনন্তরূপিণী।
ভক্তিবলে প্রাণ খুলে, যে ডাকে মা মা বলে,
তার স্বব বাসনা, তুর্ণ পূর্ণ কর শবাসনা,
মোর পায়র মন, অমৎ চিন্তায় কেনন,
বিষম বিষয় বিষে, রত দিন রজনী;—
ডোমাতো না।

পরজ কালোড়া—আড়াঠেকা।

এই সময় তারা ডোমায়, নিবেদন করে রাখি।
অভিমে যেন অখমে, দিও না দিও না কঁকি ॥
বখন রবির স্নাত পাঠাইবে নিজ দূত,
পলাইবে পক ভূত, আকৃতি বিকৃতি দেখি।
তখন হবে হত জ্ঞান, পরে করবে অপমান,
ওষ্ঠানত হবে প্রাণ,
জেনে ডোমায় কেননে ডাকি।

আলাইরা—একতাল।

তারা, মিলে না মিলে না বিন।
আমি তারা তারা তারা অগি সারা বিন;
নটনা উপসর্গে, বিন বায় দুর্গে।
পরিবারবর্গের-পরিশোধি স্বপ্ন।
গেল না গেল না বিষয়-মাসনা,
হল না মলিনা পর উপাসনা,
শকুনি কর্বাণি শিবে শশাসনা,
রটে না রসনা ভ্রমে এক দিন।
বিজ্ঞানদের অভিল্যব-তারা,
পুর্নানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে ভাসি সদানন্দদারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হল দীন ॥

সিন্ধু তৈরবী—৪৭।

হৃদয় হাসমন্দিরে, দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্ক হলে।
একবার হয়ে কঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।
নরকর কটিবেড়া, খুলে লব মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহন চুড়া, চরণে চরণ খুঁজো।
তাজি নরশিরমলা, পর গলে বনমালা,
(একবার) কালা ছেড়ে হও মা কালা,
ও গো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃদকমলে কাল শলী,
(আমি) দেখে তে বড় ভাল বাসি,
(একবার) তাকে অদি ধর মা বাসি,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কালি, এই ঘোর কাল এসে।
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে-বধন,
দেখা দিও হৃদকমলে।
গুরুদত্ত ধন যেন আশায় অম,
শবন দেখে না বাস খুলে;
তারাধানে বলে, অন্ধে পলাজলে,
জিহ্বাধা/কালী কালী বলে ॥

সিদ্ধ-আড়ঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া, দয়াহরি দাক্ষারিণি।
দয়া যদি না করিবে, কলঙ্ক রবে জননি ॥
আমি অতি মুঢ়হৃতি, ভজন বিহীন গতি,
গতিজ্ঞ হি গতিজ্ঞ হি, অগতির গতিদায়িনি।
ভেবে ভেবে হলাম সারা, অভয় পদ যে মা তারা
সম্মল হইলাম হারা, কিসে তরির জননি।
নবীনের সময় এমন, রাহগ্রস্ত চন্দ্র যেমন,
পাপগ্রস্ত দেহ মনিন, ওগো মুক্তিপথপ্রদায়িনি ॥

বেহাগ—একতাল।

সেই ত সকল।

সেই ত ভারতভূমি গেছে রসাতল।
কোথা আর্ধ্যত্ব সব, হয়ে আছে যেন শব,
গেছে সব আর্ধ্যগৌরব, কোথা বার্ধ্য বল।
সেই রবি সেই শশী, সেই দিবা সেই নিশি,
নীরবে ভারত কাঁদে, নাহি সে সংসল ॥

ধট—একতাল।

শৌন মন আমার, কেহ নয় রে কার,
ভূমি নও তোমার, সার জেনো তাই।
মাগার সে আমার, আমি হই রে তার,
মাগারময় এই জগৎ আর কিছু নাই।
ভেবে দেখ মন শত শত বার,
ভবে আসা যাওয়া কেবা সঙ্গী কার,
কর সেবা কার, করে কেবা কার, সব অসার রে।
কেবল একা ভবে আসি একা চলে যাই।
আপন আপন জ্ঞান আপন নহে কেহ,
“আপন” কথা গ্রিহে আপন নহে দেহ,
কি কব অধিক, প্রাণের অধিক, আপন নয় রে,
সেই পিতৃ মাতা পুত্র-সহোদর ভাই।
অনুগত থাকে সময়ে সকলে,
ভবে বিবম অসময় হ’লে, না-পেলে অশন,
বসন ভূষণ, ক্রুদ্ধ মন রে।—
সদা দাবী হল স্বামীক মুখেরে ছাই।
কীদর বিহীন হলেন পুরাকার,
কীদর অজান হইলেন পুরাকার, নত পরিহার,
করে বহুকায়, ওজন মন রে।—
কি দিল চুই চারি নহে পরমহার।

লক্ষ লক্ষ যদি থাকে উপার্জন,
অন্তিমকালেতে আত্মীয় স্বজন,
সম্যাসীয়া প্রায়, সাজাইয়ে তার, বিদায় দেয় রে।
যেহ অর্থ মাগে তার কড়াকড়ি নাই।
অতএব মন, বলি রে তোমার,
ক্ষণেতে ভুলব জলবিন্দু প্রায়, তোমার এ দেহ,
সদাই সন্দেহ, স্থায়ী নয় রে;—
এখন যুক্তি হরি তার, মুক্তি বাতে পাই ॥

ত্রিষ্টিত বাঁধাজ—মধ্যমান।

আমাই আর নাই মা তোর ভিকারী।
(গো রেনকা রাণি!) (সে) কানীতে
রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।
অন্নশূন্ত ভুজতে সদা, কানীতে তোর মেয়ে অন্নদা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি,
সকলেতীর আজ্ঞাকারী ॥

বাঁধাজ—একতাল।

বোলোনা বোলোনা আমারে বোলোনা,
যাইতে যমুনাস্নানে।
ত্রিভঙ্গ মুরতি, সে কালা কুরীতি,
দাঁড়ারে কদম্ব তলে ॥
না জানি সজনি, কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্রাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে সে ভাবে কি আশে,
হতাশ পদ না চলে।
স্বজন হুজন আশ পরিজন,
বিনয় বচনে বলে; কি করি সখি,
সদত অহুধী, তহু জলে হুখানলে;—
ভূমি কুলবধু রাজার কস্তে,
রূপে কুলে নীলে মাগে ধস্তে,
ছি ছি ছি মরি কিসেরি অস্তে,
এত হলো কালা হলো ॥

বাঁধাজ—একতাল।

আর কি সময়, নাহি রসময়।
বাজাতে যোহন বাঁধী।
কে বলে সরল বাঁধী তোমারি,
তা বলে কি মন পায় হে হরি।

হলনা ছাড়া কপটী হরি,
শ্রীমতী তোমার দাসী।

না জানি বাণী কিবা গুণ ধরে,
বানেক বাজিরে মন প্রাণ ধরে,
না ধের আহারে থাকিতে হে ধরে,
করে যে সদা উদাসী।
কাননে আসিতে তোমারে হেরিতে,
নিরন্তর অভিলাষী;
কি করি বল না, হরে কুলাসনা,
কিরূপে এরূপে আসি,—
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাণী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিত হই,
আ মরি আ মরি হৃৎ কারে কই,
প্রতিবাদী প্রতিবাসী।

খাখাজ—একতাল।

আমি কি কিশোরি, অভিলাষ করি,
বাণীতে ডাকি তোমারে।
বাশরীর একি ভাব ভাবোদয়,
বিনা অস্ত্র নাম তব নাম গায়,
তা বলে কি বাণী বাজাব না হার,
যাব কি যমুনা পারে।
সুধামাখা রাখানামে বাণী সাধা,
তাইতে রাখা নাম করে;
যে জন অধরে রাখা নাম ধরে,
নে কি আর ভুলিতে পারে?
রাখা-ভক্ত-বাণী রাখা ভক্তিশ্রুণে,
মন্ত হই সদা তব গুণগানে,
যেমন ঐ ভক্ত নারদের বীণে, সদা হরিনাম করে।

খাখাজ—একতাল।

কি কর কি কর, শ্রাম নটবর, হাই সর নিজ কাজে,
চপল নয়ন শর বরষণ,
কোর না হুহু বাজে;
মিনতি করি, করে ধরি হরি, ক্ষমা কর পথমাঝে;
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ,
কখনো করনি রবী-সঙ্গ,
সর সর ললন অঙ্গ অঙ্গ,
হিঁচি হিঁচি, হিঁচি লালন।

আমি গোপের গোপ-ললনা,
তুমি কি হরি, জেনেও জন-না—
ছুয়ো না ছুয়ো না হলনা ছাড়া,
হেন কি তোমারে সাজে।

খাখাজ—একতাল।

কেমনে বা সরি, বল না কিশোরি,
পড়েছি রূপের কানে।
এ পথে আসিবে, তোমারে হেরিয়ে,
পড়েছি লো প্রমাদে;
কি করি এখন, করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে।
অতি খরতর, নয়নের শর,
তাহে শরীর করে অর অর,
এবে যে বলিছ সর সর সর,
কি জানি কি অপরাধে;—করিনে বটে রমণী সঙ্গ
তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুইতে অঙ্গ,
এ রীতি কি রীতি রাখে।

বেশগিরি—কাওয়ালী।

শ্রামভুক্ত নামে প্রিয় পাখী।
এ দেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোহুল আধার করে,
রাখারে দিয়েছে কঁাক।
দেখেছ কেউ দেখার দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
তাতে রাখার নাম লেখা,
বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম;
যেবনে সে পাখী আছে সেই বনে খুঁজিয়া নির্ভাম
পাখীর বরণ চকণ কাল, হেরব না আর কত কাল
বৃন্দাবনে পাখী ছিল, না হেরে-তার বুঝে আঁখি।
এলাম পাখীর অবশেষে, সেখা হলে বাতি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম কিনে,
রাই নামেতে সদা হুখী।

বেহাগ—একতাল।

শ্রম ত্রিভঙ্গ, বপনভে আঁখি,
দেখা দিলে গোহুল কোথায় পুঙ্খ।

যেন সে চকল চাঁদে, অকল ধরিয়া কাদে,
 “জননি, দে-ননী দে-ননী” বলিলে ।
 নীল কলেবর ধলায় ধূসর,
 বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর,
 সখ স্নিয়ে ডাকে মা বলে ;
 কত কাদে ব ছা বলি সর সর,
 আমি অভাগিনী বলি সর সর,
 নাহি অবসর কেবা দিবে সর,
 সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে ।
 ধূলা বেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ,
 অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
 পুন চাঁদ কাদে চাঁদ চাঁদ বলে ;
 যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ হুঁদ,
 সে কেন কাদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
 বসন্ত চাঁদের মাঝে তুই অকলক চাঁদ,
 ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণ-তলে ॥

পরম বাহার—চিমা ভেতাল।

কাতরে রেখা রাঙ্গা পায় । (মা অভয়ে.)
 দীন হীন ক্রীণ হুনে, হের তঁরা জিল্লনে ॥
 অকৃতি এ অভাজনে, যা কর মা নিজ গুণে,
 তারিতে হবে এ দীনে, আমি অতি নিরুপায় ।
 অপার ভবের ঐ ত্রীপদ-তরঙ্গী,
 পাপ-নিবারিণী বিপদ-নাশিনী কালভয়-নিবারিণী,
 হৃৎখন্দা মোক্ষদায়িনী, কি হবে গো ভবরাণি,
 ভেবে ভেবে প্রাণ যায় ॥

টোড়ী ভৈরবী—একতাল।

বৃথা দিন গেল বল হরে ।
 এখনি, জ্ঞান না হ’ল, দিন ফুরাল,
 (ওরে ও মন !) হরি বল বদন ত’রে ।
 তুমি হৃৎখে শুয়ে মায়ার কোলে,
 সদা দেখেছ স্বপ্ন মায়ার বলে,
 তাবছ সদা আশ্রয়-বলে, প্রফুল্ল অন্তরে ;—
 এবে আমার বিভব আমার ভবন,
 আমার দানী এই পরিজ্ঞান আমি যে কর্তা এখন,
 জ্ঞানী-দানী বলছে মোরে ।
 জ্ঞান-বিভিন্ন ভাসমান তুণ,

প্রবাহেতে হয় মিলন, কালেতে হয় বিভিন্ন,
 স্বরস্রোতসীয়ে ;—
 দেখ তুমি ধারা ভবের আচার,
 তবে তুমি বা কার কেবা তোমার,
 ভাববে যখন চট্‌কা জোয়ার,
 (ওরে ও মন) অহংতত্ত্ব বাবে তুরে ॥

হুট—আড়-ধেমটা ।

ভক্তিভাবে ডাকলে আমি রই তে পারি কৈ ।
 ও রে, যে ডাকে আমারে আমি তারই হ’য়ে রই
 যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
 কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই ।

আমি ভক্তের অধীন,
 আমারে জানে সবে চিরদিন,
 ভক্তকে দেবিলে আমি আনন্দিত হই ।
 দারা হৃত ধন প্রাণ, ওরে, যে করে আমারে অপর্ণ,
 তাহার সকল ভার, মাথায় ক’রে বই ;—
 ওরে, ভক্তির জোরে দ্রব প্রফুল্ল হ’ল-শমনজরী

পিনু বারোয়া—আড়-ধেমটা ।

এসে এক রসিক পাগল, বাঁধালে গোল,
 নদের মাঝে দেখে সে তোরা ।
 পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
 হেরব রসের নব গোরা ॥
 নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
 চৈতন্ত পাগলের গোরা ;
 অট্টহত পাগল হ’য়ে, রসে ডুবে,
 প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা ।
 ব্রহ্মা পাগল বিষু-পাগল,
 আর এক পাগল না দেয় ধরা,
 কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল,
 সার করেছে ভাং খুতুরা ।
 গুণিন পাগল, জোছেন পাগল,
 আর এক পাগল না দেয় ধরা ;
 তারা তিন পাগলে বৃদ্ধি ক’রে,
 মক্কায় কর্ণে নমাজ পড়া ।
 যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক দিয়ে,
 নাম বাড়ালে হাউল নাড়া ।

গোসাই গোবিন্দের ঘটন, পারি চরণ, জ্যাতে মরা ॥

বিস্মিত বাণিজ্য—বহাঙ্গান।

ভানি না কি বলে ডাকি তোরে । (আমা মা ।)
কখন শঙ্কর বামে, কত হর-ছাদিপরে ।
কখন বিখরুপিনী, কত বামা উলঙ্গিনী,
কত শ্রাম-সোহাগিনী, কত রাধার পায়ে ধরে ।
কখন বিখরুপিনী, পঞ্চভূত-নিবাসিনী,
কত কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দল বিরোপরে ।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা, বলে মা মা,
ঐ অতঃপর চরণ পাবার তরে ॥

জয়জয়ন্তী—রাগপাতাল ।

আরন্তে মৃত মন মত্ত, হেরনচরণের ধরে ।
কেন উদ্বিগ্ন, বাবে বিদ্র, সিদ্ধি হবে সর্ব কাঙ্ক্ষে ।
হের তরুণ অরুণ কান্তি, বাবে ভ্রান্তি,
পাবে শান্তি, অবিলম্বে,
অবলম্ব লছোদর পশাধুজে ।
একি রে মন বিড়ম্বনা, ভাল বাহা ভালবাস না,
বিষয় বিষে বাসনা, পালন্য হুধা ত্যজে ॥

বেহাগ—একতাল ।

ওরে মন মধুকর ।
হের হেরনচরণাঙ্গ, নয়নাঙ্গুলে একবার ।
ওরে মৃত মতি একি আচরণ,
বিষয়-বিপিনে কর বিচরণ,
মরণ-হরণ গণেশ চরণ, কত মরণ না কর ।
বলি বলি শুন রে অলি নির্গুণ,
মারা গুণে মিছে কর গুণ গুণ,
মানসে ভাঙ্গ গণেশের গুণ,
বিশ্বগ-মাবে তোমার;—
সেই মোক্ষ বৃক্ষ কর রে আশ্রয়,
কুমতি কলমে দিওনা প্রভঞ্জন,
হাথ, প্রের তব হের জ্ঞান হয়,
মধু ভাব বিব, বিব মধুকর ॥

মূলতান—একতাল ।

আমার-গতি কি হবে ।
যদি পাতকী বলিরে-ছাড়িবে তবে ॥

কালভয়ে সঙ্গী কাপিডেছে প্রাণ,
কোথা শান্তিনীতি কর শান্তিদান,
আর ত যাতনা, সহেনা সহেনা; অন্যথা বরন্ত হে,
ওহে, তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ;
রাধ আর মার যা ইচ্ছা এখন;
কর কাছে যাব, কোথায় জুড়াব,
শুভ হেরি ত্রিভুবন;—কর দণ্ড তোমার
নিচারে যা হর, ধণ্ড ধণ্ড কর
এ পাপ জগৎ, প্রভু, তোমার হাতে ম'লে,
এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে ।

পরজ বাহার—রাগপাতাল ।

নাদ-রূপিণি ধনি, সঙ্গীত হরস বাণি ।
পবন তরঙ্গে রঙ্গে, থাক দিবা ধামিনী ।
কবিতা-নিরুপ্ত বনে, ভাবময় সিংহাসনে,
বিহর আনন্দ মনে, কবিকণ্ঠবাসিনি ।
নীরবে, চাঁদের মাঝে, সাজিয়া জ্যোৎস্না-সাজে,
বিরাজ কুসুম মাঝে, থাক অনুরাগ;
সাগরে গভীর বাণী, নদীতে কল্লোল ধ্বনি,
বিজনে বৈরাগ্য, শিখাইছ আপনি ।
বন্ধুরিদ্ভা পিকবর, শুভুরিদ্ভা মধুকর,
বাহিরগু নিজ স্বর, স্বভাবসঙ্গিনি ।
শিশুর মধুর হাসি, প্রেমিকের প্রেমহাসি,
তোমার সে রূপরাশি, রসিকের জীবনী ।
আদিক্রপা মহাশক্তি, অগতির তুমি ভক্তি,
ঋষিদের স্তবস্ততি, বেদের গুণকার;
শিখলে প্রসাদে কত, মা মা ধ্বনি অবিরত;
জয়মব আদি বত, তব বলে মহামানী ।
সেই বন্ধ সেই তুমি, সেই এই ভারতভূমি,
কোথা মা রহিলে তুমি স্বরধ্বনিসিনি ।
তোমারে হারায়ে ধরা, কুনীতিতে-হল সারা,
ফণী যেন মণিহারী থাকে পরাধীনী ॥

বাঁজ—একতাল ।

আশানে কেন মা গিরিজুয়ারি,
কেন মা তোমারি এমন বেশ ।
হর-ছাদিপরে গিয়েছ-চরণ,
নাহিক তোমার লাঞ্ছন দেশ ॥

দিয়েছ চরণ হরের উপর,
উলানিনী অঙ্গে না পর অক্ষর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে জোয়ার,
এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ।
ভৈরাবি ভবানি ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্কণ,
স্থাপাত্রে করে করিয়া ধারণ,
যোগিনী সঃস নাচিছ বেস্ ॥

লুম-রিমিট—১২২।

কল্যাণাশিনি তারা।

নমঃ শি-সৌমত্বিনি, শিবে শিবদায়িনি,
ব্রহ্মভক্তিপ্রদায়িনি, ব্রহ্মময়ি পরাংপরা।
পরংব্রহ্ম সনাতনি, তুংহি ত্রিগুণদায়িনি,
তুংহি দীননিত্যায়িনি, হুংতি-হুংখহরা ॥
অনাগিআদ্যে, ত্রিগুণি আরাধ্যো, সিন্ধু বিন্যো,
অশিব-নাশিনি শিবে, জীবে জীব অধিষ্ঠাত্রি,
ত্রিজন-স্বজন-কত্রি, জগদ্ধাত্রি মা তুমি
তারা, কেন তার না, করুণা কেন কর না।
কোর না ছলনা, কোর না ছলনা,
কোর না ও ভবদারা ॥
দেখে ভব-ভরস, প্রাণমানের আভঙ্গ,
কালধীঘরর পাছে ধায়;
তাতে, এড়াইতে নাই পথ, হয়েছি মা ছাড়া পথ,
বিষম কালের তাড়নার; যদি তুমি না তাড়িনে,
আর কে তারিবে জবে, কব শিবে হবে জবে,
ভবন হুংখ সারা ॥

বাজাল—বয়াম।

ভোমারি অনন্ত মারা কে জানে।
অনন্ত বাহার অন্ত, না পার ধ্যানে ॥
বাখন অশ্রুচর, সিরপন নাহি ধার,
বেবে না হর প্রবেশ, কেবল অহুমনে।
না, কি কম বিচির মার, বার বশে বহামারা,
পদারি পদপঙ্কজ, জমে পদেবনে ॥
হুয়ারি হুয়ার, পদারি পদার, লার,
মারি মারি, কে বা পদেবনে ॥

আগম শ্রুতি বেদান্ত, সে মর্থ আমিতে ভাঙ,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা, অব্যক্ত ভুবনে।
চিমর, হয়ে প্রসন্ন, ত্রীশে দে মা চৈতন্ত,
যেন মন মর্থ সনা, থাকে ত্রীচরণে ॥

বাজাল—একতারা।

দীন তারিণী, দুগিত বায়িণী,
সদ্ব রত্ন তম ত্রিগুণ দায়িণী।
স্বজন পালন নিধন দায়িণী,
সপ্তা নিগুণা সর্বস্বরূপিণী।
তুং হি কালী তারা পরমা প্রভূতি,
তুং হি মৌন কুণ্ড বরাহ প্রভূতি,
তুংহি স্থল জল অনিল অনল,
তুংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনি ॥
সাংখ্য পাতঞ্জল মৌমাংসক ছায়,
ভন্ন ভন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সনা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয় ভাঙ,
তথাপি অদ্যাপি জ্ঞানিতে পারে-নি।
নিরুপাধি আদি অন্তরহিত,
করিতে সাধক জনার হিত;
গণেশাদি পঙ্ক, রূপে কাল বক,
কালভয়হরা ত্রিকালবর্তিনি।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্গর,
সেই তুমি নগতনয়া জননি ॥

বাজাল—১২২।

জয় জয়ন্তি দেবী রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী জয় শ্রামা।
কল্যাণী, জীব কল্যাণিনী
কালদায়িণী নিরুপমা ॥
কালরূপা কালকামিনী, ভবভাবিনী গুণধামা।
ভক্তজন মনবাসনা পূরণ, তারণ তারিণী নানা।

চরণ সরোজে রত্ন নুপুর বাজে,
নাচে বামা অন্তরামী ॥
স্থাপানে যোগ লৌকিক লৌক্যী,
সদাশিব মনোরম্য ॥

কে জানে ধ্যানে জ্ঞানে হর নর মুনিবর,
তব মহিমার সীমা ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত মা ।
মহেশে কর সিদ্ধকামা ॥

রামকেলী—একতারা ।

হাননা রে মন, পরম কারণ, শ্রামা কভু মেয়ে নর
সে যে মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায় ।
কখনো পার্শ্বভী, কখন শ্রীমতী,
কখনো রামের জানকী হয় ।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে আসি,
দানবচয়ে করে সভয় ॥
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ।
বেরূপ যে জন, করয়ে ভজন,
সেইরূপ তার মানসে রয় ॥
কমলাকান্ডের হৃদি-সরোবরে,
কমল মাঝে কমল হয় উৎসব ॥

গরা ভৈরবী—একতারা ।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত জগত জন ।
রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা,
সদা নিয়ম করে পালন ।
সংসার খেলনা দ্বারা হতে লয়ে,
ভুলায়ে রেখেছ (মা !) মোহিত করিয়ে,
হুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা হু বেলি,
জাইতে করি হেলা নিত্য ধন ।
ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছার মর হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমার ;
। দিচ্ছ মাও যে পথে আমি যাই মা সে পথে,
যেহে অক অনুরূপ ॥

মল্লার—কাওরাণী ।

করাগ বদনী কালী কপালিনী কালিকে !
করুণা করিতে কেন করুণতা কর হতে ।
জগত জননী জননীধরি বা কর,
যুতেক জীবের জীবন রূপে বিহর ।
অধিল ভুবনে যত চরাচর হর নর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব সব তোমাতে ।
দমুজদলনৌ দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
অশরৎ জনের শরণ শুভদায়িনী,
প্রকৃতি পরমা পরমেশ্বর মোহিনী,
হিম ভূধর হুহিতে ; —
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়,
ঈশ্বর তব মায়ার শচীপতি হয় বার,
দশশত-বদন প্রণত বার পায়,
কি ভয় তোমার রামশঙ্করে হেরিতে ॥

বেহাগ—কাওরাণী ।

মণি-মঞ্জীর সুমধুর বাজে ।
শ্রীচরণসুজ মাঝে ; ভয়রা গুণ্ডারে না লাজে ;
কটিতে কিঙ্কণী, এলায়ে পড়েছ বেণী,
যেন সৌদামিনী জলদে বিরাজে ।
মোহিত হইয়ে হর, হইলেন দিগম্বর,
শব ছলে এ রূপ অন্তরেতে তজে,
কে হবে মাহুবে জয়, এ বামা মাহুযী নর,
পরাম্পরা ; — শুন বলি সার যুক্তি,
রাস্তা পদে রেখ ভক্তি,
দীনের দিন যায় মিছে কাষে ॥

বেহাগ—বধ্যমান ।

মন ! চল ভবের হাটে ।
করিব বাণিজ্য কার্য, শ্রামা মায়ের নিকটে ।
মন, বুঝা নাহি যায় ভাবে,
লাভ কি লোকসান হবে,
এখন এই সার কর, যা থাকে লগাটে ।
মন, হিসাব কিতাব আদি ভায়,
সকলি তারার জয়,
তুমি কি বুঝিবে তাব ? সভাবনা নাহি ঘটে ;
ফলিতার্থ বাছা হবে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে ?
তবে দেখে গুরে মদ্য তুমি কেমন কিসিয়া মুটে ॥

পবন—একতাল।

সদা মানসে জপ না।

কামারি-অননা ; জপ রে একান্তে,
দিনান্তে নিশান্তে, প্রাণান্তে কৃতান্তে হৌবে না।

সে পদ ঐতুল হর তুল মূল,
জপতে না হেরি তার সমতুল,
তারে কহু ভুল না ;
কালীপদ লাগি যে হর চিত্তাকুল,
কালী সে কিসেরে হন অমূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলান কুল,
প্রতিকূল থাকে না।

দেখিছ ত মন, যেমন সংসার,
সকলি অসার কালী নাম সার,
হং স্বর অমুসার সাধ না ;
নির্বাপন হইবে মনের মালিগা,
মনের মানস-হইবে পূর্ণ,
হর মনুমাহিনী হইলে প্রসন্ন,
(ময়ের) সৈন্তদশা রবে না ॥

কাল্যাণ্ডা—কাওরালী।

কুলকুণ্ডলিনী যদি আগে।

বার না আগে কি করবে তার

তপ জপ যোগে বাগে।

অন্তরে বার শ্রীমাপন, নাহুরে বার শ্রীমাপন,
সে কেন অপর পদ মাগে ।
তার তার কোথা বাস, অবিজ্ঞাত কৃতিবাস,
নিগমে সাহি নির্ধাস, আগম কি তার আগে ।
কহিতেছে বিজ্ঞানস, যে জন কালীর নিজদাস,
উদাস সে শ্রীমা অমুরগে ; অপেব সম্পদ পদ,
ইন্দ্রজ ঐবর্ধ্যপদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পদ,
শেষেও কি তার মনে লাগে ॥

শুভকান—আড়াঠেকা।

শকরি, সং কসি কুমার রং দেখিছ নিশি দিবে,
কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে
কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে
কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে
কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে কবে

নিরন্তর ভব আসরে, নিমুক্ত নিশি বাসরে,
গাইতেছি শিব! স্বরে, তাহে অশ্বি বহু শিবে ॥

হলতান—বাড় ঠেকা।

আর কত দুঃখ মোরে, দিবি মা জননী তারা।
ভ্রমিতেছি বিবসানপথে, তত্ত্বজ্ঞান হরে হারা।
দুঃখ কি আমারি তরে, স্থজিলি গো এ সংসারে,
তাই ডাকি জননি তোরে, ও মী! দুর্গে দুঃখহরা ॥

ধররা—একতাল।

মা, তোমার কি এই বিবেচনা!

আমায় ভবে এসে লাগে বরণা।

কারে রাখ স্বর্ণখাটে, কারে বা জাহ্নবীর খাটে,
আমায় ঘুরাও হাটে মাটে, দিনান্তে-অন্ন জুটেনা।

দিয়েছ যে দুঃখের ভার,

বহিতে পারি না মা আর,

এখন জীবন মাত্র হয়েছে লার,

কখন কি হয় মাই ঠিকানা ;—

কুকুমার সদা ভাবে, অমাত্যবে প্রাণ-ধাবে,

এই লাভ-হল এসে ভবে,

ভরম সাধন আর হল না ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিধি যা লিখে ললাটে, তাই যদি হবে শকরি!

তবে তোমার মিছে কেন ডাকি গোমা দিগম্বরী।

যদি হয় নিরন্তর কার্য, তবে তুমি কিসে পূজ্য!

জানি রাখণের সাহায্য, ব'স তারে কোলে করি ;

পার্শ্বে না তারে রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ অগতে,

রাখণ যোগে সবংশেতে,

তুই গেলি মা লঙ্কা ছাড়ি'।

কর্মহরে আছে বে কল,

(তা') খণ্ডাতে হয় না তব-বল,

তবে তেরে ডেকে কি ফল,

যা বলে কেন কৈঁদে মরি!

যিল কুকুমার কর, উচিত বলতে কহি না ভয়,

হুট দৈত্য কারেই জয়, ব'স হলে গেলে হারি ॥

মিথি ঐ নিশিছে তটিনীর সাথে

তটিনী মিশিছে সাগরোপরে ।

পবনের সাথে মিশিছে

—পবন চিরমুখের ঞ্জয়তরে

পৃথিবীতে কিছু নাহিক এ কলা

সকলই বিধির বিধান শুনে,

একের সহিত মিশিছে ক্ষণের

আমিই বা নী কেন তোমার সনে ॥

ঐ দেখ নিরি চুমিছে আকাশ,

ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,

সে ফুল-বালায়ে কেমনা দৃষবে,

ভাইটির বধি যায় সে ভুলি।

পবিকর ঐ চুমিছে ধরনী শশিকর চুম সাগরজল

তুমি ব'দ মোরে না চুম ললনে

এ সব চুমনে কিবা বল ফল ।

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছে কি ।

নামে লগতচিন্তাময়ী ব্যাঙেরে কই ভেমন দেখি ॥

প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে মধ্যাহ্নে দাও অস্তরচিন্তে

ওমা শয়নে দাও সর্বাচিন্তে

বলমা ভোরের কখন ডাকি ॥

অচিন্তরূপিনী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,

রয়েছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শব্দটাককে দিয়ে কাকি ॥

কালী কালী কালী বল, কালী বল মন আমার ।

দূরে বাবে মনের কালি হোঁবে না কালশমন ॥

মায়া ঘোরের মরছ ঘুরে প্রাণভরে ডাক অভয়াবর,

অভয় দেন মা অথমেই এইত বেদের লিখন ।

মা, মা বলে ডাকলে পরে,

মাকি কখন থাকতে পারে,

ছুটে এসে নেবে কোলে শ্রামা মায়ে ডাক এখন ।

কালবরণ রাবে হেরিব না বলেছে ।

তবে কেন সে আমারে পুনঃ বেতে বলেছে ॥

শিল বল তারে বল, মাথার কেশ কাল,

নয়নের তারা কাল, তবে কেন রেখেছে ।

বন্দাবন ভেয়াপিষ, রাখারে তুলে বাব,

রাখারে বল কালী, শীলী জলে ফেলেছে ॥

বল সখি তারে বল, আকাশের মেঘ কাল,

যমুনার জল কাল, সে জলে সে নেয়েছে ॥

হেঁসে নাও দুর্দিন বই ত নয় ।

(কীর) কি জানি কখন সন্ধ্যা হয় ॥

ফোটে ফুল গন্ধ ছুটে তার,

তুলে নাও নইলে কিন্তু শুকিয়ে যাবে হাস,

গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায় ;

এলে মলয় পবন কদিন রয় ॥

আসে বায় আসে ফের জোয়ার,

যৌবন বায় ফিরে কিন্তু আসে নাকো আর,

পিরে নাও বত মধু তার ;

(আহা) যৌবন বড় মধুময় ॥

আছন্ত ভাবনভরা-দুঃখ,

আসে তার প্রেমের স্বপন, হৃদয়েরই হৃৎ,

হারাওনা হেলায়ে সেটুক ;

ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয় ॥

কাশিরী-বৃক্ষমণি ।

দেগেরে যৌবন মধুমাত্তি শুদ্ধরিয়া ।

ভেরেচি চিতোয়ানি বাকি লজরিয়া ॥

লট পট চল, চলত সুকুমমে,

পহিরি কুহুম রাগ, মুরতি চাঁদরিয়া ॥

পরমা বৈকুণ্ঠী তুমি কালী, ওমা শ্রামা ;

তবে কেন ওমা কালি, ভালবাস ছাপ বলি ॥

রাজস্ব নন্দিনী হোরে,

বেড়াস মা তুই গ্রাংটা হয়ে,

লোক লাগে দিয়ে জলাঞ্জলি ॥

পদতলে নাই আসল, পদে পড়ে পকানল ;

মুণ্ডমালা-বিভূষণ, বুঝি মা তুই পাগল হ'লি ॥

অমল ধবল কমল দলে বিমল ব্রজত বরনী ।

আহা কি মধুর, সুখমা হৃদয়,

প্রথম বীণা-বাসিনী !

তুংহি জ্ঞান-বিদ্যা-সারিনী,

সকীত-সুখা-সিদ্ধ-মণি,

বীণার ধরে অমিয়সাগরে প্রাণ আসিরে ধীর ;

শ্রীপদ করে সাধনা করে, অমরে মিথ্যাকলী ॥

তুষিত প্রাণে মধুপ ফুলে,
 গুঞ্জে হৃৎ চরণ তলে,
 শক্তি সাধনা গানে বাসনা, হৃদয় সমাজে আজ ;—
 চাও মা করুণা নয়নে, কর, আলীর দীন জননী ॥

বড় হৃৎতে খেল মা চিরদিন ।
 দয়াময়ী হয়ে কেন মোর প্রতি হ'লি কঠিন ॥
 আনিবে ভারতভূমে, কি কার্য করিলে উমে,
 না রাখিলি গৃহপ্রমে, না যোগী না উদাসীন ॥
 আমি অতি দীন দৈত্য, হও মা তার হৃৎসর,
 যার মা অল্পপূর্ণা, তার দশা কেন মলিন ॥

সখিরে, পিঙ্গল বিধুরা চাতকী পরাসী,
 নীরধর আশ্রয়ে ॥
 বাসনা ছাড়য়ে, নিরধর জয়ে, বাঁধি প্রেম-পাশে ॥
 জুড়াইতে ধরাতল, গলধর ধরে জল,
 চাতকী না জানে গলবিলুপানে হৃদীতল,
 সখিরে, চাতকী সরলা, বিদূতে বিচালা ;
 মোহিত উল্লাসে ॥

বাঁচা কেন দেখিরে খালি ।
 পাখী থাকতো বাঁচার, বসতো গাড়ায়,
 বলতো রে হরেক বুলি ॥
 পাখীর করেছি কতই বতন,
 বাইরেছি ছানা মাখন,
 এমন সাধের পাখী আমার কোথায় লুকালি ;
 যার পাখী সে নিরে পেল,
 মোর প্রাণে দিয়ে কার্লি ॥

বিভাল—ভিগুট ।
 এত দিনে ভাঙলো হাট ত্রিবিদ্যাবনের বৃন্দে ।
 আমার বটলো গো দশম দশা,
 বুটলো শ্রী আসবার আশা,
 আশা ফুরালো, আমি অশ্রুর শেষ বিদায় হই
 পদারবিদে ।

আমার কোথায় সে প্রাণ হরি,
 কে নিল প্রাণ হরি, উপায় কি করি,
 আমি কখনও থাকি না কারো মনে ॥

লম্পট নিরদয় তোমার দয়াময় বলে
 সবে কোন্ গুণে ?
 কেউ বা চন্দন দানে, বসিল রাগসিংহাসন,
 কেউ বা প্রাণ দানে স্থান পেলো না চরণে ॥
 রাগকথা হয় হে দাসী, দাসী হয় রাজমহিষা,
 সকলি তোমারি কৃপায় ;
 তুমি যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়,
 যারে না রাখো পায়, বিপদ ঘটুক পায় পায়,
 হাসি পায় হে পায়, পায় ধরার কথা হ'লে মনে ॥

বাউল সুর ।
 পাগলা মনরে আনন্দে হরি গুণ গাও ।
 ভাই বল, বজ্র বল, কেহ করো নয় ।
 আপনি মরিলে, তারা কেবা কোথা রয় ।
 কোথায় হবে স্বরবাড়ী, গাড়ি ষোড়া জুড়ি,
 মরণ কালে ছেঁড়া চটা কলসী বিচেল দাড়ি ।
 প্রাণের স্নেহসী-ভোমার, নাইক যান বাড়ি,
 সেই তে ভোমার দিবে বিদায় দিয়ে মোবর ছাড়ি ।
 কাঁদবে তোমার তরে হৃদয়, ভাসবে নয়ন জলে,
 তার পরেতে দেখবে তোমার বাস পেটরা খুলে ।
 যদি কিছু হেস্ত থাকে, তবেই পাবে পায় ।
 নৈলে তোমার চৌদ পুরুষ সেইখানেই উভায় ।

• এই ছুইটা গান, গোবিন্দ অধিকারীর রচিত
 বলিয়াই প্রসিদ্ধ । কেহ কেহ জাভার বলেন,—
 তাঁহার লক্ষীতপস্কর গোলাকুচ্ছ অধিকারীর
 রচিত ।

হিন্দী গান ।

সুরদাস ।

সুরদাস ১১০ সালে (১৫৮০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম বাবারাম দাস । বাবা রাম দাস সমুদ্র আকবর শাহার নবরত্ন-সঙ্গীত সভার একজন প্রধান গায়ক ছিলেন । সুরদাসও পিতৃভরণে গুণবান হন । সেই কারণে গুণগ্রাহী আকবর ইহাকেও যথেষ্ট সমাদর করিতেন । সুরদাস যথেষ্ট গান নৈজে গাহিয়া সম্রাটকে সুনাইতেন । কেবল গান রচনা করিহা ইনি নশিত হন নাই, কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন ।

রামকলি—চোড়ালি ।

জয় নরায়ণ ব্রজ পরায়ণ ত্রীপতি কমলাকান্তম্ ।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পারো অস্তম্ ॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তম্ ।
রামরূপধর রাবণ মারে কুন্তকর্ণ বলবন্তম্ ।
বহুবলবগুহে জনম লিয়ো ছায় নাম ধর যদুনাথম্ ॥
কুবক্রপ ধরে অম্বর সংহারে কংশকো কেশ গহন্তম্ ॥
জগদ্রাধ জগমগ চিত্তামণি বৈঠ রহে মেহি চিত্তম্ ॥
শমসুকর ভাগবত লাগয়ে সুরদাস ভগবন্তম্ ॥

হলভান—চোড়ালি ।

বার বার কই তোহে, সাবধান কেউ না হোর,
মহতাকী পোট শিরে, কাহেকো ধরত হৈ ।
মেরো ধন মেরো ধাম, মেরো হুত মেরো নাম,
মেরো পুত মেরো গ্রাম, ভুল হো ফেরত হৈ ।
ফুসত অরো বাওরা, বকার গই বোধ তেরি,
এসে অন্ধকূপ গির,—
কাহেকো ফেরত হৈ ;—হৃদয় ভহত তাকো,
নাথক হোনে আবে লাভ, কাজ কো বিগাড় কে,
অকাজ কেউ করত হৈ ॥

কলকায়ী—চোড়ালি ।

ব্রজনাথ, যোগাণ্ড ঠৈ, চলিরে,
কলু আনত হৈ এহি রাত ইহিনি ।
সুখিলে, কলু নেহাক কৈ,
চান্দরে বিন রে বহি পীতক গামি ।

তুইয়ো বাত কহ মুখসে,
নহি বাণ্ডেরি হাম, হরি পারে ইহ বাণী,
গাহিতে জানিত হো সজনী,
অব যৌবন পারে ভই দেবানি ॥

ভীমশলকী—চোড়ালি ।

কুঞ্জ মে রচো রাগ, বুধ অবগতি লিরে গোপাল
কুণ্ডলকৌ ঝলক দেখে কোটি মদন ঠাট কিণ্ড ।
আমরসে হুগু রসে, বাঁশরী ও পারেরদ,
মোহনকে মুকুট পর, মেরা মন আটকেও
মোপর বনকার পারে, মধুর মধুর তান লারে,
সপ্তস্বর ছায়ো, ইয়াকি সুরজকো লটকাও ;
গৌরীরাও এসে এসে হো-ত মোহনকে,
মুকুটপর শেষ নাগ লপটাও ॥

ছায়ানট—গামার ।

কর কান, কৈসে কর হো, অব বিলম্ব রহো,
কুবরিকে অঙ্গ সঙ্গ হমকে গোপ ধ্যানে হো ।
মোর মুকুট মাখে, তিলক বিগাছে,
কুণ্ডল কি ছব আত নেহারে হো ।
কৃপাখনমে দেখু চরাওবত, মোহন মূলসায়ার ;
সুরদাস প্রভু জুহাচারি
দরশ কো চরণ লতো, বলি হারি হো ॥

দেশ—গামার ।

কাহে ব্রজ ছোড় ঢালি আরে,
বাবত সঙ্গ যুগল কিশোর কিশোরী ;
তুয়া কারণ বিভূতি অঙ্গে ভূষণ বনাই,
শশোমতী মাই ।

নন্দ মহারাজ অরে বাওরা,
ভাগর মে দেখে আরে কহত
গরে প্রাণ মরি হা হা কান্দিহাই ।
সেই সে বিরহন নিরস অরে ঠাও,
নই কুহুম সখ পল্লব ন পারেরি দারিহা ।
সকল যোগীর ছুখ দেখে অব ভক্তুল,
তবত ধোরয়ন পায় বৈঠে রত্ননাথ কহে ভাই ।

আগুন—পঞ্চম গণ্ডারী ।

মাইরি ধস্তা ধস্ত, বৃন্দাবন ধস্তা-ধস্ত;
মোকুল-ধ্বন্যক-উড়ি বারেকো প্যারে ।
ধস্ত গোপী ধস্ত-গৌরী, ধস্ত এ শুভমূলে,
ধস্ত এ বশোদা গোলা, খেলত কান্ধা ॥

ধানশী—চৌতাল ।

আলত সুখ, পালত সুখ, নিত্য সুখ সমরণ,
নাম গোবিন্দ জীকা সঙ্গা লিজে ।
মোটো কমনি, পাপ অজীরণ,
সামু সঙ্গত, মিল মোহাভিজে ।
সমরণ সহত, অগতি অগোচর,
পতিত উদ্ধারণ, নাম তেরো;—
হরকে স্বামী, প্রভু অন্তরস্বামী,
সরব প্রবণ প্রভু ঠাকুর মেরো ॥

দেশ—ধারাবা ।

ছপাওরি বয়মা অমুষ্টি প্যাতি গেরী ছব,
বাহি সো ডগর নাগর, তরত অনন্ত অনন্তান ।
রয়ন হ' তো প্যাসী অলি কেবলত কুঞ্জন গলি,
ক্যাঙ্গানে চোহে চৌকি, কমল মন মন তান ।
শ্রীমুখ মণ্ডলতে, চুহত হ' প্রমথিনু, চকোর
পরোজি নৌরি পণ্ডিত হুবা নির্জন;—
বেগী উলটি রহি, গ্রাম হ'ত আওরে জান,
ক্যাঙ্গানে বাঁচি কোন ভু —
আ অল মৈতোর মান ॥

গেরি দারুণ বা মুলতান—চৌতাল ।

এ সব, নন্দকুমার বাগপল্লী মেরো মন হয় লিল ।
জীওরি একেলা, তুম্বারিলিরনল পৌ মরি বাত,
মোরি জীরা কি দুখ হুন্ দিল ।
ভ্রমারো মলোন কান্ধ, বাট রোকে ঠাড তেরো,
মোসো বোলা জের গেরে;—
অধরন কো হুস-লিঙ্গ, কোমসি বোলাগেরে পারে,
মুখসোলাপাওরে লিঙ্গ বাসরী বাজাওরে বাহু কিন

বয়জু বাওরা ।

বয়জু বাওরা পাঠাল সম্রাট আলাউদ্দীনের সম-
সামারিক ছিলেন । রাঙ্গণ-বাংশে ইহার জন্ম হয় ।
কিণের বয়সেই ইনি গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া
বিবাহী হন । পরে সম্রাটের প্রহর করিয়া জনৈ-
ক ইনি একজন নিচুপুসখ হইয়া উঠেন । ইনি মোক-
লয় পরিত্যাগ করিয়া মনে নিয়া, বাস করিতে আরম্ভ
করেন । এইরূপে প্রবাদ অসহ ধৈ, বনে অবস্থিতি-
কালে ইনি সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজের মনে গাহি-
তেন; এবং বনের পশুপক্ষিগণ সেই সঙ্গীত শ্রবণ
করিয়া মোহিত হইয়া বাহুত । এমনকি; হিংস্রক
জন্তুগণ পর্যন্ত সে গানে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে
আসিত, এবং স্বস্তি ভুলিয়া গিরা ভক্তিত হইয়া
থাকিত । এই কথা সম্রাট আলাউদ্দীনের কর্ণগো র
হইলে, তিনি বিশেষ বড় করিয়া বয়জুকে বন হইতে
প্রাসাদে লইয়া আসিলেন । সেই হইতে বয়জু
সম্রাটকে নিজ রচিত গান যথো যথো গাহিয়া শুনা-
ইতেন; এবং সম্রাট তাহাকে বিশেষ প্রদত্ত ও ভক্তি
করিতেন ।

ইন্দু কলঙ্গ—চৌতাল ।

অর কালী কল্যাণী, ধর্ণধারিণী, গিরিজা বন-শ্রামণী-
চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্রধারিণী ।
অগতজননী আলামুখী, আদি জ্যোতি অনন্ত দেব
অমরপূর্ণা অমাদি তরণ তরঙ্গী ।
যোগিনী অর রক্ত কল্পী; ললিত-বাহু চক্ৰ ভবানী-
অহরহলনী মহিষাসুর-মর্দিনী ।
হেম-বিরি ইন্দু-রাজ রঙ্গী;
কালী বিশ্ব রোতে কামরূপ;
মোক-তা-মুক্ত-বয়জু ভক্ত-সুধকারিণী ॥

কেশব—চৌতাল ।

হেম রাত কি বাঢ়ন দেবো,
ম্যার চারো জাম-মুগ্ধ আঙ্গি;
ত্রেদে ত্রেদে কাটিত তই ।
কাম-অরতিবত হইতেনৈ অরত;
হুলন হুলন তুলু তুলু, পীর তই আলি,
শিরা শিরায়িত তই ॥

অতি হুহ পাওবত, হুহ হুহ আওবত,
খরিপলহন বীত বহত,
প্রোপতি,—প্রত বহু মিলাওবত,
এই সখি অভদন, রহ না লাগত ভই ॥

অরুণভী—চোঁতাল ।

প্রথম মণি উঁকার, দেবন মণি মহাদেব,
জানন মণি গুরোঁকি, নকীন মণি গকা ।
গীতন সঙ্গীতমণি, সঙ্গীত কো হুরমণি,
জাল মণি মুলক কী, নৃত্য মণি রস্তা ।
রাখন মণি ইন্দ্রাজ, গজন মণি ঐরাবত,
বিদ্যামণি সরস্বতী, বেদন মণি ব্রহ্মা ।
কহে বরজু বাওরো, তুলিয়ে গোপাললাল,
দিনমণি হুরব, রয়ন মণি চন্দ্রা ॥

• নাহান—বাঁপতাল ।

কাগুন গড় যো বানাই, সখিরানে,
গোপী গোয়লা দব, যোড়ি মিলি আই ।
আখিরে গোলালকী, বৃক্ষ বানাই,
ডোপ ধর বব বহু ঘুয়াই ।
গোঁধা কুমকুম, গোলা চলত ছায়,
বল বঁধ কোড়ি লাগাই, কহে বরজু বাওরো,
তুলিয়ে গোপাল লাল, ঘেরি লিও অব বহুয়াই ॥

বালকোব—হরকাতা ।

নাথ পুর সোয়াদ নাথ পরমেধর,
ব্রহ্মা আশনান রে ইয়া আও রল,
গকা জটা মুখা আলাপ বিদ্যা রে পরমেধর ।
উলট কর বলাও, বিন্দু বিন্দু উতপত,
শরীর বরুণ রে, মায়গ উভরে,
বরজু পুত্রে, বৈহুর্ন লীলা মায়গ রে পরমেধর ॥

পুরবী—খামার ।

তুঁসে কোন সরবর কিয়া,
কোনে ভে সাধেরা, রেতে ও
শাশিরাকী এতে নাগর ।
সোঁতে বটালি, পাক উমাতা চলি,
কোঁতে গৌই, রেকা পাওরন বাধর ।

চন্দ্র ব্যারসে কামিনী, নাগর ডারসে মানত,
হুহর তকে, এতে নাগরীয়ে, বরজু কী প্রত,
উমাতা ঘুয়াডা গৌই, ধারে মিলি পরিএতে স্নানর

সোহিনী—হরকাতা ।

প্রথমে আদি শিব শক্তি, নাথ পরমেধর,
নারদ তুহর, সরস্বতী তল রে ।
অন্যহত আদি নাথ, গুণসাগর বরুণ,
অক্ষর শুধ বহু মত, শুধী জন রে ।
আদি ধরবী, শেষ আদি হুরব,
চন্দ্র আদি পবন পানী, অগ্নিহর রে ;
আদি বরজু কবি, গুরুপ্রসাদ তেঁ,
লোগন কে আওবত, শুধীপণ রে ॥

গোপাল নায়ক ।

গোপাল নায়ক দক্ষিণসেনাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ ।
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইনি—সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ
পণ্ডিতমণ্ডলীকে গবাত্ত করিয়া, নায়ক উপাধি
প্রাপ্ত হন ।

হিঙোল—ডিবে-ভেতাল ।

কৈলাশ-শিখরে শিরোমণি ক্রাম,
শিউকো ধাম বজ্রল সিংগার,
নানা তাঁড়কি বৃক্ষলতা কুহমিত
দিশ দিশ বিগিন সাধন অপার ॥
বরণ বরণ কি পট্টাগ বরণ
মানও দুর্গানাম করতো উজ্জার ।
শুভ বসন্ত হিঙোল রাগ পাওত
আনন্দ তরে অতি বিহার অপার ॥

চৌকী—বাঁপতাল ।

গাইয়ে গোপীনাথ নরহরি নাথ নরহরি
হরি হরি ।

পতিতাবন নাম তুলি মৈ তবহি জনৈক
পতিত উজ্জার ।

লীন জন কুম নবহি তারে তব বিহারে
আর কোর ইজন মুলি নায়কগোপাল সঙ্গ
কাম সুখারে ।

মালকী—চৌতাল ।

গ্রাম জুতি মুহূর্ত্তনা কো বেওরে আনে
পাণ্ডে নব রস গিয়ে ।

শুভ শালক সকারণ ওষড় খাঁড়ব দৌরস
নিব্রিখ করকে গেতে হুর ধর হীয়ে ।

গীত হ্রদ্যঃ ধারু ধুরপদ সুম্ভা প্রবন্ধকো
বাধান সমকাণ্ডত হাঁর হীয়ে ॥

কতহ নায়ক গোপাল বহুবিধ ধরজ সাথে
ইয়াতে শুনবো কিজিরে কান বিজে ।

ইমনকল্যাণ—চৌতাল ।

ডেরোহি ধ্যান ধরত ব্রজা শিব ব্যাস বালক
নারদ সুনি শনকাদি দেব হুরেশ হুখ রজত
বহুত বেশ বানায় :

আ চন্দ সুখ আওরে তরো তুনে ধূয়া
মেহা পবন পাশি পশুপত্নী জল স্থলকে বন
দাবিনী আওরে মরি মরুত ॥

অধীনবজু দীননাথ দীনক দয়াল প্রভু
ভরণ পোষণ বিশ্বভর সুবাত সন্তে উপায় ।

গোপালকে প্রভু মাধব মধুস্থলন তুহি রাম
কুহু তুহি তুহি করতা সব উপায় ॥

জুহী—স্বরকীকতাল ।

দেখিরেন রে মাক্র তিলক গতিলখ মুখে
তুমোল হুলি আছে এ ধারতি সার কউসর বেণী
আছে ।

রবি কানন জুওল শশিবলনী ত্রিশূলধরগী
করগী সব হুখ উত্তল কথা ।

বোপ অযোগ মারাজিভুবন বরগী পাণ্ড যেন
মুক্তি অপাধ গাহা ।

গোপাল নায়ক বিদ্যা দেনো তু সর্বকলা
কুবলী আবগাহা ।

ভীমপলকী—চৌতাল ।

দান কর সমান ভুজপত জ্ঞান বিক্রমজীত
শীত গর্ভে যুধ বিধান ॥

বিভীষক মিলহো রাজ, মাত্রে রাবণ লঙ্কা
দীপ্ত কাশ রাজা রামচন্দ্র হুজান ।

ব্রহ্মপটে বেন মুরস কিরণ নাথ
কহত গোপাল নায়ক শুনহো,
সুজান অহবিধ-তান মান ।

মালকৌশ—চিমা-ভেতাল ।

বাজত বসন্ত আওর ভৈরো হিওল রাগ ।
রাজত হয় ললিতা কৈসনে হোরো দীনাজী ॥

মালোয়া মালকৌশ রাগ বনমে বাজারে কানাই,
(কাহু) মঙ্গল নিরাসিনী (নিবাসিনী),

হুর অহর পন্নগী হতি ধুকৈ শুনে সে পারনা,
রহি বা হুরী এরনী বাজী নেমে মেরে
জান শুভ রাগকি মারাসিনী ॥

দেওলী—স্বরকীকতাল ।

শিউ মহাদেব ত্রিশূল পিণাক ধর থাকে
জটাজুট মাখে হুরেখরী আইয়া বাকে বিবিধ
ভুজশ পাইয়া ॥

গিরিজাকে মন ভাইয়া ইয়া আইয়া আইয়া
পাইয়া ॥

এজগদীশ ইয়া গিরে সুখবাহন অত নিরাত
ততদিরে তররে আইয়া উত মদন দোহাই
আইয়া ।

গোপাল চতুরঙ্গ অঙ্গে সো সম সমন
নাচাইয়া মানক দোহাই আইয়া আই আই আই
আই আই অতীত দেই আইয়া ॥

প্রদীপিকা—রাগতাল ।

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্রপ্রভ
কিরণ জ্যোতি প্রজ্বল ॥

চন্দ মকরন্দ স্থল স্থলে পরিমল হৃগন্ধ
বিবিয়া বদন ভরু মদনুপ জাল ॥

লাল মোতিরনসে ছোটে চন্দ কিরণ
সোভাল । হ্রদ্য অতি হ্রদ্য গাওরে নারক
গোপাল ॥

দ্যানেলী—ভেওরা ।

সুখ প্রথমে সারিগম রাগ রে ।
সুখে প্রকট বৈ রে ।

ধারু ক্রপল সংগৃহীত প্রবন্ধজন্যঃ

শ্রী গাওড়ত গন্ধর্ব্ব শেষ রে ।

চতুর্দশ এষ্ট ডেলেনা ক্রপণ

শব্দ স্বরণকো ভেদ রে ।

কহে নায়ক গোপাল সারিগম

আগম ভাল সুরসম সাধ রে ॥

মলতান—টিমা-ভেতাল ।

সগু হর ছর রাগ,

রাগিনী সামেত রাগ,

এনকানুনে বাঁশরী বেসালা হায় ।

প্রথম রাগ ভৈরৱী রাগ, কৌশিক হিণ্ডোল রাগ,

দীপক মজার মার, বটম রেসালা হায় ॥

‘ছও ছও ত্যাগী সঙ্গে লাগে

লাগ একসে এক আলা হায় ।

এসি গুণকি বিশালা, মোহি ব্রজবালা,

বাঁশরী বাজায় নন্দলালা,

গোপালকো জপমালা হায় ॥

মারবা—সুরকাকডাল ।

হর চরণ পর চিত ধরণা গুরু মরণ কর
ভব ভরণা ।

যব জনন জগমে সব হৃদ মুকরত নর ।

ধ্যান ধরম কৃত মো বজ্র বাণ এডমো

সব তাঁরথ ক্রি়ে ভব বাপার যুগমে আসন বৈঠে

ভগবত নামসে কলিযুগমে ।

এসো নিকো কলিযুগ চার যুগকো রাজা

ভজন রাজা বাকো হোত সবহি কাজ ।

কহে নায়ক গোপাল আউর বেদ রাজা

বেজু কহে হামক। প্রভু নামকো মাক। ॥

শৌরী মিঞা ।

শৌরী মিকার প্রকৃত নাম গোলাম নবী । একাদশ
বৎসরের প্রায়তে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহার
মীর নাম—শৌরী । গোলামনবী যে সঙ্গীত রচনা
করিতেন, সে সঙ্গীতে মিকার নাম গোপন রাখিয়া
মীর নাম প্রকাশ করিতেন । সেই কারণে তাঁহার
মিক টাঙ্গা প্রকৃত শৌরী মিকার টাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছে । ইহা টাঙ্গা রচনার ইহাকে
অধিতায় বলা বাইতে পারে । ইনি যেমন সঙ্গীত-
রচনার হুনিপুণ ছিলেন, সেইরূপ স্থগারক বলিয়াও
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

খিখিট—আড়াঠেকা ।

ইয়ার ইয়ার টুলাবে জানী, বখেড়া দিলার ।

অরি যো মগ শরা ইক্ দিবামাষি মত্,

কেয়া মজাযু লৈলা বাদন মুদ জানী বখেড়া দার ।

অরি যো মগ শরা ইক্ দমগনিমে খোড়া

শৌরী কহে ॥

মিকুভৈরবী—মধ্যমান ।

ও জটা সানুমান লে,

জা দিয়া খাঁ গম তেরে মেয় তেরে শোরে ।

লোগাদি বলনাথে সৌ, ডর মত শোড়ী,

তু ত আপনা জনম তেরি সৌ ॥

বাখাজ—কাওরানী ।

খেড়াদাবে নাওবিন জান দি কিবে শোরি তেরে ।

বট খেড়া দিয়া রে, লেপ খোলা ইয়াবে মিয়া,

শৌরী দা টেব মেয় পছান

দি কিবে শৌরী তেরে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

তু কেউ রোদিয়া নারবে ।

রাজমু কর চাকরী তেরে ।

ডন ফুকম। হুখা গহর,

গুলামনবী চুপ রহো বীরে বীরে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

মেলো বরিয়া লালাব ।

মাহ। জামাজে, হরমত বাঁদিয়া কাঁদিয়া,

তেরি শোড়া বে ।

আউর কয়াসী দম লাগবে,

যো ল বোলাগরে,

ভাও লানি শৌরী সোড়া বে ॥

বিকিট খাখাজ—চিনে তেভালা।
 দো নয়না নাড়ে লাগেতু সাঁড়ে নাগরে।
 শুনি মাটা অবেড়া ইয়ার।
 চন্দ্রম মন বর চন্দ্রম তো,
 চন্দ্রমানে তো বারে দিয়ার।
 সনু ভায়াসার তোভারং তো ভায়াসার দিগার।

ভৈরবী—মধ্যমান।
 দিলালে ওয়ালা যৌবন কিসি দাদি,
 কিসি দারে তেরালা যৌবন বালা।
 শুলবি লালা বাকৈ বাহার,
 শুসু কিল পরমানেনেতে শোয়ী,
 দাগা বাজি পর পর কবি লাগওয়ালা যৌবন।

সিন্ধু—মধ্যমান।
 বেই ছৈবা, মান না করিরে, সাঁড়ে রবসে ডরিরে।
 আও শোয়ী, মিল পিরালা গীলে,
 সমর সমর পাগ ধরিরে।

বিকিট খাখাজ—মধ্যমান।
 মহেড়া বালামা হুজে, আর বে।
 মত কর দে প্রকিতি, ভুব চকল জটী,
 শোয়ী স্বকীর রুদা, নটকানা দে।

খাখাজ—মধ্যমান।
 মিয়াবে আহু ডারা, সোঁড়া।
 বের তু তেরে বাঁদি হো-ও-ও রেইয়া।
 কুমে তু বা নয়না বা শুমায়েড়া,
 মের তু তেরে বাঁদি হো-ও-ও রেইয়া।

খাখাজ—মধ্যমান।
 ডলাবের জটি জোর, জোর মৈ বারি,
 বন্দিয়া মৈ লা সাঁড়িয়ামে নাহি।
 লে চলত, চিত্ত মহত্ব দে খানে,
 রদিকা শোয়ী টিপেরার।

টোড়ী—ভৈরবী মধ্যমান।
 মেই লাগি কর বা মন কাঁশরী।

বেধো জিয়া ক্যানে পত ছাঁর,
 চশমত নাহি, কোই আওরে মোহে সা শোয়ী।

ভৈরবী—মধ্যমান।
 নীসাহেমে এ দরুকে না রুম।
 বর মিয়া-আ-আ-রুম, মল রসে দারুম।
 মন মেরি অঙ্কমেয়ি, মুশসে শোহেলে মণ,
 বুলবুল শিরুন হুখনিদা রুম।

বিকিট—মধ্যমান।
 সরমা দিয়া দিয়া।
 তুগ্লে, নালে, গেলহী, কেরে হো মিয়া।
 বাওল দেশোয়ারিবে, বিরগাদি শোহে মিয়া,
 তোড কসম মেহি হাঁ দিয়া,
 তুগ্লে নালে গেলহী কে রে হো মিয়া।

সিন্ধুকাকি—মধ্যমান।
 সহর চলা জটী, রসে অয়েল গো অয়েল।
 মেস ভর ভর বে ও জটী, তেরি আহু নয়না বে।
 তু ত তীরকো মানন, লবে মানন মতি,
 শোয়ী আটকে, ভাটকে,
 দিলে লাগি সরকার বে মিয়া,
 এ জটী তেরি আহু নয়না বে।

ভৈরবী—মধ্যমান।
 সিহরি বে সারি রাত তা হুম।
 ওদারে করুণ বিয়া, লাগদি বাঁদিয়া সাঁড়িবে।
 আগত আগত, নয়নাকী না লাগানী সিহরি
 শোয়ী রে।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।
 হো মিঝারে দি বাহার রবে মিয়া।
 খেলে সব শুকে জুল মিলে,
 তো কুমরি লালে বাজারে দি।
 চেক রাহি ছাঁর মত বুলবুল,
 শোয়ী ফিরে হাঁ হাঁ,
 মেলেমে জাজাগি কর পেচারে।

গুরু নানক ।

ইনি শিখশাস্ত্রারের গুরু ছিলেন । বহুকাল
ইসলামি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,
কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশে আজও ইহাঁর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ
হইয়াছে । ইনি শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা । গুরু
নামের কৃপায় শিখ জাতির জাতীয় জীবন গঠিত হয়,
এবং ধর্মসম্বন্ধে অনেক উন্নতিও সাধিত হইয়াছে ।
ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ।

আলোচনা—৪৭ ।

তু মেরে প্রাণ-আধার । (প্রভুজী)
নমস্কার করবৎ বন্দন অনেক বার আবার ।

(প্রভুজী)

উঠত বৈঠত, শোয়ত আগত,
এমত তুঝেহি চিতা রে ;
যো তুম কর, শোহি ফল আমারে,
তুমি আগে দার । (প্রভুজী)

তু মেরে ওঠ বল, বৃদ্ধি ধন তুমিহি,
তু মেরে পরবার,
হুখ হুখ সব, মন কি বেরখা,
সেবক নানক গুরুচরণার । (প্রভুজী) ॥

দেশ—কান্দাহারী ।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,
আঙুর কঁহাঁতি নেহি ওরাকে কোহি সমান ।
খেত ন পীত ন রক্ত ন আকার ;
সকল সৃষ্টি রচো, গো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখরে ধ্যান ॥

বাখাজ—হুংরী ।

প্রভুজী আর সো নাম ভোমারো ।
পতিত পবিত্র গিয়ের কর আপনার,
সকল করত নমস্কার ।
জাত বরণ কো পুছে নেহি,
বাচত চরণার বার ।
সামস্ক নামক বুধ পাই,
হরিবর্ডন আবাধার ।

অরজরতী—বাঁপডালা

যেও ভানো তেঁও তার স্বামী;
ময় কুটিল খল কপটকাষী
ভুলপ ভণঃ নেম স্তচ সংঘম,
এম বিধ নেহি ছুটে কাণো স্বামী;
গরগে খোর তু অন্ধ সে কাটো,
নানক নজর নেহারো স্বামী ॥

বাখাজ—৪৭ ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আরা,
উত্তার গেরা মেরে মনুকি সংসার,
বসু তেরে বরশন পায়া ।
অনাবোলাতা মেরে বেরখা জাদি,
আপনা নাম অপায়া ।
হুখ নাটে হুখ সহজে পমারা,
আনন্দে আনন্দ-স্তপ পায়া ॥

পাহাড়ি—আতাল ।

তুঝ্ সে হামনে দেলকো লাগারা,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ।
এক তুঝ্ কো আপনা পায়া,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ।
সবকি মকা আগর দেলুকি মকি ভো,
কোনসা দেল হ্যার বোস নেহি তু,
হারিয়ক দেল যে তুহি সমারা,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ।
কায়সা মোলায়েক্ কায়সা ইনদান,
কায়সা হিন্দু কায়সা মোলমান;
যেরসা চাহা তুলে বানারা,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ।
কাবা মে কা আগর হরের মে কা,
ডেরে পরজেন্ হ্যাঙ্গী সব হা;
আগে ডেরে দেব : তোনো বোকারা,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ।
আর্শ সে দে ফরস জমী ডক,
আগর জমোসে আর্শ বরিতক,
যাহা যাহা দেখা তুহি নজর আয়ারা,
যো কুচ্ হ্যার সো তুহি হ্যার ॥

শোচা সম্মুখা দেখা ভাল,
তু বেছা না তৈ চোড় দিকাল,
আব ইয়ে সম্মুখ মে জবর কি আররা,
যো কুচু ছায় নো তুহি ছায় ॥

আরতি (নানক) ।

পগনময় খাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি ।
ধূপ মলেয়া নীল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি ।
কায়সে আরতি হোয়ে তরুণশুন তেরি আরতি,
অনুহত শব বাজন্ত তেরী ।
সহস্র তব নয়ন নন নয়ন ছায় তোহেক,
সহস্র মুরতি মন এক তোহি,
সহস্র পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ,
বিন্ সহস্র তব গন্ধ এব চলত মোহি ।
সব মে জ্যোত জ্যোতহি সেই,
তিসকে চাননে সর্ব্ব মে চাননে হোই ;
গুরু সাক্ষী জ্যোতি শ্রুগত হো,
যো তিস তাবে নো আরতি হোই ।
হরি চরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
অনুদিন মোহেরা পিপাসা,
কৃপাজল পেও নানক সারঙ্গ কো,
হো ধারে তেরে নাম বাসা ॥

বাসেই—আড়াঠেকা ।

বিসায় সেই সব তত্ত্ব পরাই ।
বব্দে সাধুসঙ্গ মায় পাই ।
নাহি কোই বরদি, নাহি বেগানা,
সকল নজ হামুরি বনি আই ।
যো প্রভু কি না, সো ভাল কর মান্ নো,
এহি হুমতি সাধুতে পাই ।
সত্ত্বে রমো রহা প্রভু একো,
পেক-পেক নানক বিগুণাই ॥

বাসেই—আড়াঠেকা ।

বর যো কৈছ কোমলি সানকি ।
প্রেম প্রসিদ্ধি বরদ-বিল বাবতি,
হাস্যলীল গানকি ॥

হৃৎকা হেতু বহতা হৃৎ পাওয়েত,
সেবা করত জনক জননী,
ধারে ধারে ইঁহা দুয়াসা ফেরত,
নাহি শুধু হরি ভজনকি ।
মামুষ-জনম অকারণ খোয়াওত,
লাজ না লাগে শোক হাঁসনকি ।
নানক হরগুণ কেউ নোহি পাওয়ে ।
কুমতি বিনাশন মন কি ॥

আলেকা-মিত্র—একতাল ।

নাম সীমার নাম সীমার এহি তেরা কাজ হ্যায়,
মায়ী কুসঙ্গ ভাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
জগৎ-স্থখ মান মিথ্যা, ঝুঁটোহি সব সাজ ছায় ।
যগ্নে য়েউ ধন পদানন, কাহে পর কর্ত্তোমান,
বালুকী ভিত ব্যায়সা বনগা কো রাজ ছায় ।
নানক জন কহত বাত, বিন্শে যায় তেরা গাত,
ছিন্ ছিন্ কর গ্যাও কাল,
ব্যায়সে যাত আজ ছায় ॥

ললিত—ছুরী ।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী ।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ ত্যাগলাভি,
নিশি বাসর তোহে ঘ্যাউ মেরে প্রভুজী ।
তন মন অর্প কর জন সেবা,
রসনাতে হরগুণ গাউ মেরে প্রভুজী ।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী ।
এক আখার নাম-ধন মেরা,
আনন্দ নানক এহি দিজে মেরে প্রভুজী ॥

তুলসী দাস ।

হিম্মতিবার 'রামায়ণ' রচনা করিয়া তুলসী দাস,
অমর হইয়াছেন । তাঁহার 'রামায়ণ' প্রেম ও
ভক্তি রসের অগাধ সমুদ্র । ১১১৬ সালে তুলসী
দাসের 'রামায়ণ' রচনা সম্পূর্ণ হয় । বীণা জেনার
অবদে 'সিদ্ধি' পর্ব্বতের সন্নিকট রাঙ্গাবন প্রায়ে
তুলসী দাস জন্মগ্রহণ করেন । ইনি একজন একত

পাখি বলিয়া সম্বাদিত । রামায়ণ ব্যত ৩২ই
রচিত বহুসংখ্যক দৌহাবলীর প্রচলন দেখা যায় ।
চারণকা প্রত্যেকের স্তায় সে সকল দৌহা সীতাদেবী-
প্রসঙ্গত দ্বারা জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে পরিপূর্ণ । ১১৩৫
সালে ইনি যানবলীলা সংকলন করেন ।

ধাওয়াজ—ঝাণ্ডাল বা তেওরা ।

দেহি হরি শরণ মুখে, তুহারি পঙ্কজ পদ ঘর ।
মুহি দীন নয়াময়, তুহি দীন নয়াময় ।
পরাম্বর চরণ চিহ্ন, পিতৃলোক তারণ অস্ত্র,
তেরা স্বৰ্ণ ভুবন ধন্ত, হস্তধনু কি শোহে পায় ।
তুলসীদাস ও পদ আশ ।
কোই পাওয়ে কোই মিরান,
ও পদ আশ ঘো সন্ন্যাস, সঙ্কটে মিলাওয়ে ॥

বিস্মৃতি—একতাল ।

সীতাপতি রামচন্দ্র, রত্নপতি রত্নসুহাই ।
রসনা রস নাম লেভ, সজ্জানকো নয়ন দেভ,
বিহসিত মুখচন্দ্র মন্ত, সুহব সুখলাই ।
শশন দমক চওর চাল, অয়ন বরান দৃগ বিশাল,
জুহুটা মন অধন পায়, নাসিকা শোহাই ।
কেশ ব কো ভিলক ভাল, মাসু রবি প্রাতঃকাল,
প্রবণ কুণ্ডল বলমলাত, রত্নপতি সবিম্বাই ।
পলমে শোহে মোতি মাল, তারাপণ উর বিশাল,
মাসু সিন্ধি শিরোপার, নুরেবরী চলি আই ।
স্ত্রামর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, কাচু নিকট কাজলি ধঙ্গ,
মানই সারা কি দেখে, আপহি বোলাই ।
সবা সহিত সরস তীর, যৈঠে রত্নকণ বীর,
হরথ নিরথ তুলসীদাস, চরণরজ পাই ॥

ত রহে—কাবপা ।

মনোরা ভজলে সীতারাম ।

ভজলে সীতারাম মনোরা কাহে না জপতে নাম ।
দ্বিধা দ্বিধা কি হরিগুণ গাওয়ে গুরু দ্বিধা বো নাম,
রামপদকে বৈঠে রামজী, সবকি মজুরা লিয়ে,
বো ব্যাধা মজুরী করে পাউমকো ভেরসা দিয়ে ।
দেউকাখালা লালন পালন,
কেন কি হুখ শিরোপায়,

মরণ কালমে শরণ লেকে,
বাধা কর বোলাওয়ে ।

এক নর তুলে হু নর তুলে, তুলে জগৎ সংসার ।
জানু শুনকে বো নর তুলে, উনকে দেহি পায় ॥

ধাওয়াজ—কাওয়ালী ।

ইয়ে জগৎ দরশনকা মেলা হায় ।
বস তু আরা ইং ত হুচ দেখে ভাল,
ক্যা হাস বোল মিল জুল বোল বাতা
লোখা পি দেশে কারণ,
বেথু সব কৈ একসে একেলা হায় ।
ইন্ মন্দির বীছ নিরথ তু,
ক্যা রস বিরজ কা মুরত হায়,
হর দেশ নিরথ পরথ তু,
ইন্ মুরত মে ক্যা হুরত হায় ।
ধন্ত ওন্ কারিগরকো কহিও,
মিননে আপনা হাত সে বানারা হায় ।
রঙ্গ রূপ রস আধা যৌবনমে,
ইয়ে কি আপনা বেলা হায় ।
ইহা আপোষ মে দেখো তু,
হর এক শও একুকে হায় লাভা,
কোই বাণ বনে কোই বেটা,
কোই চাচা ভাতিজা কণ্ডলত হায় ।
কোই মিয়া আপনে জানে,
কোই দাস আপকো মানে,
কোই পীর হায় কোই মহবৎ হায় আউন,
কোই গুরু কোই চেলা হায় ॥

রামকেলী । কাওয়ালী বা হুংরী ।

নিরথত বাত জটাই রথপর,
নিরথত বাত জটাই বো
ব্রহ্মরূপ ধরে আওয়ে নিশাচর,
ডকা বেও পছন্নাই বো,
ভিছা লে কর চলে আসকো,
ধরে নিশাচর বাই বো ।
দুর্দ্যবশকী দ্বাধা রত্নকণ,
কেলী পদ রত্নসুহাই বো

উনকি জিরিয়া নাম জানকী,
রথপর সেত উঠাই হো ।
এতেলা শুন পর থগপতি খাওয়ে,
ছক্কান্ন গাঁছরাই হো,
বানে না দেঙ্গে রহো নিশাচর,
বধ ভক্ রাম না আই হো ।
অগ্নিবান ববমারে নিশাচর,
ভূমপর নেওত লুটাই হো ।
রাম লছমণ ব্যাকুল ভেই,
জীব জন্তুসে পুছত হো,
কোই, দেখে হো কাঁহা প্রাণ জানকী,
কোন্‌হয় সেত চলাই হো ।
কমল নয়নমে নীর বহত হ্যাগ,
বেয়সা গঙ্গা ত্রিবেণী হো,
হা হা কবুকে ধূলপর লুটে,
ত্রিলোকপতি রঘুরাই হো ॥
তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী ।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী তু পাণপুঞ্জহারী ॥
তু ব্রহ্ম বোঁ জীব, তু ঠাকুর হোঁ খেরো,
ভাত মাড়: গুরু সখা তু সব বরিহত খেরো ।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অগাং মাছি অরতি হর তুছো ।
তোহে মুখে সেত অনেক মানিরে বোঁ ভাঁওরে,
বোঁ তো তুলসী কৃপালি চরণ শরণ পাঁওরে ॥

কবির ।

ইনি 'কবির গদ্য' নামক গ্রন্থের প্রবর্তক ।
দাক্ষিণাত্যবাসী গুরু রমানন্দই ইহার গুরু । ইনি
৮০০০ নামে বাস করিতেন । গঙ্গালোচনাই ইহার
জীমের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । এখনও পশ্চিমা-
কলে কবির-গদ্যগদ্যবলবী বহু লিখ্য দেখিতে
পাওয়া যায় ।

বসন্ত—গদ্য ।

ব্রজ কিশোরী ফাগু, খেলত রঙ্গে ।
চুয়া দিল আবার শুলাব দেওবত শ্রাম অঙ্গে ।
ফাগু হাত করি, ফিরত জীবিরি,
কিহি কিহি গোলত বাই ;

মুখটওঠমে বরলছাপাওবত,
বেরি বেরি বৈছে মেঘসে ঢাক লুকাই ।
ললিতা এক সখি, ফাগু হাত করি,
দেওবত কানু নয়ান ;
বৃষভানু কুমারী কিশোরী দুহঁ বাব,
চুষত শ্রাম বরান ।
আউর এক সখী,
জীউ জীউ কারী কাঁহী লাগাও আবারী ;
কমরী ফাগু দেই কানু নয়ান,
বেরি বেরি দেওবত হাঁ হাঁ কবীর ॥

পাহাড়ী—আকা ।

মোকা কাঁহা চুঁড়ো বন্দে,
মায়তো তেরে পাশ মো,
হোঁয়ে মো ঝগড়ি বিগড়ি ন ময় ছুড়ি পড়াস মো
ন হোঁয়ে মো খাল স্নায়মে,
ন হাড়ডি ন মাস মো ।
ন দেবল মো ন মাদজলমো ন কাশী কৈলাসমো
ন হোঁয়ে ময় আউধ ঝারকা,
মেরা ভেট বিবাস মো ।
ন হোঁয়ে যে ক্রিয়া করম মো,
ন বোগ বৈরাগ সম্মান মো,
খোজগো ভো আ মেলাজা,
পলভরকে জলাস মো ।
সহরসে বাহার ডেরা হামারি,
কুঠিয়া মেরি মৌরাস মো,
কহত কবীর শুন তাই লাথু,
(শান্ত) সব সব সম্ভাল কি সাখমো ॥

ভরমো—একতাল ।

মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা ।
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা ।
এক রোটিতে লংগটি দুয়ারে জেরে পাওঁরা ; ৬
ভকতি জাগু কে আরোগ নাম তেরা পাওঁরা ।
তু দেওয়ান মেহেরবাণ নাম তেরা বাহেরা,
বান কবীরী শরণে আরাওঁব লাখে, ভায়েরা ॥

করকরতী—৭৭।

দরমা পে খাঁড়ে করবার।

তুমি বিন হুয়েতে কোন লে হামারা,

দুরশন দিঃ খোলে কে ওয়াড়া।

তুমি ধন ধনী উলার। ত্যাগী,

অবশে ন ভনিয়াত হুয়ন তোমারি ;

মাক কিয়সে অ ওঃ, রক্ত সব দেখে,

• তুমি মেয়ে নিস্তার।

অরশেব নামা, বিপ্র হুমাণা,

ভেনকো কুপা ভাই হ্যার অপারা ;

কহত কবার তু সময়খ দাত,

চার পদারখ দেত অনিবার।

হুয়টমজার—৭৭।

নাম না লেয়েৎ পোয়াগা,

(হরিকে) ক্যা পোচতা বারখাঃ।

দরশন কর না চাহিয়ে,

তো দরশন মাজৎ রহিয়ে,

দুব দরশন ল পে কাই তো দরশন কাহাতে পাই

পার উভারা না চাহিয়ে,

তো খেঁউটে সে মেন বহিয়ে,

বব উভরি পাভরি গেরা পারা,

তো কাঁহা হামু কাঁহা জগত সংসারা।

দেখ কবার জীব করণী,

ওয়াকে অন্তর বিস্তা তরণী,

কাতরগীকা ফান্দা ছুটে

ভোরহল রহস বমলুটে।

শব্দ।

আগ রে মেরি হুয়ত সোহাগিন আগ রে (টেক)

ক্যা তুমি সে বত মোহে লাভ মেৎ,

উঠ কে ভজনিয়। মে লাগরে।

চিত দে শব্দ হুয়েনিসরবন দে,

উঠত মধুর ধ্বন রাগ রে।

হেনো কর জোর সীস চরমন দে,

ভক্তি অচল বর মাগরে।

কহত কবার তুমো ভাই সাধো,

জগত শীত দে ভাগ রে।

মওল কিশোর।

নওন কিশোর একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যাধি ছিলেন। এক সময় ইহার এত প্রতিপত্তি ছিল, যে সঙ্গীতজ্ঞ যাত্রাই ইহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। নওন কিশোর উপস্থিত না থাকিলে কোন সঙ্গীতের মজলিসই সম্পূর্ণ হইত না।

বাগেশী—চৌতাল।

তারা তেরা চরণ, তরণ ভবসাগর বারণ।

ভক্তনকে আবার নাম উদ্ধার কেয়ো,

অষকাটন কুঠার, চার ফল লহত অপত বারণ।

ব্রহ্মলোক বিহুলোক, হুয়লোক নাপলোক,

শ্রী আদি কারণ ;—

নওলকিশোর গাওবত দেয়ো যণ, হুয় রয়
মুনি গঙ্কর চারণ।

কোদারা—চৌতাল।

শিষ্ট শক্তি রূপ, স্বরূপ অরূপ ধরে
কৈলাস হুখ নিবাস।

জীব গঙ্গা জটাজুট, মুকুট বেণীয়াজিত, ওয়

ব্যাল মুক্তমালা, বৌকর বিলাস।

বাষাধর, পীতাধর, কর ত্রিশূল আওর

পরশু, ভয় অস্ত্রে শোভিত, কেশর বাস ;—

ই তো তেহারে দাস, জনম জনমকো কীজে,

কুপা কোর দিজে, ভক্তি আনন্দ প্রকাশ।

দেশকার—চৌতাল।

নাম বিখ্যা অপার, বিন সরস্বতী প্রসাদ-
কো আনে।

সপ্তস্বর তিন গ্রাম, একুইস মুচ্ছিনা বাইশ
শোরত কী হুয়ত রাধি, বরণ মরণ তান পর-
নকো অহুমানো।

বাণী বিবাদী অহুবাদী সমবাদী, শুদ্ধ
সালঙ্ক সংকীরণ, শুদ্ধ বিকৃত, নেম বিরস
অচ্ছুর, রাগ রূপ সো সাধে ;—কহত নওন-
কিশোর, এরা বাকবাণী প্রসন্ন হোয়ে, দিজে বর,
অব, কবিতা রাগে।

সুন্দর বেলাল—চোঁতাল।

তু তারা তারসি, অথম হই, কহ' সুবর্ণ ভূমি,
আরো তুয়া শরণ, দয়া কর মেহি দাস জানি।
(বাপতাল) শিব অটোজুট, ভালে চন্দ্র মণ্ড-
মালা, নীলবরণী নিব্যা চন্দ্রাবরী, ইন্দোবর 'খল-
ধর, খর্ভা খড়াগনি।

(সুবর্ণাকতাল) ডেরো এদাৎদেতে, কবিতা
শক্তি হোত, ভক্তি মুক্তি পাওবত, শপথ ভোর
মন মানি;—

(ডেওরা) নওলকিশোর কো, ভক্তি দিজে
চরণকো, ছুজো তুয়া শরণ কোউ দানি ॥

ছোট মিঞা।

ছোট মিঞা একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন।
বালাকাল হইতে রীতিমত সঙ্গীত চর্চা করিয়া
ইনি সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী হন।

ছানানট—তিওট।

দেব দেব তানানা তাঁনা দেবের না।

তালা দেবের না, তানানা আ-আ-আ, আ-
আ-আ-আ আদানি ॥

নাগের দেব দিম দিম তানানা তানানা
তালা দেবেরনা তাননা দেবেরনা তা দানি; স স
গ ম পপপ পম, ধ ধ নিধন, সানিধ ধ প প,
রে রে গম প পপ রে রে সা ॥

দুন্দী বা।

ইমিত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। অনেক বড়
বড় বাইকেলে ইনি প্রংশিত হইয়াছেন।

বটমজার—চোঁতাল।

নব তবন নব-রাখব, নব বাস নব আশ,
নই কীরটি কুণ্ডল, নই নই হৈ কলকীরি।

নই ধরা কলকীর, নই রাস ভোজন নই,
নই প্রীত অপ্রীত বিহারি ॥

নব-রস নব সেব, নবল লালসোঁ নই
নই নই নই নই নই নই নই নই নই নই

দুন্দিকে প্রভু, ভোম ভোম নারক শ্রামরো
সলোন, ভো সোঁ। রহত উমদোরি ॥

বাহাদুর শা।

বাহাদুর শা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। মুর্শাদিক
মোগল বংশে ইহার জন্ম। সঙ্গীত আলোচনার
ইহার আভ্যন্তরিক অসুযোগ ছিল। তাঁহার আশ্রয়ে
অনেকগুলি সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতেন।
ইনি অবকাশমতে তাঁহাদের সংসর্গে সঙ্গীত চর্চায়
বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

হাবির। তিরট।

চামেলী ফুলি চম্পা।

স্তলাবা গোঁবা লাইও রে মালেনিয়া,

হারোয়া নও সাকে গলে ডারোয়া।

মহেশ্বর শীবে মোড়িয়নকো সাহেরা,

এচ্ছ। বামেরা;—আউর শীবে শোহে

সেহারা ॥

আড়াঠেকা (বা একতাল।)

আল্লা মাডি আরজ শুনিয়ে রাসঁবই;

হত মাজদা, তুস দি, তন মন ধন,

রব দে মোহাই।

তু লাভা মাড, বকস মিহারো সদা,

তঁডে কারণ তু পাশ আই ॥

কল্যাণ। আড়াঠেকা।

চুনরিয়া রক। দে রে, মোরে মি তু রে।

তা পর লাল কিলারী দিজে,

দুস্তরু আউর কালর, রাজা বাহাদুর

রে তু রে ॥

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ
করেন। আশৈশব সঙ্গীত চর্চা করিয়া ইনি
সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন।
ইনি রচিত সঙ্গীত ভক্তিরস বহুত।

ভৈরবী—হুংরী ।

ভোর ভোরা পঙ্কবীণ বোলে,
উঠে জল প্রভু স্নান পাওরে ।
লিখ প্রভাত প্রকৃতি কি শোভা,
বার বার হর্ষাও রে ।
প্রভুকি হৃদের নিজ মননে,
সমস্ত তাও উপজাও রে ।
হোর কুন্তল প্রেমমে উনুকে,
নয়ন নীর বাধাও রে ।
ব্রহ্মরূপ সাগরমে মনকো,
বারংবার ডুবাও রে ।
নির্মল সীতল লহরে গেলে,
আভম তাপ বুকাও রে ॥

কিরিট খাবাজ—লক্ষ্মীহুংরী ।

কিস্ শোচ বিচার মে বধেই হো,
মন শুধু করো ভাই এক হিনকো ।
জগ চিত্তাকো সব দূর করো,
আউর ত্যাগধান ধনকো,
প্রভু পূজামে অকুরাগ করে ।
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্তন কো ।
পরিদ্রাণকে প্রতি সব ব্যাকুল হো,
তুন্ আকুল হো প্রভু লর্ন কো ।
ভক্তি আউর প্রেমকে মূলোনে,
ভরপুর করো জলকানন কো ।
একান্ত হৃথারস পান করো,
আউর শান্তি করো আপনে মন কো ॥

ওয়াজিদ আলি ।

ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব । ইংরেজ পর্ব-
বেষ্ট ইহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কলিকাতার
সন্ধি মেট্রা বুদ্ধক নামক হানে ইহার বাল্যের
যাবস্থা করিয়া দেন । সেই কারণ কলিকাতা
অকলের লোক ইহাকে 'মট্রা বুদ্ধকের নবাব',
আখ্যা প্রদান করে । ইংরেজের বন্দী অবস্থাতেও
ইহার নবাবীর হাস দেখা যায় নাই । পর্ববেষ্ট প্রবৃত্ত
মালিক লক্ষ টাকা মুক্তিভোগে ইহার ব্যয় করিয়া

হইত না । ইনি বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন ।
একদা ইহার মুখ্য হইয়াছে । মুখ্যর সঙ্গে
সঙ্গে মেট্রা বুদ্ধকের সে নবাবী কাণ্ডকারখানাও
কোথায় অবশ্য হইয়া গিয়াছে । বংশধরেরা আছেন,
কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা এখন পোচনী ।

খাবাজ—লক্ষ্মীহুংরী ।

যব ছোড়ে চলে লক্ষ্মীহুংরী ।
কাহো হালে আদম পরা কোরো জুজারি ॥
আখামা জুজারি, সাগা মা জুজারি ।
যব হাম জুজারি জুনিয়া জুজারি ॥

খাবাজ—লক্ষ্মীহুংরী ।

(এইসি) শেমকহারামে মুলুক বিগাড়া ।
হজরত খাতিবি লগুন কো ।
মহলে মহলে মে বেগম রোঁরে ।
গলি গলি রোঁরে পাখুরিয়া ॥

খাবাজ—লক্ষ্মীহুংরী ।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিখে,
মায় তো জল্লা মেহারা বিরাধান ফিরে ।
তানখাকা মালি, পাহনি কাকালি ।
করা বোপেনাকা সমান ফিরি ।
পূহবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ,
শিল্লিগহরা মুলতান ফিরি ॥

তান সেন ।

মিঞা তানসেন ১৫৬ সালে গোয়ালির নগরে
জন্ম গ্রহণ করেন । গোড়ার ব্রাহ্মণবংশে ইহার
জন্ম হয় । হিন্দু নাম—রামতত্ব পাড়ে, শিখার নাম
নকরন পাড়ে । অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ইনি কোর
মুলতান হুতীর প্রবেশ পাড়িয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ
করেন । বাল্যকালে হুদাবনের হরিদাস খানীর
নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন । মুলতান
ধর্ম গ্রহণের পর গোয়ালিরের এসিদ্ধ গার
মহমদ খানত ণ ইহার সঙ্গীতজ্ঞ নিযুক্ত হন ।
ইতিহাসএসিদ্ধ সের খাঁর পুত্র খানত খাঁর দ্বিতীয়
ইহার প্রগাঢ় বন্ধুর ছিল । ১৭০ সালে ইনি
আকবর বাদশাহের হরবারে নামক নিযুক্ত হন ।

একদিন সম্রাট আকবর ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে এতদূর
 যোহিত হইরাছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ ইহাঁকে দুই
 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়া “তাল-নাম” উপাধিতে
 ভূষিত করেন। “সঙ্গীতমার” নামক ইহাঁর রচিত
 একখানি হুন্দর সঙ্গীত পুস্তক আছে। ইহাঁর
 রচিত অনেক রাগিনী “মিক্স” শব্দ যুক্ত। যথা
 মিক্স মল্লার। মিষারের রাজা রাজারামের নামে
 অনেক রূপের গীত রচনা করেন। তৎক্ষণাৎ সেই
 সকল পাণ্ডা রাজারামের নামযুক্ত দেখা যায়।
 ভারতবর্ষে এপর্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ে জানসেনের
 সমকক্ষ লোক আর জন্মায় নাই। এইরূপ কিঞ্চ
 দস্তী আছে,—ইনি যখন দীপক রাগ আলাপ করি
 তেন, তখন ভবি ভুলিয়া উঠিত, আর মেষ মল্লার
 আলাপের সময় ধ্বন্যধারে হুটি হইত। এই সকল
 কথা যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে
 পারি না। ১০০২ সালে আগরা নগরীতে ইনি
 মানবলীলা সংবরণ করেন।

ইমনকল্যাণ—সুরদাস।

নমঃ শঙ্করায়, গণেশ গুননায়ক,
 কপাল মালা বিভূত ভূখন মহাযোগী।
 জটাজুট কনিষ্ঠা ধরে,
 গঙ্গা নীবে কজোল কটরৈঁ,
 আঁওর পিলাক ডবরু ধরে, গরে কুণ্ডমালা,
 পকলিন পকী করণ, প্রপঞ্চহরণ,
 বৃষবাহন করে ত্রিশূল, শলী ভাঙ্গে;—
 হুরাহুর নয় মূলি,
 যোগ কটরৈঁ সঘন, তক্তমুক্তি দয়াল,
 তানসেন অবলম্বো, দরশ দিগে কপাল।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

শ্রীম সে বন শ্রাম, উমড়া বুঝডা আরা,
 মন্দ মন্দ মুরলী তান গগন ঘোর বহ রাই।
 ইধ জলধর বুল, উধ মুখ বরধত,
 ইধ চপলাবত, পিছল পিছল পিছরাই।
 সালতা গহন গহন, যেন প্রমাণ,
 উল্লস উল্লস উল্লস বাহ্যপাত,
 উল্লস উল্লস উল্লস সন্দেহ রা,
 উল্লস উল্লস উল্লস জাহি;—

আল আশকে প্রভু কবহি মেলেসে,
 ধস্তা ধস্তা বহ বালা, বাকি পাও হুরত,
 শীতম গল গোব্রি বাহি।

এ। তেওরা।

হুট হুজ্জন দূর করে দেবি,
 করে কুপা শিও শঙ্করী মা,
 হয় আলা পর দার বিরাজে,
 মন মানে ফল পাওয়ে রি (এরি)।
 আগে মে খাণ্ডেরা শুভরটিরি;
 পিছেমে খাণ্ডের, আওর খাণ্ডের,
 দেখ বকত তীর খাণ্ডের,
 শরণাপত্ত প্রতীপালরি (এরি)।

হুরট—চৌতাল।

চম্পা কলি কেতন হোত,
 মবল কলি কেতন হোত,

আর ফুল করণ কেত, কৈসবিধ পিয়া সঙ্গরি।
 পিয়ারে কিরাওয়ে কো, এত নার বচন মাঙ্গে,
 ওড় পাগত হোত বাত, পিরা ওলাব রঙ্গেরি।
 মোল সরি বন পবে আই,
 নারস তুয়া হাট হুদে অঙ্গরি;—
 তানসেন কে প্রভু, নিমুগে ছক রহত,
 কেতকি মিল দোয়ারে আই, বিজ মদন অঙ্গরি।

মল্লার—চৌতাল।

অজ্ঞান করি প্যারি, পহিরে নীল দারি,
 আজিরা কি বেঁচি বন্ধ, টীকা সবারি।
 নীল বেদি নীল ফুল, বনি চোটা বন্ধ কোলে,
 অলকা শোহেরে মোক্তিল মাঙ্গে ভারি।

নাসা বেশর কাশন বীর,
 জড়িত রতন বিরণ জোড়, অগমপাত;—
 কণ্ঠ শিরী চন্দহার, চম্পা কলি বাঁহ বাজু,
 বাঁধে গজরা, চুড়ী হারী অজুরী অজুরী,
 কটি কিঙ্কিনী, পদ নুপুর সুন্দর,
 চুড়াত গতি মরাল,—বহ সব দেখে,
 তানসেন প্রভু বলিহারী।

বাগদী । চোঁতাল ।
 মল্ল হস্তপতি নাথেনা দিকিডাল রে মোহে,
 গুরু পণেশ বৃথ হুশেন সকল বিদ্যা ভো ভরণী ।
 ছত্রপতি নিংহাসন, অচল রহেরে,
 "দমসো মের বৃথা হুতলা:ন ।
 গলে রুণ্ড মাল শোহে,
 অথ ব্রজ ভালা মোহে রাখনি ;—তানসেনকে
 প্রভু, তুমহি রক্ষ নারক,
 রাজারাম সোঁ । গুরু জ্ঞানী ।

জয়জয়ভী । চোঁতাল ।
 তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ,
 তুঁহি আত্ম তুঁহি নাথ, তুঁহি অনাদ তুঁহি গণেশ
 জল স্থল মরুত ঘোম, তুঁহি অকার বম সোম,
 তুঁহি উ কার তুঁহি মকার,
 নিরংকার তুঁহি ধনেন ।
 তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ,
 তুঁহি হুদীণ তুঁহি কোরাণ,
 তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুগনেশ ;—তান-
 সেন কহে বরান, তুঁহি দিন তুঁহি অন্ন, তুঁহি
 বরি পল হুণ, তুঁহি বরুণ তুঁহি দিমেশ ।

বেহাগ—চোঁতাল ।
 সাঁইতো আওরে আজ, আধি রাত মাঝে মাঝে,
 নিংহনী আগ, ইয়ে নিংহ কানল ফুকারে ।
 চন্দন বসত ঘব, ঘব গই নথ মেরে,
 বাসনা ন পূরত, মাস কি নিহারে ।
 বিকু থিক জনম মেরি, জগমে জীবন মেরা,
 কি হুথ লাগাওয়ে নাথ, পাকড়ি বেণু বারে বারে,
 হজুন দিনপতি, মরনে আছ বাসি বহে,
 তানসেন অন্তর্ভাণী, ধূরপক ফুকারে ।

মেঘনাদ—মধ্যমান ।
 এ মেঘে, বরিষণ আওরে মেরে পানি ।
 পৃথিবীরাম অব বাবেরা হো ।
 চক্রে হুথংক মেরা, মল রজিলা,
 অব বাবেরা হো ।

সাঁচ মেলে পাওয়েন ডোরা,
 ইত্নলোকে, পাতাল লোকে বাহুকি,
 মিহা তানসেন শাহে, পুরাণে পড়ে তান,
 আকবর সা গর গামে, অব বাবেরা হো ।

পরজবাহার—ধামার ।
 সো আবামন মানন, করিয়েদি,
 শিরাসনে খেলিয়ে ফাপত,
 রহলে রহনে পর লাগ ।
 ষড় বসন্ত বল, উপবন ফুলে,
 নিপটে ভ্রমরা বৈরাগ ।
 সগন্ধ পবন কর হিরা উপজত,
 অহুবাগ মহামদ শা, হুন্দর সো মিলিয়ে
 হুথ সোঁ জিতে কাগ ।

এ—রাগিতাল ।
 গঙ্গা জয়ী নীব, যোগী জপ জগদীশ,
 দরশন চমৎকার, হুদয় তারাগণ ।
 নীব জটা যোগ, শূদ্রা বিরাজিত,
 বয়ল বাহন, অব ভ্রম জরায়ন ।
 সেলি বাবামর, প্রবণ জন্ম,
 আওর গলে মালা নীব নাগ শরায়ন,
 তানসেনকে প্রভু, আপনি কৃপা কিঞ্চে,
 গৌরীকে ওড় হার, শত্ৰু নাহারণ ।

গোবিন্দ—চোঁতাল ।
 রাজন, কো... হারাজাধিরাজ,
 চতুর্দশ বিদ্যা নিধান... আরাম ।
 বোই বোই ব্যাওবত, ইষ্টা ফল পাওবত,
 সাঁচা বিখাত, কতুবা সমান ।
 লাভ কি আহাজ, শিরে তাজ,
 গরিব নওরাজ, গরিবন কো মন বাহা পুরী হোত;
 ইহ দরবার, অহুয় সংহারণ, শিষ্ট সংপালন,
 তানসেন পাওরে, তেঁহারি নাম ।

বেহাগ—চোঁতাল ।
 হুনে হুনে আওবত, মরনে বার তেঁহারি ।
 বিপূরি অলখ ভাম, মল সে লাগত বাসন,
 কপকে উত্তর বহে, বোর আন তেঁহারি ।

অক্ষয় বরণ নয়না তেরা, কা গিছে লাল ডোর,
মানই সংজ্ঞা বার, অতি ঘন হার,
তানসেনকে প্রভু, তুমিহি বহু নায়ক,
উপমণু কই। কিজ, পিনহি অঞ্জন কারি ॥

শব্দ—চৌতাল ।

ডেরো পরতাপ বড়ো, শাহেন শাহ,
ডেরি থাক শুভ, চৌধুর মানত হৈ ।
হাত খোঁড়ে নজর লিয়ে, আওবত হৈ,
ডেরো যশ কো উনহি বাখান শখে, দেখত হৈ ॥

ঐ—রাপতাল ।

কেলি কলমুসে, বিহরে নটবর,
শ্রামহুন্দর, রূপ নব জলদ বরণ,
বিছ খেলে হুন্দরে সব দামিনী পুণ্য ।
অব তুঁহো কালি কালিয়া কান্ত
আলীষ করে কালিয়া তানসেনে ।
ইয়ে হো বিচিত্র অকুল জ্যোতিকা ভাতি,
নিরদি নলিনীয়া নিরিবালা অতুল জ্যোতি,
ভজ কালিন্দী জল বিহারী নব নীরে ॥

জলধর কেদারা—চৌতাল ।

নাগর রসকর সচিত হিরি পিয়া তল
সওয়ারো হো, আনত কছু তল মন ।
এতহি বিদ্যা ছন, দুগ তিক তরতন কো,
মানোহ মৈ পাই আসমান ।
লগন কেত, লগ লগন ঐসো জ্ঞান,
বোন্নি কহ না আওরে বাওত,
অস্তর মধ্য জ্ঞান ;—শাহ আকবর প্যারে,
তল অধর পালক, কর হরি পুত বিরছল ॥

তরু বেলাতল—রাপতাল ।

সাধনা করতে আরে, হো শুধী জ্ঞানী,
কেথ নাথ কেথ বেগ, কেথ অলঙ্কার ।
কোন দুঃখ কোন মূরখ, কোন তান কোন হুয়,
এতে কো বেবর লিয়ে বিচার ।
বিদ্যা আটপটি অক্ষয়পার,
কেসে ন পাও এতি সন্তোষ পার ॥

কহত মিয়া তানসেন, শুস রে হুয়র শুধী,
এতি তো কহ কিনি নায়ক গোপাল ॥

মার কেদারা হরকাতা ।

সকল গুণ প্রকাশ কর লে,
নাথ বিস্তারণ শুধীরন, গরী-হরণ,
প্রথমট সারবা বিদ্যা বনাসে,
আয়ে বশকে কারণ সৌনী ।

দৌ ধরজ তুহা কর, হুয় জ্যোত দাঁড়ি দরশ
চিমের তর দাঁড়াই কর, আসমান গমক কর,
হুন্দর মোর নার, মধ মধ তার কি ;—
তান রস উপজ, কেতা রাজ কেতা,
সবার জবাব উজার কিনি ॥

তরু বেলাতল—চৌতাল ।

রাজারাম নিরঞ্জন, হিন্দপতি মুলতান কিয়ে,
করত রে সকল সৃষ্টি, ভরণ পোষণিয়ে ।
অতি প্রবীণ, বীরভান নন্দন, অতি জগবন্দন,
দাগিয়া হরণ শুভকরণ, হো লাগত মনয়ে,
মবাজনী গুণনিধান, হর হুখনয়ে ॥

ডেরো । চৌতাল ।

মহা বাকুবাদিনী সন্তুধ হয়ে আগরা হয়ে ।
আহিত জিহুবন, আগরা ন মানি,
আদো ভবানী, হো বাক মন ইহা,
সোহি সোহি পূজে ।
ঋদ্ধি সিদ্ধি তব হি পাইয়ে,
মাতা যব তুয়া চরণ পূজে হো ;—
তানসেন কি প্রসাদ মাসে,
যই ওহী হুয়ত ফিরত রস-রস ॥

সরকর—চৌতাল ।

বিদ্যাধর, শুধী জন সব পাওয়ে গুণ,
চাক আখি লড়া লাড়িয়ে ।
হো কছু আগরে, সো কছু কহিয়ে,
নাথন শুধী জনকে চরণ ধরিয়ে ।

মেরো তেরো মরা, মিরজানকে আগে,
চতুর ভয়রাকো গুণ চারিয়ে ;—
গুণ চাওন সৰ্ব গুণী জনকে আগে,
কহে মিয়া তানসেন, তরুণ তরিয়ে ॥

দুব্বারী-টোড়ী-চৌতাল ।

যেহে তু হইবে নাম কো অধার,
 ত্বিনে রচু সংসার,
 কাম ক্রোধ লোহ মায়া অজ্ঞার।
 যিনে রচু আর সকার, জমীন আসমান,
 নিরঞ্জন নিরকার, সঁচ কেঁউ ন দেবিয়ে,
 ও পাণ্ড পরবার দিগর।
 একনকো বোলায় লেতে,
 একনকো বিদায় ধেতে, একনকো বকসত,
 টরজরী শিরাপা;—কহে মিহা তানসেন,
 শুন হো মর আকবর,
 জনম জীউ নাহি ভেরা বারবার ॥

জরুরী টোড়ী-চোতাল।

মাধব নগর বদায়, হুবপট মহল ছায়ে,
 নকাশ কোট ভাল, অচ্ছর বিশ্রাম পাওয়ে ।
 ত ছন্দ তত বিতত, ডমরুকা ধ্বন আলাপ,
 ন ভালকে কিওয়াড়, বরজ হুবপট জিজ্ঞাস,
 ত্রিভট খুঁকা ভায়ে খুবপদ মধ ছি পাওয়ে ।
 হে মিত্রা ভানসেন, শুন হো গোপাললাল,
 অৰ্কা ধৰ্মকরু দেখাওয়ে ;—
 হুব মিলাওয়ে কণ্ঠ মিলাওয়ে,
 আকবর শরৎ পাওয়ে ॥

ଏଟ ଟୋଢ଼ି-ଚୋଡ଼ାନ ।

তুলে। আর, হস্তশক্তি আঁকবর নয়,
 মিছা তুল হন বর পাওয়ে।
 হস্ত কলা বিরাডে, তপস শিখান মহাল ফনো
 ব্যায়ামে প্রভাপ কঁদমণ্ডারে।
 কঁদমণ্ডারী যেন, দেখে লিওত রবারে,
 আইকে কর কর বন্যে,
 তপস, হস্তাণ্ডা—লিখত আঙ্গন বাঁজাওয়ে,

তানমেন মঙ্গল গাওরে,
চিরঞ্জীব রহো হুয়াউক জায়ে ॥

দেবী চৌড়ী—জিবে তেজালা ।
 নেথো বি এক যোগী ভেক কিরে
 অষ্ট পুন রুণমালা লিয়ে ।
 শীবে জটা গঙ্গা, বল্লব বাহন,
 জ্ঞানর ত্রেম শেহে বাধাবন,
 ত্রিশূল ডমরু ধরন লিয়ে ।
 বৈণ পর, বধ গোবী অরবন্ধ,
 গাও গাও সম সম বিবাহোবত জিয়া ;—
 তানসেন সাহেব, শত্ৰুশঙ্কর শরণ ডেহারী,
 চন্দ্রমা লাউ অভ লিয়ে ॥

দিমপুরিয়া—চৌ ডাল ।

রস্কাই আকবর-সা'হ জলাল করিম, নেত্বর
আয় রে যায়। কর কর ।
ডুন মন ধনে চাওয়ার কারো হার,
আওয়ান পর তপ্ত বুঝি ওয়ার্না
প্যায়ের বালামে-এ-এ, ছোট-ও-ও-ও-ও-ও,
জনম জনমকে, সব দুখ নৈই মুখ পাণ্ডরে রি,
যৌ শু-উ-ট-উ-ট-উ-ট-উ-ট ণ,
ভুজ যুগল ভর ভুর ।
অধর সঁ। অধর ধর, উয়া সঁ উয়া কর,
পরশূৎ বৃন্দ অত্র, সুভাবে সরল নায়ে,
কহে ভালেনেন সা কৌ, নেহারিত,
বাং কবুত থাকে, নেচর নেচর আকবর

১৮

৩-চৌডান ।

বন্দীধর পিনাকধর, গলাধর গিরিধর ।
জটাধর মুকুটধর, রাজাধর হরিধর ।
চন্দ্রনবম ভাস্করধর, পীতাম্বর মৃগচন্দ্রাধর,
চক্রেধর ত্রিশূলধর, নবধর শঙ্কর ।
সুখাধর বিঘ্নধর, পুরুষানন্দ বৃন্দাবান,
মানধর পদ্মসেধর ঈশ্বর ।
কহে মিত্র তানসেন,তোম খোঁষ করণ এ ক দুজো
কৃপাকর শিরপয় আভিকর ॥

কানড়া (বরবারী) । চৌতাল ।

হে! নরহর নাগরহর, জোম পর গোপতি লক্ষন,
গিরিবর ধর পর ধারণ ।

অগরাধ অগরাধ, অগতন্তর ভকতবৎসল,
হিতকারণ, হে মাধব, অগজন হিত কারণ ।
পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুবর্ণিত পত ধরাপত,
আনন্দ কোন্, তুয়া এসাদাধিত নিত হি সঙ্করণ,
তানসেন হোয়ে শুণী পাওয়ে ॥ •

বরবারী কানড়া—চৌতাল ।

হজরত গোসল। শামাদান,
কুতব রওয়ানী মীরাজু তুম হো,
সব পীরন পুর মুলতান ।
খল কানের জলাল, নাম জেরে হেমান,
সব জগকে তুম দান ॥

হাবীর—চৌতাল ।

অনন্দ ভয়া রে মোরি প্রাণকে মুখ,
ভূষ গবে পিরাকে মুখ দেখে ।
যো কছু বিধ। মোটে বৈঠে, বিরহণ পর,
ভুলি গয়ে তল মন কে হুখ ।
হোত ডেহারোরি হুখ চাহাবত,
কিনিস সাঁওয়ারত, পন পরশত রোম রোম,
সোই হোত সন্তাবে, পাতশা আকবর শা,
মনসাকি দাতা তুঁহি, পারে নিয়াত ॥

হাবীর—খামার ।

• অচল বিরাজিত, মুখ সম্পদ
সো বো লা মহেশ শীব বেদবাণী ।
মহাজানী গুণনিধান, বিজ দীনপালক,
সজ্ঞানসুখদারী, সঙ্কলিত-জ্ঞানী ।
প্রকৃত প্রতাপ, বশ কায়ত চৌদিশ,
অর পত্র হস্ত শীব, হর জ্ঞান শুণী ;—
কহে মিয়া তানসেন,
নারক নোপাল চিরজীব রহো,
জল-ভরণী তুয়া পক্ষ পানী ॥

ভরবোঁ—চৌতাল ।

লক্ষ্যোদয় গজানন, গিরিজাহুত গণেশ,
একরজন প্রদত্তবদন, অরুণবেশ ।
নর নারী শুণী গন্ধর্ক,
কিম্বর ব্যাঘসে তুমুর মিলি,
ব্রহ্মা বিষু আরতি পুজয়তি মহেশ্বর ।
অষ্টসিখ সব নিধ, মূষিকবৃহন বিদ্যাপতি,
সমরত তিনকে শেষ ;—অস্তত করত তানসেন,
আয়ে ভায়ে হেরষ বিষহরণ,
কিনারক রূপস্বরূপ আশেষ ॥

ভরবোঁ—চৌতাল ।

তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষু, তুঁহি রুদ্র তুঁহি শক্তি,
তুঁহি গণেশ তুঁহি হর ।
তুঁহি জল, তুঁহি ধল, তুঁহি পৃথ্বী তুঁহি অনল,
তুঁহি পবন তুঁহি আকাশ, তুঁহি অগ্নি তুঁহি পুর ।
তুঁহি শৈল তুঁহি আলবেল,
তুঁহি বোহরত তুঁহি হাসত,
তুঁহি উঠত তুঁহি বৈঠত, চলত তুঁহি দূর ।
তানসেনকে প্রভু, একহি অনেক হেরত,
অগমে ব্যাপ রহত জুয় ॥

ভরবোঁ—চৌতাল ।

চন্দ্রবদনী মুগনরনী তা মথ দ্বারকা,
গঙ্গা পুতনী কালিন্দ্রিয়া ভেল,
ডোরা বনাট কিন ডেরিংগী ।
হটা পুত কণ্ঠ দীপক মুখ কো জ্যোত হোত তামে
গুপত সমরতী মিলি অমুমানি ।
হৃদয় রূপ অরুণ তাই, রমোত্তম সবত্তপ,
তামস গুণ রাজিত,
লাল বেত শ্রাম তারিণী, মুক্তিকারিণী ;—
নিরখত হি আনন্দ হোত, তুয়া দয়ন পরশ তাই,
ডেরি রূপ তানসেন, কেবল বাখানি ॥

রাস্তা মীরাবাই।

মীরাবাই চিতোরের রাণা কস্তুর মহিষী ছিলেন। ইনি বালাকাল হইতেই নিতান্ত ভক্তি-পরিমণী ও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ভক্ত-প্রাণী ছিলেন। ইনি নিজেও একজন সুগায়িকা। 'ইনি রাগগোবিন্দ' নামে একখানি ভজন-গ্রন্থ ও জয়দেব-কৃত গীত-গোবিন্দের টীকা প্রস্তুত করেন।

ভৈরবী—একতাল।

আজ মণী মেরে; আনন্দ ভয়োহৈ স্বরমে
মোহন লাধোরী, বনমোহি বৃন্দাবন যোই যোই
বিরাজে সব বাধোরী।

সতবে মলিয়ে অজব রুরোধে তেহি ঠাঁহরি
মাধোরী, মেরেতো স্বরমে মহি মনের। চোর
চোর নথি বাধোরী ॥

অগনে দ্বারমে কবটী ঠাটি বাহ পকর হরি
সাধোরী মীরানে প্রভু গিরিধর মিলিয়া বিরহ
সাজনে বাধোরী ॥

ভৈরবী—ঠেকা।

যমে কাঁকি দিতে, আগাব জীবে চিতে,
আগাব রচিতা কবিতা গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে
উৎসি উঠিবে হরিনাম ॥

নৃসিংহ দাস তত্ত্বাচার্য্য।

ইনি "সঙ্গীত-সংগ্ৰহ" নামক সঙ্গীত পুস্তকের
রচয়িতা। বর্তমান জেলার অন্তর্গত নেড়ুল্লা
গ্রামে ইহার নিবাস। ইনি ভয়ঙ্কর উপাধিযুক্ত।

মূলতান—আড়াঠেকা।

যাবে কি জীবন শিবে, এ ভবে বহিয়ে।
কথা এ কালের শোভে, অকূলে ভাসিয়ে ॥
কি কার্য্য সাধনতরে, আনিলে মা' এ সংসারে,
আর যে চাহ না ফিরে, রহিলে ভুলিয়ে ॥
ভাসা'লে ভাসা'লে তারা,
দেগে গো মা কলকিনারা,
নৃসিংহে চরণে রাখি, দেখে গো চাখিয়ে ॥

বেহাগ—একতাল।

মা, এ খেলা খেলাও কেন,
ওমা, বেগ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র,
করতে নারে নিরুপণ ॥

ভৈরবী—৪৭।

কত কথা বলব বঁলে, এ মানসে হয় বাসনা।
ওতা, দেখা হ'লে ভুলে থাকি,
সে কথা প্রাণে আসে না ॥

ওরূপ নিরাধি যখন, বাসনা যায় দূরে তখন,
নিস্তরু নরন মন, পূণকে আর বাহু সরে না ॥
বলি গো তবে কেমনে, কথা যে পড়ে না মনে,
তাই শ্রামা তবে চরণে, নৃসিংহ কিছু বলে না ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

হবে কবে সে দিন ভবে।

ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় হবে ॥
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন মিলিবে ভক্তিবশে,
মায়াভাঙি ঘুচে শেবে,
পাব বিবেক বৈতবে ॥

নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তারা,
নৃসিংহের জীবন-ধারা,
তারা মায়ে মিশে যাবে ॥

মুকুন্দ দাস।

ইনি 'সংক-সঙ্গীত' নামক পুস্তকের রচয়িতা।
বৈকব বন্দাবলী হরিভক্ত বলিয়া ইহার অধিকাংশ
সঙ্গীত প্রাচীন বৈকব কবিসিগের অনুকরণে রচিত
দেখা যায়।

মূলতান—চুংরী।

কুল কুণ্ডলিনী তুমি কে, এখনি মা ঘুমে যে।
ষটে ষটে আছ গো মা চৈতন্য রূপে,
মম ষটে অচৈতন্য হলে কিরূপে;
তুমি নাকি জগতের মা, আমি কি এজগত ছাড়া।
কুসন্তানে যে মায়ের আদর মা বলি তাঁকে।
আমায়, কুসন্তান বলে বুঝি মা গিয়েছ ভুলে,
নৈলে কেন দেখনা মা ত্রিসকল মেনে;

আর বলব না মা, বীন দয়াময়ী শ্রামা,
অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক রটিবে লোকে।
নাই মোর ভক্তি ও ভজন যে ওচরণ করব সাধন,
নিজ স্তম্বে জাগ মাতা দেখিবে রমণ ;
দেখাও দাস মুকুন্দে, যুগল রাখা-গোবিন্দে,
দয়াময়ী নামের ডকা বাজুক ত্রিলোকে ॥

ধাষাক—মধ্যমান।

রে মন চিন্তা কর কি ?
সর্ব চিন্তাময়ী চিন্তা, সে চিন্তা বই চিন্তা কি ॥
যে চিন্তায় সদা চিন্তে, ব্রহ্মাদি শিব মনোযন্ত্রে,
না হলে তার চরণ চিন্তে, কৃষ্ণ চিন্তায় পায় কি।
যে চিন্তায় চরণ চিন্তে, তার চিন্তা সে কি চিন্তে,
যা চিন্তা চিন্তারই চিন্তে, তুমি তার চিন্তা কি ॥
শুন বলি ওমন ভাস্তে, চিন্তা চিন্তারূপী চিন্তে,
হান পেলে তাঁর চরণপ্রস্তু মুকুন্দ আর চায় কি ॥

বাউল—খুলন।

বড় সাধে মনের খেলে,
ডাকি গো মা তোমায় তারা।
অকূলে ভাসায় তরী, হয়েছি মা দিশেহারা ॥
বলে তোর ভক্ত ধারা, ভয় নিবারিণী তারা।
তাই তোর ডাকি তারা, তার গো মা তারা তরা
এক মোর জীব তরী, তাহে মা নেই কাণ্ডারী।
এ কাণ্ডারী বিহীন তরী,

কেমনে পাড়ি দেবে তারা ॥

তাই বলি ওগো কাল,
(যদি) কাণ্ডারী মোর থাকত ভাল।
তবে মুকুন্দের দেহ-তরী,
অকূলে কি যায় গো মারা ॥

ভৈরবী—৭৭।

বুঝিনা মা খেলা ভব, কখন খেল মা কিতাবে।
নিয়ে সব কত ভাবে,
(খেলে) ভুলারে রেখেছ ভবে ॥
পিতা মাতা হুতু জায়া, সর্ব জাবে সম দয়া।
(আছে) বৈচে পেয়ে ওপল-ছায়া,
ভব মোহ মায়া ভবে ॥
দয়াময়ী তুমি বটে, পেয়েছ এ ভবের হাটে।

ছ'জন জুটে খেলে হাটে,
(সব) নিচ্ছে লুটে এর কি হবে ॥
যে ধন দিয়ে ছিলে খেতে, মুকুন্দ বসেছে বৈচে।
বৈছে নাচাও তৈছে নাচে,
(বল) মা প্রেমে নাচাবে কবে ॥

হরিচন্দ্র মিত্র।

পূর্ববাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি। প্রায়
২০ বৎসর হইল, ইহার স্বর্ণলাভ হইয়াছে।
ঢাকা নগরীতে ইহার বাসস্থান ছিল। 'মিত্র-
প্রকাশ' নামক ইনি এক মাসিক পত্র প্রকাশ
করিয়াছিলেন।

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই উমা কই।
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নাই
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হ'ল উমা, ভাবি মা আর উমা বই।
ভেবে দুঃখিনী জননী, এল কি গণেশজননী,
হুদিন কি হ'ল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী।
না করিয়া মিছে ছল, বল গো তোরা সত্য বল,
মঙ্গলার হুমঙ্গল, আমার ত জপনা অই ॥

মল্লার—মধ্যমান।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা ॥
না হেরে যে উমাতারা, বহিছে ভ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা।
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা।
এক পলক বাধা চোকে,
দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি ভাতে হলে বাকী, হেরি বল কেমন ধারা ॥

ললিত—একতালা।

ওগো মিত্রাশেবি, কেন বন্ধনা করিলে মোরে।
মিলাইয়ে উমাধনে পুন কেমন নিলে হরে ॥

যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,
 ছনয়নে শতধারা, বহিছে সলাই,—
 আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারানিধি,
 শেষে হুণে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে ।
 শুন আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
 উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ,—
 আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে ছুটো কথা,
 দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে

খট-ভৈরবী—একতাল।

গিরি, কি হুখাও হে সমাচার ।
 বলতে সে স্বপন, না সরে বচন,
 খেদে পাওড়ে মন বহে অশ্রুধার ॥
 নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
 অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
 অমনি স্বপনে করি দরশন,
 শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার ।
 বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
 হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
 হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
 সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ॥
 উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে,
 কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
 ভিখারীর করে, সমর্পণ করে,
 কেন তবু দিবে, লও না মা একবার ॥

গলিত—একতাল।

ভরসা তোমার নাথ, ভরসা তোমার ।
 তোমা বিনে দীনহীনের, বল কেবা আছে আর ॥
 অধম পাতকী বলে, তোমা বই কে লবে কোলে,
 পাপাত্মার অর্ডনাঙ্গে, দয়া হ'বে আর কার ।
 তনয়ের নয়ন-জল, পিতা বই কে মুছায় বল,
 কে আর করে নীতল, তাপিত প্রাণ তাহার ?
 সাক্ষাৎ পাপের অংশে, জন্মেছি হে দৈত্যবংশে,
 আপনি আপন ধ্বংসে, করিতেছি পাপাচার ।
 অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে,
 পিতে তারে, তার তরে, করে কি হে পরিহার ।
 কুমার আধার ভূমি, নাশ পাশে পাঙ্গী আমি,
 ভাই কি হে বিশ্বাসী, করিবে না দীনে পার ।

কেহ কলতরু-কাছে, কাতরে যদি হে বাটে,
 পাঙ্গী দেখি, করে না কি, সে বাসনা পূর্ণ তার ।
 নিজগুণে দয়াময়, দেহ দানে পদাশ্রয়,
 এস ওহে মনোময়, মনোমন্দিরে আমার ;—
 মুদিয়ে যুগল-আঁখি, যদি তোমায় লুণে রাখি,
 যায় প্রাণ যাক্ তার, মমতা কি আছে অংগ ॥

—

আজি কি হুদিন মম—আজি কিবা শুভক্ষণ ।
 হরি-প্রেমামৃত-লোভে করিব গরল ভক্ষণ ॥
 হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মগ্নি প্রাণে,
 এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আর কণন ।
 অনুক্ষণ পাশে তাপে, জলিতেছি অনুতাপে,
 তাহে হলাহল-তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে,
 আছে কি সন্তাপ তায়, না হলে সন্তপ্তকায়,
 কে কবে জানিতে পার, ছায়া হৃথক কেমন ।
 যদি হরিপদ-ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
 যদি হরিনামামৃত পান করে থাকে মন ;—
 তবে আর হলাহল, আমার কি করিবে বল;
 মূর্তি-বিশে, মরে কি সে, হুধাপায়ী ঘেঁই জন ॥

ভৈরবী—কোতা ।

নাহি চাই রাজ্য ধন জন,
 ও হে ভক্তের জীবন,
 দেখি এই বর, ওহে পিতাম্বর,
 যেন নিরন্তর ভাবি ক্রীচরণ হে ।
 নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ,
 কি ছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
 শিবের সম্পদ, তব যেই পদ,
 দেখি দাসে সেই পদ-কোকনদ,
 মম এই আকিঞ্চন হে ।
 ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়,
 সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায়,
 ভূমি বিভো, হও শ্রুতঙ্গম যায়,
 সে কি ভুলে আর বৈভব-মায়ায়,
 তুমিই সাধনের ধন হে ।
 সাযুজ্য, সালোকা জীবমুক্তি আর,
 কিছুতেই নাই বাসনা আমার,
 ও হে বিশ্বাখার, ক্রীপনে তোমায়,

থাকে বেন দৃঢ়-ভক্তি অনিবার,
দাসের এই নিবেদন হে ॥

জগদ্বন্ধু ভদ্র ।

ঢাকা জেলার পালকুণ্ড গ্রামে ১২৪৮সালের ১৫ই চৈত্র ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। পঞ্চম বর্ষে হাতে-খড়ি, নবম বর্ষে শিশুতোষক প্রভৃতি পাঠ সমাপন, দশমে পারশ্ব ভাষা অধ্যয়ন, একাদশে বিদ্যাহ, তিন বৎসর নারায়ণগঞ্জ স্কুলে পাঠান্তর, সপ্তদশ বর্ষে ঢাকা বাল্মীকী-বাজার ব্রাহ্ম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ। ১২৬৭ সালে পিতৃবিয়োগ ও পর বৎসর মাতৃবিয়োগ, ১২৭১ সালে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্তি, দুই বৎসর পরে এলে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওন। ১২৮২ সালে তৃতীয় শিক্ষকের বর্ষে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত বশোহর, পাখনা ও ফরিদপুরের জেলা স্কুলের হেড মাস্টারপদ প্রাপ্তি। বঙ্গ সাহিত্যের ইনি একজন শ্রমিক লেখক। ‘বান্দ্য’ ‘অনুসন্ধান’ প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রে ইহার বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত। ইহার ‘ছদ্মস্বামী বধ’ বঙ্গ কাব্য ‘জমুত-বাজর’ প্রকাশ হয়। বৈক্য পদাবলী সংগ্রহে ইনি আদি স্থানীয়। ইহার সংগ্রহীত ‘গৌরপদ তরঙ্গিনী’ সাহিত্য-ভাণ্ডারের বড়বিশেষ। পদাবলী-রচনারও ইনি স্থানীয়।

ধানশী ।

কি কহব আজু সখি আনন্দক গুর ।
আওল পরাণ-নাথ মন্দিরে হি মোর ॥
ইহ হিয়া পালকে বৈঠল বঁধু আসি ।
বরষল অমিয়া তছুক মুহু হাসি ॥
বিরহক পাণিয়া বিষাদক ভোমরা ।
দগধল হুতাশ-চাঁদ হিয়া হমরা ॥
নিরাশা-মলয়ানিল ঘত হুখ দেশ ।
পিয়া-মুখ হেরইতে সব দূরে গেল ॥
নেহারি বঁধুয়া-মুখ চিত মাতোয়ারা ।
সরস পরশে তাঁহি ভেহু আশ্রয়ারা ॥
পিরীতে ডরল হিয়া ভৈ-পেহু ভোর ।
হু'নয়নে বহতহি আনন্দ ক-লোর ॥
পরশ-পাথর জহু বঁধুয়া পিরীতি ।
পরশে নিকব হেম ভেল মজুমতি ॥

হিমক ওড়নো পিয়া দ্বিগুণক বাও ।
বসিষাকে ছত্র পিয়া দরিয়া ক রাও ॥
আধারি রাতক পিয়া চাঁদ উজ্জয়ার ।
দরিন জনক পিয়া সরবস সার ॥
মরি মরি পিয়ারূপ লোচনাভিরাম ।
চিত উন মাতাওই বঁধুক সুঠাম ॥
আও সখি বঁধুসনে করত আলাপ ।
শীতল হোয়ব হিয়া বিবুচব মাপ ॥
সুরত রহন-দিন দীন জগবন্ধু ।
চরণ-পদম-মুখা মিলব কি বিন্দু ॥

ভিরোতা—ধানশী ।

পামর মন তুই কাহে করু হাওতাশ ।
কাহাকে ছোড়ত দোষল নিশোয়াস ॥
আধি-শোরে ভাসত কাহে দিনরাতি ।
কাহে হিয়া দপদপি কাহে ফাটে ছাতি ॥
সমকালু তছুক মরম অব মনমে ।
বিধয়-ভুজঙ্গম দংশনে মরমে ॥
বিধম-বিধে তনু ভেগল বিধার ।
তঁহিহে করই তুই ইহ হাহাকার ॥
কাহে নহি ডাকহ ওঝা মূঢ়মন ।
নদিয়ামে বৈঠত ওঝা মিত্র-নন্দন ॥
হরিনাম-মন্তরে যব সোই ঝাড়ে ।
ভাগত ভুজঙ্গ, বিধ ষাউ দূরে ॥
বিধ-বৈদ্যা পই করুণাক সিদ্ধ,
কব তাহে চিহ্নব দীন জগবন্ধু ॥

কেদার ।

বুঝলু রে মন ভেলত বোখার ।
দারুণ তাপ জহু দগধ অঙ্গার ॥
কাপত থরহরি দারুণ শীতে ।
রহি রহি ওঠত ভর জহু চিতে ॥
খন খন বহত তপত নিশোয়াস ।
দূর নাহি ভেলত দারুণ পিয়াস ॥
কৌশ বহত নাড়া বিধম-বিকার ।
হরল গেয়ান, পরলাও সার ॥
রে মন, ভোগবি ভবরোপে কাহে ।
পায়ব সোয়াতি, শুল কহি বাহে ॥

হরিনাম-ওঁখদ ভকতি-অনুপানে ।
পান করই ব্যাধি করব পরানে ॥
কিন্তু অগবন্ধুক বিশ্ব-যোগে ।
হরিনাম ওঁখদ না মিলই ভাগে ॥

কি আছে মোদের,—না আছে কি ।
আছে আশিদের নাজল-জোয়াল ;
আছে আমাদের দাম্রা আবাল ;
কড়া-পড়া পা রোদে-পোড়া-ছাল,
এ উভয়ই আছে—বহিতে হাল ।
লজ্জা ঢাকিবার আছে নেত্রী ।
কি আছে মোদের, ন আছে কি ॥
আছে আমাদের ভারতমণ্ডল—
ফলশ্রুতপূর্ণা, ষাটিবার বল,—
আছে শরীরেতে ; কাস্তে লয়ে হাতে,
তাড়াতাড়ি পারি কাটিতে ফসল ।
পাই ভুষ, নাড়া, বিচালি সকল ;
তুলু বয়েতে নাই সে ফল ।
ঝাইতে না পাই তাতে কি হুঁসী,
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
বাণিজ্য-বিষয়ে ছোট কি আমরা,
ধরি সন্না হাতে দাঁড়ি-বাটখাড়া ।
আমাদের কর্ত্ত্ব বেচা-কেনা করা ।
মোরা নৈলে কার ব্যবসা বটে,
তবে কিনা লাভ পরেরই বটে ।
আমরাই সব ;—লাভে করে কি,
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
মাষ্টার, কেরানী, বাজার-সরকার,
পদে একচেটে আছে অধিকার ।
ধানসাম, প্যানা, কে আছে আর,
রেগুয়ে মোরা ষ্টেশন-মাষ্টার ;
আমাদের হাতে কত কাজের ভার ।
ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি চাকরী,—
আমাদের নাই ; তাতে কিহে ভাই,
বিদেশীয়েরা নেয় ? নেহু, তুচ্ছ করি ।
অমন মুঁকিতে মোরা কি পা দি ;
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥

শিল্পে আমাদের কে পারে ছাড়াতে,
সাক্ষী তার দেখ, টেকি, চড়কা, তাঁতে ।
হুববী, কম্পাস, রেলের গাড়ীতে,
পারে কি, তুলু, নুতা, বস্ত্র দিতে ;
‘তবে বিদেশীরা বড় কি কলেতে,
কিনে মোরা ছোট, বলন। দেখি ।
কি আছে মোদের ? না আছে কি ।
মাটী, কাঠ, বড়, আছয়ে সকল,
আছে নিপুণতা গৃহনির্ম্মিবার ;
তবে যে মোদের কুটীরে বাস,
হা, হা, সেটি শুদ্ধ নব্বতা-প্রকাশ ।
চালে খড় নাই, থেকে কি ফল,
গায়েতে পড়িবে—পড়ুক জল,
কিছুতেই মোরা হইনা বিকল ।
সুন্দ্র কাজে মন, দিব কি কারণ ।
আমরা কি ছোট, নছার পাঞ্জী ।
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
সৈনিক-বিদ্যায় নহি মোরা কম ;
পত্নীরে তাড়াতে কালান্তক যম ।
ছেগেরে ঠেঙ্গাতে ভীমশূরোত্তম ;
কাটি শত শত পেনের মাথা ।
কলম-কামান যখন চালাই,
দিস্তা দিস্তা ভোপে কাগজ উড়াই ।
কোন জাতি ধরে এ হেন ক্রমতা,
রক্তপাতে বটে বিরত থাকি ;
সেটা ধর্ম্মভরে—ধরম সাধী ।
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
নির্ব্বোধ বেটারা বলে শুভে পাই,
‘বাজালী সমাজে একতা নাই ।’
কেন না থাকিবে, দেখ রাত্রিদে,
ধর্ম্মব্রত কত করি ঠাই-ঠাই ।
কার জাতি মারি, কারো বন্ধ করি—
কুল-পুত্রোহিত, জ্ঞাত, ধোপা, নাই ।
আর দেখ, আন্ধ-বিবাহ উৎসবে,
হয়ে একতায় একত্রিত সবে,
খাই পুটি, লাভা, সন্দেশ, বরফি ;
সপাসপ মারি, হুন্দে, ক্রাশ, দধি ।
একতার বল, কি আর থাকি ?

কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥

বংশের মর্যাদা আমাদের বত,
অপর জাতির আছে কি তত,
মর্যাদা-কাঙ্ক্ষণে, কড়া বিলাপণে,
দেই না বিবাহ, দুচ কুলত্রত ।

চুখের বালক কুলীন হইলে,
বুড় মেয়ে তার দেই গৈথে গলে ।
কিংবা, বোপ বুকে, বুড় এঁড়ে বরে,
পাঁচ সাত মেয়ে দেই এক কালে ।

ছেলে বিয়ে দিতে হইয়া কশাই,
ক'নের পিতার তিন কুল খাই ।

জন্মাসনে তার ঘু ঘে চরাই,
বংশের মর্যাদা সামান্য একি ।

কি আছে মোদের,—না আছে কি ?

“নাই আমাদের কাঁধা-তুংপত্রতা”

যে বলে, প্রকাশ তাহারই মূখতা ।

“যে আঁজা” “হুজুর”—বলিতে তুংপত্র,

আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে অপর ;

অনুকরণেতে কত নিপুণতা ।

দানশীলদের সঙ্গততাঁতৌলী,

মাওব্যা-চিকিৎসা-আলয়ের রোগী,

জন্মাতে মোদের কেমন পটুতা ।

ধামা-ধরা-কাছে, মানব-সমাগে,

কারে কি আমরা দল দি ।

কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥

“বাক্সালী অবোধ” বলে কেহ কেহ,

যে বলে, সে বোকা—কি তার সঙ্গের ।

পয়-ভাষা পড়ি, পয়-ভাষে চুরি,

করি, নিজ-ভাষে বলিয়া চালাই ;

তোতাপিগি কত সর্ব্বদে ফলাই ।

লিখি ইতিহাস, লিখি নবস্তাস,

আর কত শত লিখি ছাইপাশ ।

সভা-সমিতিতে, কংগ্রেসে, বেদিতে,

কেমন বক্তৃতা-কোয়ারা ছুটাই ।

স্টেটস্ট লিঙ্ককেই করি আবিষ্কার,

রোগপ্রণালীই করি এসংসার ।

আমি অধ্বনি করি কানেতে,

রাতেতে মুড়িয়া কানই পড়েতে ;

রোগীর বগলে চুটিটা বসাই,

বুকে পাঠে তার লাগাই সানাই ;

সাজিয়া ডাক্তার, কুসে লই ফি ।

কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥

দামোদর মুখোপাধ্যায় ।

ঐযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৭৭৪
শকে (১২৫১ সালে) ইয়া কান্তন ঐজিপঞ্চমীর দিবস
দলীয়া জেলার রাজধানী কুলনগরে বাতুলগণের জন্ম
গ্রহণ করেন । শান্তিপুর ইহার পৈতৃক বাসভূমি ।
ইহার পিতার নাম ৮ রামরতন মুখোপাধ্যায় । বাল্য
কাল হইতেই বাতুলতার প্রতি ইহার প্রগাঢ় অনু-
রাগ । ইনি অতি অল্প বয়সেই বিবিধ প্রবন্ধ ও
কবিতাদি রচনা করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে বিস্ময়া-
বিত্ত করিতেন । প্রথমে ইনি বাতুল ৮ লোহারাম
শিরোরত্নের নিকট মুদ্রণের ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত
কাব্যাদি অধ্যয়ন করেন । সুবিধাভাব অধ্যাপক
৮ রাজকুমার শ্রায়রত্নের নিকট ইনি বহু দিন দর্শন-
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন । ইংরাজি ভাষায়
ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি । ইহার স্বরণশক্তি অতি
প্রবল । ‘সেক্সপিয়ার’, ‘মিটন’ প্রভৃতি অনেক
গ্রন্থ এবং ঐমতগবলীতা প্রভৃতি ইহার কণ্ঠে ।
ইংরাজী ললিত ও কিলকফির আলোচনার ইনি
জীবনের অনেক সময়ই অতিবাহিত করিয়াছেন ।
ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি কপালহতুলার
উপসংহার ‘মুগ্ধরী’ রচনা করিয়া দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠা-
ভাজন হইয়াছেন । তদনন্তর জগৎযত্নে বিবলা,
হুই ভদ্রী, মা ও মেয়ে, কমলহুমারী, প্রতাপসিংহ,
তরুণন সুন্দরী (৩য় ভাগ), শান্তি, লক্ষণ বর্জ্জন,
যোগেশ্বরী, কর্ণক্ষেত্র, লোণার কলহ, বিদ্যাবাহ,
প্রেমপরিণাম, হুকুমতী অন্নপূর্ণা, নবাবনন্দিনী,
সপত্নী, ললিতমোহন, অমরবতী প্রভৃতি পুস্তক
রচনা করিয়াছেন । ইহার সম্পাদিত, বহুবিধ
ছাত্রোপাটিকা ও ভাষ্য-নামবিত এবং সন্ন্যাস বিংশ
বাক্সালী ভাষ্যপর্বা সমলঙ্কৃত ঐমতগবলীতা বেশ-
মধ্যে বিশেষ সমাদৃত । ইনি ‘নিউন অব দিতে’
নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্রের ও অনেক
বাক্সালী মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন ।
এখনও ইনি ‘প্রবাহ’ নামক মাসিক পত্রের সম্পা-
দক ও বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অবিচ্ছিন্ন বত-
সহকারে বাতুলতার সেবা করিতেছেন ।

বেহাগ—হুঁরিং ।

ধাই ধাই বেলান্ধুল, আসছে দেখে গোথলি ।
ধীরে ধীরে ফিরছে নৌড়ে পাখীগুলি বলছে বুলি ॥
আমরা হুঁধিনীর ছেলে, এসেছি মা'কে ফেলে ।
না জানি আছেন তিনি একাকিনী কিসে ভূলে ॥*

শ্রাবণ—একতারা ।

ধাই ধাই প্রাণনাথ, তাজি এ জীবন,
অনলে কি ডরি, দেব লভিতে চরণ ।
জলিছে অনল বাহা, প্রিয় বলে মানি তাহা,
লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন ;
সে সুখের বিনমরে কি ছার জীবন ।
এমন হৃদয় ভবে, বল আর কবে হবে,
হাস আজি প্রাণভরে সহচরীগণ,—
হৃদে থাক বিভাবসু—শোক-বিনোদন ।
বিলম্বে কি প্রয়োজন, কর তরা আরোজন,
চল সব করি গিয়া অনলে শয়ন,—
কুহ্মিত হুকোমল শযায় যেমন ॥*
শুন যবনের রব, আসিছে ছুটিয়ে সব,
আসিতে আসিতে হই অনলে মগন ;
জীবন যৌবন দেহ করুক গমন ॥
দেখে সই ভয়ভূপ, বুঝিবে যবন-ভূপ,
জীবন্ত, মস্তক তাব উথলে যখন,
মানব অক্ষয় হয়, রোধিতে তখন ।
সে পবিত্র তমরাশি, উড়িবেক দিশি দিশি,
করিবে মানব তেজে বিকার প্রদান—
যবনের বাসনার বিজ্ঞপ্তি বিধান ।
ঢাল ঢাল হবি আর, চন্দন কাঠের ভার,
পাককে প্রবল কর মনের মতন,—
ঐ দেখে ডাকিছেন হৃদয়ের ধন ।
ক্ষম অপরাধ নাথ, এখনি তোমার সাথ,
মিলিয়া লভিব দেব, অক্ষয় জীবন,
সেবিব মনের হৃদে কাক্সিত চরণ ।
ঢাল ঢাল হবি আর, চন্দন কাঠের ভার,
পাককে প্রবল কর মনের মতন,
নাচুক অনল শিখা জেগিয়া গগন ।

* এখনি দীপকবিশেষ গান, বিজয়ী রাজপুত্র ।

বম বম হর হর, উমানাথ, দ্বিপদর,
ভূতনাথ, ভোলানাথ বিগদভঞ্জন,
রক্ষ রক্ষ অবলার ত্রিমুখবন ॥

ব্রীকিট—দাদরা ।

পিও বঁধু কমল কোমলে ।
রহেনা রস সখা ফুল শুখালে ॥
ধাকিতে সময়, লুটে। রসময়,
জানতো যৌবন ফিরে না গেলে ।
এ ফুল নুতন, রস নিকেতন,
কি হইবে বঁধু শুধু রাখিলে ।
কে আছে রসিক প্রেমের প্রেমিক,
লগ এ রতন হৃদয়ে তুলে ॥

ভিলকমদ—একতারা ।

পাইব বলিয়ে, আশা করিয়ে,
হরি শরণ লয়েছি তোমার হে ।
ভক্তি-ভিখারী, আমি হে তোমার,
তুমি ছাড়া কেহ নাহি আমার হে ।
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান, যোগীর যোগান,
তোমার চরণ সকলের সার হে ।
তুমি, গুণতের গুরু, বাস্তা-কজরু,
অধম সেবকে কর পার হে ॥
জনক জননী, নন্দন নন্দিনী,
তুমি ছাড়া বিবে সকলই অসার হে ।
ছেড়েছি সম্পদ, ছাড়িব না পদ,
লভিয়ে করুণা তরিব সংসার হে ॥

ধান্ডা—একতারা ।

কিবা রূপ আমারি ।

নয়নে নিরখি পরশেতে রাখি,
বুঁরে অবিগম লোচন-বারি ॥
(ডব) গীত খড়া, মোহন চূড়া,
করে মোহনাশ হে মুরলিধারী ।
ভাবিলে শিহরে, পুলকে পুরে,
অবশিত হর শরীর আমারি ।
রহি ডব দাস, হোক সর্বনাশ,
বিকাইয়ে থাকি চরণে তোমারি ॥

কীর্তন ভাঙ্গা—হুয়।
 সে বাঁশী বাজিল আর কই,
 যমুনার কুলে, কদম্বের মূলে,
 যে বাঁশী বেজেছে সই।
 শুনি যার গান, আকুল পরাণ,
 জ্যাজি কুলমান পাগলিনী মোরা হই।
 শরৎ-রজনী, প্রফুল্ল মেদিনী,
 কাশ-প্রবাহিনী যমুনা বহিছে অই।
 সেই বৃন্দাবন, সেই সে কানন,
 সখাসংগিন, বাঁশী-রব তবে কই।
 মদনমোহন, মুরলী বাদন,
 ছাড়া বৃন্দাবন, নাহি তথা রাই রসমই।
 তাই সে বাঁশী, বাজিতে উদাসী,
 আশা-জুগে তাসি, (শুধু) কাণ পাতি মোরা রই।

বাঁশী বাজিল না আর।
 কতকাগ হ'ল, সকল তেরাগি,
 রাখিছু পরাণ শুনিতে বাঁশীর গান।
 কুরাইল আশা, যায় এ জীবন,
 না পলিল কাণে সেই সুধাময় তান।
 বাঁশী বাজিল না আর।
 বাজিবে আশার, থাকিব বাঁচিয়া,
 দেখিব কতই নিষ্ঠুর পরাণ তার।
 তবু—বাঁশী বাজিল না আর।

বাঁশী বাজিল আবার।
 সে ধীর সমীরে যমুনার তীরে,
 বাঁশী অতি ধীরে, ছাড়িল মধুর তান।
 নীরব যমুনা, ধীরে বহে বায়,
 নিস্তব্ধ বিহঙ্গ, পূন্যক পূরিল প্রাণ।
 বাঁশী বাজিল আবার।
 শুনি হির মনে, নড়িও না কেহ,
 রহ সাবধানে, বাজিছে শ্রামের বাঁশী।
 উৎসে যমুনা, হাসিছে চাঁদিমা,
 বিহঙ্গ অধনী, বাঁশী ঢালে সুধায়াশি।
 পশুপাখী আদি, বৃক্ষলতা সব,
 অবশ-হইয়ে শুনিছে বাঁশীর ধনি।

হাসায় কাঁদায়, প্রাণ কাড়ি লয়,
 সব কিপ্ত হয়, মোহময় বাঁশী শুনি।
 বাঁশী বাজিল আবার।

শুভ্র অলি চুম্বে ফুল হয়ে দিশা-হার।
 সোহাগে তুলে বুকে, যাদবী সহকার মায়েয়ার।
 নিকুঞ্জকাননে, পিকতুল কুঞ্জনে,
 ঢালিছে প্রবণে, নন্দন-আনন্দ-ধারা।
 শোভার ভাণ্ডার, খলি দশ দ্বার,
 ছাড়ে অনিবার প্রাণ হৃথের কোয়ার।

শ্রেমের সংসারে সইলো একা কেউ রয়না রয়না
 প্রাণে প্রাণ না ঢালিলে, ধরায় স্বর্গ হয়না হয়না।
 প্রাণ কিনিতে, প্রাণ হয় দিতে,
 হু'প্রাণে না মিলিলে, হৃথের ধারা বয়না বয়না।
 বিধাতৃ-শাসন, হৃথের মিলন,
 না মানিলে বেঁচে মরা, তাতে প্রাণে সয়না সয়না।
 সাগরে নদী, না বহে যদি,
 ভাসে কুল তারে পাতিবুক, কেউ লয়না লয় না।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পিতার নাম ৮ ব্রজবিহারী বসু। জন্মসাল
 ২৪ পরগণা দত্তরহাট গ্রাম। ১৮৮৪ সালে জন্ম।
 ১০১০ সালে বি-এ পাশ করিয়া ১০১২ সাল হইতে
 'বঙ্গবাসী' পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য
 করিতেছেন।

বেহাগ—কাওয়ালী।

পিয়াসা না মিটিল, জীবন বহিয়ে গেল।
 আশার আশে রেখে পরাণ আশা যে কুরায় এল
 হাস বরষ কত, শত দিন হ'ল গত,
 আশাপথ চেয়ে তার বসিরে রহিল,—
 সারাটি জীবন বুখা গোড়াইছু
 সারাটি জীবন কু-আশা পুফিছু,
 (শেষে) কুরাসার আশা-মুকুল করে যে পড়িল।

বাসে—আড়া ।
দয়াময় দীপজনে দেহ পাদপদ্ম-ছায়া ।
আমি অতি মুঢ়মতি পাপে কলুষিত কায় ।
কোথা হে কলুষ-হরি, ভুব জলধি-কাণ্ডারি,
কোথা কৈলাস-বিহারি, এ দাসে বিতর দয়া ॥
তুমি ঐশ মহেশ্বর, যোগাতীত যোগীশ্বর,
শিরে পুত্ৰ-বারি ধর, শশাঙ্ক-শেখর হর,
শিব শস্তো সতীপতি, অস্ত্রে মম এই মিনতি,
কোরো হৃদে অবস্থিতি, সঙ্গে লয়ে মহামায়া ॥

পরজ—ধামার ।
গৌরি গিরিজা শিবে গিরিরাঞ্জ-কুমারি ।
দেব-মানব-সেব্যা রাজরাজেশ্বরী ॥
নিরাভরণ চারু-চন্দ্র-নিভাননা,
পত্নাসনাংর-সেব্যা হরেশ্বরী ॥
উর্বা বিনিম্বিত, চন্দন বাশিত,
রাজীব শোভিত পাদ দুখানি,
ঘাটে চরণাধীন দীন জনে মাতে,
দেহি পদামৃত ঐশান-সুন্দরি ॥

তারাকুমার কবিরত্ন ।

পণ্ডিত ঐযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়
১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন । ২৪ পরগণা সোণা-
পুরের নিকট ঢাকুরিপোতা ইহার জন্মস্থান । ইহার
পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি । সংস্কৃত কলেজে
ইহার শিক্ষাগ্রহণ হয় । প্রথমে রাজসাহী কলেজে
ও শেষে 'মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশনে' ইনি অধ্যা-
পকের কার্য্য করেন । এখন কলিকাতা হইতে অবসর
লাইরাছেন । সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতারচনারই
ইনি সিদ্ধহস্ত ।

অঙ্গঙ্গদীপক দেব পরাংপর,
সর্বগুণাকর বিধবিশে ।
প্রেমসুধাকর মধুর সুন্দর
কলুষ বারণ হর শান্তিনিধে ॥
অঙ্গ ভবভূতজন পার্থিকরঞ্জন
নিভালিরঞ্জন বিধপতে ।
পাড়কি-ভাষণ পাপনিবারণ,
নিবৃত্তিকার্য্য-ঐশগতে ॥

অঙ্গ নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোক-মহার্ণব পার তরে ।
অঙ্গ সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তিনিকেতন কৃষ্ণ হরে ॥
অঙ্গ মহিমোজল নিরুল নির্মূল
সকল মমঙ্গল কল-তরো ॥

ভব-পঞ্চসম্বল সর্ব তপঃস্বল
দুর্বলবল অগদেকত্তরো ॥
তাঁর আরাধনে সাধনে বা ধনে
অপে তপে কিবা ফল ।
তত্ত্ব মন্ত্র বেদ দেশ কাল ভেদ,
নাহি চাই অপোবল ।
শিক্ষার দীক্ষার নাহি পাবে ভয়,
বুধা গন্ধমাল্যজল ।
কৃষ্ণ কৃপাবল লভিতে সম্বল
ভক্তিমাত্র নিরমল ॥

প্রতাহীন প্রভাকর পশিল পশ্চিমাচলে ।
উঠিল নির্মূল শশী নীলগগন তলে ॥
কালিয়া তিমিরমল হালিল আশা মণ্ডল,
ভাসিল ভুবন তবে কনক চন্দ্রিকা জলে ॥
প্রফুল কৈরবদল নীৰ্ব দল শতদল
মুখ দুঃখ দুই ফল সময় বুকেতে ফলে ॥

ম্লান বেশে নিশানাথ চলিল চরমাচলে ।
নবরাগ ধরি হরি উদিল গগন তলে ॥
শশাকের ডেজঃক্ষয়, তপনের অতুলধর,
সমকালে দেখ হর অদৃষ্ট-চক্রের ফলে ।
হৃদে তবে মত্ত হেন, হৃদে বা মলিন কেন,
নহে কিছু চিরদিন হারা এ মহীমণ্ডলে ॥

এই কি সে কুমুদিনী, কি দশা ঘটিল হার ।
শশধর-বিরহিনী বেন পাগলিনীপ্রায় ॥
স্মরণ পথহেতু আশি, উদিলে সরঙ্গ রাশি,
সে মধুর মুহ হাসি নরল যোহিত বার ।
সরলা অবলা আভি, কোরল প্রকৃতি আভি,
হারাইলো প্রাণপতি এমতি দুর্গতি পার ॥

হরিল মলিন আলি রবি-প্রাণা নলিনীরে ।
হাসিল বিকাশজ্বলে কুমুদিনী ধীরে ধীরে ।
নিদারুণ অপমান, মলিন মানীর প্রাণ,
দেখ দীপ্ত তাম্রমান্ন বিবর্ণ গগন-নিরে,
বার বধু গরে হরে, ঘুমি ইহা উজ্জ্বল করে,
ডুবিল সমুদ্রনীরে ॥

কেন গো কবিতাদেবি এ নশা জেমার ।
ভাবিলে নখনে বারি বহে অনিবার ॥
মহর্ষি বাঙ্গালীকি হ'তে জন্মে ছিল এ ভারতে,
তব কীর্তি সৌরভেতে পুরিল সংসার ।
ক্রমে হ'লে জীলাবতী, ব্যাসদেব মহামতি,
তোমারি গুণসংহতি করেন প্রচার ॥
রসবতী হ'য়ে পরে, কবি কালিদাস করে,
সঁপিলে প্রশংস-জ্বরে বোঝনের ভার,
ধনিক শঙ্কু অমর আদি যত কবির,
সে তব পুত্রনিকর বহু গুণাধার ॥
সেই সে তুমি সম্প্রতি, জরায়-নীরসা অতি,
গিয়াছে সে সব জ্যোতি নাহি অহঙ্কার ।
অলিতপদা সদাই, কৌণ দেখে বল নাই,
শরণ লয়েছ বুঝি তাই বার ভার ॥

বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় ।

ইনি 'বেঙ্গল রিভিউ'র অধ্যক্ষ ছিলেন ।
ইহার 'প্রভাসমিলন' প্রভৃতির অভিনয় দর্শনে এক
সময় রক্তভূমি লোকে মোকাবেলা হইত । করেন
বৎসর হইল, ইহার লোকান্তর হইয়াছে ।

মূলভান—একতাল।

একবার ডাকদেখি মন তারে ।
ও মন, মিলিয়ে ছটা তারে তারে ॥
বল হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
বে জন ভাবের ভোরে ব্রজপুরে,
প্রেমধন বিলাসেছে রে ।
বার নামের জোরে বসনা ছাড়ে,
শোক পলায় রে বেশ ছেড়ে,
হয় হুসর বিয়োগের সিঁড়ি পাখি,
পায় মোক্ষবার তাই ডাকিলে পরে ।

কি কর কি কর শ্রাম নটবর,
কমা কর সর ধরো না পার ॥
আমি দীনা হীনা গোপেশ্বরী ললনা,
ছুয়োনা ছুয়োনা ত্রৈকিবে দাম ॥
এখানে তোমার রমণী অগণ্যা,
রূপে গুণে সবে বধ্যা মাতা,
তব নশা হেরি তারা রাজকন্তা,
ছি ছি বলি থিক্ দিবে হে তোমার ॥

বিবর্তিত—দাদরা ।

অগজীবন হরি, তই পরিহারি ।
বাওব কাঁহা ভালো, কহ মুরারি ॥
রাকা চাঁদে নেহারি, উড়ি ফিরে চকোরী,
কাল-চাঁদে ছোড়ি না দিবে আহিরী ।
শিরি শ্রামচাঁদে, নাচারব নানা হাঁদে;
পেখি ক্যাসে মোরে, নিবাবে মুরারি ॥

কীর্তন ।

ছোড়ি নিরে কাহে পিয়ারা রে তুনে বিজবনে ।
কোন বনে গিয়া ঘেরি নিষ্ঠুর শ্রামদ্রি পাখী,
জয় জয় হিয়া ভেল উনে নেহি পেখি,
ক্যাসে জানব বিধি করবে এমন,
উপজে সুখে হুখ পিয়া বিনে ॥
সহেনা সহেনা, মরম বাড়না,
তোমারি পাপ পরাণে,
নাঁরে তনু ডারব, মরব বিশ্ব-পানে ॥

প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসাওনা বমুলা সলিলে । (ও সখিরে)
(আমার এ জীবনে আর কাজ কিণো)
তুলসীদাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে,
লিখিয়ে এ দেখে হরিনাম,
বড়লু রাখি ও বাঁধি ঐ তমালেশ্বরী ডালে ।
(কেন বলি, এগেহে কৃষ্ণবিলাস করে গেছে)
আমার মরণ বেধে তুলসি লাগো ॥

ভৈরবী—চোঁতালা ।
জয় জয় জগদীশ্বর, অগজনগণ বন্দনম্ ।
পূর্ব ব্রহ্ম লৌকপাল,
স্রষ্টা পাতা, মোক্ষদাতা,
শুভাশুভ আদি ফলদাতা,
দ্বিবাধার বিশ্বন্তর, বিশ্বভার-হরণম্ ।
জয় জয় পুণ্যকুল, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে,
অন্তিমো ভুলনা দিতে চরণ ভবভারনম্ ॥

দীননাথ ধর ।

হগলী জেলার চুচুড়া-নিবাসী । ১২৪৭ সালে
জন্ম । জাতি সুবর্ণ বণিক । চুচুড়া 'ফ্রিচার্জ স্কুলে'
এবং হগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন । বি-এ বি-এল
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ বৎসর হগলীতে ওকা-
লতা করার পর ১২১৮ সালে ইনি ঢাকার 'উকীল-
সরকার' পদ প্রাপ্ত হন । ১৫ বৎসর পরে কার্য
হইতে অবসর গ্রহণ করেন । বাঙ্গালা ভাষায় ইহার
অনেক গান ও কবিতা আছে । মেঘনাদ-বধের
অনুসরণে ১২৭৮ সালে ইনি 'কংসবিনাশ' কাব্য
প্রণয়ন করেন । ইনি সুসঙ্গীত ও সুপণ্ডিত ।

বেহাগ—একতালা ।

তুমি হে নাথ, তুমি আমার অকুল পাথারে ভেলা,
তোমা বিনে আর, কে আছে আমার,

জুড়াতে অন্তরআলা ॥

তুমি প্রলবণ ঘোর মরু ভূমে,
আশার আলোক নৈরাশ্রের ধূমে,
দগ্ধ বক্ষে তুমি চন্দন চর্চিত
কোমল কুহুম-মালা ॥

তোমা ছাড়ি দেবি সব শূন্যময়,
অনলেতে যেন চিত দগ্ধ হয়,
হইয়ে একান্ত বাক্য বিহীন,
ভ্রমি এ ভব মেলা ।

তোমা পানে চাই একি ক্ষেত্রে পাই,
রক্তাবাত বজ্র বারি আর নাই,
আঁধার আবৃত পদমেতে হোল,
সুন্দর আলোর মেলা ॥

আমের—চিনাক্তালা ।

রথ দেখিতে বলি হয় বাসনা
মোক্ষার্থ কি রাসার হইতে তবে ভুলনা ॥

দেখে যে রূপ রূপসনাতন,
রাজ্যপাটে দেয় বিদর্জন,
অপরূপ সেইরূপ সদা হৃদয়ে ধরণ ॥
দুঃখলে সেই রূপের সাগরে,
উঠবি নিজের স্বরূপ ধরে,
চলতি যদি গুণ্ডি রূপে,
তা হলে আর মনে ধোরবে না ॥
অমুরাগের কুঁচি ধরে,
নিজের রূপ তোর মাঝে পরে,
বেরোবে ভোর অবাক করে,
মলা মাটি হীন খাটি সেধা ॥

সিন্ধু-ধাবাজ—আড়াধেঘটা ।

মা মা বলে আকুল প্রাণে,
কেনে কোথায় বাস রে চলে ।
চেয়ে দেখে রে গুরে ব্যাপা,
তুই যে রে তোর মায়ের কোলে ॥
তোর মা'ত্তোর ধরে বসে,
'দেতে পাস নে দৃষ্টি-দোষে,'
দিসে হারা, হয়ে সারা,
ঘুরে ব্যাড়া' চোক কচলে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াধেঘটা ।

একবার ডেকে দেখ না ।
মা মা বলে, কাতর প্রাণে,
মা শোনে কি শোনে না ॥
ডাকতে পারলে ডাকার মতন,
মা ত হির থাক্বেন কখন,
এসে তুলে, নেবেন কোলে, করিবেন সাংজুনা ॥
যে সে মা তোর মা তনয়, দয়াময়ী জনতে কর,
ছেলের কান্না, প্রাণে তাঁর, কর্ণন ত সবেনা ॥

বিশিষ্ট ধাবাজ—আড়াধেঘটা ।

বাঁচার পানী, আমার করেছ তুমি দেবি ।
দিক্ যে ধাবার, চাইনে কিছু আর,
তাইতে বিভোর হয়ে আছে, মন প্রাণ আমার
শিখরেছ যে বুলি মা সেই বুলি বলে ডাকি ॥
দয়কা খোলা পাই তবু না পালাই,
আমি এ বাঁচা আমার হলো কি বালাই,

ধরা গেছি যে আঁটা কাটিতে
সেই আঁটার আঁকে থাকি ॥
যে বন হতে ধরে, এ খাঁচাতে পুরে,
নাচাচো গাওচো নিজ ইচ্ছার আদরে,
সেই বন দীন, কোন দিন ছেঁধতে পাবে নাকি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—গোস্তা ।
শোন তো মনু তোমার বলি,
দিনকি তোমার এমি যাবে ।
তুমি চিরদিন কি হেসে হেসে
বসে পান তামাক খাবে ॥

ফুলিয়ে ছাতি গভাগতি ধরাকে সরাখান ভেবে ।
লাগলে যেনোচ শুপো,

দেহকূপো একবারে কাড় করে দেবে ॥
হৃন্দর শরীর-গর্ভে ধর্ম হৃন্দরী কাঠে হবে,
মাখা নাড়া, দর্পকরা, বাঁশের চোটে-মেটাবে ॥
ধর্মেটেলি যাচো চলি, সন্ধর কোরতে বিভবে ।

অটল ভাবে, নাহি ভেবে
পটল একদিন তুলবে ভবে ॥
তুষতে বাই, আশে বাই, বাবু বড় বোলছে সবে,
কফে ভাই ছাপলে বাই বাইসঙ্গে নিরুত্তি পাবে ।
বসে কাছে হুখে মাছে পাঁচ বনধু বানধবে ;

কোথা রবে সবে তোমার
যবে পাঁচে পাঁচ মিশাইবে ॥
দেতে পাই, একটি পাই,
দাওনা ভাই দুঃখী পরিবে ।

তোমার দেখলে যোগায়,
এনে কাগজে সহি করিয়ে সকল নেবে ॥
দীন বলে দিন তুই কিস্তে পারিবি তবে ;
দীননাথ-পদ-পঙ্কজ হৃৎপদ হইবি যবে ॥

অধিকাচরণ গুপ্ত ।

ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গানোড়া গ্রামনিবাসী ।
ইহার পিতার নাম ৮ মাধবচন্দ্র গুপ্ত । বয়সক্রম
প্রায় ৫২ বৎসর । বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন
প্রবীণ লেখক । অনেক কালিক পুস্তক ইহার
অনেক লাবণ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ।

আলো—আড়া ।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্রাশনেতে বাস করে ।
পরে সদা বাঘাসর, ভয়মাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গোরি কেমন করে ।
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না,
জামাই তাই কি ভিক্ষা করে ।
গঙ্গানামে সত্য নাকি, সত্য মন্তকে রাধি,
শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক মত্তন করে ।
রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্রেশ সহস্তুনি,
ভন গুণো ঈশানি বাণি, আর না পাঠাব তোরে ॥

আলো—আড়াঠেকা ।

ছলাম ভাল জননি গো, হরেরি ঘরে ।
কে বলে জামাই তব, শ্রাশনেতে বাস করে ॥
যে স্বরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে ।
যেন কত রবি শশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাই দিবানিশি, কখন যাতায়াত করে ॥
পরেন বটে বাঘাসর, জামাই তব বিশেষ্বর,
ভয়মাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপরে ।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মন্তক নমিত করে ॥
যড়ৈবর্ষ আছে যার, ভিক্ষা কি জীষিকা তাঁর,
অজ্ঞানে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হয়ে ।
সত্য বটে হুরধনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক, বডন করে ॥

ললিতমোহন সিংহ রায় ।

ইনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চক্ৰবর্তী গ্রামস্থ
জমীদার । রাজপুত্ররূপে ইহার জন্ম । জমীদার-
সম্ভারের মধ্যে ইহার স্বার নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিন্দু
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । প্রতিদিন
পূজা আধিক্যের পর ইনি তজ্জিহ্ন দুই ভিতটি
গান রচনা করিডেন । সেই সকল গান গাওঁহ
করিয়া “তজ্জিহ্ন” নামে একখানি সঙ্গীত পুস্তক
প্রকাশিত হইয়াছে । সে পুস্তকে রচনার নাম

মাই, কারণ ইনি নামের কাকাল নহেন । তবে
আমরা বিশ্বহৃদে অবগত হইরাছি যে নন্দীত
পুস্তক ভক্তবৎসল ললিতমোহনেনই রচিত ।

বেহাগ—একতাল ।

মা অশ্বিনাশিনি !

সকলে আবুল, ভয়েতে ব্যাকুল,
দেহি হবে কুল, ভব ভাবিনি ॥
দিনে দিনে ক্ষয়, যদি এত হয়,
তবে কে মা রয়, বল জননি ।
হইয়া রূপণ, কেন মা এখন,
বাড়ালে মরণ, ও মা শিবানি ॥
কিসের ফলেতে, এছায় জগতে,
হয় মা ভুগিতে কৈ তা জানি ।
নিজ কন্দফলে, বুঝিলে সকলে,
ভয় কি মা কালে, ও মা ঈশানি ॥
দুরাশা কেবল, হইয়া প্রবল,
ভুলেছে সকল, মনেতে মানি ।
দুর্গা দুর্গা বলে, সত্যত ডাকিলে,
কিসে হবে ভুলে, ও মা তারিণি ॥
ললিত কাতরে, ডাকে মা তোমারে,
নিদয় কি তারে, হবে এখন ।
কাল হয়ে বাদ, ষ্টালালে প্রমাদ,
ঘৃণাও বিষাদ, কালবারিণি ॥

বিষ্ণুট—একতাল ।

আও তাও ভকতবন্দ,
হের হবে আজি ত্রীগোবিন্দ,
চালহ মায়ী থেব বন্দ, নন্দকিশোরচরণে ।
ভজন পূজন সাধু-সঙ্গ, করহ আজি ত্যজহ রঙ্গ,
পিয় পিয় দুখা মনভঙ্গ, নন্দকিশোরচরণে ।
আন আন হবে কুসুম ভার,
গাঁথহ ভক্তিকমলহার,
ছাড়হ আজি সব অসার, নন্দকিশোরচরণে ।
তোরাগি সকল তুচ্ছ মান,
হরিভগ্ন আজি করহ গান,
সাধু স্বজন ধরহ তান, নন্দকিশোরচরণে ।

ভজহ রাধা-গোবিন্দ-নাম,
ছাড়হ সকলে সকল কাম,
হেরহ ভাব অতি দুঃখ, নন্দকিশোরচরণে ।
পেখহ আজি যুগল মিলন,
পেখহ আজি যুগল চরণ,
রাখহ আজি যুগল নয়ন, নন্দকিশোরচরণে ।
ভুলোক আজি ভেল গোলোক,
নাটত বৃদ্ধ সহ বালক,
রক্তত ভাতি হের আলোক, নন্দকিশোরচরণে ।
ব্রজ কি পুলিন সকল ঠাম,
যবহ মিলিত রাধাশ্যাম,
ধর্ম্য অর্থমোক্ষ কাম, নন্দকিশোরচরণে ।
ছাড়হ ছাড়হ তুচ্ছ ভাব,
পূরণ করহ মনের আশ,
গাওয়ে ললিত হরিদাস, নন্দকিশোরচরণে ॥

কালোড়া—আড়-ধেমট ।

ভাবর খেলায় মন মেতেছে,
মিছে কেন আর থামে না ।
সব ফুরালে দেখেবে পাবে,
এমন দিনত আর পাবে না ॥
পকভূতের মিলন, এলে গর্ভেতে এখন,
পাঁচকে নিয়ে বুধা কষ্ট পেতেছে এখন ;
আবার বিয়োগ কালে ছাড়বে সবাই,
রাখতে কিন্তু পারবে না ॥
এই ভবের বন্ধনে, হ'লে কাতর এ প্রাণে,
মায়ায় মোহিত হয়ে ভাস্ত হয়েছ জেনে ;
একবার বদন ভ'রে বল হরি,
ছাড় বিষয় বাসনা ॥
হয় সব আশা পূরণ, করলে হরিনাম স্মরণ,
আর যে ভবে হবে না মন জনম মরণ ;
প্রাণ খুলে আজ ললিত কর,
হরি-নামের ঘোষণা ॥

কীর্তন-স্বর—বনপাসি—একতাল ।

আমরে ভাই সবাই মিলে যাই হরি বলে ।
মনের সাথে রাধাশ্যামে দেখেব যুগলে ॥

নেই ত্রৈলোক্যরী রাই, তায় তুলনা যে নাই,
 হাঁদি-মুখে শ্রামের বামে সদাই দেখতে পাই ;
 হরি-নামের গুণে আশা পূর্ণ হবে যে কালে ॥
 মন সর্বগুণধাম, সেই নবদ্বন্দ্বিতাম,
 স্বর্ণবর্ণ রাখার রূপে মোহিত অবিরাম ;
 তাই ত্রিভঙ্গিম ঠামে বামে আছেন হেলে ॥
 শিরে ময়ূরের পাখা, তাতে রাখার নাম লেখা,
 সদাই হুখে বিহার করেন লইয়ে সখা ;
 এস প্রাণ ভ'রে আজ দেখে
 আমরা জুড়াই সকলে ॥

এই হরিগুণ-গান, মন কর অবিশ্রাম,
 মনের মত ধন পেয়ে শেষ হবে যে বিশ্রাম :
 সেই শেষের দিনে ললিত যেন থাকিস্ না ভুলে ॥

পূরবী—একতাল।।

শঙ্কর-হৃদে নাচিছে মা উলসিনী ।
 যেন কীরোরের মাকে ভাসছে নীলকমলিনী ॥
 দেখিরা চাঁদ-ঐ চরণোপরে ;
 চকোর ধাইছে হৃদার তরে ;
 নীল কমল ভাবিয়া ভ্রমর,
 বিবাহে গিরা করিয়া ধ্বনি ॥
 চাঁচর চিকুর পিঠেতে দোলে,
 ললাটে মায়ের অলকা কলে,
 দেখনা কেন যেষের কোলে,
 পোভিছে যেন সৌগামিনী ॥
 ঐ চরণদ্বয় লহু'রে ধ'রে,
 ললিত ডাকিছে আনন্দভরে ;
 মা মা বলে ভাসে চকোর নীরে,
 দিস্ মা অন্তে পদ-ভরণি ॥

কোথাবা—আড়া।

ছাড় মন কুজন-সজ, করিস্ না আর মিছে ব্যস্ত ।
 এই জগত মাঝেতে এসে,
 হ'লহে তোর অনেক রজ ॥
 এখানে বা' দেখতে পাবি,
 সকলি যে মায়া'র ভসি
 কিসে কখনো বাবি ক'রে সেই এসক ॥

ভবসাগর-পারে যেতে, তরি কভু পাই যে তাতে,
 মরবি শেষে অকলে-ত'রাই ভেবে কানিছে অঙ্গ
 বড়রিপুর সঙ্গ ছাড়, মায়ের চরণ হৃদে ধর,
 দুর্গা নামের ভেলা কর, তবে বাবে তোর আডক ॥
 থাক ললিত চরণ ধ'রে, ডাক মাকে বদন ত'রে,
 মা যদি তোর কৃপা করে,
 হবে তোর সব মোহ-ভঙ্গ ॥

প্রসাদী—সুর।

হুখে কি মা তোমার ভাবে ।
 হুখেতে মা ভাবলে পরে,
 কষ্ট কি আর আসতে পাবে ॥
 ছেলেদের এই নিয়ম বেধি,
 ভয় খেলে সে মাকে চাবে ।
 খেলা-ধলায় দিন কাটালে,
 মায়ের কি আর বোঁজ করিবে ॥
 জগৎ জুড়ে নিয়ম এই মা,
 তার বিপরীত কেন হবে ।
 শিশব হ'তে তারই শিক্ষা,
 আমরা যে মা করি ভবে ॥

বিপদ আবার এলে পরে, তবে তোমার মনে হবে,
 তাতেও দেখ পাঁচ রকমে, ঘুরে শেষে ধরি তবে ॥
 তোমার ধ'রলে মনে জানি,
 বিপদ আমার দূরে বাবে ।
 কুমতি যে সঙ্গে জুটে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ার ভবে ॥
 কুমতি কুমতি সবই তুমি,
 তোমার আশ্রায় সব চলবে ।
 ললিতের এই মতি দাও মা,
 সদা তোমার হৃদে পাবে ॥

ললিত—আড়া।

সিংহের উপর ব'সে কেন, ও মা জগত্তজননি ।
 মানস আসনে ব'স, এস মা কল-বারিণি ।
 চারি অস্ত্র চারি করে, আঁহা কিবা শোভা করে,
 ব'সে শতদলোপরে, অস্ত্র নাগিনি ।
 জিনি বাল প্রভাকরে, সেবেছ ও রূপ ধরে,
 লোহিত বদন প'রে, নাচনাগী, বারিণি ॥

সেজেছ প্রথম মনে, নানা রত্ন-আভরণে,
মনে কি শূন্য না দীনে, ত্রিশূল-বারিণি।
হুসারহর অবিশ্বাস, নমিছে হ'রে আকুল,
অভিযোতে দে মা কুল, ললিত-হৃদি বাসিনি ॥

● ইন্দু কল্যাণ—কাওরালি।

মা আমায় দেখে না তারিণি।
কুরু ভবসাগর পারে উপায় জননি।
দে মা আমার চরণতরি, বিপদসাগরে,
কালভয়ে কাঁপি যে মা রাখ গো আমারে ;
আর অগতমানে মাগো উপায় কি আছেরে,
কৃপাদৃষ্টে চেয়ে দেখে আমার ভবানি ॥
ভাকি তোমায় সতত মা কাতর হইরে,
এস না মা রাখি তোমায় আমার হৃদয়ে ;
ঐ চরণ পাবার আশে আছি যে বসিরে,
কালভয় দূর কর কাল-বারিণি।
জগৎ মারের বা দেখি মা অসার সকল,
সার মধ্যে তোমার চরণ দেখি মা কেবল ॥
কর্ম লোভে বুরে বেড়াই, সদা মা বিফল,
ত্রাণকর শেখের দিনে ত্রাণকারিণি।
ভবের মারের, মা গো অনেক খেলা যে করিরে,
ভ্রমেতে মা কাতর হয়ে আছি যে পড়িরে ;
চেয়ে আছি তোমার পানে কৃপার আশে,
সঙ্কটেতে রাখ গো মা শঙ্কট নাশিনি।
ক্রমে ক্রমে দেখে কাল নিকটে আসিছে,
বারে বারে দিন গড় দেখে মা হতেছে,
ভেবে ভেবে দীন ললিত কাতরে ডাকিছে,
চরণ লুপল দেনা মা গো মুক্তি দায়িনি ॥

শিশিরকুমার ঘোষ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত আওরা গ্রামে ১২৪১
সালে ইহার জন্ম হয়। সেই আওরা গ্রাম অমৃত-
বাজার নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পিতার নাম ৮ হরি-
নাথরাম ঘোষ। ১২৭৫ সালে স্বগ্রাম হইতে ইনি
হুগলিঙ্গ “অমৃতবাজার পত্রিকার” প্রথম প্রচার
আরম্ভ করেন। এই “অমৃতবাজার পত্রিকার” পরি-
চালনে ইহার বৎসরের অধিককাল পরিচালিত হইয়া
সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভে। ইনি একজন

গৌরান্বিত বৈষ্ণব। ‘অমির ভাণ্ডার’ ‘অমির নিমাই
চরিত’ প্রভৃতি ইহার রচিত গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।
সঙ্গীতশাস্ত্রেও ইহার আন্তরিক অনুরাগ আছে।
ইনি নিজের কয়েক প্রকার স্বর বাজাইতে জানেন,
এবং সঙ্গীত রচনাও ইনি সুসিদ্ধ। ইহার রচিত
“সঙ্গীত শাস্ত্র” নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এক্ষণে
ইনি বৈদ্যনাথে থাকিয়া অধিকাংশ সময় বঙ্গালোচ-
নার অতিবাহিত করেন।

সিন্ধু—আড়ঠেকা।

বা'র মা আনন্দময়ী তাঁ'র কিবা নিরানন্দ।
ভবে মা মা করে পাপে রোপে শোকে কেন কাঁদ ॥
মারুধানে জননো বসে, সন্তানরণ তাঁ'র চারি পাশে ;
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমসীরে ;
পাপ ভাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উৎখিল,
বাহ তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানকুল ॥

আলোয়া।

কি কব বজ্রবার কথা,
আমি কি তার দেখিছি নয়নে।
বিরলে বসিয়া তারে, বতনে আঁকি মনে মনে ॥
তিনি নাকি পরম সুন্দর,
লোকমুখে শুনেছি প্রবণে।
অভাগীরে মনে করে, যদি আসেন মোর স্বরে,
রূপ গুণ ক'ব তোর সনে ॥

মুখ।

পড়ে বাঁশী, মুখশশী মলিন বজ্রা কেম তোর।
কি অপরাধ কৈলাম আমি,
আঁখি যারি দেখেও তুমি,
তথ্যরেছে মুখচাঁদ, তুমি কার লাগি কাঁদ,
ওষ্ঠ কাঁপে থর থর, রাঙ্গা আঁখি কর কর,
ভোমার নয়নে জল, কি হয়েছ বল বল,
বলাই বলিতে নারে ভ্রামচাঁদ কেন কুরে ॥

বারীরা।

কি দিরে তুমি তোমার, হৃদয় বদন, কীলচাঁদ।
চিরদিন রীত পাই, তুণ অঙ্গল কলচাঁদ ॥

কোথায় কি পাব, আমি কুগবালা, কালাচাঁদ ।
যতনে গাঁথিয়া দিব, মালতীর মালা, কালাচাঁদ ॥

সিন্ধু ।

শ্রেয়-সরোবরে সোণার কমল প্রিয়ে,
তুমি আমারি ।

নয়ন ভরিয়ে হেরি, গুরুপ-মাধুরী ॥
মধুভরে টল মল, বহে শ্রেয়ের হিল্লোল,
উঠাইলে শ্রেয়-পাথার, ডুবিলু না আমি সাঁতার,
তুমি আমার চিরদিন, আমি তোমারি ॥

আলোরা—সিন্ধু ।

ত্রিভুবন সীতল হলো, বৃগল মিলনে ।
কালাচাঁদে চাঁদবদনৌ মিলল, মধুর কৃন্দাবনে ॥
সখি দেখে নে, সখি দেখে নে—
হুটি নয়ন ভরে দেখে নে—
রাধামাধব-রূপ-সাগরে ডুবিলু সনি,
ধর ধর আমারে,—
দেখ দেখে আঁখি-ভক্তিয়া—ও হানস পাঁচবাণ ।
অঙ্গকে ভরসা মাতল, মাতল আমার প্রাণ ॥
বলরাম শ্রামশূল গান
কালাচাঁদে সোণার চাঁদে মিলল ॥

অক্ষয় কুমার বড়াল ।

১২৭০ সালের কার্তিক মাসে কলিকাতা চোর-
বাগানে ইহার জন্ম হয় । ইহাদের আদি নিবাস
করেন ভাঙ্গায় । “প্রদীপ,” “কনকাজলি” “ভুল”
প্রভৃতি কয়েক বানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া
ইনি বশবী ও কবিপদবাচ্য হইরাছেন ।

পিলু বারোয়া—৭৭ ।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা মলিনমুখী ।
নদীতে ওঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
অলে ফুলমুখী লতা পড়েছে সুঁকি ।
এলায়ে পড়েছে বার, শূন্য মাঠ শুকুপ্রায়,
দূরেতে কি কোঁদে বার, হত্যা হুখী ॥

ব্রহ্মনাথ দে

১২৬৭ সালের ৮ই চৈত্র বৃহস্পতি-জন্ম । পিতার
নাম ৮ ঈশ্বরচন্দ্র দে সরকার । বর্তমান নিবাস
কলিকাতা । বহুবাজার গোবিন্দ সরকারের লেন ।
ইনি সময়, ভারতী, নবজীবন এবং সুরভি ও পড়া-
কার বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন । এক্ষণে ইষ্ট
ইন্ডিয়া রেলওয়ের একাউন্ট্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত ।
ইহার রচিত গানের একটীমাত্র আশ্রয় পাইরাছি ।

কারিক—৭৭ ।

কানিকে ভব চরণ-প্রয়াসী ।

পাইতে অভয়পদ হয়েছি মা অভিলাষী ॥
বাগের লাগিয়ে তারা, হয়েছি সকল সারী,
তারা ও চাহে না কতু, ভুলিয়ে আমারে,
ধন গেল, মান গেল, বিবর বৈতন গেল,
সকলই দুরায়ে গেল, খেন ছায়াশাশি ॥

জয়কুমার বর্দন রায় ।

ইনি ত্রিপুরা জেলার চৌবেপুর গ্রাম-নিবাসী ।
পূর্বে ত্রিপুরার ‘ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট’ ছিলেন । পরে
শৈলগাছি ও কানৌজপুর প্রভৃতি থেটের ম্যানেজারী
করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণে বাটীতেই অবস্থান
করিতেছেন । “প্রমাদ” নামক ইহার এক মনো-
হর উপন্যাস আছে । ইনি অনেক সাময়িক পত্রের
সম্পাদক ও লেখকরূপে সুপরিচিত । ইনি মূললেখক
ও হুণাওত । বয়সক্রম প্রায় ৫০ বৎসর ।

ভৈরবী—আড়া ।

আশার হলনা এ যে জীবনের ভুল ।
মানস-কলিকায়, একে একে হলো লয়,
ফুটিল না কোন দিন, মূল অলিঙ্গল ।
আশার হলনা এ যে জীবনের ভুল ॥
জীবন-গগনপটে, কত না নক্ষত্র ফুটে,
হাসিত কমল বধা, শোভায় অভুল ।
নিরাশ-অলসকালে, সে উজ্জ্বল তারাগলে,
সহসা ঘেরিল হার, আশা ছিন্নমূল,
আশার হলনা এ যে জীবনের ভুল ॥

বর্তমানে তুচ্ছ করি, ভবিষ্যে ভরসা করি ।
 আশার ছলনে এক বেঁধে ছিন্ন বর ;
 বিবের সৌন্দর্য্য ধারে, সাআইনু যতন করে,
 শীতল চারি ভিতে হীরক খালয় ।
 সুবর্ণ দেউটী পাতি, ছড়ায়ে ভাস্কর-জ্যোতি,
 নিশীথে দিবস ভ্রান্তি বাধাত নয়ন ।
 প্রফুল্ল কুমুদল বিঃরিয়ে পরিমল,
 প্রেমোদিত সুবাসিত করিত ভবন ।
 সহসা প্রবল বড়ে ; মড় মড় শব্দ করে,
 চেয়ে দেখি রম্যহস্ত্য পতিত আমুল ।
 আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥
 পশ্চাতে ফিরিয়ে দেখি, স্মরণে বরবে আঁধি,
 জননী-সদৃশ সেই পবিত্র কুটীর ;
 বাহার লীতল বৃকে, প্রান্ত পেহে মাথা রেখে,
 থাকিতাম বহে ধেত শান্তির সমীর ;
 সে খানিও চুরমার, চিরমাত্র নাহি তার,
 অবতনে এবে হায় ধূলি-সংযতুল ।
 আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥
 সময়-অলধি-নীরে, অতীত জনম তরে,
 ডুবিয়াছে আর কি সে আসিবে ফিরিয়ে ;
 আমার-অন্ধার-ছায়, আবৃত ভবিষ্য-কার,
 লক্ষ্যহীন এবে পথ না পাই খুঁজিয়া ।
 যে গিয়াছে চিরতরে, জানি না পাব না ফিরে,
 একি জালা, স্মৃতি কেন করে জালাতন ।
 দীর্ঘ নিশ্বাস সনে, প্রলুদ্ধ আকুল প্রাণে,
 পশ্চাতে ফিরিয়া চার সজল নয়ন ।
 বালকের ধূলি-খেলা, ভেঙ্গে যায় সন্ধ্যাবেলা,
 কে না জানে যে খেলার নাহি কোন মূল ।
 আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥

রজনীকান্ত সেন ।

ইনি রাজশাহীতে ওকালতী করেন । বয়সক্রম
 প্রায় ৩২ বৎসর । “বাণী” এবং “কল্যাণী” নামক
 দুই বাণি সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বনবা
 হইয়াছেন । ‘হালির গান’ রচনার ইনি সুনিপুণ ।

মিঃ গৌরী—বাওদালী ।

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পাত্রাবার ?
 শুনিতে কি পাবে মুহু বিলাপ আমার ?
 তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
 তঁকতি-প্রবাহ দৌন ক্রীণ জলধার ।
 কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
 অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার !
 নীরস ত্রিভূর ধরা; শুঁই লয় ব্যরিধারা,
 কেমনে হস্তের মরু হ’য়ে বাবে পায় ?
 বড় অশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে
 এক বিন্দু বারি দিব চরণে তোমার ।
 পরিপ্রান্ত পথ হারা, নিরাশ দুর্বল ধারা ;—
 করুণা-বল্লোলে, তারে ডাক একবার ॥

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়
 তোমারে ডাকিতে পাইনে ;
 আমি, চাহি দারা-সুখ-সুখ-সম্মিলন
 তব সদৃশ হুখ চাইনে ।
 আমি, কতই যে করি বুঝা পর্যটন,
 তোমার কাছে ত পাইনে ;
 আমি, কত কি বে খাই, ভস্য আর ছাই,
 তব গোমামৃত পাইনে ।
 আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
 তোমার মহিমা পাইনে ;
 আমি, বাহিরের ছুটো আঁধি মেলে ছাই,
 জ্ঞান-আঁধি মেলে চাইনে ;
 আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
 ও পদ তলে বিকাইলে ;
 আমি, সবারে শিখাই কত নীতি কথা
 মনোরে শুধু শিখাইনে ।

মিঃ গাঙ্গুল—একতালী ।

আর, কত দিন জবে থাকিব মা ?
 পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
 (ভূমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
 কি আশে পরাণ রাখিব-মা ?
 (আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
 পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
 (মম) হুখে কারো আঁধি ঝরে না গো,—

(তব) মোহ নাহি টুটে, দুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা ?
(আমি) শত নিরুত্তা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—
(আমি) আধারে পড়িয়া, কাদিয়া কাদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা ?

বাউলের স্বর—আড় খেমটা।
যবের বাঁী নাই কোনও পাঁজি ;
তার নাইকো দিন বাছা বাছি ।
সেতো :নে না রে বারবেলা, দিক্শূল,
একগুলো রাজ্য হ'তে ডাড়িয়েছে বিলুপ্ত,
আম্বাবতা, তবু স্পর্শ, চিত্তে নয় পররাজী ।
মাস দ্বা, কি ভরী, পাগগেগ;—
সে কি দেখে কতজন কার আছে শ নর ভেগ ?
সটান টিকি ধরে টেনে নে যায়,
কিসের টিকুটিকি হাঁচি ?
ভাবছে কাত্ত কদিন থেকে তাই,—
সে বণ্ডার্ক কখন এসে ধরবে ঠিক ত' নাই ।
এখনও কি রইচি ভূপে হরিনাম, রে :নে পাজী ॥

মিজ মিহু—বাঁপডাল ।
বাজার হুদা কিছা আইছা, চাইল্যা দিচি পায় ।
তোমার লপে কে তে পকম, হৈয়া উঠচে দায় ॥
আমি দিচি, কাকই দিচি,
গাও মাজনের হাপানদিচি,
চুল বদনের কিত্যাদিচি, আর কি দ্যাওন যয় ॥
খেলোয়ারী চুরি দিচি,
পাছা পাছা পইয়া আপড় দিচি,
পিরান দিচি, মজা হৈয়া দিয়ার লাগুচ গায় ।
উলের হতা দিচি আইছা,
কিসের লাইগ্যা মনডা পাইছা ?
ওজন কৈয়া খাবাহু দিচি, পরান দিচি কার ।
বুরা বুরা কৈয়া ক্যাবল,
খ্যাপাইয়া ক্যান কোরত পাগল ?
বহন দিয়া কোরত, কৈলবা ক্য মতে ?
হৈয়া ক্যাব আহা ॥

মিজ গৌরী—কাত্তালা ।
চারদিক্ খনে, পাগুলা,
তরে খিয়া খেরচে পাপে ।
আহন, মইয়ের সিন্ধে শুভা মারবো,
বাচাইবো কোন বাপে ॥
(তোর) হইয়া গ্যাচে নিঃবাস বন্দ ।
মুখ ফিরাইচেন কুটচন্দ্র ॥
(আর) তরে কি বাচাইয়া তুলবো,
হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হইয়া বোস্চস্ ডক্তে,
নাইয়া উঠ্চস্ মা'বের রক্তে,
আর খর খাইয়া কইপ্যা উঠ্চে
পিরখিমি তর ছাপে !
(ক) আজ ক্যান পাগুলা দ্যাহে আগুণ ।
পুরা হইচস্ পোরা বাগুন,
(ক') খিয়া বোস্চে শিয়াল সগুণ,
কোন বা দ্যাবার ছাপে ?

— — —

তিপুটা ।

আমরা Dey কি Ray কি Sanyal,
আমরা, Criminal Bench এ Daniel,
আমরা আসারী-শশক ডেডে ধরি, বেন
Blood hound কি Spa iel :
আমরা, দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে জরি চট টে,
যাহা এজলাসে বসি
মেজাজ রক্ত চট ক'রে উঠি চ'টে ।
আমাদের বরসটা খুব বেকী নয়,
আর এই পোষকটাও এদেশী নয়,
আর ঐ 'হামবড়া' ভাব আমাদের অছি—
রক্ত মাংস-পেশী ময় ।
হু'শ তিন খারা কি প্রশস্ত,
দেখে করিগাছি শুণো ত্রস্ত ;
প্রায়, civil nature ব'লে দিয়ে সেই
মধুময় গল হস্ত ।
বড়, কায়দা হয়েছে 'Summary'
ওহো ! কি কাল করেছে, আমায় !

To record a deposition at length,
what a fearful drudgery.

ঐ কেসে Summaryর ফেরে,
আমরা, বার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেনে চ'লে যায়,
• আর কতু নাহি ফেরে।
আমরা' ধমকাই বড় সাকী,
বলি নানাবিধ কটু বাকী,
আর, যেটা এক্সাহার খেলাপে যায় না
সেটার বড়ই ভাগি।
এই কবলে আসামী পেলৈ
বড় দেই না খালাস Bail এ,
আর ঠিক জেনে', যেন তেন প্রকারেণ
দিবই সেটাকে জেলে।
আর যদি দেখি কিছু সন্দ, ঐ প্রমাণটা অতি মন্দ
তবে স্থাপীল বিহীন নগে করে দি,
খালাসের পথ বন্দ।
কারণ, খালাসটা বেশি হ'লে,
উঠেন, কস্তটি ভারি জ্বলে,
আর শাস্তি ভিন্ন Promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।
কিন্তু হঠাৎ সাহেবের পাটা,
লেগে বাক্সালীর পিলে ফাটা—
কতু মোদের হৃদয় বিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা।
আর ঐ, মফস্বলে পেলৈ,
বেশ বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিমান সেটা, তবু লোকে কর
ডিপুটি। ঘুষ খে'লে।
আর এ, কস্তটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন কসে,
ঐ কর-কমলের কোমলতা
করি অনুভব, হেসে হেসে।
এই নামার বিলিতি জুতো,
আর এই পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দুটি কটুতা দুই হলেও জুটিয়ে বস্তুতঃ।

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ।

ইহার জন্মস্থান,—করিদপুর কোটালীপাড়ার মাঝ-
বাড়ী। পিতার নাম,—ব্রজনারায়ণ ভট্টাচার্য।
ইনি শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ-হীন। বাল্যকাল হইতে
হানাতরে থাকিয়া ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অল-
ঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়নান্তে সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা
দিয়া উত্তীর্ণ হন। “বিধকোষ” কার্যালয়ে ইনি বহু
দিন যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়াছেন। ইনি
এক্ষণে “বঙ্গবাসী কার্যালয়ে”র শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগে
নিযুক্ত। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কবিতা রচনা
ও সংস্কৃত ভাষার অস্থলীনে ইহার আন্তরিক
অনুরাগ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইহার
বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও গান অর্থবিনিময়ে নাস্ত্রয়ে
প্রকাশিত। বঙ্গবাসী পত্রিকার অনেকবার ইহার
রচিত সংস্কৃত কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩১ বৎসর।

ভৈরবী—মধ্যমান।

বস মম হৃদি লগা কৃষ্ণ হে রূপা-নিধান!
নহতি পাপ-পাবক ইহ' মাং হে ভদ্রাঙ্গন!
যোগি-মানসসরসি হংস ইব ত্বং চরসি,
নাশরসি তাপরাশিমশেবমরিস্থলন!
অরি দেব পরাংপর পরম পুরুষবর!
স্বজসি পাসি হংসি সতরজন্তুমোক্তন!
হংসারকলুষক্লান্তঃ কথয়তি তারাকান্তঃ
ভব পাতা মে ত্রীকান্ত শেবে হে শেবশয়ন!

বীকিট—একভালা।

কেশি-মংগল, বেণু-বদন,
গোপললনা-মোহন।
রাসরসিক, শমিত-শোক,
লোকনিচয়-পালন।
ভক্ত-মানস, পরম হংস,
কংস-দগুজঘাতক।
হুট-দলন, শিষ্ট-শরণ,
রুক্ষিবংশ-বর্জক।
ফুল মলিন- তুলা-মরন,
কল-নিবহমর্দন।
সৌম্য-বদন, রম্য-হৃদয়,
কাম্যসমূহ-প্রাপন।

মূর্তি-মধুর, কৃতি-বিধুর-
দীন-হুণিত মোচন।

পীতবসন, সী-রমণ,
বীত সঙ্কল-শোচন ॥

পল-বিলোল, বনজ-মাল,
বালসদৃশ-মণ্ডন।

প্রকট-লীল, বিটপ-দোল,
বিট-বিলোল-লীলন।

ললিত-বেশ, স্নিহ-রতীশ,
রাধিকাধর-চুখন ॥

নারদ-নিভ, শরীর-শোভ,
কৌন্তভমণি-মণ্ডিত।

দৈন্ত-ধণ্ডন, নন্দ-নন্দন,
ইন্দ্র প্রভৃতি-বন্দিত।

বেহু-সহত, সাধ-সম্ভেত,
যমুনাগুলিনচারণ।

সত্যানন্দ, দলিত-মন্দ,
মন্দরগিরি-ধারণ ॥

সোপ-গো-পাণ, কলিত-হেল,
ভূধর-ধর মাধব।

তাপ-শমন, কলুব-হরণ,
সকল কুশল-সম্ভব ॥

শান্তি-নিলয়, জীব-সনয়,
সর্ব বিলয়-কারণ।

অম্ব-বাক্য কমলা-কান্ত,
ভাবাকান্ত-ভারণ।

ভৈরবী-একতাল।

আর কি মোদের সে দিন আছে,
(হার) একে একে সব যেতেছে।

ভুলিয়াছি যোরা আভার ধর্ম,
হারিয়েছি যোরা আভার কর্ণ,

মর্মে মর্মে কত অশ্রু,
সুখেই সহিতে হইতেছে।

কোথা সে আঁচর, কৈ সে বিচার,
কৈ সে ব্যাকার উদার সমার,

কহিত অসত প্রসার-বার,
সকল পথেই সব পেরে।

কোথা সে শিক্ষা, কোথা সে শৌকা,
কোথা আমাদের সেই আশ্রয়,
লয়েছি বরিষা সাধরে ভিক্ষা,
অহং সকল ঘাইতেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাখ্যায়।

জন্মস্থান নদীরা জেলার শান্তিপুর। কথো-
পলকে এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী। ব্রাহ্ম-
সমাজের ইনি একজন প্রশিক্ষিত গায়ক। 'সঙ্গীতহার'
নামক এক ব্রাহ্মসঙ্গীতের গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন।

বিশ্বরাজ হে আমার কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)

তে মার মধুমাখা ডাকে হরি,

আমি নিদারুণ লাজে মরি;

(আর ডেক না ডেক না)

কলুষ-সধনে বাহার ছন্দ, সত্য মগন রয় হে;

তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,

সখা বলে ডাক তার হে। (এ কি ভালবাসা)

যে জন মোহমগ্নে মত্ত, সনাই উন্নত,

গরবে গর্জিত রয় হে, তার কি গুণ মরি;

দেখদুর্ভাগ্য রি, সেখে ভালবাস তার হে।

(অবাক হই হে হরি)

আমি বুঝি এখন, পতিতপাবন,

তোমার প্রেমের রীত;

যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে,

সানিয়ে বল হৃদয়।

(তোমার প্রেমের সায় কোথায় প্রভু)

আমি থাকি সলা ঘুমের ঘোরে,

কেন ডেকে পাগল কর মোরে।

(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)

যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধ, দেখাতে ত্রি শ্রেয়সিদ্ধ,

তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে,

(আর ছেড় না ছেড় না)

(দীপদীপ পাশী বলে)

(নৈলে আর ডেক না ডেক না)

(অমন করে হারি বেরে)

মলিত—ক্রমদ ভেত'লা ।

কে তুমি শিরসে আসিতেছ পো জননি ।
নিদ্রা নাই কি ম' তোর চক্ষে, ও প্রসন্নবদনি ।
সুখলৈই মা এ অগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে
সুখপু সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী
অথম তনু মা গো, কেন তোর এত করুণা,
সত্তত নিকটে বসে থাক অকারণে ;
বুকে'ছি বুকে'ছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিচর মা সগকাল, সন্তান-সাথে আপনি ॥
বনহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
অগণ্য তনয়পাশে, আশি'ছ এক' ;
পাষণ হৃদয় গলে যায় মা মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি ॥

সত্যং শিব হৃদয় রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে ।

(সে দিন কবে বা হ'বে)

নিরখি নিরখি অহুদিন মোরা ডুবিব রূপনাগরে ।

জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে ত্রিপদে ।

আনন্দ-অমৃত-রূপে উদিলে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রৌড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে ।
শান্তং শিব অধিতীয় রাজ্যরাজ-চরণে,
বিকাইব ও হে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে,
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-
ভোগ জীবনে । (মশরীরে) ।

শুদ্ধমপাপবিন্দু রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায়
পলাইয়ে সতর,

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে ।

পলাইবে পাপ-আঁধার ।

ও হে প্রবর্তা-নম হৃদে অলসত বিশ্বাস হে,
আলি দিয়ে দীনবন্ধু পূবাও মনের আশ ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে ।
(সে দিন কবে হ'বে) ॥

আনন্দ-রূপনে বল মধুর ব্রহ্মনাম ।

নামে উখলিবে মুখাসিক্ত পিয় অবিরাম ।

(পান কর আর দান কর হে)

যদি হয় কখন শুক হৃদয় করো নাম পান ।

(প্রেমে হৃদয় সরস হবে রে)

(বিবয়-মরাচিকার পড়ে হে)

(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)

পিপদ-কালে ডেক তাঁ'রে হে, দয়াল পিতা বলে

সবে হুকুরিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন ।

(জয় ব্রহ্ম-ওম বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম

(প্রে যোগে যোগী হ'য়ে) ॥

তুপালী—কাওরালী ।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে ;

প্রণমিৎ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,

পরম ভক্তিবোগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে ।

নবহৃদ্য নবচন্দ্র তারা আজি,

নবতরু পল্লব নব হাবে সাজি,

গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে ।

গাও গাও সবে আজি নব হৃদয়ে,

প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ।

'হিতবাদী' পত্রের বর্তমান সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় স্বাক্ষরপ্রসিদ্ধ
কবি । ১২৬৮ সালের ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার তথানীপুর বলরাম বহুর ঘাট রোডহিত ভবনে ইনি
জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম ৮ রাধালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সঙ্গীত ও কবিতা রচনা—ইহার
প্রকৃতি-দত্তা কন্যাদা । অল্পবয়সেই ইনি কবির দলে গান ও পালা রচনা করিয়া মিতেন । প্রায় বৃদ্ধ বয়স
কাল 'হিতবাদী' পত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া ইনি স্বীয় কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেশ-
ব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । ইংরাজী ও বাঙ্গালী বক্তৃতায় ইনি বিশেষ পারদর্শী । সুলেখক, সুসঙ্গীত
ও সৌন্দর্য্য-সমিষ্টা ইনি পরিচিতি ।

স্বদেশ-সজ্জিত।

প্রসাদী হর।

এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।

সবার, আহার বিহার বিলাস বেশে।

দেখ দেখি, মীলে আশি, যত ভিন্ন দেশী এসে।

দেশের বাছিল ধন, কচু হরণ

আহাজতরে এক নিমেষে।

গৃহ ধনধাত্তে ভরা, আমরা মজি নিম্নের দোষে।

আমরা, কিছুই নাপাই, হেলায় হারাই,

নয়নজলে বেড়াই ভেদে।

সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি অনভিজ্ঞ ধরে ঠেসে।

আসে, ত্যাগ স্বীকারের নামেই বিকার,

দংশে যেন খালীবিষে।

বসন ভূষণ, যা প্রয়োজন,

পান ভোজন নয় আশ্রয়বেশে।

যেন, ব'সা থাকুে বাবুই ভিত্তে,

নিজের উপায় কেমনা নে।

ধৃতি চানর মাকড়সের চেয়ে দেখ সব সর্বিনেশে

ভরে, জাহাজগুলো, তো দর তুলো

তোরাই কিনিস্ সেই জিনিষে।

বাণের তুলো তদের দিয়ে

লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।

আমরা, অলস হ'য়ে, আছি চেয়ে

বিদেশবাসীর দয়ার আশে।

লজ্জা বারণ, শীতের দমন,

রেশম পশম পাট কাপাসে।

বল, ক্রিমের কলুর, খাবার প্রচুর,

কিনা ফলে ক্ষেতের চাষে।

মাছ মাংস ফল, আছে সকল,

সব পাওয়া যায় বিনা ক্রেশে।

নদী, সরোবরে, নিক্ক করে, মিলি জলে তৃকা নাশে।

গুড় চিনি আর মধু ফেলি

লোক সুগন্ধের মজি রসে।

আছে গোয়াল পোয়া বোকা গাভী

কৌটাত্তে হু ববু আসে।

বিশ কৌটী প্রমজীবী বেধা,

পল্ল পুষ্ট মার্জের বাসে।

লোক, আছে তুট্ট, সবে কট,

বিকার না মুখ অন্তরে।

তবু কেন ভিক্ষা করি বিদেশবাসীর দারদেশে।

কেবল স্বভাব দোষে অভাব ভাবি,

নাহি দেখি কি হয় কিল।

কাকন বিলায়ে দিবে,

কাঁচ খুজি হার পরের বাসে।

প র, নাহি দিলে, মুখে তুলে,

দিন কেটে যায় উপবাসে।

দিবে, সোণা হীরের খনি,

আমদানি কাঁচ রাস্তা সীসে।

বত, বিদেশবাসী নে যায় শস্ত,

আমরা আছি সমান বসে।

চারিদিকে, দৃষ্টিরেখে,

কাজ করে যাও আবেগবশে।

সবে, করিলে পণ, অধঃপতন,

হবে দমন অনায়াসে।

নিজের বলে হওনা বলী,

আসবে অরি কোন্ স হসে।

যখন, স্বরের পেলে, কার্য চল,

কেন যাবে পরের পাশে।

হ'য়ে যদি লুপ্ত শক্তি হুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে।

জেনো, সবার হুখে, অধোমুখে,

শিয়াল কুকুর কাঁদবে শেষে।

আশার আগো, সামনে আল,

তুচ্ছ ভাব ভোগ বিলাসে।

আজি, কয় বিশায়দ, যাবে বিপদ,

হতাশবালী উড়াও হেসে।

বাউলের হর।

(ভাই সব) দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে,

আসতেছে মাল বিদেশ হ'তে।

আমাদের, বেচা কেনা, পাওনা দেনা,

অভাব মোচন পরের হাতে।

আমাদের, পিতল কাঁসা, ছিল থাসা,

কাজ চালাতেম কলার পাতে।

এখন, এলামেলে, মাথা খেঁলে

কলাইকলার ব্যবসাতে।

এখানে, পরেণ লাখির, পায় না আদর,

চটা উঠছে পেরালাতে।

বত, ইদুরো পলক, ঘরে হালকা

দ্বিগুণ মূল্য পালটে নিতে ॥
 স্বরে, নাই কো আহার, বেশের বাহার,
 বাহার তাহার যাটে পথে ।
 হার রে, নিজের দেশে, বার না অভাব,
 • অশন বসন সব বিলাতে ।
 ছেড়ে, পরের ঠাকুর, স্বরের কুকুর,
 ইচ্ছা করে মাথার নিতে ।
 বিশারদ, ছাড়তে নারে, কেঁদে মরে,
 কাঁধ্য সাং কোন মতে ।
 বাউলের হর ।
 আই যে জগৎ লাগে, স্বদেশ অহুরাগে ।
 কে ধার, বাবছিন্ন, বঙ্গভিন্ন, নিজামত দিবাভাগে
 ভাগবে না কি এ কাল নিজা,
 বুইবে এ ভাব যুগ যুগে ।
 পেয়ে, পরের প্রসাদ, বার কি বিবাদ,
 এ অবসাদ কোন্ বিরাগে ॥
 থাকতে অঙ্গ, পক্ষ বঙ্গ, নাগা বুলার পরের দাগে ।
 করে, গৃহ শূন্য, পরের অঙ্গ,
 লক্ষীর পুত্র ভিক্ষা মাগে ॥
 সিন্ধু কন্তে লক্ষ উদর, গোলামি চায় সবার আগে
 সনা, গোয়ার দুপায়, ঠৈল বোগায়,
 তাও বাঙ্গালীর ভাল লাগে ।
 আর কি কারণ, জীবন ধারণ,
 প্রাণ ধরে ত কুকুর ছাগে ।
 যদি, দেশের দর্শা, এমন থাকে,
 বিলম্ব কি ততুত্যাগে ॥
 দেশের শিলে স্নানাজলি,
 ভেকের ভোজ্য বোগায় নাগে ।
 বলে, ব্যবসা অবাধ, নাই কো বিবাদ,
 কতই দ্রব্য শেষ সোহাগে ॥
 পরের পদে, ভোবমোদে, মর্শ্বব্যথা কর্মভোগে ।
 বল কোন্ দেশের আর দর্শা এমন,
 জীবন ধারণ বোগে বাগে ॥
 এই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে, আমরা অধ পেয়েযোগে ।
 ও তাই, আশার পথে, যেতে নারি
 আর সকলে চলতে বেগে ॥
 সমস্ত সর্বজাত আমরা কেবল অসোহাগে ।
 এবার, রায় সার্বক কহেহাতি পাই

ছাড়বো না তা প্রাণবিরোগে ॥
 প্রাণে যখন আবেগ আসে,
 শত্রু ভাবে “হজুগ চাগে” ।
 বিশারদ কর, সেই ত সময়,
 কাঁধ্য সাং সেই সুযোগে ॥
 সন্নিভ—৭৭ ।
 এই স্বরদেশে, এসেছে ভিখারী,
 কহ কৃপা করি কি দিবে তার ।
 স্বদেশ সেবক, এ সব বাচক,
 বঞ্চিত করো না করুণাক্ষার ॥
 ভ্রমে ভিক্ষা করি, এসব পথিক,
 সামান্ত কামনা—চাহে না অধিক,
 ধন রত্ন আশে আসেনি সকালে,
 তুষ্ট হবে তব হৃদয় কথার ॥
 শক্তি অহুসারে পুরাইও সাধ,
 নাহি ষ্টে যেন হরিষে বিবাদ,
 বড় আশা করে, আসিয়াছে যার,
 করিলে হতাশ বাইবে কোঁথার ॥
 তব দেশবাসী এ বাচকগণ,
 নগরে নগরে করিবে ভ্রমণ,
 পুরালে বাসনা বিফল হবেনা,
 হইও হৃদয় হৃদয়ে সহায় ॥
 চাকর চাকর কাঁধ্য তব পরিজ্ঞাত,
 স্বদেশসমুৎ শিল্প-কৃষিজাত,
 সে সব সন্ধান করিলে প্রদান,
 করিব প্রচার তোমারি কৃপার ।
 প্রতিবেশী শিল্প যদি কেহ থাকে,
 কহ কি উপায়ে পারিবে তাহাকে,
 কি ধন সেজন করে উপার্জন,
 কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায় ॥
 এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার,
 স্বদেশের বস্ত্র কর ব্যবহার,
 বিদেশীয় কিছু করোনা গ্রহণ,
 যদি শুল্ক তার দেশে পাওরা বার ॥
 বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও,
 করোনা বিদ্রুপ হৃদয়ে চাও,
 স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ

বিবিশ ।

মিশ্র কৈদারী—একতাল।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও বুচ্ছে ব্যথা ।
এই নিবিড় নীরব আধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহনব'ল
ঘুমায়ে ক্ষণে পড়িল হেথা ।
আমি শুনিব জাহ্নবী যমুনার তীরে,
'পূণ্য দেশ'-সতি উঠিতে ছ বীরে,
কুশা গোদাবরী নর্মদা কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা ।
আর দেখিবু যথেক ভারতসন্তান
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান
আসিছে যেন-গো তেজোমূর্তিম'ন,
অতীত হৃদিনে আসিত যথা ।
স্বরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
দীর শিশুকূল দেয় করতালি,
মিলি যত বাল্য গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়গাথা ॥
কুমারী কামিনী সেন, কামিনী রায় ।

বাহার--৪৭ ।

ভারতনারীর দশা দেখে অশ্রু করে ;
করে নয়নের বারি অবরত ধারে ।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সব করে অপমান,
মানুষ বলিয়; কতু কেহ না আদরে ।
ক্রৌড়ার পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর স্তায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সলা ব্যবহারে ।
হাস্য হবে নিরঞ্জন এ সব একান্ত মনে,
ভাষি, দংশে চিন্ত-দেহ কালবিষধরে ।
ইচ্ছা হয় রহ রহাড়ি, এদেরে মোচন করি,
সঁপি, আছে বাহু; কিছু ইহাদের তরে ।
জাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

ব উল্লেরহর—ধেমটা ।

আজব সহর কলকাতা ।
রাঁড়ী ভাড়ী, জুড়ি গাড়ী,
মিছে কথা'র কি কেতা ।
হেথা ঘুঁটে পেড়ে গোরুর হাসে,
বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী,
বদমাইসীর ফাঁদ পাতা ।
পুটে তেলীর আশা গাড়ি,
শুড়ি গোণারবেণের কড়ি,
ধেমটা খেমটার খামা বাড়ী
ভদ্রভাগ্যে গেলপাতা ।
হৃদ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খ'নি,
পথে হেঁকে চোকুর স্থানি, লুকাচুরির ফের গাঁ:
গিলটি কাজে পালিস করা,
রাস্তা টাকায় তামা ভরা,
হতোমল্যাসে সরূপ ভাবে,
তফাৎ থাকাই সার কথা ॥
কালীপ্রসন্ন সিংহ ।

কালান্ধা—পরজ আছা ।

দেখবি যদি আর ।

দেখ'বি যদি আররে তোরা, দেখ'বি যদি অর ।
দেখবি যদি সোণার নদী, খেলা ফেলে চলে অর ।
সোণার নদী সোনার জল,
তরল আভার হাস কলমল, কিবা ঢেউ খেলায় ।
সোণার বরণ সাধের তপন,
তাহার মাঝে ডুবে যায় ।
উদার যখন হাসে রবি, আশায় তখন স্নেহের ছপ
কেমন শোভা পায় ।
সাজের বেলা একি খেলা,
চেখরে ভুবে যায় কাখার ।
আধার হইবে এল দেখি, নানা রঙের নানা পাখী
আকাশ যুড়ে যায়,
আকাশ যুড়ে ব'রয়ে উড়ে,
বিনা স্তায় মালা জায় ।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ।

‘বঙ্গবাসী’ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয় ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ রবিবার বর্ধমান জেলার (মেমারীর সন্নিকট) ইলসরা গ্রামে বাড়ুলালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস বেতুগ্রাম; পিতার নাম ৮মাধবচন্দ্র বসু। বসু মহাশয়েরা বেতুগ্রামের সন্ন্যাস ও বনিয়াদী বংশ। • যোগেন্দ্রচন্দ্র, কিছুদিন গ্রামের বাঙালী স্কুলে পড়িয়া, অষ্ট বৎসর বয়সে সময় হুগলীতে জ্যোতিষতন্ত্র ৮রাজবল্লভ বসু মহাশয়ের বাসায় গমন করেন। সেখান হাকিমী এক বৎসর বাঙালী স্কুলে অধ্যয়নের পর, নবম বর্ষ বয়সে হুগলী ব্রাহ্ম স্কুলে ভর্তি হন। ১২৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এক-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর আত্মীয় স্বজনদের আশ্রয়ভিক্ষা হইয়া আড়াই মাস জুলাই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া, সে কার্য নিজের উপযোগী না হইয়া, আপনাই তাহাতে ইস্তফা দেন। এই সময় মালেরিয়া কষ্ট পাইয়া কিছুদিন কটক প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং এলাহাবাদে গিয়া আইন শিক্ষার মনোযোগী হন। তৎপরে চুচুড়ায় ‘সাধারণী’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য করেন। পর্বে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ‘কলিকাতার আশিয়া’ ‘বঙ্গবাসী’ পত্র প্রচারে যের যেরে তিনি যেরূপে পরিচিত আছেন, তাহা আর না বলিলেও চলে। বিগত ২২। তার (১৩১২ সাল) শুক্রবার তাঁহার স্বালাভ হইয়াছে। তিনি কণ্ঠী পুরুষ, কণ্ঠ করিতে আশ্রয়ছিলেন; কণ্ঠ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠই তাঁহাকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে। তাঁহার প্রচারিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহার অক্ষয়-মুক্তি-গৃহে গৃহে রক্ষা করিতেছে; তাঁহার প্রণীত ‘বাজলক্ষ্মী’ ‘মডেলভগিনী’ ‘বঙ্গালী-চরিত’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ তাঁহার অমূল্য রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; তাঁহার দয়া, ধর্ম, দান, পরোপকার তাঁহার বংশধরগণের উপর কল্যাণ বধন করিতেছে; আর তাঁহার ‘বঙ্গবাসী’ গগনমার্গে তাঁহার বিজয়-নিশান উড়াইয়া চলিয়াছে।

বাজনার বোল ।

ট্যাং ট্যাং ট্যাং—

ট্যাং-ট্যাং-সো-ট্যাং।

তার ভেঙ্গে দিবেছি ট্যাং—

হো হো, ভেঙ্গে দিবে ছ ট্যাং ॥

আমার সে-টী খাঁটা সোণা, নাইকো তাতে রাঙ
বলে গেছে ত্রিষক তেলাঙ আর হোয়েল শ্যাং,

ট্যাং ট্যাং ট্যাং,

তার ভেঙ্গে দিবেছি ট্যাং ॥

আনন্দ বড় রে !

সব ধামে সব গ্রামে সব ঘামে রে !

ভক্তকামে অধিক্রমে ফুলদামে—

সব লোক জড় রে !!

একি ভূতগত দেশে রে !

না জানি কি হবে শেষে রে !

উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,

কেহ নাহি ধর্মলেশে রে !!

লতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,

চোর কিলে সাধুবেশে রে !

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,

তুল্য-মূল্য গঞ্জে-মেঘে রে !

তাকুড় তাকুড় নহবৎ বাজে রে !

হাড়ী-ডোম মুচিবর, হবে রে কমিশনর,

রাজা হবে বাঙ্গালীর মাঝে রে !!

ভৌ-ভৌ ভোরঙ্গ বাজে,

ধাঁ-ধাঁ ধামসা গাজে !

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ কয় কয় ঝাঁজে রে !!

ষড়ি বাজে টন টন, ষট্টি বাজে রনরন,

গনগন গজঘণ্টা বাজে রে !

নবশুণে নবরসে, ভুবন ভরিল যশে,

চাঁদের কলক হইল লাজে রে !

অম্বাপূর্ণা মহামায়া, দেহ রে অঞ্চল-ছায়া,

ভারতের পঞ্চানন্দ রাজে রে !!

আর রে ৭৭ লাট-মহা লাট, আর ।

আশ্রয়শাসন সঙ্কীর্ণনে নাচব যদি আর ।

ওয়ে মার খেয়েচি না হয়, আরও থাব, আর ।

ও তাই, মেয়েচ কলসীর কান,
তা বলে কি প্রেম দিব না আর,
আর রে আর, লাট-মহা লাট আর । *

দিয়াছে যে কাণমলা, বুঢ়লো তার দেহের মলা,
জুড়ালো অন্তরের জালা,—
মধুমাখা করস্পর্শে তোমার হে ।
বঁ। কাণ পাছে হুংখ করে,
মলে দেও সেটা খুব জোরে,
আন্ত-শাসন-ধ্বজা উড়ুক অন্ধরে
স্তম্ভ গেয়ে তার মধুর স্বরে,
স্বরে গিয়ে খাই। কীর খাবার হে । *

নির্ধিষ্ট—কাতোয়ালী ।

মা আমার করছে মানহানি,
(তাই) মাকে লয়ে আদালতে টানাটানি ॥
সহ না হয় মারের কথা, মরমে পেয়েছি ব্যথা,
কুকথা বলেছে মাতা, জলিছে পরাণি ।
সামিথে স্বদেশ হিত, করিলাম এ বিজিত,
স্বহ গণেশ সহিত, মাকে এঁবার করিব বন্দিনী । †

কবির হর—তিওট ।

মনে রইলো সখে, মনোবেদনা ।
বাহুস্বরে বন্ধন যায় গো সে,
তারে বেতে দিতে দিতে,—আর বেতে দিলে না ;
সরমে মরম-কথা কওয়া পেল না ॥
‘বদি সাগর হ’রে সাধিতাম গোপদ-বারিকে, ‡
নির্লজ্জ সাগর বলি হাসিত সব লোকে,
সখে, যিক্ থাক্ আমাকে, যিক্ থাক্ বিধাতাকে,
এ সাগর জনম যেন আর করে না ॥ **

* তারা চিত্রিত ৩ইটি গান, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনরসিগের পদত্যাগ-উপলক্ষে ১০০০ সালের ২২শে চৈত্র বঙ্গবাসীতে প্রকাশ হয় ।

† মানহানি বাসনার হৃদয়ের সময় ১০০৬ সালের ২১ এ আখিরের বঙ্গবাসীর পক্ষান্দে প্রকাশিত হয় ।

‡ ‘গোপদ-বারিকে’ অর্থ ‘হারবার’ ।

** ১০০৮ সালের ১৫ই চৈত্রের ‘বঙ্গবাসীতে’ প্রকাশিত । বিবাহাদির মহাশয় ভাগতলার চট্টপারে দিয়া বাতরার বাহুবরে প্রকাশিত পান লাই। সেই প্রকাশিত ।

সিদ্ধি বাবাজি ।

মলিন মুখ-কমল, জননি জেয়ারি ।
চির-প্রশ্রবণ মাগো, মননের বারি ॥
একি ব্যথা হৃদয়িতা,—শরীর-খারিণি ।
কাহার জননী তুমি, কেন অনাখিনি ॥
একি মা সর্ব্বাঙ্গে তব ভুলস-বেষ্টনী ।
নাগপাশে কড়া ১৬ কঠিন বন্ধন ॥
করাল সে কাল-কণী উপরে গরল ।
কেমনে বাঁচিব মাগো, পেলেগ প্রশণ ॥
মাইভে: মাইভে: মাতা, বুচিব হৃদিন ।
সমান না যায় কভু কারো চিরদিন ॥ *

বাউলের হর ।

প্রেমের বান ডেকেছে কলকতায় ।
তোরা সব দেখবি ত রে চুটে আর ॥
ডাকের সুরে মন ভুলেছে,
ডোড় দেখেই ভয় লেগেছে,
এ-কৃণ ও-কূল ডুব গেছে,
(ওরে) সব গিয়াছে দরিদ্রায় ।
প্রেমের ধারা উল্টা চলে,
উজান জলে কাপিয়ে ডোলে,
দেখতে গেলে মাথা টলে,
(আমাদের) যা কিছু সব ভেসে যায় ।
নৌকার মাঝি মাঝা যত,
ঢেউ দেখে সব বুদ্ধি হত,
(আশার) পাল ভুলেছে শত শত,
(তারা বুঝি) পাকে পড়ে ডলিরে যায় ।
প্রিন্সেপ ষাটের চড়ায়, বড় বড় ঢেউ আহড়ায়
লাটের নৌকা কৈসে যায়,
ব’সে যায় কাল কাহার ।
চামার পাড়া সব ভুলেছে, চামরসের ধারা ছুটেই
শেয়াল কুকুর সব হেসেছে,
কৈসেছে কেবল শ্রাম রায় ॥

আও হিন্দু মুসলমান, আও বৌদ্ধ-খ্রিস্টান,
ভারত-ললনা হও আশ্রয়ান,
নৃতন জিনিব এসেছে দেশে ।

* ১০০৬ সালের গোপদের সময় ‘বঙ্গবাসীতে’ প্রকাশিত হয় ।

আও হে ব্রহ্ম-চীন-জাপান,
(আও) হাড়ী-মুচি ব্রাহ্মণ-সন্তান,
যুবক-যুবকী গাও জুগ-গান,

• জ্ঞাও আও সব বীরের বেশে ।
ধরেছি জাতীয় ছাতা, এস হে বাচাও মাথা,
ঘুচিবে মনের ব্যথা, জয়-পতাকা উড়ুক দেশে ।
সকল মিলিয়া হও একাকার,
বাঁধুক জমকট,—খুলুক বাহার,
রাজ্য কালো সাধা মিশিয়া এবার,
হাহুক ভারত নবীন বেশে ।*

আন্দ দাদার ঢাক—তাক তাকসিন্ তাক !
জলে পড়ে থাক—এবার কেটে হলো ফাঁক ।
দাদার কিরে গেল নাক—এ যে বড়ই ছুঁঁপাক !
দাদার কাঁধে ধরুন ঢাক, মুখে হাঁক ঢাক,
ভনবে লাখে লাখ—সব লেগে যাবে ডাক !
পাবে মধুভরা ঢাক, কিন্তু বড়ই ছুঁঁপাক !
এলেন ছিরাম দাদা ছুটে, মুখে কথা নাহি ছুটে,
আশা, ল'বেন মধু লুটে, কিন্তু হলো পোড়া ছুটে ॥

—
এই বাজে ব্যাও, দুম দম দুম !
ভারত-যুদ্ধের লেগেছে ঘুম
পাড়-পড়শীর ভেজছে ঘুম,
জলেছে আগুন, উঠেছে ঘুম ।
বাজরে ব্যাও বাজ এই রবে,—
আমিই একা বড় এ বিপুল ভবে,
ছিলাম, থাকিব, মানের গোরবে,
আমারই সকলে শরণ ল'বে ।
কর্তা, কর্তা, ক্রিয়া আমিই সমস্ত,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মম হস্ত-শস্ত,
আমারই হুকুমে শনি-সূর্য অস্ত,
আমারই তরাসে ত্রিভুবন জস্ত !
জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
হোক ভারতের জয়,
নিতেছি সকলে আম'রে ভয় ;

কত, কি ভয়,—
তাই তাই যদি, টাই টাই হয় ॥

—
জরজরতী—একতাল ।
• তুমি কারও কোন কথায় ভুলনায়ে,
ওরে আমার সুরা পাখী ।
আমারি অন্তরে থাকি আমাকে দিওনা ফাঁকি ॥
গোরানাম অপিবার তরে,
তোমুঁ রাধিব পিঞ্জরে পুরে, (শুক)
ও তুমি আমাকে বকনা করে,
কোনো সুখে হইবি না সুখী ।
গোরা গোরা গোরা নাম,
জপ কর অশ্রাম ;— (শুক)
ও তোর জুড়াবে তাপি ও অঙ্গ,
এইবার শ্রাম-কথা ছাড়রে দেখি ॥

—
গোরা-গুণ গাণিয়ে, বগল বাজাইরে,
আমরা যাইব সাগরপারে ।
(আমরা) যাব আর গোরা পদে লুটাইব)
তখন, তনু তনু মিলিবে, বাঁড়াবে রক্ত,
তনু মিলিবে, গোরপদ সোপার-কমল,
আমরা লোহার ভ্রু ;—
নখে নখে আমি'র করে,
(আমরা) পিরে করিব কত রক্ত ;—
তবে এইবার, বলরে, বল—বল—বল,
আমরা বল হারালাম,
আমরা বলা-বলি ছাড়িলাম বলরে ॥

—
আহা ! কবা ফুটেছে ফুল ।
চামেলী জাতি-যুবী পারল সিমুল ॥
যেন বুড়ী শোণের হাড়ী এলিয়ে দেউ চুল
পেকে কটে ফুল ফুল ।
তাই দেখে যুবজনের পরাণ আকুল,
হিয়া কতই ক্যাফুল ।
বিহিবী শ্রোতবিনী করে ফুল ফুল,
যেন সাগর পানে ফুটেছে ফুলফুল ।
বোধ হয় কবিতা রচনা করাই ফুল !
নেলে কেন কাব্য হবে আবার পকে ফুল !

* 'জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে' ১০০৬ সালের
২৮শে জানুয়ারি বঙ্গভাসী 'পাকদিক' প্রকাশিত হয় ।

যেন নতুন কাপের তুল, কিবা মৌমাছির তুল !!
ফুটেছে বকারা আছে ঘামা টাট। তুল !!
কবিতা লিখতে গিরে, মাখন কালি তুল !
রক্ত। পাইনে বেরুলে, হাইকোর্টের তুল !!
ইত্যাদিরের রসিকতাই তুল !!
কবিকে আদর করে বসতে লাগে তুল ।
বির হণীর প্রাণের ভিতর কহে গুল গুল !!

পকানন্দ পড়ে এবার হবে তুল/তুল ।
সাড়াং যদি চটেলে তবে দেখেছি মুগ্ধতুল ।
বিরহিণীর তুল, কানে দিয়ে তুল,
বুনতে বুনতে উলু,
মন দিয়া পড়ুন আমার এই কাব্যতুল ।
দামের তরে ডাবনা কিরে আমি কে না চিনিমুল
এর ভেতর বাদ পড়েছে গঙ্গা নদীর পুল ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

[১২৫৬ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার বর্ধমান জেলার (কাটোয়ার সন্নিকট) পাণ্ডুগ্রামে বাড়ীতে
ঐযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয় । ইহার পৈতৃক বাসস্থান উক্ত গ্রামেরই নিকটস্থ গঙ্গাশ্রীপুরি ।
ইহার পিতামহের বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুণ্ড্রিয়ার ওকালতী করিতেছেন । সেই উপলক্ষে বালাকালে
কিছুদিন ইন্দ্রনাথ পুণ্ড্রিয়ার অবস্থিতি করেন । নবম বর্ষ বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয় । তৎপরে ক্রমশঃ
বীরভূম ও ভাগলপুরে বাইরেই ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন । শেখোক্ত স্থানের স্বর্ণশ্রেণীতে স্থল হইতে ১২৭০ সালে
ইনি এন্ট্রেন্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন । পরে কলিকাতায় আসিয়া এল-এ ও বি-এ পরীক্ষার পর ১২৭৮
সালে বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন । সেই সংসরই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন ।
পরিশেষে পুণ্ড্রিয়া ও দিনাজপুরে ওকালতীর পর এক্ষণে বর্ধমানে ওকালতী করিতেছেন । এক "ভারত-
উদ্ধার" প্রবরন করিয়াই তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাশ্রিত । "পঞ্চানন্দ"—ইহার বিজয়-নিশান । "কল
তরু" ও "সুদীপ্যাম"—জরজর । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে নিষ্ঠাবান হিন্দুর আদর্শ । ব্রাহ্মণের উন্নতি
কল্পে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । ইনি আমাদের শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ।

পিতৃ—৪৭ ।

মনোজ-সরোজ মরি, কোরকে শুধাইল ।
শরদ শিশিরো, কেন তারে পরশিল ॥
সমীর করে সময়, রজনী তাহে তিমির,
শশাঙ্ক সশক যেন, মেঘাস্তরে লুকাইল ।
আশা ছিল মনোলোভা, হইবে সৌরভ-শোভা,
দরিদ্রপদ-দলিত, কে জানে কেন হইল ॥

আমি চাই মিউনিসিপাল-মান ।

(যদি বলো, তা কেন চাই,)

আমার কেউ জানে না, কেউ মানে না,

কেউ ডাকে না, ডান্ডতে ধান ;

(তাই) আমি চাই মিউনিসিপাল-মান ।

(যদি বলো, এ মান হয় কিসে,)

টেকে টেকে শরদ কড়ি,

ছুইবো আমি কলুর মতী,

তারি কাছে ফেরা কিনে আই,

তারি পায়ে দাঁড়বো ধান ;

আমি চাই মিউনিসিপাল-মান ।

(যদি বলো, তাহা লাভ কি,)

লাট-মহলে আনাগোনা,

(আর) দেশের মার্কা চেনা-শুনা,

বালাধানা কি বেতধানা,

সকল ঘরে অধিষ্ঠান ;

আমি চাই মিউনিসিপাল-মান ।

(আরও লাভ আছে ।)

ডোন্টের জোরে কালুয়াগিরি—

এতে কি কম কারিকুরি ;

পাই যদি রায়বাহাদুরী,

হলেমই বা লবেজান ;

আমি চাই মিউনিসিপালমান ।

(যদি বলো, তরসা চাই ।)

অলুদি কাম বাজাও বলে

যদি পিঠের ছিলেক তোলে,

হরিবোল দিয়ে পোলে,

সেলাম-ঠেকে ধরবে ধান ;

তবু চাই মিউনিসিপাল-মান ।

দুর্গাদাস লাহিড়ী।

নিজের ঢাক নিজে বাধানই এ সংসারের রীতি দেখিতেছি। আমার চিরহীড়বা স্বর্গীর শোণেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয় আমার উপর যখন এই “বাস্তালীর গান” গ্রন্থ সম্পাদনের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমিই বা এ সুবর্ণীক ছাড়ি কেন? তাই জন্মের সন তারিখ তিথিটি পঞ্চাঙ্গ আমি ‘বন্দবাসী’ আপিসের প্রকাশিত ৬১ বৎসরের পঞ্জিকা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। ১২৭০ সাল, ১৫ই বৈশাখ, সোমবার নবমী তিথিতে আমার জন্ম। জন্ম স্থান—বর্ধমান জেলার চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া। আমার পিতৃদেব স্বর্গীর মুখারাম লাহিড় মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সংসারে একজনও তাঁহার শত্রু ছিল না; কাহারও মুখে কখনও তাঁহার কোনও নিন্দা শুনি নাই। আমরা বারেক্র প্রণেীর উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশ-সন্তত। আমাদের শৈল্পিক বাসভবনে খুব ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্বণ হইত। আর এখন;—ঊর্ণধর-আমার সময়ে—সে বাসস্থান শ্মশানস্থলী। আমি প্রবাসী, নিষ্ঠাহীন, সামান্ত চাকুরী-উপজীবী। বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ই বা কত দিব? প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের স্তায়, একদিনে বর্ণজ্ঞান হওরা, বা হুই সম্ভাবে পানিনি মুদ্রাবোধে পণ্ডিত্য লাভ করা, এ সব কথা যদি বানাইয়া বলি, সে কথা টাটকা টাটকা এখন কেই বা বিশ্বাস করিবে? হুতরাং পরবর্তী প্রভুতত্ত্ব-মসিহ-সুগণের উপর সে ভার হস্ত বর্জিত। ১২৪৪ সাল হইতে প্রায় অষ্টাদশ বৎসরকাল “অনুসন্ধান” পত্র সম্পাদনই আমার জীবনের প্রধান কার্য ছিল। তবে তথ্যসময়েও আমার অক্ষমতা প্রমাণিত। কারণ, এতদিনের পর, জীবনের এই প্রান্ত সময়েও (বর্ধমান ১০১২ সালের ১০ই বৈশাখ হইতে) তৎসংক্রম ভ্যাগ করিয়া আমার চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ইমন কলাগ—মধ্যমান।

তুং হি শিব নারায়ণ।

তুমি আদিদেব আকাশ ক্ষিতি বায়ু জ্যোতি জীবন
বস্তুতত্ত্ব বুঝিতে তব অবতার-রূপ-ধারণ।
জ্যোতিরূপে তুমি জ্যোতিজ্ঞান জীবের কর বিতরণ
ষজ্জ্যোতি বেদবিধি তব নিকাম-ধর্ম বাধান।
বিশ্বরূপে বিরাট অনাদি তুমি প্রত্যক্ষ ত্রিভুবন।
সর্ব্বদেবে বিরাট রাজ বুঝে না বিভ্রমে জন।

হুটমল্লার—একতালা।

এ সংসারে নাম নিয়ে রুদ্ধ অবিরাম।
কেহ হরি, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বলে রাম ॥
আলা খোদা কেহ কয়, কেহ ‘গড’ দয়াময়,
বীণ-নায়ে কেহ ঘাচে ত্রাণ-বিরাম ॥
নামে কিবা আসে যায়, বিচারি না দেখে তার,
কেবা তিনি, কিবা রূপ, কোথা পরিণাম।
জল, অম্ল, ‘ওয়াটার’ নীর, তৈর, পানি আর,
দেশভেদে ভাষাভেদে ধরে নামা নাম ॥
নিদারুণ পিপাসার, বারি বিনা প্রাণ যায়,
জল, অম্ল কোম নামে লাহিক আরাম।
বিনা সেই বস্ত্রপাশ—জল যায় নাম।

খানজ—খাঁপতাল।

শোকে তপে, হৃদে দুঃখে, সঞ্চল সময়,
হরি মঙ্গল-আলয়।

চন্দ্র ফুটে, ধরা হাসে, কুমুদা প্রভায়;
ফুল-কলি, মৃদু হাসি, সুগন্ধি বিলায়।
প্রোমে মত্ত, অলি-বঁধু, গুণ গুণ পায়,—
হরি মঙ্গল-আলয়।

আবার কড় কড় ভড় ভড় অশনি পতন,
খন খন বজ্রা-বায়ু বিকট নর্শন;
প্রলয় পরোখ-মারো, ঘন গরজর,—
হরি মঙ্গল-আলয়।

দেখিতে ধাঁ কিছু দেখ—অতি ভয়ঙ্কর,
বা কিছু জগত-মারো অতীত হৃদয়,
জীবের মঙ্গল যেহু, জানিও নিশ্চয়,—
হরি মঙ্গল-আলয়।

নীতে বারি বাষ্প হয়, গ্রীষ্মে বরিষণ,
উর্ধ্বরতা হেতু সদা জলের প্রাধান।
মৃত্যুপরে নব জন্ম, গতি মুক্তি হয়,
হরি মঙ্গল-আলয় ॥

ভৈরবী—আড়া ।

কি বলে ডাকিব তাঁরে খুঁজিয়া না পাই ।

ভাষার অভাব, হৃদে নাহি ভাব,

কি বলে ডাকিতে হয় কিছু জানা নাই ॥

শাখি-শাখে ডাকে পাখী মধুরে কেমন,

পিক কুহর, অলি করে গুঞ্জরন ।

নিবিড় জলদ নভে, গভীর পরজ ডাকে,

খুঁজে খিঁঝি আতিপাতি, নিশীথে নিভুতে,

প্রকৃতি চমকি দেখে, নয়ন-তড়িতে ;—

পথ-ভ্রান্ত আমি একা ঘুরা বেড়াই ॥

অক্ষুট বচন, ঢেকল নয়ন,

ভাবনা-বিহ্বল মন আকুল সদাই ॥

মল্লার—একতাল ।

কই এলে, কোথা গেলে, কই মা আমার ।

কিছুই তো বুঝিবারে না পারি তোমার ॥

সেই শত্রু—সেই তার দেখি দর্শনন ।

সেই জরা, সেই ব্যাধি, সেই অনশন ॥

এখনও তো সেই কান্না সেই হাহাকার ।

তবে মা তোমার আসা হ'লো কি প্রকার ॥

এখনো য'হে সে ঝড়—নীরবতা নাই ।

বিজয়ার “শাস্তি জলে” শাস্তি কই পাই ॥

এখনো হৃদয়ে বেধি বেধে পারাবার ।

কই সে চরণতরী, কিসে হই পার ॥

রামপ্রসাদী হয় ।

হৃদ-কমলে কর পূজা, সে রাঙা চরণ ।

নরক-খাতনা, আর তরবে না,

পূজলে সে রূপ—ওরে ও মন ॥

আখি-জলে গঙ্গাঙ্গল কররে সে পূজার ।

ভজন-পূজন সকল চেয়ে, ভুট্টে যে মা'তার ॥

আরও এক কাজ,—পূজবি যদি মায়,

বক্ষ-চিরে রক্ত মিরে, মাখা (ও) রাঙা পায় ॥

(মায়) রাঙা রক্ত (তার)

পাট হ'বে—পাট হলোই 'কালি' ।

সে কালীতে, ও জোলা মল, ঘুচবে মনের কালী

রক্ত-জবা—রক্ত-চন্দন, তাকেই বলা যায় ।

ভজন-পূজন, তার কাছে (আর) আছে বা

কোথায় ॥

তাই বলি মন, কর এমন, যদি পূজতে চাও ।

ফুল-জল-চন্দনে মায় এমনে সাজাও ॥

তবেই গতি, তবেই মুক্তি, তবেই পাবে—

সে রাঙা-চরণনা

(পূজলে দেরূপ—ওরে ও মন !)

সাহানা—যৎ

ডাকি ডাকি মনে করি, ডাকা তো কই হয় না ।

ডাকতে গেলেই এসে পড়ে, যত কিছু ভাবনা ॥

অমচিন্তা, বস্ত্রচিন্তা, যত চিন্তা ভয়ঙ্করা,

একে একে গ্রাসি মোরে, করে ফেলে দিশেহারা,

আমি ডাকতে গিয়ে ভুলে যাই মা,

রসহীন হয় রসনা ॥

এই কাণ সারি, ডাকবো মনে করি,

আব ক'জ আসি, (কি অভাগা আমি)

অ'নি ক'রে অশ্রুমনা ॥

(আমি) অকুলপাথরে পড়ি,

সাঁতারে না পার পাই,

শূন্যময় দশদিশি, যেদিকে তাকাই,

দৃষ্টিশক্তি রয় না ॥

শ্রবণ বধির হয়, বন্ধনে না সরে বাক্,

শূন্য শূন্য শূন্যময়, শূন্য দেখি সব,

ডাকতে গিয়ে পাথরে পড়ি,

ডাকা তো আর হয় না ॥

কীর্তন হয় ।

মন-মুখে বল হরি ।

বিপদে অকুল পাথরে,

পাবে (যদি) তাঁর চরণতরি ॥

যে তা'বে হোক ডাকলে তাঁরে,

ভনুতে পান্ সেই দয়াময় ;

ভনুতে পেলেই আপনি এসে

স্থান ঘেন তাঁর রাঙ্গা পায় ।

একবার ডাকা বই আর কিছু নয়,

(হরি চান না আর কিছুই) ।

বিপদে সম্পদে সকল সময়,

তুলোনা নাম তাঁহারি ॥

ডাক, ডাক, ডীক সদাই, পিতা পিতা বলে,
(একবার ডাকা বই আর কিছু নয়,
হরি চান-না আর কিছুই ।)
ডাক্তে ভুলো-না, ভুলো-না ।
ডাক বলে শ্রীহরি-শ্রীহরি ।
বিশ্বদে অকুল পাথারে,
হরি (আপুনিই) দেবেন চরণ-তরি ।

মহার—একতারা ।

মা মা বলে যতই ডাকি,
কই মা, বিপদ, কোথা যায় ।
নূতন নূতন বিপদ সদাই,
প্রাণ-মন যে ভাঙ্গে তার ॥
আশা-রজ্জু যেমনি ধরি,
হিঁড়ে যায় মা একটানে ।
গুপ্ত থেকে অমনি পড়ি,
হাড়-গোড় ভাঙ্গে পাথরে ॥
যেই ডালে বসি, সেই ডাল ভাঙ্গে,
মনের প্রবোধ—নিজের দোষে ।
যারে বন্ধু ভাবি, সেই ছুরি হানে,
তরুণ দোষী আমিই শেষে ॥
মা, মা, এবে তোর নিজের খেলা,
(তোর) নিজের বই আর কারো নয় ।
আমায় কেবল মাঝে থেকে,
নিমিস্তের ভাগ সহিতে হয় ॥
উপলক্ষ-মাত্র আমি,
তুই মা সদাই চালাস্ আমায় ।
তবে কেন মা, দোষের ভাগী
করিস্ কেবল এ অভাগায় ॥
বুঝেছি, সব মা, তোর ছলাখেলা,
(নইলে) একটুও তোর নাইকো দয়া ।
তুই কেবল তোর, নিজের খেলায়,
মত্ত আছিহ্ মহামাত্রা ॥
মরি আর বাঁচি মোর,
তা'তে কি আসে-যায় ?
মত্ত আছিহ্ তুই মা কেবল,
দিন রাতই তোর নিজের খেলায় ॥

তাই মা তোর যতই ডাকি,
যতই ভাবি—বিপদ পালায় ।
নূতন নূতন বিপদ ততই,
প্রাণ-মন তত ভাঙ্গে তার ॥

বাউলের সুহ ।

ডাকরে মন, পতিতপাবন, দীনসখা দয়াল বলে ।
দিনান্তে তাঁর, একবারো তুই,
ডাকুনারে পরাণ খুলে ॥
শোকের তাপে, রোগের আলায়,
হ'না কেন যতই আলাতন ।
তারই মধ্যে, একবারো তুই,
হরি বলে ডেকে-নেরে মন ।
সকল জালা, সকল শোকের,
অন্ত হ'বে সেতাব হ'লে ॥
এ সংসারই স্বর্গের সমান,
স্বর্গ-সুখ (তার) সংসারেই মিলে ।
যেরূপে হয়, তাই বলি মন,
ডেকে-নেরে দয়াল বলে ॥

কীর্তনের সুহ ।

মনের আনন্দে বল হরি ।
হরি-নাম বিনা, আর কিছু নাই,
পাপের তাপের শান্তিকারী ॥
অকুল পাথারে, হাবু-ডুবু খাই,
হরি-নাম শেষের উপায় ।
যেই ডাক দেই, হরি হরি বলে,
অমনি পাই হরি-চরণ-তরি ॥
(হরি) এতই দয়াল, এতই বাক্যব, •
হরি প্রাণসখা আমাদেরি ।
যোৎসবে ভোল, ডাকিতে তাঁহারে,
(ভুলো না কখন মুঢ় মন !)
ডাক সদা তাঁরে প্রাণ তরি ॥
বিপদ রবে না, হুখ দূরে বাবে,
হুখী হবে, বলি হরি হরি ॥

পিন্—৩৭ ।

জীবন-বোঁবন, মানস-বোঁবন,
রমণী-নূতন, সজ্ঞে বাঁবে না ।

নয়ন-রঞ্জন, হৃদয় বসন,
মোহন ভূষণ, অঙ্গে র'বে না।
তাজিলে এ ভব, পাখি র'বে সব,
পাখি বিত্তব, সাথী হ'বে না।
হৃদয় গঠন, তব সে ভবন,
লবে অস্ত্র জন, সঙ্গে থাকে না।
যারে বন্ধ বলি, দিয়াছ সকলি,
সে প্রাণ-পুতলি, ফিরে চা'বে না।
পিতা মাতা আর, পুত্র পরিবার,

কবে হাহাকার, সঙ্গে র'বে না।
নির্কাণ-জীবনে, তাজিলে অজনে,
কেহ সে জীবনে, সাথী হবে না।
সেই ব্রহ্ম ভিন্ন, বিশ্ব-পিতা ভিন্ন,
নিকটেতে অস্ত্র, কেহ র'বে না।
তাই বলি মন, বিষয়-ব্যসন,
অনিয় জীবন, চির র'বে না।
তাজিলে এ ভব, পাখি বিত্তব,
সঁপ তাঁ'রে সব, কষ্ট পা'বে না।

নিরক্ষর কবির গান ।

(নিরক্ষর কৃষক কবিরগণের রচিত বলিয়া যে গানগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।)

মাষ বোড়লের গীত ।

এবার বড় মাষ মাস তাতে বড় দীত ।
হৃদয় মাষা পুথের চালে উঠলে গাব গীত ॥
আচলা ভরা রক্তজবা সাধা ভাটির ফুল,
শিশির ভেজা হুবেগুণ্ডে মুক্তার সমতুল ।
তাক্সা কুলো বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি,
কোপের মাঝে ডাকুলে পাখী
রোদ পুইয়ে বাতি ।
আরলো দিদি দেখি বদি টোষারানী বস্তুর-
বাড়ী যায় ;
ফুলের মালা গলায় দিলে ঘোমটা দে মাথায়
আমির—বেরতো করি পুথহুয়ারী,
কখন অজান যায়,
বাগ মায় সোলা ভর্য ধান, মোহাই ।
হৃদয় ঠাঁহুর ।

বাল গীত । *

ভুবনে কেবল মায়া সোনার মুকুট পরা ।
আজল সাধিলা কত মায়ের কোমরেতে,
আঁচি বলে মায়ের কথা ।

* মায়ের কোমরে বসি মায়ের মুখের
কত মায়ের কথা এই গান গায় ।

আছা চেহারা ধরলি তুই, না বোঁটা কি বোঁটা,
ম'র্জার মা আস'মানের বাপ চেনা বড় লোটা ।

গন্তীরা উৎসবের গান । *

বন্ধনা-গীতি ।

শিবে, সামুগা তোর বুড়া এড়ে
তাড়িয়ে মাঝে টিন হে ।
তোর কোমরেতে সাপ ল্যাপটা
কণ্ঠাভরা বিষ রে ।
কৌচেরা সব সন্না করে,
এড়ে দিবে বোঁটারে ভরে ।
তখন বাড়ী বাড়ী সাঙ্গন করে,
জরিমানা দিস্ রে ।

কোলা ব্যাংগের উক্তি ।

হামুবা সব কোলা ব্যাং বেদি ঠ্যাং ভানি অলে ।
বখন আসে আবাড় মাস, তখন করি হুখে বাস,
(তোলা নানা হে ।)
হুড়হুড়ান ঠাণ্ডা হয় সব জন শুকালে ।

অভ্যাস গান । †

হুখ কইওরে মিঠের কাছ সই হুখ কইওরে,
সই গো সই বে কালে

* মালমহ রোদার তৈরবাসে গন্তীরা-উৎসব
হয় । কৃষকেরা সত সাধিয়া এই গান গায় ।

† এই শিরোনামের অন্তর্গত প্রথম চারিটি গীত
ত্রিশরা কোলা হুইতে সংগৃহীত ।

পৌরিত্তি কৈলাস যমুনার ঘাটে,
ছাড়ো না ছাড়ো না বলে তাত দিল মাথে।
সুই না সেই যখন পৌরিত্তি
কৈলাস তুঁতি আমি জানি
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি।
সই বগো সই ঘটকের জলে
পেলায় ছাত্র পাবার আশে,
কিছুকাল রৌদ্র লাগে আপন কর্তব্য-কোষে ॥

হৃদয়ি ভাল নারর পাঠাইলাম।
তোরে পানরিণা বৈলি ঘোরে,
পান্যশে বাক্সিরা তোরে প্রাণ
সাপুরে, তোরে দেখে, আর না বাইব,
খালের জল না বাইব,
ভাঙ্গা হবে না দিব নরান।
হৃদয়ি তো মওরা দ্বিবি-কটাইয়াছি,
কখনো বধ, বাক্সিরাছি,
কখনো কানে তর তরকারীর বাগান।
কখনো, যে রাজার চাকরী করি,
কখনো কলে ধরে আনতে পানি,
কখনো বল তাই রাখিতেছি মন।
কখনো যে রাজার চাকর তুমি,
কখনো যে জাতি আমি,
কখনো মর আলাড়ি অভ্যাস।

কি-খাস ধার, শিকারী ভাষা চার,
কখনো হিতে মারিল শেলের বা।
কখনো বললে, কি শেল মারিলি তাই,
তীরান্দাজ রে।
কখনো আমি, কাণো ধার সাহি ধারি,
কখনো মাংস আমার জগতের বৈরাণী রে।
তোর খিলের বাস না বাই,
তোর জলার জল না বাই,
বিলা দোবে বদিল আমার প্রাণ রে ॥

না বাগাইলাম হাওরলে দুখ,
না দেবিলাম তার চন্দ্রমুখ,
না কহিলাম মেঘচন্দ্রের কথা রে।
মরি তওতে দুখ নাই, কিভাবে শিকারী তাই,
কিভাবে মেরে মেরে

যখন শিশু সুখের জলে, কান্দিবে মা মা বলে,
দেখতার শ্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।
সঙ্গের সঙ্গীরা তাই, কইও হরিণার ঠাই,
হৃদয় শিশু রাখিতে হতলে রে।
জলধের মত দেখা-শুনা,
বলো তারে আর হবে না,
হুয়াইল সকল মাংস শিকারীর বণে রে।
কোন না কান্দিবে রে, এ শেল গড়িল রে
তার বৎন হৌক নির্দোষ রে ॥

বড়ো, তুমি যেম না বাড়ইও,
এই না শ্রে মর শিকারি বন বহু কাল না
গোয়াইও।
বহু হে প্রথম অঙ্গুর কালে সেওড়িয়া কান্দি,
বল গেল বুজি গেল মায়াজালে বন্দী,
মায়াজাল বিষম জাল ছড়াইতে না পারি,
চটপট বক হইয়া বন্দী হইয়া মরি।
বহু পূর থেকে বাজাও বন্দী তুমি প্রভাগিনী,
যর থেকে বাহির হইতে পাছো নন্দিনী,
কুল-কলঙ্কের ভয়ে ফির এলেম যর,
কোটা কোটা লগ্ন্যং, বহু বাঁশি ধামা কর।

য রে কোকিলা তুই,
আমার পতি গেছে যে দেশে,
অমন করে আলাতন করি না আর নিতি এনে
শনে তোর কুহবর, উষ্মে উঠে পরান আমার,
আনপতি মোর গেছে গঙ্গার পার,
ছাড়ো ত। কুহবর ॥

অতি সুন্দর রামের, কি লিখে সাধাব।
তেলি বড়ীর তেল এনে রামের সাধার কেব।
পুড়ো বাড়ীর হলুদী এনে, রামের রং কলন,
মালি বাড়ীর মটু এনে রামের মাথার বেঁক,
ভাঁড়বাড়ী কাপড় এনে, রামের পরাবাড়ী,
নুতন সাজে সেজে ও রাম বাবে বস্ত্রবাড়ী,
হাসতে হাসতে কিনে আসবে
পায়ের নুতন বেড়ী ॥

এত বড় ছ'য়েছো গোঁঠী, না কেন তোর খালি,
আমার সঙ্গে কখনা কথ', মনের কথা খুলি।
আমি দিব না বা-গাড়ী সেই কথাটা কই।
কেন তোমার খালি গলা, কাশে লাইকো তুল,
ঐ ব'হু'ত'রণ রঙটা তোমার, মেঘবরণ তুল,
এ যে শিবের সাথে দিয়ে বিয়ে,
তোমার বাপের হ'লো তুল ॥

১ পান বজ্র লাজল চন্দন কলাইডাঙ্গার মাঠে।
তানার তরে লয়ান বে বো পরাণ যের ফাটে।

মাঝিরের গান।

আরে ঐ
পশ্চিমেতে জাঁকি টপ্পে উড়ছে বাড়ি ভাই,
হসিয়ারিতে চোট ঘেঁষে সঙ্গে ধর হাল।
নকর জলদি কোরে করিয়ার টাল ॥
(হরুর হো, হরুর হো, হরুর হো।)

আরে ঐ
সামান সামান পাল ছিড়িল, বটলো কি জঞ্জাল,
দরিয়ার পীর গাভীর বদর সবাই মুখে বল,
নকর জলদি করে করিয়ার ঢাল।
(হরুর হো, হরুর হো, হরুর হো।)
(হে—হো—হো।)

হিজরের গান।

খোকা দেখালো, ছোট বো, খোকা দেখালো।
শাকু দিয়ে মাছ ঢাকলে এখন কি হবে বল ॥
হাটে বাই বাজরে বাই কিলে আনি পোশা,
আর খাবার বেলা শুপুর পাপুর
শোবার বেলা পোশা ॥

আর, হরুর গুণর কানে গানে কেনা মেখে লে
হাটেক-মুখে হাড়ী ভেঙ্গে বাড়িরে দেব ঢোল।
দেশ-বিদেশে করে কিলে করবো গুণগোল—
মইলে এই বেলা দেখাই সাড়ি ঢাল যদি ভাল

৩লো দাঁদি, গোখার গুলি আঁকার বাপ।

৩৪২ নং চক্রে চক্রে গুলি ছলোয়ারের বাপ ॥

আমারে বাপ নিয়েছে আশা,
গড়িয়ে দেবে কাশের পাণ,
সেই আশা নৈরাশ্য-এক মনস্তাপ ॥

উত্তরে এঁক মাস ছিল লামে নারিকেল বেড়ে,
তাতে হাজার হুহ নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ো আজকে গাঁয়ের হিটে,
কেন্তে দিয়ে লাড়ি কাটে ॥

তিতুম্বর বলে আলা বলাইনাম বাঁশের কেল
তাতে আমার লাই হলো,
বেশম মাঠ ছিল, ভেঁষমই হ'লো মঠ,
কেন্তে দিয়ে লাড়ি কাটে ॥

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তিতুম্বর
সরা—সরিয়াং ভিলি করিলেন আহিন ॥

পীর পরশ্বর, কুঁচ—আলি
কিছুই তি নি মান্তেল না,
এবার সারলে ইংরেজের মামু জালে না
সবাই বলে হায় আলো, বুঝি প্রা
যায়, একি হলো যায় ॥
এবার মূলে গুলি, ভাজলে গুলি,
হজরৎ গুলি খেলে না,

এবার সারলে ইংরেজের মামু জালে না
সবাই বলে আলো—লবি, আবার হ'লে
জোর করে সব ধরে আলগাম গৃহস্থের
তার প্রতিফল হাতেহাতে আরিজুরি
এবার সারলে ইংরেজের মামু জালে না
জোশানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ক
হাজাম বাড়ী গিয়া শীত্র গৌণদাড়ি ক
তিতুম্বরের পলাথরি নবারদি কয়,
তোমার বুড়িতে মামা ঠেকিলাম দায়।

এসেছে রাক্ষা গোরা,
উর্জি পরা ব্যাভের টোপ মাথার ॥
এরা মারছে গুলি, ভাজছে গুলি-
হজরৎ গুলি মারলে না।
সারল ইংরেজ মামু,
এবার আর জালে রাখলে না ॥

বান্ধালী মেয়ের তজ্জা ও কুমুদের গীত ।

এদেশে বর্তমান যুগে তজ্জা ও কুমুদের পনের
মুখ্য্য দিনে দিনে হাস প্রাপ্ত হইয়া বাইতেছে ।
মহা বান্ধালার এখন বড়িটা তজ্জা ও কুমুদের
ল পাওয়া বার কি মী নন্দেহ । পুলিশের আইনা-
মুশারেও অনেক হলে উত্তর দলের আকৃ-
ষ্ট হইয়া গিয়াছে । সে কালে তজ্জা ও কুমুদের
খুই আসর ও প্রচলন ছিল ; কিন্তু উত্তর দলেই
অসীলতা প্রহর পরিমাণে বিরাজ করিত ।
মেদিনীপুর জেলাস্তর্গত বাটল মহকুমার অধীন
জেতুয়া দাঁসপুর পরগণার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে
ভবানী নামে বর্ণকায়জাতীয়া এক স্ত্রী লোক বাস
করিত । অনেকে ইহাকে ভববাণী বলিয়াও
ডাকিত । ইহার তজ্জা এবং কুমুদ উত্তর দলেই
ছিল । কবিওয়ারা পুত্র সন্তানদের মধ্যে যেমন
ভোলা মরহা, মেয়ে তজ্জাওয়ারালী ও কুমুদওয়ারালী
মধ্যে ভেদনি ভবানী । এই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক
অসীলতা হইতে আপনার দলকে অনেক পরিমাণে
রক্ষা করিয়াছিল । কুমুদওয়ারালী ভবানী সম্ভবতঃ
৩৫ বৎসর পূর্বে দেহ ত্যাগ করিয়াছে । ভবানীর
কলিকাতা নগরীতে মৃত্যু হয় ।

তজ্জার গীত ।

ঠকু ঠকা ঠকু ঠকু ।

রাত দুপুরে বনে বনে, আঁৎকে ওঠা সখ ।

ওরে ঠকু ঠকাঠকু ঠকু ।

সবের আঁণ বাগ মানে না মানে,

বেরিয়ে পড়ে হেঁচকা টানে,

আনাচ কানাচ ভালবো লাকো থরখে হবে বকু ।

রামা স্ত্রীমা মিলি বড় ভাতার বড় টকু ।

শুই রামের পিসের খুন্সর,

টেকের মাঝার খালা ।

মিলির মিলির পিলি পোড়ে

তুকিরে, গেছে গলা ।

ছুটেছে হেনো মেদো হামুলে—

ইটালী পদ্মপুত্র মানিকতলা

দায়ল, রাধা সম্মলে ।

বেরিয়ে গেছে মেছো বান্ধার

মামুদোভলার চকু ।

ওরে ঠকু ঠকাঠকু ঠকু ।

ভৈরবী—আড়াধেঘটা ।

কি মতা বাগো রে ভাই এইখানে ।

কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি মজা উড় ছ হুন্সে ॥

পের ছুদিনকার নিশি, বত আর রয় ভালবাসি,

এখন তপ্তাখোলা নিয়ে দিব ওর মুখে যদি,—

সয় না আর প্রাণে, এঁটেপাত যায় রখে, ॥

এখন যা করে: সে ভগবান ডাকি তোমার বজনে

ভৈরবী—আড়াধেঘটা ।

ভাল আইন কাল আর কোশালি রাজার ।

বেশ্যারা সব শশবাস্ত পালিয়ে বাবে কে কোথায়

তো বা তাজে দোখার স্বর,

পারে গিয়ে পালিয়ে অন্ধ হয়ে আতাহর,

কেহ বা দেখে শুনে বেচে কিনে,

ঐরুদ্র বনে বেড়ে চায় ।

রাজা ভালোর জন্তে যায়,

হিতে বিপরীত ভেবে (এর) সকলে পলায়,

বলে লাজে মরি, কি ককুমারি,

মৃত্যু হুগে প্রাণ জুড়াক ॥

কুমুদের গীত ।

চল লই বাধা ঘাটে বাই ।

অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই ।

বোলা জল পড়লে পেটে,

গাটা অমনি শুন্নির উঠে,

পেট কাঁপে আর টেকুর উঠে, হেউ হেউ

আবার) কলসীতে পান

খে ডিরে থাকে খেবার মরি জাই ।

তাই তো আমি মদ্রি ভেবে,

সবের আগে হুং কাল মুখে,

তাই তো আমি মদ্রি ভেবে,

কান্নি কি মজা বাই ।

পেট কাঁপে আর টেকুর উঠে

হেউ হেউ হেউ হেউ

চোখের জল চোখে মরে,
বেড়াই আমি আমোদ করে,
জালায় জ্বলি ওবু বনে চলি,
আমি হেলে চলে চলেছি ।
পোড়া গরুনা বুকে গরুনা আর,
পাচ আশীর পাচ নজরের ছার,
পোড়া বিধির বিধম মার,
কার ধার খেল কোরেছি ।

বাঁশ হয়ে জামাই এনেছে,
দেব দিব কি পরকে ।
যোটা গোট চোলের মতন,
মম নারে তার বলকে ॥
এমন এনেছে জামাই,
তাড় বুতুরা নাইকো কামাই, (গো)
পাকা কাড়ি ত্রিশূলধারী,
তা দেখে মন টলকে ॥

— মধুর গাথীর গান ।

আরে ঐ—
ভাসিয়ে শ্রমতরী হরি বাকে বহুলায় ।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায় ॥
আরে ঐ—
একেত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড় নয়নে চায় ।
চুড়ার উপর মধুরপাখা বাঁশরী বাজায় ॥

সাঁওতালী গান ।

সাঁওতালী বরষ এসিহ । সাঁওতাল পুরুষ ও
বনসী বধন বাসল বাঁকাইয়া ভাল ভাল মাটির
গান করে, তখন তাহার উম্মত হইয়া যায় । তাহা-
দের গানের সুর সব একরকম—টান। শুনিতে
বাঁশালীর কাছে মহতমর । সাঁওতালী ও পাহাড়ী-
দের বাঁশির বর শুনিতে বড় মধুর—কান পাতিয়া
শুনিতে ইচ্ছা করে । বর পাহাড়ের উপরে উপরে
বসিয়া, বধন কুম্ভকার হুবক বাঁশিতে গান করে,
তখন বনের হরিণ কান পাতিয়া শোনে এবং লাগত
হুড় বর । পাহাড় পাহাড় এতিন্দিত হইয়া সে
বাঁশি বহুদূর বাজাইয়া দেয় ।

সাঁওতাল বিমোহন গান ।

১। হাতে ত বাঁশী, পিড়ারে ধুরা,
বেঙ্গল বাবু চলিল, শিউরিয়া বানা ॥

—
বিয়ের গান ।

২। কুমি মুণ্ডা পুখরী, ধুবীর বেটা কাপড় কাচে।
ধুবীর বেটা ডুবি মরি খেল ।
আন সারে কেঁওটার বেটা হুঙ্কহুতা জালরে ।
খোবীর বেটা হাঁকো উঠাইব ।

—
খামীর শোক রীর বিহনে ।

২। বাড়ার নামো ফুলগাছ, ফুটে লালে লালরে,
আমার ভিরি বাইড় নাইরে ।
কা করি ফুল গাছ, ফুটে লালে লালরে ।
আমার ভিরি বাইড় নাইরে,
ভেল ভিন্ন সেন্দূর সাজে না ।

—
৩। কাঠ কাটা মাখ মে, কাপট কাটা বানাও মে ।
কইয়া পুকা, জামাই কাটা, কাপটি নে সেনী ।

—
৪। জামজুরীর দেবীমাই, ছোট্ট মাই,
বড় মাই, পোক মাই, বাধে মন ছিল,
সে মন হল নাই ।
বড় বড় চাবা, শুনি ভাবি মরিল,
লেখ চানু তোমার হাতে বিচার ॥

—
বিয়ের গান ।

৫। কাঠ কেহ কাপট বাবা, লোহা কুঙ্গুপ,
কত ঘুমে ঘুসাইলে হো রাভা রাগিত চোম
নিরে খেল ।

—
৬। কুলি কুলিতে চিলি বেয়েল চ হহ কিদা ।
মার সে গো কুলি ইপে,
ডালা মাখ বোদী মালা দিব ॥

—
বাঁশনা পুজার গান ।

৭। শুভ রাত্তি বাপাগে, বাসল লতাড় কোকিল শুভ
পাশো মাইরি দাকা সে ভাসরী ॥

। ছায়ড়া লতার রে, জুড়িতে ডাডিইলালি
দারই জুড়িতে নিকী কি নাড় গোলো না,
জুড়িতে নিকী কি উম'রাকাইনা ।

চরক পুজার গান ।

। ডালা আছে ফুল পান, ঝাড়ি মোট জল,
ভাক্তা হো ডারাই আছে, পাঁড়া পাঁড়া হো,
কেমন বটে মহাদেশ ।

নাচের গান ।

১১। তিড়ীমা সাড়ী সহজ সহজ,
গাম'ক সাড়ী ডিরিম ডিরিম, ও মিন ধান্দারে,
জুড়িরে টইতে রেড়িম ডিরিম ॥

(বাচ) ।

১১। দশ হাত তসর কাপড়, তিলে ডিরা জররে ।

১২। তের হাত ধুতী বাসাতে হিলায় রে ॥

১২। গিরি গিট্টী গিত পাওরে,
চুটিয়া হি মাঝল বাজে, সেতা টামাক বাজে ।
করে হি করে বিয়ল কান্দে গো ।
মুশা মুমুর খোলাব রে ॥

(বাপিতে মুমুর) ।

১৩। হাতে আছে মোহন বাসী,
কেমনই বা লুটে লিব রে ।
গলার আছে মুশা-মতী মালারে,
কেমনই বা লুটে লিব রে ।

আসামী ভাষার গান ।

রাগ—গৌরী ।

কমল নয়ন চিত্ত চিত্ত চেতন লাই ।
বিনে লরি-ভকতি মুকুতি কতি পাই ॥
নর ভরো ভাই ভারতে কতি ভাগা ।
ন কহসি রাম মরম কতি লাগা ॥

হুনিমুড়া পুখরী—এক পুখরিণীর নাম । ভিরি—
গ্রী । কাট কাটরা কপাট বাদ্যত । কইরা পুখী—
কমরা ফুলের বড় চেহারা । কপাটনে সেদী—
কপাটি বন্ধ কর ।

[অর্থ—কোন লোক মালা হাতে করে বেড়ায় ;
যা একে ডাক, আমি মালা লিব ।—সীতলাল রবণী
সংগীতদে ।

ছোড়ি রাম নাম অমিয়া উপযোগী ।

বৈছে পুরীশ শূকর কয়ো ভোগা ॥
অধির জীবন ধন যৌবন জয় ।
ভকতি-বিরোধী বিষয় সব মায় ।
কুম কিস্কর তুহি শকর ভাণা ।
বিনে হরিভকতি তরনী নাহি আনা ॥

রাগ—মুহাই ।

শ্রী রাম মই খাত পাণী পামর তেরি ভাবনা ॥
মাই ।

জনম চিন্তামণি কাহে পুরো যচ কাঙ্ক্ষ লাই ॥
বিবসে বিষয়-বিজ্ঞানুল নিশি শরনে পেয়াই ।
মনে ধন খোজি বিমোহ হত তেরি আরতি না
পাই ॥

হৃদয়কমলে হরি বৈঠহ চিন্তে। চরণ না তেরি ।
করল গরল যব ভোজন হামো অমিয়া হেরি ॥
পর মুকুণ্ড হামো মাধব এক ভকতি না আনা ।
দাস দাস বুলি তরহ এহ শকর ভাণা ॥

রাগ—বসন্ত ।

কৈছে নরহরি তরণ উপায় ।
নাশ সকলে কৈলো বিষয় লোভাই ॥
অধির জীবন ধন যৌবন দেহ ।
হৃদয় সোদর হত কিছু নোহে কেহ ॥
পেখিতে অমিয়া-রস বিষ পরিণাম ।
ভবিরে মজাই লো। মন মেরি রাম ॥
নিরংলি বিষ চিন্তু কামিনী লোহ ।
তাহু পড়ল মেরি এমল মোহ ॥
ডাকর ছোড়াইতে লম্বা নাহি ঝিক ।
শুকরা মনোরথ বাঢ়লি ঝিক ॥
জনমে জনমে হামো দাসকু দাস ।
কেশব অবছ ছোড়হ মোহ পাণ ॥
শমনক লাই জীব বড় ডোর ।
শকর কহ হরি সেবক ডোর ॥

রাগ—গৌরী ।

নাহি নাহি রমরা বিনে ভাল ভায়ক কোই
পরমাশঙ্ক-পদ-মকর-দেবদ মন মোহ

তীক্ষ্ণ বরত তাপ আপ যাগ যোগ যুক্তি ।
 মন্ত্র পরম ধরম করম বরত নাহি মুকুতি ॥
 মাতঃ পিতা পত্নী ভবন জনন বর মরণা ।
 ছাড়ি ধন মানস অঙ্গ বরত হরিচরণা ॥
 কৃষ্ণকঙ্কর শঙ্কর কং বজ্র বিম্ব-কামা ।
 রামচন্দ্র লেখ শরণ জগৎ গোবিন্দক নামা ॥

রাগ—গৌরী ।

সোই মোহ ঠাকুর মোহি বো হরি পরকাশ ।
 বরত দুপ স্মরত তাকরি হামো দাসা ॥
 পণ্ডিতে তে শাস্ত্র মাত্র সার ভকত লিয়ে ।
 অস্তর জন ছুটয় কংল মধু মধুর পিয়ে ॥
 বাহে ভকতি তাহে মুকুতি ভকতে এতক জানি ।
 বৈছে বণিক চিত্তামণিক, জানিয়া গুণ বাখনি ॥
 কৃষ্ণকঙ্কর শঙ্কর কং ভব গোবিন্দক পায় ।
 বোহি পাণ্ডব বোহি মণ্ডিত বো হরিগুণ গাড়ি ॥

উড়িয়া গীত ।

হর পঙ্কজ মুখ, হে মধুখ,
 ভরসা করিছি মুহি নীন বন্ধ ।
 পূর্বে কংসাভি, চিত্তিড়া জোপনা,
 শ্রীপতি মতে ভুখ,
 কোটি বস্ত্র দেই হরি হে নিগাইল হুখ ।
 পকাড় দেশরে, অজুড় চিত্তিড়া,
 বিকিড়া বেড়ে লাখ,
 হই তার পক্ষ বাজাইড়া শখ ।
 প্রজ্ঞান ছড়ে, শুস্কর উপতি,
 রূপ মহিমা টেক,
 • চিরি পকাইড় হিরণ্যর বন্ধ ॥
 মুহি নীন হোল, কলছি জনান,
 নগনা মোহ মুখ বোলে বড়ভয়,
 অতি হি নিরেখে ॥

নগরয় লগরনাথী, অধম ডাকুছি শুকু না হাঁকি
 নর্ত্তে মেতে বোলে অচেতন কালে,
 বহিখিলি মোতে বন্ধা কর কি ।
 গওক পতকে ডুওল পশপত্তে,
 মোহর বদনে পক্ষ বোলে কি ।

দর্শন নিমত্তে, কুপার সহিতে,
 দর্শন ইন্দ্রি দান দেল কি,
 স্পর্শাখান পাই, স্পর্শক হোই,
 অঙ্গ জহা দান যোকে দেল কি ।
 পঞ্চ ভ্রানে স্তব, পঞ্চ কণ্ঠ স্তব,
 বশেষের দান মোতে দেল কি
 শরীর মধ্যবে অতি কোতুক করে,
 খাস্তাসম্পাদ্যক রূপ অছর্ষক ।
 জাহ্নবের পাপ অনেক নিষ্পাপ,
 তাকু-কামধাকু তুস্ত খাজিকি ।
 মুহি হোল ভন মাঙছি শরণ,
 ভক্তি দেই, মোতে নব কি ॥

বণ উড়ুচি হে লালাকড় রে ।

পণ্ডিত তরিগা কু এ মরীমণ্ড রে ॥

খাট পড়য়ে বাড়ি, হুতছি বেতবাড়ি,
 কোড়ি কোড়ি, পাতক বার ছাড়ি, পাছে ভলবে,
 কলা শ্রীমুখ দেখি, ভর নাহি ভোল রে ।
 অশ্লিল আপল সঠা, কারি খেচাড়ি বেড়া,
 অংট, বঢ়া বঢ়া মণ্ডল রে,
 ছড়া মড়া রস কোড়া সাধু সন্ত মেল রে ।
 যোগিনী বোঙ্গী পণ্ডা, চিত্ত কু কারুণীওতা,
 গণ্ডা গণ্ডা বেলিন থল থণ্ডা,
 আনন্দ ভোল রে,
 দাস ছদানন্দ কু রথ পদভল রে ॥

রসদায়িনী কোল ছাড়িলি, বুদ্ধি ছাড়িলি ।
 দিনে চান মুহি লুব-সুখু যাই,
 পলক উপরে চাড়িলি ।
 দেখি চানমুখি, মুখ দেলা ডাকি,
 শ্রীকরে বদন কাজিলি, চম্ব গাড়িলি,
 মনমোহিনীর মন বিড়িলি ।
 তা এতি মানকে, পড়ি নিমসকে,
 পলক উপর গাড়িলি,
 ইনিত বাণী কি, কর রে শুনি কি,
 রুমণী মনি কি এড়িলি, অঙ্গ তাড়িলি,
 পড়ি পড়ি পরবাদে সড়িলি ।

হারি গলি মুহি, ন হারিবা দেহি,
যেতে খেতে ভরি কাড়িলি,
জ্ঞানানন্দ কাহি, শুধারি প্রাণ সহি,
যমকে এ গীত জুড়িলি ॥

খৃষ্টানী গীত ।

কীর্তন ।

এম সবে ভাই ।

যে পথে গেছেন বিপদ সেই পথে বাই ॥
গিয়ে সবে কাল বরি, হেরি তারে নেত্র ভরি,
হরষর খোড় করি, চরণে শির লুটাই ॥
হেরিলে তাঁহার মুখ, ভুরে বাবে সব দুঃখ,
সইবে অতুল সুখ, সে সুখের আর সীমা নাই ।
সিলে সে ক্রুশভলে, পাম্বাণজ্বলি যায় গলে,
শুণ লন করি কোলে, আপনার পিতার ঠাই ॥

মুসলমানী গান ।

আল্লাহর হুকুম ভাই সাব হুনিয়া ভরি ।
ওরে খোদায় দোস্ত মহশ্ব করিল জারি ॥
হুনিয়াতে হইল পরলা দ্বন্দ্ব পেশাবর ।
একিলে নামে বাহার খেতা ফেরিস্তির আলর ॥
বহৎ বহৎ পেশাবর হুনিয়াতে পরলা হইল ।
আল্লাহর কুদ্রতে মকার মহশ্বদ জমিল ॥
মহশ্বদ মদিনা পুরে বাঙ্গসা হয়েছিল ।
বাঙ্গসার খররাক্ষিত্তে কোরাণ বানাইল ॥
ভেস্তে যদি বাইবে কোরাণের বড় ।
একচিত্তে পাঁচ ভক্ত নেমাজ তরে পড় ॥
কালামজা পড় ভাইরে গোছল করিয়া ।
জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া ॥
ফজরের নেমাজ পড় সাহেবিনীর সহিত ।
নহে দিবা নাই রাত্র কোরাণের লিখিত ॥
ত্রিশ রোজ কর এক মেল এক আমে ।
হরমমে আল্লাহর নাম জপ মনে মনে ॥
যেই অনে মহশ্বের তারিক না মানিবে ।
কাফের হইয়া সে যে দোজখে বাইবে ॥

পারস্য ভাষার প্রসিদ্ধ গীত ।

পারস্য ভাষার প্রসিদ্ধ কবি সেখ বসর সাহে-
বের একটি এবং মোলানা সেখ সাদিসাহেব প্রণীত
তিনটি প্রখ্যাত গীত এখানে উদ্ধৃত হইল । ইহার
উভয়েই মুসলমান সাহিত্যে সুপরিচিত । বসর
“বাগ—ও—বাহার” কাব্য এবং সাদীর “গোসেস্তা”
“বোস্তা” “শামেনামা” কাব্যসমূহ, পারস্যভাষাভি-
পাঠকেরা অত্যন্ত বড় সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন ।

কবি বসর সাহেবের গীত ।

কানোড়া ।

আয় চোহরে জেবার
তো রক্তে বোতানে আজ্জরী ।
হয় চন্দ্র রোয়াস ফং যে কুনম
ওয়ার চহসুনে বা বালা দেবী ॥
তু আজ্জরী, চাবক্ তেরী,
আজ্জ বর্গে শুল নাজুক্ তেরী ।
দর হর্কে গোয়ম্ খুশ্ তেরী
হকে আজ্জব্ দিল বরী ॥
আয় হমা অখমারে তো
ধলকে খেদা নয়দারে তো
অনরগীশে রেমায় তো
আওর দো বসমে কাফরী ॥
মন তো হুম্ম তো মন হুদী,
মনতম্ হুম্ম, তু ধা হুদী,
তা কসুনে গোয়েদ পশ্ অজীম্
মন বিনরম্ তু বিনরী ॥
খসর গরিব্ অসুৎ গদা
রোফ তাবদ কোরে সেমা ।
কহর কে আজ্জ বহরে খোদা
তরো পরিবা বিনু গু ॥

মোলানা সেখ সাদির গীত ।

কানোড়া ।

হর্কে বুয়দ দর আদা শনুতে পরবদিসার ।
জল হয়ে সনা দরো অসুৎ বসে আবকার ॥

বাঙ্গালীর গান ।

কুজা বাশলং সীতারে মালী বেহার ।
করখ তানে সব জু নর নরো হসীহার ।
বরকে দক তরেসং মাক তে কিরু গার ।

কানোড়া ।

সো পুরনম্ যেতো মারে বেশ রা ।
তো দানী হেশবে কমে বেশ রা ।
গোনা হে মনর নামনে করসোমার ।
গোরা নাথ কার্য বুকে আদুর জেগার ।

কানোড়া ।

অবাঁতা বুহুদ নরু দই। আর পীর ।
শনারে মহম্মদ বুহুদ দীল সীজীর ।
হবিবে গো আশ রকে আদ্রিরা ।
কোরশে মজিনশ বুহুদ মুতেক ।
সওয়ারে জাহাঙ্গীর একরা বুহুদ ।
কেবু জসং অজ বহরে নীলী রুমাক ।

পশতু ভাষার গীত ।

সমগ্র বেঙ্গুচিহান, আকশানি হান, সোয়াট
প্রদেশ, কাকীহান এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত পঞ্জা-
বের অধীন রাওলপিণ্ডি জেলা হইতে আরত করিয়া
পেশোয়ার পর্য্যন্ত ও তৎসন্নিবিষ্ট নমুদর সীমান্ত-
বাসী মুসলমানের মাতৃভাষার নাম পশতু। কাহু-
লের মুসলমান পশতুভাষার কথোপকথন করে।
এই ভাষা আরত করা কঠিন, ইহার গীত সংগ্রহ
করা আরও কঠিন। ভারতীয় কাহুলী মুসলমানেরা
পশতুভাষার গান গায় এবং ইহাদের অনেক গীত
এদেশের মুসলমানেরা সুব্ব করিয়া গাহিয়া থাকে।
ইহঁত প্রসিদ্ধ পশতু গীত এখানে প্রকাশিত হইল।
গীতের প্রণেতা কাকি মহম্মদ হোসেন মহাশয়,

রাওলপিণ্ডি জেলাস্তর্গত আটক মহম্মদার অন্তঃপাতি
সিদ্ধনবতীরকর্তা আবদাল (হোসেন আবদাল) মহম্মদ
জমগ্রহণ করেন। ইনি দুই সাতারিভুক্ত পাঠান
মুসলমান ছিলেন এবং বিশেষ বিধান বলিয়া ইহার
বশ ছিল। ইং ১৮৬০ অব্দে ১১ বৎসরে ইনি দেহ-
ত্যাগ করেন।]

কানোড়া ।

পুশবো লবোনে অংগীর কেজোরান ।
উরো উরে মন লাখিরাল লনে অংগেরে হনু
জেল ফাল ফালংগা ।
দেবাছি দেরণ জু জরু উহে রুম ।
কংলেবে পচে দেব উরগো
হনু এনুসা উর রে ।

কানোড়া ।

ফজলে পরবু দকে সীরাংরা ।
লবোনে লশংগা রকে হিরাংরা ।
অংগ-এ-মটল, জিনাংগ-
কিপকে আবেন কিরু গার
দশংগী উবো, বলে দক তনে রা ।
হুম ফজ রুগে রুগাটশা
দবানে দিগডি অফুমনং বা ।
হিজ অংগে আগলা ডালা
বস্তানে হিন্দর কেবিলা;
উরে তাকুরী মহম্মদ রা ।
নীলা নোশতান মনুজালেং
বহার শে ককাই জলবো শিরা ।
বর ভবাজো হার হুশ মনু তকীরা ।
কর্দন ইব্বী হীণং ।
পায় বোবে সরল অজ পা
অফুমনং বেওয়ার রা ।

এই সমাপ্ত ।

